

প্রের কাছে আন্না কারেনিনা। ম. ভ্রবেল, ১৮৫৬-১৯১০

रलङ उल्रा



আট অংশে সম্পর্ণ উপন্যাস (প্রথম অংশ — চতুর্থ অংশ)



ম্ল রুশ থেকে অনুবাদ: ননী ভৌমিক

Leo Tolstoy 'Anna Karenina' (Parts I—IV)

In Bengali

न्द्रीष्ठ

প্রথম	অংশ .	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	ે
দিত ীয়	অংশ		•	•							•	•	১৫৮
তৃতীয়	অংশ		•	•	•	•			•			•	৩১২
চতথ্	অংশ												ឧ৬០



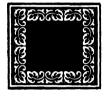
অন্বাদকের কথা

উপনাসে তল্পন্ন অবস্থাবিশেষে একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। অনুবাদেও ঠিক তাই অনুসরণ করা হয়েছে। এতে বাঙালি পাঠক কিছ, গোলমালে পড়তে পারেন। তাই রুশ নামের বৈশিষ্টা সম্পর্কে সামান্য ব্যাখ্যা দেওয়া বোধ হয় ভালো। সম্পর্ণ রুশ নাম — প্রথমে আদি নাম, মধ্যে পিতৃনাম (প্রের্ষের ক্ষেত্রে সাধারণত 'ইচ্', নারীর ক্ষেত্রে 'ভনা' প্রতায়যোগে) এবং উপাধি (বাঞ্জনান্ত হলে স্মীলিঙ্গে 'আ') নিয়ে গঠিত। যেমন, আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ কার্রোনন অর্থ আলেক সান্দর প্র আলেক সেই কারেনিন। আলা আর্কাদিয়েভ্না কারেনিনা অর্থ আর্কাদি কন্যা কারেনিন পদ্দী আল্লা। সসম্মান সম্বোধনে সাধারণত নাম ও পিতৃনাম উচ্চারিত হয়। অন্তরঙ্গরা নিজেদের ঘনিষ্ঠতা ও ভালোবাসা অনুসারে সংক্ষিপ্ত প্রথম নাম, অথবা শার্ধই উপাধি ধরে ডাকেন: যেমন, কন্স্তান্তিন লেভিনকে 'কস্তিয়া' বা 'লেভিন', আলেক্সেই ভ্রন্স্কিকে প্রধানত 'ভ্রন্স্কি'। নাম ডাকনামে বা আদরের নামে পরিণত হয় নানাভাবে: আগেই বলেছি, কন্স্তান্তিন — কন্সিয়া, তা ছাড়া আলেক্সেই — আলিওশা, স্তেপান — স্তিভা। মেয়েদের ক্ষেত্রে নামের একাংশ নিয়ে শেষে 'চ্কা', 'শ্কা', 'ঙকা' প্রভৃতি প্রতারযোগেও তা স্কৃতিও হয়। যেমন, ভারিয়া — ভারেৎকা। তবে রুশি দারিয়া থে 'ডল্লি' আর কাতিয়া যে 'কিটি'তে পরিণত হয়েছে সেটা তখনকার রুশ অভিজাত সমাজের ফ্যাশন অনুসারে। নামেও কিছু ইউরোপিয়ানা এসেছিল তখন। উপন্যাসের খন্যানা অভিজ্ঞাত, বিশেষ করে নারী চরিত্রের নামকরণেও তার ছাপ আছে। পাঠকেরা তা সহজেই ধরতে পারবেন।

व्य क्रास्त्रकास्त्रकास्त्रकास्त्रकास्त्रकास्त्रकास्त्र

প্রভূ কহিলেন, প্রতিহিংসা আমার, আমিই তাহা শর্মিব

প্রথম অংশ



n s n

দুখী সমস্ত পরিবার একে অন্যের মতন, অসুখী প্রতিটি পরিবার নিজের নিজের ধরনে অসুখী। অব্লোন্-শ্বিদের বাডিতে সবই

এলোমেলো হয়ে গেল। স্থা জানতে পারলেন যে বাড়ির ভূতপ্র্ব ফরাসী গৃহদিক্ষিকার সঙ্গে স্বামীর অবৈধ সম্পর্ক ছিল, স্বামীকে তিনি জানিয়ে দিলেন যে তাঁর সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করতে আর পারবেন না। অবস্থাটা এই রকম চলছে তিন দিন ধরে, খোদ দম্পতি এবং পরিবারের অন্যান্য লোক আর চাকরবাকরেদের কাছেও তা হয়ে উঠেছে যক্রাণকর। পরিবারের সমস্ত সদস্য এবং চাকরবাকরেরা টের পাচ্ছিল যে একসঙ্গে থাকার আর অর্থ হয় না, সরাইখানায় অকস্মাং মিলিত লোকেদের মধ্যেও তাদের চেয়ে, অব্লোন্ ম্কি পরিবারের লোক আর চাকরবাকরদেব চেয়ে পারম্পরিক সম্পর্ক থাকে বেশি। স্থা নিজের ঘর থেকে আর বের্ছেন না, স্বামী আজ তিন দিন বাড়িতে নেই। ছেলেমেয়েরা সারা বাড়ি ছোটাছ্র্টি করে বেড়াছে আশ্রয়হীনের মতো; ইংরেজ মহিলাটি ঝগড়া বাধালেন ভাণ্ডারিণীর সঙ্গে এবং অন্য কোনো জায়গায় কাজ খাজে দেবার জন্য অন্বোধ জানিয়ে চিরকুট পাঠালেন বান্ধবীর কাছে; বাব্রিচি গত কালই দিবাহারের সময় বাড়ি ছেড়ে গেছে; রায়াঘরের চাকরানি আর কোচোয়ান বলেছে তাদের হিসেব মিটিয়ে দেওয়া হোক।

ঝগড়ার পর তৃতীয় দিনে প্রিন্স স্তেপান আর্কাদিচ অব্লোন্ন্স্কি সমাজে বাঁকে বলা হত স্থিভা — বথা সময়ে, অর্থাৎ সকাল আটটায় তাঁর ঘুম ভাঙল স্থার শয়নকক্ষে নয়, নিজের কাজের ঘরে, মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো সোফায়। সোফার গদিতে প্রেক্টু অসার দেহটি ঘ্রিরয়ে অন্য দিক থেকে সজোরে বালিশ আলিঙ্গন করে গাল ঠেকালেন তাতে; তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন, চোথ মেললেন সোফায় বসে।

স্বপ্নের কথাটা মনে পড়ার ভাবলেন, 'তাইতো, কী যেন হয়েছিল? হ্যাঁ, কী হয়েছিল? হ্যাঁ, আলাবিন একটা ভোজের আয়োজন করেছিল ডার্ম'ল্টাড্টে, কিংবা হয়ত আমেরিকান কিছু। হ্যাঁ, ওই ডার্ম'ল্টাড্ট ছিল আমেরিকায়। হ্বু, আলাবিন ভোজ দিচ্ছিল কাচের টেবিলে। আর টেবিল-গ্লো গান গাইছিল: 'Il mio tesoro,* আরে না, Il mio tesoro নয়, তার চেয়েও ভালো, আর ছোটো ছোটো কেমন সব পানপাত্র, আর তারা সব নারী' — মনে পড়ল তাঁর।

খ্নিতে স্তেপান আর্কাদিচের চোখ চকচক করে উঠল, হাসিম্থে তিনি বিভার হয়ে রইলেন। 'হাাঁ, ভারি ভালো জমেছিল, বেশ ভালো। আরো কত কী যে ছিল চমংকার, কথায় তা বলা যায় না, জাগা অবস্থায় চিন্ডাতেও তা ফোটানো যায় না।' তারপর শাটিনের পর্দার পাশ দিয়ে এসে পড়া এক ফালি আলো দেখে সোফা থেকে পা বাড়িয়ে খ্রুললেন স্বীর বানানো সোনালী মরক্ষোর এম্বরডারি করা জ্বতো (গত বছর জন্মদিনে তাঁর জন্য উপহার) এবং না উঠে ন'বছরের অভ্যাসমতো হাত বাড়ালেন যেখানে শয়নকক্ষে টাঙানো থাকত তাঁর ড্রেসিং গাউন। আর তখন হঠাং তাঁর মনে পড়ল কেন তিনি তাঁর স্বীর শয়নকক্ষে নয়, ঘ্রমচ্ছেন নিজের কাজের ঘরে; মুথের হাসি মিলিয়ে গেল, কপাল কুণ্চকোলেন তিনি।

'উহ্, উহ্, উহ্! আহ্!' কী হয়েছিল তা মনে করে ককিয়ে উঠলেন তিনি। স্থীর সঙ্গে কলহের সমস্ত খঃটিনাটি, তাঁর অবস্থার সমস্ত নির্পায়তা আর সবচেয়ে যন্ত্রণাকর তাঁর নিজ অপরাধের কথা ফের ভেসে উঠল তাঁর কম্পনায়।

'না, ও ক্ষমা করবে না, ক্ষমা করতে পারে না। আর সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার, সবকিছ্ব জন্যে আমার দোষ, আমার দোষ, কিন্তু আমি তো দোষী নই। আর সেইটাই তো ট্রাজেডি' — ভাবলেন তিনি, 'উহ্, উহ্, উহ্!' তাঁর পক্ষে এই কলহের সবচেয়ে কণ্টকর দিকগ্বলোর কথা ভেবে বলে উঠলেন তিনি।

আমার গ**্**প্তধন (ইতালীর)।

সবচেয়ে বিছছিরি হয়েছিল সেই প্রথম মৃহ্তটো যখন হাসিখনিশ হয়ে দ্বীর জন্য প্রকাণ্ড এক নাশপাতি হাতে থিয়েটার থেকে ফিরে দ্বীকে দেখতে পেলেন না ড্রায়ং-র্মে, আশ্চর্য ব্যাপার, কাজের ঘরেও তাঁর দেখা পাওয়া গেল না। শেষে পেলেন তাঁকে শোবার ঘরে. হাতে সব ফাঁস হয়ে যাওয়া হতভাগা সেই চিরকুটটা।

সর্বদাই শশবাস্ত, উদ্বিগ্ন, এবং স্বামী যা ভাবতেন, বোকা-সোকা তাঁর ডল্লি চিরকুট হাতে নিষ্পন্দ হয়ে বসে আছেন, এবং আতৎক, হতাশা আর ক্রোধের দ্যন্টিতে চাইলেন তাঁর দিকে।

'কী এটা? এটা?' — চিরকুটটা দেখিয়ে জিগ্যেস করলেন তিনি।

আর এই স্মৃতিচারণায় স্তেপান আর্কাদিচকে কণ্ট দিচ্ছিল, যা প্রায়ই হয়ে থাকে, আসল ঘটনাটা নয়, স্ত্রীর এই প্রশ্নে যেভাবে তিনি জবাব দিয়েছিলেন সেইটে।

সে মুহুতে তাঁর তাই ঘটেছিল যা ঘটে থাকে অতর্কিতে বড়ো বেশি লজ্জাকর কিছু একটাতে ধরা পড়ে যাওয়া লোকের ক্ষেত্রে। অপরাধ ফাঁস হয়ে যাবার পর স্বার সামনে যে অবস্থায় তিনি পড়েছিলেন, তার জন্য নিজেকে তৈরি করে তুলতে তিনি পারলেন না। অপমানিত বোধ করা, অসবীকার করা, কৈফিয়ত দেওয়া, মার্জনা চাওয়া, এমনকি নির্বিকার থাকার বদলে — তিনি যা করলেন তার তুলনায় এ সবই হত ভালো! — তাঁর মুখে একেবারে অনিচ্ছাক্কভভাবে ('মস্থিকের প্রতিবর্তা ক্রিয়া' — ভাবলেন স্থেপান আর্কাদিচ, যিনি শারীরবৃত্ত ভালোবাসতেন) — একেবারে অনিচ্ছায় হঠাৎ ফুটল তাঁর অভ্যন্ত, সদাশয় এবং সেই কারণেই নির্বোধ হাসি।

এই নিবোধ হাসিটার জন্য তিনি নিজেকে ক্ষমা করতে অক্ষম: সেই হাসি দেখে ডল্লি যেন শারীরিক যন্ত্রণায় কে'পে উঠলেন তারপর তাঁর স্বাভাবিক উত্তপ্ততায় কড়া কড়া কথার বন্যা তুলে ছন্টে বেরিয়ে যান ঘর থেকে। সেই থেকে স্বামীর মুখদর্শন করতে তিনি চান নি।

'সব দোষ ওই নির্বোধ হাসিটার' -- ভাবলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'কিন্তু কী করা যায়? কী করি?' হতাশ হয়ে নিজেকে শ্ধালেন তিনি, জবাব পেলেন না।

স্তেপান আর্কাদিচ ছিলেন নিজের প্রতি সত্যনিষ্ঠ লোক। তিনি নিজেকে এই বলে ভোলাতে পারেন না যে তিনি তাঁর আচরণের জন্য অন্বতপ্ত। এখন তিনি অনুশোচনা করতে পারেন না যে তিনি, চৌল্রিশ বছরের স্কুদর্শন, প্রেমাকুল প্রের্ষ পাঁচটি জীবিত ও দুটি মৃত সম্ভানের জননী, তাঁর চেয়ে এক বছরের ছোটো তাঁর স্থাীকে ভালোবাসতেন না। শুধু এই জন্য তাঁর অনুশোচনা যে স্থার কাছ থেকে আরো ভালো করে তিনি লুকিয়ে থাকতে পারেন নি। তবে নিজের অবস্থার গ্ররাড় সবই টের পাচ্ছিলেন তিনি, স্থা, ছেলেমেয়ে, নিজের জন্য মায়া হচ্ছিল তাঁর। খবরটা শ্বীর ওপর কেমন রেখাপাত করবে তা জানা থাকলে হয়ত তিনি তাঁর অপরাধ আরো ভালো করে চাপা দিতে পারতেন। প্রশ্নটা নিয়ে তিনি কখনো পরিষ্কার করে ভাবেন নি. কিন্তু ঝাপসাভাবে তাঁর মনে হত যে বহুকাল থেকেই স্বী আন্দাজ করেছেন যে তিনি তাঁর প্রতি বিশ্বস্তু নন এবং সেটায় গুরুত্ব দেন না। তাঁর এমনকি এও মনে হত যে শীর্ণা, বুড়িয়ে আসা, ইতিমধ্যেই অস্কুন্দরী নারী, কোনো দিক থেকেই যে উল্লেখযোগ্য নয়, সাধারণ, নিতান্ত সংসারের সহদয়া জননী: ন্যায়বোধে তাঁর উচিত প্রশ্রয় দেওয়া। কিন্ত ঘটল বিপরীত।

'আহ্ ভয়ানক ব্যাপার! ইস্, ইস্, ইস্! ভয়ানক!' বার বার করে নিজেকে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, কিন্তু কিছ্ই ভেবে উঠতে পারলেন না: 'অথচ এর আগে পর্যন্ত সব কী ভালোই না ছিল, কী স্কুন্দর দিন কার্টছিল আমাদের! উনি ছিলেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্কুণ্ট, কোন কিছ্তে ওঁর অস্ক্বিধা ঘটাই নি আমি, উনি যা চাইতেন, ছেলেমেয়েদের নিয়ে, সংসার নিয়ে বাস্ত থাকার স্ব্যোগ ওঁকে দিয়েছি, তবে ঐ মেয়েটি যে আমাদের গৃহিশিক্ষিকা ছিল, সেটা ভালো হয় নি। ভালো নয়! গৃহিশিক্ষিকার প্রতি প্রেম নিবেদনে কেমন একটা তুচ্ছতা, মাম্লিপনা আছে। কিন্তু কেমন গৃহিশিক্ষিকা!' (জীবস্ত হয়ে ওঁর মনে ভেসে উঠল মাদমোয়াজেল রোলার কালো, রভস চোখ আর হাসি)। 'কিন্তু যতদিন সে আমাদের বাড়িতে ছিল ততদিন আমি নিজেকে কিছ্ব করতে দিই নি। সবচেয়ে খারাপ এই যে ও এখন... এ সব যেন ইচ্ছে করেই! উহ্, উহ্, উহ্! কিন্তু কী করা যায়?'

সমস্ত জটিল অমীমাংসেয় প্রশ্নের যে সাধারণ উত্তর দের জীবন, তা ছাড়া অন্য কোনো উত্তর ছিল না। সেটা এই: দিনের চাহিদ। মতো বাঁচতে হবে, অর্থাৎ থাকতে হবে বিভোর হয়ে। স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকা চলে না, অস্তত রাত পর্যস্ত পানপাত্র নারীরা যে গান গেয়েছিল ফেরা যায় না তাতে; তাহলে জীবনের স্বপ্নেই বিভোর হয়ে থাকা দরকার।

'তখন দেখা যাবে' — মনে মনে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে, নীল রেশমী আন্তর দেওয়া ধ্সর ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে, থ্পিতে বাঁধন দিয়ে, প্রশস্ত ব্ক ভরে নিশ্বাস টেনে খ্পি হয়ে, তাঁর প্র্রুজু দেহ অত অনায়াসে বহন করে যে পদদ্বয়, তাতে তাঁর অভ্যস্ত, উৎফুল্ল, পাক দেওয়া কদম বাড়িয়ে গেলেন জানলার কাছে, পর্দাটা সরিয়ে ঘণ্টি দিলেন। ঘণ্টি শ্নেই তৎক্ষণাং ঘরে ঢুকল প্রনো বন্ধ্ব, খাস চাকর মাতভেই, গাউন জনতো আর টেলিগ্রাম নিয়ে। মাতভেইয়ের পেছন পেছন এল ক্ষোরকমের সাজসরঞ্জাম সমেত নাপিত।

টেলিগ্রামটা নিয়ে আয়নার সামনে বসে স্তেপান আর্কাদিচ জিগ্যেস করলেন, 'অফিস থেকে কাগজ আছে?'

'টেবিলে আছে' — জবাব দিলে মাতভেই, তারপর সপ্রশন দ্ঘিটতে সহমমিতায় মনিবের দিকে চেয়ে ধ্রত হেসে যোগ করলে, 'ঘোড়া গাড়ির মালিকের কাছ থেকে লোক এসেছিল।'

স্ত্রেপান আর্কাদিচ কোনো জবাব না দিয়ে আয়নায় তাকালেন মাতভেইয়ের দিকে; আয়নায় যে দ্বিট বিনিময় হল, তাতে বোঝা যায় পরস্পরকে তারা কতটা বোঝে। স্ত্রেপান আর্কাদিচের দ্বিট যেন শ্বাচ্ছিল, 'এ কথা কেন বলছিস? তুই কি জানিস না?'

মাতভেই তার জ্যাকেটের পকেটে হাত চুকিয়ে পা ফাঁক করে নীরবে, ভালো মনে, একট-বা হেসে তাকিয়ে ছিল তার মনিবের দিকে।

'আমি বলেছিলাম ওই রবিবারে আসতে, এর মাঝখানে যেন আপনাকে আর নিজেকে মিছেমিছি বিরক্ত না করে' — বললে সে, বোঝা যায় কথাটা আগে থেকেই তৈরি করা ছিল।

স্ত্রেপান আর্ক্রাণিচ ব্রুঝলেন যে মাতভেই রসিকতা করতে, নিজের ণিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইছে। টেলিগ্রামটা ছি'ড়ে বরাবরের মতো ছিন্ন শব্দগর্লো অন্মান করে সেটা তিনি পড়লেন, মূখ তাঁর উন্ত্রাসিত হয়ে উঠল।

'মাতভেই, বোন আশ্লা আর্কাদিয়েভনা কাল আসছে' — মিনিট খানেক নাপিতের চেকনাই মোটা হাতের দিকে চেয়ে বললেন তিনি, কে'কড়া দ্বই গালপাট্রার মাঝখানে সে হাত গোলাপী সেতু রচনা করছিল।

'জয় ভগবান' — বললে মাতভেই, জবাবটায় সে বোঝাতে চাইল যে মনিবের মতো সেও বোঝে এই আগমনের গ্রহম্ব, অর্থাৎ স্থেপান আর্কাদিচের স্নেহের বোন আন্না আর্কাদিয়েভনা স্বামী-স্বীর মিল করিয়ে দিতে সাহায্য করতে পারেন।

'একলা, নাকি স্বামীর সঙ্গে?' জিগ্যেস করলে মাতভেই।

স্ত্রেপান আর্কাদিচ কথা বলতে পারলেন না, কেননা নাপিত তখন তাঁর ওপরের ঠোঁট নিয়ে ব্যস্ত। উনি একটা আঙ্কল তুললেন। আয়নায় মাথা নাড়লে মাতভেই।

'বেশ। ওপর তলায় ব্যবস্থা করব?'

'দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে বল, যেখানে বলবে সেখানে।'

'দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে?' কেমন যেন সন্দিহান হয়ে প্রনর্ক্তি করলে মাতভেই।

'হ্যাঁ, ওঁকে বল। আর এই টেলিগ্রামটা নে, কী উনি বললেন জানাস।' 'পরথ করে দেখতে চাইছেন?' মাতভেই ব্রুবল ব্যাপারটা কিন্তু বললে শ্ব্ধু:

'যে আজ্ঞে।'

মাতভেই যখন টেলিগ্রাম হাতে বুট জ্বতোর ক্যাঁচকে চ শব্দ তুলে ধীরে ধীরে পা ফেলে ঘরে ঢুকল, স্তেপান আর্কাদিচ ততক্ষণে ধোয়া-পাকলা হয়ে চুল আঁচড়ে পোশাক পরার উপক্রম করছেন। নাপিত আর নেই।

'দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা জানাতে বলেছেন যে উনি চলে যাচ্ছেন, ওঁর, তার মানে আপনার যা খুর্নি তাই কর্ন্ন' — সে বললে শ্ব্ধ্ চোখ দিয়ে হেসে, পকেটে হাত ঢুকিয়ে, ঘাড় কাত করে মনিবের দিকে চেয়ে।

স্ত্রেপান আর্কাদিচ চুপ করে রইলেন। পরে সহৃদয় কিন্তু খানিকটা কর্ণ হাসি ফুটে উঠল তাঁর স্কুদর মুখে।

'এাঁ? মাতভেই?' মাথা নেড়ে তিনি বললেন। মাতভেই বললে, 'কিছ্ না আজে, ও ঠিক হয়ে যাবে।' 'ঠিক হয়ে যাবে?' 'আজে হাাঁ।' 'তোর তাই মনে হচ্ছে? কে ওখানে?' দরজার ওপাশে মেয়েলী পোশাকের খশখশ শব্দ শ্বনে জিগোস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'আজে এটা আমি' — সাড়া এল দঢ়ে মোলারেম নারীকণ্ঠে, দরজার বাইরে থেকে বসস্তের দাগ ধরা কঠোর মুখখানা বাড়ালেন আয়া মাত্রেনা ফিলিমনোভনা।

দরজার কাছে গিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ জিগ্যেস করলেন, 'কী হল মারেনা?'

স্থার কাছে স্তেপান আর্কাদিচ প্ররোপ্রি দোষী হলেও এবং নিজেও সেটা অন্ভব করলেও বাড়ির সবাই, এমনকি দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার প্রধান বান্ধবী আয়া পর্যন্ত তাঁর পক্ষে।

'তা কী হল?' জিগোস করলেন তিনি ক্লান্তভাবে।

'মিটিয়ে নিন আছে, নয় দোষ স্বীকার কর্ন। ভগবান দেখবেন। খ্বই যাতনা পাচ্ছেন, দেখতে কণ্ট লাগে। বাড়ির সব কিছ্ই একেবারে এলোমেলো। ছেলেমেয়েগ্নলোর জন্যে একটু মায়া হওয়া উচিত। দোষ মেনে নিন আছে। কী করা যাবে! ভালোবাসার দায় অনেক।

'আমায় তে। নেবে না...'

'আপনার যা যা করবার কর্ন না, ঈশ্বর দরালা, ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর্ন। প্রার্থনা কর্ন।'

'ঠিক আছে, যাও এখন' — হঠাং লাল হয়ে উঠে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'যাক গে, পোশাক পরা যাক' — মাততেইয়ের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, এবং দৃঢ় ভঙ্গিতে ড্রেসিং গাউন ছাড়লেন।

মাতভেই অদৃশ্য কী একটা জিনিসকে ফু° দিয়ে উড়িয়ে দিতে দিতে আগে থেকেই শার্ট ধরে ছিল, স্কুপন্ট তৃপ্তির সঙ্গে তা পরাল মনিবের স্যত্তমার্জিত দেহে।

n o n

পোশাক পরার পর সেণ্ট মেথে ন্তেপান আর্কাদিচ তাঁর শার্টের হাতা ঠিক করে নিলেন এবং অভ্যস্ত ভঙ্গিতে সিগারেট, মানিব্যাগ, দেশলাই, দুটো চন আর পেশ্ডেণ্ট লাগানো ঘড়ি পকেটে ঢোকালেন, তারপর রুমাল ঝাড়া

দিয়ে নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, স্বরভিত, স্কৃষ্থ আর নিজের দ্বর্ভাগ্যটা সত্ত্বেও শারীরিকভাবে উংফুল্ল অন্বভব করে দ্বই পা সামান্য নাচিয়ে নাচিয়ে ঢুকলেন ডাইনিং-র্মে, সেখানে তাঁর জন্য ইতিমধ্যেই কফি প্রস্তুত আর কফির পাশে রয়েছে কয়েকখানা চিঠি আর কর্মচারীদের দাখিলা।

চিঠিগন্লি তিনি পড়লেন। একটা চিঠি বড়োই অপ্রীতিকর, তাঁর স্থীর সম্পত্তির অন্তর্গত বন কিনছে যে বেনিয়া, সে লিখেছে। বনটা বিক্রি করা ছিল অত্যাবশ্যক; কিন্তু এখন, স্থীর সঙ্গে মিটমাট না হওয়া পর্যস্ত সেকথাই ওঠে না। সবচেয়ে অপ্রীতিকর এই যে এতে স্থীর সঙ্গে মিটমাটের ব্যাপারে আর্থিক স্বার্থ জড়িয়ে যাছেছ। এই স্বার্থে তিনি চালিত হতে পারেন, এই বিক্রির জন্য তিনি স্থীর সঙ্গে মিটমাট চাইবেন, এই ভাবনাটাই তাঁর কাছে অপমানকর।

চিঠি শেষ করে স্তেপান আর্কাদিচ কর্মচারীদের দাখিলাগ্মলো টেনে নিলেন। দ্রুত পাতা উলটিয়ে গেলেন দ্রুটো মামলার, বড়ো একটা পেনসিলে কয়েকটা মন্তব্য টুকলেন, তারপর কাগজপত্রগ্মলো সরিয়ে শ্রুর্ করলেন কফি খেতে; কফির পর তিনি তখনো সোঁদা সোঁদা প্রভাতী কাগজ খ্রুলে পড়তে লাগলেন।

যে সাহিত্যিক উদারনৈতিক সংবাদপত্রটি চরমপন্থী নয়, কিন্তু অধিকাংশই ছিল যার মতামতের পেছনে, স্তেপান আর্কাদিচ তা পেতেন এবং পড়তেন। বিজ্ঞান বা শিল্প বা রাজনীতি, কিছ্বতেই আসলে তাঁর আগ্রহ না থাকলেও এই সব ব্যাপারে অধিকাংশ লোকের এবং তাঁর পত্রিকার যা মতামত তিনিও তাই পোষণ করতেন এবং সেটা পালটাতেন শুখু যখন অধিকাংশ লোক সেটা পালটাত, অথবা বলা ভালো, পালটাত না, নিজেরাই তাতে অলক্ষ্যে বদলে যেত।

স্ত্রেপান আর্কাদিচ মতবাদ বা দ্থিউভঙ্গি বাছবিচার করে গ্রহণ করতেন না, এগ্নলো তাঁর কাছে আসত আপনা থেকেই, ঠিক যেমন টুপির আকৃতি বা ফ্রক-কোট তিনি তাই বেছে নিতেন লোকে যা পরে। আর উচ্চু সমাজে যিনি বাস করছেন, যেখানে কিছুটা মস্তিষ্কচালনা যা পরিপক্ষতার কালে সাধারণত বিকশিত হয়ে ওঠে, সেখানে তাঁর একটা দ্থিউভঙ্গি থাকা একটা টুপি থাকার মতোই সমান প্রয়োজন। তাঁর মহলের অনেকেও রক্ষণশাল মতবাদ পোষণ করত, তার বদলে তিনি কেন উদারনৈতিক ধারা পছন্দ করলেন তার যদি কোনো কারণ থেকে থাকে, তাহলে সেটা এই নয় যে

উদারনৈতিক মতবাদ তাঁর কাছে বেশি যুক্তিযুক্ত বলে ঠেকেছিল. উদারনৈতিক ধারাটার মিল ছিল তাঁরই জীবন্যাত্রার সঙ্গে। উদারনৈতিক পার্টি বলত যে রাশিয়ায় সবই খারাপ এবং সত্যিই স্তেপান আর্কাদিচের ঋণ ছিল প্রচুর আর টাকায় একেবারে কুলোচ্ছিল না। উদারনৈতিক পার্টি বলত যে বিবাহ একটা অচল প্রথা, ওটাকে ঢেলে সাজা দরকার আর সাত্যই পারিবারিক জীবন শ্রেপান আর্কাদিচকে তপ্তি দিয়েছে কম, তাঁকে মিথ্যা কথা বলতে, ভান করতে বাধ্য করেছে যা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। উদারনৈতিক পার্টি বলত, অথবা বলা ভালো ধরে নিত যে ধর্ম হল কেবল অধিবাসীদের বর্বর অংশকে বল্গায় টেনে রাখার ব্যাপার, এবং সতিাই ছোটো একটা প্রার্থনাতে স্তেপান আর্কাদিচের পা ব্যথা করে উঠত এবং তিনি ব্রুবতে পারতেন না কেন পরলোক নিয়ে ঐ সব ভয়াবহ, বড়ো বড়ো কথা, যখন ইহলোকেই দিন কাটানো এত আনন্দের। সেইসঙ্গে হাসিখানি রসিকতার ভক্ত স্তেপান আর্কাদিচ নিরীহ কোনো লোককে এই বলে ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়াতে আনন্দ পেতেন যে বংশ নিয়ে গর্ব যদি করতেই হয়, তাহলে রিউরিকেই থেমে গিয়ে প্রথম বংশপিতা বানরকে অস্বীকার করা অনু.চিত। এইভাবে উদারনৈতিক মতবাদ একটা অভ্যাস হয়ে ওঠে স্তেপান আর্কাদিচের কাছে এবং নিজের কাগজটিকে তিনি ভালোবাসতেন আহারের পর একটা চুরুটের মতো, মাথায় যে একটা হালকা কুয়াশা তাতে দেখা দিত, তার জন্য। সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি পড়লেন, তাতে বলা হয়েছে যে আমাদের কালে খামোকাই এই বলে চিৎকার তোলা হচ্ছে যে র্যাডিকেলিজম ব্রিথ সমস্ত রক্ষণশীল উপাদানকে গ্রাস করে ফেলার বিপদস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সরকারের নাকি উচিত বৈপ্লবিক সর্পদানবকে দমন করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া, উলটে বরং 'আমাদের মতে বিপদটা সপাদানবে নয়, সমস্ত প্রগতি রুদ্ধ করা সনাতনতার একগ্রয়েমিতে', ইত্যাদি। অর্থ বিষয়ে আরেকটা প্রবন্ধ তিনি পডলেন, যাতে বেন্থাম ও মিল-এর উল্লেখ করে খোঁচা দেওয়া হয়েছে মন্ত্রিদপ্তরকে। নিজের প্রকৃতিগত দুত কল্পনাশক্তিতে প্রতিটি খোঁচার অর্থ তিনি বুঝতেন: কার কাছ থেকে. কার উদ্দেশে, কী উপলক্ষে এই সব খোঁচা শাণিত আর বরাবরের মতো এতে তিনি খানিকটা তৃপ্তি পেতেন। কিন্তু আজ এ তৃপ্তি বিষয়ে গেল মাত্রেনা ফিলিমনোভনার উপদেশে আর বাড়িটা যে কী অশাস্তিকর হয়ে উঠেছে সে কথা মনে পড়ে গিয়ে। তিনি আরো পড়লেন যে শোনা যাচ্ছে কাউণ্ট বেইস্ট ভিসবাডেনে গেছেন. শাদা চল আর নেই, হালকা ঘোড়াগাড়ি

বিক্রি হচ্ছে, তর্ণ জনৈক ব্যক্তি কী প্রস্তাব দিয়েছে; কিন্তু এ সব খবরে আগের মতো মদ্যু অন্তর্ভেদী আনন্দ আর পেলেন না।

পরিকাখানা, দ্বিতীয় পার কফি আর মাখন-লাগানো মিহি রুটি শেষ করে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, ওয়েস্ট-কোট থেকে ঝেড়ে ফেললেন রুটির গর্নড়া, ঝেড়ে ফেলে চওড়া বুক টান করে আনন্দে হাসলেন, সেটা এই জন্য নয় যে অন্তর তাঁর বিশেষ প্রীতিকর কোনো কিছুতে ভরে উঠেছিল; সানন্দ হাসিটা এসেছিল খাদ্যের উত্তম পরিপাক থেকে।

এই সানন্দ হাসিটা তাঁকে তংক্ষণাং সবকিছ্ব মনে পড়িয়ে দিয়েছিল এবং চিন্তায় ডুবে গেলেন তিনি।

দরজার ওপাশে শোনা গেল দর্টি শিশ্ব কণ্ঠ (স্তেপান আর্কাদিচ চিনতে পারলেন ছোটো ছেলে গ্রিশা আর বড়ো মেয়ে তানিয়ার গলা)। কী একটা তারা নিয়ে যাচ্ছিল, পড়ে গেল সেটা।

'আমি যে তোকে বলেছিলাম ছাদে প্যাসেঞ্জার বসাতে নেই' — মেয়েটি চে'চিয়ে উঠল ইংরেজিতে, 'নে, এখন কুড়ো!'

'সব তালগোল পাকিয়েছে, শিশ্বরা ছোটাছ্বটি করে বেড়াচ্ছে একা একা' — ভাবলেন স্তেপান আর্কাদিচ। দরজার কাছে গিয়ে তিনি ডাকলেন তাদের। যে কাসকেটটা ট্রেন হর্মোছল, সেটাকে ফেলে দিয়ে তারা এল বাপের কাছে।

মেরোটি বাপের প্রিয়পাত্রী, সোৎসাহে ছ্বটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরল, হেসে ঝুলতে লাগল তাঁর গলা ধরে, আর বরাবরের মতোই খর্নিশ হয়ে উঠল সেপ্টের পরিচিত গঙ্কে, যা ছড়িয়ে পড়িছিল তাঁর জ্বলিপ থেকে। নয়য়ে থাকার ফলে আরক্ত আর কমনীয়তায় জ্বলজ্বলে ময়েখ বাপকে চুয়য় খেয়ে মেয়েটি ফের ছৢয়ট যেতে চাইল; কিন্তু বাপ ধরে রাখলেন তাকে।

'মায়ের কী হল?' মেয়ের মস্ণ নরম গালে হাত ব্রালয়ে তিনি জিগ্যোস করলেন। ছেলেটির দিকে চেয়ে হেসে তিনি তাকে স্বাগত করলেন।

স্ত্রেপান আর্কাদিচ জানতেন যে ছেলেটিকে তিনি কম ভালাবাসেন, সর্বাদা চেণ্টা করতেন সমান চোখে দেখতে; কিন্তু ছেলেটা তা টের পেত, বাপের নিম্প্রাণ হাসির জবাব সে দিল না হাসি দিয়ে।

'মা? বিছানা ছেড়ে উঠেছেন' — জবাব দিল মেয়েটি।

স্তেপান আর্কাদিচ নিশ্বাস ছাড়লেন, ভাবলেন, 'তার মানে ফের ঘ্রুমোয় নি সারা রাত।'

'মেজাজ ভালো?'

মেয়েটি জানত যে বাবা-মায়ের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে, মা খর্নশ থাকতে পারছেন না, বাবার সেটা জানার কথা, কিন্তু বাবা ভান করে সে কথা জিগ্যেস করছেন অমন অনায়াসে। বাপের জন্য লম্জায় সে লাল হয়ে উঠল। স্তেপান আর্কাদিচ তক্ষ্বনি সেটা ব্রেথ নিজেও লাল হয়ে উঠলেন।

মেয়েটি বললে, 'কী জানি, মা পড়ায় বসতে বললেন না, বললেন মিস গুলের সঙ্গে বেড়াতে যা দিদিমার কাছে।'

'তা যা-না, তানচুরোচকা* আমার, ও হ্যাঁ, দাঁড়া' — মেয়েটিকৈ তখনো ধরে রেখে তার নরম হাতে হাত বুলোতে বুলোতে তিনি বললেন।

গত সন্ধ্যায় ফায়ার প্লেসের ওপর এক কোটো মিষ্টি রেখেছিলেন তিনি। সেটা নিয়ে তা থেকে তার প্রিয় দুর্টি বনবন দিলেন মেয়েকে, একটায় চকোলেটের অন্যটায় প্রমেদকার প্রলেপ।

'গ্রিশাকে?' চকোলেটটা দেখিয়ে মেয়েটি জিগ্যেস করলে।

'হ্যাঁ।' তারপর আরেকবার তার কাঁধে হাত ব্রলিয়ে চুলের গোড়ায় আর গালে চুম্ম খেয়ে ছেড়ে দিলেন তাকে।

মাতভেই বলল, 'গাড়ি তৈরি' — তারপর যোগ দিল, 'তা ছাড়া উমেদার্রনিও।'

'অনেকখন?' জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'আধঘণ্টা থেকে।'

'কতবার না তোকে বলা হয়েছে যে তক্ষ্মনি খবর দিবি!'

'আপনাকে অন্তত কফি খেতেও তো দিতে হয়' — মাতভেই বলল এমন একটা ভালোমান্যি রুঢ় গলায় যাতে রাগ করা চলে না।

'নে, তাড়াতাড়ি ডেকে আন' — বিরক্তিতে মুখ কুচকে বললেন অব লোন স্কি।

উমেদারনি স্টাফ-ক্যাপটেন কালিনিনের স্ত্রী, তিনি যা চাইলেন সেটা অসম্ভব ও অর্থহীন; কিন্তু তাঁর যা স্বভাব স্তেপান আর্কাদিচ বাধা না দিয়ে মন দিয়ে তাঁর কথা শ্ননলেন এবং বিস্তারিত পরামর্শ দিলেন কার কাছে কিভাবে আবেদন করতে হবে, এমর্নাক নিজের বড়ো বড়ো দীর্ঘায়ত, স্কুন্দর এবং নিখৃত হস্তাক্ষরে একটা চিরকুট লিখে দিলেন জনৈক ব্যক্তির

বিশেষ সাদরে বলা 'তানিয়া' নাম।

কাছে যিনি তাঁকে সাহাষ্য করতে পারেন। স্টাফ-ক্যাপটেনের স্ত্রীকে বিদায় দিয়ে স্ত্রেপান আর্কাদিচ টুপি তুলে নিলেন, তারপর থেমে গিয়ে মনে করার চেণ্টা করলেন কিছ্ম ভুলে যান নি তো। দেখা গেল যেটা তিনি ভুলতে চাইছিলেন — স্ত্রীকে — সেটা ছাড়া কিছ্মই তিনি ভোলেন নি।

'হ'ং!' মাথা নিচু করলেন তিনি, তাঁর স্বন্দর ম্বখানায় ফুটে উঠল কণ্টের ছাপ। মনে মনে তিনি বললেন, 'যাব কি যাব না?' আর ভেতরের একটা কণ্টস্বর তাঁকে বলছিল, যাবার দরকার নেই, মিথ্যাচার ছাড়া এক্ষেত্রে আর কিছ্বই হবার নয়, তাদের সম্পর্ক শোধরানো, ঠিকঠাক করে নেওয়া সম্ভব নয়, কেননা অসম্ভব ফের ওকে আকর্ষক উন্মাদক প্রেম দেওয়া অথবা নিজেকে ভালোবাসতে অক্ষম বৃদ্ধ করে তোলা। এখন অসত্য আর মিথ্যা ছাড়া কিছ্বই দাঁড়াবে না; কিন্তু অসত্য আর মিথ্যা ছিল তাঁর প্রকৃতিবির্বন্ধ।

'কিন্তু একসময় তো ওটা দরকার; এটা যে এইভাবেই থেকে যাবে সেটা তো হতে পারে না' — নিজেকে সাহস দেবার চেণ্টা করে তিনি বললেন। ব্রুক টান করলেন তিনি, সিগারেট ধরিয়ে দ্বার টান দিলেন, ছ্রুড়ে ফেললেন ঝিন্কের ছাইদানিতে, দ্রুত পায়ে বিষণ্ণ ড্রায়িং-র্ম পেরিয়ে অন্য দরজাটা খ্রুললেন — স্ত্রীর ঘরে।

11 8 II

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার পরনে ব্লাউজ, এককালের ঘন স্বন্দর চুল এখন পাতলা হয়ে এসেছে, মাথার পেছনে তাঁর বিন্দিন কাঁটা দিয়ে গোঁজা, ভয়ানক শ্বিকিয়ে যাওয়া রোগা ম্বে আর ম্বের শীর্ণতার ফলে স্বপ্রকট হয়ে ওঠা ভীত চোখে দাঁড়িয়ে ছিলেন ঘরময় ছড়ানো-ছিটানো জিনিসপরের মধ্যে খোলা শিফোনিয়েরকার সামনে, যা থেকে তিনি কী সব বাছাই করছিলেন। স্বামীর পদশব্দ শ্বনে তিনি থেমে গেলেন, দরজার দিকে চেয়ে তিনি ব্থাই চেন্টা করলেন ম্বেথ একটা কঠোর, ঘ্ণাব্যঞ্জক ভাব ফুটিয়ে তুলতে। তিনি টের পাচ্ছিলেন য়ে স্বামীকে তিনি ভয় পাচ্ছেন এবং ভয় পাচ্ছেন আসম সাক্ষাং। এই মাত্র তিনি যার চেন্টা করছিলেন, এই তিন

দিনে সেটা তিনি করেছেন দশবার: ছেলেমেয়েদের এবং নিজের জিনিসপত্র বেছে তা নিয়ে চলে যাবেন মায়ের কাছে — এবং ফের মনস্থির করতে পারলেন না: কিন্তু আগের মতো এখনো তিনি মনে মনে বলছিলেন, এটা এইভাবেই থাকতে পারে না. কিছু, একটা তাঁকে করতে হবে, শাস্তি দিতে, কলঙ্কিত করতে হবে ওঁকে। স্বামী তাঁকে যে যাতনা দিয়েছে তার খানিকটার জনাও অন্তত প্রতিহিংসা নিতে হবে। তিনি তখনো বলছিলেন যে স্বামীকে ছেড়ে যাবেন, কিন্তু টের পাচ্ছিলেন যে সেটা অসম্ভব: ওঁকে দ্বামী বলে ভাবায় এবং ভালোবাসায় অনভাস্ত হতে তিনি অক্ষম। তা ছাডা তিনি টের পাচ্ছিলেন, এখানে, নিজের বাডিতেই যদি তাঁর পাঁচটি ছেলেমেয়ের দেখাশোনা করে ওঠা সহজ না হয়, তাহলে ওদের সবাইকে নিয়ে তিনি যেখানে যাবেন সেখানে তো আরো খারাপই দাঁডাবে। আর এই তিন দিন ছোটোটির জন্য তাঁর কণ্ট হচ্ছিল কারণ ছোটোটিকে খাওয়ানো হয়েছে বিছছিরি বুলিয়ন আর বাকিগুলো তো কাল সন্ধ্যায় না খেয়েই ছিল। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে চলে যাওয়া অসম্ভব: কিন্তু তাহলেও আঅপ্রতারণা করে তিনি জিনিস্পূর বাছছিলেন ভান কর্রছিলেন যে চলে যাবেন।

স্বামীকে দেখে তিনি শিফোনিয়েরকার দেরাজে হাত ঢোকালেন যেন কী খ্জছেন আর তাঁর দিকে চাইলেন শ্বধ্ব যথন স্বামী এসে পড়লেন একেবারে কাছে। কিন্তু যে মুখখানায় তিনি একটা কঠোর, অনমনীয় ভাব ফোটাতে চেয়েছিলেন, তাতে ফুটল বিহ্নলতা আর যাতনা।

'ডিল্লি!' স্বামী বললেন মৃদ্ব, ভীর্ব ভীর্ব গলায়। মাথাটা তিনি কাঁধের দিকে গ্র্জলেন, চেয়েছিলেন একটা কর্বণ বশংবদ চেহারা দাঁড় করাবেন, তাহলেও জাবলজবল করছিলেন তাজা আমেজ আর স্বাস্থ্যে।

ক্ষিপ্র দ্বিদ্র্পাতে তাঁর জন্বলজনলে সতেজ স্বাস্থ্যবান ম্তিটা ডব্লি আপাদমন্ত্রক নিরীক্ষণ করলেন। 'হাাঁ, ও সন্থাঁ, সন্তুন্ত!' ভাবলেন তিনি, 'আর আমি?.. আর ওর এই সদয়তাটাও বিছছিরি যার জন্যে সবাই ভালোবাসে তাকে, প্রশংসা করে, দেখতে পারি না ওর এই সদয়তা' — ভাবলেন তিনি। বিবর্ণ, স্নায়বিক মনুখের ডান দিককার পেশী কে'পে উঠে ঠোঁট ভাঁৱ চেপে বসল।

'কী চাই আপনার?' বললেন তিনি নিজের স্বাভাবিক নয়, দ্রত, জোরালো গলায়।

'ডিল্লি!' কাঁপা কাঁপা গলায় পন্নর্বক্তি করলেন স্বামী, 'আলা আজ আসছে।'

'তাতে আমার কী? আমি ওকে বরণ করতে পারব না!' চেচিয়ে উঠলেন উনি।

'কিন্তু করতে হয় যে, ডক্লি...'

'চলে যান, চলে যান, চলে যান!' চিৎকার করে উঠলেন তিনি, যেন চিৎকারটা এল দৈহিক কোনো যক্ত্রণা থেকে।

স্থান কথা মনে পড়ে শান্ত থাকতে পারতেন স্তেপান আর্কাদিচ, আশা করতে পারতেন যে মাতভেইয়ের কথামতো সব ঠিক হয়ে যাবে, এবং নিশ্চিন্তে কাগজ পড়তে আর কফি খেতে পারতেন; কিন্তু যখন তিনি দেখলেন স্থান বন্দ্রণাক্লিট, আর্ত মুখ, শ্ননলেন ভাগ্য ও হতাশার কাছে আত্মসমিপিত এই কণ্ঠধন্নি তখন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল তাঁর, কী যেন দলা পাকিয়ে উঠল গলায়, চোখ চিকচিক করে উঠল অশ্রতে।

'ভগবান, এ আমি কী করলাম! ডিল্লি! ভগবানের দোহাই!.. এ যে...' কথাটা তিনি শেষ করতে পারলেন না, গলায় দেখা দিল একটা ফোঁপানি। স্মী শিফোনিয়েরকার পাল্লা বন্ধ করে তাকালেন তাঁর দিকে।

'ডল্লি, কী আর বলব?.. শাধ্য একটা কথা: ক্ষমা করো আমায়, ক্ষমা করো... ভেবে দ্যাখো, নয় বছরের জীবনে কি এক মিনিট, এক মিনিটের খণ্ডন হয় না...'

চোখ নিচু করে স্ত্রী শ্রুনে গেলেন, যেন অন্যুনয় করছিলেন স্বামী কোনোরকমে তাঁর সন্দেহ নিরসন কর্ত্ব।

স্বামী বললেন, 'এক মিনিটের মোহ...' এবং আরো বলে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু এই কথাটাতেই যেন শারীরিক যন্ত্রণায় ফের চেপে বসল স্ফীর ঠোঁট, ফের মুখের ডান দিকে কে'পে উঠল গালের পেশী।

'চলে যান, চলে যান এখান থেকে!' আরো তীক্ষ্ম স্বরে চে'চিয়ে উঠলেন তিনি, 'আপনার মোহ আর জঘন্যতার কথা আমায় বলতে আসবেন না!'

চলে যেতে চাইছিলেন তিনি, কিন্তু শরীর দ্বলে উঠল, ভর দেবার জন্য চেয়ারের পিঠটা ধরলেন। স্বামীর মুখ স্ফীত হয়ে উঠল, ফুলে উঠল ঠোঁট, অশ্রুতে সজল হয়ে উঠল চোখ। 'ডিল্লি!' ফু'পিয়ে বললেন তিনি, 'ভগবানের দোহাই, ছেলেমেয়েদের কথা ভাবো। ওদের তো দোষ নেই, দোষী আমি, আমায় শাস্তি দাও, সে দোষ স্থালন করতে বলো। আমি যতটা পারি, সবকিছ্বর জন্যে আমি তৈরি! আমি দোষী, কতটা যে দোষী বলার নয়! কিন্তু ডিল্লি. ক্ষমা করো!'

স্ত্রী বসলেন। ওঁর গ্রুর্ভার, সজোর নিশ্বাসের শব্দ কানে আসছিল স্বামীর, স্ত্রীর জন্য অবর্ণনীয় মায়া হল তার। স্ত্রী কয়েকবার কথা বলার চেণ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। স্বামী অপেক্ষা করে রইলেন।

'ছেলেমেয়েদের কথা তুমি ভাবছ ওদের সঙ্গে খেলা করার জন্যে, আর আমি ভাবছি আর জানি যে ওরা এবার মারা পড়ল' — বললেন স্ত্রী, বোঝা যায় এ তিন দিন একাধিক বার যেসব কথা তিনি মনে মনে বলেছেন, এটা তার একটা।

উনি বললেন 'তুমি', এতে স্বামী কৃতার্থের মতো চাইলেন ওঁর দিকে. এগিয়ে গেলেন ওঁর হাতটা ধরতে, কিন্তু উনি ঘৃণাভরে সরে গেলেন।

'ছেলেমেয়েদের কথা আমার মনে হচ্ছে, তাই ওদের বাঁচাবার জন্যে দর্নারায় সবকিছ্ম করতে পারতাম; কিন্তু আমি নিজেই জানি না কী করে বাঁচাই; বাপের কাছ থেকে ওদের নিয়ে গিয়ে কি, নাকি ব্যভিচারী বাপের কাছে রেখে যেয়ে — হাাঁ, ব্যভিচারী বাপ... বল্মন তো, যা... ঘটেছে তার পরে কি আমাদের একসঙ্গে থাকা সম্ভব? সে কি সম্ভব? বল্মন-না সে কি সম্ভব?' গলা চড়িয়ে প্নর্মুক্তি করলেন তিনি, 'আমার স্বামী, আমার ছেলেমেয়েদের বাপ নিজের ছেলেমেয়েদের গাভর্নেসের সঙ্গে প্রেমসম্পর্কে যাবার পর...'

'কিন্তু কী করা যায়? কী করা যায়?' স্বামী বললেন কর্বা স্বরে, নিজেই জানতেন না কী বলছেন, ক্রমেই ন্য়ে এল তাঁর মাথা।

'আমার কাছে আপনি একটা নচ্ছার লোক, ন্যব্ধারজনক!' ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে চে'চালেন স্থা, 'আপনার কামা — নেহাং জল! কখনো আমার ভালোবাসেন নি আপনি; আপনার হৃদয়ও নেই, উদারতাও নেই! আমার কাছে আপনি একটা নচ্ছার, নীচ, বাইরের লোক, হাাঁ, একেবারে বাইরের লোক!' এই ভয়ংকর 'বাইরের লোক' কথাটা উনি উচ্চারণ করলেন যন্দ্রণায় আর আক্রোশে।

স্তেপান আর্কাদিচ চাইলেন স্বার দিকে আর তাঁর মুখে ফুটে ওঠা

আন্দোশ তাঁকে ভীত ও বিস্মিত করল। উনি বোঝেন নি যে ওঁর মায়াটায় স্বীর পিত্তি জনলে গেছে। এতে তিনি দেখেছেন অন্কম্পা, প্রেম নয়। 'আমায় ও ঘূণা করে। ক্ষমা করবে না' — ভাবলেন স্বামী।

'কী ভয়ংকর! ভয়ংকর!' বললেন তিনি।

এই সময় অন্য ঘরে, সম্ভবত পড়ে গিয়ে চে°চিয়ে উঠল শিশ; দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা কান পেতে শ্ননলেন, মৃখখানা তাঁর হঠাৎ নরম হয়ে এল।

বোঝা যায় কয়েক সেকেণ্ড লাগল তাঁর চেতনা ফিরতে, যেন ব্রুবতে পারছিলেন না কোথায় তিনি আছেন, কী তাঁকে করতে হবে, তারপর দুর্ত উঠে গোলেন দবজার দিকে।

'আমার ছেলেটিকে ও যে ভালোবাসে' — শিশ্বর চিংকারে ওঁর মুখের ভাবপরিবর্তন লক্ষ্য করে স্বামী ভাবলেন, 'আমার ছেলে; কী করে সে ঘূণা করতে পারে আমার?'

স্ত্রীর পেছ্র পেছ্র গিয়ে তিনি বললেন. 'ডল্লি, আরো একটা কথা।' 'আপনি যদি আমার পেছন পেছন আসেন, তাহলে আমি লোকেদের, ছেলেমেরেদের ডাকব! সবাই জানুক যে আপনি একটা বদমারেস! আজ আমি চলে যাব আর আপনি এখানে থাকবেন আপনার প্রণায়িনীর সঙ্গে!'

দডাম করে দরজা বন্ধ করে উনি বেরিয়ে গেলেন।

দীর্ঘাস ফেললেন স্তেপান আর্কাদিচ, মুখ মুছলেন, মূদ্র পায়ে গেলেন ঘর বরাবর। 'মাতভেই বলছে ঠিক হয়ে যাবে; কিন্তু কেমন করে? এমনকি তার লক্ষণও আমি দেখছি না। উহ্, কী ভয়ংকর! আর কীছে'দোভাবেই না চে'চাল' — চিংকার আর বদমায়েস ও প্রণায়িনী কথা দ্বটো স্মরণ করে মনে মনে ভাবলেন তিনি, 'হয়ত-বা মেয়েগ্র্লোর কানে গেছে! সাংঘাতিক, ছে'দো, সাংঘাতিক!' কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইলেন স্তেপান আর্কাদিচ, চোখ মুছলেন, তারপর দীর্ঘস্থাস ফেলে, বুক টান করে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

দিনটা শ্রেকবার, ডাইনিং-র্মে জার্মান ঘড়ি-বরদার দম দিচ্ছিল ঘড়িতে। এই টেকো জার্মান ঘড়ি-বরদার সম্পর্কে নিজের রসিকতাটা মনে পড়ল তাঁর: 'ঘড়িতে দম দেওয়ার জন্যে জার্মানটিকেই দম দেওয়া হয়েছে সারা জীবনের জন্যে' — মুখে হাসি ফুটল। ভালো ভালো রসিকতা স্তেপান আর্কাদিচ ভালোবাসতেন। 'আর হয়ত ঠিক হয়েই যাবে! ঠিক হয়ে যাবে — বেশ কথাটি' — ভাবলেন তিনি, 'তা বলতেই হবে।'

'মাতভেই !' হাঁক দিলেন তিনি। মাতভেই আসতে বললেন, 'তাহলে আন্না আর্কাদিয়েভনার জন্যে সোফার ঘরে সব গোছ-গাছ করে রাখ।'

'যে আজ্ঞে।'

স্তেপান আর্কাদিচ ফার কোট চাপিয়ে গাড়ি বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে এগিয়ে দিতে এসে মাতভেই জিগোস করল, 'বাড়িতে খাবেন না?' 'যেমন দাঁড়াবে। হাাঁ, এই নে খরচার জন্যে' --- মানিব্যাগ থেকে বার করে দশ রুবুল ওকে দিয়ে বললেন তিনি। 'কুলোবে তো?'

'কুলোক না কুলোক, দেখা যাবে, চালিয়ে নিতে হবে' -- এই বলে গাড়ির দরজা বন্ধ করে মাতভেই গাড়ি বারান্দায় উঠে এল।

ইতিমধ্যে ছেলেটিকে শাস্ত করে গাড়ির শব্দে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ব্রুলনে যে উনি চলে গেলেন। ফের নিজের শোবার ঘরে ফিরলেন তিনি। বের্তেই যেসব সাংসারিক ঝামেলা হাজির হত, তা থেকে এইটেই ছিল তাঁর একমান্ত আশ্রয়। এমনকি এখনো, অলপ সময়ের জন্য যখন তিনি শিশ্দের ঘরে গিয়েছিলেন, ইংরেজ মহিলাটি আর মান্রেনা ফিলিমনোভনা তার ভেতর এমন কিছ্ব ব্যাপার তাঁকে জিগ্যেস করে ওঠার ফুরসং করে নিলেন যা ম্লতিব রাখা যায় না এবং একমান্ত তিনি যার উত্তর দিতে পারেন: বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্য বাচ্চাদের কী পোশাক পরানো হবে? দ্বধ থেতে দেব কি? অন্য একটা বাব্চি ডাকলে হয় না?

'আহ্. রেহাই দাও আমায়, রেহাই দাও!' এই বলে তিনি ফিরলেন শোবার ঘরে, স্বামীর সঙ্গে যেখানে বসে কথা কয়েছিলেন ফের বসলেন সেই চেয়ারেই, অস্থিল আঙ্কল থেকে খসে পড়ো-পড়ো কয়েকটা আংটি সমেত হাত জড়ো করে মনে করতে লাগলেন ভূতপূর্ব কথাবার্তাটা। 'চলে গেল! কিন্ধু তার সঙ্গে ওর শেষ কী কথাটা হয়েছিল?' ভাবলেন তিনি, 'সাতাই কি ও এখনো তার সঙ্গে দেখা করবে? কেন জিগ্যেস করলাম না ওকে? না, না. মিলন চলে না। আমরা যদি এক বাড়িতেও থাকি, তাহলেও আমরা হব বাইরের লোক। বরাবরের মতো বাইরের লোক!' তার কাছে ভয়ংকর এই কথাটায় বিশেষ অর্থ দিয়ে তিনি ফের প্রনরাবৃত্তি করলেন, 'আর কী ভালোই না তাকে বেসেছিলাম, ভালোবেসেছিলাম… ভগবান, কী ভালোই না বেসেছিলাম! আর এখনকি ওকে ভালোবাসি না? আগের চেয়ে বেশি ভালোবাসি না কি? কিন্তু সবচেয়ে যেটা ভয়ংকর...' নিজের চিন্তা শ্রুর করলেও সেটা শেষ হল না, কেননা মারেনা ফিলিমনোভনা ঢুকল দরজা দিয়ে।

বলল, 'আমার ভাইকে ডেকে আনার হ্রকুম দিন। সে খাবার রামা করে দেবে। নইলে গতকালের মতো ছেলেপ্রলেরা থাকবে না খেয়ে।'

'ঠিক আছে, আমি এক্ষ্মীন বেরিয়ে সব দেখছি। হ্যাঁ, টাটকা দ্বধের জন্যে লোক পাঠানো হয়েছে?'

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা সংসায়ের কাজে ডুবে গিয়ে তাতে নিজের দ্বঃখ সাময়িকভাবে ভুলে গেলেন।

n & n

ভালো মেধা থাকার দর্ন স্তেপান আর্কাদিচ স্কুলে পড়াশ্না করেছিলেন ভালোই, কিন্তু আলসে আর দ্বন্ত হওয়ায় পাশ করে বেরন শেষ সারিতে; কিন্তু সর্বদা আন্ডা মেরে বেড়ানো জীবন, অন্ত র্যাণ্ক আর অপ্রবীণ বয়স সত্ত্বেও মস্কোর একটি সরকারি অফিসে চাকরি পেয়েছিলেন ভালো বেতনের। চাকরিটা পেয়েছিলেন তাঁর বোন আন্নার স্বামী আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কারেনিনের সাহায্যে, তিনি মন্দ্রিদপ্তরে একজন পদস্থ ব্যক্তি, অফিসটি এই দপ্তরেরই অধীনে। কারেনিন তাঁর শ্যালককে এই চাকরিটি না দিলেও শত শত অন্য লোক, ভাই, বোন, নিকটসম্পর্কীয় খ্র্ড়ো, খ্র্ড়ি মারফত এই চাকরিটাই অথবা হাজার ছয়েক বেতনের অমনি একটা চাকরিই তিনি পেতেন, যা তাঁর দরকার ছিল, কেননা স্বার যথেন্ট সম্পত্তি সত্ত্বেও তাঁর হাল দাঁড়িয়েছিল খারাপ।

মন্ফো আর পিটার্সবিগেরি অর্ধেকই ছিল স্তেপান আর্কাদিচের আত্মীয়ন্দবজন বন্ধবান্ধব। যেসব লোকের পরিবেশে তাঁর জন্ম, তাঁরা ছিলেন এবং হয়ে ওঠেন ইহজগতে প্রতিপত্তিশালী। সরকারী লোকেদের একতৃতীয়াংশ যাঁরা বৃদ্ধ, তাঁরা ছিলেন তাঁর পিতার স্কুদ, ওঁরা তাঁকে জানতেন তাঁর বাল্যাবন্ধা থেকে; দ্বিতীয় তৃতীয়াংশের সঙ্গে তাঁর তুমি বলে ডাকার সম্পর্ক, আর তৃতীয়দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল ভালো; স্কুতরাং চাকরি, পারমিট ইত্যাদির বিতরণকারীরা স্বজনকে এড়িয়ে যেতে পারতনা; একটা মোটা চাকরি পাবার জন্য অব্লোন্স্করও চেন্টা করার প্রয়োজন

ছিল না; তেমন প্রয়োজন ছিল শ্বধ্ব আপত্তি না করা, ঈর্ষা না করা, ঝগড়া না বাধানো, আহত বোধ না করা, তাঁর প্রকৃতিগত সদয়তায় এটা তিনি কখনোই করেন নি। কেউ যদি ওঁকে বলত যে ওঁর দরকারমতো বেতনের কোনো চাকরি তিনি পাবেন না, আরো এই জন্য যে বেশি বহরের দাবি তিনি করেন নি, তাহলে সেটা তাঁর কাছে হাস্যকরই মনে হত; তাঁর সমবয়সীরা যা পায় তিনি শ্বধ্ব তাই পেতে চাইতেন, আর একই ধরনের কাজ তিনি করতেন অন্য কারো চেয়ে খারাপ নয়।

পরিচিতরা স্তেপান আর্কাদিচকে ভালোবাসত কেবল তাঁর সদাশয়, হাসিখনশি স্বভাব আর সন্দেহাতীত সততার জন্যই নয়, তাঁর ভেতরে, তাঁর সন্দর্শন. সমন্ত্রজনল চেহারা, জনলজনলে চোখ, কালো ভুর,, চুল, মনুখের শ্বেতাভা আর রক্তিমাভায় এমন কিছ্ম ছিল যা লোকের ওপর আনন্দ প্রীতির একটা শারীরিক প্রভাব ফেলত। ওঁর সঙ্গে দেখা হলে লোকে প্রায় সর্বদাই খানির হাসিতে বলে উঠত, 'আরে স্থিভা যে! অব লোন স্কি! সেই লোক ।' কখনো কখনো তাঁর সঙ্গে আলাপের পর দেখা গেল তেমন আনন্দের কিছু, ঘটল না, তাহলেও তার পরের দিন, তৃতীয় দিনে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ায় একইরকম খুশি হয়ে উঠত সবাই। তিন বছর মন্স্কোর একটি অফিসে অধিকর্তার পদে থেকে স্তেপান আর্কাদিচ তাঁর সহকর্মী, অধীনস্থ, ওপরওয়ালা, এবং তাঁর সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ছিল তাদের সবার কাছ থেকে শ্বধ্ব ভালোবাসাই নয়, শ্রদ্ধাও অর্জন করেছিলেন। চাকুরি ক্ষেত্রে এই সর্বজনীন শ্রন্ধা স্থেপান আর্কাদিচ পেরেছিলেন যে প্রধান গুণার্বালর সুরাদে. তা হল প্রথমত, নিজের ব্রুটি সম্পর্কে সচেতন থাকায় অন্য লোকেদের প্রতি প্রশ্রমদান : দ্বিতীয়ত, একাস্ত উদারনৈতিকতা, যা তিনি খবরের কাগজে পড়েছেন তা নয়, যা মিশে আছে তাঁর রক্তে, যার দর্মন অবস্থা ও পদ নির্বিশেষে সমস্ত লোকের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার একেবারে একইরকম, আর তৃতীয়ত, যেটা প্রধান কথা, যে কাজ তিনি করছেন তার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা, ফলে কখনো তিনি তাতে মেতে ওঠেন নি এবং ভল করেন নি। চাকুরিস্থলে এলে সম্প্রান্ত চাপরাশি তাঁকে এগিয়ে দিল, পোর্টফোলিও

চাকুরিস্থলে এলে সম্ভ্রাস্ত চাপরাশি তাঁকে এগিয়ে দিল, পোর্টফোলিও
নিয়ে তিনি গেলেন তাঁর ছোটো কেবিনেটে, উদি চাপিয়ে এলেন অফিসে।
কেরানি কর্মচারীরা সবাই উঠে দাঁড়াল, মাথা নোয়াল সানন্দে, সসম্মানে।
স্ত্রেপান আর্কাদিচ বরাবরের মতো তাড়াতাড়ি করে গেলেন তাঁর জায়গায়,
সদস্যদের সঙ্গে করমর্দন করে আসন নিলেন। কিছু রসিকতা করলেন, কথা

কইলেন ঠিক যতটা ভদুতাসম্মত হয় ততটা, তারপর কাজে মন দিলেন। দ্বাধীনতা, সহজতা আর সানশে কাজ চালাবার জন্য যে আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন তাদের ভেতরকার সীমারেখাটা স্তেপান আর্কাদিচের চেয়ে সঠিকভাবে আর কেউ খ'লে পেত না। স্তেপান আর্কাদিচের অফিসের সবার মতোই দ্মিত সসম্মানে কাগজপত্র নিয়ে এগিয়ে এল সেচেটারি এবং কথা কইল সেই অন্তরঙ্গ-উদারনৈতিক স্ক্রে যার প্রবর্তন করেছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ:

'শেষ পর্যস্তি আমরা পেনজা গ্রুবেনিয়ার কর্তাদের কাছ থেকে খবর পেয়েছি। এই যে, চলবে...'

'পেয়েছেন তাহলে?' কাগজটায় আঙ্বল দিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'তাহলে মশাইরা...' শ্বর্ হল অফিসের কাজ।

রিপোর্ট শোনার সময় অর্থময় ভঙ্গিতে মাথা নুইয়ে তিনি ভাবলেন, 'যদি ওদের জানা থাকত আধ ঘণ্টা আগে কী দোষী বালকই না হতে হয়েছিল সভাপতিকে!' চোখ ওঁর হাসছিল। না থেমে কাজ চলার কথা বেলা দুটো অর্বাধ। বেলা দুটোয় বিরতি আর আহার।

দর্টো তখনো হয় নি, এমন সময় অফিস-কক্ষের কাচের বড়ো দরজাটা হঠাং খ্লে গেল এবং কে যেন ভেতরে চুকল। মনোযোগ বিক্ষেপে খর্নশ হয়ে পোর্টেটের নিচে থেকে, আয়নার পেছন থেকে সমস্ত সভ্য চাইল দরজার দিকে; কিন্তু দরজার কাছে দক্ষায়মান দরোয়ান তক্ষ্বিন আগন্তুককে বার করে দিল এবং বন্ধ করে দিল কাচের দরজা।

মামলাটা পড়া শেষ হলে স্তেপান আর্কাদিচ টানটান হয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং একালের উদারনৈতিকতার আদশে অঞ্জলি দিয়ে সিগারেট বার করে চললেন তাঁর কেবিনেটে। তাঁর দ্বজন বন্ধ্ব, প্রনো কর্মচারী নিকিতিন আর দরবারে পদস্থ গ্রিনেভিচও বের্লেন তাঁর সঙ্গে।

স্ত্রেপান আর্কাদিচ বললেন, 'খাবারের পর শেষ করে ওঠা যাবে।' 'খুব পারা যাবে!' বললেন নিকিতিন।

'আর এই ফোমিনটি একটি তোফা হারামজাদা নিশ্চর' — যে মামলাটা ওরা দেখছেন তাতে জড়িত জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করলেন গ্রিনেভিচ।

গ্রিনেভিচের কথায় মুখ কোঁচকালেন স্তেপান আর্কাদিচ, তাতে করে ব্রিয়ে দিলেন যে আগেভাগেই রায় দিয়ে দেওয়া অশোভন, তবে ওঁকে কিছ্ব বললেন না।

'কে ঢুকেছিল?' দরোয়ানকে জিগ্যেস করলেন তিনি।

'কে একজন লোক হ্বজ্বর জিজ্ঞাসাবাদ না করেই ঢুকে পড়ছিল, শ্বধ্ব আমি ঘ্ররে দাঁড়াই। আপনাকে চাইছিল। বললাম: সদস্যরা যথন বের্বেন তথন…'

'কোথায় সে?'

'হয়ত বারান্দায় বেরিয়েছে, নইলে এখানেই তো কেবলি ঘোরাঘ্রির করছিল। এই যে ওই লোকটা' — কোঁকড়া দাড়িওয়ালা বলিন্ঠগঠন ব্যক্ষম একজনকে দেখিয়ে বললে দরোয়ান। লোকটা তার ভেড়ার লোমের টুপি না খ্লেই ক্ষিপ্র এবং লঘ্ পায়ে পাথ্রের সির্ভির ক্ষয়ে যাওয়া ধাপগ্লো বেয়ে ছ্লটে উঠল ওপরে। একজন রোগাটে রাজপ্রর্য পোর্টফোলিও হাতে নিচে নামছিলেন, অনন্মোদনের ভাব করে তিনি ছ্লটস্ত লোকটার পায়ের দিকে চেয়ে রইলেন তারপর সপ্রশ্ন দ্ভিতৈ তাকালেন অব্লোন্স্কির দিকে।

স্ত্রেপান আর্কাদিচ দাঁড়িয়ে ছিলেন সি'ড়ির ওপরে। ধেয়ে আসা লোকটাকে চিনতে পেরে নক্সা-তোলা কলারের ওপর তাঁর ভালোমান্ যি জনলজনলে মুখখানা আরো জনলজনল করে উঠল।

তাঁর দিকে এগিয়ে আসা লেভিনের দিকে তাকিয়ে বন্ধ,সন্লভ ঠাট্রামিশ্রিত হাসি হেসে তিনি বলে উঠলেন, তাই তো বটে! শেষ পর্যস্ত দেখা দিল লেভিন!' বন্ধ,র সঙ্গে করমদনি বিনিম্বে যেন আশ মিটছিল না তাঁর, লেভিনকে চুম্বন করে বললেন, 'এই চোরের আন্ডায় আমায় খ্র্জতে আসতে তোমার গা ঘিন্দিন করল না যে বডো?'

'আমি এইমাত্র এসেছি, তোমার সঙ্গে দেখা করার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল' — লোভন বললেন সসংকোচে, সেইসঙ্গে রাগত আর অস্বস্থিপ্রণ দ্থিতৈ চেয়ে দেখলেন চারিদিক।

বন্ধনুর আত্মাভিমানী রুষ্ট সংকোচের কথা জানা থাকায় স্তেপান আর্কাদিচ 'নাও, চলো যাই কেবিনেটে' বলে তাঁকে নিয়ে গেলেন যেন বিপদ-আপদের মাঝখান দিয়ে।

পরিচিত প্রায় সকলের সঙ্গেই স্তেপান আর্কাদিচের 'তুমি' সম্পর্ক': ষাট বছরের বৃড়ো, বিশ বছরের ছোকরা, অভিনেতা, মন্দ্রী, বেনিয়া-কারবারী, জেনারেল-আডজন্ট্যান্ট — সকলের সঙ্গেই, তাঁর 'তুমি' সম্পর্কিত অনেকেই 'ছিল সামাজিক সোপানের দৃই চরম প্রাস্তে এবং অব্লোন্স্কির সঙ্গে তাদের

সাধারণ কিছ্ম একটা আছে জেনে খ্বই অবাক হত। যার সঙ্গেই তিনি শ্যাম্পেন খেতেন তার সঙ্গেই তাঁর 'তুমি' সম্পর্ক', আর শ্যাম্পেন তিনি খেতেন সকলের সঙ্গেই, তাই অফিসে নিজের অধীনস্থদের সামনে সংকুচিত 'তুমি'র -- ঠাট্টা করে তিনি তাঁর অনেক বন্ধুদের যা বলতেন — সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তাঁর প্রকৃতিগত উপস্থিত ব্যুদ্ধিতে অধীনস্থদের এই প্রসঙ্গে অপ্রীতিকর অনুভূতিটা হ্রাস করে আনতে পারতেন। লেভিন সংকুচিত 'তুমি'র দলে ছিলেন না, কিন্তু অব্লোন্সিক তাঁর সহজাত লোকচরিত্রবাধে অনুভব করছিলেন যে তাঁর অধীনস্থদের সমক্ষে তাঁর ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ করতে না চাইতেও পারেন বলে লেভিন ভাবছেন, তাই তাড়াতাড়ি করে তাঁকে নিয়ে গেলেন কেবিনেটে।

লেভিন অব্লোন্স্কির প্রায় সমবয়সী, তাই তাঁর সঙ্গে 'তুমি' সম্পর্কটা শুধু শ্যান্পেনের সূবাদে নয়। প্রথম যৌবন থেকেই লেভিন তাঁর সাথী ও বন্ধ। চরিত্র ও রুচিতে পার্থক্য সত্ত্বেও তাঁরা ভালোবাসতেন পরস্পরকে, যেমন প্রথম যৌবনে মিলিত বন্ধুরা পরস্পরকে ভালোবাসে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াকলাপের পথ নেওয়া লোকেদের ক্ষেত্রে প্রায়ই যা হয়ে থাকে. অপরের কাজ বিচার করে তাকে সঙ্গত প্রতিপন্ন করলেও মনে মনে সেটাকে তারা ঘূণা করে। প্রত্যেকেরই মনে হত যে জীবন সে নিজে অতিবাহিত করছে সেটাই আসল জীবন, আর বন্ধুরে জীবনটা কেবল ছায়াম্তি। লেভিনকে দেখে অব্লোন্স্কি ঈষং ঠাট্রা-মেশা হাসি চাপতে পারলেন না। গ্রাম থেকে মস্কোয় এলে কতবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে. গ্রামে লেভিন কী একটা কর্রাছলেন, কিন্তু ঠিক কী সেটা স্তেপান আর্কাদিচ কখনো ভালো করে বুঝে উঠতে পারেন নি, তা ছাড়া তাতে তাঁর আগ্রহও ছিল না। লেভিন মন্কো আসতেন সর্বদাই উর্ব্যেজত, ব্যস্তসমস্ত হয়ে, किছ्नो সংকোচবোধ নিয়ে আর সে সংকোচবোধে বিরক্ত হয়ে উঠে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সর্বাকছ, দেখতেন একটা নতুন অপ্রত্যাশিত দ্রণ্টিতে। এ সবে হাসতেন স্তেপান আর্কাদিচ এবং ভালোবাসতেন এ সব। ঠিক তেমনি লেভিনও মনে মনে বন্ধরে নাগরিক জীবনযাত্রা আর তাঁর কাজ — দুইই ঘূণা করতেন, ও কাজটাকে তিনি মনে করতেন বাজে, হাসতেন তা নিয়ে। কিন্তু তফাংটা এই যে লোকে যা করে তা সর্বাকছা করে অব্লোন্সিক হাসতেন আত্মবিশ্বাস নিয়ে এবং ভালো মনে আর লেভিনের আত্মবিশ্বাস ছিল না. মাঝে মাঝে রেগেও উঠতেন।

কেবিনেটে ঢুকে লেভিনের হাত ছেড়ে দিয়ে এবং তাতে করে এখানে আর বিপদ নেই এইটে যেন ব্রনিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'আমরা অনেকদিন তোমার অপেক্ষায় আছি। ভারি, ভারি আনন্দ হল তোমায় দেখে। কিন্তু কী ব্যাপার? কেমন আছো? এলে কবে?

লেভিন চুপ করে তাকিয়ে রইলেন তাঁর কাছে অপরিচিত অব্লোন্স্কির দ্বই বন্ধ্বর ম্বথের দিকে, বিশেষ করে ভারি লম্বা লাম্বা শাদা আঙ্বল, ডগার দিকে বেকে যাওয়া হলদে হলদে নথ আর কামিজের বিরাট ঝকঝকে কফবোতাম সমেত মার্জিত গ্রিনেভিটের হাতের দিকে. যে হাত দ্বখানা তাঁর সমস্ত মনোযোগ গ্রাস করেছে, চিস্তার ফুরসং দিচ্ছে না। অব্লোন্স্কিতংক্ষণাং সেটা লক্ষ্য করে হাসলেন। বললেন:

'ও হ্যাঁ, পরিচয় করিয়ে দিই। আমার সাথি: ফিলিপ ইভানিচ নিকিতিন. মিখাইল স্তানিস্লাভিচ গ্রিনেভিচ, — আর লেভিনের দিকে ফিরে — জেমস্ত্ভোর কর্মকর্তা, জেমস্ত্ভোর নতুন আমলের লোক, ব্যায়ামবীর — এক হাতে পাঁচ প্রদ ওজন তোলেন, পদ্পালক, শিকারী এবং আমার বন্ধ্ব কনস্তান্তিন দ্মিগ্রিচ লেভিন, সেগেই ইভানিচ কর্জ্নিশেভের ভাই।' 'ভারি আনন্দ হল' — বললেন বৃদ্ধ।

'আপনার ভাই, সেগেই ইভানিচকে জানার সোভাগ্য হয়েছে আমার' —
লম্বা লম্বা নথ সমেত সর্ব হাতথানা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন গ্রিনেভিচ।
লেভিন ভূর্ কোঁচকালেন, নির্ব্তাপ ভঙ্গিতে করমর্দন করেই তংক্ষণাৎ
ফিরলেন অব্লোন্স্কির দিকে। সারা রাশিয়ায় নামকরা সাহিত্যিক তাঁর
সংভাইয়ের প্রতি তাঁর প্রচুর শ্রদ্ধা থাকলেও তাঁকে কনস্তান্তিন লেভিন না বলে

'না, আমি আর জেমন্ত্ভো'র কর্মকর্তা নই। সবার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করেছি, সভায় আর যাই না' — অব্লোন্স্কির দিকে চেয়ে তিনি বললেন। 'এত তাড়াতাড়ি!' হেসে বললেন অব্লোন্স্কি, 'কিস্ত কী করে? কেন?'

বিখ্যাত কজ্**নিশেভের ভাই বলা হলে** তিনি সইতে পারতেন না।

'সে এক লম্বা ইতিহাস। বলব পরে এক সময়' — লেভিন এ কথা বললেও সঙ্গে সঙ্গেই ইতিহাসটা জানাতে শ্রুর করলেন: 'মানে সংক্ষেপে বললে, জেমস্ত্ভোর কর্মকর্তা বলে কেউ নেই, থাকতেও পারে না।' এমনভাবে উনি বললেন যেন এই মাত্র কেউ তাঁকে আঘাত দিয়েছে, 'একদিক থেকে ওটা খেলনা, পার্লামেণ্ট-পার্লামেণ্ট খেলা হচ্ছে, আর আমি তেমন তর্বাও নই, তেমন ব্রুড়োও নই যে খেলনা নিয়ে মাতব; অনা (একটু

তোতলালেন তিনি) দিকে এটা উয়েজ্দের coterie'র* পক্ষে টাকা করার একটা উপায়। আগে ছিল তত্ত্বাবধান, বিচারালয়, আর এখন জেমস্ত্ভো, উৎকোচের চেহারায় নয়, বিনা যোগ্যতায় বেতন হিসেবে' — বললেন উনি এত উত্তেজিত হয়ে যেন উপস্থিতদের কেউ আপত্তি করেছে তাঁর মতামতে। 'বটে! তুমি দেখছি ফের নতুন পর্যায়ে, রক্ষণশীল পর্যায়ে' — বললেন

'বটে! তুমি দেখছি ফের নতুন পর্যায়ে, রক্ষণশীল পর্যায়ে' --- বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'তবে সে কথা হবে পরে।'

'হ্যাঁ, পরে। কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা করা আমার দরকার ছিল' -বিদ্বেষের দ্ফিতৈ গ্রিনেভিচের হাতের দিকে তাকিয়ে লেভিন বললেন। স্তেপান আর্কাদিচ প্রায় অলক্ষ্যে হাসলেন একটু।

'তুমি যে বড়ো বলেছিলে আর কখনো ইউরোপীয় পোশাক পরবে না?' তাঁর নতুন, স্পণ্টতই ফরাসি কাটের পোশাকের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'বটে! দেখছি নতুন পর্যায়!'

হঠাৎ লাল হয়ে উঠলেন লেভিন, বয়স্ক লোকেরা যেভাবে লাল হয়ে থঠে নিজেরাই তা লক্ষ না করে, তেমন নয়, যেভাবে লাল হয়ে ওঠে বালকেরা, যখন তারা টের পায় যে তাদের সংকোচপরায়ণতায় তারা হাস্যকর, তার ফলে লঙ্জা পেয়ে লাল হয়ে ওঠে আরো বেশি, প্রায় কান্না এসে যায়। আর এই বৃদ্ধিমান প্রুষ্ধালী মুখখানাকে শিশ্বদের দশায় দেখতে পাওয়া এত বিচিত্র যে তাঁর দিকে অব্লোন্স্কি আর তাকালেন না।

লেভিন বললেন, 'তা কোথায় দেখা হবে? তোমার সঙ্গে কথা বলা আমার কাছে খুবই জর্মি।'

অব্লোন্স্কি যেন চিন্তায় ডুবে গেলেন।

'শোনো, চলো গ্রারনের ওখানে প্রাতরাশ সারতে, সেখানে কথা হবে। তিনটে পর্যস্ত আমি ফাঁকা।'

একটু ভেবে লেভিন বললেন, 'না, আমাকে তো আবার যেতে হবে।' 'তা বেশ, তাহলে একসঙ্গে লাণ্ড করা যাক।'

'লাণ্ড? আমার যে দরকার শ্বধ্ব দ্বটো কথা বলা, আর আলোচনা করা যাবে পরে।'

'তাহলে এখননি কথা দনটো বলে ফ্যালো, লাণ্ডে আবার আলাপ কী।' 'কথা দনটো এই' — বললেন লেভিন, 'তবে বিশেষ কিছনু নয়।'

এক্ষেত্রে দ্বর্ত্তি দল (ফরাসি)।

মুখখানায় ওঁর হঠাৎ আক্রোশ ফুটে উঠল, বেটা দেখা দিয়েছে নিজের সংকোচশীলতা দমনের প্রয়াসে।

উনি বললেন, 'শ্যেরবাংস্কিরা কী করছে? সব আগের মতোই?'

বহুদিন থেকে লেভিন তাঁর শ্যালিকা কিটির প্রেমাসক্ত, সেটা জানা থাকায় স্তেপান আর্কাদিচ সামান্য হাসলেন, চোথ তাঁর আমোদে চকচক করে উঠল।

'তুমি বললে দ্বটো কথা, কিন্তু দ্বটো কথায় আমি জবাব দিতে পারব না, কেননা... মাপ করো, এক মিনিট...'

অক্তরঙ্গতা মেশা সম্মান দেখিয়ে ঘরে ঢুকল সেক্রেটারি, সমস্ত সেক্রেটারির পক্ষেই যা সাধারণ, কর্তার চেয়ে সে যে কাজটা ভালো বোঝে তেমন একটা বিনীত চেতনা সহ, কাগজপত্র নিয়ে সে গেল অব্লোন্স্কির কাছে এবং প্রশেনর আড়ালে কী একটা মুশকিলের কথা বোঝাতে শ্রুর করল। স্তেপান আর্কাদিচ সেটা প্ররো না শ্রুনে সঙ্গেহে তাঁর হাত রাখলেন সেক্রেটারির আস্থিনে।

'না, আমি যা বলেছিলাম তাই কর্ন' — হাসিতে তাঁর মন্তব্যটাকে নরম করে তিনি বললেন, এবং ব্যাপারটা তিনি কিভাবে ব্রুবছেন সেটা ব্যাখ্যা করে কাগজগ্রলো সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই কর্ন অন্ত্রহ করে, এই ধারায়, জাখার নিকিতিচ।'

অপ্রস্থৃত হয়ে সেক্রেটারি চলে গেল। তার সঙ্গে যখন কথাবার্তা হচ্ছিল, লোভন তার মধ্যে তাঁর সংকোচ সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠে চেয়ারে দুই হাতের কন্ই ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, মুখে তাঁর দেখা দিয়েছিল বিদ্রুপাত্মক মনোযোগ।

বললেন, 'বুঝি না, একেবারে বুঝি না।'

'কী ব্রুবতে পারছ না?' তেমনি আম্বদে হাসি হেসে, সিগারেট বার করে বললেন অব্লোন্স্কি। লেভিনের কাছ থেকে কোনো একটা বিদঘ্টে কাণ্ড আশা করছিলেন তিনি।

'কী যে তোমরা করে যাচ্ছ কিছুই বৃঝি না' — কাঁধ কু'চকিয়ে বললেন লোভন। 'গ্রন্থসহকারে এটা তুমি করতে পারো কী করে?'

'কী জন্যে?'

'এই জন্যে যে করবার কিছ্ন নেই।'

'তুমি তাই ভাবছ, কিন্তু আমরা কাজে আকণ্ঠ ডুবে আছি।'

'কাগজে ডুবে আছ। তা এ ব্যাপারে তোমার গ্র্ণ আছে বৈকি' — যোগ করলেন লেভিন।

'তার মানে তুমি ভাবছ আমার কোনো একটা ঘাটতি আছে?'

'হয়ত সত্যিই আছে' — লেভিন বললেন। 'তাহলেও তোমার উদারতায় আমি মৃদ্ধ হই এবং গর্ববাধ করি যে এমন উদার মানুষ আমার বন্ধ। কিন্তু তুমি আমার প্রশেনর জবাব দিলে না' — অব্লোন্ স্কির চোথে চোথে তাকাবার মরিয়া চেণ্টা করে তিনি যোগ দিলেন।

'নাও হয়েছে, হয়েছে। দাঁড়াও না, তুমিও এই পথেই আসবে। তোমার যে কারাজিনস্কি উয়েজ্দে তিন হাজার দেসিয়াতিনা* জমি আছে, এমন পেশী, বারো বছরের কুমারীর মতো এমন তাজা আমেজ, তাহলেও আসবে তুমি আমাদের কাছেই। তা তুমি যা জিগ্যেস করেছিলে অদলবদল কিছ্ব হয় নি, শব্দ্ব আফশোসের কথা যে তুমি বহুদিন যাও নি সেখানে।'

'কেন, কী হল?' ভীতভাবে শুধালেন লেভিন।

'ও কিছ্না' — জবাব দিলেন অব্লোন্দিক। 'কথা হবে। কিন্তু সত্যি, কেন তুমি এলে বলো তো?'

'আহ্্, এ নিয়েও কথা হবে পরে' — ফের আকর্ণ রক্তিম হয়ে বললেন লেভিন।

'তা বেশ। বোঝা গেল' — স্তেপান আর্কাদিচ বললেন। 'কী জানো, আমি তোমায় নিজের বাড়িতেই ডাকতাম, কিন্তু স্থাী মোটেই স্কৃষ্থ নয়। আর শোনো, ওদের সঙ্গে যদি দেখা করতে চাও, তাহলে ওরা নিশ্চয় এখন জন্ব-পার্কে, চারটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত থাকবে। কিটি স্কেট করে। তুমি চলে যাও সেখানে, আমিও যাব, তারপর একসঙ্গে খেয়ে নেব কোথাও।'

'চমংকার, ফের দেখা হওয়া পর্যস্ত।'

'দেখো, আমি তো তোমায় জানি, ভুলে যাবে কিংবা হঠাৎ চলে যাবে গাঁয়ে!' হেসে চিৎকার করে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'না, সত্যি বলছি।'

এবং অব্লোন্ স্কির বন্ধনদের অভিনন্দন জানাতে যে ভুলে গেছেন সেটা কেবল দরজার কাছে মনে পড়ায় লেভিন বেরিয়ে গেলেন কেবিনেট থেকে। লেভিন চলে গেলে গ্রিনেভিচ বললেন, 'নিশ্চয় খুব উদ্যোগী পুরুষ।'

এক দেসিযাতিনা — ১০,০০০ বর্গ মিটারের মতো।

'হাাঁ গো' — মাথা দ্বলিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'স্থী লোক! কারাজিনস্কি উয়েজ্দে তিন হাজার দেসিয়াতিনা জমি, সবই পড়ে আছে ওর সামনে, আর কী তাজা! আমাদের মতো নয় ভায়া।'

'আপনার নালিশ করার কী আছে স্তেপান আর্কাদিচ?'

'আরে যাচ্ছেতাই, বিছছিরি' — দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

n e n

অব্লোন্ ফিক্ যখন লেভিনকে জিগ্যেস করেছিলেন ঠিক কেন সে এসেছে, তখন লেভিন লাল হয়ে ওঠেন, এবং লাল হয়ে উঠেছেন বলে রেগে ওঠেন নিজের ওপরেই, কেননা এ জবাব তিনি দিতে পারতেন না: 'এসেছি তোমার শ্যালিকার পাণিপ্রার্থনা করতে', যদিও তিনি এসেছিলেন শ্ব্ব এই জন্যই।

লেভিন আর শ্যেরবাংস্কিদের বংশ মস্কোর বনেদী অভিজাত বংশ. সর্বদাই তাদের মধ্যে ছিল ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধত্বের সম্পর্ক। এ সম্পর্ক আরো দ্যু হয় লেভিনের উচ্চশিক্ষার্থী জীবনে। ডল্লি আর কিটির ভাই তর্মণ প্রিন্স শ্যেরবাংস্কির সঙ্গে একই সাথে তিনি প্রস্তুত হন এবং একসঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এই সময় লেভিন প্রায়ই শোরবাংস্কিদের বাড়িতে আসতেন, বাড়িটাকে তিনি ভালোবেসে ফেলেন। ষতই এটা আশ্চর্য ঠেকুক, লেভিন ভালোবেসেছিলেন ঠিক বাড়িটাই, পরিবারটাকে, বিশেষ করে তার অন্দরমহলকে। নিজের মাকে লেভিনের মনে পড়ে না, আর দিদি ছিল তাঁর চেয়ে বয়সে বড়ো, তাই শ্যেরবাংস্কিদের বাড়িতেই তিনি প্রথম দেখেন সেই বনেদী, অভিজাত, স্বণিক্ষিত ও সততাশীল সংসার, যা তিনি হারিয়েছিলেন পিতা-মাতার মৃত্যুতে। এ পরিবারের সমস্ত সভ্য, বিশেষ করে মেয়েরা ছিল কেমন একটা রহস্যময় কাব্যধর্মী অবগ্রন্থলৈ ঢাকা, আর তিনি তার্দের ভেতর কোনো ব্রুটি দেখেন নি তাই নয়, এই অবগ্রন্থনের তলে সবচেয়ে সমন্ত্রত অনুভূতি, সবরকমের পূর্ণতা আছে বলে ধরে নিতেন। একদিন পর পর কেন এই তিন ভদ্র কন্যার প্রয়োজন হত ফরাসি আর ইংরেজিতে কথা বলার: কেন একটা নির্দিষ্ট সময়ে তারা পালা করে বাজাত পিয়ানো যার ধর্নন পেশছত ওপরতলায় ভাইয়ের ঘরে যেখানে পড়াশ্বনা করত ছাত্ররা; কেন আসত ফরাসি সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, নৃত্যের এই শিক্ষকেরা; কেন একটা নির্দিষ্ট সময়ে এই তিন কন্যাই মাদমোয়াজেল লিনোর সঙ্গে গাড়ি করে ত্ভের্স্কয় ব্লভারে যেত তাদের বিলিতি কোট পরে — ডিল্লরটা লম্বা, নাটালির আধা-লম্বা, আর কিটিরটা একেবারেই খাটো, ফলে টানটান লাল মোজা পরা তার স্টোম পা-দ্বখানা চোখে পড়ত; সোনালী তকমা লাগানো টুপি পরা চাপরাশি সমভিব্যাহারে কেন তাদের প্রয়োজন ত্ভের্স্কয় ব্লভারে বেরিয়ে বেড়ানো — এই সব এবং তাদের রহস্যময় জগতে আরো যা যা ঘটত তার অনেককিছবুই তিনি ব্রুতন না, কিন্তু জানতেন যে এখানে যাকিছ্ব ঘটছে তা সবই অপর্প আর প্রেমে পড়ে যান ঠিক এই রহস্যময়তার সঙ্গে।

ছাত্রজীবনে উনি প্রায় বড়ো বোন ডল্লির প্রেমে পড়তে যাচ্ছিলেন, কিন্তু শিগগিরই তার বিয়ে হয়ে গেল অব্লোন্ স্কির সঙ্গে। পরে তিনি মেজো বোনের প্রণয়াসক্ত হতে থাকেন। উনি কেমন যেন অন্ভব করতেন যে বোনেদের একজনের প্রেমে তাঁর পড়া দরকার, শ্ব্রু ঠিক কার প্রেমে সেটা স্থির করে উঠতে পারতেন না। কিন্তু নাটালিও সমাজে দেখা দিতে না দিতেই কূটনীতিক ল্ভভের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল তার। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেভিন যখন পাশ করে বের্লেন, কিটি তখনো ছোটো। তর্ণ শ্যেরবাং স্কি যোগ দিলেন নৌবহরে এবং বল্টিক সাগরে সলিলসমাধি নেন। অব্লোন্ স্কির সঙ্গে বন্ধুত্ব শ্যেরবাং স্কি পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে এল। কিন্তু এক বছর গ্রামে কাটিয়ে এ বছর শীতের প্রারম্ভে লেভিন যখন মস্কো আসেন এবং দেখা হয় শ্যেরবাং স্কিদের সঙ্গে, তিনি ব্র্বলেন এই তিনজনের মধ্যে সত্যসত্যই কাকে ভালোবাসা ছিল তাঁর নির্বন্ধ।

ভালো বংশের লোক, গরিবের চেয়ে বরং বড়োলোক বলাই উচিত, বিএশ বছর বয়স, তাঁর মতো এমন একজনের পক্ষে প্রিন্সেস শোরবাংস্কায়ার পাণিপ্রার্থনা করার চেয়ে সহজ আর কিছ্ হতে পারে না বলেই মনে হতে পারত; একাস্ত সস্তব ছিল যে তাঁকে তংক্ষণাং গ্রহণ করা হত উত্তম পার হিশেবে। কিন্তু লেভিন প্রেমে পড়েছিলেন এবং তাঁর মনে হত যে কিটি সব দিক দিয়ে এতই স্ক্সম্প্র্ণ, পাথিব সবকিছ্বর উর্ধের এমন এক জীব আর তিনি এতই পাথিব ও হীন যে অন্যেরা এবং কিটি স্বয়ং তাঁকে তার যোগ্য বলে স্বীকার করবে এমন কথা ভাবাই যায় না।

মস্কোয় যেন ঘোরের মধ্যে দর্মাস কাটিয়ে, প্রতি দিন সমাজে কিটিকে দেখে, তার সঙ্গে দেখা করার জন্যই সেখানে তিনি যেতেন, লেভিন হঠাং ঠিক করলেন, এ হতে পারে না এবং চলে গেলেন গ্রামে।

এ হতে পারে না, লেভিনের এমন প্রত্যয়ের ভিত্তি ছিল এই যে আত্মীয়স্বজনদের চোথে তিনি ছিলেন মাধ্রীময়ী কিটির পক্ষে অলাভজনক
অযোগ্য পার আর কিটি নিজে তাঁকে তো ভালোবাসতেই পারে না। আত্মীয়স্বজনদের চোথে তিনি প্রচলিত সর্নিদির্গ্ট কোনো কাজে নিয্তু নন,
সমাজেও কোনো প্রতিষ্ঠা নেই, যেক্ষেত্রে ওঁর বিশ্রুশ বছর বয়সে বন্ধরা
ইতিমধ্যেই কেউ কর্নেল, কেউ এইডডেকং, কেউ প্রফেসর, কেউ ব্যাৎক আর
রেলপথের ডিরেক্টার, কেউ-বা অব্লোন্স্কির মতো সরকারী অফিসের
অধিকর্তা; আর উনি ওদিকে (অন্য লোকের কাছ তাঁকে কেমন লাগার কথা
সেটা তিনি ভালোই জানতেন) জমিদারি চালাচ্ছেন, গোপালন করছেন,
পাথির কোটরে গ্রনি মারছেন, আর এটা-ওটা ঘর তুলছেন। অর্থাৎ
গ্রেণহীন ছোকরা যার কিছ্রই হল না, এবং সমাজের মতে, যারা কোনো
কন্মের নয়, তারা যা করে উনি ঠিক তাই করছেন।

তিনি নিজেকে যা ভাবতেন তেমন একটা অস্কুদর লোক, প্রধান কথা, কোনো দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য নয় এমন একটা মাম্বলী লোককে রহস্যময়ী মনোরমা কিটি নিজেই ভালোবাসতে পারে না। তা ছাড়া কিটির সঙ্গে তার প্র্তিন সম্পর্ক, ভাইয়ের সঙ্গে বন্ধুছের ফলে যেটা ছিল শিশ্ব প্রতি বয়স্কের সম্পর্কের মতো, সেটা তাঁর কাছে মনে হয়েছিল ভালোবাসার পথে আরো একটা নতুন অস্তরায়। তিনি নিজেকে যা ভাবতেন তেমন একটা অস্কুদর সদয় লোককে বন্ধুর মতো ভালোবাসা সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন, কিস্তু তিনি নিজে কিটিকে যেরকম ভালোবাসতেন, তেমন ভালোবাসা পেতে হলে হওয়া উচিত স্কুদর্শন, বিশেষ করে অসাধারণ একজন লোক।

তিনি শ্বনেছেন যে মেয়েরা প্রায়ই অস্বন্দর, সাধারণ লোককে ভালোবেসে থাকে. কিস্তু সেটা তিনি বিশ্বাস করতেন না, কেননা নিজেকে দিয়ে বিচার করে দেখলে, উনি নিজে ভালোবাসতে পারেন কেবল স্বন্দরী, রহস্যময়ী, অননাসাধারণ নারীকে।

কিন্তু গ্রামে একা একা দ্ব'মাস কাটিয়ে উনি নিঃসন্দেহ হয়ে উঠলেন যে প্রথম যৌবনে যেসব ভালোবাসা তিনি অনুভব করেছিলেন, এটা তারই একটা নয়; এই আবেগ তাঁকে মুহুতের জন্য স্বস্তি দিচ্ছিল না; এই প্রশেনর মীমাংসা না করে বাঁচতে পারেন না তিনি: ও আমার বাঁ হবে কি হবে না; তাঁর হতাশাটা আসছে শুধু তাঁর এই কল্পনা থেকে যে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করাই হবে এমন কোনো প্রমাণ তাঁর কাছে নেই। এবং পাণিপ্রার্থনা করবেন আর গৃহীত হলে বিবাহও করবেন এই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তিনি এবার চলে এলেন মন্কোয়। অথবা... প্রত্যাখ্যাত হলে ক্রী তাঁর হবে সেক্থা তিনি ভাবতেও পারছিলেন না।

nan

সকালের ট্রেনে মন্ফো এসে লেভিন ওঠেন তাঁর মায়ের প্রথম স্বামীর উরসজাত প্র, তাঁর সং দাদা কজ্নিশেভের বাড়িতে; কেন তিনি এসেছেন তক্ষ্নি তা বলে তাঁর পরামর্শ নেবেন বলে স্থির করে পোশাক বদলে তিনি ঢুকলেন তাঁর কেবিনেটে; কিন্তু দাদা একলা ছিলেন না। তাঁর কাছে বসে ছিলেন দর্শনের নামকরা এক প্রফেসর। খারকভ থেকে তিনি এসেছেন বিশেষ করে অতি গ্রহ্মপূর্ণ দার্শনিক প্রশ্নে তাঁদের মধ্যে মতভেদের মীমাংসা করার উদ্দেশাই। বস্তুবাদের বির্দ্ধে উত্তপ্ত বিতর্ক চালাছিলেন প্রফেসর আর সের্গেই কজ্নিশেভ আগ্রহভরে তা অন্মুসরণ করে গেছেন; তারপর বিতর্কের শেষ প্রবন্ধটা পড়ে তিনি আপত্তি জানিয়ে প্রফেসরকে চিঠি লেখেন। বস্তুবাদীদের কাছে বড়ো বেশি ছাড় দেওয়া হয়েছে বলে তিনি প্রফেসরকে ভর্ৎসনা করেন। সঙ্গে সঙ্গেই প্রফেসর চলে আসেন আলোচনার জন্য। প্রসঙ্গটা ছিল একটা চলতি প্রশ্ন নিয়ে: মান্ম্বের ক্রিয়াকলাপে মনস্তাত্ত্বিক আর শারীরব্ত্তীয় ঘটনার মধ্যে সীমারেখা আছে কি, থাকলে সেটা কোথায়?

সেগেই ইভানোভিচ সকলকেই যে নির্বতাপ স্নেহের হাসিতে স্বাগত করতেন, ভাইকেও সেভাবে গ্রহণ করে পরিচয় করিয়ে দিলেন প্রফেসরের সঙ্গে, তারপর চালিয়ে গেলেন কথোপকথন।

সর্-কপালে ক্ষ্দুকায় হল্দ রঙা চশমা-পরা মান্রটি সম্ভাষণ বিনিময়ের জন্য এক ম্হ্তি আলাপ থামিয়ে ফের কথাবার্তা চালিয়ে গেলেন, লেভিনের দিকে মন দিলেন না। প্রফেসর কখন চলে যাবেন তার অপেক্ষায় বসে রইলেন লেভিন, কিন্তু অচিরেই আলোচনার প্রসঙ্গে কোত্হলী হয়ে উঠলেন।

ষেসব প্রবন্ধ নিয়ে কথা হচ্ছিল, পত্রপত্রিকায় লেভিনের তা চোখে পড়েছে, এবং সেগ্নলি তিনি পড়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৃতিবিদ্যার ছাত্র হিশেবে প্রকৃতিবিদ্যার যে মলেকথাগনলো তাঁর জানা ছিল তার পরিবিকাশ সম্পর্কে আগ্রহ নিয়ে, কিন্তু জীব হিশেবে মান্বেষর উন্তব, প্রতিবর্ত ক্রিয়া নিয়ে জীববিদ্যা ও সমাজবিদ্যার যুক্তিকে তিনি কথনো জীবন ও মৃত্যুর যা তাংপর্য সে প্রশেবর সঙ্গে যুক্ত করেন নি যা ইদানীং তাঁর মনে উঠছে ঘন ঘন।

প্রফেসরের সঙ্গে দাদার কথাবার্তা শ্বনতে শ্বনতে লেভিন লক্ষ্য করলেন যে তাঁরা বৈজ্ঞানিক প্রশনকে য্বক্ত করছেন প্রাণের প্রশেনর সঙ্গে, বারকয়েক তাঁরা প্রায় এই সব প্রশেনরই কাছে এসে গিয়েছিলেন, কিন্তু যা তাঁর মনে হচ্ছিল, প্রতিবার যেই তাঁরা সবচেয়ে প্রধান ব্যাপারটার কাছে আসছেন অমনি তাঁরা তাড়াতাড়ি সরে যাচ্ছেন এবং স্ক্রের ভেদাভেদ, কুণ্ঠা জ্ঞাপন, উদ্ধৃতি, ইঙ্গিত, প্রামাণ্যের নজিরের জগতে ডুব দিচ্ছেন, তাঁদের কথাবার্তা বোঝা তাঁর পক্ষে কঠিন হচ্ছিল।

'আমি এটা মানতে পারি না' — সেগেই ইভানোভিচ বললেন তাঁর অভ্যস্ত প্রাঞ্জলতা আর প্রকাশের স্কানির্দেউতা আর মার্জিত বাচনভঙ্গিতে, 'কোনোক্রমেই আমি কেইসের সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হতে পারি না যে বহির্জাগং থেকে আমার সমস্ত ধারণা আসছে সংবেদন মারফত। মূল যে বোধ সন্তা, সেটা আমি পেয়েছি সংবেদন মারফত নয়, কেননা এই বোধটা দেবার মতো কোনো বিশেষ প্রত্যঙ্গ নেই।'

'হ্যাঁ, কিন্তু ওঁরা — ভুস্টাঁ, ক্নাউস্ট, প্রিপাসভ জবাবে আপনাকে বলবেন যে আপনার সন্তাচেতনা আসছে সমস্ত অনুভূতির যোগফল থেকে, সন্তার এ চেতনা হল অনুভূতির পরিণাম। ভুস্টাঁ তো আরো এগিয়ে সোজাস্কৃতি দাবি করেন যে অনুভূতি না থাকলে সন্তার চেতনাও থাকে না।'

'আমি বলব বিপরীত কথা' — শ্রের করলেন সেগেই ইভানোভিচ...

কিন্তু এবারেও লেভিনের মনে হল ওঁরা প্রধান জিনিসটার কাছাকাছি এসে ফের সরে যাচ্ছেন এবং প্রফেসরকে একটা প্রশ্ন করবেন বলে তিনি ঠিক করলেন।

জিগ্যেস করলেন, 'তাহলে দাঁড়াচ্ছে, আমার অন্তর্ভূতি যদি ধরংস পায়. দেহ মরে যায়, তাহলে কোনোক্রমেই আর অস্তিত্ব সম্ভব নয়?'

প্রফেসর বিরক্তিতে এবং বাধা পাওয়ায় যেন একটা মানসিক ফল্রণায় ' তাকালেন প্রশ্নকর্তার দিকে, দেখতে যে দার্শনিকের বদলে বরং গুণটানা খালাসির মতো, তারপর সের্গেই ইভানোভিচের দিকে চোখ ফেরালেন, ষেন জিগোস করছেন: কী আর বলার আছে এখানে? কিস্তু সের্গেই ইভানোভিচ যিনি কথা কইছিলেন প্রফেসরের মতো উদগ্রতায় আর একদেশদিশিতায় নর, প্রফেসরের জবাব দেওয়ার সঙ্গে সক্তে যে সহজ স্বাভাবিক দ্দিউভিঙ্গি থেকে প্রশ্নটা করা হয়েছে তা বোঝার মতো মানসিক প্রসারতা যাঁর ছিল, তিনি হেসে বললেন:

'এ প্রশ্ন সমাধানের অধিকার আমাদের এখনো নেই...'

'তথ্য নেই' -- সমর্থন করলেন প্রফেসর এবং নিজের যুক্তিবিস্তার চালিয়ে গেলেন। বললেন, 'আমি উল্লেখ করতে চাই, প্রিপাসভ যা সোজাস্কৃতি বলেন, অনুভবের ভিত্তি যদি হয় সংবেদন, তাহলে এ দ্বয়ের মধ্যে কঠোরভাবে পার্থক্য করতে হবে।'

লেভিন আর শ্নাছিলেন না, অপেক্ষা করছিলেন কখন প্রফেসর চলে যান।

n v n

প্রফেসর চলে যেতে সেগেহি ইভানোভিচ ভাইকে বললেন:

'তুই এসেছিস বলে ভারি খ্নিশ হলাম। কতদিনের জন্যে? চাষবাস কেমন চলছে?'

লোভন জানতেন যে চাষবাসে দাদার বিশেষ কোত্হল নেই, প্রশ্নটা করলেন শ্ব্দ্ তাঁকে একটু প্রশ্রয় দিয়ে, তাই লোভনও উত্তরে কেবল গম বিক্রি আর টাকার কথাটা বললেন।

লেভিন ভেবেছিলেন যে তাঁর বিবাহের সংকল্পের কথা দাদাকে জানাবেন, তাঁর উপদেশ চাইবেন, এমনকি এ বিষয়ে একেবারে মনস্থিরও করে ফেলেছিলেন; কিন্তু যখন তিনি ভাইকে দেখলেন, প্রফেসরের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা কানে গেল এবং পরে যে প্র্তপোষকতার স্করে তিনি জিগ্যেস করলেন চাষবাসের কথা (ওঁদের মায়ের সম্পত্তি ভাগাভাগি হয় নি, লেভিন দুই অংশই দেখতেন) সেটা শ্রনলেন, তখন টের পেলেন কেন জানি দাদার কাছে বিয়ের কথাটা পাড়তে তিনি অক্ষম। লেভিন টের পাচ্ছিলেন, উনি যা চান, দাদা সেভাবে জিনিসটা দেখবেন না।

'তা জেমস্ত্রভোর খবর কী? কেমন চলছে?' জিগ্যেস করলেন সেগেই

ইভানোভিচ, জেমস্ত্ভোর ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল প্রচুর এবং তাতে বড়ো একটা তাৎপর্য আরোপ করতেন।

'সাতাই আমি জানি না...'

'সেকি? তুই যে বোর্ডের সদস্য?'

'না, এখন আর নই, বেরিয়ে এসেছি' — জবাব দিলেন কনস্তানতিন লেভিন, 'সভায় আর যাই না।'

'আপশোসের কথা!' ভুর কু'চকে সেগে ই ইভানোভিচ বললেন।

কৈফিয়ং দেবার জন্য লেভিন বলতে শ্রুর্ করেছিলেন তাঁর উয়েজ্দে সভায় কী সব হচ্ছে।

সের্গেই ইভানোভিচ তাঁকে বাধা দিলেন, 'সর্বদাই ওই ব্যাপার! আমরা রন্শীরা সর্বদাই ওইরকম। হয়ত এটা আমাদের একটা ভালো গন্ধ — নিজের রন্টি দেখতে পাওয়ার ক্ষমতা, কিন্তু আমরা নন্ন-পোড়া করে ছাড়ি, আমরা বিদ্রুপ করে তুণ্টি লাভ করি আর সেটা সর্বদাই আসে আমাদের জিবের ডগায়। আমি তোকে শন্ধন বলব, আমাদের জেমস্ত্র্ভো প্রতিষ্ঠানগর্নালর যে অধিকার আছে, তা যদি অন্য ইউরোপীয় জাতি পায়, — জার্মানরা বা ইংরেজরা তা ব্যবহার করে নিজেদের মন্ত্রির ব্যবস্থা করে নিত, আর আমরা কেবল হাসাহাসি করি।'

'কিন্তু কী করা যায়?' দোষীব মতো বললেন লেভিন, 'এটা আমার শেষ অভিজ্ঞতা। মনেপ্রাণে চেণ্টা করেছি। পারি না। আমার সে সামর্থ্য নেই।' 'সামর্থ্য নেই' — বললেন সেগেই ইভানোভিচ, 'ব্যাপারটা তুই ঠিকভাবে দেখছিস না।'

'হতে পারে' — মনমরা জবাব দিলেন লেভিন। 'আরে জানিস, নিকোলাই ভাই ফের এখানে।'

নিকোলাই ভাই কনস্তান্তিন লেভিনের আপন সহোদর দাদা আর সের্গেই ইভানোভিচের সহোদর সংভাই। ভূণ্টিনাশা লোক, সম্পত্তির বেশির ভাগটা উড়িয়ে দিয়েছে, বিচিত্র আর বদ লোকেদের সমাজে ঘোরাঘ্রার করে ঝগড়া করেছে ভাইদের সঙ্গে।

'বলছ কী?' সভয়ে চে°চিয়ে উঠলেন লেভিন, 'কোখেকে তুমি জানলে?' 'প্রকোফিই ওকে রাস্তায় দেখেছে।'

'এখানে, মস্কোয়? কোথায় সে? জানো তুমি?' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন লেভিন, যেন তক্ষনি যেতে চান তিনি। 'তোকে কথাটা বললাম বলে অন্তাপ হচ্ছে' — ছোটো ভাইয়ের উত্তেজনায় মাথা নেড়ে বললেন সের্গেই ইভানিচ, 'কোথায় আছে জানবার জন্যে লোক পাঠিয়েছিলাম, ব্রবিনের কাছে দেওয়া যে হ্রিন্ডটার টাকা আমি শোধ করেছি, সেটাও পাঠিয়েছিলাম। এই তার উত্তর।'

কাগজ-চাপার তল থেকে একটা কাগজ সেগেই ইভানোভিচ দিলেন তাঁর ভাইকে।

বিচিত্র, কিন্তু চেনা হস্তাক্ষরে লেখা চিরকুটটা লেভিন পড়লেন: 'বিনীত প্রার্থনা যে আমায় শান্তিতে থাকতে দেওয়া হোক। আমার অমায়িক ভাইয়েদের কাছে আমার একটা মাত্র দাবি। নিকোলাই লেভিন।'

লেভিন এটা পড়লেন এবং হাতের চিরকুটটা থেকে মাথা না তুলে দাঁড়িয়ে রইলেন সেগেহি ইভানোভিচের সামনে।

হতভাগ্য ভাইয়ের ভুলে যাবার ইচ্ছা আর সেটা যে খারাপ এই চেতনার মধ্যে লডাই চলছিল তাঁর অন্তরে।

'বোঝা যাচ্ছে, ও আমায় অপমান করতে চায়' — বলে গেলেন সেগেইি ইভানোভিচ, 'তবে আমায় সে অপমান করতে পারে না আর আমি সর্বাস্তঃকরণে ওকে সাহায্য করতে চাই, কিন্তু জানি যে সেটা হবার নয়।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ' — প্রনর্রক্তি করলেন লেভিন, 'আমি ব্রঝি, ওর প্রতি তোমার মনোভাবের কদর করি আমি : কিন্তু আমি যাব।'

'তোর যদি ইচ্ছে হয়, যা, কিন্তু আমি সে পরামর্শ দেব না' - সের্গেই ইভানোভিচ বললেন, 'মানে আমার দিক থেকে এতে আমার ভয় নেই, আমার সঙ্গে তোর একটা ঝগড়া বাধিয়ে দিতে ও পারবে না, কিন্তু তোর জন্যে বলছি, না যাওয়াই বরং ভালো। সাহায্য করা যাবে না। তবে কর তোর যা ইচ্ছে।'

'সাহায্য হয়ত করা যাবে না, কিন্তু আমি অন্ভব করছি, বিশেষ করে এই মৃহ্তে, তবে সেটা অন্য ব্যাপার — আমি অন্ভব করছি যে নইলে আমি শান্তি পাব না।'

সের্গেই ইভানোভিচ বললেন, 'এটা আমি ব্রঝি না।' তারপর যোগ করলেন, 'আমি শ্বধ্ এইটে ব্রঝি যে এটা হীনতাবোধের একটা পাঠ। অন্য দিকে নিকোলাই এখন যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তারপর যাকে বলা হয় নীচতা সেটাকে আমি প্রশ্রয়ের দ্ষ্টিতেই দেখতে শ্বর্ করেছি। জানিস কী সেকরেছে...'

'ওহ্ কী ভয়ানক, ভয়ানক!' দ্ব'বার কথাটা উচ্চারণ করলেন লেভিন। সেগেই ইভানোভিচের চাপরাশির কাছ থেকে ভাইয়ের ঠিকানা পেয়ে লেভিন তক্ষ্বনি তার কাছে যাবার উপক্রম করছিলেন, কিন্তু খানিক ভেবে ঠিক করলেন ওটা সন্ধে পর্যস্ত ম্বলতবি রাখবেন। সেটা সর্বাগ্রে মনের প্রশাস্তি পাবার জন্য, মন্তেকায় যে কায়ণে এসেছেন সে ব্যাপায়টার একটা ফয়সালা করা দরকার। ভাইয়ের কাছ থেকে লেভিন আসেন অব্লোন্স্কির অফিসে এবং শ্যেরবাংস্কিদের খবর পেয়ে যেখানে কিটিকে ধরা যাবে বলে অব্লোন্স্কি বললেন, সেখানেই রওনা দিলেন।

n a n

বেলা চারটেয় দ্বর্দ্বর্ ব্বকে জ্ব-পার্কের কাছে ভাড়া গাড়ি থেকে নামলেন লেভিন এবং হাঁটা পথ দিয়ে চললেন চিবি আর স্কেটিং রিঙ্কের দিকে, নিশ্চিত ছিলেন যে সেখানে কিটিকে পাওয়া যাবে, কেননা গেটের কাছে শোরবাংস্কিদের গাড়ি দেখতে পেয়েছিলেন তিনি।

পরিস্কার তুহিন দিন। গেটের কাছে সারি বে'ধে গাড়ি, স্লেজ, কোচোয়ান, সিপাহী জন্বলজনলে রোদে টুপি ঝলকিয়ে গেটের কাছে আর খোদাই কাঠের ছোটো ছোটো রুশী কুটিরের মাঝখান দিয়ে পরিষ্কৃত পথে গিজগিজ করছে পরিপাটী সব লোক। বাগানের ঝাঁকড়া ব্বড়ো বার্চগাছগন্লো সমস্ত ডালপালায় বরফ ঝুলিয়ে যেন সমারোহের নববেশ ধারণ করেছে।

হাঁটা পথ দিয়ে স্কেটিং রিঙেকর দিকে যেতে যেতে নিজেকে তিনি বলছিলেন, 'ব্যাকুল হওয়া উচিত নয়, শান্ত থাকা দরকার। কী রে তুই? কী হল তোর? চুপ করে থাক, বোকাটা' — নিজের হৃদয়কে বললেন তিনি। আর যত তিনি শান্ত থাকার চেণ্টা করছিলেন, ততই নিশ্বাস তাঁর আরো বন্ধ হয়ে আসছিল। দেখা হল একজন পরিচিতের সঙ্গে, তাঁকে সে ডাকলে, কিন্তু লেভিন চিনতেই পারলেন না লোকটা কে। ঢিবির কাছে এলেন তিনি, সেখানে গড়িয়ে নামা আর টেনে তোলা ছোটো ছোটো খেলার স্লেজগর্লোর শেকল ঝনঝন করছে, শব্দ তুলছে ছুটন্ত স্লেজ, শোনা যাচ্ছে খর্নির কলরোল। আরো কয়েক পা এগর্তে সামনে দেখা দিল স্কেটিং রিঙক, যারা স্কেট করছে তাদের মধ্যে তক্ষর্নি তিনি চিনতে পারলেন কিটিকে।

যে আনন্দ আর ভয় তাঁর হদয়কে চেপে 'ধরেছিল, তা দিয়েই তিনি জেনে গেলেন যে সে এখানেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে কথা কইছিল রিঙ্কের বিপরীত প্রান্তে একটি মহিলার সঙ্গে। তার পোশাকে আর ভঙ্গিমায় বিশেষত্ব কিছন ছিল না বলেই মনে হবে; কিস্তু এই ভিড়ের মধ্যে লেভিনের পক্ষেওকে সনাক্ত করা বিছন্টি গাছের ঝোপ থেকে একটা গোলাপ ঠাহর করার মতোই সহজ। সর্বাকছন্ই উজ্জনল করে তুলেছে সে। ও যেন এক হাসি যার কিরণ পড়ছে পরিপার্শের ওপর। লেভিনের মনে হল, 'বরফের ওপর দিয়ে, ওখানে ওর কাছে আমি সত্যিই যেতে পারি কি?' যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল সে জায়গাটা লেভিনের কাছে মনে হল অনিধিগম্য পবিত্র, এক সময় তিনি প্রায় ফিরেই যাচ্ছিলেন: এতই ভয় করছিল তাঁর। নিজের ওপর জাের করে তাঁকে ভাবতে হল যে ওর আশেপাশে আসা-যাওয়া করছে নানান ধরনের লােক, এবং তিনি নিজেও সেখানে যেতে পারেন স্কেটিং করতে। নিচে নামলেন তিনি, স্মৃর্যকে না দেখার মতাে করে তার দিকে দ্ভিপাত এড়িয়ে, কিন্তু না তাকিয়েও তিনি তাকে দেখতে পাচ্ছিলেন স্থের মতাে।

সপ্তাহের এই দিনটায়, এই সময়টায় জ্বটেছিল একই চক্রের লোকেরা, পরদ্পর যারা পরিচিত। ছিল দ্কেটিঙে যারা ওস্তাদ, নিজেদের ফলিয়ে বেড়াচ্ছিল, ছিল চেয়ার ধরে ভীর্ব ভীর্ব আনাড়ি ভঙ্গিতে দ্কেটিং শিক্ষার্থী, ছিল শিশ্ব আর দ্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে দ্কেটিং-করা বৃদ্ধ: লেভিনের মনে হল সবাই তারা ভাগ্যের বরপ্রত, কেননা ওরা রয়েছে কিটির কাছাকাছি। যারা দ্কেট করছিল, সবাই যেন একেবারে নিবিকার চিত্তে তার পাল্লা ধরছিল, তাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছিল, এমনকি কথাও কইছিল তার সঙ্গে আর একেবারেই তার অপেক্ষা না রেখেই খ্বশি হয়ে উঠছিল চমংকার বরফ আর খাশা আবহাওয়ায়।

খাটো জ্যাকেট আর সর্ব প্যাণ্টাল্বন পরা কিটির খ্রুড়তুতো ভাই নিকোলাই শ্যেরবাংশ্কি স্কেট পরা পায়ে বসে ছিলেন বেণ্ডিতে, লেভিনকে দেখে চেণ্টিয়ে উঠলেন:

'আরে পয়লা নম্বরের রুশ স্কেটার যে! কতদিন এসেছেন? চমংকার বরফ, নিন, স্কেট পরে নিন।'

'ম্পেট আমার নেই' বললেন লেভিন। কিটির উপস্থিতিতে তাঁর এই অসংকোচ অকুণ্ঠতায় অবাক লাগল লেভিনের। কিটির দিকে না তাকালেও তাকে দ্বিউপথচ্যুত করতে এক সেকেণ্ডও তিনি অপবায় করছিলেন না। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে স্থা কাছিয়ে এসেছে। কিটি ছিল কোণে, উচু বৄট পরা সর্ পায়ে ভর দিয়ে দপততই একটু ভয়ে ভয়ে সে এগিয়ে এল তাঁর দিকে। জোরে হাত দ্বিলয়ে র্শী কোর্তা পরা একটি ছেলে প্রায় মাটি পর্যস্ত ন্য়ে ছাড়িয়ে গেল তাকে। কিটি দেকট করছিল খ্ব নিশ্চিত ভঙ্গিতে নয়; রশিতে ঝোলানো ছোটু মাফ থেকে হাত বার করে সে তৈরি হয়ে রইল, তারপর লেভিনের দিকে চেয়ে তাঁকে চিনতে পেরে হাসল তাঁর উদ্দেশে আর হেসে ওড়াল নিজের ভয়ও। বাঁক নেওয়াটা শেষ হলে সে তার ছিতিস্থাপক পায়ে ঠেলা দিয়ে দেকট করে এল সোজা শ্যেরবাংশিকর কাছে। আর তাঁর হাত আঁকড়ে ধরে হেসে মাথা নোয়ালে লেভিনের দিকে। লেভিন যা কল্পনা করেছিলেন, তার চেয়েও সে অপর্পা।

তার কথা লেভিন যখন ভাবতেন, তখন স্বাকছ্ম জাবস্ত হয়ে কিটি ভেসে উঠত তাঁর কল্পনায়, বিশেষ করে এই মাধ্রী, শিশ্র স্বচ্ছ শ্রুময়তার ব্যঞ্জনা, সন্কুমার কুমারী কাঁধের ওপর ফরসা চুলের অনায়াস মাথাটি। তার মাথের শিশামালভ অভিব্যক্তি দেহের সাক্ষা সৌলমর্যের সঙ্গে মিলে গড়ে তুলেছিল তার বিশেষ একটা লাবণ্য, যেটা তাঁর বেশ মনে আছে: কিন্তু তার ভেতর অপ্রত্যাশিত যে জিনিসটা তাঁকে স্বর্ণাই বিস্মিত করেছে সেটা তার নয়, শান্ত, স্ত্যানিষ্ঠ চোথের দা্লিট, বিশেষ করে তার হাসি, লেভিনকে তা স্বর্ণাই নিয়ে যেত ইন্দ্রজালের জগতে, সেখানে তিনি নিজেকে অন্মুভ্ব করতেন কোমল, মরমী, যেমনটি তিনি স্মরণ করতে পারেন তাঁর একান্ত শৈশবের বিরল কয়েকটি দিনের ক্ষেতে।

'অনেকদিন এসেছেন?' হাত বাড়িয়ে দিয়ে কিটি বললে। আর লেভিন তার মাফ থেকে খসে পড়া রুমাল কুড়িয়ে দিলে যোগ করলে, 'ধন্যবাদ'। 'আমি? আমি এসেছি সম্প্রতি, গতকাল... মানে আজকেই এসেছি' — উত্তেজনাবশে চট করে তার প্রশ্নটা ধরতে না পেরে জবাব দিলেন লেভিন। ভাবছিলাম আপনাদের ওখানে যাব' — বললেন লেভিন এবং তক্ষ্মনি কী সংকল্প নিয়ে তিনি ওকে খাজছিলেন সেটা মনে পড়ায় থতোমতো খেয়ে লাল হয়ে উঠলেন, 'আমি জানতাম না যে আপনি স্কেট করেন এবং সাক্ষর করেন।'

কিটি মন দিয়ে চেয়ে দেখল তাঁর দিকে, যেন অস্বস্থির কারণটা ব্রুকতে চায়।

'আপনার প্রশংসার কদর করতে হবে বৈকি। এখানে লোকম্থে এখনো

চলে আসছে যে আপনি সেরা স্কেটার' — কালো দস্তানা পরা ছোটো হাত দিয়ে মাফের ওপর জমা হিমের কাঁটাগন্লোকে ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে বললে কিটি।

'হ্যাঁ, একসময় আমি স্কেট করতাম পাগল হয়ে; ইচ্ছে হত স্ক্সম্পূর্ণতার পেণছাই।'

'মনে হয় আপনি সবকিছ্মই করেন পাগল হয়ে' — একটু হেসে সে বলল, 'আমার ভারি ইচ্ছে হচ্ছে আপনি কিরকম স্কেট করেন দেখব। স্কেট পরে নিন, চলম্ন আমরা একসঙ্গে স্কেটিং করব।'

'একসঙ্গে স্কেটিং! সেকি সম্ভব?' লেভিন ভাবলেন কিটির দিকে চেয়ে। বললেন:

'এখর্নি পরে আসছি।'

স্কেটিঙের জ্বতো পরতে চলে গেলেন তিনি।

'অনেকদিন আমাদের এখানে আসেন নি বাব্' — পা ধরে হিলে প্রু-পে'চাতে পে'চাতে বললে স্কেটিং পরিচারক, 'আপনার পর মহাশয়দের মধ্যে ওস্তাদ আর কেউ নেই। এটা চলবে?' বেল্ট টানতে টানতে সে শুধাল।

'চলবে, চলবে, তাড়াতাড়ি করে। বাপন্ন' — সনুখের যে হাসিটা আপনাথেকে তাঁর মনুখে এসে গিরেছিল সেটাকে বহু কলেট সংযত করে তিনি বললেন। ভাবলেন, 'হাাঁ, এই হল জীবন, এই হল সনুখ। ও বললে একসঙ্গে, আসনুন একসঙ্গে স্কেট করি। এবার ওকে বলব ? কিন্তু আমি যে এখন সনুখী, অন্তত সনুখ পাচ্ছি আশা থেকে, সেই জন্যেই যে বলতে ভয় হচ্ছে... আর যদি বলি?.. কিন্তু বলা যে দরকার, দরকার! দ্বুর হোক ছাই এই দ্বুর্বলতা!'

লেভিন উঠে দাঁড়ালেন, তারপর কুটিরের সামনেকার খড়খড়ে বরফের ওপর দিয়ে ছ্রটে গেলেন মস্ণ বরফে, তারপর অনায়াসে, যেন তাঁর ইচ্ছার্শাক্ততেই গতিবেগ বাড়িয়ে পথ সংক্ষিপ্ত করে ছ্রটলেন। কিটির কাছে তিনি এলেন সসংকোচে, কিস্তু ফের তার হাসি আশ্বস্ত করল তাঁকে।

কিটি তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে, গতিবেগ বাড়তে থাকল আর যতই তা হল দুত, ততই সজোরে কিটি হাত চেপে ধরল তাঁর।

'আপনার কাছে হলে আমি তাড়াতাড়ি শিখে ফেলতে পারতাম, কেননা আপনার ওপর বিশ্বাস আছে আমার।'

'আর আপনি যখন আমার ওপর ভর দেন তখন আমিও বিশ্বাস রাখি

নিজের ওপর' — আর যা বলে ফেলেছেন তাতে তক্ষ্মনি ঘাবড়ে গিয়ে লাল হয়ে উঠলেন তিনি। এবং সতিয়ই, এই কথাগ্লো বলা মাত্র স্ফ্ যেন মেঘে ঢাকা পড়ল, মুছে গেল মুখের মুদ্দলতা, লেভিন লক্ষ্য করলেন মুখের সেই ভাবপরিবর্তন যাতে বোঝায় চিস্তায় নিমগ্নতা: তার মস্ণ কপালে দেখা দিয়েছে কুঞ্জন।

তাড়াতাড়ি করে তিনি বললেন, 'আপনার অপ্রীতিকর কিছ্র ঘটে নি তো? অবিশ্যি এ কথা জিগ্যেস করার অধিকার আমার নেই।'

'কী কারণে?.. না, অপ্রীতিকর কিছ্ম আমার ঘটে নি' -- নির্ব্তাপ গলায় জবাব দিল সে, তারপর সঙ্গে সঙ্গেই যোগ করল, 'মাদমোয়াজেল লিনোঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে আপনার?'

'না এখনো নয়।'

'ওঁর কাছে যান। ভারি উনি ভালোবাসেন আপনাকে।'

'কী ব্যাপার? আমি আঘাত দিয়েছি ওকে। ভগবান, আমায় সাহায্য করো!' এই ভাবতে ভাবতে লেভিন ছ্বটে গেলেন বেঞে বসা পাকা চুলের কুণ্ডলী দোলানো বৃদ্ধা ফরাসিনীর কাছে। বাঁধানো দাঁত বার করে হেসে তিনি তাঁকে গ্রহণ করলেন প্রবনো বন্ধর মতো।

'হাাঁ, এই তো আমরা বেড়ে উঠছি' — চোখ দিয়ে কিটিকে দেখিয়ে তিনি বললেন, 'আর ব্বড়োচ্ছি। Tiny bear* এখন বড়ো হয়ে উঠেছে!' হেসে বলে চললেন ফরাসিনী, তিন বোনকে ইংরেজি কাহিনী থেকে তিন ভাল্বক বলে লেভিন যে রসিকতা করতেন, সে কথা মনে করিয়ে দিলেন তিনি। 'মনে আছে, আপনি তাই বলতেন?'

লেভিনের সেটা আদৌ মনে ছিল না, কিন্তু এই দশ বছর উনি এই র্রাসকতাটায় হেসে আসছেন আর ভালোবাসতেন সেটা।

'নিন যান, স্কেটিং কর্ন গে। আমাদের কিটি ভালোই স্কেটিং করতে শিখেছে, তাই না?'

লেভিন যখন ফের কিটির কাছে এলেন, মুখ তার তখন আর কঠোর নয়, চোখে চোখে সততাশীল স্নেহময় দ্ণিট। কিন্তু লেভিনের মনে হল এই স্নেহময়তার ভেতর আছে একটা বিশেষ রকমের, ইচ্ছাকৃত শাস্ত ভাব। মন খারাপ হয়ে গেল তাঁর। নিজের বৃদ্ধা গাভনেস আর তাঁর বিদঘ্টেমির গলপ করে কিটি তাঁকে তাঁর জীবনের কথা জিগ্যেস করল।

^{*} ছোট্ট ভাল্ক (ইংরেজি)।

বলল, 'সত্যিই কি শীতকালে গাঁয়ে আপনার একঘেরে লাগে না?'

'না, একঘেরে লাগে না, কাজ আমার অনেক' — লেভিন বললেন, তিনি টের পাচ্ছিলেন যে কিটি তাঁকে তার শাস্ত স্বরের কবলে ফেলছে, তা থেকে বের্নো তাঁর পক্ষে অসাধ্য, যেমন হয়েছিল এই শীতের গোড়ায়। কিটি জিগ্যেস করলে. 'অনেক দিনের জন্যে এসেছেন?'

'জানি না' — কী বলছেন সে কথা না ভেবেই বললেন লেভিন। যদি কিটির এই শাস্ত বন্ধুত্বে তিনি ধরা দেন, তাহলে কিছুরই ফয়সালা না করে আবার তিনি ফিরে যাবেন, এই ভাবনাটা মনে এল তাঁর, ঠিক করলেন ক্ষেপে উপ্নাম হয়ে উঠবেন।

'জात्नन ना भातन?'

'জানি না। সব নির্ভার করছে আপনার ওপর' — এই বলেই তক্ষ্মীন তাঁর আতৎক হল নিজের কথাগুলোয়।

কিটি তাঁর কথাগুলো হয়ত-বা শুনেছিল, হয়ত শুনতে চায় নি, সে যাই হোক, যেন হোঁচট খেল সে, দু'বার পা ঠুকে তাঁর কাছ থেকে সে দুরে চলে গেল। মাদমোয়াজেল লিনোঁর কাছে গিয়ে কী যেন বললে, তারপর মহিলারা যেখানে স্কেট খোলে, সেই ঘরটায় গেল।

'ভগবান, কী আমি করলাম! ভগবান! সাহায্য করে। আমার, জ্ঞান দাও'— এই বলে প্রার্থনা করার সঙ্গে সঙ্গে সবেগ গতির একটা তাগিদ অনুভব করে ছুটে গেলেন একটা বাইরের, আরেকটা ভেতরকার বৃত্ত এ'কে।

ঠিক এই সময় পায়ে স্কেট, মুখে সিগারেট নিয়ে কফি ঘর থেকে বিরিয়ে এল তর্ণ স্কেটারদের সেরা একজন, সশব্দে স্কেট পায়েই লাফাতে লাফাতে সে নামল সিণ্ড বেয়ে। ধেয়ে সে নামল নিচে, হাতের অবাধ ভঙ্গি না বদলিয়েই সে স্কেট করতে লাগল বরফের ওপর।

'আরে, এ যে দেখি নতুন খেল' — এই বলে লেভিন তক্ষ্বনি ওপরে উঠলেন এই নতুন খেলটা খেলবার জন্য।

'মারা পড়তে যাবেন না। এর জন্যে অভ্যেস দরকার!' নিকোলাই শোরবাংস্কি তাঁকে ধললেন চে'চিয়ে।

ওপরে উঠে লেভিন যতটা সম্ভব দোড়ে এসে ঝাঁপ দিলেন নিচে, অনভাস্ত এই গতিতে ভারসাম্য বজায় রাখলেন হাত বাড়িয়ে, শেষ ধাপে তাঁর পা আটকে গিয়েছিল, কিন্তু হাত দিয়ে বরফ সামান্য দ্পশ করে সজোর একটা দেহভঙ্গিতে সামলে নিয়ে হেসে এগিয়ে গেলেন। শ্বেলার ঘর থেকে এই সময় মাদমোয়াজেল লিনোঁর সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল কিটি। হেসে, যেন তার আদরের দাদা এমনি একটা মৃদ্ধ শ্বেহে লেভিনের দিকে তাকিয়ে কিটি ভাবলে, 'কী ভালো, কী মিঘ্টি! সত্যিই কি আমি দোষী, সত্যিই কি খারাপ কিছু করেছি? লোকে বলে: ছিনালি। আমি জানি যে আমি ভালোবাসি ওকে নয়; তাহলেও ওর সাহচর্যে আমার বেশ লাগে, ভারি স্কুদর লোক। কিছু ওই কথাটা ও বললে কেন?'

সি^{*}ড়িতে মেয়ের কাছে আসা মা আর কিটিকে চলে যেতে দেখে দ্র্তবেগে ধাবনের জন্য লাল হয়ে ওঠা লেভিন থেমে গিয়ে ভাবনায় ডুবে গেলেন। তারপর স্কেট খুলে ফটকের কাছে সঙ্গ ধরলেন মা আর মেয়ের।

প্রিন্স-মহিষী বললেন, 'ভারি আনন্দ হল আপনাকে দেখে। বরাবরের মতোই আমরা লোককে অভ্যর্থনা করি বৃহস্পতিবার।'

'তার মানে আজকে?'

'আপনার দেখা পেলে খ্বই খ্রিশ হব' -- শ্বকনো গলায় বললেন প্রিন্স-মহিষী।

মায়ের এই নির্ত্তাপ ভাবটাকে শ্বধরে নেবার ইচ্ছা থেকে নিব্ত হতে পারল না কিটি।

লেভিনের দিকে ফিরে হেসে সে বললে:

'তাহলে দেখা হবে।'

এই সময় পাশকে করে টুপি মাথায়, চোখ-মুখ জনলজনল করে, বিজয়ীর আনন্দে পার্কে এলেন স্তেপান আর্কাদিচ। কিন্তু শাশন্ডির কাছে গিয়ে মনমরা আর দোষী মুখ করে তিনি ডল্লির স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাঁর জিজ্ঞাসার জবাব দিয়ে ব্রক টান করে লেভিনের হাত ধরলেন। জিগ্যেস করলেন:

'তাহলে কোথায় যাব?' লেভিনের চোখের দিকে অর্থপূর্ণ দ্বিটতে চেয়ে তিনি বললেন, 'আমি কেবলই তোমার কথা ভেবেছি, এসেছ বলে ভারি খুশি।'

'যাব, যাব' — উত্তর দিলেন স্থী লেভিন, 'তাহলে দেখা হবে' এই কণ্ঠদ্বর আর যে হাসির সঙ্গে তা উচ্চারিত হয়েছিল তা তখনো তাঁর কানে আর চোখে ভাসছিল।

'ইংরেজি হোটেল, নাকি 'এমি**'**তাজ'?'

'আমার কাছে সবই সমান।'

'তাহলে ইংরেজি হোটেলই' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, ইংরেজি

হোটেল তিনি বাছলেন কারণ সেখানে, ইংরেজি হোটেলে তাঁর দেনা 'এমি'তাজের' চেয়ে বেশি। তাই এ হোটেলটা এড়িয়ে যাওয়া ভালো নয় বলে তাঁর মনে হয়েছিল। 'তোমার ভাড়া গাড়ি আছে? চমংকার। আমি নিজের গাড়িটা ছেড়ে দিয়েছি।'

সারাটা রাস্তা দৃই বন্ধু চুপ করে রইলেন। কিটির মুখের এই ভাবপরিবর্তনের অর্থ কী, সেই কথা ভাবছিলেন লেভিন, কখনো নিজেকে আশ্বস্ত করছিলেন এই বলে যে আশা আছে, কখনো হতাশ হয়ে উঠছিলেন এবং পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন যে আশা করাটা পাগলামি, তাহলেও কিটির হাসি আর 'তাহলে দেখা হবে' কথাটায় আগে তিনি যা ছিলেন তার চেয়ে নিজেকে ভিন্ন একটা লোক বলে অনুভব করছিলেন তিনি।

পথে যেতে যেতে স্তেপান আর্কাদিচ খাবারের মেন্ ঠিক করছিলেন। লেভিনকে বললেন, 'তুমি তো ত্যুর্বো ভালোবাসো?'

'এগাঁ?' জিগ্যেস করলেন লেভিন, 'ত্যুর্বো? হ্যাঁ, ত্যুর্বো আমি দার্ন্ব। ভালোবাসি।'

11 SO 11

অব্লোন্দিকর সঙ্গে লেভিন যখন হোটেলে ঢুকলেন তখন স্তেপান আর্কাদিচের মুখভাবের কয়েকটা বৈশিষ্টা, মুখের আর গোটা দেহের জ্যোতিব যেন-বা একটা সংযম লক্ষ্য না করে তিনি পারেন নি। অব্লোন্দিক তাঁর ওভারকোট খুলে, টুপিটা মাথায় বাঁকা করে বসিয়ে গেলেন ডাইনিং-রুমে ফ্রক-কোট পরা তোয়ালে হাতে যে তাতারগালো তাঁকে ছে'কে ধরেছিল, তাদের অর্ডার দিতে লাগলেন। যেমন সর্বত্র তেমনি এখানেও তাঁকে সানন্দে স্বাগত করছিল যে পরিচিতরা, ডাইনে বাঁয়ে তাদের উদ্দেশে মাথা নুইয়ে তিনি গেলেন ব্যুফেতে, মংস্য সহযোগে ভোদকা পান করলেন এবং কাউণ্টারের ওধারে উপবিষ্টা এবং রিবন, লেস, আর কেশকুম্ভলী শোভিত রঙমাখা ফরাসিনীকে এমনকিছ্ব বললেন যাতে এমনকি সেও অকপটে হেসে উঠল। লেভিন ভোদকা খেলেন না শুধ্ব এই জন্য যে আগাগোড়া পরের চুল আর poudre de riz আর vinaigre de toilette*-এ

চালের পাউডার আর প্রসাধনী ভিনিগার (ফরাসি)।

বানানো ফরাসিনীটি তাঁর কাছে অপমানকর ঠেকেছিল। একটা নোংরা জায়গা থেকে সরে যাবার মতো করে তিনি তাড়াতাড়ি করে চলে গেলেন তার কাছ থেকে। তাঁর সমস্ত ব্বক ভরে উঠেছিল কিটির স্মৃতিতে, চোখে তাঁর জবলজবল করছিল জয় আর স্বথের হাসি।

'এইখানে হ্বজনুর, এখানে হ্বজনুর কেউ বিরক্ত করবে না আপনাকে' — সবচেয়ে বেশি করে তাঁকে যে ছে'কে ধরেছিল সেই ব্বড়োচুলো তাতারটা বললে, পাছাটা তার প্রকাণ্ড, ফ্রক-কোটের টেইল-দ্বটো তাতে ফাঁক হয়ে গেছে। 'আসনুন হ্বজনুর' — লেভিনকে সে ডাকল, স্তেপান আর্কাদিচের অতিথির দিকে মনোযোগ দিয়ে সে সম্মান দেখাতে চাইল স্তেপান আর্কাদিচকে।

রোঞ্জের দেয়াল-বাতির তলে আগে থেকেই টেবিল-ক্লথে ঢাকা গোল টেবিলটার ওপর মুহুর্তে টাটকা আরেকটা টেবিল-ক্লথ বিছিয়ে সে অর্ডারের প্রতীক্ষায় স্তেপান আর্কাদিচের সামনে দাঁড়িয়ে রইল তোয়ালে আর মেন্ব-কার্ড হাতে নিয়ে।

'আপনি যদি বলেন হ্বজ্বর, তাহলে আলাদ। একটা কেবিনের ব্যবস্থা হতে পারে, তাঁর মহিলার সঙ্গে প্রিন্স গলিংসিন এখ্রনি চলে যাচ্ছেন। ঝিন্বকের টাটকা মাংস পেয়েছি আমরা।'

'অ, ঝিন্ক।'

স্তেপান আর্কাদিচ একটু ভাবলেন।

মেন্-কার্ডে আঙ্বল রেখে তিনি বললেন, 'পরিকল্পনাটা বদলাব নাকি, লেভিন?' ম্বথে তাঁর গ্রেত্র অনিশ্চিতি ফুটে উঠল, 'ঝিন্ক কি ভালো হবে? তুমি ভেবে দ্যাখো!'

'ফ্লেন্সবার্গ ঝিন্কুক, হ্বজ্বর, অস্টেন্ড নয়।'

'ফ্রেন্সবার্গ নয় হল, কিন্তু টাটকা কি?'

'কাল পেয়েছি আজ্ঞে।'

'তাহলে ঝিনুক দিয়েই শ্রুর করব নাকি, তারপর গোটা পরিকল্পনাটা বদলানো যাবে? হ্যাঁ?'

'আমার কাছে সবই সমান। আমার পক্ষে সবচেয়ে ভালো বাঁধাকিপির স্ব্প আর শস্যদানার মণ্ড। তবে সে তো আর এখানে পাওয়া যাবে না।'

'আ-লা-র্স মণ্ড?' শিশ্বর ওপর ধাই-মা যেভাবে ঝ্রুকে আসে, সেভাবে লেভিনের ওপর ঝ্রুকে জিগ্যেস করলে তাতার। 'না হে ঠাট্টা নয়, তুমি যা পছন্দ করবে, তাই ভালো। স্কেটিং করে ছুটোছুটি করেছি, খিদে পেয়েছে' — তারপর অব্লোন্স্কির মুখে অসন্তোষের ছায়া দেখে যোগ করলেন, 'ভেবো না তোমার রুচির তারিফ আমি করি না। তৃপ্তির সঙ্গে আমি দিব্যি খাব।'

'তা আর বলতে! তবে যাই কও, এইটেই জীবনের একটা পরিতৃপ্তি'— বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'তাহলে ওহে ভায়া, আমাদের দাও বিশ, নাকি সেটা কম হবে — আচ্ছা, তিরিশটা ঝিনুকে আর মূল দিয়ে সেদ্ধ সূপ...'

'প্রেন্তানিয়ের' — তাতার লাফে নিল কথাটা, কিন্তু ন্তেপান আর্কাদিচের ইচ্ছে ছিল না খাদ্যের ফরাসি নাম জানিয়ে সে তুষ্টি পাক।

'ম্ল দেওয়া, ব্ঝেছ? তারপর গাঢ় সস্ সমেত ত্যুর্বো, তারপর... রোস্টবিফ, কিন্তু দেখো যেন ভালো করে বানানো হয়। তা ছাড়া কাপলন্ন চলতে পারে, আর বয়াম-জাত শবজি।'

ফরাসি মেন্ অন্সারে খাদ্যের নাম না করার যে অভ্যাস ছিল স্তেপান আর্কাদিচের সেটা মনে রেখে তাতার আর নামগ্রলোর প্রনরাকৃত্তি করল না, কিন্তু মেন্-কার্ড অন্সারে সে গোটা অর্ডারটা আওড়ে নিয়ে তৃপ্তি পেল: 'স্প প্রেন্ডানিয়ের, ত্যুর্বো সস্ বামার্শে, প্রলার্দ-আ লেন্দ্রাণাণ, মাসেদ্র্য়া দ্য ফ্রাই...' এবং তক্ষ্মিন স্পিঙের মতো একটা মলাট-বাঁধানো মেন্-কার্ডারেখে মদের অন্য কার্ডটা নিয়ে এল স্তেপান আর্কাদিচের কাছে।

'কী খাওয়া যায়?'

'তোমার যা ইচ্ছে তাই, তবে অল্প, শ্যাম্পেন' — বললেন লেভিন।
'সেকি? প্রথমেই? তবে ঠিকই বলেছ। শাদা লেবেল ভালো লাগে
তোমার?'

'কাশে ব্লাঁ' — খেই ধরল তাতার।

'বেশ, ঝিনুকের সঙ্গে ওই মার্কাটা আনো, পরে দেখা যাবে।'

'যে আজে। আর টেবিল-ওয়াইন কিছ্ব?'

'ন্যাই দাও। না. বরং ক্লাসিকাল শার্বলিই ভালো।'

'যে আজ্ঞে। আপনার পনিরের অর্ডার দেবেন কি?'

'ও হ্যাঁ, পারমেজান। নাকি তোমার পছন্দ অন্য কিছ্,?'

'না, আমার কিছ্র এসে যায় না' — হাসি চাপতে না পেরে বললেন লেভিন।

ফ্রক-কোটের টেইল উড়িয়ে তাতার ছুটে গেল এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যেই

ফিরে এল এক প্লেট খুলে ফেলা ঝিন্বকের ঝকঝকে খোলার ভেতর তার শাস আর আঙ্কলের ফাঁকে ধরা একটা বোতল নিয়ে।

মাড় দেওয়া ন্যাপকিনটা দলা-মোচড়া করে স্তেপান আর্কাদিচ সেটা তাঁর ওয়েস্টকোটে গ্র্ভলেন এবং শাস্তভাবে আয়েস করে হাত রেখে লাগলেন শ্রক্তি মাংসের সদ্গতিতে।

'মন্দ নয়' — রুপোর চামচে দিয়ে ঝিনুকের খোলা থেকে মাংস ছাড়াতে ছাড়াতে তিনি বললেন, 'মন্দ নয়!' চকচকে সজল চোখে কখনো তাতার, কখনো লেভিনের দিকে চেয়ে পুনরুক্তি করলেন তিনি।

ঝিন্কও লেভিন খেলেন যদিও পনিরের সঙ্গে শাদা রুটি তাঁর বেশি ভালো লাগত। কিন্তু অব্লোন্স্কিকে তিনি চেয়ে দেখছিলেন মৃদ্ধ হয়ে। এমনকি তাতারটিও বোতলের ছিপি খুলে পাতলা পানপাত্রে ফেনিল স্বরা ঢালতে ঢালতে তার শাদা টাইটা ঠিক করে নিয়ে চাইছিল স্তেপান আর্কাদিচের দিকে।

নিজের পাত্র নিঃশেষ করে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'ঝিন্ক তোমার বিশেষ ভালো লাগে না, তাই না? নাকি কিছ্ একটা দুশ্চিস্তায় আছ? এটাঁ?'

উনি চাইছিলেন লেভিন যেন হাসিখর্নশ হয়ে ওঠেন। কিন্তু লেভিনের যে শর্ধ্ব খর্নশই লাগছে না তাই নয়, সংকোচই লাগছিল। তাঁর মনে যে ভাবনাটা রয়েছে তাতে এই খানাঘরে, এই কেবিনগর্লোর মধ্যে যেখানে মহিলাদের নিয়ে আহার করছে লোকে, এই ছুটোছুর্টি আর ব্যস্ততার মাঝখানে তাঁর কেমন ভয়-ভয় করছিল, অস্বস্থি হচ্ছিল; রোঞ্জ, আয়না, গ্যাসের আলো আর তাতারদের এই পরিবেশটা অপমানকর ঠেকছিল তাঁর কাছে। ভয় হচ্ছিল, তাঁর হদয় যাতে পরিপর্ন হয়ে উঠেছে তাতে ব্রিম্মালিন্য লাগবে।

বললেন, 'আমি? হ্যাঁ, আমি একটু চিন্তায় আছি ; কিন্তু তা ছাড়াও এই সবকিছ্ব আমায় ঠেসে ধরছে। আমি একটা গ্রাম্য লোক, তুমি ভাবতেই পারবে না আমার কাছে এ সবই বিকট, তোমার কাছে যে ভদ্রলোককে দেখেছিলাম, তার নথের মতো...'

হেসে স্ত্রেপান আর্কাদিচ বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি বেচারা গ্রিনেভিচের নখে কোত্হলী হয়ে উঠেছিলে তা দেখেছিলাম।'

লেভিন বললেন, 'আমি পারি না। তুমি আমার জায়গায় নিজেকে কল্পনা

করে দেখার চেণ্টা করো, গ্রাম্য লোকের দৃণিউভঙ্গি নাও। গ্রামে আমরা হাত-দুখানা এমন অবস্থায় রাখার চেণ্টা করি যাতে কাজের স্কৃবিধা হয়। তার জন্যে নখ কেটে ফেলি, মাঝে মাঝে আস্তিন গ্রুটিয়ে রাখি। আর এখানে লোকে ইচ্ছে করে যতটা পারা যায় নখ রাখে, আর কফে লাগায় পিরিচের মতো চওড়া বোতাম যাতে হাত দিয়ে কিছু করতে না হয়।

স্তেপান আর্কাদিচ খুর্নিতে হেসে উঠলেন।

'হ্যাঁ, ওর যে স্থ্লে পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই, এটা তার লক্ষণ। কাজ করে ওর মাথা...'

'হয়ত তাই। তাহলেও আমার কাছে এটা বিকট লাগে যে আমরা গাঁরের লোকেরা কাজে লাগার জন্যে তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নিই, আর তুমি আমি চেণ্টা করছি খাওয়াটা যত পারা যায় লম্বা করতে, আর তাই বিন্বকের মাংস খাচ্ছি…'

'সে তো বলাই বাহ্নল্য' — কথাটা ল্নফে নিলেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'শিক্ষাদীক্ষার লক্ষ্যই তো এই : সবকিছ্ম থেকে তুপ্তি ছে'কে নেওয়া।'

'তাই যদি লক্ষ্য হয়, তাহলে আমি বরং ব্বনো হয়েই থাকতে চাই।' 'এমনিতেই তো তুমি ব্বনো। ব্বনো লেভিনরা সবাই।'

দীর্ঘ শ্বাস নিলেন লেভিন। মনে পড়ল নিকোলাই ভাইয়ের কথা, লঙ্জা আর কণ্ট হল তাঁর. ভুরু কু'চকে গেল। কিন্তু অব্লোন্স্কি এমন বিষয় নিয়ে কথা শুরু করলেন যে সঙ্গে সঙ্গেই তাতে আকৃষ্ট হলেন তিনি।

ঝিন,কের শ্ন্য খড়খড়ে খোলাগ,লোকে সরিয়ে দিয়ে তিনি পনির টেনে এনে রীতিমতো চোখ চকচক করে শ্র্ধালেন, 'কী, ওঁদের ওখানে, মানে শোরবাংস্কিদের ওখানে যাবে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই যাব' — বললেন লেভিন, 'যদিও আমার মনে হয়েছিল যে প্রিন্স-মহিষী আমায় ডেকেছেন অনিচ্ছায়।'

'কী বলছ? একেবারে বাজে কথা! এই ওঁর ধরন... ওহে ভায়া, স্মুপ দাও হে!.. এটা ওঁর grande dame* স্বভাব' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'আমিও যাব, কিন্তু — কাউণ্টেস বানিনার ওখানে রিহার্সালে থাকতে হবে আমায়। কিন্তু তুমি ব্বনো নও কী বলে? হঠাৎ তুমি মস্কো থেকে উধাও হলে, কী তার ব্যাখ্যা? তোমার সম্পর্কে শোরবাৎস্কিরা আমায় জিগোস

মহীয়সী মহিলা (ফরাসি)।

করেছেন অবিরাম, যেন আমারই জানার কথা। আর আমি জানি শ্বধ্ব একটা জিনিস: তুমি সর্বদাই তাই করে৷ যা কেউ করে না।'

'হাাঁ' — লেভিন বললেন ধীরে ধীরে, বিচলিত হয়ে, হাাঁ, ঠিকই বলেছ, আমি ব্বনো। তবে আমি যে চলে গিয়েছিলাম তাতে নয়, ফিরে যে এলাম. এতেই আমার বন্যম্ব প্রকাশ পাচ্ছে...'

'ওহ্, কী স্থী তুমি!' লেভিনের চোখে চোখে তাকিয়ে তাঁর কথার খেই ধরে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ!

'কেন?'

'দোড়বাজ ঘোড়াকে চেনা যায় তার গায়ে দাগা মার্কা দেখে, আর প্রেমিক গ্রবককে চেনা যায় তার ভাবাকুল চোখ দেখে' — বড়ো গলায় বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'সর্বাকছ,ই তোমার সামনে।'

'আর তোমার কি সবই পেছনে?'

'না, পেছনে না হলেও ভবিষ্যাৎ তোমার, আর আমার আছে বর্তমান — এমনি, গি°ঠে গি°ঠে বাঁধা।'

'কেন, কী ব্যাপার?'

'ভালো নয়। মানে, নিজের কথা আমি বলতে চাই না, তার ওপর সব বুঝিয়ে বলা অসম্ভব' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'তা তুমি মস্কো এলে কেন?.. ওহে প্লেটগন্লো সরিয়ে নাও!' তাতারের উদ্দেশে হাঁক দিলেন তিনি।

'আন্দাজ করতে পেরেছ?' স্তেপান আর্কাদিচের ওপর থেকে তাঁর গভীরে প্রোষ্জ্বল দ্বিট না সরিয়ে জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'আন্দাজ করেছি কিন্তু এ নিয়ে কথা পাড়তে পারছি না। এ থেকেই তুমি ব্রুখবে আমি ঠিক ধরেছি কি না' -- স্তেপান আর্কাদিচ লেভিনের দিকে তাকিয়ে বললেন স্ক্রেয় হাসিতে।

'কিন্তু তুমি কী বলো?' কম্পিত কপ্ঠে লেভিন শ্বালেন, টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর ম্থের পেশী কে'পে কে'পে উঠছে। 'তোমার কী মনে হচ্ছে?'

লেভিনের চোখ থেকে দ্বিট না সরিয়ে ধীরে ধীরে শাবলির গেলাশ নিঃশেষ করে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন:

'আমি? এর চেয়ে ভালো আর কিছ্ আমার চাইবার নেই। যা হওয়া সম্ভব তার ভেতর এইটেই শ্রেয়।' 'কিস্তু তোমার ভূল হচ্ছে না তো? কী নিয়ে আমরা কথা কইছি তা জানো তুমি?' স্থির দ্ভিটতে বন্ধার দিকে চেয়ে লেভিন বলে উঠলেন, 'তুমি কি ভাবো এটা সম্ভব?'

'ভাবি যে সম্ভব। অসম্ভব হবে কেন?'

'আরে না, না, সত্যিই তুমি ভাবছ যে এটা সম্ভব? না, না, তুমি যা ভাবছ সবটা খ্ললে বলো। কিন্তু যদি, যদি প্রত্যাখ্যান আমার কপালে থাকে?.. আমি এমনকি নিশ্চিতই যে...'

তাঁর আকুলতায় হেসে ফেলে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'কেন ও কথা ভাবছ তুমি?'

'মাঝে মাঝে আমার এইরকমই মনে হয়। তাহলে সেটা যে একটা ভয়াবহ ব্যাপার হবে ওর কাছেও, আমার কাছেও।'

'মানে, মেয়েদের কাছে অন্তত এক্ষেত্রে ভয়াবহ কিছন নেই, পাণি-প্রার্থনায় প্রত্যেক মেয়েই গবিবত বোধ করে।'

'হ্যাঁ প্রত্যেকে, কিন্তু সে নয়।'

স্তেপান আর্কাদিচ হাসলেন। লেভিনের এই আবেগপ্রবণতা তিনি বেশ বোঝেন, জানেন যে ওঁর কাছে বিশ্বের সমস্ত মেয়ে দুর্ই ভাগে বিভক্ত: এক দলে পড়ে কিটি ছাড়া আর সব মেয়ে, সর্বাকছ্ব মার্নাবিক দুর্বলতা আছে তাদের, অতি মাম্বলী মেয়ে সব; দ্বিতীয় দলে পড়ে শুধ্ব সে, কোনোরকম দুর্বলিতা যার নেই, সমস্ত মানবজাতির সে অনেক উধের্ব!

'আরে দাঁড়াও' — লেভিনের হাত চেপে ধরে তিনি বললেন, সসের পারটা লেভিন ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিলেন, 'সস্নাও।'

বাধ্যের মতো লেভিন সস্ নিলেন, কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচকে খাওরার ফুরসত দিলেন না! বললেন:

'আরে না, না, একটু রোসো তো তুমি। ব্রুতে তো পারছ এটা আমার কাছে জীবন-মরণের প্রশ্ন। কারো সঙ্গে কখনো এ নিয়ে কথা কই নি। তা ছাড়া তোমার সঙ্গে যেমন তেমন ভাবে আর কারো সঙ্গেই কথা কইতে পারি না আমি। দ্যাখো, তুমি আর আমি একেবারে ভিন্ন লোক, র্নিচতে, দ্ণিভজিতে, সর্বাকছ্বতেই; কিন্তু আমি জানি যে তুমি আমায় ভালোবাসো, আমায় বোঝো আর এই জনোই দার্ণ ভালোবাসি তোমায়। কিন্তু ভগবানের দোহাই, একেবারে খোলাখালি সব বলো।

'যা ভাবছি তাই তো তোমায় বলছি' — হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ,

'কিস্তু তোমায় আরো বেশিকিছ্ব বলব: আমার স্থাী আশ্চর্য মহিলা' — স্থার সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা মনে পড়ায় দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি, তারপর এক মিনিট চুপ করে বলে গেলেন: 'ওর দিব্যদ্দিট আছে, লোকের অন্তর ভেদ করে সে দেখতে পায় তাই নয়। কী ঘটবে তাও তার জানা থাকে, বিশেষ করে বিবাহাদি ব্যাপারে। যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে শাখোভস্কায়া ব্রেনতেল্ন্কে বিয়ে করবে। কার্র বিশ্বাস হতে চাইছিল না, কিস্তু ঘটল ঠিক তাই-ই। আর সে তোমার পক্ষে।'

'তার মানে!'

'মানে এই যে তোমায় সে ভালোবাসে তাই নয়, বলছে যে কিটি অবশ্য-অবশ্যই হবে তোমার বউ।'

এ কথার লেভিনের মূখ উন্তাসিত হয়ে উঠল যে হাসিতে সেটা চরিতার্থতার অশ্রকণার সামিল।

'এই কথা সে বলছে!' চে চিয়ে উঠলেন লেভিন, 'আমি সর্বদাই বলে এসেছি যে অতি চমংকার লোক তোমার বউটি, কিন্তু যথেণ্ট হল এ সব কথা' - উঠে দাঁড়িয়ে লেভিন বললেন।

'বেশ, কিন্তু বসো তো।'

দ্ট পদক্ষেপে লেভিন পিঞ্জরাকৃতি ঘরখানায় দ্ব'বার পায়চারি করলেন, চোখ পিটপিট করলেন যাতে অশ্র দেখা না যায় এবং কেবল তারপরেই ফিরে এলেন নিজের আসনে।

বললেন, 'ব্ঝতে পারছ, প্রেম নয় এটা। প্রেমে আমি পড়েছি, কিন্তু এটা সে জিনিস নয়। আমার নিজের অনুভূতি এটা নয়, বাইরেকার কী-একটা শক্তি আচ্ছন্ন করেছিল আমায়। আমি তো চলেই গেলাম, কেননা ঠিক করলাম ও সব হবে না, ব্ঝেছ, ওটা প্থিবীতে যা হয় না তেমন একটা সুখ; নিজের সঙ্গে লড়াই চালিয়েছি আমি, এখন দেখতে পাচ্ছি ওটা ছাড়া জীবন অর্থহীন। ফয়সালা করা দরকার...'

'কিন্ত তমি চলে গিয়েছিলে কেন?'

'আহ্ দাঁড়াও! ইস, কত যে ভাবনা ঘ্রছে মাথায়! কত কী জিগোস করার আছে! শোনো বলি, এই-যে বললে, এতে যে কী করে দিলে আমায় তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। এতই আমি স্থী যে জানোয়ারই বনে গেছি: সব ভুলে গিয়েছিলাম। আজকে আমি শ্নলাম যে নিকোলাই ভাই... জানো তো, সে এখানে... অথচ তার কথা ভুলে গেছি। আমার মনে হয় সেও যেন স্থা। ওটা একটা পাগলামি গোছের। কিন্তু একটা জিনিস সাংঘাতিক... এই যেমন তুমি বিয়ে করেছ, এই অন্ভূতিটা তোমার জানা আছে... এইটে সাংঘাতিক যে আমরা বয়স্ক, প্রেমের পথ নয়, পাপের পথ অতিক্রম করে এসেছি, হঠাং মিলিত হতে যাচ্ছি নিন্পাপ, নিন্কলংক একটি প্রাণীর সঙ্গে; এটা বীভংসতা, তাই নিজেকে অযোগ্য বলে না ভেবে পারা যায় না।'

'তোমার পাপ তো তেমন বেশি নয়।'

'আহ্, তাহলেও' —- লেভিন বললেন, 'তাহলে, 'নিজের জীবনের পাতাগ্বলো পড়তে গিয়ে আমি কে'পে উঠি, অভিশাপ দিই, তিক্ত বিলাপ করি…' হাাঁ!'

স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'তা কী আর করা যাবে, দ্বনিয়াটাই যে অমনি ধারায় গড়া।'

'শ্বধ্ব একটা সান্ত্বনা ওই প্রার্থনাটা যা সবসময় আমার ভালো লাগত — আমায় ক্ষমা করো আমার প্র্ণ্যকর্মের জন্যে নয়, তোমার অন্কম্পাভরে। শ্বধ্ব এইভাবেই সে ক্ষমা করতে পারে।'

11 55 11

লেভিন তাঁর পানপাত্র নিঃশেষ করলেন, দ্ব'জনে বসে রইলেন নীরবে। লেভিনকে স্তেপান আর্কাদিচ জিগ্যেস করলেন, 'একটা কথা তোমায় আমার বলা দরকার। ভ্রন্সিককে চেনো তুমি?'

'না, চিনি না! কিন্তু কেন?'

'আরেকটা আনো' — স্থেপান আর্কাদিচ বললেন তাতারকে, পানপাত্র ভরে দিচ্ছিল সে, আর ওঁদের কাছে ঘ্রঘ্র করছিল ঠিক যে সময়টিতে তার দরকার থাকত না।

'দ্রন্স্কিকে আমার জানতে হবে কেন?'

'জানতে হবে, কেননা সে তোমার প্রতিদ্বন্দীদের একজন।'

'কে এই শ্রন্দিক?' জিগ্যেস করলেন লেভিন, এই কিছ্মুক্ষণ আগেও তাঁর যে শিশ্বস্থাত উল্লাসিত মুখভাব অব্লোন্দিককে মুদ্ধ করেছিল হঠাং তা হয়ে উঠল রাগত আর অপ্রীতিকর। শ্রন্দিক হলেন কাউণ্ট কিরিল ইভানোভিচ প্রন্দিকর এক ছেলে এবং পিটার্সাব্রেগরে গিল্টি-করা যুবসমাজের প্রেষ্ঠ নিদর্শন একাট। ত্ভেরে যথন কাজ করতাম, তথন চিনতাম তাঁকে। সৈন্য রিক্র্টিঙের ব্যাপারে তিনি এসেছিলেন সেখানে। সাংঘাতিক ধনী, স্বপ্রুষ, বিস্তৃত যোগাযোগ, এইডডেকং, সেইসঙ্গে ভারি মোলায়েম, খাশা লোক। না, নেহাৎ একজন খাশা লোকের চেয়েও বেশি। এখানে যথন আমি ওঁকে দেখলাম, তখন তিনি যেমন স্বশিক্ষিত, তেমনি ব্রুদ্ধিমান; এ লোক অনেক দুর যাবে।

र्ला**छन छुत्र कु** हरक हुन करत तहरलन।

'তা উনি এখানে দেখা দিয়েছেন তুমি চলে যাবার কিছ্ম পরেই. আর আমি যতদ্র ব্র্ঝাছ, কিটির প্রেমে হাব্যভূব্য খাচ্ছেন আর ব্রুতেই তো পারো, মা...'

'মাপ করো, কিছ্বই আমি ব্রুছি না' - লেভিন বললেন মুখ হাঁড়ি করে কপাল কুণ্চকিয়ে, সেই মুহ্তে তাঁর মনে পড়ল নিকোলাই ভাইয়ের কথা এবং কী জানোয়ার তিনি যে তাকে ভূলতে পারলেন।

'আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও' — হেসে তাঁর হাত ধরে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'আমি যা জানি শ্ব্যু তাই তোমায় বলেছি, তবে ফের জানাই, এই স্ক্রে, স্কোমল ব্যাপারে যতটা অন্মান করা সম্ভব তাতে আমার মনে হয় চান্স তোমার দিকেই বেশি।'

লেভিন চেয়ারে ফের ধপাস করে বসে পড়লেন, মুখ তাঁর বিবর্ণ হয়ে উঠল।

তাঁর পানপাত্র পূর্ণ করে দিতে দিতে অব্লোন্স্কি বলে চললেন, 'আমি পরামশ' দেব যথাসত্বর ব্যাপারটার হেস্ত-নেস্ত করে ফেলতে।'

'না, ধন্যবাদ, কিন্তু পান করতে আমি আর পারছি না' -- গেলাস ঠেলে দিয়ে লেভিন বললেন, 'মাতাল হয়ে পড়ব... কিন্তু তুমি আছ কেমন?' ম্পণ্টতই কথার মোড় ফেরাবার জন্য বললেন লেভিন।

'আরেকটা কথা, সমস্যাটা তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলো, এই আমার পরামর্শ। আজই কথা কইতে বলছি না' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ। 'চলে যাও কাল সকালে, চিরায়ত রীতিতে প্রস্তাব দিও, তারপর ভগবানের আশীর্বাদ '

'কই, তুমি যে কেবলি বলো শিকারের জন্যে আমার ওখানে আসবে? এসো-না বসস্ত কালে' — লেভিন বললেন। স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে এই আলাপটা শ্রুর্ করেছিলেন বলে এখন তিনি সর্বাস্তঃকরণে অন্তপ্ত। কোন এক পিটার্সবৃর্গ অফিসারের প্রতিযোগিতা নিয়ে কথাবার্তাটায়, স্তেপান আর্কাদিচের প্রস্তাব আর পরামর্শে তাঁর বিশেষ অনুভূতিতে মালিন্য লেগেছে।

স্ত্রেপান আর্কাদিচ হাসলেন। তিনি ব্রুঝেছিলেন কী চলছে লেভিনের ভেতরটায়।

বললেন, 'যাব কোনো এক সময়। আহ্ ভায়া, নারী — এই ইস্ক্রুপটা দিয়েই সর্বাকছ্ম ঘুরছে। এই যেমন আমার অবস্থাটা খারাপ, অতি খারাপ। আর সবই ঐ নারীদের জন্যে। তুমি আমায় খোলাখ্রলি বলো তো' — চুর্ট বার করে অন্য হাতে পানপাত্র নিয়ে তিনি বলে চললেন, 'তুমি উপদেশ দাও আমায়।'

'কিন্তু কী ব্যাপার?'

'ব্যাপার এই। ধরা যাক তুমি বিবাহিত, স্নীকে ভালোবাসো, কিন্তু অন্য নারীর প্রেমে মেতে উঠেছ...'

'মাপ করো, এটা আমি একেবারেই ব্রাঝ না, এ যেন... যতই বলো, যেমন ব্রাঝ না কেন আমি ভরপেট খাওয়া-দাওয়ার পরই র্রাটখানার পাশ দিয়ে যাবার সময় চুরি করব কিনা একটা বন র্রাট।'

স্ত্রেপান আর্কাদিচের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল সচরাচরের চেয়েও বেশি।

'কেন নয়? মাঝে মাঝে বন র্বুটি এমন গন্ধ ছাড়ে যে লোভ সামলানো দায়।

> Himmlisch ist's, wenn ich bezwungen Meine irdische Begier; Aber doch wenn's nicht gelungen, Hatt' ich auch recht hübsch Plaisir!*'

এই বলে স্তেপান আর্কাদিচ স্ক্রের হাসলেন কেবল। লোভনও না হেসে পারলেন না।

নিজের পার্থিব কামনাকে

যদি পরাতৃত করে থাকি, সে তো চমংকার;

আর যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলেও

আনন্দ তো পাওয়া গেল! (জামনি)।

অব্লোন্ চ্লিক বলে চললেন, 'না, ঠাট্টার কথা নয়। ভেবে দ্যাখো, এ নারী মিছি, নমু, প্রেমময়ী একটি প্রাণী, বেচারা, নিঃসঙ্গিনী, সব বিসর্জন দিয়েছে আমার জন্যে। এখন, কাল্ডটা যখন হয়েই গেছে — ভেবে দ্যাখো — সত্যিই কি ওকে ত্যাগ করতে পারি? ধরা যাক, পরিবার টিকিয়ে রাখার জন্যে ছাড়াছাড়ি হল, কিন্তু ওর জন্যে কি কর্ণা হবে না, ওর একটা ব্যবস্থা করব না, সহনীয় করে তুলব না ওর জীবন?'

'কিন্তু মাপ করো ভাই, তুমি তো জানো, আমার কাছে সমস্ত নারী দ্বই ভাগে বিভক্ত... মানে, না... সঠিক বললে: নারী আছে এবং আছে... মনোরমা পতিতা আমি দেখি নি, দেখবও না, আর কাউণ্টারের ওই চাঁচর চিকুর দোলানো রঙ-করা ফরাসিনীর মতো যারা, তারা আমার কাছে জঘন্য জীব, সব পতিতাই তাই।'

'আর বাইবেলোক্ত পতিতা?'

'আহ্, চুপ্র করো তো! খিএট যদি জানতেন কথাগ্রলোর কী অপব্যবহার হবে, তাহলে কখনোই তিনি তা বলতেন না। কেননা সারা খিএট উপদেশাম্ত থেকে লোকে মনে রেখেছে কেবল ঐটুকুই। তবে আমি বলছি যা ভাবি তা নয়, যা অন্ভব করি। পতিতা নারীদের প্রতি আমার একটা বিতৃষ্ণা আছে। তুমি ভয় পাও মাকড়শায়, আমি এই কদর্য জীবগ্রলোকে। মাকড়শাদের নিয়ে তুমি নিশ্চয় অন্সন্ধান চালাও নি, তাদের ধরন-ধারন জানো না: আমিও সেইরকম।'

'তোমার পক্ষে এ সব কথা বলতে আর কী; এ ঠিক ডিকেন্সের ওই ভদ্রলোকটির মতো, যিনি বাঁ হাতে সমস্ত মুশনিকলে প্রশ্নগর্বলাকে নিয়ে ছ্বড়ে ফেলতেন ডান কাঁধের ওপর দিয়ে। কিন্তু বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করা তার জবাব নয়। কী করা যাবে, তুমি বলো আমায়, কী করি? বৌ ব্রুড়িয়ে যাচ্ছে, অথচ আমি জীবনে ভরপুর। দেখতে না দেখতে টের পেতে হয়, বৌকে যতই শ্রদ্ধা করি, সপ্রেম ভালোবাসা আর সম্ভব নয়। তারপর হঠাৎ দেখা দিল প্রেম, তুমিও ডুবলে, একেবারে ডুবলে!' বিষয় হতাশায় বললেন স্থেপান আর্কাদিচ।

লোভন ঠোঁট কু'চিকিয়ে হাসলেন।
'হ্যাঁ, ডুর্বোছ' — অব্লোন্সিক বলে চললেন, 'কিস্তু কী করা যায়?'
'বন রুটি চুরি করতে যেও না।'
হেসে উঠলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'আহা আমার নীতিবাগীশ! কিন্তু ভেবে দ্যাখো। রয়েছে দুটি নারী। একজন দাবি করছে শুখু নিজের অধিকার, আর সে অধিকার হল ভালোবাসা যা তুমি দিতে অক্ষম; অন্যজন তোমার জন্যে স্বকিছ্ ত্যাগ করেছে, অথচ কিছুই দাবি করছে না। কী করা যাবে তখন, কী কর্তব্য? এ এক ভয়ংকর ট্রাজেডি।'

'এ ব্যাপারে আমার উপদেশ যদি শ্ননতে চাও, তাহলে আমি বলব যে এক্ষেত্রে কোনো ট্রাজেডি ঘটেছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। কেন, তা বিল। আমার মতে প্রেম... দ্ব'ধরনের প্রেমই, মনে আছে তো? প্রেটো যার সংজ্ঞা দিয়েছেন তাঁর 'সিদেশাসিয়ামে' — দ্বই ধরনের প্রেমই লোককে পরথ করার কণ্টিপাথর। একদল লোক শ্ব্যু এক ধরনের প্রেম বোঝে, অন্য দল অন্যটা। যারা অনিষ্কাম প্রেমই বোঝে, খামোকাই তারা ট্রাজেডির কথা বলছে। এরকম প্রেমে কোনো ট্রাজেডিই হতে পারে না। 'স্ব্খদানের জন্যে বিনীত ধন্যবাদ' — বাস্, ফুরিয়ে গেল ট্রাজেডি। আর নিষ্কাম প্রেমে ট্রাজেডির কথাই ওঠে না, কেননা এর্প প্রেমে সবই উষ্প্রল আর নির্মাল, কেননা...'

এই সময় লেভিনের মনে পড়ল তাঁর নিজের পাপ আর তা নিয়ে আত্মগ্লানির কথা। তাই হঠাং তিনি যোগ করলেন:

'তবে তুমিও হয়ত ঠিক, খ্বই তা সম্ভব... কিন্তু আমি জানি না, সত্যিই জানি না।'

স্ত্রেপান আর্কাদিচ বললেন, 'কী জানো, তুমি খ্বই লক্ষ্যানিষ্ঠ লোক। এটা তোমার গ্রন্থ বটে, দোষও বটে। তোমার নিজের চরিত্র লক্ষ্যানিষ্ঠ আর চাও যেন গোটা জীবন অন্বিত হয়ে ওঠে লক্ষ্যানিষ্ঠ ঘটনায়, অথচ এটা হয় না। এই যে তুমি প্রশাসনিক রাজপ্রর্ষদের কার্যকলাপ ঘেলা করো, কারণ তোমার ইচ্ছে যেন ব্যাপারটা চলে একটা লক্ষ্য মেনে, এটা হয় না। তুমি এও চাও, একজন ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপের যেন সর্বদাই একটা লক্ষ্য থাকে, প্রেম আর পারিবারিক জীবন যেন সর্বদা একসঙ্গে মিলে যায়। অথচ সেটা হয় না। জীবনের সমস্ত বৈচিত্র্য, সমস্ত মাধ্রী, সমস্ত সোল্বর্য গড়ে ওঠে ছায়া আর আলো দিয়ে।'

লেভিন দীর্ঘাস ফেললেন, কোনো জবাব দিলেন না তিনি। মগ্ন ছিলেন নিজের চিন্তায়, অব্লোন্সিকর কথা কানে যাচ্ছিল না।

হঠাং দ্বজনেই টের পেলেন যে তাঁরা যদিও বন্ধব্ব এবং একসঙ্গে খানা-

পিনা করেছেন, যাতে তাঁদের আরো কাছাকাছি আসার কথা, তাহলেও প্রত্যেকে ভাবছেন শ্বধ্ব নিজের ব্যাপার নিয়ে, অপরের জন্য কার্বর মাথাব্যথা নেই। আহারের পর নৈকট্যের পরিবর্তে এই চ্ড়ান্ত বিষ্বৃত্তির অভিজ্ঞতা অব্লোন্দিকর হয়েছে একাধিক বার এবং জানতেন এ সব ক্ষেত্রে কী করা উচিত।

'বিল!' বলে চিংকার করে তিনি গেলেন পাশের কক্ষে এবং তংক্ষণাৎ পরিচিত একজন অ্যাডজন্ট্যান্টের দেখা পেলেন, তাঁর সঙ্গে শনুর করে দিলেন জনৈকা অভিনেত্রী আর তার পৃষ্ঠপোষককে নিয়ে আলাপ। অ্যাডজন্ট্যান্টের সঙ্গে কথা কয়ে অব্লোন্সিক তংক্ষণাৎ লেভিনের সঙ্গে কথাবার্তা থেকে হাঁপ ছেড়ে হালকা হবার আমেজ পেলেন। লেভিন সর্বদাই তাঁকে আহনান করতেন বড়ো বেশি মানসিক ও আ্যাত্মিক প্রয়াসে।

তাতার যখন ছাব্দিশ র্ব্ল আর কিছ্ম কোপেক, সেইসঙ্গে ভোদকার জন্য বর্থাশসের বিল নিয়ে এল, গ্রামবাসী যে লেভিন অন্য সময়ে তাঁর ভাগের এই চোদদ র্ব্ল বিল দেখে আঁতকে উঠতেন, এবার তিনি ভ্রম্পেও করলেন না, হিসাব মিটিয়ে দিলেন এবং বাড়ি ফিরলেন পোশাক বর্দালয়ে শ্যেরবাংস্কিদের ওখানে রওনা দেবার জন্য, যেখানে স্থির হয়ে যাবে তাঁর ভাগ্য।

115211

প্রিন্সেস কিটি শ্যেরবাং স্কায়ার বয়স আঠারো বছর। সমাজে সে বের্ক্ছে এই প্রথম শীত। এখানে তার সাফল্য তার দ্বই দিদির চেয়ে বেশি, এমনিক প্রিন্স-মহিষীর প্রত্যাশাকেও তা ছাড়িয়ে গেছে। মস্কোর বলনাচগর্বলতে যেসব তর্বণ যোগ দিত, তাদের প্রায় সবাই যে কিটির প্রেমে পড়েছিল শ্বদ্ব তাই নয়, সেই প্রথম শীতেই দেখা দিল গ্রন্তের সঙ্গে বিবেচনার যোগ্য দ্বজন পাত্র: লেভিন, এবং তিনি চলে যাওয়ার পরেই আবিভূতি হন কাউণ্ট দ্রন্স্ক।

শীতের গোড়ায় লেভিনের আগমন, তাঁর ঘন ঘন যাতায়াত, কিটির প্রতি তাঁর স্কুম্পন্ট অনুরাগ প্রিন্স ও প্রিন্স-মহিষীর মধ্যে কিটির ভবিষ্যৎ নিয়ে গুরুত্ব আলোচনা ও তাঁদের মধ্যে কলহের উপলক্ষ হয়ে উঠেছিল। প্রিন্স ছিলেন লেভিনের পক্ষে, বলতেন যে কিটির জন্য এর চেয়ে ভালো কিছ্ব্
তিনি কামনা করেন না। আর নারীদের প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার স্বভাবিসদ্ধ
অভ্যাসে তাঁর স্বাী বলতেন যে কিটির বয়স বড়ো কম, লেভিনের যে
একটা গ্রন্থপর্ণ সংকলপ আছে, সেটা কোনো কিছ্বতেই তিনি প্রকাশ করেন
নি, ওঁর জন্য কিটির টান নেই ইত্যাদি নানা যুক্তি দিতেন; কিস্তু প্রধান
কথাটা তিনি বলেন নি যে মেয়ের জন্য তিনি যোগ্যতর পাত্রের অপেক্ষায়
আছেন, লেভিনকে তাঁর ভালো লাগে না, তাঁকে বোঝেন না তিনি। লেভিন
যখন অকস্মাৎ চলে গেলেন, প্রিন্স-মহিষী খুর্নশই হলেন, সগোরবে স্বামীকে
বললেন, 'দেখছো তো, আমার কথাই ঠিক।' আর যখন উদয় হল দ্রন্সিকর,
তখন তিনি আরো খুনিশ হলেন তাঁর এই অভিমতে নিশ্চিত হয়ে যে কিটির
হওয়া উচিত নেহাৎ ভালোরকম নয়, চমৎকার একটা বিয়ে।

মায়ের কাছে দ্রন্দিক আর লেভিনের মধ্যে কোনো তুলনাই হতে পারে না। মায়ের ভালো লাগত না ষেমন লেভিনের উদ্ভট, উৎকট সব মতামত, সমাজে তাঁর আনাড়িপনা (ষেটা তাঁর গর্বপ্রস্ত বলে তিনি ধরে নিয়েছিলেন), তেমনি, মহিলাটির ধারণায়, গর্ব-বাছ্বর চাষী-বাসী নিয়ে গাঁয়ের কী-একটা ব্নো জীবন; এটাও তাঁর পছন্দ হয় নি যে লেভিন তাঁর মেয়ের প্রেমে পড়ে এ বাড়িতে আসা-যাওয়া করেছেন দেড় মাস, যেন কিসের আশা করছিলেন, চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন, যেন ভয় পাচছিলেন, পাণিপীড়নের প্রস্তাব দিলে কি ওঁদের বড়ো বেশি সম্মান দেখানো হবে, আর ভেবেই দেখেন নি, যে-বাড়িতে বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে, সেখানে যাতায়াত করলে নিজেকে ব্যক্ত করে বলা দরকার। আর হঠাং কিছ্বই না বলে কয়ে তিনি চলে গেলেন। 'এতই ও অনাকর্ষণীয় যে কিটি তার প্রেমে পড়ে নি, এটা ভালোই হয়েছে' — ভেবেছিলেন মা।

সব দিক দিয়েই দ্রন্দিক তৃপ্ত করেছিলেন মায়ের আকাজ্ফা। অতি ধনী, ব্দিমান, অভিজাত, দরবারে যে চমংকার একটা সামরিক কেরিয়ার গড়ে তুলতে চলেছেন, মনোহর একটি লোক। এর চেয়ে ভালো কিছুর আশা করা যায় না।

বলনাচগন্নোয় দ্রন্দিক স্পন্টতই কিটির দিকে সবিশেষ মনোযোগ দিতেন, নাচতেন তার সঙ্গে, তাঁদের বাড়ি যেতেন, ফলে তাঁর সংকল্পের গ্রন্থে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তাহলেও মা এই সারাটা শীত ছিলেন একটা অস্তুত অস্থিরতা আর উত্তেজনার মধ্যে।

পিসির ঘটকালিতে প্রিন্স-মহিষীর নিজের বিয়ে হয়েছিল তিরিশ বছর আগে। পাত্র সম্পর্কে আগে থেকেই জানা ছিল সর্বাকছ, এল সে কনে দেখতে, তাকেও দেখা হল: কার কেমন লেগেছে সেটা জেনে ঘটকী পিসি জানালেন পরস্পরকে: ভালোই লেগেছিল দু'পক্ষেব: তারপর নির্ধারিত দিনে পিতামাতার কাছে এল পাণিপীড়নের প্রত্যাশিত প্রস্তাব এবং তা গ্হীত হল। সবই চলেছিল অতি সহজে আর নিবিঘ্যে। অন্তত প্রিন্স-মহিষীর তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু নিজের মেয়েদের বেলায় তাঁকে টের পেতে হর্মেছিল যে এই বিয়ে দেওয়াটা মোটেই তেমন সহজ. সরল. আপাত-সাধারণ ব্যাপার নয়। তাঁর বড়ো দুই মেয়ে ডল্লি আর নাটালির বিয়েতে কতরকম ভয়ই-না তাঁর করেছে. কত ভাবনা ফিরে ভাবতে হয়েছে. খরচ করেছেন কত টাকা, কত খিটিমিটি বেধেছে স্বামীর সঙ্গে। এখন ছোটো মেয়ের বেলায় তাঁকে সইতে হচ্ছে সেই একইরকম ভয়, একইরকম সন্দেহ, আর আগের চেয়ে স্বামীর সঙ্গে আরো বেশি কলহ। বৃদ্ধ প্রিন্স সমস্ত পিতার মতোই ছিলেন নিজের মেয়েদের সম্মান ও নিম্পাপতা নিয়ে অতিশয় খ'ব্রতথাতে আর কড়া। তাঁর মেয়েদের, বিশেষ করে তাঁর আদরিণী কিটি সম্পকে তিনি ছিলেন অবিবেচকের মতো স্লেহের ঈর্ষায় পাঁডিত, মা মেয়ের নাম ডোবাচ্ছে বলে প্রতি পদে তিনি একটা তুল-কালাম কান্ড বাধাতেন। প্রথম মেয়েদের সময় থেকেই স্ত্রী এতে অভ্যস্ত, কিন্তু এবার তিনি অনুভব করছিলেন যে প্রিন্সের খুঁতখুঁতানির ভিত্তি এখন আছে বেশি। তিনি দেখছিলেন যে সাময়িক কালে সমাজের রীতিনীতি অনেক বদলে গেছে. এতে মায়ের দায়িত্ব হয়ে উঠেছে অনেক কঠিন, তিনি দেখছেন যে কিটির সমবয়সীরা নানান সব সমিতি গড়ে তুলছে, কীসব কোর্সে যোগ দিচ্ছে, অবাধে আলাপ করছে পরে, মের সঙ্গে, একা একা রাস্তায় বের চ্ছে গাড়ি করে, অনেকে উপবেশনের ভঙ্গিতে অভিবাদনও করছে না আর সবচেয়ে বড়ো কথা, সকলেরই দুঢ় বিশ্বাস, স্বামী নির্বাচন তাদেরই ব্যাপার, পিতামাতার নয়। এই সব তরুণী, এমনকি বুদ্ধেরাও ভাবত এবং বলত, 'এখন আর লোকে আগের মতো মেয়ের বিয়ে দেয় না।' কিন্তু কী করে এখন মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়. সেটা প্রিন্স-মহিষী জানতে পারেন নি কারো কাছ থেকে। সম্ভানের ভাগ্য স্থির করে দেবে মা-বাপে — এই ফরাসি রেওয়াজ এখন অগ্রহণীয়, ধিক্কৃত। মেয়েদের অবাধ স্বাধীনতার ইংরেজ কেতাও অগ্রাহ্য এবং রুশ সমাজে অসম্ভাব্য। ঘটকালির রুশী রীতি বিকট,

এবং সবাই, এমনকি প্রিন্স-মহিষীও হাসাহাসি করেছেন তা নিয়ে। কিন্তু মেয়ে কিভাবে বিয়ে করবে, তার বিয়ে দেওয়া হবে কেমন করে, সেটা কেউ জানে না। এ ব্যাপারে প্রিন্স-মহিষী যাদের সঙ্গে কথা কয়েছেন, তাঁরা শুধ্ব বলেছেন একটা কথাই: 'ও সব ছাড়্বন, একালে ও সব সেকেলে প্রথা ঝেড়ে ফেলাই উচিত। বিয়ে তো করতে যাছে মা-বাপে নয়, তর্ব-তর্বারা, তাই যা বোঝে সেইভাবে। ঠিকঠাক করে নিক।' যার মেয়ে নেই, তার পঙ্গে এ কথা বলা সহজ, অথচ প্রিন্স-মহিষী ব্রথতেন যে মেলামেশায় মেয়ে এমন লোকের প্রেমে পড়তে পারে যে তাকে বিয়ে কবতে অনিচ্ছুক অথবা এমন লোক, যে স্বামী হবার অযোগ্য। এবং তাঁকে যতই বোঝানো হোক যে আমাদের কালে নবীনদের উচিত নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য স্থির করে নেওয়া, তিনি সেটা বিশ্বাস করতে পারেন নি, যেমন তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না যে কোনো কালেই পাঁচ বছর বয়সী শিশ্বর সেরা খেলনা হওয়া উচিত গ্রনিভরা পিস্তল। তাই বড়ো মেয়েদের চেয়ে কিটির জন্য তাঁর দ্বশিচন্তা ছিল বেশি।

এখন তাঁর ভয় হচ্ছিল যে ভ্রন্ শ্বিক আবার যেন তাঁর মেয়ের প্রতি ওই সবিশেষ মনোযোগেই সীমিত না থাকেন। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে মেয়ে তাঁর প্রেমে পড়েছে, কিন্তু এই বলে নিজেকে সান্ত্রনা দিচ্ছিলেন যে লোকটা সং, ও কাজ তিনি করবেন না। কিন্তু সেইসঙ্গে তাঁর জানা ছিল যে বর্তমানের অবাধ মেলামেশায় একটা মেয়ের মাথা ঘ্ররিয়ে দেওয়া কত সহজ এবং সাধারণভাবে প্রক্রেষরা এই অন্যায়টাকে কত লঘ্ব চোখে দেখে। গত সপ্তাহে কিটি মাকে বলেছিল মাজ্বকা নাচের সময় ভ্রন্স্কির সঙ্গে কাঁ কথাবাতা হয়েছিল তার। কথাবাতাটা খানিকটা আশ্বন্ত করে প্রিস্মহিখীকে; কিন্তু সম্পর্ণ নিশ্চিন্ত হতে তিনি পারেন নি। কিটিকে ভ্রন্স্কিবলেছিলেন যে তাঁরা, দ্বই ভাই-ই স্বাক্ছিল্ন ব্যাপারেই মায়ের কথামতো চলতে এত অভ্যন্ত যে তাঁর পরামর্শ না নিয়ে গ্রের্প্র্ণ কোনো সিদ্ধান্ত কথনো গ্রাত হয় না। 'এখন আমি পিটার্সব্র্গ থেকে মায়ের আগমনের অপেক্ষা করছি একটা বিশেষ সোভাগ্য হিশেবে' — বলেছিলেন ভ্রন্স্কি।

কিটি তার মাকে এটা বলেছিল কথাগনলোয় কোনো গর্রত্ব না দিয়ে। কিন্তু মা জিনিসটাকে নিয়েছিলেন অন্যভাবে। তিনি জানতেন যে বৃদ্ধা যেকোনো দিন এসে পড়বেন বলে অপেক্ষা করা হচ্ছে, ছেলের নির্বাচনে বৃদ্ধা খানি হবেন, তাই মাকে আঘাত দেবার ভয়েই নাকি ছেলে এখনো পাণিপ্রার্থনা করছে না এটা তাঁর কাছে অন্তুত ঠেকেছিল; তাহলেও বিয়েটা তিনি এত চাইছিলেন, এবং তার চেয়েও বেশি করে চাইছিলেন দ্বর্ভাবনা থেকে শান্তি যে তাই-ই তিনি বিশ্বাস করলেন। বড়ো মেয়ে জল্লি যে স্বামীকে ছেড়ে যাবে বলে ঠিক করেছে তা চোখে দেখা তাঁর কাছে এখন যতই কণ্টকর হোক, ছোটো মেয়ের যে ভাগ্য নির্বারিত হতে চলেছে তার জন্য অস্থিরতাই তাঁর অন্য সমস্ত অন্যুভ্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। আজ লেভিনের আবির্ভাবে আরো নতুন দ্বিশ্বন্তা দেখা দিয়েছে তার। তাঁর ধারণা, লেভিনের প্রতি এক সময় টান ছিল মেয়ের, অতিরিক্ত সততাবশে সে আবার দ্রন্দিককে প্রত্যাখ্যান না করে বসে, এবং সাধারণভাবেই লেভিনের আগমনে সম্যাপ্তির মৃথে এসে পড়া ব্যাপারটা আবার গোলমালে না পড়ে, বিলম্বিত না হয়, এই ভয় করছিলেন তিনি।

বাড়ি ফিরে প্রিন্স-মহিষী লেভিন সম্পর্কে জিগ্যেস করলেন, 'ও কি অনেকদিন হল এসেছে?'

'আজ, মামাঁ।'

'একটা কথা আমি বলতে চাই...' মা শ্বর্ করলেন এবং তাঁর গ্বর্গঙাঁর উন্তোজিত মুখ দেখে কিটি টের পেল কথাটা হবে কী নিয়ে।

লাল হয়ে উঠে ঝট করে মায়ের দিকে ফিরে সে বললে, 'মা, মির্নাত কর্রাছ, ব'লো না। আমি জানি, সব জানি।'

মা যা চাইছিলেন, সেও চাইছিল তাই, কিন্তু মায়ের চাওয়ার পেছনকার উদ্দেশ্যগন্থলো আঘাত দিচ্ছিল তাকে।

'আমি শ্বধ্ব বলতে চাই যে একজনকে আশা দিয়ে...'

'মা, লক্ষ্য়ী মা আমার, ভগবানের দোহাই, ব'লো না। ও নিয়ে কথা বলতে ভারি ভয় লাগে।'

'আচ্ছা, বলব না, বলব না' — মেয়ের চোখে জল দেখে মা বললে, 'কিন্তু একটা কথা, সোনা আমার: আমায় কথা দাও যে আমার কাছ থেকে তুমি লুকিয়ে রাখবে না কিছু। রাখবে না তো?'

'কখনো না, কোনো কিছুই না' — ফের লাল হয়ে উঠে মায়ের চোখে চোখে তাকিয়ে বললে কিটি, 'কিন্তু এখন আমার বলার কিছু নেই। আমি... আমি... যদি আমি বলতে চাইতামও, তাহলেও জানি না কী বলব, কেমন করে বলব... আমি জানি না...'

'এইরকম চোখ নিয়ে তুমি মিথ্যে বলতে পারো না' — মেয়ের ব্যাকুলতায় তার মুখের দিকে চেয়ে মা ভাবলেন হাসিমুখে। হাসিমুখে, কেননা মেয়ের প্রাণের ভেতর যা চলেছে সেটা বেচারির কাছে কী বিপাল আর অর্থময়ই না মনে হচ্ছে।

11 50 11

লড়াইয়ে নামার আগে তর্বণের যে অন্তুতি হয়, আহারের পর থেকে সান্ধ্য পার্টি শ্রুর হওয়া অবধি কিটিরও অন্তুতি হয়েছিল তার মতো। ব্রক তার ভয়ানক ঢিপঢিপ করছিল, কোনো কিছ্বতেই মন বসাতে পারছিল না।

সে অনুভব কর্রাছল, ওঁদের দুজনের মধ্যে প্রথম সাক্ষাং হচ্ছে এই যে সন্ধ্যায়, সেটা তার ভাগ্যনিধারক হওয়ার কথা। অনবরত তার কল্পনায় ভেসে উঠছিলেন ওঁরা দ্ব'জন, কখনো আলাদা আলাদা, কখনো দ্ব'জন একসঙ্গে। অতীতে লেভিনের **সঙ্গে** তার সম্পর্কের কথা সে স্মরণ কর্রাছল প্রলকে আর দরদে। শৈশবের স্মৃতি, তার প্রয়াত ভাইয়ের সঙ্গে লেভিনের বন্ধুত্বের স্মৃতিতে তাঁর সঙ্গে কিটির সম্পর্কে লাগছিল একটা কাব্যিক মাধুর্যের ছোঁয়া। কিটির প্রতি তাঁর ভালোবাসা যাতে কিটি সুনিশ্চিত, সেটা ছিল তার কাছে অহংতৃপ্তি আর আনন্দের ব্যাপার। লেভিনের কথা ভাবাটা তার কাছে সহজ। কিন্তু দ্রন্দিকর কথা ভাবতে গেলে কী একটা সংকোচ গোল বাধাত, যদিও তিনি ছিলেন অতিমান্তায় মাজিতি আর শাস্ত: কেমন একটা মিথ্যাচার এসে পড়ত — দ্রন্দিকর দিক থেকে নয়, তিনি ছিলেন খুবই সহজ আর মিষ্টি — স্বয়ং কিটির দিক থেকেই, যেঞ্চেত্রে লোভিনের কাছে সে নিজেকে অনুভব করত একেবারে সহজ আর পরিষ্কার। কিন্তু আবার যেই ভাবত দ্রন্দিকর সঙ্গে তার ভবিষাতের কথা, অমনি তার সামনে ভেসে উঠত একটা জবলজবলে সুখময় পরিপ্রেক্ষিত: লেভিনের বেলায় ভবিষ্যংটা দেখাত ঝা**পসা**।

সন্ধ্যার জন্য সাজগোজ করতে ওপরে উঠে কিটি আয়নায় তাকিয়ে সানন্দে লক্ষ্য করল যে আজকের দিনটা তার একটা ভালো দিন, নিজের সমস্ত শক্তি আছে তার পরিপূর্ণ দখলে আর সেটা দরকার আসমের জন্য; নিজের মধ্যে সে অন্ভব করছিল বাইরের একটা প্রশাস্তি এবং গতিভাঙ্গমায় অসংকোচ সোষ্ঠব।

সাড়ে সাতটার ড্রারিং-র্মে ঢুকতেই চাপরাসি খবর দিলে: 'কনস্তান্তিন দ্মিরিচ লেভিন।' প্রিন্স-মহিষী তখনো তাঁর ঘরে আর প্রিন্স বেরিয়ে এলেন না। কিটি ভাবল, 'ঠিক যা ভেবেছিলাম' — সমস্ত রক্ত ধেয়ে এল তার হুংপিশ্রে। আয়নায় নিজের পাণ্ডুরতা দেখে আত্তিকত হয়ে উঠল সে।

এখন সে নিশ্চিত জানে যে আগে আগে তিনি এসেছেন শ্বা কিটিকে একা পেয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেবেন বলে। এখন এই প্রথম গোটা ব্যাপারটা তার কাছে প্রতিভাত হল একেবারে অন্য, নতুন একটা দিক থেকে। কেবল এখনই সে ব্রুবল যে প্রশ্নটা কেবল একা তাকে নিয়ে নয় — কার সঙ্গে সে স্খী হবে, কাকে সে ভালোবাসছে, এই নয় — এই ম্বুত্তে তাকে আঘাত দিতে হবে এমন একজনের মনে যাকে সে ভালোবাসে। এবং আঘাত দিতে হবে নিষ্ঠুরভাবে... কিসের জন্য? এইজন্য যে সে ভারি ভালো লোক, ভালোবাসে তাকে, তার প্রণয়াসক্ত। কিন্তু করবার কিছ্ব নেই। এইটেই দরকার, এইটেই উচিত।

'ভগবান, এটা কি আমায় নিজেকেই বলতে হবে ওকে?' কিটি ভাবলে, 'কিন্তু কী বলব? সত্যিই কি ওকে বলব যে আমি ওকে ভালোবাসি না? কিন্তু সে তো মিথ্যে বলা হবে। কী বলি তাকে? বলব কি ভালোবাসি অন্যকে? না, সে অসম্ভব। আমি চলে যাব এখান থেকে, চলে যাব।'

দরজার কাছে ও চলেই গেছে, এমন সময় লেভিনের পদশব্দ কানে এল। 'না. এটা অসাধ্তা। আমার ভয় পাবার কী আছে? আমি খারাপ তো কিছ্ করি নি। যা হবার, হবে! সত্যি কথাই বলব। ওর কাছে আমার অস্বস্থি লাগতে পারে না। ওই এসে গেছে' — তাঁর বলিষ্ঠ আর ভীর্ম্বি, তার দিকে নিবদ্ধ তাঁর জ্বলজ্বলে চোথ দেখে মনে মনে বললে সে। সোজাস্বিজ তাঁর ম্থের দিকে চাইল যেন ক্ষমা প্রার্থনা করছে, হাত এগিয়ে দিল।

ফাঁকা ড্রায়িং-র ্মে চোখ ব লিয়ে লেভিন বললেন, 'আমি ঠিক সময়ে নয়, মনে হচ্ছে বড়ো বেশি আগে এসে পড়েছি।' যথন দেখলেন যে তাঁর আশা সফল হয়েছে, মন খ্লতে কেউ তাঁকে বাধা দেবে না, ম খখানা তাঁর হয়ে উঠল বিষন্ন-গম্ভীর।

'আরে না' — এই বলে কিটি বসল একটা টেবিলের কাছে।

না বসে, আর মনোবল যাতে না হারায় সে জন্য কিটির দিকে না তাকিয়ে তিনি শুরু করলেন, 'আমি আপনাকে একলা পেতেই চেয়েছিলাম।'

'মা এক্ষ্মিন বের্বেন। গতকালের পর খ্ব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। গতকাল...'

সে কথা কইছিল যদিও নিজেই জানত না কী বলছে তার ঠোঁট, লোভনের ওপর থেকে মিনতিভরা কোমল দ্ছিট সে সরিয়ে নিচ্ছিল না। লোভন চাইলেন ওর দিকে: কিটি লাল হয়ে উঠে চুপ করে গেল।

'আমি আপনাকে বলেছি যে অনেকদিনের জন্যে এসেছি কিনা জানি না... সব নির্ভার করছে আপনার ওপর...'

কিটি ক্রমশ মাথা নুইয়ে আনল, ভেবে পাচ্ছিল না আসন্নের কী জবাব দেবে।

লোভন প্রনর্রাক্ত করলেন, 'সব আপনার ওপর নির্ভার করছে, আমি বলতে চাইছিলাম... আমি এই জন্যেই এসেছি... যে... বলব, আমায় বিয়ে কর্ন!' কী বলছেন তা খেয়াল না করেই তিনি বলে যাচ্ছিলেন; কিন্তু সবচেয়ে সাঙ্ঘাতিক জিনিসটা বল। হয়ে গেছে টের প্রেয়ে গেলেন এবং চাইলেন কিটির দিকে।

লেভিনের দিকে না চেয়ে সে ঘন ঘন নিশ্বাস নিচ্ছিল। পরমানন্দের অন্তুতি হচ্ছিল তার। স্থাবেশে ভরে উঠেছিল হৃদয়। একেবারেই সে আশঃ করে নি যে লেভিনের প্রেম-স্বীকৃতি তার ওপর এমন প্রবল রেখাপাত করবে। কিন্তু এ অন্তুতিটা টিকল শ্ব্ব এক ম্হত্ত। দ্রন্স্কির কথা মনে পড়ল তার। লেভিনের দিকে তার উজ্জ্বল সত্যনিষ্ঠ চোখ মেলে এবং তাঁর মরিয়া মুখখানা দেখে তাড়াতাড়ি করে সে জবাব দিলে:

'সে হতে পারে না... মাপ করবেন আমায়...'

এক মৃহতে আগেও কিটি ছিল লোভিনের কত আপন, তাঁর জীবনের পক্ষে কত জর্নরি! আর এখন সে হয়ে গেল তাঁর কত পর। তাঁর কাছ থেকে কত সৃদ্রে!

কিটির দিকে না চেয়ে তিনি বললেন, 'এ ছাড়া অন্যকিছ হতে পারত না।'

মাথা নুইয়ে চলে যাবার উপক্রম করলেন তিনি।

কিন্তু এইসময় ঘরে ঢুকলেন প্রিন্স-মহিষী। ওদের একলা দেখে এবং মুখভাবে হতাশা লক্ষ্য করে তাঁর আতৎক হয়েছিল। লেভিন তাঁকে অভিবাদন করলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। কিটি চোখ না তুলে চুপ করে রইল। মা ভাবলেন, 'জয় ভগবান, রাজি হয় নি তাহলে' — এবং প্রতি বৃহস্পতিবার সচরাচর যে হাসি দিয়ে তিনি অভ্যাগতদের বরণ করেন, তাতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর মুখ। আসন নিয়ে তিনি লেভিনের গ্রামের জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ শ্রু করলেন। ফের বসলেন লেভিন, অতিথিদের আগমনের অপেক্ষা করতে লাগলেন যাতে অলক্ষ্যে চলে যেতে পারেন।

পাঁচ মিনিট বাদে ঢুকলেন কিটির বান্ধবী, গত শীতে বিবাহিতা, কাউপেটস নড স্টিন।

রোগা, হলদেটে, রুগ্ন, স্নায়বিক চেহারার এক মহিলা ইনি, কালো চোখদ্বটি জন্বলজনলে। কিটিকে ভালোবাসকেন তিনি, আর অন্টাদের প্রতি বিবাহিতাদের ভালোবাসার ক্ষেত্রে সর্বদা যা ঘটে থাকে, তাঁর এ ভালোবাসা প্রকাশ পেত সন্থ সম্পর্কে তাঁর আদর্শ অন্সারে কিটির বিয়ে দেবার বাসনায়. তাই চাইতেন যে দ্রন্সিককে সে বিয়ে কর্ক। শীতের গোড়ায় লেভিনকে তিনি প্রায়ই এপদের এখানে দেখেছেন এবং কখনোই তাঁকে পছন্দ হয় নি। লেভিনের সঙ্গে দেখা হলে তাঁর বরাবরের প্রিয় কাজ হত তাঁকে নিয়ে তামাসা করা।

'উনি যখন তাঁর মহিমার শিখর থেকে আমার দিকে চেয়ে দেখেন: হয় আমার সঙ্গে মননশীল কথাবাতা বন্ধ করেন কারণ আমি বোকা, নয় কুপা করে আমার পর্যায়ে নেমে আসেন, -- তখন সেটা আমার খুব ভালো লাগে। আমি ভারি ভালোবাসি: এই নেমে আসা! আমায় যে উনি দেখতে পারেন না, তাতে আমি খুব খুনি' — উনি বলতেন।

উনি ঠিকই বলতেন, কেননা সত্যিই লেভিন ওঁকে দেখতে পারতেন না এবং যা নিয়ে তাঁর গর্ব ছিল এবং যা তিনি নিজের গ্র্ণ বলে মনে করতেন — তাঁর স্নায়বিকতা, স্থ্ল ও ঐহিক স্বাকিছ্র প্রতি তাঁর স্ক্র্যু অবজ্ঞা ও উদাসীনতা — তার জন্য লেভিন ঘ্ণা করতেন তাঁকে।

নড্ স্টন আর লেভিনের মধ্যে এমন একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, যা উ'চু সমাজে প্রায়ই দেখা যায়, যথা, দ্ব'জন ব্যক্তি বাহ্যত বন্ধবের সম্পর্ক থেকে পরস্পরকে ঘৃণা করছে এমন মান্তায় যে পরস্পরকে গ্রন্থ দিয়ে নিতে, এমনকি কেউ কারো দ্বারা আহত হতেও অক্ষম।

কাউণ্টেস নড্স্টিন তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লেন লেভিনের ওপর।

'আরে, কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ যে! ফের এলেন আমাদের ব্যভিচারী ব্যাবিলনে' — ওঁর দিকে তাঁর ছোট্ট হলদেটে হাত বাড়িয়ে তিনি বললেন, তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল যে শীতের গোড়ায় লেভিন একবার বলেছিলেন যে মন্কো হল ব্যাবিলন। 'তা ব্যাবিলনেরই চরিত্র শোধরাল নাকি আপনার চরিত্রই নন্ট হল?' মুচকি হেসে কিটির দিকে দ্নিউপাত করে তিনি যোগ দিলেন।

'আমার কথা আপনি এত মনে রাখেন দেখে কৃতার্থ বােধ করছি কাউন্টেস' — ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে তক্ষ্বনি অভ্যাসবশত কাউন্টেস নড্স্টিনের সঙ্গে রসিকতা-শত্রতার সম্পর্ক পাতলেন, 'নিশ্চয় কথাগ্বলাে আপনার মনে খুব ছাপ ফেলেছিল।'

'বাঃ, তা নয়ত কী? আমি সব টুকে রাখি। কী কিটি, ফের স্কেটিং করেছিস বুনি ?..'

কিটির সঙ্গে কথা কইতে শ্রুর্ করলেন তিনি। এখন চলে যাওয়া যতই অম্বিস্তিকর হোক, সারা সঙ্গে এখানে বসে থেকে কিটিকে দেখার চেয়ে সে অম্বিস্তিকরতা মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে সহজ। কিটি মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল তাঁর দিকে এবং তাঁর দ্বিট এড়িয়ে যাচ্ছিল। উনি উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু উনি চুপ করে আছেন দেখে প্রিন্স-মহিষী তাঁকে জিগোস করলেন:

'মস্কোয় আপনি এসেছেন অনেক দিনের জন্যে? আপনি তো মনে হয় জেমস্ত্রভোর কর্মকর্তা, বেশি দিন থাকা তো আপনার চলে না।'

লেভিন বললেন, 'না প্রিন্সেস, আমি আর জেমস্ত্রভাতে নেই। এসেছি কয়েক দিনের জনো।'

লেভিনের কঠোর গন্তীর মুখের দিকে চেয়ে কাউণ্টেস নড্পিটন ভাবলেন, 'কিছ্ একটা হয়েছে ওঁর, কেন জানি তর্কে নামছেন না। কিন্তু আমি ওঁকে টেনে বার করব। ভারি মজা লাগে কিটির সামনে ওঁকে অপদস্থ করতে এবং তা করব।'

কাউপ্টেস বললেন, 'কনস্তান্তিন দ্মিত্তিচ, আমায় একটু ব্ঝিয়ে দিন তো — আপনি তো এ ব্যাপারগ্নলো সবই জানেন — আমাদের কাল্মগা গ্রামে সব চাষী আর সব মাগীগ্নলো তাদের যা কিছ্ম ছিল মদ খেয়ে উড়িয়েছে, এখন আমাদের আর খাজনা-পত্তর কিছ্ম দিচ্ছে না। কী এর মানে? আর্পান তো সর্বাদাই চাষীদের খবে প্রশংসা করেন।

এই সময় ঘরে এলেন আরেক জন মহিলা, লেভিন উঠে দাঁড়ালেন।

'মাপ করবেন কাউণ্টেস, আমি সত্যিই এ সব ব্যাপার কিছ্ম জানি না. আপনাকে কিছ্ম বলতেও পারব না' — এই বলে তিনি চাইলেন মহিলার পিছ্ম পিছ্ম আসা জনৈক সামরিক অফিসারের দিকে।

'ইনিই নিশ্চয় দ্রন্স্কি' - ভাবলেন লেভিন এবং সেটা যাচাই করার জন্য চাইলেন কিটির দিকে। ইতিমধ্যে কিটি দ্রন্স্কিকে দেখে চিকত দ্বিত্তীপাত করল লেভিনের দিকে। অজান্তে উম্জ্বল হয়ে ওঠা চোথের সেই একটা দ্বিত্তীপাত থেকেই লেভিন ব্রুলেন যে কিটি এই লোকটিকে ভালোবাসে, নিজ মুথে কিটি সে কথা বললে যা দাঁড়াত, ব্রুলেন তেমনি স্ক্রিশ্চিত হয়ে। কিন্তু কী ধরনের লোক ইনি?

এখন — ভালো হোক, মন্দ হোক — লেভিন থেকে না গিয়ে পারেন না: তাঁকে জানতে হবে, কিটি যাকে ভালোবেসেছে, কেমনধারা লোক সে।

কিছন কিছন লোক আছে যারা কোনো না কোনো দিক থেকে সোভাগাবান প্রতিদ্বন্দীর দেখা পেলে তার ভেতর ভালো যাকিছন সব বরবাদ করে শ্বন্ব খারাপটাই দেখতে উদ্গ্রীব: উল্টো দিকে আবার কিছন লোক আছে যারা এই সোভাগাবান প্রতিদ্বন্দীর মধ্যে দেখতে চায় কী কী গাণের জনা সে তাদের পরাভূত করল, এবং বাক টনটন করলেও তার মধ্যে খোঁজে শাধ্য ভালোটাই। লেভিন ছিলেন এই ধরনের লোক। কিন্তু প্রন্দিকর মধ্যে ভালো আর আকর্ষণীয়ের খোঁজ পেতে তাঁর বেগ পেতে হল না। সঙ্গে সঙ্গেই তা চোখে পড়ল। স্রন্দিক ছিলেন মধ্যম দৈর্ঘ্যের স্বর্গঠিত দেহের মান্য, কালো চুল, সহদয়, কান্তিমান মাথে অসাধারণ প্রশান্তি আর দ্ট্টা। তাঁর মাথে এবং মাতিতে, ছোটো করে ছাঁটা কালো চুল আর সদ্য কামানো থাতান থেকে শারা করে চওড়া আনকোরা উদি পর্যন্ত স্বর্গকছন্ই সাধারণ, অথচ সাচারা। মহিলাকে পথ ছেড়ে দিয়ে তিনি প্রথমে প্রিন্স-মহিষী, পরে কিটির কাছে গেলেন।

কিটির দিকে যখন তিনি যাচ্ছিলেন তাঁর স্বন্দর চোখজোড়া বিশেষ একটা কমনীয়তায় ঝলমল করে উঠল; প্রায় অলক্ষ্য একটা স্ব্থ আর নয় বিজয়ের হাসি নিয়ে (লেভিনের তাই মনে হল), তিনি সাবধানে সম্মান দেখিয়ে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করলেন এবং বাড়িয়ে দিলেন তাঁর ছোটো তবে চওড়া হাত।

সবাইকে সম্ভাষণ জানিয়ে কয়েকটা করে কথা বলে উনি বসলেন লেভিনের দিকে না চেয়ে, ওঁর ওপর থেকে লেভিনের দ্ছিট সরছিল না।

'আস্বন আলাপ করিয়ে দিই' — লেভিনকে দেখিয়ে প্রিন্স-মহিষী বললেন, 'কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ লেভিন, কাউণ্ট আলেক্সেই কিরিলোভিচ দ্রন্দিক।'

দ্রন্দিক উঠে দাঁড়ালেন এবং বন্ধর মতো লেভিনের চোখের দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

তাঁর সহজ খোলামেলা হাসি হেসে বললেন, 'এই শীতে মনে হয় আমার সঙ্গে আপনার আহারের কথা ছিল, কিন্তু হঠাৎ করে আপনি চলে গেলেন।'

'কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ শহর, আর আমাদের শহ্বরেদের দেখতে পারেন না, ঘেনা করেন' - বললেন কাউন্টেস নত্রিন।

'আমার কথাগন্তা। যখন আপনি এত মনে রাখেন তখন আপনার ওপর তা নিশ্চয় খুব ছাপ ফেলে' — লেভিন বললেন এবং এই কথাগন্তি যে আগেই বলেছেন সেটা মনে পড়ে যাওয়ায় লাল হয়ে উঠলেন।

দ্রন্দিক লেভিন আর কাউন্টেস নড্ স্টনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। জিগোস করলেন, 'আপনি সর্বদাই গ্রামে থাকেন? আমার মনে হয়, শীতকালে একঘেয়ে লাগে, তাই না?'

'কোনো কাজ থাকলে একঘেয়ে নয়, তা ছাড়া নিজেকে তো আর একঘেয়ে লাগে না' - তীক্ষণ জবাব দিলেন লেভিন।

'গ্রাম আমি ভালোবাসি' – লেভিনের গলার সার লক্ষ্য করে এবং লক্ষ্য করেন নি এই ভাব করে দ্রন্সিক বললেন।

কাউণ্টেস নড্'স্টন বললেন, 'কিন্তু আশা করি কাউণ্ট সর্বদা গ্রামে থাকতে রাজি হবেন না।'

'জানি না, গ্রামে আমি থাকি নি বেশিদিন' - স্ত্রন্দিক বলে চললেন, 'তবে একটা অন্তুত অনুভূতি হয়েছিল আমার। মায়ের সঙ্গে নীস্-এ শীত কাটাবার সময় গাঁয়ের জনে।, বাকলের জ্বতো আর চাষীগ্রলো নিয়ে রুশী গাঁয়ের জন্যে আমার যে মন কেমন করেছিল তেমন আর কোথাও হয় নি। জানেনই তো, নীস্ এমনিতেই একটা একঘেয়ে জায়গা। নেপ্ল্স, সরেস্তোও তাই, ভালো লাগে শাধ্ব অলপ সময়ের জন্যে। আর ঠিক সেখানেই বড়ো বেশি মনে পড়ে রাশিয়া, ঠিক তার গাঁয়ের কথাই... সেগালো ঠিক যেন...'

তিনি বলে যাচ্ছিলেন কিটি আর লেভিন, উভয়কেই লক্ষ্য করে: একজনের ওপর থেকে আরেকজনের দিকে তাঁর শান্ত, অমায়িক দ্ভিট ফিরিয়ে --- বলে যাচ্ছিলেন স্পণ্টতই যা তাঁর মাথায় আসছিল।

কাউণ্টেস নড্স্টিন কিছ্ব একটা বলতে চাইছেন লক্ষ্য করে তিনি কথাটা শেষ না করেই থেমে গেলেন, মন দিয়ে শ্বনতে লাগলেন তাঁকে আলাপ ম্হত্তেরি জন্যও থামছিল না, ফলে প্রসঙ্গের ঘাটতি পড়লে ব্দ্ধা প্রিন্স-মহিষীর সর্বাদাই মজ্জ্ব থাকত যে দুটি ভারি কামান: ক্রাসিক

বৃদ্ধা প্রিন্স-মহিষীর সর্বাদাই মজ্বদ থাকত যে দ্বটি ভারি কামান: ক্লাসিক আর আধ্বনিক শিক্ষা এবং বাধ্যতাম্লক সৈনিকবৃত্তি, তা আর ব্যবহার করতে হল না, আর কাউণ্টেস নড্স্টিনেরও লাগা হলনা লেভিনেব পেছনে।

সাধারণ আলাপে যোগ দেবার ইচ্ছে হচ্ছিল লেভিনের, কিন্তু পারছিলেন না: প্রতি মৃহ্তে তিনি নিজেকে বলছিলেন: 'এবার যেতে হয়', কিন্তু চলে গেলেন না, কী যেন আশা করছিলেন।

আলাপ চলল প্ল্যানচেট টেবিল আর প্রেতাত্মা নিয়ে। কাউণ্টেস নড্প্টিন প্রেতবাদে বিশ্বাসী, কী কী অলোকিক কাণ্ড তিনি দেখেছেন সে কথা বলতে লাগলেন তিনি।

আহ্ কাউন্টেস, ভগবানের দোহাই, অবশ্য-অবশ্যই ওদের সঙ্গে আমার যোগাযৌগ করিয়ে দিন। অসাধারণ কিছ্ম আমি দেখি নি, যদিও তার খোঁজে থেকেছি সর্বত্ত - হেসে বললেন ভ্রম্ভিক।

'বেশ, আগামী শনিবার' — জবাব দিলেন কাউপ্টেস নড্রিন, 'আর কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ, এসবে বিশ্বাস করেন?' লেভিনকে জিগে।স করলেন তিনি।

'কেন জিগ্যেস করছেন? জানেনই তো কী আমি বলব।'

'কিন্তু আপনার মত জানতে চাইছি আমি।'

লোভন বললেন, 'আমার মত শ্বধ্ব এই যে এই সব প্ল্যানচেট টোবলে প্রমাণ হয় যে শিক্ষিত সমাজ চাষীদের চেয়ে উন্নত নয়। তারা চোথ দেওয়ায়, মারণ, উচাটন বশীকরণে বিশ্বাস করে, আর আমরা...'

'সে কী আপনি বিশ্বাস করেন না?'

'বিশ্বাস করা সম্ভব নয়।'

'কিন্তু আমি যদি স্বচক্ষে দেখে থাকি?'

'চাষী মেয়েরাও বলে যে তারা বাস্তু ভূতকে দেখেছে।'

'তার মানে আপনি ভাবছেন আমি মিথ্যে বলছি?' নিরানন্দ হাসি হেসে উঠলেন তিনি।

'না, না, মাশা, কনস্তান্তিন দ্মিগ্রিচ বলছেন যে উনি বিশ্বাস করতে পারেন না' — লেভিনের পক্ষ নিয়ে লাল হয়ে বললে কিটি, সেটা লেভিন ব্রুবলেন এবং উত্যক্তি তাঁর আরো বেড়ে গেল, ভেবেছিলেন জবাব দেবেন, কিন্তু কথাবার্তা অপ্রীতিকর হয়ে উঠবে এমন আশংকা দেখা দিতেই তক্ষ্মনি তাঁর খোলামেলা প্রসন্থ হাসি নিয়ে সাহায্যে এলেন দ্রন্দিক।

জিগ্যেস করলেন, 'সম্ভব বলে আপনি একেবারে স্বীকার করেন না? কেন বল্বন তো? বিদ্যুতের অস্তিত্ব আমরা মানি যা কেউ দেখি নি; কেন আরো একটা নতুন শক্তি সম্ভব হবে না, যা আমাদের কাছে এখনো অজ্ঞাত, যা…'

'বিদ্যুণ যখন আবিষ্কৃত হয়' - ক্ষিপ্র বাধা দিয়ে বললেন লেভিন, 'তখন দেখা গিয়েছিল শ্বধ্ব ঘটনাটা, জানা ছিল না কোখেকে তা ঘটছে এবং কী তা করতে পারে, তাকে কাজে লাগাবার আগে বহু যুগ কেটে যায়। প্রেতবাদীরা কিন্তু শ্বর্ব করেছেন প্ল্যানচেট টেবিলকে দিয়ে লিখিয়ে. প্রেতাত্মারা আসছে তাঁদের কাছে, তারপর বলতে লাগলেন যে অজ্ঞাত শক্তি আছে।'

দ্রন্সিক মন দিয়ে লেভিনের কথা শ্বনছিলেন যা তিনি সর্বদা শ্বনে থাকেন, স্পণ্টতই আকৃণ্ট বোধ করছিলেন তাঁর কথায়।

'তা ঠিক, কিন্তু প্রেতবাদীরা বলেন: এ শক্তিটা কী তা বর্তমানে আমরা জানি না, কিন্তু শক্তি আছেই, আর ঐ পরিস্থিতিতে তা সক্রিয় হচ্ছে। শক্তিটা কী তা বার কর্ন বিজ্ঞানীরা। কেন এটা নতুন কোনো শক্তি হতে পারবে না, আমি তার কোনো কারণ দেখছি না, যদি তা...'

'কারণ' — বাধা দিলেন লেভিন, 'বিদ্যুতের ক্ষেত্রে যতবারই আপনি উল দিয়ে রজন ঘষবেন, ততবারই, দেখা যাবে নির্দিষ্ট একটা ঘটনা, আর এক্ষেত্রে ঘটছে প্রতিবার নয়, তার মানে প্রাকৃতিক ব্যাপার নয়।'

সম্ভবত, কথাবার্তাটা ড্রায়িং-র্মের পক্ষে বড়ো বেশি ভারী হয়ে উঠছে অন্ভব করে দ্রন্দিক আর আপত্তি করলেন না, প্রসঙ্গ ফেরাবার চেন্টায় ফুর্তিতে হেসে তিনি ফিরলেন মহিলাদের দিকে। বললেন, 'আসন্ন কাউণ্টেস, এক্ষ্বনি চেণ্টা করে দেখা যাক'; কিন্তু লেভিনের ইচ্ছে, যা ভেবেছেন তা প্ররো বলবেন।

তিনি বলে চললেন, 'আমি মনে করি যে কোনো একটা নতুন শক্তি দিয়ে নিজেদের আজব কান্ডগ্রেলো ব্যাখ্যা করার জন্যে প্রেতবাদীদের এই প্রচেন্টা একেবারে অসার্থক। তাঁরা সরাসরি আত্মিক শক্তির কথা বলছেন আর চাইছেন তার একটা বস্থুগত পরীক্ষা চালাতে।'

সবাই অপেক্ষা করছিলেন কখন ডীন শেষ করবেন, লেভিনও টের পাচ্ছিলেন সেটা।

'আর আমি মনে করি, চমংকার মিডিয়াম হবেন আপনি' — বললেন কাউন্টেস নড্স্টিন, 'আপনার মধ্যে ভাবাবেগের মতো কী একটা যেন আছে।'

মূখ খুলতে গিয়েছিলেন লেভিন, ভেবেছিলেন কিছা, একটা বলবেন, কিন্তু লাল হয়ে গিয়ে কিছাই আর বললেন না।

দ্রন্দিক বললেন, 'আস্ক্রন, কাউণ্টেস, এখনই টেবিলের পরীক্ষা হয়ে যাক। আর্পনার আপত্তি নেই তো প্রিন্সেস?'

উঠে দাঁড়িয়ে দ্রন্দিক এদিক ওদিক চেয়ে টেবিল খ্রন্ধতে লাগলেন।
কিটি টেবিল ছেড়ে উঠে পাশ দিয়ে যাবার সময় চোখাচোখি হয়ে গেল লেভিনের সঙ্গে। তার ভারি কণ্ট হচ্ছিল লেভিনের জন্য, কণ্টটা আরো হচ্ছিল এই কারণে যে ওঁর দুর্ভাগ্যের হেতু সে-ই। তার চাউনি বলছিল,

পারলে আমায় ক্ষমা কর্ন, আমি ভারি স্থী।

আর লেভিনের দ্ভি জবাব দিলে, 'ঘ্ণা করি সবাইকে, আপনাকেও, নিজেকেও।' টুপি তুলে নিলেন তিনি, কিন্তু চলে যাবার নির্বন্ধ তাঁর ছিল না। ছোটো টেবিলটা ঘিরে সবাই জ্বটতে চাইছে আর লেভিন চাইছেন যেতে এমন সময় ঘরে ঢুকলেন বৃদ্ধ প্রিন্স, মহিলাদের সঙ্গে সম্ভাষণ বিনিময় করে ফিরলেন লেভিনের দিকে।

সানদে তিনি শ্রুর করলেন, 'আরে! অনেকদিন হল নাকি? আমি জানতাম না যে তুমি এখানে। ভারি খুশি হলাম আপনাকে দেখে।'

বৃদ্ধ প্রিন্স লোভনকে কখনো বলছিলেন 'তুমি', কখনো 'আপনি'। লোভনকে আলিঙ্গন করে তাঁর সঙ্গেই কথা জ্বড়লেন, খেয়াল করলেন না স্রন্দিককে। স্রন্দিক উঠে দাঁড়িয়ে শাস্তভাবে অপেক্ষা করছিলেন কখন প্রিন্স ফিরবেন তাঁর দিকে। কিটি টের পাচ্ছিল যা ঘটে গেছে তার পর বাপের এই মনোযোগ লেভিনের পক্ষে কত দ্বঃসহ। এও সে দেখল যে বাপ শেষ পর্যস্ত দ্রন্দিকর অভিবাদনের জ্বাবে কী নির্ব্তাপ প্রত্যাভিবাদন দিলেন এবং কী অমায়িক বিহ্বলতায় দ্রন্দিক চাইছিলেন তার পিতার দিকে, ব্রধার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু ব্রধতে পার্রাছলেন না কেন, কিসের জন্য তাঁর প্রতি বির্পতা সম্ভব। লাল হয়ে উঠল কিটি।

কাউন্টেস নর্ভারন বললেন, 'প্রিন্স, কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচকে আমাদের ছেডে দিন। আমরা একটা পরীক্ষা করতে চাই।'

'কী পরীক্ষা? টেবিল ঢালনা? কিন্তু ভদু মহোদয় ও মহোদয়ারা, মাপ করবেন আমার, আমার ধারণা, ''কলেচ্কো' খেলায় মজা বেশি' ত্রন্সিকর দিকে তাকিয়ে এবং তিনি-ই যে ব্যাপারটার হোতা তা আন্দাজ করে বৃদ্ধ প্রিন্স বললেন, 'কলেচ্কো'র তব্ব একটা মানে হয়।'

দ্রন্দিক তাঁর অচণ্ডল চোখে প্রিন্সের দিকে তাকালেন অবাক হয়ে এবং সামান্য হেসে তক্ষ্নি কাউন্টেস নড্স্টিনের সঙ্গে আলাপ শ্রু করলেন আগামী সপ্তাহে বড়ো রকমের একটা বলনাচের ব্যাপার নিয়ে।

কিটির দিকে তিনি ফিরলেন, 'আশা করি আপনি আসবেন, আসবেন তো?'

বৃদ্ধ প্রিন্স তাঁর কাছ থেকে সরে যেতেই লেভিন অলক্ষ্যে বেরিয়ে গেলেন, এ সন্ধ্যার শেষ যে ছাপটা তাঁর মনে রইল, সেটা বলনাচ নিয়ে দ্রন্দিকর জিজ্ঞাসার জবাবে কিটির হাসিমাখা স্বখী ম্বচ্ছবি।

11 5611

সান্ধ্য বাসর শেষ হলে কিটি মাকে বললে লেভিনের সঙ্গে তার কী কথা হয়েছে আর লেভিনের জন্য তার কণ্ট হলেও এই ভেবে তার খুনিশ লাগছিল যে তার কাছে বিবাহপ্রস্তাব করা হয়েছে। তার সন্দেহ ছিল না যে সে উচিত কাজই করেছে। কিন্তু শয্যায় অনেকখন ঘুম এল না তার। একটা ছবি কিছুতেই ছেড়ে যাচ্ছিল না তাকে। সেটা ভুরু কোঁচকানো লেভিনের মুখ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার পিতার কথা শোনবার সময় সে ভুরুর তল থেকে মনমরার মতো চাইছিল তাঁর সদয় চোখ, যখন তিনি দ্ভিপাত

করছিলেন তার আর দ্রন্সিকর দিকে। তাঁর জন্য এত কন্ট হল যে চোখ ভরে উঠল জলে। কিন্তু ওঁর বদলে যাঁকে সে বেছেছে, তক্ষ্মনি তাঁর কথা ভাবল সে। তার স্পন্ট মনে পড়ল সেই পৌর্ষবাঞ্জক দ্ট় ম্থমন্ডল, সেই উদার স্থৈয় আর তাঁর সর্বাকছ্ম থেকে বিকিরিত সবার প্রতি সহায়তা; মনে পড়ল নিজের প্রতি তাঁর ভালোবাসা যাঁকে সে ভালোবেসেছে এবং ফের প্রাণ তার ভরে উঠল আনন্দে, স্মথের হাসি নিয়ে সে বালিশে মাথা দিলে। নিজেকে সে বলছিল, 'কন্ট হচ্ছে, কন্ট হচ্ছে, কিন্তু কী করি? আমার তো দোষ নেই'; কিন্তু অন্তরের কন্টস্বর বলছিল ভিন্ন কথা। কিসের জন্য তার অন্তাপ হচ্ছে - লেভিনকে আকৃন্ট করেছে, নাকি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে বলে, তা সে জানত না। কিন্তু নানা দ্মিন্টন্তায় স্থ ওর বিষয়ে যাচ্ছিল। ভগবান দয়া করো, ভগবান দয়া করো, ভগবান দয়া করে।' ঘ্মিয়ে না পড়া পর্যন্ত নিজের জন্য এই প্রার্থনা করে গেল সে।

এই সময় নিচে, প্রিন্সের ছোটো পাঠকক্ষে চলছিল স্নেহের মেয়েকে নিয়ে মা-বাপের মধ্যে ঘন ঘন কলহের একটা।

'কী বলছি? এই বলছি!' দ্ব্হাত আস্ফালন করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ড্রেসিং-গাউনটা ঠিক করে নিয়ে চে'চিয়ে উঠলেন প্রিন্স 'বলছি যে আপনার গর্ববোধ নেই, মর্যাদাবোধ নেই, মেয়ের নাম ডোবাচ্ছেন, তাকে ধ্বংস করছেন এই হীন, নির্বোধ ঘটকালৈ করে!'

'কিন্তু দোহাই, ভগবানের দোহাই প্রিন্স, কী আমি করলাম?' প্রিন্স-মহিষী বললেন কাঁদোকাঁদো হয়ে।

মেয়ের সঙ্গে কথা কওয়ার পর তিনি খানি হয়ে প্রিল্সের কাছে এসিছিলেন সচরাচরের মতো শাভরাত্তি জানাতে এবং যদিও লেভিনের প্রস্তাব ও কিটির প্রত্যাখ্যানের কথা জানাবার কোনো অভিপ্রায় তাঁর ছিল না, তাহলেও স্বামীকে এই ইঙ্গিত দেন যে তাঁর মনে হচ্ছে, শ্রন্দিকর ব্যাপারটা শেষের মাখে এসে পড়েছে, ওঁর মা এলেই স্থির হয়ে যাবে সব। এই কথা শানেই প্রিল্স খেপে ওঠেন এবং অশালীন গালাগালি দিয়ে চেটাতে থাকেন।

'কী আপনি করেছেন? করেছেন এই: প্রথমত আপনি টোপ ফেলে বর ধরেছেন, গোটা মন্ফো সে কথা বলাবলি করবে এবং য্বক্তিসহকারেই। আপনি যদি সান্ধ্য বাসরের আয়োজন করেন, তাহলে সবাইকে ডাকুন, শ্বধ্ব বাছাই করা পাত্রদের নয়। ডাকুন সমস্ত এই ন্যাকার্মাণদের (মন্ফোর য্বকদের প্রিন্স এই নাম দিয়েছিলেন), পিয়ানোবাদক ভাড়া কর্ন, নাচানাচি কর্ক সবাই — আজকের মতো কেবল পাত্রদের জোটানো নয়। আমার দেখতেও বিছছিরি লাগে, বিছছিরি, আর আপনি যা চেয়েছিলেন পেয়েছেন, মাথা ঘ্ররিয়ে দিয়েছেন মেয়েটার। লোভন হাজারগর্ণ ভালো লোক। আর এই পিটাস বর্গা বাব্রিট — এদের বানানো হয় যলের, সবাই ওরা একই ধাঁচের এবং সবাই ওঁছা। ও যদি বনেদী ঘরের প্রিন্সও হয়, তাহলেও ওকে কোনো দরকার নেই আমার মেয়ের!'

'কিস্তু কী আমি করেছি?'

'করেছেন এইটে...' রাগে চে°চিয়ে উঠলেন প্রিন্স।

বাধ। দিয়ে প্রিন্স-মহিষী বললেন, 'তোমার কথা শ্নুনতে গেলে মেয়ের বিয়ে হবে না কখনো। আর তাই যদি হয়, তাহলে গাঁয়েই চলে যাওয়া দরকার।'

'সেই ভালো।'

'শোনো, আমি কি পাত্র ধরার সন্ধানে আছি? কখনো তা করি নি। নেহাৎ একটি যুবক এবং অতি উত্তম যুবক প্রেমে পড়েছে এবং মনে হয় মেয়েটিও...'

'হাাঁ, আপনার মনে হচ্ছে! মেয়েটি যদি সত্যিই প্রেমে পড়ে থাকে আর বিয়ে করার কথা উনি ততটাই ভাবছেন যতটা আমি, তাহলে? ওহ্! ওঁকে যদি কখনো চোখে না দেখতে হত!.. 'ও প্রেতবাদ, ও নীস্, ও বলনাচ...''— আর এই প্রতিটি শব্দের পর প্রিন্স দ্বীকে অন্করণ করে আধবসা হয়ে অভিবাদনের ভঙ্গি করতে লাগলেন, 'এই করেই আমরা দ্বর্ভাগা করে তুলব কিটিকে, এই করে সতিয়ই ওর মাথায় ঢুকবে...'

'কিন্তু তুমি তা ভাবছ কেন?'

'আমি ভাবছি না, জানি; এ ব্যাপারে আমাদের চোখ আছে, মেয়েদের নেই। একজন লোককে আমি দেখতে পাচ্ছি যার গ্রুত্বস্র্পার্ণ সংকলপ আছে, সে লেভিন; তিতির-টিতিরও আমি দেখতে পাই, যেমন এই নাগরটি, শুধ্ব আমোদ-আহ্যাদ হলেই যার হল।'

'মাথায় ঢুকিয়েছ যতসব...'

'এ সব কথা তোমার মনে পড়বে, যখন আর সময় থাকবে না, যেমন ডল্লির বেলায়।'

'নাও হয়েছে, হয়েছে, এ সব কথা আর তুলব না' — ডল্লির কথা মনে পডায় ওঁকে থামিয়ে দিলেন প্রিন্স-মহিষী। 'সে তো তোফা, শ্ভরাতি!'

পরস্পরের ওপর দ্রুস করে ওঁরা চুম্বন বিনিময় করলেন, কিন্তু দ্বজনেই টের পাচ্ছিলেন যে ওঁরা নিজের নিজের মত আঁকড়েই রইলেন। যে যাঁর ঘরে গেলেন স্বামী-স্বা।

প্রথমটা প্রিন্স-মহিষীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আজকের সন্ধ্যায় কিটির ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে, ভ্রন্স্কির অভিপ্রায়ে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না; কিন্তু স্বামীর কথাগ্লোয় তিনি গোলমালে পড়লেন। নিজের ঘরে এসে তিনি ঠিক কিটির মতোই ভবিষ্যতের অনিশ্চিতির সামনে কয়েক বার প্নরাব্তি করলেন: 'ভগবান কুপা করো, ভগবান কুপা করো,'

11 56 11

পারিবারিক জীবন কী তা দ্রন্দিক জানতেন না। যৌবনে তাঁর মা ছিলেন উচ্চ সমাজের মনোহারিণী মহিলা, বিয়ে করার সময় এবং বিশেষ করে তার পরে বহু প্রেমলীলা করেছেন তিনি, গোটা সমাজ তা জানত। পিতাকে দ্রন্দিকর প্রায় মনে পড়ে না, শিক্ষা পান পেজেস কোরে।

স্কুল থেকে চমংকার তর্ণ অফিসার হয়ে বেরিয়ে এসেই তিনি পিটার্সবি,গের ধনী সামরিক অফিসারদের মহলে গিয়ে পড়েন। কখনো কখনো সমাজে গেলেও তাঁর প্রেমের সমস্ত আকর্ষণগ**্**লো ছিল সমাজের বাইরে।

বিলাসবহ্বল আর র্ক্ষ পিটার্সব্বর্গ জীবনের পর দ্রন্দিক মন্ফোতে প্রথম অন্তব করলেন সমাজের একটি মনোরমা নিন্পাপ বালিকার সঙ্গে সালিধ্যের মাধ্যুর্ব, যে ভালোবেসেছে তাঁকে। কিটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে খারাপ কিছ্বু থাকতে পারে, এটা তাঁর কল্পনাতেই আসে নি। বলে তিনি নাচতেন প্রধানত তার সঙ্গেই; খেতেন ওঁদের বাড়িতে। তার সঙ্গে তিনি যেসব কথা বলতেন, সাধারণতই তা বলা হয়ে থাকে সমাজে, যত বাজে কথা, কিন্তু সেই বাজে কথাকেই তিনি অজান্তে কিটির কাছে বিশেষ অর্থময় করে তুলতেন। স্বার সমক্ষে যা বলতে পারেন না তেমন কোনো কথা কিটিকে না বললেও তিনি অন্তব করছিলেন যে কিটি ক্রমেই তার ম্থাপেক্ষী হয়ে উঠছে এবং যত তা অন্তব করছিলেন ততই সেটা তাঁর ভালো লাগছিল,

কিটির প্রতি তাঁর মনোভাব হয়ে উঠছিল কোমল। তিনি জানতেন না যে কিটির কাছে তাঁর এই ধরনের আচরণের একটা নির্দিষ্ট নাম আছে, এটা হল বিবাহের সংকল্প না করে বালিকার মন ভোলানো আর এই ভোলানোটাই হল তাঁর মতো চমংকার যুবকদের ভেতর প্রচলিত গহিতি আচরণের একটা। তাঁর মনে হচ্ছিল এই তৃপ্তি আবিষ্কার করেছেন তিনিই প্রথম এবং সে আবিষ্কারে পরম আননদ পাচ্ছিলেন তিনি।

সে সন্ধ্যায় কিটির মা-বাবা কী কথা কয়েছেন তা যদি তিনি শ্বনতে পেতেন, তিনি যদি নিজেকে পরিবারেব দ্ভিকৈবাণে নিয়ে গিয়ে জানতে পারতেন যে কিটিকে তিনি বিয়ে না করলে সে অস্থী হবে, তাহলে ভয়ানক অবাক লাগত তাঁর এবং সেটা বিশ্বাস করতে পারতেন না। তিনি বিশ্বাসই করতে পারতেন না যে তাঁকে এবং বড়ো কথা কিটিকে যা এমন তৃপ্তি দিচ্ছে সেটা খারাপ কিছ্ব হতে পারে। তাঁর যে বিয়ে করা উচিত, এটা তিনি বিশ্বাস করতে পারতেন আরো কম।

বিয়ে তাঁর কাছে সম্ভবপর বলে কদাচ মনে হয় নি। পারিবারিক জীবন তিনি শুধু যে ভালোবাসতেন না তাই নয়, যে অবিবাহিত দুনিয়ায় তাঁর বাস, সেথানকার সাধারণ দৃণ্টিভঙ্গি অনুসারে পরিবারে, বিশেষ করে স্বামী হিশেবে নিজেকে কল্পনা করা তাঁর কাছে মনে হত বিজাতীয়, তার চেয়েও বেশি হাস্যকর। কিটির মা-বাবা কী বলাবলি করেছেন তাঁর কোনো সন্দেহ না থাকলেও সে সন্ধ্যায় শ্যেরবাংস্কিদের ওখান থেকে বেরিয়ে তিনি অনুভব করছিলেন যে তাঁর আর কিটির মধ্যে যে গোপন আত্মিক সংযোগ ছিল, সেটা সে সন্ধ্যায় এত দৃঢ়ীভূত হয়ে উঠেছে যে কিছু একটা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। কিস্তু কী করা সম্ভব এবং উচিত সেটা তিনি ভেবে পাছিলেন না।

বরাবরের মতো নির্মালতা আর শ্লিগ্ধতার একটা প্রীতিকর অন্তর্ভূতি নিয়ে — যা এসেছে অংশত সারা সন্ধে তিনি ধ্মপান করেন নি বলে এবং সেইসঙ্গে তাঁর প্রতি কিটির ভালোবাসায় তাঁর মন গলে যাবার একটা নতুন অন্তর্ভূতি থেকে — শ্যেরবাংশ্কিদের ওখান থেকে বেরিয়ে দ্রন্সিক ভাবছিলেন, 'সবচেয়ে যেটা অপর্ব', সেটা আমরা কেউ কিছ্ব বলি নি, কিন্তু দ্র্ঘিপাত আর কথার ধ্বনিভঙ্গির এই অদ্শ্য কথোপকথনে আমরা পরম্পরকে এত ব্রুতে পেরেছি যে কথাটা সে মুখ ফুটে যদি বলতও, তার চেয়েও আজ পরিষ্কার হয়ে গেছে যে আমায় সে ভালোবাসে। আর কী

মধ্রর, সহজ, এবং বড়ো কথা, আন্থায় তা ভরা! আমি নিজেই নিজেকে অন্তব করছি আরো ভালো, আরো নিম'ল বলে। আমি অন্তব করছি যে আমার একটা হৃদয় আছে, অনেক ভালো কিছ্র আছে আমার ভেতর। কী মিণ্টি প্রেমাকুল চোখ। যখন সে বললে: খ্রবই...'

'তা কী হল । কিছুই না। আমারও ভালো লাগছে। ওরও ভালো লাগছে।' তারপর সন্ধেটা কোথায় শেষ করা যায় এই নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন তিনি। 'ক্লাবে? এক হাত বেজিক খেলা, ইগ্নাতভের সঙ্গে শ্যাশ্পেন? না, যাব না। Château des fleurs, সেখানে থাকবে অব্লোন্দিক, গান, ক্যানক্যান নাচ। উহু, বিরক্তি ধরে গেল। শ্যেরবাংদিকদের আমি এই জন্যেই ভালোবাসি যে নিজেই আমি ভালো হয়ে উঠি। ঘরেই ফেরা যাক।' সোজা তিনি গেলেন দ্যুস্সো হোটেলে নিজের কামরায়, ঘরে নৈশাহার আনতে বললেন, তারপর ধরাচ্ড়া খুলে বালিশে মাথা ঠেকাতে না ঠেকাতেই বরাবারের মতো ঘুমিয়ে পড়লেন তাঁর গভীর শাস্ত ঘুমে।

11 29 11

পরের দিন বেলা এগারোটায় মাকে আনবার জন্য দ্রন্দিক গেলেন পিটার্সব্বর্গ রেল স্টেশনে আর বড়ো সি'ড়িতে প্রথম যাঁকে দেখলেন তিনি অব্লোন্দিক, এসেছেন বোনের জন্য, একই ট্রেনে আসছেন তিনি। 'আরে হ্বজ্বর যে!' চে'চিয়ে উঠলেন অব্লোন্দিক, 'কাকে নিতে এসেছ?'

'মাকে' — অব্লোন্ স্কির সঙ্গে দেখা হলে সবারই মুখে হাসি ফোটে, দ্রন্ স্কিও হেসে করমর্দনি করে একসঙ্গে উঠতে লাগলেন সি'ড়ি দিয়ে, 'পিটাস্ব্র্গ থেকে আজ ওঁর আসার কথা।'

'ওদিকে আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করেছি রাত দ্বটো পর্যস্ত। শ্যেরবাংস্কিদের ওখান থেকে গিয়েছিলে কোথায়?'

'হোটেলে' — বললেন ভ্রন্দিক, 'দ্বীকারই করছি, কাল শ্যেরবাংদ্কিদের ওখান থেকে মনটা এত ভালো লাগছিল যে কোথাও যাবার ইচ্ছে হল না।'

'দৌড়বাজ ঘোড়াকে চেনা যায় তার গায়ে দাগা মার্কা দেখে, আর প্রেমিক যুবককে চেনা যায় তার ভাবাকুল চোখ দেখে' — ঘোষণ করলেন স্তেপান গার্কাদিচ, ঠিক আগে যেমন করেছিলেন লেভিনের কাছে।

দ্রন্দিক এমন ভাব করে হাসলেন যেন এতে তিনি আপত্তি করছেন না, কিন্তু তংক্ষণাং আলাপের প্রসঙ্গ পালটালেন।

জিগ্যেস করলেন, 'আর তুমি কাকে নিতে এসেছ?'

অব্লোন্দিক বললেন, 'আমি? আমি এসেছি একটি স্কুদ্রী মহিলার জন্যে।'

'বটে !'

'Honni soit qui mal y pense!* বোন আন্নার জন্যে।'

ञन् म्कि वलालन, '७, कार्त्वानना?'

'তুমি নিশ্চয় চেনো?'

'মনে হচ্ছে চিনি। কিন্তু বোধ হয় না... সত্যি ঠিক মনে নেই' — অন্য-মনস্কভাবে বললেন দ্রন্স্কি, কারেনিনা নামটার সঙ্গে সঙ্গে কী একটা যেন কাটখোট্রা আর একঘেয়ে তাঁর কল্পনায় আবছা ভেসে উঠেছিল।

'কিস্তু আমার নামজাদা ভগ্নিপতি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে জানো নিশ্চয়। সারা দুর্নিয়া তাকে চেনে।'

'মানে ওই নামে চিনি, আর চোথের দেখায়। জানি তিনি বৃদ্ধিমান, স্মৃশিক্ষিত, এবং কী ধরনের যেন ধর্মপ্রাণ... তবে জানোই তো এটা আমার... not in my line**' — বললেন ভ্রন্সিক।

'কিন্তু উনি অসাধারণ মান্য: একটু রক্ষণশীল, কিন্তু চমংকার লোক' — স্তেপান আর্কাদিচ মন্তব্য করলেন, 'চমংকার লোক।'

'সে তো তাঁর পক্ষে ভালোই' — হেসে দ্রন্দিক বললেন। 'আরে তুমি এখানে' — দরজার কাছে দাঁড়ানো মায়ের ঢ্যাঙা বৃদ্ধ খানসামাকে দেখে বললেন তিনি. 'এদিকে এসো।'

সকলের কাছেই স্তেপান আর্কাদিচের যা আকর্ষণ তা ছাড়াও দ্রন্দিক তাঁর প্রতি বিশেষ অন্বাগ বোধ করছিলেন আরো এই জন্য যে তিনি তাঁকে একত্রে ধরেছেন কিটির সঙ্গে।

হেসে তাঁর হাতটা নিয়ে দ্রন্দিক বললেন, 'তাহলে কী, রবিবারে কিন্নরীপ্রধানার জন্যে নৈশভোজ হচ্ছে?'

'অবশ্যই। আমি চাঁদা তুলছি। ও হ্যাঁ, কাল আমার বন্ধ, লোভিনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে?' জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

এটা মে খারাপভাবে বোঝে, ধিক তাকে! (ফরাসি)।

 ^{**} আমার এর্খাতয়ার নয় (ইংরেজি)।

'হবে না মানে? কিন্তু কেন জানি উনি চলে গেলেন তাড়াতাড়ি।'
'ভারি ভালো লোক' — বলে চললেন অব্লোন্স্কি, 'তাই না?'

দ্রন্দিক বললেন, 'জানি না কেন সমস্ত মদ্কোওয়ালাদের মধ্যে, অবিশ্যি যাঁর সঙ্গে কথা কইছি তিনি বাদে' — রহস্য করে যোগ দিলেন তিনি, 'র্ক্ষ কী একটা যেন আছে। এই একেবারে উত্তেজিত, ক্র্দ্ধ, যেন স্বকিছ্র্দিয়ে টের পাওয়াতে চায় কী একটা...'

'হাাঁ, হাাঁ, আছে বটে, সত্যি আছে…' — ফুর্তিতে হেসে উঠলেন শুেপান আর্কাদিচ।

'কী, শিগগিরই আসছে কি?' রেল কর্মচারীকে জিগোস করলেন ভ্রন্ফিন।

'ট্রেন আসছে' — জবাব দিল সে।

ট্রেন যত কাছিয়ে আসে ততই তোড়জোড় শ্রুর হয়ে যায় স্টেশনে, ছর্টোছর্টি করে মর্টেরা, দেখা দেয় সশস্ত্র পর্বিশ আর কর্মচারী, এগিয়ে যায় যায়া আজায়স্বজন বশ্বান্ধবদের জন্য এসেছিল। হিমেল ভাপের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছিল ভেড়ার চামড়ার খাটো কোট আর ফেল্টের নরম হাই-ব্রট পরা মজর্রেরা বাঁকা রেল লাইন ডিঙিয়ে যাচ্ছে। শোনা গেল দ্রেরর লাইনে ইঞ্জিনের হ্রইসিল আর ভারী কী একটা চলাচলের আওয়াজ।

'না' — দ্রন্দিককে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, কিটি প্রসঙ্গে লেভিনের সংকল্পের কথা জানাবার ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁর, 'না, তুমি আমার লেভিনকে সম্ভবত ঠিক বোঝো নি। অতি উত্তেজনাপ্রবণ লোক সে, অপ্রীতিকর হয়েও ওঠে তা সতাি, কিন্তু মাঝে মাঝে সে হয়ে ওঠে ভারি ভালো। অতি সং ন্যায়নিষ্ঠ লোক, মনখানা সোনার। কিন্তু কাল ছিল একটা বিশেষ কারণ' — অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বলে চললেন স্থেপান আর্কাদিচ, একেবারেই ভুলে গোলেন বন্ধুর প্রতি তাঁর অকৃতিম দরদ যা তিনি কাল অন্ভব করেছিলেন, এবং এখন ঠিক সেইরকম দরদই অন্ভব করছেন শ্ধু দ্রন্দিকর প্রতি, 'হাাঁ, কারণ ছিল যাতে তার পক্ষে বিশেষ সমুখী এথবা বিশেষ অসুখী হওয়া সম্ভব।'

দ্রন্দিক থেমে গিয়ে সোজাস্মজি প্রশ্ন করলেন:

'তার মানে? নাকি সে কাল তোমার belle soeur*-এর কাছে প্রস্তাব দিয়েছে?'

শ্যালিকা (ফরাসি)।

স্ত্রেপান আর্কাদিচ বললেন, 'হয়ত। কাল আমার এমনি কিছ্ন একটা মনে হয়েছিল। হাাঁ, ও যখন আগেই চলে গেছে, আর মন-মেজাজও ভালো ছিল না, তখন এটা তাই... অনেকদিন থেকে ও প্রেমে পড়েছে, ওর জন্যে ভারি কন্ট হয় আমার।'

'বটে!.. তবে আমি মনে করি কিটি ওর চেয়ে ভালো পাত্রের ভরসা করতে পারে।' এই বলে দ্রন্দিক ব্বক টান করে ফের হাঁটা শ্বর্ক করলেন, 'তবে আমি তো ওকে চিনি না' — যোগ করলেন তিনি, 'হাাঁ, এ এক বিছছিরি অবস্থা! এইজন্যেই বেশির ভাগ লোক পছন্দ করে ক্লারাদের সাহচর্য'। সেখানে অসাফল্যে প্রমাণ হয় যে টাকা ততটা নেই। আর এখানে — মর্যাদাটাই বিপন্ন। যাক গে, ট্রেন এসে গেছে।'

সত্যিই দ্রে হুইসিল দিল ইঞ্জিন। কয়েক মিনিট বাদে কে'পে কে'পে উঠল প্ল্যাটফর্ম, ফোঁস ফোঁস করে ভাপ ছেড়ে ঢুকল ইঞ্জিন, হিমে সে ভাপ ন্রে পড়ছিল নিচের দিকে, ধীরে ধীরে, মাপা তালে মাঝের চাকার সঙ্গে লাগানো পিস্টন-রড বে'কে যাচ্ছে আর টান হচ্ছে, আঁটসাঁট পোশাকে হিমানীতে আচ্ছন্ন ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে আছে, টেন্ডারের পেছনে ক্রমেই ধীরে আর প্ল্যাটফর্মকে বেশি করে কাঁপিয়ে এল মালপত্তরের ওয়াগন, তাতে ঘেউ ঘেউ করছে একটা কুকুর, শেষে প্যাসেঞ্জার ওয়াগনগন্লো কে'পে কে'পে এসে থামল।

চটপটে কনডাক্টর হুইসিল দিতে দিতে লাফিয়ে নামল ট্রেন থেকে, তার পেছনে একের পর এক অধীর যাত্রী: নিজেকে টান টান করে চারিদিকে কড়া চোখে তাকাতে থাকল এক গার্ড অফিসার; খুদির হাসি হেসে থিল হাতে নামল এক শশবাস্ত বেনিয়া; কাঁধে বস্তা ঝুলিয়ে চাষী।

অব্লোন্ স্কির পাশে দাঁড়িয়ে দ্রন্ স্কি দেখছিলেন ওয়াগনগন্লো আর তা থেকে নামা যাত্রীদের, মায়ের কথা তিনি একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন তখন। কিটি সম্পর্কে এখন তিনি যা জানলেন সেটা উদ্বন্ধ আর উল্লাসিত করেছিল তাঁকে। আপনা থেকেই ব্বক তাঁর টান হয়ে উঠেছিল, জনলজনল করে উঠেছিল চোখ। নিজেকে তিনি বিজয়ী বলে ভাবছিলেন।

'কাউণ্টেস ভ্রন্স্কায়া এই কম্পার্টামেণ্টে' --- ভ্রন্স্কির কাছে এসে জানাল চটপটে সেই কনডাক্টর।

কনডাক্টরের কথায় চৈতন্য ফিরল তাঁর, মা আর তাঁর সঙ্গে আসন্ন সাক্ষাতের কথা ভাবতে হল। আসলে মায়ের প্রতি তাঁর কোনো শ্রদ্ধা ছিল না এবং সে সম্পর্কে সচেতন না থেকেই ভালোবাসতেন না তাঁকে, যদিও যে মহলে তাঁর জীবনযাত্রা সেখানকার বোধ, নিজের শিক্ষাদীক্ষা অনুসারে অতিমাত্রায় বাধ্যতা আর শ্রহ্মা ছাড়া মায়ের সঙ্গে অন্য কোনো সম্পর্ক তিনি কল্পনা করতে পারতেন না আর বাইরে যতই তিনি হতেন বাধ্য ও সশ্রহ্ম, মনে মনে ততই তিনি তাঁকে কম শ্রহ্মা করতেন, কম ভালোবাসতেন।

11 5 8 11

কনডাক্টরের পেছন পেছন ভ্রন হিক উঠলেন ওয়াগনটায়, একজন মহিলা বেরিয়ে আসছিলেন, তাঁকে পথ দেবার জন্য থামলেন কম্পার্টমেন্টে ঢোকার মুথে। উ⁶চু সমাজের লোকেদের অভ্যস্ত মাত্রাবোধে ভ্রন দিক মহিলার চেহারার দিকে একবার চেয়েই বুঝলেন ইনি উ'চু সমাজের লোক। ক্ষমা চেয়ে তিনি ভেতরে যাবার উপক্রম করছিলেন, কিন্তু মহিলাটির প্রতি আরেকবার চেয়ে দেখার তাগিদ বোধ করলেন তিনি — সেটা এই জন্য নয় যে মহিলা অতীব স্ক্রা, তাঁর সমস্ত দেহলতা থেকে স্কার্তা আর সংযত ভঙ্গিমালাবণ্য দেখা গিয়েছিল বলে নয়, এই জন্য যে দ্রন্সিকর পাশ দিয়ে উনি যখন যাচ্ছিলেন তখন তাঁর মিণ্টি মুখখানায় ভারি কমনীয় স্লেহময় একটা ভাব দেখা গিয়েছিল। দ্রনাস্কি যথন মুখ ফেরালেন, তিনিও মুখ ফিরিয়েছিলেন। ঘন আঁখিপল্লবে তাঁর উজ্জবল ধ্সের যে চোখ-पर्टा कारला वरल भरत হয় তा वश्वत भरा निवन्न रल <u>सर्</u>नाम्कत মুখে, যেন তাঁকে চিনতে পেরেছেন, পরমুহুতে ই কাকে যেন খ্জতে চলে গেলেন এগিয়ে আসা ভিড়ের মধ্যে। এই সংক্ষিপ্ত দ্রণ্টিপাতেই দ্রন্স্কির চোখে পড়ল তাঁর মুখের সংযত সজীবতা, উজ্জবল চোখ আর বঙ্কম রক্তিম ঠোঁটে ঈষং হাসির মাঝখানে তার ঝিলিমিল। যেন তাঁর সত্তা পূর্ণ হয়ে হয়ে তার উদ্বৃত্তটা তাঁর ইচ্ছার অপেক্ষা না করেই আত্মপ্রকাশ করছে কখনো চোখের ছটায়, কখনো হাসিতে। ইচ্ছে করেই তিনি তাঁর চোখের ছটা চাপা দিতে চেয়েছেন, কিন্তু তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা দেখা দিয়েছে তাঁর প্রায় অলক্ষ্য হাসিতে।

প্রন্দিক ভেতরে গেলেন। মা তাঁর রোগাটে ব্দ্ধা, কালো চোখ, কুণ্ডলর্গি করা চুল। ছেলেকে দেখে চোখ কুণ্চকে তিনি পাতলা ঠোঁটে সামান্য হাসলেন। সোফা থেকে উঠে দাসীকে থলে দিয়ে তিনি ছোট্ট শক্কনো হাত বাড়িয়ে দিলেন ছেলের দিকে, তারপর তাঁর মাথা তুলে চুম্বন করলেন মুখে।

'টেলিগ্রাম পেয়েছিল? ভালো তো? ভগবানের কুপা।'

'ভালোয় ভালোয় এসেছ তো?' মায়ের পাশে বসে জিগ্যেস করলেন পর্ব, অজান্তে তাঁর কান ছিল দরজার ওপাশে একটি নারী কপ্ঠের দিকে। উনি জানতেন যে ঢোকবার মুখে যে মহিলাকে দেখেছিলেন, এটি তাঁরই গলা।

কণ্ঠদ্বর বলছিল, 'তাহলেও আমি আপনার সঙ্গে একমত নই।' 'ওটা পিটার্স'ব্বর্গী দ্ছিটভিঙ্গি মান্যবরা।' 'পিটার্স'ব্বর্গী নয়, নিতান্ত নারীস্ব্লভ' — উত্তর দিলেন তিনি। 'তা আপনার হস্তচুম্বন করতে দিন।'

'আস্কান, ফের দেখা হবে ইভান পেত্রভিচ। হ্যাঁ, দেখ্ন তো, আমার ভাই এখানে আছে কিনা, আমার কাছে পাঠিয়ে দিন' — দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মহিলা বললেন এবং ফের ঢুকলেন কম্পার্টমেন্টে।

দ্রন্সকায়া তাঁকে শ্বধালেন, 'কী, ভাইকে পেলেন?' এবার দ্রন্সিকর সমরণ হল, ইনিই কারেনিনা।

উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'আপনার ভাই এখানেই। মাপ করবেন, আমি আপনাকে চিনতে পারি নি, তা ছাড়া আমাদের পরিচয় এত সামান্য'— ছন্ স্কি মাথা নোয়ালেন, 'আমার কথা নিশ্চয় আপনার মনে নেই।'

উনি বললেন, 'আরে না, আমি আপনাকে চিনতে পারতাম, কেননা সারা পথটাই বাধ হয় আপনার মায়ের সঙ্গে আমরা আপনার কথা গল্প করতে করতে এর্সোছ' — তাঁর যে সজীবতা বহিঃপ্রকাশ চাইছিল, অবশেষে তাকে হাসিতে পথ ছেড়ে দিয়ে বললেন 'কিন্তু আমার ভাই তো এখনো এল না।'

'ওকে ডেকে আন আলিওশা' — বললেন বৃদ্ধা কাউণ্টেস।
দ্রন্দিক প্ল্যাটফর্মে নেমে চিৎকার করলেন:
'অব্লোন্দিক!'

কিন্তু ভাইয়ের জন্য কারেনিনা বসে রইলেন না, তাঁকে দেখা মাত্র দঢ়ে লঘ্ব পায়ে বেরিয়ে এলেন ওয়াগন থেকে। আর ভাই কাছে আসতেই যে দঢ়, ললিত ভঙ্গিতে তিনি বাঁ হাতে ভাইয়ের গলা জড়িয়ে ধরে নিজের কাছে টেনে এনে প্রগাঢ় চুম্বন করলেন, তাতে আশ্চর্য লেগেছিল দ্রন্মিকর। চোখ না সরিয়ে দ্রন্মিক চেয়ে ছিলেন কারেনিনার দিকে, নিজেই জানতেন

না কেন হাসছেন। কিন্তু মা তাঁর অপেক্ষায় আছেন মনে পড়ায় ফের উঠলেন ওয়াগনে।

কারেনিনা সম্পর্কে কাউণ্টেস বললেন, 'সত্যি, ভারি মিণ্টি, তাই না? ওঁর স্বামী ওঁকে উঠিয়ে দেন আমার কামরায়। আমি ভারি খ্লিশ, সারা রাস্তা আমরা গল্প করেছি। কিন্তু তুই... vous filez le parfait amour. Tant mieux, mon cher, tant mieux.*'

'জানি না কী বলতে চাইছেন' — নির্ত্তাপ গলায় জবাব দিলেন প্র, 'তাহলে মা যাওয়া যাক।'

কাউন্টেসের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য কারেনিনা আবার এলেন ওয়াগনে।

ফুর্তির স্করে তিনি বললেন, 'তাহলে কাউন্টেস, আপনি আপনার ছেলেকে পেলেন, আমি আমার ভাইকে। আমার সব কাহিনী শেষ, এর পর আর বলার কিছু নেই।'

'আরে না, না' — ওঁর হাত ধরে বললেন কাউণ্টেস, 'আপনার সঙ্গে আমি সারা দুনিয়া ঘুরে আসতে পারি, একটুও বেজার লাগবে না। আপনি তেমনি একজন মিণ্টি মেয়ে যার সঙ্গে কথা বলা বা চুপ করে থাকা, দুই ই সমান আনন্দের। আর আপনার ছেলের কথা কিছু ভাববেন নাঃ কখনো ছেড়ে থাকা যাবে না, এ তো চলে না।'

একেবারে খাড়া শরীরে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন কারেনিনা, চোখ-দুটি তাঁর হাসছিল।

ছেলেকে ব্রন্থিয়ে বললেন কাউন্টেস, 'আন্না আর্ক্যাদিয়েভনার ছেলে আছে একটি, বোধ হয় আট বছর বয়স। কখনো তাকে ছেড়ে থাকেন নি, এবার রেথে এসেছেন বলে কণ্ট পাচ্ছেন।'

কারেনিনা বললেন, 'হ্যাঁ, সারাটা সময় কাউণ্টেস আর আমি গল্প করেছি, আমি বলেছি আমার ছেলের কথা, উনি ওঁর।' মুখ ওঁর ফের উজ্জ্বল হয়ে উঠল হাসিতে, ভ্রন্স্কির উদ্দেশে স্নিম্ধ হাসি।

রঙ্গলীলার যে বলটা ছোঁড়া হয়েছিল সেটা তৎক্ষণাৎ লুফে নিয়ে দ্রন্সিক বললেন, 'তাতে নিশ্চয় ভারি ক্লান্ত হয়েছেন আপনি।' কিন্তু বোঝা গেল এই স্বরে কথাবার্তা চালিয়ে যাবার ইচ্ছে ছিল না কারেনিনার, উনি বৃদ্ধা কাউপ্টেসের দিকে ফিরলেন:

এখনো তোমায় আদর্শ প্রেম টানছে। সে ভালোই প্রিয়বর, ভালোই (ফরাসি)।

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। কাল কী করে যে সময় কেটে গেল খেয়ালই করি নি। আসি তাহলে কাউণ্টেস।'

কাউন্টেস বললেন, 'বিদায় ভাই, দিন আপনার স্কুদর মুখখানায় একটু চুম্ দিই। ব্রড়িদের মতো স্লেফ সোজাস্বজিই বলছি, আমি আপনার প্রেমে পড়ে গেছি।'

কথাটা যেভাবেই বলা হোক, বোঝা গেল কারেনিনা মনেপ্রাণে সেটা বিশ্বাস করেছেন এবং তাতে খ্রুশি হয়ে উঠেছেন; লাল হয়ে তিনি সামান্য নুয়ে মুখ পাতলেন কাউণ্টেসের ঠোঁটের কাছে, ফের সিধে হয়ে ঠোঁট আর চোখের মাঝখানে চণ্ডল সেই হাসি নিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন দ্রন্সিকর দিকে। বাড়িয়ে দেওয়া ছোট্ট হাতখানায় চাপ দিলেন তিনি আর কেমন যেন সতেজে কারেনিনা তাঁর হাতটা নিয়ে সজোরে এবং অসংকোচে ঝাঁকুনি দিলেন, তাতে খ্রুশি লাগল তাঁর। কারেনিনা চলে গেলেন তাঁর রীতিমতো প্রুক্ট্র দেহের পক্ষে দ্রুত, আশ্বর্য অনায়াস গতিভঙ্গিমায়।

'ভারি মিষ্টি' — বললেন ব্দ্ধা।

পত্নতও তাই ভাবছিলেন। কারেনিনার সোষ্ঠবমণ্ডিত মৃতি দ্থির আড়াল না হওয়া পর্যন্ত দ্রন্দিক চেয়ে ছিলেন তাঁর দিকে, মুখে তাঁর হাসিটা লেগেই ছিল। জানলা দিয়ে তিনি দেখলেন কারেনিনা ভাইয়ের কাছে গিয়ে তাঁকে বাহ্লেগ্ন করে সোংসাহে কী একটা বলতে শ্রুর করলেন, অবশাই এমন কোনো কথা যার সঙ্গে দ্রন্দিকর কোনো সম্পর্ক নেই এবং তাতে মন খারাপ হয়ে গেল তাঁর।

'কী মা, আপনি প্ররোপ্রি স্কু তো?' মায়ের দিকে ফিরে তিনি জিগোস করলেন আবার।

'সব ভালো, দিবা স্কুদর। আলেক্সান্দর ভারি ভালো ব্যবহার করেছে। মারিও খুব স্কুদরী হয়ে উঠেছে, ভারি মন টানে।'

এবং ফের শ্রের করলেন সেই কথা বলতে যাতে তাঁর সবচেয়ে বেশি আগ্রহ, অর্থাৎ নাতির খিনুষ্টদীক্ষা, যার জন্য তিনি পিটার্সবির্গ গিয়েছিলেন, এবং বড়ো ছেলের ওপর জারের বিশেষ আনুকল্যের কথা।

'এই তো, লাদ্রেন্ডি এসে গেছে' — জানলার দিকে তাকিয়ে দ্রন্দিক বললেন, 'আপনার অস্ক্রিধা না হলে এবার যাওয়া যেতে পারে।'

কাউন্টেসের যাত্রাসঙ্গী বৃদ্ধ খানসামা গাড়িতে উঠে জানাল যে সব তৈরি। কাউন্টেসও উঠে দাঁডালেন যাবার জন্য। দ্রন্দিক বললেন, 'যাওয়া থাক, এখন লোক কম।'

দাসী নিলে একটা থলে আর কুকুরটাকে। খানসামা আর একজন মুটে নিলে অন্য মালগালো। কিন্তু মাকে বাহ্বলগ্ন করে দ্রন্দিক যখন গাড়ি থেকে নামলেন, হঠাৎ বস্তু মুখে জনকয়েক লোক ছুটে গেল পাশ দিয়ে। ছুটে গেলেন অসামান্য রঙের টুপি মাথায় স্টেশন-মাস্টারও। স্পষ্টতই অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটেছে। ট্রেনের লোকেরা ছুটে গেল পেছন দিকে। 'কী?.. কী ব্যাপার?.. কোথায়?.. ঝাঁপিয়ে পড়েছিল!.. কাটা পড়েছে!.' যারা যাচ্ছিল তাদের মধ্যে থেকে শোনা যাচ্ছিল এই সব কথা। স্তেপান আর্কাদিচ এবং তাঁর বাহ্বলগ্না বোনও ভীত মুখে লোকেদের ফেলে রেখে ফিরে এসে দাঁড়ালেন ওয়াগনের সামনে।

মহিলারা গাড়িতে উঠলেন এবং দ্রন্দিক আর স্তেপান আর্কাদিচ লোকেদের পেছ্ব পেছ্ব গেলেন দুর্ঘটনার বিশদ খবর জানতে।

একজন পাহারাওয়ালা, হয় সে ছিল মাতাল নয় প্রচণ্ড শীতের জন্য এত বেশি জামা-কাপড় জড়ানো যে পেছন দিকে যাওয়া ট্রেনের শব্দ শ্বনতে পায় নি, এবং চাপা পড়ে।

প্রন্সিক আর অব্লোন্সিক ফেরার আগেই মহিলারা এখবর জানতে পান খানসামার কাছ থেকে।

অব্লোন্ িক আর দ্রন্তিক দ্রজনেই দেখেছিলেন বিকৃত লাসটা।
পেণ্টতই অব্লোন্তিকর কণ্ট হচ্ছিল। চোখ-ম্থ কুচকে ছিলেন তিনি,
মনে হল এই ব্রিঝ কে'দে ফেলবেন।

'উহ্ কী বীভংস! উহ্, আহ্লা, তুমি যদি দেখতে! উহ্ কী বীভংস!' বলছিলেন তিনি।

দ্রন্দিক চুপ করেছিলেন, তাঁর সূন্দর মূখ গন্তীর, তবে প্রশান্ত।

'উহ, আপনি যদি দেখতেন কাউণ্টেস' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ. 'বউ গিয়েছে সেখানে... তার দিকে চেয়ে দেখতেও ভয় হয়... লাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে সে। লোকে বলছে, লোকটার একার রোজগারে মস্তো একটা সংসার চলত। কী ভয়ঙ্কর?'

'ওর জন্যে কিছ্ম একটা করা যায় না?' বিচলিত হয়ে কারেনিনা বললেন ফিসফিস করে।

দ্রকার কাছে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'আমি এক্ষরিন আসছি মা।'

কয়েক মিনিট বাদে উনি যখন ফিরলেন, স্তেপান আর্কাদিচ তখন কাউন্টেসকে নতুন গায়িকার কথা বলছিলেন আর ছেলের প্রতীক্ষায় কাউন্টেস অধীর হয়ে তাকাচ্ছিলেন দরজার দিকে।

ভেতরে ঢুকে দ্রন্দিক বললেন, 'এবার চলি।'

সবাই বের্লেন একসঙ্গে। মাকে নিয়ে দ্রন্সিক চললেন আগে আগে। পেছনে ভাইয়ের সঙ্গে কারেনিনা। ফটকের মুখে দ্রন্সিককে ধরলেন স্টেশন-মাস্টার।

'আমার অ্যাসিস্টেণ্টকে আপনি দ্'শ র্ব্ল দিয়েছেন। দয়া করে বলন্ন এটা কার জনো।'

'বিধবার জনো' — কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন দ্রন্স্কি, 'এ আবার জিগ্যেস করার কী আছে?'

'আর্পান দিয়েছেন?' পেছন থেকে চে'চিয়ে উঠলেন অব্লোন্চ্কি এবং বোনের হাতে চাপ দিয়ে যোগ করলেন, 'খ্ব ভালো করেছেন, খ্ব ভালো করেছেন! ভারি ভালো ছেলে, তাই না? আমার শ্রদ্ধা রইল কাউণ্টেস।'

বোনের সঙ্গে তিনি থেমে গিয়ে খ্রজতে লাগলেন কারেনিনার দাসীকে। যখন তাঁরা বের্লেন, ভ্রন্স্কির গাড়ি ততক্ষণে ছেড়ে গেছে। যারা বেরিয়ে আসছিল, তারা তখনো বলাবলি করছিল দুর্ঘটনাটা নিয়ে।

'দ্যাখো কেমন বীভংস মরণ!' পাশ দিয়ে যেতে যেতে কে একজন বললে, 'শ্নছি, দ্ব'টুকরো হয়ে গেছে।'

আরেকজন বললে, 'আমি উল্টো মনে করি, এই তো সবচেয়ে সহজ, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।'

'ওরা ব্যবস্থা নেবে না কেন?' বললে তৃতীয় জন।

কারেনিনা গাড়িতে বসলেন, স্তেপান আর্কাদিচ অবাক হয়ে দেখলেন তাঁর ঠোঁট কাঁপছে, চোখের জল চেপে রেখেছেন বহু কণ্টে।

কিছ্ম দুরে যাবরে পর তিনি জিগ্যেস করলেন, 'কী হল তোমার, আন্না?' আন্না বললেন, 'এ একটা অলক্ষণ।'

স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'যত বাজে কথা! তুমি এসেছ এইটেই প্রধান ব্যাপার। তোমার ওপর কত যে ভরসা করে আছি ভাবতে পারবে না।'

আমা জিগ্যেস করলেন, 'আচ্ছা, এই দ্রন্সিক তোমার অনেক দিনের চেনা?'

'হ্যা। জানো, আমরা আশা করছি ও কিটিকে বিয়ে করবে।'

'তাই নাকি?' আন্তে করে বললেন আন্না, তারপর যেন অনাবশ্যক, অস্বিধাজনক কিছ্ম একটাকে দেহ থেকে ঝেড়ে ফেলার জন্য মাথা ঝাঁকিয়ে যোগ দিলেন, 'এবার তোমার কথা শোনা যাক। বলো কী তোমার ব্যাপার। তোমার চিঠি পেয়ে এই চলে এলাম।'

'২।াঁ, তোমার ওপরেই সব ভরসা' --- বললেন স্তেপান আর্কাদিচ। 'তা, সব আমায় বলো।'

ষ্টেপান আর্কাদিচ বলতে শ্রুর করলেন।

বাড়ি এসে অব্লোন্স্কি বোনকে নামিয়ে দীর্ঘাস ছেড়ে তাঁর হাতে চাপ দিয়ে চলে গেলেন অফিসে।

11 55 11

আনা যখন ভেতরে ঢুকলেন ডাল্ল তখন ছোটো ড্রায়ং-র্মটায় বর্সোছলেন শণচুলো গোলগাল একটি খোকার সঙ্গে, শ্নাছিলেন তার ফরাসি ভাষার পাঠ। ছেলেটা এখন হয়ে উঠেছে তার বাপের মতোই দেখতে। ছেলেটি পড়ছিল আর জামার একটা আলগা বোতাম পাকিয়ে পাকিয়ে চেন্টা করছিল টেনে ছেণ্ডার। কয়েক বার তার হাত সরিয়ে দিয়েছেন ডাল্লি, কিস্তু গোলগাল হাতটা ফের এসে ঠেকছে সেখানে। মা বোতামটা ছিণ্ড়ে রেখে দিলেন নিজের পকেটে।

'হাত সামলে রাখ গ্রিশা' — বলে মা ফের তাঁর শাল বোনায় মন দিলেন। এটি তিনি ব্নছেন অনেক দিন থেকে, মনঃকছেটর মুহ্তে এটি টেনে নিতেন, এখন ব্নছিলেন একটা স্নায়বিক উত্তেজনায়, আঙ্লে দিয়ে দিয়ে ঘর গ্রনছিলেন। বোন আসছেন কি আসছেন না এটা তাঁর কোনো দায় নয়, কাল স্বামীকে এ কথা বলে পাঠালেও তিনি তাঁর আসার জন্য সব তৈরি করে রেখেছিলেন এবং অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলেন ননদের।

ডল্লি তাঁর নিজের দ্বঃখে একেবারে মুহামান। তাহলেও তাঁর মনে ছিল যে ননদ আন্না পিটার্সবি্র্গের একজন অতি নামজাদা লোকের স্ত্রী, পিটার্সবি্র্গ সমাজের একজন grande dame*। এই পরিস্থিতির কারণে

মহিয়সী মহিলা (ফরাসি)।

দ্বামীকে যা বলে পাঠিয়েছিলেন, তা তিনি করলেন না, অর্থাৎ ভুললেন না যে ননদ আসছেন। ডিল্ল ভাবলেন, 'হ্যাঁ, যতই হোক, আন্নার তো কোনো দোষ নেই। ওঁর মধ্যে ভালো ছাড়া মন্দ আমি কিছ্ন দেখি নি, আর আমার সম্পর্কে তাঁর ব্যবহারে আমি কেবল প্রীতি আর বন্ধন্থই দেখেছি।' অবিশিয় পিটার্সব্র্গে কারেনিনদের ওখানে তাঁর বসবাসের যে স্মৃতিটুকু তাঁর মনে আছে তাতে ওঁদের বাড়িটাই তাঁর ভালো লাগে নি; তাঁদের গোটা পারিবারিক জীবন্যাত্রার মধ্যে কী একটা যেন মিথ্যা ছিল। 'কিন্তু ওঁকে গ্রহণ করব না কেন? শ্র্ধ্ব আমায় যেন সান্ত্রনা দিতে না আসেন' — ভাবলেন ডিল্লে, 'সমস্ত সান্ত্রনা, আর উপদেশ, আর খ্রিন্টীয় ক্ষমার কথা আমি হাজার বার ভেবে দেখেছি, ও সব কাজের কিছ্ব নয়।'

এই কয়দিন ডল্লি একা ছিলেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে। নিজের দ্বংখের কথা উনি কাউকে বলতে চান নি, আর মনের মধ্যে সে দ্বংখ প্র্যে রেখে তিনি অন্য কিছ্ম বলতেও পারতেন না। তাহলেও তিনি জানতেন যে আলাকে যে করেই হোক না কেন সব বলবেন। আর কখনো তিনি বলবেন ভেবে খ্রিশ হচ্ছিলেন, আবার কখনো রাগ হচ্ছিল এই ভেবে যে ওঁর কাছে, স্বামীর বোনের কাছে নিজের অপমানের কথা বলতে হবে, আর তাঁর মুখ থেকে শ্বনতে হবে উপদেশ আর সান্তুনার তৈরি বুলি।

যা প্রায়ই ঘটে থাকে, উনি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে প্রতি মুহুতে অতিথির জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং ঠিক সেই মুহুতেটাই খেয়াল করলেন না যখন অতিথি এসে গেছেন, কেননা ঘণ্টি কানে যায় নি তাঁর।

গাউনের খসখস আর ততক্ষণে দরজায় লঘ্ব পদশব্দ শ্বনে তিনি ফিরে তাকালেন, তাঁর কাতর মুখে আপনা থেকেই ফুটে উঠল আনন্দ নয়, বিষ্ময়। উঠে দাঁডিয়ে তিনি আলিঙ্গন করলেন ননদকে।

চুম্ খেয়ে বললেন, 'সেকি, এর মধ্যেই এসে গেছ?' 'তোমায় দেখে কী আনন্দই না হচ্ছে ডল্লি!'

'আমারও আনন্দ হচ্ছে' — ক্ষীণ হেসে এবং আন্নার মুখের ভাব দেখে তিনি জানেন কিনা সেটা অনুমান করার চেণ্টা করে ডল্লি বললেন। আন্নার মুখে সহানুভূতির ছায়া লক্ষা করে ভাবলেন, 'নিশ্চয় জানে।' — 'চলো, তোমার ঘরে তোমাকে দিয়ে আসি' — বোঝাব্রির মুহুত্টা যথাসম্ভব পেছিয়ে দেবার চেণ্টা করে ডল্লি বললেন।

'এই গ্রিশা? আরে, কী বড়োই না হয়ে উঠেছে!' ওকে চুম্ব খেয়ে এবং

ডিল্লের ওপর থেকে দ্বিট না সরিয়ে আন্না থেমে গেলেন এবং লাল হয়ে। উঠলেন, 'না, কোথাও এখন আর যেতে চাই নে বাপু।'

র্মাল আর টুপি খ্ললেন তিনি, স্বদিকে তাঁর কালো চুলের কুণ্ডল, একগোছা আটকে গিয়েছিল টুপিতে, মাথা ঝাঁকিয়ে সেটা ছাড়ালেন।

প্রায় ঈর্ষা নিয়ে ডল্লি বললে, 'সমুখে প্রাস্থ্যে সর্বাদাই জন্মজন্ত করে। তুমি।'

'আমি?.. তা হ্যাঁ' — বললেন তিনি, 'আরে তানিয়া না? ভগবান! আমার সেরিওজার সমবয়সী।' ছুটে আসা একটি মেয়েকে দেখে বলে উঠলেন আন্না, কোলে নিয়ে চুম্ খেলেন তাকে। 'কী স্কুদর মেয়ে. কী স্কুদর! দেখাও-না ওদের স্বাইকে।'

এক-এক করে ওদের নাম করলেন তিনি, এবং শুধু নাম নয়, কার কোন বছর, কোন মাসে জন্ম, কার কেমন স্বভাব, কী রোগে তুগেছে এ সবই মনে করে বললেন তিনি এবং ডল্লি তার কদর না করে পারলেন না।

'বেশ, চল্বন ওদের কাছে' — ডাল্ল বললেন, 'শ্ব্ধ্ব ভাসিয়া ঘ্মচ্ছে, এইটেই যা আফশোস।'

ছেলেদের দেখে এসে ওঁরা একলা ড্রায়ং-র্মে বসলেন কফি নিয়ে। আন্না ট্রে-টা নিয়েছিলেন, পরে তা সরিয়ে রাখলেন।

वललन, 'र्जाल्ल, ও आभाग्न वरलए ।'

শীতল দ্ণিটতে ডল্লি তাকালেন আমার দিকে। এর পর ভান করা সহান্ভূতির ব্লি আশা করছিলেন তিনি; কিন্তু আমা তেমন কিছ্ বললেন না।

বললেন, 'ডল্লি লক্ষ্মীটি, ওর হয়ে তোমায় কিছ্ব বলব না, সান্ত্বনা দিতে যাব না, সে অসম্ভব। কিন্তু, লক্ষ্মী আমার, শ্বধ্ব কণ্ট হচ্ছে, কণ্ট হচ্ছে তোমার জনো।'

তাঁর জন্বলজনলে চোথের ঘন পক্ষাতল থেকে হঠাৎ টলমল করে উঠল অশ্র্ব। তিনি ঘে'ষে বসলেন বৌদির দিকে, নিজের ছোট্ট সজীব হাতে চেপে ধরলেন তাঁর হাত। ভাল্লি সরে গেলেন না, কিন্তু বদল হল না মাথের নীরস ভাবটায়। বললেন:

'আমায় সান্ত্রনা দিয়ে লাভ নেই। যা ঘটেছে তারপর সবই গেছে, সবই ডবেছে।' আর এই কথাটা বলামাত্র হঠাৎ নরম হয়ে এল তাঁর মুখভাব। ডাল্লর শুকনো রোগা হাতখানা তুলে চুমু খেয়ে আলা বললেন:

'কিন্তু ডল্লি, কী করা যায়, কী করা যায়? এই ভয়ংকর অবস্থায় কী করলে ভালো হবে? সেইটে ভাবা দরকার।'

ডল্লি বললেন, 'সব শেষ, সব চুকে গেছে। আর সবচেয়ে খারাপ কী জানো, আমি ওকে ত্যাগ করতে পারি না; ছেলেপিলেরা রয়েছে, আমি যে বাঁধা। কিন্তু ওর সঙ্গে ঘর করতেও আমি পারব না, ওকে দেখলেই যন্ত্রণা হয় আমার।'

'ডিল্লি, বোর্নটি আমার, ও আমায় বলেছে, কিন্তু আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই, স্বকিছ্ম আমায় বলো।'

সপ্রশ্ন দ্ভিতৈ ডল্লি তাকালেন তাঁর দিকে।

আনার মুখে দেখা গেল অকৃত্রিম সহমর্মিতা আর ভালোবাসা।

হঠাং ডল্লি বললেন, 'বেশ তাই হোক। কিন্তু আমি গোড়া থেকে সব বলব। তুমি জানো আমার বিয়ে হয় কিভাবে? মায়ের শিক্ষাগল্পে আমি শুধু নিরীহ নয়, হাঁদাই ছিলাম। কিছুই জানতাম না আমি। আমি জানি লোকে বলে, স্বামী তার আগের জীবন সম্পর্কে স্বাকিছ্য বলবে। কিন্তু স্থিভা...' নিজেকে সংশোধন করে নিলেন তিনি, 'শ্রেপান আর্কাদিচ আমায় কিছুই বলে নি। তোমার বিশ্বাস হবে না, কিন্তু এতদিন পর্যন্ত আমি ভেবে এর্সেছি, আমিই একমাত্র নারী যাকে ও জানে। এইভাবেই কাটিয়েছি আট বছর। তুমি বুঝে দ্যাখো, আমি শুধু তাকে অবিশ্বস্তুতায় সন্দেহ করি নি তাই নয়, ভাবতাম ওটা অসম্ভব। তারপর এই ধরনের ধারণা নিয়ে হঠাৎ, ভেবে দ্যাখো, এই সব বীভংসতা, এই কদর্যতা... তুমি আমায় বোঝার চেষ্টা করো। নিজের সূথে একেবারে নিঃসন্দেহ থাকার পর হঠাং...' ডল্লি বলে চললেন তাঁর ফোঁপানি চেপে, 'পাওয়া গেল চিঠি, ওর চিঠি ওর প্রণায়নীর কাছে। আমারই গাভর্নেসের কাছে। না, এটা বড়ো বেশি সাংঘাতিক!' উনি তাড়াতাড়ি করে রুমাল চাপা দিলেন মুখে। কিছুক্ষণ চুপ करत थ्या वर्त हलालन, 'वको आर्माखन व्याभात हरल नय व्याधारा কিন্তু ভেবে চিন্তে ধূর্তামি করে আমায় প্রতারণা. . কিন্তু কার সঙ্গে? ওকে নিয়ে আবার সেইসঙ্গে আমার দ্বামী হয়ে থাকা... এটা সাংঘাতিক! তুমি ঠিক ব্রুবতে পারবে না।

'না, না, আমি ব্ঝতে পারছি ডল্লি, ব্ঝতে পারছি' – তাঁর হাতে চাপ্র দিয়ে বললেন আল্লা।

র্ডাল্ল বলে চললেন, 'আমার অবস্থা যে কী সাংঘাতিক সেটা ও বোঝে বলে তুমি ভাবছ? এক বিন্দু না! ও দিব্যি সূথে-স্বচ্ছন্দে আছে।'

'না, না' – তাড়াতাড়ি করে বাধা দিলেন আন্না, 'ও নেহাৎ কুপাপাত্র, অনুশোচনায় মরছে...'

'ওর পক্ষে অনুশোচনা কি সম্ভব?' একদ্ন্টে ননদের মুখেশের দিকে তাকিয়ে বাধা দিলেন ডব্লি।

'হাঁ, হাঁ, আমি ওকে জানি। ওকে দেখে কণ্ট হচ্ছিল আমার। দ্ব্'জনেই তো আমরা ওকে জানি। ওর মনটা ভালো, কিন্তু গর্ব আছে তো, আর এখন একেবারে হতমান... প্রধান যে জিনিসটা আমায় নাড়া দিয়েছে' (আল্লা অন্মান করে নিলেন প্রধান কোন জিনিসটা ডল্লিকে নাড়া দিতে পারে), দ্বটো ব্যাপার তাকে দদ্ধে মারছে: ছেলেমেয়েদের সামনে লঙ্জা, আর তোমায় ভালোবাসা সত্ত্বে... হ্যাঁ, হ্যাঁ, দ্বনিয়ায় সবচেয়ে বেশি করে তোমায় ভালোবাস। সত্ত্বেও' — আপত্তি করতে ওঠা ডল্লিকে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে তিনি বললেন, তোমাকেই কণ্ট দিয়েছে, তোমাকে শেষ করে ফেলেছে। ও কেবলি বলছে, 'না, না, আমায় ও ক্ষমা করবে না।'

চিন্তামগ্রের মতো ডিল্ল ননদের দিকে না তাকিরে তাঁর কথা শানে যাচছলেন। বললেন, 'হাাঁ, আমি বানি যে ওর অবস্থাটা দাবিষহ; নির্দোষের চেয়ে দোষীর হাল হয় খারাপ, যদি সে বানে থাকে যে তার দোষেই এই দার্ভাগ্য। কিন্তু কী করে ক্ষমা করি, ওই মেয়েটার পর কী করে থাকি তার দ্বাী হয়ে? ওর সঙ্গে থাকা এখন আমার কাছে যন্ত্রণা, ওর প্রতি আমার অতীত ভালোবাসাটা আমি ভালোবাসি বলেই…'

ফোঁপানিতে তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু যতবার তিনি নরম হয়ে আসছিলেন, ততবারই যেটা তাঁকে জনালাচ্ছে, ফের সেই কথা বলতে শ্রুর কর্রছিলেন তিনি।

'ওর যে বয়স কম, ও যে স্কুন্দরী' — ডাল্ল বলে চললেন, 'আমার যোবন, আমার রূপ কে হরণ করেছে জানো আন্না? ও আর তার ছেলেমেয়েরা। ওর জন্যে থেটে গেছি আমি, সেই খার্টুনিতেই আমার সর্বাকছ গেছে, আর এখন তাজা, ইতর একটি প্রাণীকে মনোরম লাগবে বৈকি। ওরা নিশ্চয় নিজেদের মধ্যে আমার কথা বলাবলি করেছে, কিংবা যা আরো খারাপ, চুপ করে থেকেছে, ব্রেছ?' ফের চোখে ওঁর ফুটে উঠল আল্রোশ, 'আর এর পর ও আমাকে বলবে... ওকে আমি কি আর বিশ্বাস করব? কখনো না। না, যা ছিল আমার সান্ত্রনা, আমার খার্টুনির প্রবস্কার, যন্ত্রণা, সব চুকে গেছে... তুমি বিশ্বাস করবে কি? এই তো, গ্রিশাকে পড়াছিলাম: আগে এটা ছিল আনন্দের ব্যাপার, এখন কণ্ট। কেন আমি খার্টছি, চেণ্টা করে যাছি? ছেলেপিলে নিয়ে কী হবে আমার? সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার এই যে মন আমার হঠাৎ পালটে গেছে। ভালোবাসা, কোমলতার বদলে ওর প্রতি আমার আছে কেবল আল্রোশ, হ্যাঁ আল্রোশ। আমি ওকে খ্রন করতে পারি...'

'ডল্লি, বোন আমার, আমি ব্রুবতে পারছি। কিন্তু নিজেকে কণ্ট দিও না। তুমি এত অপমানিত, এত উত্তেজিত হয়েছ যে অনেক জিনিসকে তুমি দেখছ একটু অন্যভাবে।'

ডিল্লি শান্ত হয়ে এলেন, মিনিট দ্বয়েক চুপ করে রইলেন ওঁরা।

'কী করা যায় আল্লা, ভেবে বলো, সাহায্য করো আমায়। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, কিন্তু পথ পাচ্ছি না।'

আন্না কিছ্ ই ভেবে উঠতে পারলেন না, কিন্তু বৌদির প্রতিটি কথং, প্রতিটি মুখভাবে সরাসরি সাড়া দিচ্ছিল তাঁর হৃদয়।

এই বলে শ্রর্ করলেন আয়া, 'শ্র্ধ্ একটা কথা বলি, আমি ওর বোন, ওর চরিত্র আমার জানা, জানি ওর স্বকিছ্ ভূলে যাবার' - (কপালের সামনে হাতের একটা ভঙ্গি করলেন তিনি), 'এই সামর্থা। প্ররোপ্র্রির আসন্তিতবে আবার প্ররোপ্র্রির অন্থোচনার এই প্রবণতা। যা সে করেছে সেটা করতে পারল কিভাবে তা এখন আর তার বিশ্বাস হচ্ছে না, ব্র্থতে পারছে না।'

ডল্লি বাধা দিলেন, 'না, বোঝে, ব্রঝেছে! কিন্তু আমার কথা তুমি ভূলে যাচ্ছ... আমার পক্ষে কি এটা সহজ?'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমায় যখন ও ঘটনাটা বলেছিল, তখন তোমার অবস্থাটা কত ভয়ংকর তা আমি বর্নঝ নি. সেটা তোমার কাছে স্বীকার করছি। আমি শ্ব্র দেখেছিলাম ওকে, দেখেছিলাম যে পরিবার ভেঙে পড়ছে; ওর জন্যে মায়া হয়েছিল আমার, কিন্তু তোমার সঙ্গে কথা বলার পরে আমি নারী হিশেবে অন্য কিছ্ব দেখছি; দেখছি তোমার যন্ত্রণা, বলতে পারব না তোমার জন্যে কী যে কন্ট হচ্ছে আমার! কিন্তু ডল্লি, বোন আমার. তোমার যন্ত্রণা আমি বেশ ব্বাতে পারছি, শ্বাব্ব একটা জিনিস আমি জানি না... জানি না ওর জন্যে তোমার প্রাণের ভেতর কতটা ভালোবাসা এখনো আছে। সেটা তুমি জানো — এতটা কি আছে যাতে ওকে ক্ষমা করা সম্ভব। যদি থাকে, তাহলে ক্ষমা করো।

'না' — ডল্লি শ্বর্ করেছিলেন, কিন্তু আরেক বার তাঁর হাতে চুম্ থেয়ে আলা থামিয়ে দিলেন তাঁকে।

বললেন, 'দ্বনিয়াটা আমি তোমার চেয়ে বেশি জানি। স্থিভার মতো এই সব লোকেদের আমি চিনি, জানি কিভাবে তারা এই ব্যাপারগ্বলোকে দেখে। তুমি বলছ, মেয়েটার সঙ্গে ও তোমার কথা বলাবলি করেছে। তা সে করে নি। এই সব লোকে বিশ্বাসহানির কাজ করতে পারে, কিন্তু নিজেদের গৃহ আর গৃহিণী তাদের কাছে পবিত্র। এই ধরনের মেয়েরা ওদের কাছে কেমন যেন অবজ্ঞাই পেয়ে থাকে, পরিবারের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে ওঠে না। ওরা যেন দ্বর্লভিঘ্য কী একটা রেখা টানে পরিবার আর এদের মধ্যে। আমি ঠিক ব্রিঝ না, কিন্তু ব্যাপারটা এই রকমই।'

'হ্যাঁ, কিন্তু ও তো চুম্ খেয়েছে ওকে...'

'শোনো ডল্লি, বোনটি আমার। স্থিভা যখন তোমার প্রেমে পড়েছিল তখন তো আমি ওকে দেখেছি। সে সময়টা আমার বেশ মনে আছে যখন সে আমার কাছে তোমার কথা বলতে গিয়ে কাঁদত, ওর কাছে কী কাবা আর সম্মাতির উপলক্ষ ছিলে তুমি। আমি এও জানি থে তোমার সঙ্গে ওর থত দিন কেটেছে ততই ওর চোখে তুমি উর্চ্ছ হয়ে উঠেছ। ওকে নিয়ে আমরা হাসাহাসি করতাম, প্রতিটি কথায় ও যোগ দিত: 'ডল্লি আশ্চর্য মেয়ে।' ওর কাছে তুমি সর্বদাই ছিলে এবং আছ স্বর্গের দেবী। ওর এই আর্সাক্তিটা প্রাণ থেকে নয়…'

'কিন্তু আসন্তির যদি প্রনরাব্তি ঘটে?'

'আমি যতটা বুঝি হওয়া সম্ভব নয়...'

'কিন্তু তুমি ক্ষমা করতে পারতে?'

'জানি না, বিচার করে দেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়... না, সম্ভব' — খানিকটা ভেবে নিয়ে মনে মনে অবস্থাটা মানদপ্তে চাপিয়ে আন্না বললেন, 'না, সম্ভব, সম্ভব, সম্ভব। হ্যাঁ, আমি হলে ক্ষমা করতাম। ঠিক একইরকম

থেকে যেতাম না নিশ্চয়, কিন্তু ক্ষমা করতাম, এবং এমনভাবে করতাম যেন কিছু হয় নি, একেবারেই কিছু হয় নি।'

'সে তো বটেই' — তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললেন ডল্লি। যেন অনেক বার যা ভেবেছিলেন তাই বলছেন, 'নইলে তো ওটা ক্ষমাই নয়। যদি ক্ষমা করতে হয়, তাহলে প্ররোপ্রার, প্ররোপ্রার। নাও, চলো তোমায় তোমার ঘরে নিয়ে যাই' — উঠে দাঁড়িয়ে ডল্লি বললেন এবং যেতে যেতে আলিঙ্গন করলেন আল্লাকে, 'তুমি এসেছ বলে ভারি খ্রিশ হয়েছি। মনটা হালকা হল, অনেক হালকা।'

n son

সারা দিন আমা বাড়িতে, অর্থাৎ অব্লোন্ স্কিদের ওথানে কাটালেন। পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা করলেন না। আমার আসার খবর পেয়ে তাঁরা এসে হাজির হয়েছিলেন সেই দিনই। সকালটা তিনি কাটালেন ডল্লি আর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে, ভাইকে চিঠি লিখে পাঠালেন তিনি যেন অবশ্য-অবশ্যই বাড়িতে খান। লিখলেন, চলে এসো, ঈশ্বর কর্নাময়।'

অব্লোন্ স্কি বাড়িতে খেলেন; কথাবার্তা হল সাধারণ, স্বী তাঁর সঙ্গে কথা কইলেন 'তুমি' বলে, ষেটা আগে বলছিলেন না। স্বী-স্বামীর মধ্যে সম্পর্কে একইরকম অনাত্মীয়তা রয়ে গেল, কিন্তু ছাড়াছাড়ির প্রশ্ন আর ছিল না এবং ব্যাখ্যা করে মিটিয়ে নেবার সম্ভাবনা দেখতে পেলেন স্তেপান আর্কাচিচ।

খাওয়ার ঠিক পরেই এল কিটি। আল্লা আর্কাদিয়েভনাকে কিটি চিনত, তবে খুবই সামান্য। দিদির কাছে কিটি এল একটু ভয়-ভয় মনেই, পিটার্সাব্র্যোর উচ্চ সমাজের এই যে মহিলাকে সবাই এত প্রশংসা করে, তিনি কিভাবে তাকে গ্রহণ করবেন এই নিয়ে তার শংকা ছিল। কিন্তু কিটিকে ভালো লাগল আল্লা আর্কাদিয়েভনার — এটা সে তক্ষ্মনি টের পেল। স্পণ্টতই আল্লা মৃদ্ধ হয়েছিলেন কিটির রূপ ও তার্ব্যো এবং কিটি সচেতন হতে না হতেই অন্ভব করল যে সে শুধ্ আল্লার প্রভাবে পড়েছে তাই নয়, তাঁকে ভালোবেসেও ফেলেছে, যেভাবে কোনো তর্ন্গী ভালোবাসতে পারে বয়সে বড়ো বিবাহিত কোনো মহিলাকে। আল্লাকে উচ্চু সমাজের মহিলা বা আট বছর বয়সক ছেলের মা বলেও মনে হল না। বরং গতির নমনীয়তা,

সতেজ ভাব আর মাথের যে সজীবতা কথনো তাঁর হাসিতে, কথনো দ্ছিতিত ফুটে উঠত তাতে তাঁকে বিশ বছরের তর্নণীর মতোই লাগে, অবশ্য যদি তাঁর সে মাথ গন্তীর, মাঝে মাঝে বিষণ্ণ ভাব ধারণ না করত। সেটায় বিস্মিত ও আকৃষ্ট বোধ করল কিটি। সে অন্ভব করছিল যে আল্লা একেবারে সহজ মান্ব্র, কিছ্ই লাকিয়ে রাখেন না, তব্ কিটির কাছে অন্ধিগম্য জটিল কাব্যিক আগ্রহের একটা উচ্চু ধরনের জগৎ যেন তাঁর মধ্যে বিরাজমান।

আহারের পর ডব্লি যখন উঠে গেলেন তাঁর ঘরে, আন্না দ্রুত চলে গেলেন ধ্যুস্থানরত ভাইয়ের কাছে।

ফুর্তি করে চোখ মটকে তাঁর ওপর ক্রুশ করে চোখ দিয়ে দরজার দিকে দেখিয়ে বললেন, 'যাও স্থিভা, ভগরান তোমার মঙ্গল কর্নুন।'

আন্নার কথা ধরতে পেরে তিনি চুর্ন্ট ফেলে দিয়ে অন্তর্ধান করলেন দরজার ওপাশে।

স্তেপান আর্কাদিচ চলে যেতে তিনি ফিরলেন সোফায়, সেখানে রইলেন দিশন্ন পরিবৃত হয়ে। মা যে এই পিসিকে ভালোবাসেন সেটা তাদের চোথে পড়েছিল বলেই কি, অথবা তারা নিজেরাই তাঁর মধ্যে একটা বিশেষ মাধ্যা অন্ত্ব করেছিল বলেই হোক, তবে বড়ো দর্নিট আর তাদের দেখাদেখি ছোটোরাও, দিশন্দের বেলায় যা প্রায়ই ঘটে থাকে, আহারের আগে থেকেই নতুন পিসিকে ছেকে ধরেছিল, সঙ্গ ছাড়ছিল না তাঁর। কী করে পিসির যথাসম্ভব কাছ ঘেকে বসা যায়, তাঁকে ছোঁয়। যায়, তাঁর ছোট্ট হাতখানা নিয়ে চুম্ন খাওয়া যায়, খেলা করা যায় তাঁর আংটি নিয়ে, অন্তত তাঁর পোশাকের কুর্ণিচ নিয়ে নাড়াচাড়া করা যায় এই নিয়ে যেন একটা খেলা শ্রুর্ হয়ে গেল তাদের মধ্যে।

নিজের জায়গায় বসে আল্লা বললেন, 'নাও, নাও, আগে যে যেমন বর্সেছিলাম।'

এবং ফের গ্রিশা তাঁর হাতের তল দিয়ে মাথা গালিয়ে পোশাকের ওপর মাথা রাখলে, গর্বে আর সাথে জবলজবল করে উঠল সে।

'তা বলনাচটা হচ্ছে কখন?' কিটির দিকে ফিরে জিগোস করলেন তিনি। 'সামনের সপ্তাহে। খাশা নাচ। যেখানে সর্বদাই ফুর্তি লাগে তেমনি ধরনের একটা।'

'কিন্তু এমন বলনাচ আছে কি যেখানে সর্বদাই ফুর্তি জমে?' ন্নিম্ব রহস্যের সারে বললেন তিনি। 'আশ্চর্য লাগলেও আছে। বরিশ্যেভদের ওখানে সর্বদা জমে, নিকিতিনদের ওখানেও, কিন্তু মেঝকোভদের ওখানে সর্বদাই একঘেয়ে। আপনি কি লক্ষ্য করেন নি?'

'না, বোন, ফুর্তির বলনাচ আমার আর নেই' — আহ্না বললেন আর কিটি তার চোখে দেখল সেই বিশেষ জগৎ যা তার কাছে অনুদ্ঘাটিত, 'আমার কাছে শুধ্ব তেমন বলনাচই সম্ভব যা কম দ্বঃসহ, কম এক্ষেয়ে...'

'বলনাচে আপনার একঘেয়ে লাগে কেমন করে?'

'কেন একছেয়ে লাগবে না আমার?' জিগ্যেস করলেন আস্লা। কিটি লক্ষ্য করল যে কী উত্তর আসবে সেটা আল্লার জানা।

'আপনি সর্বদা সবার চেয়ে সেরা বলে।'

লাল হয়ে ওঠার সামর্থ্য আন্নার ছিল। লাল হয়ে তিনি বললেন:

'প্রথমত, কখনোই তা নই। দ্বিতীয়ত, যদি হইও তাতে আমার কী এসে গেল?'

কিটি জিগ্যেস করলে, 'আপনি এই বলনাচে যাবেন?'

'আমার মনে হয় না গিয়ে চলবে না। এই নে' — তিনি বললেন তানিয়াকে, ক্রমশ সর্ব হয়ে আসা তাঁর শাদা আঙ্বল থেকে সহজে খসে আসা একটা আংটি টানাটানি করছিল সে।

'আপনি গেলে ভারি খ্রাশ হব আমি। বলনাচে আপনাকে দেখার খ্র ইচ্ছে আমার।'

'অন্তত যদি যেতে হয়, তাহলে এই ভেবে প্রবোধ মানব যে এতে আপনি আনন্দ পেয়েছেন... গ্রিশা টানাটানি করিস না রে, এমনিতেই সব আল্ব্থাল্ব হয়ে আছে' -- বেরিয়ে আসা যে একগোছা চুল নিয়ে গ্রিশা খেলছিল, সেটা ঠিক করে নিয়ে বললেন তিনি।

'বলনাচে আমি আপনাকে কল্পনা করছি ভাওলেট রঙের পোশাকে।'

'ঠিক ভাওলেট রঙই হতে হবে কেন?' হেসে জিগ্যেস করলেন আন্না, 'নাও ছেলেমেয়েরা, যাও এবার, যাও। শ্নছ না, মিস গ্লুল ডাকছেন চা থেতে' — ছেলেদের হাত থেকে নিজেকে খসিয়ে তাদের ডাইনিং-র্মে পাঠাতে পাঠাতে বললেন তিনি।

'আর আমি জানি কেন আপনি আমায় বলনাচে ডাকছেন। এই বলনাচটা থেকে আপনার আশা আছে অনেক, তাই আপনার ইচ্ছে হচ্ছে সবাই যেন সেখানে থাকে, তাতে যোগ দেয়।' 'কী করে জানলেন? হার্ট, তাই।'

'ওহ্ কী চমংকার আপনাদের এই বয়সটা' — আশ্লা বলে চললেন, 'বেশ মনে আছে, স্ইজারল্যান্ডের পাহাড়ের ওপরকার নীল কুয়াশার মতো এই কুয়াশাটা যে আমার চেনা। এ কুয়াশা প্লকে ছেয়ে দেয় ওই বয়সটাকে, যখন শৈশব এই শেষ হল বলে, আর এই বিশাল স্খী মহলটা থেকে কেবলি বেরিয়ে আসছে পথ, আর সারি সারি এই কক্ষগ্লোয় ঢুকতে যেমন আনন্দ হচ্ছে, তেমনি ভয়ও করছে যদিও মনে হচ্ছে এ হর্ম্য যেন উজ্জ্বল আর অপর্প... কে না গেছে এর ভেতর দিয়ে?'

নীরবে হাসল কিটি। আন্নার স্বামী আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের অকাব্যিক চেহারাটা মনে করে সে ভাবল, 'কিন্তু কেমন করে উনি গেলেন এর ভেতর দিয়ে? ওঁর সমস্ত রোমান্সটা জানতে আমার ভারি ইচ্ছে।'

'আমি কিছ্ম কিছ্ম জানি। স্তিভা আমায় বলেছে, অভিনন্দন জানাই আপনাকে, লোকটিকে আমার ভারি ভালো লেগেছে' — আন্না বলে চললেন. 'দ্রন্দ্বির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে রেল দেটশনে।'

'আরে, উনি গিয়েছিলেন সেখানে?' লাল হয়ে জিগ্যেস করল কিটি. 'স্তিভা কী বলেছে আপনাকে?'

'বকবক করে স্থিভ। আমায় সবই বলে ফেলেছে। আমিও খুব খুনি হয়েছি। কাল আমি ট্রেনে এসেছি ভ্রন্সিকর মায়ের সঙ্গে' -- আনা বলে চললেন, 'মা-র মুখে কেবলি ছেলের কথা; এটি ওঁর আদরের ছেলে; মায়েরা কিরকম পক্ষপাতী হয় তা আমি জানি, কিস্তু…'

'মা আপনাকে কী বললেন?'

'সে অনেক! আমি জানি যে ও মায়ের আদরের ছেলে, তাহলেও দেখেই বোঝা যায় সে বীরব্রতী… যেমন, মা বলেছেন সে তার সমস্ত সম্পত্তি ভাইকে দিয়ে দিতে চেয়েছিল, ছেলেবেলাতেই অসাধারণ একটা কাণ্ড করেছে সে, জলে ডোবা থেকে একটি মেয়েকে বাঁচিয়েছে। মোট কথা বীর…' হেসে বললেন আহা। স্টেশনে যে দ্ব'শ র্ব্ল দিয়েছেন, সেটা স্মরণ করলেন তিনি।

কিন্তু ওই দ্ব'শ র্ব্লের কথাটা উনি বললেন না। কেন জানি সেটা মনে করতে তাঁর খারাপ লাগছিল। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে ঘটনাটার সঙ্গে তাঁরও যেন কিছু একটা যোগ আছে যা থাকা উচিত ছিল না।

আন্না বললেন, 'কাউণ্টেস আমায় খুব করে তাঁর ওখানে যেতে বলেছেন।

ব্যুড়িকে দেখতে যেতে আমার আনন্দই হবে, কালই যাব। তবে, থাক বাবা, দ্বিভা ডল্লির ঘরে রয়েছে অনেকখন' — আলাপের প্রসঙ্গ বদলিয়ে যোগ করলেন আহা এবং উঠে দাঁড়ালেন, কিটির মনে হল কেন জানি অসম্ভূষ্ট হয়েছেন তিনি।

'না, না আমি আগে! না আমি!' চা-পর্ব শেষ করে আল্লা পিসির কাছে ছুটে আসতে আসতে চে'চাচ্ছিল ছেলে-মেয়েরা।

'সবাই আমরা একসঙ্গে' — এই বলে আন্না হাসতে হাসতে ছুটে গেলেন তাদের দিকে, সবাইকে জড়িয়ে ধরে ঢিপ করে ফেললেন উল্লাসে চে চার্মোচ করা এই গোটা দলটাকে।

n 25 n

বড়োদের চায়ের সময় ডব্লি বের্লেন তাঁর ঘর থেকে। স্তেপান আর্কাদিচ বের্লেন না। নিশ্চয় স্থীর ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে গেছেন পিছনের দরজা দিয়ে।

আল্লার দিকে ফিরে ডল্লি বললেন, 'আমার ভয় হচ্ছে ওপরে তোমার শীত করবে। আমার ইচ্ছে তোমায় নিচে নামিয়ে আনি, দ্ব'জনে কাছাকাছিও থাকা যাবে।'

'আরে না, আমার জন্যে ভাবনা নেই' --- ডল্লির মুখের দিকে তাকিয়ে মিটমাট হয়ে গেছে কি না আন্দাজ করার চেণ্টা করে বললেন আন্না।

বৌদি বললেন, 'এখানে আলো হত বেশি।'

'তোমায় বলছি যে সবখানে এবং সর্বদা আমি অঘোরে ঘুমাই।'

'কী নিয়ে কথা হচ্ছে' — স্টাডি থেকে বেরিয়ে বােকে উদ্দেশ করে শুধালেন স্তেপান আর্কাদিচ।

তাঁর গলার স্বরে কিটি এবং আন্না দ্ব'জনেই ব্রুঝলেন যে মিটমাট হয়ে গেছে।

'আমি চাইছি আম্লাকে নিচে নামিয়ে আনতে, তবে পর্দা টাঙাতে হবে নতুন করে। কিন্তু কেউ সেটা পারবে না, করতে হবে আমাকেই' — জবাবে স্বামীকে বললেন ডব্লি।

'প্ররো মিটমাট হয়েছে কিনা ভগবানই জানে না' — তাঁর নির্ব্তাপ অচণ্ডল গলা শুনে আমা ভাবলেন।

স্বামী বললেন, 'আহ ডল্লি, বাড়িয়ে বলো না। বলো তো আমিই করে দিচ্ছি…'

'হ্যাঁ, মিটমাট হয়েছে তাহলে' — ভাবলেন আন্না।

'তুমি যে কী করবে তা বেশ জানা আছে মশায়' — ডল্লি বললেন, 'মাতভেইকে এমন কিছ্ব করার হ্বকুম দেবে যা করা যায় না, আর নিজে যাবে বেরিয়ে। সেও সব গোলমাল করে বসবে।' আর এ কথা বলার সময় ডল্লির ঠোঁটের কোনা কু'চকে উঠল তাঁর অভ্যন্ত শ্লেষের হাসিতে।

'একেবারে, একেবারে মিটমাট, এক্কেবারে' — ভাবলেন আল্লা, 'জয় ভগবান!' এবং তিনিই যে এর হেতু এতে খ্রিশ হয়ে ডল্লির কাছে গিয়ে চুম্ম খেলেন তাঁকে।

'মোটেই না। আমায় আর মাতভেইকে এত তাচ্ছিল্য কেন করো বলো তো?' স্থাীর দিকে চেয়ে প্রায় অলক্ষ্য একটু হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ। বরাবরের মতো গোটা সন্ধ্যা ডিল্লি স্বামীকে ঠাটা করে চললেন আর স্তেপান আর্কাদিচ রইলেন হাসিখ্নাশ তুষ্ট হয়ে, কিন্তু শ্বধ্ব ততটা যাতে না প্রকাশ পায় যে মার্জনা লাভ করায় তিনি তাঁর অপরাধ ভুলে গেছেন।

সাড়ে ন'টার সময় অব্লোন্ স্কিদের বাড়িতে চায়ের আসরে সবিশেষ আনন্দময় প্রীতিকর পরিবারিক সান্ধ্যালাপেটা ক্ষ্ম হল বাহ্যত অতি সাধারণ একটা ঘটনায় কিন্তু সেই সাধারণ ঘটনাটাই কেন জানি সবার কাছে মনে হল অদ্ভুত। পিটার্সবি,গের সাধারণ পরিচিতদের কথা বলতে বলতে আল্লা ঝট করে উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন, 'আমার অ্যালবামে ছবি আছে, ভালো কথা, আমার সেরিওজাকেও দেখাব তোমাদের' — গবিতি মায়ের হাসি নিয়ে যোগ করলেন তিনি।

দশটার সময় যখন সাধারণত তিনি ছেলের কাছ থেকে বিদায় নিতেন এবং বলনাচে যাবার আগে নিজে শ্রইয়ে দিতেন তাকে, এখন তার কাছ থেকে এত দ্রে আছেন ভেবে বিষন্ন লাগল তাঁর : এবং যা নিয়েই কথাবার্তা চল্বক, থেকেই থেকেই তাঁর মন চলে যাচ্ছিল তাঁর কোঁকড়া-চুলো সেরিওজার পানে। তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল তার ছবিটা চেয়ে দেখে তার গল্প করে শোনায়, প্রথম অজ্বহাতের স্বযোগ নিয়ে তিনি তাঁর লঘ্ব, দ্ঢ়চিত্ত চলনে উঠে গেলেন অ্যালবাম আনতে। ওপরে, তাঁর ঘরে যাবার সি'ড়িটা উঠেছিল প্রধান সোপান-শ্রেণীর উষ্ণ চাতাল থেকে।

জুরিং-র্ম থেকে বেরতেই সদর হলঘরে ঘণ্টি শোনা গেল। ডিল্ল বললে, 'কে এল আবার?'

কিটি টিম্পনি কাটলে, 'আমার জন্যে এসে থাকলে আগেই এসেছে, আর কারো কারো পক্ষে দেরি করে।'

'নিশ্চয় কাগজ নিয়ে এসেছে' — যোগ করলেন স্তেপান আর্কাদিচ আর আলা যথন সির্ণড়র কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, চাকর ওপরে উঠছিল অভ্যাগতের থবর দিতে আর অভ্যাগত নিজে দাঁড়িয়ে ছিলেন বাতির কাছে। নিচে তাকিয়ে আলা তক্ষ্নি চিনতে পারলেন দ্রন্স্কিকে, এবং হঠাৎ তাঁর ব্বের মধ্যে দ্বলে উঠল আনন্দ আর সেই সঙ্গে ভয়ের একটা বিচিত্র অন্ভূতি। ওভারকোট না ছেড়ে দ্রন্স্কি দাঁড়িয়ে ছিলেন, কী যেন বার করছিলেন পকেট থেকে। আলা যথন সির্ণড়ের মাঝামাঝি উঠেছেন, দ্রন্স্কি চোথ তুলতেই দেখতে পেলেন তাঁকে, ম্বথের ভাবে ফুটে উঠল কেমন একটা লজ্জা আর ভয়। আলা সামান্য মাথা ন্ইয়ে চলে গেলেন আর তার পরেই শোনা গেল আগতকে ভেতরে আসবার জন্য উচ্চেস্বরে ডাকছেন স্তেপান আর্কাদিচ আর অনুচ্চ নর্ম, অচণ্ডল গলায় আপত্তি করছেন দ্রন্স্কি।

অ্যালবাম নিয়ে আন্না যখন ফিরলেন, দ্রন্স্কি তখন আর নেই। স্তেপান আর্কাদিচ বলছিলেন, নামকরা যে ব্যক্তিটি শহরে এসেছেন তাঁর জন্য যে ডিনার দেওয়া হচ্ছে তার কথা জানতে এসেছিলেন তিনি।

যোগ করলেন তিনি, 'কিছ্বতেই ভেতরে ঢুকতে চাইল না। আ*****চর্য লোক বটে।'

কিটি রাঙা হয়ে উঠল। তার মনে হল, কেন তিনি এসেছিলেন আর কেনই বা ভেতরে ঢুকলেন না, কেবল সে-ই ব্যুক্তে একা। সে ভার্বছিল, 'আমাদের ওখানে গিয়েছিল ও, আমায় না পেয়ে ভের্বেছিল আমি এখানে; আর ভেতরে যে ঢুকল না তার কারণ বড়ো দেরি হয়ে গেছে, তা ছাড়া আরা রয়েছেন এখানে।'

কিছ্ন না বলে সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে আল্লার অ্যালবাম দেখতে লাগলেন।

যে ডিনারের আয়োজন হচ্ছে তার খ্রিটনাটি জানবার জন্য একটা লোক এসেছিলেন বন্ধুর কাছে কিন্তু ভেতরে ঢোকেন নি, এর মধ্যে অসাধারণ বা অন্তুত কিছ্ম নেই। কিন্তু সবার কাছেই এটা মনে হল অন্তুত। সবচেয়ে বেশি করে অন্তুত আর বিশ্রী লাগল আয়ার।

মায়ের সঙ্গে কিটি যখন আলোয় ঝলমলে ফুলের টব আর পাউডার মাখা, লাল কাফতান পরা সব চাপরাশি শোভিত প্রশস্ত সোপান-শ্রেণীতে উঠল, বলনাচ তখন সবে শুরু হয়েছে। হল থেকে আসছে গতিবিধির সমতাল মর্মর, যেন মধুচক্র, আর যথন তাঁরা গাছগুলোর মাঝখানকার চাতালে আয়নার সামনে কবরী আর পোশাক ঠিক করে নিচ্ছিলেন, হলে শোনা গেল অকেন্দ্রার বেহালায় প্রথম ওয়ালাজ নাচ শুরুর সন্তর্পণ সুস্পুট সূর। অন্য এক আয়নার সামনে চাঁদির পাকা চুল সামলে আতরের গন্ধ ছডিয়ে যেতে গিয়ে সি'ডিতে তাঁদের সঙ্গে ধারু থেলেন বেসামরিক পোশাকের এক বৃদ্ধ, তাঁর কাছে অপরিচিত কিটিকে দেখে স্পণ্টতই মৃদ্ধ হয়ে সরে গেলেন তিনি। ভয়ানক নিচু কাটের ওয়েন্ট কোট পরা শমশ্রহীন এক তর্নুণ, উচ্চু সমাজের যে ছোকরাদের বৃদ্ধ প্রিন্স শোরবার্ণাস্ক বলতেন ন্যাকার্মাণ তাদেরই একজন, যেতে যেতেই তার শাদা টাই ঠিক করতে করতে অভিবাদন করল ওঁদের উদ্দেশে এবং পাশ দিয়ে চলে গিয়ে আবার ফিরে এল কিটিকে কোয়াড্রিল নাচে আমন্ত্রণ জানাতে। কিটির প্রথম কোয়াড্রিল আগেই দ্রন্স্কিকে দিয়ে রাখায় তর্নুণটিকে সে দ্বিতীয় নাচটা দিতে বাধ্য হল। দরজার কাছে দস্তানায় বোতাম আঁটতে আঁটতে ওঁদের পথ করে দিলেন সামরিক এক অফিসার এবং মোচে তা দিতে দিতে মৃধ্ব দ্ভিটতে চাইল গোলাপী কিটির দিকে।

সাজসঙ্জা, কবরী আর বলনাচের সবকিছ্ব প্রস্থৃতিতে কিটির প্রচুর মেহনত আর কল্পনার্শক্তির প্রয়োজন পড়লেও এখন তার গোলাপী আস্তরের ওপর জটিল 'ত্যুল' গাউনে বলনাচে নামল এমন স্বচ্ছন্দে আর সহজে যেন এই সব রোজেট, লেস, সাজসঙ্জায় নানা খ্টিনাটির জন্য তার বা বাড়ির লোকেদের এক মৃহ্তুও মাথা ঘামাতে হয় নি, যেন এই ত্যুল, লেস, ওপরে দুটি পাতা সমেত গোলাপ গোঁজা উচ্চু কবরী নিয়েই সে জন্মেছে।

হলে ঢোকার মুখে প্রিন্স-মহিষী যখন তার কটির গাটিয়ে আসা রিবন ঠিক করে দিতে চাইলেন, কিটি আন্তে সরে গেল। তার মনে হচ্ছিল যে তার পোশাকের সর্বকিছাই আপনা আপনিই সান্দর আর সোষ্ঠিবমণ্ডিত হওয়ার কথা, কিছাই সংশোধন করার প্রয়োজন নেই।

এটা ছিল কিটির এক সোভাগোর দিন। গাউন আঁট হয়ে বসে নি

কোথাও, বার্থা লেস কোথাও ঝলে পড়ে নি, দলামোচড়া হয় নি রোজেটগুলো, ছি'ড়েও যায় নি; উ'চু বাঁকা হিলের ওপর গোলাপী জ্বতোজোড়া খামচে ধরছে না, বরং ফুর্তি পাচ্ছে পা। সোনালী চুলের ঘন গুর্নছি তার ছোটু মাথাটিতে খাপ খেয়ে গেছে তার নিজের চলের মতো। গডন না বদলিয়ে যে লম্বা দস্তানা তার হাত জড়িয়ে ছিল তার তিনটে বোতামই আঁটা. খসে আসে নি। ভারি একটা কোমলতায় তার গ্রীবা ঘিরে আছে কণ্ঠালংকারের কালো মখমল বন্ধনী। অপূর্বে সে মখমল, বাডিতে আয়নায় নিজের গল। দেখে কিটি টের পেয়েছিল কী জানাতে চায় মথমলটি। আর সবকিছ,তে খ্বতখ্বতি থাকলেও মথমল অপরূপ। এবং এখানে, এই বলনাচেও আয়নায় ওটা দেখে হাসি ফুটল কিটির মুখে। অনাবৃত কাঁধ আর হাতে মর্মরের শীতলতা অনুভব করল কিটি, এই অনুভূতিটা তার খুবই ভালো লাগে। জনলজনল কর্রছিল তার চোখ, নিজের আকর্ষণীয়তার চেতনায় না হেসে পার্রাছল না তার রক্তিম ঠোঁট। হলে ঢুকে নাচের আমন্ত্রণের জন্য অপেক্ষমাণ মহিলাদের তাল-রিবন-লেস-রঙের ভিড়টায় পেণছতে না পেণছতেই (এরকম ভিডে কিটি কখনো দাঁডিয়ে থাকে নি বেশিক্ষণ), ওয়ালুজে নাচার আমন্ত্রণ এল, আর আমন্ত্রণ করলেন কিনা নতেয়র সেরা নাগর, বলনাচের পদাধিকারে প্রথম পুরুষ, তার খ্যাতনামা পরিচালক, আসরের অধিকারী, সম্প্রমর্মান্ডত বিবাহিত স্পুরুষ এগরুশকা কস্বনিদ্ক। কাউন্টেস বানিনার সঙ্গে তিনি প্রথম পালা ওয়াল্জ নাচ শেষ করে তাঁর এক্তিয়ার, অর্থাং নৃত্যাবতীর্ণ কয়েক জোড়া নাচিয়ের ওপর চোখ বুলিয়ে দেখতে পেলেন কিটি আসছে, অর্মান ছুটে গেলেন নত্তার পরিচালকদের পক্ষেই শুধু যা শোভা পায় তেমন একটা হেলা-ফেলা স্বাচ্ছন্দে। এবং মাথা ন,ইয়ে, সে রাজি আছে কিনা এমনকি সেটুকুও জিগ্যেস না করেই কিটির ক্ষীণ কটিদেশ আলিঙ্গনের জন। হাত বাডিয়ে দিলেন। কিটি তাকিয়ে দেখল কাকে দেওয়া যায় তার হাতের পাথা, গৃহকর্নী হেসে সেটা নিলেন।

িঠিক সময়ে এসে গিয়ে ভারি ভালো করেছেন' — কস্ক্রিন্স্কি তার কোমর জড়িয়ে ধরে বললেন। 'দেরি করে আসা সত্যি কী যে এক বদভাস।'

কিটি তার বাঁ হাত বেণিকয়ে রাখল তাঁর কাঁধে, গোলাপী জ্বতো পরা তার ছোটো ছোটো পা মেঝের চিকন পার্কেটের ওপর অনায়াসে তাল মেলাল সঙ্গীতের সঙ্গে।

उशाल् एकत প्रथम धीतलश ছन्म भूत्र करत किंग्रिक फेनि वलालन.

'আপনার সঙ্গে ওয়াল্জ নাচা একটা আরাম। কী লঘ্বতা, কী précision*'— সেই কথাই তিনি ওকে বললেন যা বলতেন তাঁর প্রায় সমস্ত সূপরিচিতাদের।

কিটি হাসল তাঁর প্রশংসায় এবং তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে চেয়ে দেখতে লাগল হলঘরে। এমন নবাগতা সে নয়, যার কাছে বলনাচে সমস্ত লোকের মুখ মিলে যায় একক একটি ঐন্দ্রজালিক অনুভূতিতে; আবার বলনাচে টু মেরে বেড়ানো তেমন কুমারীও সে নয়, যার কাছে সব মুখই চেনা, যাতে একঘেয়েমি লাগে: সে ছিল এই দুইয়ের মাঝামাঝি. — উত্তেজনা বোধ করছিল সে. কিন্তু সেই সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করার শক্তি রাখার মতো দখলও ছিল তার নিজের ওপর। হলের বাম কোণে সে দেখল সমাজ চূড়ামণিদের জোট। সেখানে ছিল অসম্ভব রকমের অনাবৃত দেহে কসুনিস্কির স্ত্রী, স্কুন্দরী লিদা, ছিলেন গৃহকর্ত্রী, নিজের টাক নিয়ে সেখানে জ্বলজ্বল করছেন ক্রিভিন, সমাজশ্রেষ্ঠরা যেখানে, সেখানে তিনি থাকেন সর্বদাই; কাছে যাবার সাহস না পেয়ে ছোকরারা তাকিয়ে দেখছিল সেদিকে: সেখানেই কিটির চোখে পড়ল স্থিভা, পরে দেখতে পেল কালো মখমলের পোশাকে আন্নার অপরূপ মূর্তি। তিনি-ও ছিলেন সেখানে। যে সন্ধ্যায় কিটি লেভিনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তার পর থেকে সে আর তাঁকে দেখে নি। কিটি তার দরেবীক্ষণ দ্র্ভিতৈ তক্ষ্মনি চিনতে পারল তাঁকে. এও লক্ষ্য করল যে ভ্রন্স্কি চেয়ে আছেন তার দিকে।

'আরো এক পালা হবে নাকি? হাঁপিয়ে পড়েন নি তো?' সামান্য হাঁপাতে হাঁপাতে জিগ্যেস করলেন কস্মনিস্ক।

'না, না, ধন্যবাদ আপনাকে।'

'কোথায় পে'ছে দেব আপনাকে?'

'মনে হচ্ছে কার্রোননা রয়েছেন ওখানে… ওঁর কাছে আমায় নিয়ে চলনুন।' 'যেখানে বলবেন, সেখানেই।'

কস্বাস্কিও তাঁর পদক্ষেপ সংযত করে ওয়াল্জ নাচতে নাচতে চলে গেলেন হলের বাঁ কোণের সেই ভিড্টার দিকে, ক্রমাগত বলতে থাকলেন, 'Pardon, mesdames, pardon, pardon, mesdames'** — এবং লেস, ত্যুল, রিবনের সম্বদ্রের মাঝখান দিয়ে এদিক-ওদিক করে, কারো একটি

^{*} সঠিকতা (ফরাসি)।

^{**} মাপ করবেন মহিলারা, মাপ করবেন, মাপ করবেন মহিলারা (ফরাসি)।

পালক পর্যন্ত না ছ্রায়ে তাঁর নৃত্যসাঙ্গনীকে এমন সজোরে ঘোরালেন যে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ল মিহি মোজা পরা তার তন্বী পা, পোশাকের পিছ-ঝুল গিয়ে জড়িয়ে পড়ল ক্রিভিনের হাঁটুতে। কস্র্নিম্ক মাথা ন্ইয়ে খোলা ব্রক্টান করে তাকে আরা আর্কাদিয়েভনার কাছে নিয়ে যাবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিটি লাল হয়ে ক্রিভিনের হাঁটু থেকে তার ঝুল খাসয়ে নিল। মাথা তখনো ঘ্রাছল কিছন্টা, আরার সন্ধানে চেয়ে দেখল চারিদিকে। কিটি অবশ্য-অবশ্যই যা চেয়েছিল তেমন ভাওলেট পোশাকে আরা আসেন নি। পরনে তাঁর নিচু কাটের কালো মখমলী গাউন, উদ্ঘাটিত তাঁর স্কাম কাঁধ, ব্রক, যেন প্রনো হাতির দাঁতে খোদাই করা ছোটু ক্ষীণকায় মণিবন্ধ, স্বডৌল বাহ্ব। গোটা গাউন ভেনিসিয়ান লেসে সেলাই করা। নিজের কালো চুলে ভেজাল কিছ্ব নেই, সেখানে প্যাশ্সি ফুলের ছোটো একটা মালা, শাদা শাদা লেসের মাঝখানে কালো কোমরবন্ধেও তাই। কবরীর ছাঁদ চোখে পড়ার মতো নয়, চোখে পড়ে শ্বর্ধ তাঁর মাথার ওপরে আর পেছনে অনবরত খসে আসা কোঁকড়া চুলের ছোটো ছোটো স্বেছাচারী কুন্ডল, যাতে খোঁপার শোভা বেড়েছে। দটে গ্রীবা যেন খোদাই করা, তাতে ম্বক্তার মালা।

আন্নাকে প্রতিদিন দেখেছে কিটি, তাঁর অন্বক্ত হয়ে উঠেছিল, চাইছিল অবশ্য-অবশ্যই তাঁকে ভাওলেট পোশাকে দেখতে। কিন্তু এখন কালো পোশাকে তাঁকে দেখে সে টের পেল যে তাঁর সমস্ত লাবণ্য সে ব্রুতে পারে নি। এখন তাঁকে সে দেখল একেবারে নতুন, নিজের কাছে অপ্রত্যাশিত এক রপে। এখন সে উপলব্ধি করল যে ভাওলেট পোশাক ওঁর পক্ষে অসম্ভব। ওঁর লালিত্য ঠিক এইখানে যে সর্বদাই উনি তাঁর সাজসম্জার উধ্বের্ব উঠে যান, বেশভূষা ওঁর কখনোই লক্ষণীয় হওয়া সম্ভব নয়। ফলাও লেস সমেত তাঁর গায়ের এই কালো পোশাকটাও চোখে পড়ছে না; ওটা কেবল একটা কাঠামো, চোখে পড়ছে কেবল ওঁকে — সহজ, স্বাভাবিক, স্বচার্ব, সেই সঙ্গে হাসিখ্বিশ. সজীব।

উনি দাঁড়িয়ে ছিলেন বরাবরের মতো অসাধারণ সিধে হয়ে, কিটি যখন এই দলটার কাছে আসে তখন তিনি গৃহকতার সঙ্গে কথা কইছিলেন তাঁর দিকে সামান্য মাথা ফিরিয়ে।

'না, না, আমি ঢিল ছর্ড়ছি না' — ওঁর কী একটা কথায় তিনি বলছিলেন, তবে আমি ঠিক বর্নঝ না' — কাঁধ কু'চকে উনি বলে চললেন, এবং তক্ষর্নি কিটির দিকে চাইলেন কোমল হাসিমুখে। তার সাজসঙ্জায় রমণীর ছরিত

দ্বিত্বপাত করে মাথা নাড়লেন অলক্ষ্যে কিন্তু কিটি ব্রুবল যে ওটা তার সাজ ও রূপ অনুমোদনের ভঙ্গি। — 'আপনি হলে ঢুকছেন নাচতে নাচতে' — যোগ করলেন তিনি।

কস্বিদিক আন্না আর্কাদিয়েভনাকে আগে কখনো দেখেন নি। তাঁর উদ্দেশে মাথা ন্ইয়ে তিনি বললেন, 'ইনি আমার একজন বিশ্বস্ত সহায়। বলনাচের আসরকে প্রিন্সেস হাসিখ্নিশ আর স্বন্দর করে তুলতে সাহায্য করেন। আন্না আর্কাদিয়েভনা, ওয়াল্জের পালা' — আবার মাথা ন্ইয়ে বললেন তিনি।

গ্রকর্তা শুধালেন, 'আপনাদের কি পরিচয় ছিল?'

'কার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই? শাদা রঙের নেকড়ের মতো আমি আর আমার স্ক্রীকে চেনে সবাই' — জবাব দিলেন কস্ব্রনিস্কি, 'ওয়াল্জের পালা, আহ্না আর্কাদিয়েভনা।'

'পারা গেলে আমি নাচি না' — আন্না বললেন। কস্বনিস্কি জবাব দিলেন, 'কিন্তু আজকে ওটি চলবে না।' এই সময় এগিয়ে এলেন ভ্রন্স্কি।

'তা আজকে যথন না নাচলে চলবে না, তখন চল্বন' — দ্রন্ফিকর অভিবাদন খেয়াল না করে আন্ন। বললেন এবং দ্রুত হাত রাখলেন কস্বুনিফিকর কাঁধে।

আন্না ইচ্ছে করে দ্রন্দিকর অভিবাদনের প্রত্যুক্তর দিলেন না, এটা লক্ষ্য করে কিটি ভাবলে, 'কেন ওর ওপর উনি অসন্তুট?' দ্রন্দিক কিটির কাছে এসে প্রথম কোয়াড্রিলের কথাটা মনে করিয়ে দিলেন এবং এই কয়িদন তাকে দেখার আনন্দলাভ ঘটে নি বলে দ্বঃখ প্রকাশ করলেন। আয়ার ওয়াল্জ নাচ কিটি দেখছিল মৃদ্ধ হয়ে আর শ্বনে যাচ্ছিল দ্রন্দিকর কথা। দ্রন্দিক তাকে নাচতে ডাকবেন বলে অপেক্ষা করিছল কিটি, কিন্তু উনি ডাকলেন না, অবাক হয়ে কিটি তাকাল তাঁর দিকে। দ্রন্দিক লাল হয়ে উঠে তাড়াতাড়ি করে তাকে আমন্ত্রণ জানালেন কিন্তু তার ক্ষণি কটি জড়িয়ে ধরে দ্রন্দিক নাচ শ্বন্ধ করতেই হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গীত। দ্রন্দিকর মৃখ ছিল কিটির একেবারে কাছে, সেদিকে চাইল কিটি এবং ভালোবাসায় ভরপ্র এই যে দ্ভিতৈ সে দ্রন্দিকর দিকে চেয়ে ছিল এবং দ্রন্দিক যার প্রতিদান দেন নি, সেটা পরে অনেক দিন, কয়েক বছর পরেও বেদনার্ত লঙ্জায় তার হদয় ক্ষতবিক্ষত করেছে।

'Pardon, pardon! ওয়াল্জ, ওয়াল্জ হোক!' হলের অন্য প্রান্ত থেকে চে'চিয়ে উঠলেন কস্নিস্কি এবং সামনে যে ললনাকে প্রথম পেলেন তাকে নিয়ে নাচ শ্রু করে দিলেন।

n es n

কিটিকে নিয়ে কয়েক পালা ওয়াল্জ নাচলেন দ্রন্দিক। এর পর কিটি মায়ের কাছে এসে নড্স্টিনের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে না বলতেই দ্রন্দিক এলেন প্রথম কোয়াড্রিলের জন্য। কোয়াড্রিল নাচের সময় উল্লেখযোগ্য কোনো কথা হল না, ছে ড়া ছে ড়া আলাপ চলল কখনো কসু নি স্ক দম্পতিকে নিয়ে, যাদেরকে তিনি ভারি মজা করে বলেছিলেন চল্লিশ বছুরে মিণ্টি শিশু, কখনো ভবিষ্যৎ সাধারণ রঙ্গালয় নিয়ে: শুধু একবার আলাপটা কিটিকে খুব বিচলিত কর্নোছল যখন লেভিনের কথা জিগ্যোস করেন দ্রন্সিক, এইখানে সে আছে কিনা এবং যোগ দেন যে লোকটিকে তাঁর খুব ভালো লেগেছে। কিন্তু কোয়াড্রিল নাচ থেকে কিটির বেশি কিছ্ম প্রত্যাশা ছিল না। দূর্মুদ্মর বুকে সে অপেক্ষা করছিল মাজ্মরকা নাচের। তার মনে হয়েছিল মাজ্বরকাতেই সব সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। কোয়াভ্রিল নাচের সময় উনি যে মাজুরকার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন না, তাতে কোনো দূর্শিচন্তা হয় নি তার। আগেকার বলনাচগ্বলোর মতো সে যে ওঁর সঙ্গেই মাজরেকা নাচবে তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না কিটির, নাচছে বলে পাঁচজনের মাজুরকা আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করল সে। শেষ কোয়াড়িল পর্যন্ত কিটির কাছে গোটা আসরটা ছিল আনন্দঘন বর্ণ, ধর্বান আর গতির এক ঐন্দ্রজালিক স্বপ্ন। যখন বড়ো বেশি সে ক্লান্ত বোধ করে বিশ্রাম চায়, তখনই কেবল সে নাচে নি। কিন্তু নীরস যে তর পাটকে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব ছিল না, তার সঙ্গে শেষ কোয়াভিল নাচের সময় সে পড়ে গেল ভ্রন্স্কি আর আলার মুখোমুখি। একেবারে সেই আসার পর থেকে সে আম্লার কাছাকাছি আর থাকে নি, এখন হঠাৎ তাঁকে দেখল ফের একটা নতুন, অপ্রত্যাশিত রূপে। সাফল্যজনিত উত্তেজনার যে চেহারাটা তার নিজের কাছেই অতি পরিচিত. সেটা সে দেখল আহার মধ্যে। যে উল্লাস তিনি সঞ্চার করেছেন তার মদিরায় আল্লা মাতাল। এই অন্কভৃতিটা কিটির জানা, চেনে সে তার লক্ষণগর্নিকে, তা সে দেখতে পেল আহার মধ্যে, দেখল চোখে ঝলকে ওঠা কাঁপা কাঁপা ছটা, সন্থ আর উত্তেজনার হাসিতে আপনা থেকে বে'কে যাওয়া ঠোঁট, গতির সম্প্রকট সোষ্ঠিব, যাথার্থ্য আর লঘ্নতা।

মনে মনে সে ভাবল, 'কে সে? সবাই, নাকি একজন?' যে বেচারী ছোকরার সঙ্গে সে নাচছিল কথোপকথনের খেই হারিয়ে ফেলে সে আর তা খ'জে পাচ্ছিল না। কস্কুনিম্কি সবাইকে কখনো grand rond*, কখনো-বা chaine** নাচাচ্ছিল, বাহ্যত তাঁর ফুর্তিবাজ উচ্চকণ্ঠ আদেশ মেনে চলছিল কিটি। কথাবার্তায় ছোকরাকে কোনো সাহায্য না করে কিটি চেয়ে চেয়ে দেখছিল, ক্রমেই হিম হয়ে আসছিল তার বুক। 'না, জনতার উচ্ছনাসে আন্না মাতাল হন নি, এ শুধু একজনের প্রশংসা। এই কি সেই একজন? দ্রন্দিকই কি?' প্রতি বার আন্নার সঙ্গে তিনি যখন কথা কইছিলেন, আন্নার চোখে ঝলক দিচ্ছিল আনন্দের ছটা, সূথের হাসিতে বে'কে যাচ্ছিল তাঁর রক্তিম ঠোঁট। আনন্দের এই লক্ষণগুলো যেন জোর করে চেপে রাখার চেষ্টা কর্রাছলেন তিনি, কিন্তু আপনা থেকেই তা ফটে উঠছিল তাঁর মাথে। 'কিন্তু দ্রন্স্কি?' দ্রন্স্কির দিকে তাকিয়ে ভয় পেল কিটি। আলার মুখের ম্কুরে যা পরিষ্কার ধরতে পেরেছিল কিটি, তা সে দেখল দ্রন্স্কির মধ্যেও। কোথায় গেল তাঁর বরাবরকার ধীর স্থির ভঙ্গি, নিশ্চিন্ত প্রশান্ত মুখভাব? না, এখন উনি আন্নার সঙ্গে কথা বলার সময় প্রতিবার সামান্য মাথা নোয়াচ্ছেন, যেন লুটিয়ে পড়তে চান আন্নার সামনে, তাঁর দুচিটতে শুধুই বশ্যতা আর শংকার ছাপ। 'আমি অপমান করতে চাই না' — প্রতিবার তাঁর দূষ্টি যেন বলছিল। নিজেকে আমি বাঁচাতে চাই, কিন্তু জানি না কেমন করে।' মুখে তাঁর এমন একটা ভাব যা আগে সে কখনো দেখে নি।

দ্বজনের সাধারণ পরিচিতদের নিয়ে কথা কইছিলেন তাঁরা, একান্ত অকিঞ্চিৎকর আলাপ, কিন্তু কিটির মনে হল তাঁদের প্রতিটি কথাতেই তাঁদের ও কিটির ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে। এবং এইটে আশ্চর্য যে সত্যিই তাঁরা বলাবলি করছিলেন ইভান ইভানোভিচের ফরাসি ব্বকনি কী হাস্যকর এবং এলেংস্কায়ার জন্য আরো ভালো বর জোটানো যেত, অথচ এই সব কথাই তাংপর্যময় হয়ে উঠছে তাঁদের কাছে আর কিটির মতো তাঁরাও

^{*} বৃহৎ বৃত্ত (ফরাসি)।

^{**} শেকল (ফরাসি)।

সেটা টের পাচ্ছেন। এখন বলনাচের গোটা আসর, সমস্ত উণ্টু সমাজ, সবই কুয়াশার আচ্ছন্ন হয়ে গেল কিটির অন্তরে, শ্বধ্ শীলতার যে কঠোর বিদ্যালয়ের মধ্যে দিয়ে সে গেছে, সেটাই ধরে রাখছিল তাকে, বাধ্য করছিল তার কাছে যা প্রত্যাশা সেটা করতে, যথা, নাচা, প্রশেনর জবাব দেওয়া, এমর্নাক হাসাও। কিন্তু ঠিক মাজ্বরকা শ্বর্র আগে যখন চেয়ারগ্বলে। ঠিক করে রাখা হল, কিছ্ব কিছ্ব জর্টি সরে গেল ছোটোটা থেকে বড়ো হলঘরে, হতাশা আর আতংকের মৃহ্ত্ এল কিটির সামনে। পাঁচজনের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছে কিটি এবং এখন সে আর মাজ্বরকা নাচছে না। ওকে নাচতে ডাকা হবে এমন আশাও ছিল না আর, কেননা উণ্টু সমাজে তার সাফল্য খ্বই বেশি, এখনো পর্যন্ত সে আমন্ত্রণ পায় নি, এমন কথা ভাবতেই পারে নি কেউ। সে অস্কুম, মাকে এই কথা বলে বাড়ি চলে যাওয়াই উচিত ছিল তার, কিন্তু সেটুকু ক্ষমতাও তার ছিল না। একেবারে বিধ্বস্ত বলে তার মনে হচ্ছিল নিজেকে।

ছোটো ছ্রািয়ং-র্মটার নিভূতে গিয়ে সে বসে পড়ল একটা আরাম-কেদারায়। তার তন্বী দেহ ঘিরে মেঘের মতো ভেসে উঠল পোশাকের হাওয়াই স্কার্ট ; বালিকার মতো শীর্ণ, কমনীয়, অনাব্ত, শক্তিহীন একটা বাহ্ব ডুবে গেল গোলাপী পোশাকের ভাঁজের মধ্যে ; অন্য হাতটায় পাখা নিয়ে ছোটো ছোটো ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে হাওয়া করতে লাগল তার আতপ্ত ম্খমণ্ডলে। কিন্তু সবে ঘাসের ওপর গিয়ে বসেছে, এক্ষ্মনি রামধন্ম ডানা মেলে ফরফর করে উঠবে এমন এক প্রজাপতির মতো দেখালেও ভয়ংকর এক হতাশায় ভেঙে যাচ্ছিল তার ব্যক।

'আর হয়তো ভুল হয়েছে আমার, অমন কিছ; ঘটে নি?' যা দেখেছে সেটা ফের মনে মনে স্মরণ করতে চাইল সে।

'কিটি, এ আবার কী?' গালিচার ওপর দিয়ে নিঃশন্দে তার কাছে এসে বললেন কাউপ্টেস নড্ন্টিন, 'এ আমি ব্রুবতে পারছি না।'

কিটির নিচের ঠোঁট কে'পে উঠল, তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল সে।

'কিটি, মাজ্বকা নাচছ না তুমি?'

'না' -- অশ্রুতে কম্পমান কপ্তে কিটি বললে।

'আমার সামনেই ওকে সে মাজ্বরকা নাচে ডাকলে' — নড্ স্টিন বললেন, কে 'ও' আর কে 'সে' — এটা কিটি ব্রুববে বলে তাঁর জানাই ছিল। 'ও বললে: কেন, প্রিন্সেস শ্যেরবাংস্কায়ার সঙ্গে নাচবেন না আপনি?' কিটি বললে, 'আহ্ ওতে আমার কিছ্ব এসে যায় না!'

কিটি নিজে ছাড়া আর কেউ ব্রুঝছিল না তার অবস্থা, কেউ জানত না যে এই সেদিন সে একজনকৈ প্রত্যাখ্যান করেছে যাকে হয়ত সে ভালোই বাসত এবং প্রত্যাখ্যান করেছে, করেণ বিশ্বাস করেছিল অন্য একজনকৈ।

কস্ক্রিম্পকে পাকড়াও করে তাঁর সঙ্গে মাজ্বরকা নেচে কাউন্টেস নড্ম্টিন তাঁকে বললেন তিনি যেন কিটিকে নাচে ডাকেন।

কিটি নাচল প্রথম জন্টিতে। সোভাগ্যবশত কথা বলার প্রয়োজন তার ছিল না, কেননা কর্স্নুনিস্কি অনবরত ছোটাছন্টি করে তাঁর কর্তৃত্ব ঠিক রাখছিলেন। ভ্রন্স্কি আর আন্না বসেছিলেন একেবারে প্রায় তার সামনেই। তাঁদের সে দেখেছিল তার দ্রের দ্বিতিত, দেখেছিল কাছ থেকেও যথন জন্টিতে জন্টিতে তাঁরা মন্থামন্থ হন, আর যত বেশি দেখল ততই সে নিঃসন্দেহ হয়ে উঠল যে তার দন্তাগ্য ঘটে গেছে, সে দেখল যে জনাকীর্ণ এই হলে নিজেদের একলা করে নিয়েছেন তাঁরা। ভ্রন্স্কির যে মন্থভাবে সর্বদাই থাকত অমন একটা দ্টতা আর স্বাধীনতার ছাপ, সেখানে কিটিকে বিমৃঢ় করে দেখা দিয়েছে কেমন একটা অসহায়তা আর বশ্যতা, দোষ করলে বৃদ্ধিমান কুকুরের মন্থে যা ফুটে ওঠে।

আনা হাসছিলেন, সে হাসি সঞ্চারিত হচ্ছিল তাঁর মধ্যেও। কিছ্ একটা ভাবনা পেয়ে বসছিল আনাকে, শ্রন্দিও হয়ে উঠছিলেন গ্রুগন্তীর। কী একটা অপ্রাকৃত শক্তি কিটির চোথ টেনে ধরছিল আনার ম্থের দিকে। নিজের সাধারণ কালো পোশাকে আনা অপর্প, অপর্প তাঁর রেসলেট-শোভিত প্র্ভুই হাত, অপর্প তাঁর ম্ক্তোর মালা পরা দৃঢ় গ্রীবা, অপর্প তাঁর কবরী এলোমেলো করা কুঞ্চিত কেশদাম, অপর্প তাঁর ছোটো ছোটো পা আর হাতে ললিত লঘ্ গতি, সজীবতায় স্কার তাঁর ম্থখানা অপর্প; কিন্তু এই অপর্পতার মধ্যে ভয়াবহ, নিন্তুর কিছ্ব একটাও যেন ছিল।

আগের চেয়েও কিটি মৃদ্ধ হল তাঁর রুপে, আর ক্রমে কণ্ট পেতে লাগল বেশি করে। নিজেকে দলিত মনে হল তার, সেটা ফুটে উঠল তার মুখভাবে। মাজ্বরকা নাচে মুখোমুখি হয়ে দ্রন্দিক যখন তাকে দেখতে পান, চট করে চিনে উঠতে পারেন নি — এতই বদলে গিয়েছিল কিটি!

'চমংকার নাচের আসর' — দ্রন্দিক বললেন কিছ, একটা বলতে হয় বলে। অঙ্গহানির দায়ে ব্যাপারটা গড়ায় আদালতে। তারপর মনে পড়ল ঠগ খেলোয়াড়টার ঘটনা, যার কাছে সে তাসে হারে, একটা হৃণিডও লিখে দেয়, তারপর নিজেই তার বিরুদ্ধে এই বলে নালিশ করে যে লোকটা তাকে ঠিকয়েছে। (সেগেই ইভানিচ যা শোধ দেন, এটা সেই টাকা।) মনে পড়ল, হৈ-হাঙ্গামার জন্য তার এক রাত্রি হাজত বাসের কথা। ভাই সেগেই ইভানিচ নাকি তার মায়ের সম্পত্তির অংশ দেন নি, এই বলে তাঁর বিরুদ্ধে লঙ্জাকর মোকদ্দমার কথাটাও মনে এল। আর শেষ ঘটনাটা হল সে যখন পশ্চিম প্রদেশে চাকরিতে যায়, সেখানে গ্রাম্য মাতব্বরকে মারপিট করার জন্য সোপর্দ হয় আদালতে। এ সবই ভয়ানক জঘন্য, কিন্তু নিকোলাই লেভিনকে যারা জানত না, জানত না তার ইতিহাস, তার অস্তঃকরণ, তাদের কাছে যতটা জঘন্য লাগার কথা, লেভিনের কাছে মোটেই সেরকম মনে হল না।

লেভিনের মনে পড়ল, নিকোলাই যখন ছিল ধার্মিকতা, উপবাস, সাধ্বসন্ন্যাসী, গির্জায় উপাসনার পর্বে, যখন সে সাহায্য, তার উদ্দাম স্বভাবকে বে'ধে রাখার বল্গা খ্রুজছিল ধর্মে, তখন কেউ তাকে সমর্থন তো করেই নি, বরং সবাই, সে নিজেও হাসাহাসি করেছে তাকে নিয়ে। লোকে টিটকারি দিয়েছে তাকে, বলেছে 'নোয়া', সন্ন্যাসী, আর যখন তার বাঁধন ছিণ্ডল, কেউ তাকে সাহায্য করে নি, মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে আতঙ্কে, ঘেনায়।

লেভিন অন্ভব করছিলেন যে জীবনের সবকিছ্ব কদর্যতা সত্ত্বেও নিকোলাই ভাই মনেপ্রাণে, তার অন্তরের গভীরে তাদের চেয়ে বেশি অসং নয় য়ারা তাকে ঘানা করে। ও য়ে একটা উন্দাম চরিত্র আর কিসে য়েন বিজ্নিবত মানাসকতা নিয়ে জন্মেছে সেটা তো তার দোষ নয়। তব্ব সর্বদা ও ভালো হতে চেয়েছে। 'সবকিছ্ব বলব তাকে, সবকিছ্ব বলতে বাধ্য করব ওকে, দেখাব য়ে আমি ওকে ভালোবাসি, তাই ওকে ব্বঝি' — রাত এগারোটায় ঠিকানায় লেখা হোটেলটার দিকে য়েতে য়েতে লেভিন এই স্থির করলেন মনে মনে।

লেভিনের জিজ্ঞাসার জবাবে খানসামা বললে, 'ওপরে, বারো আর তেরো নম্বর কামরা।'

'ঘরে আছে?'

'থাকার কথা।'

বারো নম্বরের দরজা আধ-খোলা, সেথান থেকে এক ফালি আলোর মধ্যে আসছিল কদর্য আর দুর্বল তামাকের ধোঁয়া, শোনা যাচ্ছিল লেভিনের কাছে অপরিচিত একটা কণ্ঠস্বর; কিন্তু তক্ষ্বনি লেভিন টের পেলেন যে ভাই এখানেই; তার কাশি শোনা গেল।

যথন তিনি দরজায় ঢুকলেন, অপরিচিত কণ্ঠস্বর বলছিল:

'কতটা বিচক্ষণতা আর সচেতনতার সঙ্গে ব্যাপারটা চালানো হবে তার ওপরেই সব নির্ভার করছে।'

ঘরে উ'কি দিলেন কনস্তান্তিন লেভিন, দেখলেন কথা কইছেন একটি যুবক, একমাথা তাঁর চুল, গায়ে সাবেকী ধাঁচের রুশী কোট। একটি মেয়ে বসে আছে সোফায়, মুখে বসন্তের দাগ, উলের পোশাকটায় কফ নেই. কলারও সাদামাঠা। ভাইকে দেখা যাছিল না। কনস্তান্তিনের বুক টনটন করে উঠল এই ভেবে যে ভাই তার দিন কাটাছে কীসব অনাত্মীয় লোকেদের মধ্যে। কেউ কনস্তান্তিনের আসার শব্দ শ্বনতে পায় নি, তিনিও তাঁর ওভার-স্ক্র খুলতে খুলতে শ্বনতে লাগলেন রুশী কোট পরা ভদ্রলোকটি কী বলছেন। কথা হছিল কী একটা উদ্যোগ নিয়ে।

'চুলোয় যাক এই সব স্বিধাভোগী শ্রেণী' — কাশির মধ্যে শোনা গেল ভাইয়ের গলা, 'মাশা, রাতের খাবার কিছ্ব জোগাড় করো তো আমাদের জন্যে। আর মদ দাও যদি থেকে থাকে, নইলে লোক পাঠাও।'

মেয়েটি উঠে পার্টিশনের ওপাশে খেতেই দেখতে পেল কনস্থান্তিনকে। বললে, 'কে একজন ভদ্রলোক, নিকোলাই দ্মিগ্রিচ।'

'কাকে চাই?' শোনা গেল নিকোলাই লেভিনের রাগত কণ্ঠ। আলোয় এসে কুনস্তান্তিন লেভিন বললেন, 'আমি এসেছি।'

'আমি-টা কে?' আরো রাগত শোনাল নিকোলাইয়ের গলা। শব্দ শন্নে বোঝা গেল কিছন একটাতে ধাকা খেয়ে ঝট করে উঠে দাঁড়িয়েছে সে, দরজায় লোভন দেখলেন অতি পরিচিত তব্ বন্যতায় আর র্মতায় স্তম্ভিত করার মতো তাঁর ভাইয়ের বিশাল, শীর্ণ, কুজা হয়ে আসা মর্তি, বড়ো বড়ো চোখে ভীতি।

তিন বছর আগে কনস্তান্তিন লেভিন যখন তাকে শেষ বার দেখেন, তার চেয়েও এখন সে রোগা। গায়ে একটা খাটো জ্যাকেট। হাত আর চওড়া হাড়গুলো মনে হচ্ছিল আরো বিরাট। চুল পাতলা হয়ে এসেছে, সেই একই সোজা মোচ ঝুলে পড়েছে ঠোঁটের ওপর, সেই একই চোখ বিচিত্র আর সরল দ্ণিটতে চেয়ে আছে আগস্তুকের দিকে।

'আরে কন্থিয়া যে' — ভাইকে চিনতে পেরে হঠাৎ বলে উঠল সে, চোখ তার জনলজনল করে উঠল আনন্দে। কিন্তু সেই মৃহ্তেই সে তাকাল যুবকটির দিকে এবং মাথা আর ঘাড়ের এমন একটা বটকা-মারা ভঙ্গি করল যেন টাই এ'টে বসেছে, ভঙ্গিটা কনস্তান্তিনের অতি পরিচিত; একেবারেই অন্য একটা রুক্ষ্ণ, আর্ত, নিন্ধুর ভাব ফুটে রইল তার রোগাটে মুখে।

'আপনাকে আর সের্গেই ইভানিচকে, দ্ব'জনকেই লিখেছিলাম যে আপনাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক রাথতেও চাই না। কী তোমার, কী আপনার দরকার পড়ল?'

কনস্তান্তিন যা কলপনা করেছিলেন, সে মান্য ভাই একেবারেই নয়। তার কথা ভাবার সময় তার চরিত্রের সবচেয়ে কণ্টকর আর খারাপ দিক, যার জন্য তার সঙ্গে কথা বলা এত কঠিন হয়ে ওঠে, কনস্তান্তিন তা ভূলে গিয়েছিলেন। এখন তার মুখ, বিশেষ করে এই ঝটকা-মারা মাথা ফেরানো দেখে সে সবই মনে পড়ে গেল তাঁর।

ভয়ে ভয়ে বললেন, 'কোনো দরকারে আসি নি। শর্ধ্ তোমায় দেখার ইচ্ছে হয়েছিল।'

ভাইয়ের ভয় দেখে স্পষ্টতই নরম হয়ে এল নিকোলাই। ঠোঁট কে'পে উঠল তার।

বলল, ওঃ, এমনি এসেছ? ভেতর এসো, বসো। রাতের খাবার খেয়ে যাবে? মাশা, তিন প্লেট খাবার এনো। আচ্ছা থাক, দাঁড়াও। জানো ইনি কে?' র্শ কোট পরা ভদ্রলোককে দেখিয়ে সে শ্ধাল ভাইকে, ইনি শ্রী ক্রিংস্কি, কিয়েভে থাকতেই আমার বস্ধ্। অভি অসামান্য লোক। বলাই বাহ্লা প্রালস ওঁর পেছনে লেগেছে, কেননা উনি বদমাইস নন।'

এবং নিজের অভ্যাসমতো ঘরের সব লোকদের দিকে তাকাল সে। দরজার কাছে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল, সে যাবার উপক্রম করছে দেখে চেচিয়ে উঠল, 'আমি যে বললাম, দাঁড়াও।' তারপর কনস্তান্তিনের যা ভালোই জানা, কথাবার্তা চালাবার সেই অক্ষমতা, সেই আনাড়ীপনায় সবার দিকে আরেক বার তাকিয়ে ভাইকে বলতে লাগল ক্রিংস্কির কাহিনী: দরিদ্র ছাত্রদের জন্য সাহাষ্য সমিতি আর রবিবারের স্কুল চালাবার জন্য কেমন করে তিনি

বিতাড়িত হন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, তারপর তিনি হন গ্রাম্য স্কুলের একজন মাস্টার, অবশেষে কী কারণে যেন সোপদ হন আদালতে।

'আপনি কিয়েভ ইউনিভার্সিটির ছাত্র?' একটা অস্বস্থিকর নীরবতা দেখা দেওয়ায় সেটা দ্র করার জন্য ক্রিংস্কিকে জিগ্যেস করলেন কনস্তান্তিন লেভিন।

'र्गां, ছिलाम किरस्र । जुत् क्' हरक क्रम न्वरत वलालन किर्निन्क।

ভাইকে বাধা দিয়ে মেরেটিকে দেখিয়ে নিকোলাই লেভিন বলল, 'আর এই মেরেটি আমার জীবনসঙ্গিনী, মারিয়া নিকোলায়েভনা। আমি ওকে এনেছি গণিকালয় থেকে' — এ কথা বলার সময় সে ঘাড় ঝাঁকাল, 'কিস্তু ওকে ভালোবাসি, মান্য করি, আর আমার বন্ধ্ব যারা চায়' — গলা চড়িয়ে ভুর্কু চকে সে যোগ করল, 'তাদের সবার কাছে অন্বরোধ করি ওকে ভালোবাসতে, মান্য করতে। যাই হোক না কেন, ও আমার স্বী, যে যাই বল্ক। তাহলে এবার জানলে তো কাদের নিয়ে ব্যাপার। আর যদি তোমার মনে হয় যে হেয় হয়ে যাছয়, তাহলে পথ দ্যাখো, দরজা খোলা।'

ফের চোখ তার সপ্রশন দ্বিট ব্রালয়ে নিল সবার মুখে। 'কেন হেয় হয়ে যাব, ব্রুতে পারছি না।'

'তাহলে মাশা, তিন জনের খাবার আনতে বলো, ভোদ্কা আর স্বরা... না, না, দাঁড়াও... আছো দরকার নেই... যাও।'

11 રહ 11

'দেখছ তো তাই' — কপাল কু'চকে, মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে জোর করে বলে চলল নিকোলাই লেভিন। বোঝা যাচ্ছিল কী বলবে বা করবে তা ঠিক ভেবে পাচ্ছিল না সে। 'ঐ যে দেখছ তো' — ঘরের কোণে বে'ধে রাখা কীসব লোহার রড দেখাল সে, 'দেখছ? আমরা নতুন যে কাজে হাত দিচ্ছি এটা তার শ্রু, এটা হল উৎপাদনী কম'শালা…'

কনন্তান্তিন বড়ো একটা শ্নছিলেনই না। ভাইয়ের পীড়িত ক্ষয়রোগগুন্ত মন্থের দিকে তাকিয়ে কট হচ্ছিল তাঁর, উৎপাদনী কর্মশালা নিয়ে ভাই যা বলছে সেটা শ্ননে যেতে পারছিলেন না তিনি। বোঝা যাচ্ছিল ঐ কর্মশালা হল শ্ব্ন তার আত্মগ্রানি থেকে বাঁচার শেষ ভরসা। নিকোলাই লেভিন বলে চলল:

'কী জানো, পর্নজি দলন করছে মেহনতীদের — আমাদের মেহনতীরা, চাষীরা খার্টুনির সব কণ্ট সইছে, আর এমন অবস্থায় আছে যে যতই খার্টুক, জান্তব দশা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। তাদের রোজগারের যেটুকু লাভ থেকে তারা নিজেদের অবস্থা উন্নত করতে, খানিকটা অবকাশ আর তার ফলে শিক্ষা পেতে পারত, বাড়তি এই সমস্ত রোজগারটা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে পর্নজিপতিরা। আর সমাজটা এমন ভাবে গড়ে উঠেছে যে যতই তারা খাটবে ততই লাভ হবে বেনিয়াদের, জমিদারদের আর ওরা সর্বদাই থাকবে ভারবাহী পশ্ব। এই ব্যবস্থাটা বদলে দেওয়া দরকার' — এই বলে শেষ করে সে জিজ্ঞাস্ব দ্ভিটতে চাইল ভাইয়ের দিকে।

'সে তো বটেই' — ভাইয়ের হাড় বেরিয়ে আসা গালের ওপর রক্তিমাভা ফুটতে দেখে কনস্তান্তিন বললেন।

'তাই আমরা একটা কামারশালা খুলছি, সেখানে তৈরি সমস্ত মাল, আর লাভ, আর প্রধান কথা উৎপাদনের যা হাতিয়ার তার মালিক হবে সকলেই।' কনস্তান্তিন লেভিন শ্বধালেন, 'কামারশালাটা হবে কোথায়?'

'কাজান গ্রবেনিয়ার ভজ্দ্রেমা গ্রামে।'

'কিন্তু গ্রামে কেন? আমার মনে হয় গ্রামে এমনিতেই কাজ প্রচুর। কামারশালা, তা গ্রামে কেন?'

'কারণ চাষীরা এখন আগের মতোই গোলাম, আর এই গোলামি থেকে তাদের উদ্ধার করতে চাওয়া হচ্ছে, এটা তোমার আর সেগেই ইভানিচের কাছে প্রীতিকর নয়' — আপত্তিতে বিরক্ত হয়ে বলল নিকোলাই লেভিন। এই সময় নিরানন্দ নোংরা ঘরখানার দিকে চেয়ে কনস্তান্তিন লেভিন

भीर्घश्वात्र रफ्नातन। তাতে यन आरता চটে উঠन निरकानारे।

'তোমার আর সের্গেই ইভানিচের অভিজাত দ্ণিউভঙ্গি আমার জানা। জানি যে তার সমস্ত মেধাশক্তি সে কাজে লাগায় বর্তমান অভিশাপটাকে ন্যায্য প্রতিপন্ন করার জন্যে।'

'আরে না, সেগেই ইভানিচের কথা তুলছ কেন?' হেসে লেভিন বললেন। 'সেগেই ইভানিচ? তাহলে শোনো! সেগেই ইভানোভিচের উল্লেখে হঠাৎ চে'চিয়ে উঠল নিকোলাই লেভিন, 'শোনো কেন... যাকগে, বলার কী আছে? শ্বেশ্ব একটা কথা... আমার কাছে তুমি এলে কেন? তুমি এটা ঘেন্না করো তা বেশ, বেরিয়ে ভালোয় ভালোয় যাও!' টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চে'চাল সে, 'বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও!' 'একটুও ঘেন্না করি না আমি' — ভয়ে ভয়ে বললেন কনস্তান্তিন লেভিন, 'এমনকি আমি তর্ক'ও করছি না।'

এই সময় ফিরল মারিয়া নিকোলায়েভনা। সক্রোধে নিকোলাই লেভিন চাইলে তার দিকে। দ্রুত তার কাছে এসে ফিসফিসিয়ে কী যেন সে বললে। শাস্ত হয়ে ভারি ভারি নিশ্বাস ফেলে নিকোলাই লেভিন বলল, 'আমি অস্কু, মেজাজ হয়েছে খিটখিটে। তার ওপর তুমি আবার বলছ সের্গেই ইভানিচ আর তার প্রবন্ধের কথা। এ একেবারে ছাইভস্ম, মিথ্যে কথা, আত্মপ্রতারণা। ন্যায় যে লোক দেখে নি সে কী লিখতে পারে তার কথা? ওর প্রবন্ধ আপনি পড়েছেন?' সে জিগ্যেস করল ক্রিৎস্কিকে, ফের টেবিলের কাছে বসে তার অর্ধেকিটায় ছড়িয়ে থাকা সিগারেটের টুকরোগন্লো সরিয়ে জায়গা করতে করতে সে বলল।

'না, পড়ি নি' — ব্যাজার মুখে বললেন ক্রিংস্কি, বোঝা যায় আলোচনায় যোগ দেবার বাসনা তাঁর নেই।

'কেন পড়েন নি?' এবার ক্রিংস্কির ওপরেই বিরক্ত হয়ে নিকোলাই লেভিন জিগ্যোস করল।

'কারণ ও নিয়ে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।'
'মাপ করবেন, সময় নষ্ট হবে জানলেন কোথেকে? অনেকের কাছে
প্রবন্ধটা দ্বর্বোধা, মানে তাদের নাগালের বাইরে। কিন্তু আমার ব্যাপারটা
ভিন্ন, আমি ওর ভাবনার তল পর্যস্ত দেখতে পাই, জানি কোথায় এর
দ্বর্বলতা।'

সবাই চুপ করে রইলেন। ধীরে ধীরে উঠে টুপি নিলেন ক্রিংস্কি।
'থেয়ে যাবেন না? তাহলে আসন্ন। কাল কামারকে নিয়ে আসবেন কিন্তু।'
ক্রিংস্কি বেরিয়ে যেতেই নিকোলাই লেভিন হেসে চোখ মটকাল।
বলল, 'ওর অবস্থাও কাহিল, আমি তো দেখতে পাচ্ছি...'
কিন্তু এই সময় দরজার ওপাশ থেকে ক্রিংস্কি ডাকলেন তাকে।

'আবার কী দরকার পড়ল?' এই বলে নিকোলাই করিডরে গেল তাঁর কাছে। একা রইলেন মারিয়া নিকোলায়েভনা আর লেভিন। কনস্তান্তিন তাকে শুধালেন:

'আমার ভাইয়ের সঙ্গে আপনি আছেন কত দিন?'

মারিয়া বলল, 'এই দিতীয় বছর। স্বাস্থ্য ওঁর ভারি ভেঙে পড়েছে। মদ খান প্রচুর।' 'মানে, কী খায়?'

'ভোদ্কা। আর সেটা ওঁর পক্ষে ক্ষতিকর।'

'সত্যিই অনেক খায় কি?' ফিসফিসিয়ে শ্বধালেন লেভিন।

'হাাঁ' — ভয়ে ভয়ে দরজার দিকে চেয়ে বললে সে, সেখানে দেখা গিয়েছিল নিকোলাই লেভিনকে।

'কী নিয়ে কথা হচ্ছিল তোমাদের?' ভুর কুণ্চকে একজনের পর আরেক জনের ওপর ভীত দ্ঘিউপাত করে শুধাল, 'এাাঁ, কী নিয়ে?'

'বিশেষ কিছুই নয়' — বিব্রত হয়ে জবাব দিলেন কনস্তান্তিন।

'বলতে যদি না চাও, সে তোমাদের ইচ্ছে। তবে ওর সঙ্গে আলাপের কিছ্ব নেই। ও একটা ছ্বকরি মাগী, আর তুমি বাব্বলোক' — বলল সে ঘাড় ঝাঁকিয়ে।

তারপর গলা চড়িয়ে ফের সে বলে উঠল, আমি যে দেখতে পাচ্ছি তুমি সব ব্বেছে, খতিয়ে দেখেছ, আমার গোল্লায় যাওয়ায় কর্ণা হচ্ছে তোমার।'

'নিকোলাই দ্মিত্রিচ, নিকোলাই দ্মিত্রিচ!' ফের তার কাছে গিয়ে ফিস্ফিসিয়ে বললে মারিয়া নিকোলায়েভনা।

'বেশ, ঠিক আছে, ঠিক আছে!.. কিন্তু খাবার কোথায়! আহ্ এই যে'—
ট্রে হাতে ওয়েটারকে আসতে দেখে সে বলল, 'এখানে, এইখানে রাখো'—
রেগে এই কথা বলে সে তক্ষ্মিন ভোদ্কা নিয়ে পানপারে ঢালল এবং খেল
ত্ষিতের মতো। সঙ্গে সঙ্গে শরীফ মেজাজে ভাইকে শ্বাল, 'খাবে? যাকগে,
সেগেই ইভানিচের কথা থাক। তোমায় দেখে আমি খ্মিশ হয়েছি। যতই
বলো না কেন, আমরা তো আর পর নই। নাও, খাও-না। তা কী করছ
বলো?' পরিত্তির সঙ্গে এক টুকরো র্মিট চিবতে চিবতে আরেক পার মদ
চেলে বলল, 'আছো কেমন?'

কী লোল্বপতায় ভাই খাবার আর মদ গিলছে, সভয়ে তা দেখে এবং তার মনোযোগ চাপা দেবার চেণ্টা করে কনন্তান্তিন জবাব দিলেন, 'গাঁয়ে থাকি একা থেমন আগে থাকতাম, চাষবাস দেখি।'

'বিয়ে করো নি কেন?'

'घर्ট উঠन ना' — नान रुरः वनरनन कनरास्त्रिन।

'কেন? আমার অবিশ্যি অন্য কথা। নিজের জীবন আমি নন্ট করেছি।

আমি বলেছিলাম এবং বলছি, যখন আমার দরকার ছিল তখন আমার অংশটা পেলে আমার জীবন হত অন্যরকম।'

তাড়াতাড়ি কথাবাতাটা অন্য খাতে ঘোরাতে চাইলেন কনস্তান্তিন দ্মিগ্রিচ। বললেন, 'আর জানো, তোমার ভানিউশ্কা আমার ওখানে পক্রোভস্কয়ে-তে একজন কেরানি।' নিকোলাই ঘাড় ঝাঁকিয়ে ভাবনায় ডুবে গেল।

'হ্যাঁ বটে, বলো তো কী হচ্ছে পক্রোভন্কয়ে-তে? বাড়িটা কি আস্তো আছে, আর বার্চপাছগন্লো, আমাদের পাঠশালাটা? আর ঐ মালী ফিলিপ, বে'চে আছে এখনো? কী যে মনে পড়ে কুঞ্জ ঘর আর সোফাটার কথা। দেখো কিন্তু, বাড়ির কিছন্ই অদলবদল করবে না। তবে বিয়েটা করে ফেলো তাড়াতাড়ি তারপর ফের যেমন ছিল তেমনি করে য়াখো। আমি তখন ধাব তোমার কাছে, অবিশ্যি বোটা যদি ভালো হয়।'

লেভিন বললেন, 'এখনই চলে এসো। কী চমংকার যে হবে!'

'তোমার কাছেই যেতাম যদি জানা থাকত যে সেগেহি ইভানিচকে দেখতে হবে না।'

'ওর দেখাই পাবে না। আমি থাকি ওর কা**ছ থেকে একে**বারে স্বাধীনভাবে।'

'কিন্তু যতই বলো, ওর আর আমার মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে তোমায়' — ভয়ে ভয়ে ভাইয়ের চোথের দিকে তাকিয়ে সে বলল। এই ভীর্তাটা কনস্তান্তিনের মর্ম স্পর্শ কবল।

'এ ব্যাপারে যদি আমার প্ররো স্বীকৃতিটা শ্বনতে চাও, তাহলে বলি শোনো, সের্গেই ইভানিচের সঙ্গে তোমার ঝগড়ায় আমি কোনো পক্ষই নেব না। অন্যায় তোমাদের দ্ব'জনেরই। তোমারটা বাইরের দিক থেকে বেশি, ওরটা ভেতরের দিকে।'

'বটে! এটা তুমি ব্বশ্বেছ তাহলে, ব্বশ্বেছ?' আনন্দে চে'চিয়ে উঠল নিকোলাই।

'কিন্তু যদি জানতে চাও, তাহলে আমি ব্যক্তিগতভাবে তোমার সঙ্গে বন্ধুকেই মূল্য দিই কেননা…'

'কেন, কে**ন**?'

কনস্তান্তিন বলতে পারলেন না যে মূল্য দেন কারণ নিকোলাই দুর্ভাগা, বন্ধ্বতার প্রয়োজন। কিন্তু নিকোলাই টের পেল যে ঠিক ঐ কথাটাই কনস্তান্তিন বলতে চাইছিলেন। ভুরু কু'চকে ফের সে ভোদ্কা ঢালতে গেল। 'আর না নিকোলাই দ্মিগ্রিচ।' পানপাত্রের দিকে মোটা সোটা অনাব্ত হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলল মারিয়া নিকোলায়েভনা।

'ছাড়ো বলছি! পেছনে লেগো না! মেরে ঢিট করব!' চে°চিয়ে উঠল সে। ভীর্ ভীর্ সহদয় একটা হাসি ফুটল মারিয়া নিকোলায়েভনার মৃথে, তাতে সাড়া দিল নিকোলাই, মেয়েটা ভোদ্কা নিল।

নিকোলাই বললেন, 'আরে ভেবো না যে ও কিছ্ম বোঝে না। আমাদের সবার চেয়ে ও বোঝে ভালো। সত্যি ওর মধ্যে স্ফুর্নর, মিষ্টি কী একটা যেন আছে, তাই না?'

'আপনি আগে মঙ্গেকায় আসেন নি কখনো?' কনস্তান্তিন বললেন কিছ্ একটা বলতে হয় বলে।

'আরে ওকে আপনি-আপনি করো না। এতে ও ভয় পায়। বেশ্যাবাড়ি থেকে পালাতে চেয়েছিল বলে যখন ওকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়, তখন সালিশ হাকিম ছাড়া কেউ ওকে আপনি বলে নি কখনো। ভগবান, কী এ সব মাথাম্বতু হচ্ছে দ্বনিয়ায়!' হঠাং সে চে'চিয়ে উঠল, 'যতসব নতুন প্রতিষ্ঠান, সালিশ হাকিম, জেমস্ত্তো, কী সব অনাস্থিত ব্যাপার!'

এবং এই সব নতুন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার সংঘাতের কথা বলতে লাগল সে।

কনস্তান্তিন লোভন শ্বনে যাচ্ছিলেন। কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মানে হয় না, ভাইয়ের এই মতটায় তাঁরও সায় ছিল এবং সে কথা প্রায়ই বলেছেনও, এখন কিন্তু ভাইয়ের মুখ থেকে সে কথা শ্বনতে বিছছিরি লাগল তাঁর। ঠাট্টা করে বললেন, 'পরপারে গিয়ে এ সব বোঝা যাবে।'

'পরপারে? এহ্, পরপার আমার ভালো লাগে না!' ভাইয়ের মর্থের দিকে ভীত বন্য চোথ মেলে সে বলল, 'মনে হতে পারে, অপরের আর নিজের এই সব নীচতা, গণ্ডোগোল থেকে বোরয়ে যেতে পারা তো ভালোই, কিন্তু ভয় পাই মরণকে, সাংঘাতিক ভয় পাই' — কে'পে উঠল সে, 'হ্যাঁ, কিছ্ম একটা পান করো। শ্যাম্পেন খাবে? নাকি চলে যাব কোথাও? চলো যাই জিপসীদের কাছে! জানো, জিপসীদের আর রুশ গান আমি ভারি ভালোবেসে ফেলেছি।'

জিব ওর জড়িয়ে আসছিল, লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছিল বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে। মাশার সাহায্যে কনস্তান্তিন বোঝালেন যে কোথাও যাবার দরকার নেই, একেবারে মাতাল অবস্থায় শ্রহয়ে দিলেন তাকে। মাশা কথা দিলে প্রয়োজন পড়লে কনস্তান্তিনকে চিঠি লিখবে এবং ভাইয়ের কাছে গিয়ে থাকার জন্য বোঝাবে নিকোলাই লেভিনকে।

॥ २७ ॥

সকালে কনস্তান্তিন লেভিন মদেকা ছাড়লেন, বাড়ি পেণছলেন সন্ধ্যায়। পথে রেলের কামরায় তিনি সহযাগ্রীদের সঙ্গে কথা বলেন রাজনীতি, নতন রেল পথ ইত্যাদি নিয়ে এবং মন্কোতে যা হয়েছিল, ঠিক তেমনি অর্থাবোধের গোলমাল, নিজের ওপরেই অসন্তোষ, কী নিয়ে যেন একটা লম্জা পেয়ে বসে তাঁকে; কিন্তু যথন নিজের স্টেশনটিতে নামলেন, চিনতে পারলেন কাফতানের কলার তুলে দেওয়া কানা কোচোয়ান ইগ্নাতকে, স্টেশনের জানলা দিয়ে এসে পড়া আবছা আলোয় দেখলেন তাঁর গালিচা পাতা ম্লেজখানা, লেজ-বাঁধা, আংটা আর থুর্নিপতে সাজানো তাঁর ঘোড়াগুলোকে. ম্লেজে মাল চাপাতে চাপাতেই ইগানাত যথন জানাচ্ছিল গ্রামের খবর. বলছিল ঠিকাদার এসেছে. বাচ্চা দিয়েছে পাভা, তখন উনি টের পেলেন যে গোলমেলে ভাবটা মিলিয়ে যাচ্ছে, কেটে যাচ্ছে লঙ্জা আর নিজের ওপর অসন্তোষ। এটা তিনি অন্ভব করেছিলেন শুধু ইগ্নাত আর ঘোড়াগুলোকে দেখেই। কিন্তু যখন তিনি তাঁর জন্য আনা মেষচর্মের কোট পরে ঢাকাঢ়কো দিয়ে স্লেজে বসে রওনা দিলেন. ভাবতে লাগলেন গ্রামে আসন্ন ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের কথা, দেখতে লাগলেন দন জাতের বাড়তি ঘোড়াটাকে, আগে যা ছিল দৌড়ের ঘোড়া, এখন গতর ভেঙে পড়লেও তেজ বজায় রেখেছে, তখন তিনি বুঝতে শুরু করলেন কী তাঁর হয়েছিল। স্বীয় সত্তা অনুভব করলেন তিনি, অন্য কিছু, হবার সাধ তাঁর নেই। এখন তিনি চাইলেন শুধু, আগের চেয়েও বেশি ভালো হতে। প্রথমত, উনি ঠিক করলেন, বিবাহ থেকে যে অসামান্য সূখশান্তি তাঁর পাবার কথা, সেদিন থেকে তার আর কোনো ভরসা তিনি করবেন না. ফলে বর্তমানকে এমন তাচ্ছিল্য করবেন না তিনি। দ্বিতীয়ত, জঘন্য হদয়াবেগে আর কখনোই নিজেকে ভেসে যেতে তিনি দেবেন না, পাণিপ্রার্থনা করার সময় যার স্মৃতি তাঁকে এত যন্ত্রণা দিয়েছে। তারপর নিকোলাই ভাইয়ের কথা স্মরণ করে নিজের কাছেই প্রতিজ্ঞা করলেন যে তাকে কখনো ভোলা চলবে না, তার ওপর নজর রাখবেন, দুন্টিচ্যুত করবেন

না তাকে যাতে মুশকিলে পড়লে সাহায্যের জন্য তৈরি থাকতে পারেন। আর সেটা ঘটবে শিগগিরই, এটা টের পাচ্ছিলেন তিনি। তারপর কমিউনিজম নিয়ে ভাইয়ের যে কথাবার্তাকে তিনি তখন হালকা করে দেখেছিলেন সেটা এখন তাঁকে ভাবাতে লাগল। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজার ব্যাপারটা তিনি বাজে কথা বলে গণ্য করতেন, কিন্তু লোকেদের দারিদ্রের সঙ্গে তুলনায় নিজের উদ্বন্তটা তাঁর কাছে সর্বদাই মনে হত অন্যায়। এখন তিনি মনে মনে ঠিক করলেন যে আগে অনেক খাটলেও এবং বিলাসে দিন না কাটালেও নিজেকে প্ররোপ্রির ন্যায়পরায়ণ বলে অন্ভব করার জন্য এখন খাটবেন আরো বেশি করে এবং বিলাসে গা ভাসাবেন আরো কম। আর এ সব করা তাঁর পক্ষে এত সহজ মনে হল যে সারা রাস্তা তিনি নানা প্রীতিকর কল্পনায় ডুবে গেলেন। একটা নতুন, উত্তম জীবন যাপনের আশায় চাঙ্গা হয়ে তিনি বাডিতে প্রেণ্ছলেন সন্ধ্যা আটটার পর।

বৃদ্ধা আয়া আগাফিয়া মিখাইলোভনা, এখন যিনি তাঁর সংসার দেখাশোনা করেন, তাঁর ঘরের জানলা থেকে আলো এসে পড়ল বাড়ির সামনেকার চাতালের বরফে। এখনো ঘুমান নি তিনি। কুজ্মাকে তিনি জাগিয়ে দিলেন। ঘুম-ঘুম অবস্থায় খালি পায়ে সে ছুটে গেল অলিন্দে। কুজ্মাকে প্রায় উলটে ফেলে শিকারী কুকুর লাস্কাও ছুটে গিয়ে ডাক ছাড়তে লাগল, গা ঘষতে লাগল তাঁর হাঁটুতে, চাইছিল উঠে দাঁড়িয়ে তার সামনের দুই থাবা তাঁর বুকে রাখতে, তবে সাহস পাচ্ছিল না।

'বড়ো তাড়াতাড়ি যে বাপ্র' — বললেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা।

'মন কেমন করছিল আগাফিয়া মিখাইলোভনা। পরের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া ভালো, তবে নিজের বাড়ি আরো ভালো' — এই বলে তিনি গেলেন নিজের স্টাডিতে।

মোমবাতি নিয়ে আসায় ধাঁরে ধাঁরে আলো হয়ে উঠল ঘরখানা। ফুটে উঠল পরিচিত সব খাঁটেনাটি: হরিণের শিঙ, বইয়ের তাক, চুল্লির একটা পাশ, বায়্র চলাচলের পাটা যা বহ্বলাল মেরামত করা হয় নি, বাপের সোফা, মস্তো টেবিলটা, তাতে পাতা-খোলা বই, ভাঙা ছাইদানি, তাঁর হস্তাক্ষরে লেখা নোটখাতা। এই সব দেখে মাহাতের জন্য তাঁর সন্দেহ হল আসবার পথে যে নতুন জাঁবনের কলপনা তিনি করছিলেন তা গড়ে তোলা সম্ভব কিনা। তাঁর জাঁবনের এই সব চিহুগ্রলো যেন তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলছিল: 'না, আমাদের ছেড়ে তুমি যেতে পারবে না, আর কেউ তুমি হবে না, হয়ে থাকবে

তাই যা ছিলে: সন্দেহ, নিজের ওপর চিরকেলে অসন্তোষ, সংশোধনের ব্যর্থ চেচ্টা আর হতাশা, স্বথের আশা আর নিরন্তর তার প্রতীক্ষানিয়ে যা পাও নি, তোমার পক্ষে যা পাওয়া অসম্ভব।'

কিন্তু এ কথা বলছিল জিনিসগ্লো, অন্তরের ভেতরটা বলছিল যে বিগতের বশবর্তী থাকার প্রয়োজন নেই, সর্বাকছ্ব করা তোমার পক্ষে সম্ভব। সে কথায় কান দিয়ে তিনি গেলেন ঘরের কোণটায় যেখানে ছিল তাঁর এক-এক প্রদ ওজনের দুই ডাম্ব-বেল, নিজেকে চাঙ্গা করে তোলার চেষ্টায় সেগ্লো তুলে ব্যায়াম করতে লাগলেন। দরজার বাইরে পদশব্দ শোনা গেল। তাড়াতাড়ি ডাম্ব-বেল নামিয়ে রাখলেন তিনি।

গোমস্তা ঘরে ঢুকে বললে যে ভগবানের দয়ায় সবই ভালোয় ভালোয় চলছে, তবে শৃ্কিয়ে তোলার নতুন ব্যবস্থাটায় বাক-হৢইট পৢ৻ড়ে গেছে। এ খবরটায় পিত্তি জয়্বলে গেল লেভিনের। শৄকাবার নতুন ব্যবস্থাটা লেভিনের বানানো এবং খানিকটা তাঁরই উদ্ভাবন। গোমস্তা সবর্দাই ছিল তার বিরুদ্ধে, এখন চাপা বিজয়োল্লাসে ঘোষণা করছে যে বাক-হৢইট পৄ৻ড়ে গেছে। লেভিন একেবারে নিঃসন্দেহ যে বাক-হৢইট যদি ধরে গিয়ে থাকে, তাহলে শত বার যেসব ব্যবস্থা নেবার কথা তিনি বলেছিলেন তা নেওয়া হয় নি। বিরক্ত লাগল তাঁর, গোমস্তাকে বকুনি দিলেন। তবে একটা জয়ৢর্বি, আনন্দের কথা: পাভা বাচ্চা দিয়েছে, এটি মেলা থেকে কেনা তাঁর সেরা, দামী গরু ।

'কুজ্মা, আমার ওভার-কোটটা দে। আর তুমি লপ্টন আনতে বলো। গিয়ে দেখে আসি' -– গোমস্তাকে হ্রুকুম করলেন।

দামী গর্গ্লোর গোয়াল বাড়ির পেছনেই। লাইলাক গাছগ্লোর কাছে ত্যারস্থ্প পেরিয়ে আছিনা দিয়ে তিনি গোয়ালে গেলেন। হিমে জমাট দরজা খ্লতেই গোবেরের উষ্ণ ভাপ নাকে এল, লণ্ঠনের অনভাস্ত আলোয় অবাক হয়ে টাটকা খড়ের ওপর খচমচ করে উঠল গর্রা। ঝলক দিল ওলন্দাজ গর্র মস্ণ ছোপ-ছোপ কালো পিঠ। ঠোঁটে আংটা পরানো যাঁড় বের্কৃত শ্রেয় ছিল, ভেবেছিল উঠে দাঁড়াবে, কিন্তু মত বদলে শ্র্ম্ব বার দ্রেক ফোঁস ফোঁস করল যখন তার কাছ দিয়ে যাচ্ছিল লোকেরা। হিপোপটেমাসের মতো বিপ্লকায়, রক্তিম স্কুন্দরী পাভা পিছন ফিরে বাছ্রটাকে আড়াল করে তাকে শ্কৈতে শ্রুর্ করল।

লেভিন স্টলের ভেতরে ঢুকে পাভার দিকে চেয়ে দেখে লালচে-ছোপ বাছ্বরটাকে খাড়া করলেন তার লম্বা নড়বড়ে পায়ের ওপর। পাভা হাম্বা করে উঠতে চাইছিল, কিন্তু লেভিন যখন বাচ্চাটাকে তার দিকে এগিয়ে দিলেন, তখন শাস্ত হয়ে সে দীর্ঘশাস ফেলে বাচ্চাটাকে চাটতে লাগল তার খড়খড়ে জিব দিয়ে। বাচ্চাটা খ্রে খ্রেজ নাক গর্মজল তার মায়ের পেটের নিচে, লেজ দোলাতে লাগল।

'এখানটায় আলো দাও ফিওদর, লণ্ঠন আনো' — বাছ্বরটাকে দেখতে দেখতে বললেন লেভিন, 'একেবারে মায়ের মতো! যদিও রংটা পেয়েছে বাপের। দিব্যি হয়েছে। লম্বা, চওড়া। ভার্সিল ফিওদরোভিচ, দিব্যি হয়েছে তাই না?' বাছ্বরটার জন্য আনন্দে তিনি বাক-হ্ইটের কথা একেবারে ভুলে গিয়ে জিগ্যেস করলেন গোমস্তাকে।

গোমস্তা বললে, 'খারাপ হতে যাবে কেন? আপনি চলে যাবার পরের দিন ঠিকাদার সেমিওন এসেছিল। ওকে ফরমাশ দিতে হবে কনস্তান্তিন দ্মিগ্রিচ। আর শুকাবার যন্ত্রটার কথা তো আগেই বলেছি।'

এই একটা কথাতেই লেভিন ডুবে গেলেন তাঁর সম্পত্তির খ্রিটনাটিতে। এ সম্পত্তি যেমন বড়ো, তেমনি জটিল। গোয়াল থেকে উনি সোজা গেলেন দপ্তরে, গোমস্তা আর ঠিকাদার সেমিওনের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে বাড়ি ফিরলেন, গেলেন সোজা ওপরতলার বৈঠকখানায়।

แรงแ

বাড়িখানা বড়ো, সাবেকী। লেভিন তাতে একা থাকলেও সমস্ত বাড়িখানাই গরম রাখার ব্যবস্থা করতেন, ব্যবহার করতেন বাড়িটা। জানতেন যে এটা বোকামি, এমনকি খারাপই এবং তাঁর বর্তমান নতুন পরিকল্পনার বিরোধী। কিন্তু লেভিনের কাছে বাড়িখানা গোটা একটা জগং। এই জগতে দিন কাটিয়েছেন এবং প্রয়াত হয়েছেন তাঁর পিতা-মাতা। তেমন একটা জীবন তাঁরা যাপন করে গেছেন যা লেভিনের কাছে মনে হত স্বাকিছ্ন পূর্ণতার পরাকাষ্টা, নিজের স্বা, নিজের পরিবারকে নিয়ে সেটা প্নবর্জনীবিত করার স্বপ্ন ছিল তাঁর।

নিজের মাকে তাঁর বড়ো একটা মনে পড়ে না। তাঁর সম্পর্কে তাঁর যা ধারণা, সেটা তাঁর কাছে প্ত-পবিত্র একটা স্ফ্তি, তাঁর মা যেমন নারীর অপুর্ব, পবিত্র আদর্শ, তাঁর পত্নীরও হওয়া উচিত তারই প্নেরাবৃত্তি।

বিবাহ ছাড়া নারীকে ভালোবাসা তিনি কল্পনা করতে পারতেন না

শুধু তাই নয়, সর্বাগ্রে তিনি ভাবতেন সংসারের কথা, তার পরে মে নারী তাঁকে সে সংসার দেবে, তাঁকে। তাই বিবাহ সম্পর্কে তাঁর ধারণাটা ছিল তাঁর অধিকাংশ চেনা-পরিচিতদের মতো নয়, যাদের কাছে বিয়েটা হল নানান সামাজিক ব্যাপারের একটা। লেভিনের কাছে এটা জীবনের প্রধান ব্যাপার, যার ওপর নিভর্ব করছে জীবনের সমস্ত স্বুখ। আর এখন সেটা ত্যাগ করতে হবে।

যে ছোটো বৈঠকখানাটায় লেভিন সর্বদা চা খেতেন সেখানে নিজের আরাম-কেদারায় যখন বসলেন বই নিয়ে আর আগাফিয়া মিখাইলোভনা চা এনে তাঁর বরাবরকার 'আমিও বিস বাছা' বলে ঠাঁই নিলেন জানলার কাছে, তখন যত আশ্চর্যই হোক, স্বপ্নগর্লো ছেড়ে গেল না তাঁকে, এ ছাড়া তিনি বাঁচতে পারেন না। ওকে নিয়ে হোক বা অন্য কাউকে নিয়েই হোক, এ ঘটবেই। বই পড়তে লাগলেন তিনি, যা পড়লেন তা নিয়ে ভাবছিলেন, থেকে থেকে ভাবনা থামিয়ে শ্নছিলেন আগাফিয়া মিখাইলোভনার অনর্গল বকবকানি; সেই সঙ্গে মহালের আর ভবিষ্যৎ পারিবারিক জীবনের অসংলম্ম নানান ছবি ভেসে উঠতে লাগল তাঁর কলপনায়। তিনি অন্ভব করছিলেন যে তাঁর অস্তরের গভীরে কী একটা যেন এসে পড়েছে, দ্ঢ় হচ্ছে, বাসা প্রেতে বসছে।

প্রথরের ধর্মভয় নেই, ঘোড়া কেনার জন্য লেভিন তাকে যে টাকা দিয়েছিলেন তা দিয়ে সে বেদম মদ খাচ্ছে, পিটিয়ে আধমরা করেছে বেকৈ — আগাফিয়া মিখাইলোভনার এই সব কথা শ্নছিলেন লেভিন; শ্নছিলেন আর বই পড়ে যাচ্ছিলেন, পাঠ থেকে মনে যেসব ভাবনার উদয় হচ্ছিল লক্ষ কর্মছিলেন তার গতি। এটা ছিল তাপ নিয়ে টিন্ডালের বই। তাঁর মনে পড়ল পরীক্ষা চালানোর নৈপ্রণার জন্য টিন্ডালের আত্মতুল্টি আর দার্শনিক দ্র্ণিউভিঙ্গির ঘার্টাতর জন্য তাঁর সমালোচনার কথা। হঠাৎ একটা স্ম্পাচন্ডা ভেসে উঠল মনে: 'দ্বই বছর পরে আমার পালে থাকবে দ্র্নিট ওলন্দাজ গর্ব, পাভা নিজেও হয়ত বেল্চে রইবে তখনো, তাছাড়া বারোটি বের্কৃত-এর বকনা, এর সঙ্গে বিজ্ঞাপনের জন্যে যোগ করা যাবে এই তিনটিকে — খাশা!' ফের বইয়ে মন দিলেন তিনি।

'বেশ, বিদ্যাৎ আর তাপ না হয় একই জিনিস, কিন্তু একটা প্রশেনর সমাধানে একধরনের রাশির জায়গায় আরেকটা বসানো যায় কি সমীকরণে? যায় না। তাহলে দাঁড়াল কী? প্রকৃতির সমস্ত শক্তির মধ্যে সম্পর্ক তো সহজ

বোধেই টের পাওয়া যায়... ভারি স্থের কথা যে পাভা-র বকনটি হবে লালের ছোপ দেওয়া গর্ আর সমস্ত পালটা যাতে যোগ দেবে এই তিনটে... চমৎকার! বৌ আর নিমন্তিতদের সঙ্গে যাব গর্ দেখতে... বৌ বলবে, কনস্তান্তিন আর আমি এই বাছ্রটাকে পেলোছ সন্তানের মতো। অতিথিয়া শ্রাবে, এতে আপনার এত আগ্রহ কেন বল্লন তো? ওর যাতে আগ্রহ তার সবেতেই আমি সাগ্রহী। কিন্তু কে সে?' মস্কোয় যা ঘটেছে তা মনে পড়ল তাঁর... 'কিন্তু করা যায় কী?.. আমার তো দোষ নেই। কিন্তু এখন সবই চলবে নতুন খাতে। জীবন সেটা হতে দেবে না, অতীত হতে দেবে না, এটা বাজে কথা। ভালোভাবে, অনেক ভালোভাবে বাঁচার জন্যে লড়তে হবে...' মাথা তুলে তিনি ডুবে গেলেন চিন্তায়। লেভিনের আগমনে ব্রিড় লাস্কার আনন্দ তখনো যায় নি, আঙিনায় ছ্লটে গিয়ে ডাক ছেড়ে সে ফিরল লেজ নাড়তে নাড়তে, সঙ্গে নিয়ে এল বাতাসের গন্ধ, লেভিনের কাছে গিয়ে সে মাথা গাঁজল তাঁর হাতে, লেভিনের আদর কেড়ে কর্ণ স্বরে গাঁইগাঁই করতে লাগল।

আগাফিয়া মিখাইলোভনা বললেন, 'শ্বধ্ব কথা বলে না এই যা। কুকুর তো... তবে বোঝে যে মনিব ফিরেছে, কিন্তু মন খারাপ।'

'মন খারাপ হবে কেন?'

'আমার কি চোখ নেই বাছা? এতদিনেও বাব্বদের কি ব্বি নি? সেই ছোটো থেকে আছি বাব্বদের সংসারে। ও কিছ্ব নয় বাপ্ব। স্বাস্থ্য ভালো আর বিবেক পরিষ্কার থাকলেই হল।'

এক্দ্রেট তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন লেভিন, কেমন করে তাঁর ভাবনা ধরতে পেরেছে ভেবে অবাক লাগল তাঁর।

'কী, আরে চা আনব?' এই বলে পেয়ালা নিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন। লাস্কা ক্রমাগত মুখ গাঁ,জছিল তাঁর হাতে। লেভিন তার গায়ে হাত বালিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই লাস্কা তাঁর পায়ের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে বেরিয়ে-আসা পেছনের থাবাটায় মাথা রাখল। এখন সব ভালো, সব ঠিক আছে এইটে জানাবার জন্য সামান্য হাঁ করলে সে, ঠোঁট চাটল আর বাড়ো দাঁতের কাছে চ্যাটচেটে জিবটা গা্ছিয়ে রেখে চুপ করে গেল পরমানদের প্রশান্তিতে। লেভিন তার এই শেষ কাণ্ডটা মন দিয়ে লক্ষ্ক করলেন।

মনে মনে ভাবলেন, 'তাহলে আমিও তাই! আমিও তাই করব! ভাবনা নেই... সব ঠিক আছে!' বলনাচের পর আন্না আর্কাদিয়েভনা সেই দিনই ভোরে তাঁর মস্কো ছাড়ার খবর দিয়ে টেলিগ্রাম পাঠালেন স্বামীর কাছে।

'না, না, ষেতে হবে, যেতেই হবে' — তাঁর সংকল্প পরিবর্তনিটা তিনি বৌদিকে বোঝালেন এমন স্কুরে যেন এত কাজের কথা তাঁর মনে পড়েছে যে গুনে শেষ করা যায় না, 'না, বরং এখন যাওয়াই ভালো!'

স্ত্রেপান আর্কাদিচ বাড়িতে খেলেন না, কথা দিলেন বোনকে গাড়িতে তুলে দেবার জন্য আসবেন সাতটার সময়।

কিটিও এল না, চিরকুট লিখে পাঠাল যে তার মাথা ধরেছে। ছেলেমেয়ে আর ইংরেজ মহিলাটির সঙ্গে থাওয়া সারলেন শৃথ্য ডিল্লি আর আলা। শিশ্বা একনিষ্ঠ নয় অথবা খ্বই সজাগ বলেই কিনা কে জানে, তারা অন্ভব করিছল, যেদিন তারা আলার অত ভক্ত হয়ে পড়েছিল, আজ তিনি মোটেই সেদিনের মতো নন, তিনি আর বাস্ত নন ওদের নিয়ে, হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল পিসির সঙ্গে তাদের খেলা, তাঁর প্রতি ভালোবাসা, তিনি যে আজ চলে যাছেন এতে মোটেই তাদের মনোযোগ দেখা গেল না। আলা সারা সকাল বাস্ত ছিলেন যাত্রার তোড়জোড় নিয়ে। মন্কোর পরিচিতদের কাছে চিরকুট লিখলেন আলা, হিসাবপত্র টুকে রাখলেন, মালপত্র গোছালেন। ডিল্লির মনে হল উনি স্কুল্বির মেজাজে নেই, আর এই যে উদ্বেগের মেজাজ নিজেকে দিয়ে ডিল্লির ভালোই জানা, তা বিনা কারণে ঘটে না আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা চাপা দেয় নিজের ওপর অসন্তোষ। খাওয়ার পর আলা সাজগোজ করতে গোলেন নিজের ঘরে, ডিল্লিও এলেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে।

ডল্লি তাঁকে বললেন, 'আজ কেমন অন্তুত লাগছে তোমায়!'

'আমি? তাই মনে হচ্ছে তোমার? অন্তুত নই, তবে বিগড়ে আছি। ওটা আমার হয়। কেবলি কালা পাচছে। খ্ব বোকামি, কিন্তু কেটে যাবে' — তাড়াতাড়ি এই বলে আলা তাঁর রক্তিম মুখ নোয়ালেন খেলনার মতো থলেটার দিকে যাতে তিনি বাখছিলেন তাঁর নৈশ টুপি আর বাতিস্ত র্মাল। চোখ তাঁর অসম্ভন চকচক করছিল, অবিরাম জল দেখা দিচ্ছিল তাতে, 'পিটার্সব্র্গ থেকে নড়তে চাইছিলাম না, এখন এখান থেকে যেতেও মন সরছে না।'

তাঁর দিকে স্থির দ্বিটতে তাকিয়ে ডব্লি বললেন, 'তুমি এখানে একটা উপকার করে গেলে।'

আন্না তাঁর দিকে তাকালেন কান্নাভেজা চোখে।

'ও কথা বলো না ডক্লি। কিছ্ই আমি করি নি, করতে পারতামও না। প্রায়ই আমার অবাক লাগে কেন লোকে ষড়যন্ত্র করে আমায় নন্ট করার জন্যে। কী আমি করেছি, কীইবা করতে পারতাম। ক্ষমা করার মতো প্রচুর ভালোবাসা ছিল তোমার বুকের ভেতর।'

'তুমি নইলে কী যে ঘটত ভগবানই জানেন। কী সোভাগ্য তোমার!' ডিল্লি বললেন, 'প্রাণটা তোমার পরিষ্কার আর ভালো।'

'ইংরেজরা যা বলে, প্রত্যেকের নিভৃত কক্ষেই কংকাল থাকে।'

'তোমার আবার কংকলি কী? তোমার সবই তো পরিকার।'

'আছে' – হঠাৎ বলে উঠলেন আন্না আর অগ্র্রর পর অপ্রত্যাশিত ধৃত উপহাসের হাসিতে কুণ্ডিত হয়ে উঠল তাঁর ঠোঁট।

'তা তোমার কংকালগুলো মোটেই গোমড়া নয়, মজাদার।'

'না, গোমড়া। কাল নয়, আজকেই আমি যাচ্ছি কেন জানো? এই যে স্বীকৃতিটা আমায় পিষে মারছে সেটা তোমায় বলতে চাই' — এই বলে আরা দুট্ ভঙ্গিতে চেয়ারে বসে পড়ে স্থির দুটিতে তাকালেন ডিল্লির দিকে।

আর ডব্লি অবাক হয়ে দেখলেন আন্না আকর্ণ লাল হয়ে উঠেছেন, গ্রীবায় লম্বিত চুলের কালো কুণ্ডলী পর্যন্ত।

আন্না বলে গেলেন, 'হ্যাঁ, কিটি কেন খেতে এল না জানো? আমার ওপর তার ঈর্ষা হয়েছে। আমি নণ্ট করে ফেলেছি... বলনাচটা যে তার কাছে আনন্দের না হয়ে যন্ত্রণাকর হয়েছে আমি তার কারণ। কিন্তু সত্যি বলছি, সত্যি, আমার দোষ নেই, কিংবা দোষ সামান্য' — 'সামান্য' কথাটা টেনে টেনে সর্বু গলায় তিনি বললেন।

'আহ্, কথাটা হল ঠিক স্থিভার মতো' -- হেসে উঠলেন ডল্লি। আলা আহত হলেন।

ভুর, কু'চকে বললেন, 'আরে না, না, আমি স্থিভা নই। আমি এ কথা বলছি কারণ আমি মুহ্নুর্তের জনোও নিজের ওপর নিজেকে সন্দিহান হতে দিই না।'

কিন্তু যথন তিনি এ কথা বলছিলেন, তখনই তিনি টের পেলেন যে তিনি ঠিক বলছেন না; নিজেকে তিনি যে সন্দেহ করেছিলেন শুধ্ব তাই নয দ্রন্দিকর কথা ভেবে তিনি দোলায়িত বোধ করেছিলেন, এবং দ্রন্দিকর সঙ্গে আর যাতে দেখা না হয় শুধু এই জন্যই যা ইচ্ছে ছিল তার আগেই তিনি চলে আসেন ওখান থেকে।

'হ্যাঁ, স্থিভা আমায় বলছিল যে তুমি ওর সঙ্গে মাজ্বকা নেচেছ আর সে...'

'তুমি ভাবতে পারবে না কী হাস্যকর ব্যাপার দাঁড়াল। আমি শ্বধ্ ভেবেছিলাম ঘটকীর কাজ করব আর হঠাৎ কিনা দাঁড়াল একেবারে অন্যরকম। হরত আমার অনিচ্ছাতেই আমি...'

লাল হয়ে উঠে থেমে গেলেন তিনি।

৬িল্ল বললেন, 'ওহ্ ওরা ওটা তক্ষ্নি বোঝে!'

তাঁকে বাধা দিলেন আহ্না, 'কিন্তু ওর দিক থেকে গ্রেত্বপূর্ণ কিছ্র থাকলে আমি হতাশ হয়ে পড়তাম। কিন্তু আমার দ্ঢ় বিশ্বাস এ সবই ভূলে যাবে ও, কিটিও আর ঘেন্না করবে না আমায়।'

'তবে আন্না সত্যি বলতে, কিটির এ বিয়ে আমি বিশেষ চাই না। স্রন্দিক যদি এক দিনেই তোমার প্রেমে পড়ে যেতে পারে, তাহলে এটা ভেঙে যাওয়াই ভালো।'

'মাগো, সে যে হবে ভারি বোকামি!' আল্লা বললেন, আর তাঁর মনের ভাবনাটা কথার ব্যক্ত হতে শ্বনে পরিভোষের গাঢ় রঙ ফের ফুটে উঠল তাঁর ম্বে। 'তাই আমি চলে থাচ্ছি কিটিকৈ শ্বন্ধ করে দিয়ে, যাকে বড়ো ভালোবাসি আমি। ইস, কী মিণ্টি মেয়ে! কিন্তু তুমি ঠিকঠাক করে দিও এটা, ডিল্লি? করবে তো?'

ডল্লির হাসি চাপা দায় হয়েছিল। আন্নাকে তিনি ভালোবাসতেন কিন্তু ভাঁরও দ্বর্বলতা আছে দেখে ছপ্তিও পেলেন তিনি।

'শারু? সে অসম্ভব।'

'তোমাদের আমি যেমন ভালোবাসি, তোমরাও সবাই আমায় তেমনি ভালোবাসো, এই তো আমার সাধ। আর এখন আমি আরো বেশি করে তোমাদের ভালোবাসছি' — আলা বললেন চোখে জল নিয়ে, 'আহা, আজ কী বোকার মতো কর্রছি!'

মুখে রুমাল বুলিয়ে তিনি সাজ-পোশাক করতে লাগলেন।

ঠিক রওনা হবার মুখে এলেন বিলম্বিত স্তেপান আর্কাদিচ, মুখখানা লাল. মদ আর চুরুটের গন্ধ বেরুচ্ছে। আন্নার ভাবাবেগ সঞ্চারিত হল ডাক্লর মধ্যেও। শেষ বারের মতো আলিঙ্গন করার সময় তিনি ফিসফিসিয়ে বললেন ননদকে, 'মনে রেখো আন্না, আমার জন্যে তুমি যা করেছ তা জীবনে ভূলব না। মনে রেখো, আমি তোমায় ভালোবেসেছি আর চিরকাল ভালোবেসে যাব নিজের সেরা বন্ধন্ বলে।'

'কিসের জন্যে ব্রুঝছি না' — তাঁকে চুম্ন খেয়ে চোখের জল আড়াল করে আলা বললেন।

'আমায় তুমি ব্রেছ, ব্রুতে পারছ। এসো তাহলে বোন আমার!'

แสรแ

তৃতীয় ঘণ্টি পড়া পর্যস্ত ওয়াগনে ঢোকার পথ আগলে দাঁড়িয়ে ছিলেন ভাই। তাঁকে শেষ বার বিদায় জানাবার সময় আল্লা আর্কাদিয়েভনার মনে প্রথম যে চিস্তাটা এল সেটা এই: 'যাক, ভগবানের দয়ায় সব চুকল তাহলে!' আল্ল্ক্লার সঙ্গে নিজের গদি-আঁটা বেণিতে বসে তিনি ঘ্ম-কামরার আধা-আলোয় তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। 'যাক, কাল সেরিওজা আর আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে দেখতে পাব, আগের মতোই অভ্যস্ত জীবন চলবে ভালোভাবে।'

গোটা দিনটা তিনি যে দ্বিশ্চন্তার মেজাজে ছিলেন সেই মেজাজেই তিনি যাত্রার জন্য গ্রন্থিয়ে বসতে লাগলেন একটা সন্তুণ্টি আর পারিপাট্য নিয়ে। ছোটো ছোটো নিপ্রণ হাতে তিনি একটা লাল থলে খ্ললেন আর বন্ধ করলেন, একটা বালিশ বার করে রাখলেন কোলের ওপর, নিখ্তভাবে পা কম্বলে জড়িয়ে শান্ত হয়ে আসন নিলেন। অস্ক্রা একজন মহিলা শোবার আয়োজন করছিলেন, অন্য দ্ব'জন মহিলা কথা বলতে লাগলেন আয়ার সঙ্গে, স্থলেকায়া এক বৃদ্ধা পা ঢেকে তাপের অব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর অসন্তোষ জানালেন। কয়েক কথায় মহিলাদের প্রশেনর উত্তর দিলেন আয়া, কিন্তু কথোপকথন থেকে কোনো আকর্ষণের আশা নেই দেখে তিনি একটা লণ্ঠন আনতে বললেন আয়ার্শ্কাকে, সীটের হাতলের সঙ্গে সেটাকে বে'ধে নিজের হ্যান্ড ব্যাগ থেকে পাতা কাটার ছ্বির আর একটা ইংরেজি নভেল বার করলেন। প্রথমটা তাঁর পড়ায় মন বসছিল না, গোড়ায় ব্যাঘাত হচ্ছিল

লোকেদের ব্যস্ততা আর হাঁটাহাঁটিতে: তারপর ট্রেন যখন ছাডল, শব্দগুলোয় কান না পেতে পারা গেল না। শেষে বাঁ দিকের জানলায় ঝাপট মারা, শাসিত লেপটে যাওয়া তৃষারকণা. একদিকে তৃষারে ছাওয়া পোশাকে যে কনডাক্টর পাশ দিয়ে চলে গেল তার চেহারা, বাইরে কী ভয়াবহ বরফ ঝড় চলছে তা নিয়ে আলাপে মনোযোগ আকৃষ্ট হল তাঁর। তারপর সেই একই ব্যাপার চলতে থাকল: ঝকঝক শব্দে সেই একই ঝাঁকুনি, জানলায় সেই একই ত্যার. বাষ্পের উত্তাপ থেকে ঠান্ডা এবং ফের উত্তাপে সেই একই দ্রুত বদল, আধা-অন্ধকারে সেই একই মুখগুলোর ঝলক, সেই একই কণ্ঠদ্বর। ফলে আহ্না পড়তে শুরু করলেন এবং পঠিত বিষয় বোধগম্যও হতে থাকল। দস্তানা পরা চওড়া হাতে, যার একটা ছে'ড়া, কোলের ওপর লাল থলেটা চেপে আল্লুশ্কা ঢুলতে শুরু করলে। আল্লা আর্কাদিয়েভনা পর্ডছিলেন আর ব্রুঝতে পারছিলেন যে পড়তে অর্থাৎ অন্য লোকের জীবনের প্রতিফলন দেখতে তাঁর ভালো লাগছে না। নিজেই তিনি বডো বেশি বাঁচতে চান। যখন পড়ছিলেন উপন্যাসের নায়িকা রোগার কিরকম সেবায়ত্ব করছেন, তখন তাঁর নিজেরই ইচ্ছে হচ্ছিল নিঃশব্দে রোগীর ঘরে ঘুরে বেড়াতে; যখন পড়ছিলেন পার্লামেণ্ট সভ্যেব বক্তুতার কথা, তখন তাঁর নিজেরই ইচ্ছে হচ্ছিল সেরকম বক্তৃতা দিতে: যথন পড়াছলেন লেডি মেরি তাঁর দ্রাতৃবধ্বে চটিয়ে দিয়ে এবং নিজের দুঃসাহসে সবাইকে অবাক করে দিয়ে ঘে।ড়ায় চেপে ধাওয়া করেছেন একপাল কুকুরের পেছনে তখন আন্নাও তাই করতে চাইছিলেন। কিন্তু করার কিছু ছিল না, ছোটো ছোটো হাতে মস্প ছুরিখানা নাডাচাডা করতে করতে তিনি জোর করে পড়ে চললেন।

উপন্যাসের নায়ক তখন বিটিশ স্থ, ব্যারন খেতাব আর সম্পত্তি অর্জন করতে চলেছে, আন্নারও ইচ্ছে হল তার সঙ্গে তিনিও সম্পত্তিতে যান কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনে হল নায়কের এর জন্য লঙ্জা হওয়ার কথা এবং তাঁর নিজেরই লঙ্জা হছে। কিন্তু কেন নায়কের লঙ্জা হবে? 'কেন আমার লঙ্জা?' আহত বিষ্ময়ে তিনি প্রশন করলেন নিজেকে। বই বন্ধ করে পাতা কাটার ছ্রিরটা দ্বই হাতে শক্ত করে ধরে আন্না সীটে হেলান দিলেন। লঙ্জার কিছ্ব নেই। মন্ফোর সমস্ত প্যতি তিনি বেছে বেছে দেখলেন। সবই ভালো, প্রীতিকর। মনে পড়ল বলনাচ, মনে পড়ল দ্রন্দিককে, তাঁর প্রেমে পড়া বশীভূত মুখ। মনে পড়ল তাঁর সঙ্গে নিজের গোটা সম্পর্কটার কথা; এতে লঙ্জা পাবার মতো কিছ্ব ছিল না। আর সেই সঙ্গে, স্মৃতিচারণের ঠিক এইখানটাতেই

লম্জাবোধ বেড়ে উঠল। যখন দ্রন স্কির কথা মনে কর্রছিলেন ঠিক তখনই ভেতরকার কোন একটা কণ্ঠস্বর যেন তাঁকে বলছিল: দরদ, বডো বেশি দরদ, মদিরতা।' 'তাতে কী হয়েছে?' আসনের জায়গা বদলিয়ে দৃঢ়ভাবে তিনি বললেন নিজেকে। 'তাতে কী দাঁড়াল? এটাকে সোজাস, জি দেখতে কি ভয় পাই আমি? কী হল এতে? প্রতিটি চেনাজানা লোকের ক্ষেত্রে যা হয় তা ছাড়া এই বাচ্চা অফিসারটির সঙ্গে আমার অন্য কোনো সম্পর্ক আছে কি. থাকতে পারে কি?' অবজ্ঞাভরে হাসলেন তিনি. বই টেনে নিলেন. কিন্তু যা পড়ছিলেন তার কিছুই আর মাথায় ঢুকছিল না। কাগজ-কাটা ছুরিটা তিনি ঘষলেন শাসিতে, তারপর তার মস্থ ঠান্ডা গা-টা চেপে ধরলেন গালে, আর হঠাং আসা আনন্দে প্রায় সশন্দেই হেসে উঠছিলেন আর কি। তিনি অনুভব করছিলেন যে তাঁর স্নায়ুগুলো মোচড় দেওয়া বেহালার তারের মতো টান-টান হয়ে উঠছে। টের পাচ্ছিলেন যে ক্রমেই বডো বডো হয়ে উঠছে তাঁর চোখ, তাঁর হাত-পায়ের আঙ্মলগ্মলো স্নায়বিক বিক্ষেপে নডছে, ভেতর থেকে কী যেন চাপ দিচ্ছে তাঁর নিশ্বাসে, আর দোলায়মান এই আধা-অন্ধকারের সমস্ত মূর্তি আর ধর্নন অসাধারণ স্পণ্টতায় অভিভূত করছে তাঁকে। অবিরাম সন্দেহের এক-একটা মুহূর্ত এসে পড়ছিল তাঁর ওপর ---গাড়িটা সামনে যাচ্ছে, নাকি পেছনে, নাকি দাঁড়িয়েই আছে। ওঁর কাছে ও কে, আমাুশকা নাকি বাইরের কোনো লোক? 'হাতলে ওটা কী, ফার কোট নাকি কোনো জানোয়ার? আর আমি-বা এখানে কেন? এটা আমি নাকি অন্য কেউ?' এই যোরের মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে ভয় হচ্ছিল তাঁর। কিন্তু কী যেন তার ভেতর ঠেলে বসছিল, খুনিমতো তিনি তাতে আত্মসমর্পণ করতেও পারেন, নাও পারেন। সন্বিত ফিরে পাবার জন্য তিনি উঠে দাঁডালেন, কন্বলটা সরিয়ে ফেললেন, কেপ খসিয়ে নিলেন গ্রম পোশাকটা থেকে। এক মুহুতের জন্য সন্বিত ফিরে পেলেন তিনি, বুঝতে পারলেন লম্বা ওভারকোট পরা যে লোকটা ঢুকল, যাতে একটা বোতাম নেই, ব্লুঝতে পারলেন যে সে থার্মোমিটার দেখছে, দরজা দিয়ে তার পেছনে আসছে হাওয়া আর বরফের ঝাপটা: কিন্তু পরে আবার সব গুর্লিয়ে গেল... দীর্ঘকিটি প্রেমেটি কী যেন কামডাতে লাগল দেয়ালে। ব্দ্ধা তার ঠাাং বাডাতে লাগল গোটা ওয়াগন বরাবর, কামরা ভরে তুলল কালো মেঘে, তারপর কিসের যেন ভয়ংকর ক্যাঁচক্যাঁচ ঠকঠক শব্দ উঠল যেন কাউকে কেটে কুটিকুটি করা হচ্ছে। তারপর চোখ ধাঁধিয়ে গেল লাল আলোর, শেষে সব ঢাকা পড়ে গেল একটা দেয়ালে। আন্না টের পেলেন যে তিনি পড়ে যাচ্ছেন কিন্তু তাতে ভয় না পেয়ে তাঁর খ্রিশই লাগছিল। পোশাকে জড়াজড়ি হয়ে তুষারকণায় ছাওয়া একটা লোক কী যেন চেচিয়ে বলল তাঁর কানে। সন্বিত ফিরে আন্না উঠে দাঁড়ালেন; তিনি ব্ঝতে পারলেন যে কোনো স্টেশনে এসেছেন আর ঐ লোকটা কনডাক্টর। যে কেপটা খ্লে ফেলেছিলেন সেটা আর র্মাল দিওে বললেন আন্নশ্কাকে। সেগ্লিল পরে গেলেন দরজার দিকে।

আল্লন্শ্কা শ্বধাল, 'নামছেন নাকি?' 'হ্যাঁ, একটু নিশ্বাস নিই গে। এখানে ভারি গ্রম।'

দরজা খুললেন আল্লা। হাওয়া আর তুষারকণার ঝাপটা ধেয়ে এল তাঁর দিকে, দরজা নিয়ে হুটোপার্টি বাধাল তাঁর সঙ্গে। এতে মজা লাগল আল্লার। দরজা খুলে তিনি নেমে গেলেন। বাতাস যেন ঠিক এরই অপেক্ষায় ছিল, সোল্লাসে শনশনিয়ে জাপটে ধরে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইল তাঁকে, কিন্তু পাদানির ঠাওটা রেলিং আঁকড়ে গাউন চেপে ধরে প্ল্যাটফর্মে নামলেন আল্লা, গেলেন ওয়াগন পোরয়ে। পৈঠায় বাতাসের জাের ছিল প্রচওড, কিন্তু প্ল্যাটফর্মে ওয়াগনের আড়ালে তা শান্ত। পরিত্তিয়তে ব্রক ভরে তুষারম্থিত হিমেল নিশ্বাস নিয়ে তিনি ওয়াগনের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন প্ল্যাটফর্ম আর আলােকিত সেটশনটাকে।

11 00 11

ওয়াগনের চাকা আর স্টেশনের কোণে ল্যাম্পপোস্টগন্লোর মধ্যে ফু'সছিল, শনশনিরে উঠছিল দার্ন ঝড়। ওয়াগন, পোস্টগন্লো, লোকজন, যাকিছ্ব দ্শাগোচর সবারই একটা পাশ তুষারকণায় ছেয়ে গেছে, ক্রমেই বেশি বেশি আসছে তুষারের ঝাপটা। মৃহ্তের জন্য একটু নরম হচ্ছিল ঝড়, কিন্তু তারপরেই ফের এমন দমকায় ধেয়ে আসছিল যে মনে হচ্ছিল যে ঠেকানো অসম্ভব। অথচ এর ভেতর ছ্বটোছ্বটি করছিল কীসব লোক, ফুর্তিতে কথা বলাবলি করে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলছিল প্ল্যাটফর্মের পাটাতনে, আর অবিরাম খ্লাছল আর বন্ধ করছিল বড়ো বড়ো দরজা। মান্যের একটা গর্ভানারা ছায়া ভেসে গেল তাঁর পায়ের মাঝখান দিয়ে আর শোনা গেল লোহার ওপর হাতুড়ি ঠেকার শব্দ। ঝড়ের আধিয়ারায় অন্যাদিক থেকে ভেসে এল কুপিত

কণ্ঠস্বর: 'ডিসপ্যাচটা দাও!' '২৮ নম্বর — এইখানে এসো!' চেণ্চাচ্ছিল আরো নানারকম গলা, ছুটে যাচ্ছিল তুষারাচ্ছন্ন কর্মচারীরা। জ্বলস্ত সিগারেট মুখে তাঁর পাশ দিয়ে চলে গেলেন দু'জন ভদ্রলোক। বেশ ভালো করে হাওয়া খাওয়ার জন্য আরেক বার নিশ্বাস নিলেন তিনি, তারপর রড ধরে ওয়াগনে ওঠার জন্য মাফ থেকে হাত বার করেছেন এমন সময় ফোজী গ্রেটকোট পরা একজন লোক একেবারে তাঁর কাছে এসে বাতির দেলোয়মান আলোটা আড়াল করে দিল তাঁর কাছ থেকে। আল্লা তাকিয়ে তক্ষ্মনি চিনতে পারলেন দ্রন স্কির মূখ। টুপিতে হাত ঠেকিয়ে মাথা নুইয়ে দ্রন স্কি জিগোস করলেন তাঁর কিছু, দরকার আছে কিনা, তাঁর কোনো কাজে লাগতে তিনি পারেন কি? কোনো জবাব না দিয়ে আন্না বহুক্ষণ চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে আর দ্রন্দিক ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও আল্লা দেখতে পেলেন, অথবা তাঁর মনে হল যে দেখতে পাচ্ছেন দ্রন্স্কির মুখ-চোখের ভাব। সেটা ফের সেই সশ্রদ্ধ পল্লক যা আগের দিন সন্ধ্যায় তাঁকে অত অভিভূত করেছিল। এ দ্ব'দিন তিনি একাধিকবার নিজেকে বলেছেন যে সর্বদা একই রকম শত শত যে নবয়বক সবঁত দেখা যায়, দ্রন্স্কি তাঁর কাছে মাত্র তাদেরই একজন, ওঁকে নিয়ে ভাববেন এ তিনি হতে দিতে পারেন না। কিন্ত এখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রথম মুহুতে ই তিনি আচ্ছন্ন হলেন একটা সানন্দ গর্ববোধে। এখানে তিনি কেন. এ কথা জিগ্যেস করার প্রয়োজন ছিল না তাঁর। ওটা তিনি এত অদ্রান্তরূপে জানেন যেন দ্রন্সিক বলেছেন যে আল্লা যেখানে সেইখার্নাটতেই থাকার জন্য উনি এখানে।

'আমি জানতাম না যে আপনি যাচ্ছেন। যাচ্ছেন কেন?' যে হাতখানা রড ধরতে যাচ্ছিল তা নামিয়ে এনে জিগ্যেস করলেন আন্না। দুর্নিবার একটা আনন্দ আর সজীবতায় জনলজনল করে উঠল তাঁর মূখ।

'কেন যাচছ?' সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে দ্রন্সিক বললেন, 'আপনি জানেন, যেখানে আপনি সেখানে থাকার জন্যে আমি চলেছি। এ ছাড়া আমি পারি না।'

ঠিক এই সময়েই যেন একটা বাধা জয় করে ওয়াগনের ছাদ থেকে তুষারকণা করিয়ে দিলে হাওয়া, খড়খড়িয়ে উঠল একটা খসে পড়া লোহার পাতে, সামনের দিকে খাদে কান্নার মতো বিমর্ষ হ্রসিল দিল ইঞ্জিন। তুষারঝঞ্চার সমস্ত ত্রাস এখন আন্নার কাছে মনে হল আরো অপর্প। দ্রন্দিক সেই কথা বলেছেন যা চাইছিল তাঁর মন, কিন্তু ভয় পাচ্ছিলেন তাঁর

বিচারবোধে। কোনো জবাব দিলেন না আল্লা, তাঁর মুখে ভ্রন্সিক দেখতে পেলেন সংগ্রামের ছাপ।

'যা বললাম সেটা আপনার ভালো না লেগে থাকলে মাপ করবেন' — দ্রন্দিক বললেন বিনীতভাবে।

কথাটা উনি বললেন সৌজন্য সহকারে, সম্মান করে, কিন্তু এত দৃঢ় আর একাগ্র ম্বরে যে আন্না বহুক্ষণ কোনো জবাব দিতে পারলেন না।

শেষ পর্যন্ত বললেন, 'ও কথা বলা আপনার উচিত নয়, আর আপনি যদি ভালো লোক হন, তাহলে যা বলেছেন সেটা ভূলে যান, আমিও তা ভূলে যাব।' 'আপনার একটা কথা, একটা ভঙ্গিও আমি ভূলব না কখনো, ভূলতে পারি না '

'থাক, থাক, খুব হয়েছে!' চে°চিয়ে উঠলেন আন্না, বৃথাই একটা কঠোর ভাব ফটিয়ে তলতে চাইলেন মুখে যেদিকে সত্ত্ব দুটিতে চেয়েছিলেন ভ্রন্মিক। ঠাপ্ডা রডটা ধরে উনি উঠে পড়লেন পৈঠায়, দ্রুত ঢুকে পড়লেন ওয়াগনের প্যাসেজে। কিন্তু এই ছোটু প্যাসেজে থেমে গিয়ে তিনি মনে মনে ভেবে দেখতে লাগলেন কী ঘটল। তাঁর নিজের অথবা দ্রন্স্কির কোনো কথা স্মরণে না এনেও তিনি অনুভবে বুঝলেন যে এই ক্ষণিকের বাক্যালাপ তাঁদের সাংঘাতিক কাছাকাছি এনে ফেলেছে, তাতে তিনি বোধ করলেন একাধারে আতঙ্ক আর সূত্র। কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে তিনি ভেতরে ঢুকলেন, বসলেন নিজের জায়গায়। যে উর্ত্তেজিত অবস্থাটা তাঁকে প্রথম দিকে পীড়া দিচ্ছিল, সেটা শুধু ফিরে এল তাই নয়, বেড়ে উঠল এমন মাত্রায় যে তাঁর ভয় হল, ভেতরে টান-টান কিছু, একটা বুকি ছি'ড়ে যাবে যেকোনো মুহুুুুর্তে। সারা রাত ঘুম হল না তাঁর। কিন্তুুু যে উত্তেজনা আর দিবাস্বপ্ন তাঁর কল্পনাকে ছেয়ে ফেলছিল তাতে অপ্রীতিকর বা বিষম্ন কিছু ছিল না, বরং সেগ্রাল ছিল আনন্দময়, চনমনে, উদ্দীপক। সকালের দিকে আন্না তাঁর আসনে বসে বসেই ঢুললেন আর যথন জেগে উঠলেন তথন ফরসা হয়ে গেছে, সব শাদা, ট্রেন পেণছচ্ছে পিটার্সবির্গ স্টেশনে। সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ি, স্বামী, ছেলের চিন্তা, আসম ও পরবর্তী দিনগুলোর ভাবনায় ডুবে গেলেন তিনি।

পিটার্সবিংগে সবে ট্রেন থেমেছে, বেরিয়ে এসে আন্নার দৃষ্টি প্রথম ষে মুখখানায় আকৃষ্ট হল সেটি তাঁর স্বামীর। তাঁর নির্ব্তাপ দর্শনিধারী মুতি, বিশেষ করে এখন তাঁকে যা অবাক করল তাঁর সেই কান যার ডগায় ভর দিয়েছে তাঁর গোল টুপির কানা তা দেখে তাঁর মনে হল, 'মাগো, অমন কান ওর হল কেমন করে?' আমাকে দেখে তিনি তাঁর অভান্ত উপহাসের ভঙ্গিতে ঠোঁট মনুচকে, বড়ো বড়ো ক্লান্ত চোখে সোজাসনুজি তাঁর দিকে তাকিয়ে এগিয়ে গেলেন। তাঁর ক্লান্ত শ্বির দ্বির দ্বিট দেখে কেমন বিশ্রী অন্ভূতিতে ব্রুক মনুচড়ে উঠল আমার, থেন ওঁকে অন্যরকম দেখার আশা করেছিলেন তিনি। তবে ওঁর সঙ্গে দেখা হওয়ায় বিশেষ করে নিজের ওপর একটা অসন্ভোব আচ্ছম করল আমাকে। এটা অনেকদিনকার পরিচিত একটা অন্ভূতি, স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কে ভান করে চলার যে অন্ভূতিটা হত, তার মতো; কিন্তু আগে তিনি এটা খেয়াল করেন নি, এখন সম্প্রুট করে যল্পনায় বিদ্ধ হয়ে সচেতন হলেন সে বিষয়ে।

'দেখছ তো, তোমার মমতাময় স্বামী, বিয়ের দ্বিতীয় বছরের মতো মমতাময়, তোমায় দেখার জন্যে কিরকম অধীর হয়ে উঠেছিল' — উনি বললেন তাঁর ধীর মিহি গলায়, এবং সেই স্করে স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহারে যা তিনি সর্বদাই গ্রহণ করতেন — সত্যিই যারা এভাবে কথা বলে থাকে তাদের প্রতি একটা উপহাসের স্কর।

'র্সোরওজা ভালো আছে তো?' আন্না জিগ্যেস করলেন।

উনি বললেন, 'আমার সমস্ত হৃদয়াবেগের এইটুকু মাত্র পর্রস্কার? ভালো আছে গো, ভালো আছে...'

11 05 11

সে রাত দ্রন্দিক ঘ্রমোবার চেণ্টাও করলেন না। নিজের কেদারায় বসে তিনি কখনো তাকিয়ে থাকছিলেন সোজা সামনের দিকে, কখনো চেয়ে দেখছিলেন কারা আসছে, যাচ্ছে। তাঁর অপরিচিতদের তিনি আগে যেখানে বিদ্যিত ও বিচলিত করতেন তাঁর অটুট অচণ্ডলতায়. এখন সেখানে তাঁকে মনে হল আরো বেশি অহংকারী আর আত্মতৃপ্ত। লোকেদের তিনি দেখছিলেন এমনভাবে যেন তারা এক-একটা জিনিস। তাঁর সামনে উপবিষ্ট একজন স্নায়বিক য্বক, স্থানীয় আদালতের কর্মচারী, তাঁর এই চেহারার জন্য দেখতে পারছিল না তাঁকে। য্বকটি সিগারেট ধরাবার জন্য আগ্রন চাইল তাঁর কাছে, কথা চালাবার চেণ্টা করল, এমনকি তাঁকে টের পাওয়াতে চাইল

বে জিনিস নয় সে, মান্ত্র, কিন্তু দ্রন্দিক তা সত্ত্বেও তার দিকে তাকিয়ে রইলেন যেন একটা লণ্ঠন দেখছেন এবং য্বকটি তার মানবসন্তার এই অস্বীকৃতির চাপে নিজের আত্মসংযম হারাচ্ছে অন্ভব করে মৃথবিকৃতি করল।

শ্রন্দিক কিছুই দেখাছলেন না, কাউকেও দেখাছিলেন না। নিজেকে তাঁর লাগছিল যেন রাজার মতো, সেটা এ জন্যে নয় যে আন্নার ওপর ছাপ ফেলেছেন বলে তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল, না, সে বিশ্বাস তাঁর তখনো ছিল না, কিন্তু আন্না তাঁর ওপর যে ছাপ ফেলেছেন তাতে সূখ, গর্ববাধ হচ্ছিল তাঁর।

এ সবের পরিণাম কী দাঁড়াবে সেটা তিনি জানতেন না, সে নিয়ে ভাবনাও করছিলেন না তিনি। টের পাচ্ছিলেন যে এ যাবং স্থালিত বিক্ষিপ্ত তাঁর সমস্ত শক্তি একটা জায়গায় এসে মিলেছে এবং সাংঘাতিক উদ্যোগে ধাবিত হয়েছে একটি পরমানন্দময় লক্ষ্যের দিকে। এতেই তিনি স্থা। তিনি জানতেন যে তিনি সাত্য কথাটাই বলেছেন যে আয়া যেখানে, সেখানেই তিনি যাচ্ছেন, তাঁকে দেখতে পাওয়া, তাঁর কথা শোনার মধ্যেই তিনি এখন খ্রেজে পাচ্ছেন জীবনের সমস্ত স্থা, তার একমার অর্থ। সেলজার জল খাবার জন্য বলোগোভো স্টেশনে নেমে যখন তিনি আয়াকে দেখতে পেলেন, তখন তিনি মনে মনে যা ভাবছিলেন সেই কথাটাই নিজে অজ্ঞাতসারে প্রথম বললেন তাঁকে। সেটা যে তাঁকে বলেছেন, আয়া যে এখন তা জানলেন, তা নিয়ে ভাববেন, এতে আনন্দ হচ্ছিল তাঁর। সায়া রাত তিনি ঘ্রমালেন না। ওয়াগনে ফিরে এসে কী কী অবস্থায় তিনি আয়াকে দেখছেন, কী তিনি বলেছেন তা নিয়ে অবিরাম নাড়াচাড়া করতে লাগলেন মনে মনে, তাঁর ব্রক আড়ণ্ড করে কল্পনায় ভেসে উঠতে লাগল সম্ভাব্য ভবিষ্যতের যত ছবি।

পিটার্সবিহুর্গে যখন গাড়ি থেকে নামলেন, বিনিদ্র রাতের পর নিজেকে মনে হচ্ছিল চাঙ্গা, তরতাজা যেন ঠান্ডা জলে স্নান সেরে এলেন। আলা বেরিয়ে আসার প্রতীক্ষায় নিজের ওয়াগনের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। মনে মনে তিনি বলছিলেন, আপনা থেকে মহুথে ফুটে উঠেছিল হাসি, 'আরো একবার তাকে দেখব, দেখব তার গতিভঙ্গিমা, তার মহুখ, কিছু একটা বলবে, মাথা ফেরাবে, তাকাবে, হাসবে হয়ত-বা।' কিস্তু আলাকে দেখবার আগেই তিনি দেখতে পেলেন তাঁর স্বামীকে, ভিড়ের মধ্যে স্টেশন মাস্টার সসম্মানে তাঁর পথ করে দিচ্ছিল। 'ও হাাঁ, স্বামী!' শহুধু এখনই দ্রন্দিক পরিষ্কার ব্রুলেন যে আলার সঙ্গে বাঁধা রয়েছে তাঁর স্বামী। তিনি জানতেন যে

আমার স্বামী আছেন, কিন্তু তাঁর অন্তিৎে বিশ্বাস ছিল না, সে অন্তিৎে তাঁর পূর্ণ প্রতায় জন্মাল শূধ্ যখন দেখলেন তাঁর মাথা, কাঁধ, কালো পেণ্টাল্ন পরা পা: বিশেষ করে যখন দেখলেন সে স্বামী মালিকানার ভাব নিয়ে বাহুলগ্না করছেন তাঁকে।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের তাজা পিটার্সবৃগাঁ মুখ, সামান্য নুয়েপড়া পিঠ, গোল টুপি পরা কঠোর আত্মবিশ্বাসী মৃতি যথন তিনি দেখলেন, একটা অপ্রীতিকর অনুভূতি হল তাঁর, যেমন হয় তৃষ্ণার্ত মানুষ উৎসের কাছে পৌ'ছে যথন দেখে যে কুকুর, ভেড়া, বা শ্রোর সেখানে জল থেয়ে তা ঘোলা করে রেখেছে। গোটা কোমর ঘ্রারয়ে ঘ্রারয়ে ভোঁতা ভোঁতা পায়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের চলন ভিঙ্গটাই বিশেষ অপমানকর ঠেকল দ্রন্দিকর কাছে। আল্লাকে ভালোবাসার সন্দেহাতীত অধিকার একমাত্র তাঁরই আছে বলে দ্রন্দিকর ধারণা ছিল। কিন্তু আল্লা ঠিক সেই একইরকম; তাঁর দর্শনি তাঁকে প্রভাবিত করল, দৈহিকভাবে তাঁকে সেই একই রকম চাঙ্গা আর আন্দোলিত করে তুলে, বুক আনন্দে ভরে দিয়ে। দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে যে জার্মান চাপরাশি তাঁর কাছে ছ্বটে আর্সাছল তাকে তিনি মালপত্র নিয়ে যেতে বলে এগিয়ে গেলেন আল্লার দিকে। স্বীর সঙ্গে স্বামীর প্রথম সাক্ষাণ্টা তিনি দেখলেন, স্বামীর সঙ্গে আল্লার কথায় সামান্য সংকোচের লক্ষণ তাঁর চোথে পড়ল প্রেমিকের অন্তদ্বিউতে। নিজেই তিনি ছির করে নিলেন, 'না, ওকে সে ভালোবাসে না, ভালোবাসতে পারে না।'

যখন তিনি পেছন থেকে আন্না আর্কাদিয়েভনার দিকে আসছিলেন তখন এটা লক্ষ্য করে তাঁর আনন্দ হয়েছিল যে আন্না তাঁর কাছিয়ে আসা টের পাচ্ছেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁকে চিনতে পেরে আন্না আবার স্বামীর দিকে ফিরলেন।

একসঙ্গে আন্না এবং স্বামীর উদ্দেশে মাথা ন্ইয়ে এবং অভিনন্দনটা স্বামীরই উদ্দেশে, সেটা গ্রহণ করা বা না করা তাঁর খ্রিশ, এটা তাঁকে ব্রুতে দিয়ে ভ্রন্স্কি শ্র্ধালেন, 'রাতটা ভালো কেটেছে তো?'

'ধন্যবাদ, চমংকার কেটেছে' — আল্লা বললেন!

উঠলেন। দ্রন্দিককে স্বামী চেনে কিনা জানবার জন্য আল্লা তাকালেন তাঁর দিকে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ দ্রন্দিকর দিকে চাইলেন অসস্তোষের সঙ্গে, ভুলো মনে ভাবতে চেণ্টা করলেন কে এটি। যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের মতো এক্ষেত্রে ঠোকাঠুকি হল দ্রন্দিকর অচণ্ডলতা ও আত্মবিশ্বাস এবং আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের নির্ত্তাপ আত্মবিশ্বাসের মধ্যে।

আল্লা বললেন, 'ইনি কাউণ্ট দ্রন্দিক।'

'ও! মনে হচ্ছে আমরা পরিচিত' — হাত বাড়িয়ে দিয়ে উদাসীনভাবে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। 'গেলে মাকে সঙ্গে করে, ফিরলে ছেলেকে নিয়ে' — বললেন তিনি স্কুপণ্ট উচ্চারণে, যেন প্রতিটি শব্দে এক-একটা রুব্ল দান করছেন। 'আপনি বোধ হয় ছুটিতে?' কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করে তাঁর রহস্যের স্কুরে চিকে ফিরে শুধালেন, 'তা বিচ্ছেদের সময় কত চোখের জল পড়েছিল মস্কোয়?'

স্থার দিকে ফিরে এই কথা বলে তিনি দ্রন্স্কিকে ব্রুতে দিলেন যে তাঁরা একা থাকতে চান, এবং দ্রন্স্কির দিকে ফিরে টুপিতে হাতও ঠেকালেন। দ্রন্স্কি কিন্তু আমা আর্কাদিয়েভনাকে উদ্দেশ করে বললেন:

'আশা করি আপনাদের ওখানে যাবার সম্মান পাব?'

ক্লান্ত চোখে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ চাইলেন দ্রন্স্কির দিকে। বললেন:

'খ্ব খ্রাশ হব। প্রতি সোমবার আমাদের বাড়ির দরজা খোলা।' তারপর তাঁকে একেবারে উপেক্ষা করে স্ক্রীকে জানালেন, 'কী ভালোই না হল, তোমাকে নিতে আসার, তোমার প্রতি আমার অন্বরাগ দেখাবার জন্যে আধ ঘণ্টা সময় পেয়ে গেছি' — বলে চললেন সেই একই রহস্যের স্বরে।

'তোমার অনুরাগের কথা তুমি এতই তুলে ধরো যে তার কদর করা আমার পক্ষে মুশকিল' — পেছন পেছন আসা দ্রন্স্কির পদশব্দে অজান্তেই কান পেতে আন্না বললেন সেই একই রহস্যের স্বরে। তারপর ভাবলেন, 'ওতে আমার কী এসে যায়?' এবং শ্বধাতে লাগলেন ওঁর না থাকায় সেরিওজা সময় কাটিয়েছে কেমন।

'ওহ্ চমংকার! মারিয়েট বলছে ভারি লক্ষ্মীর মতো ছিল, আর তোমাকে একটু নিরাশ করতে হচ্ছে... তোমার স্বামীর মতো ওর তেমন মন কেমন করে নি তোমার জন্যে। তবে এ দিনটা যে আমায় দিলে তার জন্যে আরো একবার mersi গো। আমাদের আদরণীয়া সামোভার একেবারে আনন্দে নেচে উঠবেন।' (খ্যাতনামী কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনাকে তিনি সামোভার বলতেন, কেননা সর্বদা এবং স্বকিছ্ম নিয়েই তিনি উদ্বিপ্প ও উত্তেজিত হয়ে উঠতেন)। 'তোমার কথা জিগ্যেস করছিলেন তিনি; সাহস করে একটা উপদেশ দিই, আজই ওঁর কাছে গেলে পারো। স্বকিছ্মর জন্যেই তো ওঁর মন টাটায়। এখন তাঁর অন্য সমস্ত দ্মুর্ভাবনা ছাড়াও অব্লোনস্কিদের প্রনির্মালন নিয়ে তিনি ভাবিত।'

কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা আন্নার স্বামীর বন্ধন এবং পিটার্সবিহ্নর্গ সমাজের একটি চক্রের কেন্দ্র, স্বামী মারফত আন্না তাঁর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

'আমি তো ওঁকে চিঠি দিয়েছি।'

'কিন্তু সমস্ত খ্রিটনাটি যে ওঁর জানা দরকার। ক্লান্ত না হয়ে থাকলে যাও-না গো। তোমাকে গাড়ি করে নিয়ে যাবে কন্দ্রাতি, আমি চললাম কমিটিতে। ফের আর একা-একা খাওয়া সারতে হবে না' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বলে চললেন, কিন্তু তাতে রহস্যের স্ক্র আর ছিল না, 'কী যে অভ্যেস হয়ে গেছে বিশ্বাস করবে না...'

বহ্নক্ষণ হাতে চাপ দিয়ে তিনি বিশেষ রকমের একটু হাসি হেসে আমাকে গাড়িতে তুলে দিলেন।

॥ ७२ ॥

বাড়িতে ফিরে প্রথম যার সঙ্গে দেখা হল সে তাঁর ছেলে। গৃহশিক্ষিকার চে'চার্মেচি সত্ত্বেও সে সোল্লাসে 'মা, মা!' বলে চিংকার করতে করতে ধেয়ে নামল সি'ড়ি দিয়ে। গলা জড়িয়ে ধরল তাঁর।

গৃহশিক্ষিকার উদ্দেশে চ্যাঁচাল, 'আমি যে আপনাকে বললাম যে মা! আমি আগেই জানতাম!'

আর স্বামীর মতো ছেলেকে দেখেও আন্নার যে অন্কুতি হল সেটা মোহভঙ্গের মতো। আসলে সে যা, তার চেয়ে ছেলেকে ভালো বলে কল্পনা করেছিলেন তিনি। ছেলেটি যা, সেইভাবেই তাকে নিয়ে তৃপ্তি পেতে হলে তাঁকে বাস্তবতায় নেমে আসতে হয়। কিন্তু ছেলেটি যা, তাতে, তার হালকা রঙের কোঁকড়া চুল, নীল চোখ আর আঁটো মোজায় প্রকৃত্ব স্ঠাম পায়ে তাকে সত্যিই মিণ্টি লাগছিল। তার নৈকটা ও আদর অনুভব করে আমা প্রায় দৈহিক একটা পরিতৃপ্তিই বোধ করছিলেন। তার সরল, বিশ্বাসভরা মেহময় দ্বিট দেখে, তার সহজ সব প্রশ্ন শ্লুনে একটা নৈতিক প্রশাস্তি লাভ করলেন তিনি। ডিল্লির ছেলেমেয়েরা যেসব উপহার পাঠিয়েছিল সেগর্লি তিনি বার করলেন, ছেলেকে বললেন মন্ফোয় তানিয়া নামে কেমন একটি মেয়ে আছে, সে পড়তে পারে, এমর্নাক অন্যদেরও শেখায়।

'আমি কি তাহলে খারাপ ওর চেয়ে?' পেরিওজা শ্বধাল। 'আমার চোখে তুই দ্বনিয়ায় সবার সেরা।'

'আমি তা জানি' — হেসে সেরিওজা বললে।

আন্না কফি খাওয়া শেষ করে উঠতে না উঠতেই কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনার আগমনবার্তা এল। কাউন্টেস দীর্ঘ স্থ্লাঙ্গী মহিলা, ম্থের রঙ কেমন অস্মৃষ্ঠ, হলদেটে, চিন্তামগ্ন অপূর্ব কালো চোখ। আন্না তাঁকে ভালোবাসতেন, এখন তাঁকে যেন এই প্রথম দেখলেন তাঁর সমস্ত খ্বত সমেত। 'তা কী ভাই, আলিভ শাখা দিলে?' ঘরে ঢুকেই কাউন্টেস লিদিয়া

'তা কী ভাই, আঁলভ শাখা দিলে?' ঘরে ঢ়কেই কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা জিগ্যেস করলেন।

'হ্যাঁ, সব চুকে গেছে, তবে আমরা যা ভেবেছিলাম তেমন গ্রুত্বপূর্ণ কিছ্ন নয়' — আল্লা জবাব দিলেন, 'আমার belle-soeur* বড়ো বেশি গোঁষার গোছের।'

কিন্তু যার সঙ্গে তাঁর সংস্পর্শ নেই এমন সবকিছাতে আগ্রহী হলেও যাতে তাঁর আগ্রহ তা না শোনার একটা অভ্যাস ছিল কাউণ্টেসের। আল্লাকে বাধা দিয়ে তিনি বললেন:

'হ্যাঁ দ্বনিয়ায় দ্বঃখকষ্ট অনেক, আজ আমি একেবারে জেরবার হয়ে গেছি।'

'কেন, কী হল?' হাসি চাপার চেণ্টা করে জিগ্যেস করলেন আমা।

'সত্যের জন্যে খামকা লড়তে গিয়ে আমি হাঁপিয়ে উঠি, একেবারেই জেরবার হয়ে পড়ি মাঝে মাঝে। 'ভাগনাগণের' ব্যাপারটা (এটি হল লোকহিতৈষী ধর্মীয়-দেশপ্রেমিক একটি প্রতিষ্ঠান) বেশ চমংকার শ্রুর হয়েছিল, কিন্তু এই ভদ্রলোকদের দিয়ে কিছ্ই করা সম্ভব নয়' — ভাগ্যের কাছে ব্যঙ্গাত্মক আত্মসমর্পণের স্কুরে কাউন্টেস যোগ দিলেন. 'ভাবনাটা

^{*} বৌদ (ফরাসি)।

ওঁরা লন্কে নিলেন, তাকে বিকৃত করলেন, এখন তুচ্ছ অকিণ্ডিংকর সব যুক্তি দিচ্ছেন। দ্বতিনজন লোক, আপনার স্বামী তাঁদের একজন — ব্যাপারটার গ্রুব্ধ বোঝেন, অনোরা জানেন কেবল পণ্ড করতেই। কাল প্রাভ্দিনের চিঠি পেয়েছি।

প্রাভিদিন হলেন বিদেশের একজন নামকরা নিখিল-স্লাভপন্থী, কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা বলতে লাগলেন চিঠিতে কী আছে।

তারপর গির্জাগর্নিকে সম্মিলিত করার বির্দ্ধে কীসব বিচ্ছিরি ব্যাপার আর ঘোঁট চলছে তার কথা বললেন এবং তাড়াহ্বড়ো করে চলে গেলেন, কেননা সেই দিনই তাঁকে একটা সমিতির অধিবেশনে যোগ দিতে এবং স্লাভ কমিটিতে যেতে হবে।

মনে মনে আন্না ভাবলেন, 'এ সবই তো আগেও হয়েছে অথচ তখন লক্ষ্য করি নি কেন? নাকি আজ বড়ো চটে আছেন? আসলে কিন্তু হাস্যকর: ওঁর লক্ষ্য লোকহিত, খিন্রুটান উনি, অথচ সব সময় উনি রেগে আছেন, সবাই ওঁর শন্ত্র, আর শন্ত্র কিনা খিন্নুটাধর্ম আর পরহিতের ব্যাপারেই।'

কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার পর এলেন আন্নার বান্ধবী, ডিরেক্টরের স্বা, শহরের সমস্ত খবর দিলেন। তিনটের সময় তিনিও চলে গেলেন, কথা দিলেন ডিনারের সময় আসবেন। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ছিলেন মন্দ্রী দপ্তরে। একা থেকে আন্না ডিনার পর্যস্ত সময়টুকু কাটালেন ছেলের খাওয়ার সময় উপস্থিত থাকার জন্য (ছেলে সর্বদাই খায় একা), তা, ছাড়া নিজের জিনিসপত্র গোছানো, যেসব চিঠিপত্র টেবিলে জমেছে তা পড়ে জবাব দিতেও সময় গেল।

ট্রেনে আসার সময় যে অকারণ লজ্জাবোধ আর অস্থিরতা তাঁকে পেয়ে বর্সোছল তা একেবারে অন্তর্ধান করল। জীবনের অভ্যস্ত পরিস্থিতিতে ফের নিজেকে স্কুদ্যু ও ভর্ণসনাতীত বলে মনে হল তার।

গত কালের ঘটনাগৃনলো মনে করে অবাক লাগল তাঁর। 'হয়েছিলটা কী! কিছনুই না। বোকার মতো কথা বলেছিল দ্রন্দিক, সহজেই তা চুকিয়ে দেওয়া যায়, আমিও যা উচিত ছিল তেমনি জবাব দিয়েছি। এ কথা বলার দরকার নেই স্বামীকে। তা উচিতও নয়। বলা মানে যার গ্রুত্ব নেই তাতে গ্রুত্ব দেওয়া।' তাঁর মনে পড়ল যে একবার পিটার্সবিন্র্গে তাঁর স্বামীর অধীনস্থ একটি যুবক যে তাঁর কাছে প্রেমের স্বীকৃতি জানিয়েছিল, সে কথা তিনি স্বামীকে বলেছিলেন। আলেক্সেই আলেক্সাল্ফেভিচ জবাব

দিয়েছিলেন যে সমাজে থাকলে যেকোনো নারীর ক্ষেত্রেই এমনটা ঘটতে পারে, তবে আল্লার মান্রাজ্ঞানে তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস আছে, ঈর্থিত হয়ে আল্লাকে এবং নিজেকে হীন হতে তিনি কখনো দেবেন না। 'তার মানে বলার কারণ নেই কোনো? সতি্য, যাক ভগবান, বলার আছেই বা কী' — মনে মনে ভাবলেন আল্লা।

11 00 11

মন্ত্রী দপ্তর থেকে আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ ফিরলেন চারটের সময়, কিন্তু প্রায়ই যা ঘটে থাকে. আন্নার কাছে যাবার ফরসং পেলেন না। তিনি তাঁর কেবিনেটে ঢুকলেন অপেক্ষমাণ উমেদারদের সঙ্গে কথা কইতে এবং কার্যাধ্যক্ষের পাঠানো কতকগুলো কাগজ সই করতে। ডিনারের জন্য এসেছিলেন (কার্রোননদের বাডিতে সর্বদাই ডিনারে হাজির থাকে জনা তিনেক করে লোক): আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বৃদ্ধা জেঠততো দিদি, ডিপার্টমেণ্টের ডিরেক্টর সম্বীক এবং একটি যুবক, চাকুরির জন্য তাকে স্পারিশ করা হয়েছে আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচের কাছে। আন্না ভূমিং-র মে এলেন এ'দের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে। ঠিক পাঁচটায় প্রথম পিটারের ব্রোঞ্জ ঘডিতে পশুম ঘণ্টা বাজতে না বাজতেই আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ শাদা টাই বে'ধে দুটো তারা লাগানো ফ্রক-কোটে ভেতরে ঢকলেন, কেননা খাওয়ার পরেই তাঁকে বেরুতে হবে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ জীবনেব প্রতিটি মুহুতে ই কর্মবাস্ত, সব গোনাগাঁথা। আর প্রতি দিন তাঁর যা করার কথা সেটা করে উঠতে পারার জন্য তিনি কড়া নিয়মান বতি তা মেনে চলতেন। তাঁর মূলমন্ত্র ছিল, 'তাড়াহ্মড়াও নয়, বিশ্রামও নয়।' হলে চুকে সবার উল্দেশে মাথা নোয়ালেন তিনি, বৌয়ের দিকে চেয়ে হেসে তাডাতাডি খেতে বসলেন।

'হ্যাঁ, আমার একাকিত্ব ফুরলো। তুমি ভাবতে পারবে না একা-একা খাওয়া কী অস্বস্থিকর' (অস্বস্থিকর কথাটায় জোর দিলেন তিনি)।

খাওয়ার সময় তিনি মস্কোর ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে কথা কইলেন স্থার সঙ্গে, একটু ঠাট্টার হাসি ফুটিয়ে জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচের খবর; তবে কথাবার্তা হল প্রধানত সাধারণ প্রসঙ্গ, পিটার্সবি্র্গের চাকরিবাকরি আর সামাজিক ব্যাপার নিয়ে। খাবারের পর তিনি অতিথিদের সঙ্গে

কাটালেন আধ ঘণ্টা, তারপর হাসিমুখে বৌয়ের হাতে চাপ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন পরিষদ সভায় যাবার জন্য। আন্না এবার প্রিন্সেস বেটসি ত্ভেস্কায়ার কাছেও গেলেন না, আমা ফিরেছেন শুনে তিনি সন্ধ্যায় ডেকেছিলেন তাঁকে গেলেন না থিয়েটারেও আজ সেখানে তাঁর জন্য একটা বক্স রাখা হয়েছিল। গেলেন না প্রধানত এই জন্য যে পরবেন বলে যা ভেবেছিলেন সে গাউনটা তখনো তৈরি হয় নি। অতিথিরা চলে যাবার পর নিজের বেশভ্যা দেখতে গিয়ে খুবই বিরক্তি ধরেছিল আন্নার। খুব দামী সাজপোশাক না করায় আল্লা পার্দুশিনী। মন্ত্রে যাবার আগে তিনি তিনটে গাউন দর্জি মেয়েকে দিয়েছিলেন ঢেলে সাজার জন্য। এমনভাবে তাদের খোল-নলচে পালটাবার কথা যাতে প্ররনো বলে চেনা না যায়, আর তা তৈরি হয়ে যাওয়া উচিত ছিল তিন দিন আগেই। দেখা গেল দুটি গাউন একেবারেই তৈরি হয় নি. আর যেটা তৈরি হয়েছে সেটাও আল্লা যা চেয়েছিলেন তেমনভাবে নয়। দর্জি মেয়ে এসেছিল কৈফিয়ত দিতে. বোঝালে যে এইটেই বেশি ভালো হবে, আন্না এমন ক্ষেপে উঠলেন যে পরে সে কথা মনে করতেও লম্জা হচ্ছিল তাঁর। একেবারে শান্ত হবার জন্য তিনি গেলেন শিশ্রকক্ষে, সারা সন্ধে কাটালেন ছেলের সঙ্গে, নিজেই তাকে শোয়ালেন, ক্রুশ করে ঢেকে দিলেন লেপ দিয়ে। কোথাও যান নি বলে আনন্দ হল তাঁর. সম্বেটা তাঁর কাটল চমংকার। নিজেকে ভারি হালকা আর নিশ্চিন্ত মনে হচ্ছিল তাঁর, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন যে রেলগাডিতে তাঁর কাছে যা খুবই তাৎপর্যময় মনে হয়েছিল তা কেবল সমাজ-জীবনের একটা মাম্বলি অকিণ্ডিংকর ঘটনা মাত্র, কারো কাছে, নিজের কাছেও লম্জায় মাথা হে'ট করার মতো কিছু, নেই। একটা ইংরেজি উপন্যাস নিয়ে ফায়ারপ্লেসের কাছে বসে তিনি স্বামীর অপেক্ষা করতে লাগলেন। ঠিক সাড়ে নটায় তাঁর ঘণ্টি শোনা গেল। ঘরে ঢুকলেন তিনি।

তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে আন্না বললেন 'অবশেষে এলে যা হোক।' হাতে চুম্ব দিয়ে উনি বসলেন তাঁর কাছে। বললেন: 'দেখতে পাচ্ছি তোমার যাগ্রাটা বেশ ভালোই উৎরেছে।'

'খ্বই ভালো' — জবাব দিয়ে আমা সবকিছ্ব বলতে লাগলেন গোড়া থেকে: শ্রীমতী দ্রন্সকায়ার সঙ্গে তাঁর যাওয়া, পেশছনো, রেললাইনে দ্ব্র্টনা। পরে বললেন প্রথমে ভাইয়ের জন্য, পরে ডল্লির জন্য তাঁর যে কণ্ট হয়েছিল সে কথা। 'তোমার ভাই হলেও অমন লোককে ক্ষমা করা চলে বলে আমি মনে করি না' — কড়া করে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

আন্না হাসলেন। তিনি ব্বেকিছিলেন যে কথাটা তিনি বললেন এইটে দেখাবার জন্য যে আত্মীয়তার কথা ভেবে নিজের অকপট অভিমত জানানো থেকে তিনি বিরত থাকতে পারেন না। স্বামীর চরিত্রের এই দিকটা আন্না জানতেন এবং সেটা তাঁর ভালো লাগত।

উনি বলে চললেন, 'যাক, সব ভালোয় ভালোয় চুকল, তুমিও এসে গেলে. এতে আমি খ্রাশ। তা পরিষদে আমি যে ব্যবস্থাটা পাশ করিয়ে নিয়েছি, সে সম্পর্কে ওখানে কী বলছে লোকে?'

ওই ব্যবস্থাটার কথা আহ্না কিছুই শোনেন নি। ওঁর কাছে যা অত গুরুত্বপূর্ণ সেটা তিনি অমন অনায়াসে ভুলে যেতে পেরেছিলেন ভেবে তাঁর লঙ্জা হল।

'এখানে কিন্তু ওটা প্রচুর সোরগোল তুলেছে' — স্বামী বললেন আত্মত্ত্ত হাসিমুখে।

আন্না ব্রথতে পারছিলেন যে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এই ব্যাপার নিয়ে তাঁর নিজের কাছে প্রীতিকর কিছ্র একটা জানাতে চান, আন্নাও প্রশন করে করে তাঁকে সেই প্রসঙ্গে টেনে আনলেন। উনিও সেই একই আত্মতৃপ্ত হাসি নিয়ে বললেন ব্যবস্থাটা পাশ হবার পরে কী জয়ধ্বনি লাভ করেছিলেন তিনি।

'অত্যস্ত, অত্যস্ত আনন্দ হয়েছিল আমার। এতে প্রমাণ হয় যে ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের একটা বুদ্ধিমস্ত দুঢ় দুণ্টিভঙ্গি দানা বাঁধছে।'

ক্রিম আর র**্টি সহযোগে দ্বিতী**য় কাপ চা শেষ করে তিনি কেবিনেটে গেলেন। বললেন:

'কিন্তু, তুমি কোথাও গেলে না যে; নিশ্চর একঘেরে লেগেছে।' 'না, না!' উঠে দাঁড়িয়ে হল দিয়ে ওঁকে কেবিনেটে এগিয়ে দিতে দিতে আল্লা বললেন। জিগ্যেস করলেন, 'তুমি এখন কী পড়ছ?'

'এখন পড়ছি Duc de Lille, 'Poésie des enfers'* চমংকার বই। আন্না হাসলেন যেভাবে লোকে হাসে প্রিয়জনের দুর্বলতায়। বাহ্নলগ্ন করে তিনি ওঁকে পেণছে দিলেন কেবিনেটের দরজা পর্যস্ত। আন্না জানতেন

ডিউক দ্য লিল, 'নরকের কবিতা' (ফরাসি)।

ওঁর অভ্যাস সন্ধ্যায় পড়া, যা একটা আবিশ্যকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জানতেন যে চাকরির কাজে তাঁর প্রায় সমস্তটা সময় থেয়ে গেলেও মনীষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সমস্ত ঘটনা অন্সরণ করা তাঁর কর্তব্য বলে তিনি গণ্য করতেন। আরা এও জানতেন যে তাঁর সত্যকার আকর্ষণ ছিল রাজনৈতিক, দার্শনিক, ধর্মাতাত্ত্বিক বইয়ে, কান্তিকলা একেবারেই তাঁর প্রকৃতিবির্দ্ধ, কিন্তু তা সত্ত্বেও, কিংবা বলা ভালো সেই কারণেই এক্ষেত্রে যা কোলাহল তুলেছে তার কিছ্ই আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বাদ দিতেন না, সবকিছ্ পড়া তাঁর কর্তব্য বলে তিনি ভাবতেন। আরা জানতেন যে রাজনীতি, দর্শন, ধর্মাতত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁর মনে প্রশন উঠত অথবা কিছ্ন একটার সন্ধান করতেন, কিন্তু শিলপ বা কবিতা, বিশেষ করে সঙ্গীতের বোধ আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কিছ্নই ছিল না, এগ্রাল সম্পর্কে খ্রই স্কানির্দিণ্ট ও দ্যু মতামত পোষণ করতেন তিনি। শেক্সপিয়র, রাফায়েল, বেটোফেনকে নিয়ে, কবিতা ও সঙ্গীতের নতুন ধারা নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসতেন তিনি এবং খ্রব স্কুমণ্ড সঙ্গতিতে এগ্রাল তিনি ভাগ করে রাখতেন।

কেবিনেটে ইতিমধ্যে তাঁর জন্য বাতির ওপর শেড আর কেদারার কাছে একপাত্র জল রাখা হয়েছিল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আন্না বললেন, 'তা ষাও, পড়ো গে। আমি চিঠি লিখব মন্স্কোয়।'

উনি আন্নার হাতে চাপ দিয়ে ফের চুম্ম খেলেন।

নিজের ঘরে এসে আলা মনে মনে ভাবলেন, 'যতই বলো, উনি ভালো মানুষ, সত্যনিষ্ঠ, সহৃদয়, নিজের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট' — যেন কেউ ওঁর দোষ ধরে বলেছে যে ওঁকে ভালোবাসা চলে না, তার বিরুদ্ধে আলা সমর্থন করছেন ওঁকে। 'কিন্তু কানটা অমন অন্তুতভাবে বেরিয়ে আছে কেন? নাকি চুল কেটেছে বলে?'

ঠিক বারোটার সময় আহ্না যখন তখনো লেখার টেবিলে ডব্লির কাছে চিঠি শেষ করছেন, শোনা গেল ঘরোয়া পাদ্বকার মাপা তালে শব্দ, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এসে দাঁড়ালেন তাঁর কাছে — হাত-মুখ ধোয়া, চুল আঁচড়ানো, বগলে একখানা বই।

'শেষ করো গো, রাত হল' — বিশেষ ধরনের একটা হাসি হেসে এই কথা বলে তিনি শোবার ঘরে গেলেন।

'কিন্তু ওঁর দিকে অমন করে চাইবার কী অধিকার আছে ওর?'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের দিকে ভ্রন্স্কির চাউনিটা মনে পড়ায় আল্লা ভাবলেন।

পোশাক ছেড়ে আল্লা ঢুকলেন শোবার ঘরে, কিন্তু মন্দেকা থাকার সময় যে সজীবতা তাঁর চোথে আর হাসিতে ছলকে উঠছিল তা আর ছিল না শন্ধ্ তাই নয়; বরং মনে হল আগন্ন তাঁর মধ্যে এখন নিবে গেছে অথবা লন্বিয়ে পড়েছে দ্রে কোথাও যেন।

11 08 11

পিটার্সবির্গ ছেড়ে যাবার সময় দ্রন্স্কি তাঁর মদ্র্কায়া রাস্তার বড়ো ফ্ল্যাটখানা রেখে গিয়েছিলেন তাঁর বন্ধর ও প্রিয়পাত্র পেত্রিংস্কির হেফাজতে।

পেরিংশ্কি হলেন এক নবীন লেফটেন্যান্ট, বংশমর্যাদা বিশেষ নেই, ধনী তো ননই, দেনায় আকণ্ঠ ডোবা, সন্ধ্যায় সর্বদা মাতাল, প্রায়ই নানা হাস্যকর এবং নোংরা ঘটনাদির জন্য হাজতে যেতে হয়. তবে বন্ধবান্ধব আর ওপরওয়ালার প্রিয়পার। রেল স্টেশন থেকে বারোটার সময় নিজের ফ্ল্যাটের কাছে এসে দ্রন্স্কি দেখলেন গেটের কাছে তাঁর পরিচিত একটা ভাড়াটে গাড়ি। ঘণিট দিতে তিনি শ্বনলেন ভেতর থেকে প্রব্যের হোহো হাসি, মেয়েলী গলায় বকবকানি, আর পেরিংশ্কির চিংকার, 'বদমাইসদের কেউ হলে ঢুকতে দিও না!' চাপরাশিকে তাঁর আসার কথা জানাতে না বলে দ্রন্স্কি ঢুকলেন প্রথম ঘরখানায়। পেরিংশ্কির বান্ধবী ব্যারনেস শিলতন তাঁর বেগ্বনী রেশমী গাউন আর কোঁকড়া চুলের লালচে মুখখানা ঝলমলিয়ে তাঁর প্যারিসী ব্বলিতে ক্যানারি পাখির মতো গোটা ঘরখানা মুখরিত করে গোল টেবিলের সামনে বসে কফি বানাচ্ছিলেন। ওভারকোট পরা পেরিংশ্কি আর প্রেরা উদি পরা ক্যাপটেন কামেরোভশ্কি, নিশ্চয় সোজা ডিউটি-ফেরত, বসে আছেন ব্যারনেসকে ঘিরে।

'রেভো! দ্রন্স্কি!' সশব্দে চেয়ার ঠেলে লাফিয়ে উঠে চে'চালেন পোরিংস্কি, 'খোদ গৃহকর্তা! ব্যারনেস, ওর জন্যে নতুন কফিপট থেকে কফি। আশাই করি নি! আশা করি তোর কেবিনেটের নতুন শোভাটিতে তুই খ্রশি' — ব্যারনেসকে দেখিয়ে তিনি বললেন, 'তোমাদের পরিচয় আছে?'

'থাকবে না মানে!' ফুর্তিতে হেসে ব্যারনেসের ছোটু হাতখানায় চাপ দিয়ে দ্রন্ফিক বললেন, 'আমরা যে প্রনো বন্ধঃ!'

ব্যারনেস বললেন, 'আপনি পথ পাড়ি দিয়ে বাড়ি এলেন, তাহলে আমি উঠি। যদি ব্যাঘাত হয় তবে এক্ষ্বনি আমি যাচ্ছি।'

'আপনি যেখানে ব্যারনেস, সেখানেই আপনি বাড়ির লোকের মতো' — দ্রন্দিক বললেন। নির্ব্তাপভাবে কামেরোভিদ্কির করমর্দনি করে যোগ দিলেন, 'নমস্কার কামেরোভিদ্ক।'

ব্যারনেস পোত্রং স্কির উদ্দেশে বললেন, 'আপনি কিন্তু কখনো অমন চমংকার করে কথা কইতে পারেন না।'

'কে বললে? ডিনারের পর আমিও কথা কইব তেমন খারাপ নয়।'

'ডিনারের পর হলে সেটা গুন্পদাা নয়! নিন, আমি আপনাকে কফি দিচ্ছি, হাত-মুখ ধুরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নিন।' এই বলে ফের বসে পড়ে সয়ত্নে কফিপটের স্ক্রু ঘোরাতে লাগলেন ব্যারনেস। পেরিংস্কিকে বললেন, 'পিয়ের, আরেকটু কফি দিন তো।' পেরিংস্কিকে তাঁর উপাধি অনুসরণে তিনি ডাকতেন পিয়ের বলে, ওঁর সঙ্গে নিজের সম্পর্ক তিনি লুকোতেন না। 'আরেকটু কফি মেশাই।'

'নষ্ট করে ফেলবেন।'

'না, নল্ট হবে না। কিন্তু আপনার বউ কোথায়?' বন্ধর সঙ্গে দ্রন্দিকর কথাবার্তায় বাধা দিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন ব্যারনেস, 'আমরা তো এদিকে আপনার বিয়ে দিয়ে রেখেছি। বউকে এনেছেন?'

'না ব্যারনেস, আমি বেদে হয়েই জন্মেছি, বেদে হয়েই মরব।'

'সে তো আরও ভালো। আপনার হাতখানা দিন।'

এবং দ্রন্স্কিকে না ছেড়ে দিয়ে রগড়ের ফোড়ন মিশিয়ে তিনি বলতে লাগলেন তাঁর জীবন্যাত্রার সর্বশেষ পরিকল্পনার কথা, দ্রন্স্কির প্রামশ্ চাইলেন।

'বিবাহবিচ্ছেদে সে রাজি নয়! কিন্তু কী যে আমি করি?' (সে মানে তাঁর স্বামী) 'এখন আমি মামলা আনতে চাইছি। আপনি কী বলেন? কামেরোভস্কি, কফিটা দেখবেন — উথলে উঠল। আপনি দেখছেন যে আমি ব্যস্ত! আমি ভাবছি মামলা আনব, কেননা আমার সম্পত্তি আমি পেতে চাই। জানেন কী বোকার মতো কথা, আমি নাকি বিশ্বাসঘাতিনী' — বললেন শ্লেষভরে, 'আর সেই কারণে সে আমার সম্পত্তি ভোগ করতে চায়।'

শ্রন্দিক সভোষের সঙ্গে স্কুদরী নারীর এই আম্বুদে বকবকানি শ্বনে যাচ্ছিলেন, সায় দিচ্ছিলেন তাঁর কথায়, আধারহস্যে উপদেশও বিতরণ করছিলেন এবং মোটের ওপর এই ধরনের নারীর সঙ্গে তিনি যেভাবে কথা বলেন, সেই অভান্ত স্বরটায় তক্ষ্মনি ফিরে গেলেন। তাঁর পিটার্সব্বার্ণী দ্বনিয়ায় সমস্ত লোক ছিল একেবারে দ্বই বিপরীত ভাগে বিভক্ত। একদল নিচু জাতের লোক, মাম্বলি, হাঁদা এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, হাস্যকর; এরা বিশ্বাস করে যে একজন স্বামীকে সেই একজন স্বার সঙ্গেই থাকতে হবে, যার সাথে তার বিয়ে হয়েছে। কুমারীকে হতে হবে অপাপবিদ্ধ, নারীকে রীড়াময়ী, প্রর্ষকে প্রর্ষোচিত, সংযত, দ্টু, ছেলেমেয়েদের মান্ম করে তুলতে, র্বাজ রোজগার করতে, দেনা শ্বেতে এবং এই ধরনের নানান হাঁদামি করে যেতে হবে। এরা হল সেকেলে ও হাস্যকর ধরনের লোক। কিন্তু আরেক ধরনের লোক আছে, আসল লোক, তাঁরা যে দলে পড়েন। এদের সর্বোপরি হওয়া চাই স্মাজিত, র্পবান, মহান্ভব, সাহসী, ফুর্তিবাজ, লঙ্জায় এতটুকু লাল না হয়ে যারা যত রকম বাসনে আসক্ত হয় আর বাকি স্বকিছ্ব ওড়ায় হেসে।

মন্তোর একেবারে ভিন্ন জগতের অভিজ্ঞতার পর দ্রন্দিক বিমৃত্ হয়েছিলেন শ্ব্যু প্রথম মৃহ্তিটাতেই। কিন্তু তক্ষ্বনি যেন প্রবনো জ্বতোয় পা ঢোকালেন, চলে গেলেন নিজের পূর্বতন, আম্বনে, প্রীতিকর জগতে।

কফি কিন্তু আর তৈরি হল না। উথলে উঠে তা ছিটকে পড়ল সবার গায়ে এবং তাই ঘটাল যার প্রয়োজন ছিল, যথা হাসি ও হ্বল্লোড়ের উপলক্ষ, দামী গালিচা ও ব্যারনেসের গাউন ভিজিয়ে দিল তা।

'তাহলে এবার বিদায়, নইলে কখনোই আপনি গা ধোবেন না আর আমার বিবেকে বি'ধে থাকবে সঙ্জন লোকের যা প্রধান অপরাধ — অপরিচ্ছন্নতা। তাহলে আপনি বলছেন গলার কাছে ছোরা ধরে রাখতে?'

'অবশ্যই এবং এমনভাবে যাতে আপনার হাতখানা থাকে তার ঠোঁটের কাছে। ও আপনার হাতে চুম্ম খাবে এবং সব ভালোয় ভালোয় মিটে যাবে' — জবাব দিলেন দ্রন্দিক।

'তাহলে আজ ফরাসি থিয়েটারে!' গাউন খসখস করে ব্যারনেস উধাও হলেন।

কামেরোভন্দিকও উঠে দাঁড়ালেন। দ্রন্দিক তাঁর হাতে চাপ দিয়ে তাঁর চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই ন্নানাগারে ঢুকলেন। তিনি যথন , হাতম্ব ধ্রিছেলেন, পেরিংন্দিক সংক্ষেপে তাঁকে বললেন তাঁর অবস্থার কথা, দ্রন্দিক চলে যাওয়ার পর কতটা তা বদলেছে। টাকা একেবারে নেই। বাপ বলে দিয়েছে টাকা দেবে না, তাঁর ধারও শ্বধবে না। দির্জ তাঁর নামে মামলা করতে চায়, অন্যেরাও সোজাস্বিজ ভয় দেখাছে মামলার। রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডার জানিয়ে দিয়েছেন, কেলেওকারিগ্বলো না থামালে ইন্তফা দিতে হবে কাজে। ব্যারনেস তাঁকে তিতিবিরক্ত করে তুলেছে, বিশেষ করে এই জন্য যে অনবরত তাঁকে টাকা দিতে চান। আরেকটি আছে, দ্রন্স্কিকে দেখাবেন, অপর্প, অনিন্দা, নিশ্বত প্রেরিয়া ছাঁদ, 'ক্রীতদাসী রেবেকার জাত, ব্রুমেছিস।' বেরকশেভের সঙ্গেও কাল একচোট গালাগালি হয়ে গেছে। ও ডুয়েলের জন্য দোসর পাঠাতে চেয়েছিল, তবে ব্রুমতেই পারছিস, কিছ্বই ও সব হবে না। মোটের ওপর সবই চমংকার, ফুর্তিতে চলছে। এবং বন্ধকে নিজের অবস্থার খ্রীটনাটিতে ঢুকতে না দিয়ে পেরিংস্কি তাঁকে জানাতে লাগলেন আকর্ষণীয় সমস্ত থবর। নিজের তিন বছরের প্রনো অতি পরিচিত ক্লাগটে পেরিংস্কির অতি পরিচিত কাহিনীগ্বলি শ্বনতে শ্বনতে অভ্যন্ত ও নিশ্বন্ত পিটার্সবিব্রগী জীবনে ফিরে আসার একটা মনোরম অন্তর্ভূতি হল দ্রন্সির।

'বলিস কী!' যে ওয়াশ-বেসিনে তিনি তাঁর লালচে সবল ঘাড়ে জল ঢালছিলেন, তার পাদানি ছেড়ে দিয়ে চে চিয়ে উঠলেন, 'বিলিস কী!' চে চিয়ে উঠলেন এই খবর শানে যে লোরা ফে চি সফকে ছেড়ে দিয়ে মিলেয়েভের সঙ্গে জাটেছে। 'ও সেই তেমনি বোকা আর খাশি হয়েই আছে? আর বাজালুকভের খবর কী?'

'আর ব্রজ্বলব্কভের যা কাণ্ড, তোফা!' চিৎকার করলেন পোঁহুং স্কি, 'ওর নেশা তো বলনাচ, দরবারের একটা আসরও সে বাদ দেয় না। এলাহি এক বলনাচে সে যায় নতুন হেলমেট পরে। নতুন হেলমেটগ্র্লো দেখেছিস? অতি চমৎকার, হালকা। ও তো দাঁড়িয়েই আছে... আরে শোন, শোন!'

'শ্বনছিই তো' — ফু'য়ো-ফু'য়ো তোয়ালেতে গা মবছতে মবছতে প্রন্সিক বললেন।

'কোন এক রাণ্ট্রদ্তের সঙ্গে গ্র্যান্ড ডাচেস এলেন, বেচারার কপাল খারাপ, ওঁদের কথাবার্তা চলছিল নতুন হেলমেট নিয়ে। গ্র্যান্ড ডাচেস ওঁকে নতুন হেলমেট দেখাতে চাইলেন... দেখেন, আমাদের শ্রীমানটি দাঁড়িয়ে আছে' (পেগ্রিংস্কি দেখালেন কেমনভাবে সে দাঁড়িয়ে ছিল), 'গ্র্যান্ড ডাচেস ওকে বললেন হেলমেটটা দিতে, ও কিন্তু দেয় না। ব্যাপার কী? সবাই ওর দিকে চোখ টেপে, মাথা নাড়ে, ভুরু কোঁচকায়। দাও হে! দেয় না। একেবারে

নট নড়নচড়ন। ব্যাপার বোঝ। শৃধ্যু ঐ লোকটা রে... কী যেন নাম... হেলমেটটা নিতে চায়। দেয় না!.. তখন হেলমেট ছিনিয়ে নিয়ে সে দিল গ্র্যান্ড ডাচেসকে। উনি বললেন, 'এই যে, এই হল গে নতুন।' হেলমেট উলিটিয়ে ধরলেন, আর ভাবতে পারিস, সেখান থেকে ঝুপ! পড়ল একটা নাশপাতি, বনবন, দৃ্'পাউন্ড বনবন! শ্রীমান এগ্রলি মেরে দিয়েছিলেন!'

দ্রন্দিক হেসে কুটিপাটি। এবং তার অনেক পরেও বন্ধর সঙ্গে কথা বলার সময় হেলমেটের ঘটনাটা মনে পড়ে যেতে তিনি তাঁর শক্ত শ্রেণীবদ্ধ দাঁত বার করে হেসে উঠেছিলেন হোহো করে।

সমস্ত খবর শোনার পর চাকরের সাহায্যে উর্দি পরে গেলেন দপ্তরে রিপোর্ট করতে। রিপোর্ট করে উনি ঠিক করলেন যাবেন ভাইয়ের কাছে, বেট্সির কাছে, এবং আরো কয়েকটা জায়গায় যাতে সেই সমাজে যাতায়াত শ্রুর করতে পারেন যেখানে কারেনিনার দেখা পাওয়া সম্ভব। পিটার্সবির্গে থাকাকালে বরাবরের মতোই তিনি বের্লেন বেশ রাত না হওয়া পর্যন্ত ফিরবেন না বলে।



দ্বিতীয় অংশ



 $n \leq n$

কিটির স্বাস্থ্যের অবস্থা কেমন এবং তার শক্তি পর্নরন্ধারের জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তা স্থির করার জন্য শীতের শেষে ডাক্তারদের

একটি পরামর্শ সভা হল শ্যেরবাং স্কিদের বাড়িতে। অস্থ হয় কিটির, বসস্ত কাছিয়ে আসার সঙ্গে স্বাস্থ্য আরো খারাপ হতে থাকে। গৃহচিকিংসক তাকে দিলেন কডলিভার অয়েল, তারপর লোহা, তারপর লাপিস, কিস্তু তার কোনোটাতেই যেহেতু কোনো ফল দিল না এবং যেহেতু তিনি বসস্তে কিটিকে বিদেশে নিয়ে যাবার পরামর্শ দিলেন, তাই নামকরা ডাক্তারকে ডাকা হল। নামকরা ডাক্তার তখনো বৃদ্ধ নন, দেখতে খ্বই স্থানুর্ষ, রোগাকৈ পরীক্ষা করে দেখার দাবি করলেন তিনি। এই জেদ ধরে মনে হল তিনি বিশেষ তুটি লাভ করছেন যে কুমারীর লজ্জাটা মাত্র বর্ববতার জের এবং যে প্রম্ব এখনো বৃদ্ধ নয়, সে যে একজন নম তর্ণীকে টিপেটুপে দেখবে, এর চেয়ে স্বাভাবিক আর কিছ্র হয় না। এটা তাঁর কাছে স্বাভাবিক লেগেছে, কারণ এই কাজই তিনি করছেন প্রতি দিন এবং তাতে তাঁর কিছ্ই মনে হত না, জিনিসটা খারাপ বলে তিনি ভাবতেন না, তাই বালিকার লজ্জাকে তিনি শৃধ্ব বর্বরতার জের নয়ে নিজের প্রতি অপমানকর বলেও গণ্য করতেন।

মেনে নিতে হল, কেননা সমস্ত ডাক্তার একই স্কুলে একই বই পড়লেও এবং একই বিদ্যা জানলেও, আর এই নামকরা ডাক্তারটি পাজি ডাক্তার এমন কথা কেউ কেউ বললেও প্রিন্স-মহিষীর বাডিতে এবং তাঁর মহলে

কেন জানি ধরে নেওয়া হয়েছিল যে একমাত্র এই নামকরা ডাক্তারটিই বিশেষ কী একটা জিনিস জানেন এবং একমাত্র তিনিই বাঁচাতে পারেন কিটিকে। হতবাদ্ধি এবং লম্জায় আড়ণ্ট রোগীকে মন দিয়ে গা ঠকে ঠকে দেখে নামকরা ডাক্তার সযঙ্গে হাত ধুয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন ড্রায়ং-রুমে, কথা কইতে লাগলেন প্রিন্সের সঙ্গে। প্রিন্স ভুরু ক'চকে কাশতে কাশতে তাঁর কথা শ্বনছিলেন। প্রিন্স জীবনাভিজ্ঞ লোক, বোকাও নন, র্ম্নও নন, ওয্রধপত্তে তাঁর বিশ্বাস ছিল না, গোটা এই প্রহসন্টায় তিনি মনে মনে খেপছিলেন. এবং সেটা আরও এই জন্য যে একমাত্র তিনিই বোধ হয় কিটির রোগের কারণ প্ররো ব্রঝতে পার্রাছলেন। 'ঘেউঘেউয়ে কুকুর' --- শিকারীদের ঝুলি থেকে নেওয়া এই শব্দটা মনে মনে নামকরা ডাক্তারের উদ্দেশে প্রয়োগ করে তিনি শুনে যাচ্ছিলেন কন্যার রোগলক্ষণ নিয়ে তাঁর বকবকানি। ডাক্তারও ওদিকে বৃদ্ধ এই নবাবপুত্রের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা কন্টে চেপে রেখে তাঁর বোধগম্যতার মানে নেমে আসছিলেন। তিনি ব্রুঝতে পারছিলেন যে ব্রদ্ধের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই. এ বাডির প্রধান হলেন গিন্নি। তাঁর কাছেই তিনি তাঁর মুক্তো ছড়াবেন বলে ঠিক করলেন। এই সময় প্রিন্স-মহিষী ড্রায়িং-র মে এলেন গ্রহিচিকিংসককে নিয়ে। গোটা এই প্রহসনটা তাঁর কাছে কত হাস্যকর সেটা কারো চোখে পডতে না দেবার জন্য প্রিন্স সরে গেলেন। প্রিন্স-মহিষী হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন, বুঝতে পারছিলেন না কী করবেন। কিটির কাছে নিজেকে দোষী মনে হচ্ছিল তাঁর। বললেন:

'আমাদের ভাগ্য গ্রুণে দিন ডাক্তার। সবকিছ্র আমায় বল্বন।' বলতে চাইছিলেন 'আশা আছে কি?' কিন্তু ঠোঁট তাঁর কে'পে উঠল, প্রশ্নটা আর করতে পারলেন না, 'তাহলে ডাক্তার?..'

'এখন প্রিন্সেস, আমার সহকর্মীর সঙ্গে একটু কথা কয়ে নিই তারপর আপনাকে আমার মত জানাবার সম্মান পেতে পারব।'

'তাহলে আপনাদের এখানে একলা রেখে যাব?'

'আপনার যা অভিরুচি।'

দীর্ঘাস ফেলে প্রিন্স-মহিষী বেরিয়ে গেলেন।

ওঁরা একলা হতে গৃহচিকিৎসক ভয়ে ভয়ে তাঁর এই অভিমত দিতে শ্র্ব্ করলেন যে ক্ষয়রোগ প্রক্রিয়ার শ্রুব্টা দেখা যাচ্ছে, তবে... ইত্যাদি, ইত্যাদি। নামকরা ডাক্তার তাঁর কথা শ্রুবতে শ্রুবতে কথার মাঝখানেই তাকিয়ে দেখলেন তাঁর প্রকাণ্ড সোনার ঘড়িটায়।

বললেন, 'হ্ম, তবে...'

কথার মাঝখানে সসম্ভ্রমে চুপ করে গেলেন গৃহচিকিৎসক।

'আর্পনি তো জানেন, গহরর দেখা না দেওয়া পর্যস্ত ক্ষয়রোগ প্রক্রিয়ার শর্রটা আমরা ক্ষির করে বলতে পারি না। তবে সন্দেহ করতে পারি। তার লক্ষণও আছে: খাওয়ায় বেনিয়ম, স্লায়বিক উত্তেজনা, ইত্যাদি। প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে এই: ক্ষয়রোগের সন্দেহ হলে পর্ছিট বজায় রাখার জন্যে কী করা যায়?'

'কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে সর্বদাই একটা নৈতিক, মানসিক কারণ ল্বাকিয়ে থাকে, আর্পান তো জানেন' — মৃদ্র হেসে গ্রেচিকিংসক কথাটা পাড়লেন।

ফের ঘড়িতে দ্ভিপাত করে নামকরা ডাক্তার জবাব দিলেন, 'হাাঁ, সেতা বলাই বাহ্নলা দ জিগ্যেস করলেন, 'মাপ করবেন, ইয়াউজা সেতু কি বসানো হয়েছে, নাকি ফের ঘ্রুরে যেতে হবে? বটে, বসানো হয়েছে? তবে তো আমি বিশ মিনিটে পেণছে যেতে পরি। তাহলে যা বলছিলাম, প্রশ্নটা এই: প্রভিট বজায় রাখা আর স্লায়্র সম্প্র করা। একটা আরেকটার সঙ্গে সম্পর্কিত। এগ্রুতে হবে দুই দিক থেকেই।'

গ্হচিকিৎসক জিগ্যেস করলেন, 'কিন্তু বিদেশে যাওয়া?'

'আমি বিদেশযাত্রার বিরোধী। দেখনুন-না, ক্ষয়রোগ প্রক্রিয়া যদি শ্রুর্ হয়ে গিয়ে থাকে, যা জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাহলে বিদেশে গিয়েও লাভ হবে না। আমাদের এমনকিছ্ন করতে হবে যাতে প্রভিট বজায় থাকে আর ক্ষতি না হয়।'

এবং নামকরা ডাক্তার সোডেন জল দিয়ে তাঁর চিকিৎসার পরিকল্পনা পেশ করলেন, এটা বরান্দ করার প্রধান উন্দেশ্য, বোঝাই গেল, ওতে ক্ষতি হতে পারে না।

গৃহচিকিৎসক মন দিয়ে সসম্ভ্রমে সবটা শ্নলেন।

বললেন, 'কিন্তু আমি বলব, অভ্যাসের বদল, স্মৃতি জাগিয়ে তোলার মতো পরিবেশ থেকে সরে যাওয়া হল বিদেশে যাবার উপকার। তা ছাড়া মাও তাই চাইছেন।

'ও! তা সেক্ষেত্রে কী করা যাবে, যাক বিদেশে, শা্ধ্ব ওই জার্মান হাতুড়েগ্ম্লো ক্ষতিই করবে... আমাদের কথা ওঁদের শোনা উচিত... তা যাক।' ফের ঘড়ি দেখলেন তিনি।

'আহ্, সময় হয়ে গেছে' -- বলে গেলেন দরজার দিকে।

নামকরা ডাক্তার প্রিন্স-মহিষীকে জানালেন যে (সৌজন্যবশে) রোগীকে তাঁকে আবার দেখতে হবে।

'সেকি! আবার পরীক্ষা!' আতঙেক চে°চিয়ে উঠলেন মা।
'আজে না, শন্ধন্ কতকগন্লো খন্টিনাটি প্রিন্সেস।'
'চলন্ন তাহলে।'

ভাক্তারকে সঙ্গে করে মা গেলেন কিটির কাছে। কিটি দাঁড়িয়ে ছিল ঘরের মাঝখানে, রোগা, মন্থ রাঙা, যে লম্জা তাকে সইতে হয়েছে তার জন্য জনলজনল করছে চোখ। ভাক্তার চুকতেই আবার আরক্ত হয়ে উঠল সে, চোখ ভরে উঠল জলে। তার সমস্ত পীড়া তার কাছে মনে হচ্ছিল নির্বোধ, এমনকি হাস্যকর একটা ব্যাপার। চিকিৎসাটা তার কাছে মনে হচ্ছিল ভাঙা ফলদানির টুকরো জোড়া দেবার মতোই নিরর্থক। ব্ক তার ভেঙে গেছে। পিল আর পাউভার দিয়ে কী সারাতে চায় ওরা? কিন্তু মায়ের মনে ঘা দেওয়া চলে না, সেটা আরো এই জন্য যে মা নিজেকে দোষী মনে করছেন।

নামকরা ডাক্তার বললেন, 'বস্ন, বস্ন প্রিন্সেস।'

হাসিম্থে তার সামনে বসে তিনি নাড়ি দেখলেন, ফের সেই একঘেরে প্রশ্নগন্নো করে যেতে থাকলেন। জবাব দিচ্ছিল কিটি, হঠাৎ রেগে উঠে দাঁড়াল।

'মাপ করবেন ডাক্তার, কিন্তু সত্যি, এতে কোনো ফল হবে না। তিনবার আপনি একই কথা জিগ্যেস করছেন আমায়।'

নামকরা ডাক্তার রাগ করলেন না।

কিটি চলে যাবার পর তিনি প্রিন্স-মহিষীকে বললেন, 'অস্কু বিরক্তিপ্রবণতা। তবে আমার কাজ হয়ে গেছে...'

তারপর যেন একজন অসাধারণ ব্রিদ্ধমতী নারীর সঙ্গে কথা কইছেন এমনভাবে প্রিন্স-মহিষীকে তিনি তাঁর কন্যার অবস্থা সম্পর্কে একটা বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দিলেন এবং শেষ করলেন যে জল থাবার প্রয়োজন নেই তা কী করে থেতে হবে তার উপদেশ দিয়ে। বিদেশে যাওয়া চলবে কিনা এ জিজ্ঞাসায় ডাক্তার গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়ে কঠিন একটা প্রশেনর উত্তর খ্জতে লাগলেন। অবশেষে উত্তর পাওয়া গেল: যান, তবে হাতুড়েদের যেন বিশ্বাস না করেন আর সব ব্যাপারে তাঁর উপদেশ নেবেন।

ভাক্তার চলে যাবার পর যেন খ্ব একটা আনন্দের ব্যাপার ঘটেছে বলে মনে হল। মা আনন্দ করে এলেন কিটির কাছে, কিটিও ভান করল যেন তারও আনন্দ হয়েছে। ওকে ঘন ঘন, প্রায় সর্বাদাই ভান করতে হচ্ছে এখন। 'সত্যি মা, আমি সমুস্থ। কিন্তু আপনি যদি যেতে চান, চলনুন যাওয়া যাক!' এবং আসন্ন যাত্রায় তার আগ্রহ দেখাবার জন্য তোড়জোড়ের ব্যাপার নিয়ে কথা কইতে শ্রু করল।

n e n

ডাক্তার চলে যাবার পরই এলেন ডব্লি। তিনি জানতেন যে সেদিন একটা ডাক্তারি পরামশ হবার কথা, তাই অতি সম্প্রতি প্রসব থেকে উঠলেও (শীতের শেষে মেয়ে হয়েছে তাঁর) এবং নিজেরই তাঁর নানান দৃ্র্ভাবনা আর ঝামেলা থাকলেও কোলের শিশ্বটি আর র্ত্ম একটি মেয়েকে বাড়িতে রেখে চলে এসেছেন কিটির ভাগ্য আজ কী দাঁড়াল জানতে।

জুরিং-র্মে ঢুকে টুপি না খ্লেই তিনি শ্ধালেন, 'কী, তোমরা সবাই যে বড়ো হাসিখ্নি। তাহলে ভালো?'

ভাক্তার কী বলেছেন সেটা তাঁকে বোঝাবার চেণ্টা হল, কিন্তু ভাক্তার বেশ গর্মছয়ে অনেকখন ধরে ব্যাপারটা বললেও ঠিক কী যে বলেছেন সেটা বোঝানো গেল না। শর্ধ্ব এইটুকুই আকর্ষণীয় যে বিদেশে যাওয়া স্থির হয়েছে।

অজ্ঞাতসারে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডল্লি। তাঁর সেরা বন্ধ্র, তাঁর বোন চলে যাছে। অথচ তাঁর নিজের জীবন আনদের নয়। মিটমাটের পর স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে সম্পর্কটা হয়ে দাঁড়িয়েছে হীনতাস্চক। আলা যে রাংঝালাই দিয়েছিলেন, দেখা গেল সেটা মজব্বত নয়। পারিবারিক বনিবনার জ্যেড় খ্লে গেল ফের সেই একই জায়গায়। স্বানিদিন্ট কিছ্ব ঘটে নি বটে, কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচ প্রায় কখনোই বাড়িতে থাকতেন না, টাকাও প্রায় কিছ্ব থাকত না, তাঁর অবিশ্বস্তুতার সদেদহ ডল্লিকে অবিরাম পীড়া দিত, সেটা তিনি মন থেকে ঝেড়েও ফেলেছেন ঈর্ষার যে কন্থে ভূগেছেন তার ভয়ে। ঈর্ষার প্রথম বিস্ফোরণ একবার কেটে গেলে তা আবার ফেরে না, এমনকি অবিশ্বস্তুতা প্রকাশ পেলেও তার প্রতিক্রিয়া হয় না সেই প্রথম বারের মতো। তা প্রকাশ পেলে এখন শ্ব্র তাঁর সাংসারিক অভ্যাসগ্র্লোই ঘ্রেচ যেত, তাই তিনি আত্মপ্রতারণা করতেন আর এই দ্বর্বলেতার জন্য ঘূণা করতেন

স্বামীকে এবং তার চেয়েও বেশি নিজেকে। তাঁর ওপর একটা বড়ো সংসারের ঝামেলা অবিরাম তাঁকে জনালাত: কখনো কোলেরটিকে খাওয়ানো হয় না, কখনো চলে যায় আয়া, আবার কখনো, যেমন এখন, ছেলেমেয়েদের কেউ না কেউ রোগে পড়ে।

'আর তোমাদের খবর কী?' মা জিগ্যেস করলেন।

'আহ্ মা, আপনাদের নিজেদের দ্বঃখকণ্টই তো অনেক। লিলি অস্থে পড়েছে, আমার ভয় হচ্ছে স্কালেটি জ্বর, আমি এলাম শ্ব্ধ খবরটা জানতে, আর ভগবান না-কর্বন, যদি স্কালেটি হয় তাহলে ঘরেই বসে থাকব, বের্নো হবে না।'

ভাক্তার চলে যাবার পর বৃদ্ধ প্রিন্সও বেরিয়ে এলেন তাঁর কেবিনেট থেকে, ডল্লির দিকে গাল বাড়িয়ে দিয়ে কথা কইলেন তাঁর সঙ্গে। স্থাকে শুধালেন:

'কী ঠিক করলে তাহলে, যাচছ? আর আমার কী করবে ভাবছ?'

ন্দ্রী বললেন, 'আমার মনে হয় তোমাব থাকাই ভালো হবে আলেক্সান্দর।'

'या वलाता'

কিটি বললে, 'মা, কেনই-বা বাবা যাবেন না আমাদের সঙ্গে? ওঁর ভালো লাগবে, আমাদেরও।'

বৃদ্ধ প্রিন্স উঠে দাঁড়িয়ে হাত বুলোলেন কিটির চুলে। কিটি মুখ তুলল, জোর করে হেসে চাইল তাঁর দিকে। কিটির সর্বদা মনে হত পরিবারের সবার চেয়ে উনিই তাকে ভালো বোঝেন, যদিও তার সঙ্গে কথা বলতেন কম। সবার ছোটো বলে সে ছিল বাপের প্রিয়পান্নী এবং তার মনে হত যে তার প্রতি ভালোবাসাই ওঁকে অন্তর্দার্শী করে তুলেছে। প্রিন্স একদ্রুটে চেয়ে ছিলেন তার দিকে। তাঁর সহদয় নীল চোথে চোথ পড়তেই কিটির মনে হল উনি তার ভেতরটা দেখতে পাচ্ছেন, স্বকিছ্ব ব্রুক্তে পারছেন যা খারাপ, কী হচ্ছে তার ভেতরটায়। লাল হয়ে কিটি চুম্ন পাবার আশায় মুখ বাড়িয়ে দিল, উনি কিন্তু শুধু তার চুল ঘেণ্টে বললেন:

'যতসব নির্বোধ পরচুলা! আসল মেয়েটি পর্যন্ত পে'ছিনোই মুশকিল, আদর করতে হচ্ছে স্থাবিরা মাগার চুলে। তা ডাল্লন্কা' — বড়ো মেয়ের, দিকে ফিরলেন তিনি, 'তোমার তুরুপের তাসটি কী করছে?'

'কিছবুই করছে না বাবা' — কথাটা যে তাঁর স্বামীকে নিয়ে সেটা বুঝে

জবাব দিলেন ডল্লি। 'কেবিল কোথায় বেরিয়ে যায়, দেখা পাওয়াই ভার' — একটু উপহাসের হাসি না হেসে জবাব দেওয়া অসম্ভব হয়েছিল তাঁর পক্ষে। 'সেকী, বন বেচবার জন্যে এখনো গাঁয়ে যায় নি সে?'

'না, কেবল তোড়জোড়ই চলছে।'

'বটে!' প্রিন্স বললেন, 'তাহলে আমিই বাব, নাকি?' আসন নিয়ে তিনি স্থাকৈ বললেন, 'আজ্ঞা হোক। আর তুই কাতিয়া শোন' — ছোটো মেয়ের দিকে ফিরলেন তিনি, 'স্কুদর এক দিনে তুই একবার জেগে উঠে নিজেকে বলবি: আরে আমি যে একেবারে স্কুস্থ, হাসিখ্নিশ, তুহিন ঠাণ্ডায় ভোরে ফের বেড়াতে যাওয়া যাক বাপের সঙ্গে, এগাঁ, কী বলিস?'

বাবা যা বললেন সেটা খ্বই সহজ বলে মনে হওয়া উচিত, কিন্তু কথাগনলো কিটিকে বিব্ৰত আর অপ্রস্তুত করে তুলল, যেন চোর ধরা পড়েছে। 'হাাঁ, উনি সব জানেন, সব বোঝেন, এই কথাগনলোতে উনি আমাকে বলতে চাইছেন লজ্জার কথা বটে, কিন্তু লজ্জা কাটিয়ে ওঠা দরকার।' জবাব দেবার সাহস হল না তার। কিছ্ন একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ কে'দে ফেলে ছন্টে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

'হল তো তোমার রসিকতা!' প্রিন্সের ওপর মুখিয়ে উঠলেন প্রিন্স-মহিষী, 'সবসময় তুমি…' শ্বরু করলেন তাঁর ভংশিনা-ভাষণ।

বেশ অনেকখন ধরেই প্রিল্স-মহিষীর বকুনি শ্নালেন প্রিল্স, চুপ করেই ছিলেন, কিন্তু ক্রমেই দ্রুকুটি ফুটে উঠছিল মুখে।

'এমনিতেই বেচারা মরমে মরে আছে, আর তুমি বোঝো না যে তার কারণ নিয়ে যেকোনো ইঙ্গিতেই কী কণ্ট হয় ওর। আহ্! মান্য সম্পর্কে এমন ভুল কেউ করে!' প্রিন্স-মহিষী বললেন এবং তাঁর গলার স্বরপরিবর্তনে ডল্লি ও প্রিন্স ব্যালেন যে উনি ভ্রন্স্কির কথা বলছেন; 'এই ধরনের জঘন্য ইতর লোকদের বিরুদ্ধে আইন নেই কেন বুঝি না।'

'আহ্, শ্নতে না হলে বাঁচি!' কেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রিন্স যাওয়ার উপক্রম করলেন, কিন্তু থেমে গেলেন দরজার কাছে, 'আইন আছে গো, আর আমায় যখন বলিয়ে ছাড়লে তখন বলি সমস্ত ব্যাপারটায় দোষ কার: তোমার, তোমার, একলা তোমার। এই সব ছোকরাদের বিরুদ্ধে সর্বদাই ছিল আর আছে আইন! হ্যাঁ, যা হওয়া উচিত নয় তা যদি না হত, তাহলেও, ব্রুড়ো হলেও আমি ওকে, ওই বাব্টিকে ডুয়েলে ডাকতাম। আর এখন যাও, সারিয়ে তোলো, ডেকে আনো যত হাতুড়েদের।'

মনে হল প্রিন্সের আরো অনেক কিছ্ব বলবার আছে কিন্তু তাঁর কথার স্বর ধরতে পারা মাত্র প্রিন্স-মহিষী তক্ষ্বনি নরম হয়ে অন্বতাপ করতে লাগলেন, গ্রন্থতর প্রশ্নে সর্বদাই যা হয়ে থাকে।

কাছে সরে এসে, কে'দে ফেলে, ফিসফিস করে তিনি বললেন, 'আলেক্সান্দর, আলেক্সান্দর।'

উনি কাঁদতেই প্রিন্সও চুপ করে গেলেন। গৃহিণীর কাছে গোলেন তিনি। 'নাও, হয়েছে, হয়েছে! তুমিও কণ্ট পাচ্ছ আমি জানি। কিন্তু কী করা যাবে? মহাবিপদ কিছ্ নয়। ভগবান কর্ণাময়... ধন্যবাদ জানাও...' উনি বললেন কিন্তু নিজেই জানতেন না কী বলছেন। হাতে গৃহিণীর সিক্ত চুন্বন অন্ভব করে তার প্রতিদান দিলেন তিনি। এবং বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

সাশ্রন্থনে কিটি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই ডাল্ল তাঁর মাতৃস্লভ পারিবারিক অভ্যাসবশে টের পেয়েছিলেন, এখানে নারীর হস্তক্ষেপ দরকার এবং তার জন্য তৈরি হলেন। টুপি খ্লে রেখে নৈতিক দিক থেকে আস্তিন গ্রিয়ে তিনি কাজে নামলেন। মা যখন বাবাকে আক্রমণ করছিলেন, তখন কন্যার পক্ষ থেকে সম্মানের মধ্যে যতটা সম্ভব, মাকে ঠেকিয়ে রাখার চেণ্টা করেছেন তিনি। বাপ যখন ফেটে পড়েন তখন তিনি চুপ করে ছিলেন। মায়ের জন্য তাঁর লজ্জা হচ্ছিল, আর তক্ষ্বনি সদয় হয়ে ওঠা বাপের জন্য একটা কোমলতা বোধ করেছিলেন ডিলি। কিন্তু বাবা চলে যাবার পর প্রধান যে জিনিসটা করা উচিত তার জন্য তিনি তৈরি হলেন, অর্থাৎ কিটির কাছে গিয়ে তাকে শান্ত করা।

'আমি আপনাকে অনেকদিন থেকে বলব ভাবছিলাম মা; গতবার লেভিন যখন এখানে এসেছিল, সে কিটির পাণিপ্রার্থনা করতে চেয়েছিল, জানেন? স্থিভাকে সে বলেছে।'

'তাতে কী হল? আমি ব্ৰুতে পারছি না...'

'মানে কিটি হয়ত তাকে প্রত্যাখান করেছে?.. আপনাকে কিছা বলে নি সে?'

না, ওর সম্পর্কে বা অন্যজন সম্পর্কেও কিছ্ম সে বলে নি; বড়ো বেশি ওর গর্ব কিন্তু আমি জানি এ সবই ওই থেকে...'

'হাাঁ, ভেবে দেখন, ও যদি লেভিনকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে, আর

প্রত্যাখ্যান করত না যদি এটি না থাকত, আমি জানি... অথচ পরে এটি ভয়ংকরভাবে ঠকাল ওকে।'

মেয়ের কাছে প্রিন্স-মহিষী কত দোষী সেটা ভাবতে আতংক হচ্ছিল তাঁর, তিনি রেগে উঠলেন।

'আহ্ কিছ্বই আমি ব্রুতে পারছি না! সবাই আজকাল চলতে চায় নিজের ব্যুদ্ধতে, মাকে কিছ্ব বলে না, তারপর এই তো...'

'মা, আমি ওর কাছে চললাম।' 'যাও-না। আমি কি বারণ করেছি?'

n o n

কিটির ছোট্ট স্বন্দর, vieux saxe* প্রতুলে সাজানো, দ্বাস আগেও কিটি যেমন ছিল তেমনি তার্নো ভরা, গোলাপি, হাসিখ্নিশ ঘরখানার ঢুকে ডিল্লর মনে পড়ল গত বছর দ্বাজনে মিলে ওরা ঘরখানা কিভাবে গ্রাছরেছিল কী আনন্দ করে, ভালোবেসে। গালিচার এক কোণে নিশ্চল দ্বিট মেলে দরজার কাছে নিচু একটা চেয়ারে কিটিকে বসে থাকতে দেখে ব্রক তাঁর হিম হয়ে এল। বোনের দিকে চাইল কিটি, ম্বথের নির্ব্তাপ, ঈষং রুক্ষ ভাবটা কাটল না।

তার কাছে বসে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বললেন, 'আমি এখন চলে যাচ্ছি, ঘরে বসে থাকতে হবে, তোরও আমার কাছে আসা চলে না। কিছ্ কথা আছে তোর সঙ্গে।'

'কী নিয়ে?' ভীতভাবে মাথা তুলে ক্ষিপ্র প্রশ্ন করল কিটি। 'তোর কন্টের ব্যাপারটা ছাড়া আর কী নিয়ে?'

'আমার কোনো কণ্ট নেই।'

'খুব হয়েছে কিটি। তুই কি ভাবিস আমি জানতে পারি না? সব জানি। বিশ্বাস কর আমায়, ওটা কিছু না... সবাই আমরা এ জিনিসের মধ্যে দিয়ে গেছি।'

কিটি চুপ করে রইল, কঠোরতা ফুটে উঠল মুখে।

'তুই ওর জন্যে কণ্ট পাবি, ও তার যোগ্য নয়' — সোজাসনুজি আসল কথাটা তুললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

পরেনো স্যাক্সন চিনেমাটি (ফরাসি)।

'কারণ ও আমায় অবহেলা করেছে' — কাঁপা কাঁপা গলায় কিটি বললে, 'ব'লো না ও কথা! দয়া করে ব'লো না!'

'কে তোকে বলতে যাচ্ছে? কেউ বলে নি। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে তোকে ও ভালোবেসেছিল এবং বাসছে. তবে…'

'উঃ, এই সব দরদ আমার কাছে ভয়ংকর লাগে!..' হঠাৎ রেগে মেগে চে'চিয়ে উঠল কিটি। চেয়ারে ঘ্ররে বসল সে, লাল হয়ে উঠল, কোমরবন্ধের বকলসটা কখনো এ-হাতে কখনো ও-হাতে চেপে ধরে দ্রত আঙ্রল নাড়াতে লাগল। রেগে উঠলে কিছ্র একটা চেপে ধরার এই যে এক অভ্যাস আছে কিটির, ডিল্লর জানা ছিল। এও তিনি জানতেন যে উত্তেজনার ম্হুর্তে কিটি অনাবশ্যক ও অপ্রীতিকর অনেককিছ্রই বলে ফেলতে পারে। তাকে শান্ত করতে চেয়েছিলেন ডিল্ল কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছিল।

'কী, কী আমাকে বোঝাতে চাস তুই, কী?' দ্রুত বলে গেল কিটি, 'এই তো যে আমি একজনের প্রেমে পড়েছিলাম, সে আমায় পাত্তাই দিল না, আর তার ভালোবাসার জন্যে আমি হেদিয়ে মরছি? আর সে কথা বলছে কিনা বোন, যে ভাবছে যে... যে... যে আমায় দরদ দেখাচ্ছে!.. এই সব কর্ণা আর ভানে আমার দরকার নেই!'

'কিটি, ওটা ঠিক নয়।'

'কেন যন্ত্ৰণা দিচ্ছ আমায়?'

'আরে না, বরং উল্টো... আমি দেখছি তুই কন্ট পাচ্ছিস...'

কিন্তু উত্তেজনায় কিটি শ্বনল না ওঁর কথা।

'দ্বঃখ্ব করার, সান্ত্বনা পাবার কিছ্ব নেই। আমায় যে ভালোবাসে না তাকে যে আমি ভালোবাসতে যাব না, এ গর্ববোধ আমার আছে।'

'আরে না, আমি তা বলছি না... কিস্তু একটা কথা, সত্যি করে বল তো' — কিটির হাত ধরে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বললেন, 'আচ্ছা, লেভিন তোকে কিছু বলেছিল?..'

লোভনের উল্লেখে কিটি তার শেষ আত্মসংযমটুকুও হারাল বলে মনে হল; চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বকলসটা মেঝেয় আছড়ে ফেলে ঘন ঘন হাত নেডে কিটি বললে:

'এখানে লেভিনের কথা আবার আসে কেন? ব্রিঝ না, আমায় যন্ত্রণা দেবার কী দরকার পড়ল তোমার? আমি বলেছি এবং ফের বলছি, আমার গর্ববাধ আছে, তুমি যা করছ তা আমি কখনো করব না, কখনো না — যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, অন্য মেয়েকে ভালোবেসেছে, ফিরব না তার কাছে। এ জিনিস আমি বুঝি না, বুঝি না। তুমি পারো, কিন্তু আমি পারি না!

এই বলে কিটি তাকাল বোনের দিকে আর ডল্লি বিষশ্বভাবে মাথা ন্বইয়ে চুপ করে আছে দেখে যা ভেবেছিল তার বদলে ঘর থেকে বেরিয়ে না গিয়ে দরজার কাছে বসে রুমালে মুখ ঢেকে মাথা নিচু করলে।

দ্বিমিনিট কাটল নীরবতায়। ডিল্ল ভাবছিলেন নিজের কথা। যে হীনতা তিনি অন্ক্রণ টের পাচ্ছেন, বোন সেটা মনে করিয়ে দেওয়াতে খ্রই ব্যথা লাগল তাঁর। বোনের কাছ থেকে এতটা নিষ্ঠুরতা তিনি আশা করেন নি, রাগ হল তাঁর। কিন্তু হঠাং পোশাকের খসখস আর চাপা কামার শব্দ তাঁর কানে এল, নিচু থেকে কার হাত জড়িয়ে ধরল তাঁর গলা। সামনে তাঁর হাঁটু গেড়ে বসে আছে কিটি।

'ডিল্লিন্কা, আমি বড়ো বড়ো অস্থী!' দোষীর মতো সে বললে ফিস্ফিসিয়ে।

চোথের জলে ভেজা তার মিণ্টি মুখখানা সে গা্লল ডিল্লর স্কার্টে।
অগ্র্রু যেন সেই তৈলপ্রলেপ যা ছাড়া দুই বোনের মধ্যে আদান-প্রদানের
শকট ভালোরকম চলতে পারে না। কান্নার পর নিজেদের মনের কথা
বলাবলি করল না বোনেরা, কিন্তু অন্য ব্যাপার নিয়ে কথা বললেও পরস্পরকে
ব্রুতে তাদের অস্ক্রিধা হল না। কিটি ব্রুলে যে রাগের মাথায় স্বামীর
বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাঁর হীনতা সম্পর্কে সে যেকথা বলেছে তা বেচারা
বোনকে মর্মাহত করেছে, তবে তিনি ক্ষমা করেছেন তাকে। অন্যাদকে ডিল্ল
যা জানতে চাইছিলেন তা সবই ব্রুতে পারলেন; তিনি নিশ্চত হয়ে উঠলেন
যে তাঁর অনুমানটা সঠিক। কণ্ট, কিটির অচিকিৎস্য কণ্টটা হল এই যে
লেভিন পাণিপ্রার্থনা করেছেলেন কিন্তু কিটি তা প্রত্যাখ্যান করেছে, ওাদকে
দ্রন্দিক প্রতারণা করেছেন তার সঙ্গে, লেভিনকে ভালোবাসতে আর
দ্রন্দিককে ঘূণা করতে কিটি রাজি; এ সম্পর্কে একটা কথাও কিটি বললে
না: সে বললে শুখু তার মনের অবস্থার কথা।

'আমার কোনো দর্বংখ নেই' — শাস্ত হয়ে কিটি বললে, 'কিন্তু তুমি ব্রুতে পারবে কি, সর্বাকছ্ম আমার কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছে জঘনা, বিছছিরি, কর্কশা, সবার আগে আমি নিজে। তুমি ভাবতে পারবে না সবার সম্পর্কে কী জঘন্য চিস্তা আমার মনে আসে।' 'তোর আবার কী জঘন্য চিন্তা মনে আসবে?' হেসে জিগ্যেস করলেন ডিল্ল।

'অতি অতি জঘন্য আর কদর্য। তোমায় বলতে পারব না। সেটা একঘেরেমি বা মন-পোড়ানি নয়, তার চেয়ে অনেক খারাপ। আমার মধ্যে ভালো যাকিছ্ব ছিল সব যেন চাপা পড়েছে, রয়ে গেছে শ্ব্দ্ব জঘন্যটা। মানে কী তোমায় বিল?' বোনের ঢোখে বিহ্বলতা লক্ষ্য করে কিটি বলে চলল, 'বাবা আজ আমায় বলতে শ্রু করেছিলেন — আমার মনে হয় যে উনি কেবল ভাবেন যে আমার বিয়ে হওয়া উচিত। মা আমায় নিয়ে যান বলনাচের আসরে, আমার মনে হয় উনি নিয়ে যান কেবল তাড়াতাড়ি আমার বিয়ে দিয়ে রেহাই পাবার জন্যে। আমি জানি যে কথাটা ঠিক নয়, কিন্তু এই ভাবনাগ্রেলো তাড়াতে পারি না। তথাকথিত পার্রদের আমি দেখতে পারি না দ্ঠক্ষে। মনে হয় ওয়া যেন আমার মাপ নিয়ে দেখেছে। বলনাচের পোশাক পরে কোথাও যাওয়া আগে আমার কাছে ছিল স্লেফ একটা আনন্দের ব্যাপার, নিজেকে নিয়ে মন্ধ হয়ে থাকতাম আমি; এখন লজ্জা হয়, অস্বস্থি লাগে, মানে কী আর বলব! ডাক্টারটি…'

একটু থতোমতো খেল কিটি; এর পরে সে বলতে চেয়েছিল যে তার ভেতর এই সব বদল ঘটার পর থেকে স্তেপান আর্কাদিচকে তার অসহ্য রকমের বিরক্তিকর লাগছে, তাঁকে দেখলেই যত র্ড় আর বিদিকিছছিরি ভাবনা মনে আসে।

সে বলে চলল, 'হ্যাঁ, সবিকছ্ব আমার চোখে দেখা দিচ্ছে অতি কদর্য', জঘন্য চেহারায়। এই আমার রোগ, হয়ত কেটে যাবে...'

'তুই বরং ও সব নিয়ে ভাবিস না...'

'পারি না যে। শুধু ছেলেমেয়েদের সঙ্গে, তোমাদের ওখানে ভালো বোধ করি।'

'দ্বংথের কথা যে আমাদের ওথানে তোর আসা চলছে না।'

'না, যাব। আমার স্কালেটি জবর হয়েছিল তো, মায়ের অন্মতি চেয়ে নেব।'

কিটি তার জেদ ধরে রইল আর স্কালেটি জনুরের যে হিড়িকটা সত্যিই এসেছিল, তার গোটা সময়টা সেবাযত্ন করল ছেলেমেয়েদের। দুই বোনে মিলে সারিয়ে তুলল ছয়টি শিশ্বকে কিস্তু কিটির স্বাস্থ্য ভালো হল না, লেণ্ট প্রবের সময় শোরবাংস্কিরা গেলেন বিদেশে। পিটার্সবিহর্গের উ'চু মহল আসলে একটাই; সেখানকার সবাই সবাইকে চেনে, সবারই সবার বাড়িতে যাতায়াত। কিন্তু এই বড়ো মহলটার আবার নিজ নিজ উপবিভাগ আছে। আলা আর্কাদিয়েভনা কারেনিনার বন্ধবান্ধব ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তিনটি বিভিন্ন মহলে। একটা ছিল রাজপ্রব্যুদরে সরকারী মহল, তাঁর স্বামীর সহকর্মী ও অধস্তনদের নিয়ে, যাঁরা অতি বৈচিত্র্যে ও খামখেয়ালে সামাজিক প্রতিষ্ঠায় পরস্পর যুক্ত বা বিযুক্ত। প্রথম দিকে এই সব লোকেদের প্রতি প্রায় ভক্তির মতো যে শ্রন্ধা আলা পোষণ করতেন, তা এখন তিনি মনে করতে পারেন বহু কন্টে। এখন এ'দের সকলকেই তিনি চেনেন, যেমন মফন্বল শহরের লোকে চেনে পরস্পরকে। জানেন কার কী অভ্যাস আর দ্বর্বলতা, কার কোথায় কাঁটা বি'ধছে, পরস্পরের সঙ্গে আর নাটের গ্রুর্র সঙ্গে কার কেমন সম্পর্ক । জানেন কে কার পক্ষে, কিভাবে কেমন করে টিকে থাকছে, কার সঙ্গে কার এবং কিসে মিল বা অমিল, কিন্তু কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার চেণ্টাচরিত্র সত্ত্বেও সরকারী প্রব্রুয়ালি আগ্রহের এই মহলটা তাঁকে আকৃণ্ট করতে পারে নি এবং এটাকে তিনি এভিয়ে চলতেন।

দিতীয় আরেকটা যে মহল আন্নার ঘনিষ্ঠ, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তার সাহায়েই প্রতিষ্ঠাপন্ন হয়েছেন। এ মহলের কেন্দ্র হলেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা। এটা হল বৃদ্ধ, অস্কুন্দর, সদাচারী, ধর্মপ্রাণ নারী আর বৃদ্ধিমান বিদেশ্ধ, উচ্চাকাঙক্ষী প্র্রুষদের চক্র। এ মহলের একজন বৃদ্ধিমান ব্যক্তি তার নাম দিয়েছিলেন 'পিটার্সবৃগ্র্ণ সমাজের বিবেক'। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এই মহলটার খ্বই কদর করতেন এবং সবার সঙ্গে মিশতে পটু আন্নাও তার পিটার্সবৃগ্র জীবনের প্রথম দিক্টায় এই মহলেই তার বন্ধুদের পেয়েছিলেন। এখন কিন্তু মন্দেকা থেকে ফেরার পর মহলটা অসহনীয় লাগল তাঁর কাছে। মনে হল তিনি নিজে এবং ওঁরা সবাই ভান করে চলেছেন এবং মহল তাঁর কাছে এত একঘেয়ে আর অন্বিন্তুকর হয়ে উঠল যে কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার ওখানে তিনি যেতে লাগলেন যথাসম্ভব কম।

তৃতীয় যে মহলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল, সেটাই হল আসল সমাজ — বলনাচ, ভোজ, চোখঝলসানো বেশভূষার সমাজ, যা রাজদরবার

আঁকড়ে ধরে থাকত যাতে অর্ধসমাজে নেমে যেতে না হয়। এই মহলের লোকেরা অর্ধসমাজকে ঘেলা করেন বলে ভাবতেন যদিও তাঁদের রুচিছিল শুধু সদৃশ নয়, একই। এই সমাজের সঙ্গে আল্লার যোগাযোগ ছিল তাঁর মাসতুতো ভাইয়ের স্বা প্রিল্সেস বেট্সি ত্ভেস্কায়া মারফত, যাঁর আয় ছিল এক লাখ বিশ হাজার, সমাজে আল্লার আবিভাব মাত্র তিনি তাঁর বিশেষ অনুরাগী হয়ে ওঠেন, তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার মহল নিয়ে হাসাহাসি করে তাঁকে টেনে নিতেন নিজের মহলে।

বেট্সি বললেন, 'আমি যখন ব্রাড় আর বিছছিরি হয়ে উঠব, তখন আমিও হয়ে যাব ঐরকম! কিন্তু আপনার পক্ষে, স্কুদরী য্বতী নারীর পক্ষে ঐ দাতব্যালয়ে যাবার সময় এখনো আসে নি।'

প্রথমটায় আল্লা যতটা পেরেছেন কাউণ্টেস ত্ভেস্কায়ার এই সমাজটাকে এড়িয়ে যেতেন, কেননা এ সমাজে বায় করতে হত তাঁর সাধ্যের বাইরে, তা ছাড়া মনে মনেও প্রথম মহলটিই ছিল তাঁর পছন্দ। কিন্তু মন্দেনা সফরের পর ব্যাপারটা দাঁড়াল উল্টো। তিনি তাঁর সদাচারী বন্ধানের এড়িয়ে সেরা সমাজে যাতায়াত শ্রুর করলেন। সেখানে দ্রন্দিকর সঙ্গে তাঁর দেখা হত আর প্রতিটি সাক্ষাতেই আনন্দের দোলা অনুভব করতেন তিনি। দ্রন্দিককে তিনি ঘন ঘনই দেখতেন বেট্সির ওখানে, বিয়ের আগে উনিও ছিলেন দ্রন্দিকায়া, দ্রন্দিকর জেঠতুতো বোন। যেখানে আল্লার দেখা পাওয়া যেতে পারে, তেমন সবখানেই হাজির থাকতেন দ্রন্দিক আর সাম্যোগ পেলেই বলতেন তাঁর ভালোবাসার কথা। কোনো সা্যোগ দিতেন না আল্লা, কিন্তু দেখা হলেই তাঁর ভেতর সেই প্রাণচাঞ্চল্য জেগে উঠত যা তিনি অনুভব করেছিলেন রেল কামরায় তাঁকে প্রথম দেখে। নিজেই তিনি টের পেতেন যে ওঁকে দেখলেই ওঁর চোখ জন্বলজন্বল করে উঠছে আনন্দে, ঠোঁট কুঞ্চিত হচ্ছে হাসিতে, কিন্তু এই আনন্দের প্রকাশটা তিনি চাপা দিতে পারতেন না।

প্রথম প্রথম আন্না সত্যিই বিশ্বাস করতেন যে দ্রন্দিক ওঁর পিছন্
নিয়েছেন বলে উনি ওঁর ওপর অসস্তুট। কিন্তু মন্দেনা থেকে ফেরার কিছন্
পরে এক সান্ধ্য বাসরে যেখানে দ্রন্দিকর দেখা পাবেন বলে ভেবেছিলেন
অথচ তিনি ছিলেন না, সেখানে যে নৈরাশ্য তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল, তা
থেকে তিনি পরিষ্কার ব্রুলেন যে আত্মপ্রতারণা করছেন, দ্রন্দিকর এই

অন্সরণ তাঁর কাছে শ্ব্ধ্ অপ্রীতিকর নয়, তাই নয়, এইটেই তাঁর জীবনের একমাত আকর্ষণ।

নামকরা গারিকার অনুষ্ঠান হচ্ছিল দ্বিতীয় বার, গোটা উচ্চ সমাজ গিয়েছিল থিয়েটারে। প্রথম সারির আসন থেকে জেঠতুতো বোনকে দেখে ভ্রন্সিক বিরতি পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই গেলেন তাঁর কাছে বক্সে।

বেট্সি বললেন, 'খেতে এলেন না যে? প্রেমিকয্গলের আলোকদর্শনক্ষমতায় অবাক মানতে হয়।' তারপর হেসে এমনভাবে যোগ দিলেন যাতে আব কারও কানে না যায়: 'সেও আসে নি। কিন্তু আস্ক্র অপেরার পরে।'

দ্রন্দিক সপ্রশ্ন দ্বিটতে চাইলেন তাঁর দিকে। উনি মুখ নিচু করলেন। হাসি দিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে দ্রন্দিক বসলেন তাঁর কাছে।

'আপনার উপহাসগন্লো আমার কী যে মনে পড়ে!' এই প্রেমাবেগের সাফল্য দর্শনে বিশেষ একটা পরিতৃপ্তি লাভ করে কাউন্টেস বেট্সি বলে চললেন, 'সে সব গেল কোথায়? আপনি ধরা পড়ে গেছেন বাপু।'

'ধরা পড়তেই শ্ব্ধ্ আমি চাই' — নিজের প্রশান্ত সদাশয় হাসিতে দ্রন্দিক জবাব দিলেন, 'নালিশ করবার কিছ্ব থাকলে সেটা শ্ব্ধ্ এই যে সত্যি বলতে আমি ধরা পড়েছি বড়োই কম। আমি নিরাশ হয়ে উঠছি।'

'কিন্তু কী আশা থাকতে পারে আপনার?' বন্ধর জন্য ক্ষর্ক্ক বোধ করে বেট্সি বললেন, 'entendons nous...*' কিন্তু তাঁর চোথে যে ঝলক দিচ্ছিল তাতে বোঝা যাচ্ছিল উনি ঠিক দ্রন্স্কির মতোই বোঝেন কী আশা তাঁর আছে।

'কোনো আশাই নেই' — হেসে তাঁর নিটোল দাঁতের সারি উদ্ঘাটিত করে দ্রন্দিক বললেন। তারপর যোগ করলেন, 'মাপ করবেন' — ওঁর হাত থেকে দ্রবীনটা নিয়ে তাঁর অনাব্ত কাঁধের ওপর দিয়ে দেখতে লাগলেন সামনের সারির বক্সগ্লোকে। 'ভয় হচ্ছে, নিজেকে হাস্যকর করে তুলছি।'

দ্রন্দিক ভালোই জানতেন যে বেট্সি বা গোটা সমাজের চোথে হাস্যকর হবার ভয় তাঁর কিছ্ম ছিল না। তাঁর খ্ব ভালোই জানা ছিল যে এ সব লোকেদের কাছে কোনো কুমারী বা সাধারণভাবেই কোনো বন্ধনহীন

^{*} দ্ব'জন দ্ব'জনকে ব্ৰুথব (ফরাসি)।

মহিলার হতভাগ্য প্রণয়ীর ভূমিকাটা হাস্যকর লাগতে পারে, কিন্তু যে একজন বিবাহিতা নারীর পেছন নিয়েছে এবং যে করেই হোক তাকে আত্মদানে টেনে আনাতেই জীবন পণ করেছে, তার ভূমিকায় সন্দর, অপর্প কিছন একটা আছে, কখনোই তা হাস্যকর ঠেকতে পারে না, আর তাই সগর্বে, খ্রিশ হয়ে, মোচের তলে লীলাময় হাসি নিয়ে দ্রবনীন নামিয়ে চাইলেন জেঠতুতো বোনের দিকে।

ম্ম হয়ে বোন বললেন, 'কিন্তু খেতে এলেন না যে?'

'সেটা আপনাকে বলা দরকার। আমি ব্যস্ত ছিলাম। কী নিয়ে জানেন? একশ', হাজার রুব্ল বাজি — বলতে পারবেন না। স্ত্রীকে অপমান করেছে এমন একটি লোকের সঙ্গে মিটমাট করিয়ে দিচ্ছিলাম স্বামীর। সতি্য বলছি!

'মিটমাট হল?'

'প্রায়।'

'আপনার কাছ থেকে ব্যাপারটা শোনা দরকার' — উঠে দাঁড়িয়ে উনি বললেন, 'পরের বিরতিটার সময় আস্কুন।'

'উপায় নেই: আমি যাচ্ছি ফরাসি থিয়েটারে।'

'নিলসনকে ছেড়ে?' আতঙ্কে জিগ্যেস করলেন বেট্সি, যিনি কোনো কোরাস-কন্যা থেকে নিলসনকে কিছ্নুতেই আলাদা সনাক্ত করতে পারতেন না। 'কী করা যাবে? দেখা করার কথা আছে। সবই এই মিটমাটের ব্যাপারটা নিয়ে।'

'ধন্য শান্তিঘটকেরা, তারা ত্রাণ পাবে' — কারো কাছ থেকে এই ধরনের কিছ্ একটা শ্নেছিলেন বলে স্মরণ হওয়ায় বেট্সি বললেন, 'তাহলে বস্নন-না, বল্বন ব্যাপারটা কী?'

ফের বসলেন তিনি।

n & n

হাসি-হাসি চোখে দ্রন্স্কি তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, 'একটু অশালীন কিন্তু এমন খাশা যে ভয়ানক ইচ্ছে করছে বলতে। কারো নাম করব না কিন্তু।'

'সে তো আরো ভালো, আমি অনুমান করতে থাকব।'

'দ্বটি ফুর্তিবাজ যুবক যাচ্ছে...'

'নিশ্চয় আপনাদের রেজিমেণ্টের অফিসার?'

'অফিসার বলব না, নেহাং আহারান্তে দ্বটি লোক...' 'ঘ্রিয়ে বলনে: মাতাল।'

'হয়ত। যাচ্ছে বন্ধার বাড়ি থেতে, অতি শরীফ মেজাজে। দেখে স্কুন্দরী এক নারী ঘোড়ার গাড়িতে করে তাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে, ওদের দিকে তাকিয়ে দেখে মাথা নাড়ছে আর হাসছে, অন্তত তাই তাদের মনে হয়েছিল। বলাই বাহ্বা ওরা তার পেছ্ব নিল, ঘোড়া ছ্বটাল প্রেরা দমে। তাদের অবাক করে দিয়ে যে বাড়িতে তারা যাচ্ছিল তারই ফটকের সামনে গাড়ি থামল স্কুন্দরীর। ওপরতলায় স্কুন্দরী ছ্বটে উঠল। তারা দেখল শ্বহ্ব খাটো অবগ্রুঠনের তলে রক্তিম অধর আর ছোটো ছোটো অনিন্দ্য চরণ।'

'আপনি এমন অনুরাগে ঘটনাটা বলছেন যে মনে হচ্ছে আপনি নিজেই এ দুইয়ের একজন।'

'কিন্তু কিছ্কণ আগে আপনি আমায় কী বলেছেন মনে আছে তো? তা য্বকেরা তো গেল তাদের বন্ধর কাছে, সেখানে আজ তার বিদায় ভোজ। এখানে ঠিকই তারা মদ্যপান করল, হয়ত একটু বেশিই, বিদায় বাসরে যা সর্বদাই ঘটে থাকে। আহারের সময় ওরা জিগ্যেস করলে এ বাড়ির ওপরতলায় কে থাকে। কার্রই জানা ছিল না। শ্ব্র, ওপরে কি 'মামজেলরা' থাকে, এই প্রশেনর উত্তরে কর্তার খানসামা জানাল থাকে অনেকগ্রলিই। খাওয়া-দাওয়ার পর য্বকেরা গেল গৃহকর্তার কেবিনেটে এবং চিঠি লিখলে অপরিচিতার কাছে। লিখলে হৃদয়াবেগে ভরা চিঠি, প্রেমঘোষণা, এবং নিজেরাই তা ওপরে নিয়ে গেল যদি চিঠির কোনো কিছ্ব বিশেষ বোধগম্যানা হয় তা ব্রিষয়ে দেবার জন্যে।'

'এ সব বিছছিরি কথা আমায় কেন বলছেন? তারপর?'

'ঘণ্টি দিলে। দাসী বেরিয়ে এল। মেয়েটিকে চিঠি দিয়ে দ্'জনেই নিশ্চয় করে বললে তারা এমন প্রেমে পড়েছে যে তক্ষ্মনি দ্বারদেশেই মারা যাবে। কিছ্ম ব্রুতে না পেরে মেয়েটি কথাবাতা চালাতে লাগল। হঠাৎ বেরিয়ে এলেন এক ভদ্রলোক, চিংড়ির মতো লাল, গালে সসেজ গোছের গালপাট্টা, ঘোষণা করলেন বাড়িতে তাঁর স্ত্রী ছাড়া আর কেউ থাকে না এবং ভাগিয়ে দিলেন তাদের।'

'কোথেকে জানলেন যে তার গালপাট্টা সমেজ গোছের?'
'আরে শ্নন্ন। আজ আমি গিয়েছিলাম ওদের মিটমাট করিয়ে দিতে।'
'তা কী হল?'

'সেইটেই তো সবচেয়ে মজার। জানা গেল এই স্থী দম্পত্তি হলেন শ্রীমান টিটুলার কাউন্সিলার এবং শ্রীমতী টিটুলার কাউন্সিলার। টিটুলার কাউন্সিলার নালিশ করলেন, আমি হলাম আপোসকর্তা, আর যেমন-তেমন সালিস নই, তালেরাঁও লাগে না আমার কাছে।'

'মুশকিলটা কী ছিল?'

'শ্বন্ব-না... যথাযোগ্য মাপ চাইলাম আমরা: 'আমরা একেবারে মুষড়ে পড়েছি। দুর্ভাগা ভুল বোঝাব, বিটার জন্যে মাপ চাইছি আমরা। সমেজ-মার্কা গালপাট্রার টিটলার কাউন্সিলার নরম হতে শুরু করলেন, তবে তিনিও তাঁর মনোভাব প্রকাশ করতে চান আর প্রকাশ করতে শুরু করা মাত্র খেপে উঠলেন এবং কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন। ফের আমার সমস্ত কটনৈতিক প্রতিভা কাজে লাগাতে হল আমাকে। 'আমি মার্নাছ যে ওদের আচরণটা ভালো হয় নি। কিন্তু অনুরোধ করি, ওদের ভুল বোঝা, ছোকরা বয়স, এ সব ভেবে দেখুন। তা ছাড়া যুবকেরা তখন সবেমার খাওয়া সেরেছে। সেটা বুঝতে পারছেন তো। ওরা সর্বান্তঃকরণে অনুতাপ করছে, অনুরোধ করছে ওদের দোষ মাপ করে দিতে।' টিটুলার কার্ডান্সলার ফের নরম হলেন। 'আপনার কথা আমি মার্নছি, কাউণ্ট, ক্ষমা করতে আমি রাজি, কিন্তু বুঝতে পারছেন, আমার স্ত্রী, আমার স্ত্রী সতীসাধনী নারী, কোথাকার কীসব ছেলেছোকরা, নচ্ছাররা কিনা তার পেছ, নিচ্ছে, তার অপমান করছে, আম্পর্ধা দেখাচ্ছে...' আর ব্রুঝতে পারছেন তো, ওই ছেলেছোকরারা কিন্তু ওখানেই দাঁড়িয়ে, ওঁদের মিটমাট করিয়ে দিতে হবে আমায়। ফের চাল, করলাম আমার কূটনীতি, আর ব্যাপারটা যথন চুকিয়ে দেওয়ার কথা, ফের খেপে উঠলেন টিটুলার কাউন্সিলার, লাল হয়ে উঠলেন, খাড়া হয়ে উঠল তাঁর সসেজ এবং ফের আমাকে উথলে উঠতে হল কূটনৈতিক স্ক্রোতায়।

তাঁর বক্সে ঢুকছিলেন জনৈক মহিলা, তাঁকে উদ্দেশ করে হেসে বেট্সিবললেন, 'এটা আপনাকে শোনানো দরকার! উনি ভারি হাসিয়েছেন আমায়।' 'তা bonne chance*' — পাখা ধরে থাকা হাতের মৃক্ত আঙ্বলটা বাড়িয়ে দিয়ে তিনি যোগ দিলেন এবং কাঁধ নাড়িয়ে গাউনের উঠে আসা বিভিসটা নিচে নামিয়ে দিলেন যাতে ফুট লাইটের দিকে যাবার সময় যা উচিত, গ্যাসের আলোয় সবার দ্ভিটর সামনে যথাসম্ভব নগ্ন হতে পারেন।

ভ্রন্স্কি ফরাসি থিয়েটারে গেলেন। সেখানে সত্যিই তাঁর দেখা করা

সাফল্য হোক (ফরাসি)।

দরকার ছিল রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডারের সঙ্গে যিনি এ থিয়েটারের কোনো মণ্ডান্থটান বাদ দেন না। উদ্দেশ্য ছিল, যে মিলন ব্রতে আজ তিনদিন থেকে তিনি ব্যস্ত এবং তাতে মজা পাচ্ছেন তা নিয়ে কম্যাণ্ডারের সঙ্গে কথা বলা। ব্যাপারটায় জড়িত ছিলেন পেরিংশ্কি যাঁকে তিনি ভালোবাসতেন এবং দ্বিতীয় জন — তর্ব প্রিণ্স কেন্দ্রভ, চমংকার ছোকরা, ভালো সঙ্গী, রেজিমেণ্টে টুকেছেন সম্প্রতি। তবে প্রধান কথা এক্ষেত্রে রেজিমেণ্টের স্বার্থ ছিল জড়িত।

দ্বাজনেই ছিলেন দ্রন্দির ক্রেরাড্রনে। রেজিমেণ্ট ক্র্যাণ্ডারের কাছে এসে রাজকর্মচারী, টিটুলার কাউন্সিলার ভেনডেন নালিশ করেন তাঁর অফিসারদের বিরুদ্ধে যারা তাঁর স্বাকৈ অপমান করেছে। ভেনডেন বিয়ে করেছেন ছয়মাস হল, বললেন, মায়ের সঙ্গে তাঁর তর্ণী ভার্যা গিয়েছিলেন গিজার, সেখানে হঠাং তাঁর শরীর খারাপ লাগে, সেটা অস্তঃসত্তা থাকার দর্ন, আর তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না, বেপরোয়া প্রথম যে ছ্যাকড়া গাড়িটা তিনি সামনে পান, তাতে করে বাড়ি চলে আসেন। এখানে তাঁকে তাড়া করে অফিসাররা, ভয় পেয়ে যান তিনি, আরো বেশি অস্কুষ্থ হয়ে সিণ্ডি দিয়ে ছনুটে ওঠেন ঘরে। এই সময় অফিস থেকে ফিরে ভেনডেন ঘণ্টি এবং কাদের যেন গলা শ্রনতে পান, বেরিয়ে এসে তিনি চিঠি হাতে মাতাল অফিসারন্টিকে দেখতে পান এবং তাদের খেদিয়ে দেন। কড়া শান্তি দাবি করেছেন তিনি।

শ্রন্দিককে নিজের কাছে ডেকে রেজিমেণ্ট কম্যান্ডার বললেন, 'না, না, যাই বলন্ন, পেরিংদ্কি অসম্ভব হয়ে উঠছে। কোনো না কোনো কান্ড ছাড়া একটা সপ্তাহও যায় না। কর্মচারীটি ছাড়বে না, আরো ওপরে যাবে।'

ব্যাপারটার সমস্ত অশোভনতা দ্রন্দিক দেখতে পাচ্ছিলেন, এখানে ভুয়েলের কোনো কথাই উঠতে পারে না, টিটুলার কাউন্সিলারটিকে নরম করে এনে ব্যাপারটা চাপা দেবার জন্য স্বকিছ্ব করা দরকার। রেজিমেণ্ট ক্যান্ডার দ্রন্দিককে ডেকেছিলেন ঠিক এই জন্যই যে তাঁকে উচ্চবংশীর ব্যাদ্ধান লোক বলে জানতেন। প্রধান কথা রেজিমেণ্টের মানমর্যাদা ওঁর কাছে মল্যুবান। আলোচনা করে তাঁরা ঠিক করেছিলেন যে দ্রন্দিকর সঙ্গেটিটুলার কাউন্সিলারের কাছে গিয়ে পেটিগ্লিক আর কেন্দ্রভকে ক্ষমা চাইতে হবে। রেজিমেণ্ট ক্যান্ডার এবং দ্রন্দিক দ্বাজনেই ব্রেজিলেন যে দ্রন্দিকর নাম এবং পদ টিটুলার কাউন্সিলারকে নরম করে আনায় কাজ দেবে। এবং

সত্যিই এই দ্বটি উপায়ে খানিকটা কাজও হয়েছিল; কিন্তু দ্রন্স্কি যা বললেন, মিটমাটের ফল রয়ে গেছে সন্দেহজনক।

ফরাসি থিয়েটারে এসে দ্রন্দিক রেজিমেণ্ট কম্যান্ডারের সঙ্গে চলে গেলেন ফয়েতে এবং তাঁর সাফল্য-অসাফল্যের কথা বললেন। সবিকছ্ব ভেবেচিন্তে রেজিমেণ্ট কম্যান্ডার ঠিক করলেন কোনো শাস্তি দেবার দরকার নেই, কিন্তু পরে তাঁর নিজের পরিতোষের জন্য দ্রন্দিকর সাক্ষাংকারের সমস্ত খর্নটিনাটি জিগ্যেস করতে থাকেন এবং ঘটনার কয়েকটা দিক মনে পড়ে যেতেই শাস্ত হয়ে আসা টিটুলার কাউন্সিলার কিভাবে আবার খেপে উঠছিলেন এবং মিটমাটের শেষ অস্ফুট কথাটা শোনা মাত্র কিভাবে দ্রন্দিক কায়দা করে পেত্রিংস্কিকে সামনে ঠেলতে ঠেলতে পিটটান দেন তা শ্নেন ক্যান্ডার অনেকখন হাসি চাপতে পারেন নি।

'যাচ্ছেতাই কান্ড, তবে দার্ন মজাদার। কেদ্রভের পক্ষে তো আর এই ভদ্রলোকের সঙ্গে লড়া সম্ভব নয়! অমন থেপে উঠেছিল?' হেসে ফের জিগ্যোস করলেন তিনি। 'কিস্থু ক্লেয়ারকে আজ কেমন দেখছেন? অপ্র্ব'!' নতুন ফরাসি অভিনেত্রী সম্পর্কে বললেন তিনি, 'যতই দেখি না কেন, প্রতিদিনই নতুন। শ্বধ্ব ফরাসিরাই ওটা পারে।'

nen

শেষ অংক সমাপ্ত না হতেই প্রিল্সেস বেট্সি থিয়েটার থেকে চলে গেলেন। ড্রেসিং-র্মে গিয়ে নিজের দীর্ঘ পাণ্ডুর ম্থে পাউডার ছিটিয়ে এবং তা মৃছে কবরী ঠিক করে নিয়ে প্রকাণ্ড ড্রিয়ং-র্মটায় চা এনে দেবার হ্রুম দিতে না দিতেই বলশায়া মস্কায়া রাস্তায় তাঁর বিশাল বাড়িটার গেটের সামনে গাড়ি এসে দাঁড়াতে থাকল একটার পর একটা। অতিথিরা গাড়িথেকে নেমে যেতে লাগলেন প্রবেশপথের দিকে এবং পথচারীদের জ্ঞানদানার্থে যেসব খবরের কাগজ টাঙানো থাকত কাচের ফ্রেমে, রোজ সকালে তা পড়তে অভ্যন্ত দশাসই চাপরাশি নিঃশব্দে মস্ত দরজাটা খ্লে অতিথিদের ভেতরে পথ করে দিতে থাকল।

কালচে দেয়ালের প্রশস্ত ড্রায়ং-র্মে ফু'য়ো-ফু'য়ো গালিচা, আলোকোন্জ্বল টেবিল, মোমবাতির আলোয় ঝকঝকে শাদা টেবিলক্লথ, রনুপোর সামোভার, চীনেমাটির স্বচ্ছ টি-সেট। প্রায় একই সঙ্গে ঘরখানার এক দরজা দিয়ে তাজা কবরী আর তাজা মনুখে ঢুকলেন গৃহস্বামিনী, অন্য দরজা দিয়ে অতিথিরা।

গৃহস্বামিনী বসলেন সামোভারের কাছে, দস্তানা খুললেন। অলক্ষ্য পরিচারকদের সাহায্যে চেয়ার সরিয়ে সরিয়ে সমাজ স্থান নিল দুই ভাগে ভাগ হয়ে: একদল সামোভারের কাছে গৃহস্বামিনীর সঙ্গে, অন্য দল ড্রায়ং-রুমের বিপরীত প্রান্তে জনৈক রাজ্ঞদুত্তের স্কুদরী পত্নীর কাছে, পরনে তাঁর কালো মখমলের পোশাক, চোখে তীক্ষ্য কালো ভূর্। প্রথমটায় যা সর্বদাই হয়, অতিথি আগমন, সম্ভাষণ, চায়ের আপ্যায়নে বাধাপ্রাপ্ত আলাপ দ্বলতে লাগল যেন কোন প্রসঙ্গে নিবদ্ধ হওয়া যায় তার অন্বেষণে।

'অভিনেত্রী হিশেবে উনি অসাধারণ ভালো; বোঝাই যায় কাউলবাথের শিষ্যা' — বললেন রাষ্ট্রদত্তপত্নীর চক্রন্থ একজন কূটনীতিক, 'লক্ষ্য করেছিলেন কিভাবে পড়ে গেলেন...'

'আহ্ নিলসনের কথা থাক। ওঁর সম্পর্কে নতুন কী আর বলার আছে'— বললেন সাবেকী রেশমী গাউন পরা, সোনালী-চুল, দ্রহীন, পরচুলা-হীন, রক্তবর্ণা স্থ্লাঙ্গী মহিলা। ইনি হলেন বিখ্যাত প্রিন্সেস মিয়াগ্কায়া, রপ্পটভাষণ আর র্ড়তার জন্য তাঁর উপনাম জ্টেছিল enfant terrible*। প্রিন্সেস মিয়াগ্কায়া বর্সেছিলেন দুই মহলের মাঝামাঝি, এবং কখনো এ-দল কখনো ও-দলের কথা শ্রুনে যোগ দিচ্ছিলেন দ্র'পক্ষেরই আলাপে। 'কাউলবাথ সম্পর্কে ঠিক এই কথাই আমায় আজ বলেছে তিনজন, যেন নিজেদের মধ্যে আগেই কথা হয়ে গিয়েছিল। অথচ কেন যে ব্র্লিটা ওদের মনে ধরে গেল, জানি না।'

এই মন্ডব্যে আলাপের তাল কেটে গেল, প্রয়োজন হল নতুন প্রসঙ্গ খোঁজার।

'কিছ্ন একটা মজার কথা আমাদের বলন্ন, তবে তাতে যেন জবলন্নি না থাকে' – কূটনীতিক যখন ভেবে পাচ্ছিলেন না কী দিয়ে শন্ত্র্ব করবেন, তখন তাঁকে বললেন রাষ্ট্রদ্ভপন্নী, ইংরেজিতে যাকে বলে small talk তেমন মার্জিত কথোপকথনে ইনিও অসামান্যা।

क्টनीिं रिंदर वललन, 'लाक वल स्रों वर्ष कठिन, या जनाय

ভরংকরী শিশ; (গেছো খুকি) (ফরাসি)।

শন্ধন তা-ই হাস্যকর। তবে চেণ্টা করে দেখি। একটা প্রসঙ্গ দিন-না। আসল ব্যাপারটাই হল প্রসঙ্গ নিয়ে। প্রসঙ্গ পেলে তাতে ফুল তোলা সহজ। আমার প্রায়ই মনে হয়, গত শতকের নামকরা আলাপীদের পক্ষে চাতুর্যের সঙ্গে আলাপ করা আজকাল মন্শকিল হত। চতুর স্বকিছন্তেই লোকের ভারি বিরক্তি ধরে গেছে...'

'সে কথা তো শোনা গেছে অনেক আগেই' — হেসে বাধা দিলেন রাষ্ট্রদ_্তপত্নী।

আলাপের শ্রেটা হল স্কের, কিন্তু ঠিক অতটা স্কের বলেই তা আবার থেমে গেল। প্রয়োজন হল নির্ভারযোগ্য, সর্বাদা অব্যর্থ পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া — যথা, প্রচর্চা।

'আপনাদের মনে হয় না যে তুশকেভিচের মধ্যে ১৫শ লাই গোছের কিছ্ব একটা আছে?' চোখ দিয়ে টেবিলের কাছে দন্ডায়মান পান্ডুরকেশ স্বপ্রুষ একটি যুবককে দেখিয়ে তিনি বললেন।

'আরে হ্যাঁ! এ ড্রায়ং-র্মটার সঙ্গে তাঁর র্চি মেলে, তাই অত ঘন ঘন তিনি দর্শন দেন এখানে।'

এ আলাপটা চলতে থাকল কেননা এ ড্রায়ং-র্মে যা বলা চলে না, তা বলা হতে লাগল আভাষে ইঙ্গিতে — অর্থাং গৃহস্বামিনীর সঙ্গে তুশকেভিচের সম্পর্কের কথা।

ওদিকে সামোভার আর গৃহস্বামিনীর ওখানেও হালের সামাজিক খবরাখবর, থিয়েটার আর ঘনিষ্ঠদের সমালোচনা — অনিবার্য এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে দোলায়মান আলাপ শেষ বিষয়টায়, অর্থাৎ পরচর্চায় এসে গিয়ে স্বস্থির হল।

'শনুনেছেন, মালতিশ্যেভাও — মেয়ে নয়, মা — সেও diable rose* পোশাক বানাচ্ছে।'

'বলেন কী! না, এ যে খাসা ব্যাপার!'

'আমার অবাক লাগে, ব্রিদ্ধশ্বদ্ধি থাকলেও — উনি তো বোকা নন --দেখতে পাচ্ছেন না নিজেকে কী হাস্যকর করছেন।'

দ্বর্ভাগিনী মালতিশ্যেভার নিন্দায় আর ঠাট্টায় প্রত্যেকেরই বলার ছিল কিছ্ব না কিছ্ব, আলাপও ফুর্তিতে মুখর হয়ে উঠল জবলে ওঠা শিবিরাগ্নির মতো।

^{*} চটকদার গোলাপি (ফরাসি)।

প্রিলেসস বেট্সির স্বামী, সদাশয় স্থ্রলকায় মান্র, এনগ্রেভিং সংগ্রহে পাগল, স্বীর অতিথি এসেছেন শ্নে ক্লাবে যাবার আগে ছ্রায়ং-র্মে এলেন। নরম গালিচার ওপর দিয়ে নিঃশব্দে তিনি গেলেন প্রিনেসস মিয়াগ্কায়ার কাছে।

বললেন, 'নিলসনকে কেমন লাগল আপনার?'

'ওঃই, অমন চুপি চুপি কেউ আসে নাকি? আমায় যা ভয় পাইয়ে দিয়েছেন' — জবাব দিলেন উনি। 'আমার কাছে অপেরার কথা বলবেন না বাপ্র, সঙ্গীত আর্পান কিছ্রই বোঝেন না। আমি বরং আপনার মানেনেমে গিয়ে আপনার মাওলিকা আর এনগ্রেভিং নিয়ে কথা বলব আপনার সঙ্গে। তা প্রানা বাজারে সম্প্রতি কী ধন কিনলেন?'

'দেখতে চান? তরে আপনি ওর মর্ম ব্রুঝবেন না।'

'দেখান। ওই ওদের, কী যেন বলে ওদের... ওই ব্যাঞ্চারদের কাছে আমি শিখেছি... ওদের চমৎকার চমৎকার এনগ্রেভিং আছে। আমাদের ওরা দেখায়।'

'সেকি, আপনারা শিউট্সব্র্গদের ওখানে গিয়েছিলেন?' সামোভারের ওখান থেকে জিগ্যেস করলেন কর্নী।

'গিয়েছিলাম ma chère। স্বামীর সঙ্গে আমায় তারা নেমস্তম করেছিল। বললে, ডিনারটার সসের দাম হাজার র্ব্ল' — সবাই তাঁর কথা শ্নছেন টের পেয়ে উচ্চকণ্ঠে বললেন প্রিন্সেস মিয়াগ্কায়া, 'কিস্তু অতি ভারি বিছছিরি সস, কেমন সবজেটে। ওদেরও ডাকতে হয় তো, আমি সস্বানালাম প্র্চাশ কোপেকে, স্বাই ভারি খ্রশি। হাজার-র্ব্লী সস্বানানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

কর্নী বললেন, 'এ শুধু মিয়াগ্কায়াই পারেন!'

'আশ্চর্য'!' কে যেন মন্তব্য করলেন।

প্রিন্সেস মিয়াগ্কায়ার উক্তিতে সর্বদাই প্রভাব পড়ত একই রকম, আর সে প্রভাবের গোপন রহস্য এই যে এখনকার মতো বিশেষ প্রাসঙ্গিক না হলেও বলতেন সহজ কথা যার অর্থ আছে। যে সমাজে তাঁর চলাফেরা, সেখানে এমন কথায় ফল হত অতি স্বর্গিসক টিপ্পনির মতো। প্রিন্সেস মিয়াগ্কায়া ব্বতে পারতেন না কেন তাঁর কথা এমন প্রভাব ফেলছে, কিন্তু জানতেন যে ফেলছে এবং সেটা কাজে লাগাতেন।

প্রিন্সেস মিয়াগ্কায়া যখন কথা কইছিলেন তখন সবাই তা শ্রনছিলেন

এবং রাষ্ট্রদ্তপত্নীর ওথানে আলাপ থেমে গিয়েছিল বলে গৃহস্বামিনী চাইলেন গোটা সমাজকে একজায়গায় জড়ো করতে, রাষ্ট্রদ্তপত্নীকে তিনি বললেন:

'সত্যিই আপনার আর চা লাগবে না? আমাদের এখানে আপনারা উঠে এলে পারেন।'

'না, না আমরা এখানে বেশ আছি' — হেসে জবাব দিলেন রাষ্ট্রদ্তপঙ্গী এবং যে আলোচনাটা শ্রুর হয়েছিল তা চালিয়ে গেলেন।

আলোচনাটা খ্বই প্রীতিকর। স্বামী-স্ত্রী কার্রোননদের নিন্দে হচ্ছিল।

'মস্কো থেকে ফেরার পর আমা অনেক বদলে গেছে। কী একটা অদ্ভূত
জিনিস ঘটেছে ওর ভেতর' — বলছিলেন আমার বান্ধবী।

'প্রধান বদলটা এই যে উনি আলেক্সেই ভ্রন্স্কির ছায়াকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন' — বললেন রাষ্ট্রদূতপত্নী।

'তাতে কী? গ্রিমের একটি উপকথায় আছে একটি লোকের ছায়া নেই, ছায়া সে হারিয়েছে; কিসের জন্যে যেন এটা তার শাস্তি। আমি কখনো ব্যুতে পারি নি শাস্তিটা কেন। কিস্তু নারীর পক্ষে ছায়া না থাকাটা ভালো লাগার কথা নয়।'

'তা ঠিক, কিন্তু যে নারীর পেছনে ছায়া থাকে, সাধারণত তার পরিণাম হয় খারাপ' — বললেন আন্নার বান্ধবী।

এ কথা কানে যেতে হঠাৎ বলে উঠলেন প্রিন্সেস মিয়াগ্কায়া, 'জিব আপনার খসে পড়্ক। কারেনিনা চমৎকার লোক। ওঁর স্বামীকে আমার ভালো লাগে না কিন্তু ওঁকে ভারি ভালোবাসি।'

রাষ্ট্রদত্তপত্নী বললেন, 'কেন ভালোবাসেন না স্বামীকে? আতি সঙ্জন লোক। আমার স্বামী বলেন, এরকম রাজপ্রেষ ইউরোপে কমই আছে।'

'আমার স্বামীও আমায় তাই বলেছেন, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না' — বললেন প্রিন্সেস মিয়াগ্কায়া, 'আমাদের স্বামীরা ও সব না বললে আমরা দেখতে পেতাম ব্যাপারটা সত্যিই কী। আমার মতে কিন্তু আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ স্লেফ একটি বোকারাম। আমি এটা চুপি চুপি বলছি... কিন্তু সব পরিক্কার হয়ে উঠছে তা কি সত্যি নয়? আগে যখন ওঁকে, বুদ্ধিমান বলে ভাবতে আমায় বলা হয়, আমি তন্ন তন্ন করে সব দেখেশ্ননে বুঝলাম আমিই বোকা, কেননা ওঁর মধ্যে বুদ্ধি কিছু খুঁজে পাছিছ না।

তারপর যেই আমি চুপি চুপি বললাম, উনি বোকা, অমনি সব পরিষ্কার হয়ে গেল, তাই না?'

'আজ আপনি ভারি খাপ্পা।'

'একটুও না। আমার যে গত্যন্তর নেই। আমাদের দ্ব'জনের মধ্যে কেউ একজন তো বোকা। আর জানেন তো, নিজের সম্পর্কে ও-কথা কখনো বলা চলে না।'

'কেউ নিজের অবস্থায় খ্নিশ নয়, কিন্তু সবাই খ্নিশ নিজের ব্নিদ্ধতে' — ফরাসি কবিতা উদ্ধৃত করলেন কটনীতিক।

'যা বলেছেন' — তাড়াতাড়ি তাঁর দিকে ফিরলেন প্রিন্সেস মিয়াগ্কায়া, তবে আসল কথা, আমাকে আমি আপনাদের কবলে ছেড়ে দিচ্ছি না। ভারি ভালো, মিণ্টি মেয়ে। সবাই যদি তাঁর প্রেমে পড়ে যায়, ছায়ার মতো পিছ্ব নেয় তাঁর, কী তিনি করবেন?'

'আমিও তার দোষ ধরার কথা ভাবছিও না' — আত্মসমর্থন করলেন আন্নার বান্ধবী।

'কেউ যদি ছায়ার মতো আমাদের পেছ্ন না নেয়, তার মানে এই নয় যে অন্যের সমালোচনা করার অধিকার আমাদের আছে।'

আন্নার বান্ধবীকে উচিতমতো দাবড়ি দিয়ে প্রিন্সেস মিয়াগ্কায়া উঠে দাঁড়ালেন এবং যে টেবিলে সাধারণ আলাপ চলছিল প্রাশিয়ার রাজাকে নিয়ে, রাণ্ট্রদ্তপত্নীর সঙ্গে গিয়ে যোগ দিলেন তাতে।

বেট্সি শুধালেন, 'ওখানে আপনাদের কী পরচর্চা হচ্ছিল?'

'কারেনিনদের নিয়ে। প্রিন্সেস আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের ম্ল্যায়ন করেছেন' — হেসে আসন নিয়ে বললেন রাষ্ট্রদূতপঙ্গী।

'দ্বংখের কথা যে শ্বনতে পেলাম না' — প্রবেশদ্বারের দিকে তাকিয়ে বললেন গৃহস্বামিনী। 'আরে. শেষ পর্যস্ত এলেন তাহলে!' আগস্তুক দ্রন্স্কিকে তিনি হেসে বললেন।

দ্রন্দিক শ্বা সবার সঙ্গে পরিচিত তাই নয়, এখানে যাঁদের তিনি দেখলেন, নিত্য তাঁদের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর, তাই যাদের এইমাত্র ছেড়ে গিয়েছে তাদের কাছে যে অনায়াস ভঙ্গিতে লোকে ফেরে সেইভাবে দ্রন্দিক ভেতরে ঢুকলেন।

'কোখেকে আসছি?' রাষ্ট্রদত্তপত্নীর প্রশেনর জবাবে তিনি বললেন, 'কী করা যাবে, কব্ল করতেই হচ্ছে। ব্যুফ অপেরা থেকে। মনে হচ্ছে শতবার গোছ, কিন্তু প্রতিবারই পেয়েছি নতুন আনন্দ। অপ্রে'! জানি এটা লজ্জার কথা: অপেরায় আমার ঘ্রম পায়, কিন্তু ব্রফ অপেরাগ্রলোয় আমি শেষ মিনিট পর্যস্ত বসে থাকি এবং খ্রাশ হয়ে। যেমন আজকে...'

উনি ফরাসি অভিনেত্রীর নাম করে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু রাষ্ট্রদ**্**তপত্নী সরস সভয়ে বাধা দিলেন:

'ওই ভয়াবহ কা**'**ডটার কথা বলবেন না দয়া করে।'

'বেশ, বলব না, বিশেষ করে এই ভয়াবহতাটা যখন সকলেরই জানা।'

'কিন্তু অপেরার মতো মনোহর হলে সবাই আমরা সেখানে যেতাম' — খেই ধরলেন প্রিন্সেস মিয়াগ্ কায়া।

11911

দরজায় পদশব্দ শোনা গেল, সেটা যে কারেনিনার তা জানা থাকায় প্রিলেসস বেট্রিস চাইলেন দ্রন্হিকর দিকে। দ্রন্হিক দরজার দিকে তাকালেন, মুথে তাঁর একটা নতুন বিচিত্র ভাব ফুটে উঠল। যিনি এলেন, তাঁর দিকে তিনি সানন্দে, একদ্ষেট, সেইসঙ্গে ভয়ে ভয়ে চেয়ে রইলেন, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন আসন থেকে। ড্রায়ং-রয়ম চুকলেন আয়া। দ্ভিপাত না বদলে, বরাবরের মতো খাড়া দাঁড়িয়ে, উর্চু সমাজের অন্যান্য নারীর চলন থেকে আলাদা তাঁর দ্রত, দ্রু, লঘ্ম কয়েকটা পদক্ষেপে গ্রুম্বামিনীর কাছ থেকে তাঁর দ্রেঘটা উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর করমর্দন করলেন তিনি এবং সেই হাসি নিয়েই চাইলেন দ্রন্হিকর দিকে। দ্রন্হিক অনেকখানি মাথা নয়ইয়ে তাঁর দিকে চেয়ার এগিয়ে দিলেন।

আন্না শ্ব্ধ্ব মাথা ন্ইয়ে তার প্রত্যুত্তর দিলেন এবং লাল হয়ে উঠে ভূর্ব কোঁচকালেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই পরিচিতদের উদ্দেশে দ্র্ত মাথা নেড়ে এবং এগিয়ে দেওয়া হাতে চাপ দিয়ে তিনি কর্ত্রাকৈ বললেন:

'কাউপ্টেস লিদিয়ার কাছে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম আগেই আসব কিন্তু বসে থাকতে হল। ওখানে ছিলেন স্যার জন। ভারি আকর্ষণীয় লোক।'

'ও, সেই মিশনারি?'

জীবন সম্পর্কে উনি খ্ব আগ্রহ জাগাবার মতো গল্প

করাছলেন।

তাঁর আগমনে ছিল্ল আলাপ ফু' দিয়ে নেবানো দীপশিখার মতো ফের দপদিপিয়ে উঠল।

'স্যার জন! হ্যাঁ, স্যার জন। আমি ওঁকে দেখেছি। কথা বলেন চমংকার। ভ্লাসিয়েভা একেবারে তাঁর প্রেমে পড়ে গিয়েছেন।'

'আচ্ছা, ভ্লাসিয়েভার ছোটো মেয়ে নাকি তপোভকে বিয়ে করছে, সতিঃ'

'হ্যাঁ, শ্বনেছি এটা একেবারে স্থির হয়ে গেছে।'

'ওর বাপ-মায়ের কথা ভেবে আমার অবাক লাগে। লোকে বলে, এটা নাকি প্রণয়ঘটিত বিয়ে।'

'প্রণয়ঘটিত? কী মান্ধাতা আমলের ধারণা আপনার! প্রণয়ের কথা আজকাল কে বলে?' বললেন রাষ্ট্রদূতপত্নী।

'কী করা যাবে? এই নির্বোধ সাবেকী রীতিটা এখনো অচল হয়ে যাচ্ছে না' — বললেন দ্রন্স্কি।

'এ রীতিটা যারা আঁকড়ে থাকে তাদের কপাল খারাপ। শ্বধ্ব কাণ্ডজ্ঞান থেকে বিয়েই আমি দেখেছি স্বখী।'

'তা ঠিক, তবে যে প্রণয়কে স্বীকৃতি দিচ্ছেন না, ঠিক তার আবির্ভাবেই কাণ্ডজ্ঞানের বিয়ে ধূলিসাং হয়ে যায় কত বারবার' — দ্রন্সিক বললেন।

'কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানের বিয়ে আমরা তাকে বলি যখন উভয় পক্ষই তাদের পাগলামির পালা শেষ করেছে। ওটা স্কালেটি জনুরের মতো, কাটিয়ে উঠতে হয়।'

'বসন্তের টীকা দেবার মতো করে কৃত্রিমভাবে প্রণয় জাগাবার টীকা দেওয়াও শিখতে হবে তাহলে।'

প্রিন্সেস মিয়াগ্কায়া বললেন, 'অল্প বয়সে আমি আমাদের পাদ্রীর প্রেমে পড়েছিলাম। জানি না এতে আমার লাভ হয়েছে কিনা।'

'না, আমার ধারণা, ঠাট্টা নয়, প্রেম কী জানতে হলে ভূল করা এবং পরে তা শ্বধরে নেওয়া দরকার' — বললেন প্রিন্সেস বেট্রসি।

'এমনকি বিয়ের পরেও?' রসিকতা করে বললেন রাষ্ট্রদ্তপঙ্গী।

ইংরেজি প্রবচন উদ্ধৃত করে কূটনীতিক বললেন, 'অন্তাপের সময় কখনো ফুরিয়ে যায় না।'

বেট্সি খেই ধরলেন. 'ঠিক এই জন্যেই দরকার ভুল করা এবং শোধরানো। আপনি কী মনে করেন?' উনি জিগ্যেস করলেন আমাকে, যিনি ঠোঁটে সামান্য লক্ষণীয় ক্সির হাসি নিয়ে এই কথাবার্তাটা শ্নছিলেন। 'আমার মনে হয়' — খ্লে ফেলা দস্তানা নাড়াচাড়া করতে করতে আহা বললেন, 'আমার মনে হয়… যতগন্লো মাথা, মনও যদি হয় ততগন্লো, তাহলে যতগ্লো হদয়, ভালোবাসাও হবে তত রকমের।'

আমা কী বলৈন তার জন্য উদ্বিগ্ন ব্বেক তার দিকে চেয়েছিলেন দ্রন্দিক। আমার এই কথাগ্বলো শ্বনে তিনি হাঁপ ছাড়লেন যেন একটা বিপদ কাটিয়ে উঠেছেন।

হঠাৎ তাঁর দিকে চাইলেন আলা:

'মস্কো থেকে চিঠি পেয়েছি। লিখছে যে কিটি শ্যেরবাৎস্কায়া খ্ব অস্কুষ্।'

'তাই নাকি?' ভূর, কু'চকে দ্রন্সিক বললেন। কঠোর দৃণ্টিতে আন্না চাইলেন তাঁর দিকে। 'এতে আপনার কোনো আগ্রহ নেই?'

'বরং উল্টো, অত্যন্ত আগ্রহী, জানতে পারি কি ঠিক কী আপনাকে লিখেছে?'

আন্না উঠে দাঁড়িয়ে বেট্সির কাছে গেলেন।
তাঁর চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দিন এক কাপ চা।'
প্রিন্সেস বেট্সি যখন চা ঢালছিলেন, দ্রন্দিক এলেন আন্নার কাছে।
'কী আপনাকে লিখেছে?' ফের জিগ্যেস করলেন তিনি।

'আমার প্রায়ই মনে হয় যে পর্বর্ষেরা বোঝে না কোনটা অনর্দার যদিও প্রায়ই বলে থাকে সে কথা' — দ্রন্দিকর জিজ্ঞাসার জবাব না দিয়ে আল্লা বললেন। 'আমি অনেকদিন থেকে আপনাকে বলব ভাবছিলাম' — কয়েক পা এগিয়ে কোণের একটা অ্যালবাম টেবিলের কাছে বসে তিনি যোগ করলেন।

দ্রন্দিক তাঁকে চায়ের কাপ দিয়ে বললেন, 'আপনার কথার অর্থ ঠিক ধরতে পারছি না।'

আন্না সোফায় তাঁর পাশে দ্বিউপাত করলেন, দ্রন্স্কিও তংক্ষণাং বসলেন সেখানে।

তাঁর দিকে না চেয়ে আন্না বললেন, 'হ্যাঁ, আপনাকে বলতে চাইছিলাম, আপনি খারাপ কাজ করেছেন. খারাপ. অতান্ত খারাপ।' 'আমি কি জানি না যে কাজটা খারাপ হয়েছে? কিন্তু অমন যে হল তার কারণ কে?'

'এ কথা আমায় বলছেন কেন?' কঠোর দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আহ্না বললেন।

'আপনি জানেন কেন' — অসংকোচে, সানন্দে জবাব দিলেন দ্রন্দিক, চোখ না নামিয়ে গ্রহণ করলেন তাঁর দ্ভিট।

দ্রন্দিক নন, আন্নাই থতমতো খেলেন।

'এতে শুখু প্রমাণ হয় যে আপনার হৃদয় বলে কিছু নেই' — আহ্না বললেন। কিন্তু তাঁর দ্ভিট বলছিল, ওঁর যে হৃদয় আছে সেটা তিনি জানেন আর সেই জন্য ভয় করেন তাঁকে।

'আর্পান এখন যে কথাটা বললেন ওটা দ্রম, ভালোবাসা নয়।'

'মনে রাখবেন যে ঐ শব্দটা, ঐ অমান্ষিক শব্দটা উচ্চারণ করতে আমি আপনাকে বারণ করেছি' — আল্লা বললেন কে'পে উঠে; কিন্তু তৎক্ষণাৎ টের পেলেন যে 'বারণ করেছি' এই একটা কথাতেই ওঁর ওপর নিজের খানিকটা অধিকার তিনি স্বীকার করে নিচ্ছেন এবং তাতে করে ভালোবাসার কথা বলতে উৎসাহিত করছেন ওঁকে। 'অনেকদিন থেকে আপনাকে বলব ভাবছিলাম' — দ্টভাবে ওঁর চোখের দিকে চেয়ে ম্খ দদ্ধানো লালিমায় আরও রাঙা হয়ে তিনি বলে গেলেন, 'আজ ইচ্ছে করেই আমি এখানে এসেছি আপনার দেখা পাব জেনে। এলাম আপনাকে বলতে যে এটা শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। কারো সামনে আমায় কখনো লাল হয়ে উঠতে হয় নি অথচ কিসের জন্যে যেন নিজেকে অপরাধী বলে ভাবতে আপনি আমায় বাধ্য করছেন।'

দ্রন্দিক ওঁর দিকে চেয়ে অভিভূত হলেন তাঁর মুখের নতুন একটা আত্মিক লাবণ্যে।

'আমাকে কী করতে বলেন?' সহজভাবে গ্রের্থসহকারে জিগ্যেস করলেন দ্রন্তিক।

আন্না বললেন, 'আমি চাই যে আপনি মস্কোয় গিয়ে কিটির কাছে ক্ষমা চাইবেন।'

দ্রন্দিক বললেন, 'সেটা আপনি চান না!'

তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে আলা যা চাইছেন সেটা নয়, জোর করে নিজেকে দিয়ে যা বলাচ্ছেন সেটাই বলছেন। 'আমায় যদি আপনি ভালোবাসেন যা আপনি বলছেন' — আন্না বললেন ফিসফিসিয়ে, 'তাহলে এমন কর্ন যাতে আমি শান্তিতে থাকি।'

धन् श्वित भाष जनलन्म करत छेठेन।

'আপনি কি জানেন না যে আমার কাছে আপনিই আমার গোটা জীবন, কিন্তু শান্তি আমার নেই, আপনাকে তা দিতেও পারব না। আমার গোটাটাই, ভালোবাসা — হ্যাঁ। আমি আপনাকে আর নিজেকে প্থক বলে ভাবতে পারি না। আমার কাছে আপনি আর আমি একই। আর ভবিষ্যতে শান্তির কোনো সম্ভাবনা আমি দেখতে পাচ্ছি না, আপনার জন্যেও নয়, আমার জন্যেও নয়, আমি দেখতে পাচ্ছি কেবল নিরাশার, দ্বংথের সম্ভাবনা... অথবা দেখছি স্বথের সম্ভাবনা, আহ্ কী সে স্ব্থ!.. সে কি সম্ভব নয়?' এই কথাটা তিনি বললেন শ্ব্র্য্ব তাঁর ঠোঁট নেড়ে, কিন্তু আয়া শ্ব্নতে পেলেন।

যা উচিত সেটা বলার জন্য চিত্তের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলেন আন্না, কিন্তু তার বদলে প্রেমাকুল দ্ভিট নিবদ্ধ করলেন দ্রন্স্কির ওপর এবং কিছুই বললেন না।

'এইতো!' সোল্লাসে ভ্রন্ শ্বিক ভাবলেন, 'যথন আমি একেবারে হতাশ হয়ে উঠেছি, যখন মনে হচ্ছিল এর বৃঝি আর শেষ নেই, তখন এইতো! আমায় ও ভালোবাসে। সেটা ও স্বীকার করছে।'

'তাহলে আমার জন্যে এইটে কর্ন, আর কখনো বলবেন না ঐ সব কথা, ভালো বন্ধ্ব হয়ে থাকব আমরা' — মুখে এই কথা বললেন আমা, কিন্তু ভিন্ন কথা বলছিল তাঁর চোখ।

'বন্ধনু আমরা হব না, আপনি নিজেই তা জানেন। কিন্তু আমরা সবচেয়ে সুখী নাকি সবচেয়ে দুঃখী লোক হব, সেটা আপনার আয়ত্তে।'

की এकটা বলতে যাচ্ছিলেন আল্লা, किन्नु দ্রন্দিক বাধা দিলেন।

'আমি তো শ্ব্দ্ব একটা জিনিস চাইছি, আশা করার, এখনকার মতো কণ্ট পাবার অধিকার। কিন্তু তা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে আমাকে উধাও হতে বল্বন, আমি তাই হব। আমার উপস্থিতি যদি আপনার দ্বঃসহ লাগে. তাহলে আমাকে আর কখনো দেখতে পাবেন না আপনি।'

'আপনাকে কোথাও তাড়িয়ে দিতে আমি চাই না।'

'শ্বধ্ব কিছ্বই যেন বদলাবেন না। যেমন আছে, তেমনিই সব থাক' — কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন ভ্রন্সিক, 'ঐ যে আপনার স্বামী।' সত্যিই এইসময় তাঁর শাস্ত বিদঘ্টে চলনে ড্রায়ং-র্মে ঢুকলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

স্ত্রী আর দ্রন্স্পির দিকে দ্রিপাত করে তিনি গেলেন কর্ত্রীর কাছে, এক কাপ চায়ের সামনে বসে ধীর-স্থির, সর্বদা যা শ্রুতিভেদী, তাঁর সেই গলায় বরাবরকার মতো রহস্যের স্ক্রে কাকে নিয়ে যেন ঠাট্টা করতে লাগলেন।

গোটা সমাজের ওপর চোখ ব্রলিয়ে তিনি বললেন, 'আপনার রামব্রলিয়ে সালোঁ একেবারে জমজমাট। সমস্ত রূপদেবী আর কলালক্ষ্মীই বিরাজমান।'

কিন্তু প্রিন্সেস বেট্সি তাঁর এই স্বর, যাকে তিনি ইংরেজিতে বলতেন sneering* তা সইতে পারতেন না, ব্দিমতী গ্রুকরী হওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে টেনে আনলেন বাধ্যতাম্লক সৈন্যভুক্তির গ্রুর্ত্বপূর্ণ আলোচনায়। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচও অর্মান কথোপকথনে মেতে উঠে গ্রুর্ত্বসহকারেই নতুন আদেশটা সমর্থন করতে লাগলেন, যাকে আক্রমণ করছিলেন প্রিন্সেস বেট্সি।

দ্রন্দিক আর আল্লা বসেই রইলেন ছোটো টেবিলটার কাছে।

দ্রন্দিক, আল্লা এবং তাঁর স্বামীর দিকে ইঙ্গিত করে জনৈক মহিলা ফিসফিস করলেন, 'এটা অশোভন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

'কী বলেছিলাম আমি?' জবাব দিলেন আন্নার বান্ধবী।

কিন্তু শ্বধ্ব এই মহিলারাই নয়, ড্রায়ং-র্মে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই, এমনিক প্রিন্সেস মিয়াগ্কায়া এবং স্বয়ং বেট্সিও বার কয়েক করে চেয়ে দেখছিলেন সাধারণ চক্র থেকে সরে যাওয়া ঐ দ্বজনের দিকে, এ চক্রটায় যেন ব্যাঘাত হচ্ছিল তাঁদের। শ্বধ্ব আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ সেদিকে একবারও চাইলেন না, যে আলাপটা শ্বন্ব হয়েছিল, বিচ্যুত হলেন না তার আকর্ষণ থেকে।

সবার ওপরেই একটা অপ্রীতিকর ছাপ পড়ছে লক্ষ্য করে প্রিন্সেস বেট্সি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বচন শন্নে যাবার জন্য তাঁর নিজের জায়গায় আরেকজনকে বসিয়ে গেলেন আল্লার কাছে।

বললেন, 'আপনার স্বামীর কথায় স্পষ্টতা আর যথাযথতা আমায় সর্বদাই অবাক করে দেয়। উনি যখন বলেন, সবচেয়ে তুরীয় ব্যাপারগন্লোও তখন বোধগম্য হয়ে ওঠে আমার কাছে।'

শ অবজ্ঞাস, চক (ইংরেজি)।

'ও হাাঁ!' স্বথের হাসিতে জবলজবল করে উঠে এবং বেট্সি যা বলছিলেন তার একটা কথাও না ব্বে আন্না বললেন। বড়ো টেবিলটায় উঠে এলেন তিনি, যোগ দিলেন সাধারণ কথাবার্তায়।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আধঘণ্টাখানেক থেকে স্বারি কাছে এসে তাঁর সঙ্গে বাড়ি যেতে বললেন; তাঁর দিকে না তাকিয়েই আলা জবাব দিলেন যে নৈশাহারের জন্য তিনি থেকে যাবেন। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ মাথা নুইয়ে বেরিয়ে গেলেন।

কারেনিনার কোচোয়ান, স্থ্লকায় বৃদ্ধ তাতারের পক্ষে গেটের কাছে ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া বাঁয়ের ছাইরঙা ঘোড়াটাকে সামলে রাখা কঠিন হচ্ছিল। দরজা খ্লে দাঁড়িয়ে ছিল চাপরাশি, খানসামা দাঁড়িয়ে ছিল বাইরের দরজাটা ধরে। ছোটু ক্ষিপ্র হাতে তাঁর ফারকোটের হ্কে আটকে যাওয়া আস্থিনের লেস ছাড়াতে ছাড়াতে মাথা নিচু করে উৎফুল্ল হয়ে আল্লা শ্লেছিলেন তাঁকে গাড়িতে তুলে দিতে এসে যা বলছিলেন দ্রন্স্কি।

তিনি বলছিলেন, 'আপনি কিছু বললেন না; ধরা ধাক আমিও কিছু দাবি করছি না, কিন্তু আপনি তো জানেন, বন্ধুছে আমার কাজ নেই, জীবনের একটা সূত্রই আমার পক্ষে সম্ভব, এটা সেই শব্দ যা আপনার এত অপছন্দ... হাাঁ. ভালোবাসা...'

'ভালোবাসা...' — ধীরে ধীরে, আভ্যন্তরীণ কোনো কণ্ঠস্বরে পর্নর্ত্তিকরলেন আন্না, তারপর হঠাৎ হর্কটা ছাড়ানো মাত্র তিনি যোগ দিলেন, 'কথাটা আমি ভালোবাসি না কারণ ওর তাৎপর্য আমার কাছে বড়ো বেশি, আপনার পক্ষে যা বোঝা সম্ভব তার চেয়েও অনেক' — তারপর ওঁর ম্থের দিকে চাইলেন তিনি, 'আসি!'

ওঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন আন্না, তাবপর স্থিতিস্থাপক পদক্ষেপে খানসামার পাশ দিয়ে অস্তর্ধান করলেন গাড়ির ভেতরে।

তাঁর দ্ভিপাত, হাতের স্পর্শ যেন আগন্ন ছ্রইয়ে দিল দ্রন্স্কির দেহে। তাঁর হাতের যেখানটা আলা স্পর্শ করেছিলেন, সেখানে চুম্ খেলেন তিনি, তারপর স্থাবেশে এই চেতনা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন যে গত দ্মাসে যা হয়েছে তার চেয়ে তাঁর লক্ষ্যের অনেক কাছাকাছি তিনি এসে গিয়েছেন আজ সন্ধ্যায়। শ্রন্দিকর সঙ্গে আলাদা একটা টেবিলের কাছে বসে কী নিয়ে যেন সজীব কথাবার্তা কইছিলেন তাঁর স্ত্রী, এতে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ অস্বাভাবিক বা অশোভন কিছু দেখেন নি; কিন্তু তাঁর নজরে পড়েছিল যে জ্রািয়ং-র্মের অন্যান্যদের কাছে এটা কেন জানি অস্বাভাবিক এবং অশোভন ঠেকেছিল, স্বতরাং তাঁর কাছেও এটা মনে হল অশোভন। ঠিক করলেন, স্ত্রীকে সে কথা বলা দরকার।

বাড়ি ফিরে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর কেবিনেটে ঢুকলেন, যা তিনি সাধারণত করে থাকেন, আরাম কেদারায় বসে পোপতন্দ্র সম্পর্কে একটা বইয়ের কাগজ্র-কাটা ছনুরি চাপা দেওয়া জায়গাটা খনুললেন এবং পড়ে গেলেন রাত একটা পর্যন্ত যা তাঁর অভ্যাস; শন্ধনু মাঝে মধ্যে তাঁর ঢিপ কপালখানা মনুছে, মাথা ঝাঁকিয়ে কী একটা যেন তাড়াতে চাইছিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে উঠে তিনি তাঁর নৈশ প্রসাধন সারলেন। আলা তখনো ফেরেন নি। বই বগলে করে ওপরে উঠলেন তিনি; কিন্তু তাঁর কর্মক্ষেত্রের ব্যাপার নিয়ে অভ্যন্ত ভাবনা ও পরিকল্পনাদির বদলে আজ রাত্রে তাঁর মন ভরে ছিল স্দ্রীর ভাবনায়, কী একটা অপ্রীতিকর তাঁর ঘটেছে তাই নিয়ে। নিজের অভ্যাসের যা বিপরীত বিছানায় তিনি শনুলেন না, পিঠের পেছনে হাতে হাত দিয়ে পায়চারি করতে লাগলেন ঘরগনুলোয়। উনি শনুতে পারছিলেন না, টের পাচ্ছিলেন, যে-অবস্থাটার উদ্ভব হয়েছে, সবার আগে তা নিয়ে ভাবা দরকার।

যখন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ নিজেই ঠিক করে নেন যে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা দরকার, তখন জিনিসটা তাঁর কাছে সহজ এবং সাধারণ মনে হয়েছিল; কিন্তু এখন এই নবোদ্ভূত অবস্থাটা নিয়ে ভাবতে গিয়ে ব্যাপারটা তাঁর কাছে খুবই কঠিন আর জটিল মনে হল।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ঈর্ষাপরায়ণ লোক নন। তাঁর ধারণা ছিল ঈর্ষাতে দ্বাকৈ অপমান করা হয়, অথচ দ্বার প্রতি আস্থা থাকা উচিত। কেন আস্থা, অর্থাৎ পরিপ্র্ণ এই নিশ্চিতি পোষণ করা উচিত যে তাঁর যুবতী বধ্ সর্বদা তাঁকে ভালোবেসে যাবে, এ প্রশ্ন তিনি নিজেকে কখনো করেন নি; কিন্তু অনাস্থা তিনি রাখেন নি কখনো, তাই আস্থাই রাখতেন এবং নিজেকে বলতেন তাঁর আস্থা রাখা উচিত। এখন কিন্তু ঈর্ষা যে একটা লক্জাকর মনোভাব, আর আস্থা রাখা উচিত তাঁর এ প্রতায় ভেঙে

না পড়লেও অন্ভব করছিলেন কেমন একটা অয়েজিক আর অবােধগম্য জিনিসের মন্থামন্থি এসে দাঁড়িয়ছেন এবং ভেবে পাচ্ছিলেন না কী করবেন। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এসে দাঁড়িয়েছেন জীবনের মন্থামন্থি, তাঁকে ছাড়া স্থী অপর কাউকে ভালােবাসতে পারে এই সম্ভাবনার মন্থামন্থি, এবং এটা তাঁর কাছে হয়ে দাঁড়াল অতি অর্থহীন আর দন্বোধ্য, কেননা খোদ জীবনই হল এইটে। সারা জীবন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কাটিয়েছেন এবং কাজ করেছেন কাজকর্মচারীদের মধ্যে জীবনের প্রতিফলন নিয়ে যাদের কারবার। যথনই খোদ জীবনের মন্থামন্থি হয়েছেন, ততবারই তা থেকে সরে এসেছেন। এখন তাঁর সেইরকম একটা বােধ হল যা হয় যথন কোনাে লােক অতল গহনুরের ওপরকার সেতু দিয়ে নিশ্চিন্তে যেতে যেতে হঠাং দেখে যে সেতুটা ভেঙে পড়েছে, ঘন্র্ণিজল দেখা দিয়েছে সেখানে। ঘন্ত্রিজলটাই আসল জীবন, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ যে কৃত্রিম জীবন কাটিয়েছেন সেতুটা হল তাই। অন্য কাউকে ভালােবাসতে পারা তাঁর স্থীর পক্ষে সম্ভব, এ প্রশ্ন তাঁর সামনে দেখা দিল এই প্রথম, তাতে আতংক হল তাঁর।

পোশাক না ছেড়ে সমতাল পদক্ষেপে উনি পায়চারি করছিলেন একটিমার বাতিতে আলোকিত খাবার ঘরের শব্দিত পার্কেটে, অন্ধকার ড্রায়ং-র্মের গালিচার ওপর দিয়ে, যেখানে আলো প্রতিফলিত হচ্ছিল কেবল সোফার ওপরে টাঙানো সম্প্রতি আঁকানো তাঁরই বৃহৎ পোর্টেটটায়, গেলেন আন্নার কোবনেট পোরয়ে, সেখানে দ্বিট মোমবাতির আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আন্নার বান্ধবী আর আত্মীয়স্বজনের প্রতিকৃতি, লেখার টেবিলে তাঁর বহুপরিচিত স্বন্দর স্বন্দর আভরণ। সে ঘর পেরিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন শোবার ঘরের দরজা পর্যস্ত, তারপর আবার ফিরছিলেন।

প্রত্যেকটা পাড়ির শেষে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আলোকিত ডাইনিং-র্মের পার্কেটের ওপর তিনি থামছিলেন, মনে মনে বলছিলেন, 'হাাঁ, এটার একটা সমাধান করা উচিত, বন্ধ করা দরকার, নিজের অভিমত দিয়ে নিজের সিদ্ধান্ত জানাতে হবে।' তারপর ফিরছিলেন। 'কিন্তু কী অভিমত? কিসের সিদ্ধান্ত?' জ্রািং-র্মে নিজেকে তিনি শ্বধালেন কিন্তু কোনো উত্তর খ্রুজে পেলেন না। 'হ্যাঁ' — কেবিনেটে ঢোকার ম্থে ভাবলেন, 'শেষপর্যস্ত ঘটেছে-টা কাঁ? অনেকখন ধরে আন্না কথা বলেছে ওর সঙ্গে। কিন্তু কী হল তাতে? সমাজে নারীরা তো কতরকম লোকের সঙ্গেই কথা বলে থাকে। তা ছাড়া, ঈর্বা

করার অর্থ ওকে আমাকে, দ্ব'জনকেই হীন করা' — আমার কেবিনেটে
চুকে তিনি নিজেকে বোঝালেন। কিন্তু এ য্বন্তি আগে তাঁর কাছে বেশ
ভারিন্ধি বোধ হলেও এখন তার আর কোনো ভার ছিল না, অর্থ ছিল না।
শোবার ঘরের দরজা থেকে তিনি ফের এলেন হলে; কিন্তু, যেই তিনি পেছন
ফিরে চুকলেন অন্ধকার ড্রায়িং-র্মে, অর্মান কী একটা কণ্ঠস্বর তাঁকে বললে
ওটা ঠিক নয়, যখন অন্য লোকেদের নজরে পড়েছে, তখন কিছ্ব একটা আছে।
ভাইনিং-র্মে তিনি ফের নিজেকে বললেন, 'হাাঁ, এটার একটা সমাধান করে,
বন্ধ করে নিজের অভিমত দেওয়া দরকার...' এবং প্রনরায় ড্রায়ং-র্মে মোড়
ফেরার সময় উনি নিজেকে শ্বধালেন: কী করে সমাধান করা যায়? পরে
নিজেকে প্রশন করলেন, কী ঘটেছে? এবং জবাব দিলেন: কিছ্বই না,
সমরণ করলেন যে দর্মা হল স্ক্রীর পক্ষে অপমানকর একটা মনোভাব, কিন্তু
ড্রায়ং-র্মে ফের নিশ্চিত হয়ে উঠলেন যে ঘটেছে কিছ্ব একটা। তাঁর দেহের
মতো ভাবনাও নতুন কিছ্বতে উপনীত না হয়ে পাক খাচ্ছিল একই ব্তে।
সেটা তাঁর খেয়াল হল, কপাল রগডে তিনি বসলেন আমার কেবিনেটে।

এমন সময় তাঁর টেবিলে ম্যালাকাইট লিখন-সরঞ্জাম আর শ্রন্ করা একটা চিরকুটের দিকে চেয়ে হঠাৎ বদলে গেল তাঁর চিন্তা। আল্লা সম্পর্কে, কী তিনি ভাবেন, অন্ভব করেন, সে নিয়ে ভাবনা হল তাঁর। এই প্রথম স্পষ্ট করে তাঁর কল্পনায় ভেসে উঠল আল্লার ব্যক্তিগত জীবন, তাঁর ভাবনাচিন্তা, তাঁর আকাষ্ক্রা, আর ওঁর যে নিজস্ব একটা জীবন থাকতে পারে, থাকার কথা, এ কথা ভেবে তাঁর এত ভয় হল যে তিনি তাড়াতাড়ি করে সে চিন্তা তাড়াতে চাইলেন। এটা সেই ঘ্রণিজল যেখানে তাকাতে তাঁর আতৎক হয়। মনে মনে এবং অন্ভূতিতে অন্য একজনের স্থলে নিজেকে বসানো, এমন একটা আত্মিক উদ্যোগ আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে বিজাতীয়। এর্প আত্মিক উদ্যোগকে তিনি মনে করতেন ক্ষতিকর, বিপক্জনক কল্পচারিতা।

তিনি ভাবলেন, 'সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার এই যে এখন, আমার ব্যাপারটা যখন চুকতে চলেছে' (যে প্রকল্পটা তিনি এখন পাশ করিয়ে নিতে যাচ্ছিলেন, তার কথা ভাবছিলেন তিনি) 'যখন আমার দরকার একান্ত শান্তি আর প্রাণের সমস্ত শক্তি. এখনই কিনা আমার ওপর ভেঙে পড়ল এই অর্থহীন উদ্বেগ। কিন্তু কী করি? আমি তেমন লোক নই যে অস্থিরতা আর উদ্বেগে ভোগে অথচ সোজাস্কৃত্তি তাকাবার শক্তি ধরে না।'

'আমাকে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং চুকিয়ে দিতে হবে' -তিনি বললেন শব্দ করেই।

'ওর হৃদয়াবেণের প্রশ্ন, কী তার অন্তরে ঘটেছে এবং ঘটতে পারে. সেটা আমার নয়, তার বিবেকের ব্যাপার, ধর্মের ব্যাপার' - মনে মনে তিনি ভাবলেন এবং এই উপলব্ধিতে তাঁর হালকা লাগল যে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য বিধিবিধানের ধারাটি তিনি খুঁজে পেয়েছেন।

'তাহলে' — স্থির করলেন তিনি, 'হৃদয়াবেগ ইত্যাদি মূলত ওর বিবেকের প্রশ্ন, ওটা আমার কোনো ব্যাপার হতে পারে না। আমার কর্তব্য পরিব্রুলর, পরিবারের কর্তা হিশেবে ওকে চালানো আমার কর্তব্য, স্কৃতরাং অংশত আমার দায়িত্ব থাকছে; যে বিপদটা আমি দেখতে পাচ্ছি সেটা দেখাতে হবে ওকে, সাবধান করে দিতে হবে. এমর্নকি অধিকারও খাটাতে হবে। এ সব ওকে বলতে হবে আমায়।'

স্ত্রীকে তিনি কী বলবেন সেটা পরিজ্বার দানা বেংধে উঠল তাঁর মাথায়। আর কী বলবেন তা ভেবে তাঁর এই জন্য আফশোস হল যে এমন একটা অলক্ষ্য গার্হস্থ্য ব্যাপারে তাঁর সময় আর চিন্তশক্তি ব্যয় করতে হচ্ছে; কিন্তু তাহলেও একটা প্রতিবেদনের আকারে তাঁর বক্তব্য এবং পরবর্তী ভাষণ তাঁর মাথায় একটা পরিজ্কার স্কুপণ্ট র্প নিল। 'আমাকে এই কথা বলতে এবং বোঝাতে হবে: প্রথমত, সামাজিক মতামত ও শোভনতার তাৎপর্যের ব্যাখ্যা; দ্বিতীয়ত, বিবাহের ধর্মীয় ব্যাখ্যা; তৃতীয়ত. যদি প্রয়োজন হয়, ছেলের কী দ্বর্ভাগ্য হতে পারে তার উল্লেখ; চতুর্থত, তার নিজের দ্বর্ভাগ্যের কথা।' এবং হাত নিচু করে আঙ্বলে আঙ্বলে গিণ্ট বেংধে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আঙ্বল মটকালেন।

হাতে হাত দিয়ে আঙ্বল মটকানো — এই বিছছিরি অভ্যাসটা সর্বদাই তাঁকে শাস্ত করে আনত, পেণছৈ দিত একটা স্বানিদিণ্ট অভিমতে, যা এখন তাঁর নিতান্ত প্রয়োজন। গেটের কাছে গাড়ি আসার শব্দ শোনা গেল। আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ হলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

সি'ড়িতে নারীর পদশব্দ। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর বক্তব্যে প্রস্তুত হয়ে গি'টে গি'টে আঙ্বল জড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, আশা করাছিলেন আরেকটা আঙ্বল মটকানির শব্দ। মটকাল। সি'ড়িতে পদশব্দ শোনার আগেই তিনি টের পাচ্ছিলেন আল্লার কাছিয়ে আসা, আর নিজের বক্তব্যে তিনি তৃষ্ট বোধ করলেও আসন্ন কথোপকথনে তাঁর ভয় হচ্ছিল।

হ্বডের থ্বপি নাড়তে নাড়তে মাথা নিচু করে আন্না আসছিলেন। ম্বখ তাঁর জবলজবল করছিল, কিন্তু তার ঝলকটা আনন্দের নয়, ঘোর অন্ধকার রাতে অগ্নিকান্ডের ভয়াবহ ঝলকের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল তা। স্বামীকে দেখে আন্না মাথা তুললেন, হাসলেন যেন ঘ্বম ভেঙ্গে উঠছেন।

'এখনো তুমি শোও নি? আশ্চর্য ব্যাপার!' বলে, হুড খুলে ফেলে না থেমে গেলেন তাঁর ড্রেসিং-রুমে। দরজার পেছন থেকে বললেন, 'সময় হয়ে গেছে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।'

'আন্না, তোমার সঙ্গে কিছু, কথা বলার আছে।'

'আমার সঙ্গে?' অবাক হয়ে আন্না বললেন, দরজার পেছন থেকে বেরিয়ে এসে চাইলেন স্বামীর দিকে। 'কী ব্যাপার? কী নিয়ে?' বসে জিগ্যেস করলেন তিনি, 'বেশ, এত দরকার পড়েছে যখন, কথা বলা যাক। তবে ঘুমনোই ছিল ভালো।'

জিবের ডগায় যা আসছিল তাই বলছিলেন আল্লা, আর নিজেই সে কথা শ্রুনে অবাক মানছিলেন তাঁর মিথ্যে বলার সামর্থ্যে। কী সহজ, স্বাভাবিক তাঁর কথা, তাঁকে দেখাচ্ছেও ঠিক যেন তাঁর ঘ্রম পাচ্ছে। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে মিথ্যার দ্বভেদ্য বর্মে তিনি আব্ত। টের পাচ্ছিলেন কী একটা অদ্শ্য শক্তি তাঁকে সাহায্য করছে, সহায়তা করছে।

'আহ্না, তোমাকে সাবধান করে দিতে হচ্ছে আমায়' — উনি বললেন। 'সাবধান?' আহ্না শুধালেন, 'কিসের জন্যে?'

আন্না এমন সহজে, এত হাসিখা দিতে তাকিয়ে ছিলেন যে তাঁর স্বামী ওঁকে যেমন জানতেন তেমন যাঁরা জানতেন না, তাঁদের কাছে তাঁর কথার ধর্নিতে বা অর্থে অস্বাভাবিক কিছ্ম চোখে পড়ত না। কিন্তু ওঁকে যিনি জানেন, যিনি জানেন যে শ্রুতে পাঁচ মিনিট দেরি হলে আন্না তা লক্ষ্য করেন, তার কারণ শার্ধান, যিনি জানেন যে সবকিছ্ম আনন্দ, ফুর্তি, দাঃখের কথা তিনি তংক্ষণাং তাঁকে জানান, — তাঁর যে এখন চোখে পড়ল যে আন্না তাঁর অবস্থা লক্ষ্য করতে চাইছেন না, নিজের সম্পর্কে একটা কথাও বলতে চাইছেন না, তার তাংপর্য অনেক। তিনি দেখতে পেলেন তাঁর প্রাণের যে গহন আগে সর্বদা ছিল তাঁর কাছে উন্মক্তে, তা এখন রাদ্ধ। শার্ধ্ব, তাই নয়, তাঁর গলার সার থেকে তিনি দেখতে পেলেন যে আন্না এতে বিব্রত বোধ

করছেন না. বরং সোজাসনুজি যেন বলছেন: হ্যাঁ রন্ধা, তাই হওয়া উচিত. ভবিষ্যতেও তা রন্ধা থাকবে। এখন তাঁর নিজেকে সেই লোকের মতো মনে হল যে বাড়ি ফিরে এসে দেখে যে বাড়ি তালাবধা। 'কিন্তু হয়ত চাবিটা এখনো পাওয়া যেতে পারে' -- ভাবলেন আলেক সেই আলেক সালুভিচ।

ম্দ্বস্বরে তিনি বললেন, 'আমি তোমায় সাবধান করে দিতে চাই যে নিজের অপরিণামদিশিতা ও চিন্তচাপল্যে তুমি সমাজে তোমাকে নিয়ে কথা রটবার উপলক্ষ্য যোগাতে পার। আজ কাউণ্ট ভ্রন্স্কির সঙ্গে' (নামটা উচ্চারণ করলেন দ্ঢ়ভাবে, স্কৃষ্থির যতি দিয়ে) 'তোমার বড়ো বেশি উচ্ছল কথোপকথন সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।'

কথা বলার সময় তিনি চেয়ে ছিলেন তাঁর হাস্যময় এবং অধ্না তার দ্বজ্রেয়তায় ভয়ংকর চোখের দিকে এবং কথা বলতে বলতেই টের পাচ্ছিলেন তার সমস্ত নিষ্ফলতা ও অকার্যকারিতা।

'চিরকালই তুমি ওইরকম। আমার ব্যাজার লাগছে, কখনো-বা এটা তোমার ভালো লাগে না, আবার আমি হাসিখন্দি, কখনো-বা সেটাও ভালো লাগে না তোমার। আজ আমার ব্যাজার লাগে নি। তাতে ঘা লেগেছে মনে?' আয়। বললেন থেন ওঁকে একেবারে বোঝেন নি, আর উনি যা বলেছিলেন তার ভেতরে ইচ্ছে করেই ব্বিঝ ব্ঝলেন শ্বের্ শেয কথাটা। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কে'পে উঠলেন, চেণ্টা করলেন আঙ্বল মটকাবার।

'আহ্, আঙ্কল মটকিও না দয়া করে। একেবারে ভালো লাগে না আমার' -- আন্না বললেন।

'আন্না, একি তুমি?' জোর করে হাতের চাণ্ডল্য সংযত রেখে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'কিন্তু কী হল?' অতি অকপট এবং কৌতুকমণ্ডিত বিস্ময়ে আহ্না শুধালেন, 'কী চাও তুমি আমার কাছ থেকে?'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ চুপ করে রইলেন, কপাল আর চোখ রগড়ালেন হাত দিয়ে। দেখতে পাচছিলেন যে তিনি যা চেয়েছিলেন, অর্থাৎ সমাজের চোখে একটা ভূল করা থেকে স্ত্রীকে সাবধান করে দেওয়া — তার বদলে যা আল্লার বিবেকের ব্যাপার, অজ্ঞাতসারেই তাতে তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন, মাথা ঠুকছেন কল্পিত এক দেয়ালে।

ধীর-ন্থির নির্ব্তাপ গলায় তিনি বলে চললেন, 'তোমাকে আমি যে কথা বলতে চাই, অনুরোধ করি তার সবটা শোনো। আমি মানি, যা তুমি জানো, ঈর্ষা হল অপমানকর হীনতাস্চক একটা মনোভাব, এ মনোভাবে নিজেকে আমি কদাচ চালিত হতে দেব না; কিন্তু শোভনতার নির্দিণ্ট কতকগর্নলি নিয়ম আছে যা লণ্ঘন করা চলে না বিনা শান্তিতে। আজ আমি লক্ষ্য করি নি, কিন্তু সাধারণ যে প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল তা থেকে বলা যায় যে তুমি এমন আচরণ করেছ যা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।'

'একেবারেই কিছ্ম ব্রুতে পারছি না' — কাঁধ কু'চকে আন্না বললেন। ভাবলেন, 'ওঁর এতে কিছ্ম এসে যায় না। কিন্তু সমাজের চোখে পড়েছে কিনা, তাই বিচলিত হয়ে উঠেছেন।' — 'তোমার শরীর ভালো নেই আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ' — উঠে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে যেতে গেলেন; কিন্তু স্বামী তাঁর আগে গিয়ে যেন থামাতে চাইলেন তাঁকে।

মুখখানা তাঁর অস্কুদর, বিষয়, আহ্না আগে যা কখনো দেখেন নি। মাথা পেছনে আর পাশে হেলিয়ে ক্ষিপ্র হাতে চুলের কাঁটা খুলতে লাগলেন। 'তা, শ্কাছ যা বলবেন' — আহ্না বললেন ধীরভাবে, কোঁতুক করে, 'এমনাকি সাগ্রহেই শ্কাছ, কেননা বুঝতে চাই কী ব্যাপার।'

কথা বলার সময় আহ্নার অবাক লাগল তাঁর কথার স্বাভাবিক স্বস্থির স্বানিশ্চিত স্বরে আর শব্দনিব্যাচনে।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ শ্বর্ করলেন, 'তোমার হৃদয়াবেগের সমস্ত খ্রিনাটিতে যাবার অধিকার আমার নেই, এবং মোটের ওপর সেটাকে নিজ্ফল, এমনকি ক্ষতিকর বলেই আমি মনে করি। নিজের প্রাণের ভেতরটা খ্র্ডতে গিয়ে আমরা এমন জিনিস খ্র্ডে বার করি যা অলক্ষ্যে থাকলেই ভালো। তোমার হৃদয়াবেগ, সেটা তোমার বিবেকের ব্যাপার; কিন্তু তোমার দায়-দায়িত্ব দেখিয়ে দিতে আমি তোমার কাছে, নিজের কাছে, ঈশ্বরের কাছে বাধ্য। আমাদের দ্ব'জনের জীবন বাঁধা আর তা বে'ধে দিয়েছেন লোকে নয়, ঈশ্বর। এ বাঁধন ছে'ড়া সম্ভব কেবল পাপে আর এ ধরনের পাপের শাস্তি গ্রুতর।'

'কিছ্ুই ব্ৰাছি না। আহ্ ভগবান, কী যে ঘ্ম পাচ্ছে!' আটকে থেকে যাওয়া কাঁটার খোঁজে চুলে দুতু আঙ্কুল চালাতে চালাতে আলা বললেন।

'আন্না, দোহাই তোমার. অমন করে বলো না' — নম্বভাবে বললেন স্বামী, 'হয়ত ভুল হচ্ছে আমার, কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি যা বলছি, সেটা বলছি যেমন নিজের জন্যে তেমনি তোমার জন্যেও। আমি তোমার স্বামী এবং তোমাকে ভালোবাসি।'

মৃহ্তের জন্য বিশীর্ণ হয়ে উঠল আন্নার মৃখ, দ্বিটতে কোতৃকের ফুলিক নিবে গেল। কিন্তু 'ভালোবাসা' কথাটা ফের ক্ষ্বন্ধ করে তৃলল তাঁকে। মনে মনে ভাবলেন, 'ভালোবাসে? ভালোবাসভে ও পারে নাকি? ভালোবাসা নামে কিছ্ব একটা হয়ে থাকে এ কথাটা না শ্বনলে কখনো সে শব্দটা ব্যবহার করত না। ও যে জানেই না ভালোবাসা কী জিনিস।'

বললেন, 'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, সত্যিই কিছু ব্রুথতে পারছি না। স্থিনিদিছি করে বলো কী তোমার মনে হচ্ছে...'

'দয়া করে সবটা বলতে দাও। আমি তোমায় ভালোবাসি। কিন্তু আমি নিজের কথা বলছি না: এক্ষেত্রে প্রধান ব্যক্তি হল আমাদের ছেলে আর তুমি নিজে। খুবই সম্ভব, ফের বলছি, আমার কথাগ্লো তোমার কাছে একেবারেই অযথা এবং অপ্রাসঙ্গিক লাগতে পারে: খুবই সম্ভব যে তা আসছে আমার বিভ্রান্তি থেকে। সেক্ষেত্রে অন্বরোধ, মাপ করে। আমায়। কিন্তু তুমি নিজে যদি অন্ভব করো যে অন্তত থানিকটা ভিত্তি এর আছে, তাহলে মিনতি করি, ভেবে দ্যাথো এবং তোমার অন্তর যদি বলে, তাহলে আমাকে ব'লো...'

যা বলবার জন্য আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তৈরি হয়েছিলেন তা যে তিনি বললেন না, সেটা খেয়ালই হল না তাঁর।

'আমার বলবার কিছ্ম নেই, আর সত্যি…' বহু কণ্টে হাসি চেপে তাড়াতাড়ি বললেন আল্লা, 'সত্যি ঘুমোবার সময় হয়েছে।'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এবং আর কিছ্ব না বলে গেলেন শোবার হরে।

আন্না যখন শোবার ঘরে এলেন, উনি তখন বিছানায় ! শক্ত করে ঠোঁট চাপা, চোখ ফেরালেন না আন্নার দিকে। আন্না শ্বলেন নিজের বিছানায় এবং প্রতি মিনিট অপেক্ষা করতে লাগলেন যে উনি আরো একবার কথা বলবেন তাঁর সঙ্গে। যা উনি বলবেন তাতে আন্নার ভয়ও হচ্ছিল, আবার সোটা চাইছিলেনও। কিন্তু উনি চুপ করে রইলেন। নিশ্চল হয়ে আন্না অপেক্ষা করলেন অনেকখন, তারপর ওঁর কথা তিনি ভুলে গেলেন। ভাবছিলেন তিনি অন্য আরেকজনের কথা, তাঁকে তিনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলেন, টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর কথা ভাবতে গিয়ে ব্বক তাঁর ভরে উঠছে আকুলতা আর অপরাধজনক আনন্দে। হঠাং তাঁর কানে এল মাপা তালে নাক ডাকার প্রশাস্ত শব্দ। প্রথমটায় যেন আলেক্সেই

আলেক্সান্দ্রভিচ নিজের নাক ডাকার শব্দে ভয় পেয়ে থেমে গেলেন, কিন্তু দুটো নিশ্বাসের পর নতুন প্রশাস্ত লয়ে নাক ডাকা শুরু হল আবার।

'দেরি হয়ে গেছে, দেরি, দেরি' — মুথে হাসি নিয়ে ফিসফিস করলেন আল্লা। বহুক্ষণ চোথ মেলে নিশ্চল হয়ে শুরে রইলেন তিনি, তাঁর মনে হল সে চোথের দীপ্তি তিনি নিজেই দেখতে পাচ্ছেন অন্ধকারে।

11 50 11

সেই দিন থেকে শুরু হল আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ এবং তাঁর প্রার নতুন জীবন। বিশেষ কিছু একটা ঘটল না। বরাবরের মতো আহা যাতায়াত করতে থাকলেন সমাজে প্রায়ই যেতেন প্রিন্সেস বেট্রাসর কাছে. এবং সর্ব এই দেখা হত দ্রন্দিকর সঙ্গে। আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচের তা চোখে পড়ত, কিন্তু কিছুই করার সাধ্য তাঁর ছিল না। আন্নার কাছ থেকে কৈফিয়ত পাবার সমস্ত চেণ্টা তাঁর কী-একটা আমুদে ভুল বোঝাবুঝির নীরন্ধ্র দেয়ালের সামনে ঠেকে যেত। বাইরেটা রইল একইরকম, কিন্ত ভেতরে ভেতরে বদলে গিয়েছিল ওঁদের সম্পর্ক। রাণ্টীয় ক্রিয়াকর্মে অমন শক্তিধর লোক আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এক্ষেত্রে নিজেকে শক্তিহীন বলে অনুভব করতে থাকলেন। যে খঙ্গা তাঁর ওপর উক্তোলিত বলে তিনি টের পাচ্ছিলেন. কসাইখানার বাধ্য ষাঁড়ের মতো মাথা নামিয়ে তার অপেক্ষা কর্রাছলেন তিনি। এ নিয়ে যতবার তিনি ভেবেছেন, ততবারই মনে হয়েছে যে আরো একবার চেণ্টা করা দরকার, সহৃদয়তা, কোমলতা, বোঝানোর শক্তিতে তাঁকে বাঁচানোর, তাঁর চৈতন্যোদয়ের আশা এখনো আছে, এবং প্রতিদিন তিনি তাঁর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করতেন। কিন্তু কথা বলা শ্রুর, করে প্রতিবারই তিনি টের পেতেন, অকল্যাণ আর প্রতারণার যে প্রেত আন্নাকে অভিভূত করেছে, তা অভিভূত করছে তাঁকেও, এবং তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন সেই বিষয়ে আর সেই স্কুরে তিনি কথা কইছেন না। তিনি যা বলছেন তা যারা বলে তাদের নিয়ে আধা-বিদ্রুপের স্কুরে তিনি অভাস্ত সেই স্বরে কথা কইতেন তাঁর সঙ্গে নিজের অজ্ঞাতে। অথচ যা আন্নাকে বলা দরকার তা এ সুরে বলা চলে না।

আগেকার সমস্ত কামনাকে স্থানচ্যুত করে প্রায় গোটা একবছর ধরে যা ছিল দ্রন্দিকর জীবনের ঐকান্তিক কামনা, আন্নার কাছে যা ছিল অসম্ভব, ভ্রংকর এবং সেইহেতু আরো বেশি মোহনীয় স্ব্রুম্বপ্ন, তা তৃপ্ত হল। বিবর্ণ হয়ে, নিচের কম্পমান চোয়াল নিয়ে দ্রন্দিক দাঁড়িয়ে ছিলেন আন্নার কাছে, মিনতি করছিলেন তাঁকে শাস্ত হতে, কেন, কিসের জন্য তা তিনি নিজেও জানতেন না।

কাঁপা-কাঁপা গলায় তিনি বলছিলেন, 'আহ্না, আহ্না, ভগবানের দোহাই, আহ্না!..'

কিন্তু যত উচ্চ কন্ঠে তিনি কথা কইছিলেন, ততই নিচে নেমে আসছিল আন্নার একদা গবিত, উৎফুল্ল, কিন্তু এখন লঙ্জাবনত মাথা, যে সোফায় তিনি বসে ছিলেন, দেহ নোয়াতে নোয়াতে পড়ে গেলেন সেখান থেকে, মেঝেতে, ভ্রন্দিকর পায়ের কাছে; তিনি ধরে না ফেললে আন্না ল্,িটিয়ে পড়তেন গালিচায়।

দ্রন্দিকর হাত ব্বে চেপে তিনি ফু'পিয়ে উঠলেন, 'ভগবান, ক্ষমা করে। আমায়।'

নিজেকে এত অপরাধী আর দোষী বলে তাঁর মনে হচ্ছিল যে দীনহীন হয়ে ক্ষমা চাওয়া ছাড়া তাঁর করার কিছু ছিল না: এবং এখন, জীবনে যখন দ্রন্দিক ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই, তখন ক্ষমা প্রার্থনা তিনি জানালেন তাঁরই কাছে। তাঁর দিকে চেয়ে আন্না দৈহিকভাবে অনুভব করলেন তাঁর হীনতা, কিছু আর বলতে পারলেন না। যার প্রাণ সে হরণ করেছে তার দেহটা দেখে হত্যাকারী যা অনুভব করে, সেই অনুভৃতি হচ্ছিল দ্রন্দিকর। প্রাণ হরণ করা এই দেহটা যে তাঁদের ভালোবাসা, তাঁদের ভালোবাসার প্রথম পর্ব। লজ্জার এই ভয়ংকর মূল্য যার জন্য দিতে হয়েছে, সে কথা সমরণ করায় বীভংস, ন্যক্কারজনক কিছু একটা ছিল। নিজের আত্মিক নগ্নতার লজ্জা আন্নাকে পিন্ট করছিল, সেটা সঞ্চারিত হচ্ছিল দ্রন্দিকর মধ্যেও। কিন্তু নিহতের দেহের সম্মুখে হত্যাকারীর সমস্ত আতৎক সত্ত্বেও প্রয়োজন দেহটাকে খণ্ডবিখণ্ড করে ল্বিফ্রে ফেলা, হত্যা করে হত্যাকারী যা পেয়েছে সেটা কাজে লাগানো।

আন্রোশে, যেন রিরংসায় হত্যাকারী সে দেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাকে টেনে নিয়ে যায়, খণ্ডবিখণ্ড করে; ঠিক সেইভাবেই দ্রন্দিক আন্নার মন্থ আর ব্রুক চুমন্তে ভরে দিলেন। আন্না তাঁর হাত ধরে রাখলেন, নড়লেন না। হাাঁ, এ সেই চুমন্ যা কেনা হয়েছে লজ্জায়। হাাঁ, শন্ধন্ এই হাতটাই থাকবে সর্বদা আমার — সহাপরাধীর হাত। সে হাত তুলে ধরে আন্না চুমন্ খেলেন। হাঁটু গেড়ে বসে দ্রন্দিক তাঁর মন্থ দেখতে চাইছিলেন; কিন্তু মন্থ ঢেকে রাখলেন আন্না, কিছ্বই বললেন না। অবশেষে, যেন নিজের ওপর জাের খাটিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, ঠেলে সরিয়ে দিলেন দ্রন্দিককে। মন্থখানা তাঁর একইরকম সন্দর, কিন্তু আরাে বেশি করন্ণ লাগছিল তাতে করে।

বললেন, 'সব শেষ। তুমি ছাড়া আমার কেউ আর নেই। সেটা মনে রেখো।'

'আমার যা জীবন সেটা মনে না রেখে আমি পারি কী করে? এক মিনিটের এই স্বথের জন্যে…'

'কিসের সূখ!' আতংকে, বিতৃষ্ণায় আন্না বললেন, আর সে আতংক সঞ্চারিত হল দ্রন্দিকর মধ্যেও। 'ভগবানের দোহাই, ও নিয়ে একটা কথাও নয়, একটা কথাও নয়!'

দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে আমা সরে গেলেন দ্রন্স্কির কাছ থেকে।

'আর একটা কথাও নয়' — প্নরব্ ক্তি করলেন তিনি এবং দ্রন্ চ্বির কাছে যা অন্তুত মনে হয়েছিল, মুখে তেমন একটা নির্ব্তাপ নৈরাশ্যের ভাব নিয়ে আন্না বেরিয়ে গেলেন। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে নবজীবনে প্রবেশের মুখে যে লম্জা, আনন্দ আর আতংক বোধ করছেন, এই মুহুতে তা ভাষায় প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব; তা নিয়ে কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল না তাঁর, অযথার্থ শব্দে অনুভূতিটাকে স্থুল করে তুলতে চাইছিলেন না। এবং পরেও, দ্বিতীয়, তৃতীয় দিনেও এই অনুভূতিগ্র্লির সমস্ত জটিলতা ব্যক্ত করার মতো কথা তিনি খুঁজে পেলেন না তাই নয়, প্রাণের ভেতর যা রয়েছে, নিজে নিজেই তা নিয়ে চিন্তা করে দেখার মতো ভাবনাও তাঁর এল না।

নিজেকে তিনি বললেন, 'না, এখন আমি এ নিয়ে ভাবতে পারছি না; ওটা হবে পরে যখন শাস্ত হতে পারব।' কিন্তু ভাবনার জন্য এই প্রশাস্তি এল না কখনো। কী তিনি করেছেন, কী তাঁর দশা হবে, কী করা উচিত সে কথা ভাবতে গেলেই প্রতিবার আতংক হত তাঁর, মন থেকে ভাবনাটা তাড়িয়ে দিতেন।

বলতেন, 'পরে, পরে, যখন সুন্দ্রির হব।'

কিন্তু ঘ্রমের মধ্যে, নিজের ভাবনার ওপর যখন তাঁর দখল থাকত না, তখন তার সমস্ত কদর্য নগ্নতায় তাঁর অবস্থাটা ভেসে উঠত তাঁর কাছে। প্রায় প্রতি রাতে একই দ্বপ্ন হানা দিত তাঁকে। তিনি দেখতেন, দ্ব'জনেই ওঁরা তাঁর দ্বামী, দ্ব'জনেই আদরে ছেয়ে ফেলছেন তাঁকে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর হাতে চুম্ব খেয়ে বলছেন: এখন চমংকার হল! আলেক্সেই দ্রন্দ্রিও রয়েছেন সেখানে, তিনিও তাঁর দ্বামী। আগে এটা অসম্ভব মনে হত বলে অবাক লাগছে আল্লার, হেসে ওঁদের উনি বোঝালেন এটা অনেক সহজ, দ্ব'জনেই ওঁরা এখন সম্ভূণ্ট আর স্বুখী। কিন্তু এ দ্বপ্ন বিভীষিকার মতো পিন্ট করত তাঁকে, আতংকে ঘ্রম ভেঙে যেত।

แรงแ

মন্দেন থেকে ফেরার পর প্রথম প্রথম, প্রত্যাখ্যানের যে গ্লান তার কথা মনে পড়তেই লেভিন প্রতিবার কে'পে কে'পে লাল হয়ে উঠলেও নিজেকে বোঝাতেন: 'পদার্থবিদ্যায় ফেল করে দ্বিতীয় কোর্সেই যখন আমায় থেকে যেতে হয়, তখনও তো আমার দফা শেষ হয়ে গেল ভেবে এমনি করেই লাল হয়ে কে'পে উঠতাম; বোনের যে ব্যাপারটার ভার দেওয়া হয়েছিল আমায়, সেটা পণ্ড করে ফেলার পরও ঠিক এমনি, নিজের দফা শেষ হয়ে গেল বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু কী দাঁড়াল? এখন, সময় যখন কেটে গেছে, তখন মনে করে অবাক লাগে কী করে আমায় তা কণ্ট দিতে পেরেছিল। এই দ্বঃখটার বেলাতেও তাই হবে। সময় কেটে যাবে, আমিও নির্বিকার হয়ে উঠব ব্যাপারটায়।'

কিন্তু তিন মাস কেটে গেলেও তিনি ব্যাপারটায় নির্বিকার হয়ে উঠতে পারলেন না, ও কথা মনে পড়লেই সেই প্রথম দিনগ্লোর মতোই কণ্ট হত তাঁর। শাস্ত হতে তিনি পারছিলেন না, কারণ দীর্ঘ দিন ধরে তিনি পারিবারিক জীবনের স্বপ্ন দেখে এসেছেন, নিজেকে তার জন্য পরিণত বলে মনে করেন, অথচ বিয়ে তাঁর হয় নি, আগের চেয়েও বিবাহ তাঁর

কাছে সুদ্রেপরাহত। তাঁর আশেপাশের সবাই যা অনুভব করতেন, তাঁর নিজেরই তেমন একটা পীড়িত অনুভৃতি ছিল যে তাঁর বয়সে একা থাকা ভালো নয়। তাঁর মনে পডল, মস্কো যাওয়ার আগে তিনি তাঁর গোপালক, সাদাসিধে চাষী নিকোলাই, যার সঙ্গে গল্প করতে তিনি ভালোবাসতেন, তাকে বলেছিলেন, 'তা নিকোলাই, ভার্বাছ বিয়ে করে ফেলা যাক।' নিকোলাই চট করে জবাব দিয়েছিল যেন ব্যাপারটায় সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই. 'অনেকদিন আগেই করতে হত কনস্তান্তিন দুমিগ্রিচ।' কিন্তু বিয়ে এখন তাঁর কাছে আগের চেয়েও সাদূব হয়ে দাঁড়িয়েছে। দখল হয়ে গেছে জায়গাটা, আর এখন কল্পনায় সে জায়গায় তাঁর পরিচিত মেয়েদের কাউকে বসাতে গেলে টের পান যে সেটা একেবারেই অসম্ভব। তা ছাড়া প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারটা আর তাতে তিনি যে ভূমিকা নিয়েছিলেন সে কথা মনে হতেই গ্লানির যন্ত্রণা ভোগ করতেন তিনি। নিজেকে তিনি যতই বোঝান যে তাঁর কোনো দোষ নেই. এই ঘটনা এবং এই ধরনের অন্যান্য লঙ্জাকর ঘটনার স্মৃতিতে তিনি কে'পে উঠতেন, লাল হয়ে উঠতেন। সমস্ত লোকের মতো অতীতে তিনিও এমন কাজ করেছেন যা তিনি খারাপ বলে মানেন, যার জন্য তাঁর বিবেকদংশন হতে পারত, কিন্তু কুকীতির স্মৃতি মোটেই এই সব তুচ্ছ কিন্তু লঙ্জাকর ঘটনাগুলোর মতো যন্ত্রণা দিত না। এই ক্ষতগুলো সার্রাছল না কখনো। এই সব স্মৃতির সঙ্গে এখন যোগ হয়েছে কিটির প্রত্যাখ্যান এবং সে সন্ধ্যায় অন্যের চোখে তাঁর অবস্থাটা কী কর্মণ প্রতিভাত হয়েছে তার কথা। কিন্তু কালস্রোতে আর কাজে ফল হয়েছে। দুঃসহ স্মৃতি ক্রমেই চাপা পড়েছে গ্রাম্য জীবনের ঘটনায়, যা চোখে পডবার মতো না হলেও গ্রুত্বপূর্ণ। সপ্তাহে সপ্তাহে তিনি কিটির কথা ভাবতে লাগলেন ক্রমেই কম। কিটির বিয়ে হয়েছে বা দিনকয়েকের মধ্যে হতে চলেছে, এই খবরের জন্য তিনি রইলেন অধীর অপেক্ষায়, তাঁর আশা ছিল দাঁত তুলে ফেলার মতো এরকম একটা খবর তাঁকে একেবারে সারিয়ে তুলবে।

ইতিমধ্যে বসস্ত এল, অপর্প, সাম্হিক, বসন্তের প্রতীক্ষা ও প্রতারণা ছাড়াই, এটা তেমনি একটা বিরল বসস্ত যাতে উদ্ভিদ, পশ্ন, মান্ষ সবাই খ্নিশ হয়ে ওঠে একসঙ্গে। অপর্প এই বসস্ত লেভিনকে আরও চাঙ্গা করে তুলল, অতীত সবকিছ্ব বর্জন করে নিজের সবল, স্বাধীন, নিঃসঙ্গ জীবন গড়ে তোলার সংকল্পে দৃঢ় হয়ে উঠলেন তিনি। যত পরিকল্পনা নিয়ে তিনি গাঁয়ে ফিরেছিলেন, তার অনেকগ্নিলই কার্যকৃত না হলেও প্রধান জিনিসটা,

জীবনের শ্রাচতা তিনি অনুসরণ করে চললেন। পতনের পর যে লস্জা সাধারণত পীড়া দিত তাঁকে, সেটা তিনি আর বোধ করছিলেন না, অসংকোচে তাকাতে পারতেন লোকেদের চোথের দিকে। ফেব্রুয়ারি মাসেই তিনি মারিয়া নিকোলায়েভনার কাছ থেকে এই মর্মে চিঠি পেয়েছিলেন যে নিকোলাই ভাইয়ের স্বাস্থ্য ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে, কিন্তু উনি চিকিৎসা করাতে চান না। চিঠি পেয়ে লেভিন মন্ত্রো যান ভাইয়ের কাছে, ডাক্রারের পরামর্শ নেওয়া এবং খনিজ জল-চিকিৎসার্থে বিদেশে যাওয়ার জন্য তাকে বোঝান। ভাইকে বু.ঝিয়ে সু.ঝিয়ে এবং তাকে না চটিয়ে টাকা দেওয়ার ব্যাপারটা এমন চমৎকার উৎরায় যে লেভিন খুশি হয়ে উঠেছিলেন। চাষবাস ছাডাও, বসস্তে যার জন্য বিশেষ মনোযোগের দরকার হয়, বই পড়া ছাডাও, লেভিন এ শীতে চাষবাস নিয়ে একটি রচনা লিখতে শুরু করেছিলেন। তার ছকটা হল চাবে জলবায়, ও ম্তিকার মতো মেহনতির চরিত্রকেও একটা অনপেক্ষ বস্তু হিশেবে ধরতে হবে, সাতরাং চাষ সম্পর্কে সমস্ত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত টানতে হবে কেবল জলবায়, ও ম,ত্তিকা থেকে নয়, জলবায়, ম,ত্তিকা এবং মেহর্নাতর নির্দিষ্ট একটা অপরিবর্তানীয় চরিত্রের তথ্য থেকে। তাই একাকিত্ব সত্ত্বেও অথবা একাকিত্বের দর্মনই তাঁর জীবন ছিল অসাধারণ পরিপূর্ণ এবং কেবল মাঝে মধ্যে তাঁর মাথায় যেসব ভাবনা ঘুরছে তা আগাফিয়া মিখাইলোভনা ছাড়া অন্য কাউকে জানাবার একটা অতপ্ত আকাশ্চা বোধ করতেন। অবিশ্যি তাঁর সঙ্গে পদার্থবিদ্যা, ক্রমিতত্ত এবং বিশেষ করে দর্শন নিয়ে আলোচনা কম হত না: দর্শন ছিল আগাফিয়া মিখাইলোভনার পিয় বিষয়।

বসন্ত অবারিত হয়ে উঠতে দেরি করছিল। লেণ্ট পরবের শেষ সপ্তাহগ্লোয় আবহাওয়া ছিল পরিন্কার, তুহিন। দিনের বেলা রোদে বরফ গলত আর রাতে তাপমাত্রা নামত শ্ন্যাঙ্কের সাত ডিগ্রি নিচে: বরফের জমাট ত্বক হয়েছিল এমন যে লোকে স্লেজ চালাত পথঘাট ছাড়াই। ইস্টার পরব শ্রু হল তুষারপাতের মধ্যে। কিন্তু হঠাৎ ইস্টার সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে কালো মেঘ উড়িয়ে বইল গরম বাতাস, তারপর তিন দিন, তিন রাত ধরে চলল উদ্দাম আতপ্ত বৃষ্টি। বৃহস্পতিবার হাওয়ার বেগ কমল, এগিয়ে এল ঘন ধ্সের কুয়াশা, প্রকৃতিতে যে অদল-বদল ঘটছে, যেন তার রহস্য চাপা দেবার জন্য। র কুয়াশায় জল ঝরত, ফেটে গিয়ে ভেসে যেত বরফের চাঙড়, দ্রুত বইত ফেনিল ঘোলাটে স্লোত, আর সন্ধ্যায় ঠিক রাঙা টিপিতে কুয়াশা কেটে গেল,

কালো মেঘকে হটিয়ে দিল হালকা পে'জা তুলোর মতো মেঘ, আকাশ ফরসা হয়ে শ্রু হয়ে গেল আসল বসন্ত। সকালে উদীয়মান উজ্জ্বল সূর্য দুত গ্রাস করতে থাকল জলের ওপর জমে ওঠা বরফের পাতলা চটা, আর উষ্ণ বাতাসের সবটাই কাঁপতে লাগল সঞ্জীবিত মাটির ভাপে ভরে উঠে। সবক্র হয়ে উঠল গত বছরের প্রবনো, আর সম্প্রতি অঙ্কুরিত ঘাস, কোরক ফুটল গিল্ডার রোজ আর কার্যাণ্ট ঝোপে, বার্চপাছে চ্যাটচেটে মদির প্রপূট। সোনালি রঙ-ছিটানো উইলো শাখায় গুনগুনিয়ে উঠল উড়ে আসা মৌমাছি। মথমলী শ্যামলিমা আর তৃষার লেগে থাকা ন্যাড়া মাঠের ওপর গান ধরল অদৃশ্য ভরত পাখি, নাবাল আর জলা জমি ভাসিয়ে দেওয়া বাদামী জলের ওপর কাঁদুনি জুড়ল টিট্রিভেরা আর আকাশের উ°চু দিয়ে সারস আর হাঁসেরা উডে যেতে লাগল তাদের বাসন্তিক ক্রেংকার তলে। গোষ্ঠভূমিতে হাস্বা হাম্বা ডাকতে লাগল ন্যাড়া ন্যাড়া, শুধু জায়গায় জায়গায় এখনো লোম লেগে থাকা গর্বাছুর, ব্যা-ব্যা ডাক ছাড়া অরোমশ মায়েদের ঘিরে খেলা করতে লাগল ভেডার বাঁকা-ঠ্যাং বাচ্চাগ্মলো, পদচিক্তে ভরা, শ্মকিয়ে ওঠা হাঁটা পথে ক্ষিপ্রপদ ছেলেমেয়েরা ছোটাছ, টি লাগাল, প্রকুরে কাপড়-চোপড় নিয়ে গালগল্প জুড়ল চাষী মেয়েরা, আঙিনায় লাঙল আর মই সারাতে বাস্ত চাষীদের কুড়্বল খটখট শব্দ তুলল। এসে গেছে খাঁটি বসন্ত।

11 50 11

লেভিন তাঁর প্রকাণ্ড হাইব্রট পরে এবং এই প্রথম মেষচর্ম কোটে নয়, গায়ে সাধারণ একটা গরম জ্যাকেট চাপিয়ে রোদ্দরের চোখ ধাঁধানো ঝলকানি দেওয়া জলস্রোত ভেঙে, কখনো বরফ কখনো চ্যাটচেটে কাদায় পা ফেলেখামার ঘ্রতে গেলেন।

বসন্ত হল পরিকল্পনা আর অনুমানের কাল। বসন্তের যে গাছ তখনো জানে না তার স্ফীত কোরকে ঢাকা অঙ্কুর আর শাখাপ্রশাখা কোন দিকে কিভাবে বেড়ে উঠবে, ঠিক তারই মতো লেভিন বাইরে বেরিয়ে নিজে জানতেন না তাঁর প্রিয়় কৃষিকমের কোন কোন ব্যবস্থার পেছনে তিনি লাগবেন, কিন্তু অনুভব করছিলেন যে অতি স্কুদর স্কুদর পরিকল্পনা আর অনুমানে তিনি ভরপুর। প্রথমে তিনি গেলেন গর্গুলোর কাছে। তাদের বার করে আনা হয়েছে খোঁয়াড়ে, সেখানে রোদে গা গরম করে চিকন লোমে ঝিলিক দিয়ে তারা মাঠে চরতে যাবার জন্য ডাকছিল। সমস্ত খাঁটনাটিতে চেনা গর্গ্বলোকে মুগ্ধ নেত্রে লক্ষ্য করে লেভিন তাদের মাঠে নিয়ে যেতে বললেন, আর বাছ্রগন্লোকে বললেন খোঁয়াড়ে ছেড়ে রাখতে। রাখাল আনন্দে ছ্রটে গেল চরাবার তোড়জোড় করতে। রাখালিনীরা স্কার্টের খাঁট তুলে শাদা শাদা পায়ে যা এখনো রোদপোড়া হয়ে ওঠে নি, কাদায় প্যাচপ্যাচ করে সর্ব সর্ব ডাল হাতে বসস্তের আনন্দে দ্রস্ত হয়ে ওঠা বাছ্রগন্লোর পেছনে ছোটাছ্রিট করে তাদের তাড়িয়ে আনতে লাগল আভিনায়।

এ বছরের বাছুরটা হয়েছে অসাধারণ, প্রথম বাছুরগুলো হয়েছে চাষাদের গরুর মতো, পাভার বকনাটা তিন মাসেই দেখতে এক বছুরের মতো বড়ো — লেভিন তাদের দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে দেখে ওদের জন্য খাবার টব বার করে আনতে এবং খোঁয়াড়ের মধ্যে ছানি দিতে বললেন। কিন্তু দেখা গেল শরতে তৈরি করা এবং শীতকালে অব্যবহৃত খোঁয়াড়ের বেড়া ভেঙে পড়েছে। ছুতোরকে ডেকে পাঠালেন তিনি যার কাজ করার কথা ছিল মাড়াই কলে। কিন্তু দেখা গেল সে মই সারাচ্ছে, যা মেরামত করা উচিত ছিল লেণ্ট পরবের আগেই। এতে লেভিনের ভারি খারাপ লাগল। খারাপ লাগল কারণ যে হেলাফেলার বিরুদ্ধে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে এত বছর ধরে লড়ে আসছেন তার পুনরাবৃত্তি হল। তিনি জানতে পারলেন, খোঁয়াড়ের বেড়া শীতকালে অপ্রয়োজনীয় বোধে সরিয়ে রাখা হয় গাড়ি-লাঙল টানা ঘোড়াদের আস্তাবলে, সেখানে তা ভেঙে পড়ে, কেননা তা বানানো হয়েছিল পলকা করে, বাছ্মরদের জন্য। তা ছাড়া এও জানা গেল যে মই এবং সমস্ত কৃষি হাতিয়ার যা যাচাই করে দেখে শীতকালেই মেরামত করার হত্ত্বম দেওয়া হয়েছিল এবং ঠিক এই উদ্দেশ্যেই নেওয়া হয়েছিল তিনজন ছুতোরকে, তা মেরামত হয় নি এবং যথন তাদের মাঠে নামার কথা তখন মেরামত করা হচ্ছে মইগ্রুলো। লেভিন গোমস্তাকে ডাকতে পাঠিয়ে তক্ষ্মনি নিজেই গেলেন তার খোঁজে। ফার লাগানো মেষচর্ম জ্যাকেট পরে এ দিনের সবাইকার মতো জবলজবলে হয়ে হাতে একটা খড় কাঠি ভাঙতে ভাঙতে গোমস্তা বেরল মাড়াই ঘর থেকে।

'ছুতোর মাড়াই কল নিয়ে কাজ করছে না কেন?'

'হাাঁ, গতকাল আমি জানাব ভেবেছিলাম; মই মেরামত করা দরকার। জমি তো চষতে হয়।' 'কিন্তু শীতকালে হচ্ছিলটা কী?'

'তা ছুতোরকে আপনার দরকার কিসের জন্যে?'

'বাছ্মর খোঁয়াড়ের বেড়া কোথায়?'

'ঠিক জায়গায় বসাবার হ্রকুম দিয়েছিলাম। কিন্তু হ্রকুমে কি আর এই সব লোকেদের দিয়ে কিছ্ম হয়!' হাত দ্বলিয়ে গোমস্তা একটা হতাশার ভঙ্গি করল।

'এই লোকেদের দিয়ে না, এই গোমস্তাকে দিয়ে!' ফুণ্সে উঠলেন লেভিন, 'আপনাকে আমি রেখেছি কিসের জন্যে?' চেচিয়ে উঠলেন তিনি, কিন্তু এতে কোনো কাজ হবে না ব্বে কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। একটু চুপ করে থেকে জিগ্যেস করলেন, 'তা কী বোনা যাবে?'

'তুর্কি'নের ওপাশের জমিটায় কাল কি পরশ্ব শ্বর্ করা যেতে পারে।' 'আর ক্লোভার?'

'ভাঙ্গিল আর মিশকাকে পাঠিয়েছি, ব্নছে। তবে মাঠে নামতে পারবে কিনা জানি না: প্যাচপেচে তো।'

'কত দেসিয়াতিনা?'

'ছয় ।'

'সব জমিটা বোনা হল না কেন?' চে চিয়ে উঠলেন লেভিন।

ক্লোভার বোনা হচ্ছে বিশ নয়, মাত্র ছয় দেসিয়াতিনা জমিতে. এটা আরো বিরক্তিকর। তত্ত্ব এবং নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে লেভিন জানেন ক্লোভার ভালো হয় যথাসম্ভব আগে, প্রায় বরফ থাকতে থাকতে ব্নতে পারলে। কিন্তু কখনোই সেটা তিনি করিয়ে উঠতে পারেন নি।

'লোক নেই। হ্রকুম করে কি আর এই সব লোকেদের দিয়ে কিছ্র হয়? তিনজন আসে নি। যেমন এই সেমিওন...'

'চাল ছাওয়া থামিয়ে রাখতে পারতেন।'

'তা থামিয়ে রেখেছি।'

'তাহলে লোকগ্বলো গেল কোথায়?'

'পাঁচজন কম্পোত বানাচ্ছে' (অর্থাৎ কম্পোস্ট সার)। 'চারজন ওট সরিয়ে রাখছে, পচ না ধরে আবার কনস্তান্তিন দ্মিহিচ।'

লেভিন খ্ব ভালোই জানতেন যে 'পচ না ধরে আবার' মানে বিলাতি বীজ ইতিমধ্যেই নণ্ট হয়ে গেছে — ফের যা হ্বকুম দিয়েছিলেন, করা হয় নি। চে'চিয়ে উঠলেন তিনি, আমি যে লেণ্ট পরবের সময়েই বলেছিলাম, পাইপ লাগাও!'

'ভाবনা করবেন না, সবই হবে সময়মতো।'

লেভিন রেগে হাত ঝাঁকালেন, ওট দেখবার জন্য গেলেন গোলাবাড়িতে. সেখান থেকে আস্তাবলে ফিরলেন। ওট এখনো নন্ট হয় নি। কিন্তু খেতমজ্বরেরা তা সরাচ্ছে বেলচা দিয়ে যেখানে স্লেফ নিচের গোলায় ঢেলে দিলেই হত। সেই আদেশ দিয়ে এবং সেখান থেকে দ্ব'জন লোককে ক্লোভার বোনার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে গোমস্তার ওপর লেভিনের রাগ পড়ে এল। সত্যি দিনটা এত চমংকার যে রেগে থাকা অসম্ভব।

'ইগ্নাত!' কোচয়ানের উদ্দেশে হাঁক দিলেন লেভিন, আস্তিন গ্রিটিয়ে সে গাড়ি ধ্রচ্ছিল কুয়োর কাছে. 'ঘোড়ায় জিন পরাও আমার জন্যে...'

'কোনটাকে ?'

'ধরো কলপিককেই।'

'যে-আজ্ঞে।'

ঘোড়ায় যখন জিন পরানো হচ্ছে, তখন তাঁর দ্ণিটপথে গোমস্তাকে ঘ্রঘ্র করতে দেখে তিনি তাকে আবার ডাকলেন মিটমাট করে নেবার জন্য, বসন্তের কাজ আর খামারের পরিকল্পনাদি নিয়ে তার সঙ্গে কথা কইতে লাগলেন।

গোবর সার দিতে হবে তাড়াতাড়ি যাতে প্রথম বিচালি কাটার আগেই সব শেষ হয়ে যায়। দুরের মাঠে হাল দিতে হবে না-থেমে যাতে কালো ভাপে তা ধরে রাখা চলবে। ঘাস কাটাতে হবে ভাগচায়ি দিয়ে নয়, খেতমজ্বর দিয়ে।

গোমস্তা মন দিয়ে সব শ্নল, বোঝা যায় জোর করে চেণ্টা করছিল কর্তার প্রস্তাবে সায় দিতে; তাহলেও চেহারায় তার লেভিনের অতি পরিচিত পিত্তি-জন্মলানো নৈরাশ্য আর নিরানন্দের ছাপ। সে চেহারা বলছিল, এ সবই বেশ ভালো, তবে ভগবান যা করেন।

এই মনোভাবে লেভিন যেমন দ্বঃখ পেতেন তেমন আর কিছ্বতে নয়।
কিন্তু যত গোমস্তা তাঁর এখানে থেকেছে তাদের সবারই মনোভাব ছিল
একই। তাঁর প্রস্তাবাদি তারা সবাই নিয়েছে একই ধরনে। তাই এখন আর
তিনি চটে ওঠেন না। তবে দ্বঃখ হয় তাঁর, এবং এই যে কেমন একটা ভৌত
শক্তিকে তিনি ভগবান যা করেন ছাড়া অন্য কোনো নাম দিতে পারছেন

না, সর্বদাই যা তাঁর প্রতিবন্ধকতা করছে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য আরো বেশি উত্তেজনা বোধ করতেন তিনি।

গোমস্তা বললে, 'যতটা পেরে উঠব কনস্তান্তিন দ্মিতিচ।'

'আরো জনা পনের খেতমজ্বর নিতেই হবে। কিন্তু আসতে চায় না। আজ এসেছিল, সারা গ্রীষ্মের জন্যে চাইছে সত্তর রব্বল করে।'

লেভিন চুপ করে রইলেন। আবার ঐ শক্তিটার প্রতিবন্ধকতা। তিনি জানতেন যে যত চেণ্টাই করা যাক, বর্তমান দরে চল্লিশ, সাঁইনিশ, আটনিশ জনের বেশি খেতমজ্বে লাগাতে পারবেন না। চল্লিশ জন লাগিয়েছেন, তবে তার বেশি নয়। কিন্তু তাহলেও লড়াই না করে তিনি পারেন না।

'খেতমজ্বর নিজেরা না এলে স্বরীতে, চেফিরোভকায় লোক পাঠান। খোঁজ করতে হবে।'

'পাঠাতে হয় পাঠাব' — মন-মরার মতো বললে ভার্সিলি ফিওদরোভিচ, 'তারপর ঐ ঘোড়াগনুলোও আবার হয়েছে দুবলা।'

'কিনব। আরে আমি তো জানি' — হেসে যোগ করলেন তিনি, 'যত কম, আর যত থারাপ আপনি তার পক্ষে। কিন্তু এ বছর আমি আপনাকে আপনার মতে চলতে দেব না। সব করব আমি নিজে।'

'আপনার দেখছি ঘ্রম হচ্ছে না। কর্তার নজরে থেকে খাটতে তো আমাদের ফুর্তিই লাগবে...'

'বার্চ' নাবালের ওপাশে তাহলে ক্লোভার বোনা হচ্ছে? যাই, গিয়ে দেখে আসি' — কোচয়ান যে ঘি-রঙা ছোটু কলপিককে নিয়ে এসেছিল, তার ওপর চেপে তিনি বললেন।

কোচয়ান চিৎকার করল, 'স্লোত পোরিয়ে যেতে পারবেন না কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ।'

'বেশ, তাহলে বন দিয়েই যাব।'

বহ্দুক্রণ আটক থাকা, জমা জলগ্নলোর ওপর ঘোঁতঘোঁত করে লাগামে টান মারা তেজী ধীরগামী ঘোড়াটাকে লেভিন চালালেন আঙিনার কাদা দিয়ে ফটকের বাইরে মাঠের মধ্যে।

গোয়ালে আর গোলাবাড়িতে ফুর্তি লেগেছিল লেভিনের, মাঠে গিয়ে ফুর্তি লাগল আরো বেশি। বনের মধ্যে যেখানে কোথাও কোথাও ধেবড়ে যাওয়া পায়ের ছাপ নিয়ে বরফ টিকে ছিল তার ওপর দিয়ে স্কুন্দর ঘোড়াটার

ধীর লয়ে দুলতে দুলতে লেভিন বরফ আর বাতাসের তাজা গন্ধ নিচ্ছিলেন বুক ভরে। তাঁর গাছগন্নলির প্রত্যেকটির গন্নিড়তে সঞ্জীবিত শ্যাওলা আর ভালে ফুলে ওঠা কোরক দেখে আনন্দ হচ্ছিল তাঁর। বন থেকে যখন বের,লেন, সামনে তাঁর দেখা দিল বিশাল বিস্তারে সব্বজের গালিচা, কোথাও কোথাও গলন্ত তুষারের অবশেষ ছাড়া একটিও খ'্ত নেই তাতে। একটা চাষের ঘোড়া আর তার বাচ্চাকে তাঁর মাঠের সব্বভ মাড়াতে দেখে (সামনে একজন চাষিকে পেয়ে ওদের তাড়িয়ে দিতে বলেন) কিংবা ইপাত চাষিকে দেখে 'কী ইপাত, শিগগিরই ব্নছ তো?' তাঁর এই প্রশ্নে 'আগে হাল দিতে হবে যে কনস্তান্তিন দুমিলিচ' — ইপাতের বোকার মতো এই হাস্যকর উত্তরে — কিছ্মতেই তাঁর রাগ হল না। যত তিনি এগ্মতে থাকলেন, ততই খুনিশ লাগছিল তাঁর, চাষবাস নিয়ে উত্তরোত্তর ভালো ভালো এক-একটা পরিকল্পনা তাঁর মাথায় আসছিল: দ্বিপ্রাহরিক রেখা বরাবর গোটা মাঠে গাছ প'ত্বতে ঘিরে ফেলতে হবে যাতে তলে বরফ জমে না থাকে; ছ'টা সার-দেওয়া ক্ষেত আর তিনটে মজ্বত ঘেসো জমিতে ভাগ করে ফেলতে হবে, মাঠের দূরে প্রান্তে বানাতে হবে গোয়াল, একটা প্রকুর খ্র্ডতে হবে, গোবর সারের জন্য তৈরি করতে হবে গরুদের অপসারণযোগ্য বেড়া। তাহলে বোনা যাবে তিনশ দেসিয়াতিনায় গম, একশ'তে আলঃ, দেড়শ'তে ক্লোভার, উর্বরতা ফরিয়ে যাওয়া জমি পড়ে থাকবে না এক দেসিয়াতিনাও।

এই সব কল্পনা নিয়ে তাঁর মাঠের সব্ক না মাড়িয়ে সাবধানে আলের ওপর ঘোড়াকে ঘ্রিয়ে তিনি গেলেন খেতমজ্রদের কাছে যারা ক্লোভার ব্রনছিল। বীজ ভরা গাড়িটা ছিল কিনারে নয়, চষা ক্লেতের মধ্যেই, শীতকালীন গমের জমি চাকায় ছিল্লভিন্ন হয়ে ঘোড়ার খ্রের দলে গেছে। দ্বজন মজ্বরই বসে ছিল আলের ওপর, নিশ্চয় একই পাইপ টানছিল ভাগাভাগি করে। বীজ মেশানো যে মাটি ছিল গাড়িতে তা গ্র্ডানো হয় নি, চাপ বেংধে আছে অথবা হিমে জমে গিয়ে দলা পাকিয়েছে। কর্তাকে দেখে ভার্সিল ম্রনিষ গেল গাড়িটার কাছে আর মিশকা ব্রনতে লাগল। জিনিসটা অন্যায়, কিন্তু ম্রনিষদের ওপর লেভিন চটে উঠেছেন কদাচিং। ভার্সিল কাছে আসতে লেভিন তাকে ঘোড়া কিনারে সরিয়ে আনতে বললেন।

ভার্সিল বললে, 'ভাবনা নেই হ্বজ্বর, সিধে হয়ে যাবে।' লেভিন বললেন, 'তর্ক ক'রো না দয়া করে, যা বলা হচ্ছে করে।।' 'যে আজে' — বলে ভার্সিল ঘোড়ার মাথা ধরে টানতে লাগল। 'আর মাটি কী কনন্তান্তিন দ্মিত্রিচ' — মন ভেজাবার জন্য ভার্সিল বললে, 'একেবারে পয়লা নন্ধরের। শৃধ্ হাঁটাটা বড়ো মুশ্রকিল। প্রদ খানেক করে কাদা টানতে হচ্ছে।'

লেভিন বললেন, 'তোমরা মাটি ছাঁকো নি কেন?'

'ও আমরা গ্রাড়িয়ে নেব' — বলে ভাসিলি একদলা বীজ নিয়ে মাটি গ্রুড়ো করল হাতে।

তাকে যে না-ছাঁকা মাটি দেওয়া হয়েছে, সেটা ভার্সিলির দোষ নয়, তাহলেও বিরক্ত লাগল লেভিনের।

নিজের বিরক্তি চেপে যা খারাপ মনে হচ্ছে তার মধ্যে ভালো দেখার একটা পরীক্ষিত পদ্ধতি ছিল লেভিনের। এবারও সে পদ্ধতি তিনি কাজে লাগালেন। দ্ব'পায়েই লেপটে যাওয়া বিরাট দ্ব'দলা মাটি টেনে টেনে কিভাবে চলছে মিশ্কা সেটা তিনি দেখলেন চেয়ে চেয়ে তারপর ঘোড়া থেকে নেমে ভার্সিলর কাছ থেকে বীজের টুকরি নিয়ে ব্নতে গেলেন।

'কতদরে থেমেছ?'

পা দিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দিল ভাসিলি, লেভিনও যেমন পারেন মাটিতে বীজ ছড়াতে লাগলেন। হাঁটা কঠিন হচ্ছিল, জলা জমিতে যেমন হয়; একটা খাত কেটে লেভিন ঘেমে উঠলেন, দাঁড়িয়ে পড়ে বীজের টুকরিটা দিয়ে দিলেন।

ভার্সিল বললে, 'তা বাব্মশায়, ওই খাতটার জন্যে গ্রীষ্মকালে আমায় যেন না বকেন।'

'কিন্তু কেন বকব?' ফুর্তি করেই লেভিন জিগ্যেস করলেন, টের পাচ্ছিলেন তাঁর পদ্ধতিটায় কাজ হয়েছে।

'গ্রীষ্মকালে দেখবেন। জানানি দেবে। গত বসন্তে আমি যেখানে ব্নেছিলাম চেয়ে দেখনে। কেমন র্য়েছি! আমি কনস্তান্তিন দ্মিগ্রিচ, নিজের বাপের জন্যে লোকে যেমন খাটে, তেমনি খেটেছি তো। আমি নিজে খারাপ করে কাজ করতে ভালোবাসি না, অন্যকেও বলি না তা করতে। মালিকেরও মঙ্গল, আমাদেরও মঙ্গল। ওই তো চেয়ে দেখলেই' — ক্ষেতটা দেখিয়ে ভাসিলি বললে, 'মন খুশি হয়ে ওঠে।'

'বসন্তটা কিন্তু স্কুদর হয়েছে ভাসিলি।'

'আজ্ঞে এমন বসস্তের কথা বৃড়োদেরও মনে পড়ে না। এই তো বাড়ি

গিয়েছিলাম। আমাদের বুড়ো কর্তাও গম বুনেছে বেশ খানিক। বলে, রাই থেকে কম যাবে না।

'তোমরা গম বুনছ কতদিন?'

'ও বছর আপনিই তো আমাদের শিখিয়েছিলেন গো। দুই মাপ বীজ দিয়ে দিলেন, তার সিকি খানেক বেচে দিয়ে বাকিটা বুনলাম।'

'তা দেখো, ঢেলাগ্রলোকে গ্রহেড়া ক'রো যেন' — ঘোড়ার কাছে গিয়ে লোভন বললেন, 'মিশকার দিকেও চোখ রেখো। ভালো ফলন হলে দেসিয়াতিনা পিছ্ব পঞ্চাশ কোপেক।'

'দণ্ডবং করি গো। আমরা তো এমনিতেই আপনার কাছে কতই না পাই।' ঘোড়ায় চেপে লেভিন গেলেন গত বছর যে মাঠে ক্লোভার বোনা হয়েছিল আর এবছর যে মাঠে বাসস্তিক গম বোনার জন্য হাল পড়েছে সেখানে।

ক্লোভারের অঙ্কুর হয়েছে অপর্প। গত বছরের গম গাছের নাড়ার তল থেকে তা সর্বা মাথা তুলেছে রীতিমতো সব্ত হয়ে। ঘোড়ার গোড়ালি পর্য ডুবে যাচ্ছিল আর প্রতিবার আধগলা হিমেল মাটি থেকে পা তুলবার সময় পচ্পচ্ শব্দ উঠছিল তাতে। চষা খেত দিয়ে যাওয়া আদপেই আর সম্ভব ছিল না। যেখানে বরফ রয়ে গিয়েছিল, শ্ব্দ্ সেখানেই দাঁড়ানো যাচ্ছিল, কিন্তু লাঙল-দেওয়া খাতগন্লোতে কাদায় পা ডুবে যাচ্ছিল গোড়ালির ওপর পর্যন্ত। হাল দেওয়া হয়েছে চমংকার; দিন দ্বেকের মধ্যেই মই দেওয়া আর বীজ বোনা সম্ভব হবে। সবই চমংকার, সবই হাসিখ্লো। জল নেমে গেছে আশা করে লেভিন ফিরলেন স্লোত দিয়ে। আর সত্যিই স্লোত পেরিয়ে গেলেন তিনি, ভয় পাইয়ে দিলেন দ্বটো হাসকে। মনে মনে ভাবলেন: 'তাহলে সাইপও আছে নিশ্চয়' আর বাড়ির দিকে যাওয়ার ঠিক মোড়েই দেখা হল বনরক্ষীর সঙ্গে, স্লাইপ সম্পর্কে তাঁর অনুমান সমর্থন করল সে।

দর্লাক চালে ঘোড়া ছোটালেন তিনি যাতে বাড়ি গিয়ে খাওয়ার সময় পান এবং সন্ধ্যা নাগাদ তৈরি করে রাখতে পারেন বন্দুকটা।

n 28 n

অতি খোশ মেজাজে বাড়ির দিকে যেতে যেতে লোভন প্রধান প্রবেশ পথের দিক থেকে ঘণ্টির শব্দ শূনতে পেলেন। ভাবলেন, 'হাাঁ, ওটা রেল স্টেশনের দিক থেকে. এখনই তো মস্কো টেন আসার কথা... কিন্তু কে হতে পারে? নিকোলাই ভাই নয় তো? ও যে বলেছিল: জল-চিকিৎসাতেও যেতে পারি, তোর কাছেও যেতে পারি।' প্রথমটা তাঁর ভয় হয়েছিল এবং এই ভেবে বিছছিরি লাগছিল যে নিকোলাই ভাইয়ের উপান্থতি তাঁর এই বাসন্তা স্থান্ভুতি পণ্ড করে না দেয় আবার। কিন্তু এ কথা মনে হচ্ছে বলে লজ্জা হল তাঁর এবং তৎক্ষণাৎ তিনি যেন তাঁর প্রাণের আলিঙ্গন মেলে ধরলেন, আর মন ভিজে ওঠা আনন্দে অপেক্ষা করতে লাগলেন, সর্বান্তঃকরণে কামনা করলেন যে ভাই-ই হয় যেন। ঘোড়াকে তাড়া দিলেন তিনি, আ্যাকেসিয়া গাছগ্রলা পেরিয়ে দেখতে পেলেন স্টেশনের দিক থেকে একটা ভাড়াটে ব্রয়কা আসছে, তাতে ফারকোট পরা এক ভদ্রলোক। না, তাঁর ভাই নয়। ভাবলেন, 'আহ্ ভালো লোক কেউ যদি হয়, যার সঙ্গে করা যাবে!'

'আরে!' দ্বই হাত ওপরে তুলে সানন্দে চিংকার করে উঠলেন লেভিন, 'আনন্দের অতিথি যে! কী যে খ্রাশ হলাম তোমাকে দেখে!' স্তেপান আর্কাদিচকে চিনতে পেরে তিনি চে'চালেন।

ভাবলেন, 'এবার নির্ঘাণ জানা যাবে কিটি বিয়ে করেছে কিনা অথবা কবে করবে।'

আর এই চমৎকার বসন্তের দিনে তিনি টের পেলেন যে কিটির কথা স্মরণ করে তাঁর কণ্ট হচ্ছে না।

'কী, আশা করো নি তো?' স্লেজ থেকে নেমে শুেপান আর্কাদিচ বললেন, নাকে গালে ভুরুতে তাঁর কাদার দলা, কিন্তু ফুতিতি আর স্বাস্থে। জনুলজনল করছেন। লেভিনকে আলিঙ্গন আর চুম্বন করে বললেন, 'চলে এলাম, এক — তোমাকে দেখতে, দুই — কিছু পাখি শিকার করতে, তিন — এগ্রুশোভোর বনটা বেচে দিতে।'

'চমংকার! কেমন বসস্ত দেখেছ? তা স্লেজে করে এলে কেমন?'

'গাড়িতে আসা আরও খারাপ হত কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ' — জবাব দিলে পরিচিত কোচয়ান।

'যাক, তোমাকে দেখে আমি ভারি, ভারি খ্রাশ হলাম' — আন্তরিকভাবেই শিশুর মতো সানন্দে হেসে লেভিন বললেন।

অভ্যাগতরা এলে যে ঘরখানায় ওঠে, সেখানে অতিথিকে নিয়ে গেলেন লেভিন, সেখানেই আনা হল স্তেপান আর্কাদিচের মালপত্র: ব্যাগ, কেসে রাখা বন্দন্ক, চুর্টের বটুয়া। হাতম্ব ধ্রেয় পোশাক বদলে নেবার জন্য বন্ধকেরেথে লেভিন সেরেস্তায় গেলেন হালচাষ আর ক্লোভারের কথা বলতে। গ্রের মানমর্যাদা নিয়ে সদা উদ্বিগ্ন আগাফিয়া মিখাইলোভনা প্রবেশ কন্দে তাঁকে ধরে খাবার-দাবারের কথা জিগোস করলেন।

'যা ভালো বোঝেন কর্ন, তবে একটু তাড়াতাড়ি' — এই বলে তিনি চলে গেলেন গোমস্তার কাছে।

যখন ফিরলেন, হাতমুখ ধ্রুয়ে চুল আঁচড়িয়ে হাসিতে ঝলমল করে স্তেপান আর্কাদিচ বেরিয়ে আর্সছিলেন তাঁর ঘর থেকে, দ্ব'জনে তাঁরা ওপরে উঠলেন।

'তোমার কাছে আসতে পারলাম বলে কী ভালোই না লাগছে! এবার বোঝা যাবে কিসব গৃহ্য কাণ্ড তুমি এখানে করে থাকো। না, সত্যি, তোমাকে হিংসে হচ্ছে আমার। কী একখান বাড়ি রে, সবকিছুই কী খাশা! আলো ঢালা' — প্রাণ-মাতানো স্তেপান আর্কাদিচ বললেন এইটে ভুলে গিয়ে যে বসন্ত আর আজকের মতো ঝকঝকে দিন আসে না সর্বদা। 'আর তোমার আয়াটিও কী চমংকার! অ্যাপ্রন-আঁটা স্কুদরী একটি দাসী থাকলে অবশ্য মন্দ হত না, কিন্তু তোমার যা সম্ম্যেসী স্বভাব আর কড়া ধরনধারন, তাতে এই-ই ভালো।'

নানা আগ্রহোন্দীপক খবব দিলেন স্তেপান আর্কাদিচ, তার ভেতর লোভিনের কাছে বিশেষ গ্রেত্বপূর্ণ ছিল এই সংবাদ যে তাঁর ভাই সের্গেই ইভানোভিচ এই গ্রীম্মে তাঁর কাছে গ্রামে আসার উদেশগ করছেন।

কিটি এবং সাধারণভাবে শ্যেরবাং স্কিদের নিয়ে একটা কথাও স্তেপান আর্কাদিচ বললেন না; শৃথ্য স্বারীর পক্ষ থেকে অভিবাদন জানালেন। তাঁর মার্জিত স্ক্রাতাবোধে কৃতজ্ঞ লেগেছিল লেভিনের, খার্শি হয়েছিলেন এমন অতিথি পেয়ে। বরাবরের মতো একাকিছের সময়ে লেভিনের মনে যত ভাবনা আর অন্তর্ভাত জমে উঠেছিল, তা তিনি আশেপাশের কাউকে জানাতে পারতেন না। এখন স্তেপান আর্কাদিচের কাছে তিনি উজাড় করে দিতে থাকলেন তাঁর বসন্তের কাব্যিক পালক, কৃষিকর্মের অসাফল্য আর পরিকল্পনা. পঠিত পাল্পকাদি নিয়ে তাঁর ভাবনা আর মন্তব্য, বিশেষ করে তাঁর রচনাটির বিবরণ, যার মালকথাটা হল, তিনি নিজে খেয়াল না করলেও, কৃষিকর্ম নিয়ে সমস্ত পাল্পনা পাল্পকের সমালোচনা। স্তেপান আর্কাদিচ অতি মনোরম মানাম, আভাস মাত্রেই সবই বানতে পারেন, এবার তাঁকে লাগল আরো

মনোরম, লেভিন তাঁর ভেতরে লক্ষ্য করলেন নিজের আত্মপ্রসাদ লাভের মতো নতুন একটা শ্রদ্ধা আর কমনীয়তা।

খাওয়াটা যাতে চমংকার হয়, এ নিয়ে আগাফিয়া মিখাইলোভনা আর বাবনুর্চর চেণ্টা-চরিন্তিরের ফল হল এই যে ক্ষনুধার্ত দনুই বন্ধনুই জলযোগে বসে পেট ভরালেন রন্টি-মাখন, নোনা মাছ, নোনা ব্যাঙের ছাতা দিয়ে, তার ওপর মাংসের যে পর্নলি পিঠে দিয়ে বাবনুর্চি অতিথিকে অবাক করে দিতে চেয়েছিল, তা বাদ দিয়েই স্প আনতে বললেন লেভিন। কিন্তু অন্য ধরনের ভোজনে অভ্যন্ত হলেও স্তেপান আর্কাদিচের কাছে সবই লাগল চমংকার আর অপ্রে — নানারকম ঘাস-গাছড়ায় জারানো ভোদকা, রন্টি, মাখন, বিশেষ করে নোনা মাছ আর ব্যাঙের ছাতা, শাদা সস সহযোগে মনুর্বাগ, ক্রিমিয়ার শাদা সনুরা।

গরম খাবারটার পর একটা মোটা সিগারেট ধরিয়ে তিনি বললেন, 'চমংকার, চমংকার, আমি তোমার কাছে এলাম যেন গোলমাল আর ঝাঁকুনির পর জাহাজ থেকে নামলাম একটা শাস্ত তীরে। তাহলে তুমি বলছ যে মেহনতির ব্যাপারটাকেই বিচার করে দেখতে হবে আর কৃষিকর্মের প্রণালী নির্বাচনে চলতে হবে সেই অনুসারে। আমি অবিশ্যি এ ব্যাপারে নেহাং অজ্ঞ, তবে আমার মনে হয় তত্ত্ব আর তার প্রয়োগ মেহনতিকেও প্রভাবিত করবে।'

'আরে দাঁড়াও: আমি অর্থশান্দের কথা বলছি না, বলছি কৃষিবিদ্যার কথা। এটা হওয়া উচিত নিসর্গ-বিজ্ঞানের মতো, নির্দিষ্ট ঘটনাটাকে আর মেহনতিকে তার অর্থনৈতিক, নরকোলিক…'

এই সময় জ্যাম নিয়ে এলেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা।

স্ত্রেপান আর্কাদিচ নিজের ফুলো ফুলো আঙ্বলের ডগায় চুম্ব খেয়ে বললেন, 'আহ্ আগাফিয়া মিখাইলোভনা, কী খাশা আপনার নোনা মাছ, কী খাশা আপনার ভোদকা!.. কী কস্তিয়া, সময় হয় নি কি?' যোগ দিলেন তিনি।

জানলা দিয়ে গাছগাঁ,লোর ন্যাড়া চুড়োর ওপাশে ডুবস্ত স্থেরি দিকে চাইলেন লেভিন।

বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সময় হয়ে গেছে! কুজ্মা, গাড়ি ঠিক করো!'

নিচে নেমে স্তেপান আর্কাদিচ নিজে তাঁর বার্নিশ করা বাক্স থেকে ক্যানভাসের ঢাকনি খুলে জুড়ে তুলতে লাগলেন নতুন ফ্যাশনের পেয়ারের বন্দ্বকটা। কুজ্মা মোটা একটা বর্খাশসের গন্ধ পেয়ে স্তেপান আর্কাদিচকে ছাড়ছিল না, মোজা আর হাইব্বট দ্বই-ই পরিয়ে দিল তাঁকে, স্তেপান আর্কাদিচও সেটা তাকে করতে দিলেন।

'কস্তিয়া, বলে দাও তো, রিয়াবিনিন বেনিয়া যদি আসে — আমি ওকে আসতে বলেছি আজ — তাহলে ওকে যেন বসিয়ে অপেক্ষা করতে বলা হয়।'

'তুমি বন বিক্রি করছ রিয়াবিনিনকে?'

'হ্যাঁ, ওকে তুমি চেনো নাকি?'

'চিনব না কেন। ওর সঙ্গে 'উত্তম আর চ্ড়ান্ত' একটা কাজ ছিল আমার।' স্তেপান আর্কাদিচ হেসে ফেললেন। 'উত্তম আর চ্ড়ান্ত' ছিল বেনিয়াটির প্রিয় ব্লি।

'হার্ন, কথা ও বলে আশ্চর্য হাস্যকরভাবে। ব্রুক্তেছে যে মনিব কোথায় যাচ্ছে!' লাস্কার পিঠ চাপড়ে লেভিন যোগ করলেন, কুকুরটা গোঁগোঁ করে ঘ্রঘ্র করছিল লেভিনের কাছে, কখনো তাঁর হাত, কখনো ব্রুট, কখনো বন্দ্রকটা চাটছিল।

ওঁরা যখন বের লেন, গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল বারান্দার কাছে।

'গাড়ি জ্বততে বলেছিলাম যদিও বিশেষ দ্বে নয়। নাকি পায়ে হে'টেই যাব?'

গাড়ির দিকে যেতে যেতে শুেপান আর্কাদিচ বললেন, 'না, গাড়িতেই যাওয়া যাক।' গাড়িতে উঠে বাঘের চামড়ার কম্বলে পা ঢেকে চুর্ট ধবালেন তিনি, 'কেন যে চুর্ট খাও না! চুর্ট — এ শা্ধ্য তৃপ্তিই নয়, এ হল পরিতৃপ্তির পরাকাষ্ঠা আর লক্ষণ। একেই বলে জীবন! কী স্কুন্দর! ঠিক এইভাবেই আমার বাঁচার সাধ!'

'কিন্তু বাধা দিচ্ছে-টা কে?' হেসে লেভিন বললেন।

'নাঃ, তুমি স্থী লোক। তুমি যা ভালোবাসো, সবই তোমার আছে। ঘোড়া ভালোবাসো, তা আছে, কুকুর — তাও আছে, শিকার — আছে, চাষবাস — তাও রয়েছে।'

'বোধ হয় সেটা এই জন্যে যে আমার যা আছে তাতেই আমার আনন্দ, যা নেই তা নিয়ে গ্রমরে মরি না' — লেভিন বললেন কিটির কথা মনে করে। স্তেপান আর্কাদিচ ব্রুলেন, চেয়ে দেখলেন তাঁর দিকে, কিন্তু কিছ্ই বললেন না। শ্যেরবাং স্কিদের কথা উঠবে বলে লেভিন ভয় পাচ্ছেন এটা লক্ষ্য করে অব্লোন্ স্কি তাঁর বরাবরের মান্রাবাধে সে নিয়ে কিছুই বললেন না দেখে লেভিন কৃতজ্ঞ বোধ করেছিলেন তাঁর প্রতি; কিন্তু যা তাঁকে অত কন্ট দিয়েছিল, সেটা এখন জানবার ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁর, তবে তা বলার সাহস হল না।

'তা তোমার ব্যাপার-স্যাপার এখন কেমন?' শ্ব্ধ্ব নিজের কথা ভাবা তাঁর পক্ষে কত খারাপ, সে কথা ভেবে লেভিন বললেন।

ষ্টেপান আর্কাদিচের চোখ আমোদে ১কচক করে উঠল।

'তুমি তো মানো না যে পেট ভরা থাকলেও আরো একটা মিণ্টি রুটির লোভ সম্ভব; তোমার মতে এটা অপরাধ; আর ভালোবাসা ছাড়া জীবন আমি স্বীকার করি না' — লেভিনের প্রশ্নটা নিজের ধরনে বুঝে উনি বললেন. কী করা যাবে, ওইভাবেই জন্মেছি, তা ছাড়া সত্যি, এতে কারো ক্ষতি হয় কম, অথচ নিজের কত তুষ্টি…'

'তার মানে, নতুন কেউ নাকি?' লেভিন শ্বধালেন।

'হাাঁ ভায়া!.. বিষধ্ব-মধ্বর মেয়েদের তো তুমি জানো... যে মেয়েদের তুমি দেখো স্বপ্নে... তা এই মেয়েরা হয়ে ওঠে বাস্তব... ভয়ংকর এই মেয়েরা। কী জানো, নারী হল এমন বস্তু যে যতই তাদের খতিয়ে দেখা যাক, সবই নতুন লাগবে।'

'তাহলে খতিয়ে না দেখাই ভালো।'

'উ'হ্। কে একজন গণিতজ্ঞ বলেছিলেন, আনন্দটা সত্য আবিষ্কারে নয়, তার সন্ধানে।'

লেভিন শ্নেছিলেন চুপ করে আর নিজের ওপর যতই জোর খাটান না কেন বন্ধর জায়গায় নিজেকে কল্পনা করতে পারছিলেন না, ব্রুবতে পারছিলেন না কী তাঁর অন্ত্তি, এমন মেয়েদের অধ্যয়ন করায় কীই-বা আনন্দ।

n se n

পাখি উড়ে আসার জায়গাটা ছোটো নদীটার ওপরে অদ্বেরর একটা ছোটো আ্যান্স্পেন কুঞ্জে। বনে এসে লেভিন গাড়ি থেকে নেমে অব্লোন্স্কিকে নিয়ে গেলেন শ্যাওলা-পড়া চ্যাটচেটে মাঠের এক কোণে, এর মধ্যেই বরফ সেখানে গলে গিয়েছে। নিজে তিনি ফিরলেন অন্য প্রান্তে, যমজ বার্চ গাছের কাছে, নিচু দিককার শ্বকনো ডালের ফাঁকে বন্দ্বক রেখে কাফতান* খ্বলে ফেললেন, বেল্ট টান করে পর্থ করলেন হাতের সচলতা।

বৃড়ি, ধ্সর লাস্কা এসেছিল তাঁদের পেছন পেছন, সতর্ক হয়ে সেবসল লেভিনের সামনে, উৎকর্ণ হয়ে। বড়ো বনটার পেছনে স্মৃত্য চলে পড়ছে; অ্যান্সেন গাছগ্বলোর মধ্যে ছড়ানো ছিটানো গোটাকয়েক বার্চ তাদের স্ফীত, ফাটো-ফাটো কোরক নিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে গোধ্লির আলোয়।

বনের যেখানে এখনো বরফ লেগে আছে, সেখান থেকে কানে আসছিল আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ স্লোতোরেখায় জলের ঝির্মঝির। কিচির-মিচির করে ছোটো ছোটো পাখিরা মাঝে মাঝে উডে যাচ্ছিল গাছ থেকে গাছে।

নিঝুম শুরুতার ফাঁকে ফাঁকে শোনা যাচ্ছিল বরফ-গলা মাটি আর বেড়ে-ওঠা ঘাসের চাপে নড়ে-ওঠা গত বছরের ঝরা পাতার খসখস।

'কী কান্ড! ঘাস যে বেড়ে উঠছে তা শোনা যাচ্ছে. দেখা যাচ্ছে!' কচি একটা ঘাসের ফলার কাছে সীসে রঙের সিক্ত, সঞ্চরমাণ অ্যাদেশন পাতাটা লক্ষ্য করে মনে মনে ভাবলেন লেভিন। নিচের দিকে, কখনো ভেজা. শৈবালাচ্ছন্ন মাটি, কখনো উৎকর্ণ লাস্কা, কখনো টিলার নিচে. তাঁব সামনেকার বনের ন্যাড়া চুড়োগ্বলো, কখনো শাদা মেঘে ছে'ড়া ছে'ড়া নিবে আসা আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। আলস্যে ডানা নেড়ে বনের অনেক ওপর দিয়ে উড়ে গেল একটা বাজপাখি; আরেকটা বাজপাখি ঠিক একইভাবে একই দিকে উড়ে গিয়ে উধাও হয়ে গেল। বনের মধ্যে আরো সজোরে, শশব্যস্তে কাকলী তুলল পাখিরা। অদ্বে ডেকে উঠল বন-পে'চা, চমকে উঠে লাস্কা কয়েক পা সাবধানে এগিয়ে মাথা পাশে হেলিয়ে কান পেতে রইল। নদীর ওপার থেকে শোনা গেল কোকিলের ডাক। দ্ব'বার শ্বাভাবিকের মতো কুহ্ব ডাকার পর গলা ভেঙে, ব্যতিব্যস্ত হয়ে সব গোলমাল করে ফেলল।

'কী কাণ্ড! এর মধ্যেই কোকিল!' ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'হাাঁ, শ্নুনছি' — নিজের কানেই যা খারাপ লাগছে, নিজের সে কণ্ঠস্বরে বনের নীরবতা ক্ষ্মণ্ণ হওয়ার বিরক্তির সঙ্গে বললেন লেভিন, 'আর দেরি নেই।'

শেরওয়ানির মতো প্রৢষের রৄশী জাতীয় পোশাক।

স্ত্রেপান আর্কাদিচের মর্তি ফের অদৃশ্য হল ঝোপের পেছনে। লেভিনের চোখে পড়ল কেবল একটা দেশলাইয়ের কাঠির আগ্নুন, তারপর জ্বলস্ত সিগারেটের লাল ঝলক, নীলাভ ধোঁয়া।

খট! খট! শব্দ করল স্তেপান আর্কাদিচের ট্রিগার।

'কী ওটা ডাকছে?' টানা একটা আওয়াজের দিকে লেভিনের দ্ছিট আকর্ষণ করে অব্লোন্দিক শ্বধালেন। যেন খেলা করতে করতে চি'হি'হি° করে ডাকছে কোনো ঘোডার বাচ্চা।

'জানো না? ও হল গে মর্দা খরগোশ। যাক, আর কথা নয়! শ্বনছ, উড়ে আসছে!' ট্রিগার ঠিক করে প্রায় চে°চিয়ে উঠলেন লেভিন।

শোনা গেল দ্রে থেকে ভেসে আসা মিহি শিস, আর শিকারীদের কাছে যা খ্ব পরিচিত, তেমনি মাপা তালে দ্বিতীয়, তৃতীয়, আর তৃতীয় শিসের পর শোনা গেল কোঁকোঁ ডাক।

ভাইনে বাঁয়ে চোখ ফেরালেন লেভিন, তারপর ঠিক সামনে ঝাপসা নীল আকাশের পটে অ্যাপ্সেন গাছগ্নলোর চুড়োয় উদ্গত কোমল অংকুরের ওপরে দেখা দিল উড়ন্ত পাখি। উড়ে আসছিল সে সোজা লেভিনের দিকে। নিকটেই খাপী কাপড় ছে'ড়ার মতো সমতাল আওয়াজ শোনা গেল কানের ওপরেই; বেশ দেখা যাচ্ছিল পাখিটার লম্বা ঠোঁট আর গ্রীবা, এদিকে লেভিন যখন তাক করছেন, ঠিক সেই ম্হুতেই যে ঝোপের পেছনে অব্লোন্স্কি দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখান থেকে ঝলকাল লাল বিদ্বাং; পাখিটা তীরবেগে পড়তে পড়তে ফের উঠে গেল। ফের বিদ্বাং ঝলক দিল শোনা গেল গ্রনির শব্দ; ডানা নেড়ে যেন বাতাসে ভেসে থাকবার চেন্টায় পাখিটা এক ম্হুত্ থেমে রইল, তারপর ধপ করে পড়ল প্যাচপেচে মাটিতে।

'ফসকে সেঁল নাকি?' স্তেপান আর্কাদিচ চে'চিয়ে উঠলেন, ধোঁয়ার জন্য কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

'এই যে!' লাস্কাকে দেখিয়ে লেভিন বললেন। একটা কান খাড়া করে ফু'য়ো ফু'য়ো লেজের ডগাটা উ'চিয়ে নাড়তে নাড়তে লাস্কা মৃদ্দ পদক্ষেপে, যেন পরিতৃপ্তিটা দীর্ঘায়ত করার বাসনায় নিহত পাখিটাকে নিয়ে আসছিল মনিবের কাছে যেন হাসি ফুটেছে মৃথে। 'যাক, তুমি পারলে বলে আনন্দ হচ্ছে' — লেভিন বললেন, তবে স্নাইপটাকে তিনি শিকার করতে পারলেন না বলে ঈর্যাও হচ্ছিল তাঁর।

'ডান নলটার গর্মল ফসকে যায় বিছছিরি ভাবে' — বন্দর্কে টোটা ভরে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'শৃশ্... উড়ে আসছে।'

সত্যিই শোনা গেল কর্ণভেদী, একের পর এক দ্রুতসঞ্চারী শিস। দর্ঘি মাইপ কোঁকোঁ না করে শর্ধ্ব শিস দিয়ে খেলতে খেলতে এ ওর পাল্লা ধরে উড়ে গেল শিকারীদের একেবারে মাথার ওপর দিয়ে। চারটে গর্বলর শব্দ উঠল, মাইপরা ঝট করে সোয়ালোর মতো বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পাথি পাওয়া যাচ্ছিল চমংকার। স্তেপান আর্কাদিচ আরো দ্বিটকে মারলেন, লেভিনও দ্বিট, তার একটাকে খ্রুজে পাওয়া গেল না। অন্ধনার হয়ে এল। পশ্চিম আকাশের নিচুতে ঝকঝকে রুপোলি শ্বকতারা বার্চাগাছগর্লোর পেছন থেকে কোমল জ্যোতিতে আলো দিতে থাকল, আর প্রে বিমর্য আর্কাভুরাস ঝলমল করে উঠল তার রক্তিম আগর্নে। লেভিন তাঁর মাথার ওপর সপ্তর্যিস ঝলমল করে উঠল তার রক্তিম আগর্নে। লেভিন তাঁর মাথার ওপর সপ্তর্যিস ঝলছে। স্নাইপগর্লো আর উড়ে আসছে না এখন; কিন্তু লেভিন স্থির করলেন, বার্চের ডালগর্নোর নিচে যে শ্বকতারাটা দেখা যাচ্ছে, তা ওপরে না উঠে আসা পর্যপ্ত এবং সপ্তর্যি আরও প্রপণ্ট না হয়ে ওঠা পর্যপ্ত অপক্ষা করবেন। ডালগর্নোর ওপরে উঠে এল শ্বকতারা, সপ্তর্যির রথ প্রকট হয়ে উঠল কালচে-নীল আকাশে, কিন্তু লেভিন তব্রও দাঁড়িয়ে রইলেন।

'এবার ফিরলে হয় না?' বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

বন ততক্ষণে নিঝুম হয়ে এসেছে, একটা পাখিরও নড়াচড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

লেভিন বললেন, 'আরো একটু থেকে যাই।'

'তোমার যা ইচ্ছে।'

ওঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন পনেরো পা দ্রে।

হঠাৎ লেভিন বললেন, 'স্থিভা, তোমার শালী বিয়ে করল, নাকি করবে, কিছু ই বলছ না যে?'

লেভিন নিজেকে এতটা শক্ত আর স্বৃস্থির বোধ করছিলেন যে কোনো জবাবেই তিনি বিচলিত হবেন না বলে তাঁর ধারণা ছিল। কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচ যা বললেন সেটা তিনি আদৌ ভাবতে পারেন নি। 'বিয়ে করার কথা ভাবেও নি, ভাবছেও না। খ্রই অস্ত্রে, ডাক্তাররা তাকে বিদেশে পাঠিয়েছে। এমনকি প্রাণের আশংকাও করছেন তাঁরা।'

'বলছ কী!' চে'চিয়ে উঠলেন লেভিন, 'খ্বই অস্ত্র? কী হয়েছে? কেমন করে সে?..'

ওঁরা যখন এই কথা বলছিলেন লাস্কা কান খাড়া করে প্রথমে চাইল আকাশে, তারপর ভর্ণসনার দ্ভিতে ওঁদের দিকে।

লাস্কা ভাবছিল, 'গল্প করার খুব সময় পেলে যা হোক। ওদিকে পাথিটা উড়ছে... হাাঁ, ওই তো। ফসকে যাবে...'

কিন্তু ঠিক সেই মুহুতেই দ্ব'জনেই শ্বনতে পেল তীক্ষা একটা শিস, যেন কেউ চড় মারল কানে, দ্ব'জনেই হঠাং বন্দ্বক চেপে ধরল, একই সঙ্গে দ্ব'টো ঝলক, দ্ব'টো গ্বলির শব্দ। উ'চুতে উড়ন্ত স্নাইপ মুহুতে ডান। গ্বটিয়ে সর্ব সর্ব কিশলয় পিণ্ট করে পড়ল ঝোপে।

'চমংকার! দ্ব'জনের মার!' চে'চিয়ে উঠে লেভিন লাস্কার সঙ্গে ছ্বটলেন ঝোপের মধ্যে পাখিটাকে খ্বজতে। 'ও হ্যাঁ, খারাপ লাগছিল কেন?' মনে পড়ল তাঁর। 'হ্যাঁ, কিটি অস্ক্স্থ… কী করা যাবে, খ্বই দ্বঃখের কথা' — তিনি ভাবলেন।

'আরে, পেয়ে গেছিস! সাবাস!' লাস্কার মুখ থেকে উষ্ণদেহী পাখিটাকে টেনে বার করে তাঁর প্রায় ভরে ওঠা ঝোলায় প্রতে প্রতে তিনি বললেন। হাঁক দিলেন, 'পাওয়া গেছে, স্থিভা!'

n 24 n

ঘরে ফেরার পথে লেভিন কিটির অস্থ এবং শ্যেরবাৎ শিকদের পরিকলপনার খুর্নিনাটি জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন এবং যদিও ব্যাপারটা শ্বীকার করতে তাঁর লজ্জা হচ্ছিল, তাহলেও যা জানলেন তাতে প্রীতি বোধ হল তাঁর। প্রীতি বোধ হল, কারণ এখনো তাহলে আশা আছে এবং আরো বেশি প্রীতিকর লাগল, কারণ তাঁকে যে অত কন্ট দিয়েছে, নিজেই সে কন্ট পাচ্ছে এখন। কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচ যখন কিটির পীড়ার কারণ বলতে শ্রুর্ করে দ্রন্দিকর নাম উল্লেখ করলেন লেভিন থামিয়ে দিলেন তাঁকে।

'পারিবাবিক খ্রিটনাটি জানার কোনো অধিকার নেই আমার, আর সত্যি বলতে কি, আগ্রহই নেই।' লোভনের মুখের যে ভাবপরিবর্তন স্তেপান আর্কাদিচের অতি পরিচিত. মুহুর্তের মধ্যে যা তাঁর মুখকে করে তুলেছে ঠিক ততটাই বিমর্ষ যতটা প্রফুল্ল ছিল এক মিনিট আগেও, সেটা চোথে পড়তে প্রায় অলক্ষ্য একটা হাসি ফুটল স্থেপান আর্কাদিচের মুখে।

লেভিন জিগ্যেস করলেন, 'বনের ব্যাপারটা রিয়াবিনিনের সঙ্গে একেবারে ঠিকঠাক করে ফেলেছ?'

'হ্যাঁ, চুকিয়ে দিলাম। দাম চমংকার, আটত্রিশ হাজার। আট হাজার অগ্রিম, বাকিটা ছয় বছরের কিস্তিতে। বহু ঝামেলা গেছে, এর চেয়ে বেশি আমায় কেউ দিচ্ছে না।'

'তার মানে, জলের দরে ছেড়ে দিলে' — লেভিন বললেন মুখ ভার করে। 'জলের দরে কেন?' ভালোমান্ধী হাসি নিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, জানতেন যে এবার সবই বিছছিরি লাগতে থাকবে লেভিনের।

'কারণ বনটার দাম দেসিয়াতিনা পিছ্ব অন্তত পাঁচশ' র্ব্ল' — লেভিন বললেন।

'আহ গাঁয়ের যত বাব্।' স্তেপান আর্কাদিচ বললেন ঠাট্টার স্বরে, 'শহ্বরে ভায়াদের কী যে ঘেলা তোমাদের!.. অথচ কাজের ব্যাপারে আমরা কিন্তু সর্বদাই ব্যবস্থা করি তোমাদের চেয়ে ভালো। বিশ্বাস করো, সব খতিয়ে দেখেছি' — তিনি বললেন, 'বন বিক্রি হচ্ছে খ্বই লাভে, বরং ভয়ই হচ্ছে আবার বে'কে বসে। এ তো আর সরেস কাঠের বন নয়' — সরেস কাঠ কথাটা দিয়ে লেভিনের সমস্ত সন্দেহের অসারতায় তাঁকে একেবারে নিশ্চিত করে তোলার আশায় তিনি বললেন, 'এতে লকড়ি কাঠের গাছই বেশি। দাঁড়াবে দেসিয়াতিনা পিছ্ব তিরিশ সাজেনের* বেশি নয়। অথচ ও আমাকে দিচ্ছে দ্বশ' রব্ল করে।'

অবজ্ঞাভরে লেভিন হাসলেন। ভাবলেন, 'জানি, জানি, এ তো শা্ধ্ ওর একার চালিয়াতি নয়, সব শহ্রেদেরই ও-ই, যারা গাঁয়ে আসে দশ বছরে বার দ্বেষক, দ্বটো-তিনটে গ্রাম্য লব্জ নজরে পড়ায় প্রসঙ্গে-অপ্রসঙ্গে তা ব্যবহার করে একেবারে নিশ্চিত হয়ে ওঠে যে তারা সবই জানে। সরেস কাঠ, তিরিশ সাজেন দাঁড়াবে। যেসব শব্দ বলছে নিজেই তার কিছ্ম জানে না।'

^{*} সাজেন — রাশিয়ায় প্রচলিত সাবেকী দৈর্ঘ্যের মাপ — ২·১ মিটারের মতে।
(এখানে — লকড়ি কাঠের ঘন সাজেনের কথা বলা হচ্ছে)।

লেভিন বললেন, 'তোমার দপ্তরে তুমি যা-সব লেখাে তা আমি তোমাকে শেখাতে যাব না, দরকার পড়লে পরামশ চাইব তোমার কাছেই। অথচ তোমার একেবারে দ্ঢ় বিশ্বাস যে বনের বিদ্যা তোমার সবই জানা। এ বিদ্যা সহজ নয়। গাছগুলো তুমি গুণে দেখেছ?'

'গন্নব কী করে?' বন্ধার খারাপ মেজাজ ভালো করে তোলার চেণ্টায় হেসে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'যদিও সাগরের বালি, তারার ছটাও গন্নে দেখতে পারে বড়ো দরের মাথা…'

'হাাঁ, রিয়াবিনিনের বড়ো দরের মাথা তা পারে। আর তুমি যা দিচ্ছ তেমন জলের দরে না পাওয়া গেলে কোনো বেনিয়াই গ্র্ণে না দেখে কিনবে না। তোমার বনটা আমার চেনা। প্রতি বছর শিকারে যাই ওখানে। তোমার বনের দাম নগদে পাঁচশ' র্ব্ল করে। আর তুমি দ্ব'শ করে নিচ্ছ কিস্তিতে। তার মানে, তুমি ওকে দান করছ তিরিশ হাজার।'

'নাও বাপ্র, তেতে উঠো না' — কর্মণ স্বরে বললেন স্থেপান আর্কাদিচ, 'আর কেউ অত দিল না কেন?'

'কারণ অন্য বেনিয়াদের সঙ্গে ও রফা করে নিয়েছে, ঘ্রুষ দিয়েছে। ওদের সকলের সঙ্গেই আমার কাজকর্ম ছিল রে, চিনি ওদের। এরা তো আর কারবারী নয়, ম্নাফাথোর। যাতে শতকরা দশ, পনেরো পাওয়া যাবে তাতে সে হাত দেবে না। ও আছে বিশ কোপেকে এক র্ব্ল কেনার ফিকিরে।

'নাও হয়েছে, মেজাজ তোমার খারাপ।'

'এতটুকু নয়' — বাড়ির কাছে আসতে আসতে লেভিন বললেন মুখ ভার করে।

গাড়ি বারান্দার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল লোহা আর চামড়ার বেড়ে আঁট করে বাঁধাই একটা গাড়ি, তাতে চওড়া বেল্টে কষে জোতা হুন্টপদ্ভ একটি ঘোড়া। গাড়িতে বসে ছিল টেনে কোমরবন্ধ আঁটা রক্তোচ্ছ্বাসে রাঙা-মন্থ গোমস্তা, যে রিয়াবিনিনের কোচয়ানের কাজও করত। রিয়াবিনিন নিজেছিল বাড়ির ভেতরে, বন্ধদ্বয়ের সঙ্গে তার দেখা হল প্রবেশকক্ষে। লোকটা মাঝবয়সী, টেঙা, রোগাটে, কামানো থ্তনিটি সন্প্রকট, ফুলো ফুলো ঘোলাটে চোখ। পরনে তার লম্বা নীল ফ্রক-কোট, বোতাম নেমেছে পাছারও নিচে, পায়ে গোড়ালির কাছে কোঁচকানো, পায়ার ডিমের কাছে সটান হাইব্ট, তার ওপর চড়িয়েছেন বড়ো বড়ো গালোশ। র্মাল দিয়ে গোটা মন্থখানা মন্ছে, ফ্রক-কোট ঝাড়া দিয়ে, যা এমনিতেই বেশ সঠিক ছিল, হেসে অভিনন্দন

জানালেন ওঁদের দ্ব'জনকে, স্থেপান আর্কাদিচের দিকে এমনভাবে হাত বাড়িয়ে দিলেন যেন কিছু একটা ধরতে চাইছেন।

'এই যে, আপনি তাহলে এসে গিয়েছেন' — হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'চমংকার।'

'হ্জ্বরের আজ্ঞা অমান্য করার সাহস হল না যদিও রাস্তাটা ছিল বড়োই থারাপ। সারা রাস্তা উত্তমর্পে হে'টেই এসেছি, তবে পেণছৈছি সময়মতো। নমস্কার কনস্তান্তিন দ্মিরিচ' — তাঁরও হাত ধরার চেণ্টা করে উনি বললেন লেভিনের উদ্দেশে, কিন্তু লেভিন দ্র্কুটি করে এমন ভাব দেখালেন যেন ওঁর হাত তাঁর নজরে পড়ে নি, স্লাইপগ্র্লো বার করতে লাগলেন। 'আমোদ করতে গিয়েছিলেন শিকারে। তা এটা কী পাখি বল্বন তো' — স্লাইপটার দিকে অবজ্ঞার দ্ভিটতে চেয়ে রিয়াবিনিন যোগ দিলেন, 'স্বাদ আছে ব্র্নিথ' — এবং অনন্মোদনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন তিনি, যেন এতে মজ্বরি পোষায় না বলে তাঁর ঘোর সন্দেহ আছে।

'কেবিনেটে যাবে?' স্তেপান আর্কাদিচকে লেভিন দ্রুকুটি করে শ্বালেন ফরাসি ভাষায়, 'যাও-না, সেখানে কথা কইবে।'

'যেখানে ইচ্ছে সেখানেই দিব্যি চলে যাবে' — রিয়াবিনিন বললেন একটা নাক-সি'টকানো মর্যাদার ভাব নিয়ে, যেন ব্রনিয়ে দিতে চান যে কাকে কিভাবে এড়িয়ে যেতে হবে এ নিয়ে অন্যে অস্ববিধা বোধ করলেও তাঁর কখনোই কিছ্বতেই অস্ববিধা হয় না।

কেবিনেটে ঢুকে রিয়াবিনিন চারিদিকে চেয়ে দেখলেন যেন দেবপটটা খ্রুজছিলেন, তবে সেটা চোখে পড়লেও ক্রস করলেন না। বই-ভরা আলমারি আর তাকগ্লোর দিকে তাকালেন তিনি, আর স্লাইপগ্লোর ব্যাপারে যা করেছিলেন তেমনি অবজ্ঞাভরে হেসে অনন্মোদনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন, এতে যে মজ্বরি পোষাতে পারে তা মানতে পারলেন না কিছ্বতেই।

অব্লোন্ ফিক জিগ্যেস করলেন, 'কী, টাকা এনেছেন? বস্ন, বস্ন!' 'টাকার জন্যে আমরা দাঁড়িয়ে থাকিনা। এলাম দেখা করতে, কথা কইতে।' 'কী নিয়ে আবার কথা? বস্নুন, বস্কুন।'

'তা বসা যেতে পারে' — বসে, কেদারার পিঠে হেলান দিয়ে, যা তাঁর পক্ষে অতি কণ্টকর, রিয়াবিনিন বললেন, 'কিছ্ ছাড় দিতে হবে প্রিন্স। , নইলে পাপ হবে। আর টাকা চ্ড়ান্ত রকমে তৈরি, মায় কড়ায় গণ্ডায়। টাকার জন্যে কিছু আটকে থাকবে না।' ইতিমধ্যে লেভিন আলমারিতে বন্দন্ক রেখে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তুথেমে গেলেন বেনিয়ার কথা শানে।

বললেন, 'জলের দামে বনটা নিলেন তাহলে। আমার কাছে ও এসেছে দেরি করে, নইলে দাম বেংধে দিতাম আমিই।'

রিয়াবিনিন উঠে দাঁড়িয়ে নীরব হাসি নিয়ে লেভিনকে লক্ষ্য করলেন আপাদমস্তক।

স্তেপান আর্কাদিচের উদ্দেশে হেসে বললেন, 'কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ বেজায় কৃপণ। ওঁর কাছ থেকে একেবারে চ্যুড়ান্ত কিছুই কেনা যায় না। গম নিয়ে দরাদরি করলাম, দাম দিতে চেয়েছিলাম ভালো।'

'আমার জিনিস ম্ফতে কেন দেব আপনাকে? কুড়িয়ে তো পাই নি, চুরিও করি নি।' - -

'তা আজে, চুরি করা আজকাল চ্ড়ান্তরকম অসম্ভব গো। আজকাল সবই উত্তমর্পে চলে প্রকাশ্য আইন মেনে, চুরিচামারি আর নয়, আজকাল সবই দরাজ। আমরা সংলোকের মতোই কথা কয়েছি। বনের জন্যে বেশি টাকা ঢাললে তা উশ্লে তো হবে না। তাই অন্রোধ করছি, অন্তত খানিকটা ছাড় দেওয়া হোক।'

'আপনাদের কথাবার্তা সব শেষ হয়ে গেছে নাকি হয় নি? যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে বলার কিছ্ম নেই। আর শেষ না হয়ে থাকলে' — লেভিন বললেন, 'আমিই কিনব বনটা।'

রিয়াবিনিনের মনুথের হাসি মিলিয়ে গেল হঠাৎ। বাজপাথির মতো হিংস্স নিষ্ঠুর একটা ভাব ফুটে উঠল তাতে। দ্রুত হাড়খোঁচা আঙ্রুলে ফ্রক-কোটের বোতাম খ্রুলে ফেললেন তিনি, দেখা গেল ট্রাউজারের ওপরে লম্বিত একটা কামিজ, ওয়েস্ট-কোটে পেতলের বোতাম, পকেট ঘড়ির চেন: দ্রুত তিনি বার করলেন একটা প্রনো পেটমোটা মানি-ব্যাগ।

তাড়াতাড়ি ক্রস করে হাত বাড়িয়ে তিনি বললেন, 'বেশ, বন আমার। টাকা নাও, বন আমার। রিয়াবিনিনের দরাদরি এইরকমই, দ্ব-চার পয়সানিয়ে তার খাঁই নেই' — ভুর্ব কু'চকে মানি-ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে তিনি বললেন।

লেভিন বললেন, 'আমি হলে তোমার মতো তাড়াহ, ড়ো করতাম না।'
'বলো কী' — অবাক হয়ে বললেন অব্লোন্ স্কি, 'কথা দিয়েছি
যে!'

দড়াম করে দরজা বন্ধ করে ঘর থেকে বোঁরয়ে গেলেন লেভিন। রিয়াবিনিন দরজার দিকে তাকিয়ে হেসে মাথা নাড়লেন।

'হা রে যৌবন, একেবারে চ্ড়োন্ত রকমের ছেলেমান্রি। কিনছি যখন, বিশ্বাস কর্ন, সেটা সম্মান করে, অব্লোন্স্কির বন কিনল আর কেউ নয়, রিয়াবিনিন, এই নামটুকুর খাতিরে। আর লাভ যে কী দাঁড়াবে ভগবানই জানেন। ভগবানই সাক্ষী। তাহলে দয়া করে সই করে দিন দলিলে...'

একঘণ্টা বাদে পকেটে চুক্তি নিয়ে ফ্রক-কোটের হ্রক এণ্টে পরিপাটী করে আলখাল্লা চাপিয়ে কারবারী তাঁর কষে পেটাই-করা গাড়িতে চেপে বাড়ি রওনা হলেন।

'ওহ্ এই সব জমিদারবাব্বর দল!' গোমস্তাকে বললেন তিনি। 'সবাই একই চীজ।'

'তাই বটে' — ওঁকে লাগাম দিয়ে চামড়ার এপ্রনে বোতাম আঁটতে আঁটতে গোমস্তা বললে, 'তা কেনার বাপোরটা কী দাঁড়াল মিখাইল ইগ্নাতিচ?' 'হুই, হুই.

n 29 n

বেনিয়াটি তাঁকে তিন মাসের অগ্রিম যে নোটগ্নলো দিয়েছিলেন, তাতে পকেট বোঝাই করে স্তেপান আর্কাদিচ ওপরে উঠলেন। বনের ব্যাপারটা চুকেছে, টাকা আছে পকেটে, পাখি শিকার হয়েছে খাশা. তাই স্তেপান আর্কাদিচের মেজাজ এখন অতি শরীফ, স্বতরাং যে বদ মেজাজ লেভিনকে পেয়ে বসেছিল সেটা ঘোচাবার খ্বই একটা ইচ্ছে হল তাঁর। তিনি চাইছিলেন যেভাবে দিনটার শ্বর হয়েছিল, সেভাবেই তার শেষ হোক সন্ধ্যাহারে।

সত্যিই লেভিনের মেজাজ ভালো ছিল না। নিজের প্রিয় অতিথির প্রতি সন্শীল ও সন্মধ্নর হবার সমস্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি সামলাতে পার্রাছলেন না নিজেকে। কিটির বিয়ে হয় নি, এই খবরটার নেশা তাঁকে পেয়ে বসছিল।

কিটির বিয়েহয় নি, সে অস্কু, অস্কু সেই লোকটার জন্য যে তাকে প্রত্যোখ্যান করেছে। এই অপমান যেন লেভিনকেও লাগল। দ্রন্দিক প্রত্যাখ্যান করেছেন কিটিকে, আর কিটি তাঁকে, লেভিনকে। অতএব লেভিনকে অগ্রদ্ধা করার অধিকার দ্রন্দিকর আছে, স্কুতরাং তিনি তাঁর শার্। কিন্তু এটা লেভিন সবটা ভেবে ওঠেন নি। ঝাপসাভাবে তিনি টের পাচ্ছিলেন যে এক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে অপমানকর কিছু একটা আছে, এবং যা তাঁকে বিচলিত করছিল তাতে নয়, যা তাঁর সামনে এসে পড়ছিল তাতেই চটে উঠছিলেন তিনি। আহাম্মকের মতো বন বিক্রি, যে প্রতারণায় অব্লোন্স্কিকে ফেলা হল এবং যা ঘটল তাঁরই বাড়িতে, এতেই পিত্তি জন্বলছিল তাঁর।

'কী, শেষ হল?' ওপরে স্তেপান আর্কাদিচকে দেখে তিনি বললেন, 'নৈশাহার চলবে?'

'একেবারেই আপত্তি নেই। গাঁয়ে ক্ষিদে পায় কী, আশ্চর্য! রিয়াবিনিনকে খেতে বললে না কেন?'

'চুলোয় যাক বেটা!'

'তবে তুমি ওর সঙ্গ এড়িয়ে চলো বটে!' অব্লোন্স্কি বললেন, 'ওর দিকে হাতটাও বাডালে না।'

'কারণ নফরের সঙ্গে আমি করমর্দন করি না, কিন্তু এই লোকের চেয়ে নফরও শতগুণ ভালো।'

অব্লোন্স্কি বললেন, 'কী তুমি প্রতিক্রিয়াশীল হে! কিন্তু সমস্ত সামাজিক সম্প্রদায়কে মিলিয়ে দেওয়াটা?'

'যার ভালো লাগে, বেশ তো মিলে যাক। আমার বিছছিরি লাগে।'
'তুমি দেখছি একটা ডাহা প্রতিক্রিয়াশীল।'

'আমি কী, সত্যি, তা নিয়ে কখনো ভাবি নি। আমি — কনস্তান্তিন লেভিন, ব্যস।'

'এবং সেই কনস্তান্তিন লোভন যার মেজাজ আজ মোটেই ভালো নেই' — হেসে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন।

'হ্যাঁ, মেজাজ ভালো নেই, কিন্তু জানো কেন? তোমার এই নির্বোধ বিকিটার জন্যে…'

স্তেপান আর্কাদিচ মুখ কোঁচকালেন ভালো মেজাজেই যেন নিরপরাধ কোনো লোকের দোষ ধরা হচ্ছে, কণ্ট দেওয়া হচ্ছে তার মনে।

বললেন, 'নাও হয়েছে! কেউ কিছ্ম একটা বিক্রি করার পরেই তাকে শ্মনতে হয় নি: 'এটার দাম অনেক বেশি', এমনটা ঘটেছে কখনো? অথচ যখন বিক্রি করছে, তখন সে দাম কেউ দেয় না। উ'হ্ম, দেখছি ওই হতভাগ্য রিয়াবিনিনের ওপর তোমার কোনো রাগ আছে।'

'হয়ত আছে। আর জানো কেন? তুমি হয়ত আবার বলবে যে আমি

প্রতিক্রিয়াশীল কিংবা আরো ভয়ংকর কিছ্ব একটা; তাহলেও চারিদিক থেকে অভিজাত সম্প্রদায়ের দরিদ্র হয়ে পড়াটা দেখতে আমার বিরক্তি হয়, ক্ষোভ হয়, আমি নিজে এ সম্প্রদায়ের একজন এবং সম্প্রদায়েভদ মিলিয়ে য়েতে থাকা সত্ত্বেও আমি এ সম্প্রদায়ের একজন বলে আনন্দ হয় আমার। আর দরিদ্র হয়ে পড়ছে বিলাসের জন্যে নয়, তেমন কিছ্ব একটা ব্যাপার নয় ওটা; সাড়ম্বরে দিন কাটানো — এটা অভিজাতদের ব্যাপার, ওরাই তা পারে। এখন আমাদের আশেপাশের চায়িয়া জমি কিনে নিচ্ছে — আমার তাতে দয়েখ নেই। বাবর্টি কিছ্বই করেন না, চায়ি খাটছে, কোণঠাসা করছে নিম্কর্মাকে। তাই তো হওয়া উচিত। চায়ির জন্যে ভারি আনন্দ হয় আমার। কিন্তু কেমন একটা, জানি না কী বলা য়য়, নিরীহতার দয়্বন এই দরিদ্র হওয়াটা দেখলে আমার রাগ হয়। এখানে এক খাজনা-দায়ী পোলীয় চায়ি অর্ধেক দামে খাসা একটা সম্পত্তি কিনে নিল অভিজাত জমিদার-গিয়িয় কাছ থেকে, য়িনি বসবাস করেন বিদেশে, নীসে। ওখানে বেনিয়াকে জমি ইজারা দেওয়া হল দেসিয়াতিনা পিছ্ব এক র্ব্ল হারে, য়ার দর দশ র্ব্ল। আর তুমিখামাকা ওই চোয়াড়টাকে দান করে দিলে তিরিশ হাজার।'

'তা করবটা কী, গাছ গ্নব?'

'অবিশ্যি-অবিশাই গ্রনতে হবে। তুমি গ্রনলে না, ওদিকে রিয়াবিনিন গ্রনল। বে'চে বতে থাকা, লেখাপড়া করার টাকা থাকবে রিয়াবিনিনের ছেলেমেয়েদের, তোমার ছেলেমেয়েদের কিন্তু সেটি থাকবে না রে!'

'কিন্তু মাপ কর আমায়, এই গোনাগ্নতির মধ্যে কেমন একটা ছোটোলোকোমি আছে। আমাদের আছে নিজেদের কাজকর্ম, ওদের নিজেদের, তা ছাড়া লাভও ওদের চাই। তবে যাক গে, ব্যাপারটা চুকে গেছে, ব্যস। আর এই যে ডিম-ভাজা, এটি আমার প্রিয় খাদ্য। তা ছাড়া, আগাফিয়া মিখাইলোভনা আমাদের তো দেবেন ওই-যে ঘাস-গাছড়ায় জারানো ভোদকা...'

খাবার টেবিলে বসলেন স্তেপান আর্কাদিচ, রসিকতা শ্রুর করলেন আগাফিয়া মিখাইলোভনার সঙ্গে, তাঁকে নিশ্চয় করে বোঝালেন যে এমন ভোজন আর নৈশাহার তাঁর দীর্ঘকাল জোটে নি।

আগাফিয়া মিখাইলোভনা বললেন, 'আপনি যা-হোক তব্ তারিফ করছেন, কিন্তু কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ, যা-ই ওকে দিই-না, পাঁউর্নুটির চটা হলেও তাই খেয়েই বেরিয়ে যাবে।'

নিজেকে দখলে রাখার শত চেষ্টা সত্ত্বেও লেভিন ছিলেন মনমরা, চুপ করে রইলেন। স্তেপান আর্কাদিচের কাছে একটা প্রশ্ন করার ছিল তাঁর, কিন্তু মন স্থির করে উঠতে পার্রাছলেন না তিনি, সেটা কখন কিভাবে করা যায় তা ভেবে পাচ্ছিলেন না। স্তেপান আর্কাদিচ তাঁর নিজের ঘরে গেলেন নিচু তলায়, পোশাক ছাড়লেন, হাত-মুখ ধুলেন, কুচি দেওয়া নৈশ কামিজ পড়ে শুলেন, লেভিন কিন্তু তাঁর ঘরে নানা আজেবাজে কথা বলে ইতস্তত করতে থাকলেন, যা চাইছিলেন সেটা জিগ্যেস করার সাহস হচ্ছিল না তাঁর।

আগাফিয়া মিখাইলোভনা অতিথির জন্য যে স্বৃগন্ধি সাবান দিয়েছিলেন কিন্তু অব্লোন্সিক যা ব্যবহার করেন নি, তার দিকে তাকিয়ে মোড়ক খ্বলে বললেন, 'কী আশ্চর্য সাবান বানাচ্ছে এরা। চেয়ে দ্যাখ, এ যে একেবারে শিলপকর্ম।'

'হ্যাঁ, সবই আজকাল কী নিখ্;তই-না হচ্ছে' — স্তেপান আর্কাদিচ বললেন সজল স্ক্রপরিতুষ্ট হাই তুলে, 'যেমন ধর এই সব থিয়েটার। প্রমোদভবন... আহ্!' আবার হাই, 'সবখানে বিজলী বাতি... আ-আ-আ!'

'হাাঁ, বিজলী বাতি' — বললেন লেভিন, 'তা বটে, কিন্তু ভ্রন্দিক এখন কোথায়?' সাবানটা রেখে দিয়ে হঠাৎ জিগ্যেস করলেন তিনি।

হাই তোলা থামিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'দ্রন্দিক? সে এখন পিটার্সবৃংগে । তোমার ঠিক পরেই চলে যায়, তারপর একবারও মন্ফো আসে নি। শোন কন্থিয়া, আমি তোমাকে সত্যি বলছি' — টেবিলে কন্ই ভর দিয়ে স্কুদর রাঙা মুখে হাত রেখে তিনি বলে চললেন, ভাবাকুল সদাশয় নিদ্রাল্ব চোখে তাঁর তারার মতো ছটা, 'তোমারই দোষ। প্রতিদ্বন্দ্বীকে তুমি ভয় পেলে। আর আমি তখন যা বলেছিলাম, আমি জানি না কার চাল্সবেশি। এপ্পার-ওপ্পার করলে না কেন? আমি তোমাকে তখন বলেছিলাম যে…' মুখ প্রেরা না খুলে একটা চিব্রুক দিয়ে হাই তুললেন তিনি।

তাঁর দিকে চেন্নে লেভিন ভাবলেন, 'আমি যে পাণিপ্রার্থনা করেছিলাম সে কি ও জানে, নাকি জানে না? কেমন একটা কূটকৌশলী ধ্ত ভাব দেখা যাচ্ছে ওর মুখে।' এবং লাল হয়ে উঠছেন টের পেয়ে তিনি সরাসরি চাইলেন স্তেপান আর্কাদিচের চোখের দিকে। স্তেপান আর্কাদিচ বলে গেলেন, 'কিটির দিক থেকে তখন কিছু থাকলে সেটা ছিল বাইরের চাকচিক্যের আকর্ষণ। এই নিখ্বত আভিজাত্য আর সমাজে তার ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠা প্রভাবিত করেছিল কিটিকে নয়, তার মাকে।'

ভূর্ব কোঁচকালেন লেভিন। প্রত্যাখ্যানের যে হীনতা তাঁকে সইতে হয়ে-ছিল, সেটা যেন তাজা, সদ্যোহানা একটা আঘাত হয়ে দগ্ধ করল তাঁর হৃদয়। তবে তিনি নিজের বাড়িতে, আর বাড়ির দেয়াল সর্বদাই কিছ্ব কাজ দেয়।

'দাঁড়াও, দাঁডাও' — অবল লোন স্কিকে থামিয়ে দিয়ে লেভিন বললেন, 'বলছ, আভিজাত্য। কিন্তু তোমাকে জিগ্যেস করি, দ্রন্সিক বা আর যে কেউ হোক না কেন. তার আভিজাতাটা কিসে. এমন আভিজাতা যাতে আমায় হেয় জ্ঞান করবে? দ্রন্স্কিকে তুমি অভিজাত বলে ভাবো, আমি ভাবি না। এমন একটা লোক, বাপ যার নেহাৎ কেউকেটা থেকে বাগিয়ে টাগিয়ে ওপরে উঠেছে. মায়ের যার ঈশ্বর জানেন সংগম নেই কার সঙ্গে... না ভাই, মাপ করো, অভিজাত বলে আমি মনে করি নিজেকে এবং আমার মতো লোকেদের যারা অতীতের তিন-চার পুরুষ অবধি অতি উচ্চমানে শিক্ষিত সদ্বংশের দিকে আঙ্কে দেখাতে পারে, প্রেতিভা এবং বৃদ্ধিমত্তা অন্য ব্যাপার). যারা কখনো কারো তোষামোদ করে নি. কারো মুখাপেক্ষী থাকে নি. যেভাবে দিন কাটিয়ে গেছেন আমার বাবা, আমার দাদু। এ ধরনের লোক অনেক জানা আছে আমার। আমি যে বনের গাছ গুনে দেখি, এটা তোমার কাছে নীচতা বলে হয়. তিরিশ হাজার তুমি দান করে দাও রিয়াবিনিনকে: কিন্তু তুমি তো পাও খাজনা, জানি না আরো কী সব পাও, আমি পাই না, তাই বংশ আর পরিশ্রমটাই আমার কাছে মূল্যবান... আমরাই অভিজাত, ওরা নয় যারা বে°চে থাকে দর্মনিয়ার শক্তিধরদের কাছ থেকে পাওয়া মর্নণ্টিভিক্ষায়, দশ কোপেকেই যাদের কিনে নেওয়া যায়।'

'আরে, কার ওপর তুমি খাপ্পা হচ্ছ? আমি তোমার সঙ্গে একমত' — স্তেপান আর্কাদিচ বললেন আন্তরিকতার সঙ্গেই, খ্রিশ হয়ে, যদিও ব্রুতে পারছিলেন যে দশ কোপেক দিয়ে যাদের কেনা যায়, তাদের দলে তাঁকেও ফেলছেন লেভিন। লেভিনের উত্তাপ ভালো লেগেছিল তাঁর। 'কার ওপর খাপ্পা হচ্ছ তুমি? অবিশ্যি দ্রন্দিক সম্পর্কে তুমি যা বলছ তার অনেকখানিই সত্যি নয়, কিন্তু সে কথা আমি বলছি না। সোজাস্বিজ বলছি তোমাকে, আমি হলে একসঙ্গে চলে যেতাম মঙ্গেয়ায় এবং…'

'উ'হ্ন, আমি জানি না তুমি জানো কি না, তবে তাতে কিছ্ন এসে যায় না আমার। তোমাকে বলেই রাখি, আমি বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলাম এবং, প্রত্যাখ্যাত হয়েছি, কাতেরিনা আলেক্সান্দ্রভনা এখন আমার কাছে একটা গন্বন্ভার, লজ্জাকর স্মৃতি।' 'কেন? কী বাজে কথা!'

'কিন্তু ও কথা আর নয়। তোমার ওপর যদি র্চতা হয়ে থাকে, ক্ষমা করো ভাই' — লেভিন বললেন। বলার যা ছিল সবখানি বলে ফেলার পর উনি এখন আবার সেই সকাল বেলাকার মান্ধ, 'আমার ওপর রাগ করছ না তো স্তিভা? রাগ করো না ভাই' — এই বলে হেসে তিনি হাত ধরলেন বন্ধুর।

'আরে না, এতটুকু না, কিছ্রই নেই রাগ করার। আমাদের বোঝাব্রিঝ হয়ে গেল বলে আনন্দই হচ্ছে আমার। আর জানো, সকালে পাখি আসে ভালো। আমি হয়ত ঘুমোবই না, শিকার থেকে সোজা স্টেশন।'

'সে তো ভালোই।'

n >r n

দ্রন্দিকর অন্তর্জাবন তাঁর কামাবেগে ভরপ্নর হয়ে থাকলেও বহিজাবিন অপরিবর্তিত, অব্যাহত ধারায় চলতে থাকল আগের মতোই সামাজিক আর রেজিমেণ্ট-কেন্দ্রিক সম্পর্কাদি ও স্বার্থের অভ্যন্ত পথে। রেজিমেণ্টের স্বার্থে দ্রন্দিকর জীবনে একটা গ্রন্থপ্র্ণ স্থান নির্য়েছিল, সেটা এই জন্যও বটে যে রেজিমেণ্টকে তিনি ভালোবাসতেন, কিস্তু আরো বেশি করে এই জন্য যে রেজিমেণ্টও ভালোবাসত তাঁকে। রেজিমেণ্টের লোকেরা দ্রন্দিককে শ্রুব্ধ ভালোই বাসত না, শ্রন্ধাও করত, গর্ব বোধ করত তাঁকে নিয়ে, গর্বটা এই জন্য যে বিপাল বিস্তুশালী স্কৃশিক্ষিত গ্র্ণবান এই যে লোকটির সামনে যত কিছ্ম সাফল্য, আত্মাভিমান, উচ্চাভিলাষের পথ খোলা, তিনি কিনা এ স্বাকিছ্ম তুচ্ছ করে জাগতিক সমস্ত স্বার্থের মধ্যে থেকে মনেপ্রাণে বরণ করে নিয়েছেন রেজিমেণ্ট আর বন্ধামহলের স্বার্থ। তাঁর সম্পর্কে সাথিদের এই মনোভাব দ্রন্দিকর অজ্ঞাত ছিল না, আর এই জীবনটাকে ভালোবাসা ছাড়াও তাঁর সম্পর্কে যে মনোভাব গড়ে উঠেছে তার পোষকতা করাও নিজের কর্তব্য বলে জ্ঞান করতেন তিনি।

তবে বলাই বাহ্নলা, সঙ্গীদের কারো কাছেই নিজের প্রেমের কথা বলতেন না তিনি, প্রচণ্ড পানোৎসবেও (নিজের ওপর দখল হারাবার মতো মাতাল তিনি অবশ্য কখনো হতেন না) তাঁর পেটের কথা কিছ্ন বেরিয়ে পড়ত না, লখ্বচিত্ত তাঁর যে বন্ধরা তাঁর প্রণয় নিয়ে ইঙ্গিত করার চেণ্টা করত, তাদের মুখ বন্ধ করে দিতে পারতেন তিনি। কিন্তু তাহলেও তাঁর প্রেমের কথা জানাজানি হয়ে যায় গোটা শহরে — সবাই কম-বেশি অনুমান করতে পারত কারেনিনার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক — তাঁর প্রেমের ব্যাপারে সবচেয়ে যেটা কন্টকর তার জন্যই যুবকদের অধিকাংশ ঈর্ষা করত তাঁকে, যথা — কারেনিনের উচ্চ প্রতিষ্ঠা এবং সেই কারণে সমাজের চোখে এই প্রণয়টার দৃণ্টিকটুতা।

আন্নাকে যে ন্যায়পরায়ণা বলা হয়, এটা শ্বনে শ্বনে বহুদিন যাদের বিরক্তি ধরে গেছে, ঈর্ষান্বিত সেই সব যুবতীদের অধিকাংশ খ্বনি হল তাদের আন্দাজ-অনুমানে, এবং অপেক্ষায় রইল কবে সামাজিক অভিমত পালটায়, যাতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তাদের ঘেন্নার জগন্দল পাথর নিয়ে। সময় হলে যেসব কাদার দলা তারা ছ্বড়ে মারবে, তা এর মধ্যেই তৈরি হয়ে উঠছিল। এই যে সামাজিক কেলেৎকারির আয়োজন হচ্ছিল অধিকাংশ বয়স্ক ও উচ্চপদস্থ লোকে অসস্তত্ট হচ্ছিলেন তাতে।

দ্রন্স্কির মা ছেলের এই প্রেমলীলার কথা জেনে প্রথমটা খুলিই হয়েছিলেন, কেননা তাঁর ধারণা, উচ্চু সমাজে একটা কাল্ড বাধালে চৌকশ নবযুবকের যতটা শোভা বাড়ে, তেমন আর কিছুতে হয় না, তা ছাড়া যে কারেনিনাকে তাঁর ভারি ভালো লেগেছিল, নিজের ছেলের কথা যিনি অত গল্প করেছিলেন, তিনিও কাউণ্টেস দ্রন্দকায়ার মতে যা হওয়া উচিত, তেমনি সুন্দরী সুশীলা নারীর মতোই। কিন্তু পরে তিনি জানতে পারলেন যে ভাগ্যোহ্মতির পক্ষে গ্রের্ডপূর্ণে একটা প্রস্তাব পেয়েও ছেলে তা প্রত্যাখ্যান করেছে শ্বধ্ব রেজিমেণ্টে থাকবার জন্য, যাতে কার্রোননার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়, জানতে পান যে উচ্চপদস্থরা এর জন্য তাঁর ওপর অসন্তুণ্ট, স্কুতরাং তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন। তা ছাড়া এই যোগাযোগ সম্পর্কে তিনি যাকিছ, জেনেছিলেন, তা থেকে এটাও তাঁর ভালো লাগে নি যে ব্যাপারটা তেমন চমংকার. লালিত্যময় নয় যা তিনি অনুমোদন করতে পারেন, এ যে এক ভেটের-মার্কা মরিয়া আবেগ যার পরিণতি হতে পারে কোনো একটা আহাম্মকিতে বলে তিনি শ্বনেছেন। হঠাৎ তাঁর মস্কো ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে তিনি তাঁকে দেখেন নি, বড়ো ছেলের মারফত তিনি দাবি করেন যেন তিনি আসেন তাঁর কাছে।

বড়ো ভাইও ছোটোর ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। এ ভালোবাসাটা কেমন,

সামান্য নাকি প্রবল, উদ্বেল নাকি নিরাবেগ, পাতক নাকি নির্পাপ (সম্ভানাদি থাকা সত্ত্বেও তিনি এক নতর্কীকে রক্ষিতা রেখেছিলেন, তাই এ ব্যাপারে তাঁর উদারতা ছিল), এ নিয়ে তিনি মাথা ঘামান নি; কিস্তু তিনি জানতেন যে এই ভালোবাসাটা যাঁদের ভালো লাগার কথা, তাঁদের তা লাগছে না, তাই ভাইয়ের আচরণ অনুমোদন করেন নি তিনি।

সৈন্যদলে কাজ আর সমাজ ছাড়াও প্রন্ স্কির আরো একটা নেশা ছিল — ঘোড়া, এ নিয়ে তিনি পাগল।

এ বছর অফিসারদের হার্ডল-রেস হবার কথা। স্রন্ স্কি তাতে নাম লেখান, কেনেন ভালো জাতের একটি বিলাতী মাদি ঘোড়া, এবং প্রেমের ব্যাপারটা সত্ত্বেও আসন্ন ঘোড়দৌড় নিয়ে মেতে ওঠেন, যদিও সংযম না হারিয়ে...

এই দুই নেশা পরস্পরবিরোধী হয় নি। বরং প্রেম ছাড়াও তাঁর দরকার ছিল কাজ আর ব্যসন, যাতে তাজা হয়ে উঠতে পারেন, বিশ্রাম পায় তাঁর বড়ো বেশি উত্তেজিত অনুভূতি।

n 55 n

কান্নরে সেলো গ্রামে ঘোড়দোড়ের দিন দ্রন্দিক রেজিমেণ্টের ক্যান্টিনে বিফাস্টিক থেতে এলেন তাঁর অভ্যন্ত সময়ের আগেই। কড়া সংযম পালনের প্রয়োজন তাঁর ছিল না, কেননা তাঁর ওজন যা দরকার ঠিক তাই — সাড়ে চার প্র্দ, তবে মর্টিয়ে ওঠাও চলে না, তাই ময়দার খাবার আর মিছিট জিনিস তিনি এড়িয়ে চলতেন। টেবিলে দ্বই কন্ই রেখে বরাত দেওয়া বিফাস্টকের অপেক্ষায় বসে ছিলেন তিনি, শাদা ওয়েস্ট-কোটের ওপর জ্যাকেটের বোতাম খোলা, প্লেটের ওপর একটা ফরাসি নভেল ছিল, সেটা দেখছিলেন। বইটা দেখছিলেন কেবল যেসব অফিসার আসছে আর যাচ্ছে তাদের সঙ্গে যাতে কথা কইতে না হয়। আর ভাবছিলেন।

ভাবছিলেন যে ঘোড়দৌড়ের পর তাঁর সঙ্গে দেখা করার কথা দিয়েছেন আল্লা। তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি তিন দিন। স্বামী বিদেশ থেকে ফিরেছেন, ফলে আজকের সাক্ষাংটা সম্ভব হবে কিনা জানতেন না এবং সেটা কী করে জানা যায় তাও ভেবে পাচ্ছিলেন না। শেষ বার তিনি আল্লাকে দেখেছেন তাঁর জেঠতুত বোন বেট্সির পল্লীভবনে। কারেনিনদের পল্লীভবনে তিনি যেতেন যথাসম্ভব কম। এখন তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল সেখানে যাবার, এবং সেটা কিভাবে সম্ভব করা যায় তাই ভাবছিলেন। 'অবশাই বলব যে ঘোড়দৌড়ে আল্লা আসবেন কিনা তা জানার জন্যে বেট্সি আমায় পাঠিয়েছেন। অবশাই যাব' — বইটা থেকে মাথা তুলে মনে মনে স্থিব করলেন তিনি। তাঁকে দেখতে পাবার স্বুখকল্পনায় মুখখানা তাঁর জ্বলজ্বল করে উঠল।

র্পোর তপ্ত ডিশে যে পরিচারক বিফস্টিক এনে দিল, তাকে তিনি বললেন, 'আমার বাড়িতে একজন লোক পাঠিয়ে বলে দাও যেন তাড়াতাড়ি গ্রয়কা নিয়ে আসে।' ডিশটা টেনে নিয়ে খেতে শ্রু করলেন তিনি।

পাশের বিলিয়ার্ড কক্ষ থেকে শোনা যাচ্ছিল বল মারার শব্দ, কথাবার্তা, হাসি। প্রবেশদ্বারে দেখা দিলেন দ্ব'জন অফিসার: একজন অলপবয়সী, দ্বর্বল পাতলা মুখ, পেজ কোর থেকে রেজিমেন্টে এসেছে সম্প্রতি; অন্য জন মোটাসোটা বয়স্ক অফিসার, এক হাতে একটা রেসলেট, চর্বি ঢাকা খ্বদে খ্বদে চোখ।

শ্রন স্থিক তাকালেন ওঁদের দিকে, তারপর ভূর্ কুণ্চকে, যেন ওঁদের দেখেন নি এমন ভাব করে আড়চোখে বইটার দিকে চেয়ে একই সঙ্গে খেতে এবং পড়তে থাকলেন।

'কী, কাজে নামার আগে একটু খে'ট মারা হচ্ছে ব্রাঝ?' দ্রন্স্কির কাছে বসে বললেন মুটকো অফিসার।

'দেখতেই পাচ্ছ' — ভুর্ন কুণ্চকে, মূখ মন্ছে এবং তাঁর দিকে না তাকিয়ে দ্রন্দিক জবাব দিলেন।

'ম্বটিয়ে যাবার ভয় হচ্ছে না?' ছোকরা অফিসারটির জন্য একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে মুটকো বললেন।

'কী?' দ্রন্স্কি বললেন রাগত স্বরে, বিত্ঞায় মুখ বিকৃত করলেন, দেখা গেল তাঁর সমান মাপের দাঁতের সারি।

'ম্বিটিয়ে যাবে বলে ভয় হচ্ছে না?'

'ওহে, এক বোতল শেরি!' কোনো জবাব না দিয়ে দ্রন্স্কি ডাকলেন পরিচারককে, বইটা অন্য দিকে সরিয়ে পড়ে যেতে লাগলেন।

মুটকো অফিসার স্বরার তালিকাটা নিয়ে ফিরলেন ছোকরা অফিসারের দিকে।

তালিকাটা তাকে দিয়ে তার দিকে চেয়ে বললেন. 'কী খাবে বেছে নাও।'

'রাইন ওয়াইন' — দ্রন্দিকর দিকে ভয়ে ভয়ে কটাক্ষে চেয়ে ছোকরা অফিসারটি বললে, সামান্য দেখা দেওয়া মোচে আঙ্কল ব্লাতে লাগল সে। দ্রন্দিক মুখ ফেরাচ্ছেন না দেখে সে উঠে দাঁড়াল।

বললে, 'বিলিয়ার্ড' ঘরে যাওয়া যাক।'

মুটকো অফিসার বাধ্যের মতো উঠে গেলেন দরজার দিকে।

এই সময় ঘরে ঢুকলেন দীর্ঘকায় রাশভারি ক্যাপ্টেন ইয়াশ্ভিন, তাচ্ছিল্যভরে অফিসার দ্ব'জনের দিকে ওপর থেকে মাথা ন্ইয়ে তিনি গেলেন দ্রন্দিকর কাছে।

'আরে, এই যে!' প্রকান্ড হাতে দ্রন্স্কির কাঁধপট্রিতে চাপড় মেরে তিনি বললেন। দ্রন্স্কি রেগেমেগে তাকালেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ মুখ তাঁর জ্বলজ্বল করে উঠল তাঁর-স্বভাবসিদ্ধ প্রশাস্ত ও স্বস্থির প্রীতিতে।

'ভালো ব্রন্ধি করেছিস আলিওশা' — জলদগন্তীর উচ্চকণ্ঠে ক্যাপ্টেন বললেন, 'এবার খা, তারপর একপাত্র মদ্য।'

'নাঃ, ইচ্ছে করছে না।'

'মানিকজোড় বটে!' যে অফিসার দ্ব'জন এই সময় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁদের দিকে উপহাসের দ্বিটতে চেয়ে ইয়াশ্ভিন বললেন। স্রন্দিকর পাশে তিনি বসলেন চেয়ারের পক্ষে বড়ো বেশি উচ্ আঁটো বিচেস পরা পা দ্বখানা তীক্ষা কোণে বে'কিয়ে। 'কাল ক্রান্সেনচ্কি থিয়েটারে এলি না যে? মন্দ করল না নুমেরভা। কোথায় ছিলি?'

দ্রন্দিক বললেন, 'ত্ভেস্কর্মদের ওখানে।'

'ও!' ইয়াশ্ভিন মন্তব্য করলেন।

ইয়াশ্ভিন জনুয়াড়ী, মদ্যপ, কোনো নীতির বালাই তাঁর ছিল না শন্ধন্
তাই নয়, বরং ছিল যত গহিত সব নীতি। রেজিমেণ্টে ইনি দ্রন্দিকর সেরা
বন্ধন্। দ্রন্দিক তাঁকে ভালোবাসতেন যেমন তাঁর অসাধারণ দৈহিক শক্তির
জন্য, যা প্রকাশ পেত গেলাসের পর গেলাস মদ টানা, না ঘন্মানো, অথচ
একই রকম থেকে যাবার ক্ষমতায়, তেমনি তাঁর বিপন্ল নৈতিক শক্তির জন্য,
যা প্রকাশ পেত তাঁর ওপরওয়ালা ও বন্ধন্দের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ক্ষেত্রে,
যা তাঁর প্রতি তাদের মনে ভীতি ও শ্রদ্ধা জাগাত, প্রকাশ পেত জনুয়া খেলায়,
আর খেলতেন হাজার হাজার টাকা এবং যত মদই টানন্ন, খেলতেন এমন
সন্ক্রা অটল চালে যে ব্রিটিশ ক্লাবের পয়লা নম্বরের জনুয়াড়ী বলে ধরা
হত তাঁকে। দ্রন্দিক তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন ও ভালোবাসতেন বিশেষ করে

এই কারণে যে ইয়াশ্ভিন তাঁকে ভালোবাসতেন তাঁর নাম বা টাকাকড়ির জন্য নয়, তাঁর নিজের জন্যই, এটা তিনি অন্ভব করতেন। সমস্ত লোকেদের মধ্যে একা তাঁর কাছেই কেবল দ্রন্দিক নিজের প্রেমের ঘটনাটা বলতে পারতেন। দ্রন্দিক টের পেতেন যে সবিকছ্ব ভাবপ্রবণতার প্রতি ইয়াশ্ভিন অবজ্ঞা পোষণ করেন বলে মনে হলেও যে প্রবল হদয়াবেগে তাঁর জীবন এখন ভরে উঠেছে সেটা তিনিই ব্রুতে পারবেন। তা ছাড়া তাঁর সন্দেহ ছিল না যে ইয়াশ্ভিন নিশ্চয় পরচর্চা আর কেলেঙ্কারিতে এখন আর তৃপ্তি পাচ্ছেন না, এই হদয়াবেগটা যেভাবে উচিত সেইভাবেই ব্রুবেন, অর্থাৎ জানেন এবং বিশ্বাস করেন যে এই প্রেমটা ঠাটা কি মজার ব্যাপার নয়, অতি গ্রুত্বপূর্ণ।

নিজের প্রেমের কথা দ্রন্দিক ওঁকে বলেন নি, কিন্তু জানতেন যে তিনি সবই জানেন, যা উচিত তা সবই ব্রুছেন, সেটা ওঁর চোখে লেখা আছে দেখে দ্রন্দিকর আনন্দ হত।

'ও, হ্যাঁ!' দ্রন্দিক ত্ভেদ্কারদের ওখানে ছিলেন শ্বনে মন্তব্য করলেন ইয়াশ্ভিন এবং তাঁর যা বদভ্যাস, কালো চোখ জ্বলজ্বল করে মোচের বাঁ দিকটা মুখে পুরলেন।

'আর কাল তুই কী করিল? জিতেছিস?' দ্রন্স্কি জিগ্যেস করলেন।
'আট হাজার। তবে তিন হাজারের নিশ্চয়তা নেই, পাব কিনা সন্দেহ।'
'তা আমাকে বাজি ধরে হারতেও পারিস' — হেসে বললেন দ্রন্স্কি।
(দ্রন্স্কির ওপর বড়ো একটা বাজি ধরেছিলেন ইয়াশ্ভিন)।

'হারব না কিছুতেই। ভয় শুধু মাখোতিনকে।'

আলাপ চলল আজকের ঘোড়দৌড়ের সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে, দ্রন্স্কির চিন্তা শুধু ওইটাই।

'যাওয়া যাক। আমার খাওয়া শেষ' — উঠে দরজার দিকে গেলেন দ্রন্স্কি। ইয়াশ্ভিনও তাঁর বিশাল পা আর লম্বা পিঠ টান করে উঠে দাঁড়ালেন।

'খেতে আমার দেরি আছে, কিন্তু পান করা দরকার, এক্ষ্বনি আসছি। ওহে, মদ!' রেজিমেন্টে বিখ্যাত তাঁর গমগমে গলায় শার্সি কাঁপিয়ে হাঁক দিলেন ইয়াশ্ভিন। 'নাঃ, দরকার নেই' — তৎক্ষণাৎ আবার তিনি চে'চালেন, 'তুই বাড়ি যাচ্ছিস, আমিও যাই তোর সঙ্গে।'

म् 'क्रान दि तिरास रामाना।

দ্রন্দিক থাকতেন পার্টিশান দিয়ে আধাআধি ভাগ করা প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন একটি কৃষক কুটিরে। ক্যাম্পেও পেত্রিংদ্কি থাকতেন তাঁর সঙ্গে। দ্রন্দিক আর ইয়াশ্ভিন যখন এলেন, পেত্রিংদ্কি তখন ঘুমোচ্ছিলেন।

'ওঠ, খুব ঘুমিয়েছিস' — পার্টিশানের ওপাশে গিয়ে বালিশে নাক গইজে থাকা পেরিংস্কির কাঁধে ধাক্কা দিয়ে বললেন ইয়াশ্ভিন।

পেরিংশিক হঠাৎ হাঁটুতে ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠে চেয়ে দেখলেন দ্ব'জনকে। দ্রন্দিককে বললেন, 'তোর দাদা এসেছিল, আমাকে জাগিয়ে দিলে হতচ্ছাড়াটা, বললে ফের আসবে।' আবার কম্বল টেনে নিয়ে মাথা রাখলেন বালিশে। 'জ্বালাস নে বাপত্ব ইয়াশ্ভিন' — ওঁর কম্বলটা টানছিলেন ইয়াশ্ভিন, তাতে চটে উঠে পেরিংশিক বললেন, 'ছাড় তো!' পাশ ফিয়ে চোখ মেললেন তিনি, 'তার চেয়ে বরং বল কী পান করা যায়; এমন বিশ্বাদ হয়ে আছে মুখটা যে…'

'সবচেয়ে ভালো হবে ভোদকা' — গাঁকগাঁক করে উঠলেন ইয়াশ ভিন, 'তেরেশ্যেঙ্কো! বাব্র জন্যে ভোদকা আর শসা!' চে'চিয়ে বললেন তিনি, বোঝা যায় নিজের গলা শ্বনতে তাঁর ভালো লাগছিল।

'বলছিস ভোদকা? এটা ?' মুখ কুণ্চকে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললেন পোরিংস্কি, 'আর তুই খাবি? তাহলে একসঙ্গেই খাওয়া যাক! খাবি দ্রন্স্কি?' উঠে দাঁড়িয়ে বাঘছালের কন্বলটা হাতের নিচে জড়াতে জড়াতে পেরিংস্কি বললেন।

পার্টিশানের দরজায় এসে হাত তুলে ফরাসি ভাষায় গেয়ে উঠলেন 'এক যে রাজা ছিল গো তু-উ-লায়'। 'স্রন্সিক, টার্নবি?'

'ভাগ তো' — চাকর যে ফ্রক-কোটটা এনে দিয়েছিল সেটা পরতে পরতে বললেন দ্রন্দিক।

'কোথায় রে?' ইয়াশ্ভিন জিগ্যেস করলেন। একটা ত্রয়কা গাড়ি আসতে দেখে যোগ দিলেন, 'ত্রয়কাও এসে গেছে দেখছি।'

'আস্তাবলে, তা ছাড়া ঘোড়ার ব্যাপারে বিয়ান্ স্কির কাছেও যেতে হবে'— দ্রন্ত্রিক বললেন।

শ্রন্তিক সতিটে রিয়ান্তিককে কথা দিয়েছিলেন যে পিটার্সহফ থেকে
দশ ভাস্ট দুরে তার কাছে গিয়ে টাকা দিয়ে আসবেন ঘোড়ার জনা;

চেয়েছিলেন ওথানেও ঢু' মেরে আসতে পারবেন। কিন্তু বন্ধরা সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেললেন যে শ্ব্দ্ব রিয়ান্ স্কির কাছেই তিনি যাচ্ছেন না। গান চালিয়ে যেতে যেতেই চোখ মটকালেন পেগ্রিংস্কি, ঠোঁট ফোলালেন যেন বলতে চান: জানি রে তোর রিয়ান্ স্কিকে।

'দেখিস, দেরি করিস না যেন!' শুখু এইটুকু বলে ইয়াশ্ভিন প্রসঙ্গ পালটাবার জন্য যে ঘোড়াটাকে বিক্রি করেছেন জানলা দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে শুখালেন, 'তা আমার ফুট-ফুটকি কাজ দিচ্ছে কেমন, ভালো?'

দ্রন্দিক ততক্ষণে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, পেরিংদ্কি তাঁর উদ্দেশে চেটালেন, আরে দাঁড়া, দাঁড়া! তোর দাদা তোর জন্যে একটা চিঠি আর চিরকুট রেখে গেছে। দাঁড়া, দাঁড়া, কোথায় সেগ্লো?

দ্রন্সিক দাঁড়ালেন।

'কিন্তু কোথায় সেগ্নলো?'

'কোথায়? আরে সেই তো প্রশ্ন!' নাক থেকে ওপরের দিকে তর্জনী তুলে সগাস্তীর্যে বললেন পেগ্রিংহ্নিক।

'আরে বল বাপ, ফক্রড়ি করিস না' — দ্রন্সিক বললেন হেসে। 'ওটা দিয়ে তো আর ফায়ার-প্লেস ধরাই নি, এইখানেই থাকবে কোথাও।' 'নে. বাজে কথা রাখ! কোথায় চিঠি?'

'উ'হ্ন, সত্যি মনে নেই। নাকি স্বপ্নে দেখলাম? দাঁড়া, দাঁড়া, রাগ করিস না। গতকাল যদি আমার মতো চার বোতল শেষ করতিস, তাহলে তুইও ভূলে যেতিস কোথায় আছিস। দাঁড়া ভেবে দেখি।'

পেরিংস্কি পার্টিশানের ওপাশে গিয়ে শুলেন নিজের বিছানায়।

'দাঁড়া, এইভাবে শ্বয়ে ছিলাম আমি আর ও দাঁড়িয়ে ছিল ওইখানে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ... এই যে!' তোষকের তলে যেখানে ল্বকিয়ে রেখেছিলেন, সেখান থেকে পেত্রিংশ্কি টেনে বার করলেন চিঠিটা।

চিঠি নিয়ে দাদার চিরকুট পড়ে দেখলেন দ্রন্দিক। যা ভেবেছিলেন, তাই-ই। যান নি বলে মা অনুযোগ করেছেন চিঠিতে, দাদার চিরকুটে লেখা আছে কথা কওয়া দরকার। দ্রন্দিক জানতেন সবই ওই ব্যাপারটা নিয়েই। 'ওঁদের এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কী আছে?' এই ভেবে দ্রন্দিক চিঠিটা দলা-মোচড়া করে গর্ভালেন ফ্রক-কোটের বোতামের ফাঁকে, পথে যেতে যেতে মন দিয়ে পড়বেন বলে। বেরবার বারান্দায় দেখা হল দ্বাজন অফিসারের সঙ্গে, একজন তাঁদের, দ্বিতীয় জন অন্য রেজিমেণ্টের লোক।

দ্রন্দিকর বাসা সর্বদাই সমস্ত অফিসারদের আন্ডাম্থল। 'কোথায়?'

'পিটার্সহফে, কাজ আছে।'

'জারস্কোয়ে থেকে ঘোড়া এসেছে?'

'এসেছে, তবে আমি এখনো দেখি নি।'

'শ্বনছি নাকি মাথোতিনের গ্লাদিয়াতর খোঁড়া হয়েছে।'

'বাজে কথা। কিন্তু এই কাদায় আপনারা দৌড়বেন কেমন করে?' বললে অন্যন্তন।

'এতেই আমার উদ্ধার!' আগতদের দেখে চে'চিয়ে উঠলেন পেগ্রিংচ্কি। সামনে তাঁর ভোদকা আর ট্রে-তে নোনা শসা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল অর্দালি। 'তরতাজা হয়ে ওঠার জন্যে খেতে হ্রুফ্ম করছে ইয়াশ্ভিন।'

'কাল আমাদের বেশ দেখালেন বটে' — বললে নবাগতদের একজন। 'সারা রাত ঘুমতে দেন নি।'

'কিন্তু শেষটা হল কেমন?' পেগ্রিংন্সিক বলতে লাগলেন, 'ভলকোভ ছাদে উঠে বলে ওর নাকি মন খারাপ লাগছে। আমি বললাম, লাগাও গান, অন্ত্যোণ্টি মার্চ! ওই অন্ত্যোণ্টি মার্চ সঙ্গীত শ্বনতে শ্বনতেই সে ঘ্রমিয়ে পড়ল ছাদের ওপর।'

'খেয়ে নে, ভোদকাটা খেয়ে নিতেই হবে, তারপর সেল্ৎসার জল আর প্রচুর লেব্ — পেত্রিৎস্কির ওপর ঝুকে ইয়াশ্ভিন বলছিলেন মায়ের মতো, যেন জোর করে ওষ্ধ গেলাচ্ছেন। 'তারপর খানিকটা শ্যাম্পেন, এই বোতলখানেক।'

'হ্যাঁ, এটা ব্রন্ধিমানের মতো কথা। দাঁড়া দ্রন্সিক, মদ খাওয়া যাক।' 'উ'হ্ন, আসি মশাইরা। আজ আমি মদ খাব না।'

'কী, চবি' জমবে ভাবছিস? তাহলে আমরা নিজেরাই চালাই। দে সেল্ংসার জল আর লেব্।'

ভ্রন্সিক যখন প্রায় বেরিয়ে এসেছেন, কে যেন চেণ্টিয়ে উঠল, 'ভ্রন্সিক!' 'কী হল?'

'তুই চুল ছাঁটলে পারিস, নইলে বন্ড ভারি হয়ে উঠছে, বিশেষ করে। টাকের জায়গাটায়।'

সত্যিই দ্রন্স্কির চুল পাতলা হয়ে আসছিল অকালে। খ্রাণ হয়ে হেসে

নিজের সমান ছাঁদের দাঁত দেখিয়ে টুপিটা টাকের ওপর টেনে এনে দ্রন্স্কি বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলেন।

'আস্তাবল' — এই বলে পড়বার জন্য চিঠিটা নিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু নিলেন না, যাতে ঘোড়া দেখার আগে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত না হয়। 'পরে!..'

แรรแ

অস্থায়ী আন্তাবলটা তক্তা দিয়ে বানানো একটা চালা, ঘোড়দোড়ের মাঠের কাছেই, গতকালই সেখানে তাঁর ঘোড়ার এসে পড়ার কথা। এখনো তাকে তিনি দেখেন নি। ইদানীং নিজে তিনি তাতে চাপছিলেন না, ভার দিয়েছিলেন ট্রেনারের ওপর, তখন একেবারেই তিনি জানতেন না ঘোড়াটা কী অবস্থায় এসেছে এবং আছে। গাড়ি থেকে নামতে না নামতেই তাঁর সহিস, যাকে খোকা বলে ডাকা হয়, দ্র থেকে গাড়িটা চিনতে পেরে ট্রেনারকে ডেকে আনে। লম্বা হাইবন্ট আর খাটো জ্যাকেট পরা শ্বকনোটে চেহারার ইংরেজ, শ্বদ্ব থ্বতনির কাছে ছেড়ে রাখা হয়েছে কিছন্টা দাড়ি, জকিদের আনাড়ী চলনে দ্বই কন্ই প্রসারিত করে দ্বলতে দ্বলতে এগিয়ে এল তাঁর দিকে।

'তা কেমন আছে ফ্র-ফ্র?' দ্রন্দিক জিগ্যেস করলেন ইংরেজিতে।

'All right, sir — সব ঠিক আছে মশাই' — গলার কোন ভেতর বাগ থেকে ইংরেজটি বললে। 'তবে কাছে না যাওয়াই ভালো' — টুপি তুলে যোগ করলে সে; 'আমি ওকে মুখসাজ পরিয়েছি, কিছু চকে আছে। না যাওয়াই ভালো, তাতে ঘোড়া খেপে উঠবে।'

'না, আমি যাব। দেখতে চাই।'

'তাহলে চল্মন' — ইংরেজটি বললে দ্র্কুটি করে আর সেই একই ভাবে মুখ না খুলে, এবং কন্মই নাড়াতে নাড়াতে নড়বড়ে চলনে চলল আগে আগে।

ওঁরা ঢুকলেন ব্যারাকের সামনে আঙিনাটায়। হাতে ঝাড়্ নিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কোর্তা পরা বাহারে সাজে যে তুখোড় ছেলেটি ডিউটিতে ছিল, সে এগিয়ে চলল ওঁদের পেছন পেছন। ব্যারাকের স্টলে স্টলে ছিল পাঁচটি ঘোড়া, দ্রন্স্কি জানতেন যে আজ নিয়ে আসা হয়েছে এবং এখানেই আছে তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী, মাখোতিনের লালচে আভার উল্জব্ল-বাদামী দীর্ঘকায় প্লাদিয়াতর। নিজের ঘোড়াটার চেয়েও দ্রন্দিকর বেশি ইচ্ছে হচ্ছিল প্লাদিয়াতরকে দেখার, যাকে তিনি দেখেন নি। কিন্তু দ্রন্দিক জানতেন যে ঘোড়দৌড়ে শোভনতার নিয়ম অনুসারে তাকে দেখা তো দ্রের কথা, তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করাও অনুচিত। যখন তিনি করিডর দিয়ে যাচ্ছিলেন, ছেলেটা বাঁ দিকের দ্বিতীয় স্টলের দরজা খুলল, শাদা পায়ে বড়ো একটা বাদামী ঘোড়া দেখতে পেলেন দ্রন্দিক। উনি জানতেন যে এটিই প্লাদিয়াতর, কিন্তু অপরের খোলা একটা চিঠি থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া লোকের মতো তিনি মাথা ঘ্রিরয়ে চলে গেলেন ফ্র-ফ্রর স্টলের দিকে।

'এটি ম্যাক... ম্যাক...' — কাঁধের পেছন দিকে নোংরা নখ-ওয়ালা আঙ্ক্ল দিয়ে প্লাদিয়াতরের স্টলটা দেখিয়ে বললে ইংরেজটি। এ নামটা সে কখনোই উচ্চারণ করতে পারত না।

'মাখোতিনের? হ্যাঁ, এ আমার এক গ্রুর্তর প্রতিদ্বন্ধী' — দ্রন্স্কিবলনে।

ইংরেজটি মন্তব্য করলে, 'ওকে যদি আপনি চালাতেন, তাহলে আমি বাজি ধরতাম আপনার ওপর।'

'ফ্র-ফ্র স্নায়বিক, কিন্তু এটি তাগড়াই' — নিজের অশ্বচালনার তারিফে হেসে বললেন জন্সিক।

'হার্ড'ল ঘোড়দোড়ে সবটাই হল pluck-এর ব্যাপার' — ইংরেজটি জানাল। নিজের মধ্যে যথেগট pluck, অর্থাৎ উদ্যম ও সাহস দ্রন্দিক শন্ধ্ যে অন্তব করতেন তাই নয়, তার চেয়েও যেটা অনেক গ্রুত্বপূর্ণ, তিনি একেবারে স্নানিশ্চিত ছিলেন যে এই pluck জিনিসটা তাঁর চেয়ে বেশি দ্নিয়ায় আর কারো নেই।

'আর বেশি ঘামানোর দরকার নেই বলে আপনি মনে করেন?'

'দরকার নেই' -- জবাব দিলে ইংরেজটি; তারপর যে বন্ধ স্টলটার পাশে ওঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন, খড়ের ওপর খুর ফেলার শব্দ আসছিল যেখান থেকে, মাথা হেলিয়ে তার দিকে ইঙ্গিত করে সে যোগ দিলে, 'জোরে কথা বলবেন না দয়া করে। ঘোড়াটা চেগে আছে।'

দরজা খ্রলল সে, ছোটো একটি গবাক্ষের আলোয় স্বল্পালোকিত স্টলের ভেতরে ঢুকলেন দ্রন্স্কি। টাটকা খড়ের ওপর এ-পা ও-পা করে দাঁড়িয়ে ছিল মুখসাজ পরানো গাঢ় পিংলা রঙের ঘোড়া। আধা-অন্ধকারে

চোথ মেলে নিজের অজ্ঞাতসারে এক দৃণ্টিতেই দ্রন্দিক ফের তাঁর পেয়ারের ঘোড়াটার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখে নিলেন। ফ্র-ফ্র ছিল মাঝারি আকারের ঘোড়া, সর্বাঙ্গে নিখ্তেও নয়। হাড়ের দিক থেকে সে সরু গোছের। বুক সামনের দিকে প্রচণ্ড এগিয়ে থাকলেও সে বুক প্রশস্ত নয়। পাছা সামান্য ঝুলে-পড়া, সামনের, বিশেষ করে পেছনের পা তেরছা। সামনের পেছনের কোনো পায়ের পেশীই তেমন জাঁকালো নয়; কিন্তু কাঁধ অসাধারণ চওড়া যা তার ঠাট আর রোগা পেটের দর্ল বিশেষ চমংকৃত করে। সামনে থেকে দেখলে হাঁটুর নিচে তার পায়ের হাড আঙ্কলের চেয়ে বেশি মোটা বলে মনে হবে না, কিন্তু পাশ থেকে দেখলে তা অসাধারণ চওড়া। ব্রকের পাঁজর ছাড়া তার গোটা শরীর যেন পাশ থেকে চাপা আর দৈর্ঘ্যে প্রলম্বিত। কিন্ত উচ্চমাত্রার এমন একটা গুল তার ছিল যাতে এই সব ত্রুটি ভূলে যেতে হয়: এই গ**্রণটা হল উ°চু জাত, এমন** জাত, যা ইংরেজরা বলে, জানানি দেয়। সাটিনের মতো মস্থ, মিহি, চণ্ডল চামড়ার তলে বিছানো শিরার জালি থেকে প্রকট হয়ে ওঠা পেশী মনে হয় হাড়ের মতো শক্ত। শত্রুকনোটে মুখে ফুলো-ফুলো, জবলজবলে, হাসিখাশি চোথ, সে মাখ থোবনায় এসে বিস্তৃত হয়ে গেছে প্রকান্ড নাসারন্ধ্যে যার ভেতর চোখে পড়ে রক্তোচ্ছর্বসিত কোমলাস্থি। তার সমস্ত অবয়বে, বিশেষ করে মাথায় ছিল স্ক্রিনিদি ছট, তেজস্বী, সেইসঙ্গে কমনীয় একটা ভাব। এটি তেমনি একটি পশু যা কথা কইছে না মনে হবে শুধু এই জন্য যে তার মুখের গঠন তার অনুকৃল নয়।

অস্তত দ্রন্দিকর মনে হত তার দিকে তাকিয়ে কী তিনি ভাবছেন তা সব ব্রুতে পারছে ঘোড়াটা।

দ্রন্দিক তার কাছে যেতেই সে গভীর শ্বাস নিলে, এমনভাবে ফুলো-ফুলো চোথ ঘোরাল যে তার শাদা অংশটায় দেখা দিল রক্তের স্ফীতি, মুখসাজ ঝাঁকিয়ে, স্থিতিস্থাপকতায় এ-পায়ে ও-পায়ে ভর দিয়ে বিপরীত দিক থেকে সে তাকাল আগন্তুকদের দিকে।

'দেখছেন তো কেমন চেগে আছে' — ইংরেজটি বললে।

'ও, ও, সোনা আমার, লক্ষ্মী আমার' — ঘোড়ার কাছে যেতে যেতে তাকে বুঝ মানাতে লাগলেন দ্রন্ফিন।

কিন্তু যতই তিনি এগনতে লাগলেন, ততই উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল ঘোড়া। শন্ধন যখন তিনি ওর মাথার কাছে পেণছলেন, হঠাৎ শাস্ত হয়ে গেল সে, মিহি নরম লোমের তলে তিরতির করতে লাগল পেশী। তার শক্ত গ্রীবার হাত ব্লালেন দ্রন্দিক, তীক্ষ্ম ঘাড় থেকে অন্যদিকে ছিটকে পড়া একগোছা কেশর ঠিক করে দিলেন, মূখ বাড়ালেন তার প্রসারিত, বাদ্বড়ের ম্বথর মতো চিকন নাসারক্ষের দিকে। উত্তেজিত নাসারক্ষ্ম দিয়ে ঘোড়াটা সশব্দে নিশ্বাস নিচ্ছিল আর ছাড়ছিল, খোঁচা খোঁচা কান চেপে কে'পে উঠল সে, শক্ত কালো ঠোঁট সে বাড়িয়ে দিল দ্রন্দিকর দিকে, যেন তাঁর আস্থিন ধরতে চায়। কিন্তু মূখসাজের কথা মনে পড়ায় ফের শ্রু করল তার সর্ব সর্ব এ-পায়ে ও-পায়ে ভর দিতে।

'শান্ত হ' লক্ষ্মীটি, শান্ত হ'' — আরেক বার ওর পাছা চাপড়ে দ্রন্দিক বললেন এবং ঘোড়ার হাল যে চমংকার সেটা জেনে সানন্দে বেরিয়ে গেলেন স্টল থেকে।

ঘোড়ার উত্তেজনা সঞারিত হয়েছিল দ্রন্দিকর মধ্যেও; তিনি টের পাচ্ছিলেন যে হংপিশেড রক্ত উঠে আসছে, ঘোড়াটার মতোই তিনি চাইছেন ছুটতে, কামড়াতে; যেমন ভয় হচ্ছিল তাঁর, তেমনি আনন্দ।

ইংরেজটিকে তিনি বললেন, 'তাহলে আপনার ওপর ভরসা করে থাকছি। যথাস্থানে সাড়ে ছ'টায়।'

'সব ঠিক আছে' — বললে ইংরেজ, তারপর প্রায় কখনো সে যা বলে না সেই My Lord কথাটা ব্যবহার করে সে শ্বধাল, 'কিস্তু কোথায় যাচ্ছেন হুজুর?'

অবাক হয়ে প্রন্ হিন্দ মাথা তুললেন এবং প্রশ্নের এই স্পর্ধায় বিস্মিত হয়ে তিনি চাইলেন ইংরেজটির চোখে নয়, কপালের দিকে, যা কেবল তিনিই পারেন। কিন্তু প্রশ্নটা যে করা হয়েছে মনিবকে নয়, যে হতে চলেছে জকি তাকে, এটা ব্বেঝ তিনি জবাব দিলেন:

'রিয়ান্ স্কির কাছে যেতে হবে আমাকে, এক ঘণ্টার মধ্যেই বাড়ি ফিরব।' 'কতবার আজ আমায় এই প্রশ্নটা শ্নতে হচ্ছে' — মনে মনে ভাবলেন তিনি এবং লাল হয়ে উঠলেন, যা তিনি হন কদাচিং। ইংরেজটি মন দিয়ে তাঁকে দেখল। এবং দ্রন্স্কি কোথায় যাচ্ছেন, তা যেন সে জানে এমন ভঙ্গিতে যোগ করলে:

'দৌড়ের আগে স্বাস্থির থাকাটাই প্রথম কথা' — এবং বললে, 'মেজাজ ভালো রাখবেন, কিছ্বতেই মনমরা হবেন না যেন।'

'অল রাইট' — হেসে জবাব দিলেন দ্রন্দিক এবং গাড়িতে উঠে হৃকুম করলেন পিটার্সহিফে যেতে। কিছ্ম দরে যেতে না যেতেই যে কালো মেঘ সকাল থেকেই বৃষ্ণির ভয় দেখাচ্ছিল তা এগিয়ে এসে অঝোরে ঝরে পড়ল বৃষ্ণিধারায়।

'গতিক খারাপ' — হ্রড তুলে দিয়ে মনে মনে ভাবলেন দ্রন্সিক। 'এমনিতেই ছিল কাদা, এখন হয়ে দাঁড়াবে একেবারে জলা।' ঢাকা গাড়িতে একলা বসে উনি মায়ের চিঠি আর দাদার চিরকুট বার করে পড়তে লাগলেন।

হাাঁ, সেই একই ব্যাপার। স্বাই, তাঁর মা, দাদা, স্বাই তাঁর হৃদয়্বচিত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন জ্ঞান করেছে। এই হস্তক্ষেপ তাঁর মধ্যে জাগিয়ে তুলল বিদ্বেষ — যে অন্ত্তিটা তিনি বােধ করতেন কদাচিং। 'ওঁদের কী মাথাবাথা? কেন স্বাই মনে করে যে আমার তদারিক করা তাদের কর্তব্য? কিন্তু কী জন্যে ওরা পেছ্ন লেগেছে আমার? কারণ ওরা দেখতে পাছে যে এটা এমন জিনিস যা তাদের বােধের বাইরে। এটা যদি হত একটা মাম্বল ইতর সামাজিক কেছা, তাহলে ওরা আমায় শান্তিতে থাকতে দিত। ওরা টের পাছে এটা অন্য কিছ্ব, এটা খেলা নয়, এ নারী আমার কাছে আমার জীবনাধিক প্রয়। আর ঠিক এইটাই ওদের কাছে দ্বর্বাধ্য, সেইহেত্ বিরক্তিকর। আমাদের ভাগ্যে যা ঘটেছে বা ঘটবে, সেটা আমরাই ঘটিয়েছি, তার জন্যে কোনো আফশোস নেই আমাদের' — বললেন তিনি, আর 'আমরা' কথাটায় নিজেকে যুক্ত করলেন আন্নার সঙ্গে। 'না, কী করে জীবন কাটাতে হবে, সেটা ওদের শেখানোই চাই আমাদের। স্ব্রুথ কী জিনিস তার ধারণাই নেই ওদের, ওরা জানে না যে এই ভালোবাসা ছাড়া আমাদের কাছে স্ব্রুও নেই, অস্বুও নেই, — জীবনই নেই' — ভাবলেন দ্রন্দিক।

এই হস্তক্ষেপের জন্য সবার ওপরে তিনি রেগে উঠলেন ঠিক এই কারণে যে মনে মনে টের পাচ্ছিলেন, ওরা, এই সবাইরাই সঠিক। তিনি অনুভব করছিলেন যে আহার সঙ্গে তিনি যে প্রেমে বাঁধা পড়েছেন সেটা ক্ষণিকের মাতন নয় যা কেটে যাবে, প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর কিছু স্মাজের প্রণয়ঘটিত ব্যাপার। তিনি ব্রুকতে পারছিলেন তাঁর ও আহার অবস্থার সমস্ত যন্ত্রণা, সমাজের দৃষ্টিপথে থাকায় নিজেদের প্রেম লর্নকয়ে রাথা, মিথ্যা বলা, প্রতারণা করার দ্রুর্হতা; এবং মিথ্যা বলা, প্রতারণা করা, চালাকি খাটানো আর অনবরত অন্যদের কথা ভাবা কিনা তখন, যথন যে আবেগ তাঁদের বে'ধেছে তা এতই প্রবল যে নিজেদের ভালোবাসা ছাড়া আর স্বাকছ্ই ভূলে গেছেন তাঁরা দ্বু'জনেই।

ধা তাঁর সাতিশয় প্রকৃতিবির্দ্ধ সেই মিথ্যা ও প্রতারণার ঘন ঘন প্রয়োজনীয়তার ঘটনাগ্নলি দপন্ট হয়ে ভেসে উঠল তাঁর মনে; অতি দপন্ট করে তাঁর মনে পড়ল মিথ্যা ও প্রতারণার এই প্রয়োজনীয়তার জন্য আমার মধ্যে একাধিকবার যে লক্জাবোধ তিনি লক্ষ্য করেছেন তার কথা। আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সময় থেকে যে বিচিত্র একটা অন্মভূতি তাঁকে মাঝে মাঝে পেয়ে বসত, সেটা বোধ করলেন তিনি। এটা হল কিসের প্রতি যেন বিতৃষ্ণার একটা অন্মভূতি: আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের প্রতি, নিজের প্রতি, নাকি গোটা সমাজের প্রতি — সেটা ঠিক ভালো করে তিনি জানতেন না। কিন্তু সর্বাদাই এই বিচিত্র অন্মভূতিটা তিনি দ্রে করে দিতেন। এবারেও তা ঝেড়ে ফেলে চালিয়ে গেলেন তাঁর চিন্তাধারা।

'হাাঁ, আন্না আগে ছিল অস্থা, কিন্তু গবিত আর স্কান্থির; কিন্তু এখন সে আর শান্তি ও মর্যাদা নিয়ে থাকতে পারছে না, যদিও দেখায় না সেটা। না, এটার অবসান ঘটাতে হবে' — মনে মনে ঠিক করলেন তিনি।

এবং এই মিথ্যা যে বন্ধ করা প্রয়োজন আর যত তাড়াতাড়ি তা হয় ততই ভালো, এই পরিষ্কার চিন্তাটা তাঁর মাথায় এল এই প্রথম। 'এ সব ছেড়ে ছ্বড়ে শ্ব্যু নিজেদের ভালোবাসা নিয়ে ওকে আমাকে ল্বকিয়ে থাকতে হবে কোথাও গিয়ে' — নিজেকে বললেন তিনি।

11 2211

ব্, ভিটটা বেশিক্ষণ চলল না। ঢিলা লাগামে কদমে ছোটা দ্ব্'পাশের ঘোড়া-দ্বটিকে কাদার মধ্যে দিয়ে টেনে মূল ঘোড়াটা যখন প্লুতগতিতে দ্রন্দিকর গাড়িটাকে গন্তব্যের কাছে নিয়ে এল, তখন ফের স্ব্র্য দেখা দিল, প্রধান রাস্তার দ্ব্'পাশে পল্লীভবনগ্বলির চালা আর বাগানের ব্বড়ো লাইম গাছ সিক্ত ছটায় ঝকঝক করছে, ডাল থেকে সহর্ষে ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা জল, চালে স্রোত। ব্লিটটায় ঘোড়দোড়ের মাঠ কতটা নন্ট হবে, সে কথা আর ভাবছিলেন না দ্রন্দিক। এখন তাঁর এই জন্য আনন্দ হল যে ব্লিটর দোলতে আমাকে তিনি বাড়িতে পাবেন একা, কেননা তিনি জানতেন যে সম্প্রতি হাওয়া বদল করে ফেরার পর আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ পিটার্সব্র্গ থেকে পল্লীতে আসেন নি এখনো।

আন্নাকে একা পাবার আশার ছোটো সাঁকোটা না পেরিয়েই দ্রন্ িক গাড়ি থেকে নামলেন, লোকের দ্ িট যথাসম্ভব কম আকর্ষণের জন্য যা তিনি করে থাকেন সর্বদাই, এবং চললেন পায়ে হে টে। রাস্তা থেকে তিনি অলিন্দে উঠলেন না; গেলেন আঙিনায়।

মালীকে জিগ্যেস করলেন, 'কর্তা এসেছেন?'

'আজ্ঞে না। তবে গিন্নিমা আছেন। আপনি অলিন্দে যান-না, লোক আছে সেথানে, দরজা খুলে দেবে' — মালী বললে।

'না. আমি বাগান দিয়ে যাব।'

আন্না যে একা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে, এবং যেহেতু আজ তিনি আসবেন বলে কথা দেন নি আর আন্নাও নিশ্চয় ভাবেন নি যে ঘোড়দোড়ের আগে তিনি আসতে পারেন, তাই তাঁকে চমকে দেওয়া যাবে ভেবে, তরোয়াল ঠিক করে নিয়ে ফুলগাছে ঘেরা হাঁটা পথটার বালির ওপর দিয়ে সন্তর্পণে এগ্বলেন বারান্দা লক্ষ করে, যা বাগানের দিকে মুখ করে আছে। গাড়িতে আসতে আসতে নিজের অবস্থার দ্বঃসহতা ও কাঠিনাের যে কথা ভ্রন্সিক ভাবছিলেন, তা এখন ভুলে গেলেন তিনি। শ্বধ্ব এইটাই তিনি ভাবছিলেন যে এবার ওঁকে দেখতে পাবেন শ্বধ্ব মানসনেত্রে নয়, জীবন্ত, বাস্তবে আন্না যা তার সবটাই। শব্দ না করার জন্য বারান্দাের নিচু সিণ্ডিতে পা চেপে চেপে তিনি উঠছিলেন। হঠাং মনে পড়ে গেল যা তিনি সর্বদাই ভুলে যান এবং আন্নার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের যেটা সবচেয়ে কটকর দিক — আন্নার ছেলে আর তার সপ্রশন এবং তাঁর যা মনে হত, বিরুপ দ্ভিটর কথাটা।

তাঁদের সম্পর্কের পথে এই ছেলেটিই ছিল সবার চেয়ে বড়ো বাধা। সে উপস্থিত থাকলে ভ্রন্দিক বা আন্না কেউই এমনকিছ্ব বলতেন না যা অপরের সমক্ষে বলা যায় না তাই নয়, এমনকি আভাসে ইঙ্গিতেও এমনকিছ্ব বলতেন না যা ছেলেটি ব্রুবে না। এ নিয়ে তাঁরা কোনো বোঝাপড়া করেন নি। এটা স্থির হয়ে গিয়েছিল আপনা থেকেই। ছেলেটিকে প্রতারণা করা ছিল তাঁদের নিজেদের কাছেই অবমাননাকর। তার সামনে ওঁরা আলাপ করতেন নেহাৎ পরিচিতের মতো। কিন্তু এই সাবধানতা সত্ত্বেও ভ্রন্দিক প্রায়ই দেখেছেন ছেলেটির মনোযোগী বিম্ট দ্ছিট তাঁর প্রতি নিবদ্ধ, তাঁর প্রতি মনোভাবে ছেলেটির অন্ধৃত একটা সংকোচ, অস্থিরতা. কখনো প্রীতি. কখনো শীতলতা আর লজ্জা। ছেলেটি যেন অন্ভব করত যে এই লোকটা

আর তার মায়ের মধ্যে কিছ্ব একটা গ্রন্থতর সম্পর্ক আছে যার অর্থ সে বোঝে না।

সত্যিই ছেলেটি অন্ভব করত যে এই সম্পর্কটা সে ব্রুবতে পারছে না, এই লোকটার প্রতি তার কী মনোভাব হওয়া উচিত, শত চেন্টা করেও সেটা পরিষ্কার হত না তার কাছে। মনোভাব সম্পর্কে শিশর্র সংবেদনশীলতায় সে পরিষ্কার ব্রুবতে পারত যে বাবা, গৃহিশিক্ষিকা, ধাইমা — সবাই শ্বধ্ব যে দ্রুন্সিককে পছন্দ করত না তাই নয়, তাঁর সম্পর্কে একটা বিভৃষ্ণা আর ভয়ই বোধ করত, যদিও কিছ্রুই বলত না সে সম্পর্কে, অথচ মা তাঁকে দেখত সেরা বন্ধ্র মতো।

'কী এর মানে? কেমন লোক সে? কিভাবে ভালোবাসা যায় ওকে? যদি তা না ব্বিথ তাহলে দোষ আমার, অথবা আমি বোকা, কিংবা পাজি'— ভাবত ছেলেটা; এই থেকেই আসত তার পরীক্ষকস্লভ, জিজ্ঞাস্ব, অংশত বির্প মুখভাব, আবার সংকোচ আর অন্থিরতাও যা অমন বিড়ন্বিত করত দ্রন্দিকনে। এই ছেলেটি থাকলে দ্রন্দিকর মধ্যে সর্বদাই সেই অন্তুত অকারণ বিদ্বেষ জেগে উঠত যা ইদানীং তিনি বোধ করছেন। ছেলেটির উপস্থিতিতে দ্রন্দিক এবং আল্লা উভয়েরই যে অন্তুতি হত, সেটা সেই ক্যাপ্টেনের মতো যে কম্পাসে দেখতে পাছে যে, তার জাহাজ র্যোদকে দ্রত ভেসে চলেছে সেটা মোটেই নির্ধারিত দিক নয়, অথচ এ গতি থামাতে সে অক্ষম, প্রতি মিনিটেই সে কেবলি দ্রে সরে যাছে নির্দিণ্ট পথ থেকে আর নিজের কাছে এ বিচুর্যাত স্বীকার করার অর্থ ধ্বংস মেনে নেওয়া।

যা তাঁরা জানেন অথচ জানতে চাইছেন না তা থেকে কতটা বিচুণিত ঘটল তা জানাবার কম্পাস হল জীবন সম্পর্কে সরল দৃষ্টির এই ছেলেটি। এবার সেরিওজা বাড়িতে ছিল না। বেড়াতে গিয়ে বৃষ্টিতে আটকা-পড়াছেলের আগমন প্রতীক্ষায় আয়া বারান্দায় বসে ছিলেন একেবারে একা।ছেলেকে খোঁজার জন্য একটা চাকর আর চাকরানি পাঠিয়ে তার অপেক্ষাকরিছিলেন। চওড়া এম্বয়ডারির শাদা গাউন পরে তিনি বারান্দায় এক কোণে বসে ছিলেন ফুলগাছগ্রলোর পেছনে, দ্রন্স্কির আসা শ্রনতে পান নি।কোঁকড়া কালো চুলে ভরা মাথা ন্ইয়ে, রেলিঙে বসানো ঠান্ডা ঝারিতে কপাল চেপে ঝারি ধরে ছিলেন তাঁর স্বন্দর দুটি হাতে, যাতে পরা ছিল দ্রন্স্কির আতি পরিচিত আংটিগ্র্লি। তাঁর দেহের গোটা গড়ন, মাথা, গ্রীবা. হাতের সোন্ধ্র্য প্রতিবারই দ্রন্স্কিকে অভিভূত করত তার অভাবনীয়তায়।

থেমে গিয়ে দ্রন্দিক মৃদ্ধ হয়ে দেখলেন তাঁকে। কিন্তু যেই তাঁর কাছে যাবার জন্য পা বাড়াতে গেলেন, অমনি আহা যেন তাঁর উপস্থিতি টের পেয়ে ঝারিটা ঠেলে দিয়ে নিজের আতপ্ত মৃথ ফেরালেন তাঁর দিকে।

'কী হয়েছে আপনার? শরীর ভালো নেই?' তাঁর দিকে এগনতে এগনতে তিনি বললেন ফরাসিতে। ইচ্ছে হচ্ছিল ছনটে যাবেন: কিন্তু বাইরের লোক থাকতে পারে ভেবে বারান্দার দরজার দিকে চকিতে তাকিয়ে লাল হয়ে উঠলেন, তাঁকে ভয় পেয়ে চলতে হবে। চারিদিকে চেয়ে দেখতে হবে ভেবে যেমন তিনি লাল হয়ে উঠতেন প্রতিবারই।

উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রসারিত হাতে সজোর চাপ দিয়ে আহ্মা বললেন, 'না, শরীর ভালোই আছে। তবে... তোমায় আশা করি নি।'

धन् ऋत वनत्नन, 'हेम्, की ठान्छ। राज!'

আন্না বললেন, 'তুমি যে আমায় ভয় পাইয়ে দিয়েছ। আমি একলা, সেরিওজার পথ চেয়ে আছি, গেছে বেড়াতে। ফিরবে এখান দিয়েই।'

কিন্তু শান্ত থাকার চেষ্টা সত্ত্বেও আন্নার ঠোঁট কাঁপছিল।

'মাপ করবেন যে এলাম, কিন্তু আপনাকে না দেখে দিনটা কাটানো আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না' — তিনি বলে গেলেন ফরাসি ভাষাতেই, তাঁদের মধ্যে অসম্ভব প্রাণহীন 'আপনি' আর রুশ ভাষায় বিপজ্জনক 'তুমি' এড়িয়ে যা তিনি সর্বদাই বলতেন।

'রাগ করার কী আছে? আমার তো ভারি আনন্দই হচ্ছে।'

'কিস্তু দেখছি আপনার শরীর কিংবা মন ভালো নেই ৷' আন্নার হাত না ছেডে তাঁর দিকে ঝুকে দ্রন্সিক বললেন, 'কী নিয়ে ভাবছিলেন?'

হেসে আল্লা বললেন, 'সেই একই জিনিস।'

সত্যি কথাই তিনি বললেন। যখনই, যেকোনো মৃহ্তেই তাঁকে জিগ্যেস করা হোক না কী তিনি ভাবছেন, নির্ভুল জবাব তাঁর হতে পারত: সেই একই, নিজের সুখ আর দৃ্ভাগ্যের কথা। দ্রন্দিকর আসার সময় তিনি ভাবছিলেন এই: 'আচ্ছা, অন্যদের কাছে, যেমন বেট্ সির কাছে' (তুশকেভিচের সঙ্গে তাঁর গোপন প্রণয়সম্পর্ক আল্লার জানা ছিল) 'এ সবই খ্ব সোজা, আর আমার কাছে কেন এত যন্ত্রণাদায়ক?' কতকগ্লি দিক থেকে এ চিন্তাটা, এখন যন্ত্রণাকর হয়ে উঠেছে আরো বেশি। ঘোড়দৌড়ের কথা উনি জিজ্ঞাসা করলেন দ্রন্দিককে। দ্রন্দিকও জবাব দিলেন এবং ওঁকে বিচলিত দেখে চেণ্টা করলেন অতি মাম্বলি চঙে দৌড়ের উদ্যোগপর্বের খ্রিটনাটি জানিয়ে ওঁর মন ফেরাতে।

দ্রন্দিকর সোম্য সপ্রেম চোথের দিকে তাকিয়ে আন্না ভাবলেন, 'বলব, নাকি বলব না? ও যে এত সমুখী, নিজের দৌড় নিয়ে এত ব্যস্ত যে উচিত-মতো ব্যাপারটা ব্রুবে না, ব্রুবতে পারবে না আমাদের কাছে ঘটনাটার সমস্ত গ্রুত্ব।'

'আমি যখন এলাম, তখন কী আপনি ভাবছিলেন তা কিন্তু বললেন না' — নিজের বিবরণ থামিয়ে দ্রন্স্কি জিগ্যেস করলেন, 'বল্ন-না দয়। করে।'

কোনো জবাব দিলেন না আহ্না, মাথা খানিকটা ন্ইয়ে তাঁর দীর্ঘ আঁখিপক্লবের তল থেকে জন্দজনলে সপ্রশন দ্ভিটতে চুপিসাড়ে চাইছিলেন তাঁর দিকে। ছে'ড়া একটা পাতা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হাত তাঁর কাঁপছিল। এটা দ্রন্দিকর চোখে পড়ল, ম্থে তাঁর ফুটে উঠল বশ্যতা আর দাসোচিত আনুগতোর সেই ভাব যা আহ্লাকে জয় করেছিল।

'ব্বনতে পারছি কিছ্ব একটা ঘটেছে। আপনার এমন কিছ্ব একটা দ্বঃখ আছে যাতে আমিও ভাগ নিতে পারি, এমন এক ম্বহুর্তের স্বস্থি কি আমি পেতে পারি না? দোহাই আপনার, দয়া করে বল্বন!' ফের মিনতি করে বললেন দ্রন্স্কি।

'না, ব্যাপারটার সমস্ত গ্রুর্থ যদি সে না বোঝে তাহলে ক্ষমা করব না। না বলাই ভালো। কী হবে যাচাই করে?' একইভাবে তাঁর দিকে চেয়ে, পাতা-ধরা হাতটা ক্রমেই বেশি করে কাঁপছে টের পেয়ে ভাবলেন আলা।

'দোহাই ভগবান!' আন্নার হাত ধরে প্রনর্বক্তি করলেন দ্রন্দিক। 'বলব?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়, নিশ্চয়...'

ধীরে ধীরে মৃদ্বুস্বরে আলা বললেন, 'আমি অন্তঃসত্তা।'

আরো জোরে কাঁপতে থাকল তাঁর হাতের পাতাটা কিন্তু কিভাবে দ্রন্দিক জিনিসটা নিচ্ছেন তা দেখবার জন্য ওঁর ওপর থেকে চোখ নামালেন না তিনি। ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন দ্রন্দিক, কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু থেমে গেলেন, হাত ছেড়ে দিয়ে মাথা নিচু করলেন। 'হ্যাঁ, ঘটনাটার সমস্ত তাৎপর্য ও ব্বেছে' — আমা ভাবলেন, কৃতার্থের মতো হাতে চাপ দিলেন ওঁর।

কিন্তু তিনি, নারী, যেভাবে এর তাৎপর্য ব্রবছেন, দ্রন্দ্বিও সেভাবে এটা নিচ্ছেন ভেবে ভুল করলেন আলা। কার প্রতি যেন বিচিত্র যে বিতৃষ্ণাটা তাঁকে পেয়ে বসত, খবরটা শ্বনে তার দশগ্রণ প্রবল প্রকোপ অন্ভব করলেন দ্রন্দিক; কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি ব্রবলেন, যে-সংকটটা তিনি চাইছিলেন সেটা এসে গেছে, স্বামীর কাছ থেকে আর ল্যকিয়ে রাখা চলবে না, যে-করেই হোক এই অস্বাভাবিক অবস্থাটার অবসান ঘটাতে হবে। তা ছাড়া আলার বিচলন দৈহিকভাবে সন্থারিত হল তাঁর মধ্যে। আলার দিকে মর্মস্পৃষ্ট অন্যুগত দ্ভিপাত করলেন তিনি, উঠে দাঁড়িয়ে নীরবে পারচারি করতে লাগলেন বারান্দায়।

দ্টোচন্তে আন্নার কাছে গিয়ে তিনি বললেন, 'হাাঁ, আপনি, আমি. কেউই আমরা আমাদের সম্পর্কটাকে খেলা বলে নিই নি. আর এখন স্থির হয়ে গেল আমাদের ভাগ্য। যে মিথ্যার মধ্যে আমরা আছি' --- আশেপাশে চেয়ে দেখে তিনি বললেন, 'তার ইতি হয়ে যাক।'

'ইতি? কী করে ইতি হবে আলেক্সেই?' আল্লা বললেন মৃদ্ফুবরে। এখন শাস্ত হয়ে এসেছেন তিনি, মুখ তাঁর উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কোমল হাসিতে।

'স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে আমাদের জীবন মেলাতে হবে।' 'সে তো এমনিতেই মিলে আছে' - অস্ফুট স্বরে আন্না বললেন। 'কিস্তু প্ররোপ্রবি, প্ররোপ্রবি।'

'কিন্তু কিভাবে আলেক্সেই, শিখিয়ে দাও আমায়, কিভাবে?' আন্না বললেন তাঁর অবস্থার নির্পায়তায় বিষণ্ণ উপহাস নিয়ে, 'এই অবস্থা থেকে বের্বার উপায় আছে কি? আমি কি আমার স্বামীর স্থাী নই?'

'বের বার উপায় থাকে সব অবস্থাতেই। দরকার মন স্থির করে নেওয়া' — দ্রন্দিক বললেন. 'তুমি যে অবস্থায় আছ তার চেয়ে যে-কোনো অবস্থাই ভালো। আমি তো দেখতে পাচ্ছি কিভাবে তুমি কন্ট পাচ্ছ সমাজ, ছেলে. দ্বামী — স্বকিছ থেকে।'

'আহ্, শুধু স্বামী নয়' — স্লেফ বাঙ্গভরেই বললেন আন্না, 'আমি ওকে চিনি না, তাবি না ওর কথা। ও নেই।'

'সত্যি বলছ না তুমি। তোমায় আমি চিনি। ওর জন্যেও তুমি কণ্ট পাচ্ছ।' 'ও তো জানেই না' — আহ্না বললেন, এবং হঠাৎ তাঁর মুখে ফুটে উঠল জনলজনলে রঙ; কপোল ললাট গ্রীবা রাঙা হয়ে উঠল, চোখে দেখা দিল গ্লানিবোধের অশ্রঃ। 'যাক-গে. ওর কথা থাক।'

แรงแ

এর আগেও দ্রন্দিক আন্নাকে তাঁর অবস্থার আলোচনায় টেনে আনার চেন্টা করেছেন কয়েকবার যদিও এবারের মতো এত দ্টেচিন্তে নয়, আর আজ যেভাবে তাঁর চ্যালেঞ্জের জবাব দিলেন আন্না প্রতিবারই তিনি যুক্তির সেই অগভীরতা ও লঘ্বতার সম্মুখীন হয়েছেন। যেন এর মধ্যে এমন একটা-কিছ্ব আছে যা আন্না নিজের কাছে পরিষ্কার করে তুলতে পারছেন না বা চাইছেন না, যেন এ বিষয়ে কথা কইতে শ্রু করলেই তিনি, আসল আন্না নিজের মধ্যে কোথায় যেন ডুবে যান আর দেখা দেয় অন্তুত, দ্রন্দিকর কাছে অনাত্মীয় এক নারী, যাকে তিনি ভালোবাসেন না, ভয় করেন, যে প্রতিহত করছে তাঁকে। কিন্তু আজ তিনি সবকিছ্ব বলবেন বলে স্থির করলেন।

'উনি জানেন কি জানেন না, আমাদের কিছ্ব এসে যায় না'— দ্রন্ স্কি বললেন তাঁর অভান্তদৃঢ় ও প্রশান্ত কণ্ঠে, 'এভাবে থাকতে আমরা পারি না... আপনি পারেন না, বিশেষ করে এখন।'

'আপনার মতে তাহলে কী করা উচিত?' সেই একই লঘ্ব বিদ্রুপে আল্লা জিগ্যেস করলেন। তাঁর গর্ভধারণকে দ্রন্দিক পাছে হালকাভাবে নেন বলে যাঁর ভয় হয়েছিল, তাঁর এখন বিরক্ত লাগল যে দ্রন্দিক এ থেকে কী একটা ব্যবস্থা নেবার প্রয়োজনীয়তা দেখাচ্ছেন।

'সবকিছু বলে দিয়ে ওঁকে ত্যাগ করুন।'

'বেশ, ধরা যাক আমি তাই করলাম' — আল্লা বললেন। 'এ থেকে কী দাঁড়াবে জানেন? আমি আগেই বলে দিচ্ছি' — তাঁর মৃহ্তপুর্বের কোমল চোখে ঝিকিয়ে উঠল হিংস্র ছটা, 'বটে, আপনি অনাকে ভালোবাসেন আর তার সঙ্গে একটা পাতকী সম্পর্ক পাতিয়েছেন?' (প্বামীকে নকল করে আল্লা ঠিক একইভাবে পাতকী কথাটার ওপর জাের দিলেন, যেমন দিয়েছিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।) 'ধর্মীয়, নাগরিক, পারিবারিক দিক থেকে এর পরিণাম সম্পর্কে আপনাকে আমি সাবধান করে

দিয়েছিলাম। আপনি আমার কথা শোনেন নি। এখন আমি নিজের নাম কলংকিত হতে দিতে পারি না...' — এবং ছেলের নাম, বলতে চেয়েছিলেন আমা, কিন্তু ছেলেকে নিয়ে ঠাট্টা করতে তিনি পারেন না — 'নিজের নামের কলংক' এবং এই গোছের আরো কিছ্ন' — যোগ দিলেন আমা, 'মোটের ওপর তার সরকারী কেতায়, স্পষ্টতায়, যথাযথতায় ও বলবে যে আমাকে ছাড়তে সে পারে না, কেলেঙ্কারি ঠেকাবার জন্য যথাসাধ্য বাবস্থা সে নেবে। আর যা বলবে সেটা সে করবে স্থির মাথায়, পরিপাটী করে। এই হবে ব্যাপার। এ যে মান্ম নয়, যন্ম, হিংস্ল যন্ম বখন চটে ওঠে' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের চেহারার সমস্ত খ্টিনাটি, তাঁর কথা বলার ধরন, তাঁর স্বভাব স্মরণ করে আমা যোগ দিলেন এবং তাঁর ভেতরে খারাপ যত কিছ্ম খ্লৈজ পেয়েছেন তার জন্য অপরাধী সাব্যস্ত করলেন তাঁকে, আর যে মহা অপরাধে তিনি নিজে তাঁর কাছে অপরাধী, তার জন্য ক্ষমা করতে পারলেন না তাঁকে।

'কিস্থু আল্লা' — বোঝাবার মতো করে নরম গলায় বললেন দ্রন্দিক, চেষ্টা করলেন তাঁকে শাস্ত করতে, 'তাহলেও ওঁকে বলা প্রয়োজন, তারপর কী ব্যবস্থা উনি নেন তাই দেখে চলা যাবে।'

'তার মানে পালাব?'

'কেনই বা নয়? এইভাবে চালিয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আমি দেখছি না। সেটা নিজের জনো নয়। আমি দেখতে পাচ্ছি যে আপনি কণ্ট পাচ্ছেন।'

'হ্যাঁ, পালিয়ে গিয়ে হব আপনার রক্ষিতা?' ক্ষেপে বললেন আন্না। 'আন্না!' দ্রন্দিক বললেন কোমল ভংশিনায়।

আন্না ফের বললেন, 'হ্যাঁ, পালিয়ে গিয়ে আপনার রক্ষিতা হব আর ডোবাব স্বাইকে...'

এবারও বলতে চেয়েছিলেন: ছেলেকে, কিন্তু কথাটা মুখে এল না।

দ্রন্দিক ব্রুবতে পারছিলেন না নিজের স্কুদ্ট, সং প্রকৃতি সত্ত্বেও কী করে আল্লা প্রবঞ্চনার এই অবস্থাটা সয়ে যেতে পারেন, তা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছেন না কেন; তিনি ব্রুবতে পারেন নি যে এর প্রধান কারণ হল 'ছেলে' নামক শব্দটা, যা আল্লা উচ্চারণ করতে পারছিলেন না। যখন তিন্নি ছেলে আর বাপকে ছেড়ে যাওয়া মায়ের সঙ্গে তার ভবিষ্যং সম্পর্কের কথা ভাবতেন, তখন কৃতকর্মের জন্য তাঁর এমন ভয় হত যে বিচার করে দেখতে পারতেন না, নারী হিশেবে মিথ্যা যুর্নিক্ত ও কথায় নিজেকে প্রবাধ দিতেন যাতে স্ববিচ্ছনু আগের মতোই থাকে, ছেলের কী হবে এই ভয়াবহ প্রশ্নটা যাতে ভূলে যাওয়া যায়।

'আমি তোমায় অন্বরোধ করছি, মিনতি করছি' — হঠাৎ দ্রন্স্কির হাত টেনে নিয়ে অন্য স্বরে, অকপট নরম গলায় আন্না বললেন, 'এ নিয়ে আর কখনো কিছু আমায় ব'লো না!'

'কিন্তু আন্না...'

'কখনো না। সবকিছা ছেডে দাও আমার ওপর। নিজের অবস্থার সমস্ত হীনতা, সমস্ত ভয়াবহতা আমি জানি; কিন্তু তুমি যা ভাবছ অমন সহজে তাতে তার মীমাংসা হয় না। আমার ওপর ছেড়ে দাও এবং আমার কথা শোনো। কখনো কিছা আর বলো না এ নিয়ে। কথা দিচ্ছ তো?.. না, না, কথা দাও!..'

'স্বকিছ্ব কথা আমি দিচ্ছি, কিন্তু শান্তি আমি পাব না, বিশেষ করে তুমি যা বললে তার পর। শান্তি আমি পাব না যখন তুমি শান্তিতে থাকতে পারছ না...'

'আমি!' প্রনর্ত্তি করলেন আল্লা, 'হ্যাঁ, মাঝে মাঝে কণ্ট হয় আমার; কিন্তু ওটা কেটে যাবে যদি এই কথাটা কখনো না তোলো। ওটা যখন আমায় বলো, যন্ত্রণা হয় কেবল তখনই।'

'আমি বুঝতে পারছি না' -- ভ্রন স্কি বললেন।

ওঁকে থামিয়ে দিয়ে আহা বললেন, 'তোমার সং প্রকৃতির পক্ষে মিথ্যাচার কত কণ্টকর তা আমি জানি, সে জন্যে মায়া হয় তোমার ওপর। প্রায়ই আমি ভাবি আমার জন্যে কিভাবে নণ্ট করছ তোমার জীবন।'

'আমিও তো এক্ষ্বনি তাই ভাবছিলাম' — দ্রন্দিক বললেন, 'আমার জন্যে কী করে তুমি বিসর্জন দিতে পারলে সবকিছ্ব? তুমি যে দ্বর্ভাগিনী এর জন্যে নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারব না।'

'আমি দ্র্রাগিনী?' দ্রন্স্কির কাছ ঘে'ষে এসে ভালোবাসার হ্যাদিত হাসি নিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন আন্না, 'আমি সেই উপোসী যে খাবার পেয়ে গেছে। হয়ত সে শীতে কাঁপছে, পোশাক তার ছে'ড়া খোঁড়া। লাজা হচ্ছে তাব, কিন্তু হতভাগ্য সে নয়। আমি দ্র্রাগিনী? না, এই যে আমার সূখ...'

ফিরে আসা ছেলের গলা শ্বনতে পেয়ে তিনি বারান্দায় ছরিত দ্ভিক্ষেপ করে ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়ালেন। ভ্রন্দিকর পরিচিত ঝলক তাঁর চোখে, দ্রুতভঙ্গিতে তিনি তাঁর অঙ্গরীশোভিত স্কুদর হাতে দ্রন্স্কির মাথা ধরে দীর্ঘদ্ভিতে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে, স্মিত স্ফুরিত অধরে তাঁর দিকে মুখ নামিয়ে দ্রুত তাঁর ঠোঁটে আর দ্রুই চোখে চুম্ব খেয়ে তাঁকে ঠেলে দিলেন। চলে যেতে চাইছিলেন তিনি, কিন্তু দ্রন্স্কি তাঁকে ধরে রাখলেন।

আন্নার দিকে উচ্ছ্র্বিসত চোখে চেয়ে তিনি ফিসফিসিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কখন?'

'আজ রাত একটায়' — দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ফির্সাফিসিয়ে বললেন আন্না, তারপর দ্বত লঘ্ব পায়ে গেলেন ছেলের দিকে।

সেরিওজা যখন বড়ো বাগিচায়, তখন বৃণ্টি নেমেছিল, ধাইমা'র সঙ্গে সে বসে ছিল কুঞ্জকুটিরে।

'তাহলে অপেক্ষায় রইলাম' — আহ্লা বললেন দ্রন্দ্কিকে, 'এখন শৈগগিরই খোড়দোড়ে। বেট্সি আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে আসবেন বলে কথা দিয়েছেন।'

ঘড়ি দেখে ভ্রন্স্কি তাড়াতাড়ি করে চলে গেলেন।

11 28 H

কারেনিনদের বারান্দায় দ্রন্দিক যখন ঘাড় দেখেছিলেন, তখন তিনি নিজের চিন্তায় এতই উদ্বিগ্ধ আর নিমগ্ধ ছিলেন যে ঘাড়র কাঁটাই শ্ব্র্ব্ব্ তাঁর চোথে পড়েছিল, ব্রুতে পারেন নি কটা বেজেছে। সড়কে এসে সাবধানে কাদায় পা ফেলে ফেলে তিনি গেলেন তাঁর গাড়ির কাছে। মনে তাঁর শ্ব্র্য্ব্ আহার ভাবনা, কটা বেজেছে, ব্রিয়ান্দিকর কাছে যাবার সময় আছে কি না সে খেয়াল তাঁর ছিল না। প্রায়ই যা ঘটে থাকে, শ্ব্র্য্ব্ একটা ভাসাভাসা স্মৃতি রয়ে গিয়েছিল কিসের পর কী করতে হবে। ইতিমধ্যেই ঝাঁকড়া লাইম গাছের হেলে পড়া ছায়ায় বজ্পে ঘ্রুমস্ত কোচয়ানের কাছে এসে ঘর্মাক্ত ঘোড়াগ্র্লোর ওপর ঘ্রণ্যমান ডাঁশমাছির ঝিলমিলে কুণ্ডলীর দিকে খানিক চেয়ে থেকে কোচয়ানকে জাগালেন, গাড়িতে উঠে হ্রুম্ম করলেন ব্রিয়ান্দিকর কাছে যেতে। ভাস্ট সাতেক যাবার পরই কেবল ঘাড় দেখার মতো সজ্ঞান হতে পারলেন দ্রন্দিক এবং ব্রুলেন যে সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে, দেরি হয়ে গেছে তাঁর।

সেদিন ঘোড়দোড় ছিল একাধিক: অশ্বারোহী গার্ড রেস, তারপর অফিসারদের দুই ভাস্ট আর চার ভাস্ট দোড়, তারপর হার্ডল রেস, যাতে দ্রন্স্কি নিজে নামছেন। নিজের দোড়ে নামার সময় এখনো আছে, কিন্তু যদি রিয়ান্স্কির কাছে যান, তাহলে পেশছবেন কোনোক্রমে, যথন সমস্ত দরবার জমায়েত হয়ে গিয়েছে। এটা ভালো দেখায় না। কিন্তু রিয়ান্স্কিকে কথা দিয়েছেন যে যাবেন, তাই ঠিক করলেন যাবেনই, কোচয়ানকে বললেন ঘোড়ার মায়া না করতে।

রিয়ান্ শ্বির কাছে গিয়ে মিনিট গাঁচেক সেখানে থেকে আবার ফিরে এলেন। এই দ্রুত সফরটায় শাস্তি বোধ করলেন তিন। আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে যা-কিছ্র ছিল দ্বঃসহ, কথোপকথনের পর যা-কিছ্র অনিদিপ্টিতা, সব দ্বে হয়ে গেল তাঁর মন থেকে: এখন পরিতোষের সঙ্গে, উত্তেজনায় ভাবছিলেন শ্ব্রু দৌড়ের কথা, ভাবছিলেন যে যতই হোক, দেরি হয় নি, আজ রাতে আমার সঙ্গে অভিসারের ব্যাপারটা থেকে থেকে ঝলক দিচ্ছিল তাঁর কল্পনায়।

যতই তিনি পল্লীভবন আর পিটার্সবিন্গ থেকে আগত গাড়িগনুলোকে অতিক্রম করে ঘোড়দোড়ের মেজাজে পেণছচ্ছিলেন, ততই আসন্ন দোড় তাঁকে ক্রমেই পেয়ে বর্সাছল।

তাঁর বাসায় তখন কেউ ছিল না, সবাই গেছে ঘোড়দৌড়ে, খানসামা তাঁর জন্য অপেক্ষা কর্রাছল ফটকের কাছে। উনি যখন পোশাক বদলাচ্ছিলেন, খানসামা বললে যে দ্বিতীয় দৌড় শ্রুর হয়ে গেছে, অনেক বাব্ এসেছিলেন তাঁর খবরাখবর করতে, আস্তাবল থেকে ছোকরা এসেছিল দ্ব'বার।

ধীরে-স্কুম্থে পোশাক বদলিয়ে (কখনো তিনি তাড়াহ্বড়ো করতেন না, আত্মসংযম হারাতেন না কখনো), দ্রন্দিক হ্বকুম করলেন ব্যারাকে যেতে। ব্যারাক থেকে তাঁর চোখে পড়ল ঘোড়দোড়ের মাঠ ঘিরে গাড়ি-ঘোড়া, পদচারী, সৈনিকদের ভিড়, মন্ডপে গিজগিজ করছে লোক। নিশ্চয় দ্বিতীয় দোড় চলছে, কেননা যখন তিনি ব্যারাকে ঢোকেন. তখন হ্বসৈল শোনা গিয়েছিল। আস্তাবলে যেতে গিয়ে তিনি দেখলেন মাখোতিনের শাদা-মোজা পাটকিলে গ্লাদিয়াতরকে কমলা-নীল আস্তরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ঘোড়দোড়ের মাঠে, আস্তরের জন্য প্রকাশ্ড দেখাচ্ছিল তার নীলরঙা খাড়া কান।

'কর্ড' কোথায়?' সহিসকে জিগ্যেস করলেন তিনি। 'আস্তাবলে। জিন চাপাচ্ছে।' স্টল খোলা, ফ্র-ফ্র'র ওপর জিন বাঁধা হয়ে গেছে, উপক্রম হচ্ছে তাকে নিয়ে যাবার।

'দেরি হয় নি?'

'অল রাইট, অল রাইট, সব ঠিক আছে, ঠিক আছে' — বললে ইংরেজটি, 'শ্বধ্ব উত্তেজিত হবেন না।'

দ্রন্দিক আরেকবার তাঁর প্রিয়পাত্ত, সর্বাঙ্গে কম্পমান অপর্পে ঘোড়াটার দিকে চাইলেন, বহ্ন কণ্টে দৃশ্যটা থেকে চোখ ফিরিয়ে বেরিয়ে এলেন ব্যারাক থেকে। নিজের প্রতি কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না করার মতো সবচেয়ে অন্কূল মৃহ্তিটিতেই তিনি পেণছলেন মন্ডপের কাছে। সবে শেষ হচ্ছে দৃই ভার্স্ট দৌড়, সবার দৃষ্টি সামনের হর্স গার্ড আর পেছনের হ্নুসারের দিকে নিবদ্ধ, প্রাণপণে তারা ঘোড়া ছ্র্টিয়ে আসছে সমাপ্তি পোস্টের দিকে। ব্রের মাঝখান আর বাইরেকার সমস্ত লোক ভিড় করেছে পোস্টের কাছে, একদল হর্স গার্ড সৈন্য ও অফিসার নিজেদের সাথী ও অফিসারের প্রত্যাশিত বিজয়ে উল্লাস প্রকাশ করছে উচ্চকন্ঠে চিৎকার করে। দ্রন্দিক অলক্ষ্যে ভিড়টার মাঝখানে চুকলেন ঠিক যখন দৌড় শেষ হবার ঘণ্টা পড়ল। আর অগ্রবর্তী কাদা-মাখা দীর্ঘাঙ্গ হর্স গার্ড জিনে গা ছেড়ে দিয়ে বঙ্গে ঢিল দিল তার ধ্সর, ঘামে কালচে হয়ে ওঠা প্রচন্ড হাঁসফাঁস করা ঘোড়াটার লাগামে।

কন্টে ঠ্যাং চেপে ঘোড়াটা তার বিশাল দেহটার দ্রুতগতি কমিয়ে আনল আর হর্স গার্ড অফিসার গভীর ঘ্রুম থেকে জেগে ওঠা মান্ব্রের মতো চারিদিকে চেয়ে দেখে জোর করে হাসল। নিজেদের দলের এবং বাইরের জনতা ছেকে ধরল তাকে।

উচ্চ সমাজের যে নির্বাচিত দলটা মণ্ডপের সামনে সংযতভাবে এবং অবাধে ঘোরাফেরা করছিল আর আলাপ চালাচ্ছিল নিজেদের মধ্যে, তাদের ইচ্ছে করে এড়িয়ে গেলেন দ্রন্সিক। তিনি জানতে পেলেন যে কারেনিনা, বেট্সি এবং তাঁর বৌদি আছেন সেখানে, তবে চিন্ত বিক্ষিপ্ত হতে না দেবার জন্য মতলব করেই সেদিকে গেলেন না। কিন্তু অনবরত তাঁর দেখা হচ্ছিল পরিচিতদের সঙ্গে আর যে দেড়িগ্নলো হয়ে গেল তার বিশদ বিবরণ দিচ্ছিল তারা, জিগ্যেস করছিল কেন দেরি হল তাঁর।

পর্রস্কার নেবার জন্য যথন অশ্বারোহীদের ডাক পড়ল মন্ডপে এবং সবাই চাইল সেদিকে, ভ্রন্স্কির দাদা আলেক্সান্দর এলেন তাঁর কাছে। ইনি কর্নেল, কাঁধপট্টিতে চটকদার গিণ্ট, মাথায় উণ্টু নন, আলেক্সেইয়ের মতোই গাঁটাগোঁট্টা, তবে আরো স্বপ্রুষ, লালচে গাল, রাঙা নাক, খোলামেলা নেশাতুর ম্ব্যমণ্ডল।

'আমার চিরকুট পেয়েছিস? তোকে যে ধরাই যায় না কখনো।'

আলেক্সান্দর দ্রন্সিক লম্পট, বিশেষ করে মদ্যপ জীবনযাত্রার জন্য নামকরা, তাহলেও খুবই দরবারী চালের লোক।

এখন ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর পক্ষে খ্বই অপ্রীতিকর একটা বিষয় নিয়ে কথা বলার সময় অনেকের দ্ভিট তাঁদের দিকে নিবদ্ধ থাকতে পারে জানা থাকায় তিনি হাসি-হাসি মুখ করলেন, যেন তুচ্ছ কোনো ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করছেন ভাইয়ের সঙ্গে।

আলেক্সেই বললেন, 'পেয়েছি, কিন্তু সতি্য ব্রুতে পারছি না কী নিয়ে তোমার মাথাব্যথা।'

'এই জন্যে যে আমি জানতে পেরেছি যে তুই এখানে নেই, সোমবার তোকে দেখা গেছে পিটার্সহিফে।'

'এমন কিছু ব্যাপার আছে যা শুধু তাদের মধ্যেই আলোচ্য যারা তার সঙ্গে সোজাস্মজি জড়িত। আর তুমি যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ সেটা এই ধরনেরই ব্যাপার...'

'তাহলে ফৌজে কাজ করা তোর চলে না এবং...'

'আমি তোমায় মিনতি করছি, মাথা গলাতে এসো না, ব্যস।'

আলেক্সেই দ্রন্দিকর দ্রকৃণিত মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল, কে'পে উঠল নিচের প্রকটিত চিবৃক যা তাঁর ঘটে কদাচিত। খুবই ভালো মনের লোক হওয়ায় তিনি কমই চটে উঠতেন, কিন্তু একবার যদি চটেন আর থ্বতনি যদি কে'পে ওঠে তাহলে তথন খ্বই বিপজ্জনক লোক তিনি। আলেক্সান্দর দ্রন্দিক সোটা জানতেন, তাই তিনি ফুর্তির ভাব করে হেসে উঠলেন।

'আমি শ্ব্দু মায়ের চিঠি দিতে এসেছিলাম তোকে। জবাব দিস, দৌড়ের আগে মেজাজ বিগড়াস না বাপ্ন। Bonne chance*' — কথাটা যোগ করে হেসে ভাইয়ের কাছ থেকে তিনি চলে গেলেন।

কিন্তু তাঁর পরে ফের প্রিয় সম্ভাষণ ভ্রন্ফিককে থামাল। 'বন্ধকে চিনতে চাচ্ছিস না যে। নমস্কার, mon cher!' বললেন স্তেপান

সাফল্য কামনা করি (ফরাসি)।

আর্কাদিচ। এখানে, এই পিটার্সবি,গাঁ দীপ্তির মধ্যেও তিনি তাঁর রাঙা মুখ আর পরিপাটী করে আঁচড়ানো চেকনাই গালপাট্টায় ঝিলিক দিচ্ছিলেন মন্কোর চেয়ে কম নয়। 'এর্সেছি কাল, তোমার জয় দেখা যাবে বলে আনন্দ হচ্ছে। কবে দেখা হবে?'

'কাল মেসে এসো' — বলে দ্রন্দিক তাঁর ওভারকোটের আস্থিনে চাপ দিয়ে মাপ চেয়ে চলে গোলেন মাঠের মাঝখানে, বড়ো রেসটার জন্য ইতিমধ্যেই ঘোড়া আনা হচ্ছিল সেখানে।

ঘর্মাক্ত, দোড়ের পর ক্লান্ত ঘোড়াগনুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সহিসেরা, আসল্ল দৌড়ের জন্য দেখা দিতে থাকল একের পর এক নতুন নতুন তাজা ঘোড়া, বেশির ভাগই বিলাতি, সাজ পরানো, এণটে বাঁধা পেট, দেখাচ্ছিল বিরাট বিরাট অন্তুত কিসব পাখির মতো। ডান দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল টান-টান সনুঠাম শরীরের সন্দর ফ্র-ফ্র'কে, রীতিমতো লম্বা স্থিতিস্থাপক টেংরিতে ভর দিয়ে সে পা ফেলছিল স্প্রিঙের মতো। তার অদ্বরে দীর্ঘাকর্ণ গ্লাদিয়াতরের চাদর খোলা হচ্ছিল। অজ্ঞাতসারেই দ্রন্স্কি চেয়ে রইলেন সন্দর সন্গঠিত ঘোড়াটার দিকে, চমংকার তার পাছা, খাটো টেংরি একেবারে খ্রের ওপর বসানো। দ্রন্স্কি নিজের ঘোড়ার কাছে যাবেন ভাবছিলেন, কিন্তু ফের তাঁকে আটকালেন একজন পরিচিত।

আলাপ জমিয়ে পরিচিতটি বললে, 'ওই যে কারেনিন! বৌকে খ'্রজছে, সে ওদিকে মন্ডপের মাঝখানে। আপনি দেখেন নি ওকে?'

'না, দেখি নি' — দ্রন্স্কি বললেন এবং পরিচিতটি মন্ডপের যেখানে কারেনিনাকে দেখাচ্ছিলেন সেদিকে দ্কপাতও না করে গেলেন নিজের ঘোড়ার কাছে।

ঘোড়ার জিন নিয়ে কিছ্ নির্দেশ তাঁর দেবার ছিল, কিন্তু সেটা ভালো করে দেখতে না দেখতেই মন্ডপে সওয়ারীদের ডাক পড়ল নন্বর টেনে নিজের নিজের জায়গায় যেতে। সতেরো জন অফিসার গ্রহ্পপূর্ণ, কঠোর, অনেকে বিবর্ণ মুখে মন্ডপে গিয়ে নন্বর টানলেন। দ্রন্দিকর ভাগে পড়ল সাত। হুকুম শোনা গেল: 'ওঠো ঘোড়ায়!'

সবার চোখ যেদিকে নিবদ্ধ, তিনি এবং অন্যান্য সওয়ারীরা যে তার কেন্দ্র সে সম্পর্কে সচেতন হয়ে ধীর, শাস্ত পদক্ষেপে তিনি গেলেন তাঁর ঘোড়ার কাছে, উত্তেজিত হলে সাধারণত তিনি এইরকমই করেন। ঘোড়দৌড়ের সম্মানে তার পোশাকী কিস্টিউম পরেছে কর্ড: বোতাম-আঁটা কালো ফ্রক- কোট, গালে ঠেলে ওঠা কড়া মাড় দেওয়া কলার, গোল কালো টুপি আর জ্যাক ব্রট। বরাবরের মতোই সে ধীর, গ্রন্থনগুষ্থবীর, ঘোড়ার সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজেই ধরে ছিল তার দ্বটো লাগামই। ফ্র-ফ্র তখনো কে'পে যাচ্ছিল যেন জ্বর উঠেছে। দীপ্ত চোখে সে কটাক্ষে চাইলে সমাগত প্রন্দিকর দিকে। জিনের তলে আঙ্বল ঢোকালেন প্রন্দিক, ঘোড়াটা আরো চোখ পাকাল, দাঁত বার করলে, কান এ'টে রইল। তার জিন বাঁধা পরখ করা হল দেখে হাসি ফোটাবার জন্য ঠোঁট কুণ্ঠিত করলে ইংরেজটি।

'উঠে বস্কুন, অস্থিরতা বোধ করবেন কম।'

শেষ বারের মতো ভ্রন স্কি তাকালেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের দিকে। উনি জানতেন যে দোডের সময় তিনি ওদের আর দেখবেন না। যেখান থেকে দৌড় শুরু হবার কথা, দু'জন এর মধ্যেই আগে আগে চলতে শুরু করেছে সেদিকে। দ্রন্স্কির একজন বিপজ্জনক প্রতিযোগী ও বন্ধ গাল্ৎসিন ঘুরঘুর কর্রাছলেন তাঁর বাদামী ঘোড়াটার কাছে, জিনে তাঁকে উঠতে দিচ্ছিল না সে। আঁটো রিচেস পরা ছোটোখাটো একজন হুসার জিনের পেছনে ভর দিয়ে ইংরেজ জকিদের কায়দায় বেড়ালের মতো বাকে পড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে গেল। প্রিন্স কুজোভ্লেভ তাঁর গ্রাবভ প্রজনন কেন্দ্রের জাত ঘুড়ীর পিঠে বসে ছিলেন বিবর্ণ হয়ে, একজন ইংরেজ তাঁর লাগাম ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। দ্রন্দিক এবং তাঁর সমস্ত সাথীরা কুজোভ্লেভকে এবং তাঁর 'দূর্ব'ল' শ্লায়্ব আর সাংঘাতিক আত্মাভিমানের কথা জানতেন। তাঁরা জানতেন যে সর্বাকছ,তেই উনি ভীত, ভয় পেতেন এমর্নাক লড়,য়ে ঘোড়াতে চাপতে: এখন ব্যাপারটা ভয়াবহ বলেই, লোকের হাড়গোড় ভাঙছে আর প্রতিটি হার্ড'লের সামনেই ডাক্তার, নার্স' সমেত ক্রস টাঙানো হাসপাতাল মার্কা গাড়ি বরান্দ আছে বলেই তিনি দৌড়ে যোগ দেবেন ঠিক করলেন। চোখাচোখি হল ওঁদের, সাদরে, সানুমোদনে চোখ মটকালেন জনু দিক। শুধু একজনকে তিনি দেখতে পেলেন না. তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী. গ্লাদিয়াতরে সওয়ার মাখোতিনকে।

শ্রন্থিককে কর্ড বললে, 'তাড়াহ্নড়ো করবেন না, শার্ধ্ব একটা কথা মনে রাখবেন: হার্ড'লের সামনে থমকাবেন না, তাড়া দেবেন না, ঘোড়াটা যেমন চায় করতে দিন।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে' -- লাগাম নিয়ে প্রন্হিক বললেন।

'সম্ভব হলে দোড়ের আগে আগেই ছ্টবেন, কিন্তু পেছনে পড়ে গেলেও শেষ মৃহূত পর্যন্ত হতাশ হবেন না।'

ঘোড়াটা এগনতে না এগনতেই দ্রন্দিক লঘ্ন বলিণ্ঠ ভঙ্গিতে ইম্পাতের দাঁতালো রেকাবে পা দিয়ে অনায়াসে তাঁর পেটাই করা দেহ স্থাপন করলেন চামড়ার ক্যাঁচকে চে জিনে। ডাইনের রেকাবে পা ঢুকিয়ে তিনি তাঁর অভাস্ত চালে আঙ্বলগ্নলোর মধ্যে সমান করে নিলেন লাগাম দন্টো, কর্ড ও হাত নামিয়ে নিল। কোন পা-টা আগে ফেলবে তা যেন স্থির করতে না পেরে ফ্রন্ফ্রন্ তার ঘাড় লম্বা করে টান দিল লাগামে, তারপর তার স্থিতিস্থাপক পিঠের ওপর আরোহীকে দোলাতে দোলাতে এগিয়ে গেল যেন স্প্রিঙ্কের ওপর দিয়ে। তাড়াতাড়ি পা ফেলে কর্ড চলতে লাগল তাঁর পেছন পেছন। উত্তেজিত ঘোড়াটা কখনো এপাশ কখনো ওপাশ থেকে লাগামে টান দিয়ে আরোহীকে ঠকাবার চেন্টা করিছল আর দ্রন্দিক মুখে আওয়াজ করে হাত থাবড়ে বৃথাই শাস্ত করার চেন্টা করলেন তাকে।

বাঁধ দেওয়া নদীটার কাছে গিয়ে যেখান থেকে দৌড় শ্রুর্ হবে সেদিকে যাচ্ছিলেন তাঁরা। সওয়ারদের অনেকে আগে, অনেকে পিছনে, হঠাৎ দ্রন্দিক শ্বনতে পেলেন রাস্তার কাদায় কদমে ছোটা ঘোড়ার শব্দ, মাথোতিন তার শাদা ঠেঙে দীর্ঘকর্ণ প্লাদিয়াতরে পেরিয়ে গেল তাঁকে। লম্বা লম্বা দাঁত বার করে মাথোতিন হাসল, কিন্তু দ্রন্দিক তার দিকে চাইলেন ক্রুম্ব দ্বিউতে। এর্মানতেই মাথোতিনকে তিনি দেখতে পারতেন না, আর এখন তো তাকে নিজের সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বী বলেই গণ্য করছেন। ঘোড়া ছ্র্টিয়ে চলে গিয়ে তাঁর ঘোড়াটাকে উত্তেজিত করল বলে রাগ হল তাঁর। কদমে ছোটার জন্য বাঁ পা বাড়িয়ে দিয়েছিল ফ্র্-ফ্র্, দ্ববার লাফও দিলে, কিন্তু লাগামের টানে চটে উঠে ছ্র্টল দ্বলিক চালে সওয়ারকে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকয়ে। কর্ড ও ভুর্ কুচকে প্রায় ছ্র্টতে লাগল দ্রন্দিকর পেছন পেছন।

૫ રહ ૫

দোড়ে নামল সতেরো জন অফিসার। দোড় হওয়ার কথা মণ্ডপের সামনে চার ভাস্ট দীর্ঘ উপবৃত্তে। এতে প্রতিবন্ধক গড়া হয়েছে নয়িট: নদী, ঠিক মণ্ডপের সামনে দুই আর্মিন উ'চু নীরেট একটা বড়ো দেয়াল, শুকনো খাল, জলভরা খাল, ঢিপি, আইরিশ ব্যারিকেড (সবচেয়ে কঠিন একটি প্রতিবন্ধক) — খেংরা কাঠি গোঁজা ঢিপি, তার ওপারে ঘোড়ার কাছে অদ্শ্য খাল, ফলে দ্বই বাধা ঘোড়াকে এক লাফে পের্ত্বতে নয় মারা পড়তে হবে; তারপর আরো দ্বটি জলভরা এবং একটি শ্কেনো খাল, দৌড়ের শেষ মন্ডপের সামনে। তবে শ্রুব্টা বৃত্ত থেকে নয়, সেখান থেকে একশ সাজেন দ্রে, আর তার মাঝখানেই প্রথম বাধা — তিন আর্শিন চওড়া জলভরা নদী, আরোহীর ইচ্ছেমতো তা লাফিয়ে অথবা জল ভেঙে যাওয়া চলবে।

বার তিনেক সওয়াররা লাইন দিল, কিন্তু প্রতিবারই কারো না কারো ঘোড়া এগিয়ে যায়, স্বৃতরাং ফের শ্বুর্ করতে হয় গোড়া থেকে। দৌড় শ্বুর্ ব্যাপারে সমঝদার কর্নেল সেন্দ্রিন চটে উঠতে যাচ্ছিলেন, তবে শেষ পর্যস্ত চতুর্থ বারের বার হাঁক দিলেন: 'ছ্বট!' — ছ্বটল সওয়াররা।

সওয়াররা যখন লাইন দিচ্ছিল, সমস্ত চোখ, সমস্ত দ্রেবীন ছিল তাদের চিত্রবিচিত্র দলটার দিকে নিবদ্ধ।

প্রতীক্ষার স্তর্নতার পর এবার চারিদিক থেকে শোনা গেল, 'শ্রুর্ হয়েছে! দৌড়চ্ছে!'

ভালো করে দেখার জন্য লোকে একা একা বা জোট বে'ধে ছোটাছন্টি লাগাল এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। প্রথম মন্হত্ত থেকেই সওয়ারীদের দলটা লম্বা হয়ে যায়, বেশ দেখা যাচ্ছিল দন্ট বা তিনজন করে তারা একের পর এক এসে যাচ্ছে নদীটার কাছে। দর্শকদের মনে হয়েছিল ওরা দৌড় শন্ত্র্ব করেছে একসঙ্গে, কিন্তু সওয়ারদের কাছে এক সেকেন্ডের পার্থকাই তাৎপর্য ধরে অনেক।

উত্তেজিত এবং বড়ো বেশি স্নায়,চণ্ডল ফ্র-ফ্র প্রথম মর্হ্রতটা ফসকায়, কয়েকটা ঘোড়া স্টার্ট নেয় তার আগে, কিন্তু নদী পর্যন্ত পেশছতে পেশছতে প্রন্দিক লাগামে বাঁধা ঘোড়াটাকে প্রাণপণে আয়ত্তে এনে অনায়াসে ছাড়িয়ে গেলেন তিন সওয়ারকে, এখন তাঁর সম্মুখে শুধু মাখোতিনের পাটকিলে গ্লাদিয়াতর, দ্রন্দিকর সামনেই তার পাছাটা নড়ছে সমতালে, অনায়াসে, আর সবার আগে অর্থমত কুজোভ্লেভকে নিয়ে ছ্রটছে অপর্পা দিয়ানা।

প্রথম কয়েক মৃহতে দ্রন্স্কির কোনো দখল ছিল না, না নিজের ওপর, না ঘোড়ার ওপর। প্রথম প্রতিবন্ধক নদী পর্যন্ত তিনি সামলাতে পারেন নি ঘোড়ার গতিবিধি।

গ্লাদিয়াতর আর দিয়ানা নদী পর্যস্ত পেণছায় একসঙ্গে এবং প্রায় একই

মন্হতে : পলকের মধ্যে তারা নদীর ওপর লাফ দিয়ে চলে গেল ওপারে; অলক্ষ্যে ফ্রন্-ফ্র্ যেন উড়ে গেল তাদের পেছনে। কিন্তু প্রন্দিক যথন টের পেলেন যে তিনি শ্নো, ঠিক সেই মন্হতে হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন তাঁর ঘোড়ার ঠিক পায়ের তলেই কুজোভ্লেভ, নদীর ওপারে দিয়ানার সঙ্গে মাটিতে ল্টাচ্ছে (লাফের পর কুজোভ্লেভ লাগামে ঢিল দেন, ঘোড়াও ডিগবাজি খায় তাঁকে নিয়ে)। এই সব কথা প্রন্দিক বিশদে জানতে পেয়েছিলেন কেবল পরে, তখন কিন্তু তিনি শ্বেন্ এইটুকু দেখছিলেন যে যেখানে ফ্রন্-ফ্রর নামার কথা সেখানে ঠিক তার পায়ের নিচেই সে মাড়িয়ে দিতে পারে দিয়ানার পা অথবা মাথা। কিন্তু পড়ন্ড বেড়ালের মতো ফ্রন্-ফ্রন তার লাফের মধ্যেই পা আর পিঠ বাঁকিয়ে ঘোড়াটাকে এড়িয়ে চলে গেল আগে।

'ওহ্ সোনা আমার!' মনে মনে ভাবলেন ভ্রন্ফিক।

নদীর পর শ্রন্ শ্রিক পর্রোপর্বর দখলে আনলেন ঘোড়াটাকে এবং তাকে সংযত রেখে স্থির করলেন বড়ো প্রতিবন্ধকটা পেরবেন মাথোতিনের পেছন পেছন আর তার পরে যে দ্ব'শ সাজেন দ্বত্বে কোনো প্রতিবন্ধক নেই সেখানে ওকে ছাড়িয়ে যাবার চেন্টা করা যাবে।

বড়ো প্রতিবন্ধকটা ছিল জার মন্ডপের সামনে। সম্রাট, গোটা দরবার, জনতার দ্বিট ওঁদের দিকে নিবদ্ধ, দ্রন্দিক আর এগিয়ে থাকা মাথোতিন যখন শয়তানের (নীরেট দেয়ালটা এই নামেই অভিহিত হত) কাছে আসছিল, তাঁদের দিকে। চারিদিক থেকে তাঁর প্রতি দ্বিট দ্রন্দিক টের পাচ্ছিলেন, কিস্তু নিজের ঘোড়ার কান আর ঘাড়, তাঁর দিকে ধেয়ে আসা জমি, য়াদিয়াতরের পশ্চাশেশ আর শাদা ঠাং ছাড়া কিছ্বই দেখছিলেন না, দ্রুত তাল ঠুকে মাদিয়াতর ছ্বটছে সামনে একই ব্যবধান বজায় রেখে। কোথাও কিছ্ব ধাক্কা না খেয়ে ছোট্ট লেজটা নেড়ে গ্লাদিয়াতর লাফিয়ে উঠল এবং অস্তর্ধান করল দ্রন্দিকর দ্বিস্থিথ থেকে।

কে যেন বলে উঠল 'সাবাস!'

ঠিক সেই মৃহ্তের্ত দ্রন্দিকর চোখের সামনে, তাঁর সামনেই ঝলক দিল প্রতিবন্ধকের তক্তা। গতি একটুও না বদিলিয়ে তাঁর ঘোড়া লাফিয়ে উঠল, পোরিয়ে গেল তক্তা, শৃধ্ পেছনে খট করে উঠল কী যেন। সামনে ছ্টন্ত গ্লাদিয়াতর দ্বারা উত্তেজিত হয়ে ঘোড়াটা প্রতিবন্ধকের সামনে লাফিয়ে উঠেছিল একটু আগেই, তাতে পেছনের খুর ঠুকে গিয়েছিল। কিন্তু গতি তার বদলাল না, মুখে একতাল কাদা মেখে দ্রন্দিক টের পেলেন যে গ্লাদিয়াতরের কাছ থেকে তিনি সেই একই ব্যবধানে রয়েছেন। ফের তাঁর সামনে দেখতে পেলেন তার পশ্চান্দেশ, ছোটো লেজ, ফের সেই দ্রুতগতি শাদা পা, যা দ্রেত্ব বাড়িয়ে তুলতে পারছিল না।

দ্রন্দিক যখন ভাবছিলেন এবার মাখোতিনকে ছাড়িয়ে যেতে হয়,
ফ্র-ফ্রন্ড তথনি দ্রন্দিকর মনোভাব টের পেয়ে কোনোরকম তাগাদা ছাড়াই
গতি অনেকটা বাড়িয়ে সবচেয়ে স্ববিধাজনক দিক, ভেতরকার দিক থেকে
কাছিয়ে আসতে লাগল মাখোতিনের। সে দিকটা মাখোতিন ছাড়ছিল না।
বাইরের দিক থেকেও ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব, দ্রন্দিক এই কথা ভাবতেই
ফ্র-ফ্রন্ড অমনি গতি বদলিয়ে সেইভাবেই ছ্রটতে লাগল। ঘামে কালো হয়ে
উঠতে শ্রন্করা ফ্র-ফ্রের ঘাড় সমান হয়ে উঠল প্লাদিয়াতরের পশ্চাদ্দেশের
সঙ্গে। কিছ্ক্লণ তারা দেড়িল পাশাপাশি। কিস্তু যে প্রতিবন্ধকটার কাছে
তারা আসছিল তার আগে বাইরের বৃত্ত দিয়ে যাতে না যেতে হয় তার জন্য
দ্রন্দিক লাগাম চালাতে লাগলেন এবং দ্রত, একেবারে ঢিপিটাতেই ছাড়িয়ে
গেলেন মাখোতিনকে। কাদা ছিটকে লাগা তার ম্খটা শ্র্য্ব এক ঝলক
দেখতে পেলেন তিনি। তাঁর এমনকি এও মনে হল যে মাখোতিন হাসছে।
ওকে তিনি ছাড়িয়ে গেলেন বটে, কিস্তু টের পাচ্ছিলেন ঠিক কাছেই তার
উপস্থিতি, অবিরাম শ্রনতে পাচ্ছিলেন পেছনে সমতাল খ্রেরে শব্দ আয়
গ্লাদিয়াতরের নাসারন্ধ্র থেকে দমকা-মারা তাজা নিশ্বাস।

পরবর্তী দ্বটো বাধা, খাল আর ব্যারিয়ার পেরনো গোল সহজেই, কিন্তু দ্রন্দিকর কানে আসতে লাগল ক্রমেই কাছিয়ে আসা খ্র আর নিশ্বাসের শব্দ। ঘোড়াকে তাগিদ দিলেন তিনি, এবং এটা টের পেয়ে খ্রিশ হলেন যে ফ্র-ফ্র অনায়াসে গতি বাড়িয়ে চলেছে, প্লাদিয়াতরের খ্রের শব্দ শোনা যেতে লাগল ফের সেই আগের দ্রত্ব থেকে।

দ্রন্দিক যেভাবে এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন এবং কর্ড যা পরামর্শ দিয়েছিল সেভাবেই এগিয়ে গেছেন তিনি; এখন তিনি সাফল্যে নিশ্চিত। তাঁর উত্তেজনা, আনন্দ, ফ্র-ফ্র'র জন্য মমতা সবই বেড়ে উঠল। পেছনে একবার তাকিয়ে দেখার ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর. কিন্তু সাহস পেলেন না, চেন্টা করলেন নিজেকে শান্ত রাখতে, ঘোড়াকে তাড়া না দিতে, যাতে গ্লাদিয়াতরের মধ্যে যতটা শক্তির সঞ্চয় আছে বলে তিনি টের পাচ্ছিলেন ততটা শক্তিই যেন ফ্র-ফ্র'রও থাকে। বাকি আছে কেবল একটা. সবচেয়ে

কঠিন বাধা; সেটা যদি তিনি অতিক্রম করতে পারেন অন্যাদের চেয়ে আগে, তাহলে তিনিই হবেন প্রথম। ঘোড়া তিনি ছোটালেন আইরিশ ব্যারিকেডের দিকে। ফ্র-ফ্র-র সঙ্গে দ্র থেকেই ব্যারিকেডটা দেখতে পেয়েছিলেন তিনি, দেখা দিল তাঁর ও ঘোড়ার ম্বহ্তের সন্দেহ। ঘোড়ার কানে অনিশ্চিতি চোখে পড়ল তাঁর, চাব্কও উঠিয়েছিলেন, কিস্কু সঙ্গে সঙ্গেই অন্ভব করলেন যে সন্দেহ ভিত্তিহীন; ঘোড়া জানে কী তার করা উচিত। শরীর টানটান করে সে দ্রন্স্কি যা আশা করেছিলেন ঠিক তেমনি মান্রা রেখে যথাযথভাবে লাফ দিল আর শ্নেয়ে উঠে গা ছেড়ে দিল জাড়োর শক্তিতে যা তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল খাল ছাড়িয়ে অনেক দ্রে: আর ঠিক একই তালে বিনা চেন্টায় একই পায়ে ফ্র-ফ্র চালিয়ে গেল তার দেড়ি।

'সাবাস দ্রন্ হিক!' একদল লোকের চিৎকার কানে এল তাঁর — তিনি জানতেন এরা তাঁর রেজিমেণ্টের লোক এবং বন্ধ্রান্ধব, দাঁড়িয়ে ছিল এই প্রতিবন্ধকটার কাছে: ইয়াশ্ভিনের গলা ঠাহর করতে তাঁর ভুল হবার কথা নয়। তবে দেখতে পেলেন না তাঁকে।

'আরে আমার লক্ষ্মীটি!' ফ্র-ফ্র'কে বললেন মনে মনে, পেছন থেকে আসা শব্দের দিকে কান পেতে রেখে। 'পেরিয়ে এল দেখছি!' গ্লাদিয়াতরের খুরের শব্দ শুনতে পেয়ে ভাবলেন তিন। বাকি রইল কেবল দুই আর্শিন চওড়া জলভরা শেষ খালটা। দ্রন্দিক সে দিকে তাকালেনও না, অনেক ব্যবধানে প্রথম হবার বাসনায় তিনি লাগাম চালাতে লাগলেন ব্তুাকারে, খুরের তালে তালে ঘোড়ার মাথা উঠিয়ে আর নামিয়ে। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে ঘোড়া ছুটছে তার শেষ শক্তিতে; শুধু তার গ্রীবা আর ঘাড় ভিজে উঠেছে তাই নয়, মাথা আর তীক্ষা কানেও বিন্দা বিন্দা ঘাম জমছে, নিশ্বাস পড্ছে ঘন ঘন, দমকা-মারা। কিন্তু তিনি জানতেন যে এই শেষ শক্তিটা বাকি দু'শ সাজেন দুরত্বের পক্ষে যথেষ্ট। নিজেকে মাটির কাছাকাছি বলে টের পাওয়ায় এবং গতির একটা বিশেষ লঘ্যতা দেখে দ্রন্দিক ব্রুবলেন দ্রুততা কতটা বাড়িয়ে তুলেছে তাঁর ঘোড়া। খালটা সে পেরিয়ে গেল যেন নজর না করেই। পেরিয়ে গেল যেন পাখির মতো উড়ে: কিন্তু ঠিক এই সময়েই ভ্রন্দিক আতংকে অনুভব করলেন যে ঘোড়ার গতির সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে তিনি নিজেই না বুঝে কেমন করে, যেন একটা বিছছিরি অমার্জনীয় কাণ্ড করে ফেলেছেন, বসে পড়েছেন া হঠাৎ অবস্থা ওঁর বদলে গেল, বুঝতে পারলেন ভয়াবহ কিছু একটা

ঘটেছে। কী ঘটেছে সেটা ব.ঝে উঠতে না উঠতেই পাটকিলে ঘোডার শাদা পা ঝলক দিল তাঁর কাছে, মাখোতিন দ্রত ছুটে গেল তাঁর পাশ দিয়ে। দ্রন্দিকর একটা পা ঠেকল মাটিতে, ঘোড়া লুটিয়ে পড়ল সেই পায়ের ওপর। পাটা ছাডিয়ে নিতে না নিতেই ঘোডা একপাশে কাত হয়ে পডল. ঘড়ঘড়ে শব্দ করে উঠে দাঁড়াবার বৃথা চেষ্টায় শীর্ণ ঘর্মাক্ত ঘাড় বাড়িয়ে গুলি-বে'ধা পাখির মতো ধড়ফড় করতে লাগল তাঁর পায়ের কাছে। দ্রন্দিকর আনাড়ি কাণ্ডটায় ঘোড়ার পিঠ ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু সেটা তিনি ব্রুঝতে পেরেছিলেন অনেক পরে। এখন তিনি শুধু দেখলেন মাখোতিন দুতে এগিয়ে যাচ্ছে আর কর্দমাক্ত অটল মাটির ওপর দাঁড়িয়ে তিনি টলছেন, ভয়ানক হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁর সামনে পড়ে আছে ফ্র-ফ্রু, তাঁর দিকে ঘাড বের্ণকয়ে তার অপরপে চোখে চেয়ে দেখছে সে। কী ঘটেছে সেটা তখনো না বুঝে ভ্রন্সিক টানাটানি করতে লাগলেন ঘোড়ার লাগাম। ফের ঘোডা মাছের মতো ছটফট করে, জিন ক্যাঁচকে চিয়ে সামনের प्र'পा বাড়িয়ে উঠতে চেণ্টা করল, কিন্তু পাছা তুলতে পারল না, সঙ্গে সঙ্গেই লাটিয়ে পড়ল কাত হয়ে। ভ্রন শ্কির মাখ রিপাবেগে বিকৃত, বিবর্ণ, নিম্ন চিবুক কম্পমান, তাঁর জুতোর হিল দিয়ে তিনি লাথি মারলেন তার পেটে, ফের টানতে লাগলেন লাগাম। কিন্তু ঘোড়া নড়ল না, পশ্চান্দেশ মাটিতে গাঁজে সে তার মাখর দ্রণ্টিতে চাইল প্রভুর দিকে।

'আ-আ-আ!' মাথা চেপে ধরে গঙিয়ে উঠলেন দ্রন্দিক, 'আ-আ-আ! কী আমি করলাম!' চে চিয়ে উঠলেন তিনি, 'দৌড়েও হেরে গেলাম! সবই আমার দোষ, কলঙ্কজনক, অমার্জনীয়! আর হতভাগ্য স্কুদর ঘোড়াটাও ধ্বংস হল! আ-আ-আ! কী আমি করলাম!'

লোকে — ডাক্তার, তার সহকারী, রেজিমেণ্টের অফিসাররা ছুটে গেল তাঁর কাছে। সখেদে তিনি অন্তব করলেন যে তিনি অক্ষত, নিরাপদ। ঘোড়ার পিঠ ভেঙেছে, সিদ্ধান্ত হল তাকে গালি করে মারা হোক। কোনো প্রশেনর উত্তর দিতে পারলেন না দ্রন্দিক, কথা কইতে পারলেন না কারো সঙ্গে। ঘারের দাঁড়িয়ে মাথা থেকে খসে পড়া টুপিটা না তুলেই তিনি ঘোড়দোড়ের মাঠ ছেড়ে চললেন নিজেই জানেন না কোথায়। নিজেকে হতভাগ্য বোধ হচ্ছিল তাঁর। জীবনে এই প্রথম বার এত গারতের দার্ভাগ্য তাঁর ঘটল, সে দার্ভাগ্য অপ্রণীয় আর তার জন্য দোষী তিনি নিজে।

টুপিটা তুলে নিয়ে ইয়াশ্ভিন তাঁর সঙ্গ ধরলেন, বাড়ি পেণছৈ দিলেন তাঁকে। আধ ঘণ্টা বাদে দ্রন্সিক প্রকৃতিস্থ হলেন, কিন্তু এ দৌড়ের স্মৃতি বহুকাল তাঁর মর্মে জীবনের সবচেয়ে দুঃসহ যক্ত্রণাদায়ক স্মৃতি হয়ে ছিল।

ા ૨৬ ૫

প্রার সঙ্গে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বাইরের সম্পর্ক ছিল আগের মতোই। শুন্ধু একমাত্র তফাং হল এই যে তিনি কাজে ব্যস্ত থাকতে লাগলেন প্রের্বর চেয়ে বেশি। আগের বছরগ্বলোর মতোই বসন্ত শুরুর হতেই তিনি হাওয়া বদলাতে বিদেশে যান শীতকালের পরিশ্রমে প্রতি বছর ভেঙে পড়া স্বাস্থ্য ফেরাবার জন্য এবং বরাবরের মতো জুলাই মাসে ফিরে বর্ধিত কর্মোদ্যোগে কাজে লেগে যান। বরাবরের মতো স্বা উঠে এসেছিলেন পল্লীভবনে আর তিনি থেকে যান পিটার্সবির্গে।

প্রিলেসস ত্ভেস্কায়ার ওখানে সেই সন্ধায়র পরে যে কথাবার্তা হয়েছিল তার পরে তিনি আল্লার কাছে নিজের সন্দেহ আর ঈর্ষার কোনো প্রসঙ্গ তোলেন নি। কারো একটা বর্ণনা দেবার সময় যে স্বরে তিনি কথা কইতেন সেটা তাঁর স্বীর প্রতি তাঁর বর্তমান সম্পর্কের সঙ্গে এত খাপ খায় নি আর কখনো। স্বীর প্রতি কিছ্বটা নির্বৃত্তাপ হয়ে ওঠেন তিনি। প্রথম যে নৈশ আলাপটা আল্লা অগ্রাহ্য করেন তার জন্য আল্লার প্রতি তাঁর যেন সামান্য শ্বর্ব একটু অসস্ভোষ ছিল মনে হয়। তাঁর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে বিরক্তির আভাস থকেত, কিন্তু তার বেশি কিছ্ব নয়। তাঁর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে বোঝাব্বির্ব করে নিতে চাও নি' — তিনি যেন মনে মনে বলতেন আল্লাকে, 'সেটা তোমার পক্ষেই খারাপ। এবার তুমি আমায় অন্বরোধ করবে, আর আমি কিছ্বই বোঝাতে যাব না। সেটা তোমার পক্ষেই খারাপ' — তিনি মনে মনে এই কথা বলতেন সেই মান্বের মতো, যে আগন্ন নেভাবার বৃথা চেন্টা করেছে এবং নিজের ব্যর্থতায় রেগে উঠে বলতে পারত 'চুলোয় যা! প্রভ্রে মর এর জন্যে!'

রাজকমের ব্যাপারে ব্রাদ্ধমান ও স্ক্রেদশা এই লোকটি স্থার প্রতি এর্প মনোভাবের নিব্রাদ্ধিতা ব্রতেন না। ব্রতেন না কারণ নিজের সত্যকার অবস্থা ব্রতে যাওয়া তাঁর পক্ষে ছিল বড়ো বেশি ভয়াবহ, তাই মনের মধ্যে যে বাক্সটায় পরিবারের প্রতি, অর্থাৎ স্দ্রী ও ছেলের প্রতি তাঁর হৃদয়াবেগগনলো থাকত সেটা তিনি বন্ধ করে তালা এ°টে সীল মেরে রেখেছিলেন। মনোযোগী পিতা তিনি, শীতের শেষে তিনি সবিশেষ নির্ব্তাপ হয়ে ওঠেন ছেলের প্রতি, স্দ্রীর মতো ছেলের ক্ষেত্রেও তিনি একই ঠাট্টার স্বর নিতেন। 'আ, য্বাপ্রব্ যে!' ছেলেকে সম্বোধন করতেন তিনি।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ মনে করতেন এবং বলতেন যে এ বারের মতো আর কোনো বছরে কাজের এত চাপ তাঁর কখনো হয় নি; কিন্তু সচেতন ছিলেন না যে কাজগন্নলো তিনি নিজেই ভেবে বার করছেন আর যে বাক্সটায় থাকত স্হার এবং ছেলের প্রতিহৃদয়ান্নভূতি, তাদের নিয়ে ভাবনা, সেটা না খোলার একটা উপায় এটা, আর যতদিন তা বাক্সে বন্ধ থাকছে ততই ভয়াবহ হয়ে উঠছে সেগ্লো। স্হার আচরণ সম্পর্কে কী তিনি ভাবছেন এ কথা জিজ্ঞাসা করার অধিকার যদি কারো থাকত, তাহলে নিরীহ, নম্ম আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কোনো জবাব দিতেন না নিশ্চয়, কিন্তু যে লোক এ কথা জিগোস করেছে তার ওপর তিনি ভয়ানক চটে উঠতেন। এই জনাই ওঁর স্হার স্বাস্থ্য কেমন আছে কেউ জিগোস করলে, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের মন্থে ফুটে উঠত একটা গর্ব আর কঠোরতার ভাব। স্হার আচরণ ও হদয়াবেগ নিয়ে ভাবতে চাইতেন না তিনি এবং সতিয় সতিয়ই ভাবতেন না।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের দ্বায়ী পল্লীভবন ছিল পিটার্সহফে, কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা সাধারণত গ্রীষ্মটা কাটাতেন সেখানেই, আন্নার প্রতিবেশী হিশেবে তাঁর সঙ্গে অবিরাম যোগাযোগ রেখে। এ বছর কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা পিটার্সহফে থাকতে চান নি, একবারও আসেন নি আন্না আর্কাদিয়েভনার কাছে, বেট্সি আর দ্রন্স্কির সঙ্গে আন্নার অন্তরঙ্গতা যে অস্বস্থিকর, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে এ ইঙ্গিত তিনি করেছেন একাধিকবার। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁকে র্ডভাবে থামিয়ে দিয়েছেন এই বলে যে তাঁর স্বী সন্দেহের উর্ধের্ব এবং সেই থেকে কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনাকে তিনি এড়িয়ে চলছেন। তিনি দেখতে চাইতেন না এবং দেখতেন না যে অনেক লোকেই তাঁর স্বীর দিকে চাইছে বাঁকা চোখে, ব্রুতে চাইতেন না এবং ব্রুতেন না কেন তাঁর স্বী জারন্কোয়ে সেলোতে উঠে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করছেন যেখানে থাকতেন বেট্সি, লন্স্কির

রেজিমেণ্ট ছার্ডনি পেতেছে যেখান থেকে দুরে নয়। এ নিয়ে নিজেকে ভাবতে তিনি দিতেন না এবং ভাবতেন না; কিন্তু সেইসঙ্গে নিজেকে এ কথা কখনো না বলে এবং কোনো প্রমাণ শুধু নয়, সন্দেহের কোনো কারণ না পেয়েও তিনি অন্তরের গভীরে গভীরে নিশ্চিত জানতেন যে তিনি প্রতারিত স্বামী, আর সে জন্য গভীর দুর্ভাগ্য বোধ করতেন।

স্থান সঙ্গে আট বছরের সন্থী জীবনে অন্যের বিশ্বাসঘাতিনী স্থাী আর প্রবাণ্ডত স্বামীর দিকে চেয়ে কতবার না তিনি মনে মনে ভেবেছেন: 'কী করে এটা ওরা হতে দিচ্ছে? এই বিশ্রা অবস্থাটা থেকে বেরিয়ে আসছে না কেন?' কিন্তু এখন, বিপদ যখন ভেঙে পড়েছে তাঁরই মাথায়, তখন এই বিশ্রা অবস্থাটা চুকিয়ে দেওয়ার কথা তিনি যে ভাবলেন না শন্ধন্ তাই নয়, আদো সে অবস্থাটা তিনি জানতেও চাইলেন না, চাইলেন না কারণ সেটা বড়ো বেশি ভয়ংকর, বড়ো বেশি অস্বাভাবিক।

বিদেশ থেকে ফিরে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর পল্লীভবনে গেছেন দ্ব'বার। একবার সেখানে দিবাহার সারেন, দ্বিতীয় বার সন্ধ্যা কাটান নিমন্তিতদের সঙ্গে, কিন্তু কোনো বারই রাত কাটান নি, যা করেছেন আগের বছরগ্বলোয়।

ঘোড়দোড়ের দিনটা ছিল আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে খ্বই কর্মবাস্ত একটা দিন; কিন্তু সকালেই দিনের কর্মস্চ ছির করার সময় তিনি ভেবেছিলেন তাড়াতাড়ি দিবাহার সেরে তিনি পল্লীভবনে যাবেন দ্বীর কাছে, সেখান থেকে ঘোড়দোড়ে, যেখানে থাকবে গোটা রাজদরবার, তাঁরও সেখানে থাকা উচিত। দ্বীর কাছে তিনি যাচ্ছেন কারণ শোভনতার জন্য সপ্তাহে একবার করে সেখানে যাবেন বলে দ্বির করেছিলেন। তা ছাড়া সেদিন পনেরোই, এই তারিখে খরচার জন্য টাকা দেবার একটা রেওয়াজ গড়ে উঠেছিল।

স্ত্রীর সম্পর্কে এইটুকু ভাবার পর যেটা স্ত্রীর ব্যাপার নিজের ভাবনার ওপর দখল থাকায় সেখানে নিজের ভাবনা প্রসারিত হতে দিলেন না তিনি। এই সকালটায় আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাজ ছিল প্রচুর। আগের দিন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা পিটার্সবির্গে আগত একজন নামকরা পর্যটকের চীন ভ্রমণ সম্পর্কে প্রস্তিকা পাঠিয়ে লিখেছিলেন য়ে, তাঁকে যেন ডাকা হয়, নানা কারণে লোকটি চিত্তাকর্ষক ও প্রয়োজনীয়। সক্ষ্যায় বইটি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ পড়ে উঠতে পারেন নি, সেটি

শেষ করলেন আজ সকালে। তারপর যাচকেরা আসে, শুরু হল রিপোর্ট লেখা, আপ্যায়ন করা, নিয়োগ, বরখাস্ত, প্রক্কার, পেনশন, মাহিনা দানের হ্রকুম, পত্রালাপ — অর্থাৎ আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ যাকে বলতেন দৈনন্দিন কাজ যাতে অনেক সময় যায়। তারপর ছিল তাঁর নিজের কাজ, ডাক্তারের আগমন, সরকার। সরকার বেশি সময় নেয় নি। আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচকে প্রয়োজনীয় টাকাটা দিয়ে সে কেবল সংক্ষেপে বিষয়-আশয়ের হাল জানায় যা বিশেষ ভালো যাচ্ছিল না, কেননা বর্তমান বছরে ব্যক্তিগত সফরের জন্য অনেক খরচ হওয়ায় টান পড়েছে টাকায়। কিন্তু ডাক্তার, পিটার্সবির্গের নামকরা ডাক্তারটি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে সোহার্দ্য থাকায় সময় নিলেন অনেক। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আজ তাঁকে আশা করেন নি. তাঁর আসায় তিনি অবাক হয়েছিলেন আরো এই জন্য যে তিনি খুব মন দিয়ে তাঁর প্রাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করেন, বুকে টেথোস্কোপ লাগিয়ে শোনেন, যকুৎ টিপে দেখেন। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ জানতেন না যে তাঁর বন্ধু লিদিয়া ইভানোভনা তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ যাচ্ছে দেখে রোগীকে পরীক্ষা করার জন্য ডাক্তারকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর কাছে যেতে। 'আমার জন্যে এই কাজটুকু করুন' — বলেছিলেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

'এটা আমি করব রাশিয়ার জন্যে, কাউণ্টেস' — জবাব দিয়েছিলেন ভাক্তার।

কাউন্টেস বলেছিলেন, 'অমূল্য মানুষ!'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে পরীক্ষা করে ডাক্তার খ্বই অসন্তুষ্ট হলেন। দেখলেন তাঁর যক্ত অনেক বেড়েছে, কমে গেছে পর্টি, কোনো ফল হয় নি খনিজ জলে। তিনি বরাত করলেন যথাসম্ভব শারীরিক গতিবিধি বাড়িয়ে যথাসম্ভব মানসিক চাপ কমাতে, প্রধান কথা কোনোরকম দর্শিচন্তা চলবে না, যা আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে নিশ্বাস না নেওয়ার মতোই অসম্ভব; চলে গিয়ে ডাক্তার আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের মনে এমন একটা ধারণা রেখে গেলেন যে তাঁর শরীরে কিছ্ব একটা গড়বড় হয়েছে যা সারানো যাবে না।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছ থেকে চলে যেতে অলিন্দে ডাক্তারের দেখা হয়ে গেল তাঁর স্পরিচিত, কারেনিনের বাড়ির সরকার স্লিউদিনের সঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁরা ছিলেন সহপাঠী, কালেভদ্রে দেখা হলেও তাঁরা ছিলেন বন্ধ এবং পরস্পরের প্রতি সশ্রদ্ধ, সেই কারণে স্লিউদিনকে ছাড়া আর কাউকে ডাক্তার জানাতেন না রোগী সম্পর্কে তাঁর অভিমত।

শ্লিউদিন বললেন, 'আপনি এসেছেন বলে কী যে খুশি হয়েছি। উনি সুস্থুনন, আর আমার মনে হয়... কিন্তু কী হয়েছে?'

'হয়েছে এই' — স্লিউদিনের মাথার ওপর দিয়ে গাড়ি আনার জন্য কোচোয়ানকে ইঙ্গিত করে ডাক্তার বললেন, তারপর তাঁর শাদা হাতে নরম দস্তানায় আঙ্বল ঢুকিয়ে যোগ করলেন, 'হয়েছে এই — একটা তস্তুকে টান না করে ছে ড্বার চেল্টা করে দেখ্বন — খ্বই কঠিন; কিস্তু যথাসাধ্য টানটান করতে পারলে আঙ্বলের একটা ভারেই তা ছি ড়ে পড়বে। আর উনি তাঁর পরিশ্রম আর কর্তব্য-বোধে টানটান হয়ে উঠেছেন একেবারে শেষ মাত্রায়। তা ছাড়া বাইরের চাপ পড়ছে, খ্বই বেশি চাপ' — অর্থব্যঞ্জকভাবে ভুর্ব তুলে সমাপ্তি টানলেন ডাক্তার, এবং নিয়ে আসা গাড়িটায় উঠতে উঠতে যোগ করলেন, 'ঘোড়দোড়ে যাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক সময় যাবে বৈকি' — স্লিউদিন কী-একটা বলেছিলেন যা তাঁর কানে যায় নি. তার জবাবে বললেন তিনি।

ডাক্তার অনেক সময় নিয়ে চলে যাবার পর এলেন নামকরা পর্যটক আর আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর সদ্যপঠিত পৃত্তিকা এবং আগের জ্ঞান কাজে লাগিয়ে পর্যটককে বিস্মিত করলেন বিষয়টা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও সূত্রশিক্ষিত দৃণ্টিভঙ্গির প্রসারতায়।

পর্য টকের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেবির্নিয়া-প্রধানের আগমন সংবাদ জানানো হল তাঁকে। তিনি পিটার্সবির্গে এসেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলার দরকার ছিল। ইনি চলে গেলে সরকারের সঙ্গে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারগ্রলো সারতে হল, তারপর একটা গ্রেব্রপর্ণ জর্মার ব্যাপারে যেতে হল জনৈক কেন্টবিন্টুর কাছে। ফিরতে পারলেন কেবল তাঁর আহারের সময় বেলা পাঁচটা নাগাদ। সরকারের সঙ্গে আহার সেরে তিনি তাঁকে আমন্ত্রণ করলেন তাঁর সঙ্গে একত্রে পল্লীভবনে এবং পরে ঘোড়দৌড়ে যেতে।

ব্যাপারটা সম্পর্কে সজ্ঞান না থেকেই স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাংকালে এখন কোনো তৃতীয় ব্যক্তি যাতে উপস্থিত থাকে তার প্রয়োজন বোধ করছিলেন, তিনি। ওপরতলায় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আল্লন্শ্কার সাহায্যে আল্লা শেষ ফিতে আঁটছিলেন তাঁর গাউনে, এমন সময় সদরের কাছে শ্নুনতে পেলেন নুড়ি মাড়িয়ে যাওয়া চাকার শব্দ।

ভাবলেন, 'বেট্সির তো এত তাড়াতাড়ি আসার কথা নয়।' জানলা দিয়ে দেখতে পেলেন একটা গাড়ি আঁর তা থেকে বেরিয়ে আছে একটা কালো টুপি আর আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের অতি পরিচিত কান। ভাবলেন, 'দ্যাখো কান্ড, কী অসময়ে আসা; রাতে থাকবে নাকি?' এবং তার ফলে যা ঘটতে পারে সেটা তাঁর কাছে এতই সাংঘাতিক আর ভয়ংকর মনে হল যে ন্যুহ্তের জন্যও কিছ্ন না ভেবে হাসিখ্নি উজ্জ্বল ম্থে এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে। মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার যে ঝোঁক তাঁর পরিচিত নিজের মধ্যে তার উপস্থিতি টের পেয়ে আত্মসমর্পণ করলেন সেই ঝোঁকে, কথা কইতে শ্রের করলেন কী বলছেন নিজেই তা না জেনে।

'আহ্ বেশ ভালো হল!' স্বামীর দিকে হাত বাড়িয়ে আর ঘরের লোক স্লিউদিনকে হেসে স্বাগত করে তিনি বললেন। আর প্রথম যে কথাটা তাঁর প্রতারণার ঝোঁক তাঁর মুখে জুগিয়ে দিলে, সেটা হল, 'রাত কাটাচ্ছ তো? এবার আমরা একসঙ্গে রওনা দেব। দ্বঃখের কথা বেট্সিকে কথা দিয়েছি। সে আসবে আমায় নিতে।'

বেট্সির নাম শ্নেন মৃথ কোঁচকাল আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের।
'আরে না, অবিচ্ছেদ্যকে বিচ্ছিন্ন করতে আমি যাব না' — তিনি বললেন
তাঁর বরাবরের রহস্যের স্বরে, 'আমি যাব মিখাইল ভাসিলিয়েভিচের সঙ্গে।
ডাক্তারও আমাকে হাঁটাহাঁটি করতে বলেছে। হে'টে যাব রাস্তা দিয়ে আর
কল্পনা করব যে আছি খনিজ জলের এলাকায়।'

'তাড়াহ্নড়ার কিছ্ন নেই' — আশ্লা বললেন, 'চা খাবে?' ঘণ্টি দিলেন তিনি।

'চা দিন-না, আর সেরিওজাকে বল্বন যে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এসেছেন। তা কেমন আছ তুমি? মিখাইল ভাসিলিয়েভিচ আমাদের এখানে আপনারা আসেন নি, দেখ্বন কী স্বন্ধর আমাদের ঝুল-বারান্দা' — বললেন তিনি কখনো একে কখনো ওকে লক্ষ্য করে।

কথা কইছিলেন তিনি সহজ স্বাভাবিক সুরে কিন্তু বড়ো বেশি এবং

বড়ো তাড়াতাড়ি। নিজেই তিনি তা টের পাচ্ছিলেন, বিশেষ করে মিখাইল ভার্সিলিয়েভিচ যে কোত্হলী দ্ভিতৈ চাইছিলেন তা থেকে তিনি ব্রতে পার্রছিলেন যে উনি কেমন যেন নজর করে দেখছেন তাঁকে।

মিখাইল ভার্সিলিয়েভিচ তক্ষ্মনি চলে গেলেন বারান্দায়। স্বামীর পাশে বসলেন আন্না।

বললেন, 'তোমার চেহারা খারাপ দেখাচেছ।'

উনি বললেন, 'হ্যাঁ, আজ ডাক্তার এসেছিল। এক ঘণ্টা সময় নিয়েছে। মনে হয় আমার বন্ধবান্ধবদের কেউ পাঠিয়েছিল, আমার স্বাস্থ্য এদের কাছে খ্বই মূল্যবান...'

'কিন্তু কী সে বললে?'

ওঁর স্বাস্থ্য, কাজকর্মের কথা জিগ্যেস করলেন আহ্না, বললেন বিশ্রাম দরকার, চলে আস্কুন তাঁর কাছে।

এ সবই আন্না বললেন খ্রিশর স্বরে, চোখে ঝিলিক তুলে; কিন্তু আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ সে স্বরে কোনো তাৎপর্য দিলেন না, তিনি শ্ব্ব তাঁর কথা শ্বনলেন এবং শ্ব্ব তাদের সোজাসাপটা মানেটাই ধরলেন। তিনি জবাবও দিলেন সাধাসিধে, যদিও রহস্য করে। আলাপটায় বিশেষত্ব কিছ্ব ছিল না, কিন্তু পরে লাজার একটা যালাণা ছাড়া এই ছোটো দ্শ্যটা স্মরণ করতে পারতেন না আন্না।

গৃহশিক্ষিকা সমভিব্যাহারে ঘরে চুকল সেরিওজা। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ যদি পর্যবেক্ষণ করার সাহস রাথতেন, তাহলে দেখতে পেতেন যে ছেলেটা ভীর্ ভীর্ বিহ্বল দ্ভিতৈ চাইল প্রথমে বাবা, পরে মায়ের দিকে। কিন্তু কিছ্বই তিনি দেখতে চাইছিলেন না এবং দেখলেন না।

'আ, নবয়্বক যে। বেড়ে উঠেছে... সত্যি, একেবারে মরদ। স্বাগত নবয়্বক।'

করমর্দনের জন্য তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন সন্দ্রস্ত সেরিওজার দিকে। বাপের সঙ্গে সম্পর্কে সেরিওজা আগেও ছিল সংকুচিত। আর এখন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাকে নবয়্বক বলে ডাকতে শ্রু করা এবং দ্রন্দিক শর্ না মির্ এই প্রহেলিকাটা মাথায় ঘ্রতে থাকার পর বাপ তার কাছে একেবারে পর হয়ে উঠেছে। মায়ের দিকে সে চাইল যেন সাহায্য প্রার্থনা করে। শ্রু মায়ের কাছে থাকলেই সে ভালো বোধ করত। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ওদিকে গৃহশিক্ষিকার সঙ্গে কথা বলতে বলতে কাঁধ ধরে রেখেছেন ছেলের, সেরিওজার এমন যন্ত্রণাকর অর্ম্বস্তি হচ্ছিল যে আহ্না দেখতে পেলেন যে ছেলেটার কামা পাছে।

ছেলে ঘরে ঢুকতেই আমা লাল হয়ে উঠেছিলেন, আর এখন সেরিওজার অস্বস্থি হচ্ছে লক্ষ্য করে ছেলের কাঁধ থেকে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের হাত সরিয়ে দিয়ে, তাকে চুম্ খেয়ে নিয়ে গেলেন বারান্দায় এবং তক্ষ্মনি ফিরে এলেন।

নিজের ঘড়ি দেখে বললেন, 'সময় কিন্তু হয়ে গেছে। বেট্সি আসছে না কেন!..'

'হ্যাঁ' — বলে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ উঠে দাঁড়িয়ে আঙ্বল মটকালেন। 'আমি আরো এলাম তোমায় টাকা দেবার জন্যে, কেননা রূপকথা শ্বনে তো আর নইটিঙ্গেলের পেট ভরে না' — তিনি বললেন, 'মনে হয়, তোমার এটা দরকার।'

'না দরকার নেই... ও হ্যাঁ, দরকার আছে' — স্বামীর দিকে না চেয়ে মাথার চুলের গোড়া অবধি লাল হয়ে আলা বললেন, 'ঘোড়দোড়ের পর তুমি এখানে আসবে আশা করি।'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন, 'হ্যাঁ' — তারপর জানলা দিয়ে অনেক উ'চুতে বসানো ছোট্ট কোচবক্স আর রবারের টায়ার লাগানো বিলাতি গাড়ি আসতে দেখে যোগ করলেন, 'এই যে পিটার্সহিফের স্নুন্দরী, প্রিন্সেস ত্ভেস্কায়া। কী জমকালো! আহা মরি! তাহলে আমরাও চলি।'

প্রিলেসস ত্ভেম্পায়া গাড়ি থেকে নামলেন না, শা্ধা বাট, কেপ আর কালো টুপি পরা তাঁর খানসামা নেমে এল দেউড়ির কাছে।

'আমি চললাম, আসি' — বলে ছেলেকে চুম্ন খেয়ে আন্না স্বামীর কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন, 'এসে খ্ব ভালো করেছ।'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ চুম, খেলেন তাঁর হাতে।

'তাহলে আসি। তুমি চা খেতে আসবে তো, চমংকার হবে!' এই বলে আন্না বেরিয়ে গেলেন হাসিখ্নিতে ঝলমলিয়ে। কিন্তু স্বামী চোখের আড়াল হতেই হাতের যেখানটায় তাঁর ঠোঁটের ছোঁয়া লেগেছিল সেটা অন্ভব করে কে'পে উঠলেন ঘেন্নায়।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ যথন ঘোড়দৌড়ের মাঠে পেণছলেন, আল্লা তথন বেট্সির পাশে সেই মন্ডপে বসে ছিলেন যেখানে জমা হয়েছিল গোটা উ'চু সমাজের লোকজন। স্বামীকে তাঁর চোথে পড়েছিল দূরে থেকেই। নুটি মানুষ, স্বামী আর তাঁর প্রণয়ী ছিল তাঁর জীবনের দুই কেন্দ্র, বাহ্যিক অনুভূতির সাহায্য ছাড়াই তিনি টের পাচ্ছিলেন তাঁদের নৈকটা। দূর থেকেই তিনি অনুভব কর্রছিলেন স্বামী কাছিয়ে আসছেন, আর যে জনতরঙ্গের নধ্যে দিয়ে তিনি এগাছিলেন, তার ভেতর অজ্ঞাতসারেই লক্ষ্য করছিলেন হাঁকে। তিনি দেখলেন, মন্ডপের দিকে আসতে আসতে তিনি কখনো তোষামোদে অভিবাদনের উত্তর দিচ্ছিলেন কুপা প্রদর্শনের ভঙ্গিতে, কখনো দমকক্ষদের অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন প্রীতিভরে, অন্যমনস্কের মতো, কখনো দমাজের কেন্টবিন্টুদের দূল্টি আকর্ষণের চেন্টায় উদ্গ্রীব হয়ে তাঁর কানের দ্যা চেপে ধরা মস্তো গোল টুপিটা খুলছিলেন। এই সমস্ত ধরন-ধারন গানার জানা আছে, আর সবই তাঁর কাছে জঘন্য লাগছিল। তাঁর মনে ্ল. 'এ সবই কেবল আত্মাভিমান, শুধুই উন্নতির বাসনা — মাত্র এই আছে তার মনের ভেতর। আর বড়ো বড়ো কথা, শিক্ষাবিস্তার, ধর্মের জনো খনুরাগ — এগুলো কেবল উন্নতি করতে পারার উপায়।

মেয়েদের মন্ডপের দিকে তাঁর দ্বিউপাত থেকে আলা ব্রেছেলেন যে টনি ওঁকে খ্রুছেন (তিনি সোজা আলার দিকেই তাকিয়েছিলেন, কিন্তু মসলিন, রিবন, পালক, ছাতা আর ফুলের ভিড়ে তাঁকে চিনতে পারেন নি), মালাও ইচ্ছে করেই তাঁকে দেখতে না পাওয়ার ভান করলেন।

'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ!' তাঁর উন্দেশে চে'চিয়ে উঠলেন প্রিন্সেস বেট্সি, 'আপনি নিশ্চয় স্ত্রীকে দেখতে পাচ্ছেন না; এই যে এখানে!'

কার্রোনন তাঁর নিষ্প্রাণ হাসি হাসলেন।

'এখানে এমন চাকচিক্য যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়' — এই বলে তিনি এলেন নতপে। স্মার উদ্দেশে হাসলেন তিনি, সদ্য সাক্ষাতের পর ফের স্মাকে দেখে যেভাবে স্বামীর হাসা উচিত, প্রিল্সেস এবং অন্যান্য পরিচিতদের দম্ভাষণ জানালেন, প্রত্যেককেই দিলেন তাদের উচিতমতো প্রাপ্য, অর্থাং রহস্য করলেন মহিলাদের সঙ্গে আর মাথা নোয়ালেন প্রের্বদের উদ্দেশে। নৈচে মন্ডপের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে সম্মানীয়, মনীয়া ও শিক্ষাদীক্ষায় স্থ্যাত এক জেনারেল-অ্যাডজ্ট্যাণ্ট। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কথা কইতে লাগলেন তাঁর সঙ্গে।

দৌড়ের মাঝখানে তখন বিরতি, তাই আলাপে বাধা পড়ার মতো কিছ্ব ছিল না। জেনারেল-অ্যাডজ্বট্যাণ্ট ঘোড়দৌড়ের নিন্দা করছিলেন, তাতে আপত্তি করে কারেনিন দাঁড়ালেন তার সমর্থনে। আল্লা তাঁর একটি কথাও বাদ না দিয়ে শ্বনছিলেন তাঁর মিহি সমতাল কণ্ঠস্বর আর তাঁর প্রতিটি কথাই তাঁর মনে হচ্ছিল মিথ্যা, কানে বি'ধছিল যক্ত্বণা দিয়ে।

যথন চার ভাস্টের হার্ডল রেস শ্রের্ হয়, তখন আমা সামনে ঝাকে পড়ে চোখ না সরিয়ে দেখছিলেন যে দ্রন্দিক ঘোড়ার কাছে এসে তাতে চাপছেন আর সেইসঙ্গে শ্রেছিলেন স্বামীর এই অবিশ্রাম বিরক্তিকর কণ্ঠস্বর। দ্রন্দিকর জন্য আশাংকায় কন্ট হচ্ছিল তাঁর, কিন্তু আরো বেশি কন্ট হচ্ছিল কথার পরিচিত টান সমেত স্বামীর মিহি গলায়, যা কখনো থামবে না বলে মনে হচ্ছিল তাঁর।

'আমি একটা খারাপ মেয়ে. নন্টা মেয়ে' — আন্না ভার্বাছলেন, 'কিন্ত মিথ্যে বলতে আমার ভালো লাগে না, সইতে পারি না মিথ্যে, কিন্তু ওর (স্বামীর) খোরাক এই মিথোই। সব ও জানে, সব দেখতে পাচ্ছে: অথচ অমন শান্তভাবে কথা বলতে যখন ও পারছে তখন কী তার অনুভূতির দাম? যদি খুন করত আমায়, খুন করত দ্রন্দিককে, তাহলে বরং সম্মান করতাম ওকে। কিন্তু না, ওর দরকার কেবল মিথ্যা আর শোভনতা' — নিজেকে বোঝাচ্ছিলেন আমা, কিন্ত ভার্বাছলেন না ঠিক কী তিনি চান ম্বামীর কাছ থেকে, ঠিক কী চেহারায় তাঁকে দেখতে চান। তিনি ব্রুঝতে পারছিলেন না যে স্বামীর এখনকার অতি বিরক্তিকর এই বাগ্বাহ্নল্য তাঁর অন্তরের উদ্বেগ ও অন্থিরতার প্রকাশ মাত্র। চোট খাওয়া শিশ, যেভাবে লাফালাফি করে পেশীর সণ্ডালনে বেদনা চাপা দিতে চায়, তেমনি আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচের কাছেও প্রয়োজন ছিল মানসের সণ্টালন. যা তাঁর স্বীর উপস্থিতিতে, ভ্রন্স্কির উপস্থিতি, ক্রমাগত তাঁর নামের উল্লেখে স্থার সম্পর্কে যে ভাবনা জাগত তা চাপা দেবার জন্য। শিশ্র যেমন न्याভाবিকভাবেই लाফालांकि করে, ভালো করে বৃদ্ধিমানের মতো কথা বলাও ছিল তাঁর পক্ষে তেমনি স্বাভাবিক। তিনি বলছিলেন:

'সৈন্যদের, ঘোডসওয়ার অফিসারদের দৌডের একটা আবশ্যিক শর্তই

হল বিপদের ঝুণিক। ইংলণ্ড যে সামরিক ইতিহাসে অশ্বারোহী বাহিনীর চমংকার কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছে, তার কারণ পশ্ব ও মান্ধের এই শক্তিটা সে বাড়িয়ে তুলেছে ঐতিহাসিক দিক দিয়ে। আমার মতে, ক্রীড়ার গ্রন্থ প্রভূত, অথচ বরাবরের মতো, আমরা দেখি কেবল ওপরটুকু।

'ওপরটুকু নয়' -- বললেন প্রিন্সেস ত্ভেম্কায়া, 'শ্ননছি একজন অফিসার তার পাঁজরার দুটি হাড়ই ভেঙেছে।'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর নিজস্ব হাসি হাসলেন যাতে তাঁর দাঁত ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ পেল না।

বললেন, 'মার্নছি প্রিল্সেস, এটা ওপরকার নয়, ভেতরকার ব্যাপার, কিন্তু সেটা কোনো কথা নয়।' এবং ফের তিনি ফিরলেন জেনারেলের দিকে যার সঙ্গে কথা কইছিলেন গ্রন্থ সহকারে। 'ভূলবেন না যে দৌড়তে নেমেছে সামরিক লোকেরা, যারা এই কাজটা বেছে নিয়েছে এবং নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে প্রত্যেক কাজেরই আছে পদকের উলটো পিঠ। এটা আসে সরাসরি সামরিক কর্তব্যের মধ্যে। ঘ্রসোঘ্রিস অথবা স্পেনের তরিয়াদরদের কদর্য খেলাগ্রলো বর্বরতার লক্ষণ। কিন্তু বিশেষীকৃত ক্রীড়া — সেটা লক্ষণ বিকাশের।'

'না, দ্বিতীয়বার আমি আর আসব না এখানে; বড়ো ব্যাকুল লাগে' — বললেন প্রিন্সেস বেট্সি, 'তাই না আমা?'

'তা লাগে, তবে চোখ ফেরানো যায় না' — বললেন অন্য এক মহিলা, 'আমি যদি হতাম রোমের মেয়ে, তাহলে কোনো মল্লভূমিতেই হাজির হতে আমি ছাড়তাম না।'

আন্না কিছ্ই বললেন না, দ্রেবীন না নামিয়ে চেয়ে ছিলেন কেবল একটা জায়গাতেই।

এই সময় মণ্ডপ দিয়ে যাচ্ছিলেন দীর্ঘকায় এক জেনারেল। আলাপ থামিয়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাড়াতাড়ি করে উঠে দাঁড়িয়ে তবে মর্যাদা নিয়েই নিচু হয়ে অভিবাদন করলেন তাঁকে।

'আপনি দৌড়চ্ছেন না?' ঠাট্টা করে জিগ্যেস করলেন জেনারেল।

'আমার দৌড় আরো কঠিন কাজ' — সসম্প্রমে জ্বাব দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

এবং যদিও জবাবটার বিশেষ কোনো মানে হয় না, তাহলেও জেনারেল

এমন ভাব করলেন যেন বৃদ্ধিমান লোকের কাছ থেকে একটা বৃদ্ধিমান উক্তি শোনা গেল এবং পুরোপার্নির বৃদ্ধছেন la pointe de la sauce*।

'আছে দ্বই পক্ষ' — প্রনো তর্কটা ফের চালিয়ে গেলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'যারা দৌড়চ্ছে আর যারা দেখছে, আর দৃশ্যটাকে ভালোবাসা যে দশ্কিদের নিচু মানের স্বনিশ্চিত লক্ষণ তা আমি মানি, কিন্তু…'

'প্রিন্সেস, বাজি!' বেট্সির উন্দেশে নিচু থেকে শোনা গেল স্তেপান আর্কাদিচের গলা, 'আর্পান কার পক্ষে?'

'আমি আর আন্না প্রিন্স কুজোভ্লেভের পক্ষে' — বেট্সি বললেন। 'আমি দ্রন্দিকর পক্ষে। বাজি দস্তানা।'

'রাজি!'

'কিন্তু কী স্কুর। তাই না?'

তাঁর আশেপাশে যখন এই সব কথা হচ্ছিল, ততক্ষণ আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ চুপ করে ছিলেন, কিন্তু ফের শ্রু করলেন।

'মানছি, কিন্তু পৌর্বষের খেলা...' চালিয়ে যেতে চাইছিলেন তিনি।

কিন্তু সেই সময়েই দোড় শ্রে হল, থেমে গেল সমস্ত কথাবার্তা। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচও চুপ করে গেলেন এবং সবাই ওপরে উঠে দ্ভি নিবদ্ধ করল নদীর দিকে। দোড়ে আগ্রহ ছিল না আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের তাই সওয়ারদের দিকে না চেয়ে তিনি তাঁর ক্লান্ত চোখ ব্লতে লাগলেন দর্শকদের ওপর। দ্ভি তাঁর স্থির হল আন্নার কাছে এসে।

মন্থখানা তাঁর বিবর্ণ, কঠোর। স্পষ্টতই একজনকে ছাড়া আর কিছন্ই এবং কাকেও দেখছিলেন না তিনি। খামচে খামচে তিনি চেপে ধরছিলেন পাখা, নিশ্বাস পড়ছিল না। তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখেই তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলেন তিনি, দেখতে লাগলেন অন্যান্য মন্থ।

'হাাঁ, ঐ মহিলাটি এবং অন্যান্যেরাও অতি উত্তেজিত; তা খ্বই স্বাভাবিক' — মনে মনে ভাবছিলেন তিনি। আন্নার দিকে তাকাতে চাইছিলেন না তিনি, কিন্তু আপনা থেকেই চোখ তাঁর চলে যাচ্ছিল সেদিকে। ফের তাঁর মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে চেষ্টা করলেন সে মুখে যা

^{*} কিসে তার মজা (ফরাসি)।

পরিব্দার লেখা আছে সেটা না পড়তে আর নিজের ইচ্ছার বির্দ্ধেই সভয়ে পড়লেন যা তিনি জানতে চাইছিলেন না।

নদীতে কুজোভ্লেভের প্রথম পতনে চণ্ডল হয়ে উঠেছিল সবাই, কিন্তু আয়ার বিবর্ণ বিজয়গর্বিত মুখে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ পরিক্রার দেখতে পেলেন, যার দিকে আয়া চেয়ে ছিলেন, সে পড়ে নি। মাখোতিন আর দ্রন্দিক বড়ো প্রতিবন্ধকটা পেরিয়ে যাবার পর পরবতাঁ অফিসার যখন সেখানে পড়ে গিয়ে মাথা ভাঙলেন এবং দর্শকদের মধ্যে বয়ে গেল আতংকের একটা গ্রেজন, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ দেখতে পেলেন যে আয়া ঘটনাটা লক্ষ্যই করলেন না এবং চারিপাশে লোকে কী কথা বলাবলি করছে সেটা বোঝা শক্ত হচ্ছিল তাঁর পক্ষে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ দ্রমেই যন ঘন এবং একাগ্র দৃষ্টিতে চাইছিলেন তাঁর দিকে। ছুট্সু দ্রন্দ্রভিচ দুশ্যে একেবারে তন্ময় হলেও আয়া টের পাচ্ছিলেন পাশ থেকে স্বামীর নির্ব্রাপ চোথের দৃষ্টি তাঁর ওপর নিবদ্ধ।

মৃহ্তের জন্য চাইলেন আল্লা, তাকিয়ে দেখলেন জিজ্ঞাস্ক দ্ভিতে, একটু ভূর্ কু°চকে ফের মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

যেন বললেন, 'আহ্্, আমার বয়ে গেল' — এবং আর একবারও তাকালেন না তাঁর দিকে।

ঘোড়দৌড়টা হল দ্বর্ভাগ্যজনক, সতেরো জন সওয়ারের মধ্যে অর্ধেকের বেশি লোক পড়ে গিয়ে হাড়গোড় ভাঙে। দৌড়ের শেষের দিকে সবাই উত্তেজিত হয়ে ওঠে, সে উত্তেজনা আরো বাড়ে কারণ অসস্তুষ্ট হয়েছিলেন জার।

11 65 11

সবাই চিংকার করে তাদের অসন্তোষ জানাচ্ছিল, কার যেন বলা একটা উক্তির প্নরনৃত্তি করছিল সবাই: 'শ্ব্ধ্ সিংহ ছেড়ে দেওয়া সার্কাসটাই বাকি।' সবারই এমন বীভংস লাগছিল যে দ্রন্দিক যখন পড়ে যান আর আন্না সরবে হাহাকার করে ওঠেন, তখন সেটা কারো কাছে অস্বাভাবিক্তৃ কিছ্ব ঠেকে নি। কিন্তু তার পরেই আন্নার যে ভাবান্তর দেখা গেল সেটা নিশ্চিতই অশোভন। একেবারে অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি, ছটফট করতে

লাগলেন ধরা পড়া পাখির মতো: কখনো উঠে দাঁড়িয়ে কোথায় যেন যাবার উপক্রম করেন, কখনো আবার বেট্সিকে বলেন:

'যাওয়া যাক, যাওয়া যাক।'

কিন্তু তাঁর কথা বেট্সি শ্নছিলেন না, ঝু'কে পড়ে তিনি কথা কইছিলেন তাঁর দিকে আগত জেনারেলের সঙ্গে।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আন্নার কাছে এসে সম্ভ্রমভরে হাত এগিয়ে দিলেন।

'আপনার আপত্তি না থাকলে চল্মন যাই' — বললেন ফরাসি ভাষায়; কিন্তু আমা শ্মনছিলেন জেনারেলের কথা, স্বামীকে খেয়াল করলেন না।

জেনারেল বললেন, 'শ্নেলাম ওরও পা ভেঙেছে। এ একেবারে অনাস্থি কান্ড।'

স্বামীর কথার জবাব না দিয়ে আল্লা দ্রবীন তুলে দেখতে লাগলেন যে জায়গাটায় দ্রন্স্কি পড়েছেন। কিন্তু সেটা এত দ্রের আর এত লোকে ভিড় করেছে যে কিছ্বই ঠাহর করা যায় না। দ্রবীন নামিয়ে উনি চলে যাবার উপক্রম করলেন, কিন্তু এই সময় এক অফিসার ঘোড়া ছ্বটিয়ে এসে কী যেন খবর দিল জারকে। আল্লা ম্ব্রু বাড়িয়ে সেটা শোনবার চেণ্টা করলেন।

'স্তিভা! স্থিভা!' চেণ্চিয়ে ভাইকে ডাকতে লাগলেন তিনি। কিন্তু সে ডাক ভাইয়ের কানে গেল না। ফের চলে থেতে চাইছিলেন আল্লা।

'আপনি যদি যেতে চান তাহলে আমি আরো একবার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি' — আমার বাহঃ ছঃয়ে বললেন আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ।

বিভ্ঞায় সরে গেলেন আমা, তাঁর মুখের দিকে না চেয়েই জবাব দিলেন: 'না, না, আমায় রেহাই দিন, আমি থাকব এখানেই।'

এবার তাঁর চোখে পড়ল, দ্রন্দিক যেখানে পড়ে গিয়েছিলেন সেখান থেকে ব্তত পেরিয়ে একজন অফিসার ছ্বটে আসছে মন্ডপের দিকে। বেট্সি র্মাল নেড়ে তাকে ডাকলেন।

অফিসার খবর আনল যে সওয়ার জখম হয় নি কিন্তু পিঠ ভেঙে গেছে ঘোড়াটার।

তা শ্বনে আল্লা ধপ করে বসে পড়ে মুখ ঢাকলেন পাখা দিয়ে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ দেখতে পেলেন যে আল্লা কাঁদছেন, শ্ব্ধ্ চোখের জল নয়, ফোঁপানিও আটকাতে পারছেন না যাতে স্ফীত হয়ে উঠছে তাঁর ব্বক। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁকে সামলে ওঠার সময় দিয়ে আড়াল করে দাঁড়ালেন।

কিছ্মুক্ষণ পরে তিনি আন্নার উদ্দেশে বললেন, 'তৃতীয় বার আমি আমার হাত এগিয়ে দিচ্ছি।' আন্না তাকালেন তাঁর দিকে, ভেবে পাচ্ছিলেন না কী বলবেন। প্রিন্সেস বেট্সি এলেন তাঁর সাহায্যে।

'না, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, আল্লাকে এনেছি আমি, ওকে আমিই পৌ*ছে দেব বলে কথা দিয়েছি।'

'মাপ করবেন প্রিলেসস' — উনি বললেন সম্প্রমভরে হেসে, কিন্তু স্থির দ্ভিতৈ চোখে চোখে চেয়ে, 'কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে আলা মোটেই সমুস্থ নন, আমি চাই উনি আমার সঙ্গে চলান।'

আন্না সন্দ্রস্ত দ্থিতে চাইলেন চারিপাশে, বাধ্যের মতো উঠে দাঁড়িয়ে ধ্বামীর বাহ্যলগা হলেন।

'আমি লোক পাঠাব ওর কাছে, খবর জেনে তোমাকে বলে আসব' — ফিসফিসিয়ে বললেন বেট্সি।

মন্ডপ থেকে বের্বার পথে থাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছিল তাদের সঙ্গে বরাবরের মতোই কথা কইছিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আর বরাবরের মতোই প্রশেনর জবাব দিয়ে আলাপ চালাতে হচ্ছিল আলাকে; কিস্তু নিজে তিনি প্রকৃতিস্থ ছিলেন না, স্বামীর বাহ্লগ্না হয়ে যাচ্ছিলেন যেন কোনো এক স্বপ্নের ভেতর দিয়ে।

'জখম হয়েছে কি হয় নি? সত্যি? আসবে কি আসবে না? আজকে কি দেখতে পাব?' ভাবছিলেন তিনি।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের গাড়িতে তিনি উঠলেন নীরবে, নীরবে বেরিয়ে এলেন গাড়িঘোড়ার ভিড় থেকে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ স্বচক্ষে যা দেখেছেন তা সত্ত্বেও তিনি স্থাীর সত্যকার অবস্থা সম্পর্কে ভাবতে চাইছিলেন না। তিনি দেখছিলেন শ্ব্ব বাহ্য লক্ষণ। তাঁর চোখে পড়েছিল যে স্থাীর ব্যবহারটা শোভন হয় নি, সেটা তাঁকে বলা তাঁর উচিত বলে তিনি মনে করেছিলেন। কিন্তু এর বেশি কিছ্ব না-বলা, শ্ব্ব এইটুকু বলা তাঁর পক্ষে খ্বই কঠিন হচ্ছিল। আলার আচরণ কীরকম অশোভন হয়েছে তা বলবার জন্য ম্থ খ্লালেন তিনি, কিন্তু অনিচ্ছাচেমেই বললেন একেবারে অন্য কথা।

বললেন, 'কিস্তু এই সব নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখার কী ঝোঁক আমাদের। আমি দেখেছি…'

'কী? বুঝতে পার্রছি না' — ঘূণাভরে আন্না বললেন।

তিনি ক্ষ্ম্বর হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই বলতে শ্রুর করলেন যা বলতে চাইছিলেন।

'আপনাকে আমার বলা উচিত' — উনি বললেন।

'এইবার বোঝাপড়া' -- আমা ভাবলেন এবং ভয় হল তাঁর।

'আপনাকে আমার বলা উচিত যে আজকে আপনার ব্যবহার অশোভন হয়েছে' — উনি বললেন ফরাসি ভাষায়।

স্বামীর দিকে ঝট করে মাথা ঘ্ররিয়ে আন্না সরাসরি চাইলেন তাঁর চোখে চোখে, কিন্তু আগের মতো আমোদের অন্তরাল তাতে ছিল না, ছিল একটা দ্টপ্রতিজ্ঞ ভাব, যা দিয়ে বহু কণ্টে তিনি লুকাতে চাইছিলেন তাঁর গ্রাস। উচ্চকণ্ঠে বললেন, 'অশোভন ব্যবহার করলাম কিসে?'

'সাবধান' কোচোয়ানের সামনে খোলা জানলাটার দিকে আঙ্বল দেখিয়ে তিনি বললেন।

তারপর উঠে শার্সি টেনে দিলেন।

'অশোভন আপনি কী দেখলেন?' ফের জিগ্যেস করলেন আন্না।

'একজন ঘোড়সওয়ার যখন পড়ে যায় তখন যে হতাশা আপনি চাপ। দিতে পারেন নি, সেইটে।'

আমা আপত্তি করবেন ভেবে তিনি কিছ্নটা অপেক্ষা করলেন; কিন্তু নিজের সামনের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন আমা।

'আমি আপনাকে আগেই বলেছিলাম যে সমাজে এমনভাবে চলবেন যাতে নিন্দ্দ্কেরা আপনার বিরুদ্ধে কিছু বলতে না পারে। এক সময় আমি আমাদের আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের কথা তুর্লেছিলাম; এখন সে কথা বলছি না। বলছি বাহ্য সম্পর্কের কথা। আপনি অশোভন আচরণ করেছেন। আমি চাই যেন তার প্রুনরাব্তি না হয়।'

আনা তাঁর কথার আধখানাও শোনেন নি, তিনি ভয় পাচ্ছিলেন তাঁকে আর ভাবছিলেন, 'সতিটে কি দ্রন্দিক ঘায়েল হয় নি। তার সম্পর্কেই কি লোকে বলছিল যে সে অক্ষত, শুধ্ পিঠ ভেঙেছে ঘোড়ার?' স্বামীর কথা শেষ হতে আনা শুধ্ ভান করা একটা উপহাসের হাসি হাসলেন, কোনো জবাব দিলেন না, কেননা স্বামী যা বলছিলেন তা শোনেন নি তিনি।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ শ্রের্ করেছিলেন বেশ সাহস নিয়েই, কিন্তু যথন তিনি পরিষ্কার ব্রুতে পারলেন কী কথা তিনি বলছেন, তথন আল্লা যে ভয় পাচ্ছিলেন সেটা সঞ্চারিত হল তাঁর মধ্যেও। হাসিটা দেখে একটা অম্ভূত বিদ্রান্তি তাঁকে পেয়ে বসল।

'আমার সন্দেহে ও হাসছে। সেবার যা বলেছিল এখন তাই বলবে: আমার সন্দেহের কোনো ভিত্তি নেই, ওটা হাস্যকর।'

এখন, সবকিছ্ম যখন অবারিত হবার মুখে, তখন তিনি সবচেয়ে বেশি করে চাইছিলেন যে আন্না সেবারের মতো উপহাসের স্কুরে বল্কন যে তাঁর সন্দেহের কোনো ভিত্তি নেই। তিনি যা জেনেছেন সেটা তাঁর কাছে এত ভয়ংকর যে তিনি এখন সবকিছ্ম বিশ্বাস করতে প্রস্তুত। কিন্তু আন্নার সন্তস্ত বিমর্ষ মুখের ভাবটা এমন যে প্রতারণারও অবকাশ নেই।

বললেন, 'হয়ত ভুল হচ্ছে আমার। সেক্ষেত্রে ক্ষমা চাইছি।'

'না, ভূল করেন নি' — স্বামীর নির্বত্তাপ মুখের দিকে মরিয়া দ্র্ণিটতে আন্না বললেন ধীরে ধীরে, 'না, ভূল হয় নি আপনার। হতাশ হয়ে উঠেছিলাম আমি, না হয়ে পারি না। আপনার কথা আমি শ্বনছি, কিন্তু ভাবছি তার কথা। আমি ওকে ভালোবাসি, আমি ওর প্রণয়িনী, আপনাকে আমি সইতে পারি না, ভয় করি, ঘেন্না করি আপনাকে... আপনার যা খ্বুশি কর্বন আমাকে নিয়ে।'

গাড়ির কোণে ঠেস দিয়ে আন্না দ্বই হাতে ম্বখ ঢেকে ডুকরে উঠলেন। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ নড়লেন না, সম্ম্বখপানে স্থির দ্ণির বদল হল না তাঁর। কিন্তু ম্বখের ভাব তাঁর হঠাৎ হয়ে উঠল ম্তের মতো স্বগম্ভীর, পল্লীভবনে যাওয়া পর্যন্ত সেটা বজায় রইল। বাড়ির কাছে এসে তিনি একই ভাবে মুখ ফেরালেন আন্নার দিকে।

'বেশ! কিন্তু বাহ্যিক শোভনতা বজায় রাখার দাবি করছি আমি যদ্দিন না' — গলা তাঁর কে'পে গেল, 'যদ্দিন না নিজের সম্মান রক্ষার ব্যবস্থা করছি এবং সে কথা আপনাকে বলছি।'

তিনি আগে নেমে আন্নাকে নামতে সাহায্য করলেন। চাকরবাকরদের সামনে তিনি নীরবে তাঁর হাতে চাপ দিয়ে ফের গাড়িতে উঠে রওনা দিলেন পিটার্সবিক্র্যো।

ঠিক তাঁর পরেই বেট্সির চাপরাশি এল আন্নার কাছে চিরকুট নিয়ে: 'আমি আলেক্সেই-এর কাছে লোক পাঠিয়েছিলাম কেমন আছে জানতে। সে লিখেছে যে সুস্থু এবং অক্ষতই আছে, তবে মনমরা।'

আন্না ভাবলেন, 'সে তো আসবেই! ওকে আমি সব বলে ভালোই করেছি।'

ঘড়ি দেখলেন আল্লা। এখনও তিন ঘণ্টা বাকি, শেষ সাক্ষাতের স্মৃতি তাঁর রক্তে আগ্নন ধরিয়ে দিচ্ছিল।

'মাগো, কী জনলজনলে! ভয়ংকর, তব্ ভালোবাসি তার মৃথ আর ঐ অলোকিক আলোটা দেখতে... স্বামী! হ্যাঁ... যাক গে, ভগবান, সব চুকে গেছে।'

n oo n

লোকেরা এসে যেখানে জোটে তেমন সমস্ত জায়গার মতো শ্যেরবাং স্কিরা যে ছোটো জার্মান স্বাস্থ্যপল্লীতে এসেছিলেন সেখানেও সমাজের যেন একটা কেলাসন ঘটেছিল, যাতে সে সমাজের প্রতিটি সদস্যের এক-একটা স্ক্রনির্দর্শন্ত অপরিবর্তনীয় স্থান স্থির হয়ে যায়। জলকণা যেমন ঠাণ্ডায় স্ক্রনির্দর্শন্ত অপরিবর্তনীয় র্পে হিম-স্ফটিকের বিশেষ একটা আকার নেয়, ঠিক তেমনি স্বাস্থ্যপল্লীতে নবাগতরা প্রত্যেকে তৎক্ষণাৎ তাদের স্বাভাবিক স্থানিটতে স্থিতিলাভ করে।

ফুর্স্ট শ্যেরবাং স্কি জাম্ট্ গেমালিন উপ্ড টহ্টের ধ্যে বাসা নির্য়েছিলেন, তাঁর যা নামডাক এবং যেসব পরিচয় স্থাপিত হয়েছিল তাতে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কেলাসিত হয়ে গেলেন তাঁদের নির্দিষ্ট ও প্রেনিধ্যারিত স্থানে।

সে বছর স্বাস্থ্যপল্লীতে খাঁটি এক নৈক্ষ্য জার্মান প্রিন্স থাকায় সমাজের কেলাসন ঘটল আরও সোংসাহে। প্রিন্স-মহিষীর ইচ্ছে হল অবশ্য-অবশ্যই তাঁর মেয়েকে নিয়ে যাবেন জার্মান প্রিন্সেসের কাছে এবং পরের দিনই সে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করলেন তিনি। প্যারিসে ছাপা অতি সাধারণ, অর্থাৎ অতি বাহারে একটি গ্রীষ্মকালীন পোশাকে লাবণ্যভরে কিটি নিচু হয়ে জানাল। প্রিন্সেস বললেন, 'আশা করি এই সুন্দর মুখথানায়

* म्हाँ ও কন্যা সহ প্রিম্স শ্যেরবাংস্কি (জার্মান)।

গোলাপেরা ফিরে আসবে শিগগিরই' — আর শ্যেরবাংস্কিদের কাছে তংক্ষণাং নির্ধারিত হয়ে গেল জীবনের নির্দিষ্ট একটা ধারা যা থেকে আর বেরিয়ে আসা চলে না। শ্যেরবাণ স্কিদের পরিচয় হল জনৈক ইংরেজ লেডির পরিবার. জার্মান কাউপ্টেস আর গত যুদ্ধে আহত তাঁর ছেলের সঙ্গে, একজন সুইডিশ পন্ডিত এবং ম. কানটে ও তাঁর বোনের সঙ্গে। তবে অজ্ঞাতসারেই শ্যেরবাং-দিকদের প্রধান সমাজ হয়ে দাঁড়াল মন্কোর মহিলা মারিয়া ইয়েভগোনিয়েভনা র্তিশ্যেভা এবং তাঁর কন্যা যাকে কিটির ভালো লাগত না, কেননা কিটির মতোই সে অসমুস্থ হয়ে পড়েছে ভালোবাসার জন্য, আর মন্ফোর একজন কর্নেল. কিটি তাকে জানত ছেলেবেলাতে, দেখেছে উদি আর কাঁধপট্টি পরা চেহারায়, কিন্তু এখানে ক্ষাদে ক্ষাদে চোখ আর রঙচঙ। গলাবন্ধনী পরা খোলা ঘাড়ে লাগত অসম্ভব হাস্যকর আর বিরক্তিজনক, কেননা ওর হাত থেকে রেহাই মিলত না — এদের নিয়ে। এ সব যথন পাকাপোক্ত হয়ে গেল তখন ভারি একঘেরে লাগত কিটির এবং সেটা আরও এই জন্য যে প্রিন্স চলে গেলেন কার্লাস্ বাডে আর কিটি একা রইল মায়ের সঙ্গে। যাদের সে জানত তাদের সম্পর্কে তার কোনো আগ্রহ ছিল না. টের পেত যে ওদের কাছ থেকে নতুন কিছু, আর মিলবে না। স্বাস্থ্যপল্লীতে তার প্রধান মার্নাসক ওংস্ক্য ছিল যাদের সে জানত না তাদের লক্ষ্য করা, তাদের নিয়ে অনুমান। কিটির যা স্বভাব তাতে লোকের মধ্যে সবচেয়ে ভালোটাই সে দেখতে চাইত বিশেষ করে যাদের সে চিনত না। এবং এখন কে কী, কেমন তাদের সম্পর্ক, কী ধরনের লোক তারা, এই সব অনুমান করতে গিয়ে কিটি কম্পনায় দেখত অতি আশ্চর্য আর চমংকার সব চরিত্র আর তার সমর্থন পেত নিজের পর্যবেক্ষণে।

এই ধরনের লোকেদের ভেতর কিটি আকৃষ্ট হয়েছিল স্বাস্থ্যপল্লীতে জনৈকা রুগ্ন রুশী মহিলার সঙ্গে আগত একটি রুশী বালিকায়। মহিলাকে সবাই বলত মাদাম শ্টাল। ইনি খুবই উ°চু সমাজের লোক, কিন্তু এত অস্ত্রুষ্থ যে হাঁটতে পারতেন না, শুধ্ব ভালো আবহাওয়ার বিরল দিনগ্রলোতেই দেখা দিতেন ঠেলা চেয়ারে। তবে প্রিন্স-মহিষী বোঝালেন, রোগের জন্য ততটা নয়, অহংকারবশেই মাদাম শ্টাল রুশীদের কারো সঙ্গে পরিচয় রাথেন না। রুশী মেয়েটি মাদাম শ্টালের সেবাশ্রুষা করত। তা ছাড়া স্বাস্থ্যপল্লীতে গ্রুত্বর রুগ্ন ছিল অনেকেই, তাদের সবার সঙ্গে ও মিশত, অতি স্বাভাবিকভাবে দেখাশ্বনা করত তাদেরও। কিটি যা লক্ষ্য

করেছে, রুশ মেরেটি মাদাম শ্টালের আত্মীয় নয়, আবার মাইনে করা সাহায্যকারিণীও নয় সে, মাদাম শ্টাল তাকে ডাকতেন ভারেৎকা বলে, অন্যেরা বলত মাদমোয়াজেল ভারেৎকা। মাদাম শ্টাল এবং তার কাছে অপরিচিত অন্যান্যদের সঙ্গে মেরেটির সম্পর্ক লক্ষ্য করায় কিটির কৌত্হলের কথা ছেড়ে দিলেও যা প্রায়ই হয়, মাদমোয়াজেল ভারেৎকার প্রতি একটা অব্যাখ্যাত অনুরাগ বোধ করত সে, আর চোখাচোখি হলে টের পেত, তাকেও ভালো লাগে মেরেটির।

মাদমোয়াজেল ভারেঙকার প্রথম যৌবন বিগত এমন নয়, কিন্তু সে যেন যৌবনহীন এক সন্তা: তাকে উনিশও বলা যায়, ত্রিশও বলা যায়। তার আকৃতি বিচার করলে মুখের রুগ্ন বিবর্ণতা সত্ত্বেও তাকে কুশ্রীর চেয়ে বরং স্খ্রীই বলতে হয়। শরীরের বড়ো বেশি কৃশ আর মাঝারি দৈর্ঘ্যের সঙ্গে মাথাটা বেমানান না হলে তার গড়নটা ভালোই: কিন্তু প্রুম্বের কাছে তার আকর্ষণ থাকার কথা নয়। সে ছিল এখনো পাপড়ি মেলে রাখা স্কুলর একটি ফুল যা বিবর্ণ হয়ে গেছে, গন্ধহীন। তা ছাড়া প্রেম্বের কাছে আকর্ষণীয় হওয়া তার পক্ষে আরও এই কারণে সম্ভব নয় যে কিটির মধ্যে যা ছিল বড়ো বেশি পরিমাণে সেটায় ঘাটতি ছিল তার, যথা — জীবনের সংযত বহি আর নিজের আকর্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা।

তাকে সর্বদা মনে হত কাজে ব্যস্ত আর তাতে সন্দেহ থাকারও কথা নয়, এবং সেই জন্যই মনে হত বাইরের কোনো কিছ্বতে তার আগ্রহ থাকতে পারে না। নিজের সঙ্গে এই বৈপরীত্যের দর্নই কিটি আকৃষ্ট হত তার দিকে। কিটি অন্বভব করত তার ভেতরে, তার জীবনধারার মধ্যে কিটি এমন কিছ্বর সন্ধান পাবে যা এখন সে খ্রেজ মরছে যন্ত্রণায়: জীবনে আগ্রহ, জীবনের মর্যাদা — এবং সেটা সমাজে প্রব্রেষর সঙ্গে বালিকার যে সম্পর্কটা কিটির কাছে কদর্য লাগে, খরিন্দারের প্রত্যাশার পশরার লজ্জাকর প্রদর্শনী বলে মনে হয় তার বাইরে। নিজের অজানা বান্ধবীটিকে কিটি যতই লক্ষ্য করছিল ততই সে নিঃসন্দেহ হয়ে উঠল যে মেয়েটিকে সে যা কল্পনা করেছে ঠিক সেইরকমেরই নিখ্বত প্রাণী সে, ততই তার ইচ্ছে হচ্ছিল তার সঙ্গে ভাব করার।

দিনে বার কয়েক করে দেখা হত মেয়েদ্টির আর প্রতি বার কিটির চোথ শ্বাত: 'কে আপনি? কীরকম লোক আপনি? আপনি তো সেই অপর্প মান্ব যা আমি কম্পনা করেছি, তাই না? তবে দোহাই আপনার'— দ্ভিট তার যোগ দিত, 'ভাববেন না যে আমি জাের করে আপনার সঙ্গে ভাব করতে চাইব। স্রেফ আপনাকে দেখে মৃদ্ধ হই আমি. ভালােবাসি আপনাকে।' — 'আমিও ভালােবাসি আপনাকে, ভারি, ভারি মিণ্টি আপনি। সময় থাকলে আরও বেশি ভালােবাসতাম' — দৃণ্টি দিয়ে জবাব দিত অজানা মেয়েটি। আর সতিাই কিটি দেখেছে যে মেয়েটি সর্বদাই ব্যস্ত; হয় সে একটি রুশ পরিবারের ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসছে প্রস্তবণ থেকে, নয় রােগিণীর জন্য কম্বল এনে তাকে টাকা দিছে, অথবা চেন্টা করছে তিতিবিরক্ত কানাে রােগীকে খৃশি করতে কিংবা কফির সঙ্গে খাবার মতাে বিস্কুট কিনে দিছে কারও জন্য।

শোরবাং স্কিরা আসার অলপ কিছ্ব বাদেই সকালের প্রস্রবণে দেখা দিতে থাকল আরো দ্বিট লোক, সকলের বির্পু মনোযোগ আকর্ষণ করলে তারা। একজন ভারি লম্বা, খানিকটা কু'জো একটি প্র্র্ষ, প্রকান্ড প্রকান্ড হাত, গায়ে মাপসই নয় এমন একটা খাটো প্রনো ওভারকোট, কালো কালো নিরীহ অথচ সেইসঙ্গে ভয়ংকর চোখ, অনাজন স্কুশ্রী একটি নারী, মুখে দাগ-ফুটকি, পরনে অতি কদর্য র্বিচহীন পোশাক। এরা যে র্শী তা জানতে পেরে কিটি কল্পনায় এক অপ্র্র মর্মাস্পর্শী রোমান্স রচনা করতে শ্রুর করেছিল। কিন্তু প্রিন্স-মহিষী Kurliste* থেকে জেনে এলেন যে এরা নিকোলাই লেভিন আর মারিয়া নিকোলায়েভনা, কিটিকে তিনি বোঝালেন কী বদলোক এই লেভিন, লোকদ্বিট সম্পর্কে কিটির সব স্বপ্ন উবে গেল। মা তাকে যা বলেছেন তার জন্য ততটা নয়, যতটা লোকটা কনস্তান্তিনের ভাই বলে, এ দ্বিট লোককে হঠাং কিটির মনে হল অতিমান্নায় অপ্রীতিকর। এই লেভিন এখন তার মাথা ঝাঁকাবার অভ্যাস দ্বারা একটা অদম্য বিত্ঞা জাগিয়ে তুলল কিটির মনে।

তার মনে হল, বড়ো বড়ো ভয়ংকর যে চোথ দিয়ে লোকটা একদ্ণেট তাকে দেখে, তাতে ফুটে উঠছে বিদ্বেষ আর বিদ্রুপ। ওর সঙ্গে সাক্ষাং এড়িয়ে চলবার চেণ্টা করতে লাগল সে।

স্বাস্থ্যাবাসের তালিকা (জার্মান)।

দিনটা বিছছিরি, সারা সকাল বৃণ্টি পড়েছে, ছাতি নিয়ে রোগীরা ভিড় করেছে গ্যালারিতে।

কিটি যাচ্ছিল মা আর মশ্বে কর্নেলের সঙ্গে। ফ্রাণ্কফুটে রেডিমেড কেনা তার ইউরোপীয় ফ্রক-কোটটা নিয়ে ফুর্তিতে বাব্রানি দেখাচ্ছিল কর্নেলিটি। গ্যালারির এক পাশ দিয়ে যাচ্ছিল লেভিন। তাকে এড়াবার জন্য ওরা চলল অন্য পাশ দিয়ে। নিচের দিকে কানা নামানো কালো একটা টুপি আর গাঢ় রঙের একটা পোশাক পরে ভারেণ্কা অন্ধ একটি ফরাসি মহিলাকে নিয়ে যাচ্ছিল গ্যালারি বরাবর আর কিটির সঙ্গে দেখা হলেই প্রতিবার বন্ধর মতো তারা দ্ভিট বিনিময় করছিল।

নিজের অচেনা বন্ধুকে অনুসরণ করে আর সে যে প্রস্লবণের কাছেই এবং তাদের সাক্ষাৎ হতে পারে এটা লক্ষ্য করে কিটি বললে, 'মা, ওর সঙ্গে একটু কথা বলব?'

মা বললেন 'তা তোর যখন অতই ইচ্ছে, তাহলে আমি নিজেই ওর কাছে যাব। ওর মধ্যে কী এমন পেলি তুই? সঙ্গিনী তো। যদি চাস, মাদাম শ্টালের সঙ্গে পরিচয় করে নেব। আমি ওঁর belle-soeur*-কে চিনতাম — গরবে মাথা তুলে যোগ দিলেন প্রিন্স-মহিষী।

কিটি জানত যে মাদাম শ্টাল যেন ইচ্ছে করেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় এড়িয়ে গেছেন বলে প্রিন্স-মহিষী ক্ষুদ্ধ। পীড়াপীড়ি করল না কিটি।

ফরাসিনীকে যখন ভারেঙকা গেলাস এগিয়ে দিচ্ছিল তখন তাকে দেখে কিটি বললেন, 'আশ্চর্য', কী মিষ্টি! দ্যাখো, দ্যাখো, কত সহজ আর মিষ্টি।'

'তোর engouements**-এ আমার মজা লাগছে' — প্রিন্স-মহিষী বললেন, 'না, বরং ফিরে যাই।' লেভিন তার সঙ্গিনী আর একজন ডাক্তারের সঙ্গে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে দেখে যোগ করলেন তিনি। উচ্চকণ্ঠে সক্রোধে লেভিন কী যেন বলছিল ডাক্তারকে।

পেছনে ফেরার জন্য ওঁরা ঘ্রতেই হঠাৎ আর উচ্চকণ্ঠ নয়, শোনা গেল চিংকার। লেভিন থেমে গিয়ে চ্যাঁচাচ্ছিল, ডাক্তারও চটে উঠেছে। ভিড়

বৌমা (ফরাসি)। মাতন (ফরাসি)। জমে গেল তাদের ঘিরে। কিটিকে নিয়ে প্রিন্স-মহিষী তাড়াতাড়ি সরে গেলেন আর ব্যাপারটা কী জানবার জন্য কর্নেল যোগ দিল ভিডে।

করেক মিনিট বাদে সে এসে তাঁদের সঙ্গ ধরল। প্রিন্স-মহিষী জিগ্যেস করলেন, 'কী হল ওখানে?'

'লজ্জার ব্যাপার!' কর্নেল জবাব দিল, 'ভয় শ্ব্ধ্ব একটা জিনিসে — বিদেশে রুশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। এই ঢ্যাঙা ভদ্রলোকটি গালাগালি করছিলেন ঢাক্তারকে, ঠিকমতো চিকিৎসা করছেন না বলে শাসাচ্ছিলেন, লাঠিও আস্ফালন করেছেন। একেবারে লজ্জার কথা!'

প্রিন্স-মহিষী বললেন, 'ইস, কী বিচ্ছিরি! তা শেষ হল কিসে?'

'হাাঁ, ওই যে, ওই ব্যাঙের ছাতা টুপি মাথায় মেয়েটা, রুশী বোধ হয়, ও এসে সামলালে, ধন্যবাদ ওকে' — বললে কর্নেল।

'মাদমোয়াজেল ভারেঙকা?' খ্রাশ হয়ে জিগ্যেস করলে কিটি।

'হাাঁ, হাাঁ, সবার আগে সে ছ্বটে আসে, ভদ্রলোকটির হাত ধরে নিয়ে যায় তাঁকে।'

'দেখলেন তো মা' — মাকে বললে কিটি, 'অথচ ওর প্রশংসায় আমি পঞ্চমুখ বলে আপনি অবাক হন।'

পরের দিন থেকে অজানা বান্ধবীটিকে লক্ষ্য করে কিটির চোখে পড়ল যে মাদমোয়াজেল ভারে কার অন্য সমস্ত protégés*-এর যে সম্পর্ক, লেভিন আর মহিলাটির সঙ্গেও তার সে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাদের কাছে যেত সে, কথাবার্তা কইত, মহিলাটি বিদেশী ভাষা জানত না বলে তার দোভাষীর কাজ করে দিত।

ভারে কার সঙ্গে পরিচয় করার জন্য মাকে আরও বেশি করে পীড়াপীড়ি করতে লাগল কিটি। আর যে মাদাম শ্টাল কেমন একটা গ্মর দেখিয়ে থাকেন, তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের জন্য যেন প্রথম এগিয়ে আসাটা প্রিন্স-মহিষীর পক্ষে যতই অপ্রীতিকর লাগ্মক, ভারে কা সম্পর্কে খবরাখবর নিলেন তিনি আর এ পরিচয়ে ভালো বিশেষকিছ্ম না হলেও খারাপ কিছ্ম হবে না জেনে তিনি নিজেই প্রথম গেলেন ভারে কার কাছে, পরিচয় করলেন তার সঙ্গে।

তত্ত্বাবধানস্থ লোক (ফরাসি)।

মেয়ে যখন প্রস্রবণে গেছে আর ভারেঙ্কা রুটির দোকানের সামনে থেমেছে, সেই সময়টা বেছে নিয়ে প্রিন্স-মহিষী গেলেন তার কাছে।

'আপনার সঙ্গে পরিচয় করতে দিন' — মর্যাদায় ভরা হাসি হেসে তিনি বললেন, 'আমার মেয়ে আপনার প্রেমে পড়েছে' — বললেন, 'আমায় হয়ত আপনি চেনেন না, আমি...'

'এটা পারম্পরিকের চেয়েও বেশি' — তাড়াতাড়ি করে জবাব দিলে ভারেৎকা।

প্রিন্স-মহিষী বললেন, 'কাল আমাদের অভাগা দেশবাসীর কী উপকারই-না আপুনি করেছেন।'

ভারে॰কা লাল হয়ে উঠল।

वलल, 'करे, मत्न পড़ए ना एठा। किছ्येर कित नि मत्न रहा।'

'সে কী, ওই লেভিনকে যে একটা বিছছিরি কাণ্ড থেকে উদ্ধার করলেন।' 'ও হ্যাঁ, sa compagne* আমায় ডাকে, আমি ওকে শাস্ত করার চেণ্টা করি। খ্বই ও অস্কু, ডাক্তারের ওপর খ্শি নয়। এই ধরনের রোগীদের সেবাশ্খুষো করার অভ্যাস আছে আমার।'

'শ্বনেছি যে আপনি থাকেন মে'তনে, আপনার খ্রাড়, বোধ হয় মাদাম শ্টালের সঙ্গে। আমি ওঁর belle-soeur-কে জানতাম।'

'না, উনি আমার খ্রাড় নন। আমি ওঁকে মা বলি, তবে ওঁর আপনার আমি নই। আমায় উনি মান্ব করেছেন' — জবাব দিতে গিয়ে ফের লাল হয়ে উঠল ভারেণ্কা।

কথাগনুলো সে বললে এত সহজে, সহজ খোলামেলা মনুখখানা ছিল এত মিণ্টি যে প্রিন্স-মহিষী বনুমলেন কেন তাঁর কিটি ভারেজ্কার এত অনুরাগী। জিগোস করলেন, 'তা এই লেভিনের কী হল?'

'ও চলে যাচ্ছে' — জবাব দিলে ভারেৎকা।

মা তার অজানা বন্ধ্ব সঙ্গে পরিচয় করেছেন, এই আনন্দে জবলজবলে হয়ে এই সময় প্রস্তবণ থেকে ফিরল কিটি।

'তাহলে কিটি, তোর ভয়ানক যা ইচ্ছা ছিল আলাপ করার মাদমোয়াজেল...´

'স্লেফ ভারেঙকা' — হেসে সে বললে, 'সবাই আমায় তাই বলে ডাকে।'

তার সঙ্গিনী (ফরাসি)।

আনন্দে লাল হয়ে উঠল কিটি, অনেকখন ধরে করমর্দন করলে তার নতুন বান্ধবীর সঙ্গে, সে হাত তার প্রত্যুত্তর দিলে না, স্থির হয়ে রইল তার করবন্ধনে, কিন্তু মাদমোয়াজেল ভারে কার মুখ জনলজনল করে উঠল ম্দ্র. উৎফুল্ল, যদিও কিছন্টা বিষণ্ণ হাসিতে, দেখা গেল বড়ো বড়ো কিন্তু সন্দর, দতিস্বলো।

বললে, 'আমি নিজেই অনেকদিন থেকে চাইছিলাম।' 'কিন্তু আপনি সবসময় এত ব্যস্ত…'

'আরে মোটেই না, কোনো কাজই নেই আমার' — জবাব দিলে ভারেজ্কা. কিন্তু সেই মুহুতেই তার নবপরিচিতদের ছেড়ে যেতে হল, কেননা জনৈক। অসুস্থার ছোটো ছোটো দুই রুশ মেয়ে ছুটে এল তার কাছে।

চ্যাঁচাল, 'ভারেঙ্কা, মা তোমায় ডাকছে!' ভারেঙ্কা চলে গেল তাদের সঙ্গে সঙ্গে।

ા ૭૨૫

ভারে জ্বার অতীত আর মাদাম শ্টালের সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং প্রয়ং মাদাম শ্টাল সম্পর্কে প্রিন্স-মহিষী যেসব খংটিনাটি জানলেন তা এই:

মাদাম শ্টাল সম্পর্কে একদল বলত যে তিনি স্বামীকে জনুলিয়ে মেরেছেন, আরেক দল বলত যে স্বামীই তাঁর নীতিহীন আচরণে তাঁকেই জনুলিয়েছেন। ইনি সর্বদাই ছিলেন এক র্মা, উচ্ছনুসপ্রবণা মহিলা। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে যখন তাঁর প্রথম সন্তান হয়, সেটি জন্মলগ্রেই মার। যাদাম শ্টালের সংবেদনাধিক্য জানা থাকায় সংবাদটায় তাঁর মৃত্যু ঘটতে পারে এই আশংকায় তাঁর আত্মীয়রা সেই রাতেই, পিটার্সবির্গের সেই গ্রেই আর সেই রাতে দরবারী বাব্রচির যে মেয়েটির জন্ম হয়েছিল তাকে তাঁর সন্তান বলে চালায়। মেয়েটি ভারেংকা। ভারেংকা তাঁর মেয়ে নয়, এটা জানতে পারেন মাদাম শ্টাল, কিন্তু মেয়েটিকে মান্য করেই যান, সেটা আরো এই জন্য যে এই ঘটনার পর ভারেংকার আত্মীয়ন্বজন কেউ ছিল না।

মাদাম শ্টাল দশ বছরের বেশি বিদেশ থেকে নড়েন নি, থাকতেন দক্ষিণে, শ্য্যাশায়ী। কেউ কেউ বলত যে মাদাম শ্টাল অতি পরোপকারী ধর্মপ্রাণ মহিলার একটা ভড়ং জ্বটিয়েছেন, কেউ কেউ আবার বলত যে

আসলে তিনি অতি নীতিনিষ্ঠ এক মানুষ, তাঁকে যেমন দেখায় তেমনি অপরের মঙ্গলের জন্যই তিনি দিন কাটান। কেউ জানত না কী তাঁর ধর্ম — ক্যার্থালক, প্রটেস্টান্ট নাকি রুশী সনাতনী। কিন্তু একটা ব্যাপার নিঃসন্দেহ, সমস্ত গির্জা আর ধর্মানতের প্রধানদের সঙ্গে তাঁর ছিল বদ্ধুদের সম্পর্ক।

ভারে কান তার সঙ্গে সর্বাদাই বিদেশে থেকেছে, এবং মাদাম শ্টালকে যারা জানত, মাদমোয়াজেল ভারে কাকে তারা যা বলে ডাকত, তাকেও তারা তেমনি জানত আর ভালোবাসত।

এই সব খ্রিটনাটি জেনে প্রিন্স-মহিষী তাঁর কন্যার সঙ্গে ভারেংকার ভাব করায় উদ্বেশের কিছু, দেখলেন না, সেটা আরও এই জন্য যে ভারেংকার শিক্ষাদীক্ষা ছিল চমংকার: দিব্যি বলত ফরাসি, ইংরেজি, আর প্রধান কথা, মাদাম শ্টালের কাছ থেকে ভারেংকা এই বার্তা আনল যে অস্কৃষ্থতাবশত প্রিন্স-মহিষীর সঙ্গে পরিচয়স্থাপনে তিনি বঞ্চিত বলে খুব দুঃখিত।

ভারে দেরে সঙ্গে পরিচিত হয়ে কিটি কেবলই তার অন্বরক্ত হয়ে উঠতে লাগল, তার ভেতর নতুন নতুন গ্র্ণ আবিষ্কার করতে শ্রুর্ করল প্রতিদিন। ভারেষ্কা ভালো গান গায় শ্রুনে প্রিন্স-মহিষী সন্ধ্যায় তাকে গাইতে ডাকলেন নিজের বাড়িতে।

'কিটি বাজায়, পিয়ানো আছে আমাদের, তেমন ভালো নয় অবিশ্যি, তবে আপনি আমাদের খ্বই আনন্দ দেবেন' – প্রিন্স-মহিয়ী বললেন তাঁর হাসির ভান নিয়ে যা কিটির কাছে এখন ঠেকল খ্বই অপ্রীতিকর, কারণ সে দেখতে পাচ্ছিল যে গাইবার ইচ্ছে ভারেঙকার নেই। তবে ভারেঙকা এল সন্ধ্যায়, এল তার স্বর্গলিপির খাতা নিয়ে। প্রিন্স-মহিষী নিমন্ত্রণ করেছিলেন সকন্যা মারিয়া ইয়েভগেনিয়েভনা আর কর্নেলকে।

অপরিচিত লোকেরা এখানে আছে, এতে মনে হল ভারে কা সম্পূর্ণ নির্বিকার, সঙ্গে সঙ্গেই সে গেল পিয়ানোর কাছে। নিজেই সে নিজের সঙ্গত করতে পারত না, কিন্তু স্বরগ্বলো তুললে চমৎকার। কিটি ভালো বাজালে তার সঙ্গে।

প্রথম গানটা খাশা গাওয়া হলে প্রিন্স-মহিষী বললেন, 'অসাধারণ গুণী আপনি।'

সকন্যা মারিয়া ইয়েভগেনিয়েভনা তাকে ধন্যবাদ দিয়ে প্রশংসা করলেন। জানলার দিকে তাকিয়ে কর্নেল বললে, 'দেখুন কত লোক জুটেছে আপনার গান শুনতে' — সতিইে জানলার নিচে বেশ একটা ভিড় জমেছিল।

'আপনারা আনন্দ পেয়েছেন বলে আমি ভারি খ্রাম' — সহজভাবে বললে ভারেংকা।

সগবে কিটি চাইল তার বান্ধবীর দিকে। তার নৈপর্ণা, কণ্ঠস্বর, মর্থভাবে সে উচ্ছর্বসিত, কিন্তু তার চেয়েও বেশি এই জন্য যে ভারেঞ্কা স্পণ্টতই তার গান সম্পর্কে কিছর ভার্বাছল না, প্রশংসায় সে একেবারে নিবিকার; যেন শ্রম্ব জিগোস কর্বাছল: আরও গাইতে হবে, নাকি এই যথেণ্ট?

কিটি মনে মনে ভাবছিল, 'আমি হলে কী গর্বই-না হত! জানলার নিচে ওই ভিড় দেখে কী আনন্দই-না হত আমার! অথচ ওর কিছ্ই এসে যায় না। ও শ্ব্ধ্ব চলেছে আপত্তি না করে মাকে খ্বিশ করার ইচ্ছায়। কী আছে ওর ভেতর? সর্বাকছ্ব তুচ্ছ করে দ্বাধীন, নিশ্চিন্ত হবার শক্তি সে পায় কোথা থেকে? কী যে ইচ্ছে করে সেটা জানতে, তার কাছ থেকে সেটা শিখতে!' প্রশান্ত ওই ম্বখনার দিকে চেয়ে কিটি ভাবলে। প্রিদ্সমহিষী ভারেঙ্কাকে আরও গাইতে বললেন, সেও আরেকটা গান গাইলে তেমনি শান্ত গলায়, চমংকার, স্বন্দব, পিয়ানোর কাছে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, রোগা রোদপোড়া হাতে তাল দিয়ে।

খাতায় পরের গানটা ছিল ইতালীয়। কিটি তার মুখবন্ধ বাজিয়ে তাকাল ভারেঙকার দিকে।

'এটা থাক' — লাল হয়ে উঠে বলল ভারেঙ্কা।

সভয়ে সপ্রশন দ্থিতৈ কিটি চেযে রইল ভারে কার মুখে।

'মানে, অন্য একটা' — পাতা উলটিয়ে তাড়াতাড়ি সে শ্বোল, তক্ষ্বনি সে ব্ৰেছেল যে গানটার সঙ্গে কিছ্ব একটার সম্পর্ক আছে।

স্রলিপিতে আঙ্বল দিয়ে ভারেজ্কা বললে, 'না, এইটে গাওয়া যাক।' আগের মতোই একই রকম শান্ত নির্ত্তাপ সুন্দর গলায় সে গানটা গাইলে।

গান শেষ হতে সবাই ধন্যবাদ দিলে তাকে, গেল চা খেতে। কিটি আর ভারেঙকা গেল বাড়ির লাগোয়া বাগানটায়।

কিটি বললে, 'ওই গানটার সঙ্গে আপনার কোনো স্মৃতি বিজড়িত আছে, তাই না?' তারপর তাড়াতাড়ি করে যোগ দিলে, 'না, না, কিছন্ বলতে হবে না। শুধ্ব জানতে চাই, সত্যি কিনা?'

'না, তা কেন? বলব' — সহজভাবে উত্তরের অপেক্ষা না করে ভারেংকা বলে গেল, 'হ্যাঁ, এটা স্মৃতিই বটে। একসময় তা খ্বই কণ্টকর ছিল। একটি লোককে আমি ভালোবাসতাম, গানটা গেয়েছিলাম তার কাছে।' বড়ো বড়ো চোখ মেলে কিটি নীরবে সহদয়ে চাইল ভারেংকার দিকে। 'আমি ওকে ভালোবেসেছিলাম, সেও আমাকে ভালোবাসত; কিন্তু মা'র আপত্তি ছিল, বিয়ে করে সে অন্যকে। এখন সে থাকে আমাদের কাছ থেকে সামান্য দ্রে, মাঝে মাঝে দেখতে পাই তাকে। আপনি ভাবেন নি থে আমারও একটা রোমান্য ছিল?' সে বললে, মুখে তার সামান্য খেলে গেল সেই আগ্রনটা যা একদিন তাকে গোটাই জন্মলিয়ে তুলেছিল বলে কিটি অনুভব করল।

'ভাবি নি মানে? আমি যদি প্রুষ হতাম, তাহলে আপনাকে জানার পর আর কাউকে ভালোবাসতে আমি পারতাম না। শ্ব্দ্ ব্রুমি না, মায়ের জন্যে কেমন করে সে ভুলতে পারল আপনাকে, অস্থী করল। হৃদয় বলে কিছ্র ছিল না ওর।'

'আরে না, খ্ব ভালো লোক সে, আমিও অস্থী নই; বরং খ্বই স্থী। তাহলে, আজ আর গান গাইব না তো?' বাড়ির দিকে যেতে গিয়ে সে বললে।

'কী ভালো আপনি, কী ভালো!' তাকে থামিয়ে, চুমু খেয়ে চে'চিয়ে উঠল কিটি, 'আমি যদি অন্তত খানিকটা আপনার মতো হতে পারতাম!'

'কেন আপনাকে হতে হবে অন্য কারো মতো? আপনি যা, তাতেই তো আপনি ভালো' — তার বিনীত ক্লান্ত হাসি হেসে বললে ভারেৎকা।

'না, মোটেই আমি ভালো নই। কিন্তু আমায় বলন্ন তো... দাঁড়ান, দাঁড়ান, একটু বসা যাক' — ফের তাকে বেণিওতে নিজের পাশে বসিয়ে বললে কিটি, 'আচ্ছা, বলন্ন তো, একজন আপনার ভালোবাসাকে তাচ্ছিল্য করল, চাইল না, সেটা কি অপমানকর নয়?'

'না, তাচ্ছিল্য সে করে নি। আমার বিশ্বাস, আমায় সে ভালোই বেসেছিল। তবে সে ছিল বাধ্য ছেলে...'

'তা ঠিক, কিন্তু যদি মায়ের ইচ্ছেয় নয়, নিজেই সে?..' কিটি বললে, টের পাচ্ছিল যে নিজের গোপন বাথা সে ফাঁস করে ফেলছে, লম্জায় রাঙা হয়ে ওঠা তার মুখ ডুবিয়ে দিচ্ছে তাকে।

'তাহলে সে খারাপ কাজ করত, তার জান্যে আমার কোনো কণ্ট হত না' — ব্বতে পারছিল সে ব্যাপারটা তাকে নিয়ে নয়, কিটিকে নিয়ে।

'কিন্তু অপমান? অপমান যে ভোলা যায় না, ভোলা যায় না' — কিটি বললে শেষ বলনাচের সময় সঙ্গীত-বিরতিতে তার দৃষ্টির কথা মনে করে।

অপমান কিসে? আপনি তো খারাপ কিছু করেন নি?' 'খারাপের চেয়েও খারাপ — লঙ্জা।'

ভারে কা মাথা নেড়ে হাত রাখলে কিটির হাতে।

বললে, 'লঙ্জা কিসে? যে লোকটা আপনার সম্পর্কে উদাসীন তাকে তো আর আপনি বলতে পারেন না যে তাকে ভালোবাসেন?'

'অবশ্যই না, একটা কথাও আমি বলি নি, কিন্তু সে তো জানত। না, না, চোখের চাউনি, হাবভাব, সে তো আছে। একশ' বছর বাঁচলেও তা ভুলব না।'

'তাতে কী হল? ব্ঝতে পার্রাছ না আমি। আসল কথা, আপনি তাকে এখন ভালোবাসেন কি না' -- ভারেংকা বললে সোজাসাপটা।

'ঘ্ণা করি ওকে; নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারছি না।' 'তা কী হল?'

'লজ্জা, অপমান।'

'সবকিছ্ব এমন করে মনে লাগা কি ভালো। এমন কোনো মেয়ে নেই যার এ অভিজ্ঞতা হয় নি' — বললে ভারে কো, 'এগ্নলো তেমন গ্রুদের কিছ্ব নয়।'

'কিন্তু কোনটা গ্রন্থের?' অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে কোত্হলে জিগ্যেস করলে কিটি।

'অনেককিছ ুই' - - হেসে বললে ভারেঙকা।

'কিন্ত কী?'

'আহ্, অনেককিছ্ন' — ভেবে পাচ্ছিল না ভারেণ্কা কী বলা যায়। তবে এই সময় জানলা থেকে শোনা গেল প্রিন্স-মহিষীর গলা:

'কিটি, ঠাণ্ডা পড়ছে! হয় শাল নিয়ে যা, নয় ঘরের ভেতর আয়।'

'সত্যি, সময় হয়ে গেছে' — উঠে দাঁড়িয়ে ভারেঙকা বললে, 'আমায় আবার এখন মাদাম বেতেরি কাছে যেতে হবে। ডেকে পাঠিয়েছেন।'

উদগ্র ঔৎস্কের কিটি তার হাত ধরে রইল, দ্ভিতৈ সান্নয় জিজ্ঞাসা: 'কী এটা, কী এই সবচেয়ে গ্রুড্প্র্ণ, যা এমন প্রশান্তি দেবে? আপনি জানেন, বল্বন আমায়!' কিন্তু কিটির দ্ভি কী জিজ্ঞাসা করছিল তা মোটেই বোঝে নি ভারেশ্বা, তার শ্রুণ, মনে হল যে তাকে আজ আবার নাদাম বেতেরি কাছে যেতে হবে আর বারোটায় পেশছতে হবে নায়ের সঙ্গে চাপানের জন্য। ঘরে ঢুকে তার স্করলিপি গ্রিটিয়ে সে বিদায় নিলে সকলের কাছ থেকে। উদ্যোগ করছিল যাবার।

কর্নেল বললে, 'আপনাকে আমি পেণছে দেব, কেমন?'

প্রিন্স-মহিষী সমর্থন করলেন, 'সত্যি, রাত হয়েছে, একলা যাবে কেমন করে। আমি অস্তত পারাশাকে পাঠাই।'

কিটি দেখল যে ওকে পেণছে দেবার কথায় ভারেণ্কাকে হাসি চাপতে হল কন্ট করে।

'না, না, আমি বরাবর একাই যাই। কখনো কিছ্নুই হয় না আমার' — টুপি নিয়ে সে বললে। আরেকবার চুম্নু খেলে কিটিকে, তবে কোনটা যে গ্রুত্বপূর্ণ তা কিছ্নুই না বলে সতেজ পদক্ষেপে মিলিয়ে গেল গ্রীজ্মের আধো-আঁধারিতে, কী যে গ্রুত্বপূর্ণ, কী তাকে দিচ্ছে এই ঈর্যণীয় প্রশান্তি আর মর্যাদা, সে রহস্য সে নিয়ে গেল সঙ্গে করেই।

แออแ

মাদাম শ্টালের সঙ্গে পরিচয় হল কিটির এবং ভারেৎকার সঙ্গে বন্ধরের সাথে সাথে সে পরিচয় তার ওপর প্রবল প্রভাব ফেলল তাই নয়, সাল্পনাও যোগাত তার দ্বঃখে। সাল্পনাটা এখানে যে এই পরিচয়ের কল্যাণে তার কাছে উদ্ঘাটিত হল এক নতুন জগং, অতীতের সঙ্গে যার কোনো মিল নেই, অপর্প সম্বাহ্রত এক জগং যার উচ্চতা থেকে শাস্তভাবে দেখা যায় ওই অতীতকে। সে আবিৎকার করল যে এতদিন যাবং প্রবৃত্তিনির্ভার যে জীবন সে পেয়ে এসেছে, তা ছাড়াও আছে এক আত্মিক জীবন। সে জীবন তার কাছে আবির্ভৃত হল ধর্মের মধ্য দিয়ে, ছোটোবেলা থেকে কিটি যে ধর্মের সঙ্গে পরিচিত, গির্জায় প্রভাতী ও সান্ধ্য যে উপাসনায় পরিচিতদের দেখা মিলতে পারত, প্রোহিতের সঙ্গে হলাভ স্তোর ম্বুস্থ করতে হত, তার সঙ্গে এ ধর্মের কোনো মিল নেই। এ হল সম্বাহ্রত রহস্যময় এক ধর্ম, অপর্প সব ধ্যানধারণা অন্ত্রতির সঙ্গে তা জড়িত, যাতে বিশ্বাস হয় বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে বলে শ্বেধ্ব নয়, ভালোবাসা যায় বলে।

কিটি এ সব জানতে পারে কারও কথা শ্বনে নয়। মাদাম শ্টাল কিটির সঙ্গে কথা কইতেন যেন সে এক মিণ্টি শিশ্ব, যাকে দেখে নিজের তার্বেণার স্মৃতিতে মৃদ্ধ হওয়া চলে, শ্বধ্ব একবার তিনি বলোছিলেন যে মান্বের সমস্ত দ্বংথকণ্টে সান্ত্রনা মেলে শ্বধ্ব প্রেমে ও বিশ্বাসে, আমাদের যন্ত্রণায় কোনো কণ্টই যিশ্ব খিবুণ্টের কাছে তুচ্ছ নয়। তবে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অন্য প্রসঙ্গে চলে যান। কিন্তু তাঁর প্রতিটি ভাবভঙ্গি, প্রতিটি কথায়, কিটি যাকে দ্বগাঁয় বলত, তাঁর তেমন প্রতিটি দৃষ্টিপাতে, ভারেজ্কার কাছ থেকে তাঁর যে জীবনকাহিনী কিটি শ্বনেছিল বিশেষ করে তা থেকে, স্বকিছ্ব থেকে কিটি জানল 'কী গ্বরুছপূর্ণ', কী সে এতদিন জানত না।

কিন্তু মাদাম শটালের চরিত্র যতই সমুদ্রত হোক, যতই মর্মান্সশাঁ হোক তাঁর জীবনকাহিনী, যতই উ'চদরের, স্নিম্ধ হোক-না কেন তাঁর কথা, তাঁর এমন কয়েকটা দিক কিটির চোখে পডল যা বিচলিত করল তাকে। কিটি লক্ষ করল যে তার আত্মীয়স্বজনদের কথা জিগ্যেস করে মাদাম শটাল াসতেন তাচ্ছিল্যভরে যেটা খ্রিণ্টীয় কর্মাব বিপরীত। আরও চোথে পড়ল যে জনৈক ক্যার্থালক যাজকের সঙ্গে কিটি যথন তাঁকে দেখে. মাদাম শটাল তথন চেণ্টা করে তাঁর মুখ রাখছিলেন বাতির ছায়ায় এবং বিশেষরকমের কেমন একটা হাসি ছিল তাঁর মুখে। এই দুটি দিক যত তুচ্ছই হোক, কিটি বিচলিত হত তাতে, মাদাম শ্টাল সম্পর্কে সন্দিহান বোধ করত সে। তবে ভারেখ্কা, একাকিনী, আত্মীয়স্বজনহীনা, বন্ধবান্ধবহীনা, প্রচণ্ড আশাভঙ্গ; কিছুই যে চায় না, কিছুতে কোনো খেদ নেই, এমন একটা পূর্ণতার প্রতিমূতি ছিল সে যা কিটির কাছে কেবল দ্বপ্ন। ভারেজ্কাকে দেখে সে বুর্ঝেছিল যে দরকার কেবল নিজেকে ভ্লে যাওয়া, ভালোবাসতে হবে অন্যদের, তাহলেই মিলবে প্রশান্তি, সূখ, অপূর্বতা। কিটি তাই হতে চাইছিল। সবচেয়ে 'গুরুত্বপূর্ণ কী', সেটা এখন পরিষ্কার ব্রুঝতে পেরে শর্ধ্ব তাতেই উল্লাসিত না হয়ে কিটি মনপ্রাণ নিবেদন করল এই নবোদ ঘাটিত জীবনের জন্য। মাদাম শ্টাল এবং অন্যরা যাদের নাম তিনি বলেছিলেন তাঁরা কী করেছেন, ভারে কার কাছ থেকে সে কাহিনী শূনে কিটি তার ভবিষ্যাৎ জীবনের একটা ছক করে ফেলল। মাদাম শ্টালের ভাইঝি আলিনা সম্পর্কে তার কাছে অনেক গল্প করেছিল ভারে কা। কিটিও যেখানেই থাকুক তার মতো অভাগাদের খুঁজে বার করবে, যথাসাধ্য সাহায্য করবে তাদের, বাইবেল দেবে, পাপী, তাপী, মুমুযুর্বদের কাছে বাইবেল পড়ে শোনাবে। আলিনা যা করত, সেভাবে পাপীদের কাছে বাইবেল পড়ে শোনানোটা কিটির কাছে খুবই প্রীতিকর লেগেছিল। তবে এ সবই আপাতত তার গোপন স্বপ্ন সে কথা সে তার মা বা ভারে•কা, কাকেও বলে নি।

বড়ো আকারে নিজের পরিকল্পনা হাসিল করার প্রতীক্ষায়

থাকলেও এখনই, এই স্বাস্থ্যপল্লীতেই, যেখানে রুগ্ন আর অভাগা অনেক, সেখানেই ভারে জ্বাকে অনুকরণ করে কিটি তার নবনীতি প্রয়োগের স্থযোগ পেল সহজেই।

প্রথমে প্রিন্স-মহিষীর নজরে পড়েছিল শ্ব্দ্ব এই যে তিনি যাকে বলতেন তার engouement, সেই মাদাম শ্টাল এবং বিশেষ করে ভারেঙকার খ্বই প্রভাবে পড়েছে কিটি। তিনি দেখেছিলেন যে কিটি কেবল ভারেঙকার কাজকর্ম অন্করণ করছে না, অজ্ঞাতসারে তার চলন, বলন, চোখ মিটমিট করার ধরনও নকল করছে। তবে পরে প্রিন্স-মহিষী লক্ষ্য করলেন যে এই মোহটা ছাড়াও মেয়ের মধ্যে ঘটছে কী একটা যেন গ্রুব্তর আদ্মিক ওলটপালট।

প্রিন্স-মহিষী দেখলেন যে রোজ সন্ধায় মাদাম শ্টালের উপহার দেওয়া ফরাসি বাইবেল পড়ছে কিটি যা আগে সে পড়ত না; সমাজের পরিচিতদের সে এড়িয়ে যাচ্ছে, ভারে কার তত্ত্বাবধানাধীন রোগীদের, বিশেষ করে পেরভ নামে এক র্মা চিত্রকরের দরিদ্র পরিবারের দেখাশোনা করছে। স্পত্টতই কিটির গর্ব হত এই জন্য যে এই পরিবারে সে কর্নাময়ী ভাগনীর ব্রত পালন করছে। এ সবই খ্ব ভালো, তার বির্দ্ধে আপত্তির কিছ্ম দেখলেন না প্রিন্স-মহিষী, আর সেটা আরও এই জন্য সে পেরভের দ্বী ছিলেন অতি স্ফরিতা মহিলা আর জার্মান প্রিন্সেস কিটির ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করে তার প্রশংসা করতেন, তাকে বলতেন সান্ত্রনা দাত্রী দেবী। এ সবই খ্ব ভালো হত যদি বাড়াবাড়ি না থাকত। কিন্তু প্রিন্স-মহিষীর চোথে পড়ল যে মেরেটি তার চরমে গিয়ে পের্ণছছে, সে কথা তিনি বললেনও তাকে।

বললেন 'Il ne faut jamais rien outrer.'*

মেয়ে কিন্তু কোনো উত্তর দিলে না; সে শুধু মনে মনে ভাবলে, যে খিএটিশীলে বলা হয়েছে এক গালে চড় খেলে অন্য গাল পেতে দেবে, কাফতান কেড়ে নিলে দিয়ে দেবে কামিজটাও, তা অনুসরণে কোন চ্ড়ান্তপনার কথা আসে? কিন্তু এই চ্ড়ান্তপনাটা প্রিন্স-মহিষীর ভালো ঠেকল না এবং আরও বেশি ভালো ঠেকল না যে তিনি টের পাচ্ছিলেন, কিটি তার অন্তরটা পুরো মেলে ধরতে অনিচ্ছৃক। সতিটে কিটি তার নতুন দ্ভিভিঙ্গি ও অনুভবগুলো লুনিকয়ে রাখছিল মায়ের কাছ থেকে। লুনিকয়ে রাখত এই জন্য নয় যে সেতার মাকে শ্রদা করত না, ভালোবাসত না, কেবল এই জন্য যে উনি তাঁর

কখনোই কোনো ব্যাপারেই চরমে যেতে নেই (ফরাসি)।

মা। মাকে ছাড়া সে বরং অন্য সকলের কাছেই এগনুলি খুলে বলতে পারত।
'কেন যেন আমা পাভলোভনা অনেকদিন আমাদের এখানে আসে নি'—
পেত্রভা সম্পর্কে প্রিন্স-মহিষী বললেন। 'একদিন আমি ডেকে পাঠিয়েছিলাম।
কিন্তু কিসে যেন ওকে অসন্তর্গু মনে হল।'

'কই, আমি তো লক্ষ্য করি নি মা' — কিটি বললে লাল হয়ে। 'তুই অনেকদিন ওদের ওখানে যাস নি?'

'কাল আমরা বেড়াতে যাবার তোড়জোড় করছি পাহাড়ে' -- কিটি বললে। 'তা বেশ তো, যা' — মেয়ের বিচলিত ম্বথের দিকে তাকিয়ে এবং তার কারণ অনুমানের চেণ্টা করে প্রিন্স-মহিষী জবাব দিলেন।

সেইদিনই খেতে এল ভারে কা, জানাল যে কাল পাহাড়ে থাবার ব্যাপারে মত পালটেছেন আমা পাভলোভনা। প্রিন্স-মহিষী লক্ষ্য করলেন যে কিটি ফের লাল হয়ে উঠেছে।

'কিটি, পেত্রভদের সঙ্গে তোর কোনো মনোমালিন্য হয় নি তো?' ভারেঙকা চলে যাবার পর জিগ্যেস করলেন প্রিন্স-মহিখী। 'আমাদের এখানে ছেলেমেয়েদের পাঠানো, নিজেই বা আসা বন্ধ করল কেন?'

কিটি বললে যে তাদের ভেতর কিছ্ই হয় নি এবং সে একেনারেই ব্রুতে পারছে না কেন আমা পাভলোভনাকে তার ওপর যেন অসস্তুষ্ট বলে মনে হচ্ছে। নিতান্ত সত্যি কথাই বললে কিটি। তার প্রতি আমা পাভলোভনার মনোভাব বদলাবার কারণ সে জানত না, তবে অন্মান করতে পারছিল। যে জিনিসটা সে অন্মান করছিল, সেটা সে মাকে বলতে পারত না, নিজেকেও না। এটা এমন একটা জিনিস যা জানা থাকলেও নিজের কাছে পর্যন্ত তা বলা যায় না। ভুল করাটা এতই ভয়ঙ্কর আর লজ্জার ব্যাপার।

এই পরিবারটির সঙ্গে কিটি তার সম্পর্কের স্মৃতিচারণ করতে লাগল বারুন্বার। দেখা হলে আন্না পাভলোভনার গোলগাল সহদর মুখে যে সরল আনন্দ ফুটে উঠত, সে কথা মনে পড়ল তার: মনে পড়ল রোগীকে নিয়ে তাদের গোপন কথাবার্তা, কাজ করা তার বারণ, কাজ থেকে তার মন সরিয়ে বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্য তাদের চক্রান্ত; তাকে 'আমার কিটি' বলে যে ডাকত, কিটিকে ছাড়া যে শুতে চাইত না, যে ছোট ছেলেটা তার নাাওটা হয়ে উঠেছিল তার কথা। কী ভালোই-না ছিল সব! তারপর মনে পড়ল লম্বা-ঘাড়, বাদামী কোট গায়ে শীর্ণাধিকশীর্ণ পেরভকে; তাঁর পাতলা হয়ে আসা কোঁকড়া চুল, সপ্রশন নীল চোখ যাতে প্রথম-প্রথম ভয় লাগত কিটির.

কিটির উপস্থিতিতে নিজেকে উৎফুল্ল উৎসাহিত দেখাবার জন্য তাঁর র্ম্ম প্রয়াস। সমস্ত ক্ষমরোগীকে দেখেই তার যে বিতৃষ্ণা বোধ হত, তাঁর ক্ষেত্রেও যে বিতৃষ্ণা কাটিয়ে ওঠার জন্য কিটির প্রচেণ্টা, তাঁকে কী বলবে তা ভেবে ঠিক করার জন্য তার উদ্যোগ মনে পড়ল কিটির। উনি যে ভীর্-ভীর্ মর্মস্পর্শী দৃণ্টিতে তার দিকে চাইত, তাতে সমবেদনা, অস্বস্থির বিচিত্র অন্ভৃতি এবং পরে দয়াদাক্ষিণাের যে চেতনা জাগত, তা মনে পড়ল। কী ভালােই-না ছিল এই স্বাকিছ্ই! তবে এ স্বই ছিল প্রথম দিকটায়। এখন, কয়েক দিন আগে হঠাং মাটি হয়ে গেল স্বাকিছ্। আয়া পাভলােভনা কিটিকে দেখে একটা ভান করা উৎস্কা প্রকাশ করলেন এবং ক্রমাগত লক্ষ্য করতে লাগলেন তাকে আর স্বামীকে।

তার উপস্থিতিতে পেরভের এই মর্মস্পর্শী আনন্দই কি আন্না পাভলোভনার শীতলতার কারণ?

'হাাঁ' — মনে পড়ল কিটির, 'আন্না পাভলোভনার মধ্যে কী যেন একটা ছিল অপ্বাভাবিক, তাঁর সদয়তার সঙ্গে যা মোটেই মেলে না, দ্ব'দিন আগের মতোও নয় যখন সংখদে তিনি বলোছিলেন, 'এই তো, কেবলি আপনার অপেক্ষায় থেকেছে, আপনাকে ছাড়া কফি খেতেও চাইছিল না যদিও দ্বর্বল হয়ে পড়েছে ভয়ানক।''

'হাাঁ, আমি যখন পেত্রভকে কম্বল দিলাম, সেটাও বোধ হয় তার খারাপ লেগেছিল। এ সবই নেহাৎ সহজ ব্যাপার, কিন্তু এমন অপ্রস্তুতের মতো সে জিনিসটা নিলে আর এত বেশিক্ষণ ধরে ধন্যবাদ জানাল আমায় যে আমার নিজেরই অপ্রস্তুত লাগছিল। তারপর আবার আমার ওই পোর্টেটটা; ভারি চমৎকার এ'কেছে। কিন্তু প্রধান কথা তার দৃষ্টিটা — বিব্রত আর কমনীয়। হাাঁ, হাাঁ, তাই বটে!' সভয়ে মনে মনে প্রবর্ত্তি করলে কিটি, 'না, না, এ হতে পারে না, হওয়া উচিত নয়! ওকে যে ভারি কর্নে লাগে।'

এই সন্দেহটা বিষাক্ত করে দিল তার নবজীবনের মাধ্রর্য।

11 08 11

জল-চিকিৎসার কোর্স শেষ হবার আগে প্রিন্স শ্যেরবাংস্কি যিনি কার্লসবাডের পর বাডেন-বাডেন আর কিসিনগেনে রুশ বন্ধুদের কাছে গিয়েছিলেন, তাঁর কথায় রুশী প্রাণে ডুব দিতে, তিনি ফিরে এলেন স্নী-কন্যার কাছে।

প্রবাসজীবন সম্পর্কে প্রিন্স ও প্রিন্স-মহিষীর দৃণ্টিভঙ্গি ছিল একেবারে বিপরীত। প্রিন্স-মহিষীর কাছে সবই লাগত অপর্প, র্শাসমাজে তাঁর দৃঢ় প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও প্রবাসে তিনি চেণ্টা করতেন ইউরোপীয় মহিলাদের মতো হতে যা তিনি ছিলেন না, -- কেননা তিনি হলেন র্শী বাব্-ঘরের মেয়ে, — তাই দেখাবার ভান করতেন এই জন্য যে তাঁর খানিকটা বিব্রত লাগছে। উলটো দিকে প্রবাসের সবকিছ্ব বিছছিরি লাগত প্রিন্সের, পীড়িত বোধ করতেন ইউরোপীয় জীবনে, নিজের র্শী অভ্যাসাদি আঁকড়ে থাকতেন আর ইচ্ছে করে দেখাতে চাইতেন যে উনি আসলে যা তার চেয়েও কম ইউরোপীয়।

প্রিন্স ফিরলেন রোগা হয়ে, গালের চামড়া ঝুলে পড়েছে, কিন্তু অত্যন্ত খোশ মেজাজে। মেজাজ আরও শরিফ হয়ে উঠল য়খন দেখলেন কিটি একেবারে সেরে উঠেছে। শ্রীমতী শ্টাল ও ভারেজ্কার সঙ্গে কিটির সৌহাদের্গর খবরে এবং কিটির মধ্যে কী একটা পরিবর্তন প্রিন্স-মহিষী লক্ষ্য করেছেন সেটা জানায় প্রিন্স বিচলিত হন এবং তাঁকে ছাড়াই কেউ বা কিছ্ম মেয়েকে আরুষ্ট করলে সাধারণত তিনি য়ে ঈর্ষা বোধ করতেন সেটা মাথা চাড়া দিলে, ভয় হল মেয়ে আবার তাঁর প্রভাব থেকে সরে তাঁর কাছে অনায়ন্ত কোনো ক্ষেত্রে গিয়ে না পড়ে। কিন্তু তাঁর মধ্যে সর্বদাই ষে প্রসন্নতা আর প্রফুল্লতা দেখা যেত, কার্লস্বাডের জলে য়া বিশেষ বেড়ে উঠেছিল, তার সম্বান্ত তলিয়ে গেল এই সব অপ্রীতিকর সংবাদ।

আসার পরের দিন প্রিন্স তাঁর লম্বা ওভারকোট পরে স্টার্চ দেওয়া কলারে ফুলে ওঠ। গাল আর রুশী বলিরেখা নিয়ে অতি খোশ মেজাজে মেয়ের সঙ্গে গেলেন প্রস্তবণে।

সকালটা ছিল চমংকার: বাগানওয়ালা পরিজ্বার-পরিচ্ছন্ন হাসিখাশি বাড়ি, ফুর্তিতে কর্মরতা বিয়ার-টানা রক্তিমাননা, রক্তপানি জার্মান পরিচারিকাদের চেহারা, জনলজনলে স্বর্ধ চোখ জন্ডাচ্ছিল; কিন্তু যতই তাঁরা প্রস্রবণের কাছে এসে পড়ছিলেন ততই ঘন ঘন দেখা যাচ্ছিল র্মদের, সচ্ছল জার্মান জীবনের পরিস্থিতিতে তাদের চেহারা মনে হচ্ছিল আরও শোচনীয়। এই বৈপরীত্যে কিটি এখন আর অবাক হয় না। এই সব পরিচিত ম্বখ আর তাদের স্বাস্থ্যের যে অবনতি বা উন্নতি কিটি লক্ষ্য করত, কিটির কাছে

তার স্বাভাবিক ফ্রেম ছিল এই জবলজবলে রোদ, পল্লবের উৎফুল্ল ঝলক, সঙ্গীতের ধর্বনি, কিন্তু প্রিন্সের কাছে জবন মাসের প্রভাতী আলো আর ঝলক, ফ্যাশন-চল, ফুর্তি-জাগানো ওয়াল্জ বাজাচ্ছে যে অর্কেস্ট্রা তার ধর্বনি, বিশেষ করে স্বাস্থ্যবতী পরিচারিকাদের চেহারা ইউরোপের সর্বপ্রাস্ত থেকে আগত, ভগ্নমনে চলমান শবগর্বলির সঙ্গে মেলায় কেমন যেন অশালীন আর কদর্য ঠেকল।

আদরের কন্যা যখন তাঁর বাহন্ত্রন্মা হয়েছে তখন একটা গর্ব আর যৌবন ফিরে আসার মতো একটা অন্ত্র্তি হলেও এখন নিজের বিলষ্ঠ চলন, মেদপ্র্লুট দীর্ঘ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জন্য যেন অর্হ্বাস্ত্র আর লঙ্জা হল। নিজেকে প্রায় জনসমক্ষে নগ্ন কোনো লোকের মতো মনে হল তাঁর।

'তোর নতুন বন্ধুদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দে তো' — কন্ই দিয়ে মেয়ের হাতে চাপ দিয়ে তিনি বললেন, 'আমি তোর এই অখাদ্য সোডেনকেও ভালোবেসে ফেলেছি তোকে এমন সারিয়ে তুলেছে বলে। শ্ধ্বব্দতো মন খারাপ লাগে তোদের এখানে। এ লোকটা কে?'

পরিচিত অপরিচিত যাদের দেখা গেল, কিটি বললে তারা কে। বাগানে ঢোকার মুখে দেখা হল অন্ধ মাদাম বেতে আর তাঁর সহচরীর সঙ্গে। কিটির গলা শুনতে পেয়ে বৃদ্ধা ফরাসিনীর মুখখানা যেরকম মর্মাস্পশাঁ হয়ে উঠল তাতে আনন্দ হল প্রিশেসর। তক্ষ্মিন উনি অত্যধিক ফরাসি সৌজনো কথা কইতে লাগলেন প্রিশেসর সঙ্গে, তাঁর এমন চমংকার মেয়ে বলে প্রিশ্সকে প্রশংসা করলেন, একেবারে আকাশে তুললেন কিটিকে, বললেন সে একটি রয়্ন, মুক্তো, সান্তুনাদানী দেবী।

'তাহলে ও দুই নম্বর দেবী' — প্রিন্স বললেন হেসে, 'মাদমোয়াজেল ভারেণ্কাকে কিটি বলে দেবী পয়লা নম্বরের।'

'ও, মাদমোয়াজেল ভারেৎকা, সে সত্যিকারেরই দেবী, allez*' — কথার সূত্র ধরে বললেন মাদাম বেতে ।

গ্যালারিতে দেখা হয়ে গেল স্বয়ং ভারে কার সঙ্গেই। মনোরম একটা লাল হাত-বাাগ নিয়ে সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল তাদের দিকে।

কিটি তাকে বললে, 'এই যে বাবা এসে গেছেন।' ভারেঙকার সবকিছা যেমন সহজ, স্বাভাবিক, তেমনি ভাবে সে একটা

সে আর বলার কী আছে (ফরাসি)।

ভঙ্গি করলে যা মাথা নোয়ানো আর অধেণিপবেশন অভিনন্দনের মাঝামাঝি এবং তৎক্ষণাৎ প্রিন্সের সঙ্গে স্বাভাবিক সহজ কথাবার্তা শ্রুর্ করলে যা সেকরে সবার সঙ্গেই।

'বলাই বাহন্ন্য আমি আপনার কথা জানি, খ্রবই জানি' — প্রিন্স তাকে বললেন হেসে; কিটি ব্রুল তাকে ভালে। লেগেছে প্রিন্সের, তাই আনন্দ হল তার, 'কোথায় যাবার অত তাড়া আপনার?'

'মা এখানে আছেন'— কিটির দিকে ফিরে সে বললে, 'সারা রাত তাঁর ধ্ম হয় নি, ডাক্তার বলেছেন বাইরে বেরতে। আমি তাঁর কাজ নিয়ে যাচ্ছি।' 'তাহলে এটিই পয়লা নম্বরের দেবী!' ভারেঙ্কা চলে যেতে বললেন প্রিক্স।

কিটি দেখতে পাচ্ছিল যে প্রিন্স ভারে কাকে নিয়ে হাসাহাসি করতে চান কিন্তু তা পারছেন না, কারণ ভারে কাকে তাঁর ভালো লেগেছে।

'তা এবার তোর সব বন্ধন্দের দেখা যাবে' — যোগ দিলেন প্রিন্স, 'মাদাম শ্টালকেও, যদি আমায় চিনতে তাঁর আপত্তি না থাকে।'

'ওঁকে তুমি চিনতে নাকি বাবা?' মাদাম শ্টালের উল্লেখে প্রিলেসর চোখে বিদ্রুপের শিখা জনলে উঠতে দেখে সভয়ে জিগ্যেস করলে কিটি।

'ওঁর স্বামীকে চিনতাম, ওঁকেও খানিকটা, পাইয়েটিস্টদের দলে উনি নাম লেখাবার আগে।'

'পাইয়েটিস্ট কী বাবা?' কিটি শ্বোল, শ্রীমতী শ্টালের ভেতরকার যে গ্রাবলির সে অত কদর করে, তার আবার কোনো নাম থাকতে পারে ভেবে ভয় হয়েছিল তার।

'আমি নিজেই ঠিক জানি না। শৃথের এইটুকু জানি যে স্বাকিছ্র জন্যে উনি ধন্যবাদ দেন ভগবানকে, যতকিছ্র দর্ভাগ্য ঘটেছে, স্বামী যে মারা গেল, তার জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ। হাস্যকরই দাঁড়াচ্ছে কেননা দ্ব'জনের বনিবনাও ছিল না।'

'এ কে? কী কর্ণ ম্খ!' বেণ্ডিতে উপবিষ্ট একটি অদীর্ঘদেহী রোগীকে দেখে প্রিন্স জিগোস করলেন। লোকটার পরনে বাদামী ওভারকোট. শাদা পেণ্টাল্ন যা তার মাংসহীন পায়ের হাড়ের ওপর অদ্ভূত সব ভাঁজ ফেলেছে।

ভদ্রলোক তাঁর পাতলা হয়ে আসা কোঁকড়া চুল থেকে দ্র ইয়াট খানিকটা তুললেন, দেখা দিল টুপির দর্ম অসম্স্থ-রক্তিম একটা উচ্চু কপাল। কিটি লাল হয়ে উঠে বললে, 'ইনি পেত্রভ, চিত্রকর। আর উনি তাঁর স্ত্রী' — কিটি যোগ দিলে আন্না পাভলোভনাকে দেখিয়ে। ওঁরা যখন এগিয়ে আসছিলেন ঠিক সেই সময়েই ভদ্রমহিলা যেন ইচ্ছে করেই পথ থেকে ছ্রটে গেলেন ছেলেকে আনতে।

'ক্রী কর্ণ আর কী মিডি ওঁর ম্বা!' প্রিন্স বললেন, 'তুই ওঁর কাছে গোল না যে? কী যেন উনি বলতে যাচ্ছিলেন তোকে?'

'বেশ, তাহলে যাই' -- নিদিধায় ঘ্রের এল কিটি, 'আজ কেমন আছেন?' পেগ্রভকে জিগ্যেস করল সে।

লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পেত্রভ সসংকোচে তাকালেন প্রিন্সের দিকে।

প্রিন্স বললেন, 'এটি আমার মেয়ে। আসন্ন পরিচয় করা যাক।'

মাথা নুইয়ে হাসলেন চিত্রকর, উদ্ঘাটিত হল আশ্চর্য ঝকঝকে শাদা দাঁত।

'কালকে আমরা আপনাকে আশা করেছিলাম, প্রিন্সেস' — কিটিকে তিনি বললেন।

কথাটা বলতে গিয়ে তিনি টলে উঠলেন, আর সেটার প্রনরাব্তি করে দেখাতে চাইলেন যে ওটা তাঁর ইচ্ছে করে করা।

'আমি আসব ভেবেছিলাম, কিন্তু ভারেঙ্কা বললে যে আন্না পাভলোভনা তাকে বলতে পাঠিয়েছেন যে আপনারা যাবেন না।'

'যাব না মানে?' লাল হয়ে উঠে এবং তৎক্ষণাৎ কেশে ফেলে পেত্রভ বললেন, চেয়ে চেয়ে খ্র্জতে লাগলেন স্ক্রীকে, 'আনেতা, আনেতা!' জোরে ডাকলেন তিনি, তাঁর সর্মাদা ঘাড়ে দড়ির মতো ফুটে উঠল মোটা মোটা শিরা।

আন্না পাভলোভনা কাছে এলেন।

'আমরা যাব না, এ কথা তুমি প্রিন্সেসকে বলতে পাঠিয়েছিলে কেন?' গলা ভেঙে গিয়ে উত্ত্যক্ত স্বরে ফিসফিস করলেন তিনি।

'নমস্কার, প্রিন্সেস!' আন্না পাভলোভনা বললেন একটা ভান করা হাসি হেসে, যা মোটেই তাঁর আগেকার হাসির মতো নয়। প্রিন্সকে বললেন, 'পরিচয় করে খ্ব খ্রিশ হলাম। সবাই অনেকদিন থেকে আপনাকে আশা করিছিল।'

'আমরা যাব না, এ কথা বলতে পাঠালে যে বড়ো' — আরো রেগে,

ম্পতিতই গলার ম্বর তাঁকে মানছে না, যেমনটা চেয়েছিলেন কথায় তেমন মুর ফুটছে না বলে আরো উত্তাক্ত হয়ে ভাঙা গলায় আরেকবার ফিসফিস করলেন চিত্রকর।

'ওহ্ ভগবান! আমি যে ভেবেছিলাম আমরা যাচ্ছি না' -- স্ত্রী জবাব দিলেন বিরক্তিভরে।

'কেন, যখন...' কাশি এল তাঁর, হতাশায় হাত ঝাঁকালেন। প্রিন্স টুপিটা সামান্য তুলে চলে গেলেন মেয়েকে সঙ্গে করে। 'ওহ্!' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রিন্স, 'ওহ্, কী অভাগা!'

'হ্যাঁ বাবা' কিটি বললে, 'আর জানো, ওঁর তিনটি ছেলেমেয়ে, কোনো চাকরবাকর নেই, আয়ও নেই বললেই হয়। কী খানিকটা পান একাদেমি থেকে।' চাঙ্গা হয়ে শোনাতে লাগল কিটি, তার সঙ্গে আয়া পাভলোভনার সম্পর্কের বিচিত্র পরিবর্তনের ফলে তার মধ্যে যে উত্তেজনা জেগেছিল, চেন্টা করল সেটা চাপা দিতে।

'আরে, ওই তো মাদাম শ্টাল' — কিটি বললে একটা ঠেলা গাড়ি দেখিয়ে, তাতে ছাতার নিচে ধ্সের আর নীলে জড়ানো কী একটা পড়ে ছিল বালিশে ঠেস দিয়ে।

তিনিই মাদাম শ্টাল। তাঁর পেছনে মুখ ব্যাজার করে দাঁড়িয়ে ছিল একজন ষণ্ডা গোছের জার্মান মুনিষ, যে তাঁকে ঠেলে নিয়ে যায়। পাশেই শণচুলো এক স্ইডিশ কাউণ্ট, কিটি তাকে নামে চেনে। জনকতক রোগী ঠেলাটার কাছে ঘ্রঘ্র করছে, মহিলাটিকে দেখছে যেন তিনি অস্তুত একটা ব্যাপার।

প্রিন্স এগিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। সঙ্গে সঙ্গেই কিটি তাঁর চোথে দেখতে পেল রিদ্রুপের শিখা বা তাকে বিচলিত করেছিল। প্রিন্স মাদাম শ্টালের কাছে গিয়ে কথা কইলেন চমংকার ফরাসি ভাষায় বা আজকাল খ্রব কমলোকেই বলে আর সেটা বললেন অসাধারণ সগ্রন্ধ ও স্কুমধ্বর ভঙ্গিতে।

'জানি না আমায় আপনার মনে আছে কিনা, তবে আমার কন্যার প্রতি আপনার সহৃদয়তার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব বলে আমার কথা আপনাকে মনে করিয়ে দিতে হবে।'

'প্রিন্স আলেক্সান্দর শ্যেরবাংস্কি' — মাদাম শ্টাল বললেন তাঁর স্বর্গীয় চোথ তুলে আর তাতে অসন্তোষ নজরে পড়ল কিটির, 'খ্ব খ্রিশ হলাম। আপনার মেয়েকে ভারি ভালোবেসে ফেলেছি আমি।'

'আপনার স্বাস্থ্য এখনও খারাপ যাচ্ছে?'

'হাাঁ, ওতে আমি অভ্যন্ত হয়ে গেছি' — এই বলে মাদাম শ্টাল পরিচয় করিয়ে দিলেন সূইডিশ কাউণ্টের সঙ্গে।

প্রিম্স বললেন, 'আপনি কিন্তু বদলেছেন খ্রেই কম। দশ কি এগারো বছর আপনাকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি।'

'হ্যাঁ, ঈশ্বর আমাদের ক্র্ম দেন আর বইবার শক্তিও দেন। প্রায়ই অবাক লাগে, এ জীবন লম্বা হয়ে চলেছে কিসের লক্ষ্যে?.. — ওই দিকটায়!' বিরক্তিভরে তিনি বললেন ভারে কাকে যে ঠিকমতো তাঁর পায়ে কম্বল ঢাকা দিতে পারছিল না।

'নিশ্চয় ভালো কাজ করার জন্যে' — প্রিন্স বললেন হাসি চোথে।

'সে বিচারের ভার আমাদের নয়' — প্রিন্সের মুখভাব লক্ষ্য করে মাদাম শ্টাল বললেন, 'তাহলে বইটা আমায় পাঠাচ্ছেন তো প্রিয়বর কাউণ্ট? অনেক ধন্যবাদ আপনাকে' — যুবক সুইডিশটিকে বললেন তিনি।

'এই!' কাছেই দন্ডায়মান মস্কো কর্নেলকে দেখে চে'চিয়ে উঠলেন প্রিল্স। মস্কো কর্নেল এসে জন্টল তাঁদের সঙ্গে। মাদাম শ্টালকে অভিবাদন করে মেয়ে আর কর্নেলকে নিয়ে প্রিল্স চলে গেলেন।

'এই আমাদের আভিজাত্য, প্রিন্স!' শ্লেষ করার ইচ্ছায় বললেন মন্ফো কর্নেল, তাঁর সঙ্গে মাদাম শ্টালের পরিচয় নেই বলে তাঁর ওপর কর্নেলের একটা রাগ ছিল।

'সেই একই রকম রয়ে গেছে' — প্রিন্স জবাব দিলেন।

'ওঁর অস্থের আগে আপনি ওঁকে জানতেন প্রিন্স, মানে শ্য্যাশায়ী হবার আগে?'

'হাাঁ, শ্য্যাশায়ী হন আমার সঙ্গে পরিচয় থাকার সময়েই' — প্রিন্স বললেন।

'শ্বনেছি দশ বছর উঠে দাঁড়াতে পারছেন না।'

'উঠে দাঁড়ান না কারণ পা ওঁর খাটো। গড়নটা ওঁর খ্বই কুংসিত...'
'হতে পারে না বাবা!' চে'চিয়ে উঠল কিটি।

'কুলোকে তাই বলে গো। তোর ভারে কাকে জবর সইতে হচ্ছে' — প্রিন্স যোগ করলেন, 'ওহ', ধান্য এই সব রোগী মর্যাদাবতী!'

'আহ্, না বাবা!' উত্তেজিত হয়ে আপত্তি করলে কিটি, 'ভারেৎকা ওঁকে

দেবতুল্য জ্ঞান করে। তা ছাড়া, কত ভালো কাজ করেন উনি! যাকে খ্রিশ জিগ্যোস করো না। সবাই ওঁকে আর আলিনা শ্টালকে জানে।

'তা হতে পারে' — কন্টে দিয়ে কিটির হাতে চাপ দিয়ে প্রিন্স বললেন, 'তবে ভালো কাঞ্চা এমনভাবে করাই ভালো যাতে যাকেই জিগ্যোস করা যাক কেউ জানবে না ।'

কিটি চুপ করে গেল কিছ্ই তার বলার নেই বলে নয়; বাপের কাছেও সে তার গোপন ভাবনা উদ্ঘাটিত করতে চাইছিল না। তবে আশ্চর্য ব্যাপার, পিতার দ্ভিভিঙ্গি মেনে নেবে না, তার প্ততমে তাঁকে প্রবেশ করতে দেবে না বলে কিটি যতই তৈরি হোক, মাদাম শ্টালের যে দেবোপম ম্তি সে তার প্রাণের মধ্যে বহন করে এসেছে প্রেয়া এক মাস, সেটা চিরকালের মতো অদ্শ্য হল পোশাক পরানো মন্যার্পী এক ম্তির মতো, যখন বোঝা যায় যে ওটা পোশাক। রইল শ্ব্র খর্বপদ এক নারী যে শ্রে থাকে কারণ গড়নটা তার কুৎসিত, আর নিরীহ ভারেজ্কাকে সে কণ্ট দেয় কারণ কম্বলটা সে ঠিকমতো জড়াতে পারে নি। কল্পনার কোনো প্রয়সেই আগের মাদাম শ্টালকে আর ফেরানো গেল না।

11 0611

প্রিন্স তাঁর খোশ মেজাজে সংক্রামিত করলেন তাঁর ঘরের লোকজন, চেনা-পরিচিত, এমনকি যে জার্মান বাড়িওয়ালার ওখানে তাঁরা উঠেছিলেন, তাঁকেও।

কিটির সঙ্গে প্রস্ত্রবণ থেকে ফিরে এবং কর্নেল, মারিয়া ইয়েভ্গেনিয়েভনা আর ভারে॰কাকে কফি থেতে নিমন্ত্রণ করে প্রিন্স বাগানে বাদাম গাছের তলায় টেবিল আর চেয়ারগন্লা এনে সেখানে টেবিল সাজাতে বললেন। প্রিন্সের ফুর্তিতে বাড়িওয়ালা আর চাকরবাকরেরাও চাঙ্গা হয়ে উঠল। তাঁর বদান্যতার কথা তারা জানত। আধঘণ্টা বাদে ওপরতলার বাসিন্দা, হামব্র্গের র্ম ডাক্তারও বাদাম গাছের তলে সমবেত হাসিখ্নিশ সম্স্থ র্শীদের এই দলটাকে জানলা দিয়ে দেখতে লাগল ঈর্ষাভরে। পাতাগ্রলোর কম্পমান ছোপ-ছোপ্রায়ার তলে, শাদা টেবিলক্লথের ওপর কফিপট, র্নিট, মাখন, পনির, ঠাণ্ডা ফাউল সাজানো টেবিলের কাছে বসে বেগ্ননী রিবন লাগানো টুপি পরে প্রিন্স-

20-1400

মহিষী কাপ আর মাখন মাখানো রুটি এগিয়ে দিচ্ছিলেন। প্রিন্স বর্সেছিলেন অন্যপ্রান্তে, খেতে খেতে উচ্চকণ্ঠে ফুর্তিতে কথা কইছিলেন। নিজের কাছে প্রিন্স রাখলেন তাঁর কেনা জিনিসগুলো — খোদাই করা ছোটো ছোটো বাক্স, হ,ইসিল, নানা ধরনের কাগজ-কাটা ছনুরি, যা তিনি গাদা গাদা কিনেছিলেন প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে। সেগ্নলি তিনি সবাইকে বিলি করতে লাগলেন, দাসী লিস্তেন আর গ্রুস্বামীকেও। এ'র সঙ্গে তিনি হাসি-ঠাট্রা করছিলেন তাঁর মজাদার ভূল-ভাল জার্মান ভাষায়, বোঝাচ্ছিলেন যে কিটি সেরে উঠেছে এখানকার জলের গুলে নয়, তাঁর বাডির চমংকার थाना, विरमय करत প्रान माल्यत जना। प्रवामीत त्रामी धतन-धातरात जना তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করছিলেন প্রিন্স-মহিষী, কিন্তু স্বাস্থ্যকেন্দ্রে থাকার গোটা সময়টায় তাঁর মধ্যে এত সজীবতা আর ফর্তি কখনো দেখা যায় নি। বরাবরের মতো কর্নেল হার্সছিলেন প্রিন্সের রসিকতায়। কিন্তু ইউরোপের প্রসঙ্গে, যা তিনি মন দিয়ে অধ্যয়ন করেছেন বলে ভাবতেন, তিনি পক্ষ নিলেন প্রিন্স-মহিষীর। রিসক প্রিন্স যা-কিছু, বলছিলেন তাতে হেসে কৃটিপাটি হচ্ছিলেন দয়াবতী মারিয়া ইয়েভ গেনিয়েভনা আর কিটি যা কখনও দেখে নি, প্রিন্সের রসিকতায় ভারেজ্বাও ক্ষীণ তবে সংক্রামক হাসিতে নেতিয়ে পডছিল।

এ সবেতে আনন্দ হচ্ছিল কিটির, তাহলেও দুর্নিচন্তা সে তাড়াতে পারছিল না। তার বন্ধুদের সম্পর্কে এবং যে জীবনটা সে এত ভালোবেসেছিল সে সম্পর্কে তাঁর হাসিখর্নি মতামত দিয়ে বাপ অজ্ঞাতসারে তাকে যে সমস্যায় ফেলেছিল তার সমাধান করতে পারছিল না সে। এই সমস্যার সঙ্গে যোগ হয়েছিল পেরভদের সঙ্গে তার সম্পর্কের পরিবর্তন যা আজ এত স্কুপন্ট আর অপ্রীতিকর রূপে প্রকাশ পেয়েছে। সবাই হাসিখর্নি, কিন্তু কিটি তা হতে পারছে না, এতে আরও বেড়ে উঠছিল তার যন্ত্রণা। ছেলেবেলায় যখন শান্তিম্বর্গ তাকে তার ঘরে বন্ধ করে রাখা হত আর তার কানে আসত বোনেদের উচ্ছল হাসি, তখন তার যেমন লাগত, তেমনি একটা অনুভৃতি হচ্ছিল তার।

'তা রাজ্যের এই জিনিসগ্নলো কিনলে কেন?' স্বামীকে কফির কাপ এগিয়ে দিয়ে হেসে শুখালেন প্রিন্স-মহিষী।

'মানে বেড়াতে বেরই। দোকানের কাছাকাছি হতেই পীড়াপীড়ি করে:

'এরলাউখ্ট্, এক্সসেলেন্স, ডুর্খলাউখ্ট্'।* কিন্তু ষেই 'ডুর্খলাউখ্ট্ বলে অর্মান আর পারি না, খসে যায় দশ টালার।'

'এ भारा একঘেয়ে লাগার ফলে' — প্রিন্স-মহিষী বললেন।

'একঘেরেমির ফলে তো বটেই। এত একঘেরে যে ভেবে পেতাম না কী করি।'

'একঘেয়ে লাগবে কেন প্রিন্স? জার্মানিতে এখন মন লাগার মতো জিনিস কত' — বললেন মারিয়া ইয়েভ্গেনিয়েভনা।

'হাাঁ, মন লাগার সব জিনিসই আমি জানি: প্রন স্বপ জানি, মটরশ্রটির সমেজ জানি। সবই জানা।'

'না, যাই বলনে প্রিন্স, তাদের প্রথা-প্রতিষ্ঠান খ্রবই চিন্তাকর্ষক' — বললেন কর্নেল।

'চিন্তাকর্ষক কিসে? সবাই ওরা তামার পয়সার মতো তুন্ট: সবাইকে হারিয়েছে। কিন্তু আমি তুন্ট থাকব কিসে? আমি তো কাউকে হারাই নি। শন্ধন নিজেই নিজের হাইবন্ট খনলে নিজেই রাখো দরজার বাইরে। সকালে উঠে তক্ষনি পোশাক পরে সালোঁতে যাও অখাদ্য চা খেতে। এ কি আর বাড়ির মতো! তাড়াহনুড়ো না করে ঘন্ম ভাঙল, রাগ হল কিছন একটায়, গজগজ করলাম, সন্স্থ হয়ে উঠলাম ভালোরকম, সবকিছন ভেবে দেখলাম, তাড়াহনুড়ো নেই।'

'কিন্তু সময় যে টাকা — আপনি সেটা ভূলে যাচ্ছেন' — বললেন কর্নেল। 'কোন সময়! এমন সময় আছে যখন গোটা মাসের দাম এক পয়সা, আবার এমন সময় আসে যখন কোনো টাকাতেই আধঘণ্টা সময়ও কেনা যাবে না। তাই না কিটি? কী হল তোর, অমন ব্যাজার যে?'

আমি ঠিক আছি।'

'চললেন কোথায়? বস্ক্রন আরও কিছ্কুক্ষণ' — ভারেৎকাকে বললেন প্রিন্স। 'আমায় বাড়ি যেতে হবে' — উঠে দাঁড়িয়ে ভারেৎকা বললে এবং ফের হেসে ল্বটিয়ে পড়ল।

পোশাক ঠিক করে নিয়ে সে বাড়ির ভেতর চুকল টুপি নেবার জন্য। কিটিও গেল তার পেছ্ন পেছ্ন। ভারেজ্কাকে পর্যস্ত এখন অন্যরকম লাগছে। আগে তাকে যা বলে কম্পনা করেছিল তার চেয়ে খারাপ নয়, কিন্তু অন্যরকম।

* वाद्धि, इद्भद्दत, भौदाभना (कार्मान)।

'ওহ্, অনেকদিন এমন হাসি নি' — ছাতা আর ব্যাগ নিয়ে ভারেঞ্কা বললে, 'কী স্কুন্দর লোক আপনার বাবা!'

কিটি চুপ করে রইল।

'আবার কখন দেখা হবে?' জিগ্যেস করলে ভারেঙ্কা।

'মা পেত্রভদের ওখানে যাবে ভাবছিল। আপনি থাকবেন সেখানে?' ভারেঙ্কাকে একটু বাজিয়ে দেখবার জন্য কিটি বললে।

'থাকব' — ভারেঙকা বললে, 'ওরা চলে যাবার তোড়জোড় করছে। আমি কথা দিয়েছি যে বাঁধাছাঁদায় সাহাষ্য করব।'

'তাহলে আমিও যাব।'

'না, না, আপনি কেন?'

'কেন নয়? কেন নয়? কেন নয়?' চোখ বড়ো বড়ো করে বললে কিটি ভারেঙ্কাকে যেতে না দিয়ে তার ছাতা চেপে ধরল, 'না, না, একটু দাঁড়ান, কেন নয়?'

'এমনি; আপনার বাবা এসেছেন, তা ছাড়া আপনার সামনে ওঁরা সংকোচ বোধ করেন।'

'না, আর্পান বল্বন, কেন আর্পান চান না যে পেরভদের ওখানে আমি ঘন ঘন যাই। আর্পান সেটা চান না তো? কেন?'

'আমি তো তা বলি নি' — শাস্তভাবে বললে ভারে কা।

'না, বল্বন দয়া করে!'

'সব বলব?' ভারে®কা শা্বাল।

'সব, সব!'

'বলবার বিশেষ কিছন নেই, শন্ধন এই যে মিখাইল আলেক্সেরেভিচ (এটি চিত্রকরের নাম) আগে তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাইছিলেন, কিস্তু এখন যেতে চাইছেন না' — হেন্দে বললে ভারেণ্কা।

'তারপর! তারপর!' বিষণ্ণভাবে ভারেৎকার দিকে চেয়ে কিটি তাড়া দিলে।

'মানে, কেন জানি আমা পাভলোভনা বলছিলেন যে উনি যেতে চাইছেন না কারণ আপনি এখানে আছেন। অবিশ্যি এটা বলা সঙ্গত হয় নি, কিন্তু এই নিয়ে, আপনাকে নিয়ে ঝগড়া বাধে। আর জানেনই তো, রোগীরা কেমন খিটখিটে হয়।'

কিটি আরও বেশি দ্র্কুটি করে চুপ করে রইল আর ভারেৎকা একাই

কথা করে গেল, চেণ্টা করল তাকে নরম, শান্ত করে আনতে, দেখতে পাচ্ছিল যে কিটি ফেটে পড়তে যাচ্ছে, তবে জানত না সেটা কান্নায় নাকি কথায়।

'তাই আপনার না যাওয়াই বরং ভালো... আপনি ব্বে দেখ্ন, রাগ করবেন না...'

'আমার ঠিকই হয়েছে, ঠিকই হয়েছে!' ভারেৎকার হাত থেকে ছাতাটা কেড়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি করে বললে কিটি, তাকিয়ে রইল বন্ধর চোথ এড়িয়ে। বান্ধবীর ছেলেমান্ষী রাগ থেকে হাসি পেয়েছিল ভারেৎকার, কিন্তু ভয় হল ওর মনে ঘা লাগবে।

বললে, 'ঠিক হয়েছে মানে? আমি বুঝতে পারছি না।'

'ঠিক হয়েছে কারণ এ সবই ছিল ভান, প্রাণ থেকে নয়, ভেবেচিন্তে করা। যে লোকটা আপন নয়, পর, তার জন্যে কী দায় ঠেকেছিল আমার? আর এখন দাঁড়াল যে ঝগড়ার কারণ হলাম আমি, আমাকে যা করতে বলা হয় নি, তাই আমি করেছি। এই জন্যে যে এ সবই ভান! ভান! ভান!..'

'কিন্তু কী বা এমন উদ্দেশ্য থাকতে পারে ভান করার?' আন্তে করে বললে ভারেৎকা।

'ইস, কী বোকামি, কী নোংরামি! আমার তো কোনোই দরকার ছিল না... সব ভান!' ছাতাটা খুলতে খুলতে আর বন্ধ করতে করতে কিটি বললে। 'কিস্তু কী উদ্দেশ্যে?'

'লোকের কাছে, নিজের কাছে, ঈশ্বরের কাছে নিজেকে ভালো বলে দেখাবার জন্যে, সবাইকে প্রতারিত করার জন্যে। না, এখন আর আমি ওদিকে যাচ্ছি না! খারাপ হব, কিন্তু অন্ততপক্ষে মিথ্যাচারী হব না, প্রতারক হব না!'

'প্রতারক আবার কে?' ভং সনার স্বরে বললে ভারে কা, 'আপনি এমনভাবে কথা কইছেন যেন…'

কিন্তু ক্ষিপ্ততার দমক পেয়ে বর্সেছিল কিটিকে, ভারেজ্কাকে সে কথা শেষ করতে দিলে না।

'আমি আপনার কথা বলছি না, মোটেই আপনার কথা নয়। আপনি নিখ্ত। হাাঁ, আমি জানি যে আপনি একেবারে নিখ্ত। কিন্তু কী করা যাবে যদি আমি খারাপ হয়ে থাকি? আমি খারাপ না হলে এটা ঘটত না। বেশ, আমি যা তাই হই, কিন্তু ভান করব না। আল্লা পাভলোভনাকে নিয়ে কী আমার দায়! ওরা যেমন চায় তেমনি থাকুক, আমিও থাকব যেমন

চাই। আমি তো আর অন্য লোক হয়ে যেতে পারি না... এ কিছ্রই তা নয়, তা নয়!..'

'কিন্তু কী তা নয়?' ব্ৰুকতে না পেরে জিগ্যেস করলে ভারেৎকা।

'সবকিছ্ ই তা নয়। আমি প্রাণের তাগিদে ছাড়া অন্য কোনোভাবে চলতে পারি না, আর আপনি চলেন নীতি মেনে। আমি আপনাকে ভালোবেসেছিলাম স্রেফ এর্মান, আর আপনি আমায় ভালোবেসেছেন আমাকে বাঁচাবার জন্যে, আমায় শিখিয়ে তোলবার জন্যে!'

'আপনি আমার ওপর অন্যায় করছেন' — ভারে জ্বা বললে।

'অন্যের সম্পর্কে' আমি কিছ্বই বলছি না, বলছি নিজের সম্পর্কে।' 'কিটি!' শোনা গেল মায়ের গলা, 'বাবাকে তোর প্রবালগন্নো দেখা।' বন্ধ্বর সঙ্গে মিটমাট না করে গবিতি ভঙ্গিতে কিটি টেবিলের ওপর প্রবালের বাক্সটা নিয়ে চলে গেল মায়ের কাছে।

'কী হল তোর? এত লাল হয়ে উঠেছিস?' মা-বাবা দ্ব'জনেই বলে উঠলেন একসঙ্গে।

কিটি বললে, 'ও কিছন না। আমি এখননি আসছি' — এই বলে যেখান থেকে এসেছিল, ছনটে গেল সেদিকেই।

ভাবছিল, 'এখনও ও এখানে! ভগবান, কী বলব ওকে? কী করলাম আমি, কী বললাম! কিসের জন্যে মনে ঘা দিলাম ওর? কী করি আমি? কী বলব ওকে?' এই ভেবে দরজার কাছে থেমে গেল কিটি।

র্টুপি পরে ছাতা হাতে টেবিলের কাছে বসে ছিল ভারেণ্কা, কিটি যে স্পিঙ্টা ভেঙে ফেলেছে, দেখছিল সেটাকে। মাথা তুললে সে।

'ভারেঙ্কা, ক্ষমা কর্মন আমায়, ক্ষমা কর্ম।' তার কাছে গিয়ে কিটি বললে ফিসফিসিয়ে, 'কী যে বলেছি কিছু মনে নেই আমার। আমি...'

'সত্যি, আপনার মনে দ্বঃখ দেবার কোনো ইচ্ছে আমার ছিল না' — হেসে বললে ভারেৎকা।

মিটমাট হয়ে গেল। কিন্তু যে জগংটায় কিটি দিন কাটাচ্ছিল, পিতা আসার পর বদলে গেল তার সবটাই। যা-কিছ্ সে শিখেছিল, তা সবই যে সে বর্জন করল তা নয়, কিন্তু ব্ঝতে পারল যে যা সে হতে চায় তা হতে পারবে বলে ভেবে সে আত্মপ্রতারণা করেছে। যেন সম্বিত ফিরল তার; যে উ'চুতে সে উঠতে চেয়েছিল ভান বা বড়াই না করে তাতে টিকে থাকার সমস্ত দ্রহ্তা টের পেল সে; তা ছাড়া, দ্রঃখ, ব্যাধি, ম্ত্যুর যে জগংটায় সে ছিল, অন্ভব করছিল তার সমস্ত দ্রঃসহতা, এটাকে ভালোবাসার জন্য সে যে শক্তি প্রয়োগ করেছিল, সেটা যন্ত্রণাকর লাগল তার কাছে। ইচ্ছে হল, যত তাড়াতাড়ি পারে চলে যায় তাজা হাওয়ায়, রাশিয়ায়, এগর্মশোভোতে, সেখানে ছেলেমেয়েদের নিয়ে তার দিদি চলে গেছে বলে সে জেনেছে চিঠিতে।

কিন্তু ভারে জন্য তার ভালোবাসা হ্রাস পেল না। বিদায় নেবার সময় কিটি অনুরোধ করলে সে যেন রাশিয়ায় আসে তাঁদের কাছে।

ভারে॰কা বললে, 'যাব যখন আপনি বিয়ে করবেন।'

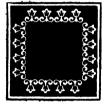
'বিয়ে আমি করব না কখনো।'

'তাহলে আমিও কখনো যাব না।'

'বেশ, তাহলে এর জন্যেই বিয়ে করব আমি। দেখবেন, যে কথা দিলেন, মনে রাখবেন!' কিটি বললে।

ডাক্তার যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা ফলল। কিটি রাশিয়ায় বাড়ি ফিরল আরোগ্যলাভ করে। আগের মতো নিশ্চিন্ত আর হাসিখাশ সে হয়ে উঠল না বটে, তবে মনের শান্তি ফিরল। মন্ফোর দ্বঃখটা শ্ব্ধ্ব স্মৃতি হয়ে রইল তার কাছে।

তৃতীয় অংশ



বিশ্রাম নিতে চাইলেন সেগে ই ইভানোভিচ কজ্ নিশেভ, সচরাচরের মতো বিদেশে না গিয়ে মে মাসে গ্রামে এলেন

মানসিক

শ্য

11 5 11

ভাইয়ের কাছে। তাঁর ধারণা, গ্রামীণ জীবনই সবচেয়ে ভালো। তিনি এখন ভাইয়ের কাছে এলেন সে জীবন উপভোগ করার জন্য। খুব খুনি হলেন কনস্তান্তিন লেভিন, সেটা আরও এই কারণে যে সে গ্রীম্মে তিনি আর নিকোলাই ভাইয়ের আশা কর্রছিলেন না। কিন্তু সেগে ই ইভানোভিচের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা সত্তেও ভাইকে নিয়ে ভেতরে ভেতরে অন্বস্থি বোধ করছিলেন কনস্তান্তিন লেভিন। গ্রামের প্রতি ভাইয়ের মনোভাব তাঁর কাছে অস্বস্থিকর এমনকি অপ্রীতিকরই ঠেকেছিল। কনস্তান্তিন লেভিনের কাছে গ্রাম হল জীবনধারণের জায়গা, অর্থাৎ আনন্দ, দুঃখ, শ্রমের ভূমি; সের্গেই ইভানোভিচের কাছে গ্রাম একদিকে হল খাটুনি থেকে বিশ্রাম, অন্যদিকে বিক্লতির হিতকর বিষনাশক ওয়ায় যা তিনি সানন্দে এবং তার উপকারিতার চেতনা নিয়ে সেবন করতে লাগলেন। কনস্তান্তিন লেভিনের কাছে গ্রাম এই জন্য ভালো যে তা হল সন্দেহাতীত উপকারী শ্রমের আশ্রয়: সেগেই ইভানোভিচের কাছে তা খুবই ভালো কারণ সেথানে কিছুই না করে থাকা যায় ও থাকা উচিত। তা ছাডা জনগণের প্রতি সেগেই ইভানোভিচের মনোভাব খানিকটা মোচড দিচ্ছিল কনস্তান্তিনকে। সেগে ই ইভানোভিচ বলতেন যে তিনি চাষীদের ভালোবাসেন এবং তাদের চেনেন. প্রায়ই আলাপ করতেন তাদের সঙ্গে আর ভান বা ঢং না করে সেটা তিনি করতে

পারতেন ভালোই এবং এইরকম প্রতিটি আলাপ থেকে তিনি চাষীদের প্রশংসা করা এবং তিনি যে তাদের ভালো চেনেন তা প্রমাণের মতো সাধারণ তথ্যাদি আহরণ করতেন। চাষীদের সম্পর্কে এই মনোভাব কনস্তান্তিন লেভিনের ভালো লাগে নি। কনস্তান্তিনের কাছে চাষীরা হল শুধু সাধারণ মেহনতে প্রধান শরিক। চাষীদের প্রতি সমস্ত শ্রদ্ধা এবং একটা রক্তের টান. যা নিশ্চয় তিনি তাঁর ধাই-মা'র দুধে খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছেন বলে তিনি নিজেই বললেন, এ সত্তেও, সাধারণ কর্মকান্ডের শরিক হিশেবে এই সব লোকেদের শক্তি, নম্রতা. ন্যায়বোধ দেখে মাঝে মাঝে উচ্ছবসিত হলেও সাধারণ কাজটায় যখন অন্য গুণের প্রয়োজন পড়ত, তখন চাষীদের ওপর তিনি চটে উঠতেন তাদের ঔদাসীনা, আলসেমি, মাতলামি, মিথ্যাবাদিতার জন্য। কনস্তান্তিন লোভনকে যদি কেউ জিগ্যেস করত চাষীদের তিনি ভালোবাসেন কিনা, তাহলে নিশ্চয় তিনি ভেবে পেতেন না কী উত্তর দেবেন। চাষীদের, যেমন সাধারণভাবে সমস্ত লোকেদের তিনি ভালোবাসতেনও বটে, আবার বাসতেনও না। বলাই বাহ,লা, সহদর মান,ষ হিশেবে লোকেদের তিনি ভালো না বাসার চেয়ে ভালোই বাসতেন বেশি, চাষীদের বেলাতেও তাই। কিন্তু বিশেষ একটা ব্যাপার হিশেবে চাষীদের ভালোবাসা বা না বাসা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ চাষীদের সঙ্গে তিনি শুধু দিনই কাটাতেন না, তাঁর সমস্ত আগ্রহ চাষীদের সঙ্গে জড়িত ছিল শুধু তাই নয়, নিজেকে তিনি চাষীদেরই একাংশ বলে মনে করতেন, নিজের এবং চাষীদের মধ্যে বিশেষ কোনো গুল বা বুটি তাঁর চোখে পড়ত না, নিজেকে দাঁড় করাতে পারতেন না চাষীদের বিপরীতে। তা ছাডা মনিব, মধ্যস্থ, আর সবচেয়ে বড়ো কথা, পরামশ্দাতা হিশেবে (চাষীরা তাঁকে বিশ্বাস করত, তাঁর পরামশ্ নেবার জন্য তাঁর কাছে আসত ভাস্ট চল্লিশেক পথ ভেঙে) তিনি চাষীদের সঙ্গে অতি নিকট সম্পর্কে দীর্ঘ দিন কাটালেও তাদের সম্পর্কে তাঁর কোনো সর্নেদি ফ মতামত ছিল না এবং চাষীদের তিনি জানেন কিনা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে চাষীদের তিনি ভালোবাসেন কিনা প্রশ্নটার মতোই সমান মুশকিলে পড়তেন। চাষীদের তিনি চেনেন বলা আর লোকেদের তিনি চেনেন বলা তাঁর কাছে একই কথা। সব ধরনের লোকেদেরই তিনি অনবরত পর্যবেক্ষণ করতেন, আবিষ্কার করতেন, চাষাভ্রেষা লোকেরাও তার অন্তর্গতি, এদের তিনি মনে করতেন ভালো লোক, মনোগ্রাহী লোক, অবিরাম তাদের মধ্যে নতন নতন দিক লক্ষ্য করতেন, তাদের সম্পর্কে নিজের পুরনো

মত বদলে পেশছতেন নতুন মতে। সেগেই ইভানোভিচ ছিলেন উলটো।
যে জীবনটা তিনি ভালোবাসতেন না তার বিপরীতে যেমন তিনি
ভালোবাসতেন ও তারিফ করতেন গ্রাম্য জীবনের ঠিক তেমনি যে শ্রেণীর
লোককে তিনি ভালোবাসতেন না, তাদের বিপরীতেই তিনি ভালোবাসতেন
চাষীদের এবং ঠিক তেমনি চাষীদের তিনি জানতেন লোকসাধারণের
বিপরীত হিশেবে। তাঁর প্রণালীবদ্ধ মানসে পরিষ্কার দানা বেংধছিল
কৃষকজীবনের স্ক্নিদিশ্ট কতকগ্নিল রূপ যা অংশত খাস কৃষকজীবন
থেকেই নেওয়া, কিন্তু প্রধানত তাব বিপরীতটা থেকে। চাষীদের সম্পর্কে
নিজের মতামত এবং তাদের প্রতি তাঁর সহান্তুতিশীল মনোভাব তিনি

চাষীদের ব্যাপারে দ্বই ভাইয়ের মতভেদ ঘটলে সের্গেই ইভানোভিচ সর্বদাই ভাইকে পরাজিত করতেন ঠিক এই জন্য যে চাষীদের, তাদের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য, র্বাচ সম্পর্কে তাঁর ছিল স্বানিদিষ্ট সব ধারণা; কনস্তান্তিন লোভিনের কিন্তু স্বানিদিষ্ট ও অপরিবার্তিত কোনো ধারণা ছিল না, ফলে তর্কগবলোয় সর্বদাই তিনি ধরা পড়তেন তাঁর স্ববিরোধে।

সের্গেই ইভানোভিচের কাছে তাঁর ছোটো ভাই থাশা ছেলে, হৃদয়টা বসানো আছে ভালোই (কথাটা বলতেন তিনি ফরাসিতে), কিন্তু ব্রন্ধিটা বেশ ক্ষিপ্র হলেও তাৎক্ষণিক ধারণার বশবতাঁ, স্বতরাং স্ববিরোধে ভরা। বড়ো ভাই মাঝে মাঝে কৃপা করে লেভিনকে ব্যাপার-স্যাপারের তাৎপর্য ব্রঝিয়ে দিতেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে তর্ক করে তৃপ্তি পেতেন না, কেননা লেভিন হেরে যেতেন বড়ো বেশি সহজেই।

কনস্তান্তিন লেভিন তাঁর দাদাকে মনে করতেন অতি মেধাবী ও শিক্ষিত একজন লোক, সর্বাধিক মাগ্রায় উচ্চমনা, সাধারণের কল্যাণে ক্রিয়াকলাপ চালাতে পারার কৃতিত্ব আছে। কিন্তু যতই তাঁর বয়স হচ্ছে আর দাদাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানছেন ততই মনের গভীরে কেবলই তাঁর ধারণা হতে লাগল যে সাধারণের কল্যাণে ক্রিয়াকলাপ চালাতে পারার এই যে কৃতিত্বটা লেভিনের মোটেই নেই বলে তিনি টের পান, সেটা হয়ত-বা গ্লণ নয়, বরং উলটো, শ্লভ, সাধ্র, উন্নত বাসনার ঘাটতি সেটা নয়, জীবনশক্তির ঘাটতি, সেইটের ঘাটতি যাকে বলা হয় হদয়, সেই আকাজ্কার ঘাটতি যা জীবনের অসংখ্য পথের মধ্যে থেকে কেবল একটাকে বেছে নিতে, সেই একটাকেই চাইতে বাধ্য

করে। ভাইকে লেভিন যত বেশি করে জানলেন, ততই লক্ষ্য করলেন যে সের্গেই ইভানোভিচ এবং সাধারণ কল্যাণের অন্যান্য বহু কর্মী সাধারণ কল্যাণের জন্য এই ভালোবাসায় উপনীত হয়েছেন প্রাণের তাগিদে নয়, বৃদ্ধি দিয়ে ভেবে দেখেছেন যে এ কাজে লিপ্ত হওয়া ভালো, তাই লিপ্ত হয়েছেন। লেভিনের এই অনুমান আরও দঢ়ে হল এই দেখে যে একদফা দাবা খেলা কিংবা নতুন একটা যলের বৃদ্ধিমান কারিগরির চেয়ে সাধারণ কল্যাণ আর আত্মার অমরতার প্রশ্নটা তাঁর হদয়কে এতটুকু বেশি স্পর্শ করে না।

তা ছাড়া গাঁয়ে ভাইয়ের সঙ্গে থাকতে কনস্তান্তিন লেভিনের অস্বস্থি হচ্ছিল আরও এই জন্য যে গাঁয়ে, বিশেষ করে গ্রীন্মে, লেভিনকে অনবরত চাষবাস নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হত আর যেমনটা দরকার সবকিছ্ সেভাবে ঢেলে সাজার পক্ষে গ্রীন্মের লম্বা দিনগ্ললোতেও কুলোচ্ছিল না. অথচ সের্গেই ইভানোভিচ বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি বিশ্রাম নিলেও, অর্থাৎ নিজের রচনা নিয়ে না খাটলেও মার্নাসক কর্মে তিনি এত অভ্যস্ত যে মাথায় যে চিন্তাটা এসেছে সেটাকে একটা স্কুদর সংক্ষিপ্ত রূপ দিয়ে প্রকাশ করতে তিনি ভালোবাসতেন এবং ভালোবাসতেন কেউ তাঁর কথা শ্বন্ক। আর সবচেয়ে সাধারণ স্বাভাবিক শ্রোতা তো হবে তাঁর ভাই। এবং তাই তাঁদের সম্পর্কের সোহাদ্যপূর্ণ সহজতা সত্ত্বেও দাদাকে একলা রেখে যেতে কনস্তান্তিনের অস্বস্থি হত। সের্গেই ইভানোভিচ ভালোবাসতেন ঘাসের ওপর শ্বুয়ে থাকতে, শ্বুধুই শ্বুয়ে থেকে রোদ পোয়াতে পোয়াতে অলস বকবকানি চালিয়ে যেতে।

ভাইকে বলতেন, 'তুই ভাবতে পার্রাব না এই নবাবী আলসেমিতে আমার কী আরাম। মাথায় একটা চিস্তাও নেই। একেবারে ফাঁকা বেলুন।'

কিন্তু বসে বসে তাঁর কথা শ্নতে ব্যাজার লাগত কনস্তান্তিন লেভিনের, বিশেষ করে এই জন্য যে তিনি না থাকলে লোকগন্লো গোবর-সার নিয়ে যাবে তৈরি না হয়ে ওঠা ক্ষেতে আর নজর না রাখলে যেমন-তেমন করে কোথায় যে ফেলবে, খোদাই জানেন। কালটিভেটারের রেডগন্লো ক্য্-আঁটা করে আঁটবে না, খ্লে ফেলবে, বলবে এগন্লো সব বাজে খেয়াল, এ কি আর্র আমাদের সেই সাবেকী লাঙল?

সেগেই ইভানোভিচ তাঁকে বলতেন, 'খনুব হয়েছে তোর রোদে রোদে ঘোরা।'

'না, আমায় শন্ধন এক মিনিটের জন্যে সেরেস্তায় যেতে হবে' — বলে লেভিন ছনটে যেতেন ক্ষেতে।

แรแ

জনের প্রথম দিকে লেভিনের ধাই-মা এবং হিসাবরক্ষক আগাফিয়া মিখাইলোভনা এক বয়াম ব্যাঙের ছাতা সদ্য নুনে জারিয়ে মাটির তলাকার কুঠরিতে নিয়ে যেতে গিয়ে পিছলে পড়ে কব্জি ভাঙলেন। এলেন জেমস্তুভোর ডাক্তার, সবে কোর্স শেষ করা বকবকুনে একটি ছাত্র। হাত দেখে বললেন যে ভাঙে নি. কমপ্রেস দিলেন, রয়ে গেলেন দ্বিপ্রাহরিক আহারের জন্য, বোঝা যায় নামকরা সেগেই ইভানোভিচের সঙ্গে আলাপে তিনি জমে গিয়েছিলেন. এবং নানা ব্যাপারে নিজের আলোকপ্রাপ্ত মতামত তাঁকে জানাবার জন্য সমস্ত স্থানীয় লোকনিন্দাগ্মলি আওড়ালেন, আর অভিযোগ করলেন যে জেমস্ত্রভোর ব্যাপার-স্যাপার খুবই খারাপ। সেগেই ইভানোভিচ মন দিয়ে শুনলেন, জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, নতুন শ্রোতা পেয়ে চাঙ্গা হয়ে কথা কয়ে **शालन, जवार्थ व्यवः विकास मन्त्रा मन्त्रा करालन करायको, यात ममन्त्रम माना** দিলেন তরুণ ডাক্তার, মেজাজ তাঁর হয়ে উঠল তেমনি শরিফ যা লেভিনের পরিচিত, চমংকার উৎসাহিত কথোপকথনের পর সাধারণত তাঁর এই হয়। ডাক্তার চলে যাবার পর সেগেইি ইভানোভিচ ছিপ নিয়ে নদীতে যাবার বাসনা প্রকাশ করলেন। মাছ ধরতে ভালোবাসতেন তিনি আর এমন একটা নিবেশি কাজ যে তিনি ভালোবাসতে পারেন, তাতে যেন তাঁর গর্বই হত। ক্ষেতে এবং ছেসো মাঠে যাবার দরকার ছিল কনস্তান্তিন লেভিনের. ভাইকে তিনি তাঁর ছোটো গাড়িটায় করে পেণছে দেবার জন্য ডাকলেন।

তথন সেইরকম একটা সময়, গ্রীষ্ম-শরতের সন্ধিকাল, যখন বর্তমান বছরের ফসলের ভাগা স্থিরীকৃত হয়ে গেছে, যখন শর্র হচ্ছে সামনের বছরের বপনের জন্য যক্ন, এগিয়ে এসেছে ঘাস কাটার সময়, যখন মঞ্জরি ধরেছে রাই গাছে, তখনও হালকা, ধ্সর-সব্জ সে মঞ্জরি আন্দোলিত হয় বাতাসে, যখন মাঝে মাঝে হলদেটে ঘাসের ঝোপ নিয়ে দেরিতে চ্যা মাঠে অসমান হয়ে ছড়িরে পড়ে সব্জ ওট, যখন মাটি ঢেকে ফেলে আগে আগে ফলা বাকহ্ইটের কোরকোদ্গম হয়ে গেছে, যখন লাঙলের ফাল না বসা পথগ্রলো
ছেড়ে দিয়ে গর্ন চরে চরে শক্ত হয়ে ওঠা পতিত জমিগ্রলোর অর্ধেকে হাল
পড়েছে; যখন প্রতিদিন উষায় মাঠে ডাঁই করে রাখা শ্রকিয়ে ওঠা গোবরসারের গন্ধ মেশে মধ্গদ্ধী ঘাসের সৌরভের সঙ্গে আর নাবালে কাস্তের
অপেক্ষায় অটুট সম্দ্রের মতো পড়ে থাকে ঘেসো মাঠ যার এখানে ওখানে
কালো হয়ে ওঠা আগাছা নিড়ানো সরেল শাকের স্ক্রপ।

এটা সেই সময় যখন প্রতি বছরে প্রনরাব্ত এবং প্রতি বছরে চাষীদের সমস্ত শক্তি দাবি করা ফসল তোলার আগে গাঁয়ের কাজে সামান্য বিরতি দেখা দেয়। ফসল হয়েছিল চমংকার, ঝকঝকে গরম গ্রীম্মের দিন, শিশির ঝরা ছোট রাত।

ঘেসো মাঠটায় পো ছবার জন্য দু ভাইকে যেতে হয় বনের মধ্যে দিয়ে। পল্লবে ছাওয়া বনটার সোন্দর্যে সর্বক্ষণ মুদ্ধ হয়ে থাকছিলেন সেগেই ইভানোভিচ, ভাইকে কখনো দেখাচ্ছিলেন ফল ফোটার জন্য তৈরি হয়ে ওঠা. হল্মদ উপপত্রে চিত্রবিচিত্র, ছায়ার দিকটায় কালো রঙের কোনো একটা বুড়ো লাইম, কখনো গাছের এই বছরে গজানো, পান্নায় ঝলমলে কচি ডাল। প্রকৃতির সোন্দর্যের কথা বলতে বা শুনতে কনস্তান্তিন লেভিন ভালোবাসতেন না। যা তিনি দেখলেন তার সৌন্দর্য তাঁর কাছে লোপ পায় কথায়। দাদার বক্তব্যে তিনি সায় দিচ্ছিলেন বটে, কিন্তু আপনা থেকে তাঁর মন চলে গিয়েছিল অন্য দিকে। বন পেরিয়ে আসার পর তাঁর সমস্ত মনোযোগ গ্রাস করে নিল ঢিবির ওপর ফেলে রাখা একটা মাঠের দুশ্য, তার কোনো জায়গা ঘাসে হল্মদ, কোনো জায়গা দলিত, চৌখ্মপি-মারা, কোথাও সারের ডাঁই, কোথাও হাল দেওয়া। সারি দিয়ে গাড়ি যাচ্ছিল মাঠে। গাড়িগুলো গুনুনলেন লেভিন, যতটা সার দরকার তা সবই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে वर्ल थानि राजन। पारमा माठे एमरथ मन जाँत हरन राजन विहानि काहोत প্রদেন। বিচালি তোলায় তিনি একটা বিশেষ উত্তেজনা বোধ করতেন সর্বদাই। ঘেসো মাঠটার কাছে গিয়ে লেভিন ঘোডা থামালেন।

ঘন ঘাসের তলে তলে প্রভাতী শিশির থেকে গিয়েছিল তখনো। পা যাতে না ভেজে তার জন্য সের্গেই ইভানোভিচ ভাইকে বললেন তাঁর গাড়িন করে মাঠ দিয়ে তাঁকে সেই উইলো ঝোপটায় পেণছৈ দিতে যেখানে পার্চ মাছ খায় ভালো। নিজের ঘাসগুলো ধামসাতে কনস্তান্তিন লেভিনের খুবই কণ্ট হলেও তিনি মাঠে গাড়ি হাঁকালেন। চাকা আর ঘোড়ার পায়ের কাছে জড়িয়ে যেতে লাগল লম্বা লম্বা ঘাস, ভেজা স্পোক আর ধ্রায় লেগে থাকছিল তাদের বিচি।

ঝোপের নিচে বসে ছিপ ঠিকঠাক করতে লাগলেন দাদা আর লেভিন ঘোড়াকে খ্লে নিয়ে গিয়ে বে'ধে রাখলেন গাছের সঙ্গে, তারপর নামলেন বাতাসে নিশ্চল ঘাসের বিশাল ধ্সর-সব্জ সম্দ্রে। জলো জায়গাগ্লোয় পাকস্ত বিচি ভরা ঘাস প্রায় কোমর সমান।

মাঠটা আড়াআড়ি পার হয়ে লেভিন রাস্তায় উঠলেন, দেখা হল চোখ-ফুলো একটা লোকের সঙ্গে, মৌমাছির চাক নিয়ে যাচ্ছিল সে।

লেভিন জিগ্যেস করলেন, 'কী ফোমিচ? ধরলে নাকি?'

'কোথায় আর ধরি কনস্তান্তিন মিগ্রিচ! নিজেরগর্বলা সামলে রাখতে পারলেই বাঁচি... এই দ্বিতীয়বার পালিয়েছিল। ছোঁড়াগর্বলাকে বলিহারি, ঘোড়া ছর্টিয়ে যায়। ঐ যে আপনার এথানে লাঙল দেয় যারা। ঘোড়া খ্বলে গিয়ে পাল্লা ধরে...'

'তা কী বলছ ফোমিচ। ঘাস কাটতে লাগব নাকি স্বার করব?'

'কী আর বলি! আমরা তো সেণ্ট পিটার পরব পর্যস্ত সব্বর করি। আপনি কিন্তু বরাবর আগে শ্বর্ করেন। তা দেখন, ভগবান দেবেন, ঘাস তো খাশা। গর্-ঘোড়া খেয়ে বাঁচবে।'

'কিন্তু আবহাওয়া কেমন হবে বলে ভাবছ?'

'সে ভগবানের হাত। আবহাওয়াও হয়ত ভালো থাকবে।'

ভাইয়ের কাছে এলেন লেভিন। মাছ মেলে নি, কিন্তু তাতে কিছ্ব এসে বায় নি সেগেই ইভানোভিচের, বেশ ফুর্তির মেজাজেই আছেন বলে মনে হল। লেভিন দেখতে পাচ্ছিলেন যে ডাক্তারের সঙ্গে আলাপটা তাঁকে চাগিয়ে তুলেছে, কথা কইবার ঝোঁক এসেছে তাঁর। লেভিন কিন্তু চাইছিলেন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে, যাতে পরের দিন ঘেস্বড়েদের ডাকার হ্বুম দিয়ে ঘাস কাটা নিয়ে যে সন্দেহটা তাঁকে খ্বই ভাবাচ্ছিল সেটা চুকিয়ে দেন।

বললেন, 'তাহলে যাওয়া যাক।'

'এত তাড়া কিসের? খানিক বসে থাকি না কেন? তবে জবর ভিজেছিস বটে! মাছ না মিললেও বেশ লাগছে। সমস্ত রকমের শিকারই ভালো, কেননা ব্যাপারটা প্রকৃতি নিয়ে। দ্যাথ কী স্কের এই ইস্পাতের মতো জলটা!' উনি বললেন, 'আর ঘাসে ভরা এই তীর' — বলে চললেন উনি, 'সর্বদাই আমায় মনে করিয়ে দেয় ওই ধাঁধাটার কথা। জানিস তো? ঘাস বলছে জলকে: আর আমরা টলছি, কেবলই টলছি...'

'ও ধাঁধা আমি জানি না' — মনমরার মতো জবাব দিলেন লেভিন।

n o n

সেগেই ইভানোভিচ বললেন, 'শোন, আমি তোর কথা ভাবছিলাম। ডাক্তারটি আমায় যা বললে, তাতে তোদের উয়েজ্দে যা ঘটছে সে যে স্ছিউছাড়া ব্যাপার; ছোকরার বেশ ব্রিদ্ধশ্বিদ্ধ আছে। আমি তোকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি: তুই যে সভায় যাস না এবং সাধারণভাবেই জেমস্ত্ভোর ব্যাপার-স্যাপার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছিস, এটা খারাপ। সং লোকেরা যদি সরে যায়, তাহলে তো বলাই বাহ্ল্যা, ভগবানই জানেন কী দাঁড়াবে। আমরা টাকা দিচ্ছি, তা যাচ্ছে মাইনেতে. অথচ ইশকুল নেই, সহকারী ডাক্তার নেই, ধাই নেই, ওয়্বধের দোকান নেই, কিছুই নেই।'

'আমি তো চেষ্টা করেছিলাম' — মৃদ্বস্বরে অনিচ্ছাভরে লেভিন বললেন, 'পারি না! কী করা যাবে!'

'পারিস না কেন? সত্যি বলছি আমি ব্রবি না। উদাসীনতা, অকর্মণ্যতার কথা আমি মানি না; সত্যিই কি তবে নেহাৎ আলস্য?'

'ওর কোনোটাই নয়। আমি চেণ্টা করেছিলাম, দেখলাম কিছ্ই করতে পারি না' — লেভিন বললেন।

দাদা যা বলছিলেন তাতে বিশেষ মন যাচ্ছিল না লেভিনের। নদীর ওপারে খেতের দিকে ভালো করে তাকিয়ে তিনি কালোমতো কী একটা লক্ষ্য করলেন, কিন্তু ধরতে পারছিলেন না সেটা ঘোড়া. নাকি ঘোড়ার পিঠে গোমস্তা।

'কেন তুই কিছ্ম করতে পারিস না? চেণ্টা করে দেখলি, তোর মতে হল না, আর তুইও অমনি হাল ছেড়ে দিলি। আত্মসম্মান নেই তোর?'

'আত্মসম্মান' — দাদার কথায় মর্মাহত লেভিন বললেন, 'আমি ব্রুবতে পারছি না। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমায় যদি কথনো বলা হত যে সমাকলন অংক অন্যেরা বোঝে আমি বর্নঝ না, সেটা হত আত্মসম্মানের ব্যাপার। কিন্তু এক্ষেত্রে এ সব কাজের খানিকটা সামর্থ্য আছে এবং বড়ো কথা, কাজগর্লো অতি জর্মরি, সর্বাগ্রে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার।' 'কী বলছিস! ওটা কি জর্বার নয়?' তিনি যা নিয়ে ভাবিত সেটা যে ভাইয়ের কাছে গ্রেছহীন মনে হচ্ছে এবং বিশেষ করে ভাই যে স্পণ্টতই তাঁর কথা প্রায় শ্রনছেও না. এতে আহত হয়ে বললেন সেগেই ইভানোভিচ।

'আমার কাছে জর্নর বলে মনে হয় না। আমাকে স্পর্শ করে না, কী করা যাবে?..' লেভিন বললেন এবং ধরতে পারলেন যে তিনি যাকে দেখেছিলেন সে তাঁর গোমস্তা এবং নিশ্চয় হাল দেওয়া থেকে চাষীদের সে ছেড়ে দিছে। লাঙল উলটে ধরছে তারা। হাল দেওয়া শেষ হয়ে গেল নাকি?' মনে মনে ভাবলেন তিনি।

'কিন্তু শোন' — স্কুমার ব্দ্ধিমান ম্খখানায় প্র্কৃটি ফুটিয়ে দাদা বললেন, 'সবকিছ্রই একটা সীমা আছে। খাপছাড়া, অকপট লোক হওয়া, মিথ্যে ভালো না বাসা খ্রই ভালো — এ সবই আমি জানি; কিন্তু তুই যা বলছিস তার হয় কোনো অর্থ নেই নয় অর্থটা খ্রই খারাপ। এটাকে তুই কী করে গ্রুত্থীন বলে ভাবতে পারিস যখন যে চাষীদের তুই ভালোবাসিস বলছিস...'

'কখনো আমি তা বলি নি' — মনে মনে ভাবলেন কনস্তান্তিন লেভিন।

'...তারা মরছে কোনো সাহায্য না পেয়ে। বিটকেলে মাগীদের হাতে মারা যাচ্ছে শিশ্বরা, চাষীরা অজ্ঞতার মধ্যে পড়ে থাকছে, তাদের ওপর মাতব্বরি করছে যতরাজ্যের কলমবাজ, অথচ তোর হাতে রয়েছে সাহায্য করার উপায়, কিন্তু করছিস না, কারণ তোর মতে ওটা গ্রেড্বপূর্ণ নয়।'

সের্গেই ইভানোভিচ এই বিকল্প রাখলেন: 'হয় তুই এতই অপরিণত যে তুই যা করতে পারিস সেটা তোর চোখে পড়ছে না, নয় তা করার জন্যে নিজের শান্তি, গুমোর, জানি না কী, বিসর্জন দিতে চাস না।'

কনস্তান্তিন লেভিন টের পেলেন যে এখন তাঁর পক্ষে খোলা আছে শ্ব্ধ্ দ্বটি পথ: হল দাদার কথায় সায় দেওয়া, নয় মেনে নেওয়া যে সাধারণ কল্যাণের জন্য তার ভালোবাসা কম। এটা তাঁকে অপমানিত ও দ্বংখিত করল।

দ্টেভাবে বললেন, 'এটাও বটে, ওটাও বটে। আমি দেখতে পাচ্ছি না কী করে সম্ভব হত...'

'সে কী? টাকার ভালো বিলি-ব্যবস্থা করে চিকিৎসায় সাহায্য দেওয়া যেত না?' 'আমার মনে হয়, যেত না... বসস্তের বান, শীতের বরফ-ঝড়, চাষের মরশ্ম নিয়ে আমাদের উয়েজ্দের চার হাজার বর্গ ভাস্ট এলাকায় সবখানে চিকিৎসা-সাহায্যের সম্ভাবনা আমি দেখছি না। তা ছাড়া ওব্র্ধপত্রে আমার বিশ্বাসও নেই।'

'নে, খ্ব হয়েছে, এটা অন্যায়... আমি তোকে হাজারটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি... কিন্তু ইশকুল?'

'ইশকুল কী হবে?'

'কী বলছিস তুই? শিক্ষার উপকারিতা নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে কি? শিক্ষা যদি তোর পক্ষে ভালো হয়, তাহলে সবার পক্ষেই ভালো।'

কনস্তান্তিন লোভন টের পাচ্ছিলেন যে নৈতিক দিক থেকে তিনি কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন, তাই উর্ত্তোজিত হয়ে সামাজিক কল্যাণের জন্য তাঁর উদাসীনতার প্রধান কারণটা বলে ফেললেন।

'সম্ভবত এ সবই বেশ ভালো, কিন্তু কেন আমি ব্যস্ত হব চিকিৎসা-কেন্দ্র খোলা নিয়ে যখন কখনো আমি তা ব্যবহার করব না, ইশকুল — নিজের ছেলেমেয়েদের আমি পাঠাব না যেখানে, চাষীরাও যেখানে পাঠাতে চায় না তাদের ছেলেমেয়েদের, আর পাঠানো যে দরকার তেমন একটা দ্ঢ় বিশ্বাস আমার এখনো নেই' — লেভিন বললেন।

এই অপ্রত্যাশিত আপত্তি মৃহ্তের জন্য বিস্মিত করল সের্গেই ইভানোভিচকে। তবে তক্ষ্বনি তিনি আক্রমণের নতুন পরিকল্পনা ফাঁদলেন। চুপ করে রইলেন তিনি, একটা ছিপ তুলে আবার সেটা ফেললেন, হেসে

ভাইকে বললেন:

'নে, তবে বলি... প্রথমত চিকিৎসা-কেন্দ্রের দরকার ছিল। এই তো
আমরা আগাফিয়া মিখাইলোভনার জন্যে জেমস্ত্রভোর ডাক্তারকে ডাকলাম।'

'তবে আমার ধারণা, হাত বাঁকাই থেকে যাবে।'

'সেটা এখনো স্নিশ্চিত নয়… তারপর সাক্ষর চাষী, ম্নিষ যে তোর বেশি দরকার, বেশি কাজের।'

'উ'হ্ব, যাকে খ্রশি জিগ্যেস করো' — দ্রুভাবে বললেন কনস্তান্তিন লেভিন, 'ম্বনিষ হিশেবে সাক্ষরেরা অনেক খারাপ। রাস্তা মেরামত করবে না তারা; সাঁকো বানানো মাত্র তার কাঠ চুরি যাবে।'

'তবে' — মুখ হাঁড়ি করে বললেন সেগেই ইভানোভিচ, বিরোধিতা

সইতে পারতেন না তিনি, বিশেষ করে এমন বিরোধিতা যা ক্রমাগত সরে যাচ্ছে একটা থেকে আরেকটায়, কোনো সম্পর্ক না রেখে হাজির করছে নতুন যুক্তি, ফলে বোঝাই যায় না কোনটার জবাব দিতে হবে, 'তবে ওটা কোনো কথা নয়। শোন বলি। শিক্ষা যে জনগণের পক্ষে কল্যাণকর সেটা তই স্বীকার করিস কি?'

'করি' -— ঝট করে বলে বসলেন লেভিন এবং তক্ষ্মনি ব্রুলেন যে তিনি যা ভাবেন সেটা বলা হল না। তিনি টের পেলেন যে এটা স্বীকার করলে তাঁকে দেখিয়ে দেওয়া হবে যে তিনি বাজে কথা বলছেন যার কোনো অর্থ হয় না। কী করে দেখিয়ে দেওয়া হবে সেটা তিনি জানতেন না, কিস্তু এটা জানতেন যে নিঃসন্দেহে য্বিক্তয্বক্ত র্পেই তা দেখানো হবে এবং তার অপেক্ষায় রইলেন তিনি।

যা তিনি আশা করেছিলেন যুক্তিটা এল তার চেয়ে অনেক সহজভাবে। সেগেই ইভানোভিচ বললেন, 'এটাকে তুই কল্যাণ বলে যদি মানিস, তাহলে সং লোক হিশেবে তুই ও কাজটাকে ভালো না বেসে, তার প্রতি সহান্ভৃতি পোষণ না করে, স্তরাং তার জন্যে খাটতে ইচ্ছ্বক না হয়ে পারিস না।'

'কিন্তু আমি এখন্ও মানছি না যে কাজটা ভালো' — লাল হয়ে বললেন কনস্তান্তিন লেভিন।

'সেকি? তুই যে এক্ষ্মনি বললি...'

'মানে, আমি ওটাকে ভালো বলেও মানি না, সম্ভবও মনে করি না।'

'চেষ্টা না করে দেখলে সেটা তো জানা সম্ভব নয়।'

'তা ধরে নিচ্ছি' — লেভিন বললেন যদিও মোটেই তা ধরে নিচ্ছিলেন না. 'ধরে নিচ্ছি নয় তাই; তাহলেও আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন ও নিয়ে আমি মাথা ঘামাব।'

'কেন মানে?'

'না, এ নিয়ে যখন কথাই উঠল, তাহলে আমাকে দার্শনিক দৃণ্টিকোণ থেকে বৃঝিয়ে দাও' — লেভিন বললেন।

'এখানে দর্শন আসে কোথা থেকে আমি ব্রিঝ না' — সের্গেই ইভানোভিচ বললেন এমন স্বরে যাতে লেভিনের মনে হল যেন দর্শন নিয়ে কথা বলার অধিকার তিনি ভাইকে দিতে চান না। সেটা চটিয়ে দিল লেভিনকে। উত্তেজিত হয়ে তিনি বললেন, 'এই জন্যে! আমি মনে করি যে যতই বলো আমাদের সমস্ত কিয়াকলাপের চালিকা হল ব্যক্তিগত স্থা। এখন জেমস্ত্র্ভো প্রতিষ্ঠানটা অভিজাত হিশেবে আমার কোনো কল্যাণে লাগছে তা আমি কিছ্ই দেখতে পাচ্ছি না। রাস্ত্রাগ্র্লো ভালো হয় নি এবং হতেও পারে না; খারাপ রাস্তাতেও আমার ঘোড়াগ্র্লো বয়ে নিয়ে যাবে আমায়। ভাক্তার, চিকিৎসা-কেন্দ্রে আমার দরকার নেই, সালিশ আদালত আমার চাই না — কখনো আমি তার দ্বারম্থ হই নি, হবও না। ইশকুল আমার কাছে নিজ্প্রয়োজন শ্ব্র্থ্ নয়, ক্ষতিকরই, সে তো তোমাকে বলেছি। জেমস্ত্র্ভোপ্রতিষ্ঠান আমার কাছে শ্ব্র্য্র্ দেসিয়াতিনা পিছ্ আঠারো কোপেক দেওয়া, শহরে যাওয়া, ছারপোকার সঙ্গে রাত কাটানো আর যত রাজ্যের আজেবাজে কথা শ্বনে যাওয়ার বাধ্যতা, ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ তা মেটায় না আমার।' 'দাঁড়া' — হেসে বাধা দিলেন সেগেই ইভানোভিচ, 'চাষীদের মুক্তির

'দাঁড়া' — হেসে বাধা দিলেন সেগেই ইভানোভিচ, 'চাষীদের মুক্তির জন্যে খাটতে ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ আমাদের প্রবৃদ্ধ করে নি, অথচ আমরা খেটেছি।'

'তা নয়!' আরো উত্তেজিত হয়ে বাধা দিলেন লেভিন, 'চাষীদের মর্কিটা অন্য ব্যাপার। ব্যক্তিগত স্বার্থ তাতে ছিল। যে জোয়ালটা আমাদের, সমস্ত ভালো লোকেদের পিণ্ট করছিল সেটা ছ্র্ডে ফেলতে চেয়েছিলাম আমরা। কিন্তু পৌরসভার সদস্য হওয়া. কত জন মেথর দরকার, যে শহরে আমি থাকি না সেখানে কিভাবে পাইপ বসাতে হবে তা নিয়ে আলোচনা চালানো; জ্রের হয়ে বসে হ্যাম চুরি করা কোনো চাযীর বিচার করা, আসামীর উকিল আর অভিশংসক যেসব আজেবাজে কথা ফাঁদছেন ছ'ঘণ্টা ধরে তা এবং বিচারপতি কিভাবে আমার ব্রড়ো বোকাটা আলিওশাকে জিগ্যেস করবেন, 'অভিযুক্ত মহাশয়, আপনি কি হ্যাম চুরির ঘটনাটা স্বীকার করছেন?' 'এয়াঁ?' এ সব শোনা…'

মেতে উঠে কনস্তান্তিন নকল করতে লাগলেন বিচারপতি আর বোকা আলিওশাকে: তাঁর মনে হয়েছিল এতে কাজ দেবে।

কিন্তু কাঁধ নাড়ালেন সেগে ই ইভানোভিচ।

'তা তুই বলতে চাস কী?'

'আমি শ্বের্বলতে চাই যে আমাকে, আমার স্বার্থকে স্পর্শ করছে যেসব , অধিকার তা আমি রক্ষা করব প্রাণপণে; যখন আমাদের, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের খানাতল্লাসি করা হয়, সশস্ত্র প্রিলশেরা আমাদের চিঠিপত্র পড়ে,

21*

তখন সর্বশক্তিতে এই সব অধিকার রক্ষা করতে, আমার শিক্ষার, স্বাধীনতার অধিকার রক্ষা করতে প্রস্তুত ছিলাম। বাধ্যতাম্লক সৈন্যভূত্তির ব্যাপারটা আমি ব্রিঝ যা আমার সন্তানদের, ভাইদের ভাগ্যকে, খোদ আমাকেই স্পর্শ করছে; যা আমাকে নিয়ে তা আলোচনা করতে আমি প্রস্তুত; কিন্তু জেমস্ত্ভোর চল্লিশ হাজার টাকাটার কী ব্যবস্থা হবে তা ক্ষির করা অথবা বোকা আলিওশার বিচার করা — এটা আমি ব্রঝিও না, পারিও না।

কনস্তান্তিন এমনভাবে বললেন যেন তাঁর কথা বাঁধ ভেঙে বের্চছ। সের্গেই ইভানোভিচ হাসলেন।

'আর কাল যদি তোর বিচার হয়, তোর কি ভালো লাগবে সাবেকী ফৌজদারি আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে?'

'বিচার আমার হবে না। কারও গলা আমি কাটব না কখনো, ও সবের প্রয়োজন নেই আমার, তাহলে বলি!' ফের একেবারে অপ্রাসঙ্গিক কথায় লাফিয়ে গিয়ে বলে চললেন লেভিন, 'জেমস্ত্ভো প্রতিষ্ঠানগ্নলো এবং এই সবিকছ্নই সেই কাটা বার্চ গাছগন্লোর মতো যা আমরা দ্রিনিটি দিনে পর্নতি যাতে ইউরোপে আপনা-আপনি গজানো বনের মতো দেখায়। মনে-প্রাণে এই সব বার্চে জল দিতে বা বিশ্বাস করতে আমি পারি না।'

শ্বদ্ব কাঁধ কোঁচকালেন সেগেই ইভানোভিচ, বিতর্কের মধ্যে হঠাৎ এখন কোথা থেকে এই সব বার্চ এসে পড়ায় তাঁর বিস্ময় প্রকাশ করতে চাইলেন ভঙ্গিটায়, যদিও তক্ষ্বনি ব্রালেন এতে করে কী বলতে চাইছেন তাঁর ভাই। মন্তব্য করলেন, 'দাঁড়া, এ যে কোনো য্বিক্ত হল না।'

কিন্তু নিজের যে ব্রুটির কথা কনস্তান্তিন লেভিন জানতেন, সাধারণ কল্যাণের প্রতি উদাসীনতা, সেটাকে সমর্থন করতে চাইছিলেন তিনি, তাই বলে চললেন:

'আমি মনে করি কোনো কাজই পাকাপোক্ত হতে পারে না যদি ব্যক্তিগত স্বার্থে তার ভিত্তি না থাকে। এটা হল একটা সাধারণ সত্য, দার্শনিক সত্য' — দার্শনিক শব্দটার দৃঢ় প্রনরাবৃত্তি করে বললেন তিনি, যেন দেখাতে চাইলেন যে সকলের মতো তাঁরও অধিকার আছে দর্শন নিয়ে কথা বলার।

আরেকবার হাসলেন সেগেই ইভানোভিচ। ভাবলেন, 'নিজের ঝোঁকগ্নলোকে সমর্থনের জন্যে ওরও কী একটা দর্শন আছে দেখছি।'

'নে, দর্শনের কথা রাখ তো। সমস্ত যুগের দর্শনের প্রধান কাজটাই হল ব্যক্তিগত ও সাধারণ স্বার্থের মধ্যে যে আবশ্যকীয় যোগাযোগ বর্তমান তা খ্বৈজে পাওয়া। কিন্তু সেটা প্রশ্ন নয়, প্রশ্নটা এই যে তোর তুলনাটা আমায় শ্বধ্ব শ্বেরে দিতে হবে। যে বার্চ গাছ মাটিতে গোঁজা হয় নি, রোপণ করা হয়েছে, বপন করা হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। কেবল সেই জাতিরই ভবিষ্যৎ থাকে, তাদেরই ঐতিহাসিক বলা যায় যায়া নিজেদের প্রথা-প্রতিষ্ঠানের যা গ্রন্থপর্ণ আর তাৎপর্যময়, তার সম্পর্কে সজাগ এবং মূল্য দেয় তাতে।'

এবং প্রশ্নটাকে সের্গেই ইভানোভিচ নিয়ে গেলেন কনস্তান্তিন লেভিনের অনায়ত্ত দার্শনিক-ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে এবং দেখিয়ে দিলেন লেভিনের দ্যিভিঙ্গির সমস্ত নীতিবির্দ্ধতা।

'ও কাজগন্দো যে তোর ভালো লাগছে না, মাপ করিস আমায়, তার কারণ আমাদের র্শী আলস্য আর নবাবি। আমার দৃঢ় ধারণা এটা তোর একটা সাময়িক বিভ্রান্তি এবং তা কেটে যাবে।'

কনস্তান্তিন চুপ করে রইলেন। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে তিনি সব দিক থেকে পরাস্ত, তবে সেই সঙ্গে তিনি এও অন্ভব করছিলেন যে তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন সেটা দাদার বোধগম্য নয়। শ্ব্দু জানতেন না বোধগম্য নয় কেন: সেটা কি এই জন্য যে বলতে যা চেয়েছিলেন সেটা তিনি পরিজ্ঞার করে বলতে পারেন নি, নাকি দাদা ব্রুবতে চান নি অথবা বোঝা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় বলে? কিন্তু এ নিয়ে তিনি তলিয়ে দেখতে গেলেন না, অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন একেবারে অন্য ভাবনায়, নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে।

নীরবে শেষ ছিপটি গ্রটালেন সেগেই ইভানোভিচ, ঘোড়াটা খ্রলে আনলেন, রওনা দিলেন দ্ব'জনে।

11811

দাদার সঙ্গে কথাবার্তার সময় যে ব্যক্তিগত ব্যাপারটা নিয়ে লেভিন ভাবছিলেন, সেটা এই: গত বছর একবার ঘাস কাটা দেখতে এসে লেভিন চটে ওঠেন গোমস্তার ওপর এবং শাস্ত হবার জন্য ব্যবহার করেন তাঁর নিজম্ব পদ্ধতি — একজন চাষীর হাত থেকে কাস্তে টেনে নিয়ে ঘাস কাটতে লেগে যান।

কাজটা তাঁর এত ভালো লেগেছিল যে বার কয়েক নিজে ঘাস কাটায় নামেন; পর্রো সাফ করেন বাড়ির সামনেকার ঘেসো মাঠটা আর এ বছর বসস্ত থেকেই পরিকল্পনা ঠিক করে রেখেছিলেন — দিনের পর দিন চাষীদের সঙ্গে ঘাস কাটবেন। দাদা আসার পর ভাবনায় পড়েন তিনি: কাটবেন কি কাটবেন না। গোটাগর্নটি দিনগর্লো দাদাকে একা রেখে যেতে সংকোচ হচ্ছিল তাঁর, ভয়ও হচ্ছিল এর জন্য দাদা আবার তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি না করেন। কিন্তু মাঠ দিয়ে যাবার সময় ঘাস কাটার অভিজ্ঞতাটা মনে পড়ে তাঁর এবং প্রায় ঠিক করে ফেলেন কাটবেন। আর দাদার সঙ্গে বিরক্তিকর আলাপটার পর ফের সংকল্পটার কথা তাঁর মনে হল।

ভাবলেন, 'শারীরিক পরিশ্রম দরকার নইলে আমার স্বভাব একেবারেই বদখং হয়ে যাবে' এবং স্থির করলেন এতে দাদা বা চাষীদের সামনে নিজেকে যতই বিব্রত লাগকে, কাটবেনই।

সন্ধ্যায় কনস্তান্তিন লেভিন সেরেস্তায় গিয়ে কাজের হ্রকুম দিলেন, কাল সবচেয়ে সেরা আর বড়ো কালিনোভ মাঠের ঘাস কাটার জন্য ঘেস্ভেদের ডাকতে লোক পাঠালেন গাঁয়ে গাঁয়ে।

'আমার কান্তেটা তিতের কাছে পাঠিয়ে দেবেন দয়া করে, ও যেন শান দিয়ে কাল নিয়ে আসে; হয়ত নিজেই আমি নামব ঘাস কাটতে' — বিব্রত না হবার চেণ্টা করে বললেন তিনি।

গোমস্তা হেসে বললে:

'যে আজে।'

সন্ধ্যায় চায়ের সময় দাদাকেও সে কথা বললেন লেভিন।

বললেন, 'মনে হচ্ছে আবহাওয়াটা টিকেই গেল। কাল ঘাস কাটা শ্রুর্ করব।'

'এ কাজটা আমি খ্বই ভালোবাসি' — বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।
'ভয়ানক ভালো লাগে আমার। নিজে আমি মাঝে মাঝে ঘাস কেটেছি
চাষীদের সঙ্গে, কাল গোটা দিনটা কাটব ভাবছি।'

সেগে ই ইভানোভিচ মাথা তুলে কোত্হলভরে চাইলেন ভাইয়ের দিকে। 'তার মানে? চাষীদের সঙ্গে সমানে সমানে, সারা দিন?'

লেভিন বললেন, 'হার্রী, কাটতে বেশ লাগে।'

'শারীরিক ব্যায়াম হিশেবে জিনিসটা চমংকার, তবে সবটা পেরে উঠবি কিনা সন্দেহ' — কোনোরকম ঠাট্রা না করে বললেন সেগেই ইভানোভিচ। 'আমি কেটে দেখেছি। প্রথমটা কন্ট হয় বটে, পরে মেতে ওঠা যায়। পেছিয়ে পড়ব না মনে হয়…'

'আচ্ছা, চাষীরা এটাকে কেমনভাবে নেয় বল তো। মনিবের কাণ্ড দেখে হাসাহাসি করে নিশ্চয়।'

'না, আমি তা ভাবি না; তবে কাজটা এত ফুর্তির আবার সেইসঙ্গে কঠিন যে সময়ই থাকে না ভাবার।'

'কিন্তু ওদের সঙ্গে তুই খাবি কী করে? তোর জন্যে লাফিতের বোতল আর ভাজা টার্কি পাঠানো তো আর ভালো দেখায় না।'

'না, আমি শুধু ওদের বিশ্রামের সময়টায় বাডি চলে আসব।'

পরের দিন সচরাচরের চেয়ে আগে উঠলেন কনস্তান্তিন লেভিন, কিন্তু কাজের বিলি-বন্দোবস্ত করতে গিয়ে আটকে গেলেন, ঘাস কাটার জায়গায় যথন পেণছলেন, ঘেস্কড়েরা ততক্ষণে দ্বিতীয় সারি কাটতে শ্রুর করে দিয়েছে।

ঢিবির ওপর থেকেই তাঁর চোখে পড়ল মাঠের ঘাস কাটা অংশটা, তাতে ধ্সর হয়ে ওঠা সারি, আর যেখান থেকে প্রথম সারি শ্রু হয়েছিল, সেখানে ঘেস্বড়েরা যে কাফতান খুলে রেখেছিল, তার কালো কালো স্তুপ।

যতই তিনি এগিয়ে য়েতে লাগলেন, ততই তিনি বেশ দেখতে পাচ্ছিলেন কেউ কাফতান, কেউ-বা শ্ব্যুই কামিজ পরা, পরের পর এগিয়ে যাওয়া, নানান চঙে কাস্তে হাঁকানো সারিবন্দী চাধীদের। গ্রুণে দেখলেন, বেয়াল্লিশ জন।

মাঠের অসমান নাবালে প্রনো বাঁধটা যেখানে ছিল সেখান দিয়ে ধীরে ধীরে এগবছে ওরা। নিজের লোকদের কয়েকজনকে চিনতে পারলেন লোভন। ছিল সেখানে কাস্তে হাঁকাবার জন্য ন্য়ে পড়া, অতি লম্বা একটা শাদা শার্ট গায়ে ব্যুড়া এরমিল; ছিল সেখানে লোভনের ভূতপূর্ব কোচোয়ান ছোকরা-বয়সী ভাস্কা, প্রতিটি সারিতে ফলাও করে কাস্তে হাঁকাচ্ছিল সে; তিতও ছিল, ঘাস কাটায় তারই কাছে লোভনের হাতের্খড়। ছোটোখাটো রোগা এই চাযীটি সামনে না ঝুংকে, যেন কাস্তে নিয়ে খেলা করতে করতে কেটে ফেলছিল তার চওডা সারিটা।

ঘোড়া থেকে নেমে লেভিন তাকে বে'ধে রাখলেন রাস্তার কাছে। তিতের কাছে যেতে সে ঝোপ থেকে দ্বিতীয় একটা কাস্তে বার করে এগিয়ে দিল। হেসে টুপি খ্রলে কাস্তেটা দিয়ে সে বললে, 'তৈরি গো মনিব, দাড়ি কামানো চলবে, ঘাস কাটবে নিজে নিজেই।'

কান্তেটা নিয়ে পরখ করে দেখলেন লেভিন। নিজের নিজের সারি শেষ করে হাসিখনুশি ঘর্মাক্ত ঘেসনুড়েরা একের পর এক রাস্তায় এসে হাসিঠাটা করতে করতে অভিবাদন জানাচ্ছিল লেভিনকে। সবাই তারা চেয়ে চেয়ে দেখছিল লেভিনকে, কিন্তু মেষচর্মের কোট পরা, শ্মশ্রন্থীন আকুঞ্চিত-মন্থ দীর্ঘদেহী বৃদ্ধ রাস্তায় না আসা পর্যস্ত কেউ কিছ্ব তাঁকে বললে না।

সে বললে, 'দেখো গো মনিব, ধরেছ যখন ছেড়ো না!' ঘেস্কড়েদের চাপা হাসির শব্দ কানে এল লেভিনের।

'চেণ্টা করব না ছাড়তে' — তিতের পেছনে গিয়ে শ্রুর করার অপেক্ষা করতে করতে লেভিন বললেন।

'দেখো' -- বুড়ো পুনরাবৃত্তি করলে।

তিত জায়গা থালি করে দিলে, লেভিন চললেন তার পেছ, পেছ, । ঘাস এখানে ছোটো, রাস্তার কাছে যেমন হয়। অনেকদিন ঘাস কাটেন নি লেভিন, লোকেদের দ্বিউপাতে অস্বস্থি লাগছিল, প্রথম দিকটা ঘাস কাটলেন খারাপ যদিও কাস্তে চালাচ্ছিলেন সজোরেই। তাঁর পেছনে কাদের গলা শোনা গেল:

'ঠিকমতো বসানো হয় নি, হাতলটা লম্বা, দেখেছ, ওকে নুইতে হচ্ছে কেমন করে' — একজন বললে।

'গোড়ালি লাগাও' — বললে দ্বিতীয় জন।

ব্বড়ো বলে চলল, 'ও কিছ্ব না, ঠিক হয়ে যাবে। ওই দ্যাখো, চলতে লেগেছে... চওড়া সারি নিচ্ছ গো, জেরবার হয়ে পড়বে, অমন কাটতে নেই মনিব, নিজের জন্যেই তো খাটছ! অথচ দ্যাখো, কত ঘাস বাদ যাচ্ছে! আমরা অমন করলে মজা টের পেতাম যে।'

এবার পাওয়া গেল নরম ঘাস, লেভিন শ্বনছিলেন, কিন্তু উত্তর দিচ্ছিলেন না, চেণ্টা করছিলেন যথাসম্ভব ভালো করে কাটতে, যাচ্ছিলেন তিতের পেছনে। একশ' পা গেল তাঁরা। না থেমে এতটুকু ক্লান্তি না দেখিয়ে তিত এগ্রচ্ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে উঠবেন না ভেবে ভয় করতে লাগল লেভিনের: ভারি ক্লান্ত তিনি।

লেভিন টের পাচ্ছিলেন যে শক্তি ফুরিয়ে আসছে, ঠিক করলেন যে তিতকে থামতে বলবেন। কিন্তু ঠিক এই সময়েই তিত নিজেই থেমে গেল, নিচু হয়ে কিছু ঘাস ছি'ড়ে কাস্তেটা মুছে শান দিতে লাগল, লেভিন সিধে

হয়ে নিশ্বাস ছাড়লেন, চেয়ে দেখলেন আশেপাশে। তাঁর পেছনে যে চাষীটা আসছিল স্পণ্টতই সে হয়রান হয়ে গেছে, কেননা লেভিন পর্যস্ত না পেণ্ডিয়েই থেমে গিয়ে কাস্তেতে শান দিতে শ্রুর্ করেছে সে। তিত তার নিজের এবং লেভিনের কাস্তেতে শান দিয়ে আরো এগ্রুতে থাকল।

দ্বিতীয় বারেও একই ব্যাপার। না থেমে, ক্লান্ত না হয়ে তিত চলল কান্তের পর কান্তে হাঁকিয়ে। লেভিন যাচ্ছিলেন তার পেছন পেছন, চেণ্টা করছিলেন পিছিয়ে না পড়ার, কিন্তু ক্রমেই কঠিন আর কণ্টকর হয়ে পড়ছিল তাঁর পক্ষে। একটা সময় এল যথন তিনি টের পেলেন যে তাঁর শক্তি আর নেই, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই তিত থেমে শান দিতে লাগল।

এইভাবেই তাঁরা শেষ করলেন প্রথম সারিটা। লম্বা এই সারিটা লেভিনের বিশেষ কন্টকর লেগেছিল; তবে প্রথম সারিটা পাড়ি দেবার পর তিত কাঁধে কাস্তে লাগিয়ে ঘাস-কাটা জায়গায় তার জ্বতোর হিলে যে ছাপ পড়েছিল তা ধরে ধরে ধীর পদক্ষেপে আসতে থাকল এবং লেভিনও ঠিক সেইভাবে চললেন নিজের ছাঁটা জায়গাটা দিয়ে। তখন মুখ থেকে দরদর করে নাক থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঘাম ঝরতে থাকলেও, আর গোটা পিঠটা এমন জলে চুবানোর মতো করে ভিজে উঠলেও লেভিনের খুব ভালো লাগছিল। খুবই তাঁর খুমি লাগছিল এই জন্য যে তিনি এখন জানেন যে পারবেন।

তৃপ্তিটা মাটি হচ্ছিল কেবল এই দেখে যে সারিটা তাঁর ভালো হয় নি। নিজের এবড়ো-খেবড়ো ঝটকা-মারা সারিটার সঙ্গে তিতের সন্তোর মতো কাটা সারিটার তুলনা করে তিনি ভাবলেন, 'কাস্তেটা কম করে দেহকাণ্ডটা বেশি করে চালাতে হবে।'

লেভিন লক্ষ্য করেছিলেন, প্রথম সারিটা কাটার সময় তিত এগর্নচ্ছল খ্বই দ্রত, খ্ব সম্ভব মনিবকে যাচাই করে নেবার জন্য, সারিটাও দাঁড়াল লম্বা। পরের সারিগ্রেলোয় কন্ট হল না অতটা, তাহলেও চাষীদের কাছ থেকে পিছিয়ে না পড়ার জন্য সমস্ত শক্তি খাটাতে হল লেভিনকে।

চাষীদের কাছ থেকে পিছিয়ে না পড়া আর যথাসন্তব ভালোভাবে খাটা ছাড়া অন্য কোনো ভাবনা, কোনো বাসনা ছিল না লেভিনের। তিনি শ্নাছিলেন কেবল কান্তের আওয়াজ, দেখছিলেন সামনে সরে যাচ্ছে তিতের খাড়া ম্তি, ঘাস-কাটা জায়গাটার বাঁকা বৃত্ত, ধীরে ধীরে, ঢেউয়ের মতো ল্নটিয়ে পড়া ঘাস, তাঁর কান্তের ধারালো দিকটার কাছে ফুলের চুড়ো আর আগে সারির শেষ, যেখানে শ্রু হবে বিশ্রাম। কাজের মাঝখানে তিনি হঠাৎ টের পেলেন তপ্ত ঘর্মাক্ত কাঁধে ঠান্ডার একটা প্রীতিকর অনুভূতি, ভেবে পাচ্ছিলেন না, কী এটা, আসছে কোথা থেকে। কাস্তেটায় শান দেবার সময় চাইলেন আকাশের দিকে। ভেসে যাচ্ছে একটা নিচু ভারী মেঘ, বৃষ্টি পড়ছে বড়ো বড়ো ফোঁটায়। একদল চাষী কাফতানগন্লোর কাছে ছন্টে গিয়ে তা গায়ে চড়াল, অন্যেরা ঠিক লেভিনের মতোই সন্থপ্রদ তাজা শীতলতায় কাঁধ কোঁচকাল সানন্দে।

চলল সারির পর সারি। লম্বা সারি, ছোটো সারি, কোনোটায় ভালো ঘাস, কোনোটায় খারাপ। সময়ের সব চেতনা লোপ পেল লেভিনের, মোটেই খেয়াল ছিল না বেলা গড়িয়ে গেছে নাকি গড়ায় নি। তাঁর কাজে এবার একটা বদল ঘটছিল যাতে অসীম স্খান্ভব হচ্ছিল তাঁর। এক-একসময় তিনি ভুলে যাচ্ছিলেন কী করছেন, বেশ সহজ বোধ করছিলেন নিজেকে, তাঁর সারি তখন হয়ে দাঁড়াছিল প্রায় তিতের মতোই সমান আর স্কের। কিস্তু যেই মনে পড়ত কী করছেন, চেণ্টা করতেন আরো ভালো করে করার, অমনি খাটুনির সমস্ত কণ্টটার বোধ হত তাঁর, সারি হয়ে দাঁড়াত খারাপ।

আরো একটা সারি শেষ করে তিনি ফের আরেকটা ধরতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিত থেমে গেল, ব্র্ড়োর কাছে গিয়ে ম্দ্রুস্বরে কী বললে। দ্ব'জনেই তারা তাকাল স্বর্থের দিকে। 'কী বলাবলি করছে ওরা, সারি ও ধরছে না কেন?' ভাবলেন লেভিন, আন্দাজ করতে পারেন নি যে না থেমে চাষীরা ঘাস কেটেছে চার ঘন্টার কম নয়, সময় হয়েছে প্রাতরাশের।

বুড়ো বললে, 'ছোটো হাজরি গো মনিব।'

'সময় হয়ে গেছে নাকি? তা বেশ, ছোটো হাজরিই হোক।'

তিতকে কান্তে দিয়ে যে চাষীরা রুটির জন্য কাফতানগনুলোর কাছে যাচ্ছিল তাদের সঙ্গে লেভিন লম্বা ঘাস-কাটা জায়গাটার সামান্য জলের ছিটে লাগা সারিগনুলো দিয়ে গেলেন তাঁর ঘোড়ার কাছে। কেবল এখনই তিনি টের পেলেন যে আবহাওয়ার মেজাজ তিনি আন্দাজ করতে পারেন নি, ভিজে গেছে তাঁর বিচালি।

বললেন. 'বিচালি নণ্ট হয়ে যাবে।'

'७ किছ्य ना भनित, तामनाय कारस्य धरता, रताम्म्यस्त तिर्घान कर्णा!' त्राप्त तनरन।

ঘোড়ার বাঁধন খুলে লেভিন বাড়ি গেলেন কফি খেতে।

সের্গেই ইভানোভিচ সবে উঠেছিলেন ঘ্রম থেকে। পোশাক-আশাক পরে তিনি খাবার ঘরে আসতে না আসতেই লেভিন তাঁর কফি শেষ করে ফের গেলেন ঘাস কাটার জায়গায়।

n & n

প্রাতরাশের পর লেভিন আগের সারিতে নয়, পড়লেন রিসক ব্রড়ো আর এক ছোকরা চাষীর মাঝখানের সারিতে। ব্রড়ো তাঁকে ডেকেছিল পড়শী হতে। ছোকরা চাষী সবে বিয়ে করেছে শরতে, গ্রীন্মে ঘাস কাটতে আসছে এই প্রথম বার।

ব্বড়ো যাচ্ছিল আগে আগে, পা মুচড়িয়ে লম্বা লম্বা সমতাল পদক্ষেপে, ভিঙ্গি তার নিখ্বত, সমান, যেন হাঁটবার সময় হাত দোলানোর বেশি মেহনত লাগছে না তার, এমনি খেলাচ্ছলে একইরকম উচ্চু কাটা ঘাসের সারি বেংধে যাচ্ছিল সে। যেন ও কিছ্ব করছে না, ধারালো কাস্তেটা আপনা-আপনিই রসালো ঘাসে কেটে বসছে।

লেভিনের পেছনে আসছিল ছোকরা মিশ্কা। মুখখানা তার মিণিট, এক গোছা তাজা ঘাস দিয়ে চুল বাঁধা, পরিশ্রমে সে মুখ ক্রমাণত খিওড়ে যাচ্ছে; কিন্তু তার দিকে চাইলেই সে হাসে। বোঝা যায় যে তার কণ্ট হচ্ছে সেটা স্বীকার করার চেয়ে সে বরং মরতে রাজী।

লেভিন যাচ্ছিলেন তাদের মাঝখান দিয়ে। ঘাস কাটার ধ্ম যখন তুঙ্গে উঠল, লেভিনের তখন কণ্ট হয় নি তেমন। দরদর ঘাম শীতল করে তুলছিল তাঁকে, পিঠ, মাথা, আন্তিন গ্র্টানো হাত প্রভিষ্নে রোদ তাঁকে দিচ্ছিল জার আর কাজের গোঁ। ঘন ঘন আসছিল সেই সব অচেতন ম্হুর্ত যখন কী করছেন সে নিয়ে চিন্তা না করে থাকা যায়। কান্তে ঘাস কেটে চলছে আপনা থেকেই। স্বথের ম্বুর্ত এগ্রলি। আরো আনন্দ হল যখন সারি যে নদীতে গিয়ে পড়েছে সেখানে এসে ব্বড়ো ভেজা ঘন ঘাস দিয়ে কান্তে ম্বুছে, নদীর টাটকা জল দিয়ে ধ্বুয়ে বেরি সিজানো পাত্র থেকে খানিকটা পানীয় দিলে

'নাও, আমার সরবং। কেমন, ভালো?' বললে সে চোথ মটকে। আর সত্যিই পাতার কুচি ভাসা, টিনের কোটোর মরচে ধরা স্বাদ মাখা

1

এমন পানীয় লোভিন কখনো খান নি। এর পরেই শ্রুর হল কাস্তেতে হাত রেখে স্থাবিষ্ট মন্থর পাদচারণ যখন কপালের ঘাম মোছা, ব্রুক ভরে নিশ্বাস নেওয়া, ঘেস্ফেদের গোটা সারিটা আর চারপাশে, মাঠে, বনে কী হচ্ছে তা দেখে নেওয়া সম্ভব।

যত বেশি লেভিন ঘাস কাটতে লাগলেন ততই ঘন ঘন আসছিল সেই আত্মভোলা মৃহ্ত যথন তাঁর হাত কাস্তে হাঁকায় না, যখন কাস্তেই তার পেছনে টানে সজ্ঞান, জীবনে ভরপ্রর দেহকে, আর যেন যাদ্বলে, কাজ নিয়ে কোনো ভাবনা ছাড়াই সঠিক, চমংকার কাজ হয়ে চলে আপনা-আপনি। সবচেয়ে সুখের মুহুত এগুলি।

কঠিন লাগত যখন এই অচেতন গতি থামিয়ে ভাবতে হত, যখন ছাঁটতে হত ঢিবি অথবা না-নিড়ানো সরেল-ভূ'ই। বুড়ো এটা করত অনায়াসে। চাঙড় এলে বুড়োর কাজের ভঙ্গি বদলে যেত, কখনো গোড়ালি দিয়ে, কখনো কাস্তের ডগা দিয়ে দুই দিক থেকে ছোটো ছোটো ঘা দিয়ে পরিষ্কার করত চাঙড়। আর তা করতে করতেই নজর করে দেখত আগে কী পড়ছে। কখনো সে কোনো একটা বেরি ছি'ড়ে খেত বা দিত লেভিনকে, কখনো কাস্তের ডগা দিয়ে ছু'ড়ে ফেলত ডাল, কখনো চেয়ে দেখত তিতির পাখির বাসা, একেবারে কাস্তের মুখে পক্ষিণী উড়ে গেল যেখান থেকে। একবার পথে পড়া একটা সাপ ধরল, কাঁটায় তোলার মতো করে সেটা তার কাস্তেয় তুলে ধরে লেভিনকে দেখিয়ে ফেলে দিলে ছু'ড়ে।

কিন্তু লেভিন এবং তাঁর পেছনকার ছোকরাটির পক্ষে কাজের ভঙ্গি বদলানো কঠিন হচ্ছিল। দ্ব'জনেই তাঁরা শ্রমসাধ্য কোনো একটা ভঙ্গি আয়ত্ত করে কাজে এমন মেতে উঠছিলেন যে তা বদলানো আর সেইসঙ্গে সামনে কী পড়ছে দেখা সম্ভব হচ্ছিল না।

কীভাবে সময় কাটছে লেভিন লক্ষ্য করেন নি। কতক্ষণ তিনি ঘাস কাটছেন জিগ্যেস করলে তিনি হয়ত বলতেন — আধঘণ্টা, অথচ দিবাহারের সময় কাছিয়ে এসেছিল। সারি দিয়ে ফেরার সময় ব্রুড়ো লেভিনকে দেখাল কতকগ্নলো ছেলেমেয়ে। সামান্য দেখা যাচ্ছিল তাদের, লম্বা লম্বা ঘাস আর রাস্তা উজিয়ে নানা দিক থেকে তারা আসছিল ঘেস্কুড়েদের কাছে, রুটির পোঁটলা আর তাদের হাত টেনে ধরা ন্যাকড়া গোঁজা ক্ভাসের ভাঁড় নিয়ে। 'দেখছ তো, গ্রাট গ্রাট আসছে পোকা-মাকড়েরা' — ওদের দেখিয়ে ব্রুড়ো বললে, হাত আড়াল করে চাইল স্থেরি দিকে।

. আরো দ্ব'টো সারি শেষ হতে ব্রড়ো থামল।

চ্ডান্ত স্বরে সে বললে, 'খেতে হবে গো মনিব!' নদী পর্যন্ত গিয়ে ঘেস,ড়েরা সারি পেরিয়ে গেল কাফতানগ,লোর কাছে। খাবার নিয়ে এসে ছেলেমেয়েরা সেখানে বসে ছিল তাদের অপেক্ষায়। দ্রের লোকেরা জন্টল গাড়ির নিচে, কাছেররা উইলো ঝোপের তলে, তার ওপর ঘাস চাপিয়ে।

লেভিন গেলেন তাদের কাছে, বাড়ি যাবার ইচ্ছে হচ্ছিল না তাঁর।

মনিবের সামনে যতকিছা, সংকোচ সব অনেক আগেই কেটে গিয়েছিল। খাবার তোড়জোড় করছিল চাষীরা। একদল হাতমাখ ধাল, ছোকরারা স্নান করল নদীতে, অন্যেরা বিশ্রামের জায়গা ঠিকঠাক করল, রাটির পোঁটলা খাললে, বার করলে ক্ভাসের ভাঁড়। বাড়ে একটা পেয়ালায় রাটি ভেঙে ভেঙে ফেললে, তা থে'তো করলে চামচের বাঁট দিয়ে, বেরি সিজানো পাত্র থেকে জল ঢাললে, তার ওপর আরো খানিক পাঁউরাটি কেটে নান ছিটিয়ে পা্ব দিকে মাখ করে প্রার্থানা করতে শারা করল।

পেয়ালার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে সে বললে, 'খেয়ে দ্যাখো গো মনিব আমার পাস্তা।'

পান্তাটা এমনই স্কুবাদ্ব যে বাড়ি গিয়ে খাবার সংকলপ ত্যাগ করলেন লেভিন। ব্রুড়োর সঙ্গেই তিনি খেলেন, আলাপ করলেন তার ঘর-সংসারের কথা নিয়ে, জীবস্ত আগ্রহ দেখালেন তাতে, তাঁর নিজের যে সমস্ত ব্যাপার-স্যাপারে ব্রুড়োর আগ্রহ হতে পারে, সেগ্রুলো বললেন। দাদার চেয়ে ব্রুড়াকেই তাঁর বেশি আপন মনে হল, তার প্রতি একটা কোমলতায় অজ্ঞাতসারে হাসলেন তিনি। ব্রুড়ো যখন ফের উঠে প্রার্থনা সেরে মাথার তলে এক তাল ঘাস দিয়ে ওখানেই ঝোপের নিচে শ্রুয়ে পড়ল, লেভিনও তাই করলেন, যদিও রোল্দ্বরে নাছোড়বাল্দা এ'টেল মাছি আর পোকাগ্রুলো সর্ড়স্র্রিড় দিচ্ছিল তাঁর ঘর্মাক্ত মুখ আর দেহে। সঙ্গে সঙ্গেই ঘ্রমিয়ে পড়লেন তিনি। জাগলেন কেবল স্র্র্থ যখন ঝোপের অন্য পাশে সরে তাঁর মুখেরোদ ফেলছিল। ব্রুড়ো অনেক আগেই উঠে শান দিচ্ছিল ছোকরাদের কাস্তেতে।

চারপাশে চেয়ে দেখে লেভিন চিনতে পারলেন না জায়গাটা: এতই তা বদলে গিয়েছিল। মাঠটার বিরাট এলাকায় ঘাস কাটা হয়ে গেছে, বৈকালিক স্থের তীর্যক কিরণে ইতিমধ্যেই গন্ধে ভুরভুরে সারিগন্লো নিয়ে তা ঝকঝক করছে বিশেষ একটা নতুন ঝলকানিতে। নদীর কাছে কাটা ঝোপ, খোদ নদীটাই যা আগে দেখা যেত না আর এখন তার আঁকাবাঁকা গতিপথে ঝকঝক করছে ইম্পাতের ছটায়, যে লোকগন্লো উঠে দাঁড়াচ্ছে, চলাফেরা করছে তারা, না-কাটা জায়গাগন্লোয় ঘাসের খাড়া দেয়াল, খোলা মাঠের ওপরে পাক দেওয়া বাজপাখিগন্লো — এ সবই একেবারে নতুন। সজাগ হয়ে উঠে লোভিন হিসাব করতে লাগলেন কতটা জায়গায় ঘাস কাটা হয়েছে, কতটায় এখনো কাটা যেতে পারে আজকেই।

বেয়াল্লিশ জন লোকের পক্ষে কাজ হয়েছে অসাধারণ বেশি। বেগার খার্টুনির আমলে তিরিশ জনে যা কাটত দ্ব্দিন ধরে তেমন একটা বড়ো মাঠের গোটাটাই কাটা হয়ে গেছে। হয় নি শ্বধ্ব ছোটো ছোটো সারির কোণগ্বলো। কিন্তু লোভিনের ইচ্ছে হচ্ছিল সেদিন যত পারা যায় বেশি কাটা, রাগ হচ্ছিল স্বর্ধের ওপর যা এত দ্রুত ঢলে পড়ছে। কোনোরকম ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল না তাঁর; শ্বধ্ব চাইছিলেন আরো, আরো তাড়াতাড়ি যত পারা যায় বেশি খাটতে।

ব্রড়োকে তিনি বললেন, 'কী, মাশ্কার উ'চু ভু'ইটাও সেরে ফেলব নাকি?'

'ভগবানের যা ইচ্ছে। স্ম' তো আর উ'চুতে নেই। তা ছোকরাগ্রলোর জন্যে ভোদকা হবে তো?'

দ্বপ্ররে গড়িয়ে নেবার পর লোকগ্বলো যখন আবার উঠে বসল, ধ্মপান শ্বর্ করল তামাকুসেবীরা, ব্ড়ো ঘোষণা করলে, মাশ্কার উচ্চু ভূ*ইয়ের ঘাস কাটতে পারলে ভোদকা মিলবে।

'এহ্, কাটব না আবার! চল তিত্! এমন হাঁকান হাঁকাব-না? রাতে খাবি পেট প্রে। চল যাই!' শোনা গেল কলরব, র্টিগ্রলো শেষ করে চলল ঘেস্ত্রো।

'তাহলে, রুথে থাকো হে সবাই!' প্রায় ঘোড়ার মতো দৌড়ে তিত্ চলল সামনে।

'চল, চল!' পেছন পেছন এসে অনায়াসে তার পাল্লা ধরে ব্রুড়ো বললে, 'সামলে! কাটা পড়বি!'

ব্রড়ো, জোয়ান সবাই যেন পাল্লা দিয়ে ঘাস কাটতে লাগল। কিন্তু যতই ওরা তাড়াহরুড়ো কর্ক, ঘাস প্রমাল করছিল না তারা, একইরকম পরিচ্ছন্ন আর স্কুপন্ট সারি পড়ছিল। কোণে কোণে যে জায়গাগ্নলো ছিল, পাঁচ মিনিটে তা কাটা শেষ। শেষের ঘেস্বড়েরা সারি শেষ করতে না করতেই সামনেররা রাস্তা পেরিয়ে চলে গেল মাশ কার উ'চ ভ'ইয়ে।

সূর্যে নেমে এসেছে তখন গাছগন্বলোর মাথায়, আর পার ঝমঝামিয়ে তারা ঢুকল উ'চু ভু'ইয়ের বনের খাদে। সারা জায়গাটার মাঝখানে ঘাস কোমর সমান উ'চু, সরস, নরম, কোথাও কোথাও কাও-হনুইট ফুলে চিত্রবিচিত্র।

যাওয়া হবে লম্বালম্বি নাকি আড়াআড়ি — এই নিয়ে সংক্ষিপ্ত একটু আলোচনার পর প্রথর এর্মালিন, বিশালকায় কালচে রঙের এক চাষী, সেও নামকরা ঘেস্বড়ে, আগে আগে গিয়ে সারিটা পাড়ি দিয়ে ফিরল। সবাই অন্সরণ করল তাকে, পাড়ের নিচে লম্বালম্বি গিয়ে আবার পাড় বেয়ে বনের কিনারা পর্যন্ত। স্যান্ধি নামল বনের পেছনে। শিশির পড়তে শ্রুর্করেছিল, পাড়ের ওপরকার ঘেস্বড়েরাই শ্ব্রু রোদ্বুর পাচ্ছিল, কিন্তু নিচে ভাপ উঠছিল, উলেটা দিকটায় পড়েছে তাজা শিশির্রাসক্ত ছায়া। জোর কাজ চলল।

কাটা ঘাস সরস শব্দে ঝাঁঝালো গন্ধ ছেড়ে ঢিপ হতে লাগল উচ্চু সারিতে। ছোটো ছোটো সারিতে চারিদিক থেকে ঘেঁষাঘেঁষি করে পাত্র ঝমঝিময়ে কখনো কান্তে কান্তে ঠোকাঠুকি, কখনো কান্তেতে শান দেওয়ার শব্দ তুলে ঘেসনুড়েরা পাল্লা দিচ্ছিল পরস্পরের সঙ্গে।

লেভিন যাচ্ছিলেন আগের মতোই ছোকরা আর ব্বড়োর মাঝখান দিয়ে।
মেষচর্মের কোট পরা ব্বড়ো আগের মতোই হাসিখ্নিশ, রগ্বড়ে, অনায়াস
তার ভঙ্গি। বনে অনবরত পাওয়া যাচ্ছিল রসালো ঘাসের মধ্যে ফুলে ওঠা
ব্যাঙ্কের ছাতা, কাস্তেয় কাটা পড়ছিল তা। কিন্তু সে ছাতা দেখলেই ব্বড়ো
প্রতিবার নিচু হয়ে তা তুলে ঢোকাচ্ছিল জামার ভেতর। বলছিল, 'ব্বড়ি
ভালোমন্দ খাবে কিছ্ব।'

ভেজা নরম ঘাস কাটা যত সহজই হোক, খাদের খাড়া পাড় বেরে ওঠা-নামা ছিল শক্ত। কিন্তু ব্রুড়োর তাতে অস্মবিধে হচ্ছিল না। গাছের ছালের বড়ো বড়ো জ্বতো পরা পায়ের ছোটো ছোটো দ্ঢ় পদক্ষেপে সে ধীরে ধীরে উঠছিল পাড় বেয়ে এবং সমস্ত শরীর আর কামিজ থেকে ঝুলে পড়া পায়জামা কাঁপলেও পথের একটা ঘাস, একটা ব্যাঙের ছাতাও ছাড়ছিল না সে, সমানে রাসকতা করছিল লেভিন আর চাষীদের সঙ্গে। লেভিন যাচ্ছিলেন তার পেছনে আর প্রায়ই তাঁর মনে হচ্ছিল, কাস্তে ছাড়াই যাতে ওঠা কঠিন, কাস্তে নিয়ে তেমন একটা খাড়া ঢিবিতে উঠতে গিয়ে নিশ্চয় তিনি পড়ে যাবেন; তাহলেও উঠলেন তিনি এবং করলেন যা করণীয়, টের পাচ্ছিলেন কী একটা বহিঃশক্তি যেন তাঁকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

n & n

মাশ্কার উণ্টু ভূ'ইয়ের ঘাস কাটা হল, সারা হল শেষ সারিটা, কাফতান পরে ফুর্তি করে বাড়ি চলল সবাই। সথেদে চাষীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘোড়ায় চেপে লেভিনও রওনা দিলেন। চিবির ওপর থেকে চেয়ে দেখলেন তিনি: নিচু থেকে ওঠা কুয়াশায় তাদের আর দেখা যাচ্ছিল না; শোনা যাচ্ছিল শ্ব্ব তাদের ফুর্তিবাজ কর্কশ কণ্ঠস্বর, হাসির হ্লোড়, আর কাস্তে ঠোকাঠুকির আওয়াজ।

বহুক্ষণ আগে ডিনার সেরে সদ্য ডাকে আসা পত্র-পত্রিকায় চোখ বুলাতে বুলাতে সের্গেই ইভানোভিচ থখন তাঁর ঘরে লেব্র্-বরফ দেওয়া জল খাচ্ছিলেন, কপালের ওপর ঘামে লেপটে যাওয়া চুল আর কালচে হয়ে যাওয়া ভেজা বুক-পিঠ নিয়ে সোল্লাসে লেভিন তাঁর ঘরে চুকলেন হুড়মুড় করে।

গতকালের অপ্রীতিকর কথাবার্তাটা একেবারে ভুলে গিয়ে লেভিন বললেন, 'আমরা ওদিকে গোটা মাঠটার ঘাস কেটে ফেলেছি! আহ্, কী চমংকার, আশ্চর্য ব্যাপার! আর তোমার কাটল কেমন?'

'মাগো! কী চেহারা হয়েছে তোর!' প্রথম মৃহত্তি টায় ভাইয়ের দিকে অসস্তুন্ট দ্বিট হেনে বললেন সেগেহি ইভানোভিচ, 'আরে দরজাটা, দরজাটা বন্ধ কর!' চে'চিয়ে উঠলেন তিনি, 'নিশ্চয় গোটা দশেক চুকিয়ে ফেলেছিস।'

মাছি সইতে পারতেন না সেগেঁই ইভানোভিচ, নিজের ঘরে জানলা খুলতেন কেবল রাতে, সয়ত্নে বন্ধ রাখতেন দরজা।

'ভগবানের দিব্যি, একটাও না। যদি ঢুকিয়ে থাকি, আমি নিজেই ধরব। কী পরিতৃপ্তি তুমি ভাবতে পারবে না! তুমি দিনটা কাটালে কেমন?'

'ভালোই। কিন্তু সত্যি, সারা দিন তুই ঘাস কার্টীল নাকি? নিশ্চয় তোর খিদে পেয়েছে রাক্ষ্মসে। কুজ্মা সব তৈরি করে রেখেছে।' 'না, খেতে ইচ্ছে করছে না, খেয়ে নিয়েছি ওখানে। এইবার গিয়ে গা হাত পা ধোব।'

'তা যা, ধাণে যা, আমি এক্ষানি যাব ভোর কাছে।' ভাইয়ের দিকে চেয়ে মাথা নাড়লেন সেগেই ইভানোভিচ, 'তাড়াতাড়ি কর' — হেসে যোগ করলেন তিনি, বই-পত্তর নিয়ে তৈরি হলেন যাবার জন্য। হঠাং তাঁর নিজেরই ফুতি লাগল, ইচ্ছে হচ্ছিল না ভাইকে ছেড়ে থাকতে। 'ব্চিটার সময় কোথায় ছিলি?'

'বৃষ্টি আবার কোথায়! সে শুধু কয়েক ফোঁটা। আমি এক্ষ্রনি আসছি। তাহলে দিনটা কাটিয়েছ ভালোই? তা বেশ।' লেভিন চলে গেলেন সাজগোজ করতে।

মিনিট পাঁচেক পরে ভাইয়েরা মিললেন খাবার ঘরে। লেভিনের যদিও মনে হয়েছিল তিনি খেতে চান না, খাবার টেবিলে বসলেন শুধ্ কুজ্মাকে ক্ষর না করার জন্য, তাহলেও খেতে শ্রুর করে তাঁর মনে হল খাবারগ্লো অসাধারণ স্ক্রাদ্ব। সেগেই ইভানোভিচ তাঁকে দেখে হাসলেন। বললেন:

'ও হ্যাঁ, তোর একটা চিঠি এসেছে। কুজ্মা, নিয়ে এসো-না নিচে থেকে। তবে দেখো, দরজা বন্ধ করে রেখো কিস্তু।'

চিঠি লিখেছেন অব্লোন্ স্কি। লেভিন সেটা শর্নিয়ে শর্নিয়ে পড়লেন ।
পিটার্সবির্গ থেকে অব্লোন্ স্কি লিখেছেন : 'ডল্লির কাছ থেকে আমি
চিঠি পেয়েছি, সে আছে এগর্নোভোতে : বিশেষ ভালো যাচ্ছে না ওর।
যাও-না একটু ওর কাছে. পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করো, তুমি তো সবই
জানো। তোমাকে দেখে খর্শি হবে খ্ব। বেচারি একেবারে একলা। শাশ্রড়ী
তাঁর স্বামী-কন্যা নিয়ে এখনো বিদেশে।'

'বাঃ, অবশ্য অবশ্যই যাব!' লেভিন বললেন, 'চলো যাই একসঙ্গেই, চমংকার মেয়ে। তাই না?'

'এখান থেকে বেশি দুর নয়?'

'ভাস্ট' তিরিশেক। বড়ো জোর চল্লিশ হতে পারে। তবে রাস্তা খাশা। চমংকার গাড়ি চলবে।'

'তা বেশ' — তথনো হাসিম্বথেই বললেন সের্গেই ইভানোভিচ। ছোটো ভাইয়ের চেহারা দেখে স্লেফ শরিফ হয়ে উঠল তাঁর মেজাজ।

'আচ্ছা খিদে বাপ^{*} তোর!' প্লেটের ওপর ঝু'কে পড়া লেভিনের বাদামী-লালচে রোদপোড়া ম^{*} খ আর ঘাড়ের দিকে চেয়ে তিনি বললেন। 'খিদে চমংকার! যত রাজ্যের রোগ-ভোগের পক্ষে এটা যে কী উপকারী তোমার বিশ্বাস হবে না। চিকিৎসাবিদ্যাকে আমি সমৃদ্ধ করতে চাই নতুন একটা পরিভাষা দিয়ে: Λ rbeitscur*।

'কিন্তু তোর তো এটার প্রয়োজন নেই মনে হয়।'

'হ্যাঁ, কিন্তু নানা ধরনের স্নায়বিক রুগীর পক্ষে দরকার।'

'হাাঁ, পরীক্ষা করে দেখতে হয় এটা। ভেবেছিলাম ঘাস কাটার ওখানে গিয়ে তোকে দেখব। কিন্তু এমন অসহ্য গরম যে বনটা ছাড়িয়ে আর যাওয়া হল না। সেখানে খানিক বসলাম, তারপর বন দিয়ে গেলাম গাঁটায়। দেখা হল তোর ধাই-মা'র সঙ্গে। চাষীরা তোকে কী চোখে দেখে তা নিয়ে কিছু বাজিয়ে দেখলাম ওকে। বোঝা গেল, ওরা এ সব ভালো মনে করে না। ধাই-মা আমায় বললে, 'ওটা মনিবী কাজ নয়।' মোটের ওপর আমার মনে হয়, চাষীদের ধারণায়, 'মনিবী কাজকর্ম' সম্পর্কে খ্বই স্ক্রিদিশ্ট একটা দাবি আছে। তারা চায় না যে তাদের ধারণায় দানা-বাঁধা গণ্ডিটা থেকে মনিব বেরিয়ে আস্কুক।'

'হতে পারে; কিন্তু এটায় এত তৃপ্তি যা আমি জীবনে কখনো পাই নি। এতে খারাপ তো কিছ্ম নেই। তাই না?' জবাব দিলেন লেভিন, 'ওদের ভালো না লাগলে কী আর করা যাবে। তবে আমার মনে হয় ওটা কিছ্ম না। তুমি কী বলো?'

'মোটের ওপর' — সের্গেই ইভানোভিচ বলে গেলেন, 'আমি যা দেখছি, দিনটা তুই যেভাবে কাটালি তাতে তুই খুর্নি।'

'খ্বই খ্মি। গোটা মাঠের ঘাস কেটেছি আমরা। আর যে ব্র্ড়োর সঙ্গে সেখানে ভাব হল, সে কী বলব! ভাবতে পারবে না কী চমংকার!'

'তাহলে দিনটা ভালোই কাটিয়েছিস বলে তুই খ্রাশ। আমিও, প্রথমত, দাবার দ্ব'টো চাল আমি ঠিক কর্মোছ, একটা খ্রবই খাশা, সেটা শ্রুর হবে বোড়ে দিয়ে। তোকে দেখাব। তারপর ভাবলাম কালকের কথাবার্তা নিয়ে।'

'কী? কালকের কথাবার্তা?' লেভিন বললেন তৃপ্তিতে চোখ কুচকে, খাওয়া শেষের ঢেকুর ছেড়ে। একেবারেই মনে করতে পারলেন না কী কথাবার্তা হয়েছিল কালকে।

'আমি ভেবে দেখলাম তুই অংশত সঠিক। আমাদের মতভেদটা এইখানে যে তুই চালিকা বলে ধরিস ব্যক্তিগতে স্বার্থকে আর আমি মনে করি কিছুটা

^{*} শ্রম দারা আরোগ্য (জার্মান)।

শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রতিটি লোকের কাছে সেটা হওয়া উচিত সাধারণ কল্যাণের দ্বার্থ। হয়ত তোর এ কথাও ঠিক যে বৈষয়িক দ্বার্থপ্রণোদিত ক্রিয়াকলাপ বেশি বাঞ্ছনীয়। মোটের ওপর তোর দ্বভাবটাই হল. ফরাসিরা যাকে বলে বড়ো বেশি prime-sautière*; তুই চাস সাবেগ, উদ্যমী ক্রিয়াকলাপ অথবা কিছুই না।'

লোভন ভাইয়ের কথা শ্বনলেন বটে কিন্তু একেবারেই কিছ্ব ব্রুবলেন না, ব্রুবতে চাইলেনও না। তাঁর শ্বেধ্ ভয় হচ্ছিল যে দাদা আবার তাঁকে এমন প্রশ্ন করে না বসেন যাতে বোঝা যাবে যে কিছ্বই শোনেন নি তিনি।

'এই হল গে ব্যাপার' — সেগেই ইভানোভিচ বললেন লেভিনের কাঁধ চাপড়ে।

'হ্যাঁ, সে তো বটেই। তা, আমি নিজের গোঁ ধরে থাকছি না' — লেভিন বললেন শিশ্বস্কাভ দোষী-দোষী হাসি নিয়ে। মনে মনে ভাবলেন, 'কী আমি তক করেছিলাম? বলাই বাহ্বল্য আমিও ঠিক, উনিও ঠিক এবং সবই হয়ে গেল চমংকার। শ্ব্ধ সেরেস্তায় একবার যেতে হয়, হ্বক্ম-টুক্ম দিয়ে আসি।' সিধে হয়ে হেসে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

সেগেই ইভানোভিচও হাসলেন।

ভাইকে ছাড়তে চাইছিলেন না তিনি, ভারি একটা তাজা আমেজ আর সজীবতা বিকিরিত হচ্ছিল তাঁর কাছ থেকে। বললেন, 'যদি বেড়াতে চাস, চল যাই একসঙ্গে। তোর দরকার থাকলে সেরেস্তাতেও যাওয়া যাবে।'

'যাঃ!' লেভিন এত জোরে চে'চিয়ে উঠলেন যে ভয় পেয়ে গেলেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'কীরে, হল কী?'

'আগাফিয়া মিখাইলোভনার কব্জি?' মাথায় করাঘাত করে লেভিন বললেন, 'ওঁর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম একেবারে।'

'অনেক ভালো।'

'তাহলেও ওঁকে দেখে আসি। তুমি টুপি পরে উঠতে না উঠতেই আমি ফিরব।'

চৌকিদারের খটখটিয়ার মতো সিণড়িতে হিলের শব্দ তুলে তিনি ছুটলেন।

প্রথম ঝোঁকেই চালিত হবার প্রবণতাসম্পন্ন (ফরাসি)।

স্তেপান আর্কাদিচ যখন পিটার্সাব্র্গো যান অরাজপ্র্র্যদের কাছে অবোধ্য হলেও সমস্ত রাজপ্র্র্যদের কাছে স্বাভাবিক, বোধগন্য ও প্রয়োজনীয় সেই কর্তব্যিট পালন করতে যা ছাড়া চার্করি করা অসম্ভব, যথা মন্ত্রিদপ্তরে দর্শনি দিয়ে নিজের কথা মনে করিয়ে দেওয়া, এবং এই কর্তব্য পালন করতে গিয়ে বাড়ির সব টাকার্কাড় সঙ্গে নিয়ে ঘোড়দোড়ে আর পঙ্গাভবনগর্লায় গিয়ে সময় কাটাচ্ছিলেন হেসে খেলে, ফুর্তি করে, ডঙ্গি তখন যথাসম্ভব পয়সা বাঁচাবার জন্য ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে যান গ্রামে। যান যৌতুক হিশেবে পাওয়া এগর্নশোভো গ্রামে, বসস্তে যেখানে গাছ বেচে দেওয়া হয়, লেভিনের পফোভস্কয়ে থেকে যা পঞাশ ভাস্ট দ্রে।

এগর্নশোভোর প্রনো বড়ো বাড়িটা ভেঙে পড়েছিল বহর অতীতে, প্রিম্স তার সংস্কার করে একটা বারবাড়ি জর্ড়ে তাকে বাড়িয়ে তোলেন। বিশ বছর আগে, ডিল্ল যখন শিশ্র, বারবাড়িটা তখন ছিল প্রশস্ত, সর্বিধাজনক, যদিও সমস্ত বারবাড়ির মতো সেটা ছিল বাইরে বের্বার বীথি আর দক্ষিণের দিকে পাশকে হয়ে। কিন্তু এখন বারবাড়িটা প্রনো আর জীর্ণ। বসত্তে স্তেপান আর্কাদিচ যখন গাছ বেচতে এসেছিলেন, তখনই ডিল্ল তাঁকে বর্লোছলেন বাড়িটা দেখতে আর যা যা দরকার সারাবার আদেশ দিয়ে আসতে। সমস্ত দোষী স্বামীর মতো স্ক্রীর সর্বিধার্থে অতি যত্নপর স্তেপান আর্কাদিচ নিজেই বাড়িটা দেখেন এবং তাঁর ধারণায় যা যা দরকার তা করার হ্রুকুম দিয়ে যান। তাঁর ধারণা, সমস্ত আসবাবে ফেটন মারতে হবে, পর্দা টাঙানো দরকার, বাগানটা সাফ করতে হবে, পর্কুরের কাছে একটা মাচা করা উচিত, এবং ফুলগাছ পোঁতা চাই, কিন্তু অনেক দরকারী জিনিস যা না থাকায় পরে বেশ কণ্ট হয়েছিল ডল্লির, তিনি ভুলে গেলেন।

যত্নশীল পিতা ও স্বামী হ্বার জন্য স্তেপান আর্কাদিচ যত চেণ্টাই কর্ন, তাঁর মোটেই মনে থাকত না যে তাঁর স্বী ও ছেলেমেয়ে আছে। তাঁর র্নাচ ছিল অবিবাহিতের মতো আর তিনি ব্রথতেন শ্র্য্ সেইগ্রলোই। মস্কোয় ফিরে তিনি স্বীর কাছে সগর্বে ঘোষণা করলেন যে বাড়িটা হবে ছবির মতো। সেখানে যেতে তাঁকে খ্বই প্রামশ দিচ্ছেন তিনি। স্বীর গ্রামে যাওয়াটা স্ত্রপান আর্কাদিচের মনোরম ঠেকেছিল স্বদিক থেকেই: স্বাস্থ্য ফিরবে ছেলেমেয়েদের, খ্রচাও হবে কম, তিনি ম্বিক্ত পাবেন।

গ্রীষ্মকালটা গ্রামে থাকাটা ছেলেমেয়েদের পক্ষে, বিশেষ করে স্কালেটি রোগে ভোগা যে খ্রিকটি সেরে উঠতে যাচ্ছিল তার পক্ষে প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন ডাঁল্ল, তা ছাড়া ছোটোখাটো যেসব হীনতা, ছোটোখাটো যেসব ধার তাঁর ছিল কাঠওয়ালা, মাছওয়ালা, জ্বতো-বানিয়ের কাছে, যা তাঁকে পীড়া দিচ্ছিল তা থেকে রেহাইও মিলত। তদ্বপরি যাত্রাটা তাঁর কাছে ভালো লাগছিল আরো এই জন্য যে লোভ দেখিয়ে গাঁয়ে নিজের কাছে বোন কিটিকে নিয়ে আসার বাসনা ছিল তাঁর। বিদেশ থেকে কিটির ফেরার কথা গ্রীষ্মের মাঝামাঝি, অবগাহন স্নানের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তাকে। বিদেশ থেকে কিটি লিখেছে যে উভয়ের কাছেই ছেলেবেলাকার স্মৃতিতে ভরা এগ্র্বশোভোতে ডাল্লের সঙ্গে গ্রীষ্মটা কাটাতে পারার মতো আনন্দের ব্যাপার তার কাছে আর কিছ্বই নেই।

প্রথম দিকটা গ্রাম্য জীবন কন্টকর হয়েছিল ডল্লির পক্ষে। গ্রামে তিনি ছিলেন ছেলেবেলায়। এমন একটা ধারণা তাঁর মনে রয়ে গিয়েছিল যে গ্রাম হল সমস্ত শহরুরে বিড়ম্বনা থেকে নিৎ্কৃতি, জীবন সেখানে সর্নদর না হলেও (এটার সঙ্গে তিনি নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন সহজেই) শস্তা আর সর্বিধাজনক: সবই আছে সেখানে, সবই শস্তা, সবই পাওয়া যেতে পারে, ছেলেমেয়েদের পক্ষেও ভালো। কিন্তু এখন কর্য্য হিশেবে গ্রামে এসে তিনি দেখলেন যে তিনি যা ভেবেছিলেন, কিছুই তেমন নয়।

ওঁদের আসার পরের দিন অঝোরে বৃণ্টি নামল, রাতে জল চু'ইয়ে পড়তে লাগল করিডরে আর শিশ্বদের ঘরে, তাই খাটগ্বলো সরিয়ে আনতে হল প্রািয়ং-র্মে। রাঁধ্বনি ছিল না। নয়টা গর্বর মধ্যে, পাল দেখা শোনা করে যে মেয়েটি — সে বললে, কোনোটা গাভিন, কোনোটা বাছ্বর দিয়েছে, কোনোটা ব্বড়ো, কোনোটার বাঁট শক্ত; মাখন নেই, এমনকি শিশ্বদের জনাও দ্বধের টানাটানি। ডিম নেই। মুর্রাগ পাওয়া যাছে না; ভাজা আর সেদ্ধ করা হাছিল ব্বড়ো ব্বড়ো, বেগ্বনি রঙের, ছিবড়ে মাংসের মোরগ। মেঝে ধোওয়ার জনা লোক মিলছিল না, সবাই আল্ব চামে ব্যন্ত। গাড়ি চড়ে বেড়ারার উপায় ছিল না, কেননা একটা খোড়া ছিল অস্থির, লাফিয়ে উঠত দশ্বের মধ্যে। চান করার জো নেই, কেননা নদীর গোটা তীর গর্বর খবের চটকানো, আর রাস্তা থেকে চোখে পড়ে জায়গাটা; এমনকি বেড়িয়ে বেড়ানোও অসম্ভব, কেননা গর্বর পাল ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ত বাগানে আর একটা ছিল ভয়াবহ ষাঁড়, গর্জন করত সেটা, স্বতরাং সে ঢি*স

মারতে আসবে। পোশাক রাখার আলমারি ছিল না। যেগ্রলো ছিল বন্ধ হত না, নয়ত কাছ দিয়ে কেউ গেলে খ্রলে যেত আপনা থেকেই। উন্বনের জন্য লোহার হাঁড়ি বা শিক ছিল না, কাপড় সিদ্ধ করার বড়ো পাত্র ছিল না, এমনকি ইস্ত্রি করার তক্তাও ছিল না ঝিদের ঘরে।

ডিপ্লের মতে যা ভয়াবহ বিপর্যার, তাতে নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রথমটায় শাস্তি ও বিশ্রাম পাবার বদলে ডিপ্ল হতাশ হয়ে পড়লেন: চালাবার চেন্টা করছিলেন প্রাণপণে, নির্পায় অবস্থাটা টের পাচ্ছিলেন, প্রতি মৃহ্তে চোখে উথলে ওঠা অশ্র্রু রোধ করতে হত। বাড়ির গোমস্তা, ভূতপূর্ব যে কোয়াটার-মাস্টারকে তার স্কুনর সসম্ভ্রম চেহারার জন্য স্ত্রেপান আর্কাদিচের ভালো লেগেছিল এবং চাপরাশীদের মধ্যে থেকে তাকেই বেছে নেন, ডিপ্লের বিপদে কোনো অংশ নিত না, সম্মান দেখিয়ে বলত: 'কিছ্কুই করা যাবে না, লোকগ্রলো ভারি নচ্ছার' এবং কোনো সাহাযাই করে নি।

মনে হল অবস্থাটা থেকে উদ্ধারের উপায় নেই। কিন্তু সমস্ত বড়ো সংসারের মতো অব্লোন্ স্কিদের বাড়িতেও ছিলেন অলক্ষ্য, তবে গ্রহ্পপূর্ণ উপকারী মান্য — মারেনা ফিলিমনোভনা। কর্রীকে তিনি শাস্ত করলেন, আশ্বাস দিলেন যে সব ঠিক হয়ে যাবে (মাতভেই কথাটা তাঁর কাছ থেকেই ধার নিয়েছিল) আর নিজে তাড়াহ্মড়ো না করে, অস্থির না হয়ে কাজে লেগে গেলেন।

তক্ষ্মনি তাঁর ভাব হয়ে যায় গোমস্তা-বোঁয়ের সঙ্গে এবং প্রথম দিনেই গোমস্তা-বোঁ আর গোমস্তার বাড়িতে চা খেলেন অ্যাকেসিয়া গাছের তলে, আলোচনা হল সমস্ত ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে। অচিরেই আাকেসিয়া তলে গড়ে উঠল মাত্রেনা ফিলিমনোভনার ক্লাব গোমস্তা-বোঁ, গাঁয়ের মণ্ডল আর মহারিকে নিয়ে, এবং একটু একটু করে আসান হতে লাগল মাণকিলগালোর, আর এক সপ্তাহ বাদে সতিটেই ঠিক হয়ে গেল সর্বাকছ্ম। মেরামত হল ছাদ, রাঁধ্মনি পাওয়া গেল — গ্রাম-মণ্ডলের ছেলের ধর্ম-মা, কেনা হল মার্রাগ, দাধ দিতে লাগল গর্গালো, বাগান ঘেরা হল খোঁটা পর্তে, ছাত্রের কাপড়-চোপড় ইন্দ্রির বেলন করে দিলে, হাক বসালে আলমারিগালোয়, তা আর ইচ্ছেমতো খালে যেত না, আর সৈনিকের উদি বানাতে ব্যবহৃত মোটা কাপড়-মোড়া একটা ইন্দ্রির পাটাতন রইল কেদারা আর দেরাজে ভর দিয়ে, ইন্দ্রির গন্ধ উঠল বিমদের ঘরে।

'এই তো, সবই দিব্যি হয়েছে' — পাটাতনটা দেখিয়ে বললেন মারেনা ফিলিমনোভনা।

খডের দেয়াল দিয়ে একটা স্নানের ঘর পর্যস্ত বানানো হল, স্নান করতে লাগল লিলি, অংশত হলেও পরেণ হল ডল্লির আশা, গ্রাম্য জীবনের প্রশান্তি না হলেও আরাম মিলল। ছ'টি শিশ, সন্তান নিয়ে শান্তিতে থাকা ডল্লির পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারো অসুখ করে, কেউ অসুখে পড়তে পারে, কেউ কিছ্ম একটা পাচ্ছে না, কারো মধ্যে আবার মন্দ স্বভাবের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে. লেগেই আছে এই সব। খুব কম, খুব কমই দেখা দিত শান্তিতে থাকার সংক্ষিপ্ত সময়টুক। কিন্তু এই সব উদ্বেগ আর দুনিচন্তা ছিল ডব্লির কাছে সম্ভবপর একমাত্র সূত্র। এটা না থাকলে যে স্বামী তাঁকে ভালোবাসেন না, তাঁর কথা ভেবে তিনি পড়ে থাকতেন একলা। কিন্ত ছেলেমেয়েদের অস্বথের কথা ভেবে মায়ের ভয়টা যতই কণ্টকর হোক, ছেলেমেয়েদের রোগ, ছেলেমেয়েদের মধ্যে বদ স্বভাবের দুর্লক্ষণ তাঁকে যতই দ্বঃথ দিক, তারাই এখন ছোটো ছোটো আনন্দ দিয়ে সে দ্বঃখের ক্ষতিপরেণ করতে লাগল। সে আনন্দ এতই ক্ষুদ্র যে তা ছিল বালুর মধ্যে স্বর্ণকণার মতো অলক্ষ্য, মন খারাপের সময় তাঁর চোখে পড়ত কেবল দৃঃখ, কেবল বালি, কিন্তু স্ক্রাহ্রতাও আসত যখন তিনি দেখতেন কেবল আনন্দ, কেবল সোনা।

এখন, গ্রামের নিঃসঙ্গতায় এই আনন্দগর্লো সম্পর্কে তিনি সজ্ঞান হতেন ঘন ঘন। ওদের দিকে চেয়ে প্রায়ই তিনি নিজেকে প্রাণপণে বোঝাতে চাইতেন যে বিদ্রান্ত মা হিশেবে তিনি ছেলেমেয়েদের প্রতি পক্ষপাতদর্ঘট; তাহলেও মনে মনে তিনি এ কথা না বলে পারতেন না যে তাঁর ছেলেমেয়েরা সবকটিই চমংকার, ছয়টির সবকটিরই স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু এমন ছেলেমেয়ে হয় খ্বই কম, — তাদের জন্য সর্খ আর গর্ববাধ হত তাঁর।

n v n

মে মাসের শেষে যখন সবই ন্যানাধিক ঠিকঠাক হয়ে গেছে, তখন গ্রামের অস্ববিধাগ্বলো নিয়ে তাঁর নালিশের জবাব এল স্বামীর কাছ থেকে। সবিকিছ্ব ভেবে দেখেন নি বলে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি, প্রতিশ্রতি

দিয়েছেন যেই সম্ভব হবে অমনি সেখানে যাবেন। তবে সে সম্ভাবনাটা দেখা গেল না, জনুনের গোড়া পর্যন্ত ডল্লি গ্রামে রইলেন একা।

পিটার পরবের সপ্তাহে রবিবারে ডব্লি তাঁর সমস্ত ছেলেমেয়েদের নিয়ে গির্জায় গেলেন তাদের ব্রতানুষ্ঠানের জন্য। বোন, মা, বন্ধুনের সঙ্গে অন্তরঙ্গে, দার্শনিক আলোচনায় তিনি প্রায়ই তাঁদের অবাক করেছেন ধর্মের ব্যাপারে তাঁর স্বাধীনচিত্ততায়। ওঁর ছিল মেতেমসাইকোসিসের এক বিচিত্র ধর্ম, গোঁড়া গির্জার তোয়াক্কা না করে তাতে তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস। কিন্তু ঘরে তিনি শুধ্বলোক দেখানির জন্য নয়, মনে প্রাণে গির্জায় সমস্ত দাবি মেনে চলতেন আর ছেলেমেয়েরা যে প্রায় এক বছর ব্রত গ্রহণে যায় নি. এটা তাঁকে খুবই উদ্বিয় করিছল। মাত্রেনা ফিলিমনোভনার পরুরো অনুমোদন আর সহানুভূতি পেয়ে তিনি ঠিক করলেন সেটা করা যাক এখন, গ্রীছেম।

দিনকয়েক আগে থেকেই ডল্লি ভাবছিলেন ছেলেমেয়েদের কী সাজে সাজাবেন। ফ্রকগনুলো বানানো হল, ঢেলে সাজা হল, ধোলাই করা হল, নামিয়ে দেওয়া হল হেম, সেলাই করা হল বোডাম, তৈরি রইল রিবন। তানিয়ার জন্য যে ফ্রকটি বানাবার ভার নিয়েছিলেন ইংরেজ মহিলাটি, তাতে ডল্লির অনেক আশা জলে গেল। নতুন করে সেলাই করতে গিয়ে তিনি ভাঁজগনুলো ফেলেন নি জায়গামতো, আদ্রিন দনটো কেটেছিলেন এমন যে পোশাকটাই মাটি হয়ে গেছে একেবারে। তানিয়ার গায়ে তা যেভাবে বসল, চেয়ে দেখা যায় না। তবে মারেনা ফিলিমনোভনা একটা পটি গর্ভে কেপ দিয়ে তা ঢাকার কথা বললেন। ব্যাপারটা সামলানো গেল, কিন্তু প্রায় ঝগড়া বাধল ইংরেজ মহিলাটির সঙ্গে। তবে সকালে সব তৈরি হয়ে গেল আর নটার সময়, পর্রোহিতকে যখন মাস উপাসনার জন্য অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল, আনন্দে জন্লজনুলে হয়ে বেশভূষা করে ছেলেমেয়েরা গাড়িবারান্দায় গিয়ে দাঁডাল মায়ের অপেক্ষায়।

বেয়াড়া 'দাঁড়কাকে'র বদলে মাত্রেনা ফিলিমনোভনার হস্তক্ষেপে গাড়িতে জোতা হয়েছে গোমস্তার 'পাটকিলে'কে। ডিল্লির দেরি হচ্ছিল প্রসাধনের ঝামেলায়, শেষ পর্যস্ত শাদা মসলিন গাউন পরে তিনি বেরিয়ে এলেন গাড়িতে উঠতে।

ডিল্লি তাঁর কবরী রচনা ও সাজগোজ করেছেন স্বত্নে, উতলা হয়ে। আগে তিনি সাজ করতেন নিজের জনাই যাতে নিজেকে স্কুন্দর দেখায়, লোকের ভালো লাগে: পরে যত বয়স হতে লাগল ততই তাঁর বিরক্তি ধরত সাজ

করতে; টের পেতেন কত কুশ্রী হয়ে পড়েছেন তিনি। কিন্তু এখন তিনি ফের সাজগোজ করলেন পরিতোষ আর উত্তেজনা নিয়ে। এখন তিনি সাজসজ্জা করলেন নিজের জন্য নয়, নিজের র্পের জন্য নয়, এই জন্য যাতে এই সোনার কণাগ্লোর মা হিশেবে তিনি সাধারণ ছাপটা মাটি করে না দেন। এবং শেষ বারের মতো আয়নায় ম্খ দেখে তিনি খ্লিই হলেন। স্লের দেখাছে তাঁকে। ঠিক অতটা স্লের নয় যা হবার তাঁর ইছে হত বলনাচগ্রনিতে যাবার সময়। কিন্তু যে লক্ষ্যটা এখন তিনি সামনে রেখেছেন, তার পক্ষে স্লের।

গির্জায় চাষী, জমাদার আর তাদের বোয়েরা ছাড়া আর কেউ ছিল না।
কিন্তু তাঁর ছেলেমেয়েদের এবং তাঁকে দেখে ওদের ম্বথেচোখে একটা তারিফ
আর চাণ্ডলা তিনি দেখতে পেলেন, অথবা তাঁর মনে হয়েছিল যে দেখতে
পাচ্ছেন। ছেলেমেয়েদের এমনিতেই, বাহারে পোশাক-আশাকেই শ্ব্যু যে
ভালো দেখাচ্ছিল তা নয়় যেভাবে তারা চলছিল, তাতেও মিষ্টি লাগছিল
তাদের। আলিওশা অবিশ্যি দাঁড়িয়ে ছিল তেমন শোভন চঙে নয়: কেবলই
সে মাথা ঘ্রিয়েয় ঘ্রিয়েয় দেখতে চাইছিল নিজের কোটের পেছন দিকটা:
তাহলেও অসাধারণ মিষ্টি লাগছিল তাকে। তানিয়া বড়োদের মতো ভাব
করে তাকিয়ে দেখছিল ছোটোদের। তবে সবচেয়ে যা কিছ্ব ঘটছে তাতে
তার সরল বিস্ময়ে ছোটোটি, লিলি ছিল অপর্প, আর স্যালামেন্ট নেবার
পর সে যখন ইংরেজিতে বলে ওঠে 'আরেকটু দিন দয়া করে', তখন কঠিন
হয়েছিল না হেসে থাকা।

বাড়ি ফিরে ছেলেমেয়েরা টের পাচ্ছিল গ্রুগন্তীর কিছ্র একটা ঘটে গেল: ভারি নয় হয়ে রইল তারা।

বাড়িতেও ভালোই চলল সব; কিন্তু প্রাতরাশে বসে শিস দিতে লাগল গ্রিশা, আর সবচেয়ে যেটা খারাপ, কথা সে শ্রনছিল না ইংরেজ মহিলাটির, তাই মিন্টি পিঠে দেওয়া হয় নি তাকে। সেখানে থাকলে এমন একটা দিনে শাস্তিদান অন্যাদন করতেন না ডল্লি, কিন্তু ইংরেজ মহিলার নির্দেশ মান্য করতে হল, মিন্টি পিঠে গ্রিশা পাবে না এ সিদ্ধান্ত সমর্থন করলেন তিনি। সাধারণ আনন্দটা খানিকটা মাটি হল এতে।

গ্রিশা এই বলে কাঁদতে লাগল যে নিকোলিন্কাও শিস দিয়েছে কিন্তু শাস্তি দেওয়া হয় নি তাকে, কাঁদছে সে পিঠের জন্য নয়, ওতে কিছ্ এসে যায় না তার, কাঁদছে তার ওপর অবিচার করা হয়েছে বলে। এতে মন খারাপ হল বড়ো বেশি, ডাল্ল ঠিক করলেন, ইংরেজ মহিলাটির সঙ্গে কয়ে গ্রিশাকে মাঁপ করতে অন্বরোধ করবেন এবং চললেন তাঁর কাছে। কিন্তু হলের ভেতর দিয়ে যাবার সময় যে দৃশ্যটা তিনি দেখলেন তাতে এতই আনন্দে তাঁর বৃক ভরে উঠল যে জল এসে পড়ল চোখে, নিজেই তিনি ক্ষমা করে দিলেন অপরাধীকে।

দন্ডিতটি হলে বসে ছিল কোণের জানলার কাছে; তার কাছে তানিয়া প্লেট হাতে দাঁড়িয়ে। প্রতুলগ্নলোকে খাওয়াবার ছল করে তানিয়া তার নিজের পিঠের ভাগটা শিশ্বকক্ষে নিয়ে যাবার অনুমতি চেয়ে নেয় ইংরেজ মহিলার কাছ থেকে কিন্তু তার বদলে সেটা নিয়ে আসে ভাইয়ের কাছে। তার ওপর অবিচার নিয়ে কালা চালিয়ে যেতে যেতে গ্রিশা খাচ্ছিল নিয়ে আসা পিঠেটা আর ফোঁপানির ভেতর দিয়ে বলে যাচ্ছিল: 'নিজেই তুমি খাও, দ্ব'জনে মিলে খাব... দ্ব'জনে মিলে।'

গ্রিশার জন্য প্রথমে কন্ট হয়েছিল তানিয়ার, তারপর নিজের মহান্ত্বতার চেতনা ক্রিয়া করছিল তার মনে, ওরও চোখে জল এসে পড়েছিল: তবে আপত্তি না করে সে খেতে লাগল তার ভাগটা।

মাকে দেখে আঁতকে উঠেছিল ওরা, কিন্তু তাঁর মুখের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখে, তারা ঠিক কাজই করছে ব্যুখতে পেরে হেসে উঠল, মুখতির্তি পিঠে নিয়ে হাস্যময় ঠোঁট মুছতে লাগল হাত দিয়ে, জ্বলজ্বলে মুখগুলো মাখামাখি হয়ে গেল চোখের জলে আর জ্যামে।

'মাগো! নতুন শাদা পোশাক! তানিয়া, গ্রিশা!' পোশাক বাঁচাবার চেন্টা করে মা বলছিলেন, তবে চোখে জল নিয়ে, পরমানন্দের দীপ্ত হাসি হেসে। পোশাক খুলে রেখে মেয়েদের ব্লাউজ আর ছেলেদের পুরনো জ্যাকেট পরতে বলা হল, ব্যাঙের ছাতা তোলা আর স্নানে যাবার জন্য জ্বততে বলা হল গাড়ি, গোমস্তার মনঃক্ষ্ম করে জ্যোতা হল 'পাটকিলে' ঘোড়া। শিশ্বকক্ষে উঠল উল্লাসের চিল্লানি, স্নানের জন্য রওনা দেবার আগে পর্যন্ত তা থামল না।

ব্যাঙের ছাতা মিলল প্ররো এক ঝুড়ি, লিলি পর্যন্ত পেয়ে গেল একটা। আগে মিস গ্র্ল নিজে ব্যাঙের ছাতা দেখতে পেলে লিলিকে দেখিয়ে দিতেন আর লিলি তা তুলত, কিন্তু এখন লিলি নিজেই পেয়েছে বড়ো একটা ব্যাঙের ছাতা, উল্লাসের সমবেত চিৎকার উঠল: 'লিলি ব্যাঙের ছাতা পেয়েছে!'

তারপর স্নান করতে যাওয়া হল নদীতে, ঘোড়াগন্লোকে রেখে দেওয়া হল বার্চ গাছের তলে। ডাঁশ তাড়াচ্ছিল সেগন্লো। কোচোয়ান তেরেন্তি তাদের গাছের সঙ্গে বে'ধে ঘাসগন্লো দলে শন্য়ে পড়ল বার্চের ছায়ায়। ঘাট থেকে ভেসে আসতে লাগল শিশন্দের অবিরাম ফুর্তির চিল্লানি।

সমস্ত ছেলেমেয়েগ্রলোর ওপর নজর রাখা আর তাদের দ্বর্ডুমি ঠেকানো ঝামেলার ব্যাপার হলেও, এই সব মোজা, প্যাণ্টাল্বন, জ্বতোর কোনটা কোন পায়ের তা মনে রাখা, গোলমাল করে না ফেলা, অসংখ্য ফিতে, লেস. বোতাম খোলা, আঁটা, বাঁধাছাঁদা করা কঠিন হলেও ডল্লি নিজেই সর্বদা ছিলেন স্নানের ভক্ত, ছেলেমেয়েদের পক্ষেও তা উপকারী জ্ঞান করতেন. তাদের সবাইকে নিয়ে এই স্নান তিনি যা উপভোগ করলেন আর কিছ্বই তেমন নয়। হল্টপ্রুল্ট এই সব পাগ্বলোয় হাত ব্লাতে ব্লাতে তাতে মোজা পরানো, কোলে তুলে নিয়ে ন্যাংটা দেহগ্বলোকে জলে ঢুবানো, কখনো ফুর্তির কখনো আতংকের চিল্লানি শোনা, ভীত আর উল্লাসিত চোখ মেলা, দম ফুরিয়ে আসা জলসিন্তিত এই সব ম্ব্য, তাঁর এই সব দেবিশিশ্বদের দেখা তাঁর কাছে তৃপ্তির পরাকান্টা।

ছেলেমেয়েদের অর্ধেকের যথন পোশাক পরা হয়ে গেছে, ওরিধ গাছগাছড়া জোগাড় করতে বের্নো পরবের পোশাক পরা কয়েকজন চাষী মেয়ে ঘাটের কাছে এসে সসংকোচে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিছানার একটা চাদর আর কামিজ জলে পড়ে গিয়েছিল, মানেনা ফিলিমনোভনা মেয়েদের একজনকে ডেকে বললেন সেগ্লো তাঁকে শ্বকোবার জন্য দিতে। ডিল্লি চাষী মেয়েদের সঙ্গেক কথাবার্তা বলতে লাগলেন। প্রথমে তারা হাতে মৃথ ঢেকে মৃচিক হাসছিল, ডিল্লির প্রশন ধরতে পারছিল না। তবে শিগগিরই তাদের সাহস বাড়ল, কথা কইতে শ্বন্ করলে, এবং ছেলেমেয়েদের যে অকৃত্রিম তারিফ তারা করলে তাতে তংক্ষণাৎ ডিল্লিকে কিনে নিল তারা।

তানিয়াকে দেখে মুশ্ধ হয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে একজন বললে, 'ইস, স্কুন্দরী বিটিস, চিনির মতো শাদা তবে রোগা...'

'হ্যাঁ, অস_{ন্}খ করেছিল।'

কোলেরটিকে দেখে বললে আরেকজন, 'আরে, তুইও চান করলি নাকি।' 'না, ও শ্ব্দ্ব তিন মাসের' — গর্বের স্বরে বললেন ডল্লি। 'বটে!'

^{&#}x27;তোমার ছেলেমেয়ে আছে?'

'ছিল চারটি। আছে দ্বটি: বেটা আর বেটী। গত লেণ্টপরবের পর মেয়েটি মাই ছেড়েছে।'

'সেটি ক'বছরের?'

'দুই বছর চলছে।'

'এত দিন ধরে মাই দিলে যে?'

'আমাদের ওই চলে: তিনটে লেণ্ট...'

কথাবার্তাটা হল ডল্লির পক্ষে সবচেয়ে আকর্ষণীয়: প্রসব হয়েছিল কেমন? কী অসুখ? স্বামী কোথায়? প্রায়ই আসে?

ওদের সঙ্গে আলাপটা এতই আকর্ষণীয়, এতই একই রকম ছিল তাদের আগ্রহ যে মেয়েদের ছাড়তে চাইছিলেন না ডিল্ল। সবচেয়ে তাঁর ভালো লাগছিল এইটে পরিন্কার দেখতে পেয়ে যে ওঁর কতগুলা ছেলেমেয়ে আর সবাই কী স্কুন্দর দেখে ওরা মুকু হয়েছে। ডিল্লকে হাসাল ওরা আর ক্ষুক করল ইংরেজ মহিলাটিকে এই জন্য যে তাঁর কাছে দ্বর্বোধ্য এই হাসির কারণ তিনিই। একটি তর্বা মেয়ে ইংরেজ মহিলাটিকে লক্ষ্য করছিল, তিনি পোশাক পরিছলেন সবার শেষে। আর যখন তিনি তৃতীয় স্কার্টটাও পরলেন, মেয়েটি তখন মন্তব্য না করে পারল না: 'এহ্, স্কার্ট পরছে তো পরছেই, পরা আর শেষ হয় না!' বলতেই খিলখিলিয়ে হেসে উঠল সবাই।

n & n

স্নানশেষে ভেজা চুলে সমস্ত ছেলেমেয়েদের নিয়ে আর নিজে মাথায় র্মাল বে'ধে ডল্লি যখন প্রায় বাড়ির কাছে এসে পড়েছেন কোচোয়ান বললে:

'কে একজন বাব**ু আসছেন, মনে হ**য় পক্রোভস্কয়ে থেকে।'

ডিল্লি সামনে তাকিয়ে তাঁদের দিকে এগিয়ে আসা ধ্সর টুপি আর ধ্সর ওভারকোট পরিহিত লেভিনের মূর্তি দেখে খুনিশ হয়ে উঠলেন। তাঁকে দেখলে তিনি খুনিশ হতেন সর্বাদাই, কিন্তু এখন তিনি আরো খুনিশ হলেন এই জনা যে লেভিন তাঁকে দেখবেন তাঁর সমগ্র মহিমায়। লেভিনের মতো আর কেউ তাঁর এ মহিমা বোঝে না।

ডল্লিকে দেখে নিজের কল্পিত ভবিষাৎ সংসারের একটা ছবি খুলে গেল লেভিনের সামনে। 'আপনি একেবারে যে ছানাপ্রনোর ম্রগি-মা দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।' 'আহ্, কী যে খ্রিশ হলাম!' হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন ডব্লি।

'থ্বিশ হলেন, তবে আমাকে তো জানান নি। দাদা আছেন আমার এখানে। স্থিভার কাছ থেকে চিরকুট পেলাম যে আপনি এখানে এসেছেন।

'স্তিভার কাছ থেকে?' অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন ডল্লি।

'হাাঁ, লিখেছে যে আপনি এসেছেন, এই মনে করে যে কোনোকিছ্বতে সাহায্য করতে আপনি দেবেন আমায়' — লেভিন বললেন আর বলেই হঠাও বিব্রত হয়ে কথা বন্ধ করে নীরবে গাড়ির কাছে ঘ্রতে লাগলেন, লাইম গাছের ডাল ছি'ড়ে তা চিবতে চিবতে। তাঁর বিব্রত লাগল এই জন্য যে স্বামীর যা করা উচিত সে ব্যাপারে বাইবের লোকের সাহায্য ডাল্লর কাছে খারাপ লাগবে। স্তেপান আর্কাদিচের পক্ষ থেকে নিজের পারিবারিক ব্যাপার অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার এই যে ধরন, সেটা সত্যিই ভালো লাগে নি ডাল্লর। লেভিনও যে সেটা ব্রেছেন, তা ব্রুতে পারলেন তিনি তৎক্ষণাও। বোধের এই স্ক্রোতার জন্য, এই মাত্রাবোধের জন্যই তিনি পছন্দ করতেন লেভিনকে।

লেভিন বললেন, 'আমি অবিশ্যি তাতে শ্বধ্ব এই ব্বেছে যে আপনি আমায় দেখতে চান আর সে জন্যে আমি খ্বই খ্নিশ। বলাই বাহ্লা যে আমি কলপনা করতে পারি যে শহ্বরে গ্হকর্রী হিশেবে এখানে আপনার খ্বই অস্বিধে হবে, তবে কিছ্ব দরকার পড়লে আমি সর্বদাই আছি আপনার সেবায়।'

'আরে না' — ডল্লি বললেন; 'প্রথমটা অস্ক্রবিধে হয়েছিল, তবে এখন সব চমংকার ঠিকঠাক হয়ে গেছে আমার ওই ধাই-মা'র কল্যাণে' — বললেন তিনি মানেনা ফিলিমনোভনাকে দেখিয়ে। তিনিও ব্রেছেলেন কথা হচ্ছে তাঁকে নিয়ে। লেভিনের দিকে চেয়ে তিনি হাসলেন ভালো মনে, হাসিখ্বিশতে। লেভিনকে চিনতেন তিনি, জানতেন ইনি দিদিমণির পাণিপ্রার্থী, চাইতেন যেন সেটা হয়।

বললেন, বস্বন-না, আমরা খানিক ঘে'ষাঘে'ষি করে থাকব।'

'না, আমি হে'টে যাব। এই ছেলেমেয়েরা, কে আমার সঙ্গে ঘোড়দৌড় দেবে?'

ছেলেমেয়েরা লেভিনকে চিনত কম, কবে তাঁকে দেখেছে তা মনে নেই তাদের, তবে বয়স্ক লোকেরা প্রায়ই ভান করে ব'লে ছেলেমেয়েরা যে বিচিত্র বিরাগ আর সংকোচ বোধ করে এবং সে জন্য বেশ শায়েস্তা হতে হয়, সেটা তাদের মধ্যে দেখা গেল না। যেকোনো ব্যাপারেই ভান অতি বৃদ্ধিমান, অন্তর্ভেদী মান্বকে প্রতারিত করতে পারে বটে, কিন্তু ভান যত সযত্নেই ঢাকা দেওয়া হোক, সবচেয়ে ক্ষীণমতি শিশ্বও তা ধরতে পারে, বিরাগ বোধ করে। লেভিনের আর যে বৃদ্ধিই থাক, ভানের কোনো লক্ষণই তাঁর মধ্যে নেই, তাই ছেলেমেয়েরা তাঁর সঙ্গে তেমনি ভালোমান্বি করল যা তারা দেখে তাদের মায়ের ম্বখে। লেভিনের আমন্ত্রণে বড়ো দ্ব'জন তক্ষ্বিন লাফিয়ে এল তাঁর কাছে আর তেমনি সহক্ষে দেণ্ড়তে লাগল তাঁর সঙ্গে যেমন তারা দেড়তে পারত ধাই-মা, মিস গ্রল বা মাকে নিয়ে। লিলিও তাঁর কাছে আসতে চাইছিল, মা তাকে লেভিনের হাতে দিতেই লেভিন তাকে কাঁধে চাপিয়ে ছুট মারলেন।

মায়ের দিকে চেয়ে ফুর্তিতে হেসে বললেন, 'ভয় পাবেন না, ভয় পাবেন না দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা! চোট লাগবে কি পড়ে যাবে, সে অসম্ভব।' তাঁর ক্ষিপ্র, বলিষ্ঠ, সয়য়-সতর্ক এবং বড়ো বেশি টান-টান গতিভঙ্গি দেখে মা শাস্ত হয়ে ফুর্তিতে অন্মোদনের হাসি হাসলেন তাঁর দিকে চেয়ে। এখানে এই গ্রামে, ছেলেমেয়ে এবং তাঁর অন্মরাগী দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে পেয়ে বেশ একটা ছেলেমান্মী দিল-দরিয়া মেজাজ পেয়ে বসল তাঁকে, যা তাঁর প্রায়ই হয় আর য়েটা বিশেষ করে ভালো লাগত ডিল্লির। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দৌড়া-দৌড়ি করে তিনি তাদের ব্যায়াম শেখালেন, নিজের অকথ্য ইংরেজি ভাষায় হাসালেন মিস গ্লেকে, ডিল্লিকে বললেন গাঁয়ে তাঁর কাজকমের্মর কথা।

খাওয়া-দাওয়ার পর ডল্লি তাঁর সঙ্গে একা ঝুল-বারান্দায় বসে বললেন কিটির কথা।

'জানেন? কিটি এখানে আসবে, গ্রীষ্মকালটা থাকবে আমার সঙ্গে।'

'সত্যি?' লাল হয়ে বললেন তিনি এবং তক্ষ্বনি কথাটা ঘ্রিরয়ে দেবার জন্য যোগ করলেন, 'তাহলে দ্বটো গর্ব পাঠাব আপনাকে? যদি হিসাব মেটাতে চান, মাসে পাঁচ র্ব্ল করে দেবেন, অবিশ্যি যদি আপনার সংকোচ না হয়।'

'না, না, ধন্যবাদ। আমাদের সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে।'

'তাহলেও আপনাদের গর্গ্লোকে আমি দেখব, যদি অন্মতি দেন, হ্বুকুম দিয়ে যাব কী করে খাওয়াতে হবে। খাওয়ানোটাই আসল কথা।'

এবং শ্বধ্ব কথাবার্তার মোড় ঘ্রারিয়ে দেবার জন্যই লেভিন ডপ্লিকে বোঝাতে লাগলেন তাঁর ডেয়ারি তত্ত্ব, যার মোন্দা কথা, গর্ব হল খাদ্যকে দ্বধে পরিণত করার যন্ত্র ইত্যাদি।

এটা তিনি বলছিলেন যদিও ভয়ানক চাইছিলেন কিটি সম্পর্কে খুটিনাটি সমস্ত কথা শুনতে, আবার ভয়ও হচ্ছিল তাতে। ভয় হচ্ছিল যে এত কন্টে যে প্রশান্তি তিনি লাভ করেছেন সেটা চুরমার হয়ে যাবে।

'হ্যাঁ, তবে এ সবের ওপর তো নজর রাখতে হয়, কিন্তু কে করবে সেটা?' অনিচ্ছায় জবাব দিলেন ডব্লি।

মারেনা ফিলিমনোভনার মাধ্যমে তিনি তাঁর কাজ-কারবার এমন গৃন্ছিয়ে তুলেছেন যে তাতে অদল-বদল করার ইচ্ছে ছিল না তাঁর; তা ছাড়া কৃষির ব্যাপারে লেভিনের জ্ঞানেও তাঁর ভরসা ছিল না। গর্ম হল দুধ বানাবার যন্ত্র এ যৃত্তি তাঁর কাছে সন্দেহজনক ঠেকেছিল। তিনি ভাবলেন এ ধরনের চিন্তায় কেবল ক্ষতিই হতে পারে গৃহস্থালির। তাঁর মনে হয়েছিল ব্যাপারটা অনেক সহজ: দরকার শৃধ্য মারেনা ফিলিমনোভনা যা তাঁকে ব্নিরেছেন, ছোপ-ছোপে আর পাশ-ধবলীকে বেশি করে খাদ্য পানীয় দেওয়া দরকার, আর বাব্রচি যেন রান্নাঘরের ফেলানি জল ধোপানীর গর্মের জন্য না নিয়ে যায়। এটা বেশ স্পণ্ট। ওদিকে আটা আর ঘাস খাওয়াবার য্রন্তিটা অনিশ্চিত এবং অস্পণ্ট। তবে প্রধান কথা, ওঁর ইচ্ছে হচ্ছিল কিটির কথা বলেন।

11 So 11

'কিটি আমায় লিখেছে যে শান্তি আর নিঃসঙ্গতা ছাড়া আর কিছন সে চায় না' --- যে নীরবতা নেমে এসেছিল সেটা কাটলে বললেন ডল্লি। 'আর স্বাস্থ্যটা, ভালো হয়েছে কি?' লেভিন জিগ্যেস করলেন দ্বর্ দ্বর্ ব্বে।

'ভগবানকে ধন্যবাদ, একেবারে সেরে উঠেছে। আমার কখনো বিশ্বাসই হয় নি যে বুকের দোষ আছে তার।'

'আহ্, শ্বনে বড়ো আনন্দ হল!' লেভিন বললেন আর বলে নীরবে ডল্লির দিকে চেয়ে থাকায় ডল্লি তাঁর মুখে মর্মস্পর্শী অসহায় কী একটা ভাব দেখতে পেলেন যেন। 'শ্বন্ব কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ' — ডল্লি বললেন তাঁর সহদয়, খানিকটা উপহাসের হাসি হেসে, 'কিটির ওপর আপনার রাগ কেন?'

'আমি? আমি তো রাগি নি।'

'না, রেগেছেন। যখন মন্তেকায় গিয়েছিলেন, আমাদের কাছে বা ওদের কাছে কোথাও এলেন না যে?'

'দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা' — চুলের গোড়া পর্যস্ত আরক্ত হয়ে লেভিন বললেন, 'আমার অবাক লাগছে যে আপনি এত সহদয় হয়ে ব্রুছেন না এটা। আমার ওপর নেহাৎ কর্ব্বাও আপনার কেন হচ্ছে না যথন জানেন যে...'

'কি আমি জানি?'

'জানেন যে আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম এবং প্রত্যাখাত হয়েছি' — লেভিন বললেন আর এক মৃহ্তে আগে কিটির প্রতি যে কোমলতা বোধ করেছিলেন, বুকের মধ্যে তার স্থান নিল অপমানের জন্মলা।

'কেন ভাবছেন যে আমি জানি?'

'কেননা সবাই জানে ব্যাপারটা।'

'এখানেই ভূল হচ্ছে আপনার; আমি এটা জানতাম না যদিও অন্মান করোছলাম।'

'বটে! তা এখন তো জানলেন।'

'আমি জানতাম কেবল কিছ্ একটা হয়েছে বোধ হয়, ভয়ানক কণ্ট পাচ্ছিল সে, আমায় সে বলে ও নিয়ে আর কখনো যেন কথা না তুলি। আর আমায় যখন বলে নি তখন আর কাউকেও সে বলবে না। কিন্তু হয়েছিল-টা কী? বল্বন আমায়।'

'कौ रुर्खां ছल সে তো বললাম আপনাকে।'

'কখন ওটা ঘটেছিল?'

'যথন শেষবার আপনাদের ওখানে যাই আমি।'

'তবে শ্বন্বন, আপনাকে একটা কথা বলি' — ডব্লি বললেন, 'ওর জন্যে আমার ভয়ানক, ভয়ানক কণ্ট হয়। আপনি কণ্ট পাচ্ছেন কেবল আহত গর্ব থেকে…'

লেভিন বললেন, 'হতে পারে, কিস্তু...'

ডল্লি বাধা দিলেন তাঁর কথায়:

'বেচারির জন্যে আমার ভয়ানক, ভয়ানক কণ্ট হয়। এখন সব ব্রুতে পার্রাছ আমি।' 'কিন্তু মাপ করবেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা' — লেভিন বললেন উঠে দাঁড়িয়ে, 'আসি দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। ফের দেখা হবে।'

'আরে না, না, বসুন, বসুন' — তাঁর আস্তিন ধরে ডাল্ল বললেন।

'ও নিয়ে কিন্তু আর কথা নয়' — বসে লেভিন বললেন আর সেইসঙ্গে টের পেলেন যে সমাধিস্থ বলে যা মনে হর্মেছিল সে আশাটা নড়ে চড়ে মাথা তুলছে তাঁর বুকের মধ্যে।

'আপনাকে যদি আমি ভালো না বাসতাম' — বললেন ডল্লি, চোখে তাঁর জল এসে গিয়েছিল. 'আপনাকে যতটা জানি তা যদি না জানতাম...'

যে হৃদয়াবেগটা মরে গেছে বলে মনে হয়েছিল তা ক্রমেই জীবস্ত হয়ে অধিকার করতে লাগল লেভিনের অস্তর।

ডিল্ল বলে চললেন, 'হ্যাঁ, এখন আমি ব্ৰুপলাম, আপনি এটা ব্ৰুপতে পারবেন না, আপনারা প্রন্থেরা দ্বাধীন বাছবিচার করতে পারেন, আপনাদের কাছে সর্বদা পরিষ্কার কাকে ভালোবাসেন। কিন্তু নারীস্কাভ, কুমারীস্কাভ লঙ্জা নিয়ে অপেক্ষমাণা এক বালিকা, যে বালিকা আপনাদের, প্রব্যুবদের দেখছে দ্র থেকে, স্বাইকে গ্রহণ করে তার কথা দিয়ে, এরকম বালিকার এমন অনুভৃতি হতে পারে যে সে ব্রুপতে পারছে না কী বলবে।'

'হ্যাঁ, হ্রদয় যদি না বলে...'

'হদয় বলে বৈকি, কিন্তু আপনি ভেবে দেখুন: আপনাদের প্রর্থদের নজর পড়ল কোনো একটা মেয়ের ওপর, তার বাড়ি যেতে লাগলেন, ঘনিষ্ঠ হলেন, খ্বিটয়ে দেখলেন সব, অপেক্ষা করে রইলেন আপনি যা ভালোবাসেন তা পাচ্ছেন কিনা, তারপর যখন নিশ্চিত হলেন যে ভালোবাসছেন, তখন প্রস্তাব দিলেন...'

'ঠিক তাই-ই এমন নয়।'

'তা না হোক গে, আপনি প্রস্তাব দিলেন যখন আপনার ভালোবাসা পরিপক হয়ে উঠেছে অথবা নির্বাচনীয় দ্বইজনের মধ্যে পাল্লা ভারী হল একজনের। অথচ মেয়েটিকে তো জিগ্যেস করা হয় না। লোকে চায় নিজেই সে বেছে নিক, কিন্তু বেছে নিতে সে যে অপারগ, সে কেবল জবাব দিতে পারে হাাঁ কিংবা না।'

'হ্যাঁ, আমার আর দ্রন্স্কির মধ্যে বাছাবাছি' — লেভিন ভাবলেন আর প্রাণ পেয়ে ওঠা শব আবার মারা গেল তাঁর অস্তরে, শ্ব্ধ্ তা ফ্রণা দিয়ে দলিত করতে থাকল তাঁর হৃদয়। বললেন, 'দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, ওভাবে বাছা হয় একটা গাউন কি অন্যকিছ্ম জানি না, ভালোবাসা নয়। বাছা হয়ে গেছে, আর সেটাই ভালো... প্রনরাকৃত্তি হতে পারে না।'

আহ্, গর্ব আর গর্ব!' ডিল্ল বললেন যেন অন্যান্য ষেসব অন্তুতি শ্বধ্ব মেয়েরাই জানে, তার সঙ্গে তুলনায় এ অন্তুতিটার নীচতার জন্য তাঁকে ঘেরা করে। 'যে সময় আপনি কিটির পাণিপ্রার্থনা করেছিলেন তথন সে ঠিক সেই অবস্থাতেই ছিল যথন জবাব দিতে সে পারে না। দোদ্বল্যমানতা ছিল তার। আপনি নাকি দ্রন্সিক — এই দোদ্বল্যমানতা। দ্রন্সিককে কিটি দেখছিল রোজই অথচ আপনাকে দেখে নি অনেকদিন। ধরা যাক, ওর যদি আরেকটু বয়স হত — যেমন ওর জায়গায় আমি হলে আমার পক্ষে কোনো দোলায়মানতা থাকা সম্ভব হত না। দ্রন্সিককে আমার বরাবরই খারাপ লেগেছে, শেষও হল তাই।'

লোভনের মনে পড়ল কিটির জবাব। সে বলেছিল: না, এটা হতে পারে না...

নীরস কণ্ঠে তিনি বললেন, 'দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, আমার ওপর আপনার আন্থায় মূল্য দিই আমি; কিন্তু আমার মনে হয়, আপনি ভূল করছেন। তবে আমি ঠিক বলছি কি বলছি না, জানি না, এই যে গর্বটাকে আপনি এত ঘেন্না করেন, তাতে কিটি সম্পর্কে কোনো চিন্তা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে, ব্রুবতে পারছেন, একেবারে অসম্ভব।'

'আমি শ্ব্ধ্ব আরেকটা কথা বলব। আপনি ব্বতে পারছেন তো আমি বলছি আমার বোন সম্পর্কে, যাকে আমি ভালোবাসি নিজের সস্তানের মতো। আপনাকে সে ভালোবেসেছিল এমন কথা আমি বলছি না, আমি শ্বধ্ব বলতে চাইছিলাম যে ওই ম্বহ্তিটার প্রত্যাখ্যানে প্রমাণ হয় না কিছুই।'

'জানি না!' লাফিয়ে উঠে লেভিন বললেন, 'ব্ৰুবতে পারছেন না কী কণ্ট দিচ্ছেন আমায়। এ যেন আপনার ছেলে মারা গেছে আর সবাই আপনাকে বলছে: আহা ছেলেটি অমন ছিল, তেমন ছিল, বেংচে থাকলে কত স্বুখ হত আপনার। অথচ সে তো মারা গেছে, মারা গেছে, মারা গেছে...'

'কী হাস্যকর লোক আপনি' — লেভিনের উত্তেজনা কেয়ার না করে ডল্লি বললেন বিষণ্ণ উপহাসে; 'হ্যাঁ, এখন আমি আরো বেশি করে ব্যুঝতে পারছি' — চিন্তিতভাবে তিনি বলে চললেন, 'তাহলে কিটি এলে আপনি আমাদের এখানে আসবেন না?'

'না, আসব না। বলাই বাহ্নল্য আমি পালিয়ে বেড়াব না তার কাছ থেকে, তবে যেখানে সম্ভব চেণ্টা করব আমার উপস্থিতির অপ্রীতিকরতা থেকে তাকে রেহাই দিতে।'

'ভারি, ভারি হাস্যকর লোক আপনি' — লোভনের মুখের দিকে কোমল দ্ভিতৈ চেয়ে প্নেরাব্তি করলেন ডল্লি, 'তা বেশ, তবে এ নিয়ে আমরা যেন কোনো কথা বলি নি। কেন এলি রে তানিয়া?' মেয়েটি ঘরে ঢুকতে তাকে ফরাসি ভাষায় জিগ্যেস করলেন ডল্লি।

'আমার কোদালটা কোথায় মা?'

'আমি ফরাসিতে বললাম, তুইও ফরাসি বল।'

মেরেটিও তাই বলবে ভেবেছিল, কিন্তু কোদালের ফরাসি প্রতিশব্দ কী ভুলে গিয়েছিল সেটা; মা থেই ধরিয়ে দিলেন এবং ফরাসিতেই বললেন কোথায় খ্রুজতে হবে কোদালটা। এটা লেভিনের কাছে খারাপ লাগল।

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার বাড়ি আর তাঁর ছেলেমেয়ের কিছ্ই এখন আর তেমন মিণ্টি মনে হল না।

ভাবলেন, 'ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ফরাসি ভাষায় কেন কথা বলছেন উনি: কী অম্বাভাবিক আর কৃত্রিম! ছেলেমেয়েরাও টের পায় সেটা। ফরাসি শেখা আর স্বাভাবিকতা ভোলা' — মনে মনে ভাবলেন তিনি, জানতেন না যে ডিল্লি নিজেও এ নিয়ে ভেবেছেন বিশ বার, তাহলেও স্বাভাবিকতায় ক্ষতি হলেও এই উপায়েই ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদান প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেছেন।

'কিন্তু যাবেন আবার কোথায়? বস্ক্র-না।'

লেভিন চা-পান পর্যন্ত রয়ে গেলেন, কিন্তু ফুতি তাঁর উবে গিয়েছিল, অসবন্তি লাগছিল তাঁর।

চায়ের পর লেভিন প্রবেশ-কক্ষে গেলেন ঘোড়া দেবার জন্য বলতে। যখন ফিরলেন, ডাল্লিকে দেখলেন অতি বিচলিত অবস্থায়, উদ্দ্রান্ত মন্থ, চোখে জল। লেভিন যখন বেরিয়ে যান, তখন যে ঘটনাটা ঘটে তাতে ডাল্লির আজকের সমস্ত সন্থ আর ছেলেমেয়েদের জন্য গর্ব সব মাটি হয়ে যায়। গ্রিশা আর তানিয়া মারামারি করেছে একটা বল নিয়ে। শিশ্বকক্ষে চে শন্নে ডল্লি ছন্টে যান সেখানে, দেখেন ভয়াবহ এক দৃশ্য। তানিয়া গ্রিশার বাংটি টেনে ধরেছে আর রাগে বিকৃত মনুখে যেখানে পারছে সে ঘনুসি চালাচ্ছে তানিয়ার ওপর। এটা দেখে ডল্লির ব্বকের মধ্যে কী একটা যেন ছিংড়ে গেল। যেন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে তাঁর জীবনে, তিনি টের পেলেন যে নিজের যে ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাঁর অত গর্ব হত, তারা নেহাৎ সাধারণ ছেলেমেয়েই শন্ধন্ নয়, র্ড় পাশবিক প্রবৃত্তির বদ, দৃঃশীল ছেলেমেয়ে, দুরাআ।

আর কোনো বিষয়ে কথা তিনি বলতে বা ভাবতে পারছিলেন না, নিজের দ্বঃখের কথা লেভিনকে না বলে পারলেন না তিনি।

লেভিন দেখতে পাচ্ছিলেন যে ডল্লি মুষড়ে পড়েছেন, এতে মন্দ কিছ্ম প্রমাণিত হয় না, সব ছেলেমেয়েই মারামারি করে, এই কথা বলে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেণ্টা করলেন তিনি; কিন্তু সে কথা বললেও লেভিন মনে মনে ভাবছিলেন, 'না, আমি ন্যাকামি করব না, নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গেকথা কইব না ফরাসিতে, তবে ওই ধরনের ছেলেমেয়ে আমার হবে না; দরকার শাধ্য ছেলেমেয়েদের মাথা না খাওয়া, বিকৃত করে না তোলা, তাহলেই তারা হবে খাশা। উহ্ন, আমার ছেলেমেয়ে অমন হবে না।'

বিদায় নিয়ে লেভিন চলে গেলেন, ডল্লি আর আটকালেন না তাঁকে।

11 22 11

জনুলাইয়ের মাঝামাঝি পক্রোভ্স্কয়ে থেকে বিশ ভাস্ট দ্রের তাঁর বোনের মহাল থেকে মণ্ডল এল ঘাস-কাটার হিসাবপত্তর দাখিল করতে। বোনের সম্পত্তির প্রধান আয় ছিল সেচ জমির ঘাস। আগেকার কালে দেসিয়াতিনা পিছনু বিশ র্ব্ল দিলে চাষীরা ঘাস কাটত। লেভিন যখন সম্পত্তিটা দেখাশোনার ভার নেন, ঘাস-কাটা পর্যবেক্ষণ করে তিনি দেখলেন যে ওর দাম বেশি, দর ধার্য করলেন দেসিয়াতিনা পিছনু পাচিশ র্ব্ল। চাষীরা এ দর দিতে চায় নি এবং লেভিনের যা সন্দেহ ছিল, অন্যান্য খরিন্দারদেরও তারা ভাগিয়ে দেয়। লেভিন তখন নিজে সেখানে গিয়ে ঘাস-কাটার ব্যবস্থা করেন একাংশে মজনুর লাগিয়ে, একাংশে আধিয়ারি মারফত। নিজের চাষীরা সর্বোপায়ে এই নয়া ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা করে, কিন্তু ব্যাপারটা চালনু হয়ে

যায় আর প্রথম বছরেই ঘেসো মাঠ থেকে আয় হয় প্রায় দ্বিগ্ন্ণ। তৃতীয় এবং গত বছরে চাষীদের প্রতিবন্ধকতা চলতেই থাকে আর ফসল তোলাও চলে একই ধারায়। এ বছর চাষীরা তেভাগায় সমস্ত ঘাস কাটার ভার নিয়েছে, মন্ডল এসেছে এই কথা জানাতে যে ঘাস কেটে তোলা হয়েছে, পাছে বৃষ্টি নামে এই ভয়ে সে সেরেস্তার মহ্রীকে ডেকে তার উপস্থিতিতে সব ভাগাভাগি করেছে, মালিককে দেওয়া হয়েছে এগারো গাদি। প্রধান মাঠটায় কত ঘাস হয়েছিল, জিগ্যেস না করে ঘাস ভাগাভাগি করার জন্য মন্ডলের এত তাড়াহ্নড়ো কেন, এ সব প্রশেন উত্তরের অনির্দিষ্টতা এবং চাষীটার কথার সমস্ত স্বর দেখে লেভিন ব্ন্থলেন যে বিচালির এই ভাগাভাগিতে কিছ্ন একটা কারচুপি আছে, ঠিক করলেন নিজেই গিয়ে ব্যাপারটা যাচাই করে দেখবেন।

দিবাহারের সময় গ্রামে এসে ভাইয়ের স্তন্যদাত্রীর স্বামী, পরিচিত এক বৃদ্ধের কাছে ঘোড়াটা রেখে তিনি গেলেন তার মৌমাছি খামার দেখতে. ভেবেছিলেন ঘাস কাটার বিশদ খবর তার কাছ থেকে জেনে নেবেন। স্থার্য বৃদ্ধ পারমেনিচ কথা বলতে ভালোবাসে, লেভিনকে সে আনন্দ করেই আপ্যায়ন করলে, দেখাল তার সমস্ত জোতজমা, বললে নিজের মোমাছিগ্রলোর সমস্ত খ্রিটনাটি, এ বছরের নতুন ঝাঁকের কথা, কিন্তু ঘাস-কাটার ব্যাপারে লেভিনের প্রশ্নের উত্তর সে দিলে অনিচ্ছাসহকারে. স্থানিদিছ্টি কিছু, না বলে। এতে লেভিন আরো নিশ্চিত হলেন তাঁর অনুমানে। ঘাস-কাটার জায়গায় গিয়ে তিনি গাদিগুলো দেখলেন। গাদিগ,লোয় পঞ্চাশ গাডি করে ঘাস হতে পারে না। চাষীদের মুখোশ খোলার জন্য তিনি তক্ষ্মনি বিচালি বওয়ার গাড়ি ডেকে একটা গাদিকে গোলাঘরে নিয়ে যেতে বললেন। দেখা গেল গাদিটায় ছিল বৃত্তিশ গাড়ি বিচালি। ঘাসগুলো ছিল ফুলো-ফুলো, গাদিতে থেকে নেতিয়ে পড়েছে, সবকিছু করা হয়েছে ধর্মমতে, মণ্ডলের এই সব আশ্বাস আর শপথ সত্তেও লেভিন তাঁর এই অভিমতে অটল রইলেন যে বিচালি ভাগাভাগি হয়েছে তাঁর হুকুম ছাড়াই, তাই পঞ্চাশ গাড়ি করে এই গাদি তিনি নিতে পারেন না। দীর্ঘ তর্কবিতর্কের পর স্থির হল যে চাষীরা এই এগারো গাদির প্রত্যেকটাকে পঞ্চাশ গাড়ি হিশেবে নিজেরা নেবে. মালিকের ভাগ বাঁটা হবে নতন করে। এই সব কথাবার্তা আর বাঁটোয়ারা গড়াল বিকেল অবধি। শেষ বিচালিটুকু ভাগাভাগি হয়ে গেলে লেভিন মহুরীর ওপর বাকিটা দেখবার ভার দিয়ে ঝোপে আলাদা

করা একটা বিচালি গাদার ওপর বসে মৃশ্ব হয়ে দেখতে লাগলেন লোকে গিজগিজ ঘেসো মাঠ।

সামনে তাঁর, জলাটার পর নদীর বাঁকে উচ্চকণ্ঠের ঝংকার তুলে ফুর্তিতে এগিয়ে চলেছে মেয়েদের একটা রঙচঙে সারি, ছড়ানো-ছিটানো ঘাসগনলো দিয়ে তারা চিকন-সব্জ ডাঁটার পটে বানাচ্ছিল কুণ্ডলী পাকানো ধ্সর স্ত্প। তাদের পেছনে আঁকশি নিয়ে যাচ্ছে প্র্ব্যেরা, ঘাসগ্লো হয়ে উঠছে লম্বা লম্বা উর্চু উর্চু ফুলো ফুলো, গাদি ছেল্ট ফেলা মাঠের বাঁ দিকে ঘর্ঘর করছে গাড়ি। বিপ্ল সাপটে তুলে দেওয়া গাদিগ্লো অদ্শ্য হচ্ছে একে একে, তাদের জায়গায় ঘোড়ার পাছার দিকে ডাঁই হয়ে উঠছে গন্ধ-ছড়ানো ঘাস।

'আবহাওয়া ভালো থাকতে থাকতে তুলে ফেলতে পারলে হয়! বিচালি হবে কেমন!' লেভিনের পাশে বসে বৃদ্ধ বললে, 'ঘাস তো নয়! যেন হাঁসেদের সামনে দানা। টপাটপ গিলছে!' তুলে ফেলা গাদিগ্নলোকে দেখিয়ে সে যোগ করলে, 'বড়ো হাজরির পর অর্ধেকটাই সাফ।'

'এই শেষ খেপ নাকি?' গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে লাগাম হাঁকিয়ে যে যুবকটি যাচ্ছিল তার উদ্দেশে হাঁক দিলে বুড়ো।

'শেষ খেপ বাবা!' ঘোড়াকে একটু থামিয়ে গাড়িতে বসা লালচে গাল একটি মেয়ের দিকে হেসে চিৎকার করে বললে ছেলেটা। গাড়ি চালিয়ে দিল আবার।

লেভিন জিগ্যেস করলেন, 'ও কে হে? তোমার ছেলে?'

'আমার ছোটোটা' — বুড়ো বললে দ্নেহের হাসি হেসে।

'দিব্যি ছেলে!'

'তা মন্দ নয়।'

'বিয়ে হয়েছে?'

'খিএট আবিভাবের তিথি থেকে আজ তিন বছর চলছে।'

'তা বেশ, ছেলেপ্লে আছে তো?'

'কোথায় ছেলেপন্লে! এক বছর তো কোনো জ্ঞানগম্যিই ছিল না, লম্জা পেত' — ব্বড়ো বললে, 'তা বিচালি বটে বাপন্! ধরো, একেবারে ভূরভূরে চা!' প্রসঙ্গটা বদলাবার ইচ্ছায় প্রনরাবাত্তি করলে ব্বড়ো।

লেভিন মন দিয়ে লক্ষ্য করছিলেন ভান্কা পারমেনভ আর তার বোকে, তাঁর কাছ থেকে সামান্য দূরে তারা ঘাস বোঝাই করছিল গাড়িতে। ভান্কা পারমেনভ দাঁড়িয়ে ছিল গাড়িতে। তার তর্বা সন্দ্রী গিল্লি দুই হাত দিয়ে ঘাস জড়ো করে ফর্ক দিয়ে তার বড়ো বড়ো যে ডাইগুলো নিপুণ ভঙ্গিতে जुटल पिष्टिल स्मग्रात्ना स्म निरस ममान करत विधितस भा पिरस मार्जाष्टिल। মেরেটি কাজ করছিল অনায়াসে, ফর্তি করে, ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে। মাটিতে পড়ে থাকা ঘাস চট করে ফর্কে উঠছিল না। প্রথমে সে হাত দিয়ে গাদিটা ঝাঁকাচ্ছিল, তারপর ফর্ক ঢুকিয়ে দ্রুত, নমনীয় ভঙ্গিতে তার ওপর দেহের সমস্ত ভার দিয়ে তক্ষ্মনি লাল কোমরবন্ধে ঘেরা পিঠ টান করে শাদা ঝালরের তলেকার ভরা বুক এগিয়ে দিয়ে ক্ষিপ্র মুঠোয় ফর্ক চেপে ধরে ঘাস ছুড়ে ফেলছিল। ভান্কা, বোঝা যায় প্রতি মুহুতেরি বাড়তি খাটুনি থেকে বৌকে রেহাই দেবার জন্য তাড়াতাড়ি করে দু:হাত বাড়িয়ে তা ধরে ফেলে বিছিয়ে দিচ্ছিল গাড়িতে। আঁকশি দিয়ে শেষ ঘাসগুলো তুলে দিয়ে ঘাড়ে লেগে থাকা কৃচিগ,লো ঝেড়ে ফেলে শাদা যে কপালখানা রোদপোড়া নয়, তার ওপর খসে পড়া মাথার লাল র মালটা ঠিক করে নিয়ে গাড়ির তলে ঢুকে পড়ল সে বোঝাটা বাঁধার জন্য। ভানুকা ওকে বোঝাচ্ছিল কিভাবে বাঁধতে হবে আর ওর কী একটা মন্তব্যে হেসে উঠল হোহো করে। উভয়েরই মুখভাবে দেখা যাচ্ছিল প্রবল, তরুণ, সম্প্রতি জেগে ওঠা প্রেম।

แรงแ

বোঝা বাঁধা হল। ভান্কা লাফিয়ে নেমে খাদ্পেরিতৃপ্ত তাগড়াই ঘোড়াটাকে চালাতে লাগল লাগাম ধরে। বৌ তার আঁকশি ছ্বড়ে দিল বোঝার ওপর, তারপর ফুর্তিতে পা ফেলে হাত দোলাতে দোলাতে চলে গেল মেয়েদের জলসায়। ভান্কা রাস্তা পর্যস্ত গিয়ে যোগ দিলে অন্যান্য গাড়ির সারিতে। কাঁধে আঁকশি নিয়ে জন্বজনলে রঙীন পোশাকে ফুর্তিতে কলরব করে মেয়েরা চলল গাড়িগ্বলোর পেছন পেছন। গান ধরল কর্কশ উদ্দাম একটি নারীকণ্ঠ এবং ধ্রায় পেশছনো পর্যস্ত তা গেয়ে গেল, তখন গোড়া থেকে তা আবার শ্রু করলে গোটা পঞ্চাশেক মিহি-মোটা, স্ক্র নানা গলা। গান গাইতে গাইতে মেয়েরা এগিয়ে আসছিল লেভিনের দিকে আর তাঁর মনে হল ফুর্তির একটা বছ্রগর্ভ কালো মেঘ আছড়ে পড়ছে তাঁর ওপর। মেঘটা এগিয়ে এসে তাঁকে, ঘাসের যে গাদিটার ওপর তিনি শ্রেমে ছিলেন

সেটাকে, অন্যান্য গাদি আর গাড়িগ্বলোকে আর দ্বেরর জমিটা সমেত গোটা মাঠখানাকে জাপটে ধরল আর চিংকার করা, সিটি মারা উন্দাম গানটার তালে তালে সর্বাকছ্ব দ্বলতে লাগল, ঢিপঢিপ করতে লাগল। বলিষ্ঠ এই ফুর্তিটায় ঈর্ষা হল লেভিনের। ইচ্ছে হল জীবনের আনন্দের এই উৎসারে যোগ দেন। কিন্তু কিছ্বই করতে পারেন না তিনি, তাঁকে শ্বেয়ে থেকে, দেখে আর শ্বনে যেতে হবে। গীতম্খরিত লোকগ্বলো যখন দর্শন আর প্রবণের বাইরে চলে গেল, তখন নিজের একাকিত্ব, নিজের দৈহিক আলস্য, এই জগংটার প্রতি নিজের বির্পতার জন্য একটা গ্রুব্তর মনঃকণ্ট আচ্ছেম করল লেভিনকে।

বিচালি নিয়ে যে চাষীরা তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছিল সবচেয়ে বেশি তাদেরই কেউ কেউ, যাদের লেভিন নিজেই অপমান করেছিলেন তারা, যারা তাঁকে ঠকাতে চাইছিল সেই চাষীরাই এখন আনন্দ করে মাথা নোয়াচ্ছিল তাঁর উদ্দেশে, স্পন্টতই তাঁর ওপর ওদের কোনো রাগ ছিল না, থাকতেও পারে না, কোনোরকম অন্তাপ তাদের মধ্যে দেখা গেল না শ্ব্দু নয়, লেভিনকে তারা যে ঠকাতে চেয়েছিল, সে কথাটা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিল তারা। হাসিখ্নিশ সাধারণ শ্রমের সাগরে তলিয়ে গিয়েছিল স্বকিছ্ই। ভালো দিনটা দিয়েছেন ভগবান, ভগবান দিয়েছেন শক্তি। দিন আর শক্তি উৎসার্গত শ্রমে আর শ্রমটাই তার প্রস্কার। শ্রমটা কার জন্য? কী হবে তার ফল? এ ভাবনা অপ্রাসঙ্গিক এবং তুচ্ছ।

লেভিন প্রায়ই এই জীবনটাকে লক্ষ্য করতেন মৃশ্ধ হয়ে আর সে জীবন যারা যাপন করছে তাদের প্রতি একটা ঈর্ষা বোধ করতেন তিনি, কিন্তু আজই প্রথম বার, বিশেষ করে তর্নী বৌয়ের প্রতি ভান্কা পারমেনভের মনোভাবের ভেতর তিনি যা দেখলেন তার প্রভাবে এই প্রথম বার লেভিনের পরিন্কার ধারণা হল যে কন্টকর কর্মহীন কৃত্রিম, ব্যক্তিগত যে জীবনটা তিনি যাপন করছেন তাকে এই শ্রমশীল নির্মাল, সার্বিক এক অপর্প জীবনে পরিণত করা নির্ভার করছে তাঁরই ওপর।

যে ব্বড়ো লেভিনের পাশে বসেছিল, বহ্ন আগেই বাড়ি চলে গেছে সে, চাষীরা ছড়িয়ে পড়ছে। যারা কাছে থাকে, তারা বাড়ি চলে গেল, দ্রের লোকেরা নৈশাহার সেরে ওখানেই রাত কাটাবে বলে জড়ো হল মাঠে। লোকগ্বলোর অলক্ষিতে লেভিন গাদিতে শ্বয়ে শ্বয়ে ওদের দেখা, কথা শোনা আর নিজের ভাবনা চালিয়ে যেতে লাগলেন। রাত কাটাবার জন্য

যে লোকেরা মাঠে থেকে গিয়েছিল গ্রীন্মের ছোট রাতে প্রায় ঘ্মালই না তারা। প্রথমে কানে এল খেতে বসে ফুর্তির সাধারণ কথাবার্তা আর হাসি।
তারপর আবার গান আর হাসি।

ফুর্তি ছাড়া খার্টুনির গোটা লম্বা দিনটা তাদের মধ্যে আর কোনো চিহ্ন রেখে যায় নি। ভোরের আগে সব চুপচাপ হয়ে গেল। শোনা যাচ্ছিল শাধ্ব জলায় ভেককুলের অক্লান্ত নৈশ ডাকাডাকি আর ভোরের আগে কুয়াশা নামা মাঠে ঘোড়াগা্লোর ফোঁৎফোঁৎ। টনক নড়তে লেভিন গাদি থেকে উঠে দাঁড়ালেন, তারার দিকে চেয়ে বাঝলেন রাত আর নেই।

'কিন্তু কী করব আমি? কিভাবে সেটা করব?' গ্রীন্মের এই ছোট রাতে যাকিছা, তিনি ভেবেছেন, অনাভব করেছেন, চেণ্টা করলেন সেটা নিজের কাছেই প্রকাশ করার। যাকিছু, তিনি ভেবেছেন, অনুভব করেছেন তা ভাগ হয়ে গেল পৃথক তিনটে ধারায়। একটা হল নিজের পুরনো জীবনকে. নিজের অকেজো জ্ঞানকে. সবার কাছে নিষ্প্রয়োজন তাঁর শিক্ষাকে বিসর্জন। এই ত্যাগটা থেকে তিনি তপ্তি পাচ্ছিলেন। তাঁর কাছে এটা সহজ, অনায়াস। অন্য ধারণা ও চিন্তাগুলো হল যে জীবন তিনি এখন কাটাতে চান তাই নিয়ে। সে জীবনের সহজতা, বিশক্ষেতা আর ঔচিত্য তিনি পরিন্কার টের পাচ্ছিলেন এবং নিঃসন্দেহ ছিলেন, যে তুণ্টি, প্রশাস্তি আর মর্যাদার যে অভাবে তিনি অমন রুগ্নের মতো ভূগছিলেন সেগুলো তিনি ওই জীবনে পাবেন। কিন্তু তাঁর তৃতীয় ধারার চিন্তাগুলো ঘুরে মরছিল এই প্রশেন: প্ররনো জীবন থেকে নতুনে উত্তরণটা করা যায় কিভাবে। আর এ ব্যাপারে পরিষ্কার কিছুই তাঁর চোখে পড়ছিল না। 'বিয়ে করব? কাজ এবং কাজের প্রয়োজনীয়তা রাখতে হবে? পক্রোভ্স্কয়ে ছেড়ে দেব? জমি কিনব? গ্রামসমাজে নাম লেখাব? বিয়ে করব ক্রষাণীকে? কী করে এটা করা যায়?' ফের নিজেকে প্রশ্ন করলেন তিনি এবং জবাব পেলেন না। 'তবে সারা রাত তো আমি ঘুমোই নি. পরিষ্কার করে কিছু, স্থির করা সম্ভব নয় এখন। পরে পরিষ্কার করে নেওয়া যাবে। শুধু একটা জিনিসে সন্দেহ নেই যে এ রাতটা স্থির করে দিল আমার ভাগ্য। পারিবারিক জীবন নিয়ে আমার সমস্ত কল্পনাগুলো বাজে, আসল জিনিস নয়' – নিজেকে বললেন তিনি, 'এটা অনেক সহজ-সরল, অনেক ভালো...'

'কী স্কুলর!' আকাশের মাঝখানে ঠিক তাঁর মাথার ওপর অন্তুত, ঠিক যেন পে'জা তুলো দিয়ে গড়া ঝিন্বকের একটা খোলা দেখে মনে মনে ভাবলেন তিনি, 'অপর্প এই রাতটায় সবই কী অপর্প! ওই ঝিন্কটা গড়ে উঠতে পারল কখন? এই কিছ্ আগেই আমি আকাশের দিকে তাকিয়েছিলাম, কিছ্বই তখন ছিল না সেখানে, শ্ব্দ্ দ্বিট সাদা পাড়। ঠিক এইভাবেই জীবন সম্পর্কে আমারও দ্বিউভিঙ্গি বদলে গেছে অলক্ষ্যে!'

মাঠ থেকে বেরিয়ে এসে তিনি চলতে লাগলেন গাঁয়ের দিকের বড়ো রাস্তাটা ধরে। জোর হাওয়া দিল, সবকিছ্ হয়ে উঠল ধ্সের বিষয়। দেখা দিয়েছে সেই নিষ্প্রভ মৃহ্তটো যা উষার, তমসার ওপর জ্যোতির পূর্ণ বিজয়ের পূর্বভাস দেয়।

শীতে কু'কড়ে মাটির দিকে তাকাতে তাকাতে লেভিন যাচ্ছিলেন ক্ষিপ্র গতিতে। ঘণ্টির ঝুনঝুন শ্বনে লেভিন মাথা তুললেন, ভাবলেন, 'কী ব্যাপার? কে যেন আসছে।' যে বড়ো রাস্তা দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন, সেখানে তাঁর কাছ থেকে চল্লিশ পা দ্বের চার ঘোড়ার এক গাড়ি আসছে তাঁর দিকে। শ্যাফটের ঘোড়াগবলো গান্ডায় ঠেলা মারছিল শ্যাফটে কিস্তু নিপ্বণ কোচোয়ান বক্সে পাশকে ভাবে বসে শ্যাফট ধরে রাখছিল গান্ডাতেই যাতে চাকাগবলো যেতে পারে দ্ব'পাশের মস্ণ জায়গা দিয়ে।

শ্বধ্ব এইটুকু লক্ষ্য করে কে আসতে পারে সে কথা না ভেবে অন্যমনক্ষের মতো লেভিন চাইলেন গাড়িটার দিকে।

গাড়ির কোণে ঢুলছিলেন এক বৃদ্ধা আর জানলার কোণে, বোঝা যায় সদ্য নিদ্রোখিত একটি তর্নী বসে ছিল দ্বই হাতে শাদা টুপির রিবন ধরে। লেভিনের কাছে যা এখন বিজাতীয় সেই স্চার্ ও জটিল অন্তর্জীবনের প্রতিম্তি, ভাস্বর চিন্তামগ্ন একটি মেয়ে লেভিনকে লক্ষ্য না করে দেখছিল সূর্যোদয়।

দৃশ্যাটা যখন অন্তর্হিত হচ্ছিল, ঠিক সেই মুহ্তে মেয়েটির সত্যসন্ধ দৃষ্টি পড়ল লেভিনের ওপর। আর তাঁকে চিনতে পেরে মুখ তার উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বিস্মিত আনন্দে।

লেভিনের ভুল হতে পারে না। এরকম চোথ দ্বনিয়ায় শ্ব্যু এই একজোড়া। দ্বনিয়ায় শ্ব্যু এই একটি মান্ব্বই আছে যে জীবনের সমস্ত আলো আর অর্থ কেন্দ্রীভূত করে তুলতে পারে লেভিনের কাছে। হার্ট, সেই। মেয়েটি কিটি। লেভিন ব্রুবলেন যে রেলস্টেশন থেকে কিটি যাচ্ছে এগ্র্বশোভোতে। আর বিনিদ্র এই রাতটায় লেভিনকে যা আলোড়িত করেছিল, যেসব সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন, তা সবই হঠাৎ অন্তর্ধান কবল।

কৃষাণীকে বিয়ে করার যে কল্পনাটি তাঁর মনে এসেছিল, সেটা স্মরণ করে তাঁর বিতৃষ্ণা হল। শৃংধ্ ওইখানে, দুত্ অপস্যমান ওই যে গাড়িটা রাস্তার অন্য দিকে চলে গেছে, শৃংধ্ ওখানেই সম্ভব যে প্রহেলিকাগ্র্লো ইদানীং তাঁকে পীডিত ও পিষ্ট কর্মছল তার নিরসন।

আর ফিরে তাকায় নি কিটি। গাড়ির স্প্রিপ্তের আওয়াজ আর শোনা গেল না, সামান্য কানে আসছিল ঘোড়ার ঘণ্টি। কুকুরের ডাক থেকে বোঝা গেল গাড়ি গাঁয়ের মধ্যে — চারদিকে পড়ে রইল শ্ব্ধ্বফাঁকা মাঠগবলো, সামনের গ্রামটা আর তিনি নিজে, একাকী, সবার কাছে পর, পরিত্যক্ত বড়ো রাস্তাটা দিয়ে হে'টে যাচ্ছেন একাকী।

যে ঝিন্বকটা তাঁকে মৃশ্ধ করেছিল, তাঁর আজকের রাতের ভাবনাধারাকে যা মৃত করে তুলেছিল, সেটা দেখবার আশায় তিনি আকাশের দিকে চাইলেন। ঝিন্বকের মতো দেখতে কোনো কিছ্বই তখন আর ছিল না আকাশে। অনিধিগম্য ঐ উচুতে একটা রহস্যময় পরিবর্তন ঘটে গেছে। ঝিন্বক নেই, তার বদলে আকাশের প্ররো অর্থেকটায় বিছিয়ে গেছে ক্রমেই ছোটো ছোটো হয়ে আসা কোদালে মেঘের টানা গালিচা। আকাশ নীল হয়ে ঝকঝক করছে, লেভিনের সপ্রশন দ্ভির উত্তর সে দিল সেই একই কোমলতায়, কিন্তু সেই একই অন্ধিগম্যতায়।

লেভিন মনে মনে বললেন. 'না, সহজ-সরল শ্রমজীবী এই জীবন যতই স্বন্দর হোক, তাতে ফেরা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি ভালোবাসি কিটিকে।'

11 50 II

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের নিতাস্ত ঘনিষ্ঠ লোকেরা ছাড়া আর কেউ জানত না যে বাইরে থেকে দেখলে এই যে মান্ষটাকে অতি নির্ব্তাপ, যুক্তিনির্ভর ব্যক্তি বলে মনে হয় তাঁর একটা দুর্বলতা আছে যা তাঁর চরিত্রের সাধারণ আদলের বিরোধী। অবিচলিত চিত্তে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ শিশ্ব বা নারীর কান্না শ্বনতে ও চোখের জল দেখতে পারতেন না। চোখের জল দেখলে তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন, চিস্তা করার ক্ষমতা তাঁর একেবারে লোপ পেত। তাঁর দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক ও সচিব এটা জানতেন, প্রার্থিনীদের তাঁরা সাবধান করে দিতেন যে নিজেদের

কাজ পণ্ড করতে না চাইলে কিছ্বতেই যেন তারা না কাঁদে। বলতেন, 'উনি রেগে উঠবেন, আপনার কথা শ্বনবেন না।' আর সত্যিই, চোখের জল দেখে এই সব ক্ষেত্রে তাঁর যে চিন্তবিকার হত তা প্রকাশ পেত দমকা একটা রাগে। 'আমি পারব না, কিছ্বই করতে পারব না। দয়া করে ভাগ্বন তো!' সাধারণত এই সব ক্ষেত্রে চে'চিয়ে উঠতেন তিনি।

ঘোড়দৌড় থেকে ফেরার সময় আলা যখন দ্রন্দির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা তাঁকে জানান আর তার পরেই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কে'দে ফেলেন, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তখন তাঁর প্রতি বিদ্নেষ বােধ করলেও চােথের জল সর্বদাই তাঁর ভেতর যে চিত্তবিকার জাগায় সেটা তিনি টের পাচ্ছিলেন। এটা জানা থাকায় এবং এই মুহুতে তাঁর মনাভাব প্রকাশ করাটা পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাবে না, তাও জানা থাকায় তিনি চেন্টা করলেন নিজের মধ্যে জীবনের সব প্রকাশ রুদ্ধ করে রাখতে, তাই নড়লেন না, তাকালেন না আলার দিকে। এই থেকেই দেখা দেয় তাঁর সেই বিচিত্ত, মৃত মুখভাব যা অত স্থান্থত করেছিল আলাকে।

বাড়িতে আসতে উনি গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করলেন আমাকে, কণ্ট করে অভ্যস্ত ভদ্রতা বজায় রেখে বিদায় নিলেন এবং যে কথাগ্নলো বললেন তা বলার কোনো বাধ্যতা ছিল না; বললেন যে কাল তিনি তাঁর সিদ্ধাস্ত জানাবেন।

তাঁর সবচেয়ে নিকৃষ্ট সন্দেহ সমথিত হল দ্বারীর যে কথায় তাতে নিষ্ঠুর যন্ত্রণা হল আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের। সে যন্ত্রণা আরো বেড়েছিল তাঁর চোখের জলে যে প্রত্যক্ষ অন্কুশ্পা বোধ করছিলেন তাতে। কিন্তু গাড়িতে একলা হবার পর আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ অবাক হয়ে সানন্দে অন্ভব করলেন যে এই অন্কুশ্পা আর ইদানীংকার সন্দেহ আর ঈর্ষার জ্বালা থেকে তিনি মুক্ত।

বহুদিন থেকে যে দাঁতটা কণ্ট দিচ্ছে তা তুলে ফেললে লোকের যেমন লাগে তেমনি লাগল তাঁর। প্রচণ্ড যন্ত্রণা আর প্রকাণ্ড, নিজের মাথার চেয়েও বড়ো কী একটা যেন চোয়াল থেকে তুলে ফেলা হচ্ছে এই অনুভূতির পর রোগী নিজের সোভাগ্যে বিশ্বাসও করতে পারে না, হঠাৎ টের পায় যা এতদিন তার জীবনকে বিষিয়ে দিচ্ছিল, সমস্ত মনোযোগ টেনে রাথছিল নিজের দিকে তা আর নেই, এখন সে ফের দিন কাটাতে, ভাবতে, শাগ্রহী হতে পারবে শ্বেদ্ তার দাঁতটা নিয়েই নয়। এইরকমেরই বোধ হল আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের। যন্ত্রণাটা হয়েছিল বিচিন্ন আর ভয়ংকর, এখন আর নেই; তিনি অন্ভব করলেন ফের তিনি দিন কাটাতে ও ভাবতে পারবেন শ্বেদ্ব দ্বীর কথাই নয়।

নিজেকে তিনি বললেন, 'সম্মান নেই, হৃদয় নেই, ধর্ম নেই — নন্টা মেয়ে! সর্বদাই তা জানতাম, সর্বদা দেখতে পাচ্ছিলাম, যদিও তার ওপর কর্ন্বণাবশে চেন্টা করছিলাম আত্মপ্রতারণার।' এবং সত্যিই তাঁর মনে হল যে তিনি সর্বদাই সেটা দেখতে পাচ্ছিলেন; নিজেদের বিগত জীবনটার খ্নিটনাটি তিনি সমরণ করতে লাগলেন, এ জীবন আগে তাঁর কাছে খারাপ মনে হয় নি, কিন্তু এই সব খ্নিটনাটিতে পরিষ্কার প্রমাণ হল যে আয়া চিরকালই ছিলেন নন্টা। 'ওর সঙ্গে নিজের জীবন জড়িয়ে ভুল করেছি আমি; কিন্তু এ ভুলে খারাপ কিছ্ন নেই, তাই অস্থা আমি হতে পারি না। দোষ আমার নয়, ওর' — নিজেকে বললেন তিনি, 'ওকে নিয়ে আমার দায় নেই কোনো। ওর অস্তিত্বই নেই আমার কাছে…'

যেমন আন্নার প্রতি তেমনি তাঁদের ছেলের প্রতিও তাঁর মনোভাব বদলে গেছে, ওঁদের কী হবে তা নিয়ে তিনি আর ভাবছিলেন না। শ্বধ্ব একটা প্রশ্ন নিয়েই তিনি ভাবিত, নিজের অধঃপতনের মধ্য দিয়ে আন্না যে নোংরা ছিটিয়েছেন তাঁর ওপর, সেটা সবচেয়ে ভালো, শোভন, নিজের পক্ষে স্ববিধাজনক এবং স্বতরাং সবচেয়ে ন্যায়সঙ্গত উপায়ে সাফ করতে আর নিজের সক্রিয়, সং, প্রয়োজনীয় জীবনের পথ ধরে চলতে থাকা যায় কিভাবে।

'ঘৃণ্য এক নারী অপরাধ করেছে বলে আমি অস্থী হতে পারি না; আমাকে যে কঠিন অবস্থায় সে ফেলেছে তা থেকে বেরিয়ে আসার সর্বোত্তম উপায় শ্ব্দ্ব্ব্ আমায় পেতে হবে। আর সেটা আমি পাব' — ক্রমেই ম্ব্থ কোঁচকাতে কোঁচকাতে নিজেকে বলছিলেন তিনি, 'আমিই প্রথম নই, আমি শেষও নই।' 'স্বন্দরী হেলেন' অপেরার ফলে যে মেনেলসের স্মৃতি সবার মনে তাজা হয়ে উঠেছিল তা থেকে শ্ব্র্ করে অন্য সমস্ত ঐতিহাসিক দ্টাস্ত বাদ দিলেও আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কল্পনায় ভেসে উঠতে লাগল উচ্চ সমাজে স্বামীর প্রতি স্বীর বিশ্বাসঘাতকতার একসারি সাম্প্রতিক ঘটনা। 'দারিয়ালভ, পল্তাভিস্কি, প্রিন্স কারিবানোভ, কাউণ্ট পাস্কুদিন, ড্রাম... হ্যাঁ, ড্রামও, এমন সং কমিষ্ঠ মান্ব... সেমিওনভ, চাগিন, সিগোনিন' — স্মরণ করতে লাগলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। 'মেনে

নিচ্ছি এ সব লোকের কেমন একটা অবিবেচনাপ্রস্ত ridicule* জোটে, কিন্তু আমি এর ভেতর দ্রভাগ্য ছাড়া আর কিছ্ দেখি নি, সর্বদা সহান্তৃতি বোধ করেছি ওদের জন্যে নিজেকে বোঝালেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, যদিও কথাটা ঠিক নয়, এই ধরনের দ্রভাগ্যে তিনি সহান্তৃতি বোধ করেন নি কদাচ, আর স্বামীর প্রতি স্বীর বিশ্বাসঘাতকতার দ্ন্তান্ত যত ঘন ঘন ঘটেছে ততই নিজেকে উ'চু মনে করেছেন তিনি। 'এ দ্রভাগ্য সকলেরই ঘটতে পারে। আমারও ঘটেছে। ব্যাপারটা হল সবচেয়ে উত্তম উপায়ে এটাকে সয়ে যাওয়া।' আর ও্রর মতো অবস্থায় পতিত লোকেরা কী করেছে তা বিশদে খতিয়ে দেখতে লাগলেন তিনি।

'দারিয়ালভ ডুয়েল লড়েছিল...'

তার্প্যে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ডুয়েলের ভাবনায় বিভার হতেন ঠিক এই কারণেই যে দৈহিক দিক থেকে তিনি ছিলেন ভীর্ এবং নিজেও সেটা ভালো জানতেন। নিজের দিকে উদ্যত একটা পিস্তলের কথা তিনি ভাবতে পারতেন না বিনা গ্রাসে, কোনো হাতিয়ারই তিনি ব্যবহার করেন নি জীবনে। এই গ্রাসই তর্ণকে ডুয়েলের কথা ভাবিয়ে নিজের জীবনকে বিপন্ন করতে হবে এমন একটা পরিস্থিতিতে নিজের শক্তি পরীক্ষার স্বপ্ন দেখিয়েছে। জীবনে সাফল্য ও পাকা চার্কার পেয়ে তিনি বহুকাল ওই অন্ভৃতিটা ভুলে গিয়েছিলেন; কিন্তু অভ্যস্ত অন্ভৃতিটারই জয় হল, দেখা গেল নিজের কাপ্র্যেষ্ঠার জন্য আতংক এখনো এতই প্রবল যে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ অনেকখন ধরে ও স্বাদক দিয়ে ডুয়েল লড়ার কথা ভাবলেন ও তাতে আচ্ছন্ন হলেন যদিও আগে থেকেই তাঁর জানা ছিল যে কোনো ক্রমেই লড়বেন না তিনি।

'কোনো সন্দেহ নেই, আমাদের সমাজ এখনও এত ব্নো (ইংরেজরা যা নয়) যে অনেকেই' — আর এই অনেকের মধ্যে তাঁরাও পড়েন যাঁদের মতামতে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বিশেষ ম্ল্যে দিতেন, 'ডুয়েলকে ভালো চোথে দেখেন। কিন্তু কী ফল হবে? ধরা যাক আমি ডুয়েলে ডাকলাম' — মনে মনে তিনি ভেবে চললেন, আর ডুয়েলে ডাকার পর যে রাতটা তাঁর কাটবে, যে পিন্তলটা উদ্যত হবে তাঁর দিকে সে কথা কলপনা করে কে'পে উঠলেন তিনি. এবং টের পেলেন, এ কাজ কখনো তিনি

টিটকারি (ফরাসি)।

করবেন না, 'ধরা যাক, আমি ওকে ডুয়েলে ডাকলাম, ধরা যাক, আমায় সব শিথিয়ে পড়িয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল' — ভেবে চললেন তিনি, ·আমি ট্রিগার টিপলাম' — এই ভেবে তিনি চোথ ব'লেলেন, 'দেখা গেল ওকে খন করেছি আমি' — মনে মনে ভেবে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ মাথা ঝাঁকালেন নির্বোধ ভাবনাটা ভাগিয়ে দেবার জন্য। 'পাতকী স্ত্রী আর পুরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থির করে নেবার জন্যে নরহত্যার কী অর্থ হয়? দ্বীর ব্যাপারে কী করা হবে সেটাও আমায় দ্বির করতে হবে ঠিক ওইভাবেই। কিন্তু যেটা আরো বিশ্বাস্য এবং যা অবশ্যই ঘটবে, সেটা হল ---আমিই মারা যাব কিংবা আহত হব। আমি নির্দোষ একটা লোক, হব শিকার — নিহত বা আহত। এটা আরো অর্থহীন। তা ছাডা আমার পক্ষ থেকে ডুয়েলে ডাকা হবে একটা কপট আচরণ। একি আমি আগেই कानि ना त्य आमात वश्वता फुरायल लफुरा एत्त ना — এটা হতে দেবে ना যে রাশিয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় এক রাজপ্ররুষের জীবন বিপন্ন হোক। कौ माँजारव তाহला? माँजारव এই यে व्याभातमा विभन भर्यस्व भाजारव ना জেনে রেখেই আমি চ্যালেঞ্জ দি'য়ে কিছু, মিথ্যে বাহাদর্নার দেখাতে চেরেছিলাম। এটা অসাধ্যু, এটা কপট, অন্যদেরকে এবং নিজেকে প্রতারণা। ডুয়েল অকল্পনীয়, আমার কাছ থেকে সেটা কেউ আশা করে না। আমার লক্ষ্য হল বিনা বাধায় নিজের কিয়াকলাপ চালিয়ে যাবার মতো মান-সম্মান সু, নিশ্চিত করা। রাজসেবার যে ক্রিয়াকলাপ আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে আগেও বেশ গ্রন্থ ধরত, সেটা তাঁর কাছে এখন অতি গ্রেত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হল।

ভেবে-টেবে ডুয়েলের সংকল্প বর্জন করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বিবাহবিচ্ছেদের কথা চিন্তা করলেন — যেসব পর্ব্বরের কথা তাঁর মনে পড়ছিল তাঁদের কয়েকজন বেছে নেন এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটি। বিবাহবিচ্ছেদের যত ঘটনা জানা আছে (তাঁর স্পারিচিত উচ্চ সমাজে এর সংখ্যা খ্বই বেশি) তা সব বিচার করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এমন একটা ঘটনাও পেলেন না যার লক্ষ্য তিনি যা ভাবছিলেন সেইরকম। এগ্রেলির প্রতিটিক্ষেত্রে স্বামী বিশ্বাসঘাতিনী স্থীকে স্রেফ ছেড়ে বা বেচে দিয়েছে আর অপরাধের কারণে যে পক্ষের বিয়ের কোনো অধিকার ছিল না, সে একটা বানিয়ে নেওয়া, আপাত-বৈধ সম্পর্ক পেতেছে নতুন স্বামীর সঙ্গে। নিজের ক্ষেত্রে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ দেখতে পেলেন যে একটা বৈধ বিচ্ছেদ,

অর্থাং যাতে দোষী স্থাই শ্বধ্ব প্রত্যাখ্যাত হবে, সেটা অসম্ভব। তিনি
দেখতে পেলেন যে জটিল যে পরিস্থিতিতে তিনি আছেন তাতে স্থাকৈ
দোষী সাব্যস্ত করার জন্য আইন যেসব স্থলে প্রমাণ দাবি করে তা জোগাড়
করা সম্ভব নয়; দেখতে পাচ্ছিলেন যে এ সব প্রমাণ থাকলেও তাঁর
জীবনের মার্জিত র্নিচ তা ব্যবহার করতে দেবে না, ব্যবহার করলে
সমাজের কাছে স্থাীর চেয়ে তাঁরই ক্ষতি হবে বেশি।

বিবাহবিচ্ছেদ করতে গেলে দাঁড়াবে শ্ব্যু একটা কেলেঙ্কারি মামলা যা শ্ব্যু কুংসা রটনা আর সমাজে তাঁর উচ্চ প্রতিষ্ঠায় হানি ঘটানোর জন্য কাজে লাগবে তাঁর শত্রুদের। সবচেয়ে কম ভাঙচুরে নিজের অবস্থাটা স্থির করে নেওয়া — এই প্রধান লক্ষ্যটা বিবাহবিচ্ছেদেও সিদ্ধ হবে না। তা ছাড়া স্পণ্টই বোঝা যায় বিবাহবিচ্ছেদে, এমনকি তার চেণ্টা করলেও স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল্ল করে যোগ দেবে তার প্রণয়ীর সঙ্গে। এবং স্ত্রীর প্রতি তিনি এখন একটা সঘ্ণ ঔদাসীন্য বোধ করছেন বলে তাঁর মনে হলেও অস্তরে অস্তরে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ অন্ভব করিছলেন শ্ব্যু একটা প্রবণতা — স্ত্রী অবাধে দ্রন্দিকর সঙ্গে মিলিত হতে পারবে, তার অপরাধই হবে তার কাছে লাভজনক, এতে অনিচ্ছা। এই একটা ভাবনাই তাঁকে এত উত্তাক্ত করিছল যে ব্যাপারটা কল্পনা করে বেদনায় কিষয়ে উঠলেন তিনি, দাঁড়িয়ে উঠে জায়গা বদল করলেন গাড়িতে, তারপর মুখ কু'চকে বহ্মুক্ষণ ধরে তাঁর ঠান্ডা হান্ডিসার পা ঢাকা দিতে লাগলেন কন্বলে।

'আন্ফানিক বিবাহবিচ্ছেদ ছাড়াও কারিবানোভ, পাস্কুদিন আর ঐ ভালোমান্য ড্রাম যা করেছে তা করা যায়, অর্থাৎ স্নীর কাছ থেকে আলাদা হওয়া' — একটু শান্ত হয়ে ভাবতে লাগলেন তিনি; কিন্তু এ ব্যবস্থাটাও বিবাহবিচ্ছেদের মতোই কলঙেকর সমান অস্ক্রিধা ঘটাবে, আর সবচেয়ে বড়ো কথা, ঠিক বিবাহবিচ্ছেদের মতোই এটা স্নীকে তুলে দেবে দ্রন্স্কির আলিঙ্গনে। 'না, সে অসম্ভব, অসম্ভব!' ফের কম্বল জড়াতে জড়াতে তিনি চে'চিয়ে উঠলেন, 'অস্ক্র্থী আমি হতে পারি না. কিন্তু স্ক্থী হওয়া চলে না ওদের দ্ব'জনেরও।'

যে ঈর্ষা তাঁকে পাঁড়িত করছিল অনিশ্চিত থাকার সময়, স্ত্রীর কথায় স্বস্ত্রণায় তাঁর দাঁত তুলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তা চলে বায়। কিন্তু তার স্থান নেয় অন্য একটা জিনিস: স্ত্রী শৃথ্য জয়বোধ করবে না তাই নয়,

অপরাধের প্রতিফলও পাক, এই বাসনা। এই অনুভূতি সম্পর্কে তিনি সজ্ঞান ছিলেন না, কিন্তু মনের গভীরে তিনি চাইছিলেন যে তাঁর প্রশান্তি ও সম্মান নন্ট করার জন্য স্ত্রী কন্ট ভূগকে। এবং ডুয়েল, বিবাহবিচ্ছেদ আর পৃথক বসবাসের শর্তগুলো আবার পুনবিবেচনা ও বর্জন করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ নিশ্চিত হয়ে উঠলেন যে উপায়ান্তর আছে কেবল একটি — যা ঘটেছে তা সমাজের কাছ থেকে লুকিয়ে আন্নাকে নিজের কাছে রাখা এবং তাঁর সাধ্যায়ত্ত সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে ওঁদের যোগাযোগ বন্ধ করা আর প্রধান কথা -- যার সম্পর্কে তিনি নিজেই সজ্ঞান ছিলেন না — আত্মাকে শাস্তি দেওয়া। 'নিজের এই সিদ্ধান্ত আমায় ঘোষণা করতে হবে যে পরিবারকে যে গ্রেব্রুতর অবস্থায় সে ফেলেছে তাতে বাহ্যিক status quo* ছাড়া অন্য সমস্ত ব্যবস্থাই হবে দু'পক্ষের ক্ষেত্রেই খারাপ, status quo আমি মেনে চলতে রাজি কিন্তু সে আমার ইচ্ছা, অর্থাৎ প্রণয়ীর সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধ করবে এই শর্তের কঠোর পালনে।' এই সিদ্ধান্ত চ্ডান্তর্পে নিয়ে নেওয়ার পর তিনি আরো একটা গ্রবত্বপূর্ণ যুক্তি পেলেন তার সমর্থনে। নিজেকে তিনি বললেন, 'ধর্মমতে আমি চলতে পারব কেবল এই সিদ্ধান্তেই, কেবল এই সিদ্ধান্তেই আমি পাতকী স্ত্রীকে ত্যাগ না করে তাকে সংশোধনের সুযোগ দেব আর এমনকি আমার পক্ষে যত কঠিনই হোক, নিজের শক্তির একাংশ ব্যয় করব তাকে সংশোধন করতে, বাঁচাতে।' আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ যদিও জানতেন যে স্ত্রীর ওপর নৈতিক প্রভাবপাতে তিনি অক্ষম এবং সংশোধনের এই সব চেষ্টা থেকে মিথ্যা ছাড়া আর কোনো ফল হবে না; দ্বঃসহ এই মৃহ্ত্গ্বলির কণ্টভোগের সময় যদিও তিনি একবারও ধর্মের শরণ নেন নি. তাহলেও এখন তাঁর যা মনে হল, তাঁর সিদ্ধান্ত ধর্মীয় দাবির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে আর ধর্মের এই মঞ্জুরির তাঁকে দিল পরিপূর্ণ সন্তুটি এবং আংশিক শান্তি। এই ভেবে তাঁর আনন্দ হল যে কেউ বলতে পারবে না যে জীবনের এমন একটা গুরুতের অবস্থাতে তিনি সে ধর্মের অনুজ্ঞা মেনে চলেন নি, সাধারণ শীতলতা ও ঔদাসীন্যের মধ্যে যার পতাকা তিনি চিরকাল উচ্চে তলে ধরেছেন। আরো খুটিনাটি বিচার করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ দেখতেই পেলেন না কেন স্বীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রায় আগের মতোই

^{*} স্থিতাবস্থা (লাতিন)।

থাকতে পারবে না। তার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা তিনি যে কখনো ফিরিয়ে আনতে পারবেন না তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু স্ব্রী নদ্টা আর অবিশ্বস্তা বলে তিনি তাঁর জীবন প্রমাল করবেন, কদ্ট ভূগবেন, এর কোনো কারণ নেই, থাকতেও পারে না। 'হাাঁ, সময় যাবে, সর্বদ্বঃখহর সময়, সম্পর্ক হয়ে উঠবে আগের মতো' — নিজেকে বোঝালেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'মানে, তা এমন মাত্রায় যাবে যে আমার জীবনের ধারায় কোনো বিশ্ভেখলা বোধ করব না। ওর অস্ব্রখী হওয়ার কথা, কিন্তু আমার তো দোষ নেই, তাই আমি অস্ব্রখী হতে পারি না।'

11 38 II

পিটার্সবিদ্র্গ যেতে যেতে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ শা্বদ্ব যে এ সিদ্ধান্তে অটল রইলেন তাই নয়, স্বাকৈ যে চিঠি লিখবেন তার বয়ানও তৈরি করতে লাগলেন মনে মনে। হলে ঢুকে মন্দ্রিদপ্তর থেকে আসা চিঠিপত্রগন্নোর দিকে দ্ভিদাত করে তিনি সেগন্নো তাঁর কেবিনেটে নিয়ে যাবার হাকুম দিলেন।

'ঘোড়া সরিয়ে নাও, আর কারও আসা এখন বারণ' - খানসামার জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি বললেন খোশ মেজাজের লক্ষণস্বরূপ খানিকটা তৃপ্তির সঙ্গে, 'আসা বাবণ' কথাটায় জোর দিয়ে।

কেবিনেটে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ দ্ববার এ-মোড় ও-মোড় হেঁটে লেখার বিরাট টেবিলটার কাছে থামলেন। তাঁর আগে আগে এসে সাজবরদার তাতে ছয়টা মোমবাতি জবালিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। আঙবল মটকে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ চেয়ারে বসলেন, ঠিকঠাক কবতে লাগলেন টেবিলের জিনিসপত্র। কন্ইয়ে ভর দিয়ে তিনি এক মিনিট ভাবলেন তারপর এক মুহুর্ত না থেমে লিখতে শ্বের্ করলেন। লিখলেন তিনি সন্দেবাধন না করে, ফরাসি ভাষায় আর ব্যবহার করলেন 'আপনি' সর্বনাম যা ফরাসিতে রুশ ভাষার মতো অতটা নিরুত্তাপ নয়।

'আমাদের শেষ কথাবার্তায় আমি কথাবার্তাটার বিষয় প্রসঙ্গে আমার সিদ্ধান্ত জানাবার সংকল্প জ্ঞাপন করেছিলাম। সবকিছন মনোযোগ সহকারে ভেবে দেখে আমি এখন আমার প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য লিখছি। আমার সিদ্ধান্ত এই: আপনার আচরণ যাই হোক, ওপরওয়ালা যে বাঁধনে আমাদের বে'ধেছেন তা ছিল্ল করার অধিকার আমার নেই বলে আমি মনে করি। দম্পতিদের একজনের থামখেয়াল, দেবচ্ছাচার এমর্নাক পাতকেও পরিবার ধবংস করা চলে না, এবং আমাদের জীবন আগে যেমন চলেছে তেমনি চলা উচিত। এটা আবশ্যক আমার জন্য, আপনার জন্য, আমাদের ছেলের জন্য। আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে এই চিঠির যা উপলক্ষ তার জন্য আপনি অন্তাপ করেছেন ও করছেন, এবং আমাদের মনাস্তরের কারণ আমূল উৎপাটিত করে অতীতকে ভলে যেতে আপনি আমায় সহায়তা করবেন বিপরীত ক্ষেত্রে আর্পান নিজেই কল্পনা করতে পারেন আপনার এবং আপনার প্রত্রের ভাগ্যে কী আছে। এ সব নিয়ে সাক্ষাতে আরো বিশদ কথা হবে বলে আশা করি। পল্লীবাসের মরশুম যেহেতু শেষ হতে চলেছে, তাই আপনাকে অনুরোধ করি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, মঙ্গলবারের মধ্যেই পিটার্সবির্গে চলে আসতে। আপনার আগমনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা করা থাকবে। আপনাকে মনে রাখতে মির্নাত করি যে আমার এ অনুরোধ পালনের ওপর বিশেষ গ্রুত্ব অ**পণ** করছি আমি।

আ. কারেনিন

পরঃ। চিঠির সঙ্গে টাকা রইল, আপনার খরচার জন্য তা দরকার হতে পারে।'

চিঠিটা পড়ে দেখে তিনি সন্তুষ্ট হলেন, বিশেষ করে এই জন্য যে টাকাটা দেবার খেয়াল হয়েছিল তাঁর; কোনো কড়া কথা বা তিরুদ্ধার নেই তাতে, আবার প্রশ্নয়ও নেই। বড়ো কথা — প্রত্যাবর্তনের দ্বর্ণসৈতু পাতা গেল। চিঠি ভাঁজ করে হাতির দাঁতের মস্তো পেল্লাই ছুর্নিতে ত পালিশ করে টাকা সমেত তা লেফাফায় প্রবলেন এবং নিজের টেবিলের চমংকার স্ব্যবস্থিত জিনিসপত্রগর্নল ব্যবহার করতে তিনি সর্বদা যে তৃপ্তি লাভ করতেন সেই তৃপ্তিতে ঘণ্টি বাজালেন।

'পরবাহককে দিয়ে ব'লো যে পল্লীনিবাসে আন্না আর্কাদিয়েভনাবে যেন পেণছৈ দেয় কালই' — বলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'যে আজ্রে হুজুর। কেবিনেটে চা আনব?'

কেবিনেটেই চা দিতে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, পেল্লাই ছুর্রিরটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে গেলেন আরাম-কেদারাটার কাছে, সেখানে বাতি তৈরি ছিল আর ছিল মিশরীয় লিপি সম্পর্কে পড়তে শ্বর করা একটা ফরাসি বই। কেদারার ওপরে টাঙানো ছিল ডিম্বাকৃতি সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো, নামকরা চিত্রকরের আঁকা আন্নার চমৎকার প্রতিকৃতি। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তার দিকে তাকালেন। আন্নার দুভেদ্যি চোখ তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে বেহায়ার মতো উপহাসভরে, তাঁদের গত সন্ধ্যার আলাপের সময়কার মতো। মাথার কালো লেস. কালো চুল, অপরূপ শাদা হাতের অন্যামকায় আংটি, শিল্পী যা এণকেছে অতি সুন্দর করে তা আলেকসেই আলেকসান্দ্রভিচের কাছে লাগল অসহ্য বেহায়া আর আস্ফালনের মতো। ছবিটার দিকে এক মিনিট চাইতেই তিনি এমন চমকে উঠলেন যে ঠোঁট কে'পে গিয়ে একটা 'ব্রর' শব্দ বের্ল। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে তাডাতাডি করে কেদারায় বসে বই খুললেন। পডার চেষ্টা করলেন, কিন্ত মিশরীয় লিপি সম্পর্কে আগে তাঁর যে সজীব আগ্রহ ছিল সেটা কিছ্মতেই ফিরিয়ে আনতে পারলেন না। বইটার দিকে চেয়ে থেকে তিনি ভাবতে লাগলেন অন্য কথা। দ্বীর কথা নয়, সম্প্রতি তাঁর রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপে যে একটা জটিলতা দেখা দিয়েছে, চাকরিতে এখন যেটায় তাঁর প্রধান আগ্রহ, ভাবছিলেন তার কথা। তিনি অনুভব করছিলেন যে এই জটিল ব্যাপারটা তিনি আগে কখনো এতটা তলিয়ে দেখেন নি. এবং মাথায় তাঁর -- বডাই না করে এ কথা তিনি বলতে পারেন — এসেছে একটা খাশ্য ভাবনা, তাতে ব্যাপারটার জট খুলবে, তাঁর উন্নতি হবে চার্কারতে, শত্রুদের ক্ষতি হবে, স্কৃতরাং উপকার হবে রাষ্ট্রের। চা দিয়ে লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ গেলেন লেখার টেবিলের কাছে। চলতি ব্যাপারগালোর পোর্টফোলিওটা টেনে নিয়ে আত্মতপ্তির সামান্য লক্ষণীয় হাসিমুখে একটা পেনসিল বার করে সামনের আরেকটা জটিল ব্যাপারের আগে যে জটিল ব্যাপারটার কাগজগুলো তিনি চেয়ে পাঠিয়েছিলেন তা পড়ায় মগ্ন হয়ে গেলেন। জটিলতা হল এই। রাজপুরুষ হিশেবে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বৈশিষ্ট্য, যা পুরোগামী প্রতিটি ব্যক্তির থাকে, এবং যা শুধু তাঁর ক্ষেত্রেই প্রযোজা, একগাঁুরে

আত্মাভিমান, সংযম, সততা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মিলে যা তাঁর চাকরিভাগ্য গড়ে দিয়েছে সেটা হল কাগ,জে আন,স্ঠানিকতার প্রতি তাঁর তাচ্ছিলা. লেখালেখি কমিয়ে আনা, যতদূরে সম্ভব জীবন্ত ব্যাপারটার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ, এবং মিতব্যায়তা। হয়েছিল এই যে ২ জুনের কমিশনে জারাইস্ক গ্রবের্নিয়ায় সেচকর্মের ব্যাপারটা ওঠে যা আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ যে মন্দ্রিদপ্তরে আছেন তার অন্তর্ভুক্ত, এবং অপব্যয়ের নিম্ফলতা ও কাজটার প্রতি কাগ্রজে মনোভাবের প্রথর দৃষ্টান্ত এটি। আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ জানতেন যে ব্যাপারটা সতি।ই তাই। জারাইস্ক গুর্বেনির্যায় সেচের ব্যাপারটা শ্বর, করেছিলেন তাঁর পূর্ববর্তী পদাধিকারীর পূর্ববর্তী ব্যক্তি। এবং সত্যিই এ ব্যাপারে অনেক টাকা খরচ হয়েছে ও হচ্ছিল একেবারেই কোনো কাজ না দিয়ে এবং দপণ্টতই গোটা ব্যাপারটায় কোনো ফল হতে পারে না। চার্করিতে গিয়ে আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ তক্ষ্মনি সেটা বুর্ঝেছিলেন এবং ভের্বোছলেন হস্তক্ষেপ করবেন: কিন্ত প্রথমটায় যখন তিনি পায়ের তলে তখনও বিশেষ শক্ত মাটি পান নি, তিনি জানতেন যে তাতে বড়ো বেশি লোকের স্বার্থে ঘা পড়বে, এবং কাজটা বিচক্ষণ হবে না; পরে তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় এ ব্যাপারটা স্রেফ ভূলেই যান। অন্য সমস্ত ব্যাপারের মতো এটাও চলতে থাকে আপুনা-আপুনি, জাড্যের শক্তিতে। (এতে অনেক লোকের খাওয়া জ্বর্টছিল, বিশেষ করে অতি নীতিপরায়ণ সঙ্গীতভক্ত একটি পরিবারের: ও বাডির সব মেয়েই তার্যন্ত্র বাজাত। আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ পরিবার্রটিকে জানতেন এবং বড়ো মেয়েদের একটির ধর্মবাপও হয়েছিলেন।) শগ্রভাবাপন্ন অন্য একটি মন্ত্রিদপ্তর যে ব্যাপারটা খাচিয়ে তলেছে সেটা আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচের মতে অসাধ্য, কেননা প্রতি দপ্তরেই এরকম ব্যাপার আছে যা চাকুরির নির্দিষ্ট কতকগর্বাল কারণবশত কেউ খ্রাচিয়ে তোলে না। এখন কিন্তু ওঁর দিকে যখন দ্বন্দাহনানের দস্তানা ছ্বড়েই ফেলা হল, তখন সেটা তিনি নির্ভয়ে লুফে নিলেন, এবং জারাইস্ক গুরেনিয়ার সেচ-বিষয়ক কমিশনের কাজ দেখা ও যাচাই করার জন্য বিশেষ কমিশন নিয়োগের দাবি করলেন: ওই ভদুলোকেদের কোন ছাডটাড় দেবেন না তিনি। আরো একটা বিশেষ কমিশন তিনি দাবি করলেন অর্মদের উন্নতির জন্য। ২ জ্বনের কমিটিতে অর্ম জাতির প্রশ্নটা এর্সোছল নেহাং অকস্মাৎ, কিন্তু অরুশদের শোচনীয় অবস্থা

আর বিলম্ব সইতে পারে না বলে আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ সতেজে তা সমর্থন করেন। কমিটিতে প্রশ্নটা হয়ে দাঁড়ায় কয়েকটি মন্দ্রিদপ্তরের মধ্যে বচসার উপলক্ষ। আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচের প্রতি যে দপ্তরটা শুরুভাবাপন্ন ছিল, তারা প্রমাণ করে দিল যে অরুশদের অবস্থায় খুবই শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে, উন্নয়নের যে প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে তাতে সেটা ধরংসই পাবে আর খারাপ যদি কিছ্ম থেকে থাকে তবে সেটা আসছে আলেক্সেই আলেক সান্দ্রভিচের মন্দ্রিদপ্তর কর্তৃক আইনসঙ্গত ব্যবস্থা চাল, না করা থেকে। এবার আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ স্থির করলেন যে দাবি করবেন: প্রথমত, নতুন একটি কমিশন গঠন যার ওপর ভার দেওয়া হবে অকুস্থলে গিয়ে অরুশদের অবস্থা তদন্ত করার: দ্বিতীয়ত, কমিটির হাতে যেসব সরকারী তথ্যাদি আছে তা থেকে অরুশদের অবস্থা যা দাঁড়ায় তাই যদি সত্যি হয়, তাহলে নতুন আরেকটা কমিশন গড়া হোক অরুশদের এই নিরানন্দ অবস্থাটা পর্যালোচনার জন্য: ক) রাজনৈতিক, খ) প্রশাসনিক, গ) অর্থনৈতিক, ঘ) নরকোলিক, ঙ) বৈষয়িক এবং চ) ধর্মীয় দিক থেকে: তৃতীয়ত, অরুশরা বর্তমানে যে অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে আছে তা নিবারণের জন্য শনুভাবাপন্ন মন্তিদ্রপ্তরটি গত দশ বছরে কী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে তার বিবরণ দাবি করা হোক উক্ত মন্দ্রিদপ্তরের কাছে: অবশেষে চতুর্থত, ১৮৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর ও ১৮৬৪ সালের ৭ জুন তারিখের ১৭০১৫ ও ১৮৩০৮ নং যে দলিল কমিটিতে পেশ করা হয়েছে তা থেকে যা দেখা যাচ্ছে খণ্ড... ধারা ১৮ ও ৩৬ ধারার টীকার মৌলিক ও আঙ্গিক আইনের সরাসরি বিরোধিতা করে মন্দ্রিদপ্তর কেন কাজ করেছে তার কৈফিয়ত দাবি করা হোক। দ্রুত এই ভাবনার সংক্ষিপ্তসার টুকে রাখার সময় আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের মুখে ফুটে উঠল সঞ্জীবনের আভা। এক টুকরো কাগজে তিনি প্রয়োজনীয় তথ্য চেয়ে পাঠিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং ঘণ্টি দিয়ে চিরকুটটা তাঁর দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ককে দিতে বললেন। উঠে দাঁডিয়ে ঘরে পায়চারি করতে করতে তিনি ফের তাকালেন আহার প্রতিক্রতির দিকে, ভুরু কুচকে হাসলেন ঘূণাভরে। তারপরে মিশরীয় লিপির বইখানা পড়ে এবং তাতে আগ্রহ ফিরে আসার পর উনি ঘ্নমাতে গেলেন এগারোটার সময় আর বিছানায় শ্বয়ে শ্বয়ে স্ত্রীর ঘটনাটা স্মরণ করে তাঁর মনে হল ব্যাপারটা মোটেই অতটা বিষাদের নয়।

দ্রন্দিক যখন আন্নাকে বলেছিলেন যে তাঁর অবস্থাটা সম্ভবপর নয়. বুঝিয়েছিলেন স্বামীকে সব খুলে বলতে. তখন আলা একগু:য়ের মতো ক্র্দ্ধ হয়ে দ্রন্স্কির কথায় আপত্তি করলেও মনের গভীরে তিনি নিজের অবস্থাটা মিথ্যাময় ও অসাধ্য বলে টের পাচ্ছিলেন এবং সর্বান্তঃকরণে চাইছিলেন সেটা বদলাতে। ঘোড়দোড় থেকে স্বামীর সঙ্গে ফেরার পথে উত্তেজনার মুহূতে স্বামীকে যখন তিনি সব বলেন, তখন যন্ত্রণা বোধ করলেও এতে তিনি খুশি হয়েছিলেন। স্বামী তাঁকে ছেড়ে রেখে যাবার পর তিনি নিজেকে বোঝান যে তিনি এখন হাঁপ ছাড়লেন, এবার সবকিছু স্থির হয়ে যাবে। নিদেনপক্ষে মিথ্যা ও প্রতারণার কিছু, থাকবে না। এবার অবস্থাটা চিরকালের মতো স্থির হয়ে গেল, এটা তাঁর কাছে মনে হল সন্দেহাতীত। নতুন এই অবস্থাটা খারাপ হতে পারে, কিন্তু তা হবে স্মানিদি ছা, অম্পন্টতা বা মিথ্যা কিছু থাকবে না তাতে। কথাগুলো বলে নিজেকে আর স্বামীকে তিনি যে যন্ত্রণা দিয়েছেন তার ক্ষতিপ্রেণ হবে এই থেকে যে সব স্থিরীকৃত হয়ে যাচ্ছে, ভাবলেন তিনি। সেই সন্ধ্যাতেই দ্রন্সিকর সঙ্গে দেখা হয় তাঁর, কিন্তু তাঁর আর স্বামীর মধ্যে কী ঘটেছে সে কথা কিছুই বললেন না তিনি, যদিও অবস্থাটা স্থিরীকৃত করার জন্য তা বলা দরকার ছিল।

পরের দিন সকালে যখন তাঁর ঘ্ম ভাঙল, তখন প্রথম তাঁর যা মনে হল সেটা স্বামীকে কী কথা তিনি বলেছেন, আর সে কথাগালো তাঁর কাছে এত ভয়ংকর লাগল যে ভেবে পেলেন না কী করে এই অস্তুত র্ট কথাগালো উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন তিনি আর এ থেকে কী দাঁড়াবে সেটা ঠাউরে উঠতে পারলেন না। কিন্তু কথাগালো বলা হয়ে গেছে, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচও চলে গেলেন কিছু না বলে। 'দ্রন্স্কির সঙ্গে দেখা হল কিন্তু কিছু বললাম না তাকে। যখন সে চলে যাচ্ছিল তখন ইচ্ছে হয়েছিল ওকে ডেকে ব্যাপারটা বলি, কিন্তু মত পালটালাম কেননা প্রথমেই ব্যাপারটা যে বলি নি সেটা অস্তুত। কেন আমি চেয়েছিলাম অথচ বললাম না?' আর এই প্রশেবর জবাবে লন্জার রাঙা রঙে ছেয়ে গেল তাঁর মুখ। তিনি বৃঝলেন কী তাঁকে এ থেকে আটকে রেখেছিল; বৃঝলেন যে তাঁর প্রানি বোধ হয়েছিল। তাঁর যে অবস্থাটা গতকাল সম্পণ্ট মনে হয়েছিল,

এখন তা লাগল শন্ধন্ অসপণ্ট নয়, নির্পায়ই। কলঙেকর কথা ভেবে আতংক হল যা আগে তাঁর মনেই হয় নি। স্বামী কী করবে ভেবে ভয়াবহ দন্শিচন্তা হল তাঁর। ধারণা হল, এক্ষনি তত্ত্বাবধায়ক এসে বাড়ি থেকে বার করে দেবে তাঁকে, সারা দন্নিয়ায় রটবে তাঁর কলঙক। নিজেকে তিনি শন্ধালেন, বাড়ি থেকে বার করে দিলে কোথায় যাবেন তিনি, উত্তর পেলেন না।

শ্রন্ শিকর কথা যখন ভাবলেন, তখন তাঁর মনে হল সে তাঁকে ভালোবাসে
না. তাঁকে তার ভার বোধ হতে শ্রুর্ করেছে, নিজেকে তিনি ওর কাছে
নিবেদন করতে পারেন না আর সে জন্য তার প্রতি বিদ্বেষ বোধ করলেন
তিনি। তাঁর মনে হল, শ্বামীকে যে কথাগ্র্লো তিনি বলেছেন এবং কল্পনায়
আবিরত যার প্রনরাব্ত্তি করছেন তা তিনি বলেছেন সবাইকে এবং সবারই
কানে গেছে তা। যাদের সঙ্গে তিনি থেকেছেন তাদের চোথের দিকে চাইতে
তিনি অক্ষম। দাসীকে ডাকা বা নিচে নেমে ছেলে আর গৃহশিক্ষিকার
কাছে যাবার সাহস হল না তাঁর।

দাসী অনেক আগে থেকেই কান পেতে ছিল দরজায়, নিজেই সে ঢুকল ঘরে। আয়া জিজ্ঞাস্ব দৃষ্টিতে তার চোথের দিকে চেয়ে সভয়ে লাল হয়ে উঠলেন। দাসী ঘরে ঢুকেছে বলে মাপ চাইল এই বলে যে তার মনে হয়েছিল যে তাকে ডাকা হয়েছে ঘণ্টি বাজিয়ে। পোশাক আর একটা চিরকুট নিয়ে এল সে। চিরকুটটা বেট্সির কাছ থেকে। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন আজ সকালে তাঁর ওখানে লিজা মের্কালোভা আর ব্যারনেস শ্টোল্ৎস আসছেন তাঁদের ভক্ত কাল্ক্সিক আর বৃদ্ধ স্প্রেমভকে নিয়ে ক্রেটে খেলার জন্য। 'আস্বন অস্তত নৈতিকতা নিরীক্ষণ করার জন্যে। অপেক্ষায় রইলাম' — বলে শেষ করেছেন তিনি।

চিরকুটটা পড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আলা।

আন্নুশ্কা ড্রেসিং-টেবিলে সেণ্ট ইত্যাদির শিশি-ব্রর্শ রাখছিল। আন্না তাকে বললেন, 'কিছ্নু লাগবে না আমার, কিছ্নু না। আমি এখনুনি পোশাক পরে বের্ব। চলে যা। কিছ্নুই চাই না আমার, কিছ্নু না।'

আন্নুশ্কা বেরিয়ে গেল। কিন্তু আন্না পোশাক পরতে উঠলেন না, মাথা আর হাত নামিয়ে একই ভঙ্গিতে বসে রইলেন, শ্ব্দ্ মাঝে মাঝে সারা দেহ ঝাঁকিয়ে উঠছিলেন যেন কিছ্ন একটা করার, কিছ্ন একটা বলার জন্য, তারপর ফের নিথর হয়ে যাচ্ছিলেন। অনবরত তিনি বলে যাচ্ছিলেন, 'হে ভগবান!

হে ভগবান!' কিন্তু 'হে' অথবা 'ভগবান' — কিছ্বই কোনো অর্থ ছিল না তাঁর কাছে। যে ধর্মে তিনি প্রতিপালিত তাতে তাঁর কোনো অবিশ্বাস না থাকলেও তাঁর অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য ধর্মের সাহায্য প্রার্থনা তাঁর কাছে স্বয়ং আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনার মতো সমান বিজাতীয়। আগে থেকেই তাঁর জানা ছিল যে ধর্মের সাহায্য সম্ভব কেবল যা তাঁর কাছে জীবনের সমগ্র অর্থ তা বিসর্জন দেওয়ার শর্তে। তাঁর শ্ব্র্য্ব্রক্তই হচ্ছিল তাই নয়, মনের যে নতুন অবস্থাটা তাঁর আগে কখনো হয় নি, তাতে আতংক হচ্ছিল তাঁর। মনে হচ্ছিল প্রাণের ভেতর স্বাকিছ্ব দ্ব'খানা হতে শ্বর্ব্ব করেছে, মাঝে মাঝে যেমন ক্লান্ত চোখের সামনে জিনিসপত্র দেখায় দ্ব'খানা করে। মাঝে মাঝে তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না কিসে তাঁর আতংক, কী তিনি চান। যা ঘটেছে আর যা হবে সেটাতেই কি তাঁর ভয়, সেটাই কি তাঁর ইচ্ছা, নাকি ঠিক কী তিনি চান তা জানা ছিল না তাঁর।

'উহ্, কী আমি করছি!' হঠাৎ মাথার দ্বাদিকে ব্যথা বোধ করে মনে মনে বললেন তিনি। সন্দিবত ফিরে তিনি দেখলেন যে দ্বই হাতে তিনি চাঁদির চুল চেপে ধরেছেন। লাফিয়ে উঠে তিনি পায়চারি করতে লাগলেন।

'কফি তৈরি, সেরিওজার সঙ্গে মাদমোয়াজেল অপেক্ষা করছেন' — ফের এসে এবং আন্নাকে সেই একই ভঙ্গিতে বসে থাকতে দেখে আন্নুশ্কা বললে।

'সেরিওজা? কেমন আছে সে?' হঠাৎ চকিত হয়ে জিগ্যেস করলেন আন্না, সারা সকালের মধ্যে এই প্রথম প্রেরের অস্তিত্বের কথা মনে পড়ল তাঁর। 'ও খানিকটা দ্ব্ল্টুমি করেছে মনে হয়' — হেসে জবাব দিলে আন্নশ্রকা।

'কী দুজুমি?'

'পিচ ফলগ্নলো আপনার কোণের আলমারিতে ছিল; মনে হয় চুপি চুপি একটা ও খেয়েছে।'

যে নির্পায় অবস্থার মধ্যে আল্লা ছিলেন, ছেলের কথা মনে পড়িয়ে দেওয়ায় হঠাৎ সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। ছেলেকে নিয়েই মা বেণচে থাকছে, অতিরঞ্জিত হলেও খানিকটা অপকট এই যে ভূমিকাটা তিনি ইদানীং নিয়েছেন সেটা মনে পড়ল তাঁর, এই ভেবে তাঁর আনন্দ হল যে অবস্থা তাঁর যাই হোক, স্বামী আর ভ্রন্সিক প্রসঙ্গে যে অবস্থাতেই তিনি

পড়্ন, তা নিরপেক্ষে তাঁর একটা সার্বভামত্ব আছে। সে সার্বভামত্ব হল তাঁর ছেলে। যে অবস্থাতেই তিনি পড়্ন, ছেলেকে তিনি ছাড়তে পারেন না। তাঁকে কলঙ্কিত করে বাড়ি থেকে বার করে দিক না তাঁর স্বামী, তাঁর প্রতি নির্ভাপ হয়ে নিজের স্বাধীন জীবন যাপন করতে থাকুক দ্রন্স্কি (ফের তিক্ততা আর তিরস্কারের সঙ্গে দ্রন্স্কির কথা মনে হল তাঁর), ছেলেকে তিনি ছাড়তে পারবেন না। জীবনের লক্ষ্য তাঁর আছে। ছেলে প্রসঙ্গে তাঁর এই অবস্থাটা স্ক্রিণ্টিত করা, তাকে যাতে কেড়ে না নেয় তার ব্যবস্থা করার জন্য সচিত্র হতে হবে, সচিত্র হতে হবে। সচিত্র হতে হবে যথাসন্তব সত্বর, ওকে কেড়ে নেবার আগেই। চলে যেতে হবে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। এখন এই একটা কাজই তাঁর করা দরকার। এই যল্যণাকর অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে শান্তি পেতে হবে তাঁকে। ছেলের ব্যাপারে একটা প্রত্যক্ষ কর্মা, তাকে নিয়ে এক্ফ্রিন কোথাও চলে যাবার কথা ভেবে তিনি সে শান্তি পেলেন।

তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিলেন তিনি, নিচে নেমে দৃঢ় পদক্ষেপে গেলেন খাবার ঘরে, যেখানে অপেক্ষা করছিল কফি এবং সেরিওজা ও গৃহিশিক্ষিকা। আগাগোড়া শাদা পোশাকে টেবিলের কাছে আয়নার নিচে মাথা আর পিঠ ন্ইয়ে একাস্ত মনোযোগের ভাব করে সেরিওজা কী যেন করছিল তার আনা ফুলগ্লো নিয়ে। এ ভাবটা আন্নার চেনা, এতে তাকে দেখায় বাপের মতো।

গৃহশিক্ষিকার মুখখানা খুবই কঠোর। আর সেরিওজা যা প্রায়ই করে, 'মা!' বলে এক কর্ণভেদী চিৎকার তুলে থেমে গেল অনিশ্চিত হয়ে: ফুলগনুলো ফেলে রেখে ছুটে যাবে মাকে সম্ভাষণ জানাতে নাকি মুকুট গাঁথাটা শেষ করে তারপর যাবে ফুল নিয়ে।

গৃহিশিক্ষিকা সম্ভাষণ জানিয়ে সেরিওজা কী করেছে তার একটা বিশদ ও স্ক্রিদির্ভট বিবরণ দিতে শ্বর্ করলেন, কিন্তু আন্না সেটা শ্বনছিলেন না: তিনি ভাবছিলেন গৃহিশিক্ষিকাকেও সঙ্গে নেবেন কিনা। 'নেব না' — ক্থির করলেন তিনি, 'আমি একলা যাব ছেলেকে নিয়ে।'

'হাাঁ, খ্ব খারাপ' — বলে আন্না ছেলেকে চেয়ে দেখলেন কঠোর নয়, ভীর্-ভীর্ দৃষ্টিতে যাতে খ্নিশ হল ছেলে, চুম্ন খেলেন তাকে। 'ও আমার সঙ্গে থাকুক' — বিস্মিত গৃহিশিক্ষিকাকে এই বলে আন্না ছেলের হাত না ছেড়ে গিয়ে বসলেন কফির টেবিলে।

'মা, আমি...' — পিচটার জন্য কী তার কপালে আছে, মায়ের মুখভাব দেখে সেটা আন্দাজ করার চেণ্টা করে সেরিওজা বললে।

গৃহিশিক্ষিকা চলে যেতেই আন্না বললেন, 'সেরিওজা, খারাপ কাজ করেছিস তুই, কিন্তু আর কখনো করবি না তো? আমায় তুই ভালোবাসিস?'

উনি টের পাচ্ছিলেন যে চোখে তাঁর জল আসছে। ছেলের ব্রস্ত আর সেইসঙ্গে উৎফুল্ল দ্লিট লক্ষ্য করে তিনি ভাবলেন, 'ওকে না ভালোবেসে পারি কি? আমায় শাস্তি দেবার জন্যে ও কি সতি্যই যোগ দেবে বাপের সঙ্গে? আমার জন্যে মায়া হবে না?' চোখের জল গড়িয়ে আসতে শ্রুর করেছিল, সেটা চাপা দেবার জন্য আলা প্রায় দৌড়েই চলে গেলেন বারান্দায়।

কয়েক দিনের বন্ধ্রগর্ভ বৃষ্টির পর আবহাওয়া তখন ঠাণ্ডা, পরিষ্কার। আধৌত পল্লবের মধ্যে দিয়ে চু*ইয়ে আসা রোদেও বাতাস কনকনে।

ঠাণ্ডায় আর তাজা বাতাসে নতুন শক্তিতে যে আতংক তাঁকে পেয়ে বসছিল তাতে কে'পে উঠলেন তিনি।

সেরিওজা তাঁর পেছ্ব পেছ্ব আসতে যাচ্ছিল। তাকে তিনি 'যা, মারিয়েটের কাছে যা' বলে পারচারি করতে লাগলেন বারান্দার খোড়ো মাদ্বরে। মনে মনে ভাবলেন, 'সত্যিই কি ওরা ক্ষমা করবে না আমার, ব্বশবে না যে এ ছাড়া অন্যকিছ্ব হতে পারত না?'

থেমে গিয়ে ঠান্ডা রোদে ঝকঝকে ধৌত পাতা মেলা অ্যান্সেন গাছের বাতাসে দোদ্বামান চুড়োর দিকে চেয়ে তিনি ব্রঝলেন যে ওরা ক্ষমা করবে না, সবাই এবং সবকিছ্রই এখন তাঁর প্রতি হবে অন্কুম্পাহীন, এই আকাশ, এই গাছপালার মতোই। ফের তিনি অন্ভব করলেন যে প্রাণের মধ্যে তাঁর দ্বিত্ব শ্রুর হয়েছে আবার। নিজেকে বললেন, 'দরকার নেই, দরকার নেই ভাবার। যাবার জন্যে তৈরি হতে হবে। কোথায়? কখন? কাকে সঙ্গে নিয়ে যাব? হ্যাঁ, মস্কোয়! সন্ধ্যার ট্রেনে। সঙ্গে থাকবে আয়েন্শ্কা, সেরিওজা আর নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। কিন্তু আগে ওদের দ্ব'জনকে চিঠিলেখা দরকার।' তাড়াতাড়ি তিনি বাড়িতে এলেন নিজের কেবিনেটে টেবিলের সামনে বসে লিখতে শ্রুর করলেন স্বামীকে:

'যা ঘটেছে তারপর আমি আপনার বাড়িতে থাকতে পারি না। আমি , চলে যাচ্ছি, সঙ্গে নিচ্ছি ছেলেকে। আইন আমার জানা নেই, তাই জানি না মাতাপিতার মধ্যে কার কাছে সন্তান থাকবে; কিন্তু ওকে আমি নিয়ে যাচ্ছি কারণ ওকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না। উদার হোন, ওকে থাকতে দিন আমার কাছে।

দ্রত এবং অন্তরের সঙ্গে এ পর্যস্ত লেখার পর যে উদারতা কারেনিনের মধ্যে নেই বলে আন্নার ধারণা তার দোহাই দিতে গিয়ে এবং মর্মস্পর্শী কিছু একটা বলে চিঠি শেষ করার জন্য আন্না থেমে গেলেন।

'নিজের পাপ আর অনুতাপের কথা বলতে আমি অক্ষম, কেননা...'

ভাবনার পারম্পর্য খংজে না পেয়ে আবার থেমে গেলেন তিনি। মনে মনে বললেন, 'না, কোনো কিছ্মর দরকার নেই।' চিঠিটা ছি'ড়ে ফেলে উদারতার উল্লেখটা বাদ দিয়ে নতুন করে তা লিখে সীল মারলেন।

দিতীয় চিঠিটা দ্রন্দ্কিকে লেখার কথা। 'স্বামীকে আমি বলেছি' — এই পর্যস্ত লিখে অনেকখন বসে রইলেন আন্না, আর বেশি লেখার শক্তি ছিল না তাঁব। এটা র্ড, নারীস্লভ নয়। 'তা ছাড়া কী বা ওকে আমি লিখতে পারি?' নিজেকে বললেন তিনি। ফের লজ্জায় ম্থ তাঁর রাঙা হয়ে উঠল, মনে পড়ল তাঁর নিশ্চিন্ত ভাবের কথা, তাঁর প্রতি বিরক্তিতে শ্রুর্ করা চিঠিটা তিনি ছি'ড়ে ফেললেন কুটি কুটি করে। 'কিছ্রুরই প্রয়োজন নেই' — নিজেকে এই বলে লেখার জিনিসপত্র গা্টিয়ে রেখে তিনি ওপরে গোলেন, গৃহিশিক্ষিকা এবং চাকরবাকরদের জানালেন যে আজই তিনি মন্তেন যাচ্ছেন আর সঙ্গে সঙ্গেই জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদার কাজে লেগে গোলেন।

11 56 11

পল্লীভবনের সমস্ত কামরায় জিনিসপত্র নিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে লাগল জমাদার, মালী আর চাকর-বাকরেরা। আলমারি আর দেরাজগন্লো খোলা; দ্'বার তারা দোকানে গেল দড়ির জনা; মেঝেতে ছড়ানো খবরের কাগজ। দ্'টো সিন্দ্ক, ঝোলাঝুলি আর বাঁধাছাঁদা কন্বল নিয়ে আসা হল বাইরের ঘরে। একটা আয়েসী আর দ্'টো ছেকড়া গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে গাড়িবারান্দার কাছে। বাঁধাছাঁদার কাজে নিজের ভেতরকার উদ্বেগ ভুলে গিয়ে আমা তাঁর কেবিনেটে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর যাত্রার থলে গ্রুছাচ্ছিলেন, এমন সময় একটা গাড়ি আসার শব্দের দিকে তাঁর দ্রিট আকর্ষণ করলে

আমন্শ্কা। জানলা দিয়ে তাকিয়ে আমা আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের পত্রবাহককে দেখতে পেলেন, প্রবেশের দরজায় সে ঘণ্টি দিচ্ছিল।

'গিয়ে দেখে আয় কী ব্যাপার' — এই বলে সর্বাকছনুর জন্য প্রস্তুত হয়ে হাঁটুর ওপর হাত রেখে আহ্না হেলান দিলেন কেদারায়। খানসামা নিয়ে এল আলেকসেই আলেক সান্দ্রভিচের লেখা একটা মোটা প্যাকেট।

খানসামা বললে. 'জবাব নিয়ে যেতে বলা হয়েছে প্রবাহককে।'

আন্না বললেন, 'ঠিক আছে' — আর লোকটা চলে যেতেই কাঁপা কাঁপা আঙ্বলে খামটা ছিড্লেন। কাগজে আঁটা এক তাড়া ভাঁজ না করা নোট পড়ল তা থেকে। চিঠিটা বার করে তিনি পড়তে লাগলেন তার শেষ দিক থেকে। 'আপনার আসার জন্যে সমস্ত ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি এবং আমার অন্বরোধ পালনের ওপর গ্রহ্ম দিচছি।' শেষ থেকে গোড়ার দিকে তিনি এগিয়ে গেলেন এবং চিঠিটা পড়লেন প্রথম থেকে। পড়া শেষ করে আন্নার মনে হল তাঁর শীত-শীত করছে, এমন একটা ভয়ংকর বিমর্ষতা তাঁকে পেয়ে বসল যা তিনি আশা করেন নি।

সকালে তাঁর আফশোস হয়েছিল এই জন্য যে স্বামীকে তিনি ব্যাপারটা বলেছেন, আর চাইছিলেন যেন কথাগুলো বলা হয় নি। এবং এই চিঠিতে মেনে নেওয়া হয়েছে যে কথাগুলো যেন বলা হয় নি, আর তিনি যা চাইছিলেন তার সুযোগ দিচ্ছে। কিন্তু তিনি যা কল্পনা করতে পারেন চিঠিটা এখন তার চেয়েও ভয়ংকর মনে হল।

'সঠিক, সঠিক! সর্বদাই ও সঠিক বৈকি!' মনে মনে আওড়ালেন তিনি, 'খিনুন্টান, মহানুন্তব ব্যক্তি! কী হীন, পাষণ্ড লোক! আমি ছাড়া এটা কেউ বোঝে না, ব্ঝবে না; আমি এটা ব্ ঝিয়ে বলতে পারব না। সবাই বলে ও ধার্মিক, নীতিপরায়ণ, সং, ব্ ক্ষিমান মানুষ; কিন্তু আমি যা দেখেছি তা ওরা দেখে নি। ওরা জানে না কিভাবে আট বছর ধরে সে আমার জীবনকে দলিত করেছে, দলিত করেছে আমার ভেতরকার জীবস্ত সর্বাকিছ্বকে, কদাচ ও ভাবে নি যে আমি একজন জীবস্ত নারী, যার প্রয়োজন ভালোবাসা। জানে না প্রতি পদক্ষেপে ও কিভাবে অপমান করেছে আমাকে আর আত্মতুন্ট থেকেছে। আমি কি চেন্টা করি নি, সর্বশক্তিতে চেন্টা করি নি নিজের জীবনের ন্যায্যতা খ্রুজে পেতে? আমি কি চেন্টা করি নি ওকে ভালোবাসাত, আর স্বামীকে ভালোবাসা অসম্ভব হয়ে উঠলে ছেলেকে ভালোবাসতে? কিন্তু সময় কাটতে আমি যে ব্রুলাম যে আত্মপ্রতারণা

আর সম্ভব নয়, আমি জীবস্ত মান্ব, ভালোবাসা আর বে'চে থাকা আমার যে দরকার, ভগবান আমায় সেইভাবে যে গড়েছেন তার দোষ কি আমার? কিন্তু এখন কী করা যায়? ও যদি আমায় খ্ন করত, ওকে খ্ন করত, তাহলে সব আমি সইতাম, সবকিছ্ন মাফ করতাম, কিন্তু ও...

'ও যে কী করবে তা আমি অনুমান করতে পারি নি কেমন করে? তাই ও করেছে যা ওর হীন চরিত্রের সঙ্গে মেলে। ও হয়ে থাকবে সঠিক আর ধ্বংসোক্ষ্ম্ম আমাকে আরো খারাপ, আরো হীনভাবে ধ্বংস করবে...' 'আর্পান নিজেই কল্পনা করতে পারেন আপনার এবং আপনার প্রেত্রের ভাগ্যে কী আছে' — চিঠির এই পঙক্তিটা স্মরণ হল তাঁর। 'ও যে ছেলেকে কেড়ে নেবে এটা তার হুর্মাক, এবং তাদের নির্বোধ নীতি অনুসারে এটা খ্বই সম্ভব। কিন্তু আমি কি জানি না কেন এটা সে বলছে? আমার প্রচেনহে তার বিশ্বাস নেই, কিংবা আমার এই হৃদয়াবেগে তার তাচ্ছিল্য আছে (সর্বদাই সে যেভাবে টিটকারি দিয়েছে), কিন্তু ও জানে যে ছেলেকে আমি ত্যাগ করব না, ছেলেকে ত্যাগ করতে পারি না; যাকে আমি ভালোবাসি এমনকি তার সঙ্গেও জীবন কাটাতে আমি পারব না ছেলেকে ছাড়া, আর ছেলেকে ত্যাগ করে ওর কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে আমি সবচেয়ে কলঙ্কিতা পাষণ্ডা নারীর মতো কাজ করব — এটা ও জানে এবং জানে যে আমার দ্বারা তা হওয়া সম্ভব নয়।'

'আমাদের জীবন আগে যেমন চলেছে তেমনি চলা উচিত' — মনে পড়ল তাঁর চিঠির আরেকটা বাক্য। 'সে জীবন আগেও ছিল যন্ত্রণাকর, ইদানীং তা হয়েছিল ভয়াবহ। আর এখন কী হবে? আর ও এটা সবই জানে, জানে যে আমি নিশ্বাস নিচ্ছি, ভালোবাসছি এর জন্যে অন্ত্রাপ করতে আমি পারি না; জানে যে মিথ্যা আর প্রতারণা ছাড়া এ থেকে আর কোনো ফল হবে না; কিন্তু আমাকে কণ্ট দেওয়াটা চালিয়ে যাওয়া ওর দরকার। আমি চিনি ওকে; জানি যে জলের ভেতর মাছের মতো ও মিথ্যার মধ্যে সাঁতরায় আর তাতে তৃপ্তি লাভ করে। না, এ তৃপ্তি আমি তাকে দেব না, ছিণ্ড়ে ফেলব মিথ্যার এই মাকড়শার জাল যাতে সে জড়াতে চায় আমায়; যা হবার হোক। মিথ্যা আর প্রতারণার চেয়ে তা ভালো!

'কিন্তু কিভাবে? ভগবান! ভগবান! আমার মতো এমন অভাগা নারী কেউ ছিল কি কখনো?..'

'না, ছি'ড়ে ফেলব, ছি'ড়ে ফেলব!' অগ্রন্ন রোধ করে লাফিয়ে উঠে

চিংকার করে উঠলেন তিনি। ওকে নতুন আরেকটা চিঠি লেখার জন্য গেলেন লেখার টেবিলের কাছে। কিন্তু অন্তরের গভীরে তিনি টের পাচ্ছিলেন যে কিছ্ ই ছি'ড়ে ফেলার শক্তি হবে না তাঁর, আগের এই অবস্থাটা যতই মিথ্যাময় আর অসম্মানকর হোক তা থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষমতা তাঁর হবে না।

টোবলের সামনে বসলেন তিনি. কিন্ত লেখার বদলে টেবিলে হাত পেতে তার ওপর মাথা রেখে কেংদে ফেললেন, সারা বুক ফুলিয়ে ফুলিয়ে ডুকরে উঠলেন যেভাবে কাঁদে শিশ্বরা। তিনি কাঁদলেন কারণ নিজের অবস্থাটা পরিষ্কার করে নেবার, সুনিদিষ্টি করে নেবার স্বপ্ন তাঁর চূর্ণ হয়ে গেছে বরাবরের মতো। আগে থেকেই তাঁর জানা আছে যে সবই থেকে যাবে পূর্বের মতোই, থেকে যাবে বরং আগের চেয়েও আনেক খারাপ। তিনি অন্তেব করলেন যে সমাজে তাঁর যে প্রতিষ্ঠা সকালে অতি তুচ্ছ মনে হয়েছিল সেটা তাঁর কাছে প্রিয়, স্বামীপত্রত্যাগিনী, প্রণয়ীর সঙ্গে মিলিতা এক নারীর কলংকিত অবস্থার সঙ্গে সেটা বদলে নেবার ক্ষমতা তাঁর হবে না : যত চেচ্টাই তিনি করুন, নিজের চেয়ে শক্তিশালী তিনি হতে পারবেন না। প্রেমের স্বাধীনতা তিনি অনুভব করবেন না কখনো, সর্বদাই থাকবেন যেকোনো মুহুতে প্ররূপমোচনের বিপদ মাথায় নিয়ে এক পাত্রিনী দ্বী যে দ্বামীকে প্রতারণা করেছে অপরের সঙ্গে এক কলংকজনক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য, আর সে ব্যক্তি স্বাধীন, তাঁর সঙ্গে তিনি একই জীবন যাপন করতে পারেন না। তিনি জানতেন যে ব্যাপারটা তাই-ই হবে আর সেটা এত ভয়ংকর যে কী তার পরিণাম সেটা কল্পনা করতে পারলেন না তিনি। অঝোরে তিনি কাঁদতে লাগলেন, শাস্তি পেলে বাচ্চারা যেভাবে কাঁদে।

খানসামার পদশ্রদ শ্বনে তাঁকে সন্বিত ফেরাতে হল। তার দিক থেকে মুখ আডাল করে তিনি ভান করলেন যেন লিখছেন।

খানসামা জানাল, 'পত্রবাহক জবাব চাইছে।'

'জবাব? ও, হ্যাঁ' — আহ্না বললেন, 'খানিক অপেক্ষা কর্ক। আমি ঘণ্টি দিয়ে ডাকব।'

ভাবলেন, 'কী আমি লিখতে পারি? একা একা কী স্থির করতে পারি আমি? কী আমি জানি? কী আমি চাই? কী আমি ভালোবাসি?' ফের তিনি অন্তব করলেন যে অন্তরের ভেতর তাঁর দ্বিত্ব শ্রের্ হচ্ছে। এই অন্তাত্যায় ফের ভয় হল তাঁর এবং নিজের সম্পর্কে ভাবনা থেকে তাঁর মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করতে পারে এমন যে উপলক্ষ প্রথম পেলেন, সেটাই আঁকড়ে ধরলেন। 'আলেক্সেই-এর সঙ্গে দেখা করতে হবে' (মনে মনে দ্রন্দ্পিকে তিনি এই নামেই ভাবতেন), 'একলা সেই আমায় বলতে পারে কী আমার করা উচিত। বেট্সির কাছে যাব, হয়ত সেখানে দেখা পাব তার' — নিজেকে তিনি বললেন, অথচ একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন যে গতকালই যখন তিনি দ্রন্দ্পিকে বলেছিলেন যে প্রিন্সেস ত্ভেস্পায়ার কাছে যাবেন না, তখন দ্রন্দ্পিক বলেছিলেন যে তাহলে তিনিও যাবেন না। টেবিলের কাছে গিয়ে তিনি স্বামীকে লিখলেন: 'আপনার চিঠি আমি পেয়েছি। আ।' ঘণ্টি দিয়ে খানসামাকে ডেকে দিলেন সেটা।

আন্ন,শ্কা ঘরে ঢুকতে বললেন, 'আমরা যাচ্ছি না।' 'একেবারেই না?'

'উ'হ্ম, মোটঘাট খ্মলো না, থাক কাল পর্যস্ত। আর গাড়িটাকে রেখে দাও। প্রিন্সেসের ওথানে যাব।'

'কোন পোশাকটা আনব?'

11 59 11

প্রিলেসস ত্ভেম্কায়া আন্নাকে যে ক্রকেট পার্টিতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তা হওয়ার কথা দ্বাজন মহিলা আর তাঁদের অন্বক্তদের নিয়ে। মহিলা দ্বাজন বাছাই করা নতুন এক পিটাসাব্বা চক্রের প্রতিনিধি, যাকে কিছ্ব একটা অন্বকরণের অন্বকরণে বলা হত les sept merveilles du monde*। এই মহিলারা অবিশ্যি সেই উচ্চ চক্রেরই লোক, কিন্তু আন্না যে চক্রে যাতায়াত করতেন তার প্রতি বিদ্বেশপরায়ণ। তা ছাড়া লিজা মেকালোভার অন্বক্ত ব্দ্ধা দ্বেমভ, পিটাসাব্বার্গের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি, কমাক্ষেত্রে ছিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের শত্র্ব। এই সব বিবেচনা করে আন্না যেতে চান নি, প্রিন্সেস ত্ভেম্কায়ার চিরকুটটা ছিল এই অনিচ্ছা প্রসঙ্গেই। এখন কিন্তু দ্রন্দিকর দেখা পাবার আশায় তাঁর ইচ্ছে হল যেতে।

প্রিন্সেস ত্ভেস্কায়ার ওখানে আন্না এলেন অন্য র্আতথিদের আগেই।

প্রথিবীর সপ্তাশ্চর্য (ফরাসি)।

আন্না যখন ঢুকছিলেন কামের-ইউৎকারের মতো আঁচড়ানে। গালপাট্টায় দ্রন্দির খানসামাও ঢুকছিল তখন। দরজার কাছে থেমে টুপি খুলে সেপথ ছেড়ে দিল আন্নাকে। আন্না তাকে চিনতে পারলেন আর কেবল তখনই তাঁর মনে পড়ল যে গতকাল দ্রন্দিক বলেছিলেন যে আসবেন না। নিশ্চয় এই বিষয়েই লিখে পাঠিয়েছেন তিনি।

প্রবেশ-কক্ষে তাঁর ওপরের আচ্ছাদন খালে রাখার সময় তিনি শানতে পেলেন যে খানসামা কামের-ইউৎকারের মতো এমর্নাক র্-র্ উচ্চারণ করেই, 'কাউণ্ট পাঠিয়েছেন প্রিকেসসকে' বলে চিরকটটা দিলে।

আন্নার ইচ্ছে হয়েছিল জিগ্যেস করে কোথায় ওর মনিব। ইচ্ছে হয়েছিল ফিরে যাবেন, দ্রন্স্কিকে চিঠি পাঠিয়ে বলবেন তাঁর ওথানে আসতে অথবা নিজেই যাবেন তাঁর কাছে। কিন্তু কোনোটাই করা গেল না: ততক্ষণে সামনে বেজে উঠেছে তাঁর আগমন ঘোষণার ঘণ্টি, প্রিন্সেস ত্ভেস্ক্রিয়ার থানসামা খোলা দরজার কাছে তাঁর দিকে আধখানা ফিরে দাঁড়িয়ে আছে তিনি ভেতরের ঘরগ্রলোয় যাবেন বলো।

'প্রিন্সেস বাগানে আছেন। এক্ষ্বনি আপনার আসার খবর দেওয়া হবে তাঁকে। বাগানে যেতে আপনি ইচ্ছে করেন কি?' অন্য একটা ঘরে অন্য একজন খানসামা জানাল তাঁকে।

অনিশ্চয়তা, অম্পণ্টতার অবস্থাটা দাঁড়াল ঠিক বাড়ির মতোই, বরং আরো থারাপ কেননা কিছুই করার নেই, দ্রন্দিকর সঙ্গে দেখা হবে না, থাকতে হবে এখানেই, পরের বাড়িতে, তাঁর মেজাজের র্জাত বিপরীত প্রকৃতির একটা আন্ডায়; কিন্তু তিনি সাজগোজ করে এসেছেন আর জানতেন যে সেটা মানিয়েছে তাঁকে; তিনি একলা নন, চারপাশে আলস্যের এক অভাস্ত জমকালো পরিস্থিতি, বাড়ির চেয়ে এখানেই তিনি স্বস্তি বোধ করবেন বেশি; কী করা যায় সেটা তাঁকে ভাবতে হবে না। সবই এখানে হয়ে যায় আপনা থেকেই। শাদা একটা পোশাকের সৌষ্ঠবে চোখ ধাঁধিয়ে বেট্সি তাঁর দিকে আসতে আল্লা হাসলেন বরাবরের মতো। প্রিন্সেস ত্ভেম্কায়া এসেছিলেন তুশ্কেভিচ আর তাঁর একজন আত্মীয়া ভদ্রকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে, নামকরা প্রিন্সেসের সঙ্গে মেয়েটি গ্রীষ্মকালটা কাটাচ্ছে বলে তার মফদবলবাসী পিতামাতার আনন্দের পরিসীমা ছিল না।

সম্ভবত আম্লার চেহারায় বিশেষ কিছ্ একটা ছিল, কেননা বেট্সি তৎক্ষণাৎ লক্ষ্য করেছিলেন সেটা। 'ভালো ঘ্রম হয় নি' — যে খানসামাটা তাঁদের দিকে আসছিল আন্নার ধারণামতো দ্রন্সিকর নোটটা নিয়ে, তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন আন্না।

'আপনি এসেছেন বলে ভারি আনন্দ হল' — বেট্সি বললেন, 'ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলাম, এই এক্ষ্বনি ভাবছিলাম ওরা আসতে আসতে এক কাপ চা খেরে নিই গে। আর আপনি মাশার সঙ্গে গিয়ে ক্রকেট-গ্রাউণ্ডটা পরখ করে দেখলে পারেন' — তুশকেভিচকে বললেন তিনি। 'আর চা খেতে খেতে প্রাণ খ্লে আমরা কথা কয়ে নিতে পারব। We'll have a cosy chat* তাই না?' হেসে আয়ার দিকে ফিরে যে হাতটায় আয়া ছাতা ধরে ছিলেন তাতে মৃদ্ব চাপ দিয়ে বললেন তিনি।

'সেটা ভালোই হবে, কারণ আপনার এখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারব না আমি, বৃদ্ধা দ্রেদের কাছে যেতে হবে। একশ' বছর ধরে কথা দিয়ে আসছি' — আন্না বললেন, মিথ্যা তাঁর প্রকৃতিবির্দ্ধ হলেও সমাজে সেটা বেরিয়ে এল শ্বধ্ব সহজে আর স্বাভাবিক ভাবেই নয়, এমর্নাক তৃপ্তিই পেলেন তাতে।

কেন এটা তিনি বললেন যা এক সেকেন্ড আগেও তিনি ভাবেন নি, সেটা তিনি ব্ৰে উঠতে পারলেন না। বললেন শ্ব্যু এই একটা চিন্তা থেকে যে দ্রন্দিক যেহেতু এখানে আসবেন না, তাই এখান থেকে ছাড়ান পেয়ে যেমন করে হোক তাঁর সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু কেন ঠিক বৃদ্ধা ফ্রেলিনা দ্রেদে'র কথাই বললেন যাঁর কাছে যাওয়া নাকি তাঁর প্রয়োজন যেমন প্রয়োজন আরো অনেকের কাছে যাবার, সেটা তিনি বোঝাতে পারতেন না, তবে পরে যা দেখা গেছে, দ্রন্দিকর সঙ্গে দেখা করার সবচেয়ে ধ্র্ত উপায়ের কথা ভাবতে গিয়ে এর চেয়ে ভালো কিছ্ম খ্রেজ পেতেন না তিনি।

মন দিয়ে আন্নার মুখ লক্ষ্য করে বেট্সি বললেন, 'না, আপনাকে আমি ছাড়ব না কিছ্বতেই। সত্যি, আপনাকে ভালো না বাসলে আমি রাগই করতাম আপনার ওপর। আপনি যেন ভাবছেন যে আমার আন্ডায় মিশলে আপনার মান খোয়া যাবে। ছোটে। ড্রায়ং-র্মটায় আমাদের চা দাও তো' — খানসামাদের সঙ্গে কথা বলার সময় বরাবর তিনি যা করেন তেমনি চোখ

নিবিড় আলাপ করা যাবে (ইংরেজি)।

কু'চকে বললেন তিনি। তার কাছ থেকে নোটটা নিয়ে পড়লেন। ফরাসিতে বললেন, 'আলেক্সেই চাল মেরেছে, লিখেছে আসতে পারবে না।' কথাটা তিনি বললেন এমন সহজ স্বাভাবিক স্বরে যেন ক্রকেটের খেল্বড়ে ছাড়া দ্রন্স্কি আমার কাছে অন্য তাৎপর্য ধরে এমন চিন্তা তাঁর মাথাতেই আসতে পারে না।

আন্না জানতেন যে বেট্সি সবই জানেন, কিন্তু তাঁর উপস্থিতিতে উনি যেভাবে দ্রন্স্কির কথা বলতেন তা শ্বনে আন্না সর্বদাই মিনিট খানেকের জন্য নিঃসন্দেহ হতেন যে বেট্সি কিছুই জানে না।

'আ!' উদাসীনভাবে আন্না বললেন যেন এ নিয়ে তাঁর বিশেষ আগ্রহ নেই; তারপর হেসে যোগ দিলেন, 'আপনার সমাজে এলে কারো মান খোয়া যেতে পারে কেমন করে?' কথার এই মারপ্যাঁচ, গোপন কথাটা ল্বকিয়ে রাখা সমস্ত নারীর মতো আন্নার কাছেও উপাদেয় লাগত। ল্বকাবার আবশ্যকতা নয়, যার জন্য ল্বকানো হল তার উদ্দেশ্যটার জন্যও নয়, গোপন করার ব্যাপারটাই আকৃষ্ট করত তাঁকে। বললেন, 'আমি পোপের চেয়েও তো আর বেশি ক্যার্থালিক হতে পারি না। স্কেমভ আর লিজা মের্কালোভা সমাজের ননীর অধিক ননী। তা ছাড়া সর্ব্ তাঁরা বরণীয়, আর আমি' — 'আমি' কথাটায় একটা বিশেষ জাের দিলেন তিনি, 'আমি কখনা কড়া কি অসহিষ্ণ্ব হতে পারি না। স্রেফ সে সময়ই নেই আমার।'

'না, আপনি হয়ত চান না যে স্ক্রেমভের সঙ্গে আপনার দেখা হোক? উনি আর আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ নয় লাঠালাঠি কর্ন কমিটিতে, আমাদের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু সমাজে আমি যতদ্র জানি তার ভেতর স্ক্রেমভ সবচেয়ে সঙ্জন ব্যক্তি আর ক্রকেট খেলার নিদার্গ ভক্ত। আপনি নিজেই দেখবেন। আর লিজার বৃদ্ধ প্রণয়ী হিশেবে তাঁর অবস্থাটা হাস্যকর হলেও কিভাবে তিনি এই হাস্যকর অবস্থাটা থেকে বেরিয়ে আসেন তা দেখবার মতো! ভারি মিণ্টি লোক। সাফো শ্টোল্ংসকে আপনি চেনেন? নতুন, একেবারে নতুন ধরনের মান্য।'

বেট্সি যখন এই সব কথা বলে যাচ্ছিলেন, আন্না তখন তাঁর ফুর্তিবাজ ব্দিমস্ত চাউনি থেকে টের পাচ্ছিলেন যে উনি তাঁর অবস্থাটা অংশত ব্বতে পারছেন এবং মতলব আঁটছেন কিছ্ব একটা। ওঁরা ছিলেন ছোট্ট কেবিনেটটায়।

'কিন্তু আলেক্সেইকে চিঠি লিখে পাঠানো দরকার' — টেবিলের সামনে

বসলেন তিনি, কয়েক ছত্র লিখে লেফাফায় প্রলেন, 'লিখলাম ও যেন ডিনারে আসে। আমার এখানে একজন মহিলা ডিনারে থাকছেন প্রের্ষ সঙ্গী ছাড়া। দেখন তো, চিঠিটা প্রত্যয়জনক হল কি? মাপ করবেন, এক মিনিটের জন্যে আপনাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে। আপনি দয়া করে সীল মেরে পাঠিয়ে দিন চিঠিটা' — দরজার কাছ থেকে উনি বললেন, 'আমার ওদিকে কিছ্ম হ্নকুম-টুকুম দেবার আছে।'

এক মৃহত্ত ডিন্তা না করে আলা বেট্সির চিঠিটা নিয়ে বসলেন এবং না পড়ে নিচে লিখে দিলেন, 'আপনার সঙ্গে দেখা করার দরকার আছে আমার। দ্রেদে'র বাগানে আস্কা। আমি সেখানে থাকব ছ'টার সময়।' সীল মারলেন তিনি আর ফিরে এসে বেট্সি আল্লার সমক্ষেই পাঠিয়ে দিলেন চিঠিটা।

আর সত্যিই, ঠান্ডা ছোট্ট ড্রাগ্নং-র্মটায় টোবল-ট্রেতে করে যে চা আনা হর্মেছিল তা নিয়ে অতিথিদের আগমনের আগে যে cosy chat-এর প্রতিপ্রাত্তি দিয়েছিলেন প্রিন্সেস ত্ভেস্কায়া তা জমে উঠল দ্ব'জন মহিলার মধ্যে। যাদের আশা করা হচ্ছে, শ্বর্ হল তাদের নিয়ে পরচর্চা, উঠল লিজা মেকালোভার প্রসঙ্গ।

আন্না বললেন, 'উনি ভারি মিণ্টি, সর্বদাই ওঁকে ভালো লেগেছে আমার।'

'ওঁকে আপনার ভালোবাসা উচিত। আপনাকে নিয়ে উনি পাগল। কাল ঘোড়দোড়ের পর উনি এসেছিলেন আমার কাছে, আপনাকে না দেখতে পেয়ে হতাশ হয়ে উঠেছিলেন। উনি বলেন, আপনি উপন্যাসের এক খাঁটি নায়িকা, যদি উনি প্রুষ হতেন, তাহলে আপনার জন্যে হাজার খানেক আহাম্মকি করতেন তিনি। স্বেমভ তাঁকে বলেন যে এমনিতেই সেটা নাকি তিনি করছেন।'

'আচ্ছা, বলন্ন তো, আমি কখনো ঠিক ব্নতে পারি নি' — কিছন্কণ চুপ করে থেকে আন্না এমন সনুরে জিগ্যেস করলেন যে পরিজ্কার বোঝা গেল যে কোনো অলস প্রশ্ন এটা নয়, যে প্রশ্ন তিনি করছেন সেটা যতখানি সমন্চিত তার চেয়েও তাঁর কাছে গ্রেছপূর্ণ। 'বলন্ন তো, প্রিল্স কালন্জ্দিক, যাঁকে লোকে বলে মিশ্কা, তাঁর সঙ্গে লিজার সম্পর্কটা কী? ওঁদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে কম। কী সম্পর্ক?'

বেট্সির চোখ হেসে উঠল, মন দিয়ে তিনি দেখলেন আল্লাকে।

বললেন, 'নতুন ধরন-ধারন, সবাই ওরা ওটা রপ্ত করেছে। চুলোয় দিয়েছে সতর্কতা। তবে চুলোয় দেবারও তো রকম আছে।'

'হাাঁ, কিন্তু কাল্মজ ম্কির সঙ্গে লিজার সম্পর্কটা কেমন?'

বেট্সি হঠাৎ মজা পেয়ে বাঁধ ভাঙা হাসি হেসে উঠলেন যা তাঁর ক্ষেত্রে ঘটে কদাচিৎ।

'আপনি প্রিন্সেস মিয়াগ্কায়ার এলাকায় দখল গাড়ছেন। এটা যে এক সাঙ্ঘাতিক শিশ্বর প্রশ্ন' — সংযত হতে চেয়েও তা না পেরে বেট্সি এক সংক্রামক হাসিতে ফেটে পড়লেন যেভাবে হাসে যে লোকেরা হেসে থাকে কদাচিং। 'ওঁদেরকেই জিগ্যেস করতে হয়' — বললেন তিনি হাসির অগ্র্জলের মধ্যে।

'না, হাসবেন না বাপন্ন' — অনিচ্ছাতেও হাসিতে সংক্রামিত আন্না বললেন, 'কিস্থু আমি কখনো ব্নথতে পারি নি। এখানে স্বামীর ভূমিকাটা কী আমি ব্রিঝ না।'

'দ্বামী? লিজা মের্কালোভার দ্বামী তাঁর জন্যে কদ্বল এনে দেন এবং সর্বদাই তাঁর খিদমতে প্রস্তুত। কিন্তু তা ছাড়া আসলে আর কী সেটা কেউ জানতে চায় না। জানেন তো, শালীন সমাজে লোকে সাজসঙ্জার কোনো কোনো খ্রিটনাটি নিয়ে কিছ্ব বলেও না, ভাবেও না। এক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তাই।'

প্রসঙ্গটা পালটাবার জন্য আন্না জিগ্যেস করলেন, 'রোলান্দাকির উৎসবে আপনি যাচ্ছেন?'

'সম্ভবত না' — এবং বান্ধবীর দিকে না চেয়ে বেট্সি স্কান্ধি চা ছোটো ছোটো স্বচ্ছ পেয়ালায় সাবধানে ঢালতে লাগলেন। একটা পেয়ালা আহ্নার দিকে এগিয়ে দিয়ে তিনি মেয়েদের একটা সিগারেট নিয়ে র্পোর খাপে ঢুকিয়ে তা ধরালেন।

'কী জানেন, আমার অবস্থাটা সোভাগ্যের বলতে হবে' — চায়ের কাপ হাতে নিয়ে এবার না হেসে শ্রুর করলেন বেট্সি, 'আমি আপনাকেও ব্রিথ, লিজাকেও ব্রিথ। লিজা হল গে সহজ-সরল স্বভাবের তেমন একটি লোক, বাচ্চাদের মতো যে বোঝে না কোনটা ভালো, কোনটা খারাপ। অস্তত বোঝে নি যখন তার বয়স ছিল খ্বই অলপ। এখন সে জানে যে এই না বোঝাটা তাকে মানায়। এখন সে হয়ত ইচ্ছে করেই ব্রুতে চায় না' — স্ক্রো হেসে বেট্সি বললেন, 'তাহলেও ওটা তাকে মানায়। মানে, একটা জিনিসকেই

শোকাবহ দ্থিতৈত দেখে যদ্রণা পাওয়া সম্ভব আবার সহজভাবে, এমনকি ফুর্তি করেই সেটা দেখা চলে। আপনার ঝোঁক হয়ত বড়ো বেশি শোকাবহ দ্থিতৈত দেখা।

'আমি নিজেকে যেমন জানি, অন্যদেরও ঠিক তেমনি করে জানার কী যে ইচ্ছে আমার' — আল্লা বললেন গ্রুত্ব সহকারে, চিস্তিতভাবে, 'অন্যদের চেয়ে আমি খারাপ নাকি ভালো? আমার মনে হয় খারাপ।'

'সাংঘাতিক শিশ্ব, সাংঘাতিক শিশ্ব' — প্রনরাব্তি করলেন বেট্সি, 'নিন, ওরা এসে গেছে।'

11 7 12 11

শোনা গেল পদশব্দ, প্রব্যের গলা, তারপর নারীকণ্ঠ আর হাসি, এর পর ঢুকলেন প্রত্যাশিত অতিথিরা: সাফো শ্টোল্ছ্স এবং স্বাস্থ্যের আধিক্যে জ্বলজ্বলে এক য্বাপ্র্র্ষ, যাকে ডাকা হয় ভাস্কা বলে। দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে ভেতরে রক্ত রেখে ভর্জিত গোমাংস, কন্দ-ছগ্রাক আর বার্গাণিড স্ব্রা তাঁর উপকারে লেগেছে। মাথা ন্ইয়ে মহিলাদের দিকে তাকাল ভাস্কা, কিন্তু শ্ব্দ্ এক সেকেন্ডের জন্য। সাফোর পেছ্ব পেছ্ব সে গেল ড্রায়ং-র্মে আর সেখানে তাঁর পেছ্ব পেছ্বই ঘ্রতে লাগল যেন আঁচলে বাঁধা, চকচকে চোখ তার সর্রছিল না তাঁর ওপর থেকে, যেন তাঁকে সে খাবে। সাফো শ্টোল্ছসের চুল সোনালী, চোখ কালো। হাই-হিল জ্বতোয় ছোটো ছোটো ক্ষিপ্র পদক্ষেপে তিনি ভেতরে এসে মহিলাদের করমর্দন করলেন সজোরে, প্রব্বালী ঢঙে।

আন্না আগে কখনো এই নতুন অসামান্যাকে দেখেন নি, চমংকৃত হলেন তাঁর র্পে, বেশভূষার চ্ড়ান্তপনায়, ব্যবহারের অসংকাচে। নিজের এবং অপরের কোমল সোনালী কেশে রচিত তাঁর কবরী এতই বৃহৎ যে আয়তনে সেটা তাঁর স্ঠাম, আত অনাব্ত, স্ফোল, স্ফীত উরসের সমান। এগ্বার ভিঙ্গিটা তাঁর এতই প্রথর যে প্রতিটি গতিতেই গাউনের তল থেকে ফুটে উঠছিল জান্ব ও উর্বের র্পরেখা এবং আপনা থেকেই মনে আসছিল ওপরে অত আনগ্ন আর পেছনে ও নিচে এত লব্কনো ওঁর সত্যিকারের স্ঠাম দেহটার শেষ কোথায়।

বেট্সি তাড়াতাড়ি করে এলেন আন্নার সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিতে। 'ভাবতে পারেন, দ্ব'জন সৈনিককে আমরা প্রায় চাপা দিতে যাচ্ছিলাম' — সঙ্গে সঙ্গেই উনি চোখ মটকে, হেসে, পোশাকের প্রচ্ছদেশ ঝাঁকিয়ে, সেটাকে বড়ো বেশি এক পাশে টেনে এনে বলতে শ্রুর করলেন, 'আমি ভাস্কার সঙ্গে যাচ্ছিলাম... আরে হ্যাঁ, আপনাদের তো পরিচয় নেই' — এই বলে তিনি ভাস্কার উপাধি জানিয়ে যুবাপ্রুষ্টির পরিচয় দিলেন এবং নিজের ভূলে, মানে অপরিচিতদের সামনে ওকে তার ডাকনামে ভাস্কা বলেছেন বলে লাল হয়ে হেসে উঠলেন।

ভাস্কা আরেকবার মাথা নোয়াল আন্নার উদ্দেশে, কিন্তু কিছ্র বললে না। সাফোকে সে বললে হেসে:

'বাজি হেরেছেন। আমরা এসেছি আগে। পাওনা মেটান।' সাফো আরো ফুর্তিতে হেসে উঠলেন। বললেন, 'এখনই তো আর নয়।' 'বেশ, পরে পাব।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আরে যাঃ!' গ্হকর্রীর দিকে ফিরলেন তিনি, 'বেশ লোক আমি… ভুলে গিয়েছিলাম… একজন অতিথি নিয়ে এসেছি আপনার এখানে। এই যে সে।'

অপ্রত্যাশিত যে য্বক অতিথিটিকে নিয়ে এসে সাফো তার কথা ভুলে গিয়েছিলেন, সে কিন্তু এতই গ্রুব্দপূর্ণ ব্যক্তি যে তার আপ্যায়নে উভয় মহিলাই উঠে দাঁড়ালেন।

ইনি সাফোর নতুন ভক্ত। ভাস্কার মতো ইনিও তাঁর পায়ে পায়ে ঘুরতে লাগলেন।

কিছ্ব বাদেই এলেন প্রিন্স কাল্বজন্সিক আর লিজা মের্কালোভা, সঙ্গে স্থেমভ। কৃষ্ণকেশী কৃশতন্ব মহিলা লিজা মের্কালোভা, ম্বখনায় তাঁর প্রাচ্যদেশীয় অলসতা, চোখদ্বিট স্বন্দর, সবাই যা বলে, অবর্ণনীয়। তাঁর অন্ধকার রঙের পোশাক একেবারে খাপ খেয়ে গেছে তাঁর র্পের সঙ্গে (আমা তক্ষ্বিন তা লক্ষ্য করে কদর করেছিলেন)। সাফো যেমন প্রথর আর উচ্চিকত লিজা ঠিক তেমনি নরম আর এলানো।

তবে আন্নার যা রুচি, তাতে লিজা অনেক বেশি আকর্ষণীয়। তাঁর সম্পর্কে বেট্সি আন্নাকে বলেছিলেন যে লিজা অব্যুঝ শিশ্যুর ভাব নিয়েছেন কিন্তু তাঁকে দেখে আন্না অন্ভব করলেন যে কথাটা ঠিক নয়। অব্যুঝ এবং বথে যাওয়া তিনি ঠিকই, কিন্তু মিন্টি আর নিরীহ এক নারী। অবিশ্যি তাঁর ধরনটা সাফোর মতোই তা সত্যি; সাফোর মতোই তাঁর আঁচলে বাঁধা হয়ে ঘ্রছিল আর চোথ দিয়ে গিলে খাচ্ছিল দ্বটি ভক্ত — একজন য্বক, অন্যজন বৃদ্ধ; কিন্তু তাঁর মধ্যে এমন একটা কিছ্ব ছিল, যা তাঁর চতুৎপার্শের উধের্ব — কাচগর্লোর মাঝখানে তাঁর ভেতরে ছিল সাঁচ্চা হীরের টলটলে দ্বাতি। এ দ্বাতি ফুটত তাঁর স্বন্দর, সত্যিই অবর্ণনীয় চোখে। গাঢ় বলয়ে ঘেরা এ চোখের ক্লান্ত অথচ সেইসঙ্গে কামাতুর দ্ভি সবাইকে অভিভূত করত তার পরিপ্রণ অকপটতায়। সে চোখের দিকে তাকিয়ে প্রত্যেকের মনে হত সে তাঁর স্বকিছ্ব জেনে ফেলেছে আর তা জেনে তাঁকে না ভালোবেসে পারছে না। আয়াকে দেখে তাঁর ম্বখানা আনন্দের হাসিতে জ্বলজ্বল করে উঠল।

'আহ্ কী খুনিশ হলাম আপনাকে দেখে!' আন্নার কাছে গিয়ে তিনি বললেন, 'কাল ঘোড়দোড়ের মাঠে আমি যেই ভাবছিলাম যে আপনার কাছে যাব, অমনি আপনি চলে গেলেন। ঠিক কালই আপনার সঙ্গে দেখা করার কী ইচ্ছেই না আমার হয়েছিল। সত্যিই ভয়ংকর, তাই না?' আন্নার দিকে যে দ্ভিতৈ চেয়ে তিনি বললেন, মনে হল তাতে তাঁর সমস্ত অন্তর উদ্ঘাটিত হয়ে আছে।

'হাাঁ, ওটা আমাকে অত বিচলিত করবে ভাবতে পারি নি' — আহ্লা বললেন লাল হয়ে।

এই সময় লোকজনেরা উঠে দাঁডাল বাগানে যাবার জন্য।

'আমি যাব না' — হেসে আন্নার পাশে বসে লিজা বললেন, 'আপনিও যাবেন না? কী যে এমন শখ ককেট খেলার!'

'কিন্তু আমার ভালো লাগে' — আন্না বললেন।

'এই দেখ্ন, আচ্ছা কী করে আপনার একঘেয়ে লাগে না? আপনাকে দেখেই মেজাজ ভালো হয়ে যায়। আপনি বে'চে আছেন, আর আমার একঘেয়ে লাগে।'

'একঘেরে মানে? আপনারা তো পিটার্স'ব্বর্গের সবচেয়ে ফুর্তি'বাজ সমাজ' — আল্লা বললেন।

'হয়ত যারা আমাদের সমাজের নয়, তাদের একঘেয়ে লাগে আরো বেশি; কিন্তু আমরা, আমি তো নিশ্চয়ই ফুর্তি পাই না, সাংঘাতিক একঘেয়ে লাগে।' সিগারেট খেয়ে সাফো য্বকদ্বির সঙ্গে চলে গেলেন বাগানে। বেট্সি আর স্থেমভ রয়ে গেলেন চায়ের জন্য।

'একঘেয়ে মানে?' বেট্সি বললেন, 'সাফো বললেন যে কাল আপনাদের ওখানে সবাই খুব আনন্দ করেছে।'

'উঃ, কী যে ক্লান্তিকর লেগেছিল!' বললেন লিজা মের্ক'লোভা, 'ঘোড়দৌড়ের পর আমরা সবাই আমাদের ওথানে যাই। সেই একই প্রনো কাস্মৃন্দি! সেই একই ব্যাপার। সারা সন্ধ্যে এলিয়ে রইলাম সোফায়। এতে ফুর্তির কী আছে? না বল্বন, কেমন করে আপনি একঘেয়ে লাগতে দেন না?' ফের তিনি ফিরলেন আল্লার দিকে, 'আপনার দিকে তাকালেই বোঝা যায় এ মহিলা স্ব্খী বা অস্ব্খী হতে পারেন। কিন্তু একঘেয়ে ওঁর লাগে না। শিখিয়ে দিন-না সেটা আপনি করেন কী করে।'

'কিছ্বই করি না' — নাছোড়বান্দা প্রশ্নগর্লোয় লাল হয়ে জবাব দিলেন আন্না।

'এই হল গে সেরা পদ্ধতি' — কথোপকথনে ঢু মারলেন স্ক্রেমভ।

বছর পণ্ডাশেক বয়স স্তেমভের, আধপাকা চুল, দেখতে এখনো তাজা, খ্বই অস্কুদর চেহারা, কিন্তু ম্থখানায় চরিত্র ও ব্দির ছাপ। লিজা মেকালোভা তাঁর স্থার ভাইঝি, স্থেমভ তাঁর গোটা অবসর সময়টা কাটাতেন লিজার সঙ্গে। আলা কারেনিনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় চাকুরিক্ষেত্রে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের শত্র হলেও স্থেমভ চেণ্টা করলেন শত্রর স্থার প্রতি সাতিশয় সোজনাপরবশ হতে।

''কিছুই করি না' — স্ক্রা হেসে তিনি থেই ধরলেন, 'এইটেই সেরা উপায়। আমি বহুদিন থেকে আপনাকে বলছি' — লিজা মের্কালোভার দিকে ফিরলেন তিনি, 'একঘেয়ে যাতে না লাগে তার জন্যে দরকার একঘেয়ে লাগবে কথাটা না ভাবা। এটা হল অনিদ্রার আশংকা থাকলে ঘ্রম হবে না, এই ভয়টা না করার মতো। এই কথাটাই আন্না আর্কাদিয়েভনা আপনাকে বললেন।'

'ও কথাটা আমি বলতে পারলে খ্বই খ্লিশ হতাম, কারণ ওটা শ্ব্ব ব্লিমানের মতো বলা হয়েছে তাই নয়, কথাটা সত্যিও' — হেসে আল্লা বললেন।

'কিন্তু বলনে কেন ঘুম আসে না, একঘেয়ে না লেগে পারা যায় না?'

'ঘ্রম আনাতে হলে কাজ করতে হয়, মনে ফুর্তি আনতে হলেও কাজ করতে হয়।'

'কেন আমি কাজ করব যখন আমার কাজে কারো দরকার নেই? আর ইচ্ছে করে ফুর্তির ভান করব, সে আমি পারিও না, চাইও না।'

'আপনি সংশোধনের বাইরে' — লিজার দিকে না চেয়ে স্ক্রেমভ বললেন এবং আবার ফিরলেন আলার দিকে।

আমার সঙ্গে কালেভদ্রে দেখা হয় বলে উনি তাঁকে ছে'দো কথা ছাড়া অন্য কিছ্ন বলতে পারতেন না, কিস্তু কবে তিনি পিটার্সবি্র্গে ফিরছেন, কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা তাঁকে কেমন ভালোবাসেন, এই ধরনের ছে'দো কথাগ্রলো বললেন এমন ভাব করে যে বোঝা গেল তিনি সর্বাস্তঃকরণে আমার প্রীতি অর্জনে এবং তাঁর প্রতি নিজের শ্রদ্ধা এমনকি বেশি কিছ্মপ্রদর্শনে ইচ্ছ্মক।

তুশ্কেভিচ এসে ঘোষণা করলেন যে সবাই ক্রকেট খেলোয়াড়দের জন্য অপেক্ষা করছে।

'না, যাবেন না দয়া করে' — আল্লা চলে যাচ্ছেন শ্বনে মিনতি করলেন লিজা মের্কালোভা। স্প্রেমভ সায় দিলেন তাঁর কথায়।

'এই দলটা ছেড়ে বৃদ্ধা দ্রেদে'র কাছে যাওয়া, সে এক বড়ো বেশি বৈপরীত্য, তা ছাড়া আপনাকে পেয়ে উনি পরচর্চার উপলক্ষ পাবেন আর এখানে ব্যাপারটা অন্যরকম, ভালো ভালো অন্ভূতি সঞ্চার করবেন আপনি যা পরচর্চার বিপরীত' — আলাকে বললেন তিনি।

অনিশ্চয়তায় এক মৃহ্ত দিখা করলেন আহা। বৃদ্ধিমান এই মানুষ্টির প্রশংসাবাকা, তাঁর প্রতি লিজা মের্কালোভার ছেলেমানুষী অনুরাগ, গোটা এই অভ্যন্ত বড়লোকী পরিবেশ — সবই তাঁর কাছে সহজ কিন্তু যা অপেক্ষা করছে সেটা এতই দৃঃসহ যে এক মৃহ্তের জন্য তিনি অনিশ্চয়তায় পড়লেন, থেকে গেলে হয়-না, আলোচনার কণ্টকর মৃহ্তটো আরো পেছিয়ে দেবেন কি। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে একলা বাড়ি ফিরলে কী তাঁর ভাগ্যে আছে সেটা মনে পড়ায়, স্মৃতিতেও যা ভয়াবহ দৃইাতে চুল চেপে ধরার সেই ভিঙ্গিটা মনে পড়ায় তিনি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

তাঁর জাগতিক জীবন দেখতে লঘ্বচিত্ত মনে হলেও বেবন্দোবস্ত দ্রন্দিক দ্ব'চোখে দেখতে পারতেন না। তর্ন বয়সে যখন তিনি কোরে ছিলেন, তখন ম্শাকিলে পড়ে টাকা চাইতে গিয়ে একবার প্রত্যাখ্যাত হবার পর থেকে তিনি নিজেকে এমন অবস্থায় পড়তে দেন নি।

নিজের হাল সর্বদা গ্রন্থিয়ে রাখার জন্য অবস্থাসাপেক্ষে ঘন ঘন, অথবা মাঝেমধ্যে, বছরে বার পাঁচেক তিনি একলা হয়ে নিজের অবস্থাটা পরিষ্কার করে নিতেন। এটাকে তিনি বলতেন শোধ-বোধ অথবা faire la lessive*।

ঘোড়দৌড়ের পরের দিন দেরিতে ঘ্রম ভেঙে দ্রন্দিক দাড়ি না কামিয়ে, দ্লান না সেরে উদি পরলেন এবং টেবিলের ওপর টাকাপয়সা, বিল চিঠিপর ছড়িয়ে কাজ শ্রুর করেছিলেন। পেরিংদিক জানতেন যে এরকম অবস্থায় তিনি রেগে থাকেন। ঘ্রম ভেঙে পেরিংদিক যখন দেখলেন বন্ধ লেখার টেবিলে বাস্ত, তখন চুপচাপ পোশাক পরে দ্রন্দিকর ব্যাঘাত না ঘটিয়ে বেরিয়ে যান।

একান্ত খ্রিটনাটিতে নিজের পারিপাশ্বিক পরিস্থিতির সমস্ত জটিলতা যারা জানে এমন প্রত্যেকেই অজান্তে ধরে নের যে এই সব পরিস্থিতির জটিলতা এবং তা আসন করার মুশ্বিলাটা শুধ্ব তারই ব্যক্তিগত একটা ঘটনা, বিশেষ একটা আপতিকতা, ভাবে না যে অন্যেরাও তারই মতো ব্যক্তিগত পরিস্থিতির জটিলতার আবেন্টিত। দ্রন্স্কিরও তাই মনে হয়েছিল। অন্য লোকে তাঁর মতো মুশ্বিলে পড়লে অনেক আগেই হাল ছেড়ে দিত, দ্বুটাচারী হতে বাধ্য হত, এ কথা ভেবে ভেতরে ভেতরে দ্রন্স্কির গর্ব হত না এবং তার যুক্তি থাকত না এমন নয়। কিন্তু দ্রন্স্কি টের পাচ্ছিলেন যে লেজেগোবরে জড়িয়ে পড়তে না হলে ঠিক এখনই তাঁকে হিসাবনিকাশ করে নিয়ে নিজের অবস্থাটা স্মুপণ্ট করে তুলতে হবে।

সবচেয়ে সহজ হিশেবে দ্রন্দিক প্রথম যে জিনিসটা হাতে নিলেন সেটা আর্থিক ব্যাপার। যত তাঁর দেনা আছে, চিঠি লেখার একটা কাগজে নিজের ছোটো ছোটো অক্ষরে তা সব টুকে যোগ দিয়ে দেখলেন যে দাঁড়াচ্ছে সতেরো

ধোয়া-ধনুরি (ফরাসি)।

হাজার কয়েক শ' রুবুল — কয়েক শ'টা তিনি বাদ দিলেন পরিষ্কার হয়ে নেবার জন্য। নিজের টাকাকড়ি আর ব্যাঙ্কের খাতা হিসাব করে দেখলেন যে তাঁর থাকছে এক হাজার আটশ' র ব ল. নববর্ষের আগে আর কোনো টাকা পাবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। দেনার তালিকা আবার পড়ে তিনি তাকে নতুন করে লিখলেন তিন ভাগে ভাগ করে। প্রথম ভাগটায় রইল যেসব দেনা অবিলম্বে শোধ দিতে হবে, অন্তত চাইলে যাতে দেরি না হয় তার জন্য নগদ টাকা রাখতে হবে হাতে। এই ধরনের দেনা ছিল প্রায় চার হাজার রুব্ল: দেড় হাজ।র যোড়ার জন্য আর আড়াই হাজার তাঁর তরুণ বন্ধু ভেনেভ স্কির জামিন হিশেবে। দ্রন্স্কির উপস্থিতিতে ভেনেভ্ স্কি তাসে এই টাকাটা হেরেছিলেন এক ঠগের কাছে। দ্রন্ স্কি তখনই টাকাটা দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন (সেটা তাঁর সঙ্গেই ছিল), কিন্তু ভেনেভ স্কি আর ইয়াশ্ভিন জেদ ধরেন যে তাঁরাই ওটা দেবেন, দ্রন্স্কিকে দিতে হবে না, উনি তো আর খেলেন নি। সেটা ভালোই, কিন্তু দ্রন্ স্কি জানতেন যে নোংরা এই যে ব্যাপারটায় তিনি অংশ নিয়েছেন শুধু ভেনেভ্ স্কির মৌখিক জামিনদার হিশেবে তাতে ঠগটার মুখের ওপর ছ্বড়ে ফেলে তার সঙ্গে আর কোনো কথাবার্তা না চালাবার জন্য এই আডাই হাজার তাঁর দরকার। তাই এই গ্রুর্ত্বপূর্ণ ভাগটার দরুন চাই চার হাজার। দ্বিতীয় ভাগটার আট হাজারটা কম জর্বুরি দেনা। সেটা হল প্রধানত ঘোড়দৌড়ের আস্তাবল, ওট আর বিচালির জন্য এবং ইংরেজটি, সহিস ইত্যাদির কাছে। একেবারে নিশ্চিন্ত থাকতে হলে এই দেনা বাবদেও হাজার দুয়েক টাকা দেওয়া দরকার। দোকান, হোটেল, দর্জির কাছে যা ধার, সে ভাগটা এমন যে তা নিয়ে ভাবনা না করলেও চলে। তাই চলতি খরচার জন্য দরকার নিদেনপক্ষে ছ'হাজার, অথচ আছে কেবল এক হাজার আটশ'। দ্রন্দিকর বার্ষিক আয় লোকে এক লক্ষ বলে ধরে, এমন ব্যক্তির পক্ষে এ দেনাটা কোনো মুশকিলের ব্যাপার নয়; কিন্তু আসলে তাঁর আয়টা মোটেই এক লাখ নয়। পিতার বিশাল যে সম্পত্তি থেকে বছরে এক থেকে দু'লাখ অবধি আয় হত সেটা ভাইদের মধ্যে ভাগাভাগি হয় নি। এক রাশ দেনা নিয়ে বড়ো ভাই যখন ডিসেম্বিস্ট বিপ্লবীর কন্যা, সম্পত্তিহীনা ভারিয়া চিরকোভাকে বিয়ে করেন, আলেক সেই তখন পিতৃসম্পত্তির সমস্ত আয় দাদাকে ছেড়ে দিয়ে নিজের জন্য শ্বধ্ব বছরে প'চিশ হাজার রাখতে বলেন। দাদাকে আলেক সেই তখন জানিয়েছিলেন যে যতদিন তিনি না বিয়ে করছেন, আর সেটা খুব সম্ভব কখনো ঘটবে না, তত দিন ঐ টাকাতেই তাঁর বেশ চলে যাবে। এবং বায়বহুল একটি রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার. সদ্যবিবাহিত দাদাও এ দান গ্রহণ না করে পারেন নি। মায়ের নিজম্ব প্রথক সম্পত্তি ছিল, যে পর্ণচশ হাজারের কথা হয়েছিল তা ছাডাও তিনি আলেক সেইকে দিতেন বছরে আরো বিশ হাজার আর সবই উড়িয়ে দিতেন আলেক্সেই। ইদানীং আন্নার সঙ্গে আলেক্সেইয়ের গ্রন্থ সম্পর্কের কথা কানে আসায় এবং মস্কো থেকে তাঁর চলে যাওয়ায় ঝগডাঝাঁটি করে তাঁকে টাকা পাঠানো তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন। ইতিমধ্যে প'য়তাল্লিশ হাজারে দিন কাটাতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে আর এ বছর শুধু প'চিশ হাজার পেয়ে আলেক সেই পড়েছেন মুশকিলে। এ মুশকিল আসানের জন্য তিনি মায়ের কাছে টাকা চাইতে পারেন না। ইদানীং মায়ের যে শেষ চিঠি তিনি পেয়েছেন সেটা তাঁকে বিশেষ চটিয়ে দিয়েছে এই কারণে যে তাঁকে তিনি সাহায্য করতে রাজী জীবনে এবং রাজসেবায় তাঁর উন্নতির জন্য, কিন্তু সমস্ত সম্জন লোকের যাতে মাথা হে'ট হচ্ছে সে জীবন যাপনের জন্য নয়. এমন একটা ইঙ্গিত ছিল তাতে। তাঁকে কিনে নেবার জন্য মায়ের এই আকা ক্ষায় গভীর অপমানিত বোধ করলেন তিনি, এবং হয়ে উঠলেন তাঁর প্রতি আরো নিরুত্তাপ। কিন্তু মহানুভবের মতো তিনি ভাইকে যে কথা দিয়েছেন তা তিনি ফিরিয়ে নিতে পারেন না এবং আন্নার সঙ্গে সম্পর্কে কিছু কিছু আপতিকতার একটা ঝাপসা ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়ে তিনি এখন টের পাচ্ছিলেন যে ঐ মহান,ভব কথাগ,লো বলা হয়েছিল লঘ্,চিত্তে. তিনি অকৃতদার, প্ররো ঐ এক লক্ষের আয়ই তাঁর দরকার হতে পারে। তবে কথা ফেরত নেওয়া চলে না। যেই তিনি দ্রাতৃবধূর কথা ভাবতেন, যেই তাঁর মনে পড়ত যে স্ববিধা পেলেই মিণ্টি, লক্ষ্মী এই ভারিয়া তাঁকে বলতেন যে তাঁর মহানুভবতা তিনি মনে রেখেছেন, তাতে মূল্য দেন, অমনি বোঝা যেত যা দেওয়া হয়েছে তা ফেরত নেওয়া অসম্ভব। নারীকে প্রহার করা, চুরি করা, মিথ্যা কথা বলার মতোই অসম্ভব এটা। সম্ভব আর উচিত শুধু একটাই আর মুহুর্ত দ্বিধা না করে দ্রন্দিক তাই স্থির করলেন: কুশীদজীবীর কাছে দশ হাজার ধার করবেন, তাতে অস্কবিধে হবে না সাধারণভাবেই নিজের ব্যয় ছে'টে ফেলবেন, বিক্রি করে দেবেন দৌড়ের ঘোড়াগ্বলো। এই স্থির করে তিনি তক্ষ্বনি চিঠি লিখলেন রোলান্দাকিকে, যে একাধিকবার তাঁর ঘোড়াগুলো কিনতে চেয়েছিল। তারপর তিনি ইংরেজটি আর কুশীদজীবীর কাছে লোক পাঠালেন, তাঁর কাছে ষে টাকা ছিল সেটা ভাগ করে রাখলেন বিল অনুসারে। এ ব্যাপারটা চুকিয়ে তিনি মায়ের চিঠির একটা নির্ব্তাপ র্ঢ় জবাব লিখলেন। তারপর পকেট বই থেকে আন্নার তিনটে চিঠি বার করে ফের পড়লেন সেগ্লো, প্রিড়য়ে ফেললেন এবং গতকাল সন্ধ্যায় আন্নার সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা স্মরণ করে ডুবে গেলেন চিস্তায়।

n eon

জীবনে দ্রন্ফিক বিশেষ সোভাগ্যবান এই দিক থেকে যে কী তিনি করবেন, কী করবেন না, তা স্কুর্নিশ্চিতরত্বপে স্থির করে দেবার মতো একগোছা নিয়ম ছিল তাঁর। নিয়মগর্মল খুবই ছোট্ট একটা এলাকা নিয়ে, তবে সেগর্নাল সর্নিশ্চিত, আর এই এলাকার বাইরে কখনো না গিয়ে, যা উচিত তা পালনে মুহুতের জন্য দ্রন্ স্কি দ্বিধা করতেন না। এই নিয়মগুল নিশ্চিতরপে স্থির করে দিয়েছিল যে — জ্বার ঠগের টাকাটা মিটিয়ে দেওয়া দরকার, কিন্তু দর্জির নয়: পরুরুষদেরকে মিথ্যা কথা বলা চলবে না. কিন্তু নারীদের চলবে, কাউকে প্রতারণা করা উচিত নয়, কিন্তু স্বামীকে করা যাবে, অপমান ক্ষমা করা অনুচিত, কিন্তু অন্যকে অপমান করা যাবে ইত্যাদি। হতে পারে এ সব নিয়ম অবিবেচনাপ্রসূত, অন্যায়, কিন্ত স্বানি শ্চত, আর নিয়মগ্বালি পালন করে দ্রন্ শ্বিক অনুভব করতেন যে তিনি স্বস্থিতে আছেন, মাথা উ^{*}চু করে চলতে পারেন। কিন্তু ইদানীং আম্লার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক উপলক্ষে দ্রন্মিক টের পেতে শ্রুর করেছেন যে তাঁর নিয়মগ্রুছ সমস্ত পরিস্থিতি পুরোপুরি স্থির করে দেয় নি এবং ভবিষ্যতে তা মুশকিল ও সন্দেহ ঘটাবে, আর তখন কিভাবে চলতে হবে তার সূত্র তিনি পাচ্ছিলেন না।

আন্না এবং তার স্বামীর সঙ্গে তার বর্তমান সম্পর্ক তাঁর কাছে ছিল স্মুস্পন্ট এবং সোজা। যে নিয়মগর্মালতে তিনি পরিচালিত তার সঙ্গে তা কাঁটায় কাঁটায় মেলে।

আন্না স্ক্রিতা নারী, তাঁকে দিয়েছেন তাঁর ভালোবাসা, তিনিও তাঁকে ভালোবাসেন, তাই তাঁর কাছে আন্না এমন এক নারী যিনি বৈধ স্থাীর চেয়েও সম্মানীয়। বাক্যে বা ইঙ্গিতে তাঁকে শৃধ্য অপমানিত করা নয়.

নারীর কাম্য যে মর্যাদা তা না দেওয়ার চেয়ে তিনি বরং তাঁর হাতখানা কেটে ফেলতেই রাজী।

সমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটাও ছিল স্পষ্ট। সবাই জানতে পারে, সন্দেহ করতে পারে, কিন্তু সে কথা কারো বলা চলবে না। অন্যথায় যে বলবে তাকে তিনি চুপ করিয়ে দিতে এবং যে নারীকে তিনি ভালোবাসেন তাঁর অবিদ্যমান মর্যাদাকে মান্য করাতে তিনি প্রস্তুত।

আন্নার স্বামীর প্রতি মনোভাবটা ছিল সর্বাধিক পরিষ্কার। দ্রন্স্কিকে আন্না যখন থেকে ভালোবেসেছেন, তখন থেকেই তিনি ধরে নিয়েছেন তাঁর ওপর নিজের একাধিকার। স্বামী শৃধ্যু অবাস্তর একটা বিঘা। সন্দেহ নেই যে তাঁর অবস্থাটা কর্ণ, কিস্তু কী করা যাবে? স্বামীর আছে শৃধ্যু একটা অধিকার, অস্ত্রহাতে শোধবোধ দাবি করা, দ্রন্স্কি তার জন্য প্রথম থেকেই প্রস্তুত।

কিন্তু ইদানীং একটা নতুন আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে আন্না এবং তাঁর মধ্যে, যা তার অনিশ্চয়তায় দ্রন্ত করছে দ্রন্স্কিকে। কাল আন্না জানিয়েছেন যে তিনি গর্ভবতী। তিনি অন্ভব করেছিলেন যে এই সংবাদটা এবং তাঁর কাছ থেকে আন্না যা আশা করছেন তার দাবি তিনি যে নিয়মগ্রনির দ্বারা চালিত তার সঙ্গে প্রো খাপ খাচ্ছে না। এবং সত্যিই আন্না যখন নিজের অবস্থার কথা বলেন তখন প্রথম মৃহুর্তে তিনি হতচিকত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর হদয় যা চেয়েছিল, তাই তিনি দাবি করেছিলেন — স্বামীকে ত্যাগ করা উচিত। সে কথা তিনি বলেওছিলেন। কিন্তু এখন ব্যাপারটা ভেবে দেখে তিনি পরিষ্কার ব্রুকলেন যে ওটা এড়িয়ে যাওয়াই ভালো, কিন্তু নিজেকে সেটা ব্রুক্রেও তাঁর আশংকা হল, এটা কি খারাপ হবে না?

'দ্বামীকে ত্যাগ করার কথা যদি বলে থাকি, তার মানে আমার সঙ্গে থাকো। তার জন্যে আমি কি তৈরি? এখন আমার যখন টাকা নেই তখন কী করে নিয়ে আসি ওকে? ধরা যাক, সে ব্যবস্থা করা গেল... কিন্তু কী করে ওকে নিয়ে যাই যখন আমি আছি চাকরিতে? যখন বলেছি, তখন তৈরি হতে হবে এর জন্যে, অর্থাৎ টাকা জোগাড় করে ইস্তফা দিতে হবে কাজে।'

চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলেন তিনি। কাজে ইস্তফা দেওয়া কি না দেওয়ার প্রশ্নে তাঁর মনে উদিত হল অন্য একটা গোপন কথা যা শুধ্ তাঁরই জানা, যেটা তাঁর গোটা জীবনের প্রায় প্রধান স্বার্থ।

আত্মশ্লাঘা তাঁর শৈশব ও তারুণ্যের পুরোতন স্বপ্ন। এ বিষয়ে তিনি সজ্ঞান না থাকলেও সেটা ছিল এতই প্রবল যে এই কামনার সঙ্গে এখন বিবাদ বাধল ভালোবাসার। সমাজে এবং চাকরিতে প্রথম দিকটায় তাঁর ভালোই চলেছিল, কিন্তু দ্ব'বছর আগে একটা বেমক্কা ভূল করেন তিনি। তাঁর যে পদোর্মাতর প্রস্তাব এসেছিল, সেটা তিনি নিজের স্বাধীনচিত্ততা জাহির করার বাসনায় প্রত্যাখ্যান করেন, ভেবেছিলেন এতে তাঁর মূল্য বাড়বে; কিন্ত দেখা গেল ওটা বডোই স্পর্ধিত একটা আশা, তাঁকে ফেলে রাখা হল। আর চান বা না চান নিজেকে স্বাধীনচতা মানুষের পর্যায়ে ফেলে তিনি এটা সহ্য করে নেন এবং বেশ স্ক্রা বুলিমানের মতো ব্যবহার করে যান. যেন কারো ওপর তাঁর রাগ নেই, নিজেকে ক্ষ্মন্ধ বোধ করছেন না তিনি, শুধু চান শান্তিতে থাকতে, কারণ বেশ ফুর্তিতেই তিনি আছেন। আসলে গত বছর যখন তিনি মম্কোয় আসেন, ফুর্তি তাঁর মাটি হয়ে গিয়েছিল। তিনি অনুভব কর্রাছলেন যে লোকটা সবই করতে পারে কিন্তু কিছুই করতে চায় না. এমন একটা অভিমত লোকের মনে দানা বাঁধতে শুরু করেছে এবং অনেকেই ভাবছে যে সং আর সহাদয় ছোকরা হওয়া ছাড়া কিছুই তিনি করতে পারেন না। কারেনিনার সঙ্গে প্রেমঘটিত ব্যাপারে যে কোলাহল উঠেছিল, মনোযোগ আরুণ্ট হয়েছিল তাঁর দিকে, তাতে একটা নতুন চমক দিতে-পেরেছিলেন তিনি, তাঁর ক্ষীয়মাণ আত্মাভিমান তাতে আপাতত শাস্ত হয়েছিল, কিন্তু সপ্তাহ খানেক আগে তার কামড় নবশক্তিতে জানান দেয়। তাঁর বাল্যকালের সঙ্গী. একই মহল, একই সমাজের লোক, কোর-এ সহকর্মী, একই সময়ে উত্তীর্ণ সেপ্র'খোভস্কয়, যাঁর সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দিত। ছিল ক্লাসে, ব্যায়াম-ক্রীড়ায়, দুন্টুমিতে, বড়ো হবার স্বপ্নে, তিনি ফিরেছেন মধ্য এশিয়া থেকে, দু'ধাপ উ'চিয়ে তাঁকে যে পদ দেওয়া হয়েছে সেটা অত অলপবয়সক জেনারেলের পক্ষে বিরল।

পিটার্সবির্গে আসতেই তাঁর সম্পর্কে লোকে বলতে লাগল যে এবার প্রথম শ্রেণীর একটি তারকার উদয় হয়েছে। দ্রন্স্কির সমবয়সী ও সতীর্থ ইতিমধ্যেই জেনারেল, এমন একটা পদ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে যাতে রাজ্বের ভাগ্যচক্র নির্ধারিত হতে পারে আর দ্রন্স্কি স্বাধীনচেতা, উজ্জ্বল, রমণীয় রমণীর দয়িত হলেও মাত্র একজন ঘোড়সওয়ার ক্যাপ্টেন, যে স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে যতথাশি। 'বলাই বাহ্ল্য আমি সেপ্থোভস্কয়কে ঈর্যা করি না, করতে পারিও না, কিস্তু তার পদোমতিতে

আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার মতো লোকের পক্ষে কিছ্, সব্র করা দরকার, উন্নতি হবে শিগগিরই। তিন বছর আগে সে-ও তো ছিল আমারই অবস্থায়। ইস্তফা দিলে আমি নিজের পথেই কাঁটা দেব। চাকরিতে থাকলে আমার লোকসান নেই কিছ্ই। আনা তো নিজেই বলেছে যে তার অবস্থার কোনো অদলবদল সে চায় না। তার ভালোবাসা যখন আছে, সেপ্র্থোভস্করকে তখন আমার হিংসে হতে পারে না।' ধীরে ধীরে মোচে পাক দিয়ে তিনি উঠে পায়চারি করতে লাগলেন ঘরে। চোখ তাঁর খ্বই জন্লজনল করছিল, নিজের অবস্থাটা পরিষ্কার করে নেবার পর বরাবরের মতো প্রাণ তাঁর শান্ত, নিশ্চিত, সানন্দ হল। হিসাব-নিকাশ করে সবকিছ্ই হয়ে উঠল পরিষ্কার, স্কৃপন্ট। দাড়ি কামিয়ে, ঠাণ্ডা জলে ল্লান সেরে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

11 55 11

'আমি আসছিলাম তোর কাছে। তোর ধোয়া-ধ্রিয় আজ চলেছে অনেকখন' — বললেন পেগ্রিংস্কি, 'শেষ হয়েছে তো?'

'হয়েছে' — শা্ধা চোখের হাসি হেসে বললেন প্রন্দিক, মোচের ডগায় পাক দিলেন এমন সন্তপ্ণে যেন নিজের অবস্থাটায় যে শা্তখলা তিনি নিয়ে এসেছেন যেকোনো দ্রুত বা বড়ো বেশি দ্বঃসাহসী গতিবেগে তা ধ্রুসে পড়তে পারে।

'তোকে সর্বদাই দেখার যেন এইমাত্র ল্লান সেরে এলি' — পেত্রিংচ্কিবলনে, 'আমি আসছি গ্রিংস্কোর কাছ থেকে' (রেজিমেণ্ট কম্যান্ডারকে তাঁরা ঐ নামে ডাকতেন), 'তোর অপেক্ষায় আছে সবাই।'

কোন জবাব না দিয়ে ভ্রাম্ক বন্ধার দিকে তাকালেন এবং ভাবতে লাগলেন অন্য কথা।

পোল্কা আর ওয়াল্জ নাচের পরিচিত ব্রাস ব্যাশ্ডের ধ্বনিতে কান পেতে দ্রন্স্কি বললেন, 'ওর ওখানে বাজনা? উৎসবটা কিসের?'

'সেপর্বখাভস্কর এসেছে।'

'ও' — দ্রন্স্কি বললেন, 'আমি জানতাম না।'
চোখের হাসিটা তাঁর আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তিনি যে তাঁর প্রেমে সন্থী, নিজের উচ্চাকাণ্ট্মা বিসর্জন দিয়েছেন তাঁর জন্য, নিদেনপক্ষে সেই ভূমিকাটা নিয়েছেন, নিজের কাছে এটা একবার স্থির করে নেবার পর দ্রনাস্কি সেপর্নখোভস্কয়-এর প্রতি ঈর্ষা অথবা রেজিমেণ্টে তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা করলেন না বলে দৃঃখ — কিছন্ই বোধ করলেন না। সেপর্নখোভস্কয় তাঁর ভালো বন্ধন, এসেছেন বলে থন্টা।

'খুব আনন্দ হল।'

রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডার দেমিন একটা বড়ো জমিদার বাড়িতে উঠেছিলেন। গোটা দলটা জ্টেছে নিচের প্রশন্ত ব্যালকনিতে। আঙিনায় প্রথম যেটা প্রন্দির নজরে পড়ল সেটা এক ব্যারেল ভোদকার কাছে দণ্ডায়মান উদি-পরিহিত গায়কবৃন্দ আর অফিসার পরিবেণ্টিত রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডারের হন্টপ্র্ট হাসিখ্রিশ ম্তি। ব্যালকনির প্রথম ধাপে এসে তিনি অফেনবাথ কাড্রিলের সঙ্গীত ছাপিয়ে চিংকার করে কী যেন হ্রুম করলেন আর দ্রের দাঁড়ানো সৈনিকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়লেন। প্রন্দিকর সঙ্গে একদল সৈন্য, কোয়ার্টার-মাস্টার আর কিছ্র সাব-অলটার্ন এল ব্যালকনির কাছে। টেবিলের কাছে গিয়ে রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডার হাতে পানপাত্র নিয়ে ফের বেরিয়ে এলেন আলন্দে এবং টোস্ট প্রস্তাব করলেন: 'আমাদের ভূতপ্র্ব সঙ্গী এবং নিভাঁক জেনারেল প্রিন্স সেপ্র্বিভালকর্য-এর স্বান্থ্যের জন্যে। হ্রররে!'

রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডারের পেছন পেছন পানপাত্র হাতে হাসিম্বথে বেরিয়ে এলেন সেপ্রথাভস্কয়ও।

'বয়স তোর কেবলি যে কমছে বন্দারেণ্ডেকা' — ঠিক তাঁর সম্মাথে দাঁড়ানো, ফৌজে দ্বিতীয় টার্মে ওঠা, রক্তিমগণ্ড ছোকরাগোছের কোয়ার্টার-মাস্টারকে বললেন তিনি।

তিন বছর সেপর্থেভেশ্কয়কে দেখেন নি দ্রন্স্কি। গাঁট্রাগোট্রা হয়েছেন তিনি, গালপাট্রা রেখেছেন, কিন্তু আছেন একইরকম সর্ঠাম, সেটা বিস্মিত করে র্পে ততটা নয়, যতটা মুখখানার কোমলতা আর মহিমায় এবং দেহের গঠনে। শুধু একটা যে পরিবর্তন দ্রন্স্কির চোখে পড়ল সেটা তাঁর অবিরাম মৃদ্ব একটা জবলজবলে ভাব যা ফুটে ওঠে তেমন লোকেদের মুখে যারা সাফল্য লাভ করেছে এবং সকলের কাছ থেকে সে সাফল্যের স্বীকৃতিতে নিশ্চিত। এ দীপ্তি দ্রন্স্কির জানা এবং তৎক্ষণাৎ সেটা তিনি লক্ষ্য করলেন সেপর্থেভিস্কয়-এর মধ্যে।

সিণ্ডি থেকে নামতেই তিনি দেখতে পেলেন দ্রন্স্কিকে। আনন্দের

হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সেপর্থোভস্কয়-এর মুখ। দ্রন্স্কিকে অভিনন্দন জানাবার ভঙ্গিতে তিনি পানপাত্র তুলে পেছন দিকে মাথা হেলালেন এবং এই ভঙ্গিতে ব্রিঝয়ে দিলেন যে আগে কোয়ার্টার-মাস্টারের কাছে না গিয়ে পারেন না। ইতিমধ্যেই চুস্বনের জন্য ঠোঁট তৈরি রেখে সে দাঁড়িয়ে ছিল টানটান হয়ে।

'এই যে উনি!' চে°চিয়ে উঠলেন রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডার, 'অথচ ইয়াশ্ভিন আমায় বলেছিল যে তোর মন ভালো নেই।'

সেপর্বেশভদ্কর কোরার্টার-মাদ্টারের সিক্ত তাজা ঠোঁটে চুদ্বন করে রুমালে মুখ মুছে এলেন ভ্রন্দিকর কাছে।

করমর্দন করে তাঁকে পাশে সরিয়ে এনে বললেন, কী যে আনন্দ হচ্ছে!' দ্রন্দ্রিককে দেখিয়ে রেজিমেণ্ট কম্যান্ডার চে'চিয়ে বললেন ইয়াশ্ভিনকে, 'ওঁর দেখাশোনা কর্ন!' নিজে নেমে গেলেন সৈনিকদের কাছে।

'কাল ঘোড়দৌড়ে এলি না যে? ভেবেছিলাম সেখানে তাের দেখা পাব'— সেপ্রখোভস্কয়-এর দিকে চেয়ে দ্রন্সিক বললেন।

'এসেছিলাম, তবে পরে। ঘাট মানছি' — এই বলে উনি ফিরলেন অ্যাডজ্বট্যান্টের দিকে, 'মাথা-পিছ্ব যা দাঁড়ায়, অনুগ্রহ করে আমার হয়ে তা সবার মধ্যে বিলি করতে বলুন কাউকে।'

তাড়াতাড়ি করে মানিব্যাগ থেকে একশ' র্ব্লের তিনটে নোট বার করে তিনি লাল হয়ে উঠলেন।

'স্রন্স্কি কিছ্ব থাবি নাকি পান করবি?' ইয়াশ্ভিন জিগ্যেস করলেন। 'ওহে, কাউণ্টকে খাবার দাও! আর নে, এইটে পান কর।'

রেজিমেন্ট কম্যান্ডারের ওখানে ফুর্তি চলল অনেকখন।

মদ্যপান হল প্রচুর। সেপর্ব্যোভস্কয়কে নিয়ে ছেব্রাড়ছর্রাড় করলে লাকে। তারপর রেজিমেন্ট কম্যান্ডারকে। অতঃপর পেরিংস্কির সঙ্গে স্বয়ং রেজিমেন্ট কম্যান্ডারের ধেইধেই নৃত্য। অবশেষে খানিকটা ক্লান্ত হয়ে রেজিমেন্ট কম্যান্ডার আঙিনার বেঞ্চিতে বসে ইয়াশ্ভিনকে বোঝাতে লাগলেন প্রাশিয়ার চেয়ে রাশিয়ার শ্রেন্ট্র কতটা, বিশেষ করে ঘোড়সওয়ার আক্রমণে, ফুর্তিও কিছ্কুল্লণের জন্য থিতিয়ে এল। সেপর্ব্যোভস্কয় গেলেন বাড়ির ভেতরে প্রক্লালনকক্ষে হাত ধোবার জন্য। সেখানে পেলেন দ্রন্ত্রিক হাত-মর্থ ধ্রিছলেন। উদি খ্লে রেখে তিনি তার লোমে ভরা লাল ঘাড় পেতে রেখেছেন জলের ধায়ার নিচে এবং হাত দিয়ে ঘাড় আর মাথা

রগড়াচ্ছেন। প্রক্ষালন শেষ করে দ্রন্দিক বসলেন সেপর্থোভস্কয়-এর কাছে। দ্ব'জনেই তাঁরা ওখানেই সোফায় বসে যে কথাবার্তা শ্বর্ করলেন তাতে উভয়েরই আগ্রহ ছিল।

সেপর্নখোভস্কয় বললেন, 'বোয়ের কাছ থেকে তোর কথা সবই শ্রনেছি। তুই ওর সঙ্গে প্রায়ই দেখা করিস বলে আমি খুর্শি।'

'ওঁর সঙ্গে ভারিয়ার বন্ধত্ব আছে। পিটার্সবির্গে ওঁরা দ্ব'জন একমাত্র নারী যাঁদের দেখে আমার আনন্দ হয়' — হেসে জবাব দিলেন দ্রন্সিক। হাসলেন কারণ কথাবার্তাটা কোন প্রসঙ্গে যাবে সেটা তিনি আন্দাজ করেছিলেন এবং সেটা তাঁর ভালোই লাগল।

'একমাত্র?' হেসে জিগ্যেস করলেন সেপ্রুখোভস্কয়।

'হ্যাঁ, আর তোর কথাও আমি শ্রুনেছি তবে শ্র্ধ্ব তোর বৌয়ের কাছ থেকে নয়' — ম্বেথর কড়া একটা ভাবে ইঙ্গিতটা বন্ধ করে দিয়ে বললেন দ্রন্দিক, 'তোর সাফল্যে আমি খ্বই খ্রাশ, কিস্তু মোটেই অবাক হই নি। আশা করেছিলাম আরো বেশি।'

সেপর্বখোভস্কয় হাসলেন। তাঁর সম্পর্কে এই মতটা যে তাঁর ভালো লেগেছিল, সেটা স্পষ্টই বোঝা যায়, এটা ল্বকোবার প্রয়োজন তিনি বোধ করলেন না।

'খোলাখর্নিল স্বীকার করছি, আমি কিন্তু এর চেয়ে কমই আশা কর্রোছলাম। তবে খ্রাশ হয়েছি, খ্বই খ্বই খ্রাশ। আমি উচ্চাভিলাষী, স্বীকার করছি সেটা আমার দূর্বলতা।'

'সাফল্যলাভ না করলে সম্ভবত তুই এটা স্বীকার করতিস না' — দ্রন্স্কিবলনে।

'তাহলেও করতাম বলে আমার ধারণা' — ফের হেসে বললেন সেপর্থোভস্কর, 'এ কথা বলব না যে এ ছাড়া জীবনধারণের মানে হয় না. তবে একঘেয়ে লাগত। হয়ত আমার ভুল হচ্ছে, কিন্তু যে কর্মক্ষেটো আমি বেছে নিয়েছি তার উপযোগী কিছ্ গ্রণ আমার আছে বলে আমার ধারণা, এবং আমার হাতে যদি আসে, তবে যে কর্তৃত্বই আস্বৃক, সেটা পালিত হবে আমার পরিচিত অনেকের চেয়ে ভালোভাবে' — সাফল্যে জ্বলজ্বলে হয়ে বললেন সেপর্থোভস্কয়। 'তাই সাফল্যের যত কাছাকাছি আসি, ততই আনন্দ হয় আমার।'

'হয়ত ব্যাপারটা তোর ক্ষেত্রে তাই-ই, তবে সকলের ক্ষেত্রে নয়। আমিও

তাই ভাবতাম, কিন্তু এখন দিন কার্টাচ্ছি আর দেখতে পাচ্ছি যে শ্ব্ধ্ব এর জন্যেই বে'চে থাকার মানে হয় না' — ভ্রনন্সিক বললেন।

'এই কথাটাই শ্ননতে চাইছিলাম রে, এই কথাটাই!' হেসে বললেন সেপ্র্থোভস্কর, 'আমি তো এই বলেই শ্রন্থ করেছিলাম যে আমি যে তোর সম্পর্কে শ্রনেছি, তুই যে পদোহ্লতি প্রত্যাখ্যান করেছিস, সে কথাটাও... বলাই বাহ্ল্য আমার অন্যোদন ছিল তাতে। তবে সর্বাকছ্রই একটা ধরন আছে। আমি মনে করি কাজটা ঠিকই হয়েছে, তবে যেভাবে করা উচিত ছিল সেভাবে করিস নি।'

'যা করেছি, করেছি। তুই তো জানিস, যা করলাম তা থেকে আমি পালাই না। পরে দিবিং লাগে আমার।'

'দিব্যি লাগাটা শ্ব্ব সাময়িক। তাতে করে তুই পরিতৃপ্ত হবি না। তোর দাদাকে এ কথা বলতে যাব না আমি। উনি মিণ্টি মান্ব, আমাদের এই গৃহস্বামীটির মতো। ঐ যে তিনি!' 'হ্ররের' চিংকার শ্বনে যোগ করলেন তিনি. 'উনি খ্রশিই, কিন্তু তুই তো এতে পরিতৃপ্ত হবি না।'

'আমি তো বলছি না যে পরিতৃপ্তি পেয়েছি।'

'এই গোল এক কথা। তা ছাড়া তোর মতো লোকের দরকার আছে।' 'কার দরকার?'

'কার? সমাজের। লোকের দরকার আছে রাশিয়ার, দরকার আছে পার্টির নইলে সব চুলোয় যাবে।'

'তার মানে? রুশী কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বেতেনেভের পার্টি।'
'না' — তাঁর মধ্যে ওধরনের একটা মূর্খতা সন্দেহ করা হচ্ছে বলে রাগে
মূর্খবিকৃত করে বললেন সেপর্থোভস্কর. 'Tout ça est une blague*।
ওটা সর্বদাই ঘটেছে এবং ঘটবে। কমিউনিস্ট-টমিউনিস্ট কিছু নয়। কিন্তু
কুচন্দী লোকেদের সর্বদাই কোনো একটা অনিষ্টকর বিপজ্জনক পার্টি গড়ে
তোলা দরকার। ওটা একটা প্রেনো খেল। ও নয়, প্রয়োজন তোর আমার
মতো স্বাধীন লোকেদের ক্ষমতাশীল পার্টি।'

'কেন?' ক্ষমতাধর কয়েকজন ব্যক্তির নাম করলেন দ্রন্সিক, 'কেন এরা কি স্বাধীন লোক নয়?'

'শ্বধ্ব এই জন্যে যে জন্মগত সম্পত্তির স্বাধীনতা তাদের ছিল না,

* এ সবই মুর্খতা (ফরাসি)।

কর্তৃত্ব ছিল না, স্থের যে নৈকটো আমরা জন্মেছি সেটা ছিল না। ওদের কিনে নেওয়া হয় টাকায় নয় নেকনজরে। টিকে থাকবার জন্যে ওদের কোনো একটা নবধারা ভেবে বার করা দরকার। যে আইডিয়া, ধারা তারা চাল্ফ্ করে তাতে তাদের নিজেদেরই বিশ্বাস নেই, তাতে অনিষ্টই হয়; এই সব ধারা হল শৃথ্যু সরকারী বাংলো আর অতটা বেতন পাবার উপায়। Cela n'est pas plus fin que ça*, যথন দেখা যায় তাদের হাতের তাস। হয়ত আমি ওদের চাইতে খারাপ, নির্বোধ, যদিও ওদের চাইতে কেন আমার খারাপ হওয়ার কথা সেটা আমার চোখে পড়ছে না। কিস্তু আমার সম্ভবত একটা গ্রেক্প্রণ শ্রেন্ডিম্ব রয়েছে, আমাদের কিনে নেওয়া কঠিন। আর সেরকম লোকের প্রয়োজনীয়তা আজ যত বেশি তা আগে কখনো দেখা যায় নি।'

দ্রন্দিক শ্নছিলেন মন দিয়ে। তিনি আকৃষ্ট হচ্ছিলেন কথাগ্লোর বিষয়বস্থুতে ততটা নয়, যতটা রাজ্ঞীয় ব্যাপার সম্পর্কে সেপর্থোভস্কয়-এর মনোভাবে যিনি ক্ষমতাধরদের সঙ্গে লড়ার কথা ভাবছেন, এ ব্যাপারে যাঁর নির্দিষ্ট অন্রাগ ও বিরাগ বর্তমান, যেক্ষেত্রে কাজে দ্রন্স্কির আগ্রহ কেবল তাঁর স্কোয়াড্রনে সীমাবদ্ধ। যে মহলে ওঁর চলফেরা সেখানে ব্রিদ্ধ দিয়ে, বাক্যে শক্তি নিয়ে ব্যাপারটা ভেবে দেখা ও বোঝার যে সামর্থ্য অত বিরল, তাতে সেপর্থোভস্কয় কত শক্তিশালী তাও টের পেলেন দ্রন্স্কি। তাঁর পক্ষে লঙ্জাকর হলেও ঈর্ষা হচ্ছিল তাঁর।

বললেন, 'তাহলেও এর জন্যে একটা প্রধান জিনিসের অভাব আছে আমার — ক্ষমতার আকাঙ্কা। সেটা ছিল, কিন্তু চলে গেছে।'

'মাপ করিস, কথাটা সত্যি নয়' — হেসে বললেন সেপ্র্ খোভস্কয়।

'না, সত্যি!.. সত্যি বর্তমানে' — অকপট হবার জন্য যোগ দিলেন জনুদিক।

'হাাঁ, বর্তমানে সত্যি, সেটা অন্য ব্যাপার। কিন্তু এই বর্তমানটা তো আর চিরকাল নয়।'

'হতে পারে' — জবাব দিলেন দ্রন্স্কি।

'তুই বলছিস হতে পারে' — যেন তাঁর চিন্তাধারা অন্মান করে বলে চললেন সেপর্নখোভস্কয়, 'আর আমি তোকে বলছি, নিশ্চয়ই হবে। এর

• এ সবে তেমন চাতুর্য কিছ, নেই (ফরাসি)।

জন্যেই তোর সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলাম। যা করা উচিত ছিল সেটা করেছিস তুই। এটা আমি বৃঝি, কিন্তু বড়ো বেশি মেতে উঠিস না। আমি শৃধ্ব তোর কাছে carte blanche*-এর অন্বরোধ জানাব। আমি তোর প্ঠেপোষকতা করব না... যদিও করব নাই বা কেন? কতবারই তো তুই প্ঠেপোষকতা করেছিস আমার! আশা করি আমাদের বন্ধ্বত্ব এর উধের্ব। হাাঁ — হেসে উনি বললেন নারীর মতো কোমলতায়, 'আমায় দে carte blanche, চলে যা রেজিমেণ্ট থেকে, আমি তোকে টেনে তুলব অলক্ষ্যে।'

'কিন্তু তুই কেন ব্রেছিস না যে আমার কিছ্ররই দরকার নেই' — ভ্রন্সিক বললেন, 'শাধ্য স্বাকিছ্য যেমন ছিল তেমনি থাক।'

সেপর্থোভস্কর উঠে দ্রন্স্কির সামনে দাঁড়ালেন।

'তুই বললি সবকিছ্ন যেমন ছিল তেমনি থাক। আমি ব্ৰিঝ কী তার অর্থ। কিন্তু শোন, আমরা সমবয়সী। আমার চেয়ে তোর হয়ত নারীর অভিজ্ঞতা বেশি' — সেপর্থোভস্কয়-এর হাসি আর ভঙ্গি যেন বলছিল যে দ্রন্সিকর ভয় পাবার কিছ্ব নেই, ক্ষতস্থলটি তিনি স্পর্শ করছেন আলগোছে, সন্তর্পণে, 'তবে আমি বিবাহিত, আর আমায় বিশ্বাস কর, নিজের স্থাকে যাকে তুই ভালোবাসিস, তাকে (কে-যেন তা লিখে গেছে) জানলে হাজারো নারীকে জানলে যতটা পারতিস তার চেয়েও ভালো করে জানবি সমস্ত নারীকে।'

'এক্ষ্বনি আসছি!' যে অফিসারটি ঘরে উ'কি দিয়ে ওঁদের ডাকতে এসেছিল রেজিমেণ্ট কম্যান্ডারের কাছে তার উন্দেশে চে'চিয়ে বললেন দ্রনাস্ক।

স্ত্রন্দিকর এখন ইচ্ছে হচ্ছিল ওঁর কথা সবটা শ্বনে জেনে নেবেন কী উনি বলতে চান।

'শোন আমার মত। মান্ব্রের ক্রিয়াকলাপে প্রধান হোঁচট হল নারী। নারীকে ভালোবাসলে আর কিছ্ করা কঠিন। আরাম করে নির্বিঘা ভালোবাসার একটি পদথা আছে — সেটা বিয়ে। কী আমি ভাবছি সেটা কী করে যে তোকে বোঝাই' — উপমার ভক্ত সেপ্র্বিথাভস্কর বললেন, 'দাঁড়া, দাঁড়া! Fardeau** বইতে বইতে হাত দিয়ে কিছ্ করা সম্ভব শৃথ্ব সেই ক্ষেত্রে যথন বিবের্রেএটা বাঁধা থাকে পিঠে — আর সেটা হল বিয়ে।

- * কর্মের স্বাধীনতা (ফরাসী)।
- ** বোঝা (ফরাসি)।

বিয়ে করে এটা আমি টের পেয়েছি। হঠাৎ হাত আমার খোলা পেলাম।
কিস্তু বিয়ে না করে যদি এই fardeau-টা বইতে থাকিস, তাহলে হাত এমনই
জোড়া থাকবে যে কিছ্ম করতে পার্রাব না। মাজানকোভ, ক্রুপভকে দ্যাখ।
নারীর জন্য তারা নণ্ট করল নিজেদের ভবিষাৎ।

'আহা, কী আবার নারী!' উল্লিখিত ব্যক্তিদ্বয়ের সঙ্গে যে ফরাসিনী আর অভিনেত্রীটির সম্পর্ক ছিল তাদের কথা স্মরণ করে বললেন দ্রন্স্কি। 'সমাজে নারীর সম্পর্ক যত পাকা, ব্যাপারটা দাঁড়ায় ততই খারাপ। সেটা হয় হাত দিয়ে আর fardeau বওয়া নয়, অন্যের কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেবাব মতো।'

'তুই কথনো ভালোবাসিস নি' —সামনের দিকে তাকিয়ে আন্নার কথা ভাবতে ভাবতে মৃদ্বস্বরে বললেন দ্রন্স্কি।

'হতে পারে। কিন্তু আমি তোকে যা বললাম সেটা মনে রাখিস। আরো একটা কথা: মেয়েরা সবাই প্রব্নুষদের চেয়ে বেশি সাংসারিক। আমরা ভালোবাসা নিয়ে বড়ো একটা কিছ্ব খাড়া করি আর ওরা সর্বদাই terre-à-terre*।'

'এক্ষ্বনি, এক্ষ্বনি আসছি!' ঘরে যে চাপরাশি ঢুকেছিল তাকে তিনি বললেন। কিন্তু চাপরাশি ওঁদের ফের ডাকতে আসে নি যা তিনি ভেবেছিলেন। সে এসেছিল দ্রন্সিকর জন্য একটা চিঠি নিয়ে।

'প্রিন্সেস ত্ভেস্কায়ার কাছ থেকে একটা লোক এটা নিয়ে এসেছে।' 'চিঠি খুলে লাল হয়ে উঠলেন ভ্রন্সিক।

সেপর্থোভস্কয়কে তিনি বললেন, 'আমার মাথা ধরে উঠেছে, বাড়ি য়াব।' 'তাহলে বিদায়। Carte blanche দিবি তো?'

'পরে কথা হবে। পিটার্সবির্গে ধরব তোকে।'

11 રર 11

তখন পাঁচটা বেজে গেছে, তাই সময়মতো পেণছনো আর সেইসঙ্গে নিজের যে ঘোড়াগনলোকে সবাই চেনে তাতে করে না যাবার জন্য দ্রন্স্কি ইয়াশ্ভিনের ভাড়া করা গাড়িটায় উঠে তাড়াতাড়ি চালাবার হন্কুম দিলেন।

নিতানৈমিত্তিক (ফরাসি)।

চার আসনের প্রনো ছ্যাকরা গাড়িটা বেশ প্রশস্ত। এককোণে বসে উনি পা তুলে দিলেন সামনের সীটে, ডুবে গেলেন চিস্তায়।

নিজের ব্যাপারগন্বলোকে তিনি যে স্পণ্টতায় নিয়ে এসেছেন তার ঘোলাটে চেতনা, সেপর্নখোভস্কয় যে তাঁকে প্রয়োজনীয় লোক বলে মনে করেন, তাঁর এই প্রশংসা আর বন্ধত্ব, প্রধান কথা সাক্ষাংকারের আশা, সব মিলে গেল জীবনের একটা সাধারণ সানন্দ অন্ত্তিতে। সে অন্ত্তি এতই প্রবল যে অজান্তে হাসি ফুটল তাঁর মন্থে। পা নামিয়ে তিনি এক হাঁটুর ওপর অন্য পা-টা তুলে দিলেন এবং আগের দিন পড়ে যাবার সময় চোট খাওয়া পায়ের স্থিতিস্থাপক ডিমটা হাতড়ে দেখলেন এবং পেছনে হেলান দিয়ে বৃক্ক ভরে নিশ্বাস নিলেন কয়েকবার।

'বেশ ভালো, দিব্যি ভালো!' মনে মনে বললেন তিনি। আগেও তিনি প্রায়ই নিজের দেহের একটা পলেকিত চেতনা অনুভব করেছেন, কিন্তু এখন নিজেকে, নিজের দেহকে তিনি এতটা ভালোবাসেন নি কখনো। বলিষ্ঠ পায়ে মৃদ্যু এই ব্যথাটা অনুভব করতে তাঁর ভালো লাগছিল, ভালো লাগছিল শ্বাস-প্রশ্বাসে বক্ষপেশীর নড়াচড়া অনুভব করতে। অগন্টের যে পরিষ্কার দিনটা অমন হতাশ করেছিল আন্নাকে, সেটাই তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল সঞ্জীবনীর মতো উত্তেজক, প্রক্ষালনে চিন-চিন করা মুখ আর ঘাড়কে তা তাজা করে তুর্লাছল। মোচ থেকে রিলিয়াণ্টিনের গন্ধটা এই তাজা হাওয়ায় বিশেষ মনোরম ঠেকছিল তাঁর কাছে। জানলা দিয়ে তিনি যা দেখতে পাচ্ছিলেন, ঠাণ্ডা নির্মাল এই বাতাসে, সূর্যান্তের দিকে আলোয় সর্বাকছ,ই তাঁর নিজের মতোই তবতাজা, প্রফুল্ল, বলিষ্ঠ: ঢলে পড়া স্থেরি কিরণে বাড়ির ঝকঝকে চাল, বেড়া আর বাড়ির কোণগালোর তীক্ষা রেখা, মাঝেমধ্যে চোখে পড়া পথচারী বা গাড়ির মূর্তি, গাছ আর ঘাসের অচণ্ডল শ্যামলিমা, সঠিক ফালের সারিতে চিত্রিত আলার খেত, ঘরবাড়ি. গাছপালা আর খোদ আল্বথেতটারই তীর্যক ছায়া — স্বকিছ্বই। বার্নিশ করা সদ্যসমাপ্ত ভালো একটা ছবির মতো সবই সুন্দর।

'চালাও, চালাও!' পরেট থেকে তিন র্ব্লের একটা নোট নিয়ে জানলা দিয়ে মৃথ বার করে তিনি বললেন কোচোয়ানকে। সে পেছনে মৃথ ফেরাতে প্রন্থিক নোটটা দিলেন তাকে। লণ্ঠনের আলোয় কোচোয়ানের হাত কী যেন খুঁজছিল, শোনা গেল চাব্কের শিস, সমতল সড়ক দিয়ে দ্বত ছুটল গাড়ি।

দুই জানলার মাঝখানে হাড়ের ঘণ্টি-হাতলের দিকে চেয়ে এবং শেষবার আম্লাকে যা দেখেছিলেন সেই মূতিতি তাঁকে কল্পনা করে তিনি ভাবলেন, 'এই সুখটুকু ছাড়া আর কিছ,ই. কিছ,ই আমি চাই না। যত দিন যাচ্ছে ততই বেশি করে ভালোবাসছি ওকে। আরে, এই তো দ্রেদে'র সরকারী পল্লীভবনের বাগান। কোথায় সে এখানে? কোথায়? কেমন করে? কেন সে এইখানে দেখা করতে চেয়েছে আর লিখেছে বেটসির চিঠিটায়?' ভাবলেন মাত্র এখন, কিন্তু ভাববার সময় তখন আর নেই। তর্বীথি পর্যন্ত না থেতেই তিনি কোচোয়ানকে থামালেন এবং দরজা **थ्रत्ल ठलल गा** प्रिंक लाक्ति त्या क्रिक्त क्रिक क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रि গেছে বাড়ি অর্বাধ। বাঁথিতে কেউ ছিল না: কিন্তু ডাইনের দিকে তাকাতেই তিনি দেখতে পেলেন আন্নাকে। মুখ তাঁর ঝালরে ঢাকা, কিন্তু উৎফুল্ল দ্ঘিটতে তিনি ধরতে পারলেন আল্লার চলন, ষেটা একান্ত তাঁরই নিজস্ব, কাঁধের ডোল, মাথার ভঙ্গি আর অমনি যেন একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ খেলে গেল তাঁর দেহে। নবশক্তিতে তিনি টের পেলেন নিজেকে. পায়ের স্থিতিস্থাপক গতি থেকে শ্বাস-প্রশ্বাসে ফুসফুসের সঞ্চালন পর্যস্থ, কী যেন সাড়সাড়ি দিয়ে উঠল তাঁর ঠোঁটে।

কাছে এসে আলা সজোরে তাঁর করমদনি করলেন।

'তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি বলে রাগ করো নি তো? তোমার সঙ্গে দেখা করা আমার বড়ো দরকার' — আন্না বললেন; আর ঝালরের তল থেকে দ্রন্দিক তাঁর ঠোঁটের যে গন্তীর কঠোর ভাঁজ দেখলেন তাতে তৎক্ষণাং তাঁর হৃদয়াবেগ বদলে গেল।

'আমি রাগ করব! কিন্তু তুমি এখানে এলে কেমন করে?'

'ওতে কিছ্ম এসে যায় না' — নিজের বাহ্ম ওঁর বাহ্মতে রেখে আহ্মা বললেন, 'চলো যাই, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

দ্রন্দিক ব্রুবেলন কিছ্র একটা ঘটেছে, এ মিলনটা আনন্দের হবে না। আন্নার উপস্থিতিতে নিজের ইচ্ছার্শাক্ত থাকত না দ্রন্দিকর: তাঁর উদ্বেশের কারণ না জানলেও দ্রন্দিক টের পাচ্ছিলেন যে অজান্তে সে উদ্বেগ সঞ্চারিত হয়েছে তাঁর মধ্যেও।

কন্ই দিয়ে আহ্নার বাহ্ম চেপে মুখ দেখে তাঁর মনোভাবনা বোঝার চেষ্টা করতে করতে দ্রন্ফিক শুধালেন, 'কী ব্যাপার? কী হয়েছে?' মন বাঁধার জন্য আল্লা নীরবে হে°টে গেলেন কয়েক পা, তারপর হঠাৎ থেমে গেলেন।

'কাল তোমায় বলি নি' — ঘন ঘন হাঁপাতে হাঁপাতে আন্না বললেন, 'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে বাড়ি ফেরার সময় আমি তাঁকে স্বাকিছ্ম জানিয়েছি... বলেছি যে আমি তাঁর স্ত্রী থাকতে পারি না, বলেছি যে... স্বই বলেছি।'

শ্রন্দিক তাঁর কথা শ্রনছিলেন অজ্ঞাতসারে সারা দেহ ন্ইরে, যেন এতে করে তাঁর অবস্থার দ্বেসহতা তিনি নরম করে আনতে চাইছিলেন। কিস্তু আলা এ কথা বলা মাত্র তিনি খাড়া হয়ে উঠলেন, গার্ব ত কঠোর একটা ভাব ফুটে উঠল মুখে।

বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই ভালো, হাজারগ্নণ ভালো! তোমার পক্ষে এটা কত কণ্টকর হয়েছিল তা আমি ব্রুবতে পারছি।'

কিন্তু আন্না তাঁর কথা শ্নছিলেন না, ম্খভাব দেখে ধরতে চাইছিলেন তাঁর মনোভাব। তাঁর জানার কথা নয় যে ভ্রন্স্কির ম্খভাব যার পরিচায়ক সেটা তাঁর মনে আসা প্রথম চিন্তাটা — এখন অনিবার্য ভূয়েলের কথাটা নিয়ে। ভূয়েলের কথা কখনো আন্নার মাথাতেই আসে নি, তাই কঠোরতার এই ক্ষণিক ম্খভাবকে তিনি নিলেন অন্যভাবে।

দ্বামীর চিঠি পেয়ে আয়া অন্তরে অন্তরে ব্রেছিলেন যে সবই থাকবে আগের মতোই, নিজের প্রতিষ্ঠা তুচ্ছ করে, ছেলেকে ফেলে দিয়ে প্রণয়াম্পদের সঙ্গে মিলনের ক্ষমতা তাঁর নেই। প্রিম্পেস ত্ভেম্কায়ার ওখানে যে সকালটা কাটিয়েছেন তাতে তিনি আরো নিঃসন্দেহ হন এ বিষয়ে। তাহলেও ভন্ম্কির সঙ্গে এই সাক্ষাংটা ছিল তাঁর কাছে অসাধারণ গ্রন্ত্পন্ণ। তিনি আশা করেছিলেন যে এতে তাঁর অবস্থা বদলে যাবে, বেণ্চে যাবেন তিনি। খবরটা শ্বনে ভন্মিক যদি দ্যুভাবে, সাবেগে, এক মৃহত্ত দ্বিধা না করে তাঁকে বলতেন, 'সব ফেলে রেখে চলে এসো আমার সঙ্গে!' — তাহলে তিনি ছেলেকে রেখে তাঁর সঙ্গেই চলে যেতেন। কিন্তু তিনি যা আশা করেছিলেন, সংবাদটায় তেমন প্রতিক্রিয়া হল না ভ্রন্মিকর: তিনি শ্বাধ্ব কিসে যেন অপমানিত বোধ করলেন।

'আমার এতটুকু কণ্ট হয় নি। এটা ঘটে গেছে আপনা থেকেই' — আন্না বললেন উত্ত্যক্ত স্বরে, 'আর এই যে...' — দন্তানা থেকে স্বামীর চিঠিটা বার করলেন তিনি।

'আমি ব্ঝতে পারছি, ব্ঝতে পারছি' — চিঠিটা নিয়ে আমাকে বাধা দিলেন দ্রন্দিক, তবে চিঠিটা পড়লেন না, চেচ্টা করলেন তাঁকে সাস্থনা দিতে, 'আমার শ্ব্ব একটা কামনা, একটা মিনতি — এই অবস্থাটা চুরমার করে দাও, তোমার স্থের জন্যে যাতে আমার জীবন নিবেদন করতে পারি।'

'ও কথা কেন বলছ আমায়?' আলা বললেন, 'ওতে কি আমি সন্দেহ করতে পারি? সন্দেহ যদি করতাম...'

'কে আসছে?' যে দ্ব'জন মহিলা তাঁদের দিকে আসছিলেন, তাঁদের দেখিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন দ্রন্দিক, 'হয়ত আমাদের চিনতে পারবে' — এবং তাড়াতাড়ি করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চলে গেলেন পাশ্ববিতীঁ পথটায়।

'আমার বয়ে গেল!' আলা বললেন। ঠোঁট তাঁর কাঁপছিল। দ্রন্দিকর মনে হল ঝালরের তল থেকে চোখদ্বটো তাঁর দিকে চেয়ে আছে অস্তুত একটা বিরাগে। 'তাই যা বলছিলাম, ব্যাপারটা ও নিয়ে নয়, ওতে আমার সন্দেহ হতে পারে না; দ্যাখো, আমায় ও কী লিখেছে, পড়ো' — ফের থেমে গেলেন আলা।

শ্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ির খবর শ্বনে প্রথম মৃহ্তে যা হয়েছিল, অপমানিত শ্বামীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ব্যাপারে যে শ্বাভাবিক প্রতিরিয়া ঘটেছিল, চিঠি পড়ার পর দ্রন্দিক অজান্তে আবার তাতে আত্মসমপ্রণ করলেন। এখন ওঁর চিঠি হাতে দ্রন্দিক অজ্ঞাতসারে কল্পনা করতে লাগলেন আজই অথবা কাল নিশ্চিতই যে চ্যালেঞ্জ আসবে তাঁর এবং খাদে ডুয়েলটার কথা। এখন তাঁর যে নির্ব্তাপ অহংকৃত মৃখভাব, সেই ভাব নিয়ে তিনি সে ডুয়েলে শ্বেয় গ্রিল ছইড়ে অপমানিত শ্বামীর গ্রালর মৃথে দাঁড়াবেন। আর তক্ষ্বিন মাথায় ঝলক দিয়ে গেল একটা চিস্তা যা কিছু আগে সেপ্র্থোভস্কয় বলছিলেন এবং নিজেই তিনি সকালে যা ভেবেছিলেন — অর্থাৎ জড়িয়ে না পড়াই ভালো। তিনি জানতেন যে এ চিস্তার কথাটা তিনি আল্লাকে বলতে অক্ষম।

চিঠি পড়ে তিনি চোখ তুললেন আল্লার দিকে, দ্থিটতে তাঁর কোনো দ্ঢ়তা ছিল না। আল্লা তক্ষ্মনি ব্রুলেন যে এ ব্যাপারটা তিনি ভেবে রেখেছিলেন আগেই। আল্লা জানতেন যে দ্রন্দিক যাই বল্ন, তিনি কী ভাবছেন তা প্রেরা বলবেন না। ব্রুলেন যে তাঁর শেষ আশাটা গেল। তিনি যার অপেক্ষায় ছিলেন এটা তা নয়। 'দেখছ তো কেমন লোক' — কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন আন্না, 'উনি…'

'মাপ ক'রো, কিন্তু এতে আমি খ্রিশ' — আল্লাকে বাধা দিলেন দ্রন্সিক, 'ভগবানের দোহাই, আমার কথাটা শেষ করতে দাও' — নিজের বক্তবাটা ব্রকিয়ে বলার জন্য সময় চেয়ে মিনতি করলেন দ্বিট দিয়ে, 'আমি খ্রিশ কারণ উনি যা প্রস্তাব করছেন, ব্যাপারটা সেভাবে থেকে যেতে পারে না।'

'কেন পারে না?' অশ্র্রোধ করে আন্না বললেন, দ্রন্দিক যা বলবেন, দ্পণ্টতই তাতে তিনি আর কোনো গ্রুত্ব দিচ্ছিলেন না। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে নিধারিত হয়ে গেছে তাঁর ভাগ্য।

দ্রন্দিক বলতে চেয়েছিলেন যে তাঁর মতে যে ডুয়েল অনিবার্য, তার পর এটা চলতে পারে না, কিন্তু বললেন অন্য কথা।

'এটা চলতে থাকবে, এ হতে পারে না। আমি আশা করি এবার তুমি ছেড়ে দেবে ওকে। আমি আশা করি' — একটু থতোমতো খেয়ে লাল হয়ে উঠলেন দ্রন্দিক, 'আশা করি যে আমাদের জীবন গড়ে তুলতে এবং ভেবে কিছ্ম একটা ঠিক করতে তুমি আমায় দেবে। কাল…' উনি কিছ্ম একটা বলতে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু আন্না তাঁকে শেষ করতে দিলেন না।

'কিন্তু ছেলে?' চে চিয়ে উঠলেন তিনি, 'দেখেছ তো কী লিখেছে। ওকে ছেড়ে দেওয়াই উচিত কিন্তু সে ক্ষমতা আমার নেই, চাই-ও না।'

'ভগবানের দোহাই, কোনটা ভালো? ছেলেকে ছেড়ে আসা নাকি এই অপমানকর অবস্থাটা চালিয়ে যাওয়া?'

'কার পক্ষে অপমানকর?'

'সবার পক্ষে, সবচেয়ে বেশি করে তোমার পক্ষে।'

'বলছ অপমানকর... এ কথা ব'লো না। আমার কাছে কথাটার কোনো অথ নেই' — কাঁপা কাঁপা গলায় আলা বললেন। এখন তিনি আর চাইছিলেন না যে দ্রন্দিক অসত্য কিছু বলুক। এখন তাঁর অবশিষ্ট আছে কেবল তাঁর প্রেম, দ্রন্দিককে ভালোবাসতে চাইছিলেন তিনি, 'তুমি বুঝে দ্যাখো, যেদিন তোমায় ভালোবেসেছি, সেদিন থেকে সবকিছু বদলে গেছে আমার। আমার আছে শুধু একটা জিনিস, শুধু একটা — সেটা তোমার ভালোবাসা। সে ভালোবাসা যদি আমি পাই, তাহলে নিজেকে এত উ'চু, এত দৃঢ় বলে অনুভব করব যে আমার পক্ষে কিছুই অপমানকর

হতে পারে না। নিজের অবস্থায় আমি গবিত... গবিত কারণ... গবিত...'
কেন গবিত সে কথাটা তিনি শেষ করতে পারলেন না। লজ্জা আর
হতাশার অশ্রুতে রুদ্ধ হয়ে গেল তাঁর কণ্ঠ। থেমে গিয়ে ফুর্ণপিয়ে উঠলেন
তিনি।

দ্রন্দিকও টের পাচ্ছিলেন গলায় কী যেন আটকে যাচ্ছে, চিমটি কাটছে নাকে, জীবনে এই প্রথম তিনি অনুভব করলেন যে কে'দে ফেলতে পারেন। ঠিক কী তাঁর কাছে এত মর্মান্সপর্শী সেটা তিনি বলতে পারতেন না। কর্ণা হচ্ছিল আল্লার জন্য অথচ অনুভব করছিলেন যে তাঁকে সাহায্য করতে তিনি অক্ষম, আর সেইসঙ্গে এও জানতেন যে আল্লার দ্বংথের জন্য তিনিই দায়ী, কিছ্ব একটা অন্যায় করেছেন তিনি।

'বিবাহ বিচ্ছেদ কি অসম্ভব?' ক্ষীণকণ্ঠে তিনি বললেন। জবাব না দিয়ে মাথা নাড়লেন আন্না। 'ছেলেকে নিয়ে ওকে ছেড়ে যাওয়া চলে না?'

'চলে, কিন্তু সব নির্ভার করছে ওর ওপর। এবার আমায় যেতে হবে ওর কাছে' — শ্বকনো গলায় আমা বললেন। সবকিছ্ব আগের মতোই থেকে যাবে — তাঁর এই প্রাগ্বোধটা প্রবণ্ডিত করে নি তাঁকে।

'মঙ্গলবার আমি পিটার্সবিহর্গে থাকব, সবকিছহ তথন স্থির করা যাবে।' আলা বললেন, 'হাাঁ, কিন্তু ও নিয়ে আর কোনো কথা নয়।'

আন্নার যে গাড়িটা তিনি ফেরত পাঠিয়ে ফের দ্রেদে'র ফটকের কাছে আসতে বলেছিলেন, এল সেটা। দ্রন্দিকর কাছে বিদায় নিয়ে আন্না বাড়ি চলে গেলেন।

แรงแ

২ জন্নের কমিশনের সাধারণ বৈঠক বসল সোমবার। অধিবেশন কক্ষে
ঢুকে বরাবরের মতো সদস্যদের এবং সভাপতির সঙ্গে সম্ভাষণ বিনিময়
করলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, নিজের আসন গ্রহণ করে সামনে
তাঁর জন্য তৈরি করে রাখা কাগজপত্রগ্লোর ওপর হাত রাখলেন।
কাগজপত্রগ্লোর মধ্যে তথ্যাদি এবং যে বিবৃতি তিনি দেবেন বলে স্থির
করেছিলেন তার খসড়া সংক্ষিপ্তসারও ছিল। তবে তথ্যাদির প্রয়োজন ছিল

না তাঁর। সবকিছা তাঁর মনে ছিল, আর যা বলবেন, মনে মনে তা আওড়ে নেবারও দরকার বোধ করলেন না তিনি। তাঁর জানা ছিল যে সময় যখন আসবে, সামনে যখন দেখবেন প্রতিপক্ষের মূখ যে ব্থাই চেণ্টা করছে একটা নির্বিকার ভাব ফোটাতে. এখন তৈরি হবার চেণ্টা করার চেয়ে ভালোভাবে তথন তাঁর বক্তুতাটা আপনা আপনি নিঃস্ত হতে থাকবে। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে তার ভাষণের বিষয়বস্থু এতই বৃহৎ যে তার প্রতিটি শব্দই হবে তাৎপর্যপূর্ণ। অথচ সাধারণ একটা প্রতিবেদন তিনি শ্বনছিলেন অতি নিরীহ, গোবেচারা ভাব করে। শিরা ফুলে ওঠা তাঁর শাদা হাত, লম্বা লম্বা আঙুলে যা সামনে একথানা শাদা কাগজের দুই প্রান্ত সঙ্গেহে নাডাচাডা করছে, ক্রান্তির ভাব নিয়ে পাশে হেলানো মাথা — এ সব দেখে কেউ ভাববে না যে এখুনি তাঁর মুখ থেকে এমন বক্ততা নিগতি হবে যা ভয়াবহ ঝড় তুলবে, পরস্পরকে বাধা দিয়ে চেণ্চামেচি করতে বাধ্য করবে সভ্যদের, শৃংখলা মেনে চলার দাবি করতে হবে সভাপতিকে। প্রতিবেদন শেষ হলে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর শান্ত মিহি গলায় ঘোষণা করলেন যে অরুশ লোকেদের সুব্যবস্থা নিয়ে তিনি নিজের কিছ, বক্তব্য রাখতে চান। মনোযোগ আরুণ্ট হল তাঁর দিকে। কেশে নিলেন আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ প্রতিপক্ষের দিকে দ্র্ভিপাত না করে বরাবর যা করে থাকেন, বক্তুতা দেবার সময় তাঁর সামনে উপবিষ্ট প্রথম ব্যক্তিটিকে বেছে নিলেন (এক্ষেত্রে লোকটি ক্ষাদ্রকায় শান্তশিষ্ট এক বৃদ্ধ, কমিশনে যিনি কদাচ কোনো মত প্রকাশ করেন নি) এবং শরে করলেন তাঁর বক্তব্য। মৌল ও আঙ্গিক আইনের কথা যখন উঠল, প্রতিপক্ষ লাফিয়ে উঠে আপত্তি জানাতে লাগলেন। স্বেমভ, ইনিও কমিশনের সদস্য, একহাত নেওয়া হয়েছিল একে ইনি কৈফিয়ং দিতে শুরু করলেন এবং মোটের ওপর বৈঠকটা হল ঝড-তোলা: কিন্ত জিতলেন আলেক সেই আলেক্সান্দ্রভিচ: গ্হীত হল তাঁর প্রস্তাব; নিযুক্ত হল তিনটি নতুন কমিশন: পরের দিন পিটার্সবিপের নিদিল্টি একটি মহলে চলল শা্ধ্য এই বৈঠকেরই আলোচনা। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সাফল্য ছাড়িয়ে গিয়েছিল তাঁর নিজের আশাকেও।

পরের দিন মঙ্গলবার আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ সন্তুষ্টির সঙ্গে গতকালের বিজয়ের কথা স্মরণ করে না হেসে পারলেন না, যদিও কার্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক যখন তাঁকে তোষামোদ করার জন্য জানালেন যে কমিশনের ঘটনাবলির খবর তাঁর কানেও গেছে তখন তিনি নিবিকার ভাব দেখাতে চাইছিলেন।

তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে ব্যস্ত থাকায় আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ একেবারে ভূলে গিয়েছিলেন যে সেদিন মঙ্গলবার, আলা আর্কাদিয়েভনার আসার তারিখ তিনি ধার্য করেছেন সেই দিন, তাই যখন লোক এসে খবর দিলে যে তিনি এসেছেন তখন তিনি বিস্মিত, এমনকি বিশ্রী রকমে অভিভূতই হলেন।

আনা পিটার্সব্রুগে আসেন বেশ সকালে; তাঁর টেলিগ্রাম অন্সারে গাড়ি পাঠানো হয় তাঁর জন্য, তাই তাঁর আসার ব্যাপারটা আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের পক্ষে জানা সম্ভব। কিন্তু আনা যখন পেণছলেন, উনি দেখা করতে এলেন না। তাঁকে বলা হল যে উনি এখনো বেরন নি, তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে কাজ করছেন। তাঁর আসার খবর স্বামীকে জানাতে বলে তিনি এলেন তাঁর কেবিনেটে, স্বামী তাঁর কাছে আসবে এই প্রতীক্ষায় নিজের জিনিসপত্র গোছগাছ করতে লাগলেন। কিন্তু এক ঘন্টা কেটে গেল, উনি এলেন না। কিছ্রু হ্রুকুম-টুকুম দেবার অছিলায় তিনি গেলেন ডাইনিং-র্নুমে, ইচ্ছে করে কথা কইতে লাগলেন জোরে জোরে, আশা করছিলেন উনি ওখানে আসবেন; কিন্তু উনি বেরলেন না, যদিও আনা শ্রনতে পের্য়েছলেন যে তত্ত্বাবধায়ককে বিদায় দেবার জন্য তিনি স্টাডির দরজা পর্যন্ত এসেছিলেন। আন্না জানতেন যে বরাবরের মতো শিগাগরই উনি কাজে চলে যাবেন, তার আগেই নিজেদের সম্পর্কটা ক্ছির করে নেবার জন্য ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলেন তিনি।

হল পেরিয়ে আন্না দৃঢ়ে পদক্ষেপে এগ্রলেন তাঁর উদ্দেশে। যখন ঘরে চুকলেন উনি তখন উদি পরে আছেন, স্পণ্টতই বেরবার জন্য তৈরি, বসে আছেন ছোটো টেবিলটায় কন্ইয়ে ভর দিয়ে, বিষণ্ণভাবে চেয়ে আছেন সামনে। উনি আন্নাকে দেখতে পাওয়ার আগে আন্নাই ওঁকে দেখেন প্রথম এবং ব্রুবলেন যে তাঁর কথাই উনি ভাবছেন।

আন্নাকে দেখে উনি উঠতে যাচ্ছিলেন, কিস্তু মত পালটালেন, তারপর হঠাং মুখ তাঁর লাল হয়ে উঠল যা আগে কখনো আন্না দেখেন নি। তাড়াতাড়ি করে উঠে তিনি এলেন আন্নার কাছে, আন্নার চোখের দিকে না চেয়ে তাকালেন ওপরে, তাঁর কপাল আর কবরীর দিকে। তাঁর হাতটা নিয়ে বসতে বললেন তাঁকে। শ্রাম খন্দি হয়েছি বে আপনি এসেছেন' — আমার কাছে বসে তিনি বললেন, বোঝা ধায় কিছন একটা জানাতে চাইছিলেন তিনি, কিন্তু থতোমতো খেলেন। বার কয়েক তিনি কথা শন্ত্র্ব্ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু থেমে যাচ্ছিলেন... এই সাক্ষাণ্টার জন্য তৈরি হতে গিয়ে ওঁকে ঘৃণা করা এবং ওঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা উচিত বলে নিজেকে বোঝালেও আমা ভেবে পেলেন না কী ওঁকে বলবেন, কর্ণা হচ্ছিল ওঁর ওপর। এইভাবেই নীরবতা চলল বেশ কিছন্ক্রণ ধরে। 'সেরিওজা ভালো আছে?' এবং জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ যোগ দিলেন, 'আজ আমি বাড়িতে খাব না আর এখননি বেরুতে হবে আমায়।'

'আমি মস্কো যেতে চাইছিলাম' — আলা বললেন।

'না, আপনি খ্বই, খ্বই ভালো করেছেন এসে' — এই বলে ফের চুপ করে গেলেন উনি।

কথা কইতে শ্রুর করার সাধ্য ওঁর নেই দেখে আমা নিজেই শ্রুর করলেন:

'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ' — আন্না বললেন তাঁর দিকে তাকিরে, তাঁর কবরীতে নিবদ্ধ স্বামীর দ্বিট থেকে চোখ না নামিরে, 'আমি পাতকিনী নারী, আমি বদ মেরে, কিন্তু আমি যা ছিলাম. আপনাকে তখন যা বলেছিলাম আমি তাই, আপনাকে বলতে এসেছি যে কিছুই বদলাতে পারব না আমি।'

'আমি আপনাকে ও কথা শুনুধোই নি' — উনি বললেন হঠাৎ দুঢ়ভাবে, আলোশে সোজা আল্লার চোখের দিকে তাকিয়ে, 'আমিও তাই অনুমান করেছিলাম।' বোঝা যায় ক্রোধের প্রভাবে উনি ফের তাঁর সমস্ত সামর্থ্যের ওপর দখল পেয়ে গেছেন, 'কিস্কু আপনাকে আমি তখন যা বলেছিলাম এবং লিখেছি' — তীক্ষা সরু গলায় বলে উঠলেন তিনি, 'আর এখন প্রনর্বাক্ত করিছ যে আমি ওটা জানতে বাধ্য নই। ওটা আমি উপেক্ষা করিছ। সব নারী আপনার মতো অমন সহদয় নয় যে তাড়াতাড়ি করে এত উপভোগ্য একটা সংবাদ স্বামীকে জানাতে যাবে' — 'উপভোগ্য' কথাটার ওপর বিশেষ জাের দিলেন তিনি। 'যতাদন সমাজ এটা জানছে না, আমার স্বাম কলংকিত হচ্ছে না, ততাদন ওটা আমি উপেক্ষা করব। সেই কারণে আমি আপনাকে শুধু সাবধান করে দিয়েছি যে আমাদের সম্পর্ক বরাবর যেমন ছিল তেমনি থাকা চাই। আর আপনি যদি নিজের

মান খোয়ান, কেবল সেইক্ষেত্রেই আমার মর্যাদা বাঁচাবার জনো ব্যবস্থা নিতে হবে আমায়।'

'কিন্তু আমাদের সম্পর্ক বরাবর যা ছিল তা থাকতে পারে না' — সভয়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে ভীর্ন ভীর্বালায় বললেন আমা।

আন্না যখন ফের তাঁর এই অবিচলিত ভঙ্গিটা দেখলেন, শ্নেলেন তাঁর এই তীক্ষা, ছেলেমান্মী, হাস্যকর কণ্ঠস্বর, বিতৃষ্ণায় তাঁর ভেতরকার কর্ণা উবে গেল, এখন মাত্র ভয় পাচ্ছিলেন তাঁকে, কিন্তু যে করেই হোক নিজের অবস্থাটা পরিষ্কার করে নিতে চাইছিলেন তিনি।

'আমি আপনার দ্বাী থাকতে পারি না যখন আমি…' বলার উপক্রম করলেন আয়া।

আক্রোশভরা নিরুত্তাপ হাসি হেসে উঠলেন উনি।

'যে ধরনের জীবন আপনি বেছে নিয়েছেন সেটা নিশ্চর আপনার বোধগ্লোয় ছায়া ফেলেছে। আমি এতই শ্রদ্ধা বা ঘ্লা এবং দ্ই-ই... আপনার অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা, বর্তমানের প্রতি ঘ্লা পোষণ করি... যে আমার কথার যে ব্যাখ্যা আপনি করছেন তা থেকে আমি বহু দ্রে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে আল্লা মাথা নিচু করলেন।

'তবে আমি ব্রুতে পারছি না, আপনার মতো এতটা স্বাধীনতা পেয়ে' — উত্তেজিত হয়ে বলে চললেন তিনি, 'সরাসরি নিজের বিশ্বাসঘাতকতার কথা স্বামীকে বলার মধ্যে দোষের কিছু দেখতে না পেলেও, যা মনে হচ্ছে, স্বামীর কাছে স্বার দায়দায়িত্ব পালনটা কেন দোষের বলে ধরছেন।'

'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, আমার কাছ থেকে কী আপনার চাই?'
'আমি চাই যে লোকটাকে আমি যেন এখানে না দেখি আর আপনি
এমনভাবে চলবেন যাতে সমাজ বা চাকরবাকরেরা আপনার বিরুদ্ধে
অভিযোগ আনতে না পারে... এবং আপনি ওর সঙ্গে দেখা না করেন।
মনে হয় এটা তেমন বেশি কিছু নয়। এর জন্যে আপনি স্থার দায়িত্ব
পালন না করেও সাধ্বী স্থার অধিকার ভোগ করবেন। আপনাকে এই
কথাটাই বলতে চাইছিলাম। এবার আমার যাবার সময় হয়ে গেছে।
বাজিতে খাব না।'

উনি উঠে গেলেন দরজার দিকে। আমাও উঠলেন। নীরবে উনি মাথা নুইয়ে পথ করে দিলেন আমার যাবার জন্য।

বিচালিস্ত পের ওপর যে রাতটা লেভিন কাটান সেটা তাঁর ওপর ছাপ না ফেলে যায় নি: যে চাষ-আবাদ তিনি দেখছিলেন তাতে তাঁর বিরাগ ধরল, কোনো আগ্রহ আর রইল না তাতে। চমংকার ফসল হলেও এ বছরের মতো এত অসাফল্য এবং তাঁর ও চাষীদের মধ্যে এত শত্রুতা আর কখনো দেখা যায় নি, অন্ততপক্ষে তাঁর মনে হল যে দেখা যায় নি। এই অসাফলা আর শন্ত্রতার কারণ এখন তাঁর কাছে একেবারে পরিষ্কার। খোদ কাজ করার মধ্যেই যে অপূর্বতা তিনি অনুভব করেছিলেন, তার ফলে চাষীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, তাদের প্রতি, তাদের জীবনের প্রতি তাঁর ঈর্ষা, যে জীবনে চলে যাবার জন্য তাঁর বাসনা, সে রাতে যেটা আর স্বপ্ন নয়, সুটিস্তিত সমস্ত খুটিনাটি নিয়ে তাঁর একটা সংকল্প. — চাষ-আবাদ দেখাশোনা নিয়ে তাঁর দ্যাঘিভাঙ্গি এ সবে এত বদলে গেল যে তিনি ও কাজে পূর্বের আগ্রহ আর বোধ করতে পারলেন না, কর্মীদের সঙ্গে যে নিজের বির্প সম্পর্কটা গোটা ব্যবস্থাটার ভিত্তি, না দেখে পারলেন না সেটা। পাভার মতো উন্নত জাতের গর্ব, সার ফেলা হাল দেওয়া মাটি, ঝোপে ঘেরা নয়টি সমতল খেত. গভীর করে গোবর দেওয়া নন্বই দেসিয়াতিনা জমি. হলরেখা বরাবর বপন-যন্ত্র ইত্যাদি — এ সবই চমংকার যদি এগালি তিনি করতেন নিজে অথবা তাঁর প্রতি সহান্ত্রতিশীল বন্ধদের সঙ্গে একত্রে। কিন্তু এখন তিনি পরিষ্কার দেখতে পেলেন (কৃষি নিয়ে যে লেখাটায় তিনি বলেছেন যে জোতের প্রধান উপাদান হওয়া উচিত শ্রমিক, তা নিয়ে খাটতে গিয়ে এ ব্যাপারে বহু, দিক থেকে সাহায্য হয়েছে তাঁর), পরিষ্কার দেখতে পেলেন, যে চাষ-আবাদ তিনি দেখাশোনা করছিলেন সেটা কেবল তাঁর আর তাঁর কর্মীদের মধ্যে একরোখা নির্মাম একটা সংগ্রাম যাতে এক দিকে, তাঁর পক্ষে ছিল সেরা নিদর্শন বলে তিনি যা গণ্য করছেন সেই অনুসারে সর্বাকছা ঢেলে সাজার জন্য নিরন্তর প্রাণপণ প্রয়াস, অন্যাদিকে দ্বভাবসিদ্ধ একটা গতান গতিকতা। এই সংগ্রামে তিনি দেখলেন যে তাঁর দিক থেকে প্রচন্ড শক্তি নিয়োগ এবং অপর দিকে কোনোর প প্রয়াস, এমর্নাক ইচ্ছারও অভাবে ফল হয়েছে কেবল এই যে চাষবাসে দাঁড়ায় নি কিছু, একেবারে খামোকা নন্ট হয়েছে চমংকার হাতিয়ারপত্র, চমংকার গবাদি পশ্ব আর মাটি। প্রধান কথা, এই দিকে নিষ্কুত কর্মোদ্যোগ শুধু

যে একেবারে বৃথা গেছে তাই নয়, এখন — তাঁর চাষ-আবাদের অর্থ যখন তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়েছে তখন তিনি এটা অনুভব না করে পারেন না যে কর্মোদ্যোগের লক্ষ্যটাই ছিল অমর্যাদাকর। আসলে সংগ্রামটা কী নিয়ে? তাঁর দিক থেকে প্রতিটি পয়সা নিয়ে (আর তা না হয়ে পারে না. কেননা উদ্যমে ঢিল দিলে শ্রমিকদের বেতন দেবার মতো টাকাও জুটবে না তাঁর), আর ওরা শুধু শাস্তিতে আর আনন্দে, অর্থাৎ যেভাবে তারা অভাস্ত শুধু সেইভাবে খাটার পক্ষপাতী। তাঁর স্বার্থ হল প্রতিটি মুনিষ যেন যথাসম্ভব বেশি খাটে, না ঝিমোয়, যেন চেণ্টা করে চাষের যন্ত্রপাতি ভেঙে না ফেলতে. <mark>যে কাজটা সে করছে তা নি</mark>য়ে যেন মাথা ঘামায়: মুনিষের কিন্তু ইচ্ছে যথাসম্ভব আনন্দে, বিশ্রাম নিয়ে খাটার. সবচেয়ে বড়ো কথা, খাটতে চায় বিনা চিন্তা-ভাবনায়, ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে। এবারকার গ্রীন্মে লেভিন এটা লক্ষ্য করেছেন প্রতি পদে। যেসব খারাপ দেসিয়াতিনা আগাছা আর ঝোপঝাড়ে ভরে উঠেছে, ক্লোভার থেকে বীজ ভালো হবে না, সেখানে বিচালির জন্য ক্লোভার কাটতে পাঠান তিনি, ওরা একের পর এক বাঁজের উপযোগী সেরা দেসিয়াতিনাগলো কেটে সাফ করলে আর কৈফিয়ং দিলে যে গোমস্তা তাই বলেছিল এবং এই বলে সাম্বনা দিলে যে বিচালি হবে চমংকার: কিন্তু উনি জানতেন যে ব্যাপারটা ঘটেছে কারণ এই দেসিয়াতিনাগুলোয় ঘাস কাটা সহজ। বিচালি ঝাঁকাবার জন্য যন্ত্র পাঠালেন তিনি, প্রথম সারিতেই ভেঙে ফেলা হল সেটা, কারণ মাথার ওপরে আন্দোলিত পাখনার তলে বসে থাকতে চাষীর বেজার লাগছিল। তাঁকে বলা হল 'ভাবনা করবেন না গো, মেয়েরা ঝটাঝট ঝাঁকিয়ে দেবে।' लाञ्जल অকেন্ডো হয়ে পড়ल কেননা ম**্**নিষ্টার খেয়ালই হল না যে উঠে আসা ফালটা নামিয়ে দেওয়া দরকার, তার বদলে জবরদন্তি করে হাল দিয়ে সে ঘোড়াকে কন্ট দিলে. নন্ট করলে জমি: আর তাঁকে বলা হল শান্ত থাকতে। ঘোড়া ছেডে দেওয়া হল গমখেতে, কেননা কোনো মুনিষই রাত-পাহারার কাব্দে থাকতে চায় নি এবং বারণ করা সত্তেও তারা রাত পাহারায় রইল পালা করে, আর সারা দিন খাটার পর ঘ্রিময়ে পড়ল ভান্কা এবং নিজের দোষের জন্য এই বলে অনুতোপ করলে, 'সে আপনার যা মজি গো মালিক। তিনটে সেরা বাছরে মারা পড়ল কারণ জল না খাইয়ে তাদের ছেডে দেওয়া হয়েছিল দ্বিতীয় বার গজানো ক্লোভারের জমিতে; আর কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইল না যে ওরা ফে'পে উঠেছে ক্লোভার খেরে আর সান্ত্বনা দিলে যে প্রতিবেশীর একশ' বারোটি গর্ মারা পড়েছে তিন দিনে। এ সব ঘটছিল এই জন্য নয় যে কেউ লেভিন বা তাঁর জ্যাতজমির ক্ষতি চাইছিল; উল্টে বরং লেভিনের জানা ছিল যে ওরা তাঁকে ভালোবাসে, তাঁকে মনে করে সরল বাব্লোক (যার অর্থ সর্বোচ্চ প্রশংসা); এ সব ঘটত কারণ ওরা খাটতে চাইত আনন্দে-ফুর্তিতে, বিনা চিস্তা-ভাবনায় আর লেভিনের স্বার্থ ওদের কাছে শ্ব্র্ পরকীয় ও দ্বর্বোধ্যই নয়, তাদের নিজেদের ন্যাষ্য স্বার্থের মারাত্মক বিরোধী। বহ্ব দিন থেকেই লেভিন চাষ-আবাদের সঙ্গে নিজের সম্পর্কে অসস্তোষ বোধ করে আসছিলেন। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে তাঁর নোকায় জল উঠছে, সম্ভবত ইচ্ছে করেই আত্মপ্রতারণায় ফুটোটা তিনি খোঁজেন নি, পান নি। কিন্তু এখন নিজেকে আর প্রতারণা করা চলে না। যে চাষ-আবাদ তিনি চালাচ্ছিলেন সেটা তাঁর কাছে শ্ব্র্ আকর্ষণহীন নয়, বিরক্তিকর হয়ে উঠল, ও নিয়ে আর তিনি ব্যাপ্ত থাকতে পারেন না।

এর সঙ্গে আবার যোগ দিয়েছে তাঁর কাছ থেকে তিরিশ ভার্ন্ট দূরে কিটি শ্যেরবাৎস্কায়ার উপস্থিতি, যাকে তিনি দেখতে চাইছেন অথচ পারছেন না। যথন উনি দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা অব্লোন্সকায়ার ওখানে গিয়েছিলেন উনি তখন আসতে বলেছিলেন লেভিনকে: আসতে বলেছিলেন থাতে বোনের কাছে উনি প্রনরায় বিবাহপ্রস্তাব দেন। ইঙ্গিত করেছিলেন যে সেটা এখন সে গ্রহণ করবে। কিটি শোরবাংস্কায়াকে দেখে লেভিন নিজেও বুৰোছলেন যে কিটিকে তিনি ভালোবাসেন এখনো: কিন্তু কিটি অব্লোন্স্কিদের ওখানে আছে এটা জানা থাকায় তিনি সেখানে যেতে পারেন না। তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন আর সে যে তা প্রত্যাখ্যান করেছে. এতে সাগি হয়েছে ওঁদের মধ্যে এক অনতিক্রম্য বাধা। 'কিটি যাকে চেয়েছিল তার স্ত্রী হতে সে পারল না, শুধু এই কারণেই আমি তাকে অনুরোধ করতে পারি না আমার দ্বী হতে' — মনে মনে ভাবলেন লেভিন। এই ভাবনাটা তাঁকে করে তুলল কিটির প্রতি নিরুত্তাপ ও বিরুপ। 'ভর্ণসনার একটা বোধ না নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলা, বিদ্বেষ বোধ না করে ওকে তাকিয়ে দেখার সাধ্য আমার হবে না, এতে সে শ্ব্ধ আমাকে আরো ঘূণা করবে এবং তাই উচিত। তা ছাড়া এখন, দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আমায় যা বলেছেন তারপর কী করে ওঁদের ওখানে যেতে পারি? ওঁর বলা থেকে আমি যা জেনে গেছি সেটা কি না-দেখাতে পারি আমি? আর মহত্ত

নিয়ে আমি কিনা যাব তাকে ক্ষমা করতে, কৃপা করতে। তার সামনে কিনা নেব ক্ষমাশীল প্রেমদাতার ভূমিকা!.. কেন যে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আমায় ওটা বললেন? দৈবাং আমি যদি ওকে দেখতে পেতাম, তাহলে স্বকিছ্ব হতে পারত আপনা থেকে, কিন্তু এখন তা অসম্ভব, অসম্ভব!

কিটির জন্য মেয়েদের একটা জিন চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। লিখেছিলেন, 'শ্বর্নোছ আপনার জিন আছে। আশা করি নিজেই সেটা নিয়ে আসবেন।'

এটা তাঁর সহ্যাতীত। বৃদ্ধিমতী সৃ্চরিতা নারী বোনকে এমন হীনতায় ফেলতে পারেন কী করে! গোটা দশেক চিঠি লিখলেন তিনি, কিন্তু সব ছি'ড়ে ফেলে জিনটা পাঠালেন কোনো জবাব না দিয়ে। তিনি যাবেন একথা লেখা অসম্ভব কারণ তিনি যেতে পারেন না। আবার উনি যেতে পারছেন না কারণ কিছ্ব একটা বাধা আছে অথবা অন্য কোথাও চলে যাচ্ছেন, একথা লেখা আরো খারাপ। জবাব না দিয়ে জিনটা পাঠালেন এই চেতনা নিয়েই যে একটা লজ্জার কাজ করলেন, পরের দিন বিরক্তিকর চাষবাসের সমস্ত ভার গোমস্তার হাতে তুলে দিয়ে তিনি বন্ধ্ব চিভয়াজ চ্কির কাছে চলে গেলেন দ্রের উয়েজ্দে যার কাছাকাছি আছে একটা চমৎকার ল্লাইপ জলা। ওঁর ওখানে যাবার সংকলপ তাঁর বহুদিনের, সেটা প্রণ করার অন্বরোধ জানিয়ে সম্প্রতি চিঠিও লিখেছেন বন্ধ্বিটি। স্বরোভচ্কি উয়েজ্দের ল্লাইপ জলা বহুদিন প্রলব্ধ করেছে লেভিনকে, কিন্তু বিষয়কর্মের্ব দর্ন যাত্রাটা তিনি কেবলি পেছিয়েছেন। এবার কিন্তু শ্যেরবাংচ্কিদের নৈকটা, বড়ো কথা বিষয়-আশয় ছেড়ে ঠিক শিকারে যেতেই আনন্দ হল তাঁর। সমস্ত দৃঃখকন্টে শিকারেই তিনি পেয়েছেন সেরা সান্ত্রনা।

n zen

স্রোভিশ্কি উরেজ্দে রেলপথ বা ডাকপথ কিছ্ই ছিল না, লেভিন গেলেন নিজের ঘোড়ায় টানা তারাস্তাসে।

মাঝপথে ঘোড়াগ্রলোকে খাওয়াবার জনা লেভিন থামলেন এক ধনী চাষীর বাড়ির কাছে। গালের কাছে পেকে যাওয়া পাটকিলে চাপদাড়িওয়ালা এক টেকো চাঙ্গা ব্রুড়ো ফটক খুলে থামের সঙ্গে সেণ্টে তিন ঘোড়ার গাড়িটার যাবার পথ করে দিলে। রোদপোড়া কাঠের লাঙল রাখা পরিন্কার-পরিচ্ছল্ল প্রশস্ত একটা নতুন আঙিনায় চালার তলে ঘোড়াগন্লোকে রাখবার জায়গাটা কোচোয়ানকে দেখিয়ে দিয়ে ব্র্ড়ো লেভিনকে ডাকল বড়ো ঘরে। বিনা মোজায় গালোশ পরা পরিচ্ছল্ল পোশাকের একটি য্বতী ঘাড় গর্ভুজ নতুন বারান্দার মেঝে ঘর্ষাছল। লেভিনের পেছন্ পেছন্ ছন্টে আসা কুকুরটা দেখে ভয় পেয়ে চেচিয়ে উঠল সে, কিস্তু কামড়াবে না শন্নে তক্ষনি নিজের ভয় পাওয়াতেই হেসে ফেললে। আস্তিন-গন্টানো হাত তুলে বড়ো ঘরের দরজাটা দেখিয়ে দিয়ে নিজের স্নন্দর মন্থখানা লন্কিয়ে ফের পরিষ্কার করতে লাগল মেঝে।

মেয়েটি জিগ্যেস করলে, 'সামোভার আনব?' 'তা আনুন-না।'

ঘরখানা বেশ বড়ো, পার্টিশান দেওয়া, একটা ওলন্দাজ চুল্লি আছে। দেবপটগন্লোর নিচে রঙিন নকশা আঁকা টেবিল, বেণি, দ্বটি চেয়ার। ঢোকার মন্থে বাসন-পত্রে ভরা আলমারি। জানলার খড়খড়ি বন্ধ, মাছি তাই কম, আর সবই এমন ঝকঝকে তকতকে যে লেভিনের ভয়ই হল, রাস্তায় ছন্টতে ছন্টতে তাঁর কুকুর লাস্কা জলে ডুব দিয়ে এসেছে, সে আবার মেঝে না মাড়ায়, দরজার কাছে এক কোণে তাকে বসে থাকবার হন্কুম দিলেন তিনি। ঘরখানা দেখে লেভিন পেছনকার আঙিনায় বেরন্লেন। গালোশ পরা সন্প্রী মেয়েটি বাঁকে দ্টো খালি বালতি দোলাতে দোলাতে লেভিনের সামনে দিয়ে ছন্টে গেল কুয়ো থেকে জল আনতে।

'চটপট!' তার উদ্দেশে ফুর্তিতে চে'চিয়ে ব্বড়ো এল লেভিনের কাছে। 'মশায়ের কি নিকোলাই ইভানোভিচ স্ভিয়াজ্স্কির ওখানে যাওয়া হচ্ছে? আমাদের এখানেও উনি এসে থাকেন' — অলিন্দের রেলিঙে কন্ই ভর দিয়ে ব্বড়ো শ্বনু করল আলাপের আগ্রহ নিয়ে।

শিভয়াজ্ শিকর সঙ্গে তার পরিচয়-বৃত্তান্তের মাঝখানে ফের ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল ফটক, কাঠের লাঙল আর মই নিয়ে খেত থেকে আঙিনায় ফিরল মর্নিষেরা। লাঙল আর মইয়ের সঙ্গে জোতা ঘোড়াগ্রলো হন্টপ্রুট, বড়ো বড়ো। মর্নিষেরা স্পন্টতই ঘরের লোক, দ্ব'জন জোয়ান, পরনে ক্যালিকো কামিজ, মাথায় টুপি, বাকি দ্ব'জন ঘরে বোনা জামা পরা ভাড়া করা মর্নিষ — একজন ব্রড়ো, অন্যজন ছোকরা। অলিন্দ থেকে নেমে ব্রড়ো গেল ঘোড়া খ্রলতে।

'কী চষলে?' লেভিন জিগ্যেস করলেন।

'আল্ব। আমাদেরও জমি আছে। ফেদত, খাসি ঘোড়াটাকে তুই ছাড়িস না. পাতনার সঙ্গে বে'ধে রাখ, অন্যটাকে জ্বতব।'

'কী বাবা, আমি যে ফাল আনতে বলেছিলাম, এনেছো?' জিগোস করলে দীর্ঘাঙ্গী স্বাস্থ্যবান এক ছোকরা, স্পণ্টতই বুড়োর ছেলে।

'ওই যে... স্লেজে' — লাগামগন্লো খনুলে গন্টিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে বনুড়ো বললে, 'ওরা খেতে খেতে জনুড়ে ফ্যাল।'

ভরা বালতিতে টানটান কাঁধে সুশ্রী মেয়েটি ঢুকল বারান্দায়। কোত্থেকে দেখা দিল আরো মেয়ে — অলপবয়সীরা স্কুন্দরী, মধ্যবয়সী ও বৃদ্ধারা অস্কুন্দর, কারো সঙ্গে শিশ্ব, কারো নেই।

গোঁ-গোঁ করে উঠল সামোভারের নল। ঘোড়াগ্বলোর ব্যবস্থা করে মজ্বর আর ঘরের লোক সবাই গেল খেতে। লেভিন গাড়ি থেকে নিজের খাবার-দাবার এনে ব্রড়োকে আমন্ত্রণ করলেন তাঁর সঙ্গে ৮। খেতে।

'আজ চা তো খাওয়া হয়ে গেছে' — ব্ড়ো বললে, স্পণ্টওই আনন্দের সঙ্গে প্রস্তাবটা গ্রহণ করে, 'তবে সঙ্গদান করা আর-কি।'

চা খেতে খেতে বুড়োর বিষয়-আশয়ের সমস্ত খবরাখবর শ্বনলেন লেভিন। দশ বছর আগে জমিদারণীর কাছ থেকে একশ' বিশ দেসিয়াতিনা জমি সে ইজারা নেয়, গত বছর জমিটা সে কিনে নিয়েছে। আরো তিনশ দেসিয়াতিনা সে পত্তনি নিয়েছে পাশের জমিদারের কাছ থেকে। জমিটার অল্পাংশ, সবচেয়ে খারাপ যেটা, নিজেই সে পর্ত্তান দিয়েছে অন্যকে। সে নিজে পরিবারের লোকজন আর দুটি মুনিষ ভাড়া করে চ্যেছে মাঠের চল্লিশ দেসিয়াতিনা। বুড়ো খেদ করলে যে অবস্থা ভালো যাচ্ছে না। তবে লেভিন বুঝলেন যে খেদটা নেহাৎ সৌজন্যবশত, বিষয়-আশয় ভালোই চলছে। খারাপ হলে একশ' পাঁচ রুব্ল দরে জমি কিনত না, বিয়ে দিত না তিন ছেলে আর ভাইপোর, আগান লাগার পর দা'বার নতুন করে বাড়ি বানাত না, আর প্রতিবারই তা আগের চেয়ে ভালো। বুড়োর খেদ সত্ত্বেও বেশ বোঝা যাচ্ছিল সে সঙ্গত কারণেই নিজের শ্রীব,দ্ধিতে গর্বিত, নিজের ছেলেদের নিয়ে, ভাইপোকে নিয়ে, বৌমাদের নিয়ে, ঘোড়া, গর, এবং বিশেষ করে সে যে এই সম্পত্তিটা চালাচ্ছে গর্বিত তার জন্য। বুড়োর সঙ্গে কথাবার্তা থেকে লেভিন জানতে পারলেন নতুনত্ব প্রবর্তনে সে মোটেই গররাজী নয়। আলা বুনেছে সে, আর আসার সময় লেভিন যা দেখেছেন,

আলন্গাছগন্লোর ফুল এর মধ্যেই ঝরে ফল দিতে শ্রন্ করেছে যেক্ষেরে লেভিনের নিজের আলন্গাছগন্লোয় ফুল ফুটতে শ্রন্ করেছে সবে। জমিদারের কাছ থেকে নেওয়া লাঙল, যাকে সে বলছিল লাওল, তা দিয়ে আলন্গাছগন্লোর চারপাশের মাটি সে আলগা করে দেয়। গম ব্নেছে সে। ছোট একটা ঘটনা বিশেষরকম অবাক করল লেভিনকে: রাই খেত নিড়ানির সময় সে ওই নিড়ানির রাই খাওয়াত ঘোড়াকে। চমংকার এই খাদাটা নঘ্ট হচ্ছে দেখে লেভিন কত বার ওগন্লো সংগ্রহ করতে চেয়েছেন কিন্তু প্রতিবারই দেখা গেছে তা অসম্ভব। এ চাষীটি কিন্তু তা করেছে, এ খাদ্যের প্রশংসায় সে পঞ্চন্থ।

'মাগীগ্নলো আছে কী করতে? রাস্তায় ডাঁই করে রাখ্বক, গাড়ি এসে নিয়ে যাবে।'

'আর আমাদের, জমিদারদের মহা ঝামেলা মজরুর নিয়ে' — এক গ্লাস চা এগিয়ে দিয়ে লেভিন বললেন।

'ধনবাদ' — বুড়ো বললে। চা সে নিলে, কিন্তু চিনি নিতে চাইল না, কামড়ে খাওয়া একদলা মিছরি পড়ে ছিল, সেটা সে দেখাল। বললে, 'মুনিষ দিয়ে কাজ চলে কখনো? শুধুই লোকসান। এই সিভয়াজ্সিকর কথাই ধর্ন-না কেন। কী জাম সে তো আমরা জানি, সরেস, কিন্তু ফসলটি তেমন হয় কি? সবই হেলা ফেলা!'

'কিন্তু তুমিও তো মুনিষ খাটিয়ে চালাও?'

'আমরা যে চাষী গো। নিজেরাই সব দেখি। কাজ যদি খারাপ করে দ্র হও: নিজেরাই চালিয়ে নেব।'

'বাবা, ফিনোগেন আলকাতরা চাইছে' --- ঘরে ঢুকে বললে গালোশ পরা মেযেটি।

'এই হল গে ব্যাপার বাব্ !' উঠে দাঁড়িয়ে ব্বড়ো বললে, ক্রুশ করলে সে অনেকখন ধরে, তারপর লেভিনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

কোচোয়ানকে ডাকবার জন্য লেভিন যখন কুটিরের ভেতরে ঢুকলেন, দেখলেন সব প্রব্বেরা টেবিল ঘিরে বসেছে। মেয়েরা পরিবেশন করছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। হাণ্টপর্ট ছোকরা একটি ছেলে একগ্রাস চর্ম মুখে প্রের হাস্যকর কী একটা ব্যাপার বলছিল আর সবাই ফেটে পড়ছিল হাসিতে, বিশেষ করে গালোশ পরা মেয়েটা, পেয়ালায় বাঁধাকপির স্মুপ ঢালছিল সে। এই কৃষক গৃহটি লেভিনের মনে সম্দির যে ছাপ ফেলেছিল, গালোশ

পরা মেয়েটির স্ক্রী ম্থখানা তাতে বহুদিক থেকে সাহায্য করে থাকতে পারে, কিন্তু ছাপটা এতই প্রবল যে লেভিন তা থেকে ছাড়ান পাচ্ছিলেন না। ব্দেড়ার ওখান থেকে স্ভিয়াজ্স্কির কাছে যাওয়ার গোটা পথটার থেকে থেকেই তিনি স্মরণ করছিলেন এই সংসারটার কথা, যেন সেটা তাঁর বিশেষ মনোযোগ দাবি করছে।

11 2 5 H

দিভয়াজ্ দিক ছিলেন তাঁর উয়েজ্দের অভিজাত-প্রম্থ। লেভিনের চেয়ে তিনি পাঁচ বছরের বড়ো, বিয়ে হয়েছে অনেকদিন। তাঁদের সঙ্গে বাড়িতে থাকত দিভয়াজ্দিকর তর্ণী শালী, যাকে খুবই স্কুদরী বলে মনে হত লেভিনের। লেভিন এও জানতেন যে দিভয়াজ্দিক এবং তাঁর দ্বী খুবই চান যে লেভিনের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হোক। সেটা তিনি নিঃসন্দেহে জানতেন যেমন তা সর্বদাই জানা থাকে বর নামক যুবাপ্রমুখদের, যদিও কাউকে কখনো সে কথা বলার সাহস পান নি এবং এও তিনি জানতেন যে যদিও তিনি বিবাহিত হতে ইচ্ছুকই, যদিও অতি মনোহারিণী মেয়েটির উত্তম দ্বী হওয়ারই কথা, তাহলেও কিটের প্রেমে না পড়লেও এ মেয়েটিকে তিনি বিয়ে করতে পারেন না, যেমন পারেন না আকাশে উড়ে যেতে। দিভয়াজ্দিকর কাছে আসা থেকে যে তৃপ্তি তিনি পাবেন বলে আশা করছিলেন, এই জ্ঞানটা তা মাটি করে দিছিল।

শিকারে আমল্রণ জানিয়ে স্ভিয়াজ্স্কি যে চিঠি দেন, সেটা পাওয়া মার কথাটা তিনি ভেবেছিলেন, তাহলেও স্থির করলেন তাঁকে নিয়ে স্ভিয়াজ্স্কির অমন কিছ্ম একটা চিন্তা আছে, এ অন্মানের মোটেই কোনো ভিত্তি নেই, সম্তরাং যাবেন। তা ছাড়া অন্তরে অন্তরে চাইছিলেন নিজেকে পরীক্ষা করবেন, ফের মেয়েটির জন্য নিজের হৃদয়াবেগ ব্বে দেখবেন। স্ভিয়াজ্স্কির গার্হস্থ্য জীবন ভারি চমংকার, আর লেভিন যাদের জানেন, তাদের মধ্যে জেমস্ত্রভার সেরা কর্মকর্তাদের অন্যতম হলেন স্ভিয়াজ্সিক, লেভিনের তাঁকে সর্বদাই অতি চিত্তাকর্ষক লেগেছে।

স্ভিয়াজ্স্কি সেই ধরনের একজন লোক যারা সর্বদাই অবাক করে লোভনকে, মতামত যাদের অতি সঙ্গতিপূর্ণ যদিও কথনোই স্বাধীন নয়,

সেটা এসে যায় আপনা-আপনি, অথচ জীবনের ধারা অসাধারণ সানিদি ভট ও দঢ়ে, চলে আপনা থেকে, একেবারে স্বাধীনভাবে এবং প্রায় সর্বদাই যুক্তিকে নাকচ করে। সিভয়াজ্যিক ছিলেন অসাধারণ উদার মতাবলম্বী ব্যক্তি। অভিজ্ঞাত সম্প্রদায়কে ঘূণা করতেন তিনি, মনে করতেন অধিকাংশ অভিজাতই গোপনে ভূমিদাসমালিক যদিও ভীর তাবশে সেটা প্রকাশ করে না। মনে করতেন রাশিয়া তরস্কের মতো একটা ধরংসপ্রাপ্ত দেশ আর রুশ সরকার এতই নচ্ছার যে গ্রুর্ড সহকারে তার ক্রিয়াকলাপের সমালোচনা করতে দেয় না কখনো; সেইসঙ্গে নিজে কিন্তু সরকারী কাজ চালাতেন, ছিলেন আদর্শ অভিজাত-প্রমূখ, আর বাইরে বেরবার সময় সর্বদাই পরতেন লাল কর্ড দেওয়া পদপরিচায়ক টুপি। তিনি মনে করতেন যে মনুষোচিত জीवनयाश्रन मुख्य क्विवन विरामा विषय भूत्यां शास्त्र स्थारन स्याजन, অথচ সেইসঙ্গে রাশিয়ায় অতি জটিল ও আধুনিক একটা জোত চালাতেন. আর রাশিয়ায় যা ঘটছে, অসাধারণ আগ্রহে তার সবকিছ, অনুধাবন করতেন, জানতেন স্বকিছু। তিনি মনে করতেন বিকাশের দিক দিয়ে রুশ চাষী রয়েছে বানর ও মানুমের মাঝামাঝি, অথচ জেমস্তুভো সভার নির্বাচনে সবার চেয়ে বেশি আগ্রহে করমর্দান করতেন চাষীদের, শুনতেন তাদের মতামত। তল্কেমল্রে বিশ্বাস ছিল না তাঁর, কিন্তু যাজকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও প্যারিশের সংখ্যা হ্রাসের প্রশ্ন নিয়ে খুবই ভাবিত থাকতেন, যদিও তাঁর গ্রামের গির্জাটি যাতে থাকে তার জন্য চেষ্টার কস্কুর করেন নি তিনি।

নারীদের প্রশ্নে তিনি ছিলেন তাদের পূর্ণ স্বাধীনতার, বিশেষ করে প্রমের অধিকারের চরমপন্থী পক্ষপাতীদের দলে, কিন্তু স্ফ্রীর সঙ্গে এমনভাবে দিন কাটাতেন যে লোকে তাঁদের নিঃসস্তান, মিলমিশ সংসার দেখে মৃদ্ধ হত, স্ফ্রীর জীবন তিনি এমনভাবে বে'ধে দিয়েছিলেন যে স্ফ্রী কিছু করতেন না, কী করে আরো ভালোভাবে ফুর্তিতে দিন কাটানো যায়, স্বামীর সঙ্গে এই সাধারণ উদ্বেগে ভাগ নেওয়া ছাড়া কিছু করতেও পারতেন না তিনি। লোককে তার ভালো দিকটা দিয়ে বিচার করার গুণ লেভিনের না থাকলে স্ভিয়াজ্মিকর চরিত্র নিয়ে তাঁর মনে কোনো জটিলতা বা প্রশ্ন দেখা দিত না; মনে মনে বলতেন লোকটা হাঁদা কিংবা ওঁছা, সবকিছুই পরিক্রার হয়ে যেত। হাঁদা তিনি বলতে পারেন না, কেননা স্ভিয়াজ্মিক নিঃসন্দেহেই শুধু অতি বৃদ্ধিমানই নন, অতিশয় শিক্ষিতও আর সে

শিক্ষা নিয়ে তাঁর কোনো জাঁক নেই। এমন বিষয় নেই যা তিনি জানতেন না; কিন্তু নিজের জ্ঞান তিনি জাহির করতেন কেবল যখন তা করতে বাধ্য হতেন। তাঁকে ওঁছা বলতে লেভিন পারেন আরো কম, কেননা নিঃসন্দেহেই সিভয়াজ্সিক ছিলেন সং, সদাশয়, বিচক্ষণ লোক, সজীব ফুর্তিতে তিনি নিরস্তর যে কাজ করে যেতেন, চারপাশের লোকেরা তাতে খুবই ম্লা দিত এবং নিশ্চয় সজ্ঞানে কোনো খারাপ কাজ তিনি কখনো করেন নি, তাঁর পক্ষে করা সম্ভবই নয়।

লেভিন চেষ্টা করেছেন তাঁকে ব্ঝতে কিন্তু ব্ঝতে পারেন নি, তিনি এবং তাঁর জীবন লেভিনের কাছে সর্বদা মনে হয়েছে একটা জীবন্ত প্রহেলিকা।

লোভিনের সঙ্গে তাঁর বন্ধত্ব ছিল, তাই দিভয়াজ্ দিককে জেরা করে তাঁর জীবনদ্ িটর মূলে পেণছিনোর চেণ্টা করা সম্ভব বলে লোভিন মনে করেছিলেন; কিন্তু সর্বদা বৃথা হয়েছে সে চেণ্টা। যতবার দিভয়াজ্ দিকর মানসের যে অভ্যর্থনা কক্ষ সবার কাছে উন্মুক্ত তার আরো ভেতরে যেতে গেছেন, ততবার দিভয়াজ্ দিক যে সামান্য বিব্রত বোধ করছেন, সেটা নজরে পড়েছে তাঁর; প্রায় অলক্ষ্য একটা শংকা ফুটেছে তাঁর দ্ িষ্টতে, যেন ভয় পাছেন লোভিন তাঁকে বুঝে ফেলবেন, সহৃদয় হাসিখ্ িশতে তিনি নিরস্ত করেছেন লোভিনকে।

এখন, বিষয়-আশয়ে মোহভঙ্গ হবার পর ভিতয়াজ্ ভিকর ওখানে যাওয়াটা খ্বই মনোরম লেগেছিল লেভিনের কাছে। নিজেদের এবং অন্য সবাইকে নিয়ে খ্লি এই সোভাগ্যবান কপোতেরা, তাঁদের স্কল্ব বাসাটি তাঁর ওপর যে স্থাবেশ ফেলছিল সে কথা ছেড়ে দিলেও নিজের জীবনে অতি অসন্থুট্ট বোধ করে লেভিনের ইচ্ছে হচ্ছিল ভিতয়াজ্ ভিকর মধ্যে তিনি সেই গোপন রহস্যটা ধরতে পারবেন, যা তাঁর জীবনে এনে দিচ্ছে এতটা ভ্পতট্তা, স্ক্রিদিণ্টতা আর আনন্দ। তা ছাড়া লেভিন জানতেন যে ভিতয়াজ্ ভিকর প্রতিবেশীরা জোতদার, আর জোতজমা নিয়ে, ফসল, ভাড়া করা মর্ক্রম ইত্যাদি নিয়ে যে কথাবার্তাগ্রেলা সবচেয়ে নিচু স্তরের গণ্য করা হয় বলে লেভিন জানতেন কিন্তু যা তাঁর কাছে এখন একমাত্র গ্রন্থপর্ণে, তা শোনা এবং তা নিয়ে কথার আদানপ্রদান তাঁর কাছে এখন অতি আগ্রহজনক। 'এটা হয়ত ভূমিদাসপ্রথার আমলে কিংবা ইংলন্ডের ক্ষেত্রে গ্রন্থপর্ণে নয়, উভয় ক্ষেত্রেই পরিভিতিটা স্ক্রিদিণ্ডট। কিন্তু আমাদের এখানে এখন যখন

সর্বাকছন ওলটপালট হয়ে গেছে এবং মাত্র স্বাস্থির হচ্ছে, পরিস্থিতিটা কিরকম হওয়া উচিত, এ প্রশ্ন যখন সবে দানা বাঁধছে, তখন রাশিয়ায় শন্ধন এইটেই গন্বনুত্বপূর্ণ প্রশন' — ভাবলেন লেভিন।

লেভিন যা আশা করেছিলেন, শিকারটা তেমন ভালো হল না। জলা শন্কিয়ে গিয়েছিল; স্নাইপ ছিল না একটাও। সারা দিন তিনি ঘ্রলেন, আনলেন শ্ব্ধ্ব তিনটে পাখি, তবে শিকার থেকে ফিরলে সর্বদা তাঁর যা হয়, এলেন চমংকার ক্ষিদে, চমংকার মেজাজ আর প্রচন্ড শারীরিক শ্রমের পর তাঁর মানসিকতায় বরাবর যে উত্তেজনা দেখা দেয় তাই নিয়ে। এবং শিকারকালে, যখন মনে হচ্ছিল তিনি কিছ্বই ভাবছেন না, তখনো থেকেই থেকেই তাঁর মনে পড়ছিল বৃদ্ধ আর তার সংসারের কথা আর সেটা যেন শ্ব্ধ্ব্ মনোযোগ নয়, তার সঙ্গে জড়িত কী একটার সমাধানও দাবি করছিল। সন্ধ্যায় চায়ের টেবিলে একটা অছির ব্যাপার নিয়ে আগত দুই

সন্ধ্যায় চায়ের টেবিলে একটা অছির ব্যাপার নিয়ে আগত দুই জোতদারের উপস্থিতিতে শ্রুর হল লেভিনের প্রত্যাশিত সেই চিন্তাকর্ষ ক আলাপটা।

চায়ের টোবলে লেভিন বসেছিলেন গৃহকর্ত্রীর কাছে, তাই তাঁর এবং লেভিনের সামনে উপবিষ্ট বোর্নাটর সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা চালাতে হয়। গোলগাল মুখ গৃহস্বামিনীর। পাতলা রঙের চুল, মাথায় খাটো, কেবলি জবলজবল করছেন গালের টোলে আর হাসিতে। তাঁর স্বামী লেভিনের কাছে যে গ্রুত্বপূর্ণ প্রহেলিকা হাজির করেছেন লেভিন চেণ্টা করলেন ওঁর মারফত সেটার সমাধান পেতে; কিন্তু অবাধ চিন্তার স্ক্রযোগ তাঁর হচ্ছিল না, কেননা কন্টকর অর্ম্বাস্ত হচ্ছিল তাঁর। কন্টকর অর্ম্বাস্ত তাঁর হচ্ছিল এই জন্য যে তাঁর সামনে বসেছিল গ্হেম্বামীর শালী, লেভিনের মনে হল সে যে পোশাকটা পরেছে সেটা বিশেষ করে তাঁর জন্যই, তাতে শাদা ব্রকের ওপর বিশেষরকমের একটা উন্মৃক্ত ট্রাপেজইডাল কাট: ব্রক ধবধবে শাদা হওয়া সত্তেও, কিংবা বিশেষ করে বক্ত ধবধবে শাদা বলেই ওই চতুম্পোণ কাটটা লেভিনের চিন্তার স্বাধীনতা হরণ করছিল। তিনি কল্পনা कर्तालन, भूत मछवछ जुल करत, य कावेवे जाँत कथा एउटारे कता रुखाए। ভাবলেন ওটার দিকে তাকাবার অধিকার নেই তাঁর এবং চেষ্টা করলেন না তাকাতে: কিন্তু অনুভব করলেন, কাটটা যে করা হয়েছে, শুধু সেই জন্যই তিনি দোষী। লেভিনের মনে হল তিনি দোষী। লেভিনের মনে হল তিনি কাউকে প্রতারণা করছেন, তাঁর উচিত কিছু, একটা বুঝিয়ে বলা, কিন্তু সেটা বোঝানো কিছ্মতেই চলে না, তাই তিনি অনবরত লাল হয়ে উঠতে লাগলেন, বোধ করলেন অস্থিরতা আর অস্বস্থি। তাঁর অস্থিরতা সঞ্জারিত হল স্মৃন্দরী শালীটির মধ্যেও। কিন্তু গৃহকর্ত্রী মনে হল সেটা লক্ষ্য করছেন না এবং ইচ্ছে করেই তাঁকে টানলেন কথাবার্তায়।

'আপনি বলছেন যে' — শ্রের্ করা আলোচনাটা চালিয়ে গেলেন গ্রেকর্ত্রী, 'র্নণী সর্বাকছনতে আমার স্বামীর আগ্রহ থাকতে পারে না। বরং উল্টো, বিদেশে থাকলে তিনি খ্রাশ হন, কিন্তু কখনোই এখানকার মতো নয়। এখানে নিজেকে তিনি অন্ভব করেন স্বীয় পরিবেশে। কত কাজ ওঁর, সর্বাকছনতে আগ্রহী হবার গ্রণ আছে তাঁর। ওহো, আমাদের ইশকুলে গেছেন আপনি?'

'দেখেছি... আইভিতে ছাওয়া বাড়িটা তো?'

'হ্যাঁ, ওটি নাস্তিয়ার কীর্তি' — বোনকে দেখিয়ে বললেন তিনি।

'আপনি নিজেই পড়ান?' লেভিন জিগ্যেস করলেন কাটটা এড়িয়ে তাকাবার চেষ্টা করে যদিও টের পাচ্ছিলেন, যেদিকেই তিনি তাকান না কেন, কাটটা তাঁর চোখে পড়বেই।

'হ্যাঁ, আমি নিজেই পড়াতাম এবং পড়াই, তবে আমাদের শিক্ষয়িত্রীটি চমংকার। শরীরচর্চাও চাল্ম করেছি আমরা।'

'না, ধন্যবাদ, আর চা খাব না' — লেভিন বললেন, এবং অন্ভব করছিলেন যে অসৌজন্য হচ্ছে, কিন্তু এ কথোপকথন আর চালাতে পারছেন না তিনি, লাল হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'খ্ব আগ্রহোদ্দীপক কথাবার্তা কানে আসছে' — যোগ দিলেন তিনি এবং গেলেন টেবিলের অন্য প্রাস্তে যেখানে বর্সোছলেন গৃহস্বামী ও জোতদার দ্ব'জন। স্ভিয়াজ্সিক বর্সোছলেন টেবিলের দিকে পাশকে হয়ে, কন্ই ভর দিয়ে কাপ ঘোরাচ্ছিলেন, অন্য হাত ম্বঠা করে দাড়ি ধরে থেকে থেকে তা নাকের কাছে নিয়ে যাচ্ছিলেন আবার নামিয়ে আনছিলেন, যেন শ্বকছেন। জন্লজনলে কালো চোখে তিনি সোজা তাকিয়ে ছিলেন পাকা-মোচ জোতদারের দিকে, স্পন্টতই ভদ্রলোক যা বলছিলেন তাতে মজা পাচ্ছিলেন তিনি। চাষিদের তিনি নিন্দা করিছিলেন। লেভিন বেশ ব্বাতে পারছিলেন, এর এমন জবাব স্ভিয়াজ্মিকর জানা আছে যে সঙ্গে সঙ্গেই ওঁর সমস্ত বক্তব্য ধ্লিসাং হয়ে যাবে, কিন্তু যে পদে তিনি অধিন্ঠিত তাতে সে জবাব দেওয়া যায় না, তাই জোতদারের মজাদার বক্তব্য তিনি শ্বনে যাচ্ছেন তৃপ্তির সঙ্গেই।

পাকা-মোচ জোতদারটি স্পণ্টতই ভূমিদাসপ্রথার ঝান্ ভক্ত। গ্রামের প্রনাে বাসিন্দা, বিষয়-আশয়ের কড়া মালিক। লেভিন তার লক্ষণ দেখলেন পােশাকে — সাবেক কালের জীর্ণ সাটুকে, যাতে জােতদার অনভান্ত, তাঁর ব্দিমান দ্রকুটিত চােখে, তাঁর র্শ ভাষার বাঁধ্নিতে, স্পণ্টতই দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় রপ্ত করা প্রভূত্বাঞ্জক স্বরে, অনামিকায় একটা প্রনাে পরিণয়াঙ্গব্রী পরা বড়াে বড়াে লাল রােদপােড়া হাতের দৃঢ় ভঙ্গিতে।

11 29 11

'যা গড়ে তুলেছি, যত মেহনত ঢালা হয়েছে, তা সব ভাসিয়ে দিতে মায়া না হলে... দ্রে ছাই বলে নিকোলাই ইভানিচের মতো চলে যেতাম... 'স্কুরী হেলেন' শ্নতে' — ব্দ্ধিমান বৃদ্ধ ম্থখানা প্রসন্ন হাসিতে উদ্থাসিত করে বললেন জোতদার।

'ভাসিয়ে তো দিচ্ছেন না' — বললেন নিকোলাই ইভানোভিচ স্ভিয়াজ্স্কি, 'তার মানে খতিয়ে দেখেছেন।'

'থতিয়ে দেখা সে শুধ্ একটাই, নিজের বাড়িতে থাকি, কেনা নয়. ভাড়া করা নয়। তা ছাড়া আরো আশা রাখি যে চাষীদের চৈতন্য হবে, নইলে বিশ্বাস কর্ন, এ শুধ্ মাতলামি, লাম্পটা! জমি কেবল ভাগের পর ভাগ, ঘোড়া নেই, গর্ন নেই। না খেয়ে মরবে, তাকে মজনুর খাটাও, আপনার সর্বনাশ করার ব্যন্ধিতে ঘাটতি পড়বে না, তার ওপর আবার সালিশী আদালতে টেনে নিয়ে যাবে।'

'সালিশী আদালতের কাছে আপনিও নালিশ কর্ন' — বললেন স্ভিয়াজ্সিক।

'আমি নালিশ করব? জান গেলেও নয়। এমন গর্জব রটবে যে নালিশে আনন্দ পাব না! এই কারখানার কথাই ধর্ন-না — অগ্রিম দাদন নিয়ে পালাল। কী করল সালিশী আদালত? বেকস্ব মাপ। সব টিকে থাকছে কেবল ভলোস্ত্ আর গ্রামপ্রধানের জন্যে। আগের কালের মতো ছাল ছাড়িয়ে নেয় তারা। তা না হলে সব চুলোয় দাও! পালাও দ্বিন্য়ার শেষ কিনারায়!'

স্পন্টতই জোতদার খেপাচ্ছিলেন স্ভিয়াজ্স্কিকে, কিন্তু তিনি শ্ব্ধ্ চটছিলেন না তাই নয়, বোঝা যায় মজাই পাচ্ছিলেন।

'ও সব ব্যবস্থা ছাড়াই তো আমরা জোতজমা চালাচ্ছি' — হেসে বললেন তিনি, 'আমি, লেভিন, উনি।'

অন্য জোতদারকে দেখালেন তিনি।

'হাাঁ, মিখাইল পেত্রভিচ চালাচ্ছেন, কিন্তু জিগ্যেস কর্ন-না, কিভাবে? এটা কি একটা য্তিষ্কু ব্যবস্থা?' বললেন জোতদার, স্পণ্টতই নিজের 'যুক্তিযুক্ত' শব্দটায় প্রীতি লাভ করে।

'আমার জোতজমা চালানো সহজ' — বললেন মিখাইল পেরভিচ, 'ভগবানের কৃপায়; হৈমন্তী ট্যাক্সের টাকাটা তৈরি রাখলেই হল। চামীরা আসে: মালিক, বাপ্রুজী, উদ্ধার করো গো! তা সবাই আপনার লোক, পাড়াপ্রতিবেশী, মায়া হয়। তিন ভাগের প্রথম ভাগটা দিয়ে শ্রুধ্ব বিল: মনে রেখো হে, তোমাদের সাহায্য করলাম, আমার যখন দরকার পড়বে — ওট ব্নতে, বিচালি বানাতে, ফসল তুলতে, তখন তোমরাও সাহায্য করো। তারপর কথা কয়ে নাও কার ভাগে কী। তবে তাদের মধ্যেও ধড়িবাজ আছে তা সতিয়।'

এই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা বহুদিন থেকে লেভিনের জানা, সিভয়াজ্মিকর সঙ্গে দ্ণিট বিনিময় করে, মিখাইল পেত্রভিচের কথায় বাধা দিয়ে তিনি আবার ফিরলেন পাকা-মোচ জোতদারের দিকে।

জিগ্যেস করলেন, 'তাহলে কী আপনি বলতে চাইছেন? কিভাবে এখন জোতজমা চালাতে হবে?'

'চালান মিখাইল পেত্রভিচের মতো করে: হয় চাষীদের আধভাগ দিন, নয় জমি পত্তান দিন তাদের কাছে; এটা করা যায়, তবে এতে করে ধরংস পাচ্ছে রান্ট্রের সাধারণ সম্পুদ। ভূমিদাসপ্রথায় আর ভালো ব্যবস্থাপনায় যেখানে আমি পেতাম নয় ভাগ, আধি প্রথায় পাচ্ছি তিন ভাগ। কৃষকম্বিক্ত রাশিয়ার সর্বনাশ করল।'

শিমত দ্ঘিতৈ শিভয়াজ্ শিক তাকালেন লেভিনের দিকে, এমনকি প্রায় অলক্ষ্য একটা উপহাসেরও ইঙ্গিত দিলেন; কিন্তু জোতদারের কথাটা হাস্যকর ঠেকল না লেভিনের কাছে; শিভয়াজ্ শিককে যতটা তিনি বোঝেন, তার চেয়ে জোতদারের কথাগালি তাঁর কাছে বেশি বোধগম্য। কৃষকম্ভিতে রাশিয়ার সর্বনাশ হয়েছে, এটা প্রমাণ করার পরে জোতদার আরো যা যা বলেছিলেন তার অনেক কিছ্ই লেভিনের কাছে মনে হয়েছিল সঠিক, তাঁর পক্ষে নতুন এবং অকাটা। স্পদ্টতই জোতদার বলছিলেন তাঁর নিজস্ব মতামত ষেটা ঘটে কদাচিৎ, আর সে মতামতে তিনি পেণিছেছেন অলস মন্তিষ্ককে বাস্ত রাখার বাসনা থেকে নয়, গ্রামের নিঃসঙ্গতায় যে জীবন তিনি কাটিয়েছেন আর সব দিক দিয়ে ভেবে দেখেছেন, এ মতামত দেখা দিয়েছে তাঁর সেই পরিস্থিতি থেকেই।

'দেখনুন-না, ব্যাপারটা হল এই যে স্বকিছ্ব প্রগতি ঘটে কেবল ক্ষমতার জোরে' — বলছিলেন তিনি, স্পষ্টতই দেখাতে চাইছিলেন যে শিক্ষাদীক্ষায় তিনি নেহাৎ অপাঙ্জের নন, 'পিটার, ইয়েকাতেরিনা, আলেক্সান্দরের সংস্কারগনুলো ধরনুন। ইউরোপের ইতিহাস নিন। কৃষির প্রগতি তো আরো বেশি। এমনকি আল্ব — তাও আমাদের এখানে চাল্ব হয়েছে জোরজ্বরদন্তিতে। লোকে লাঙ্গল দিয়ে স্বর্দা জমি চ্বেছে এমন তো নয়। তাও চাল্ব হয়েছে সম্ভবত ছোটো ছোটো রাজ্য গড়ে ওঠার সময়, কিন্তু নিশ্চয় চাল্ব হয়েছে জোর-জবরদন্তিতে। এখন, আমাদের কালে, আমরা জমিদাররা ভূমিদাসপ্রথার আমলে চাষ-আবাদ চালিয়েছি উন্নত পদ্ধতিতে; শ্বকাবার ফল্ব, ঝাড়াইয়ের ফল্ব, গোবর-সার দেওয়া, যতকিছ্ব ফল্ব — সব আমরা চাল্ব করেছি নিজেদের ক্ষমতার জোরে, চাষীরা প্রথমে বিরোধিতা করেছিল, পরে আমাদের অন্বসরণ করতে থাকে। এখন, ভূমিদাসপ্রথা উঠে যাওয়ায় আমাদের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হল, আর আমাদের চাষ-আবাদ যেখানে উর্দু মানে উঠেছিল তাকে একটা অতি আদিম, বর্বর স্তরে নেমে যেতে হবে। এই আমি ব্রিঝা'

'কেন? পদ্ধতিটা যদি যুক্তিযুক্ত হয়, তাহলে মজ্বর খাটিয়ে তা চালাতে পারেন' — স্ভিয়াজ্সিক বললেন।

'ক্ষমতা নেই যে। জিগ্যেস করি কাকে দিয়ে তা চালাব?'

'হ্যাঁ, শ্রমিক শক্তি — এই হল চাষ-আবাদের প্রধান উপাদান' — লেভিন ভাবলেন।

'মজ্ব দিয়ে।'

'ভালো করে খাটতে আর ভালো হাতিয়ার-পত্র নিয়ে খাটতে চায় না মজনুরেরা। আমাদের মজনুরেরা জানে শৃধ্ব একটা জিনিস — শৃরোরের মতো মদ গিলতে, যে য•ত্র ওদের দেওয়া হবে মাতাল হয়ে সবই ন৽ট করে ফেলবে। খোড়াকে জল খাইয়ে খাইয়ে মারবে, ভালো সাজ কেটে ফেলবে,

টায়ার পরানো চাকা বদলিয়ে মদ খাবে, মাড়াই কলে বোল্ট চুকিয়ে দেবে তা ভাঙবার জন্যে। যা নিজের মতনটি নয়, তা দেখলে বিম আসে ওদের। চাষ-আবাদের সমস্ত মান নেমে গেছে এই জন্যেই। জমি পড়ে থাকছে, ভরে উঠছে আগাছায় অথবা পত্তনি দেওয়া হচ্ছে চাষীদের, আগে যেখানে ফলত দশ লাথ, এখন সেখানে ফলে কয়েক লাথ, চার ভাগের এক ভাগ; দেশের মোট সম্পদ কমে গেছে। যদি একই জিনিস করা হত হিসেব করে...'

এবং কৃষকম্বিক্ত নিয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা পেশ করতে লাগলেন যাতে নাকি এই সব অসুবিধা দূর হতে পারত।

তাতে লেভিনের আগ্রহ ছিল না, জোতদার যখন তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন, লেভিন ফিরলেন তাঁর প্রথমাংশে এবং স্ভিয়াজ্স্কি যাতে গ্রুত্বসহকারে নিজের অভিমত দেন, সেজন্য তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন:

'চাষ-আবাদের মান যে নেমে যাচ্ছে এবং শ্রমিকদের সঙ্গে আমাদের যা সম্পর্ক তাতে যে লাভজনক যাক্তিয়ক্ত চাষ সম্ভব নয়, তা খুবই সতিয়।'

'আমি তা মনে করি না' — এবার গ্রুত্ব দিয়েই আপত্তি জানালেন দিভয়াজ্দিক, 'আমি শ্ব্যু এই দেখতে পাচ্ছি যে আমরা চাষ-আবাদ চালাতে পারি না এবং ভূমিদাসপ্রথার আমলে যা চালিয়েছি তার মান বড়ো বেশি উ°চুর বদলে, উলটো বরং ছিল বড়ো বেশি নিচু। আমাদের যন্ত্রপাতি নেই, ভালোরকম ভারবাহী পশ্ব নেই, সত্যিকারের পরিচালনা নেই, হিসেব করতে পারি না আমরা। জিগ্যেস কর্বন কোনো মালিককে, সে বলতে পারবে না কোনটা তার গক্ষে লাভজনক, কোনটা নয়।'

'ইতালিয়ান গণিতক' - জোতদার বললেন ব্যঙ্গভরে, 'যেভাবেই হিসেব কর্ন, সব ছয়লাপ করবে, লাভ আর হবে না।'

'কেন ছয়লাপ করবে? বাজে একটা মাড়াই কল, আপনার আহামরি র্শ যল্টটাকে নগট করবে, বাচপচালিত আমার যল্টটাকে করবে না। গে'য়ো, কী বলে তাকে? গে'তো একটা ঘোড়া লেজ ধরে যাকে ঠেলতে হয়, তাকে নগ্ট করবে, কিন্তু পেশেরন, অন্তত বিত্যুগ জাতের ঘোড়া রাখ্ন, তাকে নগ্ট করবে না। সব ব্যাপারেই তাই। আমাদের চাষ-আবাদকে তুলতে হবে উ'চতে।'

'কেনার মতো রেস্ত থাকলেও নয় হত, নিকোলাই ইভানিচ! আপনার আর কী. এদিকে আমায় ছেলের খরচাপাতি বইতে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে, ছোটোগ্রেলাকে পড়াতে হচ্ছে জিমনাসিয়ামে, তাই পেশেরন কেনা আমার দারা হবে না।'

'তার জন্যে ব্যাৎক আছে।'

'যাতে শেষ সম্পত্তিটুকুও নিলামে ওঠে? না বাপা, রক্ষে করান!'

'চাষ-আবাদের মান আরো উ'চুতে তোলা দরকার এবং সম্ভব, এ কথায় আমার সায় নেই' — লেভিন বললেন. 'আমি চাষ-আবাদ নিয়েই আছি, তার জন্যে টাকাও আছে আমার, কিন্তু কিছ্মই করতে পারছি না। ব্যাঙ্কে কার উপকার হচ্ছে জানি না। আমি অন্তত চাষবাসে যতই না টাকা ঢালি, সবই লোকসান: গরুবাছুরে — লোকসান, যন্দ্রপাতিতে — লোকসান।'

'এই হল খাঁটি কথা' — সন্তুষ্টিতে এমনকি হাসিম্বথেই সমর্থন করলেন পাকা-মোচ জোতদার।

'আর আমিই একা নই' — লেভিন বলে চললেন, 'যুক্তিযুক্তভাবে চাষ-আবাদ চালায় এমন সমস্ত মালিকেরই উল্লেখ করব আমি; বিরল ব্যতিক্রম বাদে সবাই তারা চালাচ্ছে লোকসান দিয়ে। আপনিই বলনে, বিষয়-আশয় থেকে আপনার লাভ হচ্ছে কি?' লেভিন বললেন এবং তৎক্ষণাৎ দিভয়াজ্ দিকর দ্ভিতিত লক্ষ্য করলেন ক্ষণিক সেই ভয়টা, দিভয়াজ্দিকর মানসের অভার্থনা কক্ষের চেয়ে বেশি দ্রে অগ্রসর হতে গেলে যা তাঁর চোথে পড়েছে।

তা ছাড়া লেভিনের দিক থেকে প্রশ্নটা করা সঙ্গত হয় নি। চায়ের টেবিলে গ্হকরা এইমাত্র তাঁকে বলেছেন যে এ বছর গ্রীছ্মে তাঁরা মন্দেলা থেকে হিসাবনিকাশে পারদশা জনৈক জার্মানকে আমন্ত্রণ করে আনেন, পাঁচশ' রুব্ল পারিতোষিকে তিনি তাঁদের বিষয়-আশয়ের হিসাব কষে দেখেন যে তাতে লোকসান যাছে তিন হাজার রুব্লের কিছু বেশি করে। তাঁর মনে নেই ঠিক কত, তবে জার্মানটা মনে হয় শেষ কপদকিটি হিসেব করে দেখেছেন।

সিভরাজ্ স্কির বিষয়-আশয় থেকে লাভের উল্লেখে জোতদার ভদ্রলোকটি হাসলেন, স্পন্টতই তাঁর জানা ছিল প্রতিবেশী অভিজাত-প্রম্থের কতটা মুনাফা হওয়া সম্ভব।

শ্ভিয়াজ্স্কি বললেন, 'হতে পারে যে লাভজনক নয়। তাতে শ্ব্র প্রমাণ হয় যে আমি হয় খারাপ মালিক, নয় পর্নজি ঢালছি খাজনা বাড়াবার জন্যে।' 'খাজনা, বটে!' সভয়ে চে°চিয়ে উঠলেন লেভিন, 'হয়ত খাজনা আছে ইউরোপে, জমিতে শ্রম নিয়োগ করায় তা উন্নত হয়েছে, কিন্তু আমাদের এখানে শ্রম নিয়োগ করে জমি খারাপই হচ্ছে, মানে, তাকে বেদম চধা হচ্ছে, স্বতরাং খাজনা আসতে পারে না।'

'খাজনা আসবে না মানে? ওটা যে আইন।'

'তাহলে আমরা আইনবহির্ভূত: খাজনা আমাদের কিছ্বই ব্যাখ্যা করে না, বরং গ্রুলিয়ে দেয়। না, বলুন তো, খাজনার তত্ত্ব কী করে...'

'দই খাবেন? মাশা, আমাদের এখানে কিছ্ম দই বা র্যাম্পর্বেরি পাঠাও' — স্মীকে বললেন তিনি, 'এ বছর র্যাম্পর্বেরি ধরে আছে অনেক বেশি দিন।'

অতি খোশমেজাজে স্ভিয়াজ্সিক উঠে চলে গেলেন, স্পণ্টতই তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে কথাবার্তাটা সেখানেই শেষ হয়ে গেছে যেখানে সবে শ্রু হচ্ছে বলে মনে হয়েছিল লেভিনের।

সহালাপীকে না পেয়ে লেভিন কথা চালিয়ে গেলেন জোতদারটির সঙ্গে, তাঁর কাছে প্রমাণ করার চেন্টা করলেন যে সমস্ত মুশাকিলটা এই থেকে আসছে যে আমরা আমাদের শ্রমিকদের গুণাগুণ ও অভ্যাস জানতে চাই না; কিন্তু স্বাধীনভাবে একা একা চিন্তা করতে অভ্যন্ত সমস্ত লোকের মতোই অপরের চিন্তা বোঝা জোতদারটির পক্ষে কঠিন হচ্ছিল, নিজের চিন্তাতেই তাঁর বিশেষ পক্ষপাত। এই কথায় তিনি জোর দিচ্ছিলেন যে রুশ চাষী শ্কর, শ্করত্বই সে ভালোবাসে, শ্করত্ব থেকে বার করে আনতে হলে দরকার ক্ষমতা, সেটা নেই, দরকার ভাণ্ডা, কিন্তু আমরা এতই উদারনীতিক হয়ে পড়েছি যে হাজার বছরের প্রনো ডাণ্ডার স্থলাভিষিক্ত করেছি উকিলদের আর কারাদণ্ডকে, যেখানে অপদার্থ দুর্গক্ষময় চাষীদের খাওয়ানো হয় ভালো স্কুপ, তাদের জন্য বরান্দ হয় অত ঘন ফুট বাতাস।

নিজের প্রশেন ফিরে আসার চেষ্টা করে লেভিন বললেন, 'কেন ভাবছেন যে শ্রম-শক্তির সঙ্গে এমন সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না যাতে কাজটা ফলপ্রস্টু হবে?'

'র্শ চাষীকে দিয়ে সেটা কখনো হবার নয়, ক্ষমতা নেই' — জবাব দিলেন জোতদার।

'নতুন শর্ত পাওয়া যাবে কেমন করে?' দই খেয়ে, ধ্মপান করে প্নরায় বিতকীদের কাছে এসে বললেন স্ভিয়াজ্স্কি, 'গ্রামক শক্তির সঙ্গে সম্ভবপর সমস্ত সম্পর্কই স্নিনির্দিট ও বিচারিত হয়েছে। বর্বরতার অবশেষ --- সমষ্টিগত দায়িত্বসহ আদিম গ্রামসমাজ আপনা থেকেই ভেঙে পড়ছে, ভূমিদাসপ্রথা বিলন্পু, থাকছে শন্ধন্ন স্বাধীন শ্রম, তার রূপ সন্নিদিষ্ট ও সন্প্রস্তুত হয়ে উঠেছে, সেগনুলো নিতে হবে। ক্ষেত্মজনুর, দিনমজনুর, খামারী — এ থেকে বেরুতে পারবেন না।

'কিন্তু এই সব রূপগ্নলোতে ইউরোপ সন্থুষ্ট নয়।'

'অসন্তুষ্ট এবং নতুন রুপের সন্ধান করছে। তা পেয়েও যাবে সম্ভবত।' 'আমি তো শ্ব্ধ সেই কথাই বলছি' — জবাব দিলেন লেভিন, 'আমাদের তরফ থেকে আমরাই বা সন্ধান করব না কেন?'

'কারণ সেটা হবে নতুন করে রেলপথ নির্মাণের প্রণালী নিয়ে ভাবতে বসার সমান। সে প্রণালী তো তৈরিই আছে, উন্তাবিত হয়ে গেছে।'

'কিন্তু সেটা যদি আমাদের উপযোগী না হয়, যদি তা হয় নির্বোধ?' লেভিন বললেন।

এবং ফের লক্ষ্য করলেন স্ভিয়াজ্সিকর চোখে ভয়ের ভাব।

'হ্যাঁ, যা বলেছেন: আমরা তুড়ি মেরে ওড়াই, ইউরোপ যা খ্রুছে, সেটা আমরা পেরে গেছি! এ সবই আমি জানি, কিন্তু মাপ করবেন, শ্রমিকদের স্বাবস্থার প্রশেন ইউরোপে যা করা হয়েছে, তা সব আপনি জানেন কি?'

'না, বিশেষ কিছু জানি না!'

'ইউরোপের সেরা সেরা মাথা এই সমস্যা নিয়ে খাটছে, শুল্ট্সে-ডেলিচ... তারপর শ্রমিক প্রশ্ন নিয়ে অতি উদারনৈতিক লাসাল ধারার বিপ্লে সাহিত্য... মিলগাউজেন প্রথা — এগ্লেলা এখন বাস্তব ঘটনা, আপনি নিশ্চয় এ সব কথা জানেন।'

'কিছ্মটা ধারণা আছে, তবে খ্বই ঝাপসা।'

'না, ওটা আপনি শ্বের্বলছেন; সম্ভবত এ সব আপনি জানেন আমার চেয়ে কম নয়। আমি অবশ্য সমাজবিদার অধ্যাপক নই, কিন্তু এ সব আমার আগ্রহ জাগায়, আর আগ্রহ যদি জাগে, তাহলে সত্যিই তো তা নিয়ে লোকে খাটবে।'

'কিন্তু কী সিদ্ধান্তে তাঁরা পেণছৈছেন?' 'মাপ করবেন…' জে।তদাররা উঠে দাঁড়ালেন আর স্ভিয়াজ্স্কির মনের অভ্যর্থনা কক্ষের পেছনে উ'কি দেবার অপ্রীতিকর অভ্যাসটায় লেভিনকে ফেলে রেখে স্ভিয়াজ্স্কি চলে গেলেন অতিথিদের এগিয়ে দিতে।

แรษแ

মহিলাদের সঙ্গে সে সন্ধ্যাটা অসহ্য একঘেয়ে লেগেছিল লেভিনের কাছে; বিষয়-আশয় নিয়ে যে অসন্তুন্দি তিনি এখন বোধ করছেন, সেটা যে তাঁর একার নয়, রাশিয়ায় ব্যাপারস্যাপার যা তারই সাধারণ পরিস্থিতি এই ভাবনাটায় তাঁকে আগে কখনো এমন বিচলিত করে নি। তাঁর মনে হল, মাঝপথের ওই চাষীটার মজ্বররা যেভাবে খাটছে, সেইভাবেই তারা যেন খাটে, মজ্বরদের এমন সম্পর্ক স্থাপন করা ম্বপ্ন নয়, অবশ্য সাধনীয় একটা কর্তব্য। তাঁর মনে হল এ কর্তব্য সাধন করা যায় এবং সে চেন্টা করা উচিত।

মহিলাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এবং পরের গোটা দিনটাও এখানে থেকে গিয়ে ওঁদের সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে দেখতে যাবেন সরকারী বনের মধ্যে অতি চিন্তাকর্ষক একটা খাদ এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে শ্রমিক সমস্যা নিয়ে যে বইটা চিন্তয়াজ্ চিক দেবেন বলেছিলেন, সেটা নেবার জন্য ঘ্রমের আগে লেভিন গেলেন তাঁর স্টাডিতে। ঘরটা প্রকাণ্ড, তাতে সারি সারি বইয়ের আলমারি আর দ্র্টি টেবিল — ঘরের মাঝখানে একটা জগদ্দল লেখার টেবিল, অন্যটা গোল, তার ওপর বাতিদান ঘিরে নক্ষরাকারে নানান ভাষায় পরপ্রিকা বিছানো। লেখার টেবিলের কাছে বইয়ের শেল্ফ, তার দেরাজগ্রেলায় সোনালী অক্ষরে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়বস্তুর নাম।

শিভয়াজ্শিক বইটা এনে দিয়ে একটা দোলন চেয়ারে বসলেন।

লেভিন গোল টেবিলটার কাছে থেমে পত্রপত্রিকায় চোখ ব্লাচ্ছিলেন, স্ভিয়াজ্সিক তাঁকে শাধালেন, 'কী ওটা দেখছেন?'

লেভিনের হাতে যে পত্রিকাটা ছিল সেটা দেখে বললেন, 'ও এইটে, খ্বই চিত্তাকর্ষক একটা প্রবন্ধ আছে ওতে। দেখা যাচ্ছে' — খ্রিশতে চাঙ্গা হয়ে তিনি যোগ দিলেন, 'পোল্যান্ড বিভাগের জন্যে প্রধান অপরাধী মোটেই ফ্রিডরিখ নন। দেখা যাচ্ছে...'

এবং তাঁর স্বভাবস্কাভ প্রাঞ্জলতায় বললেন এই নতুন, অতি গ্রুত্বপূর্ণ ও আগ্রহোন্দীপক উদ্ঘাটনগ্নলির কথা। লেভিনের মন এখন বিষয়কর্মের ভাবনায় বাস্ত থাকলেও গৃহকর্তার কথা তিনি শ্নুনতে লাগলেন আর নিজেকে প্রশ্ন করলেন: 'কী আছে ওর ভেতরটায়? আর কেন, কেনই-বা পোল্যান্ড বিভাগ নিয়ে ওর অত আগ্রহ?' স্ভিয়াজ্স্কির কথা যখন শেষ হল. অজ্ঞাতসারেই লেভিন বলে ফেললেন, 'কিন্তু তাতে কী হল?' কিছুই হয় নি। যা 'দেখা যাচ্ছে' সেইটেই কেবল আগ্রহোন্দীপক। কিন্তু কেন ওটা তাঁর কাছে আগ্রহোন্দীপক, সেটা স্ভিয়াজ্সিক ব্রিয়ে বললেন না, প্রয়োজনও বোধ করলেন না বলার।

'আমায় কিন্তু ভারি আগ্রহী করে তুর্লোছল ওই রাগী জোতদারটি' — দীর্ঘশ্বাস ফেলে লেভিন বললেন, 'লোকটার মাথা আছে, সত্যি কথাই বলেছে অনেক।'

'আহ্ ছাড়্ন! আর সবার মতোই গোপনে গোপনে ঝান্ একটি ভূমিদাস মালিক!' স্থিয়াজ্যিক বললেন।

'আপনি যাদের অভিজাত-প্রমুখ...'

'হাাঁ, শ্ব্ধ্ব ওদের প্রম্বত্ব করি ভিন্ন দিকে…' হেসে বললেন শিভ্রাজ্ শিক। লেভিন বললেন, 'আমায় এইটে খ্ব ভাবাচ্ছে। ও ঠিকই বলেছে যে আমাদের কাজটা, মানে য্বিক্তয্ক ভিত্তিতে কৃষি চলছে না, চলছে কেবল ওই চুপচাপ লোকটির মতো মহাজনী চাব বা যেটা একান্ত মাম্লী। সেটা কার দোষ?'

'বলা বাহ্বল্য আমাদেরই, তবে চলছে না, এ কথাটা ঠিক নয়। ভাসিলচিকভের তো চলছে।'

'কারখানা যে...'

'তাহলেও কিন্তু ব্রুবতে পারছি না আপনি অবাক হচ্ছেন কিসে। বৈষয়িক আর নৈতিক দ্ইয়েরই বিকাশের এত নিশ্নস্তরে চাষীরা রয়েছে যে স্পণ্টতই যা তার জানা নেই তেমন স্বাকিছ্রই তার বিরোধিতা করার কথা। ইউরোপে যুক্তিযুক্ত কৃষি চলে কেননা চাষীরা সেখানে শিক্ষিত। স্বতরাং চাষীদের শিক্ষিত করতে হবে — এই হল কথা।'

'কিন্তু সেটা করা যায় কিভাবে?'

'চাষীদের শিক্ষিত করে তোলার জন্যে দরকার তিনটি জিনিস — দকুল, দকুল এবং দকুল।'

'কিন্তু আপনি নিজেই তো বললেন যে চাষীরা রয়েছে বৈষয়িক বিকাশের নিশ্নস্তরে। তাহলে স্কুলে তাদের কী সাহায্য হবে?'

'জানেন, আপনার কথায় রোগীকে পরামর্শ দানের একটা চুটকি মনে পড়ছে: 'আপনি জোলাপ নিন।' 'নিয়েছি, খারাপ দাঁড়াল।' 'তাহলে জোঁক লাগিয়ে দেখন।' 'দেখেছি, আরো খারাপ হল।' 'তাহলে আর কী, প্রার্থনা কর্ন ভগবানের কাছে।' 'তাও করেছি হল আরো খারাপ।' আপনারও তাই। আমি অর্থশান্দের কথা বলছি, আপনি বলছেন — আরো খারাপ, আমি সমাজতলের কথা বলছি — আরো খারাপ। শিক্ষা — আরো খারাপ।'

'কিন্তু স্কুল সাহায্য করবে কী করে?'

'নতুন চাহিদা এনে দেবে।'

'ঠিক এই জিনিসটাই আমি বৃবে উঠতে পারি নি কখনো' — উত্তেজিত হয়ে আপত্তি জানালেন লেভিন, 'নিজেদের বৈষয়িক অবস্থা উন্নত করতে চাষীদের কিভাবে সাহায্য করবে স্কুল? আপনি বলছেন স্কুল থেকে, শিক্ষাথেকে চাষীর নতুন চাহিদা জাগবে। সেটা আরো খারাপ, কেননা তা মেটাবার সাধ্য তার থাকবে না। আর যোগ-বিয়োগের জ্ঞান বা হিতোপদেশ কী করে তার বৈষয়িক অবস্থা উন্নত করতে পারে, এটা কখনো আমি বৃবে উঠতে পারি নি। পরশ্ সন্ধেয় ছেলে-কোলে একটি নারীর সঙ্গে দেখা হয় আমার, জিগোস করলাম কোথায় সে যাচ্ছে। বললে: 'গিয়েছিলাম বৃত্তির কাছে। ছেলেটার চিল্লানি রোগ ধরেছে, তাই সারাতে নিয়ে যাই।' জিগোস করলাম. বৃত্তি এ রোগ সারায় কী করে। 'বৃত্তি ছেলেটাকে বসায় ম্বরগীর সঙ্গে আর কী সব মন্ত্র পডে।'

'এই তো আপনি নিজেই বলছেন! চিল্লানি সারাবার জন্যে সে যাতে ম্রগীর কাছে ছেলেটাকে নিয়ে না যায়, তার জন্যে দরকার...' সানন্দে হেসে বললেন স্ভিয়াজ্যিক।

'আরে না' — সক্ষোভে লেভিন বললেন, 'এ চিকিৎসা আমার কাছে শুধ্ স্কুল দিয়ে চাষীদের চিকিৎসা করার মতো। চাষীরা গরিব, অশিক্ষিত, এটা আমরা স্পন্ট দেখতে পাচ্ছি যেমন বৃড়িটা দেখছে চিল্লানি রোগ। কিন্তু চিল্লানি থেকে মুরগি তাকে কী সাহায্য করবে এটা যেমন দুর্বোধ্য, তেমনি দারিদ্রা থেকে চাষীকে কী সাহায্য করবে স্কুল, সেটাও তেমনি দুর্বোধ্য। কেন সে দরিদ্র, সাহায্য করা উচিত সেইখানটায়।'

'এক্ষেত্রে তাহলে আপনি অস্তত দেপনসারকে সমর্থন করছেন যাকে আপনার ভারি অপছন্দ; উনিও বলেন যে শিক্ষা আসতে পারে প্রচুর সচ্ছলতা, জীবনের স্বাচ্ছন্দা, ঘন ঘন গাত্র প্রক্ষালন থেকে, উনি যা বলেন, অংক কষার নৈপন্ন্য থেকে নয়…'

'তা আমি খ্ব খ্নিশ অথবা উল্টো, বড়োই অখ্নিশ যে স্পেনসারের সঙ্গে আমার মত মিলছে; তবে এ কথাটা আমি অনেকদিন থেকে জানি যে স্কুলে কোনো উপকার করে না, সাহায্য হয় তেমন ব্যবস্থায় যাতে জনগণ হবে সমৃদ্ধ, অবকাশ মিলবে বেশি, — তখন স্কুলও হবে।'

'তাহলেও সারা ইউরোপে স্কুল এখন বাধ্যতাম্লক।'

'কিস্থু আপনি নিজে, আপনি কি এ ব্যাপারে দ্পেনসারের সঙ্গে একমত?' জিগ্যোস করলেন লেভিন।

কিন্তু দিভয়াজ্দিকর চোথে ঝিলিক দিল ভয়, আর হেসে তিনি বললেন:

'তা ঐ চিল্লানি রোগটা খাশা! আপনি শুনেছেন নাকি?'

লেভিন টের পেলেন যে লোকটির জীবন আর চিন্তার মধ্যে সম্পর্ক কী সেটা তিনি ধরতে পারবেন না কিছ্বতেই। স্পণ্টতই তাঁর য্বন্তিবিস্তারে কী সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় তাতে তাঁর কিছ্ব এসে যায় না; ওঁর আগ্রহ শ্ব্যুব্তিবিস্তারের প্রক্রিয়াটায়। আর সেটা তাঁকে কানার্গালতে ঠেলে দিলে তাঁর খ্বই বিছছিরি বোধ হয়। তাঁর ভালো লাগে না শ্ব্যু এইটেই, প্রীতিকর মজাদার কোনোকিছ্বতে আলাপের মোড় ঘ্রারয়ে দিয়ে তিনি পালান।

মাঝপথের চাষীটি তাঁর মনে যে ছাপ ফেলেছিল, যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যেন এখনকার সমস্ত অনুভব আর চিন্তার ভিত্তিস্বর্প তা থেকে শ্রুর করে এদিনকার সমস্ত অনুভৃতি ভয়ানক আলোড়িত করছিল লেভিনকে। অমায়িক এই যে স্ভিয়াজ্স্কি, নিজের চিন্তাগ্রুলো যিনি জমিয়ে রাখেন কেবল জনসমাজে ব্যবহারের জন্য, স্পণ্টতই যাঁর আছে জীবনের অন্য কোনো কোনো ভিত্তি যা লেভিনের কাছে গোপন, অথচ সেইসঙ্গে যিনি চলেন অগণিত জনতার সঙ্গে, জনমত চালিত করেন তাঁর কাছে বিজাতীয় ধ্যান-ধারণা দিয়ে: কোপন এই যে জোতদার, প্রপীড়িত জীবনের যুক্তিগুলি যাঁর খুবই সঠিক, কিন্তু গোটা একটা শ্রেণী, তদ্পেরি রাশিয়ার সেরা শ্রেণীটির প্রতি বিদ্বেষ পোষণে যা বেঠিক; নিজেরই কার্যকলাপে তাঁর অসন্তোষ আর তা সংশোধন করতে পারার একটা ঝাপসা আশা — এ সবই মিলে গেল ভেতরকার একটা উদ্বেগ আর অচিরেই তার সমাধানের প্রত্যাশায়।

তাঁকে যে ঘরখানা দেওয়া হয়েছিল তাতে লেভিন শ্বয়ে রইলেন একটা দিপ্রঙের খাটে, লেভিনের হাত-পায়ের নড়নচড়নে তার দিপ্রঙগ্বলো হঠাং হঠাং মাথাচাড়া দিচ্ছিল, ঘ্বম হল না অনেকখন। বিজ্ঞ অনেক উক্তি থাকলেও দিভয়াজ্ দিকর একটা আলাপেও আগ্রহ ছিল না লেভিনের; কিন্তু জোতদারের য্বিভগ্বলো বিবেচনার দাবি রাখে। আপনা থেকেই তাঁর সমস্ত কথা স্মরণ করলেন লেভিন আর তিনি যে জবাব দিয়েছিলেন, কল্পনায় সেটা শ্বধরে নিলেন।

'হাাঁ. ওঁকে আমার বলা উচিত ছিল: 'আপনি বলছেন আমাদের চাষ-আবাদ চলছে না কারণ চাষীরা কোনো উন্নত ব্যবস্থা দ্ব'চক্ষে দেখতে পারে না, সেটা জাের করে চালানাে দরকার : কিন্তু এই সব উন্নত ব্যবস্থা ছাডা চাষ-আবাদ যদি আদৌ না চলত. তাহলে আপনার কথা ঠিক হত: কিন্তু তা তো চলছে এবং চলছে সেখানে লোকে যেখানে খাটে নিজেদের অভ্যাস অনুসারে, যেমন মাঝপথের ওই বুড়োটার ওখানে। চাষ-আবাদ নিয়ে আপনাদের আর আমাদের অসন্তব্যিতে প্রমাণ হয় যে দোষটা হয় আমাদের নয় কৃষি-শ্রমিকদের। শ্রমশক্তির বৈশিষ্ট্যের কথা না ভেবে আমরা অনেকদিন থেকে আমাদের পদ্ধতি, ইউরোপীয় পদ্ধতি চাল, করার জন্যে মাথা ঠকছি। শ্রমশক্তি যে আদর্শ শক্তি নয়, নিজেদের সহজবোধে চালিত রুশ চাষী - সেটা মেনে, সেই ভেবে চাষ-আবাদের ব্যবস্থা করা যাক। ধরে নিন' — আমার বলা উচিত ছিল, 'আপনার চাষ-আবাদ চলছে ওই ব,ডোটার মতো, কাজের সাফলো ম,নিষদের আগ্রহী করার উপায় এবং যে উন্নয়নগলো তারা মেনে নেবে তার একটা মধ্যপন্থ। আপনি পেয়ে গেলেন.— তাহলে আপনি মৃত্তিকাকে জীর্ণ না করে আগের তুলনায় ফসল পাবেন দ্বিগন্ন, তিনগন্ন। ভাগাভাগি কর্ন, অর্ধেকটা দিন শ্রমশক্তিকে, তাহলেও যে বাদবাকিটা আপনার থেকে যাচ্ছে, সেটা হবে বেশি. শ্রমণক্তিও পাবে বেশি। আর সেটা করতে হলে দরকার চাষ-আবাদের মান নামানো এবং চাষের সাফল্যে মুনিষদের আগ্রহী করে তোলা। কিভাবে তা করতে হবে. সেটা খ'টিনাটির প্রশ্ন কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই যে তা করা সম্ভব।'

এই ভাবনায় ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠলেন লেভিন, অর্ধেকটা রাত তিনি ঘুমালেন না, ভাবনাটা কাজে পরিণত করার খংটিনাটি নিয়ে চিস্তা করতে লাগলেন। পরের দিনই চলে যাবার কোনো তোড়জোড় তিনি করছিলেন না, কিন্তু এখন ঠিক করলেন ভোর সকালেই বাড়ি ফিরবেন। তা ছাড়া শ্যালিকার গাউনে ওই উন্মুক্ত কাটটা তাঁর মনে কুকার্য করার জন্য লক্জা আর অন্তাপের মতো একটা অন্ভৃতি খোঁচাচ্ছিল। তাঁর কাছে এখন প্রধান কথা গাড়িমসি না করে চলে যাওয়া: দরকার চাষীদের শীতের বপনের আগেই নতুন পরিকল্পনার প্রস্তাব দিতে পারা যাতে বপনটা চলবে নতুন ভিত্তিতে। আগেকার ব্যবস্থা সব ঢেলে সাজবেন বলে তিনি স্থির করলেন।

11 65 11

লেভিনের পরিকল্পনা হাসিল করায় মৃশকিল ছিল অনেক: কিন্তু যত শক্তি ছিল লড়লেন এবং যা তিনি চাইছিলেন ততটা না হলেও, তাঁর যা সাধ্য সেটা তিনি হাসিল করলেন এবং আত্মপ্রতারণা না করে তাঁর বিশ্বাস হল যে এর জন্য খাটার সার্থকিতা আছে। প্রধান একটা মৃশকিল ছিল এই যে চাষ-আবাদ চাল্ব হয়ে গিয়েছিল, স্বকিছ্ব থামিয়ে দিয়ে গোড়া থেকে শ্রহ্ব করা সম্ভব ছিল না, দরকার চাল্ব অবস্থাতেই যক্ষটাকে নতুন করে নেওয়া।

বাড়ি ফিরে লেভিন যথন সেই সন্ধ্যাতেই গোমস্তাকে তাঁর পরিকল্পনার কথা জানালেন, স্কুপন্ট আনন্দের সঙ্গে সে সায় দিলে সেই অংশটায় যেখানে মানা হয়েছে যে এতদিন পর্যন্ত যা করা হয়েছে সেটা অর্থহীন এবং অলাভজনক। গোমস্তা বললে সে তো অনেক দিন থেকেই তা বলে আসছে, কিন্তু কান দেওয়া হয় নি ওর কথায়। তবে চাষবাসের সমস্ত উদ্যোগে চাষীদের মতো সে শেয়ার-হোল্ডার হিশেবে অংশ নেবে, লেভিনের এই প্রস্তাবে মুখ তার খ্বই লান হয়ে গেল, স্কুনির্দিষ্ট কোনো মত প্রকাশ করলে না সে, শ্ব্যু তৎক্ষণাৎ জানাল যে কালই রাইয়ের বাকি গাদিগ্রলাকে জড়ো করতে হবে আর লোক পাঠাতে হবে, লেভিনও টের পেলেন যে সে বলতে চায় এখন ও সব আলোচনার সময় নেই।

চাষীদের কাছেও একই কথা বলায় এবং নতুন শর্তে জমি বিলির প্রস্তাব দেওয়ায় লেভিন সেই একই প্রধান এই মুশকিলের সম্মুখীন হলেন যে দিনের চলতি কাজে তারা এত বাস্ত যে নতুন ব্যবস্থার লাভ-লোকসান নিয়ে ভাবার সময় নেই তাদের।

সাধাসিধে চাষী ইভান, গোয়ালে যে খাটে, সপরিবারে সে গোয়াল থেকে পাওয়া লাভে অংশ নিক, লেভিনের এই প্রস্তাব সে প্রেরা ব্রবল বলে মনে হল এবং প্রেরাপ্রির সায় দিল। কিন্তু লেভিন যখন ভবিষ্যৎ লাভের কথা তাকে বোঝাতে গেলেন, ইভানের মুখে ফুটে উঠল শংকা আর এই আফশোস যে সব কথা শেষ অবধি শ্নুনতে সে পারছে না এবং তাড়াতাড়ি করে কোনো একটা কাজ ভেবে নিল যাতে দেরি করা চলে না: আঁকশি নিয়ে বিচালি টেনে স্টল থেকে বার করতে অথবা জল ঢালতে, কিংবা গোবর পরিষ্কার করতে লেগে গেল সে।

আরেকটা মুশকিল হল, যতটা পারা যায় শুষে নেওয়ার বাসনা ছাড়া জমিদারের যে অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে সে সম্পর্কে কৃষকদের ঘারতর অবিশ্বাস। ওদের দৃঢ় বিশ্বাস যে জমিদার যাই বল্ক, তার যা সত্যিকারের উদ্দেশ্য সেটা কথনো বলবে না তাদের। নিজেরাও তারা মতামত দিতে গিয়ে অনেককিছ্ব বললে, কিন্তু কদাচ বললে না তাদেরই-বা সত্যকার উদ্দেশ্য কী। তা ছাড়া (লেভিন টের পেলেন যে তিরিক্ষি জোতদারটি ঠিকই বলেছিলেন), চুক্তি যাই হোক তার প্রথম এবং অপরিবর্তনীয় শর্ত তারা এই রাখল যে চাষ-আবাদের কোনো একটা নতুন পদ্ধতি ও নতুন হাতিয়ার ব্যবহারে তাদের বাধ্য করা চলবে না। তারা মানল যে কলের লাঙল ভালো চমে, স্ক্রারফায়ার কাজ দেয় মন্দ নয়, কিন্তু হাজারটা কারণ তারা দেখাল কেন ওদ্বটোর কোনোটাই ব্যবহার করা চলে না আর জমির মান নামানো দ'রকার বলে লেভিন নিঃসন্দেহ থাকলেও উন্নত য্যবস্থা যার উপকারিতা স্কুপণ্ট তা ছেড়ে দিতে কণ্ট হল তাঁর। কিন্তু এ সব মুশ্বিল সত্ত্বেও তিনি তাঁর নিজের কথাটাই বহাল করলেন এবং শরং নাগাদ ব্যাপারটা এগ্বতে থাকল কিংবা তাই অন্তত মনে হয়েছিল তাঁর।

প্রথমে লেভিন ভেবেছিলেন গোটা খামার যেমন আছে তেমনি রেখে নতুন বারোয়ারি, শতে তা তুলে দেবেন চাষীদের, কৃষি-শ্রমিকদের আর গোমস্তার হাতে, কিন্তু আতি সত্বর নিঃসন্দেহ হলেন যে সেটা সম্ভব নয়, তাই ঠিক করলেন ওটাকে ভাগ ভাগ করতে হবে। গোশালা, বাগান, শব্দি ভূ'ই, বিচালি মাঠ, কয়েকটা উপবিভাগে বিভক্ত খেত হবে পৃথক পৃথক জোত। সাধাসিধে যে ইভান ব্যাপারটা সবাইয়ের চেয়ে ভালো ব্রেছে বলে লোভিনের মনে হয়েছিল, সে প্রধানত নিজের পরিবার থেকে লোক জন্টিয়ে গোশালার ভার নিলে। দ্রের যে খেতটা আট বছর পতিত পড়ে ছিল, চালাক-চতুর ছাতোর ফিওদার রেজনাভের সাহায্যে নতুন সামাজিক ভিত্তিতে সেটা নিলে ছয়টি কৃষক পরিবার আর একই শর্তে গোটা শক্ষি ভূ'ইটা পত্তনি নিলে চাষী শ্রায়েভ। বাকিটা আগের মতোই রইল, কিন্তু এই তিনটে ইউনিট হল নতুন ব্যবস্থার স্ত্রপাত এবং প্রোপ্রি তা বাস্ত রাখল লেভিনকে।

এ কথা সত্যি যে গোশালার ব্যাপারটা এখনো পর্যন্ত আগের চেয়ে ভালো চলছে না এবং গরম গোয়াল আর ক্রীম থেকে মাখন বানানোয় ইভান তীর আপত্তি জানায় এই বলে যে ঠাপ্ডায় গর্দের খাবার লাগে কম আর টক ক্রীমে মাখন ওঠে তাড়াতাড়ি। আগের মতো বেতন দাবি করল সে এবং যে টাকাটা সে পেল সেটা যে বেতন নয়, লাভে তার ভাগের আগাম, তাতে বিন্দুমাত্র গা করল না।

এ কথা সত্যি যে শর্তমতো ফিওদোর রেজনুনভের দল চাষের জমি কলের লাঙল দিয়ে দ্ব'বার চষে নি এবং কৈফিয়ত দিলে হাতে সময় কম। এ কথা সত্যি যে এই দলের চাষীরা নতুন ভিত্তিতে চাষ চালাবার শর্ত নিলেও জমিটাকে বারোয়ারি নয়, বলত পত্তনি এবং শ্ব্রু চাষীরা নয় নিজে রেজনুনভও একাধিকবার লেভিনকে বলেছে, 'জমির জন্যে থাজনা নিলে পারেন, তাতে আপনিও নিশ্চিন্ত, আমরাও ছাড়া পাই।' তা ছাড়া শর্ত ছিল এ জমিতে ওরা গোয়াল আর মাড়াই ভু'ই বানাবে, সেটা ওরা পিছিয়ে দিচ্ছিল, টেনে নিয়ে গেল শীত অবধি।

এ কথা সত্যি যে শ্রায়েভ যে শব্দি ভূ'ই পত্তনি নিয়েছিল সেটা সে ছোটো ছোটো খণ্ডে চাষীদের বিলি করতে চাইছিল। স্পন্টতই যে শর্তে ওকে জমি দেওয়া হয়েছিল সেটা সে ভূল ব্বেছে এবং মনে হল ইচ্ছে করেই ভূল ব্বছে।

এ কথা সত্যি যে চাষীদের সঙ্গে কথা বলার সময় এবং উদ্যোগটায় কী লাভ সেটা তাদের বোঝাতে গিয়ে লেভিন প্রায়েই অন্ভব করেছেন তারা শ্নাছে কেবল তাঁর গলার স্বর আর দ্টেভাবে তারা জেনে রেখেছে যাই উনি বল্ন, নিজেদের প্রতারিত হতে তারা দেবে না। বিশেষ তীব্রভাবে এটা তিনি অন্ভব করেছেন চাষীদের মধ্যে সবচেয়ে চতুর রেজ্নভের সঙ্গে কথা বলার সময় আর লক্ষ্য করেছেন চোখে তার এমন একটা নাচন যাতে পরিষ্কার প্রকাশ পায় লেভিনের প্রতি উপহাস আর এই দ্য়ে নিশ্চয়তা যে কেউ যদি প্রতারিত হতে চায় হোক, সে, রেজ্বনভ কখনোই নয়।

কিন্তু এ সব সত্ত্বেও লেভিন মনে করলেন যে ব্যাপারটা চাল্ম হয়েছে, কড়া হিসেবে রেখে এবং নিজের মতে জিদ ধরে থেকে তিনি ভবিষ্যতে ওদের কাছে প্রথাণ করে দেবেন এ ব্যবস্থাটায় কী লাভ আর তখন আপনা থেকেই চলতে থাকবে ব্যবস্থাটা।

এই সব ব্যাপার, সেইসঙ্গে তাঁর হাতে থেকে যাওয়া খামার আর ঘরে বসে বইটা লেখার কান্ডে সারা গ্রীষ্ম লেভিন এত ব্যস্ত রইলেন যে শিকারেও প্রায় যেতেনই না। জিনটা ফেরত দিতে এসেছিল যে লোকটা তার কাছ থেকে তিনি জানতে পেলেন যে অবলোনস্কিরা মস্কো চলে গেছেন। তিনি টের পেলেন যে দারিয়া আলেক সান্দ্রভনার চিঠির জবাব না দিয়ে, নিজের যে মুর্খতার কথা ভাবতে গিয়ে লম্জায় রাঙা না হয়ে উঠে তিনি পারতেন না. তাতে তিনি নিজের জাহাজটাই পর্নিডয়েছেন, কখনো আর ওঁদের কাছে যাবেন না। বিদায় না নিয়েই চলে এসে তিনি একই ব্যবহার করেছেন শ্ভিয়াজ শ্কির সঙ্গে। ওঁদের কাছেও তিনি আর যাবেন না কখনো। এখন এতে তাঁর এমন কিছ্ম এসে যায় না। তাঁর বিষয়-আশয়ের নতুন ব্যবস্থার ব্যাপারটায় তিনি এত ব্যস্ত রইলেন যা আর কখনো হয় নি। শ্ভিয়াজ্ শ্কি তাঁকে যে বইগুলো দিয়েছিলেন তা তিনি ফের পড়লেন, যেসব বই তাঁর ছিল না তার বায়না দিলেন, এই বিষয়টা নিয়ে অর্থনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক প্রস্তুক যা ছিল আবার পড়লেন এবং যা আশা করেছিলেন, তিনি যে কাজটা শুরু করেছেন তার সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন কিছুই পেলেন না। অর্থনৈতিক প্রস্তুকগুলিতে, দুন্টাস্তুস্বরুপ মিল্'তে, যা তিনি প্রথম পড়লেন অতি উত্তেজনায় এই আশা করে যে যেকোনো মুহূতে তিনি তাঁর সমস্যাগ্রনির সমাধান পেয়ে যাবেন পেলেন তিনি ইউরোপীয় অর্থনীতির পরিস্থিতি থেকে আহত নিয়ম: কিন্তু তিনি কিছুতেই বুঝতে পারলেন না কেন রাশিয়ায় অপ্রযোজ্য এই নিয়মগ্রালিকে হতে হবে সাধারণ নিয়ম। একই জিনিস তিনি দেখলেন সমাজতান্ত্রিক প্রস্তুকগ্নলিতে: হয় এগ্নলি অপর্প কিন্ত অপ্রযোজ্য উৎকল্পনা যা নিয়ে তিনি মেতেছিলেন ছাত্রজীবনেই. অথবা ইউরোপে যে অবস্থা বিদ্যমান, রাশিয়ার কৃষিকর্মের সঙ্গে যার মিল নেই তার সংশোধন, মেরামতি। অর্থশাস্ত্র বলছে, ইউরোপের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ও পাচ্ছে যেসব নিয়ম অনুসারে তা সার্বজনীন ও সন্দেহাতীত।

সমাজতন্ত্র বলছে এই সব নিয়মে বিকাশ পরিণত হচ্ছে ধরংসে। এর কোনোটাই শর্ধ্ব জবাবই নয়, সামান্য ইঙ্গিত দিল না কোটি কোটি হাত আর দেসিয়াতিনা জমি নিয়ে কী করতে হবে তাঁকে, লেভিনকে এবং সমস্ত রুশী চাষী আর ভূম্বামীদের যাতে সাধারণ কল্যাণের জন্য তা হয় সর্বাধিক উৎপাদনশীল।

ব্যাপারটা একবার হাতেই নেওয়া হয়েছে বলে তার বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক সর্বাকছ্ব লেভিন পড়লেন প্রুখান্প্রুখ করে এবং শ্বির করলেন শরংকালে বিদেশে যাবেন অকুশ্বলে ব্যাপারটা অনুধাবন করতে যাতে বিভিন্ন প্রশ্নে তাঁর যা প্রায়ই ঘটেছে এই প্রশ্নটায় তা যেন আর না হয়। সহালাপীর কথাটা সবে ব্রুতে শ্রুর্ করেছেন আর নিজেরটা বলবেন. হঠাৎ শ্রুনলেন কিনা: 'আর কাউফমান, জোল্স, দ্যুব্রুয়া, আর মিচেলি? আপনি ওঁদের পড়েন নি। পড়াুন; ওঁরা এই প্রশ্নটারই বিচার করেছেন।'

উনি এখন পরিষ্কার দেখতে পেলেন যে তাঁকে কিছ্ব বলার নেই কাউফমান আর মিচেলির। তিনি জানেন কী তিনি চান। রাশিয়ার আছে চমংকার জমি, চমংকার কৃষি-শ্রমিক, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাঝপথের ওই চাষীটির মতো কৃষি-শ্রমিক আর জমি উৎপাদন করে প্রচুর, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যখন পর্বাজ লিম করা হয় ইউরোপীয় ধরনে, তখন ফলন হয় কম আর এটা ঘটছে শ্ব্রু এই কারণে যে কৃষি-শ্রমিকেরা খাটতে চায় এবং ভালো খাটে কেবল তাদের স্বকীয় ধরনে, তাদের বিরোধিতাটা আপতিক নয়, নিত্যকার, জনগণের ধাতটাই তার ভিন্তি। তিনি ভাবছিলেন, বিশাল অকর্ষিত ভূমিতে বাস পাতা ও তা হাসিল করা যে র্শ জনগণের নির্বন্ধ তারা যতদিন না তা হাসিল হচ্ছে ততদিন সে জন্য প্রয়োজনীয় এই সব পদ্ধতি আঁকড়ে আছে আর সে পদ্ধতিগ্রিল সাধারণত যা ভাবা হয় তেমন খারাপ কিছ্ব নয়। তিনি চাইছিলেন তত্ত্বগতভাবে বইয়ে আর ব্যবহারিকভাবে তাঁর খামারে সেটা তিনি প্রমাণ করবেন।

110011

সেপ্টেম্বরের শেষে গোয়াল বানাবার জন্য কাঠ এনে ফেলা হল, গর্র দ্বধের মাখন বেচে ভাগাভাগি করা হল তার লাভ। কার্যক্ষেত্রে ব্যাপারটা চলতে লাগল চমংকার, অন্তত লেভিনের তাই মনে হল। সমস্ত জিনিসটা তাত্ত্বিকভাবে প্রতিপল্ল করা এবং রচনাটা শেষ করা যা লেভিনের কল্পনায় অর্থশান্তে শ্ব্রু বিপ্লবই ঘটাবে না, তাকে একেবারে নিশ্চিক্ত ক'রে শ্রুর্ করবে একটা নতুন শাস্ত্র — কথা, জমির সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক — এর জন্য প্রয়োজন ছিল বিদেশে গিয়ে এই দিক দিয়ে কী করা হয়েছে তা দেখা এবং সেখানে যে থা-কিছ্ করা হয়েছে সেটা যা দরকার তা নয় — এর অকাট্য প্রমাণ আবিষ্কার করা। গম সরবরাহের জন্য অপেক্ষা করছিলেন লেভিন, টাকাট্য পেলেই বিদেশে চলে যাবেন, কিন্তু শ্রুর্ হল বৃষ্টি, জমিতে যে শস্য আর আল্ তখনো বাকি তা তোল। গেল না, থেমে গেল সমস্ত কাজ, এমনকি গম সরবরাহও। রাস্তায় দ্র্গম কাদা; বানের তোড়ে ভেসে গেল দ্বটো হাওয়া-কল, ক্রমেই খারাপ হতে থাকল আবহাওয়া।

৩০ সেপ্টেম্বর সূর্য দেখা দিল, এবার আবহাওয়া ভালো যাবে এই আশায় লেভিন যাত্রার জন্য মন স্থির করে তৈরি হতে লাগলেন। গম বোঝাই করার হৃকুম দিলেন তিনি, বেনিয়ার কাছে গোমস্তাকে পাঠালেন টাকার জন্য, এবং চলে যাবার আগে শেষ নির্দেশাদি দানের জন্য নিজে গেলেন আবাদ দেখতে।

সব কাজ সেরে চামড়ার আচ্ছাদন বেয়ে গড়ানো জলের ধারায় ঘাড়ে পায়ে ভিজে, তবে ভারি চাঙ্গা হয়ে খোশ মেজাজে সন্ধ্যার দিকে তিনি ঘরে ফিরলেন। সন্ধ্যায় আবহাওয়া হয়েছিল খারাপ। সর্বাঙ্গ ভেজা, কান আর মাথা ঝটকানো ঘোড়াটা এমন ঘা খাচ্ছিল শিলাব্চিটতে যে পাশকে হয়ে চলছিল সেটা। কিন্তু হ্রডের তলে দিব্যি ছিলেন লেভিন, খ্রশি হয়ে তিনি তাকাচ্ছিলেন চারপাশে, কখনো খানা দিয়ে ছ্রটন্ত ঘোলা জলের স্লোতের দিকে, কখনো ন্যাড়া ডালের ডগায় লেগে থাকা জলের ফোঁটা, কখনো সেতৃব তক্তায় পড়ে থাকা শিলার শাদা ছোপ, কখনো আনগ্ন বিচ গাছের চারপাশে ঘন হয়ে জমে ওঠা তখনো সরস, শাঁসালো ঝরাপাতাগ্রলোর দিকে। চারপাশে বিমর্ষ আবহাওয়া সত্ত্বেও লেভিনের খ্রব খ্রশি লাগছিল। দ্রের গ্রামটায় চাষীদের সঙ্গে তাঁর যে কথাবার্তা হয় তাতে দেখা গেল যে তারা নতুন সম্পর্কে অভ্যন্ত হতে শ্রের করেছে। যে জমাদারের বাড়িতে পোশাক শ্রকিয়ে নেবার জন্য লেভিন উঠেছিলেন, স্পণ্টতই সে তাঁর পরিকল্পনা অনুমোদন করছিল, নিজেই সে গরু কেনার সমবায়ে যেগে দেবার প্রস্তাব দেয়।

'শ্বধ্ব অটলভাবে নিজের লক্ষ্যের দিকে এগ্রনো চাই, তাহলেই সেটা সিদ্ধ হবে' — ভাবছিলেন লেভিন, 'এর জন্যে খাটা-খাটুনির একটা অর্থ আছে বৈকি। এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, প্রশ্নটা সাধারণের কল্যাণ নিয়ে। সমস্ত চাষ-আবাদ, প্রধানত লোকেদের অবস্থা একেবারে বদলাতে হবে। দারিদ্রোর বদলে — সাধারণ সম্দি, সন্তুটি; শন্তার বদলে — মিল, শ্বার্থে দ্বার্থে যোগ। এক কথা, বিনা রক্তপাতে বিপ্লব, কিন্তু এই ষে মহাবিপ্লব প্রথমে সেটা হবে আমাদের উয়েজ্দে, পরে গ্রবেনির্মায়, রাশিয়ায়, শেষে সারা বিশ্বে। কেননা ন্যায্য একটা ভাবনা ফলপ্রস্কু না হয়ে যায় না। হাাঁ, এই উদ্দেশ্যের জন্যে খাটার সার্থকতা আছে। আর খাটছি যে আমি, সেই কস্তিয়া লেভিন, বলনাচের আসরে যে গিয়েছিল কালো গলাবন্ধ এ°টে, কিটি শ্যেরবাংশ্লায়া যাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, নিজের কাছেই যে কর্নাম্পদ, অকিণ্ডিংকর, তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না। আমার দৃঢ়ে ধারণা, নিজের সবক্ছি, শ্মরণ করে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনই নিজেকে এমনি আকিণ্ডিংকর জ্ঞান করতেন, এমনি আত্মবিশ্বাসহীন। এর কোনো মানে হয় না। ওঁরও মনে হয় নিজের এক আগাফিয়া মিখাইলোভনা ছিল, যার কাছে তিনি তাঁর পরিকল্পনাগ্রলোর কথা খালে বলতেন।'

এই সব ভাবতে ভাবতে অন্ধকারে লেভিন এসে পেণছলেন বাড়িতে। গোমস্তা বেনিয়ার কাছে গিয়ে ফিরে এসেছে গমের জন্য টাকার একাংশ নিয়ে, জমাদারের সঙ্গে কথা কয়ে নিয়েছে, পথে আসতে আসতে সে শ্বনেছে যে অন্য লোকেদের শস্য সর্বগ্রই এখনো খেতেই থেকে গেছে, তাই তাদের যে একশ' ষাট গাদি তোলা হয় নি সেটা অনাদের তুলনায় কিছুই নয়।

খাওয়া সেরে লেভিন সচরাচরের মতো আরাম-কেদারায় বসলেন বই নিয়ে এবং পড়তে পড়তেই ভেবে চললেন তাঁর রচনা প্রসঙ্গে আসয় সফরটার কথা। আজ তাঁর উদ্যোগের পর্রো তাৎপর্য বিশেষ স্পণ্টর্পে প্রতীয়মান হয়েছে তাঁর কাছে, আপনা থেকেই তাঁর চিস্তার মর্মার্থ প্রকাশের মতো বাক্যাবলি দেখা দিতে থাকল তাঁর মনে। ভাবলেন, 'এগর্লো লিখে রাখতে হবে, এগর্লো হবে সংক্ষিপ্ত মর্খবন্ধ যা আগে আমি ভেবেছিলাম নিষ্প্রয়োজন।' লেখার টেবিলে যাবার জন্য তিনি উঠে দাঁড়ালেন, পায়ের কাছে শর্মে থাকা লাস্কাও টান টান হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাকাল তাঁর দিকে যেন জিগ্যেস করছে কোথায় যাওয়া হবে। কিন্তু লেখার ফুরসত হল না, কেননা মন্ডলেরা এল তাঁর কাছে। লেভিনও প্রবেশ-কক্ষে গেলেন তাদের সঙ্গে দেখা করতে।

মণ্ডলদের পরে, অর্থাৎ পরের দিনের কাজের নির্দেশাদি দেওয়া এবং

তাঁর কাছে যেসব চাষীর কাজ ছিল তাদের সঙ্গে দেখা করার পর লোভন তাঁর ন্টাডিতে গিয়ে লেখায় বসলেন। লাস্কা শ্রেয় পড়ল টেবিলের নিচে; আগাফিয়া মিখাইলোভনা মোজা বুনতে বসলেন তাঁর নিজের জায়গায়।

কিছ্মুক্ষণ লেখার পর হঠাৎ অসাধারণ তীক্ষ্মতায় তাঁর মনে ভেসে উঠল কিটি, তার প্রত্যাখ্যান, তাকে শেষ দেখার স্মৃতি। উঠে দাঁড়িয়ে তিনি পায়চারি করতে লাগলেন ঘরে।

'আরে, ছটফট করার কিছ্ম নেই' — আগাফিয়া মিখাইলোভনা তাঁকে বললেন, 'ঘরে বসে আছেন কেন? যখন যাবেন ঠিক করেছেন তখন ওই গরম ফোয়ারাগ্মলোর কাছে গেলেই পারেন।'

'পরশাই যাচ্ছি আগাফিয়া মিখাইলোভনা। কাজগালো শেষ করতে হবে।' 'কাজ আবার কী! চাষীদের আপনি উপকার করেছেন কি কম! লোকে বলে, জার এর জন্যে আপনাকে শিরোপা দেবে। সত্যি অবাক মানি, চাষীদের জন্যে আপনার কী এত দরদ?'

'তাদের জন্যে নয়, যা করছি তা নিজের জন্যে।'

বিষয়-আশয় নিয়ে লেভিনের পরিকল্পনার সমস্ত খ্রিটনাটি জানা ছিল আগাফিয়া মিখাইলোভনার। লেভিন প্রায়ই তাঁর ভাবনার স্ক্রের দিকগ্লোর কথাও তাঁকে বলতেন, তাঁর সঙ্গে তর্ক আর তাঁর দ্ণিউভিঙ্গির সঙ্গে অমত কম হত না। কিন্তু এখন উনি যা বললেন তা একেবারে ভিন্ন অর্থে ব্রুবলেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা।

দীর্ঘাস ছেড়ে তিনি বললেন, 'নিজের আত্মার জন্যে, তা ভালো, সেই কথাই তো ভাবা চাই। এই তো আমাদের পার্ফেন দেনিসিচ, 'ক' অক্ষর গোমাংস, কিন্তু যেভাবে মরল, ভগবান কর্ন যেন স্বাই মরতে পারে সেভাবে' — বললেন তিনি সম্প্রতি বিগত এক বাঁধা চাকর সম্পর্কে, 'গির্জার আশীর্বাদ নেওয়া, শেষকৃত্য করা, স্বই করে গেল।'

'সে কথা আমি বলছি না' — লেভিন বললেন, 'আমি বলছি যে এ সব' করছি নিজের লাভের জন্যে। চাষীরা যদি ভালো করে খাটে, তাতে আমারই লাভ।'

'তা আপনি যতই কর্ন, চাষী যখন আলসে তখন সবই ভক্ষে ঘি ঢালা। বিবেক থাকলে কাজ করবে, না থাকলে কিছ্নই হবার নয়।'

'হাাঁ। কিন্তু আপনি নিজেই তো বলছেন যে গোয়ালের কাজে ইভান ভালো করে খাটতে শ্রু করেছে।' 'আমি শ্ব্ধ্ব একটা কথাই বলি' — আগাফিয়া মিখাইলোভনা জবাব দিলেন স্পষ্টতই হঠাৎ করে নয়, নিজের চিস্তার কঠোর সঙ্গতি অন্সরণ করে, 'আপনার বিয়ে করা উচিত, এই হল কথা!'

নিজেই তিনি এইমাত্র যা ভাবছিলেন, আগাফিয়া মিখাইলোভনা ঠিক সেটারই উল্লেখ করায় বিরক্ত ও আহত বোধ করলেন লেভিন। ভূর্ব কোঁচকালেন তিনি, কোনো জবাব না দিয়ে ফের বসলেন কাজে, কাজটার তাৎপর্য নিয়ে যা ভাবছিলেন, ফের তা আওড়ালেন মনে মনে। স্তব্ধতার মধ্যে মাঝে মাঝে তাঁর কানে আসছিল আগাফিয়া মিখাইলোভনার উল বোনার কাঁটার শব্দ, আর যা তিনি মনে করতে চান না সেটা মনে পড়ে গিয়ে ফের ভূর্ব কোঁচকালেন।

নটার সময় শোনা গেল ঘণ্টি আর কাদায় গাডি টানার চাপা শব্দ।

'তাহলে আমাদের এখানে কেউ অতিথি এল, আপনার আর বেজার লাগবে না' -- উঠে দরজার দিকে এগ্নতে এগ্নতে বললেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা। কিন্তু লেভিন তাঁকে ছাড়িয়ে সামনে গেলেন। কাজ তখন আর এগ্নিচ্ছিল না, যেকোনো অতিথিই আসন্ক, লেভিন তাতে খ্রিশ।

11 05 11

সিণ্ডির অর্থেকিটা পর্যন্ত নেমে প্রবেশ-কক্ষে কাশির পরিচিত একটা শব্দ শ্বনলেন লেভিন কিন্তু নিজের পদক্ষেপের শব্দের দর্ন শ্বনলেন অসপণ্টভাবে আর আশা করলেন যে ভুল শ্বনেছেন; তারপর চোথে পড়ল প্র্ণ দৈর্ঘ্যে হান্ডিসার ম্তিটা, আত্মপ্রবন্ধনার অবকাশ আর রইল না, তাহলেও তখনো আশা করতে লাগলেন যে তাঁর ভুল হয়েছে, লম্বা যে মানুষটা কাশতে কাশতে কোট খ্লছে সে তাঁর দাদা নিকোলাই নয়।

দাদাকে ভালোবাসতেন লেভিন কিন্তু তার সঙ্গে একত্রে থাকাটা সর্বদাই হত একটা যন্ত্রণার ব্যাপার। আর এখন তাঁর মনে যে চিন্তা আসছিল আর আগাফিয়া মিখাইলোভনার যে উক্তিগন্লোর প্রভাবে তিনি যখন একটা অসপট গোলমেলে অবস্থার মধ্যে রয়েছেন, তখন দাদার সঙ্গে সাক্ষাংটা মনে হল বিশেষ কন্টকর। হাসিখন্শি, সন্স্থ, অনাত্মীয় এক অতিথি যে তাঁর অন্তরের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করতে পারবে বলে তিনি আশা করেছিলেন তার বদলে তাঁকে দেখতে হচ্ছে কিনা দাদাকে, যে তাঁকে আদ্যন্ত চেনে, তাঁর অতি অন্তর্নিহিত ভাবনাগ্র্লোকে যে খ্রিচয়ে তুলবে, সবকিছ্ম প্ররোপ্রার খ্রলে বলতে বাধ্য করবে তাঁকে। আর সেটা তিনি চাইছিলেন না।

বিছছিরি এই মনোভাবটার জন্য নিজেই নিজের ওপর চটে গিয়ে লেভিন ছুটে গেলেন প্রবেশ-কক্ষে। দাদাকে কাছ থেকে দেখা মাত্র কিস্তু ব্যক্তিগত হতাশার ভাবটা মিলিয়ে গিয়ে তার জায়গায় দেখা দিল কর্না। নিকোলাই ভাইকে তার শীর্ণতা ও র্মতায় আগে যত ভয়ংকরই লাগ্নক, এখন সে আরো শীর্ণ, আরো রুগ্ন। এ যেন চর্মাবৃত এক কঙ্কাল।

প্রবেশ-কক্ষে লম্বা রোগা গলাটা ঝটকাতে ঝটকাতে মাফলার খ্লছিল সে। অন্তুত একটা কার্নুণ্যে হাসল। দীন, বাধ্য সে হাসি দেখে লেভিন অন্তুত করলেন যে তাঁর গলার মধ্যে দলা পাকিয়ে উঠছে।

'এই তো চলে এলাম তোমার কাছে' — ভাইয়ের মুখের ওপর থেকে মুহ্তের জন্যও চোখ না সরিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল নিকোলাই, 'অনেকদিন থেকেই আসতে চাইছিলাম কিন্তু শরীর ভালো যাচ্ছিল না, এখন কিন্তু বেশ ভালো হয়ে উঠেছি' — দাড়িতে বড়ো বড়ো রোগা হাত বুলিয়ে বলল সে।

'বেশ করেছ!' লেভিন বললেন। আর চুম্ খেতে গিয়ে ঠোঁটে দাদার শরীরের শ্বন্দকতা অন্ভব করে আরো ভয়ংকর লাগল তাঁর, দেখলেন নিজের চোখের সামনে দাদার বড়ো বড়ো, অন্তুত রকমের জবলজবলে চোখ।

কয়েক সপ্তাহ আগে লেভিন দাদাকে লিখেছিলেন যে জমির ছোটো যে অংশটুকু অবণ্টিত পড়ে ছিল তার বিক্রি বাবদ প্রায় দ্বহাজার র্ব্লের মতো তার ভাগটা সে পেতে পারে।

নিকোলাই বলল যে সে এখন এসেছে টাকাটা নিতে এবং প্রধান কথা নিজের নীড়ে থাকতে, মাটি ছু;তে যাতে প্রোকালের মহাবীরদের মতো আসল্ল ক্রিয়াকলাপগ্লোর জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। নিকোলাই আরো কু'জো হয়ে গেলেও এবং নিজের দৈর্ঘ্যের তুলনায় আশ্চর্যরকম শীর্ণ হয়ে থাকলেও তার গতিবিধি বরাবরের মতোই ক্ষিপ্র ও ঝটকা-মারা। লেভিন তাকে নিয়ে গেলেন স্টাডিতে।

দাদা পোশাক বদলাল অসম্ভব যত্ন সহকারে যা আগে কখনো দেখা যায় নি, পাতলা হয়ে আসা সোজা সোজা চুলগ্নলোকে আঁচড়াল, তারপর হেসে উঠল ওপরে। মেজাজ তার অতি শ্লেহশীল আর শরীফ, বাল্যকালে লেভিন তাকে যে-রকমটা দেখেছিলেন। এমনকি সের্গেই ইভানোভিচের কথাও সে বলল বিনা বিদ্বেষ। আগাফিয়া মিখাইলোভনাকে দেখে একটু ঠাট্টা করল, জিগ্যেস করল প্রনো চাকরবাকরদের খবরাখবর। পার্ফেন দেনিসিচ মারা গেছে শ্নেবিচালিত হল সে; একটা ভীতি ফুটে উঠল মুখে; তবে সঙ্গে সঙ্গেই সেটা সে ঝেড়ে ফেলল।

'ও তো বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিল' — এই বলে প্রসঙ্গটা সে পালটাল, 'হার্ন, তোমার এখানে একমাস কি দ্বুমাস থাকব, তারপর মস্কোয়। জানো, মিয়াগ্কভ আমায় একটা চাকরি দেবে বলে কথা দিয়েছে, আমিও কাজই নেব। এখন আমি জীবনটাকে চালাব অন্যভাবে' — বলে চলল সে, 'জানো, ওই মাগীটাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।'

'মারিয়া নিকোলায়েভনাকে? সেকী?'

'এহ্, ও একটা নচ্ছার মাগী! আমার বড়ো ক্ষতি করেছে।' কিন্তু কী ক্ষতি করেছে সেটা সে বলল না। সে তো আর বলতে পারে না যে মারিয়া নিকোলায়েভনাকে সে ভাগিয়েছে চা'টা কড়া হয় নি বলে, এবং প্রধান কথা, তাড়িয়েছে কারণ ও তার দেখাশোনা করত এমনভাবে যেন সে একটা রোগী। 'তা ছাড়া মোটের ওপর আমি এখন চাই জীবনটা একেবারে বদলে নিতে। বলা বাহ্লা সবার মতো আমিও আহাম্মকি করেছি, তবে টাকাকড়িটা সবচেয়ে তুচ্ছ ব্যাপার, ওর জন্যে আমার আফশোস নেই। শৃথ্য প্রাক্তার থাকলেই হল আর প্রান্থটা, জয় ভগবান, ভালো হয়েছে।'

লেভিন শ্বনছিলেন আর ভাবছিলেন, কিন্তু ভেবে পাচ্ছিলেন না কী বলবেন। নিকোলাইও সম্ভবত একই ব্যাপার বোধ করছিল; লেভিনের অবস্থা কেমন চলছে তা নিয়ে জিজ্ঞেসাবাদ করতে লাগল সে; নিজের কথা বলতে গিয়ে খ্বিশ হলেন লেভিন, কেননা সে কথা তিনি বলতে পারেন ভান না করে। নিজের পরিকল্পনা আর কার্যকলাপের কথা তিনি বললেন দাদাকে।

দাদা শ্বনছিল, কিন্তু স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছিল যে ওতে তার আগ্রহ নেই। এই দ্বটি মান্ব এত আপন, এত ঘনিষ্ঠ যে সামান্যতম একটা ভঙ্গি, গলার স্বর উভয়কেই বলে দিচ্ছিল কথা যা বলতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশি।

এখন ওঁদের দ্'জনেরই শ্ব্ধ্ একটা চিস্তা — নিকোলাইয়ের রোগ ও আসম মৃত্যু — যাতে অন্যসব চিস্তা চাপা পড়েছে। কিন্তু ওঁদের কেউই সে কথা তোলার সাহস পাচ্ছিলেন না, তাই যে একটা জিনিসে তাঁদের মন নিমম্ম সেটা প্রকাশ না করে আর যা-কিছ্নই তাঁরা বল্ল-না কেন, সবই হচ্ছিল মিথ্যে। সন্ধ্যার যে অবসান হল, এখন শ্লতে যেতে হয়, এতে লেভিনের এত আনন্দ আর কখনো হয় নি। বাইরের কোনো লোকের সঙ্গেবা সরকারী কোনো সাক্ষাৎকারে এত অস্বাভাবিক ও অসৎ তিনি হন নি আর কখনো। এবং এই অস্বাভাবিকতার চেতনা আর তার জন্য অন্শোচনা তাঁকে করে তুলছিল আরো অস্বাভাবিক। নিজের ম্ম্ব্র্, প্রিয়তম দাদার জন্য কাল্লা পাচ্ছিল তাঁর, অথচ কিভাবে সে বেণ্চে থাকবে সে আলাপ তাঁকে কিনা শ্লনে যেতে হচ্ছিল, সায় দিতে হচ্ছিল তাতে।

বাড়িটা ছিল স্যাংসেকে, শ্ব্ধ একটা ঘরই গরম করা, তাই লেভিন দাদাকে শোয়ালেন নিজেরই শোবার ঘরে, পার্টিশনের ওপাশে।

দাদা শ্বল, ঘ্বম এসেছিল কি আসে নি যাই হোক, এপাশ-ওপাশ করছিল রোগীদের মতো আর কাশছিল, কাশি যথন থামতে চাইছিল না, কী যেন বিড়বিড় করছিল। মাঝে মাঝে যথন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছিল, বলছিল: 'ওহ্ ভগবান!' মাঝে মাঝে যথন শ্লেজায় শ্বাস র্দ্ধ হয়ে আসছিল, বিরক্তিতে বলে উঠছিল, 'ধ্বঃ শালা!' এই সব শ্বনতে শ্বনতে অনেকখন ঘ্বম আসে নি লেভিনের। চিস্তাগ্বলো তাঁর আসছিল নানা রকমের, কিন্তু সব চিন্তার শেষটা একই: মৃত্যু।

মৃত্যু, সবকিছ্রই যা শেষ, অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে তা ভেসে উঠল তাঁর সামনে। আর সে মৃত্যু রয়েছে এখানেই, তাঁর ভালোবাসার পার দাদার মধ্যে, ঘ্রমের ভেতর যে কাতরাচ্ছে, অভ্যাসবশে কখনো ভগবান, কখনো শালা বলে উঠতে যার দিধা নেই, আগে তাঁর যা মনে হয়েছিল, সে মৃত্যু মোটেই তেমন স্মৃদ্র নয়। সে মৃত্যু আছে তাঁর নিজের মধ্যেই, এটা তিনি টের পাচ্ছেন। আজ যদি না হয় তো আগামী কাল, আগামী কাল না হলে, নয় তিরিশ বছর পরে, কী এসে যায় তাতে? আর কী বস্তু এই অনিবার্য মৃত্যু সেটা তিনি শৃধ্র জানতেন না তাই নয়, কখনো তার কথা ভাবেন নি তাই নয়, সে নিয়ে ভাবতে তিনি পারতেনই না, সাহসই হত না তাঁর।

'আমি খাটছি, কিছ্ম একটা করতে চাইছি. অথচ ভুলে গিয়েছিলাম যে সবই শেষ হয়ে যায়, আছে মৃত্যু।'

অন্ধকারে থাটে ম্কড়ে ম্কড়ে বসে তিনি চেপে ধরে থাকছিলেন হাঁটু, ভাবনার চাপে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। কিন্তু যত তীর হচ্ছিল তাঁর চিন্তা, ততই কেবল পরিজ্কার হয়ে উঠছিল যে ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে তাই, সতিয়ই তিনি ভূলে গিয়েছিলেন, খেয়াল করেন নি জীবনের ছোট এই একটা ঘটনা যে মরণ হবে, শেষ হবে স্বিকছ্ম, কিছ্মই শ্রেম্ন করার মানে হয় না, কিছ্মই সাহায্য করবে না এক্ষেৱে। এটা ভয়ংকর, কিন্তু ঘটনাটা তাই-ই।

'কিন্তু আমি যে এখনো বে'চে। কী করি এখন, কী করি?' হতাশায় বলে উঠলেন তিনি। মোমবাতি জেবলে সন্তপ্পে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, আয়নার কাছে গিয়ে দেখতে লাগলেন নিজের মুখ আর চুল। হাাঁ, রগে দেখা যাচ্ছে পাকা চুল। হাঁ করলেন। পেছন দিককার দাঁত খারাপ হতে শ্রু করেছে। অনাব্ত করলেন নিজের পেশীবহুল হাত। হাাঁ, শক্তি আছে অনেক। কিন্তু নিকোলাইয়েরও ছিল শক্তসমর্থ দেহ, জীর্ণ ফুসফুসে এখন সে ধ্কৈছে। হঠাং তাঁর মনে পড়ল ছেলেবেলাকার একটা দ্শ্য: বাচ্চারা শ্বত একসঙ্গে, অপেক্ষায় থাকত কখন ফিওদর বগদানিচ বাইরে বেরিয়ে যান। অমনি বালিশ ছোঁড়াছু ডি করত তারা, আর হাসত, হাসত এমন বেপরোয়া হয়ে যে ফিওদর বগদানিচকে রীতিমতো ভয় পেলেও কূল ছাপিয়ে ওঠা জীবনের সে ফেনিল আনন্দকে থামানো যেত না। 'আর এখন ওই তো বেংকে যাওয়া, ফাঁপা ব্রুকখানা... এদিকে আমি জানি না কেন আর কী আমার হবে...'

'খ্যাক, খ্যাক! ধ্বঃ শালা! কী করছ ওখানে? ঘ্বমোচ্ছ না কেন?' শোনা গেল দাদার কণ্ঠস্বর।

'এমনি, কে জানে, ঘুম আসছে না।'

'আমি কিন্তু বেশ ভালো ঘ্রমিয়েছি। ঘামছিও না। দ্যাথ না কামিজটা নেডে। ঘাম আছে?'

লেভিন হাতড়ে দেখেলেন, চলে গেলেন পার্টিশনের ওপাশে, মোমবাতি নিবিয়ে দিলেন, কিন্তু ঘ্যমোতে পারলেন না অনেকখন। কিভাবে জীবন কাটানো যায় এ প্রশ্নটা তাঁর কাছে খানিকটা পরিষ্কার হয়ে উঠতে না উঠতেই দেখা দিয়েছে সমাধানাতীত এক প্রশ্ন — মৃত্যু।

'হাাঁ, ও মরবে, হাাঁ, মরবে বসন্ত নাগাদ, কিন্তু কী করে সাহায্য করা যায় ওকে? কী ওকে বলতে পারি? এ ব্যাপারে কী জানি আমি? এটা যে আছে, সে কথা তো ভূলেই গিয়েছিলাম।'

লেভিন অনেক আগেই লক্ষ্য করেছিলেন যে কেউ মান্রাতিরিক্ত রকমে মেনে নিচ্ছে, সায় দিচ্ছে বলে যখন নিজেরই অস্বস্থি বোধ হয়, তারপর সেলোক কিস্তু অতি সম্বর তার মান্রাতিরিক্ত দাবিদাওয়া আর ছিদ্রান্বেষণে হয়ে ওঠে অসহ্য। তিনি অনুভব করিছিলেন যে দাদার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তাই ঘটবে। এবং সত্যিই নিকোলাইয়ের গোবেচারা ভাব বেশি টিকল না। পরের দিন সকালেই সে হয়ে উঠল খিটখিটে, তন্মতন্ম করে খাত ধরতে লাগল ভাইয়ের, ঘা দিচ্ছিল তাঁর সবচেয়ে ঘাতপ্রবণ জায়গাগালুলায়।

নিজেকেই দোষী মনে হচ্ছিল লেভিনের, অথচ সেটা শ্বধরে উঠতে পারছিলেন না। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে ওঁরা ভান না করে ঠিক কী ভাবছেন, অন্বভব করছেন শ্বধ্ব সেটাই যদি অকপটে বলতেন, তাহলে তাঁরা খোলাখ্লি চেয়ে দেখতে পারতেন পরস্পরের দিকে, আর কনস্তান্তিন শ্বধ্ব বলতেন: 'তুমি মরছ, মরছ, মরছ!' আর নিকোলাই শ্বধ্ব জবাব দিত: 'জানি মরছি: কিন্তু ভয়, ভয়, ভয় পাচ্ছি!' আর প্রাণ থেকে কথা কইলে আর কিছ্ব বলার থাকত না। কিন্তু সেভাবে চলা যায় না, আর কনস্তান্তিন যেহেতু যা তিনি সায়া জীবন চেন্টা করেও পারেন নি, তারই চেন্টা করতেন, অন্যে অনেকে যা চমংকার চালাতে পারত যা ছাড়া বাঁচা চলে না, তাই তিনি অনবরত চেন্টা করতেন যা ভাবছেন তা না-বলতে আর টের পেতেন যে সেটা মিথ্যা শোনাচ্ছে, দাদা সেটা ধরতে পারছে আর তিতিবিরক্ত হয়ে উঠছে সে জন্য।

তৃতীয় দিন নিকোলাই ভাইকে বাধ্য করল তাঁর পরিকল্পনা আবার শোনাতে এবং শা্ধ্ব তার সমালোচনা করল না, ইচ্ছে করেই তা গ্রানিয়ে ফেলতে লাগল কমিউনিজমের সঙ্গে।

'তুমি শর্ধ্ব পরের ধারণা ধার করেছ আর তা বাঁকিয়ে চুরিয়ে লাগাতে চাইছ যেখানে তা লাগার নয়।'

'আমি যে তোমাকে বলছি, ওর সঙ্গে এটার কোনো মিল নেই। ওরা ব্যক্তিগত মালিকানা, পর্নজি, উত্তরাধিকার — এ সবের ন্যায্যতা অস্বীকার করে, কিন্তু এই প্রধান প্রেরণাটা অস্বীকার না করে' (এ ধরনের শব্দ ব্যবহার লেভিনের নিজের কাছে অর্নুচিকর, কিন্তু নিজের কাজে মেতে ওঠার পর থেকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি ঘন ঘন এই অর্শ কথাগ্নলোর আশ্রয় নিচ্ছেন) 'আমি চাই শ্বধু শ্রমের নিয়ামন।'

'সেই তো বলছি, অন্যের ধারণাগ্বলো নিয়ে তার থেখানে শক্তি সব ছে'টে ফেলে বোঝাতে চাইছ যে এটা নতুন কিছ্ব' — নিকোলাই বলল রেগে, গলার টাই-য়ে দমকা টান দিয়ে।

'আমার ভাবনার সঙ্গে ও সবের কোনো মিল নেই...'

'ওদের ক্ষেত্রে' — আন্রোশে চোখে ঝকঝিকয়ে বিদ্র্পভরে হেসে নিকোলাই লেভিন বলল, 'ওদের ক্ষেত্রে এর অস্তত একটা রূপ আছে, বলা যায় জ্যামিতিক, — আছে স্পণ্টতা, নিশ্চয়তা। হয়ত এটা ইউটোপিয়া। কিস্তু ধরা যাক অতীতের স্বিকছ্ হল tabula rasa*; সম্পত্তি নেই, পরিবার নেই, শ্রমেরও তাহলে একটা স্বাবস্থা হল। কিস্তু তোমার কিছ্ই নেই…'

'কেন তুমি মিশিয়ে ফেলছ? আমি কমিউনিস্ট ছিলাম না কখনো।'

'আর আমি ছিলাম এবং দেখতে পাচ্ছি যে ওর সময় হয় নি এখনো, তবে এটা যুক্তিযুক্ত, এর ভবিষ্যৎ আছে, প্রথম দিককার খ্রিন্টধর্মের মতো।'

'আমি শর্ধর বলতে চাইছি যে শ্রম-শক্তিকে দেখতে হবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পরীক্ষামলেক দ্ভিটকোণ থেকে, তাকে অধ্যায়ন করতে হবে, বর্থতে হবে তার বৈশিষ্ট্য, তাহলে...'

'ওটা একেবারে খামোকাই। এ শক্তি তার বিকাশের মাত্রা থেকে নিজেই নিজের ক্রিয়াকলাপের নির্দিষ্ট একটা রূপ খ্রুজে পাবে। আগে সর্বত্ত ছিল ক্রীতদাস, পরে metayers**, আমাদের এখানেও আছে ভাগ-চাষ, আছে প্রজাবিলি, ক্ষেত্মজর্মির, আর কী চাও তুমি?'

এ কথাগ্নলোয় হঠাৎ ক্ষেপে উঠলেন লেভিন, কেননা মনে মনে তিনি ভয় পাচ্ছিলেন যে কথাটা সত্যি, সত্যি এই যে তিনি কমিউনিজম আর বর্তমান রূপগ্রলোর মধ্যে একটা ভারসাম্য চাইছেন, যা বড়ো একটা সম্ভব নয়।

'আমি উৎপাদনশীলতার সঙ্গে কাজ করার উপায় খ্রাছ নিজের জন্যেও, কৃষি-শ্রমিকের জন্যেও। এমন ব্যবস্থা আমি করতে চাই যে...' উত্তেজিত হয়ে বললেন তিনি।

'কিছ্বই তুমি করতে চাও না; স্রেফ সারা জীবন যেমন কাটিয়েছ, তেমনি

মোছা বোর্ড অর্থাৎ অতীতের সবকিছ্ মুছে ফেলা (লাতিন)। পত্তনিদার (ইংরেন্ডি)। চাও মৌলিকত্ব দেখাতে, এইটে দেখাতে যে তুমি চাষীদের নেহাং শোষণ করছ না, একটা বড়ো ধ্যান-ধারণা নিয়ে করছ।

'তাই ভাবছ? যাক গে, রেহাই দাও আমায়!' লেভিন জবাব দিলেন, টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর বাঁ গালের পেশী লাফাচ্ছে, ঠেকানো যাচ্ছে না।

'তোমার কোনো একটা দ্রু প্রত্যের কখনো ছিল না, এখনো নেই। শ্ব্ধ আত্মাভিমান তুণ্ট করতে পারলেই তোমার হল।'

'তা বেশ, শ্ব্ধ্ রেহাই দাও আমায়!'

'তাই দেব! সময় হয়ে গেছে অনেকদিন, চুলোয় যা তুই! ভয়ানক আফশোস হচ্ছে যে এখানে এসেছি!'

পরে দাদাকে শান্ত করার জন্য লেভিন যত চেণ্টাই কর্ন, নিকোলাই শ্নতে চাইল না, বলল যে আলাদা থাকাই অনেক ভালো, ভাই স্পন্ট ব্রুলেন যে বে'চে থাকা এখন স্লেফ অসহ্য হয়ে উঠেছে দাদার পক্ষে।

কনস্তান্তিন যখন ফের তার কাছে এসে অস্বাভাবিক স্করে অন্রোধ করলেন, কোনো ব্যাপারে তাকে আঘাত দিয়ে থাকলে সে যেন মাপ করে, নিকোলাইয়ের যাত্রার আয়োজন তখন সারা হয়ে গেছে।

'আহ্, কী উদারতা!' হেসে বলল নিকোলাই, 'তুমি-ই ঠিক, এই যদি তোমার জানতে ইচ্ছে হয়, তা সে তুণ্টি আমি তোমাকে দিতে পারি। তুমি ঠিক. তাহলেও আমি চলে যাব।'

ঠিক যাবার মুখে নিকোলাই চুম্বন করল ভাইকে, হঠাৎ একটা অন্তুত গুরুগন্তীর দূচ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে বলল:

'আমার সম্পর্কে' খারাপ কিছ্ম ভেবো না রে কনস্তান্তিন' — গলা তার কে'পে উঠল।

এই একটা কথাই শ্বধ্ব অকপটে বলা। লেভিন ব্রুলেন যে এতে ক'রে সে বলতে চাইছে: 'তুমি দেখতে পাচ্ছ আর জানো যে আমার দিন ফুরিয়েছে, হয়ত আমাদের দেখা হবে না আর।' লেভিন সেটা ব্রুলেন, চোখ ফেটে জল এল তাঁর। দাদাকে আরো একবার চুম্বন করলেন তিনি. কিন্তু কিছু বলতে পারলেন না, বলার সামর্থ্য ছিল না।

দাদা চলে যাবার দ্ব'দিন পরে লেভিনও যাত্রা করলেন বিদেশে। ট্রেনে দেখা হল কিটির খ্রুড়তুতো ভাই শ্যেরবাংচ্কির সঙ্গে। ভারি সে অবাক হল লেভিনকে মনমরা দেখে। জিগ্যেস করলে:

'কী হয়েছে তোমার?'

'কিছুই না, এমনি। আনন্দের ব্যাপার দুনিয়ায় কম।'

'কম মানে? কোন এক মুনসিঙ্গেনে যাওয়ার চেয়ে এসো না আমার সঙ্গে প্যারিসে। দেখবে কেমন মজা।'

'না, আমার পালা শেষ। মরার সময় হয়েছে!'

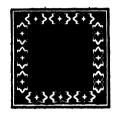
'বলিহারি!' হেসে বললে শ্যেরবাংচ্কি, 'আর আমি শ্রের্ করার জন্যে মাত্র তৈরি হচ্ছি।'

'হাাঁ, কিছ্বদিন আগে আমিও তাই ভাবতাম, কিন্তু এখন জানি যে শিগ্যিগরই মরব।'

ইদানীং যা তিনি সত্যি করেই ভাবছিলেন, সেই কথাটাই বললেন লেভিন। সবকিছু,তেই তিনি দেখছিলেন মৃত্যু অথবা তার সান্নিধ্য। কিন্তু সেই জন্যই যে ব্যাপারটা তিনি শ্রুর করেছেন সেটা তাঁকে আকৃষ্ট করছিল আরো বেশি। মৃত্যু না আসা পর্যন্ত কোনো রকমে বে'চে তো থাকতে হবে। তাঁর কাছে সবকিছু আছেন্ন করেছে অন্ধকার, আর এই অন্ধকারের জন্যই তিনি অনুভব কবছিলেন যে সে অন্ধকারে চলবার একমাত্র সূত্র হল তাঁর কাজ, প্রাণপণে সে স্তুটা তিনি আঁকড়ে ধরছিলেন।

D. ARRENE ARREN AL

চতুর্থ



প্রামী-দ্বা কারেনিনরা থাকতেন একই বাড়িতে, দেখা হত প্রতিদিন, কিন্তু একেবারেই বাইরের লোকের মতো। আলেক্সেই আলে-

n s n

ক্সান্দ্রভিচ নিয়ম করে নিয়েছিলেন যে রোজ দেখা দেবেন দ্বীর সামনে যাতে চাকরবাকরেরা কিছ্ন একটা অন্মান করে নেবার স্বযোগ না পায়, তবে বাড়িতে আহার এড়িয়ে যেতেন। দ্রন্দিক কখনো আসতেন না এ বাড়িতে কিন্তু বাইরে আন্না দেখা করতেন তাঁর সঙ্গে আর দ্বামীও তা জানতেন।

অবস্থাটা ছিল তিনজনের পক্ষেই কণ্টকর এবং সেটা একদিনের জন্যও তাঁদের কেউ সইতে পারতেন না যদি তাঁদের এই আশা না থাকত যে এটা বদলাবে, এটা কেবল একটা সাময়িক শোকাবহ অস্ক্রিধা যা কেটে যাবে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আশা করছিলেন যে এই হদয়াবেগ কেটে যাবে যেমন কেটে যায় সবকিছ্র, সবাই ব্যাপারটা ভুলে যাবে, তাঁর নাম থাকবে অকলি কত। আল্লা, এ অবস্থার জন্য যিনি দায়ী, যাঁর কাছে অবস্থাটা সবার চেয়ে কণ্টকর, তিনি শ্ব্র আশা নয়, স্কৃত্ বিশ্বাস রেখেছিলেন যে শিগগিরই জট খ্লেবে, পরিজ্কার হয়ে যাবে। অবস্থাটার জট কিসে খ্লবে সেটা তিনি একেবারেই জানতেন না, কিস্তু খ্বই নিশ্চিত ছিলেন যে এবার কিছ্ব একটা ঘটবে শিগগিরই। ভ্রন্স্কিও অজ্ঞাতসারে তাঁকে মেনে নিয়ে ভাবছিলেন তাঁর অপেক্ষা রাখে না এমন কিছ্ব একটা ঘটতে বাধ্য যা সমস্ত ম্শিকলের আসান করে দেবে।

শীতের মাঝামাঝি সময়ে খুবই বিছছিরি একটা সপ্তাহ কাটে দ্রন্স্কির। পিটার্সবিংগে আগত এক বিদেশী প্রিন্সের ভার পড়েছিল তাঁর ওপর. রাজধানীর দ্রুতব্যাদি দেখাতে হবে তাঁকে। দ্রন্দিক নিজেই একজন দর্শনধারী ব্যক্তি, তদুপরি নিজের মর্যাদা ক্ষান্ত না করে এই ধরনের লোকেদের সঙ্গে চলাফেরায় তিনি অভাস্ত, তাই তাঁকে দেওয়া হয় প্রিন্সটির দায়িত্ব। কিন্তু দায়টা তাঁর কাছে খুবই গুরুভার মনে হল। রাশিয়ায় এটা কি তিনি দেখেছেন, স্বদেশে এমন প্রশেনর জবাব দেবার মতো কোনো কিছুই বাদ দিতে প্রিন্স রাজী নন: তা ছাড়া নিজেও তিনি যথাসম্ভব রুশী উপভোগাদিতে ইচ্ছক। দুটো ব্যাপারেই তাঁকে পথ দেখাবার ভার দ্রন্দিকর। রোজ সকালে তাঁরা যেতেন দর্শনীয় স্থান দেখতে, সন্ধ্যায় যোগ দিতেন জাতীয় প্রমোদে। প্রিন্সদের ক্ষেত্রেও যা অসাধারণ তেমন একটা স্বাষ্ট্য ছিল এই প্রিন্সটির: ব্যায়াম করে আর শরীরের ভালো যত্ন নিয়ে তিনি এমন মাত্রায় উঠেছিলেন যে উপভোগের আধিক্য সত্তেও তিনি ছিলেন সবক্র চেকনাই, ওলন্দাজ শসার মতো তাজা। অনেক ঘুরেছেন তিনি এবং আবিষ্কার করেছেন যে বর্তমান কালের অনায়াস যোগাযোগ পথের একটা প্রধান লাভ হল বিদেশের প্রমোদ সম্ভোগ। গেছেন তিনি স্পেনে, সেখানে সেরিনাদ গেয়েছেন, দহরম-মহরম করেছেন ম্যাণ্ডোলন-বাদিকা এক স্পেনীয়ার সঙ্গে। সুইজারল্যান্ডে গিয়ে তিনি শ্যাময় মেরেছেন। ইংলন্ডে লাল ফ্রক-কোট পরে তিনি বেড়া ডিঙিয়েছেন এবং দু'শ উড়স্ত ফিজ্যান্ট শিকার করেছেন। তরন্ফে রাত কাটিয়েছেন হারেমে, ভারতবর্ষে হাতির পিঠে চেপেছেন, এখন বিশেষ করে যা রুশী তেমন সমস্ত উপভোগের স্বাদ নিতে চান।

এর প ব্যক্তির পরিবেশন-কর্তা হয়ে নানান লোকের প্রস্তাবিত সমস্ত রুশী প্রমোদের মধ্যে থেকে বাছাই করতে খুবই মুশকিলে পড়েছিলেন দ্রন্দিক। হল অশ্বারোহণ, সর্চাকলি ভোজন, ভাল্ক শিকার, তিন ঘোড়ায় টানা স্লেজে চাপা, জিপসি দর্শন, রুশী কায়দায় পাত্র ভেঙেচুরে পানোংসব। অসাধারণ অনায়াসে রুশ মেজাজ রপ্ত করে নিলেন প্রিন্স, পাত্রভিতি ট্রে ভাঙলেন, বেদেনীকে বসালেন কোলে এবং মনে হল যেন জিগ্যেস করছেন: সে কী. রুশী মেজাজ মাত্র এইটুকুনেই শেষ?

আসলে সমস্ত রুশী উপভোগের মধ্যে প্রিন্সের সবচেয়ে ভালো লেগেছিল ফরাসী অভিনেত্রী, ব্যালে নর্তকী আর শাদা ছাপ দেওয়া শ্যাম্পেন। প্রিন্স নামক জাতটার সঙ্গে মেলামেশার অভ্যাস ছিল দ্রন্ স্কির, কিন্তু হয়ত নিজেই তিনি ইদানীং বদলে গেছেন বলে, কিংবা প্রিন্সটিকে তিনি দেখলেন বড়ো বেশি কাছ থেকে. এ সপ্তাহটা তাঁর মনে হয়েছিল সাংঘাতিক কন্টকর। গোটা এই সপ্তাহটা তিনি অবিরাম নিজেকে অনুভব করেছেন সেই লোকের মতো, যে বিপজ্জনক এক উন্মাদের ভার পেয়েছে, যাকে সে ভয় পায়, আবার এ ভয়ও হয় যে তার সাহচর্যে নিজেরই মাথা খারাপ না হয়ে যায়। নিজে অপমানিত না হবার জন্য কঠোর আনু-ঠানিকতার স্করে মুহুতের জন্যও ঢিলা না দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুক্রণ অনুভব করতেন দ্রন্দিক। দ্রন্দিককে শুদ্ধিত করে প্রিন্সের জন্য রুশী উপভোগের ব্যবস্থা করতে যারা সোৎসাহে এত খাটত যে কহতব্য নয়, ঠিক তাদের সঙ্গেই প্রিন্সের আচরণ ছিল অবজ্ঞাসচেক। যে রুশ নারীদের অনুধাবন করার বাসনা ছিল প্রিন্সের, তাদের সম্পর্কে তাঁর মতামতে একাধিকবার রাগে লাল হতে হয়েছে দ্রন্দিককে। প্রিন্সকে যে দ্রন্দিকর বিশেষরকম দূর্বিষহ লেগেছিল তার প্রধান কারণটা কিন্তু এই যে তাঁর মধ্যে দ্রন্দিক দেখতে পাচ্ছিলেন নিজেকেই। আর সে আয়নায় যা তিনি দেখলেন সেটা তাঁর আত্মপ্রীতির তোয়াজ করে নি। প্রিন্স ছিলেন অতি নির্বোধ অতি আর্মাবশ্বাসী, অতি সম্ভূসবল, এবং অতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটি লোক, তার বেশি কিছু, নয়। তিনি ছিলেন জেণ্টলম্যান তা ঠিক, দ্রন্দিক সেটা অস্বীকার করতে পারেন না। তিনি ছিলেন ওপরওয়ালাদের কাছে স্বস্থির, অপদিলেহী, সমান-সমানদের সঙ্গে আচরণে নিঃসঙ্কোচ ও সহজ আর নিন্দতনদের ক্ষেত্রে অবজ্ঞাভরে উদার। দ্রন্দিক নিজেও এইরকম এবং মনে করতেন সেটা একটা বড়ো গুণ, কিন্তু প্রিন্সের তুলনায় তিনি নিম্নতন, ফলে তাঁর প্রতি এই অবজ্ঞাসচেক উদারতা ক্ষেপিয়ে তুলতে তাঁকে।

'নিবে'াধ গোমাংস! আমিও কি অর্মান নাকি?' ভাবতেন দ্রন্সিক।

সে যাই হোক, সপ্তম দিনে প্রিলেসর মন্ফো যাত্রার আগে বিদায় নিয়ে ও ধন্যবাদ পেয়ে দ্রন্দিক সন্খীই হলেন যে অস্বস্থিকর অবস্থা আর অপ্রীতিকর আয়নাটা থেকে রেহাই পেয়েছেন। ভালন্ক শিকার, যেখানে সারা রাত তাঁরা রুশী হিম্মতের নমন্না দেখেছেন, সেখান থেকে ফিরে রেল-স্টেশনে তিনি বিদায় নেন প্রিলেসর কাছ থেকে।

বাড়ি ফিরে দ্রন্স্কি পেলেন আশ্লার চিঠি। তিনি লিখেছেন: 'আমার শরীর ভালো নেই, মন ভালো নেই। আমি বাড়ি থেকে বের্তে পারছি না কিন্তু আপনাকে না দেখেও থাকতে পারছি না আর। সন্ধ্যায় আস্নুন আমার কাছে। সাতটায় আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ যাবেন পরিষদে, সেখানে থাকবেন দশটা অবধি।' স্বামী তাঁকে বাড়িতে আসতে মানা করেছেন, অথচ সে দাবি অগ্রাহ্য করে আশ্লা সোজাস্মুজি তাঁকে ডাকছেন নিজের কাছে, এই অন্তুত ব্যাপারটা নিয়ে মিনিটখানেক ভেবে দ্রন্স্কি ঠিক করলেন যাবেন।

সে শীতে দ্রন্দিকর পদোন্নতি হয়েছিল কর্নেলে, রেজিমেণ্ট ছেড়ে দিয়ে তিনি থাকছিলেন একা। জলযোগ সেরে তিনি তক্ষ্মনি শ্রের পড়লেন সোফায় এবং গত কয়েকদিন যে বিছছিরি দ্শাগ্মলো তিনি দেখেছেন, সেগ্মলি মিনিট পাঁচেক মনে করতে গিয়ে তা গোলমাল হয়ে জয়ড়ে গেল আন্না আর সেই চাধীটার ছবির সঙ্গে, যে শিকারে ভাল্মক খোঁজায় একটা বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল। ঘ্মিয়ে পড়লেন দ্রন্দিক। তারপর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জেগে উঠলেন অন্ধকারে, তাড়াতাড়ি করে মোমবাতি জয়লালেন। 'কী ব্যাপার? কী হল? কী অমন ভয়ংকর দেখলাম স্বপ্নে? ও হ্যাঁ, ওই চাষীটা, ছোটোখাটো নোংরা একটা লোক, এলোমেলো দাড়ি, নয়ের পড়ে কী একটা যেন করছিল, হঠাং কী সব অন্ধুত কথা কয়ে উঠল ফয়াসি ভাষায়, তা ছাড়া তো স্বপ্নে আর কিছয় দেখি নি' — মনে মনে ভাবলেন তিনি, 'কিন্ধু সেটা অত ভয়াবহ হয়ে উঠল কেমন করে?' চাষীটা আর তার দয়র্বোধ্য ফয়াসি কথায়্লো জলজ্যান্ত মনে পড়ল তাঁর, আতংকের একটা হিমপ্রবাহ নামল পিঠ বেয়ে।

'যত বাজে ব্যাপার!' এই ভেবে ঘড়ি দেখলেন দ্রন্স্কি।

ততক্ষণে সাড়ে আটটা বেজেছে। চাকরকে ডেকে তিনি তাড়াতাড়ি পোশাক পরলেন, স্বপ্নের কথা একদম ভুলে, শৃথ্য দেরি হয়ে গেছে এই অনুশোচনায় পীড়িত হয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন অলিন্দে। কারেনিনদের

গাড়ি বারান্দার কাছে গিয়ে তিনি ঘড়ি দেখলেন: ন'টা বাজতে দশ মিনিট। ঢোকার মুখে ছাইরঙের জুড়ি ঘোড়া জোতা উচ্চ সংকীর্ণ একটা গাড়ি। আন্নার গাডিটা তিনি চিনতে পারলেন। ভাবলেন, 'আন্না আমার কাছে যেতে চাইছিল, সেই ভালো হত। এ বাডিতে চকতে আমার বিছছিরি লাগে। যাক গে, লুকিয়ে তো আর থাকতে পারি না।' এই ভেবে, কিছুতে যার লজ্জা পাবার নেই, তেমন লোকের যে চালটা তিনি ছোটো থেকে আয়ন্ত করেছেন. সেই চালে তিনি স্লেজ থেকে নেমে গেলেন দরজার দিকে। হাতে একটা কম্বল নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এল চাপরাশি, গাডিটাকে ডাকল। খ্রিনাটি লক্ষ্য করতে অভাস্ত না হলেও দ্রন্দিকর নজরে পড়ল যে চাপরাশি তাঁর দিকে চাইছে অবাক হয়ে। একেবারে দরজার সামনে প্রায় তাঁর ধারা লাগতে যাচ্ছিল আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচের সঙ্গে। ওভারকোটের বীবর ফার কলারের তলে ঝকঝক করা শাদা গলবন্ধনী আর কালো টুপি পরা তাঁর চোপসানো রক্তহীন মুখখানার ওপর সোজা এসে পড়ল গ্যাসের আলো। কারেনিনের নিশ্চল নিষ্প্রভ চোখ নিবদ্ধ হল দ্রন্স্কির মুখের দ্রন্দিক মাথা নুইয়ে অভিবাদন করলেন, আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ গাল ক'চকে হাত তুলে টুপি ছ'রের বেরিরে গেলেন। দ্রন্দিক দেখলেন উনি ফিরে না তাকিয়ে উঠলেন গাড়িতে, জানলা দিয়ে কম্বল আর দূরবীন নিয়ে আড়ালে গেলেন। দ্রন্সিক ঢুকলেন প্রবেশ-কক্ষে। ভর, ওঁর কোঁচকানো, চোখ ঝিকঝিক করছে আল্রোশ আর গর্বের ছটায়।

ভাবলেন, 'আচ্ছা এক অবস্থায় পড়েছি! ও যদি লড়ত, নিজের মান বাঁচাত, তাহলে আমি কিছ্ম একটা করতে পারতাম, প্রকাশ করতাম নিজের চিত্তাবেগ; কিস্তু এ যে দ্মর্বলতা, নাকি পাষণ্ডতা... ও আমায় ফেলছে প্রবঞ্চকের অবস্থায় যেক্ষেত্রে আমি চাই নি এবং চাচ্ছি না প্রবঞ্চক হতে।'

দ্রেদের বাগানে আল্লার কাছে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করার পর অনেক পরিবর্তন হয়েছে দ্রন্দিকর চিন্তাধারায়। যে আল্লা তাঁকে দিয়েছেন স্বাকিছ্ন, ভবিষ্যতের স্বাকিছ্ন মেনে নিয়ে কেবল তাঁর কাছ থেকে আশা করেছেন তাঁর ভাগ্যালিপি, অজ্ঞাতসারে সেই আল্লার দূর্বলতার বশীভূত হয়ে তিনি বহুদিন এ ভাবনা ছেড়ে দিয়েছেন যে তাঁদের সম্পর্কের অবসান হওয়া সন্তব, যা তিনি ভেবেছিলেন তথন। তাঁর উচ্চাভিলাষী স্ব পরিকল্পনা ফের গেছে গোণ স্থানে। যে ক্রিয়াকলাপগন্লোয় সবই ছিল স্ক্রিনির্দিণ্ট, তা ছেড়ে যাচ্ছেন ব্বেও তিনি আত্মসমর্পণ করলেন নিজের হৃদয়াবেগের কাছে আর সে আবেগ তাঁকে ক্রমেই বেশি করে বাঁধতে লাগল আন্নার সঙ্গে।

প্রবেশ-কক্ষ থেকেই তাঁর কানে এল আন্নার অপস্য়মাণ পদশবদ। দ্রন্দিক ব্রুলেন যে আন্না তাঁর প্রতীক্ষা কর্রছিলেন, কান পেতে ছিলেন, এখন ফিরে যাচ্ছেন দ্রুয়িং-রুমে।

'না!' চে'চিয়ে উঠলেন আন্না, প্রথম শব্দটাতেই চোখ তাঁর ভরে উঠল জলে, 'না, এইভাবে চলতে থাকলে এটা ঘটবে আরো, আরো অনেক আগে!'

'কী **হল গো**?'

'কী? আমি অপেক্ষা করে থাকছি, কণ্ট সইছি, এক ঘণ্টা, দ্ব'ঘণ্টা... না, করব না!.. তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আমি পারব না। নিশ্চর আসা তোমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। না, ঝগড়া করব না!'

দ্'হাত তাঁর কাঁধে রেখে আন্না বহ্ক্কণ প্রগাঢ়, উল্লাসিত, সেইসঙ্গে জিজ্ঞাস্ব দৃষ্ণিতৈ দেখতে লাগলেন দ্রন্দিককে। যে কয়দিন তিনি তাঁকে দেখেন নি তাঁর মধ্যে কী দাঁড়িয়েছে সেটা নিরীক্ষণ করতে লাগলেন তাঁর ম্ব দেখে। প্রতিবার সাক্ষাতের সময় যা হয়, দ্রন্দিক সম্পর্কে তাঁর কল্পিত ধারণাকে (যা অতুলনীয় রকমের ভালো, আর বাস্তবে অসম্ভব) মেলাতে লাগলেন দ্রন্দিক আসলে যা, তার সঙ্গে।

n o n

'ওর সঙ্গে দেখা হল তোমার?' বাতির নিচে টেবিলের কাছে ওঁরা বসার পর আন্না জিগ্যেস করলেন। 'তোমার দেরি করে আসার এই প্রতিফল।' 'হ্যাঁ, কিন্তু কী ব্যাপার? ওঁর তো পরিষদে থাকার কথা?'

'পরিষদে গিয়েছিল, ফিরে এসে আবার গেল কোথায় যেন। ওটা কিছ্ব নয়। ও কথা আর তুলো না। তুমি ছিলে কোথায়? সারাক্ষণ প্রিন্সের সঙ্গে?'

দ্রন্স্কির জীবনের সমস্ত খ্রিটনাটি আন্না জানতেন। দ্রন্স্কি বলবেন ভাবছিলেন গতকাল সারা রাত তিনি ঘ্রমোন নি, ফলে আজ দিনে ঘ্রমিয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু আন্নার স্থাবিষ্ট আকুল মুখখানার দিকে চেয়ে সে কথা বলতে তাঁর ল^{ট্}জা হল। বললেন যে প্রিন্সের চলে যাবার রিপোর্ট দেবার জন্য তাঁকে দপ্তরে যেতে হয়েছিল।

'তাহলে এখন চুকল? চলে গেছেন উনি?'

'জয় ভগবান, চুকেছে। ভাবতে পারবে না কী অসহ্য লেগেছিল আমার।' 'কেন? এ তো তোমাদের, যুবকদের সবাকার দৈর্নান্দন জীবন' — আমা বললেন দ্বই ভূর্ব জ্বড়ে; টেবিলে পড়ে থাকা বোনার কাজটা নিয়ে, দ্রন্দিকর দিকে না তাকিয়ে তা থেকে ক্রশকাঠি খ্লতে লাগলেন।

'সে জীবন আমি অনেকদিন ফেলে এসেছি' — আমার মুখভাবের পরিবর্তনে অবাক হয়ে এবং তার অর্থ বোঝার চেণ্টা করে দ্রন্দিক বললেন, 'স্বীকার করতেই হবে' — ঘনবদ্ধ শাদা তাঁর দাঁত উদ্ঘাটিত হল হাসিতে, 'এ সপ্তাহে সে জীবনটাকে যেন দেখেছি আয়নায়, আর দেখে ভালো লাগে নি।'

বোনার কাজটা আক্ষা হাতে ধরে রেখেছিলেন কিন্তু ব্নছিলেন না, দ্রন্দিকর দিকে তাকালেন একটা বিচিত্র, ঝকঝকে, সোহার্দ্যহীন দ্যন্টিতে।

'লিজা আজ সকালে এসেছিল আমার কাছে, কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা সত্ত্বেও এখনো আমার কাছে আসতে ভয় পায় না ওরা' — টিম্পনি কাটলেন আমা, 'তোমাদের এথেন্স সন্ধ্যার গল্প করলে। কী জঘন্য!'

'আমি শ্বধ্ব বলতে চাইছিলাম যে...'

আন্না থামিয়ে দিলেন তাঁকে।

'তেরেজাও ছিল, যাকে তুমি জানতে আগে?'

'আমি বলতে চাইছিলাম...'

'কী জঘন্য তোমরা, প্রের্ষেরা! কেন তোমরা কল্পনা করতে পারো না যে মেয়েরা এটা ভূলতে পারে না' — ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে বলতে শ্রের্করলেন তিনি এবং তাতে করে ফাঁস করে ফেললেন তাঁর উষ্মার কারণ, 'বিশেষ করে যে মেয়ে তোমার জীবনের কিছ্বই জানে না। কী আমি জানি? কী আমি জানতে পেরেছি?' বললেন আল্লা, 'যা আমায় তুমি বলো। কিন্তু কোখেকে জানব যে আমায় তুমি সত্যি বলেছ…'

'আন্না, তুমি আমায় অপমানিত করছ। আমায় কি বিশ্বাস করো না তুমি? তোমায় কি আমি বলি নি যে আমার মনে এমন কোনো চিন্তা নেই যা তোমার কাছে মেলে ধরি না?' 'হ্যাঁ, তা ঠিক' — স্পন্টতই ঈর্ষা ঝেড়ে ফেলার চেন্টা করে আন্না বললেন, 'শ্বেধ্ তুমি যদি জানতে আমার পক্ষে কী কন্টকর। বিশ্বাস করি বৈকি, বিশ্বাস করি তোমায়... তা কী তুমি বলতে যাচ্ছিলে?'

কিন্ত কী তিনি বলতে চাইছিলেন, দ্রন স্কির তা চট করে মনে এল না। ঈর্ষার এই যে প্রকোপ ইদানীং আহ্নার মধ্যে দেখা যাচ্ছে ঘন ঘন, সেটাতে ভয় পেতেন তিনি যতই তা চাপা দেবার চেষ্টা কর্মন, তাঁর প্রতি ভালোবাসাই যে ঈর্ষাটার কারণ, তা জানা থাকা সত্ত্বেও এতে আন্নার প্রতি তাঁর উষ্ণতা শীতল হয়ে আসত। কতবার তিনি নিজেকে বলেছেন যে আন্নার ভালোবাসার মধ্যেই তাঁর সূত্র আর এই তো তিনি তাঁকে ভালোবাসছেন যেভাবে ভালোবাসতে পারেন তেমন এক নারী, ভালোবাসাই যাঁর কাছে জীবনের অন্য সমস্ত সোভাগ্যের চেয়ে বড়ো, কিন্তু আন্নাকে অনুসরণ করে দ্রন্দিক যথন এসেছিলেন মস্কো থেকে তখনকার চেয়ে সে সূখে এখন তাঁর কাছে অনেক সুদুরে। তথন উনি নিজেকে ভার্বাছলেন অসুখী, কিন্তু সুখ ছিল তাঁর সামনে: এখন কিন্ত তিনি অনুভব করছেন সেরা সুখেটা ইতিমধ্যেই পেছনে পড়ে গেছে। প্রথম দিকে তিনি আন্নাকে যেরকম দেখেছিলেন. মোটেই তিনি তেমন নন। নৈতিক এবং দৈহিক, উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর পরিবর্তন ঘটেছে অবনতির দিকে। বেশ স্থূলকায়া হয়ে গেছেন তিনি আর অভিনেত্রী তেরেজার কথা যখন বলছিলেন তখন মুখে তাঁর একটা আক্রোশ ফুটে উঠেছিল যাতে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল মুখ। একটা ফুল ছেণ্ডার পর তা শূরিকয়ে গেলে লোকে যেভাবে সেটাকে দেখে, যে সৌন্দর্যের জন্য ফুলটাকে ছি'ডে নষ্ট করেছে তা আর বিশেষ খ'জে পাচ্ছে না, সেইভাবে আন্নাকে দেখছিলেন ভ্রন্সিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও উনি টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর প্রেম যখন প্রবলতর ছিল তখন প্রচণ্ড ইচ্ছা করলে সে প্রেম উৎপাটিত করতে পারতেন হৃদয় থেকে, কিন্তু এখন, এই মুহুতের্তি যা তাঁর মনে হচ্ছে, আন্নার প্রতি তিনি আর প্রেম অনুভব করছেন না, তা সত্ত্বেও তাঁর জানা ছিল যে আনার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল হবার নয়।

'তা বলো বলো, প্রিন্স সম্পর্কে কী বলতে চাইছিলে? আমি তাড়িয়ে দিয়েছি, হাাঁ, তাড়িয়ে দিয়েছি পিশাচটাকে' — যোগ দিলেন। পিশাচ বলতে ওঁরা বোঝাতেন ঈর্ষা, 'তা প্রিন্স সম্পর্কে কী বলতে শ্বের করেছিলে? কেন অত কণ্টকর লেগেছিল তোমার কাছে?'

'এহ', অসহ্য!' চিন্তার হারানো স্ত্রটা ধরার চেন্টা করতে করতে দ্রন্সিক

বললেন, 'ঘনিষ্ঠ পরিচয় থেকে ওঁর খারাপটাই বেশি চোখে পড়ে। যদি ওঁর কোনো সংজ্ঞা দিতে হয়, তাহলে বলব উনি চমংকার হুটপ্রুন্থ একটি পশ্র, প্রদর্শনীতে যারা প্রথম প্রস্কারের পদকটা পেয়ে থাকে, তার বেশি কিছ্র নয়।' দ্রন্স্কি বললেন বিরক্তিতে আর তাতে আগ্রহী হয়ে উঠলেন আয়া।

'বাঃ, তা বলছ কেন?' আপত্তি করলেন আন্না, 'যতই হোক অনেককিছ্ব তো দেখেছেন উনি, শিক্ষিত লোক?'

'ওটা একেবারে অন্যধরনের শিক্ষা — ওঁদের শিক্ষা। বোঝা যায় উনি শিক্ষিত শৃধ্ব এইজনো যাতে শিক্ষাকেই ঘৃণা করার স্বযোগ পান, পাশবিক পরিত্তিটা ছাড়া যে ঘৃণা ওঁরা করেন স্বকিছ্বকেই।'

'তোমরা সবাই তো ওই পাশবিক পরিতৃপ্তিটা ভালোবাসো' — আহ্না বললেন আর দ্রন্দিক ফের লক্ষ্য করলেন তাঁকে এড়িয়ে যাওয়া একটা অন্ধকার দ্যিত।

হেসে দ্রন্ শ্বিক বললেন, 'তুমি ওঁকে এত সমর্থন করছ কেন বলো তো?' 'সমর্থন করছি না, আমার বয়েই গেল; কিন্তু আমার ধারণা, তুমি নিজে যদি এই সব আনন্দ ভালো না বাসতে তাহলে না করে দিলেই পারতে। কিন্তু ইভের সাজে তেরেজাকে দেখে তো তোমার আনন্দই হয়...'

'ফের, ফের সেই দানোটা!' টেবিলে আন্না যে হাতটা রেখেছিলেন সেটা নিয়ে চুম্ব খেয়ে বললেন দ্রন্দিক।

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি পারি না! তুমি জানো না তোমার পথ চেয়ে থেকে কী কন্ট পেরেছি আমি! আমার মনে হয় আমি ঈর্ষাপরায়ণা নই। না, ঈর্ষা নেই আমার, বিশ্বাস করি তোমায়, যখন তুমি থাকো আমার কাছে; কিন্তু যখন তুমি একা কে জানে কোথায় আমার কাছে অবোধ্য একটা জীবন যাপন করো...'

দ্রন্দিকর কাছ থেকে সরে এলেন আমা, বোনার কাজ থেকে শেষ ক্রুশকাঠিটা খ্রুলে দ্রুত তর্জানীর সাহায্যে বাতির আলোয় ঝলমলে শাদা উল দিয়ে ঘর তুলতে লাগলেন একটার পর একটা, দ্রুত এম্ব্রয়ডারি করা আস্থিনের মধ্যে স্নায়বিক চঞ্চলতায় ঘোরাতে লাগলেন তাঁর তন্ত্র মণিবন্ধ।

'কিন্তু কী ব্যাপার? আলেক্সেই আলেকস্নদ্রভিচের সঙ্গে কোথায় দেখা হল তোমার?' হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক ধর্নন লাগল তাঁর কণ্ঠস্বরে। 'দরজায় ঢোকার মুখে।'

'তোমায় সে অভিবাদন করেছে এমনি করে তো?'

মুখ লম্বা করে আধবোঁজা চোখে আন্না দ্রুত তাঁর মুখের ভাব বদল করতে করতে হাত গুর্নিটেয়ে নিলেন আর তাঁর স্বন্দর মুখে দ্রন্দিক হঠাং দেখতে পেলেন যে মুখভাবে আলেক্সেই আলেক্সাম্প্রভিচ তাঁকে অভিবাদন করেছিলেন, ঠিক সেটা। দ্রন্দিক হাসলেন আর খিলখিলিয়ে উঠলেন আন্না, যেটা তাঁর প্রধান একটা মাধুর্য।

দ্রন্দিক বললেন, 'আমি একেবারেই ওকে ব্রিঝ না। পল্লীভবনে তোমার কথাগ্রলো শোনার পর ও যদি তোমায় ত্যাগ করত, অথবা ডুয়েলে ডাকত আমায়, সে এক কথা... কিন্তু এটা আমি ব্রিঝ না; এ অবস্থাটা সে সইতে পারে কেমন করে? কন্ট যে পাচ্ছে সে তো দেখাই যায়।'

'ও কণ্ট পাচ্ছে?' আন্না বললেন বিদ্রুপের স্বুরে, 'প্রুরোপ্র্রির সস্তুষ্ট হয়ে সে আছে।'

'কেন আমরা সবাই কণ্ট পাচ্ছি যখন সবকিছ্ম হতে পারত দিব্যি খাশা?'

'শ্বধ্ব ও কণ্ট পাচ্ছে না। ওকে কি আমার চিনতে বাকি আছে, জানি না কী মিথ্যায় ও আকণ্ঠ ডুবে আছে?.. কিছ্ব একটা অন্ভূতি থাকলে আমার সঙ্গে ও যেভাবে আছে সেভাবে থাকা সম্ভব কি? ওর কোনো বোধ নেই, কোনো অন্ভূতি নেই। কিছ্ব একটা অন্ভূতি থাকলে কি লোকে নিজের পাত্রকিনী স্ত্রীর সঙ্গে দিন কাটাতে পারে একই বাড়িতে? কথা বলা যায় কি তার সঙ্গে? 'ভূমি' বলে ডাকা যায়?'

ফের আন্না অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁকে নকল না করে পারলেন না। 'তুমি ma chère, আন্না প্রিয়তমা!'

'ও পর্র্য নয়, মান্য নয়, ও একটা প্রতুল! কেউ তা জানে না। কিন্তু আমি জানি। আমি হলে আমার মতো এক স্থাকৈ অনেক আগেই খ্নকরতাম, টুকরো টুকরো করে ফেলতাম, বলতাম না ma chère, আয়া। ও মান্য নয় মান্যিদপ্তরের একটা যলা। ও বোঝে না যে আমি তোমার স্থা, ও আমার কাছে পর, ও ফালতু... যাক গো, ও কথা থাক!..'

'তোমার ভুল হচ্ছে, ভুল হচ্ছে গো' — ওঁকে শাস্ত করার চেষ্টায় দ্রন্দিক বললেন, 'তবে সে যাই হোক, ওর সম্পর্কে কথা আর তুলব না। তার চেয়ে বরং বলো কী তুমি এ কয়দিন করেছ, কী হয়েছে তোমার? অস্থটা কী, ডাক্তারে কী বলছে?'

আন্না দ্রন্স্কির দিকে তাকালেন একটা উপহাসের আনন্দ নিয়ে।

ম্পন্টতই স্বামীর হাস্যকর কদর্য আরো কিছ্ম দিক তিনি খংজে পেয়েছেন, সময়ের অপেক্ষা করছেন সেটা বলার জন্য।

किन्नु छन् न्कि वरल ठलरान:

'আমার অনুমান ওটা অসুখ নয়, এটা তোমার ওই অবস্থাটার দর্ন। কবে হবে?'

উপহাসের ছটাটা মিলিয়ে গেল আন্নার চোখে, আগের মুখভাবের বদলে দেখা দিল অন্য একটা হাসি, দ্রন্স্কির কাছে যা অজানা তেমন কিছ্ব একটার চেতনা আর শান্ত একটা বিষাদ।

'শিগগিরই, শিগগিরই। তুমি বলছিলে যে আমাদের অবস্থাটা কণ্টকর, তার গি'ট খোলা দরকার। আমার অবস্থাটা কী দ্বঃসহ তা যদি জানতে, অবাধে, কিছ্বর পরোয়া না করে তোমায় ভালোবাসতে পারলে কী না করতে পারতাম আমি! আমিও কণ্ট পেতাম না, তোমাকেও জ্বালাতাম না আমার ঈর্ষা দিয়ে... সেটা ঘটবে শিগগিরই, কিস্তু আমরা যা ভাবছি সেভাবে নয়।'

কিভাবে তা ঘটবে তা ভেবে আপ্লার নিজের জন্যই এত মায়া হল যে চোখ তাঁর ভরে উঠল জলে। সবটা আর বলতে পারলেন না। বাতির তলে আংটি আর গাত্রবর্ণের ধর্বলিমায় ঝকঝকে হাতটা তিনি রাখলেন প্রন্দিকর আস্থিনে।

'আমরা যা ভাবছি সেভাবে ঘটবে না, চাইছিলাম না কথাটা তোমায় বলতে, কিন্তু তুমি বলিয়ে ছাড়লে। শিগগিরই সব জট খ্ললে যাবে আর আমরা সবাই, সবাই স্বস্থি পাব, কণ্ট ভূগতে হবে না আর।'

'তোমার কথা ব্ঝতে পারছি না' — স্রন্স্কি বললেন এবং বললেন ব্ঝতে পেরেই।

'তুমি জিগ্যেস করছিলে কখন? শিগগিরই। আমি সেটা পর্যস্ত বে'চে থাকব না। বাধা দিও না তো!' তাড়াতাড়ি করে তিনি কথাটা বলে ফেলতে চাইলেন, 'আমি জানি এটা, একেবারে অদ্রাস্ত জানি। আমি মরতে চলেছি আর মরে নিজেকে আর তোমাদের নিষ্কৃতি দিতে পারব বলে খ্ব খ্নিশ।'

জল গড়িয়ে এল চোখ বেয়ে; দ্রন্স্কি তাঁর হাতের ওপর ন্য়ে চুম্ খেতে লাগলেন। চেণ্টা করলেন তাঁর ব্যাকুলতা চাপা দেবার, যার কোনো ভিত্তি নেই বলে তাঁর জানা থাকলেও পারলেন না তা দমন করতে। 'এই হল ব্যাপার, এইটেই ভালো' — দ্রন্দ্কির হাতে প্রচণ্ড চাপ দিয়ে তিনি বলছিলেন, 'এই একটা। একটা জিনিসই আমাদের বাকি আছে।'

সন্বিত ফিরে পেয়ে দ্রন্সিক মাথা তুললেন।

'কী বাজে কথা! কী অর্থহীন ছাইভসম বলছ তুমি!'

'না, এটা সত্যি।'

'কী, কী সাতা?'

'আমি মরব। স্বপ্নে তা দেখেছি আমি।'

'স্বপ্ন?' প্রনরাব্তি করলেন দ্রন্স্কি আর ম্হ্তের জন্য স্বপ্নে দেখা চাষীটার কথা মনে পডল তাঁর।

'হ্যাঁ, স্বপ্ন' — আল্লা বললেন, 'অনেকদিন আগেই স্বপ্নটা দেখেছি। দেখেছি যে আমি ছ্বটে ঢুকছি আমার শোবার ঘরে, কী যেন আমায় নিতে হবে সেখান থেকে, জানতে হবে কী যেন; জানো তো, স্বপ্নে জিনিসটা কেমন হয়' — আতংকে চোখ বড়ো বড়ো করে আল্লা বলছিলেন, 'আর শোবার ঘরে, কোণে কী একটা যেন দাঁড়িয়ে।'

'আহ্, কী আজেবাজে কথা! কী করে বিশ্বাস করা যায় যে...'

কিন্তু বাধা মানলেন না আহা। যা তিনি বলছেন সেটা তাঁর কাছে বড়ো বেশি জর্মার।

'সেই কী একটা ঘ্ররে দাঁড়াল। দেখলাম সে আল্র্থাল্র দাড়িওয়ালা এক চাষী, ছোটোখাটো, ভয়ংকর দেখতে। আমি পালাতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সে একটা বস্তার ওপর ঝাকে তার ভেতর কী যেন হাতড়াতে লাগল...'

কিভাবে বস্তার ভেতর ও হাতড়াচ্ছিল, সেটা দেখালেন আন্না, মনুথে তাঁর আতংক। আর নিজের স্বপ্লটার কথা মনে করে একইরকম আতংকে তাঁরও বাক ভরে উঠছে বলে দ্রনাস্কি টের পেলেন।

'বস্তা হাতড়াতে হাতড়াতে সে হড়বড় করে ফরাসি ভাষায় কথা কইছে, জানো, গড়গড়িয়ে বলছে: 'Il faut le battre le fer, le broyer, le pétrir...'* আতংকে আমি জেগে উঠতে চাইছিলাম, জেগেও উঠলাম,... কিন্তু সেটা স্বপ্লেতেই। নিজেকে জিগোস করতে লাগলাম কী এর মানে। কর্নেই আমায় বললে: 'প্রসবে, প্রসবে মারা যাবে মা, প্রসবে...' তথন ঘ্ম ভেঙে গেল...'

* লোহাটা পিটতে হবে, ঠুকতে হবে, পিষতে হবে... (ফরাসি)।

'কী বাজে কথা, কী বাজে কথা!' দ্রন্দিক বলছিলেন কিন্তু নিজেই টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর গলার স্বরে কোনো প্রত্যয় নেই।

'যাক গে, ও কথা আর তুলব না। ঘণ্টি দাও তো, আমি চা আনতে বলি। আরে দাঁড়াও, এখন আর বেশি দিন নয়…'

কিন্তু হঠাৎ থেমে গেলেন আন্না। মৃহ্তের মধ্যে বদলে গেল তাঁর মুখভাব। আতংক আর উদ্দ্রান্তির স্থলে দেখা গেল একটা মৃদ্, গ্রুবতর, সুখাবিষ্ট মনোযোগ। দ্রন্দিক এই পরিবর্তনিটার কারণ ব্রুবতে পারলেন না। নিজের ভেতর আন্না শ্নতে পেয়েছিলেন নতুন একটা জীবনের স্পন্দন।

11 8 II

বাডির অলিন্দে দ্রন্স্কির সঙ্গে অতর্কিত সাক্ষাংটার পর আলেক্সেই আলেক সান্দ্রভিচ যা স্থির করে রেখেছিলেন সেই অনুসারে গেলেন ইতালীয় অপেরায়। সেখানে তিনি রইলেন দুটি অংক পর্যস্ত, যাদের সঙ্গে দরকার ছিল দেখা করলেন তাদের সবার সঙ্গে। বাড়ি ফিরে খাটিয়ে হল-স্ট্যান্ডটা লক্ষ্য করলেন, কোনো সামরিক ওভারকোট ঝুলছে কি না দেখে তিনি বরাবরের মতো চলে গেলেন নিজের ঘরে। কিন্তু বরাবরের বিপরীতে বিছানায় না শুয়ে তিনি স্টাডিতে সামনে পেছনে পায়চারি করে গেলেন রাত তিনটে অর্বাধ। শালীনতা মান্য করতে চান নি স্ন্রী। বাডিতে প্রণয়ীকে ডাকবেন না — তাঁর দেওয়া এই একটা শর্তাও পালন করেন নি. তার জন্য দ্বীর ওপর ক্রোধে তিনি শান্তি পাচ্ছিলেন না। তাঁর দাবি উনি অগ্রাহ্য করেছেন, সেজন্য ওঁকে শাস্তি দিতে তিনি বাধ্য, যে হন্নমিক তিনি দিয়েছিলেন, সেটাকে কার্যে পরিণত করবেন, বিবাহবিচ্ছেদ দাবি করে কেড়ে নেবেন ছেলেকে। তিনি জানতেন এই ব্যাপারটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত মুশকিলের কথা, কিন্তু এটা তিনি করবেন বলেছিলেন, এবার হুমকিটা কার্যকৃত করবেন তিনি। কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা তাঁকে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তাঁর অবস্থায় এইটেই শ্রেণ্ঠ পন্থা, সম্প্রতি বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারটা এত উন্নত হয়েছে যে আনুষ্ঠানিক ঝামেলাগুলো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব বলে মনে হল আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচের। তা ছাড়া বিপদ তো একা আসে না, দেশের অরুশ জাতিগুলির সুব্যবস্থা করা এবং জারাইস্কায়া গ্রেবেনিস্থার জামতে সেচের ব্যাপারটা তাঁর কর্মক্ষেত্রে এত অপ্রতির কারণ ঘটিয়েছে যে ইদানীংকার এই গোটা সময়টা আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ছিলেন একটা চূড়ান্ত রকমের তিরিক্ষি মেজাজে।

সার। রাত ঘ্রম হল না তাঁর, ক্রোধ তাঁর বেড়ে উঠতে থাকল, সকাল নাগাদ তা পেণছল চ্ড়ান্ত সীমায়। তাড়াতাড়ি করে পোশাক পরলেন তিনি এবং স্বাী ঘ্রম থেকে উঠেছেন জানা মাত্র ক্রোধের ভরা পেয়ালাটা বয়ে নিয়ে যেতে গিয়ে আবার ছিলকে না পড়ে এই ভয়ে ভয়ে, আর স্বাীর সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য যে শক্তিটা প্রয়োজন সেটা যেন ক্রোধের সঙ্গে সঙ্গে খরচা না হয়ে যায় সে ভয় নিয়েও ঢ়কলেন তাঁর ঘরে।

আন্না ভাবতেন যে স্বামীকে তিনি খুব ভালো চেনেন, কিন্তু স্বামী ঘরে ঢুকতে তাঁর চেহারা দেখে স্তান্তিত হয়ে গেলেন আন্না। ললাটে ভ্রুকুটি, আন্নার দ্বিট এড়িয়ে অন্ধকার চোথ নিজের সামনে নিবন্ধ: দুই ঠোঁট ঘ্ণাভরে দ্টসংলগ্ধ। তাঁর চলনে, গতিভাঙ্গিতে, কণ্ঠের ধর্নিতে এমন একটা সংকল্প ও দ্টতা ছিল যা স্বী আগে তাঁর মধ্যে কখনো দেখেন নি। ঘরে ঢুকে, স্বীর সঙ্গে সম্ভাষণ বিনিময় না করে সোজা গেলেন লেখার টেবিলে, চাবি নিয়ে দেরাজ খুললেন।

'কী চাই আপনার?!' চে°চিয়ে উঠলেন আন্না। 'আপনার প্রেমিকের চিঠি' — উনি বললেন।

'এখানে তা নেই' – বলে দেরাজ বন্ধ করে দিলেন আলা: কিন্তু বন্ধ করার ভঙ্গিটা দেখে উনি ব্রুকলেন যে ঠিকই ধরেছেন, র্টভাবে তাঁর হাতে ধাক্কা মেরে তিনি ক্ষিপ্র টেনে নিলেন পোর্টফোলিওটা যাতে সবচেয়ে দরকারী কাগজপত্র আলা রাখতেন বলে তিনি জানতেন। পোর্টফোলিওটা কেড়ে নিতে যাচ্ছিলেন আলা, কিন্তু উনি তাঁকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলেন।

'বস্বন! আপনার সঙ্গে কথা আছে আমার' — তিনি বললেন। পোর্টফোলিওটা বগলদাবা করে কন্ই দিয়ে এমন সজোরে তাতে চাপ দিচ্ছিলেন যে কাঁধ তাঁর উণ্চু হয়ে উঠল।

আন্না অবাক হয়ে ভীর্-ভীর্ দ্ণিটতে নীরবে তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

'আপনাকে আমি বলেছিলাম যে আপনার প্রেমিককে এখানে গ্রহণ করতে ু আমি আপনাকে দেব না।'

'ওর সঙ্গে দেখা করার দরকার ছিল আমার যাতে...'

কোনো একটা ওজর খ'জে না পেয়ে আন্না থেমে গেলেন।

'প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করা কেন নারীর কাছে প্রয়োজন তার বিস্তারিত দাখিলায় আমি যাচ্ছি না।'

'আমি চেয়েছিলাম, আমি শ্ব্দ্…' ফু'সে উঠে বলে উঠলেন আন্না। তাঁর এই র্ঢ়তায় পিত্তি জনলে উঠল তাঁর, সাহস জোগাল। 'সত্যিই কি আপনি টের পান না যে আমায় অপমান করা আপনার পক্ষে কত সহজ ?' আন্না বললেন।

'অপমান করা সম্ভব কোনো সং লোক বা সং নারীকে, কিস্তু চোরকে চোর বললে সেটা হয় শুধু la constatation d'un fait.*'

'আপনার মধ্যে নিষ্ঠুরতার এই নতুন দিকটা আমার জানা ছিল না।'

'দ্বী শালীনতা মেনে চলবে এই শর্তে স্নামের একটা সাধ্ব আচ্ছাদন জ্বগিয়ে স্বামী তাকে স্বাধীনতা দিচ্ছে, এটাকে আপনি নিষ্ঠুরতা বলছেন। এইটে নিষ্ঠুরতা?'

'এটা নিষ্ঠুরতার চেয়েও খারাপ, এটা পাষণ্ডতা' — আক্রোশে ফেটে পড়ে চিংকার করে উঠলেন আমা, উঠে দাঁড়ালেন যাবার জন্য।

'না!' স্বামী চে'চিয়ে উঠলেন তাঁর কি'চিকি'চে গলায় যা এখন উঠল আরো এক পর্দা উ'চুতে। এত জােরে নিজের বড়ো বড়ো আঙ্বলে তাঁর হাত চেপে ধরলেন যে চাপ যেখানে পড়ছিল সেই ব্রেসলেটটা থেকে লাল লাল দাগ রয়ে গেল বাহ্বতে, জাের করে তিনি আলাকে বাসিয়ে দিলেন তাঁর স্বস্থানে। 'পাষণ্ডতা? কথাটা যদি বাবহার করতে চান, তাহলে পাষণ্ডতা হল প্রেমিকের জান্য স্বামী প্রকে ত্যাগ করা আর স্বামীর অল্ল খেয়ে যাওয়া।'

মাথা নিচু করলেন আশ্লা। গতকাল প্রেমিককে এই যে কথাটা তিনি বলেছিলেন যে শ্রন্সিকই তাঁর স্বামী আর এ স্বামীটা ফালতু, সেটা তিনি বললেন না শ্ব্ব নয়, বলার কথা মনেও এল না। কারেনিনের কথার সমস্ত ন্যায্যতা তিনি অন্ভব করছিলেন, শ্ব্ব আস্তে করে বললেন:

'আমার অবস্থাটা আমি নিজে যতটা ব্রিঝ, তার চেয়েও খারাপ করে সেটা দেখানো আপনার পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু কেন বললেন এ সব?'

'কেন বলছি? কেন?' একইরকম ক্রোধে বলে চললেন তিনি, 'আপনি

সত্য ঘটনা প্রতিষ্ঠা (ফরাসি)।

যাতে জ্ঞানেন যে শালীনতা মেনে চলার ব্যাপারে আপনি যেহেতু আমার ইচ্ছা পালন করেন নি, তাই অবস্থাটা যাতে চুকে যায় তার ব্যবস্থা আমি করব।

'শিগরিই, শিগরিই সেটা ওইভাবেই চুকবে' — আমা বললেন এবং আসম আর এখন কাম্য মৃত্যুর কথা ভেবে আবার চোখে জল এল তাঁর।

'আপনি আর আপনার প্রেমাম্পদ, দ্ব'জনে মিলে যা ভাবছেন, চুকবে তার আগেই! পার্শবিক কাম আপনারা পরিতপ্ত করতে চান...'

'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ! ভূপতিতকে প্রহার করাকে আমি অন্দার বলব না. এটা অমর্যাদাকর।'

'আর্পনি শর্ধ্ব নিজের কথা ভাবেন, কিন্তু যে লোকটা ছিল আপনার স্বামী, তার কন্টে আপনার কোনো আগ্রহ নেই। এতে আপনার কিছ্ব এসে যায় না যে তার গোটা জীবন চূর্ণ হয়েছে। সয়েছে সে যর... যরন্ত্রণা।'

এত হ্র্ড়ম্ড করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কথা কইছিলেন যে গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল তাঁর, শব্দটা তিনি উচ্চারণ করে উঠতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত বলে বসলেন 'যরন্ত্রণা'। আল্লার মজা লাগল আর সঙ্গে সঙ্গেই এই জন্য লজ্জা হল যে এর্প একটা ম্হুতেও কোনো কিছ্র জন্য তাঁর মজা লাগা সম্ভব হচ্ছে। আর এই প্রথম একটা সহান্ভূতি বোধ করলেন তিনি, নিজেকে ওঁর জায়গায় বিসিয়ে কন্ট হল ওঁর জন্য। কিন্তু কীই-বা তিনি বলতে বা করতে পারেন? মাথা ন্ইয়ে তিনি চুপ করে রইলেন। স্বামীও চুপ করে রইলেন কিছ্কুকণ, তারপর কথা কইলেন কম কিন্টকিকে, ঠান্ডা গলায়, জোর দিতে লাগলেন এলোমেলো বেছে নেওয়া শব্দাে, লোয় যা বিশেষ কোনো গ্রন্ত ধরে না।

বললেন, 'আমি আপনাকে বলতে এসেছি...'

আন্না তাকালেন তাঁর দিকে। 'ষরন্ত্রণা' কথাটা নিয়ে যখন গোলমালে পড়েছিলেন তখন তাঁর মনুখের ভাবটা স্মরণ করে মনে মনে ভাবলেন আন্না. 'না, ওটা নেহাং আমার কল্পনা। এই যে মানুষটার এমন নিষ্প্রভ চোখ, এমন আত্মতুষ্ট প্রশান্তি, তার কি কোনো অনুভূতি থাকতে পারে?'

কিছ্বই আমি বদলাতে পারি না' — ফিসফিসিয়ে বললেন আন্না। 'আমি আপনাকে বলতে এসেছি যে কাল আমি মস্কো যাচ্ছি, এ বাড়িতে আ্যাডভোকেটের কাছ থেকে, বিবাহবিচ্ছেদের ভারটা আমি তাঁর ওপর দিয়ে যাব।'ছেলের সম্পর্কে কী বলতে চাইছিলেন সেটা বহু প্রয়াসে সমরণ করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন, 'আর আমার ছেলে যাবে আমার বোনের কাছে।'

'সেরিওজাকে আপনার দরকার আমায় আরো কন্ট দেবার জন্যে' — আড়চোখে ওঁর দিকে চেয়ে বললেন আন্না, 'আপনি তো ওকে ভালোবাসেন না... ওকে রেখে যান আমার কাছে!'

'হাাঁ, ছেলের প্রতি ভালোবাস।ও আমার ঘ্রচে গেছে কেননা আপনার প্রতি আমার বিতৃষ্ণার সঙ্গে ও সম্পর্কিত। তাহলেও নেব ওকে। বিদায়!' উনি চলে যাবার উপক্রম করলেন কিন্তু এবারে আল্লা থামালেন ওঁকে।

'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, সেরিওজাকে রেখে যান!' আরো একবার ফিসফিস করলেন আন্না, 'আমি এর বেশি কিছ্ব আর বলতে পারছি না। সেরিওজাকে রেখে যান যদ্দিন আমার... শিগগিরই আমার সন্তান হবে, রেখে যান ওকে!'

লাল হয়ে উঠলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, আন্নার কাছ থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নীরবে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

n e n

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ যখন ঢুকলেন, পিটার্সবি,গের লন্ধপ্রতিষ্ঠ আডেভাকেটের অভার্থনা-কক্ষটি ছিল লোকে ভরা। তিনজন মহিলা: বৃদ্ধা, যুবতী আর বেনে-বৌ, তিনজন ভদ্রলোক: অঙ্গুরী পরিহিত একজন জার্মান ব্যাঙ্কার, একজন দেড়েল বেনে, তৃতীয় জন গলায় ক্রস ঝোলানো, উর্দি পরা জনৈক আমলা স্পন্টতই অনেকখন থেকে অপেক্ষা করছিল। দ্ব'জন সহকারী টেবিলের পেছনে বঙ্গে লিখে যাচ্ছিল খাগের কলম খসখস করে। লেখার ষেসব উপকরণে আলেক্সেই আলেক সান্দ্রভিচের বিশেষ আগ্রহ, তা এখানে খুবই ভালো। সেটা লক্ষ্য না করে তিনি পারলেন না। একজন সহকারী উঠে না দাঁড়িয়ে চোখ কু'চকে জিগোস করলেন আলেক্সেই আলেক সান্দ্রভিচের:

'কী চাই আপনার?'

'আডভোকেটের **সঙ্গে** কাজ আছে।'

'উনি ব্যস্ত' — কঠোরভাবে জবাব দিয়ে সহকারী কলম দিয়ে অপেক্ষমাণদের দিকে দেখিয়ে লিখে যেতে লাগল।

'একটু সময় ওঁর হবে না কি?' বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।
'ফাঁকা সময় ওঁর নেই। সর্বদা উনি ব্যস্ত, অন্গ্রহ করে অপেক্ষা কর্ন।'
'তাহলে একটু কণ্ট করে আমার কার্ডটো ওঁকে দেবেন' — অজ্ঞাত থাকা
চলবে না দেখে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন মর্যাদাভরে।

সহকারী কার্ডটো নিল, স্পণ্টতই বোঝা গেল যে তাতে যা লেখা আছে সেটা তার মনঃপ**্**ত নয়। তাহলেও দরজার দিকে গেল সে।

নীতিগতভাবে প্রকাশ্য বিচারের দিকে সহান্ভূতি ছিল আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের, কিন্তু আমাদের দেশে তার প্রয়োগের কিছ্ কিছ্ খন্নটনাটিতে উচ্চ পদাধিকারের দিক থেকে তাঁর প্রেরা সায় ছিল না, তাই তার সমালোচনা করতেন, সর্বোচ্চ কোনো সিদ্ধান্তের যতটা সমালোচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব। তাঁর সারা জীবন কেটেছে প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপে, তাই কোনো কিছ্বতে তাঁর অন্বাগ না থাকলেও সে বিরাগটা নরম হয়ে আসত তাঁর এই স্বীকৃতিতে যে ভুল করা অনিবার্য এবং যেকোনো ব্যাপারেই তা সংশোধন করা সম্ভব। আদালতের নতুন প্রথায় যেসব শর্ত দেওয়া হয়েছে ওকালতির ব্যাপারে, তা তিনি অনুমোদন করতেন না। এযাবং তাঁকে কখনো ওকালতি ব্যবস্থার দ্বারস্থ হতে হয় নি, তাই তাঁর অনন্মোদনটা ছিল মাত্র তত্ত্বগত; এখন কিন্তু অ্যাডভোকেটের অভ্যর্থনা-কক্ষ তাঁর ওপর যে বিশ্রী ছাপ ফেললে, তাতে সে অনন্মোদন গেল আরো বেড়ে।

'এখননি বেরিয়ে আসবেন' — সহকারী বললে; আর সত্যিই দ্বামিনিট বাদে দরজায় দেখা দিল আইনজ্ঞের দীর্ঘ মর্তি যিনি আলাপ করছিলেন আডেভোকেটের সঙ্গে, তারপর স্বয়ং আডেভোকেট।

আ্যাডভোকেট লোকটি বে'টে, গাঁট্টাগোঁট্টা, টেকো, মনুখে কালচে-পাটকিলে দাড়ি, হালকা রঙের লম্বা ভুর্ন, ঢিপ কপাল। গলাবদ্ধ আর ঘড়ির দনুনো চেন থেকে শার্ব করে পেটেন্ট-লেদার জনুতো পর্যস্ত তাঁর গোটা সাজটা বরের মতো। মনুখখানা বন্দ্ধিমান, চাষী-চাষী কিন্তু পোশাক বাব্-বাব্ন, র্নুচিহীন।

'আসন্ন' — বলে, হাঁড়ি-মনুখে কার্রোননকে তাঁর পাশ দিয়ে ঢুকতে দিয়ে আড়েভোকেট দরজা বন্ধ করলেন। কাগজ ছড়ানো লেখার টেবিলের কাছে একটা আরাম-কেদারা দেখিয়ে তিনি বললেন, 'বসন্ন না!' আর নিজে বসলেন কর্তার আসনটায়, ছোটো ছোটো শাদা লোম গজানো আঙ্বল সমেত খাটো হাতদ্খানা ঘষতে ঘষতে, পাশের দিকে মাথা হেলিয়ে। কিন্তু নিজের ভঙ্গিতে স্বৃস্থির হতে না হতেই টেবিলের ওপর দিয়ে উড়ে এল একটা কাপড়-খেকো পোকা। তাঁর পক্ষে যা আশা করা যায় না, এমন একটা ক্ষিপ্রতায় তিনি হাত দিয়ে পোকাটাকে ধরে আবার আগের ভঙ্গিতে ফিরে গেলেন।

'আমার ব্যাপারটা বলার আগে' — চোখ দিয়ে অ্যাডভোকেটের ক্ষিপ্রতাটা লক্ষ্য করে অবাক হয়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন, 'আমার জানিয়ে রাখা দরকার যে আপনার সঙ্গে যে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলব, সেটাকে গোপন রাখতে হবে।'

সামান্য লক্ষ্যে পড়ে এমন একটা হাসিতে অ্যাডভোকেটের পার্টাকলে গোঁপ ফুলে উঠল।

'বিশ্বাস করে আমার যা বলা হয় তার গোপনীয়তা রক্ষা করতে না পারলে আমি অ্যাডভোকেটই নই। আপনার যদি তার প্রমাণ দরকার হয়...'

তাঁর মন্থের দিকে তাকিয়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ লক্ষ্য করলেন যে তাঁর বন্দ্রিমান ধ্সের চোখজোড়া হাসছে যেন সবই তারা জানে।

'আমার নাম আপনি জানেন কি?' বলে চললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'আপনাকেও জানি, সমস্ত র্শীর মতো আপনার ম্ল্যবান ক্রিয়াকলাপের কথাও জানি' — কাপড-খেকো পোকা ধরে অ্যাডভোকেট বললেন নিচু হয়ে।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ব্রুক বাঁধতে লাগলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কিন্তু একবার মনস্থির করার পর না তোতলিয়ে, কয়েকটা শব্দের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে, নির্ভায়ে তিনি বলে চললেন তাঁর কি চিকি চে গলায়।

শ্বর্ করলেন, 'প্রতারিত স্বামী হবার দর্ভাগ্য হয়েছে আমার এবং আইনত স্বীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল্ল করতে চাই, অর্থাং বিবাহবিচ্ছেদ, কিন্তু এমনভাবে যাতে ছেলে মায়ের কাছে না থাকে।'

আ্যাডভোকেটের ধ্সর চোখ চেণ্টা করল না হাসতে কিন্তু অদম্য আনন্দে তা নাচছিল এবং আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের মনে হল ব্যাপারটা শ্বধ্ই মোটা একটা ফি পাবার আনন্দই নয়, আছে তাতে জয়চেতনা, উল্লাস, ন্দ্রীর চোখে যে বিদ্বেষপূর্ণ ঝিলিক তিনি দেখেছেন, আছে তেমন একটা ঝিলিক।

'বিবাহবিচ্ছেদের জন্যে আমার সহযোগিতা আপনি চান?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই, কিন্তু আপনাকে বলে রাখা উচিত যে এতে আপনার মনোযোগের অপব্যবহার করার ভয় থাকছে আমার। আমি এসেছি শৃধ্ব আপনার সঙ্গে প্রাথমিক একটা পরামর্শের জন্যে। বিবাহবিচ্ছেদ আমি চাই, কিন্তু কী কী উপায়ে সেটা সম্ভব তা আমার কাছে গ্রন্থপূর্ণ। উপায়গ্র্লি যদি আমার প্রয়োজনের সঙ্গে না মেলে, তাহলে খ্ব সম্ভব আমি আইনের আশ্রয় নিতে অস্বীকৃত হব।'

'ও, সে তো সর্বাদাই তাই' --- অ্যাডভোকেট বললেন, 'সর্বাদাই সেটা আপনার ইচ্ছাধীন।'

আ্যাডভোকেট চোখ নামালেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের পায়ের দিকে, টের পাচ্ছিলেন যে নিজের অসংযত আনন্দ দেখিয়ে তিনি আহত করতে পারেন মক্কেলকে। নাকের সামনে উড়ে আসা আরেকটা পোকার দিকে চাইলেন তিনি, হাত তাঁর ঝটকা দিয়ে উঠল, কিস্তু আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের অবস্থাটার প্রতি সম্মানবশত ধরলেন না সেটাকে।

'এ ব্যাপারে আমাদের আইনের বিধি আমার মোটাম্বটি জানা থাকলেও'— আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বলে চললেন, 'আমি সাধারণভাবে জানতে চাই কার্যক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যাপার চলে কিভাবে।'

'আপনি চাইছেন যে' — চোখ না তুলে, কিছনটা তুণ্টি নিয়েই মকেলের কথার সন্বের সন্ব মিলিয়ে অ্যাডভোকেট জবাব দিলেন, 'কী কী উপায়ে আপনার ইচ্ছা প্রেণ হতে পারে তা আপনাকে আমি বলি?'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সম্মতিস্চক মাথা-নাড়া পেয়ে শুধু মাঝে মাঝে তাঁর লাল ছোপে ভরে ওঠা মুখের দিকে চকিত দ্রিউপাত করে অ্যাডভোকেট কথা চালিয়ে গেলেন।

আমাদের আইনের প্রতি তাঁর অনন,মোদনের সামান্য আভাস দিয়ে তিনি বললেন, 'আমাদের আইনে বিবাহবিচ্ছেদ সম্ভব, যা আপনি জানেন, নিদ্নোক্ত ক্ষেত্রে... অপেক্ষা কর্নন!' দরজায় উ'কি দেওয়া সহকারীকে বললেন তিনি, তাহলেও উঠে দাঁড়িয়ে কয়েকটা কথা বলে ফের বসলেন, 'সম্ভব এই-এই ক্ষেত্রে: দম্পতিদের দৈহিক অক্ষমতা, সংবাদ না দিয়ে পাঁচ বছরের বিচ্ছেদ' — বলছিলেন তিনি লোমে ভরা নিজের খাটো আঙ্ক্র মুড়ে, 'তারপর বাভিচার'

(কথাটা তিনি উচ্চারণ করলেন স্কুপণ্ট তৃপ্তির সঙ্গে)। 'উপবিভাগগ্নলো এই রকম' (মোটা মোটা আঙ্বলগ্নলো মন্ডে চললেন তিনি, যদিও ঘটনা এবং উপবিভাগগ্নলিকে স্পণ্টতই একসঙ্গে গ্রেণীবদ্ধ করা যায় না): 'স্বামী বা স্বারী দৈহিক অক্ষমতা, তারপর স্বামী বা স্বারী দিক থেকে ব্যভিচার।' সমস্ত আঙ্বলগ্নলো মোড়া শেষ হয়ে যাওয়ায় উনি ফের সেগ্নলো সোজা করে নিলেন এবং বলে চললেন: 'এগ্নলো হল তাত্ত্বিক দিক থেকে। কিন্তু আমি অনুমান করি আর্পান আমার কাছে এসে আমায় সম্মান দেখিয়েছেন ব্যবহারিক ব্যাপারটা জানবার জন্যে। তাই আগেকার নজিরগ্নলো থেকে আপনাকে আমার জানানে। উচিত যে বিবাহবিচ্ছেদের সমস্ত ঘটনাই দাঁড়ায় এই: দৈহিক অক্ষমতা নেই, যা আমি ব্বথছি? খবর না দিয়ে অনুপশ্থিতিও?..'

সায় দিয়ে মাথা নাড়লেন আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ।

'তাহলে আসছে এইটে: দম্পতিদের একজনের ব্যভিচার এবং পরস্পরের সম্মতিক্রমে তা প্রকাশ, আর সেরকম সম্মতি না থাকলে জাের করে তা প্রকাশ। বলা উচিত যে শেষাক্ত ব্যাপারটা বাস্তবে দেখা যায় কম' — বলে আ্যাডভাকেট চকিত দ্ভিপাত করলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের দিকে, তারপর চুপ করে রইলেন, যেভাবে পিস্তল-বিক্রেতা দ্ভি অস্তের গ্রণ বর্ণনা করে থরিন্দারের পছন্দের প্রতীক্ষায় থাকে। কিস্তু আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কিছ্ম বললেন না, তাই অ্যাডভোকেট আবার শ্রন্ করলেন, 'সবচেয়ে সাধারণ, সহজ এবং আমি মনে করি বিচক্ষণ হল পরস্পরের সম্মতিক্রমে ব্যভিচার। কোনাে অপরিণত লােক হলে আমি কথাটা এভাবে বলতাম না' — অ্যাডভোকেট বললেন, 'কিস্তু আশা করি আমাদের কাছে এটা বােধগম্য।'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কিন্তু এতই হতভন্ব হয়ে গিয়েছিলেন যে পরস্পরের সম্মতিক্রমে ব্যভিচারের বিচক্ষণতা তক্ষ্মনি ব্বঝে উঠতে পারলেন না, সে না-বোঝাটা প্রকাশ পেল তাঁর দ্বিটতে; তবে অ্যাডভোকেট সঙ্গে সঙ্গেই সাহায্য করলেন তাঁকে:

'দ্ব'জনে আর একসঙ্গে থাকতে পারছে না — এই হল গে ঘটনা। আর দ্ব'জনেই যদি সেটা মেনে নেয়, তাহলে খ্বটিনাটি ও আন্বষ্ঠানিকতার দিকগব্বলো হয়ে দাঁড়ায় অকিণ্ডিংকর। সেইসঙ্গে এটা হল সবচেয়ে সহজ আর সঠিক উপায়।'

এবার আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ প্রোপ্রির ব্রুলেন। কিন্তু এ ব্যবস্থা গ্রহণে বাধা দিচ্ছিল তাঁর ধর্মীয় সংস্কার।

বললেন, 'বর্তমান ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন আসে না। এক্ষেত্রে শ্ব্ধ্ব্ একটা ব্যাপারই সম্ভব: ইচ্ছার বিরুদ্ধেই প্রকাশ কবে দেওয়া, আমার কাছে যে চিঠি আছে তাতে তা প্রমাণিত হবে।'

চিঠির উল্লেখে অ্যাডভোকেট ঠোঁট চেপে অস্ফুট শব্দ করলেন যাতে প্রকাশ পেল একই সঙ্গে সমবেদনা আর অবজ্ঞ।

শ্বর্ করলেন, 'দেখ্বন, এ ধরনের ব্যাপারের নিষ্পত্তি করে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ, যা আপনি জানেন। আর পাদ্রীরা, দ্বামীজিরা এ সব ব্যাপারের তুচ্ছ খ্রিটনাটিও ঘাঁটাঘাঁটি করতে খ্ব ভালোবাসেন' — হেসে বললেন উনি. তাতে ফুটে উঠল পাদ্রীদের র্ন্চির সঙ্গে তাঁর সহমমিতা. 'চিঠি অংশত প্রমাণ করতে পারে তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু ব্যাপারটা ফাঁস করতে হবে সরাসরি উপায়ে, অর্থাৎ সাক্ষী মারফত। আপনি যদি আমার ওপর আন্থা রাখাব সম্মান আমায় দেন, তাহলে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত তা নির্বাচনের ভার আমায় দিন। যে ফল পেতে চায় তাকে উপায়টাও মেনে নিতে হবে।'

'যদি তাই হয়...' -- হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে শ্র করলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, কিন্তু এই সময় আডেভোকেট উঠে পড়লেন, গেলেন ফের দ্বয়ারে দেখা দেওয়া সহকারীর কাছে।

'ভদুমহিলাকে বলে দিন যে আমরা খেলো মালের ব্যাপারী নই' — এই বলে তিনি ফিরে এলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে।

স্বস্থানে এসে তিনি চুপিসারে আরেকটা পোকা ধরলেন, ভূর্ কুচকে ভাবলেন, 'গ্রীষ্ম নাগাদ আমার রেপ্স কাপড়ে বাঁধানো আসবাবগন্লোর দশা ভালোই দাঁড়াবে।'

বললেন, 'তাহলে বল্ন কী বলছিলেন...'

'আমার সিদ্ধান্ত আমি আপনাকে লিখে জানাব' — উঠে দাঁড়িয়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ টেবিলে ভর দিলেন; কিছ্কুণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, 'আপনার কথা থেকে তাহলে আমি ধরে নিতে পারি ষে বিবাহবিচ্ছেদ পাওয়া সম্ভব। সেইসঙ্গে অন্বরোধ, আপনার ফি কত সেটা জানাবেন।'

'সবই সম্ভব যদি আমার বৃদ্ধিমতো আমি যে ব্যবস্থাই নিই তার স্বাধীনতা

দেন আমায়' — প্রশ্নের জবাব না দিয়ে অ্যাডভোকেট বললেন, 'কবে আপনার চিঠি পাওয়ার আশা করতে পারি?' চোখ আর পেটেণ্ট-লেদার বুট ঝকঝিকয়ে দরজার দিকে এগনুতে এগনুতে জিগ্যেস করলেন তিনি।

'এক সপ্তাহের মধ্যে। আর এ ব্যাপারটায় তদবির করার ভার আপনি নিচ্ছেন কিনা এবং এ উপকারের জন্যে কত ফি লাগবে সেটা আমায় জানাবেন।'

'তা বেশ।'

সসম্ভ্রমে মাথা নোরালেন অ্যাডভোকেট, দরজা খুলে দিলেন মক্কেলের জন্য, তারপর একা হতে আনন্দে গা ভাসালেন। এত খুশি হয়েছিলেন যে তাঁর নিয়মের বিরুদ্ধেই দরাদরি-করা মহিলাটিকে ছাড় দিলেন এবং থামালেন পোকা ধরা, একেবারে স্থির করে ফেললেন যে সামনের শীত নাগাদ আসবাবগুলো মখমলে বাঁধাই করে ফেলবেন, সিগোনিনের মতো।

nen

সতেরোই আগস্ট কমিশনের অধিবেশনে চমকপ্রদ' বিজয় হয়েছিল আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচের, কিন্তু সে বিজয়ের পরিণাম তাঁকে ল্যাঙ মারে। অরুশ জাতিদের জীবনযাত্রা স্বাদিক থেকে পর্যালোচনার জন্য নতুন কমিশন গঠন করে অসাধারণ দ্রত ও উদ্যোগ সহকারে তা বথাস্থানে পাঠিয়েছিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। রিপোর্ট পেশ করা হল তিন মাসের মধ্যে। অরুশদের জীবন্যান্তা বিচার করা হয়েছে রাজনৈতিক. প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, নরকোলিক, বৈষয়িক ও ধর্মীয় দিক থেকে। সমস্ত প্রশ্নেই উত্তর উপস্থাপিত হয়েছে চমংকার, আর সে উত্তরে সন্দেহের অবকাশ নেই, কেননা রিপোর্ট রচিত হয়েছে সর্বদা প্রমাদপ্রবণ মন্ম্বামস্থিক দ্বারা নয়, তা রচিত হয়েছে সরকারী ক্রিয়াকলাপ থেকে। সমস্ত রিপোর্টই হল সরকারী এবং রাজ্যপাল ও বিশপের রিপোর্টের ফল, যার ভিত্তি হল উয়েজ্দ শাসক ও রাজপুরুষদের রিপোর্ট, তারও আবার ভিত্তি ভলোস্ত্ শাসন দপ্তর আর স্থানীয় পাদ্রীদের রিপোর্ট: স্কুতরাং এ সবই উত্তর সন্দেহাতীত। দুষ্টান্তস্বরূপ সরকারী যন্তের সূর্বিধা ছাড়া কেন মাঝে মাঝে ফলন কমে, কেন অধিবাসীরা নিজেদের ধর্মবিশ্বাস আঁকডে থাকে ইত্যাদি ষেসব প্রশেনর যুগ যুগ ধরে সমাধান হয় না, হতে পারে না, তার পরিষ্কার, সন্দেহাতীত সমাধান পাওয়া গেছে। আর সে সিদ্ধান্ত হয়েছে আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচের মতামতের অনুকূলে। কিন্তু স্বেমভ, গত অধিবেশনে যিনি ভয়ানক মার খেয়েছেন বলে অনুভব করছিলেন, তিনি হঠাং এমন একটা কৌশল অবলম্বন করলেন যা আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচের কাছে অপ্রত্যাশিত। অন্য কতকগর্মাল সদস্যকে পেছনে টেনে স্ক্রেমভ হঠাৎ চলে এলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের পক্ষে এবং কার্যকরী করার জন্য কারেনিন যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তার প্রচণ্ড সমর্থন করলেন শ্বধ্ব তাই নয়, একই প্রেরণায় অন্যান্য সব চরমপন্থী প্রস্তাবত্ত পেশ করলেন। কারেনিনের যা মূল ভাবনা ছিল তার বিপরীতে আরো জোরদার করা এই সব ব্যবস্থা গ্হীত হয় এবং তথন প্রকাশ পেল স্কোমভের কারসাজি। একেবারে চূড়ান্তে টেনে নিয়ে যাওয়া এই সব ব্যবস্থা হঠাৎ দেখা গেল এমনই গবেট যে একই কালে রাণ্ডীয় কর্ম'কতা, সমাজসেবক, বুল্লিমতী মহিলা আর সংবাদপত্র — সবাই একসঙ্গে আক্রমণ করল বাবস্থাগর্যলকে এবং তার স্বীকৃত জনক আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বিরুদ্ধে প্রকাশ করল তাদের ক্রোধ। স্ক্রেমভ কিন্তু সরে রইলেন, ভাব দেখালেন যেন কারেনিনের পরিকল্পনা তিনি অন্সরণ করেছেন অন্ধের মতো, যা করা হয়েছে তাতে নিজেই এখন তিনি বিষ্মিত ও ক্ষমন্ধ। ল্যাঙ খেলেন কারেনিন। কিন্ত ক্ষীয়মাণ দ্বাস্থ্য ও পারিবারিক অশান্তি সত্ত্বেও আলেক সেই আলেক্সান্দ্রভিচ হার মানলেন না। দ্বিধাবিভক্ত হল কমিশন। স্তেমভের নেতৃত্বে একদল সদস্য নিজেদের ভূলের এই কৈফিয়ত দিল যে কারেনিন পরিচালিত রিভিজরী কমিশনের রিপোর্ট তারা বিশ্বাস করেছিল এবং বললে যে রিপোর্টটা একেবারে বাজে, শুধু একটা চোতা কাগজ। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এবং আরেক দল লোক কাগজের প্রতি এইরূপ বৈপ্লবিক মনোভাবের বিপজ্জনকতা লক্ষ্য করে রিভিজরী কমিশন রচিত এথাগালি সমর্থন করে চললেন। এর ফলে রাণ্ট্রের উ'চু মহলে এমর্নাক সমাজেও সবাই গোলমালে পড়লেন এবং ব্যাপারটায় সকলের খ্বই আগ্রহ থাকলেও কেউ ব্রুকতে পারলেন না অর্রুশ লোকের৷ সতি্য কি দারিদ্রো ভূগছে আর ধ**ংস পাচেছ নাকি শ্রীব্দ্ধি হচেছ** তাদের। এর পরিণামে এবং অংশত স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাঁর প্রতি একটা অবজ্ঞার ফলে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের অবস্থা হয়ে দাঁড়াল খুবই টলমলে। এই অবস্থায় একটা গ্রুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। কমিশনকে অবাক করে তিনি ঘোষণা করলেন যে সমীক্ষার জন্য তিনি নিজে প্রত্যস্ত অণ্ডলে যাবার অনুমতি চাইবেন। এবং অনুমতি পেয়ে তিনি যাত্রা করলেন দ্বেরর গুর্বেনিরাগুলোর।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের যাত্রাটা খ্বই সোরগোল তুলল আরো এই জন্য যে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাবার জন্য বারোটা ঘোড়া ভাডার যে টাকা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল যাত্রার ঠিক আগে সরকারীভাবে সে টাকা তিনি ফেরত দেন।

এই প্রসঙ্গে প্রিন্সেস মিয়াগ্কারাকে বেট্সি বললেন, 'আমি এটাকে খ্বই মহৎ কাজ বলে মনে করি। কেন ডাক-ঘোড়ার জন্যে ভাতা দেওয়া যখন সবাই জানে যে লোকে আজকাল সর্বত্র যাচ্ছে রেলে।'

প্রিন্সেস মিয়াপ্কায়া মানলেন না, বেট্সির মতে তিনি বিরক্তই হলেন। বললেন, 'ও কথা বলা আপনার পক্ষে সোজা যখন লাখ লাখ টাকা আছে আপনার, জানি না কত? তবে আমার স্বামী যখন গ্রীষ্মকালে পরিদর্শনে যায় তখন আমার খ্বই ভালো লাগে। ওর কাছেও সফরটা স্বাস্থ্যকর এবং উপাদেয় আর ওই টাকায় আমিও গাড়ি আর কোচোয়ান রাখতে পারি।'

দ্রের গ্রেবিনিয়াগ্রলোয় যাবার পথে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তিন দিন রইলেন মস্কোয়।

আসার পরের দিন তিনি দেখা করতে গেলেন বড়োলাটের সঙ্গে। ফেরার পথে গাজেত্নি গালির মোড়ে সবসময় যেখানে গাড়ি আর গাড়োয়ানের ভিড় জমে যায়, সেখানে হঠাং এত সোল্লাসে উচ্চৈস্বরে তাঁর নাম ধরে ডাক শ্নলেন যে ফিরে না তাকিয়ে পারলেন না। ফুটপাথের কোণে ফ্যাশনদ্রস্ত ছোটো কোটে আর ফ্যাশনদ্রস্ত ছোট টুপি বাঁকা করে পরে স্তেপান আর্কাদিচ দাঁড়িয়ে ছিলেন হাসিম্থে, লাল লাল ঠোঁটের ফাঁকে ঝলমল করছে শাদা দাঁত, আনন্দ তাঁর ধরছে না, যৌবনে দাঁপ্তিমান, দ্টভাবে নাছোড়বান্দার মতো চেণিচয়ে তাঁকে বলছেন থামতে। মোড়ে থেমে থাকা একটা গাড়ির জানলা এক হাতে ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি, যার ভেতর থেকে ম্থ বাড়িয়ে ছিল মখমলে টুপি পরা একটি মহিলা আর দ্বিটি শিশ্বের মাথা, অন্য হাতে তিনি জামাতাকে হাতছানি দিছিলেন হেসে। মহিলাটিও দরাজ হাসিম্থে হাত নাড়লেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের উন্দেশে। উনি হলেন সমস্তান ডাল্ল।

মন্স্কোয় কারো সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ছিল না আলেক্সেই

আলেক্সান্দ্রভিচের, দ্বার প্রতার সঙ্গে তো একেবারেই নয়। টুগি তুলে সৌজন্যটুকু দেখিয়ে তিনি এগিয়ে যেতে চাইছিলেন কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচ তাঁর কোচোয়ানকে থামতে বলে বরফের ওপর দিয়ে ছ্বটে গেলেন তাঁর কাছে।

'খবর না দেওয়াটুকুও মহা অপরাধ হত বৃঝি! কবে এলে? কাল আমি গিয়েছিলাম দ্যুস্সো হোটেলে, আবাসীদের নামের বোডে দেখি লেখা 'কারেনিন'। একেবারে খেয়ালই হয় নি যে ওটা তৃমি!' গাড়ির জানলায় মাথা গলিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'নইলে তখুনি যেতাম। তোমায় দেখে কী যে আনন্দ হচ্ছে!' তুষারকণা ঝেড়ে ফেলার জন্য পায়ে পা ঠুকে বললেন তিনি, প্রুনর্বৃত্তি করলেন, 'কী মহাপাপ, খবরটুক্ত না দেওয়া!'

'সময় ছিল না, বড়ো ব্যস্ত' — শ্বকনো গলায় বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'চলো আমার গিলির কাছে, তোমায় সে খুৰই দেখতে চায়।'

যে কন্বলটায় আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের শীতার্ত পা জড়ানো ছিল সেটা খুলে গাড়ি থেকে নেমে তুষারপাতের মধ্যে দিয়ে তিনি গেলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কাছে।

'কী ব্যাপার আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, আমাদের এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন?' হেসে ডিল্ল বললেন।

'বড়ো ব্যস্ত ছিলাম। খুব খুশি হলাম আপনাকে দেখে' — বললেন এমন সুরে যাতে পরিষ্কার বোঝা গেল এতে তিনি অখুশি, 'কেমন আছেন?'

·আমাদের আল্লা বোর্নাটর খবর কী?

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কী একটা গৃইগৃই করে বলে চলে যেওে চাইছিলেন, কিন্তু স্থেপান আর্কাদিচ থামালেন তাঁকে।

'শোনো কাল আমরা কী করব। ডব্লি, কাল খেতে ডাকো ওকে! কজ্নিশেভ আর পেন্তসোভকেও ডাকব, যাতে মস্কো ব্যন্ধিজীবীদের কিছ্ ব্যাদ ও পায়।'

'আস্ক্রন দয়া ক'রে' — ডিল্ল বললেন, 'আমরা আপনার অপেক্ষায় থাকব পাঁচটায়, যদি চান ছ'টাতে। তা, আলা বোনটি কেমন আছে? কতদিন যে...'

'ভালো আছে' — মুখ কু'চকে গুইগুই করলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'খুব খুশি হলাম!' নিজের গাড়ির দিকে গেলেন হিনি। 'আস্বেন তো?' চে'চিয়ে ডল্লি জিগ্যেস করলেন। কী একটা বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, চলস্ত গাড়ি ঘোড়ার শব্দে সেটা ডল্লি ভালো শুনতে পেলেন না।

'আমি কাল যাব তোমার কাছে!' তাঁর উদ্দেশে চে'চিয়ে বললেন স্থেপান আর্কাদিচ।

গাড়িতে উঠে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এমন সে'ধিয়ে বসলেন যাতে তিনি ওঁদের না দেখেন, তাঁকেও ওঁরা দেখতে না পায়।

'একেবারে বিদম্বটে!' স্ক্রীকে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, তারপর ঘড়ি দেখে মুখের কাছে হাত দিয়ে স্ক্রী এবং সন্তানদের প্রতি স্নেহজ্ঞাপক ভঙ্গি ছুড়ে চটপটিয়ে চলে গেলেন ফুটপাথ দিয়ে।

'স্তিভা! স্থিভা!' লাল হয়ে চে'চিয়ে উঠলেন ডিল্ল। তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন।

'আমায় যে গ্রিশা আর তানিয়ার জন্যে ওভারকোট কিনতে হবে। টাকা দাও তার জন্যে!'

'ও কিছ্ন না, বলে দিয়ো যে আমি পরে দামটা দিয়ে দেব' -- পরিচিত একজনের উদ্দেশে ফুর্তিতে মাথা নেড়ে তিনি উধাও হয়ে গেলেন।

n a n

পরের দিনটা রবিবার। ব্যালের মহলায় স্তেপান আর্কাদিচ গেলেন বলশয় থিয়েটারে এবং তার প্তেপোষকতায় সদ্য অবতীর্ণা স্কুলরী নত্কী মাশা চিবিসোভাকে দিলেন গতকালকার প্রতিশ্র্বত প্রবাল নেকলেস এবং যবিনকার অন্তরালে দিনের অন্ধকারে উপহার পেয়ে জ্বলজ্বল করে ওঠা মধ্র ম্খখানায় একটা চুম্ এ°কে দেবারও স্বযোগ করে নিলেন তিনি। প্রবাল নেকলেস দেওয়া ছাড়াও ব্যালের পর দেখা করা নিয়ে কথা কয়ে নেবারও প্রয়োজন ছিল। ব্যালের শ্রুর্তে উপস্থিত থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, এই কথা জানিয়ে তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে শেষ অংকে আসবেন এবং ওকে নিয়ে যাবেন নৈশাহারে। থিয়েটার থেকে স্তেপান আর্কাদিচ গেলেন অখোংনি রয়াদ-এ, ডিনারের জন্য মাছ আর অ্যাসপারাগাস বাছলেন নিজেই এবং বারোটার সময় পেণছলেন দ্বাস্সো হোটেলে, সেখানে তিনজনের সঙ্গে তাঁর দেখা করার দরকার ছিল, সোভাগ্যবশত তিনজনেই উঠেছেন একই হোটেলে:

তাঁদের একজন হলেন লেভিন, সম্প্রতি তিনি ফিরেছেন বিদেশ থেকে, অন্যজন তাঁর নতুন অধিকর্তা, এই উচ্চ পদে তিনি সবে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, মস্কোয় এসেছেন পরিদর্শনে, আর রয়েছেন জামাতা কারেনিন, অবশ্য-অবশ্যই তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে ডিনারে।

স্তেপান আর্কাদিচ নিজে খেতে ভালোবাসেন, তবে আরো বেশি ভালোবাসেন অন্যকে খাওয়াতে, পার্টি হবে ছোটো, কিন্তু আহার্য, পানীয় ও আর্মন্তিত নির্বাচনে উপাদেয়। সেদিনকার ডিনারের কর্মস্চিটা তাঁর খ্ব মনে ধরেছে: থাকবে টাটকা পার্চ মাছ আর অ্যাসপারাগাস এবং la pièce de résistance হবে অপূর্ব কিন্তু সাধারণ রোস্টবীফ এবং যথাযোগ্য মদা: এই গেল খাদ্য আর পানীয়ের ব্যাপার। অতিথিদের মধ্যে থাকবে কিটি আর লেভিন এবং জিনিসটা যাতে দ্ভিটকটু না লাগে সে জন্য ডাকা হয়েছে এক মসতুতো বোন আর তর্ণ শ্যেরবাংন্সিককে, অতিথিদের মধ্যে la pièce de résistance হবেন কজ্নিশেভ সেগেই এবং আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। সেগেই ইভানোভিচ — মস্কোওয়ালা, দার্শনিক, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। সেগেই ইভানোভিচ — মস্কোওয়ালা, দার্শনিক, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ত পিটার্সব্যুগী, জাগতিক। হ্যাঁ, আরও ডাকবেন বিখ্যাত বাতিকপ্রে উৎসাহী পেস্তুসোভকে — যিনি একাধারে উদারনীতিক, বাক্প্রিয়, স্রকার, ঐতিহাসিক ও স্ক্মিন্ট পঞ্চাশবছন্বে এক কিশোর, যিনি কজ্নিশেভ ও কারেনিনের চাটনি বা সসের কাজ করবেন। তিনি ওঁদের চটাবেন আর রেলিয়ে দেবেন পরস্পরের বিরুদ্ধে।

বন বিক্রির টাকার দিতীয় কিন্তি পাওয়া গেছে, এখনো তা খরচা হয়ে যায় নি। ডিল্লি ইদানীং খ্ব ভালো, মিণ্টি ব্যবহার করছেন, ডিনার পার্টির আইডিয়াটায় সবিদিক থেকেই খ্নিশ লাগছিল স্তেপান আর্কাদিচের। খ্বই শরীফ তাঁর মেজাজ। শ্ব্র দ্বটি ব্যাপার কিছ্বটা অপ্রীতিকর, কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচের চিত্ত ভরপ্রর করা উদার ফুর্তির সাগরে দ্বটো ব্যাপারই তিলয়ে গেছে! ব্যাপারদ্বটো হল: প্রথম, গতকাল রাস্তায় আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যাবার সময় উনি লক্ষ্য করেছিলেন যে ভদ্রলোক তাঁর প্রতি শ্বুক্ব ও কঠোর, তাঁর এই ম্বুভাব এবং মঙ্গেলয় এসে তিনি যে তাঁর কাছে যান নি. আত্মগোপন করে থেকেছেন, তার সঙ্গে আলা আর দ্রন্দিককে নিয়ে যেসব কথা তাঁর কানে এসেছে তা মিলিয়ে

প্রধান খাদ্য (ফরাসি)।

স্ত্রেপান আর্কাদিচ অন্মান করলেন যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কিছ্ একটা নটখট বেধেছে।

এই হল একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার। খানিকটা অপ্রীতিকর দ্বিতীয় ব্যাপারটা হল এই যে সমস্ত নতুন অধিকর্তার মতো এই নতুন অধিকর্তাটিরও ভয়ংকর লোক বলে নামডাক আছে যিনি শ্যাতাাগ করেন সকাল ছ'টায় ঘোড়ার মতো খাটেন এবং একই রকম খার্টনি দাবি করেন অধীনস্থদের কাছ থেকে। তা ছাড়া লোকজনের সঙ্গে আচার ব্যবহারে ভল্লকে বলে নতুন অধিকর্তাটির খ্যাতি আছে. আগের কর্তা যে ধারা অনুসরণ করতেন এবং আজ পর্যন্ত স্তেপান আর্কাদিচ যে ধারা অনুসরণ করে আসছেন, শোনা যায় এ'র ধারাটি ঠিক তার বিপরীত। আগের দিন স্থেপান আর্কাদিচ অফিসে এসেছিলেন উদি পরে এবং নতুন অধিকর্তা তাঁর প্রতি খুবই সৌজন্য প্রকাশ করেন, কথা বলেন পরিচিতের মতো: সেই জন্য ফ্রক-কোট পরে তাঁকে দেখতে যাওয়া কর্তব্য বলে গণ্য করেছিলেন স্থেপান আর্কাদিচ। নতুন অধিকর্তা তাঁকে ভালোভাবে গ্রহণ নাও করতে পারেন এই ভাবনাটা হল আরেকটা বিছছিরি ব্যাপার, কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্তিতে স্তেপান আর্কাদিচ অনুভব কর্রছিলেন যে সব ঠিকঠাক যাবে। 'সমস্ত লোকে, সমস্ত মান্যুষই, যেমন আমরা, হলাম গে পাপী। কেন বাপ্র চটাচটি ঝগড়াঝাঁটি করা?' হোটেলে ঢুকতে ঢুকতে ভার্বাছলেন তিনি।

'এই যে ভার্সিল' — বাঁকা করে টুপি পরে করিডর দিয়ে যেতে যেতে পরিচিত এক চাপরাশিকে বললেন তিনি। 'গালপাট্টা রাখতে শ্রুর্ করেছ দেখছি। লেভিন — সাত নন্বর কামরায়, তাই না? আমায় নিয়ে চলো-না। আর হ্যাঁ, জেনে এসো তো, কাউণ্ট আনিচ্কিনের' (ইনিই নতুন অধিকর্তা) 'সঙ্গে দেখা করা চলবে কিনা।'

'ষে-আজ্ঞে' — হেসে জবাব দিলে ভাসিলি, 'অনেকদিন আমাদের এখানে আসেন নি।'

'কাল এসেছিলাম, তবে অন্য প্রবেশপথ দিয়ে। এইটে সাত নন্বর?'

স্ত্রেপান আর্কাদিচ যখন ভেতরে চুকলেন, লেভিন তখন ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ত্ভের গ্রেবিনিয়ার এক চাষীর সঙ্গে মাপকাঠি দিয়ে টাটকা মারা একটা ভালনুকের চামড়া মাপছিলেন।

'ওহো মেরেছ?' চে'চিয়ে উঠলেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'খাসা চীজ! মাদী ভালকে? নমস্কার আর্থিপ!' চাষ[®]রে করমর্দন করে ওভারকোট টুপি না খুলে চেয়ারে বসলেন তিনি।
'আরে ওগ্লো ছাড়ো-না, বসো' — ওঁর মাথা থেকে টুপি খুলতে খুলতে লোভন বললেন।

'না, সময় নেই আমার, এসেছি এক সেকেণ্ডের জন্যে' — জবাব দিলেন স্ত্রেপান আর্কাদিচ। ওভারকোটের বোতাম খ্ললেন তিনি, তারপর কোটটাই খ্লে ফেললেন এবং শিকার নিয়ে আর অতি অন্তরঙ্গ সব বিষয় নিয়ে গল্প করে কাটালেন ঝাড়া এক ঘণ্টা।

'তা বলো তো, কী তুমি করলে বিদেশে? কোথায় গিয়েছিলে?' চাষী বেরিয়ে যেতে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

াগিরেছিলাম জার্মানিতে, প্রাশিয়ায়, ফ্রান্সে, ইংলন্ডে, তবে রাজধানীগ্রলায় নয়, ফ্যাক্টরি-শহরগ্রলোতে, নতুন অনেককিছ্ন দেখা গেল। গিয়ে আনন্দই হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, শ্রমিকদের সংগঠন নিয়ে তোমার ধারণাটা জানা আছে আমার।' 'মোটেই না: রাশিয়ায় শ্রমিকের প্রশ্ন উঠতেই পারে না। রাশিয়ায় প্রশ্নটা হল জমির সঙ্গে শ্রমজীবী মান্মের সম্পর্ক নিয়ে। ও প্রশ্নটা ওখানেও আছে, তবে ওটা হল যা নৃষ্ট হয়েছে তার মেরামতি নিয়ে কিন্তু আমাদের এখানে...'

স্তেপান আর্কাদিচ মন দিয়ে লেভিনের কথা শ্বনছিলেন।

বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খ্ব সম্ভব তোমার কথাই ঠিক।' যোগ করলেন, 'কিন্তু তুমি বেশ খোশ মেজাজে আছ দেখে আনন্দ হচ্ছে; ভাল্বক শিকারেও যাচ্ছ, আবার কাজও করছ, মেতে থাকছ। অথচ শ্যেরবাংন্দিক আমায় বলেছিল. — তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ওর — তুমি নাকি মন্মরা হয়ে আছ, মৃত্যুর কথা বলছ…'

'তা মরণের ভাবনা করা আমার বন্ধ হবে না' — লেভিন বললেন, 'সত্যি, মরার সময় হয়েছে। আর বাকি সব একেবারে বাজে। আমি তোমাকে সত্যি কথাই বলছি: আমার ভাবনাগ্লোকে, আমার কাজকে ম্ল্যু দিই আমি; কিন্তু আসলে — তুমি ভেবে দ্যাখো: আমাদের এই গোটা দ্বনিয়াটা হল ক্রুদ্রাতিক্ষ্মুদ্র গ্রহের ওপর গজিয়ে ওঠা ছ্রাক। অথচ আমরা ভাবছি: মহতী কিছ্ব একটা থাকতে পারে আমাদের এখানে, — চিন্তা, কর্মণ এ সবই বাল্বকণা মাত্র।'

'এ কথাটা ভায়া আমাদের দ্বনিয়াটার মতোই প্রেনো!'
'প্রেনো কিন্ত জানো কথাটা যখন পরিব্দার ব্রথবে, সব তখন কেমন

যেন হয়ে ওঠে অকিঞ্চিৎকর। যথন ব্রুবে যে আজ বা কাল মারা যাবে, কিছুই তোমার টিকে থাকবে না তথন সবই তুচ্ছ! নিজের ভাবনাটাকে আমি খ্বই গ্রুত্বপূর্ণ বলে মনে করি কিছু সেটা যদি কাজে পরিণত করাও বায়, তাহলেও দেখা যাবে সেটা ঐ ভালুকটা মারার মতোই তুচ্ছ। এইভাবেই জীবন কাটে, মেতে থাকি শিকার নিয়ে, কাজ নিয়ে, শ্রুণ্ মরণের চিন্তাটা যাতে না আসে।

লেভিনের কথা শ্বনে স্ফ্রে সম্নেহ একটা হাসি ফুটল স্থেপান আর্কাদিচের ম্বথে।

'সে তো বটেই! এই তো তুমি এসেছিলে আমার কাছে। মনে আছে, আমি জীবন উপভোগ করতে চাই বলে তুমি আমায় আক্রমণ করেছিলে?

অত কঠোর হয়ো না নীতিবাদী!..

'তাহলেও জীবনে ভালোটা হল এই...' র্লোভন গোলমালে পড়ে গেলেন, 'না, আমি ঠিক জানি না। শুধু জানি যে মরব শিগগিরই।'

'কেন শৈগগির?'

'আর জানো. মৃত্যুর কথা ভাবলে জীবনের অনেক মাধ্যে খোয়া যায়, তবে শান্তি মেলে।'

'উল্টো, শেষের দিকে বরং খ্রাশ লাগে বেশি। তবে আমার সময় হয়ে গেছে' — দশ বারের বার উঠে দাঁড়িয়ে স্থেপান আর্কাদিচ বললেন।

'না, না, খানিক বসো' — তাঁকে আটকালেন লেভিন, 'কবে আবার দেখা হবে? আমি তো কালই চলে যাচ্চি।'

'বাঃ বেশ লোক বটি আমি! কেন এসেছিলাম এখানে... অবিশ্যি-অবিশ্যি আজ আসবে আমার ওখানে খেতে। তোমার ভাই থাকবে, আমার জামাইবাব, কারেনিনও থাকবে।'

'সে কি এখানে?' লেভিন বললেন, কিটির কথা জিগ্যেস করার ইচ্ছে হয়েছিল। শ্বনেছিলেন শীতের গোড়ায় কিটি ছিল পিটার্সবিবর্গে ক্টনীতিকের স্ত্রী, দিদির কাছে। জানতেন না ফিরেছে কিনা। তবে জিগ্যেস করলেন না। 'থাকে থাকবে, না থাকে নেই --- এসে যায় না কিছুতে।'

'আসছ তো?'

'নিশ্চয়ই।'

'তাহলে পাঁচটার সময়, ফ্রক-কোট চাপিয়ে।'

উঠে পড়লেন স্তেপান আর্কাদিচ, গেলেন নিচে নতুন অধিকর্তার কাছে। স্বতঃবোধ প্রতারণা করে নি তাঁকে। ভয়ংকর নতুন অধিকর্তা দেখা গেল বেশ অমায়িক লোক। স্তেপান আর্কাদিচ তাঁর সঙ্গে জলযোগ সারলেন এবং এতটা সময় কাটালেন যে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে পেণছতে পারলেন কেবল তিন্টের পর।

11 1/2 11

প্রভাষ্ট্র উপাসনা থেকে ফিরে আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ সারা সকালটা নিজের ঘরেই রইলেন। সেদিন সকালে তাঁর করবার কাত ছিল দুটো: প্রথমত, অরুশ জাতিদের যে প্রতিনিধিদল পিটাস'বুগ´ যাবার পথে এখন মস্কোয় আছে তাদের গ্রহণ করে সেখানে প্রাঠানো দিতীয়ত প্রতিশ্রুত চিঠিটা লেখা। আলেকুসেই আড়ভোকেটের কাছে আলেক্সান্দ্রভিচের উদ্যোগেই আহতে হলেও প্রতিনিধিদল তাঁর অনেক অস্ক্রাবিধা, এমনকি তাঁর পক্ষে বিপদেরও কারণ হয়েছিল, মন্দেকায় তাদের ধরতে পেরে খুশি হয়েছিলেন তিনি। নিজেদের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে এ দলের সদস্যদের সামান্যতম জ্ঞানও ছিল না। সরল হাবশে হাদের স্থির ধারণা হয়েছিল যে তাদের কাজ হল নিজেদের প্রয়োজনের কথা বলা এবং বর্তমান অবস্থাটা জানানো, সরকারের কাছ থেকে সাহাস্য চাওয়া, তাদের আদৌ কোনো জ্ঞান ছিল না যে তাদের কোনো কোনো দাবি ও আর্ভি শত্রুপক্ষকে সাহায্য করছে এবং পণ্ড করে দিচ্ছে গোটা ব্যাপারটা। আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ অনেকখন ধরে ব্যস্ত রইলেন তাদের নিয়ে, তাদের জন্য লিখে দিলেন একটা কর্মসূচি, যার বাইরে যাওয়া তাদের চলবে না, তারপর তাদের ছেডে দিয়ে পিটার্সবির্গে চিঠি লিখলেন প্রতিনিধিদের তদার্রাকর জন্য। এ ব্যাপারে প্রধান সাহায্যকারিণী হওয়ার কথা কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনার। প্রতিনিধিদের ব্যাপাব-স্যাপারে উনি িবশেষজ্ঞ, তাঁর মতো প্রতিনিধিদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সতিয়কার সলাপ্রামশ দিতে পারত না আর কেউ। এটা সেরে আলেক্সেই আলেক্সান্দুভিচ চিঠি লিখলেন অ্যাডভোকেটকে। এতটক দ্বিধা না করে তাঁর বিচার-বিবেচনা

রতো কাজ করার অনুমতি তাঁকে তিনি দিলেন। ছিনিয়ে নেওয়া পোর্টফোলিওতে তিনি আন্নার কাছে দ্রন্সিকর যে তিনটে চিঠি পেরেছিলেন, তাও পুরে দিলেন খামের মধ্যে।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ যেদিন ঘরে আর না ফেরার সংকলপ নিয়ে বেরিয়ে যান, এবং যেদিন তিনি অ্যাডভোকেটের কাছে গিয়ে অন্তত একটি মান্ব্যের কাছে নিজের সংকল্পের কথা বলেছিলেন এবং বিশেষ করে যেদিন তিনি জীবনের এই ব্যাপারটাকে কাগজের ব্যাপার করে তোলেন, সেদিন থেকে তিনি ক্রমেই অভ্যন্ত হয়ে উঠছিলেন নিজের সংকল্পে এবং এখন পরিক্রার দেখতে পাচ্ছিলেন তা কার্যে পরিক্ত করার সম্ভাবনা।

অ্যাডভোকেটের কাছে লেখা খামটায় যখন তিনি সীল মারছিলেন, কানে এল স্তেপান আর্কাদিটের উচ্চ কণ্ঠস্বর। চাকরের সঙ্গে বচসা হচ্ছিল স্তেপান আর্কাদিটের, তিনি দাবি করছিলেন যে তাঁর আগমন কর্তাকে জানানো হোক।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ভাবলেন, 'বয়ে গেল, এ বরং ভালোই: ওর বোন সম্পর্কে আমার অবস্থাটা এখর্নি ওকে জানিয়ে দিয়ে বলব কেন ওর ওখানে খেতে যেতে আমি পারি না।'

'আসতে দাও!' কাগজপত্র গর্নিয়ে রাইটিং কেসে রাখতে রাখতে চে'চিয়ে বললেন তিনি।

'দেখলে তো, মিথ্যে কথা বলছিলে, উনি তো ঘরেই আছেন!' যে চাপরাশিটা তাঁকে ঢুকতে দিচ্ছিল না তাকে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ এবং আসতে আসতেই ওভারকোট খুলে ঘরে ঢুকলেন। 'ভারি আনন্দ হচ্ছে যে তোমায় ধরতে পেরেছি! তাহলে আশা করছি…' ফুর্তিতে শ্রুর্ করলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'আমি যেতে পারব না' — উঠে দাঁড়িয়ে, অতিথিকে বসতে না বলে নির্ভাপ গলায় বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ :

যে স্থার বিরুদ্ধে তিনি বিবাহবিচ্ছেদের মামলা আনছেন তার ভাইয়ের সঙ্গে যে শীতল মনোভাব নেওয়া তাঁর উচিত সেটা তক্ষ্বনি নেবেন বলে তিনি ভেবেছিলেন; কিন্তু ভালোমান্ধির যে সাগর স্তেপান আর্কাদিচের হৃদয়ের কূল ছাপিয়ে উঠছিল, সেটা তিনি হিসেবে ধরেন নি।

নিজের পরিষ্কার ঝকঝকে দ্ব'চোথ বড়ো বড়ো করে মেলে ধরলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'যেতে পারবে না কেন? কী বলতে চাইছ তুমি?' ব্যাপারটা ব্রুত

না পেরে বললেন ফরাসী ভাষায়, 'ও চলবে না, তুমি যে কথা দিয়েছ। আমরা সবাই তোমার ভরসা করে আছি।'

'আমি বলতে চাইছি যে আপনাদের ওখানে আমি যেতে পারি না, কেননা আমাদের মধ্যে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল তা ছিল্ল করতে হবে আমায়।' 'সেকি? মানে কী ব্যাপার? কেন?' হেসে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন। 'কারণ আপনার ভগিনী, আমার স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা শুরু করছি আমি। আমার উচিত...'

কিন্তু তিনি কথা শেষ করতে না করতেই স্তেপান আর্কাদিচ যা করলেন সেটা তিনি কল্পনা করতে পারেন নি। 'আহ্' শব্দ করে তিনি ধপ করে বসে পড়লেন কেদারায়।

'না, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, কী বলছ তুমি!' অব্লোন্স্কি চেচিয়ে উঠলেন, মুখে তাঁর ফুটে উঠল যন্ত্রণার ছাপ।

'ব্যাপারটা তাই-ই।'

'মাপ করো আমায়, আমি এটা বিশ্বাস করতে পারি না...'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বসলেন, টের পেলেন যে তিনি যা আশা করেছিলেন তাঁর কথায় সে প্রতিক্রিয়া হয় নি, তাঁকে এখন সবটা ব্রঝিয়ে বলতে হবে এবং যাই তিনি বোঝান, শ্যালকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তাই থাকবে যা ছিল।

বললেন, 'হাাঁ, বিবাহবিচ্ছেদ দাবি করার দ্বঃসহ আবশ্যিকতা দেখা দিয়েছে আমার সামনে।'

'শৃংধ্ একটা কথা বলি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। আমি তোমায় চমংকার ন্যারপর একজন মান্ষ বলে জানি। আল্লাকেও জানি, মাপ ক'রো আমায়. ওর সম্পর্কে নিজের মতামত বদলাতে আমি অক্ষম, ওকে আমি জানি স্কুনর, চমংকার এক নারী বলে, তাই মাপ ক'রো আমায়, এটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। কিছু একটা ভূল বোঝাব্রি হয়েছে এখানে।'

'আহ্, যদি মাত্র ভুল বোঝাব্রিঝর ব্যাপার হত...'

'দাঁড়াও, আমি ব্রুতে পারছি' — ওঁর কথায় বাধা দিলেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'তা সে তো বটেই… শ্ব্ধ একটা কথা: তাড়াহ্বড়ো ক'রো না। না, না, তাড়াহ্বড়ো করবে না!'

'তাড়াহ্বড়ো আমি করি নি' — নির্ব্তাপ গলায় বললেন আলেক্সেই

আলেক্সান্দ্রভিচ, 'আর এ ধরনের ব্যাপারে কার্র পরামর্শ নেওয়াও চলে না। আমি মন স্থির করে ফেলেছি।'

'এ যে ভরংকর ব্যাপার!' দীর্ঘশাস ফেলে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ। 'আমি হলে এক কাজ করতাম আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। মিনতি করছি, তুমি এটা করো' — উনি বললেন, 'আমি যা ব্রুছি, মামলা এখনো শ্রুর হয় নি। মামলা শ্রুর করার আগে আমার স্থার সঙ্গে দেখা করো, কথা বলো তার সঙ্গে। বোনের মতো সে আল্লাকে ভালোবাসে, তোমাকেও ভালোবাসে, আশ্চর্য মানুষ সে। দোহাই তোমার, কথা বলো ওর সঙ্গে! এই উপকারটুকু আমার জন্যে করো, মিনতি করছি!'

চিন্তামগ্ন হলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, দরদভরে স্তেপান আর্কাদিচ তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে, তাঁর নীরবতা ভঙ্গ করলেন না।

'তুমি যাবে তো ওর কাছে?'

'জানি না। এই কারণেই আপনাদের ওখানে যাই নি। আমি মনে করি আমাদের সম্পর্ক বদলানো উচিত।'

'কিসের জন্যে! আমি তো তার কোনো কারণ দেখছি না। আমার অন্তত এইটে ভাবতে দাও যে আমাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছাড়াও তোমার প্রতি সর্বদা যে সোহার্দ্য পোষণ করে এসেছি তার অন্তত খানিকটা তোমারও আছে আমার প্রতি... এবং সত্যকার শ্রদ্ধা' — ওঁর হাতে চাপ দিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'তোমার সবচেয়ে খারাপ অনুমানটাই যদি ন্যায্য হয়, তাহলেও আমি কোনো পক্ষকেই বিচার করার দায়িত্ব নিচ্ছি না. কখনো নেবও না এবং কেন আমাদের সম্পর্ক বদলানো উচিত তার কোনো কারণ দেখছি না আমি। এবার এইটে করো, চলো আমার স্থীর কাছে।'

'আমরা ব্যাপারটা দেখছি ভিন্ন ভিন্ন দ্ভিতৈ' — নির্ব্তাপ কপ্ঠে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'তবে ও নিয়ে আলোচনা থাক।'

'না, না, কেন আসবে না তুমি? অন্তত আজ ডিনারে। দ্বী আশা করছে তোমায়। এসো দয়া ক'রে। আর প্রধান ব্যাপার, কথা বলো ওর সঙ্গে। আশ্চর্য মানুষ সে। দোহাই তোমার, নতজানু হয়ে মিনতি করছি!'

'এতই যথন আপনার ইচ্ছে, বেশ যাব' — দীর্ঘাস ফেলে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

এবং প্রসঙ্গ পালটাবার বাসনায় তিনি জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচের নতুন অধিকর্তার কথা, যাতে দ্ব'জনেরই আগ্রহ। ভদুলোক এখনো বৃদ্ধ হন নি আর হঠাৎ কিনা পেয়ে গেলেন এত উ'চু একটা পদ।
কাউ'ট আনিচ্কিনকে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আগেও পছন্দ করতেন না, সর্বদাই পার্থক্য ঘটত তাঁদের মতামতে, কিন্তু এখন কর্মক্ষেত্রে যে ব্যক্তির পদোহ্রতি হল তার প্রতি পরাজিতের যে বিদ্বেষ চাকুরেদের কাছে বোধগম্য তা থেকে বিরত থাকতে পারলেন না।

'তা কি, ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার?' আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ জিগ্যেস করলেন বাঁকা হেসে।

'হবে না কেন, কাল এসেছিলেন আমাদের আপিসে। মনে হয় নিজের কাজটা উনি চমংকার বোঝেন, খুব কর্মপট্ট লোক।'

'হাাঁ, কিন্তু কোন দিকে চালিত ওর পটুতা?' আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন, 'কোনো একটা কাজ করার দিকে, নাকি যা করা হয়েছে তার কেঁচেগণ্ডুষ করতে? আমাদের রাজ্যের দ্বর্ভাগ্য যে এটা কাগ্রজে প্রশাসন, যার যোগ্য প্রতিনিধি উনি।'

'সিত্যি আমি জানি না ওঁর মধ্যে কোন জিনিসটার সমালোচনা করা যায়। ওঁর কী ধারা আমার জানা নেই। তবে একটা কথা — লোক উনি থাশা। আমি এইমাত্র ওঁর কাছে গিয়েছিলাম, সত্যি, খাশা লোক। জলযোগ করলাম আমরা, ওঁকে আমি শিখিয়ে দিলাম, ওই-যে জানো তো, কী করে স্বরা আর নারাঙ্গার রস মিশিয়ে সরবং করতে হয়। গা জ্বিড়ায়ে দেয় তা। অথচ আশ্চর্য, এটা উনি জানতেন না। খ্ব ভালো লেগেছে তাঁর। না. সত্যি, খাশা লোক।'

ঘডি দেখলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'বাপ্স্, চারটে বেজে গেছে দেখছি, অথচ দলগোভূশিনের কাছে যাওয়া আমার এখনো বাকি! তাহলে খেতে এসো কিন্তু। তুমি ভাবতে পারবে না তুমি কী দুঃখ দিচ্ছ আমায় আর আমার স্ক্রীকে।'

শ্যালককে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ যেভাবে অভ্যর্থনা করেছিলেন, বিদায় দিলেন মোটেই সেভাবে নয়।

विষक्षভाবে वललन, 'कथा यथन फिर्सिছ, याव।

'বিশ্বাস করো, কদর করছি তোমায়, আশা করি তোমায় খেদ করতে হবে না' — হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ। ষেতে যেতেই ওভারকোট পরে নিলেন তিনি, হাতের ধাক্কা লাগল চাপরাশির মাথায়, হেসে উঠে বেরিয়ে গেলেন।

'পাঁচটায়, ফ্রক-কোটে!' দরজার দিকে ফিরে আরো একবার চেচিয়ে বলে চলে গেলেন।

n a n

গৃহস্বামী নিজে যথন এসে পেণছলেন, ততক্ষণে পাঁচটা বেজে গেছে, কিন্তু অতিথি এসে পড়েছেন ইতিমধ্যেই। তিনি ঢুকলেন সেগেই ইভানোভিচ কজ্নিশেভ আর পেন্তুসোভকে নিয়ে একরে, ঢোকার মুখে দেখা হয়েছিল তাঁদের সঙ্গে। অব্লোন্স্কি যা বলতেন, এদ্'জন হলেন মস্কো ব্দিজাবীদের প্রধান প্রতিনিধি। চারিত্র ও চাতুর্য, উভয় দিক থেকেই তাঁরা প্রদ্ধেয়। তাঁরাও সম্মান করতেন পরস্পরকে, কিন্তু প্রায় সব ব্যাপারেই তাঁদের মধ্যে মতভেদ হত প্রচম্ড এবং আপোসহীন, সেটা এই জন্য নয় যে তাঁরা ছিলেন দ্বই বিরোধী ধারার লোক, বরং এই জন্য যে তাঁরা একই শিবিরভুক্ত (শত্রুরা তাঁদের এক করেই দেখতেন), কিন্তু সে শিবিরের অভ্যন্তরে প্রত্যেকের ছিল নিজ নিজ তারতম্য। আর অর্ধবিম্ত্নের ক্ষেত্রে ভিন্ন চিন্তার মতো মতের মিল ঘটাতে এতটা অক্ষম যেহেতু আর কিছ্বই নেই, তাই তাঁদের মতে মতে কখনো মেলে নি শ্ব্রু তাই নয়, উম্মা প্রকাশ না করে, কেবল একে অপরের অসংশোধনীয় বিদ্রান্তিতে হাসাহাসি করে তাঁরা পরস্পর অভ্যন্ত হয়ে গেছেন বহুদিন।

তাঁরা দরজায় ঢুকে আবহাওয়া নিয়ে আলাপ করছিলেন, এমন সময় স্তেপান আর্কাদিচ তাঁদের সঙ্গ ধরলেন। ড্রায়ং-র্মে বসে ছিলেন অব্লোন্স্কির শ্বশ্র প্রিন্স আলেক্সান্দর দ্মিত্রিয়েভিচ, তর্ণ শ্যেরবাংস্কি, তুরোভ্ৎসিন, কিটি আর কারেনিন।

স্তেপান আর্কাদিচের তৎক্ষণাৎ নজরে পড়ল যে তাঁকে বিনা আসরটা ভালো জমছে না। দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তাঁর ধ্সর রেশমী পোশাকী গাউনে স্পণ্টতই ভাবনা করছিলেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে ষাদের একলা খাবার কথা শিশ্ব-কক্ষে, এবং এই জন্যও যে স্বামী এখনো ফিরছেন না, স্বামীকে ছাড়া দলটাকে সামলাতে পারছিলেন না তিনি। সবাই তাঁরা বসেছিলেন

পাদ্রীকন্যাদের মতো (বৃদ্ধ প্রিন্সের ভাষায়), ভেবে পাচ্ছিলেন না কেন তাঁরা এখানে, চুপ করে যাতে না থাকতে হয় তার জন্য উচ্চারণ কর্রাছলেন কণ্টকল্পিত এক-একটা শব্দ। দিলদরাজ তুরোভ্র্ণাসন স্পণ্টতই নিজেকে দ্বস্থান্যত বলে অনুভব কর্রাছলেন, মোটা ঠোঁটের যে হাসিতে তিনি স্তেপান আর্কাদিচকে স্বাগত করলেন তা যেন স্পণ্ট ভাষায় বলছিল, বেশ ভাই, বুদ্ধিমন্তদের মধ্যে আমায় দিব্যি বসিয়ে রেখে গেছিস। কিছু টেনে Château des fleurs-এ গেলেই পারতাম, ওই আমার যথাস্থান।' বৃদ্ধ প্রিন্স চুপচাপ বসে ছিলেন, চকচকে আড়চোখে দেখছিলেন কার্রোননকে, স্ত্রেপান আর্কাদিচ টের পেলেন, এই যে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাটিকে অতি উপাদেয় ভোজা রূপে পরিবেশন করা হয় নিমন্তিতদের কাছে তাঁকে দেগে দেবার মতো কোনো একটা টিম্পনি তাঁর ভাবা হয়ে গেছে। কিটি তাকিয়ে ছিল দরজার দিকে যাতে কনস্তান্তিন লেভিনের আগমনে লাল না হয়ে ওঠার মতো শক্তি সে পায়। তরুণ শোরবার্ণাস্ক যার সঙ্গে কার্রোননের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় নি. দেখাবার চেণ্টা করছিল যে তাতে তার কিছু এসে যায় না। স্বয়ং কার্রোনন, মহিলাদের সঙ্গে ডিনারে বসলে পিটার্সবিত্বর্গের যা চাল, ফ্রক-কোট আর শাদা টাই পরে বর্সেছিলেন আর স্ত্রেপান আর্কাদিচ তাঁর মূখ দেখে বুঝলেন যে তিনি এসেছেন শুধু কথা দিয়েছেন বলে, আর এই সমাবেশটায় উপস্থিত থেকে তিনি একটা গাুরুভার কর্তব্য পালন করছেন। স্তেপান আর্কাদিচের আসার আগে পর্যন্ত যে হিম সমস্ত অতিথিকে জমিয়ে রেখেছিল তার প্রধান অপরাধ তাঁরই।

ভ্রমিং-র্মে ঢুকে স্তেপান আর্কাদিচ মাপ চাইলেন, কৈফিয়ং দিলেন যে কোন এক প্রিন্সের কাছে তিনি আটকা পড়েছিলেন, যিনি সর্বদা তাঁর সমস্ত বিলম্ব ও অনুপস্থিতির ওজর, মিনিটখানেকের মধ্যে সবার সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং পোল্যান্ডের রুশীকরণ নিয়ে আলেক্সেই আলেক্সান্ত্রভিচকে লাগিয়ে দিলেন সের্গেই কজ্নিশেভের সঙ্গে, সে প্রসঙ্গটা তাঁরা তৎক্ষণাৎ ল্বফে নিলেন পেন্তুসোভের সঙ্গে। তুরোভ্র্সিনের কাঁধ চাপড়ে তিনি মজার কিছ্ব একটা বললেন তাঁর কানে কানে, এবং তাঁকে বসালেন প্রিন্স আর স্থাীর মাঝখানে। তারপর কিটিকে বললেন যে তাকে আজ ভারি স্বন্দর দেখাছে, কারেনিনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন শ্যেরবাংস্কির। এক মিনিটের মধ্যে তিনি এই সামাজিক ময়দার তালটা এমন বদলে দিলেন যে ড্রিং-রুম যা হয়ে দাঁড়াল বলবার নয়, চাঙ্গা হয়ে

উঠল কণ্ঠস্বর। ছিলেন না শ্বধ্ব কনস্তান্তিন লেভিন। তবে সে বরং ভালোই, কেননা ভোজনকক্ষে গিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ সভয়ে দেখলেন যে পোর্ট- ওয়াইন আর শেরি আনা হয়েছে লেভে থেকে নয়, দেপ্রে থেকে। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি লেভের কাছে কোচোয়ানকে পাঠাবার ব্যবস্থা করে তিনি আবার ফিরলেন ড্রায়ং-রৢমে।

ভোজনকক্ষে তাঁর সঙ্গে দেখা হল কনস্তান্তিন লেভিনের।
'দেরি হয় নি তো?'

'দেরি না করে তুমি পারো কখনো?' তাঁকে বাহ্বদ্ধনে নিয়ে বললেন স্থেপান আর্কাদিচ।

'তোমার এখানে অনেক লোক? কে, কে?' অজ্ঞাতসারে লাল হয়ে আর দস্তানা দিয়ে টুপির তুষারকণা ঝাড়তে ঝাড়তে শ্বধালেন লেভিন।

'সবাই আপনার লোক। কিটিও আছে। চলো কারেনিনের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।'

উদারনৈতিক মতাবলম্বী হলেও স্তেপান আর্কাদিচ জানতেন যে কারেনিনের সঙ্গে পরিচয় থাকাটা কারো কাছে চরিতার্থতার একটা ব্যাপার না হয়ে পারে না, তাই সেরা বন্ধর কাছে তারই প্রস্তাব দিলেন তিনি। কিন্তু সেই মৃহ্তে এ পরিচয়ের সমগ্র পরিতোষ গ্রহণের অবস্থায় ছিলেন না কনস্তান্তিন লেভিন। সড়কে কিটিকে ক্ষণিক দেখতে পাওয়ার কথাটা ছেড়ে দিলে সেই যে স্মরণীয় সন্ধ্যায় তিনি দ্রন্দিককে দেখেছিলেন, তার পর থেকে তিনি কিটিকে আর দেখেন নি। অন্তরে অন্তরে তিনি জানতেন যে আজ এখানে তিনি দেখতে পাবেন কিটিকে। কিন্তু নিজের চিন্তার স্বাধীনতা অক্ষর্ম রেখে তিনি নিজেকে বোঝাতে চাইছিলেন যে সেটা তাঁর জানা নেই। কিন্তু এখন, যখন শ্নালেন যে সে এখানে, তখন এমন আনন্দ আর সেইসঙ্গে এমন ভয় হল তাঁর যে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, যা বলতে চাইছিলেন, বলতে পারলেন না।

'কেমন, কেমন সে এখন? যেমন ছিল আগে, অথবা যেমন তাকে দেখেছিলাম ঘোড়ার গাড়িটায়? আর দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা যদি সত্যি কথাই বলে থাকেন, তাহলে? কেনই-বা সত্যি বলবেন না?' মনে মনে ভাবছিলেন তিনি।

'ও হার্ট, আলাপ করিয়ে দাও কারেনিনের সঙ্গে' — বহুকচ্টে শেষ

পর্যন্ত বলতে পারলেন কথাটা, দৃঢ়, মরিয়া পদক্ষেপে ড্রায়ং-রুমে ঢুকে দেখতে পেলেন কিটিকে।

কিটি আগের মতোও নয়, গাড়িতে যা দেখা গিয়েছিল, তার মতোও নয়; একেবারে অন্যরকম।

কিটিকৈ দেখাচ্ছিল সন্ত্রন্ত, ভীর্, লাজ্জত আর তাতে করে আরো মধ্র মনে হল তাকে। ঘরে ঢুকতেই তাঁকে দেখল কিটি। তাঁর অপেক্ষার সে ছিল। খর্নি হয়ে উঠল সে আর নিজের খ্নিতে এমনই বিব্রত বােধ করল যে লেভিন যখন গৃহকরাঁর কাছে যেতে যেতে ফের তার দিকে তাকান, সে ম্হ্তে তার, লেভিনের, ডল্লিরও যিনি সবই দেখছিলেন, মনে হল সে আর সামলাতে পারবে না, কে'দে ফেলবে। লাল হয়ে উঠল কিটি, বিবর্ণ হয়ে গেল, ফের লাল হয়ে উঠে আড়ণ্ট হয়ে গেল, সামান্য কাঁপা-কাঁপা ঠোঁটে অপেক্ষা করতে লাগল লেভিনের। লেভিন ওর কাছে এসে মাথা ন্ইয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন নীরবে। ঠোঁটের সামান্য কাঁপন আর যে আর্ত্রতা চোখকে আরো জবলজবলে করে তুলেছে তা না থাকলে হািসটা তার প্রায় প্রশান্ত মনে হতে পারত যখন সে বললে:

'কতদিন দেখা হয় নি আমাদের!' মরিয়া দৃঢ়তায় নিজের ঠাণ্ডা হাতে লেভিনের ক্রমর্দন ক্রলে সে।

'আপনি আমায় দেখতে পান নি কিন্তু আমি আপনাকে দেখেছি' — স্বথের হাসিতে দীপ্তি ছড়িয়ে লেভিন বললেন, 'আমি আপনাকে দেখেছি যখন রেলস্টেশন থেকে আপনি যাচ্ছিলেন এগ্র্মোভোতে।'

'কবে?' অবাক হয়ে কিটি জিগ্যেস করলে।

'আপনি গাড়ি করে যাচ্ছিলেন এগর্নশোভোতে' — লেভিন বললেন এবং অনুভব করলেন যে হদয় ভরে উঠছে যে স্থে তাতে হাব্যুত্ব খাচ্ছেন তিনি। 'মর্মস্পর্ণী এই যে প্রাণীটি, তার কিছু একটা দোষ ধরার স্পর্ধা আমি পেয়েছিলাম কোখেকে! হাাঁ, দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা যা বলেছিলেন, মনে হচ্ছে তা ঠিকই' — ভাবলেন লেভিন!

স্তেপান আর্কাদিচ তাঁর হাত ধরে নিয়ে গেলেন কারেনিনের কাছে।

'আস্বন, আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই' — দ্ব'জনের নাম বললেন তিনি।

'ফের দেখা হয়ে খুবই আনন্দ হল' — লেভিনের করমর্দন কর্রে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন শীতল কণ্ঠে। 'আপনাদের আগেই পরিচয় ছিল নাকি?' এবাক হয়ে স্তেপান আর্কাদিচ জিগ্যোস করলেন।

'রেলগাড়িতে তিন ঘণ্টা আমরা ছিলাম একসঙ্গে' — হেসে বললেন লেভিন, 'কিন্তু বেরিয়ে আসি যেন ছন্মবেশী নৃত্য থেকে, কুর্হেলিকা নিয়ে, অন্তত আমি।'

'বটে! আচ্ছা এবার আস্ব্ন' — ভোজনকক্ষের দিকে হাত দেখিয়ে বললেন স্থেপান আর্কাদিচ।

ভোজনকক্ষে ঢুকে প্রে,্ষেরা গেলেন ম্বরোচক টেবিলটার কাছে, যাতে ছিল ছয় ধরনের ভোদকা, র্পোর খ্রিড দেওয়া বা না-দেওয়া সমান সংখ্যক পনীর, মাছের ডিমের আচার, নোনা হেরিং মাছ, নানা ধরনের জমিয়ে-রাথা খাবার, ফরাসি পাঁউর্টির চাকা ভরা ডিশ।

ভোদক। আর মুখরোচক খাবারগানের গন্ধে ভুরভুর টেবিলটার কাছে পার্ব্যেরা দাঁড়িয়ে রইলেন মূল আহারের অপেক্ষায়, পোল্যান্ডের রাশীকরণ নিয়ে সেগেহি ইভানোভিচ কজ্নিশেভ, কার্যেনন আর পেস্ত্সোভের মধ্যেকার আলাপটা থিতিয়ে এল।

অতি বিমৃতি ও গ্রন্তর বিতকের অবসান ঘটাবার জন্য স্ক্রেলবণ প্রয়োগে বিতকীদের মেজাজ ফেরাতে আর কেউ পারতেন না সেগেই ইভানোভিচের মতো, এবারেও সেটা তিনি দেখালেন।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ প্রমাণ করছিলেন যে পোল্যান্ডের রুশীকরণ সম্ভব হতে পারে কেবল সর্বোচ্চ নীতি প্রবর্তনের ফলে, যা রচনা করার কথা রুশী প্রশাসনের।

পেস্ত্সোভ জিদ করছিলেন যে একটা জাতির অন্য জাতিতে আন্তীকরণ ঘটে কেবল শেষোক্ত জাতির জনবহুলতায়।

কজ্নিশেভ উভয়ের বক্তব্যেই সায় দিচ্ছিলেন কিছ্ন 'কিন্তু' রেখে।
ড্রায়িং-র্ম থেকে তাঁরা যখন বেরোন, তর্কটা থামাবার জন্য কজ্নিশেভ
হেসে বললেন:

'তাহলে অর্শদের র্শীকরণের জন্যে একটাই উপায় আছে — যথাসম্ভব বেশি সম্ভানোৎপাদন। এ ব্যাপারে আমি আর আমার ভাই সবার চেয়ে খারাপ। কিন্তু আপনারা, বিবাহিত মহাশয়েরা আর বিশেষ করে আপনি, স্তেপান আর্কাদিচ, প্রেরাপ্রির দেশপ্রেমিকের কাজ করছেন; কটি হল আপনার?' হেসে, ছোট্ট একটা পানপাত্র তাঁর কাছে ধরে তিনি বললেন গ্হস্বামীকে।

সবাই হেসে উঠল, সবচেয়ে ফুর্তি করে হাসলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'হাাঁ, এটাই সবচেয়ে সেরা পদ্ধতি!' পনীর চিব্রুতে চিব্রুতে, এগিয়ে দেওয়া পানপার্টায় কী-এক বিশেষ ধরনের ভোদকা ঢালতে ঢালতে বললেন তিনি। এই রহস্যেই অবসান হল বিতর্কের।

'পনীরটা মন্দ নয়। কে নেবেন?' গৃহস্বামী বললেন, 'আবার তুমি ব্যায়াম শ্রুর করেছ নাকি?' বাঁ হাতে লেভিনের পেশী টিপে বললেন তিনি। হেসে লেভিন তাঁর পেশী ফোলালেন, স্তেপান আর্কাদিচের আঙ্বলের নিচে পাতলা ফ্রক-কোটের তল থেকে ইস্পাতের মতো উচ্চ্ হয়ে উঠল গোলাকার পনীর-সদৃশ পেশীর ডিম।

'আহ্, বাইসেপখান কী! একেবারে সামসন!'

'আমার মনে হয় ভাল্বক শিকারের জন্যে বেশ শক্তি দরকার' - - বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, শিকার সম্পর্কে যার ধারণা ছিল খ্বই ঝাপসা। পনীর মাখাতে গিয়ে ফিনফিনে একটুকরো রুটি ভেঙে ফেললেন তিনি।

লেভিন হাসলেন।

'শক্তির কোনো দরকার নেই। একটা বাচ্চাও ভাল্মক মারতে পারে' । মুখরোচক টেবিলটার কাছে গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে যে মহিলারা আসছিলেন তাঁদের উদ্দেশে মাথা নুইয়ে সরে গিয়ে লেভিন বললেন।

শনুনেছি আপনি ভালনুক মেরেছেন, সতি।?' কিটি জিগ্যেস করলে বার বার পিছলে যাওয়া একটা ব্যাঙের ছাতাকে কাঁটায় বি'ধোবার চেণ্টা করে. শাদা বাহনুর ওপরকার লেসটা ঝাঁকিয়ে, 'আপনাদের ওখানে ভালনুক আছে নাকি?' তাঁর দিকে মাথা আধখানা ফিরিয়ে সে যোগ করলে হেসে।

সে যা বললে, সেটা মনে হবে অসাধারণ কিছ্ব নয়, কিন্তু যথন এটা সে বলছিল তথন তার প্রতিটি ধর্নিন, ঠোঁট, চোখ, হাতের প্রতিটি ভঙ্গিকী অবর্ণনীয় তাৎপর্যই না ধরেছিল লেভিনের কাছে! ছিল তাতে লেভিনের কাছে ক্ষমাভিক্ষা, তাঁর ওপর আস্থা, সোহাগ, কমনীয়, ভীর্-ভীর্ সোহাগ, আর প্রতিগ্রুতি আর আশা আর ভালোবাসা যাতে তিনি বিশ্বাস না করে পারেন না, সূথে যাতে তাঁর শ্বাস রৃদ্ধ হয়ে আসছিল।

'না, আমরা গিয়েছিলাম ত্ভের গ্রেবির্নিয়ায়। ফেরার পথে ট্রেনের

কামরায় দেখা হয় আপনার দেওর অথবা দেওরের জামাইয়ের সঙ্গে — হেসে বললেন তিনি, 'সে এক মজার সাক্ষাং।'

ফুর্তি করে, মজা করে তিনি বলতে লাগলেন কিভাবে সারা রাত না ঘ্রমিয়ে তিনি মেষচর্মের কোট গায়ে হ্র্ড়ম্বড়িয়ে ঢুকেছিলেন কারেনিনের কামরায়।

'প্রবাদে যা বলে তার উল্টোটা করলে কনডাক্টর, আমার ওই মেষচর্মের জন্যে আমায় সে ভাগাতে চাইছিল; আমি তখন লম্বা-চওড়া বৃলি ঝাড়তে লাগলাম, আর আপনিও...' কারেনিনের নাম, পিতৃনাম মনে করতে না পেরে তিনি বললেন তাঁর উদ্দেশে, 'আমার মেষচর্মের জন্যে আমায় তাড়াতে চেয়েছিলেন, তবে পরে মেনে নেন, সে জন্যে আমি খুবই কৃতজ্ঞ।'

'আসন নির্বাচনে যাত্রীদের অধিকার এমনিতেই খুব বিশৃঙ্খল' — র্মাল দিয়ে আঙ্কুলের ডগা মুছে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'দেখলাম, আমার সম্পর্কে আপনি মনঃস্থির করে উঠতে পারছেন না' — ভালোমান্বি হাসি হেসে বললেন লেভিন, 'কিস্তু আমার ঐ মেষচর্মটা মার্জনা করিয়ে নেবার জন্যে আমি তাড়াতাড়ি করে শ্রু করলাম স্ধীস্বভ আলাপ।'

সেগেই ইভানোভিচ আলাপ চালিয়ে যাচ্চিলেন গৃহকর্রীর সঙ্গে আর এক কান দিয়ে শ্বনছিলেন ভাইয়ের কথা, আড়চোখে চাইছিলেন তাঁর দিকে। ভাবছিলেন, 'আজ ওর হল কী? এমন জয়জয়াকার ভাব।' তিনি জানতেন না যে লেভিন অনুভব করছেন যে তাঁর পাখা গজিয়েছে। লেভিন জানতেন যে কিটি তাঁর কথা শ্বনছে আর তার ভালো লাগছে শ্বনতে। শ্বধু সেইটাতেই তিনি নিমগ্ন। শ্বধু এই ঘরখানায় নয়, সারা দ্বনিয়ায় আছেন শ্বধু তিনি, যিনি পেয়ে গেছেন বিপ্রল তাৎপর্য আর গ্রহুত্ব, এবং আছে কিটি। তিনি অনুভব করছিলেন যে তিনি আছেন এত উ'চুতে যে মাথা ঘোরে, আর নিচুতে, কোথায় যেন অনেক দ্বে রয়েছে এই সব সম্জন, স্বন্দর কারেনিনরা, অব্লোন্স্কিরা, সারা প্রথবী।

একেবারে অলক্ষিতে, ওঁদের দিকে না চেয়ে, যেন আর কোথাও বসার জায়গা নেই এমন ভাব করে স্থেপান আর্কাদিচ খাবার টেবিলে লেভিন আর কিটিকৈ বসিয়ে দিলেন পাশাপাশি।

লেভিনকে তিনি বললেন, 'তুমি তো এখানে বসতে পারো।' যার জন্য স্তেপান আর্কাদিচের দূর্বলতা ছিল সেই বাসনগ্রলোর মতোই খাবারও হয়েছিল চমংকার। খুব উংরেছিল মারি-লাইজ স্মুপ; মুখে গলে যাওয়া ছোটো ছোটো পিঠেগ্নলো একেবারে অনবদ্য। শাদা টাই-ঝোলানো দ্ম'জন চাপরাশি আর মাতভেই আহার্য ও মদ্য পরিবেশন করছিল দ্ভিক্টু না হয়ে শাস্তভাবে, তংপরতার সঙ্গে। বৈষয়িক দিক থেকে সার্থক হয়েছিল ডিনার; অবৈষয়িক দিক থেকেও কম সার্থক হয় নি। কখনো সবার মিলিত, কখনো ব্যক্তিগত কথোপকথন থেমে গেল না, আর ডিনারের শেষে তা এতই সজীব হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে প্রাধেরা টেবিল ছেড়ে উঠেছিলেন আলাপ না থামিয়ে, এমনকি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচেরও কেটে গিয়েছিল নিরাসক্তি।

11 50 11

পেস্ত্রসোভ তর্ক করতে ভালোবাসতেন শেষ অবধি, সের্গেই ইভানোভিচের কথায় তিনি তুণ্ট হন নি, সেটা আরো এই কারণে যে নিজের মতামতের অন্যায্যতা তিনি টের পাচ্ছিলেন নিজেই।

স্কাপ থেতে খেতে তিনি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে বললেন, 'আমি শ্ব্ধ্ জনবহ্নলতার কথাই বলতে চাই নি, সেইসঙ্গে ভিত্তিটাও, তবে নীতি নয়।'

তাড়াহ্বড়ো না করে আলস্যভরে জবাব দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'আমার মনে হয় ওটা একই ব্যাপার। আমার মতে, অন্য জাতিকে প্রভাবিত করতে পারে শ্বধ্ব সেই জাতি যার বিকাশ উচ্চতর, যে...'

'সেই তো কথা' — জলদকণ্ঠে বাধা দিলেন পেস্ত্সোভ, যিনি ব্যস্ত হয়ে উঠতেন কথা বলতে এবং যে বিষয়ে কথা কইছেন সর্বদা তাতে মন-প্রাণ ঢেলে দিতেন বলেই মনে হবে, 'উচ্চতর বিকাশ বলতে কী বোঝায়? ইংরেজ. ফরাসি, জার্মান — কে বিকাশের উন্নত পর্যায়ে? কে একে অপরকে জাতীভূত করবে? আমরা দেখছি যে রাইন অণ্ডল সরকারিভাবে ফরাসিভুক্ত হয়েছে অথচ জার্মানদের মান নিচু নয়' — চে'চিয়ে উঠলেন তিনি, 'এক্ষেটে আছে আরেকটা নিয়ম!'

'আমার মনে হয় প্রভাবটা সর্বাদা আসে সত্যকারের স্কৃশিক্ষা থেকে' — ভূর্ব সামান্য কপালে তুলে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'কিন্তু সত্যকার স্বশিক্ষার লক্ষণগ্নলো কী বলে আমরা ধরব?' জিগ্যেস করলেন পেস্ত্রোভ।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন, 'আমি মনে করি, তার লক্ষণগুলো সবারই জানা।'

'প্ররো জানা কি?' মিহি হেসে আলাপে নাক গলালেন সের্গেই ইভানোভিচ, 'এখন স্বীকৃত হয়েছে যে সত্যকার শিক্ষা হতে পারে কেবল বিশ্বদ্ধ চিরায়ত শিক্ষা: কিন্তু দ্বই পক্ষে ঘোর বিতর্ক দেখতে পাচ্ছি আমরা এবং অস্বীকার করা ধায় না যে বিপক্ষ শিবিরেও স্বীয় অন্বকূলে যুক্তি আছে জোরদার।'

'আপনি তো চিরায়তপন্থী, সের্গেই ইভানোভিচ। লাল মদ চলবে?' বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'কোনো শিক্ষা সম্পর্কেই আমি নিজের অভিমত দিচ্ছি না' — পানপাত্র বাড়িয়ে দিয়ে শিশ্বর প্রতি প্রশ্রয়ের হাসি হেসে সের্গেই ইভানোভিচ বললেন, 'আমি শ্ব্র্ব্ বলছি যে দ্ব'পক্ষেরই জোরালো য্বিক্ত আছে' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের দিকে চেয়ে তিনি চালিয়ে গেলেন। 'নিজে আমি চিরায়ত শিক্ষা পেয়েছি. কিন্তু এ বিতর্কে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এখনো আমার শ্বন্থান খ্বঁজে পাচ্ছি না। বাস্তব বিদ্যার চেয়ে চিরায়ত বিদ্যাকে কেন প্রাধান্য দেওয়া হবে তার পরিক্ষার যুক্তি চোখে পড়ছে না আমার।'

'শিক্ষাদানে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রভাবও তো একই' — খেই ধরলেন পেস্ত্সোভ, 'ধর্ন-না শ্ব্ধ্ব জ্যোতির্বিদ্যা, ধর্ন উদ্ভিদ-বিদ্যা, পশ্ববিদ্যা এবং তাদের সাধারণ নিয়মগুলি!'

'এর সঙ্গে আমি প্ররো সায় দিতে পারছি না' — জবাব দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'আমার মনে হয় এটা অস্বীকার করা যায় না যে ভাষার গঠনপ্রণালীর অধায়নই আত্মিক বিকাশে অতি অন্কৃল প্রভাব ফেলে। তা ছাড়া চিরায়ত সাহিত্যিকদের প্রভাব অতিমান্তায় নৈতিক, এটাও অস্বীকার করা যায় না, যেক্ষেত্রে দ্বর্ভাগ্যবশত প্রাকৃতিক বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে মিলেছে অনিষ্টকর, অসত্য কতকগ্নলো মতবাদ যা আমাদের কালের দ্বষ্টক্ষত।'

সেগেই ইভানোভিচ কিছ্ম একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পেন্ত,সোভ

তাঁর জলদগন্তীর কণ্ঠে তাঁকে থামিয়ে দিলেন। সোংসাহে তিনি প্রমাণিত করতে লাগলেন এ অভিমতের অসারতা। সেগেই ইভানোভিচ শাস্তভাবে তাঁর কথা আসার পালার অপেক্ষায় রইলেন, স্পণ্টতই একটা বিজয়স্চক জবাব তৈরি ছিল তাঁর।

'তবে' — মিহি হেসে, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে উদ্দেশ করে সের্গেই ইভানোভিচ বললেন, 'দুই বিদ্যার লাভালাভ ওজন করে কোনো একটাকে পছন্দ করা যে কঠিন তা না মেনে উপায় নেই। আর আপনি এখুনি যা বললেন, চিরায়ত বিদ্যায় নৈতিকতা — disons le mot* কালাপাহাড়-বিরোধী মনোব্তির প্রভাব না থাকলে কোনটা বাছব এ জিজ্ঞাসার এত সত্বর ও চুড়ান্ত মীমাংসা সম্ভব হত না।'

'নিঃসন্দেহে।'

'চিরায়ত বিদ্যার পক্ষে যদি এই কালাপাহাড়-বিরোধী মনোবৃত্তির শ্রেষ্ঠতা না থাকত, তাহলে আমরা একটু বেশি ভাবনা-চিন্তা করতাম, বাজিয়ে দেখতাম দ্ব'পক্ষের য্বন্তিকে' — মিহি হেসে বললেন সেগেই ইভানোভিচ, 'দ্বই ধারার জন্যেই রাস্তা খ্বলে দিতাম আমরা। কিন্তু এখন আমরা জানি যে চিরায়ত বিদ্যার এই বটিকাগ্বলোর মধ্যে আছে কালাপাহাড়-বিরোধী মনোবৃত্তির ভেষজশক্তি, তখন আমবা নির্ভায়ে তা স্বুপারিশ করব আমাদের রোগীদের জন্যে. কিন্তু যদি তা না থাকে?' কথা তিনি সম্পূর্ণ করলেন স্ক্রের লবণ ছিটিয়ে।

সের্গেই ইভানোভিচের বটিকার কথায় হেসে উঠলেন সবাই, সবচেয়ে সশব্দে ও স্ফ্তিতিত তুরোভ্ৎসিন, আলাপটা শ্নতে শ্নতে তিনি কেবল প্রতীক্ষা করছিলেন কখন এর শেষ হবে পরিহাসে।

পেস্ত্সোভকে নিমন্ত্রণ করে ভুল করেন নি স্তেপান আর্কাদিচ। পেস্ত্সোভের কাছে বিদগ্ধ আলোচনা ক্ষান্ত হতে পারে না এক মিনিটের জন্যও। সেগেই ইভানোভিচ তাঁর রসিকতা দিয়ে আলোচনাটা বন্ধ করা মাত্রই তিনি টেনে আনলেন অন্য প্রসঙ্গ।

বললেন, 'সরকারের এই-ই উদ্দেশ্য ছিল, এটা মানা যায় না। সরকার স্পন্টতই চালিত হয়েছে সাধারণ বিবেচনায়, গৃহীত ব্যবস্থাগ্নলির কী প্রতিক্রিয়া হবে সেদিকে উদাসীন থেকেছে। যেমন নারী শিক্ষার কথাটাই

^{*} সোজাস্বাজ বলব (ফরাসি)।

ধরা যাক, এটাকে গণ্য করা উচিত অতি ক্ষতিকর, কিন্তু সরকার কোর্স আর বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে মেয়েদের জন্যে।'

সঙ্গে সঙ্গেই কথোপকথন চলে গেল নারী শিক্ষার নতুন খাতে।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন যে নারী শিক্ষাকে সাধারণত নারী ম্বিক্তর সঙ্গে গ্রলিয়ে ফেলা হয় এবং সেই কারণে এটা ক্ষতিকর মনে হতে পারে।

পেস্ত্,সোভ বললেন, 'উল্টে আমি মনে করি দ্বটো প্রশ্নই অঙ্গাঙ্গি জড়িত। এটা এক পাপচক্র। যথেণ্ট শিক্ষা নেই বলে মেয়েদের অধিকারও নেই, আবার শিক্ষার অপ্রভূলতা আসছে অধিকারের অভাব থেকে। মনে রাখা উচিত যে মেয়েদের দাসত্ব এত প্রবল আর প্রবনো যে ওদের কাছ থেকে আমাদের যা তফাৎ করে রাখছে সেই গহরুটা আমরা দেখতে চাই না।'

'আপনি বলছেন অধিকার' — পেস্ত্সোভ কখন থামবেন তার অপেক্ষায় থাকার পর সের্গেই ইভানোভিচ বললেন, 'জ্বির, নির্বাচক, অধিকর্তা, কর্মচারী, লোকসভা-সদস্য হবার অধিকার...'

'নিঃসন্দেহে।'

'কিন্তু বিরল ব্যতিক্রম হিশেবে মেয়েরা যদি এই সব পদে যায়ও, তাহলেও আমার মনে হয় আপনার 'অধিকার' কথাটার ব্যবহার হয়েছে বেঠিক। 'দায়িত্ব' কথাটা বলা বেশি সঠিক হত। জ্বারি, নির্বাচক, টেলিগ্রাফকর্মার কাজ করতে গিয়ে আমরা অন্ভব করি একটা দায়িত্ব পালন করছি। তাই সঠিকভাবে বলা উচিত যে মেয়েরা দায়িত্ব চাইছে এবং সেটা খ্বই আইনসঙ্গত। এবং সাধারণ প্রুম্বালী শ্রমে তাদের সাহায্য করার এই বাসনাটায় সহান্তুতি জানানোই সম্ভব।'

'একেবারে ঠিক কথা' — সায় দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ. 'আমি মনে করি প্রশ্নটা শৃধ্ এই যে এ দায়িত্ব পালনে তারা সক্ষম কিনা।' 'খুব সম্ভব যে সক্ষম হবে' — ফোড়ন দিলেন স্ত্রেপান আর্কাদিচ, 'যদি শিক্ষা বিস্তৃত হয় তাদের মধ্যে। আমরা দেখছি, যে…'

'আর সেই প্রবাদটা?' আলাপটা অনেকখন ধরে শ্নাতে শ্নাতে তাঁর ছোটো ছোটো চোখে উপহাস ঝিকমিকিয়ে বললেন প্রিন্স, 'নিজের মেয়েদের সামনেও বলা চলবে: লম্বা চুলে খাটো ব্যক্তি।'

'নিগ্রোরা ম_নক্ত হবার আগে পর্যন্ত ঠিক এইরকমটাই ভাবা হত!' রাগতভাবে বললেন পেস্তুসোভ। 'আমার কাছে শ্বধ্ব অন্তুত ঠেকে যে মেয়েরা নতুন দায়িত্ব নিতে চাইছে' — বললেন সেগেই ইভানোভিচ, 'যেক্ষেত্রে দ্বঃথের বিষয় আমরা দেখছি যে প্রব্যেরা সাধারণত তা এড়িয়ে চলে।'

'দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে অধিকার; ক্ষমতা, টাকা, সম্মান — এই চায় মেয়েরা' — বললেন পেস্তুসোভ।

'এও সমান কথা যে আমি ধাই-মা হবার অধিকার চাইছি অথচ তার জন্যে আমাকে নয়, টাকা দেওয়া হচ্ছে মেয়েদের' — বললেন বৃদ্ধ প্রিন্স।

তুরোভ্ংসিন হেসে উঠলেন হো-হো করে, আর সেগেই ইভানোভিচের আফশোস হল যে এমন একটা কথা তিনি বলেন নি। এমনকি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচও হাসলেন।

'হ্যাঁ, কিন্তু প্রব্রেষরা মাই দিতে পারে না, তবে মেয়েরা...'

'আরে না, জাহাজে সেই যে ইংরেজটি নিজের ছেলেকে দ্বধ খাইয়েছিল' — নিজের মেয়েদের সামনে কথোপকথনের এই স্বাধীনতাটুকু নিজের জন্য মঞ্জার করে বললেন বৃদ্ধ প্রিন্স।

'এমন ইংরেজ যতগর্বল আছে, চাকুরে মেয়েও হবে ততগর্বল' ---সের্গেই ইভানোভিচ বললেন শেষ পর্যস্ত।

'কিন্তু যে মেয়ের সংসার নেই, কী সে করবে?' চিবিসোভার কথা মনে করে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, তার কথাই তাঁর মনে হচ্ছিল সারাক্ষণ, সেই ভেবেই তিনি সহানুভূতি দেখালেন পেন্তুসোভকে, সমর্থন করলেন তাঁকে।

যদি সে মেয়ের ঘটনাটা ভালো করে বিচার করা যায়, তাহলে দেখা যাবে সে নিজের সংসার অথবা যেখানে সে নারীর মতো থাকতে পারত বোনের সে সংসারও ত্যাগ করে গেছে' — হঠাৎ পিত্তি জনলে ওঠায় কথোপকথনে যোগ দিলেন দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা, কোন মেয়ের কথা স্তেপান আর্কাদিচ বলতে চাইছিলেন, সেটা সম্ভবত অনুমান করেছিলেন তিনি।

'কিন্তু আমরা দাঁড়াচ্ছি নীতি নিয়ে, আদর্শ নিয়ে!' সোচ্চার জলদকপ্ঠে বললেন পেস্ত্সোভ, 'নারীরা চায় স্বাধীনতার, শিক্ষিত হবার অধিকার। তার অসম্ভাবিতার চেতনায় তারা সংকৃচিত, দমিত।'

'আর আমি সংকুচিত আর দমিত এই জন্যে যে অনাথালয়ে ধাই-মা হিশেবে আমায় নেওয়া হচ্ছে না' — ফের বললেন বৃদ্ধ প্রিন্স আর তাতে তুরোভ্ৎিসনের এত আনন্দ হল যে তাঁর আ্যসপারাগাসের মোটা বোঁটাটা তিনি গাঁজে দিলেন সসের মধ্যেই।

সাধারণ আলোচনাটায় যোগ দিয়েছিল সবাই, শুধু কিটি আর লেভিন ছাডা। প্রথমে যখন এক জাতির ওপর অন্য জাতির প্রভাবপাতের কথা ওঠে. তখন লেভিনের আপনা থেকেই মনে হয়েছিল যে এ বিষয়ে কিছ, বলবার আছে তাঁর, কিন্তু এই নিয়ে যে ভাবনাটা আগে তাঁর কাছে ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ, এখন সেটা ঝলক দিয়েছিল শুধু যেন স্বপ্নে, কোনো আগ্রহই তাতে আর বোধ করছিলেন না তিনি। তাঁব এমনকি অস্কৃত লাগল কেন ওরা এমন বিষয় নিয়ে কথা কইবার চেণ্টা করছে যা সবার কাছেই নিষ্প্রয়োজন। তেমনি কিটির কাছেও মনে হয়েছিল নারীর অধিকার আর শিক্ষা নিয়ে তারা যা বলছে সেটা আগ্রহোন্দীপক হবার কথা। কতবার সে এ নিয়ে ভেবেছে, স্মরণ করেছে প্রবাসে তার বান্ধবী ভারেখ্কা, তার দুঃসহ অধীনতার কথা, কতবার সে ভেবেছে যে তারও কি দশা হবে যদি তার বিয়ে না হয়. কতবার সে দিদির সঙ্গে তর্ক করেছে এ নিয়ে! কিন্তু এখন এতে তার আগ্রহ নেই মোটেই। এখন ওর কথাবার্তা চলছে লেভিনের সঙ্গে, কথাবার্তা নয়, কী এক রহস্যময় মিলন যা প্রতি মুহুতে তাঁদের নিবিড় করে বাঁধছে, যে অজানায় তাঁরা পদাপণি করছেন তার সামনে একটা আনন্দঘন ত্রাসে আবিষ্ট হচ্ছিলেন দু;জনেই।

গত বছর লেভিন কেমন করে তাকে দেখতে পেয়েছিলেন, কিটির এ প্রশ্নের জবাবে লেভিন প্রথমে বললেন যে ঘাস-কাটা থেকে ফেরার সময় বড়ো সড়কে তাকে দেখতে পান।

'তখন খুব ভোর। আপনি সম্ভবত সবে ঘুম থেকে জেগেছিলেন। আপনার মা তখনো নিজের কোণটিতে ঘুমিয়ে। চমংকার সকালটা। যেতে যেতে ভাবছিলাম, কারা যাচ্ছে ওই চার ঘোড়ার গাড়িতে? চমংকার চার ঘোড়ার গাড়ি, গলায় ঘণিট। মুহুত্তের জন্যে দেখা গেল আপনাকে, জানলার দিকে তাকিয়ে দেখি আপনি এইভাবে বসে আছেন, দুই হাতে টুপির ফিতে ধরে আছেন আর কিছু একটা নিয়ে চিন্তায় ভয়ংকর ময়' — হেসে বললেন লেভিন। 'কী ভাবছিলেন তা জানার জন্যে কী ভয়ানক যে ইচ্ছে করছিল আমার! গ্রুব্তর কিছু?'

'চুল আল্মথাল্ম হয়ে গিয়েছিল কি?' কিটি ভাবলে; কিন্তু এই খ্বিটিনটিগ্মলির স্মরণে তাঁর মুখে যে উল্লাসের হাসি ফুটেছিল তা দেখে

কিটি ব্ৰথলে যে ভালোই একটা ছাপ ফেলতে পেরেছিল সে। লাল হয়ে উঠে সে হেসে ফেললে।

'সত্যি, মনে নেই।'

'কী স্কুদর হাসে তুরোভ্র্গেন' -- তাঁর আর্দ্র চোখ আর কম্পমান দেহের দিকে তদুগত হয়ে তাকিয়ে লেভিন বললেন।

'ওঁকে আপনি চেনেন অনেকদিন থেকে?' কিটি জিগ্যেস করলে।

'কে ওকে না চেনে!'

'দেখতে পাচ্ছি, আপনি ওঁকে খারাপ লোক বলে ভাবেন।'

'খারাপ নয়, তুচ্ছ।'

'ওটা ঠিক নয়! ওরকম কথা আর ভাববেন না' — কিটি বললে, 'আমারও ওঁর সম্পর্কে খুব নিচু একটা ধারণা ছিল। কিন্তু উনি, উনি আশ্চর্য সহৃদয় মানুষ। মনটা ওঁর সোনার।'

'ওর মনের খবর আর্পান জানলেন কোথা থেকে :'

'ওঁর সঙ্গে আমাদের খ্বই বন্ধ্ব। আমি ওঁকে খ্ব ভালো জানি। গত শীতে, আর্পান... আমাদের ওখানে যখন গিয়েছিলেন, তারপরে' — কিটি বললে একটু দোষী-দোষী, সেইসঙ্গে ভরসার হাসি হেসে, 'ডল্লির ছেলেমেয়েরা সবাই ভুর্গছিল স্কালেটি জ্বরে। উনি একবার এলেন ডল্লির কাছে, আর থেকে গেলেন, ছেলেমেয়েদের শৃল্পাহায় সাহায্য করতে লাগলেন।

ভাবতে পারেন' -- ফিসফিসিয়ে বললে কিটি, 'ওঁর এত মায়া হল যে উনি হ্যাঁ, তিন সপ্তাহ ছিলেন সেখানে, আয়ার মতো দেখাশোনা করেন বাচ্চাদের।'

'তুরোভ্ংসিনের কথা বলছি কনস্তান্তিন দ্মিগ্রিচকে' — দিদির দিকে ঝ:কে কিটি বললে।

'হাাঁ, আশ্চর্য', স্কুলর মান্ষ!' তুরোভ্ৎসিনের দিকে দ্ণিউপাত করে ডিল্ল বললেন। তিনিও টের পাচ্ছিলেন তাঁকে নিয়ে কথা হচ্ছে, সলম্জভাবে ডিল্ল হাসলেন তাঁর উদ্দেশে। লেভিন তুরোভ্ৎসিনের দিকে চেয়ে অবাক হলেন কেমন করে তিনি এ মান্ষ্টির সমস্ত মাধ্য' লক্ষ্য করেন নি আগে।

'ঘাট, ঘাট মানছি! আর কখনো লোকেদের সম্পর্কে খারাপ কিছ্ ভাবব না!' এখন তাঁর যা অনুভূতি, অকপটেই স্ফ্তিতে প্রকাশ করে বললেন সেটা। নার্রার অধিকার নিয়ে যে আলাপটা জমেছিল তাতে মেয়েদের সমক্ষে দাম্পত্য জীবনে অধিকারের অসাম্যের প্রশ্নটা স্কুস্কুড়ি দেওয়ার মতো। ডিনারের সময় পেস্তুসোভ বারকয়েক প্রশ্নটা তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেগেই ইভানোভিচ ও স্তেপান আর্কাদিচ সাবধানে নিরম্ভ করেন তাঁকে।

সবাই যখন টোবল ছেড়ে উঠলেন আর মহিলারা বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে পেস্ত্রোভ তাঁদের অন্মরণ না করে অসাম্যের প্রধান কারণ কী তা বোঝাতে লাগলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে। তাঁর মতে আইনে এবং জনমতের পক্ষ থেকে স্বীর বিশাসঘাতকতা ও স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতায় শাস্তি বিধানের মধ্যে বৈষম্য থাকে।

স্ত্রেপান আর্কাদিচ তাড়াতাড়ি করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে এসে ধ্মপানের আমন্ত্রণ জানালেন তাঁকে।

'না, আমি ধ্মপান করি না' — শাস্তভাবে উত্তর দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এবং এ প্রসঙ্গটায় যে ভয় পান না সেটা যেন ইচ্ছে করেই দেখাবার জন্য তিনি নিম্প্রাণ হেসে ফিরলেন পেস্ত্সোভের দিকে।

'আমি মনে করি যে ব্যাপারটাই এমন যে এর্প দ্ণিউভঙ্গির যুক্তি থাকে' -- এই বলে উনি ড্রায়িং-রুমে চলে যেতে চার্হাছলেন; কিন্তু এই সময় তাঁকে উদ্দেশ করে হঠাৎ কথা কয়ে উঠলেন তুরোভ্রিসন।

'আচ্ছা, আপনি প্রিয়াচ্নিকভের থবরটা শ্রনেছেন?' শ্যাম্পেন সেবনে মদির হয়ে বহুক্ষণ নিজের কণ্টকর নীরবতাটা ভাঙার অপেক্ষায় থাকার পর তুরোভ্ৎসিন বললেন, 'ভাসিয়া প্রিয়াচ্নিকভ — সেদিন শ্রনলাম যে' — আর্দ্র ও রক্তিম ঠোঁটে তাঁর হৃদ্যবান হাসি নিয়ে বিশেষ করে প্রধান অতিথি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, 'ত্ভের শহরে ক্ভিৎস্কির সঙ্গে ডুয়েল লড়ে তিনি তাকে খুন করেছেন।'

সর্বদাই যেমন মনে হয় ইচ্ছে করেই যেন চোট লাগছে ঠিক ব্যথার জায়গাটাতেই, এখন তেমনি স্ত্রেপান আর্কাদিচেরও মনে হচ্ছিল যে প্রতি মৃহ্তে কথাবার্তাটা গিয়ে পড়ছে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের ব্যথার জায়গায়। জামাতাকে ফের সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ নিজেই জিগ্যেস করলেন উৎস্ক হয়ে।

প্রিয়াচ্নিকভ লড়ল কেন?

'বৌয়ের জন্যে। বাহাদ্বরের মতো কাজ করেছেন। চ্যালেঞ্জ করে দিলেন খতম করে!'

'অ' — নিরাসক্ত গলায় বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, ভুরু কপালে তুলে চলে গেলেন ড্রায়িং-রুমে।

'ভারি আনন্দ হচ্ছে যে আপনি এসেছেন' — ড্রায়ং-র মে ওঁর সঙ্গে দেখা হতে ভীত হাসি নিয়ে ডাল্লি বললেন তাঁকে, 'আপনার সঙ্গে কথা আছে। বস্কুন এইখানে।'

উত্তোলিত ভূর্তে যে নিরাসন্তির ভাব ফুটেছিল মৃথে, সেটা নিয়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বসলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার পাশে, কৃত্রিম হাসি হাসলেন।

বললেন, 'সে ভালোই, কেননা আমিও আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে তক্ষ্যনি বিদায় নেব বলে ভাবছিলাম। কাল চলে যেতে হবে আমায়।'

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার দৃঢ়ে বিশ্বাস ছিল যে আন্না নির্দোষ, তিনি টের পাচ্ছিলেন যে বিবর্ণ হয়ে উঠছেন; নির্ব্তাপ, অন্ভূতিহীন এই যে লোকটা অমন শান্তভাবে মনস্থ করেছে যে তাঁর নির্দোষ বান্ধবীর সর্বনাশ করে ছাড়বে, তার প্রতি রাগে তাঁর ঠোঁট কাঁপছে।

একটা মরিয়া প্রতিজ্ঞায় তাঁর চোখে চোখে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, আপনাকে আমি আন্নার খবর জিগ্যেস করেছিলাম, জবাব দেন নি আপনি। কেমন আছে সে?'

'সমুস্থ আছে বলেই তো মনে হয় দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা' — তাঁর চোখের দিকে না চেয়ে উত্তর দিলেন আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ।

'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, মাপ করবেন আমায়, এ কথা জিগ্যেস করার অধিকার আমার নেই... কিন্তু বোন হিসেবে আমি আলাকে ভালোবাসি, শ্রন্ধা করি; আমি অন্বরোধ করছি, মিনতি করছি, বল্ন আমায়, কী হল আপনাদের মধ্যে? কী অপরাধ পেলেন ওর?'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ মুখ কু'চকিয়ে, চোখ প্রায় ব'জে মাথা নোয়ালেন।

'আমি ধরে নিতে পারি কেন আমা আর্কাদিয়েভনার সঙ্গে আমার প্রনা সম্পর্ক বদলানোর প্রয়োজন বলে মনে করছি সে কারণ স্বামী আপনাকে বলেছেন' — ওঁর চোখের দিকে না চেয়ে ড্রায়ং-র্ম পেরিয়ে চলে যাওয়া শ্যেরবাংস্কির দিকে অপ্রসন্ন দ্ন্তিতৈ তাকিয়ে তিনি বললেন। 'এটা আমি বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করতে পারি না!' নিজের সামনে তাঁর হান্ডিসার হাতখানা মুঠো করে সতেজ ভঙ্গিতে বলে উঠলেন ডল্লি। ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে হাত দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের আন্তিনে। 'এখানে আমাদের অস্কবিধা হচ্ছে, চল্লন ওখানে যাই।'

ডল্লির উত্তেজনা প্রভাবিত করল আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে। উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বাধ্যের মতো ডল্লির পেছ্ব পেছ্ব গেলেন পড়ার ঘরে। কলমকাটা ছ্বরিতে আঁচড় পড়া অয়েল-ক্লথ মোড়া একটা টেবিলের সামনে বসলেন তাঁরা।

'আমি বিশ্বাস করি না এটা!' তাঁকে এড়িয়ে যাওয়া ওঁর দ্ণিটটা ধরার চেন্টা করে ডক্লি বললেন।

'সত্য ঘটনাকে বিশ্বাস না করা চলে না, দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা' — উনি বললেন 'সত্য ঘটনা' কথাটায় জোর দিয়ে।

'কিন্তু কী সে করেছে?' শ্বালেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'ঠিক কী করেছে সে?'

'সে তার কর্তব্য চুলোয় পাঠিয়েছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে স্বামীর প্রতি। এই সে করেছে' — উনি বললেন।

'না, না, হতে পারে না! না, আপনি ভুল করেছেন!' ডব্লি বললেন চোখ বুংজে, রগে হাত দিয়ে।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ঠান্ডা হাসলেন শ্ব্ধ্ তাঁর ঠোঁট দিয়ে, ডিল্লকে আর নিজেকেও দেখাতে চাইলেন তাঁর প্রত্যয়ের দ্টেতা; কিন্তু ডিল্লর এই সতেজ সমর্থন তাঁকে দোলাতে না পারলেও তাতে ন্নের ছিটে পড়ল তাঁর ক্ষতে। ডিনি বেশ উত্তেজিত হয়ে কথা কইতে লাগলেন।

'ভূল করা খ্বই কঠিন যখন দ্বী নিজেই সে কথা বলে স্বামীকে। বলে যে জীবনের আট বছর আর ছেলে — এ সবই ভূল। সে ফের গোড়া থেকে জীবন শ্রের্ করতে চায়' — উনি বললেন রেগে, নাক ফোঁস ফোঁস করে। 'আল্লা আর দ্বশ্চরিত্রা — এ দ্বটো জিনিস মেলাতে পারছি না আমি, বিশ্বাস করি না ও কথা।'

'দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা' — এবার উনি বললেন সোজাস্বাজি ডল্লির সদাশর উত্তেজিত মুখের দিকে চেয়ে, টের পাচ্ছিলেন যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও

625

সব দিতাম। যখন মাত্র সন্দেহ ছিল তখন সেটা কণ্টকর হলেও এখনকার চেয়ে তা ছিল লঘ্। যখন মাত্র সন্দেহ ছিল, তখন আশাও ছিল; কিন্তু এখন আর আশা নেই; তাহলেও আমি সবকিছ্বতে সন্দেহ করি। সবকিছ্বতে এমন আমার সন্দেহ যে ঘ্লা করি নিজের ছেলেকে, মাঝে মাঝে বিশ্বাস হয় না যে ও আমার ছেলে। বড়ো দুর্ভাগা আমি।

এ কথা তাঁর বলার দরকার হত না। দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার মুখের দিকে উনি তাকাতে ডল্লি সেটা বুঝতে পেরেছিলেন, ওঁর জন্য কণ্ট হল তাঁর, তাঁর বান্ধবী নির্দেশ্য এ বিশ্বাস তাঁর টলে উঠল।

'উ'হ্ন, এ যে ভয়ংকর, ভয়ংকর! কিন্তু এ কি সত্যি যে আপনি বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?'

'শেষ ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আর কিছু, করার নেই আমার।'

'করার নেই, করার নেই...' — চোখে জল নিয়ে প্নরাবৃত্তি করলেন ডল্লি। 'না, করার নেই হতে পারে না!' উনি বললেন।

'এই ধরনের বিপদে সবচেয়ে ভয়ংকর হল অন্য বিপদ, লোকসান, মৃত্যুর মতো তা নীরবে সয়ে যাওয়া যায় না, কিছ্ব একটা করতে হয়' — উনি বললেন যেন ডিল্লার চিস্তাটা অন্মান করে, 'যে হীনতার অবস্থায় পড়েছি তা থেকে বেরিয়ে আসা দরকার। তিনজনে তো আর ঘর করা যায় না।'

'ব্রুবতে পারছি, খ্র ভালো করে ব্রুবতে পারছি সেটা' — বলে মাথা নিচু করলেন ডিল্ল। চুপ করে রইলেন তিনি, ভার্বছিলেন নিজের কথা, আপন পারিবারিক দ্বংথের কথা। হঠাৎ সবেগে মাথা তুলে অন্নয়ের ভঙ্গিতে হাত জড়ো করলেন, 'কিস্তু দাঁড়ান, আপনি তো খিব্রুটান। ওর কথাটা ভাব্বন! আপনি যদি ওকে ত্যাগ করেন তাহলে কী হবে ওর?'

'আমি ভেবেছি দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, অনেক ভেবেছি' — বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। মুখ ওঁর ভরে উঠল লাল লাল ছোপে, ঘোলাটে চোখদ্বটো তাকিয়ে ছিল সোজা ডল্লির দিকে। এখন ওঁর জন্য কণ্টে সতিই ব্ক ভরে উঠল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার। 'ও নিজেই যখন আমার মুখে চুনকালি লাগাবার কথাটা আমায় বলে, তারপর আমি ঠিক ওইটেই করেছিলাম: সব আগের মতো চলতে দিলাম। সংশোধনের স্ব্যোগ দিয়েছিলাম তাকে, চেন্টা করেছিলাম তাকে বাঁচাতে। কিন্তু কী হল? শোভনতা বজায় রেখে চলা — এই অতি সহজ দাবিটাও সে মেনে চললে না' — উত্তপ্ত হয়ে তিনি বললেন, 'যে লোক ধ্বংস পেতে চায় না তাকে

বাঁচানো যায়; কিন্তু স্বভাব যদি এতই নষ্ট হয়ে, বিকৃত হয়ে গিয়ে থাকে যে ধ্বংসটাই তার কাছে উদ্ধার বলে মনে হচ্ছে, তাহলে কী করা যাবে?'

'সব করা যায় শর্ধর বিবাহবিচ্ছেদ নয়!' জবাব দিলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'কিন্তু সেই সবটা কী?'

'না, এ যে ভয়ংকর কথা! কারো বউ হবে না সে, মারা পড়বে!'

'কী আমি করতে পারি?' কাঁধ আর ভূর্ উ'চিয়ে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। দ্বীর শেষ অপবাধের দ্ম্তিটা তাঁকে এতই উত্ত্যক্ত করছিল যে কথা শ্রুর সময়ের মতো ফের নির্ত্তাপ হয়ে গেলেন তিনি। 'আপনার সহান্ভৃতির জন্যে আমি আপনার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, কিন্তু সময় হয়ে গেছে আমার' — উঠে দাঁড়িয়ে বললেন তিনি।

'না, না, একটু দাঁড়ান! ওকে ধ্বংস করা আপনার উচিত নয়। দাঁড়ান, আমি নিজের সম্পর্কে আপনাকে বলি। বিয়ে করলাম, কিন্তু স্বামী আমায় ছলনা করে; রাগে দ্বঃখে আমি সবকিছ্ব বিসর্জন দিতে চেয়েছিলাম, নিজেই আমি চেয়েছিলাম তা... কিন্তু চৈতন্যোদয় হল। কে করালে? আন্না বাঁচালে আমায়। তারপর এই তো বেশ চলে যাচ্ছে। বেড়ে উঠছে ছেলেমেয়েরা, স্বামী পরিবারের কাছে ফিরে আসছে, ব্বুকতে পারছে নিজের অন্যায়, হয়ে উঠছে অনেক শ্বুদ্ধ, ভালো, আমিও বে'চে আছি... আমি ক্ষমা করেছিলাম, আপনাকেও ক্ষমা করতে হবে!'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ শানে গেলেন, কিন্তু ডক্সির কথা আর প্রভাবিত করছিল না তাঁকে। মনের মধ্যে তাঁর ফের ফু'সে উঠল সেদিনের সমস্ত বিদ্বেষ যথন বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেন তিনি। গা ঝাড়া দিয়ে তিনি উচ্চ খনখনে গলায় কথা কইতে লাগলেন:

'ক্ষমা আমি করতে পারি না এবং চাই না, সেটাকে আমি অন্যায় বলে মনে করি। এই নারীটির জন্যে আমি করেছি স্বকিছ্ন, সেটা সে তার স্বভাবসিদ্ধ কাদায় চটকেছে। আমি আল্রোশপরায়ণ লোক নই, কখনো ঘৃণা করি নি কাউকে, কিন্তু ওকে আমি প্রাণপণে ঘৃণা করি, এমনকি তাকে ক্ষমা করতেও পারি না, কেননা আমার যে অপকার সে করেছে তার জন্য তাকে ঘৃণা করি বড়ো বেশি!' বিদ্বেষে রুদ্ধকণ্ঠ হয়ে বললেন তিনি।

'বারা তোমায় ঘ্ণা করে তাদের ভালোবেসো...' সসংকোচে ফিসফিস করলেন দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ঘ্ণাভরে ম্চিক হাসলেন। কথাটা তাঁর অনেকদিন থেকেই জানা, কিস্তু তাঁর ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হতে পারে না। 'যারা তোমায় ঘ্ণা করে তাদের ভালোবেসো তা ঠিক, কিস্তু তুমি যাদের ঘ্ণা করো তাদের ভালোবাসা যায় না। আপনার মনে যে বাগা দিলাম সে জন্যে মাপ করবেন। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ কণ্ট আছে যথেণ্ট!' আত্মসংবরণ করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ শান্তভাবে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

112011

সবাই যখন টোবল ছেড়ে উঠলেন, লেভিনের ইচ্ছে হয়েছিল কিটির সঙ্গে যাবেন ড্রায়ং-র্মে; কিন্তু ভয় হল, তার প্রতি বড়ো বেশি স্মুপণ্ট মনোযোগ প্রদর্শনে কিটি আবার রাগ না করে। প্র্রুষদের দলটার সঙ্গেই তিনি থেকে গেলেন, যোগ দিলেন সাধারণ আলাপটায়, এবং কিটির দিকে না চেয়েও অন্ভব করছিলেন তার গতিভঙ্গি, তার দ্ণিট, ড্রায়ং-র্মের যেখানে সে ছিল সেই জায়গাটা।

নিজের ওপর এতটুকু জাের না খািটয়ে তিনি তক্ষ্মনি পালন করতে লাগলেন যে প্রতিপ্র্নিত তিনি দিয়েছিলেন কিটিকে — সবার সম্পর্কে সর্বদা তাদের ভালাে দিকটার কথা ভাবতে হবে, সর্বদা ভালােবাসতে হবে সবাইকে। আলাপ চলছিল র্মণী পল্লীসমাজ নিয়ে। পেন্তুসােভ তার ভেতর কী একটা বিশেষ স্চনা দেখতে পাচ্ছিলেন, তার নাম তিনি দিয়েছেন ঐকতানীয় স্চনা। লেভিনের অমত ছিল পেন্তুসােভের সঙ্গেও, দাদার সঙ্গেও, যিনি নিজের ধরনে র্শী পল্লীসমাজের গ্রন্থ মেনেও নিচ্ছিলেন, আবার মানছিলেনও না। তবে লেভিন ওঁদের সঙ্গে কথা কইলেন তাঁদের মধ্যে আপােস করিয়ে দিয়ে মতভেদ নরম করিয়ে আনার চেন্টা করে। তিনি নিজে কী বললেন তাতে তাঁর বিন্দ্মােত আগ্রহ ছিল না আর ওঁরা যা বলছেন তাতে তাঁর আগ্রহ ছিল আরাে কম, তিনি চাইছিলেন শ্ব্রু একটা জিনিস — তাঁরও এবং ওঁদেরও যেন ভালাে হয়। এখন তিনি জেনেছেন শ্ব্রু কোন্ জিনিসটা গ্রেছ্পন্র্ণ। আর সেই জিনিসটা প্রথমে ছিল ওখানে, জুয়িং-র্মে, তারপর চলতে চলতে এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। ফিরে না চেয়েও তিনি টের পাচ্ছিলেন তাঁর প্রতি নিবদ্ধ দ্ভিট আর হািস,

তাই না চেয়ে পারলেন না। শ্যেরবাংস্কির সঙ্গে কিটি দাঁড়িয়ে ছিল দোরগোড়ায়, চাইছিল তাঁর দিকে।

'আমি ভেবেছিলাম আপনি পিয়ানো বাজাতে যাচ্ছেন' — তার কাছে গিয়ে লেভিন বললেন, 'গাঁয়ে এই জিনিসটা আমি পাই না — সঙ্গীত।'

'না, আমরা এসেছি আপনাকে ডেকে নিয়ে যেতে আর এসেছেন বলে ধন্যবাদ জানাতে' — কিটি বললে হাসির উপহারে তাঁকে ভূষিত করে, 'তকের কী যে এত শথ? একজন অন্যজনকে স্বমতে আনতে তো পারবে না কখনো।'

'তা ঠিক' — লেভিন বললেন, 'অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই হয় যে উত্তপ্ত তর্কটা চলে কারণ প্রতিপক্ষ কী বলতে চাইছে সেটা কোনোক্রমেই বোঝা হয় না।'

অতি বৃদ্ধিমান ব্যক্তিদের মধ্যে তর্কে লেভিন প্রায়ই লক্ষ্য করেছেন যে প্রচুর প্রয়াস এবং ভূরিভূরি স্ক্র্যু যৃত্তি ও বাক্যের পর তার্কিকেরা শেষ পর্যন্ত এই চেতনায় পোঁছর যে পরস্পরের কাছে যা তারা প্রমাণ করার চেণ্টা করছে বহুক্ষণ ধরে, বহু আগেই, তর্ক শ্রব্র প্রথম থেকেই তা তাদের জানা ছিল কিন্তু ভালো-লাগাটা তাদের বিভিন্ন, এবং কী সেই ভালো-লাগাটা তা বলতে চায় না পাছে আপত্তি ওঠে এই ভয়ে। বহুবার তাঁর এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে তর্কের সময় মাঝে মাঝে ধরা যায় কী ভালোবাসে প্রতিপক্ষ এবং হঠাং নিজেরই ভালো লেগে যায় সেটা, মতে মতে মিল হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গেই। সমস্ত যুক্তি ঝরে পড়ে নিল্পয়োজন হয়ে; কখনো কখনো অভিজ্ঞতাটা হয়েছে বিপরীত: নিজে যেটা পছন্দ করি, যার জন্য যুক্তি বানাচ্ছি, সেটা শেষ পর্যন্ত বলে ফেলি আর ভালোভাবে, অকপটে, তা বলা হলে প্রতিপক্ষ হঠাং সায় দিয়ে বসে, তর্ক থামায়। এই কথাটাই তিনি বলতে চেয়েছিলেন।

কপাল কুণ্চকে কিটি বোঝার চেণ্টা করছিল। কিন্তু লেভিন বোঝাতে শুরু করা মাত্রই বুঝে ফেলেছিল কিটি।

'ব্ব্বতে পারছি: জানতে হবে কী জন্যে তর্ক করছে, কী তার পছন্দ, তাহলে...'

লেভিন যে ভাবনাটা ভালো করে প্রকাশ করতে পারেন নি সেটা প্রোপর্নার অন্মান করে প্রকাশ করলে কিটি। আনন্দে হাসলেন লেভিন: পেস্ত্রোভ আর দাদার সঙ্গে শব্দবহ্ল গোলমেলে তর্কটা থেকে অতি জটিল ভাবনার অতি সংক্ষিপ্ত ও পরিষ্কার, ষাতে প্রায় শব্দ নেই বললেই চলে, এমন একটা বিবৃতিতে পোঁছে যাওয়ায় অভিভূত হয়েছিলেন তিনি।
শোরবাংশ্বিক সরে গেল ওঁদের কাছ থেকে আর তাস থেলার জন্য যে
টোবল পাতা হয়েছিল কিটি গিয়ে বসল সেখানে, একটা চকথড়ি নিয়ে
নতুন সব্জ টোবল-ঢাকা জাজিমের ওপর একটার পর একটা বৃত্ত আঁকতে
লাগল। ডিনারের সময় যে আলাপটা শ্রুর্ হয়েছিল সেটার প্রনরারম্ভ করলে
তারা, যথা মেয়েদের স্বাধীনতা আর কাজ। যে মেয়ে বিয়ে করে নি সে
কোনো পরিবারে নারীস্থাভ কাজ জ্বিটয়ে নিতে পারে, দারিয়া
আলেক্সান্দ্রভনার এ মতটায় সায় ছিল লেভিনের। জোর দিয়ে তিনি
বললেন যে সাহাযাকারিণী ছাড়া কোনো সংসারেরই চলে না, ধনী, গরিব
সমস্ত সংসারেই আছে, থাকা উচিত মাইনে করা অথবা আত্মীয় কোনো

'না' — লাল হয়ে এবং তাতে ক'রে আরো অসংকোচে লেভিনের দিকে তার ন্যায়পরায়ণ চোখ মেলে কিটি বললে, 'মেয়ে এমন অবস্থায় পড়তে পারে যে হীনতা স্বীকার না করে সে কোনো পরিবারে কাজ নিতে পারে না আর নিজে সে...'

লেভিন ব্রঝলেন তার ইঙ্গিত।

বললেন, 'ও হাাঁ, হাাঁ, হাাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন, ঠিকই বলেছেন!' ডিনার টেবিলে নারী স্বাধীনতা নিয়ে পেস্ত্সোভ যা প্রমাণ করতে চাইছিলেন সেটা সবই লেভিনের বোধগম্য হয়ে গেল শ্ব্যু এই কারণে যে কিটির মধ্যে দেখতে পেলেন কুমারীত্ব ও হীনতাস্বীকারের ভয়়, আর তাকে ভালোবাসায় নিজেই সে ভয়় আর হীনতাটা অন্ভব করে তৎক্ষণাৎ বাতিল করে দিলেন নিজের যুক্তি।

নীরবতা নামল। খড়ি দিয়ে কিটি কেবলই দাগ দিয়ে যাচ্ছিল টেবিলে। চোথ তার জনলজনল করছিল একটা শাস্ত দীপ্তিতে। তার মেজাজে নিজেকে সংপে দিয়ে লেভিন তাঁর সমগ্র সত্তায় অন্ভব করছিলেন স্থের একটা ক্রমবর্ধমান চাপ।

'যাঃ, গোটা টেবিলটায় আঁকিব‡কি কেটে ফেলেছি!' এই বলে খড়ি রেখে সে যেন উঠবার উপক্রম করলে।

'ওকে ছাড়া আমি একা থাকব কী করে?' সভয়ে মনে হল লেভিনের। খড়িটা নিয়ে টেবিলের কাছে বসে বললেন, 'একটু দাঁড়ান, অনেকদিন থেকে আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস করব ভাবছিলাম।' সোজাস্বজি তিনি চাইলেন কিটির সঙ্গ্লেহ, তব্ব ক্রন্ত চোথের দিকে। 'বেশ তো, জিগ্যেস কর্ন।'

'এইটে' — বলে তিনি লিখলেন শব্দের আদ্যক্ষরগালো: আ. য. ব. য. হ. পা. না. সে. কি. ব. ম. না. ত. জ? অক্ষরগালোর অর্থ: 'আপনি মখন বলেছিলেন যে হতে পারে না, সেটা কি বরাবরের মতো, নাকি তখনকার জন্যে?' জটিল এই বাক্যটা কিটি ব্যুখতে পারবে এমন কোনো নিশ্চয়তা ছিল না; তার দিকে লেভিন তাকিয়ে রইলেন এমন ভাব করে যেন কথাগালো সে ব্যুখবে কিনা, তার ওপর নির্ভবির করছে তাঁর জীবন।

গশুনীরভাবে কিটি চাইল তাঁর দিকে, তারপর হাতের ওপর কুণ্ডিত কপাল ভর দিয়ে পড়তে লাগল অক্ষরগন্বলো। মাঝে মাঝে সে লেভিনের দিকে তাকিয়ে যেন শন্ধাচ্ছিল: 'আমি যা ভাবছি সেটা ঠিক?'

লাল হয়ে উঠে সে বললে, 'ব্ৰুঝতে পেরেছি।'

বে কথাটার বলা হয়েছে 'বরাবরের মতো' সে অক্ষরটা দেখিয়ে লেভিন জিগ্যেস করলেন, 'এটা কী শব্দ?'

'বরাবরের মতো' — কিটি বললে, 'কিন্তু ওটা ঠিক নয়!'

তাড়াতাড়ি অক্ষরগ্নলো মনুছে লেভিন উঠে দাঁড়িয়ে খড়িটা দিলেন কিটিকৈ। সে লিখলে: ত. আ. অ. জ. দি. পা. না।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে কথাবার্তা থেকে ডল্লি যে কণ্ট পেয়েছিলেন তার ভার একেবারে নেমে গেল যখন দেখলেন এই যুগল মৃতিকে: খড়ি হাতে, ভীর্-ভীর্ স্থের হাসি নিয়ে কিটি চোখ তুলে আছে লেভিনের দিকে, আর তাঁর স্কুমার দেহ নুয়ে আছে টেবিলের ওপর, দীপ্ত চোখ কখনো নিবদ্ধ টেবিলে, কখনো কিটির দিকে। হঠাৎ জ্বলজ্বল করে উঠলেন তিনি: ব্রুকতে পেরেছেন। অক্ষরগ্রলার অর্থ: 'তখন আমি অন্য জ্বাব দিতে পারতাম না'।

কিটির দিকে তিনি চাইলেন সপ্রশ্ন ভীর্ দ্ভিটতে। 'শাধা তথন?'

'হ্যাঁ' — জবাব দিলে কিটির হাসি।

'আর এ... মানে এখন?' জিগোস করলেন লেভিন।

'বেশ, পড়ে দেখন। যা চেয়েছি, খ্বই যা চেয়েছি, সেটা বলব!' কিটি লিখলে: যা. ঘ. তা. বে. আ. ভূ. যা. ক্ষ. ক। অক্ষরগন্লোর অর্থ: 'বা ঘটেছিল তা যেন আপনি ভূলে যান, ক্ষমা করেন'। উত্তেজিত হাতে লেভিন খড়ি নিয়ে সেটাকে ভেঙে কাঁপা কাঁপা আঙ্কলে লিখলেন এই বাক্যটার আদ্যক্ষর: 'ভূলে যাবার, ক্ষমা কবার কিছু, নেই আমার, আপনাকে ভালোবাসতে কখনো ক্ষান্ত হই নি আমি'।

তাঁর দিকে নিবদ্ধ হাসি নিয়ে কিটি চাইলে।

ফিসফিসিয়ে বললে, 'ব্ৰুঝতে পেরেছি।'

লেভিন বসে লিখলেন লম্বা একটা ৰাক্য। কিটি ব্ৰুঝলে এবং 'তাই না?' জিগ্যোস না করেই তক্ষ্মনি জবাব লিখলে তার।

• কী সে লিখেছে তা বহ্ক্কণ ব্বে উঠতে পারেন নি লেভিন, ঘন ঘন চাইছিলেন তার চোখের দিকে। স্বথে আঁধার হয়ে আসছিল তাঁর চিন্তা। কিটি যা বোঝাতে চেয়েছে সে শব্দগন্লো তিনি কিছ্বতেই ধরতে পারছিলেন না; কিন্তু তাঁর যা জানা দরকার ছিল তা সবই ব্বলেন কিটির স্বথাজ্জ্বল মধ্বর চোখ থেকে। তাঁর তিনটে অক্ষর লেখা শেষ না হতেই কিটি তা পড়ে ফেলে বাক্যটা শেষ করে উত্তর দিলে: 'হ্যা'।

'কী, ধাঁধা-ধাঁধা থেলা হচ্ছে?' কাছে এসে জিগোস করলেন বৃদ্ধ প্রিন্স, 'তবে সময়মতো থিয়েটারে যেতে হলে এখন রওনা দিতে হয়।'

লেভিন উঠে দাঁড়িয়ে কিটিকে পো'ছে দিলেন দরজা পর্যন্ত।

সবই বলা হয়ে গিয়েছিল তাঁদের কথাগ্নলোয়; বলা হয়েছিল যে কিটি ভালোবাসে লেভিনকে, বাপ-মাকে সে কথা সে জানাবে; পরিদন সকালে লেভিন আসবে তাঁদের বাড়িতে।

11 58 11

কিটি চলে যাওয়ার পর তাকে ছাড়া একা লেভিনের এতই অঙ্গ্রিকা, আবার যখন তাঁদের দেখা এবং চিরকালের জন্য মিলন হবে, আগামী কালের সেই সকালটার জন্য এতই অসহিষ্কৃতা বোধ হচ্ছিল যে কিটিকে ছাড়া এই যে চোম্দটা ঘণ্টা তাঁকে কাটাতে হবে তাতে আতংক হচ্ছিল তাঁর, যেন সাক্ষাং যম এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। একা যাতে না থাকতে হয়, সময়কে যাতে ছলনা কয়া যায় তার জন্য তাঁর প্রয়োজন ছিল কারো সঙ্গে থাকা, কথা কওয়া। তাঁর কাছে সবচেয়ে মনোহর সহালাপী ছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ, কিন্তু তিনি চলে গেলেন, ওঁর কথায়, কোনো একটা সাক্ষাবাসরে,

কিন্তু আসলে ব্যালেতে। লেভিন শ্বধ্ব এইটুকু বলবার ফুরসং পেলেন যে তিনি স্বখী, তাঁকে তিনি ভালোবাসেন এবং কখনো, কখনো ভুলবেন না তাঁর জন্য যা তিনি করেছেন। স্তেপান আর্কাদিচের দ্গিট ও হাসি থেকে লেভিন চের পেলেন যে বন্ধত্ব তাঁর এ অনুভৃতিটাকে বেশ ব্বুঝতে পারছেন।

'কী মরার সময় হয় নি তাহলে?' লেভিনের মর্মস্পর্শী করমর্দনি করে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'মোটেই না!' লেভিন বললেন।

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাও তাঁকে বিদায় দিতে গিয়ে অভিনন্দনের স্বরে বললেন:

'কিটির সঙ্গে আপনার আবার দেখা হওয়ায় ভারি আনন্দ হল আমার, অনেকদিনকার ভাব, তার কদর করা উচিত।'

কিন্তু দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার এ কথাগ্বলো লেভিনের ভালো লাগল না। এটা যে তাঁর অনায়ন্ত কত উধের্বর ব্যাপার সেটা ব্রুখতে পারেন না তিনি, ও কথা উল্লেখের স্পর্ধা করা উচিত হয় নি তাঁর।

ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন লেভিন, কিন্তু একা যাতে না থাকতে হয়, তার জন্য দাদার সঙ্গ ধরলেন।

'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'আমি — বৈঠকে।'

'আমিও যাব তোমার সঙ্গে। আপত্তি নেই?'

'আপত্তি কিসের? চল যাই' — হেসে বললেন সেগেই ইভানোভিচ, 'আজ তোর হয়েছে কী বল তো?'

'আমার? সোভাগ্যের উদয় হয়েছে আমার!' যে গাড়িতে তাঁরা যাচ্ছিলেন তার জানলার কপাট নামিয়ে দিয়ে লেভিন বললেন, 'তোমার অস্কবিধা হবে না তো? নইলে বড়ো গ্রুমোট। আমার সোভাগ্যােদয় হয়েছে! তুমি কখনো বিয়ে করলে না কেন বলো তো?'

সেগেই ইভানোভিচ হাসলেন।

'ভারি খ্রিশ হলাম, মেয়েটি মনে হয় চমং...' শ্রুর করতে যাচ্ছিলেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'ও কথা নয়, ও কথা নয়, ও কথা নয়!' দৃই হাতে তাঁর ফার কোটের কলার চেপে ধরে ওঁর মুখ বন্ধ করে চে'চিয়ে উঠলেন লেভিন। 'চমংকার মেয়ে' কথাটা বড়োই মাম্লি, তুচ্ছ। তাঁর হৃদয়াবেগের অনুপ্যোগী। ফুর্তিতে হাসলেন সের্গেই ইভানোভিচ, যা তাঁর ক্ষেত্রে ঘটে কদাচিং। 'তাহলেও এটুকু তো বলতে পারি যে আমি এতে খুবই খুমি।'

'সেটা হতে পারে কাল, কালকে; এখন আর কিছন নয়! কিছন নয়, কিছন নয়, চুপ!' ফার কলার দিয়ে আরেকবার তাঁর মন্থ বন্ধ করে লেভিন বললেন, 'তোমায় আমি ভারি ভালোবাসি! কী, তোমাদের বৈঠকে যেতে পারি?'

'বলাই বাহ্বা, নিশ্চয় পারিস।'

'আজ তোমাদের আলোচনা হবে কী নিয়ে?' হাসি না থামিয়ে জিগ্যোস করলেন লেভিন।

এলেন তাঁরা অধিবেশনে। তোতলাতে তোতলাতে কর্মসচিব আলোচাস্টি পড়ে শোনালেন, যেটা স্পণ্টতই তাঁর নিজের কাছেই বোধগম্য ছিল না: কিন্তু সচিবের মূখ দেখেই লেভিন বুঝতে পারলেন কী মিছি, সহৃদয়, চমংকার মানুষ তিনি। আলোচ্যসূচি পড়তে গিয়ে যেভাবে তিনি থতোমতো খাচ্ছিলেন, গুর্নিয়ে ফেলছিলেন তা থেকেই সেটা বোঝা যাচ্ছিল। তারপর শুরু হল বক্ততা। কী একটা টাকা বরান্দ আর কী-সব পাইপ বসানো নিয়ে তক' হচ্ছিল। দু'জন সদস্যকে বিষ-কামড দিয়ে বিজয়ের ভাব নিয়ে সের্গেই ইভানোভিচ কী যেন বললেন অনেকখন ধরে: অন্য একজন সদস্য কাগজে কী-সব টুকে নিয়ে প্রথমে শুরু করলেন সসংকোচে কিন্তু পরে মোক্ষম জবাব দিলেন বেশ পিত্তি জর্বলিয়ে। তারপর স্ভিয়াজ্সিকও (তিনিও ছিলেন সেখানে) কী-কী বললেন ভারি স্ফুনর করে, উদার স্বরে। লেভিন এ সব শুনে পরিষ্কার দেখতে পেলেন যে এই সব টাকা বরান্দ আর পাইপ কিছুই নয়, সদস্যের মোটেই রাগারাগি করছেন না, সবাই তাঁরা ভারি ভালো, চমংকার লোক, তাঁদের মধ্যে সবই চলছে বেশ ভালোভাবেই। কেউ কাউকে বাধা দিচ্ছেন না, সবাই স্বপ্রসন্ন। লেভিনের পক্ষে বিশেষ আকর্ষক হয়েছিল এই যে তিনি আজ সবার ভেতরটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলেন. আগে যা তাঁর লক্ষ্যে পড়ে নি এমন সব ছোটো ছোটো লক্ষণ থেকে তিনি প্রত্যেকের অন্তরটা জানতে পার্রছিলেন এবং পরিষ্কার দেখলেন যে তাঁরা সবাই সহৃদয় লোক। বিশেষ করে তাঁকে, লেভিনকে, ওঁরা আজ সবাই খুব ভালোবাসছেন। যেভাবে তাঁরা কথা কইছিলেন তাঁর সঙ্গে. কী সাদরে. সোজনাসহকারে তাঁর দিকে চাইছিলেন এমনকি অপরিচিতরাও, তা থেকে সেটা বোঝা যাচ্ছিল।

'কী খ্রিশ হয়েছিস?' জিগ্যেস করলেন সেগেই ইভানোভিচ। 'খ্বই। আমি কখনো ভাবি নি যে এত ভালো লাগবে! চমংকার, স্বন্দর!'

শিভয়াজ্ শিক লেভিনের কাছে এসে তাঁকে চা-পানে ডাকলেন।
শিভয়াজ্ শিকর ওপর লেভিন অসপ্তৃষ্ট হয়েছিলেন কেন, কী তাঁর মধ্যে
তিনি চেয়েছিলেন, সেটা ব্ঝতে বা শমরণ করতে লেভিন পারলেন না
কিছ্বতেই। এ যে ভারি ব্লিমান, আশ্চর্য সদাশ্র মান্য।

'সানন্দে' — বলে তিনি জিগ্যেস করলেন তাঁর স্ত্রী ও শ্যালিকার খবর। আর তাঁর কাছে স্ভিয়াজ্সিকর শ্যালিকার কথাটা বিবাহের সঙ্গে মিলে থাকায় একটা বিচিত্র ভাবান্ধঙ্গে তাঁর মনে হল যে নিজের স্থের কথাটা শ্নবার পক্ষে স্ভিয়াজ্সিকর স্ত্রী ও শ্যালিকার মতো লোক আর হয় না। ওঁদের কাছে যেতে পারায় খ্রবই খ্রিশ হলেন তিনি।

গাঁয়ে তাঁর বিষয়-আশয়ের খবর জিগ্যেস করলেন সিভয়াজ্ স্কি, ইউরোপে যা পাওয়া যায় নি তেমন কোনো উপায় পাবার সম্ভাবনায় বরাবরের মতোই কোনো আমল না দিয়ে, কিন্তু তাতেও এখন লেভিনের এতটুকু খারাপ লাগল না। বরং তাঁর মনে হল স্ভিয়াজ্য স্কিই সঠিক, তাঁর সমস্ত ব্যাপারটাই তুচ্ছ, নিজের সঠিকতার প্রতিপাদন যে আশ্চর্য নম্বতা ও কোমলতায় স্ভিয়াজ স্কি এড়িয়ে যাচ্ছেন সেটা দেখতে পেলেন তিনি। স্ভিয়াজ্সিকর বাড়ির মেয়েরা ভারি মিণ্টি ব্যবহার করলেন তাঁর সঙ্গে। লেভিনের মনে হল তাঁরা তাঁর সব কথা জানেন ও টের পাচ্ছেন কিন্তু বলছেন না শা্বা ভদ্রতাবশে। ওঁদের ওখানে তিনি রইলেন ঘণ্টা দুই-তিন, কথা হল নানান বিষয় নিয়ে, কিন্তু একটা জিনিসেই তাঁর মন ছিল ভরা. খেয়ালই করেন নি যে উনি ওঁদের ভয়ানক অতিষ্ঠ করে তুলছেন, বহুক্ষণ ঘুমোবার সময় হয়ে গেছে ওঁদের। হাই তুলতে তুলতে এবং বন্ধর বিচিত্র মেজাজে অবাক হয়ে স্ভিয়াজ্সিক তাঁকে এগিয়ে দিলেন প্রবেশ-কক্ষ পর্যন্ত। তখন একটা বেজে গেছে। হোটেলে ফিরে অবশিষ্ট আরো দশ ঘণ্টা তাঁকে একা কাটাতে হবে ভেবে ভয় হল লেভিনের। বাতি জবালিয়ে দিয়ে অনিদ্রিত চাপরাশি চলে যেতে চাইছিল, কিন্ত লেভিন তাকে থামালেন। এটি, এই ইয়েগরটি, লেভিন যাকে খেয়ালই করেন নি আগে, দেখা গেল খুবই বুদ্ধিমান, ভালো এবং কড়ো কথা, সহদয় লোক।

'কী হে ইয়েগর, সারা রাত জেগে থাকা কঠিন, তাই না?'

'কী করা যাবে! ওই আমাদের চাকরি। ভদ্রলোকদের বাড়ি চাকরিতে ঝামেলা নেই, তবে এখানে পয়সা আছে।'

জানা গেল ইয়েগরের ঘর-সংসার আছে, তিনটি ছেলে তার, একটি মেয়ে, সেলাই করে, জিন বিক্রিয় দোকানে যে ছেলেটি কাজ করে তার সঙ্গে মের্মেটির বিয়ে দিতে চায় সে।

এই উপলক্ষে লেভিন তাকে জানিয়ে দিলেন কী তিনি ভাবেন, বললেন যে বিয়ের ব্যাপারে প্রধান কথা হল ভালোবাসা, সেটা থাকলে সর্বদাই স্খী হওয়া যায়. কেননা সূথে থাকে কেবল নিজের মধ্যেই।

ইয়েগর মন দিয়ে শ্নেলে তাঁর কথা, বাহ্যত মনে হল লেভিনের কথাটা সে প্রোপ্রার ব্রুতে পেরেছে, কিন্তু তার সমর্থনে সে লেভিনের কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত যে কথাটা বললে সেটা হল এই যে: যথন সে থেকেছে ভালো মনিবদের সঙ্গে, মনিবদের ব্যাপারে সর্বদা সন্তুষ্ট থেকেছে সে, এখনো সে প্ররোপ্রার সন্তুষ্ট তার মনিবকে নিয়ে যদিও সে ফরাসি।

'আশ্চর্য ভালোমান,ষ' — মনে হল লেভিনের।

'কিন্তু তুমি যখন বিয়ে করেছিলে ইয়েগর, ভালোবাসতে বৌকে?'

'ভালো না বাসলে চলে!' — জবাব দিলে ইয়েগর।

লেভিন দেখতে পেলেন যে ইয়েগরও একইরকম উচ্ছ₄িসত অবস্থায় আছে, বলতে চাইছে তার প্রাণের সর্বাকছ্ম কথা।

'আমার জীবনটাও আশ্চর্য বটে। ছেলেবেলা থেকে আমি...' চোথ জনলজনল করে শ্রেন্ করলে ইয়েগর, স্পণ্টতই লেভিনের উচ্ছনসে সংক্রামিত হয়েছিল সে-ও, যেভাবে একজন হাই তুললে অন্যন্তনেরও হাই পায়।

কিন্তু এইসময় ঘণ্টি বাজল; ইয়েগর চলে গেল, লেভিন রইলেন একা। ডিনার তিনি প্রায় কিছ্ই খান নি, স্ভিয়াজ্ স্কিদের ওখানে চা আর নৈশাহারও বাদ দিয়েছিলেন, কিন্তু খাবার কথা ভাবতে পারছিলেন না তিনি। আগের রাতে ঘ্ম হয় নি তাঁর, কিন্তু ঘ্মের কথাও ভাবতে পারছিলেন না। ঘরখানা ঠাণ্ডা, কিন্তু তাঁর গ্মোট লাগছিল। জানলার ওপরকার ছোটো কপাট-দ্বটোই খ্লে দিয়ে তিনি বসলেন তার সামনা-সামনি। তুষারাব্ত চালগ্লোর মধ্যে দেখা থাচ্ছিল শেকল ঝোলানো নকশী লুশ আর তার ওপরে উদীয়মান হিকোণ অরিগা নক্ষরমণ্ডলী আর জনলজনলে-হল্ম কাপেলা তারাটা। কখনো কুশ, কখনো তারাটাকে দেখছিলেন তিনি, তাজা, হিমেল হাওয়া টানছিলেন বৃক্ ভরে, যা ঘরে

দুকছিল তালে তালে এবং স্বপ্নের মতো কল্পনায় ভেসে উঠতে লাগল স্মৃতি আর মৃতি। রাত তিনটের পর পদশব্দ শোনা গেল করিডরে, উনি তাকিয়ে দেখলেন দরজা দিয়ে। তাঁর পরিচিত জ্য়াড়ি মিয়াস্কিন ফিরছে ক্লাব থেকে। ফিরছিল সে মনমরার মতো, কাশতে কাশতে। 'বেচারি, হতভাগ্য!' লেভিন ভাবলেন, লোকটির জন্য ভালোবাসা আর অনুকম্পায় চোখে জল এসে গেল তাঁর। ভেবেছিলেন ওর সঙ্গে কথা বলবেন, সাস্ত্রনা দেবেন; কিস্তুমনে পড়ে গেল যে তিনি শৃধ্ শার্ট পরে আছেন, তাই সে চিন্তা ছেড়ে ফের গিয়ে বসলেন জানলার কাছে শীতল বাতাসে অবগাহনের জন্য আর তাঁর কাছে ভারি তাৎপর্যময় ওই ক্রুশটার অন্তুত আকার আর উদীয়মান জনলজনলে-হল্দ তারাটাকে দেখতে। ছ'টার পর শোনা গেল মেঝে-পালিশকরা লোকেদের শব্দ, কী একটা আরাধনার জন্য গিজার ঘণ্টা, শীত-শীত করতে লাগল লেভিনের। ওপর-জানলা বন্ধ করে, হাত-মুখ ধ্রুয়ে পোশাক পরে তিনি বেরিয়ে এলেন বাইরে।

11 5611

রাস্তা তখনো ফাঁকা, লেভিন গেলেন শ্যেরবাং স্কিদের বাড়িতে। সদর দরজা বন্ধ, সবাই ঘুমুচ্ছে। ফিরে এলেন তিনি হোটেলে, ঘরে গিয়ে কফি চাইলেন। ইয়েগর নয়, দিনের বেলাকার চাপরাশি তা নিয়ে এল। তার সঙ্গে কথা কইবার ইচ্ছে হয়েছিল লেভিনের, কিন্তু ঘণ্টি বেজে উঠল, চলে গেল সে। লেভিন চেন্টা করলেন কফিটা খেতে, একটুকরো বান রুটি মুখে দিলেন, কিন্তু সেটা নিয়ে কী করা যাবে, মুখ কিছুতেই তা ব্ঝতে পারছিল না। রুটিটা উগরে ফেলে ওভারকোট পরে ফের বেরুলেন লেভিন। শোরবাং স্কিদের বাড়ির গাড়িবারান্দায় দ্বিতীয়বার যখন তিনি পেণছলেন, তখন নটা বেজে গেছে। বাড়ির লোকে সবে ঘুম থেকে উঠছে, বাব্রিচ গেল দোকানে। দরকার ছিল আরো দুখণটা কাটানোর।

সেদিনের সারা রাত আর সকালটা লেভিনের কেটেছে একেবারে অচেতন অবস্থায়, নিজেকে অনুভব করছিলেন পার্থিব জীবন থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। সারা দিন কিছু তিনি খান নি, ঘুমোন নি দুরাত, হালকা জামায় কয়েক ঘণ্টা ঘুরেছেন হিমের মধ্যে, অথচ নিজেকে এত তাজা ও সুস্থ আর কথনো বোধ করেন নি তাই নয়, দেহ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে হচ্ছিল তাঁর; চলছিলেন তিনি পেশীর প্রয়াস বিনাই, মনে হচ্ছিল তিনি স্বকিছ্ম করতে পারেন। তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন যে প্রয়োজন হলে তিনি আকাশে উড়তে পারবেন, ঠেলে সরিয়ে দেবেন বাড়ির ভিত। বাকি সময়টা তিনি কাটালেন রাস্তায়, ফণে ফণে ঘড়ি দেখছিলেন আর চাইছিলেন আশেপাশে।

এই সময় তিনি যা দেখেছিলেন তা পরে দেখেন নি আর কখনো। বিশেষ করে স্কুলে যাচ্ছে যে ছেলেরা, ঘুঘুরঙা যে পায়রাগুলো চাল থেকে নেমে এল ফুটপাথে, ময়দা ছিটানো যে বান রুটি অদুশ্য একটা হাত রেখে দিল জানলায়, তা অভিভূত করল তাঁকে। এই রুটি, পায়রা, ছেলেদুটিকৈ মনে হল অপার্থিব বস্তু। সবই ঘটল একই সময়ে: ছেলে ছুটে গেল পায়রার দিকে আর হেসে চেয়ে দেখল লেভিনকে; বাতাসে কম্পমান তুষারধ্লের মধ্যে রোদে ঝকমক করে ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে গেল পায়রা, আর জানলা থেকে ভেসে এল সেংকা রুটির গন্ধ, রেখে দেওয়া হল বান রুটি। এই সর্বাকছা একসঙ্গে এত সান্দর লাগল যে আনন্দে লেভিন হেসে উঠলেন, কেংদে ফেললেন। গাজেত্নি গালি আর কিসলোভ্কায় একটা বড়ো চক্কর দিয়ে তিনি আবার ফিরলেন হোটেলে, ঘড়ি সামনে রেখে অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন বাজবে বারোটা। পাশের কামরায় কথা হচ্ছিল ফলপাতি আর ঠকবাজি নিয়ে, সকালবেলার কাশি শোনা যাচ্ছিল। তারা ব্রুঝতেই পারছে না যে ঘডির কাঁটা সরে আসছে বারোটার ঘরে। সরেও এল। লেভিন বেরিয়ে এলেন গাডিবারান্দায়। বোঝাই যায় যে গাডোয়ানরা সবই যেন জানত। সহর্ষ আনন্দে তারা লেভিনকে ঘিরে বচসা করতে লাগল নিজেদের মধ্যে, সবাই তারই গাড়িতে যাবার অনুরোধ করলে লেভিনকে। কারো মনে আঘাত না দেবার চেষ্টা করে তাদের গাড়িতেও যাবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে লোভন একটা গাড়ি নিয়ে বললেন শ্যেরবার্ণাস্কদের ওখানে যেতে। গাড়োয়ার্নাট চমংকার, কাফতানের তল থেকে বেরিয়ে আসা কামিজের শাদা কলারে ঘেরা রক্তোম্জনল, তেজী গর্দান। স্লেজটা তার উচ্চ, আয়েসী, এমন স্লেজে পরে আর কখনো লেভিন ওঠেন নি. ঘোড়াও সন্দর, চেণ্টা কর্রাছল স্লেজ টানার, কিন্তু নডছিল না জায়গা থেকে। গাড়োয়ান শোরবাংস্কিদের বাড়ি চিনত, আরোহীর প্রতি বিশেষ সম্মান জানিয়ে হাত ঘের করে, 'পূর্রু' বলে গাড়ি থামালে গাড়িবারান্দার কাছে। শ্যেরবাংস্কিদের চাপরাশি নিশ্চয় সব জানত। সেটা বোঝা গেল তার চোখের হাসি আর কথা থেকে:

'অনেকদিন আসা হয় নি, কনস্তান্তিন দুমিলিচ!'

সবই সে জানত শা্ধা তাই নয়, স্পণ্টতই বেশ উল্লাসিত বোধ করছিল সে, চেণ্টা করছিল নিজের আনন্দ লাকিয়ে রাখার। তার বৃদ্ধ সহাদয় চোখের দিকে চেয়ে লেভিন নিজের সাথে আরো নতুন কিছা একটার স্বাদ পেলেন।

'সবাই উঠেছেন?'

'আন্তে, যান ভেতরে। আর এটা এখানেই রেখে যান' — লেভিন যখন তাঁর টুপি সঙ্গে নেবার জন্য ফিরতে আর্সছিলেন, সে বললে। এটারও অর্থ আছে কিছু।

'কাকে খবর দেব?' জিগ্যোস করলে চাকর।

চাকরটি ছোকরা আর নতুন চাকরদের মতো কিছ্ব বাব্রগোছের হলেও বেশ সম্জন, ভালোমানুষ, সেও সব ব্রুতে পার্যছিল।

লেভিন বললেন, 'প্রিন্স-মহিষী ... প্রিন্স ... প্রিন্স কন্যাকে...'

প্রথম যে ব্যক্তিটিকে তিনি দেখলেন, তিনি মাদমোয়াজেল লিনোঁ। মুখ আর কোঁকড়া চুল জনলজনলিয়ে তিনি আসছিলেন হল পেরিয়ে। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে না বলতেই হঠাং দরজার বাইরে শোনা গেল পোশাকের খসখস শব্দ, মাদমোয়াজেল লিনোঁও পলকে অদৃশ্য হলেন লেভিনের দ্ভিটপথ থেকে, স্বথের সানিধ্যের একটা সানন্দ আতংক অভিভূত করল তাঁকে। মাদমোয়াজেল লিনোঁ তাঁকে ছেড়ে রেখে তাড়াতাড়ি করে গেলেন অন্য দরজায়। আর তিনি যেতেই দ্রুত লঘ্ব পদক্ষেপ শোনা গেল মেজের পার্কেটে এবং তাঁর যা স্বুখ, তাঁর জীবন, তিনি নিজে, নিজের চেয়েও যা বেশি, এতিদিন যার অপেক্ষা করেছেন তিনি, খ্জেছেন, দ্রুত তা কাছিয়ে এল তাঁর দিকে. এল না, অদৃশ্য কোন এক শক্তি ভাসিয়ে আনল তাকে।

তিনি দেখলেন শ্বধ্ব তার চোখ — স্বচ্ছ, ন্যায়পর, তাঁর নিজের ব্বক যে আনন্দঘন ভালোবাসায় ভরা, সেই ভালোবাসায় সে চোখ গ্রস্ত, জবলজবল করে সে চোখ দুমেই কাছিয়ে আসতে লাগল, ভালোবাসার দীপ্তিতে চোখ ধাঁধিয়ে দিলে লেভিনের। কিটি থামলে একেবারে লেভিনের কাছে, তাঁর গা ছবুয়ে। হাত তার উঠে গিয়ে নামল লেভিনের কাঁধে।

যা সম্ভব সবই করল সে — ছনুটে এল লেভিনের কাছে, ভয়ে ভয়ে

সানন্দে আত্মসমর্পণ করলে। লেভিন আলিঙ্গন করলেন তাকে, যে মুখ চুম্বন ভিক্ষা করছিল, লেভিন তাঁর ঠোঁট চেপে ধরলেন সে মুখে।

কিটিও সারা রাত ঘ্নেমার নি, সেদিন সারা সকাল অপেক্ষা করেছে তাঁর জনা। মা আর বাবা সম্মত ও তার স্থে স্থা হয়েছিলেন বিনা দ্বন্দে। লেভিনের অপেক্ষা করছিল সে, চেয়েছিল নিজের ও তাঁর স্থের কথা সে তাঁকে জানাবে সর্বপ্রথম। একা তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য সে তৈরি হয়েছিল, সে কথাটা ভেবে তার আনন্দ হচ্ছিল, আবার সংকোচ হচ্ছিল, লজ্জা পাচ্ছিল, নিজেই জানত না কী সে করছে। লেভিনের পদশব্দ আর কণ্ঠম্বর তার কানে গিয়েছিল, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করছিল কখন মাদমোয়াজেল লিনোঁ চলে যাবেন। চলে গেলেন তিনি। কোনো কিছ্ম না ভেবে, কী-কেন নিজেকে জিজ্ঞাসামাত্র না করে কিটি চলে গিয়েছিল তাঁর কাছে এবং যা করেছে সেটা করে ফেললে।

'চলন্ন, মায়ের কাছে যাই' — ওঁর হাত টেনে নিয়ে কিটি বললে। বহ্কণ লোভন কিছ্ বলতে পারলেন না, সেটা এই জন্য ততটা নয় যে কথায় তাঁর হুদয়াবেগের উচ্ছায় নণ্ট হয়ে যাবে বলে ভয় হচ্ছিল তাঁর, যতটা এই কারণে যে প্রতিবার কিছ্ একটা বলতে গেলেই তিনি অন্ভব কবছিলেন যে কথার বদলৈ স্থের অশ্র্জল ছাপিয়ে উঠবে তাঁর চোখে। কিটির হাত টেনে নিয়ে চুম্ খেলেন তিনি।

'সত্যিই কি এটা সত্যি?' অবশেষে রুদ্ধকণ্ঠে বললেন তিনি, 'আমি বিশ্বাস করতে পার্রাছ না যে তুমি ভালোবাসো আমায়!'

এই 'তুমি' কথাটা শ্বনে আর বে ভীর্তায় তিনি তাকালেন তার দিকে, তাতে হাসল কিটি।

'হ্যাঁ! ধীরে ধীরে, কথাটাকে অর্থে ভরে তুলে সে বললে, 'ভারি স্থী আমি!'

লোভনের হাত না ছেড়ে কিটি চুকল ড্রায়ং-র্মে। তাঁদের দেখে প্রিন্সন্মির নিশ্বাস পড়তে লাগল ঘন ঘন, তক্ষ্নি কে'দে ফেললেন তিনি, আবার তক্ষ্নি হাসলেন আর লোভনের পক্ষে আশাতীত সতেজ পদক্ষেপে এলেন তাঁদের কাছে; লোভনের মাথা জড়িয়ে ধরে তাঁকে চুম্ব খেয়ে চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেন তাঁর গাল।

'তাহলে সব চুকল! আনন্দ হচ্ছে আমার। ওকে তুমি ভালোবাসো। আনন্দ হচ্ছে আমার... ও কিটি!' 'তাহলে সব ঠিক করে নিলে চটপট' — বৃদ্ধ প্রিন্স বললেন উদাসীন থাকার চেষ্টা করে, কিন্তু লেভিনের সঙ্গে যখন কথা কইলেন লেভিনের নজরে পড়ল চোখ ওঁর ভেজা।

'অনেক দিন থেকেই আমি এইটেই চাইছিলাম' — লেভিনের হাত ধরে নিজের দিকে টেনে এনে বললেন, 'এমনকি তখনই যখন এই ছেবলাটির মাথায় ঢুকেছিল...'

'বাবা!' চে'চিয়ে উঠে কিটি তাঁর মূখ বন্ধ করে দিলে হাত দিয়ে।

'নে হয়েছে, হয়েছে, বলব না' — বললেন উনি, 'আমি খ্বই, খ্বই আন... আহু কী হাঁদা আমি...'

কিটিকৈ আলিঙ্গন করে তিনি তার মুখ, হাত এবং ফের মুখ চুম্বন করে কুশ-চিহ্ন আঁকলেন তার ওপর।

আর এই যে বৃদ্ধ প্রিন্স আগে তাঁর কাছে ছিল বাইরের লোক, তাঁর প্রতি নতুন একটা প্রীতি জেগে উঠল লেভিনের মনে যথন তিনি দেখলেন কিভাবে তাঁর মাংসল হাতে অনেকখন ধরে সম্নেহে চুমু খাচ্ছে কিটি।

11 5 9 11

প্রিন্স-মহিষী আরাম-কেদারায় বসে চুপ করে হার্সছিলেন; প্রিন্স বসলেন তাঁর পাশে। কিটি বাপের হাত না ছেড়ে দাঁড়িয়ে রইল তাঁর কেদারার কাছে। চুপ করে রইলেন সবাই।

প্রিন্স-মহিষীই প্রথম সর্বাকছ্ম কথায় ব্যক্ত করলেন, সমস্ত ভাবনা ও অন্মভবগ্নলিকে টেনে আনলেন বাস্তব প্রশেন। প্রথম মৃহ্তের্ত সেটা সকলের কাছেই সমান অম্ভত, এমর্নাক বেদনাদায়ক মনে হল।

'তাহলে কবে? আশীর্ব।দ চাই, লোকেদের জানাতে হবে। কবে হবে বিয়ে? কী তুমি ভাবছ আলেক সান্দর?'

'ওই' — লেভিনকে দেখিয়ে বললেন বৃদ্ধ প্রিন্স, 'ওই এ ব্যাপারে মুখ্য ব্যক্তি।'

'কবে?' লেভিন বললেন লাল হয়ে, 'কালই। আমার মত যদি চান, তাহলে আমার মনে হয় আজ আশীর্বাদ কাল বিয়ে।'

'রাখো তো যত বাজে কথা, mon cher!'

'তাহলে এক সপ্তাহ বাদে।'

'একেবারে পাগলা।'

'কেন বলনে তো?'

'বাছা আমার!' ওঁর এই ব্যস্ততায় সানন্দে হেসে বললেন মা, 'আর যৌতুক?'

'যোতুক-টোতুকও চাই নাকি?' সভয়ে ভাবলেন লেভিন, 'তবে যোতুক আর আশীর্বাদ-টাশীর্বাদ — এ সব কি স্ব্যু মাটি করে দিতে পারে? কোনোকিছ্বতেই এটা মাটি হবার নয়!' উনি তাকালেন কিটির দিকে, লক্ষ্য করলেন যে যোতুকের কথায় মোটেই, মোটেই অপমানিত বোধ করছে না সে। ভাবলেন, 'তাহলে এটার দরকার আছে।'

'আমার তো কিছ্র জানা নেই। শ্ব্ধ্ন নিজের ইচ্ছের কথাটা বললাম' — লেভিন বললেন কাঁচুমাচু হয়ে।

'তাহলে ঠিক করা যাক। এখন আশীর্বাদ আর লোককে খবর দেওয়া যেতে পারে। এই ঠিক।'

প্রিন্স-মহিষী স্বামীর কাছে গিয়ে তাঁকে চুম্ন খেয়ে চলে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু প্রিন্স তাঁকে ধরে রাখলেন, আলিঙ্গন করলেন তাঁকে, নবীন প্রণয়ীর মতো কোমল হেসে চুম্ন খেলেন কয়েকবার। বৃদ্ধেরা স্পন্টতই মৃহ্তের জন্য আত্মহারা হয়ে ঠিক ব্নুঝতে পারছিলেন না তাঁরাই ফের প্রেমে পড়েছেন নাকি তাঁদের মেয়ে। প্রিন্স আর প্রিন্স-মহিষী চলে গেলে লেভিন কিটির কাছে গিয়ে তার হাত ধরলেন। এখন তিনি নিজের ওপর কর্তৃত্ব ফিরে পেয়েছেন, কথা বলতে পারেন আর বলার কথা তাঁর অনেক। কিন্তু যা বলার কথা মোটেই সেটা বললেন না তিনি।

'ওহ্, আমি জানতামই যে এই হবে! তবে আশা করি নি কিছ্, কিন্তু মনে মনে সর্বদা নিশ্চিত ছিলাম' - বললেন তিনি, 'আমার বিশ্বাস এটা আমার নির্বন্ধ।'

'আর আমি?' কিটি বললে, 'এমনিক তখনো...' থেমে গিয়ে সে ফের তার ন্যায়পরায়ণ চোথে তাঁর দিকে স্থির দ্ভিতৈ তাকিয়ে বলে যেতে লাগল, 'এমনিক তখনও, যখন নিজের স্থাকে আমি ঠেলে সরিয়ে দির্মোছলাম। সর্বদা আমি শ্বা আপনাকেই ভালোবেসেছি, তবে মোহে পড়েছিলাম। সেটা আপনাকে বলতেই হবে... আপনি কি তা ভূলে যেতে পারবেন?'

'বোধ হয় সেটা ভালোই। আমার অনেককিছ্ম ক্ষমা করতে হবে আপনাকে। আমার বলা উচিত...' কিটিকৈ লেভিন যা যা বলতে চেয়েছিলেন এটা তার একটা। উনি ঠিক করেছিলেন যে কিটিকে বলবেন দ্বটো বিষয় — উনি তার মতো প্তেপবিত্র নন, আর দ্বিতীয়ত, উনি নাস্তিক। বলাটা কণ্টকর কিস্তু উনি মনে করেছিলেন, দ্বটো কথাই বলা উচিত।

'না, এখন নয়, পরে হবে!' বললেন তিনি।

'বেশ, পরেই হবে, কিন্তু অবিশ্যি-অবিশ্যি আমায় বলবেন। কিছ্কতেই ভয় নেই আমার। সর্বাকছ্ম জানা আমার দরকার। এখন তো সব ঠিক হয়ে গেছে।'

কিটির কথাটা লেভিন সম্পূর্ণ করলেন:

'ঠিক হয়ে গেছে যে আমি যাই হই, যাই ছিলাম না কেন, আপনি আমাকে নেবেন, ত্যাগ করবেন না? তাই কি?'

'তাই, তাই।'

তাঁদের কথোপকথনে বাধা দিলেন মাদমোয়াজেল লিনোঁ। অকপট না হলেও কোমল হাসি হেসে তিনি অভিনন্দন জানালেন আদরের শিক্ষার্থিনীকে। তিনি যেতে না যেতেই অভিনন্দন জানাতে এল চাকরবাকরেরা, তারপর এলেন আত্মীয়স্বজনেরা, শ্রুর হল স্বর্গস্থের এমন একটা ডামাডোল যা থেকে লেভিন মুর্ভিত পেয়েছিলেন কেবল বিয়ের পরের দিন। লেভিনের সর্বদা অস্বস্থি আর বিরক্তিকর ঠেকছিল কিস্তু সুখ তাঁর ক্রমাগত উঠতে লাগল পঞ্চমে। কেবলি তিনি টের পাচ্ছিলেন যে তিনি যা জানেন না এমন অনেক কিছুই তাঁর কাছ থেকে আশা করছে লোকে, এবং তাঁকে যা বলা হল সেগ্রলো করে তিনি আনন্দই পেলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে তাঁর বিয়েটা অন্য বিয়ের মতো হবে না, বিয়ের সাধারণ ব্যাপার-স্যাপরগ্রলো তাঁর অসাধারণ সুখকে পণ্ড করবে; কিস্তু শেষ পর্যস্ত দেখা গেল তিনি তাই করছেন যা করে অন্য লোকেরা আর এ থেকে সুখ তাঁর বেড়েই চলল, হয়ে উঠল তা মোটেই অন্য লোকের মতো নয়, নিজের অসাধারণ একটা সুখ।

'এখন আমরা মিণ্টি খাব' — বললেন মাদমোয়াজেল লিনোঁ আর লোভনও ছুটলেন মিণ্টি কিনতে।

'ভারি আনন্দ হচ্ছে' — বললেন স্ভিয়াজ্স্কি, 'আমি তোমায় বলব, ফুলের তোড়া কেনো ফোমিনের দোকান থেকে।'

'কেন, দরকার বর্বাঝ?' ছাটলেন তিনি ফোমিনের দোকানে।

দাদা বললেন, টাকা ধার করা দরকার, কেননা অনেক খরচা আছে, উপহার আছে...

'উপহারও চাই?' ছুটলেন তিনি ফুলদে'র কাছে।

আর মিণ্টিওয়ালা, ফোমিন, ফুলদে — সর্ব হাই তিনি দেখলেন যে স্বাই তাঁর প্রত্যাশায় ছিল, স্বাই তাঁর স্বেথ আনন্দিত, উল্প্লাসিত, যেমন আর স্বাই যাদের সঙ্গে এ দিনগ্বলোয় তাঁর কাজকর্ম ছিল। আশ্চর্য এই যে স্বাই তাঁকে ভালোবাসছে শ্ব্যু নয়, আগে যায়া তাঁর প্রতি ছিল নির্ব্তাপ, অদরদী, উদাসীন, তারা স্বাই আনন্দ করছে তাঁর সঙ্গে, মেনে নিচ্ছে তাঁর মত, সৌজন্য সহকারে সম্মান করছে তাঁর ভাবাবেগ, সায় দিচ্ছে তাঁর এই অভিমতে যে দ্বনিয়ায় তিনি স্বচেয়ে স্বুখী লোক, কারণ তাঁর বধ্ব প্রেতিমত পরাকাণ্টা। কিটিরও মনোভাব ছিল সেইরকম। কাউন্টেস নড্স্টন যখন এই ইঙ্গিত করার সাদিছা করেন যে আরো ভালো কিছ্ব তিনি চাইতে পারতেন, কিটি তখন এত ক্ষেপে ওঠে আর এমন নিশ্চিত য্বক্তি দিয়ে দেখায় যে দ্বনিয়ায় লেভিনের চেয়ে ভালো আর কেউ হতে পারে না, যে কাউন্টেস নড্স্টনকে সেটা স্বীকার করতে হয়, এবং কিটি উপস্থিত থাকলে সপ্রশংস হাসি না হেসে তিনি অভ্যর্থনা করতেন না লেভিনকে।

শন্ধন খোলাখনলি স্বীকৃতির যে প্রতিশ্রন্তি তিনি দিয়েছিলেন, সেটাই ছিল এ সময়টার সবচেয়ে দ্বঃসহ বাপার। বৃদ্ধ প্রিলেসর সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর অনুমতি পেয়ে লেভিন কিটিকে দেন তাঁর দিনলিপি যাতে লেখা ছিল কী তাঁর ফল্রণা। এটা তিনি লিখেছিলেন ভবিষ্যাৎ বধ্র কথা মনে রেখে। দ্বটো জিনিস থক্রণা দিয়েছিল তাঁকে — তাঁর অপাপবিদ্ধতার লঙ্ঘন আর ধর্মে অবিশ্বাস। অবিশ্বাসের স্বীকৃতি দ্ভিট আকর্ষণ করে নি। কিটি নিজে ধর্মাবিশ্বাসী, ধর্মের মূল সত্যগ্লোয় কখনো সন্দেহ হয় নি তার, কিন্তু লোভিনের বাহ্যিক অবিশ্বাসে একটুও বিচলিত বোধ করে নি সে। ভালোবাসা দিয়ে লেভিনের সমস্ত অন্তর্রটা সে জানে আর সে অন্তরে সে দেখছে যা সে চাইছিল, আর এ অন্তরকে যদি বলা হয় অধ্যামি তাতে কিছ্ব এসে যায় না। অন্য স্বীকৃতিটা কিন্তু হাহাকারে কাঁদিয়েছে তাকে।

অভ্যস্তরীণ একটা সংগ্রাম বিনাই লেভিন তাকে তাঁর দিনলিপি দিয়েছিলেন এমন নয়। তিনি জানতেন যে তাঁর আর কিটির মধ্যে কোনো গোপনতা থাকতে পারে না, থাকা উচিত নয়, তাই ঠিক করেছিলেন এইটেই সঠিক কাজ; কিস্তু তার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে সেটা তিনি ভেবে দেখেন

নি, তার স্থানে তিনি বসান নি নিজেকে। শৃন্ধ সেদিন সন্ধ্যায় বখন তিনি থিয়েটারে যাবার আগে ওঁদের ওখানে যান, কিটির ঘরে ঢোকেন আর তাকে তিনি যে অপ্রেণীয় কণ্ট দিয়েছেন তাতে করে অশুন্প্লাবিত, দৃঃখার্ত, কর্ল আর মধ্র মন্থখানা দেখেন, তখন তিনি বোঝেন কী অতল ব্যবধান তাঁর কলঙ্কজনক অতীত আর কিটির কপোতস্কাভ শ্রিচতার মধ্যে, যা করেছেন তার জন্য ভয় হল তাঁর।

'নিয়ে যান, নিয়ে যান এই ভয়ংকর খাতাগন্বলা!' সামনে টেবিলের ওপর পড়ে থাকা খাতাগন্বলা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে কিটি বললে, 'কেন ওগন্বলা দিয়েছেন আমায়!.. না, এ বরং ভালো' — লেভিনের কর্ণ মন্থ দেখে সে যোগ করলে, 'তাহলেও এটা সাংঘাতিক, সাংঘাতিক!'

মাথা নিচু করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। কিছ্রই বলতে পারলেন না।

পরে ফিসফিস করলেন, 'আপনি ক্ষমা করবেন না আমায়।' 'না, ক্ষমা আমি করেছি, কিন্তু এটা সাংঘাতিক!'

তবে লেভিনের সম্থ এত বিপন্ন যে এই স্বীকৃতিতে তা ধ্লিসাং তো হলই না, বরং নতুন একটা অর্থে তা প্লেকিত করল তাঁকে। কিটি ক্ষমা করেছে তাঁকে; কিন্তু সেই থেকে তিনি কিটির কাছে নিজেকে আরো বেশি অযোগ্য বলে গণ্য করতে লাগলেন, তার নৈতিক উচ্চতার কাছে আরো বেশি মাথা নত করলেন, আরো বেশি ম্লা দিলেন নিজের অন্যায্য সমুখে।

11 59 II

ডিনারের সময়ে এবং পরে যে কথাবার্তাগ্নলে। হয়েছিল, অজ্ঞাতসারে সেগনুলো মনে মনে নাড়াচাড়া করতে করতে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ফিরলেন তাঁর একলা কামরাটায়। ক্ষমা করা নিয়ে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভিনা যা বলেছিলেন, শাধ্ব সেটাই তাঁকে পীড়া দিচ্ছিল। নিজের ক্ষেত্রে খিনুষ্টীয় নীতি প্রয়োগ করা বা না করা বড়ো বেশি কঠিন একটা প্রশ্ন যা নিয়ে লঘ্নচিত্তে কিছ্ব বলা অন্টিত, আর বহ্ব আগেই আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এ প্রশ্নটার নেতিবাচক উত্তর দিয়ে রেখেছেন। যতকিছ্ব শোনা গিয়েছিল তার ভেতর তাঁর মনে গেথে গিয়েছিল নির্বোধ, সহুদয়

তুরোভ্ ংসিনের কথাটা: বাহাদ্বরের মতো কাজ করেছেন, ডুয়েলে ডেকে দিলেন খতম করে। সবাই স্পষ্টতই এই মতই পোষণ করে যদিও সোজন্যবশত সেটা মুখ খুলে বলে নি।

'তবে ব্যাপারটা স্থির হয়ে গেছে, ও নিয়ে ভাবার কিছন নেই' — নিজেকে বোঝালেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। এবং শন্ধন নিজের আসম যাত্রা আর নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কথা ভাবতে ভাবতে তিনি ঢুকলেন নিজের কামরায় আর হোটেলের যে চাপরাশি তাঁকে এগিয়ে দিচ্ছিল, তাকে শন্ধালেন তাঁর চাকরটা কোথায়; সে বললে যে চাকর এইমাত্র বেরিয়ে গেছে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁকে চা দিতে বলে বসলেন এবং গাইডবই নিয়ে দেখতে লাগলেন তাঁর প্র্যটন-পথ।

চাকর ফিরে এসে ঘরে ঢুকে বললে, 'দ্বটো টেলিগ্রাম আছে। মাপ করবেন হুজুর। আমি এই মাত্র বেরিয়েছিলাম।'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ টেলিগ্রাম নিয়ে তার সীল ভাঙলেন। প্রথম টেলিগ্রামটায় এই খবর দেওয়া হয়েছে যে কারেনিন যে পদটার প্রার্থী ছিলেন সেটা পেয়েছেন স্তেমভ। টেলিগ্রাম ছয়ড়ে ফেলে লাল হয়ে তিনি পায়চারি করতে লাগলেন। 'Quos vult perdere dementat'* — এ পদনির্বাচনে যারা সহযোগিতা করেছে quos কথাটায় তাদের মনে করে বললেন তিনি। এ পদটা যে তিনি পেলেন না, তাঁকে যে স্পন্টতই এড়িয়ে যাওয়া হল, এতে তিনি তেমন ক্ষয়ে হন নি; কিস্তু তাঁর কাছে দয়র্বোধ্য, বিসময়কর ঠেকল কী করে ওদের চোথে পড়ল না যে বাচাল, বয়লবাগীশ স্তেমভ অন্য সবার চেয়ে এ পদের অয়োগ্য। কী করে ওদের চোথে পড়ল না যে এই নির্বাচনে ওরা সর্বনাশ করছে নিজেদের, ক্ষয়ে করছে নিজেদের মর্যাদা।

'এই ধরনেরই আরো একটা কিছ্ম হবে' — দ্বিতীয় টেলিগ্রামটা খ্লতে খ্লতে পিন্তি জনলিয়ে তিনি বললেন মনে মনে। টেলিগ্রামটা স্থার কাছ থেকে। নীল পেনসিলে লেখা 'আল্লা' স্বাক্ষরটা প্রথম চোখে পড়ল তাঁর। 'মরছি, আসবার জন্যে মিনতি করছি, ক্ষমা পেয়ে মরে যাব নিশ্চিস্তে' — পড়লেন তিনি। ঘ্লাভরে তিনি হাসলেন, ছুড়ে ফেলে দিলেন টেলিগ্রাম। এটা যে একটা ছলনা, ধ্তুতা, এ বিষয়ে প্রথম মুহুতে তাঁর কোনো সন্দেহই ছিল না।

ভগবান বাদের মারতে চান তাদের বৃদ্ধিশ্রংশ করেন (লাতিন)।

'কোনো ছলনাতেই সে দ্বিধা করবে না। তার প্রসব হবার কথা। হরত এটা তার প্রসবকালীন পীড়া। কিন্তু কী উন্দেশ্যে? সন্তানকে বৈধ করার জন্যে, আমাকে হতমান করে বিবাহবিচ্ছেদে বাধা দেবার জন্যে?' ভাবলেন তিনি, 'কিন্তু লিখেছে যে: মরছি...' টেলিগ্রামটা ফের পড়লেন তিনি; আর তাতে যা লেখা ছিল তার সাক্ষাৎ অর্থটা হঠাৎ অভিভূত করল তাঁকে। 'যদি এটা সাত্য হয়?' মনে মনে ভাবলেন তিনি, 'যদি যন্তার মৃহত্তে, মৃত্যুর সাল্লিধ্যে তার সত্যিই অন্তাপ হয়ে থাকে, আর আমি যদি এটাকে ছলনা ভেবে যেতে আপত্তি করি? এটা শৃধ্যু নিন্টুরতা হবে, সবাই ধিক্কার দেবে আমায়, তাই নয়, আমার পক্ষ থেকে এটা হবে মৃথামি।'

'পিওত্র, একটা গাড়ি ডাক, আমি পিটার্সবিন্গ যাচ্ছি' — চাকরকে বললেন তিনি।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ স্থির করলেন পিটার্সব্র্গ গিয়ে স্ব্রীকে দেখবেন। যদি তার পীড়াটা ছলনা হয়, তাহলে তিনি কিছ্ই না বলে চলে যাবেন। আর যদি সতিটে সে হয় অস্কুস্থ, মরণাপন্ন, মৃত্যুর আগে দেখতে চাইছে তাঁকে, তাহলে ও জীবিত থাকলে তাকে তিনি ক্ষমা করবেন আর বড়ো বেশি দেরি হয়ে গেলে শেষকৃত্য করে যাবেন।

কী তাঁকে করতে হবে, সারা রাস্তায় সে কথাটা আর ভাবলেন না তিনি। রেল কামরায় কাটানো রাতটার ফলে একটা অপরিছিল্লতার বােধ আর ক্লান্তি নিয়ে পিটার্সবৃর্গের প্রভাতী কুয়াশায় তিনি ফাঁকা নেভিন্দিক সড়ক দিয়ে চললেন সােজা সামনের দিকে তাকিয়ে, কী তাঁর কপালে আছে সে কথা মােটেই ভাবছিলেন না। সে কথা ভাবতে তিনি পারছিলেন না কারণ কী হবে সেটা কল্পনা করতে গেলেই যত মৃশকিলে তিনি পড়েছেন, আয়ার মৃত্যুতে তৎক্ষণাৎ তার আসান হয়ে যাবে এই ধারণাটা তাড়ানাে যাচ্ছিল না। র্টেওয়ালা ছাঁড়া, দরজা-বন্ধ দােকান, রাতের ছাাকরা গাড়ির গাড়ােয়ান. ফুটপাথ সাফ করার ঝাড়্বদার ভেসে যেতে লাগল তাঁর চােথের সম্খ দিয়ে। আর এ সবই তিনি নিরীক্ষণ করতে লাগলেন কী তাঁর কপালে আছে আর যা চাইবার সাহস তাঁর নেই অথচ চাইছেন, সে ভাবনাটা চাপা দেবার চেন্টা করে। গেলেন গাড়ি-বারান্দাের দিকে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল একটা ছ্যাকরা গাড়ির কোচােয়ান আর তাতে ঘ্রমন্ত সহিস। অলিন্দে যেতে যেতে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ মন্তিন্তের কোন এক স্বদ্র প্রান্ত থেকে যেন

দাঁড়াল: 'যদি ছলনা হয়, তাহলে ঘ্ণাভরে স্থিরতা বজায় রেখে চলে বাওয়া। যদি সত্যি হয় তাহলে সোজন্য পালন।'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ঘণ্টি দেবার আগেই দরজা খ্ললে চাপরাশি। টাই ছাড়া প্রনো একটা ফ্রক-কোট আর ঘরোয়া জ্বতো পরা চাপরাশি পেরভ বা কাপিতোনিচকে দেখাচ্ছিল অধ্তুত।

'গিন্নির খবর কী?'

'কাল ভালোয় ভালোয় প্রসব হয়েছে।'

বিবর্ণ হয়ে থমকে দাঁড়ালেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। এখন তিনি পরিষ্কার ব্রুথতে পারলেন কী ভয়ানক আন্নার মৃত্যুকামনা করছিলেন তিনি।

'আর স্বাস্থ্য?'

সকাল বেলাকার এপ্রণ পরা কর্নেই নেমে এল সি'ড়ি দিয়ে।

বললে, 'খ্ব খারাপ। কাল ডাক্তারদের পরামশ'-বৈঠক হয়েছে। এখন ডাক্তার এখানেই।'

'জিনিসগ্নলো তোল' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন এবং এখনো তাহলে মৃত্যুর আশা আছে এই সংবাদে খানিকটা হালকা হয়ে তিনি ঢুকলেন প্রবেশ-কক্ষে।

'কে আছে ওখানে?'

'ডাক্তার, ধাই আর কাউণ্ট ভ্রন্স্কি।'

অন্তঃপর্রে ঢুকলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। ড্রায়িং-র্মে কেউ ছিল না; তাঁর পদশব্দ শর্নে বেগর্নি ফিতে লাগানো টুপি পরা ধাই বেরিয়ে এল আন্নার স্টাডি থেকে।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে এসে সে মৃত্যুর সন্নিকটতা হেতু অস্তরঙ্গতায় তাঁর হাত ধরে নিয়ে গেল শোবার ঘরে।

বললে, 'যাক ভগবান, আপনি এসে গেছেন! কেবলই আপনার কথা, শ্ব্ধ্ আপনার কথা।'

'বরফ দিন শিগগির!' শোবার ঘর থেকে শোনা গেল ডাক্তারের হ্রুকুমদার গলা।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ গেলেন আল্লার স্টাডিতে। সেখানে নিচু একটা টুলে পাশকে ভাবে বসে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদছিলেন ভ্রন্সিক। ভাক্তারের গলা শন্নে লাফিয়ে উঠলেন তিনি, মন্থ থেকে হাত সরাতেই দেখতে পেলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে। স্বামীকে দেখে তিনি এত বিব্রত হয়ে গেলেন যে বসে পড়লেন আবার, ঘাড়ের মধ্যে মাথা এমনভাবে গন্টিয়ে আনলেন যেন কোথাও হোক অন্তর্ধান করতে চান; তবে নিজের ওপর জাের খাটিয়ে বললেন

'ও মারা যাচ্ছে। ডাক্তাররা বলেছে কোনো আশা নেই। এটা অবশ্য আপনার ইচ্ছাধীন, কিস্তু এখানে থাকতে দিন আমায়... তবে এটা আপনার যা ইচ্ছে. আমি...'

দ্রন্দিকর চোখে জল দেখে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বিচলিত বোধ করলেন যেমনটা তাঁর হত অন্য লোকের কঘ্ট দেখলে, মুখ ফিরিয়ে দ্রন্দিকর কথা সবটা না শ্বনে চলে গেলেন দরজার দিকে। শোবার ঘর থেকে শোনা যাচ্ছিল আন্নার গলা, কী যেন বলছেন। গলার দ্বর ওঁর সজীব, প্রফুল্ল, স্বনির্দিষ্ট জোর পড়ছে এক-একটা শব্দে। শোবার ঘরে চুকে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ গেলেন পালঙ্কের কাছে। আন্না শ্বয়েছিলেন ওঁর দিকে মুখ করে। গাল রক্তিম, ঝকঝকে চোখ, ছোটো ছোটো শাদা হাত রাউজের আস্তিন থেকে বেরিয়ে এসে খেলা করছে কন্বলের কিনারা নিয়ে। তাঁকে শ্ব্দ্ব স্কৃত্ত, অসাধারণ সঠিক আর সাবেগ টানে।

কেননা আলেক্সেই, আমি বলছি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কথা (কী বিচিত্র, ভয়ংকর নির্বন্ধ যে দুই জনেই আলেক্সেই, তাই না?) আলেক্সেই আমায় ত্যাগ করল না। আমিও ভুলে যেতাম, সেও ক্ষমা করত... কিন্তু কেন আসছে না সে? ভারি সে ভালো লোক, নিজেই জানে না কত ভালো। আহ্, হে ভগবান, কী যে বিছছিরি লাগছে! তাড়াতাড়ি একটু জল খেতে দিন আমায়! আহ্, এতে যে আমার মেয়েটির ক্ষতি হবে! বেশ, ঠিক আছে, ওকে দিন ধাই-মা'র কাছে! সেই বরং ভালো। ও আসবে, খ্রিককে দেখলে কন্ট হবে ওর। ওকে দিয়ে দিন ধাই-মা'র কাছে।'

'আন্না আর্কাদিয়েভনা, উনি এসেছেন। এই-যে উনি!' ধাই বললে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। 'আহ্, কী ছাইভঙ্ক!' আন্না বলে চললেন স্বামীকে লক্ষ্য না করে। 'দাও ওকে, খ্রিককে দাও আমায়! এখনো ও এল না। ক্ষমা করবে না তোমরা বলছ কারণ ওকে চেনো না তোমরা। কেউ চিনত না, চিনতাম

শন্ধ্ব একা আমি, তাও কী কণ্টই না হয়েছে। দেখা উচিত ওর চোখ দ্ব'খানা, সেরিওজারও অমনি চোখ, তাই সে দিকে তাকাতে পারি না। সেরিওজাকে খেতে দেওয়া হয়েছে? আমি যে জানি, সবাই ওকে ভূলে থাকবে। ও হলে ভূলত না। সেরিওজাকে নিয়ে আসা দরকার কোণের ঘরটায়, মারিয়েটকে বলা হোক ওর সঙ্গে শনুতে।'

হঠাৎ উনি কু কড়ে এলেন, চুপ করে গেলেন, যেন কোনো একটা আঘাতের ভয়ে আত্মরক্ষায় হাত তুললেন মুখের কাছে। স্বামীকে দেখতে পেয়েছেন। 'না, না' — আন্না বলে চললেন, 'ওকে আমি ভয় পাই না, ভয় পাই মরণকে। আলেক্সেই, এসো এখানে। বড়ো তাড়া আমার, কেননা সময় নেই. বে চে থাকব মান্র কিছ্কু প, এক্ষ্মিন জ্বর উঠবে, তখন কিছ্মই আর ব্রুত পারব না। এখন পার্রছি, সব ব্রুতে পার্রছি, দেখতে পাচ্ছি সবই।'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কুঞ্চিত মুখে ফুটে উঠল যন্ত্রণা। আমার হাত ধরলেন তিনি, কী একটা বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কিছ্বতেই পারলেন না: নিচের ঠোঁট তাঁর কাঁপছিল, কিন্তু তখনও তিনি লড়ছিলেন নিজের ব্যাকুলতার সঙ্গে, আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন শুধ্ মাঝে-মধ্যে। আর যতবার তাকাচ্ছিলেন, নজরে পড়ছিল আমার চোখ যা তাঁর প্রতি নিবদ্ধ ছিল এমন একটা মিনতি আর উচ্ছ্বিসত কোমলতা নিয়ে যা আগে তিনি দেখেন নিকখনো।

'দাঁড়াও তুমি জানো না... দাঁড়াও, দাঁড়াও...' — থেমে গেলেন আন্না, বেন নিজের ভাবনাটা গ্র্ছিয়ে নিতে চান, 'হাাঁ' — শ্রু করলেন তিনি, 'হাাঁ, হাাঁ, তোমায় যা বলতে চাইছিলাম। আমার ব্যাপারে অবাক হ'য়ো না। আমি সেই একই আছি... আমার মধ্যে আছে আরেকজন, আমি ভয় করি তাকে, সে. ভালোবাসে ঐ লোকটাকে, চেয়েছিলাম তোমায় ঘ্ণা করতে, কিন্তু আগে আমি যা ছিলাম সে সন্তাটাকে ভূলতে পারি নি। ও মেয়েটা আমি নই। এখন আমি আসল, গোটাটাই। আমি এবার মরছি, জানি যে মরছি, জিগ্যেস করো ওকে। এখনই আমি টের পাচ্ছি এই তো হাতে, পায়ে, আঙ্বলে মন খানেক করে ভার। আঙ্বলগ্বলো দেখো-না, কী বিরাট। তবে এ সব শির্গাগরই চুকে যাবে... শ্ব্র্য একটা জিনিস আমার দরকার: আমায় ক্ষমা করো তুমি, ক্ষমা করে দাও প্রমেপ্রি! আমি যাচ্ছেতাই, কিন্তু আমার ধাই-মা যা বলত: সন্যাসিনী কৃচ্ছ্যুসাধিকা — কী যেন তার নাম? সে তো আমার চেয়েও খারাপ। রোমে চলে যাব আমি, মর্ভুমি আছে

সেখানে, তখন কারো ব্যাঘাত ঘটাব না, শা্ধ্য সেরিওজাকে সঙ্গে নেব, আর খ্রিকিটিকে... না, তুমি ক্ষমা করতে পারো না! আমি জানি, এটা যে ক্ষমা করা চলে না! না, না, চলে যাও, বড়ো বেশি ভালো তুমি!' উত্তপ্ত এক হাতে তিনি ধরে রইলেন তাঁর হাত, অন্য হাতে ঠেলতে লাগলেন তাঁকে।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের প্রাণের বেদনা ক্রমেই বেড়ে উঠে এমন পর্যায়ে পেণছল যে সেটা দমন করার চেন্টা তিনি ছেড়ে দিলেন; হঠাং তিনি অন্ভব করলেন যে প্রাণের বেদনা বলে যেটাকে ভাবছিলেন সেটা উল্টেবরং প্রাণের একটা পরমানন্দের অবস্থা, যা হঠাং তাঁকে দিচ্ছে নতুন একটা স্থ, যা আগে তিনি পান নি কখনো। তিনি ভাবেন নি যে সারা জীবন যা তিনি অন্সরণ করতে চেয়েছেন সেই খিন্নন্টীয় অন্শাসনটাই তাঁকে তাঁর শত্র্বদের ক্ষমা করতে ও ভালোবাসতে বলছে; কিন্তু শত্র্বকে ভালোবাসা ও ক্ষমার একটা স্থান্ভূতিতে ব্রক তাঁর ভরে উঠল। নতজান্ হয়ে বসলেন তিনি, মাথা রাখলেন আলার হাতের ভাঁজে, রাউজের তল থেকে তা প্রাড়য়ে দিচ্ছিল তাঁর কপাল, কাঁদতে লাগলেন শিশ্রে মতো। আলা তাঁর কেশবিরল মাথা জড়িয়ে ধরলেন, তাঁর দিকে সরে এসে দ্প্ত গর্বে চোখ তুললেন ওপরে।

'দ্যাখো কেমন লোক, আমি তো জানতামই! এবার বিদায়, সকলের কাছ থেকে বিদায়!.. ফের এসেছে ওরা, কেন ওরা চলে যাচ্ছে না?.. আহ্, খ্লেনও না আমার ওভারকোট!'

ডাক্তার তাঁর হাত খসিয়ে সন্তর্পণে তা রাখলেন বালিশের ওপর, কাঁধ পর্যন্ত ঢেকে দিলেন। বাধ্যের মতো শ্বয়ে রইলেন আন্না, জবলজবলে চোখে চেয়ে থাকলেন সামনের দিকে।

'শাধ্র একটা কথা মনে রেখো, আমার চাই ক্ষমা, আর কিছাই আমার দরকার নেই... ও আসছে না কেন?' দরজায় দ্রন্স্কিকে লক্ষ্য করে আন্না বললেন, 'এসো, এসো, করমর্দন করো ওর।'

খাটের কিনারার কাছে এসে ভ্রন্মিক আবার তাঁকে দেখে ফের মুখ ঢাকলেন হাত দিয়ে।

'মুখ খোলো, ওর দিকে চাও। সাধু ও' — আন্না বললেন, 'খোলো, মুখ খোলো তো!' রাগত স্বরে বলে উঠলেন তিনি, 'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, ওর হাত সরিয়ে নাও! আমি ওর মুখ দেখতে চাই।'

আলেক্সেই আলেক্সাম্প্রভিচ হাত সরিয়ে দিলেন দ্রন্স্কির মুখ থেকে যা যন্ত্রণা আর লজ্জায় ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল।

'ওকে হাত দাও। ক্ষমা করো ওকে।'

চোখ থেকে যে জল ঝরছিল তা সম্বরণের চেষ্টা না করে তিনি হাত বাডিয়ে দিলেন।

'জয় ভগবান, জয় ভগবান' — আরা বললেন, 'এবার সব তৈরি। কেবল পাদ্দটো একটু লম্বা করে দিলে ভালো হয়। হাাঁ, ওইরকম, আহ্ চমংকার। কী র্নুচিহীন এই ফুলগ্দলো, একেবারেই ভায়োলেটের মতো নয়' — ওয়াল-পেপার দেখিয়ে বললেন তিনি, 'মাগো, মাগো। কখন এ সব চুকবে? মার্ফায়া দিন আমায়। ডাক্তার! মার্ফায়া দিন। মাগো, মাগো!'

বিছানায় ছটফট করতে লাগলেন তিনি।

এই ডাক্তার এবং অন্য ডাক্তাররাও বলেছিলেন যে এটা প্রসবের জনুর, শতকরা নিরানব্বই ক্ষেত্রেই যার পরিণাম মৃত্যু। সারা দিন চলল জনুর, ভূলবকা, সংজ্ঞাহীনতা। মাঝ রাতের দিকে রোগিণী পড়ে রইলেন অসাড় হয়ে, নাড়ী প্রায় ছিল না।

প্রতি মৃহ্তে লোকে প্রতীক্ষা কর্রছিল অস্তিমটার জন্য।

দ্রন্স্কি বাড়ি চলে গেলেন কিন্তু সকালে ফিরে এলেন খবর নিতে। প্রবেশ-কক্ষে তাঁকে দেখে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন:

'থেকে যান, হয়ত চাইবে আপনাকে' — এবং নিজেই তাঁকে নিয়ে গেলেন স্মীর স্টাডি ঘরে।

সকালে ফের শ্রে হল ব্যাকুলতা, উত্তেজনা, চিস্তা ও উক্তির ক্ষিপ্রতা. এবং ফের শেষ হল সংজ্ঞাহীনতায়। তৃতীয় দিনেও তাই চলল, ডাক্তাররা বললেন আশা নাকি আছে। সেদিন স্টাডিতে গেলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, যেখানে বসে ছিলেন দ্রন্সিক, দরজা বন্ধ করে বসলেন তাঁর ম্থোম্থি।

'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ' — কৈফিয়তের পালা কাছিয়ে আসছে অন্ভব করে দ্রন্দিক বললেন, 'আমি কথা বলতে পারছি না, কিছ্ব ব্ঝতেও পারছি না। কৃপা কর্ন আমায়। আপনার যত কণ্টই হোক, আমার অবস্থা তার চেয়েও খারাপ।'

উঠতে যাচ্ছিলেন তিনি কিন্তু আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর হাত ধরে বললেন:

'অনুরোধ করি, আমার কথাগুলো শুনুন, এর প্রয়োজন আছে। আমার মনোভাবগুলো আপনাকে বুঝিয়ে বলা উচিত, যার দ্বারা আমি চালিত হয়েছি এবং হব যাতে আমার সম্পর্কে আপনার মনে কোনো বিদ্রান্তি না থাকে। আপনি জানেন যে আমি বিবাহবিচ্ছেদ করব বলে স্থির করেছিলাম এবং ব্যাপারটা শুরুও করে দিয়েছিলাম। আপনার কাছে লুকাব না ষে শ্রের করে দ্বিধায় পড়েছিলাম, কন্ট প্যাচ্ছিলাম আমি; স্বীকার করিছ যে ওর এবং আপনার ওপর প্রতিশোধ নেবার বাসনা আমায় পেয়ে বর্সেছিল। যখন আমি টেলিগ্রাম পাই. তখন আমি এখানে এসেছিলাম একই মনোভাব নিয়ে, বলা উচিত তারও বেশি, মৃত্যু কামনা করেছিলাম ওর। কিন্তু...' চিন্তায় খানিক চুপ করে রইলেন, নিজের মনোভাব ওঁর কাছে প্রকাশ করবেন কি করবেদ না. 'কিন্তু ওকে দেখার পর আমি ক্ষমা করি। ক্ষমার সূখ আমায় বলে দেয় কী আমার কর্তব্য। ক্ষমা করেছি পুরোপারি। অন্য গালটাও পেতে দিতে চাই আমি। কেউ আমার কোট কেডে নিলে কামিজটাও দিতে চাই তাকে। ভগবানের কাছে আমার শুধু একটাই প্রার্থনা, ক্ষমার সূখ যেন আমার কাছ থেকে নিয়ে না নেন!' চোখে তাঁর জল আর সে চোখের প্রশান্ত দূষ্টি বিস্মিত করল ভ্রন্স্কিকে। 'এই আমার অবস্থা। আপনি আমায় কাদায় ধামসাতে পারেন, সমাজের কাছে একটা হাসির পাত্র করে তলতে পারেন আমায়, কিন্তু ওকে আমি ত্যাগ করব না, আপনাকেও ভর্ণসনা করব না কখনো' -- বলে চললেন উনি, 'আমার কর্তব্য আমার সামনে স্কুস্পন্ট: ওর সঙ্গে আমায় থাকতে হবে এবং থাকব। ও যদি আপনাকে দেখতে চায়, আমি জানাব, কিন্তু এখন, আমি মনে করি আপনার বিদায় নেওয়া ভালো।'

উঠে দাঁড়ালেন তিনি, ফোঁপানিতে বন্ধ হয়ে গেল কথা। দ্রন্ স্কিও উঠে দাঁড়ালেন এবং ন্য়ে, খাড়া না হয়ে কপালের তল থেকে চাইছিলেন তাঁর দিকে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের অন্তুতিটা তিনি ব্রুতে পারিছিলেন না। তবে টের পাচ্ছিলেন যে সেটা একটা উচ্চু দরের হদয়াবেগ. তাঁর যা দ্বিভিজিঙ্গ তাতে করে সেটা তাঁর পক্ষে এমনকি অনধিগমাই।

আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচের সঙ্গে কথাবার্তার পর দ্রন্দিক বেরিয়ে এসে কার্রোননদের বাডির দেউডিতে থেমে চেণ্টা করে স্মরণ করতে চাইলেন কোথায় তিনি, কোথায় যেতে হবে তাঁকে। নিজেকে লঙ্কিত, অবমানিত, দোষী আর নিজের অবমাননা মুছে ফেলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত বলে বোধ কর্রাছলেন তিনি। যে বাঁধা-রাস্তা দিয়ে তিনি এযাবং অমন সগর্বে আর অনায়াসে এগিয়ে এসেছেন, তা থেকে নিজেকে নিক্ষিপ্ত বলে বোধ হচ্ছিল তাঁর। জীবনের যেসমস্ত অভ্যাস আর নিয়ম তাঁর ভারি দৃঢ়ে বলে মনে হত, হঠাং দেখা গেল সেগ্রাল মিথ্যা আর অপ্রযোজ্য। প্রতারিত যে স্বামীকে তাঁর এতদিন মনে হরেছিল করুণ একটি জীব, তাঁর সুখের পথে একটা আপতিক এবং থানিকটা হাস্যকর অস্তরায়, হঠাৎ আল্লা নিজেই তাকে ডেকে পাঠালেন, তুলে দিলেন হীনতাবোধ জাগাবার মতো একটা উচ্চতায়, আর সে উচ্চতায় এ স্বামী মোটেই আলোশপরায়ণ নয়, মিথ্যাচারী নয়, হাস্যকর নয়, সহদয়, সহজ, মহিমান্বিত। এটা অনুভব না করে দ্রন্সিক পারলেন না। হঠাং বদলে গেল ভূমিকাদুটো। স্রন্স্কি অনুভব করলেন স্বামীর উচ্চতা, নিজের হীনতা, তার ন্যায্যতা, নিজের অন্যায়। অনুভব করলেন যে নিজের দুঃখেও স্বামী মহানুভব আর নিজের প্রতারণায় তিনি নীচ আর তুচ্ছ। কিন্তু যে ব্যক্তিকে তিনি অন্যায়ভাবে অবজ্ঞা করেছেন তার কাছে এই হীনতাবোধ তাঁর শোচনার অলপংশ মাত্র। নিজেকে তাঁর অবর্ণনীয় অসুখী भरत रुल এই জন্য যে এখন যখন তিনি বুঝলেন যে চিরকালের জন্য আন্নাকে হারিয়েছেন, তখন আন্নার জন্য যে হৃদয়াবেগ নিভে আসছে বলে তাঁর ইদানীং মনে হয়েছিল, সেটা এত প্রবল হয়ে উঠল যা আর কখনো হয় নি। অস্কথের সময় তিনি আন্নার সমস্তটা দেখতে পেয়েছেন, দেখেছেন তাঁর অন্তঃস্থল, আর তাঁর মনে হয়েছে এতদিন পর্যন্ত তিনি ভালোবাসেন নি তাঁকে। এখন, তিনি যখন তাঁকে জানলেন, তখন তাঁর বুকে এমন একটা ভালোবাসা উথলে উঠল যেভাবে তাঁকে ভালোবাসা উচিত: তাঁর কাছে তিনি হীন হয়েছেন, চিরকালের জন্য হারালেন তাঁকে, শুধু নিজের লঙ্জাকর স্মৃতি রেখে গেলেন তাঁর মনে। সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার তাঁর সেই হাস্যকর, কলংকজনক দশা যখন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর হাত সরিয়ে দেন তাঁর লন্জিত মুখ থেকে। কারেনিনদের বাড়ির দেউড়িতে হতবিহ_বল হয়ে দাঁড়িয়ে র**ইলেন তিনি, ভেবে পাচ্ছিলেন না কী করবেন।**'গাড়ি ডাকব কি?' জিগ্যে**স করলে চাপরাশি।**'হয়াঁ, গাডি।'

তিনটি বিনিদ্র রাত্রির পর ঘরে ফিরে দ্রন্দিক পোশাক না ছেড়ে, হাত গ্রুটিয়ে মাথার তলে রেখে উপ্র্ড় হয়ে শ্রুয়ে পড়লেন সোফায় । মাথা তাঁর ভারি। অতি বিচিত্র সব ছবি, স্মৃতি, চিস্তা অসাধারণ দ্রুততা আর দপণ্টতায় অদল-বদল হতে থাকল: এই তিনি রোগিণীর জন্য চামচে ওষ্ধ ঢালতে গিয়ে উপছে ফেললেন, কখনো দেখা গেল ধাত্রীর শাদা হাত, কখনো-বা খাটের কাছে মেঝেতে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বিচিত্র অবস্থান।

'ঘ্নম! বিসমরণ!' মনে মনে বললেন তিনি সন্ত্রু লোকের এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে যে ক্লান্ড হয়ে সে যদি ঘ্নাতে চায়, তাহলে তক্ষ্ণনি ঘ্নিয়ে পড়বে। আর সত্যিই সেই মন্হ্তেই তাঁর মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে যেতে লাগল, বিস্মরণের অতল গহ্বরে পড়তে থাকলেন তিনি। অচেতন জীবনের সাগরতরঙ্গ বইতে লাগল তাঁর মাথার ওপর দিয়ে, হঠাং যেন বিদ্যুংপ্রবাহের একটা প্রবল আঘাত ছংয়ে গেল তাঁকে, এমনভাবে তিনি চমকে উঠলেন যে সোফার স্প্রিঙের ওপর সারা দেহ তাঁর লাফিয়ে উঠল, দ্'হাতে ভর দিয়ে সভয়ে হাঁটু গেড়ে বসলেন তিনি। চোখ তাঁর বিস্ফারিত, যেন কখনো তিনি ঘ্নান নি। মাথার ভার, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শিথিলতা যা তিনি এক মিনিট আগেও অন্ভব করেছেন, হঠাং অন্তর্ধনি করল তা।

'আপনি আমায় কাদায় ধামসাতে পারেন' — শ্বনলেন তিনি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের গলা, দেখলেন তাঁকে নিজের সামনে, দেখলেন আতপ্ত রক্তিমোচ্ছ্রাস আর জবলজবলে চোখ নিয়ে আন্নার মুখ কোমলতা আর ভালোবাসায় তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে নয়, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের দিকে; তাঁর মুখ থেকে তিনি যখন হাত সরিয়ে দেন, নিজের তখনকার উজব্বক আর হাস্যজনক ম্তিটা, যা তাঁর মনে হচ্ছিল, চোখে পড়ল তাঁর। আবার তিনি পা টান করে আগের ভঙ্গিতে শ্বলেন সোফায়, চোখ বন্ধ করলেন।

'ঘ্রম! ঘ্রম!' প্রনরাবৃত্তি করতে লাগলেন মনে মনে। কিন্তু চোখ বন্ধ করেও তিনি পরিষ্কার দেখতে পেলেন আমার মুখ, যেমন তাঁকে দেখেছিলেন ঘোড়দৌড়ের আগের দিনটার সন্ধ্যায়। 'সেটা আর নেই, সে আর হবে না, আলা এটা মুছে ফেলতে চার স্মৃতি থেকে। অথচ এ ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না। কিভাবে মেলা যার আমাদের, কিভাবে মেলা যার?' উনি বললেন সরবেই আর অজান্তে তার প্রনরাবৃত্তি করতে থাকলেন। শব্দের এই প্রনরাবৃত্তিতে যে নতুন নতুন ছবি ও স্মৃতিগ্র্লি তাঁর মাথায় ভিড় করে আসছে বলে তিনি টের পাচছিলেন তা সংযত হচ্ছিল। কিন্তু সংযত হচ্ছিল অলপক্ষণের জন্য। অসাধারণ দ্রত্তায় একের পর এক দেখা দিতে থাকল স্ব্থের সেরা মুহুত্গ্র্লো আর সেইসঙ্গে সাম্প্রতিক হীনতা। আলার স্বর বলছে, 'হাত সরিয়ে নাও'। হাত তিনি সরিয়ে নিচ্ছেন আর টের পাচ্ছেন কী বোকা-বোকা লচ্জিত দেখাচ্ছে তাঁর মুখ।

শ্বরেই রইলেন তিনি, চেণ্টা করলেন ঘ্রমাতে যদিও ব্রুতে পারছিলেন তার সামান্যতম আশাও নেই, আর নতুন নতুন ছবির উদয় ঠেকাবার জন্য মনে যেকোনো একটা চিন্তার আকস্মিক দ্ব'একটা শব্দ ফিসফিস করতে লাগলেন। কান পেতে থেকে তিনি শ্রুনলেন অস্তুত, উন্মাদ একটা ফিসফিসানিতে একই কথার প্রুনরাব্তি: 'কদর করতে পারে নি, কাজে লাগাতে পারে নি।'

'কী ব্যাপার? নাকি পাগল হয়ে যাচ্ছি আমি?' মনে মনে ভাবলেন তিনি, 'সম্ভবত। কেন লোকে পাগল হয়, কেন গ্র্নলি করে নিজেকে?' নিজেই নিজেকে জবাব দিয়ে চোখ মেলতেই অবাক হয়ে দেখলেন মাথার কাছে ভাতৃবধ্ব ভারিয়ার এন্দ্রয়ভারি করা নকশি বালিশ। বালিশের ঝালরটা নেড়ে তিনি ভাবতে চেন্টা করলেন ভারিয়ার কথা, কবে তাঁকে তিনি দেখেছেন শেষ বার। কিন্তু দ্রের কোনো ব্যাপার নিয়ে ভাবতে যাওয়া কন্টকর। 'না, ঘ্নাতে হবে!' বালিশটা তিনি টেনে এনে মাথায় গ্র্জলেন, কিন্তু চোখ বন্ধ রাখার জন্য জোর করতে হচ্ছিল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন তিনি। ভাবলেন, 'আমার পক্ষে ওটা চুকে গেছে। ভাবতে হবে কী করা যায়। কী বাকি রইল?' আলার প্রতি তাঁর ভালোবাসা বাদ দিয়ে তাঁর যে জীবন, দ্রুত তার ওপর চোখ ব্রলিয়ে নিলেন তিনি।

'উচ্চাকাণ্কা? সেপর্বখোভস্কর? উচ্চ সমাজ? রাজদরবার?' কোনোটাতেই চিন্তা তাঁর স্থির হতে পারছিল না। এ সবেরই কিছু অর্থ ছিল আগে, কিন্তু এখন নেই। সোফা থেকে উঠলেন তিনি, ফ্রক-কোট খ্রলে ফেলে বেল্ট খসিয়ে, ভালো করে নিশ্বাস নেবার জন্য রোমশ ব্যুক উন্মন্তে করে তিনি পায়চারি করতে লাগলেন কামরায়। 'এইভাবেই পাগল হয়ে যায় লোকে' — প্নরাবৃত্তি করলেন তিনি, 'এইভাবেই নিজেকে গ্রাল করে... যাতে লজ্জা বোধ করতে না হয়' — ধীরে ধীরে যোগ দিলেন।

দরজার কাছে গিয়ে তিনি তা বন্ধ করে দিলেন; তারপর স্থির দ্ছিতে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে তিনি গেলেন টেবিলের কাছে, রিভলবার বার করে সেটাকে চেয়ে দেখলেন, গর্লভরা রিভলবারটা ফেরালেন নিজের দিকে এবং ভাবতে লাগলেন। রিভলবার হাতে নিশ্চল হয়ে তিনি মাথা নিচু করে একটা তীর মুখভাব নিয়ে চিস্তা করলেন মিনিট দ্য়েক। 'বটেই তো' — নিজেকে বললেন তিনি যেন যুক্তি-পরম্পরাগত, দীর্ঘায়ত ও পরিম্কার একটা চিস্তাধারা তাঁকে নিয়ে এসেছে সন্দেহাতীত সিদ্ধাস্তে। তাঁর কাছে প্রতায়জনক এই 'বটেই তো'-টা আসলে এই সময়টায় সেই একই যেসব স্মৃতি ও ছবি বারম্বার ভেসে উঠেছে তাঁর মনে, তার প্রনরাব্তির ফল। চিরকালের জন্য হারানো সেই একই স্বশ্স্মৃতি, ভবিষ্যৎ জীবনের অর্থহীনতার সেই একই ধারণা, নিজের হীনতার সেই একই চেতনা। এই সব ধারণা ও অনুভূতির পারম্পর্য ও সেই একই।

স্মৃতি ও ভাবনার সেই একই দুন্ট চক্রে ফের যখন তাঁর মন ঘ্রছে তৃতীয় বার তখন আবার প্নরাবৃত্তি করলেন তিনি, 'বটেই তো' — এবং ব্রুকের বাঁ দিকে রিভলবার ঠেকিয়ে প্রচণ্ড কম্পমান হাত হঠাং যেন মুঠের করে ঘোড়া টিপলেন। গ্র্নিলর শব্দ তিনি শ্রুনতে পান নি, কিস্তু ব্রুকে ভয়ানক একটা ঘা খেয়ে পড়ে গেলেন তিনি। টেবিলের কিনারাটা তিনি ধরতে গিয়েছিলেন, রিভলবারটা খসে পড়ল আর তিনি টলে উঠে বসে পড়লেন মেঝেয়, অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন চারিদিক। নিচু থেকে টেবিলের বাঁকা পায়া, বাজে কাগজের ঝুড়ি, বাঘের চামড়া দেখে নিজের ঘরখানাকে তিনি চিনতে পারছিলেন না। ড্রায়ং-র্ম দিয়ে ছুটে আসা চাকরের ক্যাঁককেচে দ্রুত পদশব্দে সম্বিং ফিরল তাঁর। জাের করে ভেবে ভেবে তিনি ব্রুলনেন যে তিনি মেঝেয় পড়ে আছেন এবং বাঘের চামড়ায় আর হাতে রক্ত দেখে টের পেলেন যে তিনি গ্রুলি করেছেন নিজেকে।

'যাঃ! ফসকে গেছে!' রিভলবারটার জন্য মেঝে হাতড়াতে হাতড়াতে তিনি বললেন। রিভলবার ছিল তাঁর কাছেই, কিস্তু তিনি খ;জছিলেন আরো দ্রে। খ;জতে খ;জতে তিনি অন্য দিকে ঝু'কলেন আর ভারসাম্য রাখতে না পেরে পড়ে গেলেন রক্ত ঝরাতে ঝরাতে।

জন্লপিওয়ালা সভ্যভব্য যে চাকরটি একাধিকবার তার স্নায়নুদৌর্বল্যের অন্ন্যোগ করেছে পরিচিতদের কাছে, মনিবকে মেঝেয় পড়ে থাকতে দেখে সে এতই ভয় পেয়ে গেল যে রক্ত নিঃসরণের জন্য তাঁকে ফেলে রেখে ছন্টল লোক ডাকতে। এক ঘণ্টা বাদে দ্রাভ্বধন্ ভারিয়া এলেন তিনজন ডাক্তার নিয়ে। এ'দের জন্য চতুদিকে লোক পাঠিয়েছিল সে আর এলেন তাঁরা একই সময়ে। আহতকে বিছানায় শন্ত্রেয় ভারিয়া রইলেন তাঁর সেবায়।

11 22 11

স্থার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত হবার সময় আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ একটা ভুল করেছিলেন: এমন সম্ভাবনা তিনি ভেবে দেখেন নি যে স্মীর অনুতাপ হবে আন্তরিক: তিনি তাঁকে ক্ষমা করবেন এবং সে মারা যাবে না। মস্কো থেকে ফেরার দু'মাস পরে এই ভুলটা তার সমস্ত প্রবলতায় প্রকট হয়ে উঠল তাঁর কাছে। কিন্তু ভূলটা তিনি করেছিলেন শুধু এই থেকে নয় যে সম্ভাবনাটা তিনি ভেবে দেখেন নি, এই জন্যও যে মুমুষুর্ শ্বীর সঙ্গে সাক্ষাতের এই দিনটার আগে পর্যস্ত নিজের হৃদয়কে তিনি জানতেন না। রুগ্না স্বাীর শয্যাপার্ম্বে তিনি জীবনে প্রথম একটা মর্মাস্পর্শী সমবেদনার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। পরের কণ্ট দেখলে এই অনুভূতিটা তাঁর হত আর এটাকে একটা ক্ষতিকর দূর্বস্বতা জ্ঞান করে আগে লম্জা হত তাঁর: দ্বীর প্রতি অনুকম্পা, তাঁর মৃত্যুকামনা করেছিলেন বলে নিজের অনুশোচনা আর বড়ো কথা, ক্ষমার আনন্দটা থেকেই তিনি হঠাৎ অনুভব করেছিলেন যে তাঁর মর্মায়ন্ত্রণা জর্রাডয়ে যাবে শর্ম্ম নয়, এমন একটা শান্তিও পেলেন যা আগে কখনো পান নি। হঠাং তিনি অনুভব করলেন, যা ছিল তাঁর যন্ত্রণার উৎস সেটাই হয়ে দাঁড়াল তাঁর প্রাণানন্দের উৎস, যথন তিনি ধিক্কার দিয়েছেন, ভর্ণসনা করেছেন, ঘূণা করেছেন তখন যেটা মনে হয়েছিল সমাধানহীন, ক্ষমা করা আর ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে উঠল সহজ আব পরিষ্কার।

স্থাকৈ ক্ষমা করলেন তিনি, তাঁর কণ্ট আর অন্তাপের জন্য মায়া হচ্ছিল তাঁর। দ্রন্স্কিকে তিনি ক্ষমা করলেন, তাঁর জন্যও কণ্ট হচ্ছিল. বিশেষ করে যখন তাঁর মরিয়া কাণ্ডটার খবর তাঁর কানে আসে, তার পর

থেকে। আগের চেয়েও ছেলের জন্য তাঁর কন্ট হচ্ছিল বেশি, তার দিকে বড়ো বেশি কম দূডি দিয়েছেন বলে এখন নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু নবজাত খুকিটির জন্য শুধু মায়া নয়, স্লেহেরও একটা বিশেষ অনুভূতি হত তাঁর। যে অবলা নবজাত খুকিটি তাঁর মেয়ে নয়, মায়ের অস্থের সময় যে পরিতাক্ত হয়, তিনি যত্ন না নিলে যে সম্ভবত মারাই পড়ত, তার প্রতি কেবল একটা সমবেদনাবশেই প্রথমটা চালিত হয়েছিলেন, তারপর নিজেই থেয়াল করেন নি কেমন করে তাকে ভালোবেসে ফেলেছেন তিনি। দিনে বারকয়েক করে তিনি যেতেন শিশ্বকক্ষে, অনেকখন ধরে বসে থাকতেন, তাঁর সামনে স্থন্যদাতী ও আয়া প্রথমদিকটা সংকোচ বোধ করলেও পরে অভ্যস্ত হয়ে যায়। কখনো কখনো তিনি আধঘণ্টা ধরে খুকিটির জাফরানী-রাঙা, ফলোফলো, কোঁকডানো ঘুমন্ত মুখখানা দেখতেন চেয়ে চেয়ে, লক্ষ্য করতেন কিভাবে সে কোঁচকাচ্ছে কপাল. আঙ্রল-গ্রুটানো ফুলোফলো হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে রগডাচ্ছে চোখ আর নাক। বিশেষ করে এই সব মূহ.তে তিনি বডো একটা প্রশান্তি পেতেন, তন্ট বোধ করতেন নিজেকে নিয়ে, নিজের অবস্থায় অসাধারণ কিছু, যা বদলানো দরকার এমন কিছুই তিনি দেখতে পেতেন না।

কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, ততই পরিষ্কার করে তিনি দেখতে পেলেন তাঁর কাছে তাঁর অবস্থাটা এখন যতই স্বাভাবিক লাগন্ক, তাতে টিকে যাওয়া তাঁর সম্ভব হবে না। তিনি অন্ভব করলেন যে তাঁর প্রাণকে চালাচ্ছে যে কল্যাণী আত্মিক শক্তি তা ছাড়াও আছে আরো একটা র্ট, সমান অথবা বেশি আধিপত্যকারী শক্তি, যা চালাচ্ছে তাঁর জীবন আর যে নির্পদ্রব প্রশান্তি তিনি চান, এ শক্তিটা তা তাঁকে দেবে না। তিনি অন্ভব করতেন যে সবাই তাঁর দিকে তাকাচ্ছে একটা সপ্রশন বিস্ময় নিয়ে, তারা তাঁকে ব্রুতে পারছে না, কী যেন আশা করছে তাঁর কাছ থেকে। বিশেষ করে স্থাীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অস্থিতিশীলতা ও অস্বাভাবিকতা অন্ভব করছিলেন তিনি।

মৃত্যুর সালিধ্যে আল্লার মধ্যে যে কোমলতা জেগেছিল, সেটা কেটে যেতে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের নজরে পড়তে লাগল যে আল্লা ভয় পায় তাঁকে, ক্লিণ্ট বোধ করে, সোজাস্ক্রিজ তাকাতে পারে না তাঁর দিকে। আল্লা কী যেন একটা তাঁকে বলতে চাইছেন কিস্তু সাহস পাচ্ছেন না, তাঁদের সম্পর্ক যে এইভাবে চলতে পারে না, তিনিও যেন সেটা অনুভব করে

কী যেন আশা করছেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছ থেকে।
আন্নার নবজাত কন্যারও নাম দেওয়া হয়েছিল আন্না। ফেব্রয়ারির
শেষের দিকে সে অস্থে পড়ে। সকালে শিশ্বকক্ষে গিয়ে ডাক্তার ডাকার
জন্য লোক পাঠাবার হ্বুফ্ম দিয়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ চলে যান
মন্ত্রীদপ্তরে। নিজের কাজকর্ম সেরে তিনি বাড়ি ফেরেন বেলা তিনটের পর।
প্রবেশ-কক্ষে ঢুকে তিনি জর্ড়দার পোশাক আর ভাল্বকের চামড়ার কেপ
পরিহিত একটি স্ব্পর্ব্ধ ভূতাকে দেখতে পেলেন, আর্মেরিকান কুক্রের
শাদা ফারকোট হাতে সে দাঁড়িয়ে আছে।

জিগ্যেস করলেন, 'কে এখানে?'

'প্রিন্সেস এলিজাভেতা ফিওদরোভনা ত্ভেম্কায়া' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের মনে হল, জবাবটা সে দিলে হেসে।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ লক্ষ্য করেছিলেন যে দ্বঃসময়ের এই গোটা কালটা উচ্চ সমাজে তাঁর পরিচিতরা, বিশেষ করে মহিলারা তাঁর ও তাঁর স্বারি প্রতি একটা বিশেষ রকমের সহান্ত্রতি পোষণ করে এসেছেন। এই পরিচিতদের সবার মধ্যেই তিনি দেখেছেন প্রায় অগোপন কী একটা আনন্দ, ঠিক সেইরকম একটা আনন্দ যা তিনি দেখেছিলেন অ্যাডভোকেটের চোখে আর এখন দেখলেন ভৃত্যটির চোখেও। সবাই যেন উল্লাসিত, যেন বিয়ে দেওয়া হচ্ছে কারো। দেখা হলে তারা তাঁর স্বার কুশল সংবাদ জিগ্যেস করত এমন একটা প্রলকে যা বড়ো একটা চাপা থাকত না।

প্রিলেসস ত্ভেম্কায়ার সঙ্গে যে স্মৃতি জড়িত এবং সাধারণভাবেই তিনি যে তাঁকে পছন্দ করতেন না, এই উভয় কারণেই তাঁর উপস্থিতিতে অসস্ভূষ্ট বােধ করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ সােজা চলে গােলেন শিশ্বকক্ষে। প্রথম কক্ষটায় সেরিওজা টেবিলে ব্বক পেতে চেয়ারে পা তুলে দিয়ে কী একটা আঁকছিল আর ফুতিতে বকবক করছিল। আয়ার অস্বথের সময় ফরাসিনীর বদলে যে ইংরেজ গ্হশিক্ষিকাকে নেওয়া হয়েছিল, সে উল ব্নছিল ছেলেটির কাছে বসে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে দেখে সে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করে সেরিওজার আদ্ভিনে টান দিলে।

ছেলের চুলে হাত ব্লিয়ে দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, স্ত্রী কেমন আছেন, গৃহশিক্ষিকার এই প্রশেনর জবাব দিয়ে নিজে জিগ্যেস করলেন খ্যকিটি সম্পর্কে কী বললেন ডাক্তার।

'ডাক্তার বলেছেন, ভয়ের কিছ, নেই স্যার, ন্নানের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন।'

'কিন্তু এখনো তো কণ্ট পাচ্ছে' — পাশের ঘরে বাচ্চাটার কামা শ্রনে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন।

'আমার মনে হয় স্থন্যদান্ত্রীটিকে দিয়ে চলবে না স্যার' — দৃঢ়ভাবে বললে ইংরেজ গৃহশিক্ষিকা।

'তা কেন ভাবছেন?' থেমে গিয়ে জিগ্যেস করলেন উনি।

'কাউন্টেস পলের ওখানেও এইরকম হয়েছিল স্যার। শিশ্বটির চিকিৎসা চলল অথচ দেখা গেল সে নেহাৎ উপোসী; স্তন্যদান্ত্রীর দুধ ছিল না স্যার।'

ভাবনায় পড়লেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, দ্বুয়েক সেকেও দাঁড়িয়ে গেলেন অন্য দরজাটার দিকে। খ্রুকিটি মাথার উল্টো দিকে ভর দিয়ে শ্রুয়ে ছিল, আঁকুপাঁকু করছিল স্তন্যদান্তীর কোলে, যে প্রুব্দু স্তন তাকে দেওয়া হচ্ছিল তা নিতে চাইছিল না, তার ওপর ন্য়ে স্তন্যদান্তী আর আয়া উভয়েই শি-শি শব্দ করে তাকে শাস্ত করার চেণ্টা করা সত্ত্বেও চিল্লানি থামাচ্ছিল না

'এখনো ভালো বোধ করছে না?' জিগ্যেস করলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'বন্ডো অস্থির' — ফিসফিসিয়ে আয়া বললে।

'মিস এডওয়ার্ড' বলছেন যে স্তন্যদান্ত্রীর বৃকে হয়ত দৃ্ধ নেই' — উনি বললেন।

'আমার নিজেরও তাই মনে হয় আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।' 'তাহলে সেটা বলছেন না কেন?'

'কাকে বলব? আহ্না আর্কাদিয়েভনা এখনো অস্কুস্থ' — অসন্তোষের সঙ্গে আয়া বললে।

আয়া বাড়ির প্রেনো দাসী। তার এই সাধাসিধে কথায় আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের মনে হল তাঁর অবস্থার প্রতি একটা ইঙ্গিত রয়েছে যেন।

মের্মেটি চে'চাতে লাগল আরো জোরে এবং ভাঙা গলায়। আয়া বিরক্তির ভঙ্গি করে এগিয়ে গেল এবং স্তন্যদাত্রীর কাছ থেকে তাকে নিয়ে দোলাতে দোলাতে পায়চারি করতে লাগল।

'শুন্যদাত্রীকে পরীক্ষা করে দেখার জন্যে ডাক্তারকে বলতে হয়' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন।

দেখতে হৃষ্টপ^{ন্}ষ্ট এবং সাজগোজ করা স্তন্যদাত্রী ভয় পেয়ে গেল যে তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হবে, আপন মনে বিড়বিড় করে তার বিপ**্**ল স্তন ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে যারা তার দ্বন্ধ প্রাচুর্যে সন্দেহ করতে পারে তাদের উদ্দেশ্যে হাসল অবজ্ঞাভরে। সে হাসিতেও আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ দেখলেন তাঁর অবস্থার প্রতি ইক্ষিত।

'বেচারা খ্রিক!' পায়চারি করতে করতে আয়া তাকে শাস্ত করার অস্ফুট আওয়াজ করতে লাগল।

চেয়ারে বসলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, বিষণ্ণ যন্থা তাকিয়ে রইলেন সামনে-পিছে পায়চারি করা আয়ার দিকে।

শেষ পর্যস্তি শাস্ত হয়ে আসা শিশ্বটিকে যখন তার গভীর শয্যায় শ্বইয়ে দিয়ে বালিশ ঠিকঠাক করে আয়া সরে গেল, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ উঠলেন এবং কণ্টে পা টিপে টিপে গেলেন তার কাছে। একই রকম বিষন্ন ম্বে তিনি মিনিটখানেক চেয়ে দেখলেন শিশ্বটিকে, কিন্তু হঠাৎ তাঁর চুল আর কপালের চামড়া নড়িয়ে দিয়ে একটা হাসি ফুটে উঠল তাঁর ম্বং। একই রকম চুপচাপ তিনি বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

ভাইনিং-র্মে গিয়ে তিনি ঘণ্ট দিলেন, চাকর ভেতরে আসতে আবার তাকে যেতে বললেন ডাক্তারের কাছে। স্বন্দর এই শিশ্বটির জন্য দ্বীর কোনো উদ্বেগ নেই বলে তিনি বিরক্তি বোধ করছিলেন দ্বীর উপর আর এই বিরক্তির মেজাজে তাঁর কাছে যাবার ইচ্ছে হচ্ছিল না, প্রিন্সেস বেট্সিকে দেখারও ইচ্ছে ছিল না তাঁর; কিন্তু সচরাচরের মতো যে তাঁর কাছে গেলেন না, এতে দ্বী অবাক হতে পারেন, তাই নিজের ওপর জাের খাটিয়ে তিনি গেলেন শােবার ঘরে। নরম গাালিচার ওপর দিয়ে দরজার কাছে গিয়ে তিনি অজ্ঞাতসারে যে কথাবার্তাটা শ্বনলেন তা শােনার ইচ্ছে ছিল না তাঁর।

'ও যদি না চলে যেত, আমি আপনার এবং ওরও আপত্তিটা ব্রুবতে পারতাম। কিন্তু আপনার স্বামীর থাকা উচিত এর উধের্ব' — বললেন বেট্সি।

'দ্বামীর জন্যে নয়, নিজের জন্যে আমি এটা চাই না। ও কথা থাক!' শোনা গেল আন্নার উত্তেজিত গলা।

'কিন্তু যে লোকটা আপনার জন্যে নিজেকে গ্রাল করল তার কাছ থেকে বিদায় নিতে আপত্তি করতে তো আপনি পারেন না...'

'এই জন্যেই আমি চাই না।'

ভীত ও দোষী দোষী ভাব নিয়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের ইচ্ছে হয়েছিল অলক্ষ্যে চলে যাবেন। কিন্তু ভেবে দেখলেন সেটা অমর্যাদাকর হবে, তাই আবার ঘুরে এবং কেশে শোবার ঘরের কাছে এলেন। কণ্ঠস্বরগুরুলো থেমে যেতে তিনি চুকলেন ভেতরে।

আরার পরনে ধ্সর ড্রেসিং গাউন, গোল মাথা জন্তে ঘন ব্রন্শের মতো কালো ছাঁটা চুল, বর্সোছলেন সোফায়। বরাবরের মতো স্বামীকে দেখা মাত্র তাঁর সঞ্জীবিত মন্খভাব হঠাৎ মিলিয়ে গেল; মাথা নিচু করে অস্বস্থিভরে তিনি চাইলেন বেট্সির দিকে। চ্ড়ান্ত রকমের হাল ফ্যাশনের সাজ বেট্সির, বাতির ওপর ঢাকনার মতো মাথার ওপরে কোথায় যেন ভেসে আছে টুপিটা, ঘ্যুরুরঙা গাউনের ওপর তীক্ষা তীর্যক ডোরাগ্লো এক প্রান্তে উঠে গেছে ব্রাউজে, অন্য প্রান্তে নেমেছে স্কার্টে, চ্যাণ্টা উচু দেহকাণ্ড খাড়া রেখে তিনি বসে ছিলেন আল্লার পাশে। মাথা হেলিয়ে তিনি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে স্বাগত করলেন ঈষৎ ঠাট্টার হাসি হেসে।

'আরে!' যেন অবাক হয়ে তিনি বললেন, 'বড়োই খ্রিশ হলাম আপনাকে বাড়িতে পেয়ে। কোথাও দর্শন দেন না আপনি, আন্নার অস্থের সময় থেকে আপনাকে আমি দেখি নি। সব শ্রেছি আমি — আপনার ষত্নের কথা। সত্যি, আপনি আশ্চর্য স্বামী!' উনি বললেন একটা অর্থপর্ণ ল্লেহময় ভাব করে যেন স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আচরণের জন্য মহান্ভবতার অর্ডার অর্পণ করছেন।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ নির্ব্তাপ ভঙ্গিতে মাথা ন্ইয়ে অভিবাদন করলেন, স্থার হাত চুম্বন করে জিজ্ঞেস করলেন কেমন আছেন তিনি।

'মনে হয় ভালোর দিকে' — স্বামীর দ্ভিট এড়িয়ে আলা বললেন।

'কিন্তু তোমার মুখের রঙটা জনুরতপ্তের মতো' — উনি বললেন 'জনুরতপ্ত' শব্দটায় জোর দিয়ে।

'ওঁর সঙ্গে আমি কথা বলেছি বডো বেশি' — বেট্সি বললেন, 'ব্রঝতে পার্রাছ এটা আমার পক্ষে একটা স্বার্থপিরতা, তাই আমি চলি।'

উনি উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু আন্না লাল হয়ে তাঁর হাত টেনে ধরলেন। 'না, না, থাকুন দরা করে। আপনাকে আমার বলা দরকার... না, আপনাকে' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের দিকে তাকিয়ে বললেন, গাল আর কপাল তাঁর লালিমায় ঢেকে গেল; 'আপনার কাছ থেকে আমি কিছুই লুকিয়ে রাখতে চাই না, পারি না' — বললেন তিনি।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ মাথা নিচু করে আঙ্কল মটকালেন।

'বেট্রিস বলছিলেন যে তাশখন্দে যাবার আগে বিদায় নেবার জন্মে

কাউণ্ট দ্রন্দিক আমাদের এখানে আসতে চান' — স্বামীর দিকে না তাকিয়ে তাঁর যা বলবার সেটা যত কণ্টকরই হোক তাড়াতাড়ি বলে ফেলতে চাইছিলেন তিনি, 'আমি বলেছি যে তাঁকে আমি অভ্যর্থনা করতে পারব না।'

'তুমি যে বললে গো, এটা নির্ভার করছে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের ওপর' — সংশোধন করে দিলেন বেটাসি।

'না, আমি তাঁর সাক্ষাৎ চাই না আর এটা…' সহসা থেমে গিয়ে সপ্রশন দ্ভিতৈ তিনি তাকালেন স্বামীর দিকে (আন্নার দিকে তিনি চাইছিলেন না)। 'মোট কথা, আমি চাই না…'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এগিয়ে এসে দ্র্রীর হাত ধরতে চাইছিলেন।
মোটা মোটা শিরায় ফোলা আর্দ্র হাতখানা যেখানে তাঁর হাত খ্রুতে
চাইছিল প্রথমে সেখান থেকে আন্না হাত সরিয়ে নিয়েছিলেন; কিন্তু বোঝা গেল, নিজের ওপর জাের খাটিয়ে আন্না করমর্দন করলেন।

'আমার ওপর আপনার আস্থার জন্যে আমি খ্বই কৃতজ্ঞ, তবে...' আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন বিব্রত হয়ে, সথেদে এইটে অন্ভব করে যে তিনি নিজে যা একলা সহজে ও পরিষ্কার র্পে স্থির করতে পারেন. সেটা আলোচনা করতে পারেন না প্রিন্সেস ত্ভেস্কায়ার সামনে, তাঁর কাছে তিনি সেই র্ড় শক্তির প্রতিম্তি যা সমাজের সামনে তাঁর জীবনকে পরিচালিত করতে চায়, ব্যাঘাত ঘটায় ভালোবাসা ও ক্ষমায় তাঁর আত্মসমর্পণে। প্রিন্সেস ত্ভেস্কায়ার দিকে তাকিয়ে তিনি থেমে গেলেন।

'তাহলে চলি, আমার লক্ষ্মীটি' — উঠে দাঁড়িয়ে বেট্সি বললেন। আন্নাকে চুম্ খেয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এগিয়ে দিলেন তাঁকে।

ছোটো ছুরিং-র্মটার থেমে আরো একবার সজোরে তাঁর করমর্দন করে বেট্সি বললেন, 'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ! সত্যিকারের মহান্ভবলোক বলে আমি আপনাকে জানি। আমি বাইরের লোক, কিন্তু আমাকে আমি ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি আপনাকে, তাই পরামর্শ দেবার স্পর্ধা করিছ। ওকে গ্রহণ কর্ন। আলেক্সেই দ্রন্সিক সম্মান বোধের প্রতিভূ, তাশখন্দে চলে যাছে সে।'

'আপনার সহান্ত্তি আর পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ প্রিন্সেস। কিন্তু কাউকে গ্রহণ করা হবে কি হবে না, সেটা স্থির করবে স্থী নিজে।'

এটা তিনি বললেন তাঁর অভ্যন্ত মর্যাদার ভাব নিয়ে, ভুরু ওপরে তুলে,

কিন্তু তংক্ষণাৎ মনে হল যে কথাই তিনি বল্ন, তাঁর অবস্থায় মর্যাদার কথাই উঠতে পারে না। এটা তিনি ব্রুলেন তাঁর কথার পরে বেট্সির ম্থে যে সংযত, করে, উপহাসের হাসি ফর্টোছল তা দেখে।

n son

হল ঘরে বেট্সিকে অভিবাদন জানিয়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ফিরে এলেন দ্বার কাছে। আল্লা শ্রেছ ছিলেন, কিন্তু তাঁর পদশব্দ শ্রেন তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন আগের ভঙ্গিতে, ভীত চোখে চাইলেন তাঁর দিকে। দেখতে পেলেন যে আল্লা কাঁদছিলেন। 'আমার ওপর আস্থার জন্যে আমি তোমার প্রতি খ্বই কৃতজ্ঞ' — গোবেচারার মতো তিনি প্নরাব্তি করলেন র্শীতে যা বেট্সির সামনে বলেছিলেন ফরাসিতে, বসলেন তাঁর কাছে। যখন তিনি র্শী ভাষায় বলেন এবং তাঁকে সন্বোধন করেন 'তুমি' বলে, তখন এই 'তুমি'টা আল্লাকে অসহ্য জনালাত। 'আর তোমার সিদ্ধান্তের জন্যেও খ্বই কৃতজ্ঞ। আমিও মনে করি, ও যখন চলেই যাচ্ছে, তখন কাউণ্ট শ্রন্স্কির এখানে আসার প্রয়োজন নেই কোন-ও। তবে…'

'আমি যখন বলেছি, তখন কী দরকার তা আবার আওড়ে?' এমন বিরক্তিতে আন্না তাঁকে থামিয়ে দিলেন যা তিনি দমন করে উঠতে পারেন নি। 'প্রয়োজন নেই কোন-ও' — আন্না ভাবলেন, 'যে নারীকে সে ভালোবাসে, যার জন্যে সে মরণ চেয়েছিল, আত্মহত্যা করতে, যে নারী তাকে ছাড়া বাঁচতে পারে না, তার কাছ থেকে বিদায় নেবার কোন-ও প্রয়োজন নেই!' ঠোঁট চেপে আন্না তাঁর জনলজনলে চোখে তাকালেন তাঁর ফুলো ফুলো শিরায় ভরা হাতের দিকে, যা তিনি এক হাত দিয়ে অন্যটাকে ঘর্ষছিলেন।

'ও নিয়ে আর কোনো কথা নয়' — আন্না যোগ করলেন খানিকটা শান্ত হয়ে।

'প্রশ্নটায় সিদ্ধান্তের ভার আমি তোমায় দিয়েছিলাম আর দেখে খ্বই আনন্দ হচ্ছে যে...' আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বলতে শ্রু করেছিলেন। 'আমার ইচ্ছা আপনার সঙ্গে মিলে গেছে' — কথাটাকে দ্রুত শেষ করে দিলেন আল্লা এই বিরক্তিতে যে উনি ধীরে ধীরে তাই বলছেন যা তিনি আগেই জানেন কী বলবেন।

'হার্ন' — সমর্থন করলেন তিনি, 'আর অতি কঠিন পারিবারিক ব্যাপারে নাক গলানো প্রিন্সেস ত্ভেস্কায়ার পক্ষে একেবারেই অন্নচিত। বিশেষ করে উনি…'

'লোকে ওঁর সম্পর্কে যা বলে থাকে, তা কিছ্রই বিশ্বাস করি না আমি' — ঝট করে বললেন আন্না, 'আমি জানি যে উনি আমায় সত্যি করেই ভালোবাসেন।'

দীর্ঘাস ফেলে চুপ করে রইলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। উদ্ধি হয়ে আমা নাড়াচাড়া করতে লাগলেন তাঁর ড্রেসিং গাউনের গ্র্ছি, তাঁর দিকে চাইছিলেন শারীরিক বিতৃষ্ণার একটা যন্ত্রণাকর অন্ত্র্ভিত নিয়ে, যার জন্য নিজেকে তিনি তিরক্ত্বত করলেও সেটা দমন করতে তিনি অক্ষম। এখন তাঁর শ্র্ধ্ব একটাই কামনা — তাঁর বিরক্তিকর উপস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়া।

'আমি ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছি' — বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'আমি তো স্বস্থ ; ডাক্তার আমার কী দরকার?'

'না, তোমার জন্যে নয়, বাচ্চাটা কাঁদছে। শ্নাছি শুনাদানীর দ্বধ নাকি ক্ম।'

'যথন এ নিয়ে মিনতি করেছিলাম, তখন কেন খাওয়াতে দাও নি আমায়? যাক-গে' (আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ব্রুলেন এই 'যাক-গে' কথাটার মানে কী) 'বাচ্চাটাকে মারা হচ্ছে' ঘণ্টি দিয়ে আল্লা শিশ্বটিকে আনতে বললেন। 'আমি ওকে খাওয়াতে চেয়েছিলাম, দেওয়া হল না। এখন দোষী বলে ধরা হচ্ছে আমাকেই।'

'আমি দোষ ধরছি না...'

'না, ধরছেন! ভগবান! কেন মরলাম না!' ডুকরে কে'দে উঠলেন তিনি, 'মাপ করো আমায়, স্নায়্ব আমার বিকল, অনায় করেছি' — সংযত হয়ে বললেন তিনি, 'কিস্তু চলে যাও...'

'না, এভাবে চলতে পারে না' — দ্বীর কাছ থেকে চলে যেতে যেতে ভাবলেন আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ।

সমাজের চোখে নিজের অবস্থার অসম্ভাবিতা, তাঁর প্রতি দ্বারীর ঘ্ণা, এবং সাধারণভাবে যে র্ড়, রহস্যময় শক্তি তাঁর আত্মিক প্রবণতা অগ্রাহ্য করে তাঁর জীবন চালাচ্ছে, তাঁর কাছ থেকে দাবি করছে আজ্ঞাপালন, দ্বাীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের পরিবর্তন, সেটা আজকের মতো এত স্পন্টভাবে কখনো প্রতিভাত হয় নি তাঁর কাছে। তিনি পরিষ্কার দেখতে পাছিলেন যে গোটা জগৎ এবং স্ত্রী তাঁর কাছ থেকে কী যেন দাবি করছে, কিন্তু ঠিক কী সেটা ব্রুতে পারছিলেন না তিনি। টের পাছিলেন যে এর ফলে প্রাণে তাঁর এমন একটা আন্রোশ জেগে উঠছে যা চুরমার করে দিছে তাঁর প্রশান্তি, তাঁর সর্বাকছ, মহন্ব। তিনি ভেবেছিলেন দ্রন্স্কির সঙ্গে সম্পর্কছেদ ভালো হবে আল্লার পক্ষে, কিন্তু সবাই যদি সেটা অসম্ভব বলে গণ্য করে, তাহলে তিনি সে সম্পর্ক নতুন করে অনুমোদনে রাজি, শ্ব্রু সন্তানদের কলন্ধিক না করতে, তাদের না হারাতে, নিজের অবস্থা না বদলাতে পারলেই হল। এটা যতই বিছছিরি হোক, যে বিছেদে আল্লা একটা নির্পায় অবস্থার পড়বে এবং তিনি যা ভালোবাসেন তা স্বকিছ, হারাবেন, তার চেয়ে এটা যতই হোক ভালো। কিন্তু নিজেকে দ্বর্বল বোধ করছিলেন তিনি; আগে থেকেই তাঁর জানা ছিল যে সবাই তাঁর বির্দ্ধে, এখন যেটা তাঁর কাছে স্বাভাবিক ও উত্তম মনে হচ্ছে, কেউ সেটা তাঁকে করতে দেবে না, তাঁকে বাধ্য করবে খারাপটা করতে যেটা তাদের মনে হচ্ছে কর্তবা।

11 25 11

হল ঘর থেকে বেট্সি বের্তে না বের্তেই দরজায় স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে দেখা, এলিসেয়েভ দোকান থেকে তিনি ফিরছেন তাজা শাম্ক কিনে। 'ওহো, প্রিন্সেস! কী আনন্দ হল দেখা পেয়ে!' তিনি বললেন, 'আমি গিয়েছিলাম আপনাদের ওখানে।'

'শ্বধ্ব এক মিনিটের জনো' — দস্তানা পরতে পরতে হেসে বেট্সিবললেন, 'কেননা আমি চলে যাচ্ছি।'

'দস্তানা পরাটা রাখ্ন প্রিন্সেস, দিন আপনার করচুম্বন করতে। করচুম্বনের মতো প্রনো আদব-কেতার প্রত্যাবর্তনে আমি যতটা কৃতার্থ তা আর কিছুতে নয়।' বেট্সির করচুম্বন করলেন তিনি, 'কখন দেখা হবে?'

'আপনি তার যোগ্য নন' — হেসে বললেন বেট্সি।

'উ'হ্, খ্বই যোগ্য, কেননা আমি খ্ব গ্রুত্বমনা লোক হয়ে উঠেছি। কেননা নিজের ব্যাপার-স্যাপার আমি গ্রুছিয়ে আনছি শৃধ্ব তাই নয়, অন্যের পারিবারিক ব্যাপারও' — বললেন তিনি একটা অর্থপূর্ণ মুখভাব করে।

'আহ্, খ্বই আনন্দের কথা!' উনি যে আল্লার কথা বলছেন সেটা তৎক্ষণাৎ অন্মান করে বেট্সি বললেন। হল ঘরে ফিরে এসে তাঁরা দাঁড়ালেন একটা কোণে। অর্থপর্ণ ফিসফিসানিতে বেট্সি বললেন, 'উনি ওকে মারছেন, মারছেন। এ ভাবা যায় না...'

'আমার খ্বই ভালো লাগছে যে আপনিও তাই ভাবেন' — ম্থে একটা গ্রুত্র মর্মবেদনা নিয়ে মাথা নেড়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'এই জন্যেই আমি এলাম পিটার্সবিক্রেণ।'

বেট্সি বললেন, 'সারা শহর এই নিয়ে বলাবলি করছে। এ অবস্থা কল্পনীয় নয়। আন্না কেবলই চেপে থাকছে। উনি বোঝেন না যে নিজের হদয়াবেগ নিয়ে যারা তামাশা করতে পারে না, আন্না তাদেরই একজন। দ্ব'য়ের একটা: হয় উনি ওকে সরিয়ে নিয়ে যান, দ্টতা দেখান, নয় বিবাহবিচ্ছেদ। নইলে এটা তাকে গ্রেমরে মারছে।'

'ঠিক, ঠিক...' — দীর্ঘাস ফেলে বললেন অব্লোন্ স্কি, 'সেই জন্যেই আমি এসেছি। মানে ঠিক সেই জন্যেই নয়... আমায় দরবারের ওমরাহ করা হয়েছে, কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় তো। কিন্তু বড়ো কথা, এ ব্যাপারটার বিধিব্যবস্থা করতে হয়।'

'তা ঈশ্বর আপনাকে সাহায্য কর্ন' — বললেন বেট্সি।

প্রিন্সেস বেট্সিকে অলিন্দ পর্যস্ত পেণছে দিয়ে, দস্তানার ওপরে যেখানে দ্পন্দিত হচ্ছিল নাড়ি সেখানে চুম থেয়ে আর এমন একটা অশোভন মিছে কথা বলে যাতে বেট্সি ভেবে পাচ্ছিলেন না রাগ করবেন নাকি হাসবেন, স্থেপান আর্কাদিচ গেলেন বোনের কাছে। দেখলেন তাঁর চোখে জল।

যে ফুর্তির মেজাজ নিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ এসেছিলেন, তা সত্ত্বেও তক্ষ্মনি তিনি দরদী অনুবেদনার মতো কাব্যিক একটা স্বরে পেণছে গেলেন যা আন্নার মনোভাবের সঙ্গে মেলে। জিগ্যেস করলেন কেমন সে আছে, কেমন কেটেছে সকালটা।

'খুব, খুবই খারাপ। সারা দিনটা, সকালটাও, যত দিন গেছে, যা আসবে, সবই' — বললেন তিনি।

'আমার মনে হচ্ছে তুমি বিষাদে গা ভাসাচ্ছ। গা ঝাড়া দিয়ে ওঠা দরকার। জীবনকে দেখা দরকার সোজাসমুজি, সেটা কঠিন, কিন্তু...' 'আমি শ্বনেছি মেয়েরা নাকি লোককে ভালোবাসে এমনকি তাদের পাপের জন্যেও' — হঠাৎ শ্বন্ধ করলেন আলা, 'কিন্তু আমি তাকে দেখতে পারি না তার ধর্মাত্মতার জন্যে। আমি থাকতে পারি না ওর সঙ্গে। ব্বে দ্যাখো, ওর চেহারাটাই আমার একটা শারীরিক প্রতিক্রিয়া ঘটায়। পাগল করে দেয় আমায়, ওর সঙ্গে থাকতে আমি পারি না, পারি না। কী আমি করব? আমি ছিলাম অস্থী, ভাবতাম এর চেয়ে বেশি অস্থী হওয়া অসম্ভব, কিন্তু যে ভয়াবহ অবস্থায় আমি নিজেকে এখন দেখছি, সেটা কল্পনা করি নি। বিশ্বাস করবে কি, সহৃদয় চমৎকার মান্ম, আমি ওর কড়ে আঙ্বলেরও যোগ্য নই তা জেনেও, আমি তাকে সইতে পারি না। তার মহান্ভবতার জন্যেই আমি ঘ্ণা করি তাকে। আমার কিছ্বই বাকি নেই একটা জিনিস ছাড়া…'

তিনি বলতে চেয়েছিলেন মরণ, কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচ সেটা বলতে দিলেন না।

বললেন, 'তুমি রুগ্ধ, উত্ত্যক্ত। বিশ্বাস করো, তুমি সবকিছ্ব ভয়ংকর বাড়িয়ে বলছ। কিছুই ভয়াবহ নেই এ ব্যাপারে।'

স্ত্রেপান আর্কাদিচ হাসলেন। তাঁর জায়গায় এ রকম নৈরাশ্যজনক ব্যাপারে জড়িত অন্য কেউ হলে হয়ত হাসতে পারত না (হাসিটা মনে হতে পারত নিষ্ঠুর), কিন্তু তাঁর হাসিটায় ছিল এত সহদয়তা, প্রায় নারীস্বলভ কোমলতা যে আল্লা আহত বােধ করলেন না, বরং নরম হলেন, শাস্ত বােধ করলেন। তাঁর মৃদ্ব সাম্ভ্রনাদায়ক কথা আর হাসিতে বাদাম তেলের চেয়েও উপকার হল। অচিরেই আল্লা অনুভব করলেন সেটা।

বললেন, 'না স্থিভা, আমার সর্বনাশ হয়েছে, সর্বনাশ হয়েছে! সর্বনাশের চেয়েও বেশি। এখনো সর্বনাশ হয় নি, বলতে পারছি না যে সব শেষ, বরং টের পাচ্ছি যে শেষ হয় নি, আমি যেন টান-টান এক তন্ত্রী. যা শিগগিরই ছি'ড়ে যাবে। কিন্তু এখনো শেষ হয় নি, আর শেষটা ভয়ংকর…'

'ও কিছ্ম নয়, তন্দ্রীটাকে আস্তে আস্তে আলগা করে দিলেই হল, এমন কোনো অবস্থা নেই যা থেকে উদ্ধারের পথ মিলবে না?'

'আমি অনেক ভেবেছি। শ্বধ্ব একটা...'

তাঁর বস্তু দ্ণিটপাত থেকে তিনি ফের ব্ঝতে পারলেন যে আন্নার মতে এই একটা উপায় হল মৃত্যু। সেটা তিনি তাঁকে বলতে দিলেন না।

বললেন, 'মোটেই না, শোনো বলি, আমি ষেভাবে দেখছি, তুমি তোমার

অবস্থাটা দেখতে পারছ না সেভাবে। আমার খোলাখনুলি মত তোমায় বলি, শোনো' — ফের তিনি সন্তপ্ণে হাসলেন তাঁর মোলায়েম হাসি, 'গোড়া থেকে শন্ত্র্ন করি। তুমি যে লোকটিকে বিয়ে করেছ, সে তোমার চেয়ে বিশ বছরের বড়ো। বিয়ে করেছ না ভালোবেসে, অথবা ভালোবাসার স্বাদ না জেনে। ধরা যাক, এটা ভুল হয়েছিল।'

'সাংঘাতিক ভুল!' বললেন আন্না।

'কিন্তু ফের বলি, এটা একটা বাস্তব ঘটনা। তারপর, বলা যাক, নিজের স্বামীকে নয় অন্য লোককে ভালোবাসার দ্বর্ভাগ্য হয়েছে তোমার। এটা দ্বর্ভাগ্য; কিন্তু একটা ঘটে যাওয়া ব্যাপার। তোমার স্বামী এটা মেনে নিয়ে ক্ষমা করেছে।' প্রতিটি বাক্যের পর আলা আপত্তি করবে এই ভেবে তিনি থামছিলেন, কিন্তু আলা কিছ্বই বললেন না, 'এই হল ব্যাপার। এখন প্রশ্নটা এই: স্বামীর সঙ্গে তুমি থাকতে পারবে কি? সেটা কি তুমি চাও? ও কি তা চায়?'

'কিছুই কিছুই জানি না আমি।'

'কিন্তু তুমি নিজেই তো বললে যে ওকে সইতে পারো না।'

'সে কথা আমি বলি নি। আমি তা অস্বীকার করছি। কিছ্ই আমি জানি না, কিছ্ই ব্রাছ না।'

'তা বেশ, তবে শোনো...'

'তুমি ব্রুরতে পারছ না। আমি টের পাচ্ছি যে মুখ থ্রতে পড়ছি কোন এক অতল গহররে, কিন্তু নিজেকে বাঁচানো আমার উচিত নয়। তা আমি পারি না।'

'ভাবনা নেই, তোশক বিছিয়ে দিয়ে আমরা তোমায় ধবে ফেলব। আমি ব্বঝতে পার্রছি তোমায়, ব্বঝতে পার্রছি যে তোমার যেটা ইচ্ছে, যেটা অন্তর্ভূতি সেটা বলবার মতো জাের তুমি পাচ্ছ না।'

'কিছ্মই, কিছ্মই আমি চাই না... শ্বধ্ব সব শেষ হয়ে গেলে বাঁচি।'

'কিন্তু সেটা তো স্বামী দেখতে পাচ্ছে এবং জানে। এতে তোমার চেয়ে তার কণ্ট কম হচ্ছে বলে ভাবো কি? তুমিও কণ্ট পাচ্ছ, সেও কণ্ট পাচ্ছে, এ থেকে কী দাঁড়াতে পারে? অথচ বিবাহবিচ্ছেদ সব জট খ্লে দেবে'— তাঁর এই ম্খ্য কথাটা বলে ফেলতে কম বেগ পেতে হয় নি স্তেপান আর্কাদিচকে, অর্থপূর্ণ দ্ভিতৈ তিনি চাইলেন আল্লার দিকে।

কোনো জবাব দিলেন না আহ্না, শুধু নেতিবাচক ভঙ্গিতে নাড়ালেন

চুল-ছাঁটা মাথা। কিন্তু আমার মুখে হঠাৎ অতীত লাবণ্যের উদ্ভাস থেকে তিনি ব্রুতে পারলেন যে আমা এটা চাইছেন না কেবল এই জন্য যে এটা একটা সম্ভাবনাহীন সোভাগ্য বলে মনে হচ্ছে তাঁর।

'ভয়ানক কণ্ট হচ্ছে তোমাদের জন্যে। ব্যাপারটা ঠিকঠাক করতে পারলে কী স্থাই না হতাম!' স্তেপান আর্কাদিচ বললেন আরো সাহস নিয়ে হেসে, 'কিছ্ ব'লো না, কিছ্ না! শ্ধ্ আমি যেভাবে অন্ভব করছি সেভাবে বলতে যদি আমায় দিতেন ঈশ্বর। আমি যাচ্ছি ওর কাছে।'

চিন্তামগ্ন উম্জন্বল চোথে আন্না চাইলেন তাঁর দিকে, কিছন বললেন না।

11 2211

নিজের দপ্তরে কর্তার চেয়ারে বসে যেমন একটা ভারিক্কী ভাব হত, খানিকটা তেমনি ভাব নিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ গেলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের স্টাডিতে। পিঠের পেছনে হাত দিয়ে তিনি পায়চারি করছিলেন ঘরে, তাঁর স্বার সঙ্গে স্তেপান আর্কাদিচ যা নিয়ে কথা কয়েছেন, ভাবছিলেন সেই বিষয়েই।

'ব্যাঘাত করলাম না তো?' হঠাৎ তাঁর কাছে অনভাস্ত একটা বিব্রত ভাব নিয়ে জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ। এই বিব্রত ভাবটা গোপন করার জন্য নতুন ধরনের ঢাকনা দেওয়া সদ্যক্রীত সিগারেট কেসের চামড়া শ্বকে একটা সিগারেট বার করলেন তিনি।

'না। তোমার দরকার আছে কিছ্রর?' অনিচ্ছাসহকারে জবাব দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'হাাঁ, আমি চাইছিলাম... আমার দরকার কিছ্র... হাাঁ, কিছ্র কথা বলা আমার দরকার' — নিজের অনভাস্ত সঙ্কোচে নিজেই অবাক হয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

অন্তর্ভিটা এমন অপ্রত্যাশিত আর অস্ত্রত যে তাঁর বিশ্বাস হল না এটা তাঁর বিবেকের কণ্ঠস্বর, সেটা তাঁকে বলছে যে তিনি যা স্থির করেছেন সেটা খারাপ। যে ভীর্তা তাঁকে পেয়ে বসেছিল, নিজের ওপর জোর খাটিয়ে সেটার সঙ্গে লড্লেন তিনি।

'আশা করি তুমি বিশ্বাস করো যে বোনকে আমি ভালোবাসি, আর

তোমার প্রতি আমার সত্যিকারের আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা আছে' — লাল হয়ে কারেনিনকে বললেন তিনি।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কোনো উত্তর না দিয়ে পায়চারি থামালেন, কিন্তু তাঁর মুখে আত্মবলি মেনে নেবার একটা ভাব অভিভূত করল স্তেপান আক্রিচকে।

'আমি চেয়েছিলাম, বোন সম্পর্কে, তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে কিছ্ম বলব ভাবছিলাম' — তখনো তাঁর অনভ্যস্ত সংকোচের সঙ্গে লড়তে লড়তে বললেন তিনি।

বিষন্ন একটা বাঁকা হাসি হাসলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, তাকালেন শ্যালকের দিকে, কোনো কথা না বলে টেবিলের কাছে শ্রুর্ করা একটা চিঠি টেনে নিয়ে দিলেন তাঁকে।

'আমিও অবিরত সেই কথাই ভাবছি। এইটে আমি লিখতে শ্রুর্ করেছিলাম এই কথা ভেবে যে বলবার যা, সেটা লিখে বলাই ভালো, আমার উপস্থিতি ওকে উত্ত্যক্ত করে'— এই বলে তিনি দিলেন চিঠিটা।

চিঠিটা নিয়ে তাঁর প্রতি নিবদ্ধ নিষ্প্রভ চোথের দিকে হতবৃদ্ধি বিস্ময়ে তাকিয়ে পড়তে শুরু করলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার উপস্থিতি আপনার কাছে পীড়াদায়ক। সেটা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে যত কন্টকরই হোক, ব্যাপারটা তা-ই, অন্য কিছু হতে পারবে না। আপনাকে কোনো দোষ দিচ্ছি না আমি, ঈশ্বর সাক্ষী যে আপনাকে রুগ্ন দেখে আমি সর্বান্তঃকরণে স্থির করেছিলাম আমাদের মধ্যে যা ঘটেছিল তা ভুলে গিয়ে নতুন জীবন শ্রুর করব। যা আমি করেছি তার জন্য আক্ষেপ আমি করিছি না, করবও না কখনও; শ্রুধ্ব একটাই আমার কামনা ছিল — আপনার কল্যাণ, আপনার অন্তরের কল্যাণ, এখন দেখছি সেটা সম্ভব হয় নি। আপনি নিজেই বলুন কিসে আপনার সত্যিকারের স্ব্থ, চিত্তের প্রশান্তি লাভ হতে পারে। আমি আপনার অভিলাষ, আপনার ন্যায়বোধের কাছে প্রোপ্রির আত্মসমর্পণ করিছ।'

স্ত্রেপান আর্কাদিচ চিঠিটা ফেরত দিয়ে একই রকম হতব্দ্ধিতায় তাকিয়ে রইলেন জামাতার দিকে, ভেবে পাচ্ছিলেন কী বলবেন। এই নীরবতা উভয়ের পক্ষেই এত অন্বস্থিকর হয়েছিল যে কারেনিনের দিক থেকে চোথ না সরিয়ে স্থেপান আর্কাদিচ যখন চুপ করে ছিলেন, তখন ঠোঁট তাঁর কাঁপছিল রুগ্রের মতো।

'ওকে আমি এই বলতে চেয়েছিলাম' — মুখ ফিরিরে বললেন আলেক্সেহ আলেক্সান্দ্রভিচ।

'হা, হা...' — কামায় গলার মধ্যে একটা দলা পাকিয়ে ওঠায় কোনো উত্তর দিতে পারলেন না স্তেপান আর্কাদিচ। অবশেষে বললেন, 'হাাঁ, ব্যুক্তে পারছি আপুনাকে।'

'কী সে চায় সেটা জানতে চাই আমি' — বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'আমার আশংকা, নিজের অবস্থাটা সে নিজেই ব্রুবতে পারছে না। বিচারক সে নয়' — স্কিছ্র হয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'অবদমিত সে, তোমার মহান্ভবতায় সে অবদমিতই। এ চিঠি যদি সে পড়ে, কিছ্র বলার শক্তি থাকবে না তার, শর্ধ্ব আরো নীচে মাথা নত করবে।'

'তাহলে কী করা যায় এ অবস্থায়? কিভাবে ব্রিঝয়ে বলি... কী করে জানা যায় তার ইচ্ছে?'

'আমার অভিমত জানতে যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে বলব যে আমি মনে করি, এ অবস্থাটা চুকিয়ে দেবার জন্যে যা যা ব্যবস্থা প্রয়োজন বলে তুমি মনে করো, সেটা সোজাস্মজি বলা নির্ভর করছে তোমার ওপরেই।'

'তার মানে তোমার ধারণা যে অবস্থাটা চুকিয়ে দেয়া দরকার' — তাঁর কথায় বাধা দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'কিস্তু কিভাবে?' চোখের সামনে হাতের একটা অনভাস্ত ভঙ্গি করে যোগ দিলেন তিনি, 'উদ্ধারের কোনো উপায় দেখছি না।'

'যেকোনো অবস্থা থেকেই উদ্ধারের উপায় থাকে' — উঠে দাঁড়িয়ে চাঙ্গা হয়ে বললেন স্থেপান আর্কাদিচ, 'একসময় তুমি সবকিছা, চুলোয় দিতে চেয়েছিলে... এখন যদি তোমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে পরস্পরের সা্থ সম্ভব নয়...'

'স্থ কথাটা বোঝা চলে নানাভাবে। কিন্তু ধরা যাক আমি সবকিছ্বতে রাজী, নিজে কিছ্ব চাই না। আমাদের অবস্থা থেকে উদ্ধারের উপায়টা সেক্ষেত্রে কী হবে?'

'যদি আমার মত জানতে চাও' — স্তেপান আর্কাদিচ বললেন সেই ভিজিয়ে দেওয়া মোলায়েম হাসি নিয়ে, যে হাসিতে কথা বলেছিলেন আমার সঙ্গে। সহদয় হাসিটা এতই প্রতায়জনক যে নিজের দ্বর্লতা অন্ভব করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ অজ্ঞাতসারে তাতে আত্মসমর্পণ করলেন, শুেপান আর্কাদিচ যা বলবেন তাতে বিশ্বাস করতে তৈরি হয়ে গেলেন তিনি।
'এটা সে বলবে না কখনো। কিন্তু শ্ব্দ্ব একটা জিনিসই সম্ভব, একটা
জিনিসই সে চাইতে পারে' — বলে গেলেন শুেপান আর্কাদিচ, 'এটা হল
সম্পর্ক এবং তার সঙ্গে জড়িত সমস্ত স্মৃতির অবসান। আমার মতে,
তোমাদের অবস্থায় নতুন সম্পর্কের বোঝাব্বি হওয়া দরকার। সে সম্পর্ক
স্থাপন সম্ভব কেবল উভয় পক্ষের স্বাধীনতায়।'

'বিবাহবিচ্ছেদ' — বিত্ঞায় বাধা দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।
'হাাঁ, আমি মনে করি, বিবাহবিচ্ছেদ। হাাঁ, বিবাহবিচ্ছেদ' -- লাল হয়ে
প্নরাব্তি করলেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'যে স্বামী-স্চ্রী তোমাদের মতো
অবস্থায় পড়েছে, তাদের পক্ষে সব দিক দিয়ে এটাই সর্বোত্তম উপায়। কী
করা যাবে যদি স্বামী-স্ত্রী দেখে যে একত্রে জীবনযাপন সম্ভব নয়? সেটা
তো ঘটতে পারে সর্বদাই।' আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ দীর্ঘশ্বাস ফেলে
চোখ ব্র্জলেন, 'এক্ষেত্রে শ্বধ্ব একটা কথা ভাবার আছে, স্বামী-স্ত্রীর কেউ
একজন অন্য কাউকে বিবাহ করতে চায় কিনা। যদি না চায়, তাহলে ব্যাপারটা
খ্বই সহজ' — সংকোচ ক্রমেই কাটিয়ে উঠতে উঠতে বললেন স্তেপান
আর্কাদিচ।

ব্যাকুলতায় মুখ কুণ্চকে নিজের মনে কী বিড়বিড় করলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, কোনো উত্তর দিলেন না। স্তেপান আর্কাদিচের কাছে যেটা খুবই সহজ মনে হয়েছে, তা নিয়ে হাজার হাজার বার ভেবেছেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। আর এটা তাঁর মনে হয়েছিল শুধু খুব সহজ নয়, একেবারে অসম্ভব। বিবাহবিচ্ছেদের খুটিনাটি ব্যাপারগ্র্লো এখন তাঁর জানা থাকায় সেটা তাঁর কাছে অসম্ভব মনে হচ্ছিল, কারণ নিজের আত্মমর্যাদা আর ধর্মবাধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ তিনি নিজের কাঁধে নিতে পারেন না, আর যে স্ফাকে তিনি ক্ষমা করেছেন, ভালোবাসেন, তাঁকে লোকসমক্ষে অনাব্ত করে দেখানো, কলভিকত করা তো আরো কম অন্বমোদনীয়। বিবাহবিচ্ছেদ অসম্ভব ঠেকেছিল আরো অন্যান্য গ্রন্তর কারণেও।

বিবাহবিচ্ছেদ ঘটলে কী হবে ছেলের? মায়ের কাছে তাকে রেখে দেওয়া চলে না। বিয়ে-ভাঙা মায়ের থাকবে নিজস্ব অবৈধ সংসার, সেখানে ছেলের অবস্থা এবং লালনপালন নিশ্চয়ই হবে খারাপ। নিজের কাছে তাকে রাখবেন কি? উনি জানতেন যে সেটা হবে তাঁর পক্ষ থেকে একটা প্রতিহিংসা, এটা

তিনি চাইছিলেন না। তা ছাড়া বিবাহবিচ্ছেদ আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচের কাছে সবচেয়ে অসম্ভব মনে হচ্ছিল, কারণ এতে সায় দিয়ে তিনি আলাকে মারবেন। মস্কোয় দারিয়া আলেক সান্দ্রভনার এই কথাটা তাঁর মনে বি'ধে ছিল যে বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি শুধু নিজের কথাই ভাবছেন. ভাবছেন না যে এতে করে আম্লাকে তিনি ঠেলে দিচ্ছেন অমোঘ ধরংসে। নিজের ক্ষমা, সন্তানদের প্রতি তাঁর স্নেহের সঙ্গে এই কথাগালি মিলিয়ে এখন তিনি নিজের মতো তার একটা অর্থ খ'লে পেয়েছেন। বিবাহবিচ্ছেদে রাজী হওয়া, আন্লাকে মুক্তি দেওয়ার অর্থ, তাঁর ধারণায়, জীবনের শেয অবলম্বন, যে সন্তানদের তিনি ভালোবাসেন তাদের হারানো, আর সাধ্যতার পথে আসার শেষ আশ্রয়ন্থল কেড়ে নিয়ে আন্নাকে ধরংসে পাঠানো। আন্না র্যাদ হন বিবাহবিচ্ছিন্ন নারী, তাহলে উনি জানতেন যে তিনি মিলিত হবেন দ্রন্দিকর সঙ্গে আর এ মিলন হবে অবৈধ, পাতক, কেননা গির্জার অনুশাসনে স্বামী জীবিত থাকতে দ্বিতীয় বিবাহ হতে পারে না। 'আলা মিলিত হবে ওর সঙ্গে আর বছর দুই বাদে হয় সে-ই তাকে ত্যাগ করবে, নয় আন্ন। নিজেই নতন একটা সম্পর্ক পাতাবে' — ভেবেছিলেন তিনি, 'আর অবৈধ বিবাহবিচ্ছেদে রাজী হয়ে আমি তার ধরংসের জন্যে অপরাধী হব।' শতেক বার তিনি এ নিয়ে ভেবেছেন এবং একেবারে নিশ্চিত হয়েছেন যে শ্যালক যা বলেছেন বিবাহবিচ্ছেদটা মোটেই তেমন সহজ শুধু নয়, বরং একেবারে অসম্ভব। স্তেপান আর্কাদিচের একটা কথাতেও তাঁর বিশ্বাস ছিল না. প্রতিটি কথাতেই তাঁর আপত্তি ছিল হাজারখানেক, কিন্তু কথাগুলো তিনি শুনলেন **এইটে অনুভব** করে যে পরাক্রান্ত রূঢ় যে শক্তিটা তাঁর জীবনকে চালাচ্ছে, যার ইচ্ছা পালন করতে হতে হবে তাঁকে. সেই শক্তিই প্রতিফলিত হচ্ছে তাঁর কথায়।

শন্ধন কিভাবে, কী শতে তুমি বিবাহবিচ্ছেদে সম্মত হবে, সেই হল প্রশন। কিছনুই সে চায় না, তোমায় অন্বরোধ করার সাহস তার নেই, সবই সে ছেড়ে দিয়েছে তোমার মহান্ভবতার ওপর।

'ভগবান! ভগবান! কিসের জন্যে?' বিবাহবিচ্ছেদের যে আইনকাননুনে স্বামী দোষটা নিজের ঘাড়ে নেয় তা স্মরণ করে এবং দ্রন্স্কি যেভাবে মুখ ঢেকেছিলেন, লজ্জায় সেই ভঙ্গিতে হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে মনে মনে ককিয়ে উঠলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'তুমি উতলা হয়ে আছ ব্ৰুতে পারছি। কিন্তু যদি ভেবে দ্যাখো...'

'ডান গালে চপেটাঘাত খেলে বাঁ গাল পেতে দিও, যে তোমার কাফতান নিয়েছে, তাকে কামিজটাও দিয়ে দাও' — মনে মনে ভাবলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'হাাঁ, হাাঁ' — উনি চেণ্চিয়ে উঠলেন তাঁর খেকী গলায়, 'নিজেই আমি কলংক নেব, ছেলেকে পর্যস্ত দিয়ে দেব, কিন্তু... এ সব বাদ দিলে হয় না? তবে যা চাও. করো...'

ঘ্ররে গিয়ে তিনি বসলেন জানলার কাছে একটা চেয়ারে যাতে শ্যালক তাঁর মূখ না দেখতে পান। তাঁর তিক্ত লাগছিল, লঙ্জা পাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু এই তিক্ততা আর লঙ্জার সঙ্গে সঙ্গে নিজের নতির মহত্ত্বে একটা আনন্দ আর কোমলতাও তিনি বোধ করছিলেন।

স্তেপান আর্কাদিচ বিচলিত হয়েছিলেন। চুপ করে রইলেন তিনি।

'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, বিশ্বাস করো আমায়, আন্না তোমার মহান্ভবতার কদর করবে' — তিনি বললেন, 'তবে বোঝা যাচ্ছে এটা ঈশ্বরেরই অভিপ্রায়' -- যোগ করলেন তিনি আর কথাটা বলেই টের পেলেন ওটা বোকামি হয়েছে, নিজের বোকামিতে হাসি চাপতে পারলেন কন্টে।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কিছ্ব একটা জবাব দিতে **যাচ্ছিলেন**, কিন্তু বাধা দিলে অশ্রন।

'এ এক সর্বনাশা দর্ভাগা, সেটা মেনে নিতে হবে। বাস্তব ঘটনা বলে এ দর্ভাগ্যকে আমি মেনে নিচ্ছি এবং চেন্টা করছি ওকে আর তোমাকে সাহায্য করতে' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

জামাতার ঘর থেকে তিনি যখন বেরিয়ে আসেন তখন কণ্ট হচ্ছিল ওঁর জন্য, কিন্তু কাজটা সাফল্যের সঙ্গে করা গেছে বলে তুণ্টি লাভে তাতে তাঁর অস্ক্রবিধা হয় নি, কেননা তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর কথা ফিরিয়ে নেবেন না। এই তুণিটর সঙ্গে মিশে ছিল তাঁর মনে উদিত আরো একটা চিন্তা, যথা: এই ব্যাপারটা চুকে গেলে তিনি দ্বী ও ঘনিষ্ঠদের এই প্রশ্ন করবেন: 'আমার সঙ্গে সম্রাটের কী তফাং? সম্রাট বিবাহবিচ্ছেদ করে দেন, কিন্তু তাতে কারো উপকার হয় না, আর আমি যে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটালাম তাতে তিন জনেই দ্বিস্ত পেল... কিংবা: আমার আর সম্রাটের মধ্যে মিল কিসে? যখন... যাক গে, ভালো কিছ্ব একটা ভেবে দেখা যাবে' — হেসে নিজেকে বললেন তিনি।

দ্রন্দিকর ক্ষতটা ছিল বিপঞ্জনক যদিও হুৎপিশ্ডকে তা দ্পর্শ করে নি। কয়েক দিন তিনি ছিলেন জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে। যখন তিনি প্রথম কথা বলার মতো অবস্থায় আসেন, ঘরে ছিলেন শ্ব্ব দ্রাত্বধ্ ভারিয়া।

তাঁর দিকে কঠোর দ্ণিটতে চেয়ে তিনি বলেন, 'ভারিয়া! নিজেকে আমি গ্র্লি করে ফেলেছিলাম আচমকা। আর দয়া করে এ নিয়ে কখনো কোনো কথা ব'লো না, স্বাইকেও তাই বলবে। বড়ো বোকামি হয়েছে!'

তাঁর কথার জবাব না দিয়ে ভারিয়া তাঁর ওপর ঝ্রুকে পড়ে আনন্দের হাসি নিয়ে তাকালেন তাঁর মুখের দিকে। চোখদুটো উজ্জ্বল, জ্বরতপ্ত নয়, কিন্তু দ্ভিটা কঠোর।

'যাক বাবা!' ভারিয়া বললেন, 'ব্যথা করছে না?'

'এখানে সামান্য ব্যথা আছে' — ব্লকটা দেখালেন তিনি।

'তাহলে দাও, নতুন করে ব্যাণ্ডেজ করে দিই।'

ভারিয়া যতক্ষণ ব্যাশ্ডেজ করছিলেন, ভ্রন্দিক তাঁর প্রশস্ত চিব্ক চেপে নীরবে তাকিয়ে ছিলেন তাঁর দিকে। ব্যাশ্ডেজ শেষ হলে উনি বললেন:

'আমি ভুল বকছি না: দয়া করে এইটে করো যাতে আমি ইচ্ছে করে নিজেকে গুলি করেছি এমন কথাবার্তা যেন না হয়।'

'কেউ সে সব বলবে না। শুধু আশা করি আর আচমকা গুলি করে বসবে না তুমি' — ভারিয়া বললেন একটা জিজ্ঞাস্ব হাসি হেসে।

'না করারই কথা, তবে ভালো হত...'

বিষয় হাসলেন তিন।

এই কথা এবং ভারিয়া যে হাসিতে ভয় পেয়েছিলেন তা সত্ত্বেও প্রদাহ যখন কেটে গেল আর তিনি আরোগ্য লাভ করতে লাগলেন, তখন তিনি অনুভব করছিলেন যে তিনি তার দৃঃখের একাংশ থেকে একেবারে মৃক্ত। যে লজ্জা আর হীনতা তিনি আগে বোধ করছিলেন, এই কাল্ডটা করে তা যেন তিনি ধ্রে-মৃছে ফেলেছেন। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ সম্পর্কে এখন তিনি ভাবতে পারেন শাস্তাচিন্তে। তার সমস্ত মহান্ভবতা তিনি স্বীকার করলেন, নিজেকে আর হীন বোধ হচ্ছিল না। এটা ছাড়াও প্নরায় তিনি ফিরতে পারলেন প্রতিন জীবনধারায়। অসংকোচে লোকের চোখে চোখে

তাকানো যে সম্ভব সেটা দেখতে পেলেন তিনি, নিজের অভ্যাস অন্সারে দিন কাটাতে পারেন। যে একটা ভার তিনি ব্ক থেকে নামাতে পারছিলেন না, সেটা হল এই যে অন্ভূতিটা দমন করার সংগ্রাম না থামালেও প্রায় হতাশার সীমানায় পেণছিলো এই আক্ষেপটা তাঁকে রেহাই দিচ্ছিল না যে আন্নাকে তিনি হারিয়েছেন। স্বামীর কাছে নিজের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার পর এখন আন্নাকে যে ছেড়ে যেতে হবে, অন্তপ্ত আন্না আর তাঁর স্বামীর মাঝখানে আর কখনো যে তাঁর দাঁড়ানো চলবে না, এই সিদ্ধান্তটা তিনি দ্য়ে করে নিয়েছিলেন মনে মনে; কিন্তু আন্নার ভালোবাসা হারাবার আক্ষেপ তিনি দ্র করতে পারছিলেন না প্রাণের ভেতর থেকে, তাঁর সঙ্গে স্থের যে মৃহ্তুর্গন্লি তাঁর কেটেছে, তখন যার কদর তিনি করেছেন কম আর এখন যা তাদের সমস্ত মাধ্য নিয়ে হানা দিচ্ছে তাঁকে, তা মৃছে ফেলতে পারছিলেন না স্মৃতি থেকে।

সেপর্বখোভস্কর তাশখন্দে তাঁর একটা কাজের ব্যবস্থা করেন আর দ্রন্স্কি বিন্দর্মাত্র দ্বিধা না করে রাজি হয়ে যান। কিন্তু যাত্রার সময় যত কাছিয়ে আসতে লাগল, ততই যে আত্মত্যাগ তিনি উচিত বলে গণ্য করেছিলেন সেটা দর্ঃসহ হয়ে উঠল তাঁর কাছে।

ক্ষত তাঁর সেরে গেল, তাশখন্দে যাবার তোড়জোড়ের জন্য তিনি বাইরে বের্তে লাগলেন।

'শ্বধ্ব একবার তাকে দেখে তারপর গোর নেওয়া যায়, মরা যায়' — ভাবছিলেন তিনি। বিদায় নিতে গিয়ে বেট্সিকে সে কথা তিনি বলেন। তাঁরই দ্তৌ হয়ে বেট্সি আন্নার কাছে গিয়েছিলেন এবং নেতিবাচক উত্তর এনে দেন তাঁকে।

খবরটা পেয়ে দ্রন্সিক ভাবলেন, 'এই বরং ভালো। ওটা দ্বর্বলতা, আমার শেষ শক্তিও ফরিয়ে যেত তাতে।'

পরের দিন বেট্সি নিজেই এলেন তাঁর কাছে এবং বললেন যে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বিবাহবিচ্ছেদে রাজি, এই খবর তিনি পেয়েছেন অব্লোন্স্কির কাছ থেকে, স্তরাং দ্রন্স্কি দেখা করতে পারেন তাঁর সঙ্গে।

বেট্সিকে বিদায় দেবার জন্যও তর সইল না, নিজের সমস্ত সিদ্ধান্ত ভূলে গিয়ে, কখন দেখা করা যায়, স্বামী কোথায় এ সর্বকিছ্ই জিজ্ঞাসা না করে শ্রন্স্কি তংক্ষণাৎ রওনা দিলেন কারেনিনদের ওখানে। কাউকে এবং কোনো কিছ্বর প্রতি দ্বিটপাত না করে ছ্বটে উঠলেন সিণ্ডি দিয়ে, দ্র্ত পদক্ষেপে, প্রায় ছ্বটে টুকলেন আমার ঘরে। ঘরে কেউ আছে কি নেই, সে কথা না ভেবে, না লক্ষ্য করে আলিঙ্গন করলেন আমাকে, চুমোয় চুমোয় ভরে দিলেন তাঁর মুখ, বাহু, গণ্ড।

আমা তৈরি হয়ে ছিলেন এই সাক্ষাণ্টার জন্য, ভেবেও রেখেছিলেন কী বলবেন, কিন্তু এর ফলে কিছুই বলে উঠতে পারলেন না : দ্রন্স্কির প্রেমাবেগ আচ্ছন্ন করল তাঁকেও। ওঁকে. নিজেকে শান্ত করতে চাইছিলেন আন্না, কিন্তু ততক্ষণে বড়ো দেরি হয়ে গেছে। দ্রন্স্কির আবেগ সন্ধারিত হল তাঁর মধ্যে। ঠোঁট তাঁর এমন থরথর কর্রছিল যে বহুক্ষণ বলতে পারলেন না কিছুই।

'হাাঁ, তুমি জিনে নিয়েছ আমায়, আমি তোমার' — নিজের ব্বকে স্ত্রন্সিকর হাত চেপে ধরে আলা বললেন অবশেষে।

দ্রন্দিক বললেন, 'তাই হওয়া উচিত! যতক্ষণ আমরা বে'চে আছি, এই-ই হতে হবে। এখন আমি সেটা জেনেছি।'

'তা ঠিক' — ক্রমাগত বিবর্ণ হয়ে দ্রন্স্কির মাথা জড়িয়ে ধরে আহ্না বললেন, 'তাহলেও যা সব ঘটে গেল, তার পরে এর মধ্যে কী একটা যেন আছে ভয়াবহ।'

'সব কেটে যাবে, সব কেটে যাবে, অতি স্থী হব আমরা! এর মধ্যে ভয়াবহ কিছ্ একটা আছে বলেই ভালোবাসা আমাদের আরো প্রবল হবে, যদি আরো প্রবল হওয়া সম্ভব হয়' — মাথা তুলে হাসিতে নিজের সবল দাঁত বিকশিত করে বললেন তিনি।

আর হাসিতে জবাব না দিয়ে আন্না পারলেন না — সেটা দ্রন্স্কির কথার উদ্দেশে নয়, তাঁর প্রেমাকুল চোখের উদ্দেশে। আন্না তাঁর হাত নিয়ে নিজের ঠাণ্ডা গাল আর ছাঁটা চুলে বুলাতে লাগলেন।

'তোমার এই ছাঁটা চুলে তোমায় চেনাই দায়। খ্ব স্কুদর দেখাচ্ছে তোমায়। যেন খোকা। কিন্তু কী ফ্যাকাশে হয়ে গেছ।'

'হাাঁ, ভারি দ্বর্বল' --- হেসে বললেন আহ্না, ঠোঁট তাঁর আবার কাঁপতে থাকল।

'আমরা যাব ইতালিতে, ভালো হয়ে উঠবে তুমি' — স্ত্রন্সিক বললেন।
'সতিটে কি এটা সম্ভব যে আমরা হব স্বামী-স্ত্রী, তোমার সঙ্গে থাকব
একলা, নিজেদের পরিবার নিয়ে?' আমা বললেন স্ত্রন্সিকর চোথের দিকে
কাছ থেকে চেয়ে।

'আমার কেবল ভেবে অবাক লাগে ব্যাপারটা কখনো অন্য কিছ্ হতে পারত কেমন করে।'

'স্থিভা বলছে উনি স্বকিছ্বতে রাজি, কিন্তু ওঁর মহান্ত্বতা আমি গ্রহণ করতে পারি না' — ভ্রন্স্কির মুখ এড়িয়ে চিস্তিতভাবে বললেন আন্না, 'বিবাহবিচ্ছেদ আমি চাই না, এখন আর কিছ্বতেই এসে যায় না আমার। শ্বধ্ব জানি না সেরিওজা সম্পর্কে কী স্থির করবেন উনি।'

দ্রন্দিক কিছ্বতেই ব্রুতে পারলেন না মিলনের এই মুহ্তে উনি ছেলের কথা, বিবাহবিচ্ছেদের কথা ভাবতে পারলেন, স্মরণ করতে পারলেন কী করে? এতে কি এসে যায় কিছ্ব?

'ও কথা তুলো না, ও সব ভেবো না' — দ্রন্সিক বললেন আন্নার হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে, নিজের দিকে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করার চেণ্টা করলেন; তাহলেও আন্না তাকাচ্ছিলেন না তাঁর দিকে।

'আহ্, কেন যে আমি মরলাম না, সেটাই ভালো হত' — আন্না বললেন এবং নিঃশব্দ কান্নায় অশ্রন্ন ঝরতে লাগল দৃই গাল বেয়ে; কিন্তু দ্রন্দিকর মনে ব্যথা না দেবার জন্য চেষ্টা করলেন হাসতে।

দ্রন্দিকর আগের ধারণায় তাশখন্দের প্রশংসার্হ ও বিপজ্জনক চাকরিটা প্রত্যাখ্যান করা হত একটা লঙ্জাকর ও অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু এখন বিন্দর্মার না ভেবে তিনি সেটা প্রত্যাখ্যান করলেন আর তাঁর আচরণে ওপরওয়ালাদের অননুমোদন লক্ষ্য করে তংক্ষণাং ছেডে দিলেন চাকরি।

এক মাস বাদে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ নিজের বাড়িতে এক। রইলেন ছেলেকে নিয়ে আর আলা বিবাহবিচ্ছেদ না করে, তাতে দ্ঢ় আপত্তি জানিয়ে বিদেশে চলে গেলেন ল্রন্সিকর সঙ্গে।

रलङ उलङ्य



আট অংশে সম্পর্ণ উপন্যাস (প্রথম অংশ — চতুর্থ অংশ)

প্রথম সংস্করণ



ম্ল রুশ থেকে অনুবাদ: ননী ভৌমিক

Leo Tolstoy 'Anna Karenina' (Parts I—IV)

In Bengali

বাংলা অনুবাদ · 'বাদুগা' প্রকাশন · ১৯৬০

न्द्रीष्ठ

প্রথম	অংশ .	-		•	•	•	•	•	•	•	•	8
দ্বিতী য়	অংশ		•		•	•	•		•	•	•	>७४
তৃতীয়	অংশ	•	•	•	•	•	•			-	•	025
চতুৰ্থ	অংশ											880



जन्दारक्त कथा

উপন্যাসে তলন্তর অবস্থাবিশেষে একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। অনুবাদেও ঠিক তাই অনুসরণ করা হয়েছে। এতে বাঙালি পাঠক কিছু গোলমালৈ পড়তে পারেন। তাই রুশ নামের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সামান্য ব্যাখ্যা দেওয়া বোধ হয় ভালো। সুম্পূর্ণ রুশ নাম - প্রথমে আদি নাম, মধ্যে পিতৃনাম (পুরুষের ক্ষেত্রে সাধারণত 'ইচ্', নারীর ক্ষেত্রে 'ভূনা' প্রভায়যোগে। এবং উপাধি (ব্যঞ্জনোন্ত হলে স্বীলিকে 'আ') নিয়ে গঠিত। যেমন, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কার্রোনন অর্থ আলেক্সান্দর পত্র - আলেক দেই কারেনিন। আল্লা আর্কাদিয়েভ্না কারেনিনা অর্থ আর্কাদি কন্যা কারেনিন পত্নী আল্লা। সসম্মান সন্বোধনে সাধারণত নাম ও পিতৃনাম উচ্চারিত হয়। অন্তরঙ্গরা নিজেদের ঘনিষ্ঠতা ও ভালোবাসা অনুসারে সংক্ষিপ্ত প্রথম নাম, অথবা শুধুই উপাধি ধরে ডাকেন: যেমন, কন্স্তান্তিন লেভিনকে 'কন্তিয়া' বা 'লেভিন', আলেক্সেই দ্রন্তিককে প্রধানত 'দ্রন্তিক'। নাম ডাকনামে বা আদরের নামে পরিণত হয় নানাভাবে: আগেই বলেছি, কন্দ্রান্তিন — কন্তিয়া, তা ছাড়া আলেক্সেই — আলিওশা, দ্রেপান — খিভা। মেয়েদের ক্ষেত্রে নামের একাংশ নিয়ে শেষে 'চ্কা', 'শ্কা', 'ওকা' প্রভৃতি প্রভায়যোগেও তা স্চিত হয়। যেমন, ভারিয়া -- ভারেঞ্কা। তবে র্ণি দারিয়া থে 'ডিল্লি' আর কাতিয়া যে 'কিটি'তে পরিণত হয়েছে সেটা তথনকার রুশ **অভিজা**ত সমাজের ফ্যাশন অনুসারে। নামেও কিছু ইউরোপিয়ানা এসেছিল তথন। উপন্যাসের অন্যান্য অভিজ্ঞাত, বিশেষ করে নারী চরিত্রের নামকরণেও তার ছাপ আছে। পাঠকেরা তা সহজেই ধরতে পারবেন।

या ह्यास्त्रह्यस्त्रह्यस्त्रह्यस्त्रह्यस्त्रह्यस्त्रह्यः

প্রভূ কহিলেন, প্রতিহিংসা আমার, আমিই তাহা শ্রিধব

প্রথম অংশ

11 5 11

সন্ধী সমস্ত পরিবার একে অন্যের মতন, অস্থা প্রতিটি পরিবার নিজের নিজের ধরনে অস্থা। অব্লোন্-শ্বিদের বাডিতে সবই

- এলোমেলো হয়ে গেল। স্ত্রী জানতে পারলেন যে বাড়ির ভূতপূর্ব ফরাসী গৃহশিক্ষিকার সঙ্গে স্বামীর অবৈধ সম্পর্ক ছিল, স্বামীকে তিনি জানিয়ে দিলেন যে তাঁর সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করতে আর পারবেন না। অবস্থাটা এই রকম চলছে তিন দিন ধরে, খোদ দম্পতি এবং পরিবারের অন্যান্য লোক আর চাকরবাকরদের কাছেও তা হয়ে উঠেছে যক্ত্রণাকর। পরিবারের সমস্ত সদস্য এবং চাকরবাকরেরা টের পাচ্ছিল যে একসঙ্গে থাকার আর অর্থ হয় না, সরাইখানায় অকস্মাং মিলিত লোকেদের মধ্যেও তাদের চেয়ে, অব্লোন্দিক পরিবারের লোক আর চাকরবাকরদের চেয়ে পারম্পরিক সম্পর্ক থাকে বেশি। স্ত্রী নিজের ঘর থেকে আর বের্ডেছন না, স্বামী আজ তিন দিন বাড়িতে নেই। ছেলেমেয়েরা সারা বাড়ি ছোটাছ্র্টি করে বেড়াছে আশ্রয়হীনের মতো; ইংরেজ মহিলাটি ঝগড়া বাধালেন ভাণ্ডারিণীর সঙ্গে এবং অন্য কোনো জায়গায় কাজ খ্রুজে দেবার জন্য অন্বেরাধ জানিয়ে চিরকুট পাঠালেন বান্ধবীর কাছে, বাব্রিচ গত কালই দিবাহারের সময় বাড়ি ছেড়ে গেছে; রাহাাঘরের চাকরানি আর কোচোয়ান বলেছে তাদের হিসেব মিটিয়ে দেওয়া হোক।

কগড়ার পর তৃতীয় দিনে প্রিন্স স্তেপান আর্কাদিচ অব্লোন্স্কি সমাজে বাঁকে বলা হত স্তিভা — বথা সময়ে, অর্থাং সকাল আটটায় তাঁর ঘুম ভাঙল স্ফ্রীর শরনকক্ষে নয়, নিজের কাজের ঘরে, মরক্কো চামড়ার বাঁধানো সোফায়। সোফার গদিতে প্রবৃষ্ট্ অসার দেহটি ঘ্রিয়ে অন্য দিক থেকে সজোরে বালিশ আলিঙ্গন করে গাল ঠেকালেন তাতে; তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন, চোখ মেললেন সোফায় বসে।

শ্বপ্লের কথাটা মনে পড়ার ভাবলেন, 'তাইতো, কী ষেন হয়েছিল? হ্যাঁ, কী হয়েছিল? হ্যাঁ, আলাবিন একটা ভোজের আয়োজন করেছিল ডার্ম'ন্টাড্টে, কিংবা হয়ত আমেরিকান কিছু। হ্যাঁ, ওই ডার্ম'ন্টাড্ট ছিল আমেরিকার। হু, আলাবিন ভোজ দিচ্ছিল কাচের টেবিলে। আর টেবিল-গুলো গান গাইছিল: 'Il mio tesoro,* আরে না, Il mio tesoro নয়, তার চেয়েও ভালো, আর ছোটো ছোটো কেমন সব পানপার, আর তারা সব নারী' — মনে প্রড়ল তাঁর।

খ্নিতে স্তেপান আর্কাদিচের চোখ চকচক করে উঠল, হাসিম্থে তিনি বিভারে হয়ে রইলেন। 'হাাঁ, ভারি ভালো জমেছিল, বেশ ভালো। আরো কত কী যে ছিল চমংকার, কথায় তা বলা যায় না, জাগা অবস্থায় চিস্তাভেও তা ফোটানো যায় না।' তারপর শাটিনের পর্দার পাশ দিয়ে এসে পড়া এক ফালি আলো দেখে সোফা থেকে পা বাড়িয়ে খ্রুজলেন স্বীর বানানো সোনালী মরক্ষোর এন্দ্রয়ভারি করা জ্বতো (গত বছর জন্মদিনে তাঁর জন্য উপহার) এবং না উঠে ন'বছরের অভ্যাসমতো হাত বাড়ালেন যেখানে শয়নকক্ষে টাঙানো থাকত তাঁর ড্রেসিং গাউন। আর তথন হঠাং তাঁর মনে পড়ল কেন তিনি তাঁর স্বীর শয়নকক্ষে নয়, ঘ্রমচ্ছেন নিজের কাজের ঘরে; মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, কপাল ক্র'চকোলেন তিনি।

'উহ্, উহ্, উহ্! আহ্!' কী হয়েছিল তা মনে করে ককিয়ে উঠলেন তিনি। দ্বীর সঙ্গে কলহের সমস্ত খ্রিটনাটি, তাঁর অবস্থার সমস্ত নির্পায়তা আর সবচেয়ে যন্ত্রণাকর তাঁর নিজ অপরাধের কথা ফের ভেসে উঠল তাঁর কম্পনায়।

'না, ও ক্ষমা করবে না, ক্ষমা করতে পারে না। আর সবচেরে ভরাবহ ব্যাপার, সবিকছ্রে জন্যে আনার দোষ, আমার দোষ, কিন্তু আমি তো দোষী নই। আর সেইটাই তো ট্রাজেডি' — ভাবলেন তিনি, 'উহ্, উহ্, উহ্!' তাঁর পক্ষে এই কলহের সবচেয়ে কণ্টকর দিকগ্লোর কথা ভেবে বলে উঠলেন তিনি।

[💌] আমার গা্বপ্তধন (ইতালীর)।

দ্বীর জন্য প্রকাশ্ড এক নাশপাতি হাতে থিয়েটার থেকে ফিরে স্বীকে দেখতে পেলেন না ড্রায়িং-র্নে, আশ্চর্য ব্যাপার, কাজের ঘরেও তাঁর দেখা পাওয়া গোল না। শেষে পেলেন তাঁকে শোবার ঘরে, হাতে সব ফাঁস হয়ে যাওয়া হতভাগা সেই চিরকুটটা।

সর্বদাই শশবাস্ত, উদ্বিগ্ন, এবং স্বামী যা ভাবতেন, বোকা-সোকা তাঁর ডল্লি চিরকুট হাতে নিষ্পন্দ হয়ে বসে আছেন, এবং আতঞ্চ, হতাশা আর ক্রোধের দ্যন্টিতে চাইলেন তাঁর দিকে।

'কী এটা? এটা?' — চিরকুটটা দেখিয়ে জিগ্যেস করলেন তিনি।

আর এই স্মৃতিচারণায় স্তেপান আর্কাদিচকে কণ্ট দিচ্ছিল, যা প্রায়ই হয়ে থাকে, আসল ঘটনাটা নয়, স্ফ্রীর এই প্রশ্নে যেভাবে তিনি জবাব দিয়েছিলেন সেইটে।

সে মৃহ্তে তাঁর তাই ঘটেছিল যা ঘটে থাকে অতির্কতে বড়ো বেশি লঙ্জাকর কিছু একটাতে ধরা পড়ে যাওয়া লোকের ক্ষেত্রে। অপরাধ ফাঁস হযে যাবার পর স্বারীর সামনে যে অবস্থায় তিনি পড়েছিলেন, তার জন্য নিজেকে তৈরি করে তুলতে তিনি পারলেন না। অপমানিত বোধ করা, অস্বীকার কবা. কৈফিয়ত দেওয়া, মার্জনা চাওয়া, এমর্নাক নির্বিকার থাকাব বদলে — তিনি যা করলেন তার তুলনায় এ সবই হত ভালো! — তাঁর মৃথে একেবারে অনিচ্ছাকৃতভাবে ('মান্তিকের প্রতিবতী কিয়া' — ভাবলেন স্তেপান আর্কাদিচ, যিনি শাবীরবৃত্ত ভালোবাসতেন) একেবারে অনিচ্ছায় হঠাং ফুটল তাঁর অভান্ত, সদাশয় এবং সেই কারণেই নির্বোধ হাসি।

এই নির্বোধ হাসিটার জন্য তিনি নিজেকে ক্ষমা করতে অক্ষম: সেই হাসি দেখে ডল্লি যেন শারীরিক যন্ত্রণায় কে'পে উঠলেন তারপর তাঁর স্বাভাবিক উত্তপ্ততায় কড়া কড়া কথার বন্যা তুলে ছ্বটে বেরিয়ে যান ঘর থেকে। সেই থেকে স্বামীর মুখদর্শন করতে তিনি চান নি।

'সব দোষ ওই নির্বোধ হাসিটার' — ভাবলেন স্তেপান আর্কাদিচ। 'কিস্তু কী করা যায়? কী করি?' হতাশ হয়ে নিজেকে শ্বালেন তিনি, জবাব পেলেন না।

দ্রেপান আর্কাদিচ ছিলেন নিজের প্রতি সত্যানষ্ঠ **লোক।** তিনি নিজেকে এই বলে ভোলাতে পারেন না যে তিনি তাঁর আচরণের জন্য অনুতপ্ত। এখন তিনি অনুশোচনা করতে পারেন না যে তিনি, চৌহিশ বছরের স্কুদর্শন, প্রেমাকুল প্রের্য পাঁচটি জ্বীবিত ও দুটি মৃত সন্তানের জননী, তাঁর চেয়ে এক বছরের ছোটো তাঁর স্থাীকে ভালোবাসতেন না। শুধু এই জন্য তার অনুশোচনা যে স্থার কাছ থেকে আরো ভালো করে তিনি লুকিয়ে থাকতে পারেন নি। তবে নিজের অবস্থার গুরুত্ব সবই টের পাচ্ছিলেন তিনি, স্থা, ছেলেমেয়ে, নিজের জন্য মায়া হচ্ছিল তাঁর। খবরটা স্হীর ওপর কেমন রেখাপাত করবে তা জানা থাকলে হয়ত তিনি তাঁর অপরাধ আরো ভালো করে চাপা দিতে পারতেন। প্রশ্নটা নিয়ে তিনি কখনো পরিষ্কার করে ভাবেন নি. কিন্তু ঝাপসাভাবে তাঁর মনে হত যে বহুকাল থেকেই দ্বী আন্দাজ করেছেন যে তিনি তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত নন এবং সেটায় গ্ররুত্ব দেন নাঃ তাঁর এমনকি এও মনে হত যে শীর্ণা, বুড়িয়ে আসা, ইতিমধ্যেই অস্ফুলরী নারী, কোনো দিক থেকেই যে উল্লেখযোগ্য নয়, সাধারণ, নিতান্ত সংসারের সহৃদয়া জননী: ন্যায়বোধে তাঁর উচিত প্রশ্রয় দেওয়া। কিন্ত ঘটল বিপরীত।

'আহ্ ভয়ানক ব্যাপার! ইস্, ইস্, ইস্! ভয়ানক!' বার বার করে নিজেকে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, কিন্তু কিছ্ই ভেবে উঠতে পারলেন না: 'অথচ এর আগে পর্যন্ত সব কী ভালোই না ছিল, কী স্কুন্দর দিন কার্টছিল আমাদের! উনি ছিলেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্কুণী, সন্তুণ্ট, কোন কিছ্বতে ওঁর অস্ক্রিধা ঘটাই নি আমি. উনি যা চাইতেন, ছেলেমেয়েদের নিয়ে, সংসার নিয়ে ব্যন্ত থাকার স্ক্রোগ ওঁকে দিয়েছি, তবে ঐ মেয়েটি যে আমাদের গৃহিশিক্ষিকা ছিল, সেটা ভালো হয় নি। ভালো নয়! গৃহিশিক্ষিকার প্রতি প্রেম নিবেদনে কেমন একটা তুচ্ছতা, মাম্লিপনা আছে। কিন্তু কেমন গৃহিশিক্ষিকা!' (জীবস্ত হয়ে ওঁর মনে ভেসে উঠল মাদমোয়াজেল রোলার কালো, রভস চোখ আর হাসি)। 'কিন্তু যতদিন সে আমাদের বাড়িতে ছিল ততদিন আমি নিজেকে কিছ্ব করতে দিই নি। সবচেয়ে খারাপ এই যে ও এখন… এ সব যেন ইচ্ছে করেই! উহ্, উহ্, উহ্, উহ্! কিন্তু কী করা যায়?'

সমস্ত জটিল অমীমাংসের প্রশেনর যে সাধারণ উত্তর দের জীবন, তা ছাড়া অন্য কোনো উত্তর ছিল না। সেটা এই: দিনের চাহিদা মতো বাঁচতে হবে, অর্থাৎ থাকতে হবে বিভোর হরে। স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকা চলে না, অস্তুত রাত পর্যস্ত পানপাত্র নারীরা যে গান গেয়েছিল ফেরা যার না তাতে; তাহলে জীবনের স্বপ্নেই বিভোর হয়ে থাকা দরকার।

'তখন দেখা যাবে' — মনে মনে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে, নীল রেশমী আন্তর দেওয়া ধ্সর ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে, থ্পিতে বাধন দিয়ে, প্রশস্ত ব্ক ভরে নিশ্বাস টেনে খ্লি হয়ে, তাঁর প্র্র্ড্র্ দেহ অত অনায়াসে বহন করে যে পদন্বয়, তাতে তাঁর অভ্যস্ত, উৎফুল্ল, পাক দেওয়া কদম বাড়িয়ে গেলেন জানলার কাছে, পর্দাটা সরিয়ে ঘণ্টি দিলেন। ঘণ্টি শ্নেই তংক্ষণাং ঘরে ঢুকল প্রনো বন্ধন, খাস চাকর মাতভেই, গাউন জন্তো আর টেলিগ্রাম নিয়ে। মাতভেইয়ের পেছন পেছন এল ক্ষোরকর্মের সাজসরঞ্জাম সমেত নাপিত।

টেলিগ্রামটা নিয়ে আয়নার সামনে বসে স্তেপান আর্কাদিচ জিগ্যেস করলেন, 'অফিস থেকে কাগজ আছে?'

'টেবিলে আছে' — জবাব দিলে মাতভেই, তারপর সপ্রশন দ্থিতৈ সহমমিতায় মনিবের দিকে চেয়ে ধ্রত হেসে যোগ করলে, 'ঘোড়া গাড়ির মালিকের কাছ থেকে লোক এসেছিল।'

স্তেপান আর্কাদিচ কোনো জবাব না দিয়ে আয়নায় তাকালেন মাতভেইয়ের দিকে; আয়নায় যে দ্ভিট বিনিময় হল, তাতে বোঝা যায় পরস্পরকে তারা কতটা বোঝে। স্তেপান আর্কাদিচের দ্ভিট যেন শ্বাচ্ছিল, 'এ কথা কেন বলছিস? তুই কি জানিস না?'

মাতভেই তার জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে পা ফাঁক করে নীরবে, ভালো মনে, একটু-বা হেসে তাকিয়ে ছিল তার মনিবের দিকে।

'আমি বলেছিলাম ওই রবিবারে আসতে, এর মাঝখানে যেন আপনাকে আর নিজেকে মিছেমিছি বিরক্ত না করে' — বললে সে, বোঝা যায় কথাটা আগে থেকেই তৈরি করা ছিল।

স্ত্রেপান আর্কাদিচ ব্রুবলেন যে মাতভেই রসিকতা করতে, নিজের দিকে মনোষোগ আকর্ষণ করতে চাইছে। টেলিগ্রামটা ছি'ড়ে বরাবরের মতো ছিল্ল শব্দগ্রনো অনুমান করে সেটা তিনি পড়লেন, মুখ তাঁর উন্তাসিত হয়ে 'মাতভেই, বোন আমা আর্কাদিয়েভনা কাল আসছে' — মিনিট খানেক নাপিতের চেকনাই মোটা হাতের দিকে চেয়ে বললেন তিনি, কে'াকড়া দুই গালপাট্টার মাঝখানে সে হাত গোলাপী সেতু রচনা করছিল।

'হ্লয় ভগবান' — বললে মাতভেই, জবাবটায় সে বোঝাতে চাইল ষে মনিবের মতো সেও বোঝে এই আগমনের গ্রহ্ম, অর্থাং স্থেপান আর্কাদিচের স্নেহের বোন আমা আর্কাদিয়েভনা স্বামী-স্বার মিল করিয়ে দিতে সাহায্য করতে পারেন।

'একলা, নাকি স্বামীর সঙ্গে?' জিগ্যেস করলে মাতভেই।

স্তেপান আর্কাদিচ কথা বলতে পারলেন না, কেননা নাপিত তখন তাঁর ওপরের ঠোঁট নিয়ে বাস্ত। উনি একটা আঙ্কল তুললেন। আয়নায় মাথা নাডলে মাতভেই।

'বেশ। ওপর তলায় ব্যবস্থা করব?'

'দারিয়া আলেক সান্দ্রভনাকে বল, যেখানে বলবে সেখানে।'

'দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে?' কেমন যেন সন্দিহান হয়ে প্রনর্ক্তি করলে মাতভেই।

'হাাঁ, ওঁকে বল। আর এই টেলিগ্রামটা নে, কী উনি বললেন জানাস।' 'পরখ করে দেখতে চাইছেন?' মাতভেই ব্র্বল ব্যাপারটা কিন্তু বললে শ্ব্ধ্ব:

'যে আন্তে।'

মাতভেই যখন টেলিগ্রাম হাতে ব্রট জ্বতোর ক্যাঁচকে শব্দ তুলে ধীরে ধীরে পা ফেলে ঘরে ঢুকল, স্তেপান আর্কাদিচ ততক্ষণে ধোয়া-পাকলা হয়ে চুল আঁচড়ে পোশাক পরার উপক্রম করছেন। নাপিত আর নেই।

'দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা জানাতে বলেছেন যে উনি চলে যাচ্ছেন, ওঁর, তার মানে আপনার যা খ্নিশ তাই কর্ন' — সে বললে শ্ব্ব চোখ দিয়ে হেসে, পকেটে হাত ঢুকিয়ে, ঘাড় কাত করে মনিবের দিকে চেয়ে।

স্ত্রেপান আর্কাদিচ চুপ করে রইলেন। পরে সহদয় কিন্তু থানিকটা কর্ণ হাসি ফুটে উঠল তাঁর স্কুন্দর মুখে।

'এা!? মাতভেই?' মাথা নেড়ে তিনি বললেন। মাতভেই বললে, 'কিছ্ব না আৰ্জে, ও ঠিক হয়ে বাবে।' 'ঠিক হয়ে বাবে?' 'আজ্ঞে হাাঁ।' 'তোর তাই মনে হচ্ছে? কে ওখানে?' দরজার ওপাশে মেয়েলী পোশাকের খশখশ শব্দ শনুনে জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'আজ্ঞে এটা আমি' — সাড়া এল দৃঢ় মোলায়েম নারীকণ্ঠে, দরজার বাইরে থেকে বসস্ভের দাগ ধরা কঠোর মুখখানা বাড়ালেন আয়া মাত্রেনা ফিলিমনোভনা।

দরজার কাছে গিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ জিগ্যেস করলেন, 'কী হল মারেনা?'

দ্বীর কাছে স্তেপান আর্কাদিচ প্রোপ্রির দোষী হলেও এবং নিজেও সেটা অন্ভব করলেও বাড়ির সবাই, এমনকি দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার প্রধান বান্ধবী আয়া পর্যস্ত তাঁর পক্ষে।

'তা কী হল?' জিগ্যেস করলেন তিনি ক্লান্তভাবে।

'মিটিয়ে নিন আজে, নয় দোষ স্বীকার কর্ন। ভগবান দেখবেন। খ্বই যাতনা পাচ্ছেন, দেখতে কষ্ট লাগে। বাড়ির সব কিছ্নই একেবারে এলোমেলো। ছেলেনেয়েগ্লোর জন্যে একটু মায়া হওয়া উচিত। দোষ মেনে নিন আজে। কী করা যাবে! ভালোবাসার দায় অনেক।'

'আমায় তো নেবে না...'

'আপনার যা যা করবার কর্ন না, ঈশ্বব দয়াল্ম, ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর্ন। প্রার্থনা কর্ন।'

'ঠিক আছে, যাও এখন' — হঠাৎ লাল হয়ে উঠে বললেন স্তেপান আব^{্যাদ}চ, 'যাক গে, পোশাক পরা যাক' — মাতভেইয়ের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, এবং দৃঢ়ে ভঙ্গিতে ড্রেসিং গাউন ছাড়লেন।

মাতভেই অদৃশ্য কী একটা জিনিসকে ফু° দিয়ে উড়িয়ে দিতে দিতে আগে থেকেই শার্ট ধরে ছিল, স্কুপন্ট তৃপ্তির সঙ্গে তা পরাল মনিবের সযত্ত্বমার্জিত দেহে।

non

পোশাক পরার পর সেপ্ট মেখে স্তেপান আর্কাদিচ তাঁর শার্টের হাতা ঠিক করে নিলেন এবং অভ্যস্ত ভঙ্গিতে সিগারেট, মানিব্যাগ, দেশলাই, দুটো চেন আর পেশ্ডেণ্ট লাগানো ঘড়ি পকেটে ঢোকালেন, তারপর রুমাল ঝাড়া দিয়ে নিজেকে পরিম্কার পরিচ্ছার, স্বেরভিত, স্ক্র্ আর নিজের দ্রুর্ভাগ্যটা সক্ত্বেও শারীরিকভাবে উংফুল অন্ভব করে দ্বই পা সামান্য নাচিয়ে নাচিয়ে চুকলেন ডাইনিং-রুমে, সেখানে তাঁর জন্য ইতিমধ্যেই কফি প্রস্তুত আর কফির পাশে রয়েছে কয়েকখানা চিঠি আর কর্মচারীদের দাখিলা।

চিঠিগন্লি তিনি পড়লেন। একটা চিঠি বড়োই অপ্রীতিকর, তাঁর স্থাীর সম্পত্তির অন্তর্গত বন কিনছে যে বেনিয়া, সে লিখেছে। বনটা বিক্রি করাছিল অত্যাবশ্যক; কিন্তু এখন, স্থাীর সঙ্গে মিটমাট না হওয়া পর্যস্ত সেকথাই ওঠে না। সবচেয়ে অপ্রীতিকর এই যে এতে স্থাীর সঙ্গে মিটমাটের ব্যাপারে আর্থিক স্বার্থ জড়িয়ে যাছে। এই স্বার্থে তিনি চালিত হতে পারেন, এই বিক্রির জন্য তিনি স্থাীর সঙ্গে মিটমাট চাইবেন, এই ভাবনাটাই তাঁর কাছে গ্রপমানকর।

চিঠি শেষ করে স্তেপান আর্কাদিচ কর্মচারীদের দাখিলাগ্নলো টেনে নিলেন। দ্রুত পাতা উলটিয়ে গেলেন দ্রুটো মামলার, বড়ো একটা পেনসিলে কয়েকটা মন্তব্য টুকলেন, তারপর কাগজপত্রগ্রলো সরিয়ে শ্রুর্ করলেন কফি খেতে; কফির পর তিনি তখনো সোঁদা সোঁদা প্রভাতী কাগজ খ্রুলে পড়তে লাগলেন।

যে সাহিত্যিক উদারনৈতিক সংবাদপত্রটি চরমপন্থী নর, কিন্তু অধিকাংশই ছিল যার মতামতের পেছনে, স্তেপান আর্কাদিচ তা পেতেন এবং পড়তেন। বিজ্ঞান বা শিল্প বা রাজনীতি, কিছুতেই আসলে তাঁর আগ্রহ না থাকলেও এই সব ব্যাপারে অধিকাংশ লোকের এবং তাঁর পত্রিকার যা মতামত তিনিও তাই পোষণ করতেন এবং সেটা পালটাতেন শুধ্ব যখন অধিকাংশ লোক সেটা পালটাত, অথবা বলা ভালো, পালটাত না, নিজেরাই তাতে অলক্ষ্যে বদলে যেত।

স্থেপান আর্কাদিচ মতবাদ বা দ্ভিউঙ্গির বাছবিচার করে গ্রহণ করতেন না, এগালো তাঁর কাছে আসত আপনা থেকেই, ঠিক যেমন টুপির আরুতি বা ফ্রক-কোট তিনি তাই বেছে নিতেন লোকে যা পরে। আর উর্চু সমাজে যিনি বাস করছেন, যেখানে কিছ্নটা মস্তিষ্কচালনা যা পরিপঞ্চতার কালে সাধারণত বিকশিত হয়ে ওঠে, সেখানে তাঁর একটা দ্ভিউঙ্গির থাকা একটা টুপি থাকার মতোই সমান প্রয়োজন। তাঁর মহলের অনেকেও রক্ষণশাল মতবাদ পোষণ করত, তার বদলে তিনি কেন উদারনৈতিক ধারা পছন্দ করলেন তার যদি কোনো কারণ থেকে থাকে, তাহলে সেটা এই নয় যে

উদারনৈতিক মতবাদ তাঁর কাছে বেশি বৃত্তিযুক্ত বলে ঠেকেছিল, উদারনৈতিক ধারাটার মিল ছিল তাঁরই জীবনযান্তার সঙ্গে। উদারনৈতিক পার্টি বলত যে রাশিয়ায় সবই খারাপ এবং সতিটে শ্রেপান আর্কাদিচের ঋণ ছিল প্রচর আর টাকায় একেবারে কলোচ্ছিল না। উদারনৈতিক পার্টি বলত যে বিবাহ একটা অচল প্রথা, ওটাকে ঢেলে সাজা দরকার আর সতিটে পারিবারিক জীবন স্তেপান আর্কাদিচকে তপ্তি দিয়েছে কম. তাঁকে মিথ্যা কথা বলতে, ভান করতে বাধ্য করেছে যা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। উদারনৈতিক পার্টি বলত, অথবা বলা ভালো ধরে নিত যে ধর্ম হল কেবল অধিবাসীদের বর্বার অংশকে বলাগায় টেনে রাখার ব্যাপার, এবং সতিটে ছোটো একটা প্রার্থনাতে স্তেপান আর্কাদিচের পা ব্যথা করে উঠত এবং তিনি ব্রুকতে পারতেন না কেন পরলোক নিয়ে ঐ সব ভয়াবহ, বড়ো বড়ো কথা, যখন ইহলোকেই দিন কাটানো এত আনন্দের। সেইসঙ্গে হাসিখনিশ রসিকতার ভক্ত স্তেপান আর্কাদিচ নিরীহ কোনো লোককে এই বলে ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়াতে আনন্দ পেতেন যে বংশ নিয়ে গর্ব যদি করতেই হয়, তাহলে র্নরউরিকেই থেমে গিয়ে প্রথম বংশপিতা বানরকে অস্বীকার করা অনুচিত। এইভাবে উদারনৈতিক মতবাদ একটা অভ্যাস হয়ে ওঠে স্তেপান আর্কাদিচের কাছে এবং নিজের কাগজটিকে তিনি ভালোবাসতেন আহারের পর একটা চুরুটের মতো, মাথায় যে একটা হালকা কুয়াশা তাতে দেখা দিত, তার জন্য। সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি পড়লেন, তাতে বলা হয়েছে যে আমাদের কালে খামোকাই এই বলে চিংকার তোলা হচ্ছে যে র্যাডিকেলিজম বুঝি সমস্ত রক্ষণশীল উপাদানকে গ্রাস করে ফেলার বিপদস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সরকারের নাকি উচিত বৈপ্লবিক সর্পদানবকে দমন করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া, উলটে বরং 'আমাদের মতে বিপদটা সপাদানবে নয়, সমস্ত প্রগতি রুদ্ধ করা সনাতনতার একগ:রেমিতে', ইত্যাদি। অর্থ বিষয়ে আরেকটা প্রবন্ধ তিনি পড়লেন, যাতে বেন্থাম ও মিল-এর উল্লেখ করে খোঁচা দেওয়া হয়েছে মন্দ্রিদপ্তরকে। নিজের প্রকৃতিগত দ্রত কল্পনাশক্তিতে প্রতিটি খোঁচার অর্থ তিনি ব্রুবতেন: কার কাছ থেকে, কার উদ্দেশে, কী উপলক্ষে এই সব খোঁচা শাণিত আর বরাবরের মতো এতে তিনি খানিকটা তৃপ্তি পেতেন। কিন্তু আজ এ তৃপ্তি বিষিয়ে গেল মাত্রেনা ফিলিমনোভনার উপদেশে আর বাড়িটা যে কী অশান্তিকর হয়ে উঠেছে সে কথা মনে পড়ে গিয়ে। তিনি আরো পড়লেন যে শোনা যাচ্ছে কাউণ্ট বেইন্ট ভিসবাডেনে গেছেন, শাদা চুল আর নেই, হালকা ঘোড়াগাড়ি

বিক্রি হচ্ছে, তর্ণ জনৈক ব্যক্তি কী প্রস্তাব দিয়েছে; কিন্তু এ সব খবরে আগের মতো মৃদ্যু অন্তর্ভেদী আনন্দ আর পেলেন না।

পরিকাখানা, দ্বিতীয় পার কফি আর মাখন-লাগানো মিহি রুটি শেষ করে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, ওয়েস্ট-কোট থেকে ঝেড়ে ফেললেন রুটির গাঁড়ো, ঝেড়ে ফেলে চওড়া বুক টান করে আনন্দে হাসলেন, সেটা এই জন্য নয় যে অন্তর তাঁর বিশেষ প্রীতিকর কোনো কিছুতে ভরে উঠেছিল; সানন্দ হাসিটা এসেছিল খাদোর উত্তম পরিপাক থেকে।

এই সানন্দ হাসিটা তাঁকে তংক্ষণাং সবকিছ্ব মনে পড়িয়ে দিয়েছিল এবং চিন্তায় ডুবে গেলেন তিনি।

দরজার ওপাশে শোনা গেল দর্টি শিশ্ব কণ্ঠ (স্ত্রেপান আর্কাদিচ চিনতে পারলেন ছোটো ছেলে গ্রিশা আর বড়ো মেয়ে তানিয়ার গলা)। কী একটা তারা নিয়ে যাচ্ছিল, পড়ে গেল সেটা।

'আমি যে তোকে বলেছিলাম ছাদে প্যাসেঞ্জার বসাতে নেই' — মেরোট চে'চিয়ে উঠল ইংরেজিতে, 'নে, এখন কুড়ো!'

'সব তালগোল পাকিয়েছে, শিশ্বরা ছোটাছ্বটি করে বেড়াচ্ছে একা একা' — ভাবলেন স্তেপান আর্কাদিচ। দরজার কাছে গিয়ে তিনি ডাকলেন তাদের। যে কাসকেটটা ট্রেন হর্মোছল, সেটাকে ফেলে দিয়ে তারা এল বাপের কাছে।

মেরেটি বাপের প্রিয়পাত্রী, সোংসাহে ছন্টে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরল, হেসে ঝুলতে লাগল তাঁর গলা ধরে, আর বরাবরের মতোই খন্নি হয়ে উঠল সেন্টের পরিচিত গঙ্কে, যা ছড়িয়ে পড়ছিল তাঁর জন্লপি থেকে। নন্মে থাকার ফলে আরক্ত আর কমনীয়তায় জন্লজনলে মনুখে বাপকে চুমনু খেয়ে মেয়েটি ফের ছন্টে যেতে চাইল; কিন্তু বাপ ধরে রাখলেন তাকে।

'মায়ের কী হল?' মেয়ের মস্ণ নরম গালে হাত ব্লিয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন। ছেলেটির দিকে চেয়ে হেসে তিনি তাকে স্বাগত করলেন।

স্ত্রেপান আর্কাদিচ জানতেন যে ছেলেটিকে তিনি কম ভালাবাসেন, সর্বদা চেন্টা করতেন সমান চোখে দেখতে; কিন্তু ছেলেটা তা টের পেত, বাপের নিষ্প্রাণ হাসির জবাব সে দিল না হাসি দিয়ে।

'মা? বিছানা ছেড়ে উঠেছেন' — জবাব দিল মেয়েটি।

স্তেপান আর্কাদিচ নিশ্বাস ছাড়লেন, ভাবলেন, 'তার মানে ফের ঘ্রুমোয় নি সারা রাত।'

'মেজাজ ভালো?'

মেরেটি জানত যে বাবা-মারের মধ্যে ঝগড়া হরেছে, মা খ্রিশ থাকতে পারছেন না, বাবার সেটা জানার কথা, কিন্তু বাবা ভান করে সে কথা জিগ্যেস করছেন অমন অনায়াসে। বাপের জন্য লম্জার সে লাল হরে উঠল। শুপান আর্কাদিচ তক্ষ্বিন সেটা ব্বে নিজেও লাল হয়ে উঠলেন।

মেয়েটি বললে, 'কী জানি, মা পড়ায় বসতে বললেন না, বললেন মিস গুলের সঙ্গে বেড়াতে যা দিদিমার কাছে।'

'তা যা-না, তানচুরোচকা* আমার, ও হ্যাঁ, দাঁড়া' — মেয়েটিকে তখনো ধরে রেখে তার নরম হাতে হাত বুলোতে বুলোতে তিনি বললেন।

গত সন্ধায় ফায়ার প্লেসের ওপর এক কোটো মিষ্টি রেখেছিলেন তিনি। সেটা নিয়ে তা থেকে তার প্রিয় দ্টি বনবন দিলেন মেয়েকে, একটায় চকোলেটের অন্যটায় পমেদকার প্রলেপ।

'গ্রিশাকে?' চকোলেটটা দেখিয়ে মেয়েটি জিগ্যেস করলে।

'হাাঁ।' তারপর আরেকবার তার কাঁধে হাত ব্রালিয়ে চুলের গোড়ায় আর গালে চুমু খেয়ে ছেড়ে দিলেন তাকে।

মাতভেই বলল, 'গাড়ি তৈরি' — তারপর যোগ দিল, 'তা ছাড়া উমেদারনিও।'

'অনেকখন?' জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'আধঘণ্টা থেকে।'

'কতবার না তোকে বলা হয়েছে যে তক্ষ্বনি খবর দিবি!'

'আপনাকে অস্তত কফি খেতেও তো দিতে হয়' — মাতভেই বলল এমন একটা ভালোমান্যি রুঢ় গলায় যাতে রাগ করা চলে না।

'নে, তাড়াতাড়ি ডেকে আন' — বিরক্তিতে মুখ কু'চকে বললেন অব্লোন্ফিন।

উমেদারনি স্টাফ-ক্যাপটেন কালিনিনের স্ম্মী, তিনি যা চাইলেন সেটা অসম্ভব ও অর্থহীন; কিন্তু তাঁর যা স্বভাব স্তেপান আর্কাদিচ বাধা না দিয়ে মন দিয়ে তাঁর কথা শ্নলেন এবং বিস্তারিত পরামর্শ দিলেন কার কাছে কিভাবে আবেদন করতে হবে, এমনকি নিজের বড়ো বড়ো দীর্ঘায়ত, স্কের এবং নিখৃত হস্তাক্ষরে একটা চিরকুট লিখে দিলেন জনৈক ব্যক্তির

^{*} বিশেষ সাদরে বলা 'তানিরা' নাম।

কাছে যিনি তাঁকে সাহাষ্য করতে পারেন। স্টাফ-ক্যাপটেনের স্থাকৈ বিদায় দিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ টুপি তুলে নিলেন, তারপর থেমে গিরে মনে করার চেন্টা করলেন কিছু ভূলে যান নি তো। দেখা গেল যেটা তিনি ভূলতে চাইছিলেন — স্থাকৈ — সেটা ছাড়া কিছুই তিনি ভোলেন নি।

'হ্ৰ্ন্' মাথা নিচু করলেন তিনি, তাঁর স্কুদর মুখখানায় ফুটে উঠল কন্টের ছাপ। মনে মনে তিনি বললেন, 'ষাব কি যাব না?' আর ভেতরের একটা কণ্ঠস্বর তাঁকে বলছিল, যাবার দরকার নেই, মিথ্যাচার ছাড়া এক্ষেত্রে আর কিছ্রই হবার নয়, তাদের সম্পর্ক শোধরানাে, ঠিকঠাক করে নেওয়া সম্ভব নয়, কেননা অসম্ভব ফের ওকে আকর্ষক উন্মাদক প্রেম দেওয়া অথবা নিজেকে ভার্লোবাসতে অক্ষম বৃদ্ধ করে তোলা। এখন অসত্য আর মিথ্যা ছাড়া কিছ্রই দাঁড়াবে না; কিস্কু অসত্য আর মিথ্যা ছিল তাঁর প্রকৃতিবির্ব্দ্ধ।

'কিন্তু একসময় তো ওটা দরকার; এটা যে এইভাবেই থেকে যাবে সেটা তো হতে পারে না' — নিজেকে সাহস দেবার চেন্টা করে তিনি বললেন। ব্যক টান করলেন তিনি, সিগারেট ধরিয়ে দ্বার টান দিলেন, ছ্বড়ে ফেললেন ঝিন্কের ছাইদানিতে, দ্বত পায়ে বিষন্ন ড্রায়ং-র্ম পেরিয়ে অন্য দরজাটা খ্লালেন — স্মীর ঘরে।

11811

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার পরনে ব্লাউজ, এককালের ঘন স্কুন্দর চুল এখন পাতলা হয়ে এসেছে, মাথার পেছনে তাঁর বিন্ত্রিন কাঁটা দিয়ে গোঁজা, ভয়ানক শ্রুকিয়ে থাওয়া রোগা মুখে আর মুখের শীর্ণতার ফলে স্পুরুকট হয়ে ওঠা ভীত চোখে দাঁড়িয়ে ছিলেন ঘরময় ছড়ানো-ছিটানো জিনিসপরের মধ্যে খোলা শিফোনিয়েরকার সামনে, যা থেকে তিনি কী সব বাছাই কর্মছলেন। স্বামীর পদশব্দ শ্রুনে তিনি থেমে গেলেন, দরজার দিকে চেয়ে তিনি বৃথাই চেন্টা করলেন মুখে একটা কঠোর, ঘৃণাব্যঞ্জক ভাব ফুটিয়ে তুলতে। তিনি টের পাচ্ছিলেন ষে স্বামীকে তিনি ভয় পাচ্ছেন এবং ভয় পাচ্ছেন আসম সাক্ষাং। এই মাত্র তিনি যার চেন্টা করছিলেন, এই তিন

দিনে সেটা তিনি করেছেন দশবার, ছেলেমেয়েদের এবং নিজের জিনিসপত্র বেছে তা নিয়ে চলে যাবেন মায়ের কাছে — এবং ফের মনস্থির করতে পারলেন না: কিন্তু আগের মতো এখনো তিনি মনে মনে বলছিলেন, এটা এইভাবেই থাকতে পারে না. কিছু, একটা তাঁকে করতে হবে, শাস্তি দিতে. কলঙ্কত করতে হবে ওঁকে। স্বামী তাঁকে যে যাতনা দিয়েছে তার খানিকটার জনাও অন্তত প্রতিহিংসা নিতে হবে। তিনি তখনো বলছিলেন যে স্বামীকে ছেডে যাবেন, কিন্তু টের পাচ্ছিলেন যে সেটা অসম্ভব: ওঁকে স্বামী বলে ভাবায় এবং ভালোবাসায় অনভাস্ত হতে তিনি অক্ষম। তা ছাডা তিনি টের পাচ্ছিলেন, এখানে, নিজের বাডিতেই যদি তাঁর পাঁচটি ছেলেমেয়ের দেখাশোনা করে ওঠা সহজ না হয়, তাহলে ওদের সবাইকে নিয়ে তিনি যেখানে যাবেন সেখানে তো আরো খাবাপই দাঁড়াবে। আর এই তিন দিন ছোটোটির জন্য তাঁর কন্ট হচ্ছিল কারণ ছোটোটিকে খাওয়ানো হয়েছে বিছাছার বালিয়ন আর বাকিগালো তো কাল সন্ধায় না খেয়েই ছিল। তিনি টেব পাচ্ছিলেন যে চলে যাওয়া অসম্ভব; কিন্তু তাহলেও আঅপতারণা কবে তিনি জিনিসপর বাছছিলেন ভান করছিলেন যে চলে যাবেন।

স্বামীকে দেখে তিনি শিফোনিয়েরকার দেরাজে হাত ঢোকালেন যেন কী খ্ৰুজছেন আর তাঁর দিকে চাইলেন শুধ্ব যখন স্বামী এসে পড়লেন একেবারে কাছে। কিন্তু যে মুখখানায় তিনি একটা কঠোর, অনমনীয় ভাব ফোটাতে চেয়েছিলেন, তাতে ফুটল বিহ্নলতা আর যাতনা।

'ডল্লি।' স্বামী বললেন মৃদ্র, ভীর্ ভীর্ গলায়। মাথাটা তিনি কাঁধের দিকে গ্রন্ধলেন, চেয়েছিলেন একটা কর্রণ বশংবদ চেহারা দাঁড় কবাবেন, তাহলেও জ্বলজ্বল কর্রছিলেন তাজা আমেজ আর স্বাস্থ্যে।

ক্ষিপ্র দ্ভিপাতে তাঁর জন্বজনলে সতেজ স্বাস্থ্যবান ম্তিটা ডব্লি আপাদমস্ত্রক নিরীক্ষণ করলেন। 'হাাঁ, ও স্থাঁ, সন্তুটা' ভাবলেন তিনি, 'আর আমি?.. আর ওর এই সদয়তাটাও বিছছিরি যার জন্যে সবাই ভালোবাসে তাকে প্রশংসা করে, দেখতে পারি না ওর এই সদয়তা' — ভাবলেন তিনি। বিবর্ণ, স্নায়বিক ম্থের ডান দিককার পেশী কে'পে উঠে ঠোঁট ওঁর চেপে কসল।

'কী চাই আপনার?' বললেন তিনি নিজের স্বাভাবিক নয়, দ্রুত, জোরালো গুলায়। 'ডিল্লি!' কাঁপা কাঁপা গলায় পর্নর্বিক্ত করলেন স্বামী, 'আহা আজ আসছে।'

'তাতে আমার কী? আমি ওকে বরণ করতে পারব না!' চেচিয়ে উঠসেন উনি।

'কিন্তু করতে হয় যে, ডব্লি...'

'চলে যান, চলে যান, চলে যান!' চিৎকার করে উঠলেন তিনি, যেন চিৎকারটা এল দৈহিক কোনো যক্ষণা থেকে।

স্থানির কথা মনে পড়ে শান্ত থাকতে পারতেন স্তেপান আর্কাদিচ, আশা করতে পারতেন যে মাতভেইয়ের কথামতো সব ঠিক হয়ে যাবে, এবং নিশ্চিন্তে কাগজ পড়তে আর কফি খেতে পারতেন কিন্তু যখন তিনি দেখলেন স্থান যক্ষালিকট, আর্ত মুখ, শ্নালেন ভাগ্য ও হতাশার কাছে আত্মসমপিত এই কণ্ঠধননি তখন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল তাঁর, কী যেন দলা পাকিয়ে উঠল গলায়, চোখ চিকচিক করে উঠল অগ্রান্ত।

'ভগবান, এ আমি কী করলাম! ডল্লি! ভগবানের দোহাই!.. এ যে...' কথাটা তিনি শেষ করতে পারলেন না, গলায় দেখা দিল একটা ফোঁপানি। স্ফ্রী শিফোনিয়েরকার পাল্লা বন্ধ করে তাকালেন তাঁর দিকে।

'ডল্লি, কী আর বলব?.. শুখু একটা কথা: ক্ষমা করো আমায়, ক্ষমা করো.. ভেবে দ্যাখো, নয় বছরের জীবনে কি এক মিনিট, এক মিনিটেব খণ্ডন হয় না...'

চোখ নিচু করে স্থা শ্বনে গেলেন, যেন অন্বনয় করছিলেন স্বামী কোনোরকমে তাঁর সন্দেহ নিরসন কর্তুক।

স্বামী বললেন, 'এক মিনিটের মোহ...' এবং আরো বলে ষেতে চাইছিলেন, কিন্তু এই কথাটাতেই ষেন শারীরিক যন্ত্রণায় ফের চেপে বসল স্বীর ঠোঁট, ফের মুখের ডান দিকে কে'পে উঠল গালের পেশী।

'চলে যান, চলে যান এখান থেকে!' আরো তীক্ষ্ম স্বরে চে'চিয়ে উঠলেন তিনি, 'আপনার মোহ আর জঘন্যতার কথা আমায় বলতে আসবেন না!'

চলে যেতে চাইছিলেন তিনি, কিন্তু শরীর দ্বলে উঠল, ভর দেবার জন্য চেরারের পিঠটা ধরলেন। স্বামীর মুখ স্ফীত হয়ে উঠল, ফুলে উঠল ঠোট, অশ্রুতে সজল হয়ে উঠল চোখ। 'ভল্লি!' ফুর্ণপিয়ে বললেন তিনি, 'ভগবানের দোহাই, ছেলেমেরেদের কথা ভাবো। ওদের তো দোষ নেই, দোষী আমি, আমায় শাস্তি দাও, সে দোষ পথালন করতে বলো। আমি বতটা পারি, সর্বকিছ্বর জন্যে আমি তৈরি! আমি দোষী, কতটা ষে দোষী বলার নয়! কিন্তু ভল্লি. ক্ষমা করো!'

দ্বী বসলেন। ওঁর গ্রেভার, সজোর নিশ্বাসের শব্দ কানে আসছিল দ্বামীর, দ্বীর জন্য অবর্ণনীয় মায়া হল তাঁর। দ্বী কয়েকবার কথা বলার চেন্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। দ্বামী অপেক্ষা করে রইলেন।

'ছেলেমেয়েদের কথা তুমি ভাবছ ওদের সঙ্গে খেলা করার জন্যে, আর আমি ভাবছি আর জানি যে ওরা এবার মারা পড়ল' — বললেন দ্বী, বোঝা যায় এ তিন দিন একাধিক বার ষেসব কথা তিনি মনে মনে বলেছেন, এটা ভার একটা।

উনি বললেন 'তুমি', এতে স্বামী কৃতার্থের মতো চাইলেন ওঁর দিকে, এগিয়ে গেলেন ওঁর হাতটা ধরতে, কিন্তু উনি ঘৃণাভরে সরে গেলেন।

'ছেলেমেয়েদের কথা আমার মনে হচ্ছে, তাই ওদের বাঁচাবার জন্যে দ্দিরায় সবকিছ্ব করতে পারতাম; কিন্তু আমি নিজেই জানি না কী করে বাঁচাই; বাপের কাছ থেকে ওদের নিয়ে গিয়ে কি, নাকি ব্যভিচারী বাপের কাছে রেখে যেয়ে — হাাঁ, ব্যভিচারী বাপ... বল্ন তো, যা... ঘটেছে তার পরে কি আমাদের একসঙ্গে থাকা সন্তব? সে কি সন্তব? বল্ন-না সে কি সন্তব?' গলা চড়িয়ে প্নর্নুক্তি করলেন তিনি, 'আমার স্বামী, আমার ছেলেমেয়েদের বাপ নিজের ছেলেমেয়েদের গাভনেসের সঙ্গে প্রেমসম্পর্কে যাবার পর...'

'কিন্তু কী করা যায়? কী করা যায়?' স্বামী বললেন কর্বণ স্বরে, নিজেই জানতেন না কী বলছেন, ক্রমেই নুয়ে এল তাঁর মাথা।

'আমার কাছে আপনি একটা নচ্ছার লোক, ন্যক্কারজনক!' ক্রমেই উর্ব্তেজিত হরে চে'চালেন স্মী, 'আপনার কাল্লা — নেহাং জল! কখনো আমার ভালোবাসেন নি আপনি; আপনার হৃদয়ও নেই, উদারতাও নেই! আমার কাছে আপনি একটা নচ্ছার, নীচ, বাইরের লোক, হ্যাঁ, একেবারে বাইরের লোক!' এই ভয়ংকর 'বাইরের লোক' কথাটা উনি উচ্চারণ করলেন যন্দ্রণায় আর আক্রোশে।

ত্তেপান আর্কাদিচ চাইলেন দ্বারি দিকে আর তাঁর মূখে ফুটে ওঠা

আন্দোশ তাঁকে ভীত ও বিস্মিত করল। উনি বোঝেন নি বে ওঁর মায়াটায় দ্বীর পিত্তি জনলে গেছে। এতে তিনি দেখেছেন অন্কম্পা, প্রেম নয়। 'আমায় ও ঘূণা করে। ক্ষমা করবে না' — ভাবলেন স্বামী।

'কী ভয়ংকর! ভয়ংকর!' বললেন তিনি।

এই সময় অন্য ঘরে, সম্ভবত পড়ে গিয়ে চে'চিয়ে উঠল শিশ্; দারিরা আলেক্সান্দ্রভনা কান পেতে শ্নলেন, মুখখানা তাঁর হঠাং নরম হয়ে এল।

বোঝা যায় কয়েক সেকেন্ড লাগল তাঁর চেতনা ফিরতে, যেন ব্রুতে পারছিলেন না কোথায় তিনি আছেন, কী তাঁকে করতে হবে, তারপর দ্রুত উঠে গোলেন দুরজার দিকে।

'আমার ছেলেটিকে ও যে ভালোবাসে' — শিশ্র চিৎকারে ওঁর মুখের ভাবপরিবর্তন লক্ষ্য করে স্বামী ভাবলেন, 'আমার ছেলে; কী করে সে ঘৃণা করতে পারে আমার?'

শ্বীর পেছ্ব পেছ্ব গিয়ে তিনি বললেন, 'ডিল্লি, আরো একটা কথা।' 'আপনি যদি আমার পেছন পেছন আসেন, তাহলে আমি লোকেদের, ছেলেমেয়েদের ডাকব! সবাই জান্বক যে আপনি একটা বদমায়েস! আজ আমি চলে যাব আর আপনি এখানে থাকবেন আপনার প্রণায়িনীর সঙ্গে!'

দড়াম করে দরজা বন্ধ করে উনি বেরিয়ে গেলেন।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন শ্রেপান আর্কাদিচ, মুখ মুছলেন, মৃদ্ পায়ে গেলেন ঘর বরাবর। 'মাতভেই বলছে ঠিক হয়ে যাবে; কিন্তু কেমন করে? এমনকি তার লক্ষণও আমি দেখছি না। উহ্, কী ভয়ংকর! আর কীছে'দোভাবেই না চে'চাল' — চিংকার আর বদমায়েস ও প্রণায়িনী কথা দ্বটো স্মরণ করে মনে মনে ভাবলেন তিনি, 'হয়ত-বা মেয়েগ্রলোর কানে গেছে! সাংঘাতিক, ছে'দো, সাংঘাতিক!' কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইলেন শ্রেপান আর্কাদিচ, চোখ মুছলেন, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ব্রক টান করে বেরিয়ে গোলেন ঘর থেকে।

দিনটা শ্রুকবার, ডাইনিং-র্মে জার্মান ঘড়ি-বরদার দম দিচ্ছিল ঘড়িতে। এই টেকো জার্মান ঘড়ি-বরদার সম্পর্কে নিজের রসিকতাটা মনে পড়ল তাঁর: 'ঘড়িতে দম দেওয়ার জন্যে জার্মানটিকেই দম দেওয়া হয়েছে সারা জীবনের জ্বনো' — মুখে হাসি ফুটল। ভালো ভালো রসিকতা শ্রেপান আর্কাদিচ ভালোবাসতেন। 'আর হয়ত ঠিক হয়েই যাবে! ঠিক হয়ে যাবে — বেশ কথাটি' — ভাবলেন তিনি, 'তা বলতেই হবে।'

'মাতভেই !' হাঁক দিলেন তিনি। মাতভেই আসতে বললেন, 'তাহলে আল্লা আর্কাদিয়েভনার জন্যে সোফার ঘরে সব গোছ-গাছ করে রাখ।'

'যে আজে।'

স্তেপান আর্কাদিচ ফার কোট চাপিয়ে গাড়ি বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে এগিয়ে দিতে এসে মাতভেই জিগ্যেস করল, 'বাড়িতে খাবেন না?' 'যেমন দাঁড়াবে। হাাঁ, এই নে খরচার জনো' — মানিব্যাগ থেকে বার করে দশ রব্ল ওকে দিয়ে বললেন তিনি। 'কুলোবে তো?'

'কুলোক না কুলোক, দেখা যাবে, চালিয়ে নিতে হবে' — এই বলে গাড়ির দরজা বন্ধ করে মাতভেই গাড়ি বারান্দায় উঠে এল।

ইতিমধ্যে ছেলেটিকে শাস্ত করে গাড়ির শব্দে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ব্ঝলেন যে উনি চলে গেলেন। ফের নিজের শোবার ঘরে ফিরলেন তিনি। বের্তেই যেসব সাংসারিক ঝামেলা হাজির হত, তা থেকে এইটেই ছিল তাঁব একমাত্র আশ্রয়। এমনকি এখনো, অলপ সময়ের জন্য যখন তিনি শিশ্বদের ঘরে গিয়েছিলেন, ইংরেজ মহিলাটি আর মাত্রেনা ফিলিমনোভনা তার ভেতর এমন কিছ্ব ব্যাপার তাঁকে জিগোস করে ওঠার ফুরসং করে নিলেন যা ম্লতবি রাখা যায় না এবং একমাত্র তিনি যার উত্তর দিতে পারেন: বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্য বাচ্চাদের কী পোশাক পরানো হবে? দ্বধ থেতে দেব কি? অন্য একটা বাব্রিচ ডাকলে হয় না?

'আহ্, রেহাই দাও আমায়, রেহাই দাও!' এই বলে তিনি ফিরলেন শোবার ঘবে, স্বামীর সঙ্গে যেখানে বসে কথা কয়েছিলেন ফের বসলেন সেই চেয়ারেই, অস্থিল আঙ্কল থেকে খসে পড়ো-পড়ো কয়েকটা আংটি সমেত হাত জড়ো করে মনে করতে লাগলেন ভূতপূর্ব কথাবার্তাটা। 'চলে গেল! কিন্তু তার সঙ্গে ওর শেষ কী কথাটা হয়েছিল ''ভাবলেন তিনি, 'সতিই কি ও এখনো তার সঙ্গে দেখা করবে? কেন জিগ্যেস করলাম না ওকে? না, না, মিলন চলে না। আমরা যদি এক বাড়িতেও থাকি, তাহলেও আমরা হব বাইরের লোক। বরাবরের মতো বাইরের লোক!' তাঁর কাছে ভয়ংকর এই কথাটায় বিশেষ অর্থ দিয়ে তিনি ফের প্রনরাবৃত্তি করলেন, 'আর কী ভালোই না তাকে বেসেছিলাম, ভালোবসেছিলাম. ভগবান, কী ভালোই না বেসেছিলাম! আর এখনকি ওকে ভালোবাসি না? আগের

চেরে বেশি ভালোবাসি না কি? কিন্তু সবচেরে বেটা ভরংকর...' নিজের চিন্তা শ্রের করলেও সেটা শেষ হল না, কেননা মারেনা ফিলিমনোভনা ঢুকল দরজা দিয়ে।

বলল, 'আমার ভাইকে ডেকে আনার হ্রকুম দিন। সে খাবার রামা করে দেবে। নইলে গতকালের মতো ছেলেপ্রলেরা থাকবে না খেয়ে।'

'ঠিক আছে, আমি এক্ষ্বনি বেরিয়ে সব দেখছি। হাাঁ, টাটকা দ্বধের জন্যে লোক পাঠানো হয়েছে?'

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা সংসারের কাজে ডুবে গিয়ে তাতে নিজের দ্বঃখ সাময়িকভাবে ভূলে গেলেন।

n e n

ভালো মেধা থাকার দর্ন স্তেপান আর্কাদিচ স্কুলে পড়াশ্না করেছিলেন ভালোই, কিন্তু আলসে আর দ্রস্ত হওয়ায় পাশ করে বেরন শেষ সারিতে; কিন্তু সর্বদা আন্ডা মেরে বেড়ানো জীবন, অন্চ রাজ্ব আর অপ্রবীণ বয়স সত্ত্বেও মস্কোর একটি সরকারি অফিসে চাকরি পেয়েছিলেন ভালো বেতনের। চাকরিটা পেয়েছিলেন তাঁর বোন আল্লার স্বামী আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কারেনিনের সাহাযো, তিনি মন্দ্রিদপ্তরে একজন পদস্থ ব্যক্তি, অফিসটি এই দপ্তরেরই অধীনে। কারেনিন তাঁর শ্যালককে এই চাকরিটি না দিলেও শত শত অন্য লোক, ভাই, বোন, নিকটসম্পর্কায় খ্রুড়ো, খ্রুড়ি মারফত এই চাকরিটাই অথবা হাজার ছয়েক বেতনের অমনি একটা চাকরিই তিনি পেতেন, যা তাঁর দরকার ছিল, কেননা স্বার্র যথেন্ট সম্পত্তি সত্ত্বেও তাঁর হাল দাঁড়িয়েছিল খারাপ।

মন্দেরা আর পিটার্সবিংগেরি অধেকিই ছিল স্ত্রেপান আর্কাদিচের আত্মীয়ন্দবজন বন্ধবান্ধব। যেসব লোকের পরিবেশে তাঁর জন্ম, তাঁরা ছিলেন এবং হয়ে ওঠেন ইহজগতে প্রতিপত্তিশালী। সরকারী লোকেদের একতৃতীয়াংশ যাঁরা বৃদ্ধ, তাঁরা ছিলেন তাঁর পিতার স্কুদ, ওঁরা তাঁকে জানতেন তাঁর বাল্যাবন্ধা থেকে; দ্বিতীয় তৃতীয়াংশের সঙ্গে তাঁর তৃমি বলে ডাকার সম্পর্ক, আর তৃতীয়দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল ভালো; স্কৃতরাং চাকরি, পারমিট ইত্যাদির বিতরণকারীরা স্বজনকে এড়িয়ে যেতে পারতনা; একটা মোটা চাকরি পাবার জন্য অব্লোন্স্কিরও চেন্টা করার প্রয়োজন

ছিল না; তেমন প্রয়োজন ছিল শ্ব্যু আপত্তি না করা, ঈর্ষা না করা, ঝগড়া না বাধানো, আহত বোধ না করা, তাঁর প্রকৃতিগত সদয়তায় এটা তিনি কথনোই করেন নি। কেউ যদি ওঁকে বলত যে ওঁর দরকারমতো বেতনের কোনো চাকরি তিনি পাবেন না, আরো এই জন্য যে বেশি বহরের দাবি তিনি করেন নি, তাহলে সেটা তাঁর কাছে হাস্যকরই মনে হত; তাঁর সমবয়সীরা যা পায় তিনি শ্ব্যু তাই পেতে চাইতেন, আর একই ধরনের কাজ তিনি করতেন অন্য কারো চেয়ে খায়াপ নয়।

পরিচিতরা স্ত্রেপান আর্কাদিচকে ভালোবাসত কেবল তাঁর সদাশয়. হাসিখুশি স্বভাব আর সন্দেহাতীত সততার জন্যই নয়, তাঁর ভেতরে, তাঁর সুদুৰ্শন, সমুজ্জ্বল চেহারা, জ্বলজ্বলে চোখ, কালো ভুরু, চুল, মুখের শ্বেতাভা আর রক্তিমাভায় এমন কিছু, ছিল যা লোকের ওপর আনন্দ প্রীতির একটা শারীরিক প্রভাব ফেলত। ওঁর সঙ্গে দেখা হলে লোকে প্রায় সর্বদাই খাশির হাসিতে বলে উঠত, 'আরে স্থিভা যে! অব্লোন্স্কি! সেই লোক!' কখনো কখনো তাঁর সঙ্গে আলাপের পর দেখা গেল তেমন আনন্দের কিছু ঘটল না, তাহলেও তার পরের দিন, তৃতীয় দিনে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ায় একইরকম খাদি হয়ে উঠত সবাই। তিন বছর মন্ফোর একটি অফিসে অধিকর্তার পদে থেকে স্তেপান আর্কাদিচ তাঁর সহকর্মী, অধীনস্থ, ওপরওয়ালা, এবং তাঁর সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ছিল তাদের সবার কাছ থেকে শ্ব্ব ভালোবাসাই নয়, শ্রদ্ধাও অর্জন করেছিলেন। চাকুরি ক্ষেত্রে এই সর্বজনীন শ্রন্ধা স্তেপান আর্কাদিচ পেরেছিলেন যে প্রধান গুলাবলির সুবাদে. তা হল প্রথমত, নিজের ব্রুটি সম্পর্কে সচেতন থাকায় অন্য লোকেদের প্রতি প্রশ্রমদান: দ্বিতীয়ত, একান্ত উদারনৈতিকতা, যা তিনি খবরের কাগজে পড়েছেন তা নয়, যা মিশে আছে তাঁর রক্তে, যার দর্বন অবস্থা ও পদ নিবিশেষে সমস্ত লোকের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার একেবারে একইরকম, আর তৃতীয়ত, যেটা প্রধান কথা, যে কাজ তিনি করছেন তার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা, ফলে কখনো তিনি তাতে মেতে ওঠেন নি এবং ভল করেন নি। চাকুরিস্থলে এলে সম্ভ্রাস্ত চাপরাশি তাঁকে এগিয়ে দিল, পোর্টফোলিও

চাকুরিস্থলে এলে সম্ভ্রাস্ত চাপরাশি তাঁকে এগিয়ে দিল, পোর্টফোলিও
নিয়ে তিনি গোলেন তাঁর ছোটো কেবিনেটে, উদি চাপিয়ে এলেন অফিসে।
কেরানি কর্মচারাঁরা সবাই উঠে দাঁড়াল, মাথা নোয়াল সানদে, সসম্মানে।
স্তেপান আর্কাদিচ বরাবরের মতো তাড়াতাড়ি করে গোলেন তাঁর জায়গায়,
সদস্যদের সঙ্গে করমর্দন করে আসন নিলেন। কিছ্ম বসিকতা করলেন, কথা

কইলেন ঠিক যতটা ভদ্রতাসম্মত হয় ততটা, তারপর কাজে মন দিলেন। স্বাধীনতা, সহজ্ঞতা আর সানন্দে কাজ চালাবার জন্য বে আন্টোনিকতার প্রয়োজন তাদের ভেতরকার সীমারেখাটা স্তেপান আর্কাদিচের চেয়ে সঠিকভাবে আর কেউ খ্রে পেত না। স্তেপান আর্কাদিচের অফিসের সবার মতোই স্মিত সসম্মানে কাগজপত্র নিয়ে এগিয়ে এল সেক্টোরি এবং কথা কইল সেই অন্তরঙ্গ-উদারনৈতিক স্বরে যার প্রবর্তন করেছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ:

'শেষ পর্যস্ত আমরা পেনজা গ্রবেনিরার কর্তাদের কাছ থেকে খবর পেয়েছি। এই যে, চলবে...'

'পেরেছেন, তাহলে?' কাগজটার আঙ্কে দিরে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'তাহলে মশাইরা..' শ্রুর হল অফিসের কাজ।

রিপোর্ট শোনার সময় অর্থমিয ভঙ্গিতে মাথা নুইয়ে তিনি ভাবলেন, 'যদি ওদের জানা থাকত আধ ঘণ্টা আগে কী দোষী বালকই না হতে হয়েছিল সভাপতিকে!' চোখ ওঁর হাসছিল। না থেমে কাজ চলার কথা বেলা দুটো অর্বাধ। বেলা দুটোয় বিরতি আর আহার।

দুটো তখনো হয় নি, এমন সময় অফিস-কক্ষের কাচের বড়ো দরজাটা হঠাং খুলে গেল এবং কে যেন ভেতরে ঢুকল। মনোযোগ বিক্ষেপে খুশি হয়ে পোর্ট্রেটের নিচে থেকে, আয়নার পেছন থেকে সমস্ত সভ্য চাইল দরজার দিকে; কিন্তু দরজার কাছে দণ্ডায়মান দরোয়ান তক্ষ্বনি আগন্তুককে বার করে দিল এবং বন্ধ করে দিল কাচের দরজা।

মামলাটা পড়া শেষ হলে স্তেপান আর্কাদিচ টানটান হয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং একালের উদারনৈতিকতার আদর্শে অঞ্জলি দিয়ে সিগারেট বার করে চললেন তাঁর কেবিনেটে। তাঁর দ্বজন বন্ধ প্রনেন কর্মচারী নিকিতিন আব দরবারে পদস্থ গ্রিনেভিচও বেরুলেন তাঁর সঙ্গে।

শ্রেপান আর্কাদিচ বললেন, 'খাবারের পর শেষ করে ওঠা যাবে।' 'খুব পারা যাবে!' বললেন নিকিতিন।

'আর এই ফোমিনটি একটি তোফা হারামজাদা নিশ্চর' — যে মামলাটা ওরা দেখছেন তাতে জড়িত জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করলেন গ্রিনেভিচ।

গ্রিনেভিচের কথার মুখ কোঁচকালেন স্তেপান আর্কাদিচ, তাতে করে বৃ্নিরে দিলেন যে আগেভাগেই রায় দিয়ে দেওরা অশোভন, তবে ওঁকে কিছু বললেন না।

'কে ঢুকেছিল?' দরোয়ানকে জিগ্যেস করলেন তিনি।

'কে একজন লোক হ্জ্রে জিজ্ঞাসাবাদ না করেই চুকে পড়ছিল, শ্ব্র আমি ঘ্ররে দাঁড়াই। আপনাকে চাইছিল। বললাম: সদস্যরা যখন বের্বেন তখন...'

'কোথায় সে?'

'হয়ত বারান্দায় বেরিয়েছে, নইলে এখানেই তো কেবলি ঘোরাঘ্রির করছিল। এই যে ওই লোকটা' — কোঁকড়া দাড়িওয়ালা বিলন্ঠগঠন ব্যক্ষম একজনকে দেখিয়ে বললে দরোয়ান। লোকটা তার ভেড়ার লোমের টুপি না খ্লেই ক্ষিপ্র এবং লঘ্ পায়ে পাথ্রে সিণ্ডির ক্ষয়ে যাওয়া ধাপগ্লো বেয়ে ছ্রটে উঠল ওপরে। একজন রোগাটে রাজপ্র্র্য পোর্টফোলিও হাতে নিচে নামছিলেন, অনন্মোদনের ভাব করে তিনি ছ্রটস্ত লোকটার পায়ের দিকে চেয়ে রইলেন তারপর সপ্রশন দ্ভিটতে তাকালেন অব্লোন্স্কির দিকে।

স্ত্রেপান আর্কাদিচ দাঁড়িয়ে ছিলেন সি'ড়ির ওপরে। ধেয়ে আসা লে।কটাকে চিনতে পেরে নক্সা-তোলা কলারের ওপর তাঁর ভালোমান্ যি জবলজবলে মুখখানা আরো জবলজবল করে উঠল।

তাঁর দিকে এগিয়ে আসা লেভিনের দিকে তাকিয়ে বন্ধনুসন্লভ ঠাট্টামিশ্রিত হাসি হেসে তিনি বলে উঠলেন, 'তাই তো বটে! শেষ পর্যস্ত দেখা দিল লেভিন!' বন্ধনুর সঙ্গে করমর্দনি বিনিময়ে যেন আশ মিটছিল না তাঁর, লেভিনকে চুম্বন করে বললেন, 'এই চোরের আন্ডায় আমায় খ্র্জতে আসতে তোমার গা ঘিনঘিন করল না যে বড়ো?'

'আমি এইমাত্র এসেছি, তোমার সঙ্গে দেখা করার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল' — লেভিন বললেন সসংকোচে, সেইসঙ্গে রাগত আর অস্বস্থিপ্র্ণ দ্ভিতে চেয়ে দেখলেন চারিদিক।

বন্ধর আত্মাভিমানী রুষ্ট সংকোচের কথা জানা থাকায় স্তেপান আর্কাদিচ নাও, চলো যাই কেবিনেটে বলে তাঁকে নিয়ে গেলেন যেন বিপদ-আপদের মাঝখান দিয়ে।

পরিচিত প্রায় সকলের সঙ্গেই স্তেপান আর্কাদিচের 'তুমি' সম্পর্ক': ষাট বছরের বুড়ো, বিশ বছরের ছোকরা, অভিনেতা, মন্দ্রী, বেনিয়া-কারবারী, জেনারেল-আডেজ্বট্যান্ট — সকলের সঙ্গেই, তাঁর 'তুমি' সম্পর্কিত অনেকেই ছিল সামাজিক সোপানের দুই চরম প্রান্তে এবং অব্লোন্ স্কির সঙ্গে তাদের

সাধারণ কিছ্ একটা আছে জেনে খ্বই অবাক হত। যার সঙ্গেই তিনি শান্দেন খেতেন তার সঙ্গেই তাঁর 'তুমি' সম্পর্ক, আর শান্দেশন তিনি খেতেন সকলের সঙ্গেই, তাই অফিসে নিজের অধীনস্থদের সামনে সংকুচিত 'তুমি'র ঠাটা করে তিনি তাঁর অনেক বন্ধনের যা বলতেন — সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তাঁর প্রকৃতিগত উপস্থিত ব্লিছতে অধীনস্থদের এই প্রসঙ্গে অপ্রীতিকর অন্ভূতিটা হ্রাস করে আনতে পারতেন। লেভিন সংকুচিত 'তুমি'র দলে ছিলেন না, কিন্তু অব্লোন্স্কি তাঁর সহজাত লোকচরিত্রবাধে অন্ভব করছিলেন যে তাঁর অধীনস্থদের সমক্ষে তাঁর ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ করতে না চাইতেও পারেন বলে লেভিন ভাবছেন, তাই তাড়াতাড়ি করে তাঁকে নিয়ে গেলেন কেবিনেটে।

লেভিন অর্থান স্কির প্রায় সমবয়সী, তাই তাঁর সঙ্গে 'তুমি' সম্পর্কটা শুধু শ্যান্পেনের স্বাদে নয়। প্রথম যৌবন থেকেই লেভিন তার সাধী ও বন্ধ। চরিপ্র ও রুচিতে পার্থক্য সত্ত্বেও তাঁরা ভালোবাসতেন পরস্পরকে, যেমন প্রথম যৌবনে মিলিত বন্ধরা পরস্পরকে ভালোবাসে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াকলাপের পথ নেওয়া লোকেদের ক্ষেত্রে প্রায়ই বা হয়ে থাকে, অপরের কাজ বিচার করে তাকে সঙ্গত প্রতিপন্ন করলেও মনে মনে সেটাকে তারা ঘূণা করে। প্রত্যেকেরই মনে হত যে জীবন সে নিজে অতিবাহিত করছে সেটাই আসল জীবন, আর বন্ধরে জীবনটা কেবল ছায়াম্তি'। লেভিনকে দেখে অব্লোন্স্কি ঈষং ঠাট্রা-মেশা হাসি চাপতে পারলেন না। গ্রাম থেকে মস্কোয় এলে কতবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে. গ্রামে লেভিন কী একটা কর্নছিলেন, কিন্তু ঠিক কী সেটা স্তেপান আর্কাদিচ কখনো ভালো করে বুঝে উঠতে পারেন নি. তা ছাড়া তাতে তাঁর আগ্রহও ছিল না। লেভিন মন্কো আসতেন সর্বদাই উর্ত্তোজত, ব্যস্তসমস্ত হয়ে, কিছ্টো সংকোচবোধ নিয়ে আর সে সংকোচবোধে বিরক্ত হয়ে উঠে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সর্বাক্ষর দেখতেন একটা নতুন অপ্রত্যাশিত দ্বাঘ্টিতে। এ সবে হাসতেন স্তেপান আর্কাদিচ এবং ভালোবাসতেন এ সব। ঠিক তেমনি লেভিনও মনে মনে বন্ধরে নাগরিক জীবনযাত্রা আর তাঁর কাজ — দুইই খুশা করতেন, ও কাঞ্চটাকে তিনি মনে করতেন বাজে, হাসতেন তা নিয়ে। কিন্তু তফাংটা এই যে লোকে য। করে তা সর্বকিছ্ক করে অব্লোন স্কি হাসতেন আত্মবিশ্বাস নিয়ে এবং ভালো মনে আর লেভিনের আত্মবিশ্বাস ছিল না, মাঝে মাঝে রেগেও উঠতেন।

কেবিনেটে চুকে লেভিনের হাত ছেড়ে দিরে এবং তাতে করে এখানে আর বিপদ নেই এইটে ষেন ব্রিকরে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'আমরা অনেকদিন তোমার অপেক্ষার আছি। ভারি, ভারি আনন্দ হল তোমার দেখে। কিন্তু কী ব্যাপার? কেমন আছো? এলে কবে?'

লেভিন চুপ করে তাকিয়ে রইলেন তাঁর কাছে অপরিচিত অব্লোন্ স্কির দুই বন্ধর মুখের দিকে, বিশেষ করে ভারি লম্বা লাদা আঙ্কা, ডগার দিকে বে'কে যাওয়া হলদে হলদে নখ আর কামিজের বিরাট ঝকঝকে কফবোতাম সমেত মার্জিত গ্রিনেভিচের হাতের দিকে, যে হাত দুখানা তাঁর সমস্ত মনোযোগ গ্রাস করেছে, চিন্তার ফুরসং দিছে না। অব্লোন্ স্কিতংক্ষণাং সেটা লক্ষ্য করে হাসলেন। বললেন:

'ও হাাঁ, পরিচয় করিয়ে দিই। আমার সাথি: ফিলিপ ইভানিচ নিকিতিন, মিখাইল স্থানিস্লাভিচ গ্রিনেভিচ, — আর লেভিনের দিকে ফিরে — জেমস্ত্ভোর কর্মকর্তা, জেমস্ত্ভোর নতুন আমলের লোক, ব্যায়ামবীর - এক হাতে পাঁচ প্দে ওজন তোলেন, পশ্পালক, শিকারী এবং আমার বন্ধ্ব কনস্থান্তিন দ্মিগ্রিচ লেভিন, সেগেই ইভানিচ কজ্নিশেভের ভাই।' ভারি আনন্দ হল' — বললেন বৃদ্ধ।

'আপনার ভাই, সেগেই ইভানিচকে জানার সোভাগ্য হয়েছে আমার' — লম্বা লম্বা নথ সমেত সর্ব হাতথানা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন গ্রিনেভিচ। লেভিন ভুর্ব কোঁচকালেন, নির্ব্তাপ ভঙ্গিতে করমর্দন করেই তংক্ষণাং ফিরলেন অব্লোন্স্কির দিকে। সারা রাশিয়ায় নামকরা সাহিত্যিক তাঁর সংভাইয়ের প্রতি তাঁর প্রচুর শ্রদ্ধা থাকলেও তাঁকে কনস্তান্তিন লেভিন না বলে বিখ্যাত কজ্নিশেভের ভাই বলা হলে তিনি সইতে পারতেন না।

'না, আমি আর জেমন্ত্ভো'র কর্মকর্তা নই। সবার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করেছি, সভায় আর যাই না' — অব্লোন্স্কির দিকে চেয়ে তিনি বললেন। 'এত তাড়াতাড়ি!' হেসে বললেন অব্লোন্স্কি, 'কিস্তু কী করে? কেন?'

'সে এক লম্বা ইতিহাস। বলব পরে এক সময়' — লেভিন এ কথা বললেও সঙ্গে সঙ্গেই ইতিহাসটা জানাতে শ্রুর করলেন. 'মানে সংক্ষেপে বললে, জ্মেন্ড্রভার কর্মকর্তা বলে কেউ নেই, থাকতেও পারে না।' এমনভাবে উনি বললেন যেন এই মাত্র কেউ তাঁকে আঘাত দিয়েছে, 'একদিক থেকে ওটা খেলনা, পার্লামেন্ট-পার্লামেন্ট খেলা হচ্ছে, আর আমি তেমন তর্মণও নই. তেমন ব্রুড়োও নই যে খেলনা নিয়ে মাতব; অন্য (একটু তোতলালেন তিনি) দিকে এটা উরেজ্দের coterie'র* পক্ষে টাকা করার একটা উপায়। আগে ছিল তত্ত্বাবধান, বিচারালয়, আর এখন জেমস্ত্ভো, উৎকোচের চেহারায় নয়, বিনা যোগ্যতায় বেতন হিসেবে' — বললেন উনি এত উর্ব্তোজত হয়ে যেন উপস্থিতদের কেউ আপত্তি করেছে তাঁর মতামতে।

'বটে! তুমি দেখছি ফের নতুন পর্যায়ে, রক্ষণশীল পর্যায়ে' -- বললেন শ্রেপান আর্কাদিচ, 'তবে সে কথা হবে পরে।'

'হাাঁ, পরে। কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা করা আমার দরকার ছিল' — বিশ্বেষের দ্বিতি গ্রিনোভিচের হাতের দিকে তাকিয়ে লেভিন বললেন। স্তেপান আর্কাদিচ প্রায় অলক্ষ্যে হাসলেন একটু।

'তুমি যে বড়ো বঁলেছিলে আর কখনো ইউরোপীয় পোশাক পরবে না?' তাঁর নতুন, স্পষ্টতই ফরাসি কাটের পোশাকের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'বটে! দেখছি নতুন পর্যায়!'

হঠাং লাল হয়ে উঠলেন লেভিন, বয়স্ক লোকেরা যেভাবে লাল হয়ে হয়ে ওঠে নিজেরাই তা লক্ষ না করে, তেমন নয়, যেভাবে লাল হয়ে ওঠে বালকেরা, যখন তারা টের পায় যে তাদের সংকোচপরায়ণতায় তারা হাস্যকর, তার ফলে লজ্জা পেয়ে লাল হয়ে ওঠে আরো বেশি, প্রায় কায়া এসে যায়। আর এই ব্দিমান প্রয়্যালী ম্খখানাকে শিশ্বদের দশায় দেখতে পাওয়া এত বিচিত্র যে তাঁর দিকে অব্লোন্স্কি আর তাকালেন না।

লেভিন বললেন, 'তা কোথায় দেখা হবে? তোমার সঙ্গে কথা বলা আমার কাছে খুবই জরুরি।'

অব্লোন্স্কি ষেন চিন্তায় ডুবে গেলেন।

'শোনো, চলো গ্রারনের ওখানে প্রাতরাশ সারতে, সেখানে কথা হবে। তিনটে পর্যস্ত আমি ফাঁকা।'

একটু ভেবে লেভিন বললেন, 'না, আমাকে তো আবার যেতে হবে।' 'তা বেশ, তাহলে একসঙ্গে লাগু করা যাক।'

'লাণ্ড? আমার যে দরকার শন্ধন দনটো কথা বলা, আর আলোচনা করা যাবে পরে।'

'তাহলে এখর্নন কথা দ্বটো বলে ফ্যালো, লাণ্ডে আবার আলাপ কী।' 'কথা দ্বটো এই' — বললেন লেভিন, 'তবে বিশেষ কিছ্ব নয়।'

* अक्कार्य मृत्र छ मन (ফরাসি)।

মূখখানায় ওঁর হঠাৎ আক্রোশ ফুটে উঠল, বেটা দেখা দিয়েছে নিজের সংকোচশীলতা দমনের প্রয়াসে।

উনি বললেন, 'শ্যেরবাংস্কিরা কী করছে? সব আগের মতোই?'

বহুদিন থেকে লেভিন তাঁর শ্যালিকা কিটির প্রেমাসক্ত, সেটা জানা থাকায় স্তেপান আর্কাদিচ সামান্য হাসলেন, চোখ তাঁর আমোদে চকচক করে উঠল।

'তুমি বললে দ্বটো কথা, কিন্তু দ্বটো কথায় আমি জ্বাব দিতে পারব না, কেননা... মাপ করো, এক মিনিট...'

অন্তরঙ্গতা মেশা সম্মান দেখিয়ে ঘরে ঢুকল সেক্রেটারি, সমস্ত সেক্রেটারির পক্ষেই যা সাধারণ, কর্তার চেয়ে সে যে কাজটা ভালো বোঝে তেমন একটা বিনীত চেতনা সহ, কাগজপত্র নিয়ে সে গেল অব্লোন্স্কির কাছে এবং প্রশেনর আড়ালে কী একটা মুশকিলের কথা বোঝাতে শ্রে করল। স্তেপান আর্কাদিচ সেটা প্রো না শ্নে সঙ্গেহে তাঁর হাত রাখলেন সেক্রেটারির আদ্রিনে।

'না, আমি যা বলেছিলাম তাই কর্ন' — হাসিতে তাঁর মন্তব্যটাকে নরম করে তিনি বললেন, এবং ব্যাপারটা তিনি কিভাবে ব্রুছেন সেটা ব্যাখ্যা করে কাগজগন্লো সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই কর্ন অন্ত্রহ করে, এই ধারায়, জাখার নিকিতিচ।'

অপ্রস্থৃত হয়ে সেক্রেটারি চলে গেল। তার সঙ্গে যখন কথাবার্তা হচ্ছিল, লোভন তার মধ্যে তাঁর সংকোচ সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠে চেয়ারে দুই হাতের কন্ই ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, মুখে তাঁর দেখা দিয়েছিল বিদ্রুপাত্মক মনোযোগ।

वलालन, 'वृत्ति ना, একেবারে বৃত্তি ना।'

'কী ব্রতে পারছ না?' তেমনি আম্বদে হাসি হেসে, সিগারেট বার করে বললেন অব্লোন্স্কি। লেভিনের কাছ থেকে কোনো একটা বিদঘ্টে কাণ্ড আশা কর্রছিলেন তিনি।

'কী যে তোমরা করে যাচ্ছ কিছ্ই ব্রবিধ না' — কাঁধ কু'চকিয়ে বললেন লেভিন। 'গ্রের্ডসহকারে এটা তুমি করতে পারো কী করে?'

'কী জনো?' '

'এই জ্বন্যে যে করবার কিছ্ব নেই।'

'তুমি তাই ভাবছ, কিন্তু আমরা কাজে আকণ্ঠ ডুবে আছি।'

'কাগজে ডুবে আছ। তা এ ব্যাপারে তোমার গ্র্ণ আছে বৈকি' — যোগ করলেন লেভিন।

'তার মানে তুমি ভাবছ আমার কোনো একটা ঘাটতি আছে?'

'হয়ত সতিটে আছে' — লেভিন বললেন। 'তাহলেও তোমার উদারতার আমি মৃদ্ধ হই এবং গর্ববাধ করি যে এমন উদার মানুষ আমার বন্ধ। কিন্তু তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দিলে না' — অব্লোন্স্কির চোথে চোখে তাকাবার মরিয়া চেন্টা করে তিনি যোগ দিলেন।

'নাও হয়েছে, হয়েছে। দাঁড়াও না, তুমিও এই পথেই আসবে। তোমার যে কারাজিনাস্ক উয়েজ্দে তিন হাজার দেসিয়াতিনা* জমি আছে, এমন পেশী, বারো বছরের কুমারীর মতো এমন তাজা আমেজ, তাহলেও আসবে তুমি আমাদের কাছেই। তা তুমি যা জিগ্যেস করেছিলে অদলবদল কিছ্ম হয় নি, শুধ্ব আফশোসের কথা যে তুমি বহুদিন যাও নি সেখানে।'

'কেন, কী হল :' ভীতভাবে শুধালেন লেভিন।

'ও কিছ, না' — জবাব দিলেন অব্লোন্স্কি। 'কথা হবে। কিন্তু সত্যি, কেন তুমি এলে বলো তো?'

'আহ্, এ নিয়েও কথা হবে পরে' — ফের আকর্ণ রক্তিম হয়ে বললেন লেভিন।

'তা বেশ। বোঝা গোল' — স্তেপান আর্কাদিচ বললেন। 'কী জানো, আমি তোমায় নিজেব বাড়িতেই ডাকতাম, কিন্তু দ্বী মোটেই সম্প্র নয়। আর শোনো, ওদের সঙ্গে যদি দেখা করতে চাও, তাহলে ওরা নিশ্চয় এখন জন্ব-পার্কে, চারটে থেকে পাঁচটা পর্যস্ত থাকবে। কিটি স্কেট করে। তুমি চলে যাও সেখানে, আমিও যাব, তারপর একসঙ্গে খেয়ে নেব কোথাও।'

'চমংকার, ফের দেখা হওয়া পর্যস্ত।'

'দেখো, আমি তো তোমায় জানি, ভূলে বাবে কিংবা হঠাৎ চলে বাবে গাঁরে।' হেসে চিৎকার করে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'না, সত্যি বলছি।'

এবং অব্লোন্ স্কির বন্ধন্দের অভিনন্দন জানাতে যে ভূলে গেছেন সেটা কেবল দরজার কাছে মনে পড়ায় লেভিন বেরিয়ে গেলেন কেবিনেট থেকে। লেভিন চলে গেলে গ্রিনেভিচ বললেন, 'নিশ্চয় খুব উদ্যোগী প্রের্ষ।'

এক দেসিয়াতিনা — ১০০০০ বর্গ মিটাবের মতো।

'হাা গো' — মাথা দ্বলিয়ে বললেন শুেপান আর্কাদিচ, 'স্থা লোক! কারাজিনস্কি উয়েজ্দে তিন হাজার দেসিয়াতিনা জমি, সবই পড়ে আছে ওর সামনে, আর কী তাজা! আমাদের মতো নয় ভায়া।'

'আপনার নালিশ করার কী আছে শ্রেপান আর্কাদিচ?'

'আরে যাচ্ছেতাই, বিছছিরি' -- দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

n e n

অব্লোন্ স্কি যখন লেভিনকে জিগ্যেস করেছিলেন ঠিক কেন সে এসেছে, তখন লেভিন লাল হয়ে ওঠেন, এবং লাল হয়ে উঠেছেন বলে রেগে ওঠেন নিজের ওপরেই, কেননা এ জবাব তিনি দিতে পারতেন না: 'এসেছি তোমার শ্যালিকার পাণিপ্রার্থনা করতে', যদিও তিনি এসেছিলেন শৃথ্য এই জন্যই।

লেভিন আর শ্যেরবাংস্কিদের বংশ মস্কোর বনেদী অভিজ্ঞাত বংশ. সর্বদাই তাদের মধ্যে ছিল ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক। এ সম্পর্ক আরো দ্য হয় লেভিনের উচ্চশিক্ষার্থী জীবনে। ডল্লি আর কিটির ভাই তর্বণ প্রিন্স শ্যেরবাংস্কির সঙ্গে একই সাথে তিনি প্রস্তুত হন এবং একসঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এই সময় লেভিন প্রায়ই শ্যেরবাৎস্কিদের বাড়িতে আসতেন, বাড়িটাকে তিনি ভালোবেসে ফেলেন। যতই এটা আশ্চর্য ঠেকুক, লোভন ভালোবেসেছিলেন ঠিক বাড়িটাই, পরিবারটাকে. বিশেষ করে তার অন্দরমহলকে। নিজের মাকে লেভিনের মনে পড়ে না. আর দিদি ছিল তাঁর চেয়ে বয়সে বড়ো, তাই শোরবার্ণাস্কদের বাড়িতেই তিনি প্রথম দেখেন সেই বনেদী, অভিজ্ঞাত, সুনিক্ষিত ও সততাশীল সংসার, যা তিনি হারিরেছিলেন পিতা-মাতার মৃত্যুতে। এ পরিবারের সমস্ত সভ্য, বিশেষ করে মেয়েরা ছিল কেমন একটা রহস্যময় কাব্যধর্মী অবগ্রন্থনে ঢাকা, আর তিনি তার্দির ভেতর কোনো হুটি দেখেন নি তাই নয়, এই অবগা-ঠনের তলে সবচেয়ে সম্হ্লত অন্ভূতি, সবরকমের পূর্ণতা আছে বলে ধরে নিতেন। একদিন পর পর কেন এই তিন ভদ্র কন্যার প্রয়োজন হত ফরাসি আর ইংরেজিতে কথা বলার: কেন একটা নিদিপ্ট সময়ে তারা পালা করে বাজাত পিয়ানো যার ধর্নন পেশছত ওপরতলার ভাইয়ের ঘরে বেখানে পড়াশনা করত ছাররা; কেন আসত ফরাসি সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, নৃত্যের এই শিক্ষকেরা; কেন একটা নির্দিষ্ট সময়ে এই তিন কন্যাই মাদমোরাজেল লিনোর সঙ্গে গাড়ি করে ত্ভের্ম্কর ব্লভারে ষেত তাদের বিলিতি কোট পরে — ডাল্লরটা লম্বা, নাটালির আধা-লম্বা, আর কিটিরটা একেবারেই খাটো, ফলে টানটান লাল মোজা পরা তার স্টোম পা-দন্খানা চোখে পড়ত; সোনালী তকমা লাগানো টুপি পরা চাপরাশি সমভিব্যাহারে কেন তাদের প্রয়োজন ত্ভের্ম্কর ব্লভারে বেরিয়ে বেড়ানো — এই সব এবং তাদের রহস্যময় জগতে আরো যা যা ঘটত তার অনেককিছন্ই তিনি ব্রুতন না, কিন্তু জ্বানতেন যে এখানে যাকিছ্ ঘটছে তা সবই অপর্প আর প্রেমে পড়ে যান ঠিক এই রহস্যময়তার সঙ্গে।

ছাত্রজ্ঞীবনে উনি প্রায় বড়ো বোন ডিল্লর প্রেমে পড়তে ষাচ্ছিলেন, কিন্তু দিগগিরই তার বিয়ে হয়ে গেল অব্লোন্দিকর সঙ্গে। পরে তিনি মেজো বোনের প্রণয়াসক্ত হতে থাকেন। উনি কেমন যেন অন্ভব করতেন যে বোনেদের একজনের প্রেমে তাঁর পড়া দরকার, শ্বে ঠিক কার প্রেমে সেটা ছির করে উঠতে পারতেন না। কিন্তু নাটালিও সমাজে দেখা দিতে না দিতেই কূটনীতিক ল্ভভভের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল তার। বিশ্ববিদ্যালয় খেকে লেভিন যখন পাশ করে বের্লেন, কিটি তখনো ছোটো। তর্ল শােরবাংদিক যোগ দিলেন নােবহরে এবং বল্টিক সাগরে সলিলসমািধ নেন। অব্লোন্দিকর সঙ্গে বন্ধু সত্ত্বও শােরবাংদিক পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক কাণ হয়ে এল। কিন্তু এক বছর গ্রামে কাটিয়ে এ বছর শাতের প্রারম্ভে লেভিন যখন মন্ফো আসেন এবং দেখা হয় শােরবাংদিকদের সঙ্গে, তিনি ব্রুলেন এই তিনজনের মধ্যে সত্যসত্যই কাকে ভালােবাসা ছিল তাঁর নির্বন্ধ।

ভালো বংশের লোক, গরিবের চেয়ে বরং বড়োলোক বলাই উচিত, বিগ্রম বছর বয়স, তাঁর মতো এমন একজনের পক্ষে প্রিল্সেস শ্যেরবাংস্কায়ার পাণিপ্রার্থনা করার চেয়ে সহজ্ব আর কিছু হতে পারে না বলেই মনে হতে পারত; একান্ত সম্ভব ছিল যে তাঁকে তংক্ষণাং গ্রহণ করা হত উত্তম পার হিশেবে। কিন্তু লেভিন প্রেমে পড়েছিলেন এবং তাঁর মনে হত যে কিটি সব দিক দিয়ে এতই স্কুস্প্র্ণ, পাথিব সবকিছুর উর্ধের এমন এক জীব আর তিনি এতই পাথিব ও হীন যে অন্যেরা এবং কিটি স্বরং তাঁকে তার যোগা বলে স্বীকার করবে এমন কথা ভাবাই যায় না। মন্দের বেন ঘোরের মধ্যে দু'মাস কাটিরে, প্রতি দিন সমাজে কিটিকে দেখে, তার সঙ্গে দেখা করার জন্যই সেখানে তিনি যেতেন, লেভিন হঠাং ঠিক করলেন, এ হতে পারে না এবং চলে গেলেন গ্রামে।

এ হতে পারে না, লেভিনের এমন প্রত্যয়ের ভিত্তি ছিল এই যে আত্মীয়স্বজনদের চোখে তিনি ছিলেন মাধ্রীময়ী কিটির পক্ষে অলাভজনক
অযোগ্য পাত্র আর কিটি নিজে তাঁকে তো ভালোবাসতেই পারে না। আত্মীয়স্বজনদের চোখে তিনি প্রচলিত স্নুনির্দিণ্ট কোনো কাজে নিয্কু নন,
সমাজেও কোনো প্রতিষ্ঠা নেই, যেক্ষেত্রে ওঁর বিত্রশ বছর বয়সে বদ্ধরা
ইতিমধ্যেই কেউ কর্নেল, কেউ এইডডেকং, কেউ প্রফেসর, কেউ ব্যাৎক আর
রেলপথের ডিরেক্টার, কেউ-বা অব্লোন্স্কির মতো সরকারী অফিসের
অধিকর্তা; আর উনি ওদিকে (অন্য লোকের কাছ তাঁকে কেমন লাগার কথা
সেটা তিনি ভালোই জানতেন) জমিদারি চালাচ্ছেন, গোপালন করছেন,
পাখির কোটরে গ্রনি মারছেন, আর এটা-ওটা ঘর তুলছেন। অর্থাণ
গ্র্ণহীন ছোকরা যার কিছ্বই হল না, এবং সমাজের মতে, যারা কোনো
কম্মের নয়, তারা যা করে উনি ঠিক তাই করছেন।

তিনি নিজেকে যা ভাবতেন তেমন একটা অস্কুন্দর লোক, প্রধান কথা, কোনো দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য নয় এমন একটা মাম্ক্রী লোককে রহস্যময়ী মনোরমা কিটি নিজেই ভালোবাসতে পারে না। তা ছাড়া কিটির সঙ্গে তার পর্বতন সম্পর্ক, ভাইয়ের সঙ্গে বন্ধুছের ফলে যেটা ছিল শিশ্বর প্রতি বয়স্কের সম্পর্কের মতো, সেটা তাঁর কাছে মনে হয়েছিল ভালোবাসার পথে আরো একটা নতুন অন্তরায়। তিনি নিজেকে যা ভাবতেন তেমন একটা অস্কুন্দর সদয় লোককে বন্ধুর মতো ভালোবাসা সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন, কিন্তু তিনি নিজে কিটিকে যেরকম ভালোবাসতেন, তেমন ভালোবাসা পেতে হলে হওয়া উচিত স্কুদর্শন, বিশেষ করে অসাধারণ একজন লোক।

তিনি শ্বনেছেন যে মেয়েরা প্রায়ই অস্বন্দর, সাধারণ লোককে ভালোবেসে থাকে, কিন্তু সেটা তিনি বিশ্বাস করতেন না, কেননা নিজেকে দিয়ে বিচার করে দেখলে, উনি নিজে ভালোবাসতে পারেন কেবল স্বন্দরী, রহস্যময়ী, অনন্যসাধারণ নারীকে।

কিন্তু গ্রামে একা একা দ্ব'মাস কাটিয়ে উনি নিঃসন্দেহ হয়ে উঠলেন যে প্রথম যৌবনে যেসব ভালোবাসা তিনি অন্বভব করেছিলেন, এটা তারই একটা নয়; এই আবেগ তাঁকে মৃহত্তের জন্য স্বস্থি দিছিল না; এই প্রশেনর মীমাংসা না করে বাঁচতে পারেন না তিনি: ও আমার বাঁ হবে কি হবে না; তাঁর হতাশাটা আসছে শুখ্ তাঁর এই কল্পনা থেকে বে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করাই হবে এমন কোনো প্রমাণ তাঁর কাছে নেই। এবং পাণিপ্রার্থনা করবেন আর গৃহীত হলে বিবাহও করবেন এই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তিনি এবার চলে এলেন মস্কোর। অথবা... প্রত্যাখ্যাত হলে কী তাঁর হবে সেক্থা তিনি ভাবতেও পারছিলেন না।

nen

সকালের ট্রেনে মন্ফো এসে লেভিন ওঠেন তাঁর মায়ের প্রথম স্বামীর
উরসজাত প্রে, তাঁর সং দাদা কজ্নিশেভের বাড়িতে; কেন তিনি এসেছেন
তক্ষ্নি তা বলে তাঁর পরামর্শ নেবেন বলে স্থির করে পোশাক বদলে তিনি
চুকলেন তাঁর কেবিনেটে; কিন্তু দাদা একলা ছিলেন না। তাঁর কাছে বসে
ছিলেন দর্শনের নামকরা এক প্রফেসর। খারকভ থেকে তিনি এসেছেন
বিশেষ করে অতি গ্রুত্বপূর্ণ দার্শনিক প্রশ্নে তাঁদের মধ্যে মতভেদের
মীমাংসা করার উদ্দেশাই। বস্তুবাদের বিরুদ্ধে উত্তপ্ত বিতর্ক চালাচ্ছিলেন
প্রফেসর আর সের্গেই কজ্নিশেভ আগ্রহভরে তা অন্মুসরণ করে গেছেন;
তারপর বিতর্কের শেষ প্রবন্ধটা পড়ে তিনি আপত্তি জানিয়ে প্রফেসরকে
চিঠি লেখেন। বস্তুবাদীদের কাছে বড়ো বেশি ছাড় দেওয়া হয়েছে বলে তিনি
প্রফেসরকে ভর্ণসনা করেন। সঙ্গে সঙ্গেই প্রফেসর চলে আসেন আলোচনার
করা। প্রসঙ্গটা ছিল একটা চলতি প্রশ্ন নিয়ে: মান্ব্যের ক্রিয়াকলাপে
মনস্তাত্ত্বিক আর শারীরব্ত্তীয় ঘটনার মধ্যে সীমারেখা আছে কি, থাকলে
সেটা কোথায়?

সেগেই ইভানোভিচ সকলকেই যে নির্বাপ স্নেহের হাসিতে স্বাগত করতেন, ভাইকেও সেভাবে গ্রহণ করে পরিচয় করিয়ে দিলেন প্রফেসরের সঙ্গে, তারপর চালিয়ে গেলেন কথোপকথন।

সর্-কপালে ক্ষ্মকায় হল্দ-রঙা চশমা-পরা মান্বটি সম্ভাবণ বিনিময়ের জন্য এক মৃহ্ত আলাপ থামিয়ে ফের কথাবার্তা চালিয়ে গেলেন, লেভিনের দিকে মন দিলেন না। প্রফেসর কখন চলে যাবেন তার অপেক্ষায় বসে রইলেন লেভিন, কিন্তু অচিরেই আলোচনার প্রসঙ্গে কোত্হলী হয়ে উঠলেন।

ষেসব প্রবন্ধ নিয়ে কথা হচ্ছিল, প্রপৃত্তিকায় লেভিনের তা চোখে পড়েছে, এবং সেগ্নলি তিনি পড়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৃতিবিদ্যার ছাত্র হিশেবে প্রকৃতিবিদ্যার বে ম্লেকথাগনলো তাঁর জানা ছিল তার পরিবিকাশ সম্পর্কে আগ্রহ নিয়ে, কিন্তু জীব হিশেবে মান্বের উন্তব, প্রতিবর্ত চিয়া নিয়ে জীববিদ্যা ও সমাজবিদ্যার ব্যক্তিকে তিনি কখনো জীবন ও ম্ত্যুর ষা তাংপর্য সে প্রশেষর সঙ্গে ব্রুক্ত করেন নি যা ইদানীং তাঁর মনে উঠছে ঘন ঘন।

প্রফেসরের সঙ্গে দাদার কথাবার্তা শন্নতে শন্নতে লেভিন লক্ষ্য করলেন যে তাঁরা বৈজ্ঞানিক প্রশনকে যন্ত করছেন প্রাণের প্রশেনর সঙ্গে, বারকয়েক তাঁরা প্রায় এই সব প্রশেনরই কাছে এসে গিয়েছিলেন, কিন্তু যা তাঁর মনে হচ্ছিল, প্রতিবার যেই তাঁরা সবচেয়ে প্রধান ব্যাপারটার কাছে আসছেন অর্মান তাঁরা তাড়াতাড়ি সরে যাচ্ছেন এবং স্ক্রে ভেদাভেদ, কুণ্ঠা জ্ঞাপন, উদ্ধৃতি, ইঙ্গিত, প্রামাণ্যের নজিরের জগতে ডুব দিচ্ছেন, তাঁদের কথাবার্তা বোঝা তাঁর পক্ষে কঠিন হচ্ছিল।

'আমি এটা মানতে পারি না' — সেগেই ইভানোভিচ বললেন তাঁর অভাস্ত প্রাঞ্জলতা আর প্রকাশের স্কানির্দিউতা আর মার্জিত বাচনভঙ্গিতে, 'কোনোক্রমেই আমি কেইসের সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হতে পারি না যে বহির্জিগং থেকে আমার সমস্ত ধারণা আসছে সংবেদন মারফত। মূল যে বোধ সন্তা, সেটা আমি পেরেছি সংবেদন মারফত নয়, কেননা এই বোধটা দেবার মতো কোনো বিশেষ প্রত্যঙ্গ নেই।'

'হাাঁ, কিন্তু ওঁরা — ভূস্টাঁ, ক্নাউস্ট, প্রিপাসভ জবাবে আপনাকে বলবেন যে আপনার সন্তাচেতনা আসছে সমস্ত অন্ভূতির যোগফল থেকে, সন্তার এ চেতনা হল অন্ভূতির পরিণাম। ভূস্টা তো আরো এগিয়ে সোজাস্কাজ দাবি করেন যে অন্ভূতি না থাকলে সন্তার চেতনাও থাকে না।'

'আমি বলব বিপরীত কথা' — শ্রের করলেন সেগেই ইভানোভিচ...

কিন্তু এবারেও লেভিনের মনে হল ওঁরা প্রধান জিনিসটার কাছাকাছি এসে ফের সরে যাচ্ছেন এবং প্রফেসরকে একটা প্রশ্ন করবেন বলে তিনি ঠিক করলেন।

জিগ্যেস কর্নেন, 'তাহলে দাঁড়াচ্ছে, আমার অনুভূতি যদি ধরংস পার, দেহ মরে যার, তাহলে কোনোক্রমেই আর অস্তিম্ব সম্ভব নর?'

প্রফেসর বিরক্তিতে এবং বাধা পাওয়ায় যেন একটা মানসিক যন্ত্রণায় তাকালেন প্রশনকর্তার দিকে, দেখতে যে দার্শনিকের বদলে বরং গণেটানা খালাসির মতো, তারপর সেগেই ইভানোভিচের দিকে চোখ ফেরালেন, বেন জিগ্যেস করছেন: কী আর বলার আছে এখানে? কিন্তু সেগেই ইভানোভিচ ফিনি কথা কইছিলেন প্রফেসরের মতো উদগ্রতার আর একদেশদিশিতার নর, প্রফেসরের জবাব দেওরার সঙ্গে সঙ্গে যে সহন্ধ স্বাভাবিক দ্ভিতিসি থেকে প্রশ্নটা করা হয়েছে তা বোঝার মতো মানসিক প্রসারতা যাঁর ছিল, তিনি হেসে বললেন:

'এ প্রদান সমাধানের অধিকার আমাদের এখনো নেই...'

'তথ্য নেই' - সমর্থন করলেন প্রফেসর এবং নিজের বৃক্তিবিস্তার চালিয়ে গোলেন। বললেন, 'আমি উল্লেখ করতে চাই, প্রিপাসভ যা সোজাস্বৃদ্ধি বলেন, অনুভবের ভিন্তি যদি হয় সংবেদন, তাহলে এ দ্বুয়ের মধ্যে কঠোরভাবে পার্থক্য করতে হবে।'

লেভিন আর শ্নেছিলেন না, অপেক্ষা করছিলেন কখন প্রফেসর চলে যান।

n v n

প্রফেসর চলে ষেতে সেগেহি ইভানোভিচ ভাইকে বললেন:

'তুই এসেছিস বলে ভারি খ্নাশ হলাম। কতাদনের জন্যে? চাষবাস কেমন চলছে?'

লেভিন জানতেন যে চাষবাসে দাদার বিশেষ কৌত্হল নেই, প্রশ্নটা করলেন শ্ব্ব তাঁকে একটু প্রশ্রয় দিয়ে, তাই লেভিনও উত্তরে কেবল গম বিক্রি আর টাকার কথাটা বললেন।

লেভিন ভেবেছিলেন যে তাঁর বিবাহের সংকল্পের কথা দাদাকে জানাবেন, তাঁর উপদেশ চাইবেন, এমনকি এ বিষয়ে একেবারে মনস্থিরও করে ফেলেছিলেন; কিন্তু যখন তিনি ভাইকে দেখলেন, প্রফেসরের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা কানে গেল এবং পরে যে প্র্তিপোষকতার স্বুরে তিনি জিগ্যেস করলেন চাষবাসের কথা (ওঁদের মায়ের সম্পত্তি ভাগাভাগি হয় নি, লেভিন দুইে অংশই দেখতেন) সেটা শ্বনলেন, তখন টের পেলেন কেন জানি দাদার কাছে বিয়ের কথাটা পাড়তে তিনি অক্ষম। লেভিন টের পাচ্ছিলেন, উনি যা চান, দাদা সেভাবে জিনিসটা দেখবেন না।

'তা জেমস্ত ভোর খবর কী? কেমন চলছে?' জিগ্যেস করলেন সেগেই

ইভানোভিচ, জ্বেমন্ত্রভোর ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল প্রচুর এবং তাতে বড়ো একটা তাৎপর্য আরোপ করতেন।

'স্তাই আমি জানি না...'

'সেকি? তুই যে বোর্ডের সদস্য?'

'না, এখন আর নই, বেরিয়ে এসেছি' — জবাব দিলেন কনস্তানতিন লেভিন, 'সভায় আর ষাই না।'

'আপশোসের কথা!' ভূর্ কু'চকে সেগে ই ইভানোভিচ বললেন।

কৈফিয়ৎ দেবার জন্য লেভিন বলতে শ্রুর্ করেছিলেন তাঁর উয়েজ্দে সভায় কী সব হচ্ছে।

সের্গেই ইভানোভিচ তাঁকে বাধা দিলেন, 'সর্বদাই ওই ব্যাপার! আমরা বৃশীরা সর্বদাই ওইরকম। হয়ত এটা আমাদের একটা ভালো গৃল — নিজের বৃণীর দেখতে পাওয়ার ক্ষমতা, কিন্তু আমরা ন্ন-পোড়া করে ছাড়ি, আমরা বিদ্রুপ করে তুণিট লাভ করি আর সেটা সর্বদাই আসে আমাদের জিবের ডগায়। আমি তোকে শৃধ্ব বলব, আমাদের জেমস্ত্ভো প্রতিষ্ঠানগর্বলির যে অধিকার আছে, তা যদি অন্য ইউরোপীয় জাতি পায়, — জামানিরা বা ইংরেজরা তা ব্যবহার করে নিজেদের মৃত্তির ব্যবস্থা করে নিত, আর আমরা কেবল হাসাহাসি করি।'

'কিন্তু কী করা যায়?' দোষীর মতো বললেন লেভিন, 'এটা আমার শেষ অভিজ্ঞতা। মনেপ্রাণে চেন্টা করেছি। পারি না। আমার সে সামর্থ্য নেই।' 'সামর্থ্য নেই' — বললেন সেগেই ইভানোভিচ, 'ব্যাপারটা তুই ঠিকভাবে দেখছিস না।'

'হতে পারে' — মনমরা জবাব দিলেন লেভিন।
'আরে জানিস, নিকোলাই ভাই ফের এখানে।'

নিকোলাই ভাই কনস্তান্তিন লেভিনের আপন সহোদর দাদা আর সেগেহি ইভানোভিচের সহোদর সংভাই। ভূন্টিনাশা লোক, সম্পত্তির বেশির ভাগটা উড়িয়ে দিয়েছে, বিচিত্র আর বদ লোকেদের সমাজে ঘোরাঘ্রির কবে ঝগড়া করেছে ভাইদের সঙ্গে।

'বলছ কী?' সভয়ে চে'চিয়ে উঠলেন লেভিন, 'কোখেকে তুমি জানলে?' 'প্রকোফিই ওকে রাস্তায় দেখেছে।'

'এখানে, মন্ফেরার? কোথার সে? জানো তুমি?' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন লেভিন. যেন তক্ষ্মনি যেতে চান তিনি। 'তোকে কথাটা বললাম বলে অন্তাপ হচ্ছে' — ছোটো ভাইয়ের উত্তেজনার মাথা নেড়ে বললেন সের্গেই ইভানিচ, 'কোথার আছে জানবার জন্যে লোক পাঠিয়েছিলাম, গ্রুবিনের কাছে দেওয়া বে হ্রিণ্ডটার টাকা আমি শোধ করেছি, সেটাও পাঠিয়েছিলাম। এই তার উত্তর।'

কাগজ-চাপার তল থেকে একটা কাগজ সেগেঁই ইভানোভিচ দিলেন তাঁর ভাইকে।

বিচিত্র, কিন্তু চেনা হস্তাক্ষরে লেখা চিরকুটটা লেভিন পড়লেন: 'বিনীত প্রার্থনা যে আমায় শান্তিতে থাকতে দেওয়া হোক। আমার অমায়িক ভাইয়েদের কাছে আমার একটা মাত্র দাবি। নিকোলাই লেভিন।'

লেভিন এটা পড়লৈন এবং হাতের চিরকুটটা থেকে মাথা না তুলে দাঁডিয়ে রইলেন সেগেহি ইভানোভিচের সামনে।

হতভাগ্য ভাইয়ের ভূলে যাবার ইচ্ছা আর সেটা যে খারাপ এই চেতনার মধ্যে লড়াই চলছিল তাঁর অন্তরে।

'বোঝা যাচ্ছে, ও আমায় অপমান করতে চায়' — বলে গেলেন সেগেই ইভানোভিচ, 'তবে আমায় সে অপমান করতে পারে না আর আমি সর্বাশুঃকরণে ওকে সাহায়া করতে চাই, কিন্তু জানি যে সেটা হবার নয়।'

'হাাঁ, হাাঁ' -- পন্নর্ক্তি করলেন লেভিন, 'আমি ব্বিঝ, ওর প্রতি তোমার মনোভাবের কদর করি আমি; কিন্তু আমি যাব।'

'তোর যদি ইচ্ছে হয়, যা, কিন্তু আমি সে পরামর্শ দেব না' — সের্গেই ইভানোভিচ বললেন, 'মানে আমার দিক থেকে এতে আমার ভয় নেই, আমার সঙ্গে তোর একটা ঝগড়া বাধিয়ে দিতে ও পারবে না, কিন্তু তোর জন্যে বলছি, না যাওয়াই বরং ভালো। সাহায্য করা যাবে না। তবে কর তোর যা ইচ্ছে।'

'সাহায্য হয়ত করা যাবে না, কিন্তু আমি অন্বভব করছি, বিশেষ করে এই ম্হতে, তবে সেটা অন্য ব্যাপার — আমি অন্বভব করছি যে নইলে আমি শান্তি পাব না।'

সের্গেই ইভানোভিচ বললেন, 'এটা আমি বৃঝি না।' তারপর যোগ করলেন, 'আমি শৃথু এইটে বৃঝি যে এটা হীনতাবোধের একটা পাঠ। অন্য দিকে নিকোলাই এখন যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তারপর যাকে বলা হয় নীচতা সেটাকে আমি প্রশ্রয়ের দ্ভিতেই দেখতে শ্রু করেছি। জানিস কী সেকরেছে...'

'ওহ্ কী ভরানক, ভরানক!' দ্বার কথাটা উচ্চারণ করলেন লেভিন।
সেগেই ইভানোভিচের চাপরাশির কাছ থেকে ভাইরের ঠিকানা পেরে
লেভিন তক্ষ্নিন তার কাছে যাবার উপক্রম করছিলেন, কিন্তু খানিক ভেবে
ঠিক করলেন ওটা সদ্ধে পর্যস্ত ম্লেতবি রাখবেন। সেটা সর্বাহ্রে মনের
প্রশাস্তি পাবার জন্য, মন্তেনার যে কারণে এসেছেন সে ব্যাপারটার একটা
ফরসালা করা দরকার। ভাইরের কাছ থেকে লেভিন আসেন অব্লোন্তিকর
অফিসে এবং শ্যেরবাংত্বিদের খবর পেরে যেখানে কিটিকে ধরা যাবে বলে
অব্লোন্তিক বললেন, সেখানেই রওনা দিলেন।

n 2 n

বেলা চারটেয় দ্বর্দ্বর্ ব্বে জ্ব-পার্কের কাছে ভাড়া গাড়ি থেকে নামলেন লেভিন এবং হাঁটা পথ দিয়ে চললেন ঢিবি আর ক্রেটিং রিঙেকর দিকে, নিশ্চিত ছিলেন যে সেখানে কিটিকে পাওয়া যাবে, কেননা গেটের কাছে শ্যেরবাংশ্রিকদের গাড়ি দেখতে পেয়েছিলেন তিনি।

পরিস্কার তুহিন দিন। গেটের কাছে সারি বে'ধে গাড়ি, স্লেজ, কোচোয়ান, সিপাহী জন্মজনলে রোদে টুপি ঝলকিয়ে গেটের কাছে আর খোদাই কাঠের ছোটো ছোটো রন্শী কুটিরের মাঝখান দিয়ে পরিষ্কৃত পথে গিজগিজ করছে পরিপাটী সব লোক। বাগানের ঝাঁকড়া বনুড়ো বার্চগাছগন্লো সমস্ত ডালপালায় বরফ ঝুলিয়ে যেন সমারোহের নববেশ ধারণ করেছে।

হাঁটা পথ দিয়ে স্কেটিং রিঙ্কের দিকে যেতে যেতে নিজেকে তিনি বলছিলেন, 'ব্যাকুল হওয়া উচিত নয়, শান্ত থাকা দরকার। কী রে তুই? কী হল তোর? চুপ করে থাক, বোকাটা' — নিজের হৃদয়কে বললেন তিনি। আর যত তিনি শান্ত থাকার চেণ্টা করিছিলেন, ততই নিশ্বাস তাঁর আরো বন্ধ হয়ে আসছিল। দেখা হল একজন পরিচিতের সঙ্গে, তাঁকে সে ডাকলে, কিন্তু লেভিন চিনতেই পারলেন না লোকটা কে। ঢিবির কাছে এলেন তিনি, সেখানে গড়িয়ে নামা আর টেনে তোলা ছোটো ছোটো খেলার স্লেজগর্লোর শেকল ঝনঝন করছে, শব্দ তুলছে ছুটন্ত স্লেজ, শোনা যাচ্ছে খ্লিম কলরোল। আরো কয়েক পা এগ্রতে সামনে দেখা দিল স্কেটিং রিঙ্ক, যারা স্কেট করছে তাদের মধ্যে তক্ষ্বনি তিনি চিনতে পারলেন কিটিকে।

বে আনন্দ আর ভর তাঁর হদরকে চেপে ধরেছিল, তা দিরেই তিনি জেনে গেলেন যে সে এখানেই। দাঁড়িরে দাঁড়িরে সে কথা কইছিল রিঙ্কের বিপরীত প্রান্তে একটি মহিলার সঙ্গে। তার পোশাকে আর ভঙ্গিমার বিশেষছ কিছু ছিল না বলেই মনে হবে; কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যে লেভিনের পক্ষে ওকে সনাক্ত করা বিছুটি গাছের ঝোপ থেকে একটা গোলাপ ঠাহর করার মতোই সহজ। সর্বাকছুই উন্জবল করে তুলেছে সে। ও যেন এক হাসি যার কিরণ পড়ছে পরিপার্শের ওপর। লেভিনের মনে হল, 'বরফের ওপর দিরে, ওখানে ওর কাছে আমি সতাই যেতে পারি কি?' যেখানে সে দাঁড়িরেছিল সে জারগাটা লেভিনের কাছে মনে হল অনিধিগম্য পবিত্র, এক সমর তিনি প্রায় ফিরেই যাচ্ছিলেন: এতই ভয় করছিল তাঁর। নিজের ওপর জ্যোর করে তাঁকে ভাবতে হল যে ওর আশেপাশে আসা-যাওয়া করছে নানান ধরনের লোক, এবং তিনি নিজেও সেখানে যেতে পারেন স্কেটিং করতে। নিচে নামলেন তিনি, স্থাকে না দেখার মতো করে তার দিকে দ্ভিপাত এড়িরে, কিন্তু না তাকিয়েও তিনি তাকে দেখতে পাছিলেন স্থের মতো।

সপ্তাহের এই দিনটার, এই সময়টার জ্বটেছিল একই চক্রের লোকেরা, পরস্পর যারা পরিচিত। ছিল স্কেটিঙে যারা ওস্তাদ, নিজেদের ফালিয়ে বেড়াচ্ছিল, ছিল চেয়ার ধরে ভারির ভারির আনাড়ি ভঙ্গিতে স্কেটিং শিক্ষার্থা, ছিল শিশ্ব আর স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে স্কেটিং-করা বৃদ্ধ; লেভিনের মনে হল সবাই তারা ভাগ্যের বরপ্রা, কেননা ওরা রয়েছে কিটির কাছাকাছি। যারা স্কেট করছিল, সবাই যেন একেবারে নির্বিকার চিত্তে তার পাল্লা ধরছিল, তাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছিল, এমর্নাক কথাও কইছিল তার সঙ্গে আর একেবারেই তার অপেক্ষা না রেখেই খ্রশি হয়ে উঠছিল চমৎকার বরফ আর খাশা আবহাওয়ায়।

খাটো জ্যাকেট আর সর্ব প্যাণ্টাল্বন পরা কিটির খ্রুতৃত্তা ভাই নিকোলাই শ্যেরবাংস্কি স্কেট পরা পায়ে বসে ছিলেন বেণ্ডিতে, লেভিনকে দেখে চে'চিয়ে উঠলেন:

'আরে পয়লা নম্বরের রুশ স্কেটার যে! কতদিন এসেছেন? চমৎকার বরফ, নিন, স্কেট পরে নিন।'

'স্কেট আমার নেই' —- বললেন লেভিন। কিটির উপস্থিতিতে তাঁর এই অসংকোচ অকুণ্ঠতায় অবাক লাগল লেভিনের। কিটির দিকে না তাকালেও তাকে দ্যুন্টপথচ্যুত করতে এক সেকেণ্ডও তিনি অপব্যয় করছিলেন না। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে স্থ কাছিরে এসেছে। কিটি ছিল কোণে, উচ্চু ব্ট পরা সর্ব পারে ভর দিরে স্পণ্টতই একটু ভরে ভরে সে এগিয়ে এল তাঁর দিকে। জােরে হাত দ্বিলয়ে র্শী কােতা পরা একটি ছেলে প্রায় মাটি পর্যন্ত ন্রে ছাড়িয়ে গেল তাকে। কিটি স্কেট করছিল খ্ব নিশ্চিত ভঙ্গিতে নয়; রশিতে ঝোলানাে ছােটু মাফ থেকে হাত বার করে সে তাৈর হয়ে রইল, তারপর লেভিনের দিকে চেয়ে তাঁকে চিনতে পেরে হাসল তার উদ্দেশে আর হেসে ওড়াল নিজের ভয়ও। বাঁক নেওয়াটা শেষ হলে সে তার ছিতিস্থাপক পায়ে ঠেলা দিয়ে স্কেট করে এল সােজা শােরবাংস্কির কাছে। আর তাঁর হাত আঁকড়ে ধরে হেসে মাথা নােয়ালে লেভিনের দিকে। লেভিন যা কল্পনা করেছিলেন, তার চেয়েও সে অপর্পা।

তার কথা লেভিন যখন ভাবতেন, তখন স্বকিছ্ন জ্বীবস্ত হয়ে কিটি ভেসে উঠত তাঁর কল্পনায়, বিশেষ করে এই মাধ্রী, শিশ্র স্বচ্ছ শ্ভমরতার ব্যঞ্জনা, স্কুমার কুমারী কাঁধের ওপর ফরসা চুলের অনায়াস মাথাটি। তার মুখের শিশ্বস্লভ অভিব্যক্তি দেহের স্ক্রা সৌন্দর্যের সঙ্গে মিলে গড়ে তুলেছিল তার বিশেষ একটা লাবণা, যেটা তাঁর বেশ মনে আছে: কিস্তু তার ভেতর অপ্রত্যাশিত যে জিনিসটা তাঁকে স্বর্দাই বিস্মিত করেছে সেটা তার নম্ম, শাস্ত, স্ত্যানিষ্ঠ চোখের দ্বিট, বিশেষ করে তাব হাসি, লেভিনকে তা স্বর্দাই নিয়ে যেত ইন্দ্রজালের জ্বগতে, সেখানে তিনি নিজেকে অন্ভব করতেন কোমল, মরমী, যেমনটি তিনি স্মরণ করতে পারেন তাঁর একাস্ত শৈশবের বিরল কয়েকটি দিনের ক্ষেতে।

'অনেকদিন এসেছেন?' হাত বাড়িয়ে দিয়ে কিটি বললে। আর লেভিন তার মাফ থেকে খসে পড়া র্মাল কুড়িয়ে দিলে যোগ করলে, 'ধন্যবাদ'। 'আমি? আমি এসেছি সম্প্রতি, গতকাল... মানে আজকেই এসেছি' — উত্তেজনাবশে চট করে তার প্রশ্নটা ধরতে না পেরে জবাব দিলেন লেভিন। ভাবছিলাম আপনাদের ওখানে যাব' — বললেন লেভিন এবং তক্ষ্মিন কী সংকল্প নিয়ে তিনি ওকে খ্রুজছিলেন সেটা মনে পড়ায় থতোমতো খেয়ে লাল হয়ে উঠলেন, 'আমি জানতাম না যে আপনি স্কেট করেন এবং স্কুদর

কিটি মন দিয়ে চেয়ে দেখল তাঁর দিকে, যেন অস্বস্তির কারণটা ব্রুতে চায়:

'আপনার প্রশংসার কদর করতে হবে বৈকি। এখানে লোকমুখে এখনো

চলে আসছে যে আপনি সেরা স্কেটার' — কালো দন্তানা পরা ছোটো হাওঁ দিয়ে মাফের ওপর জমা হিমের কাঁটাগ্মলোকে ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে বললে কিটি।

'হ্যাঁ, একসময় আমি স্কেট করতাম পাগল হয়ে; ইচ্ছে হত স্কুসম্পূর্ণতার পেশছাই।'

'মনে হয় আপনি সবকিছাই করেন পাগল হয়ে' — একটু হেসে সে বলল, 'আমার ভারি ইচ্ছে হচ্ছে আপনি কিরকম স্কেট করেন দেখব। স্কেট পরে নিন্চলান আমরা একসঙ্গে স্কেটিং করব।'

'একসঙ্গে স্কেটিং! সেকি সম্ভব?' লেভিন ভাবলেন কিটির দিকে চেয়ে। বললেন:

'এখনে পরে আসছি।'

স্কেটিঙের জ্বতো পরতে চলে গেলেন তিনি।

'অনেকদিন আমাদের এখানে আসেন নি বাব্' — পা ধরে হিলে ক্ষ্র্ব্র পে'চাতে পে'চাতে বললে ক্ষেটিং পরিচারক, 'আপনার পর মহাশরদের মধ্যে ওস্তাদ আর কেউ নেই। এটা চলবে?' বেল্ট টানতে টানতে সে শ্বধাল।

'চলবে, চলবে, তাড়াতাড়ি করে। বাপন্' — সনুখের যে হাসিটা আপনাথেকে তার মনুখে এসে গিরেছিল সেটাকে বহু কটে সংযত করে তিনি বললে। ভাবলেন, 'হাাঁ, এই হল জীবন, এই হল সনুখ। ও বললে একসঙ্গে, আসন্ন একসঙ্গে ক্ষেট করি। এবার ওকে বলব? কিন্তু আমি যে এখন সনুখী, অন্তত সনুখ পাচ্ছি আশা থেকে, সেই জন্যেই যে বলতে ভয় হচ্ছে... আর যদি বলি?.. কিন্তু বলা যে দরকার, দরকার! দ্বর হোক ছাই এই দুর্বলতা!'

লেভিন উঠে দাঁড়ালেন, তারপর কুটিরের সামনেকার খড়খড়ে বরফের ওপর দিয়ে ছ্বটে গেলেন মস্ণ বরফে, তারপর অনায়াসে, যেন তাঁর ইচ্ছার্শাক্ততেই গতিবেগ বাড়িয়ে পথ সংক্ষিপ্ত করে ছ্বটলেন। কিটির কাছে তিনি এলেন সসংকোচে, কিন্তু ফের তার হাসি আশ্বস্ত করল তাঁকে।

কিটি তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে, গতিবেগ বাড়তে থাকল আর যতই তা হল দ্রত, ততই সঞ্জোরে কিটি হাত চেপে ধরল তাঁর।

'আপনার কাছে হলে আমি তাড়াতাড়ি শিখে ফেলতে পারতাম, কেননা আপনার ওপর বিশ্বাস আছে আমার।'

'আর আপনি বখন আমার ওপর ভর দেন তখন আমিও বিশ্বাস রাখি

নিজের ওপর' — আর যা বলে ফেলেছেন তাতে তক্ষ্মিন ঘাবড়ে গিয়ে লাল হয়ে উঠলেন তিনি। এবং সতিত্রই, এই কথাগ্লো বলা মাত্র স্ম্ব বেন মেঘে ঢাকা পড়ল, মুছে গেল মুখের মুদ্দলতা, লেভিন লক্ষ্য করলেন মুখের সেই ভাবপরিবর্তন যাতে বোঝায় চিস্তায় নিমগ্নতা: তার মস্ণ কপালে দেখা দিয়েছে কুগুন।

তাড়াতাড়ি করে তিনি বললেন, 'আপনার অপ্রীতিকর কিছ্ ঘটে নি তো? অবিশ্যি এ কথা জিগ্যেস করার অধিকার আমার নেই।'

'কী কারণে?.. না, অপ্রীতিকর কিছ্ আমার ঘটে নি' — নির্ভাপ গলায় জবাব দিল সে, তারপর সঙ্গে সঙ্গেই যোগ করল, 'মাদমোয়াজেল লিনোর সঙ্গে দেখা হয়েছে আপনার?'

'না এ<mark>খনো নয়।'</mark>

'ওঁর কাছে যান। ভারি উনি ভালোবাসেন আপনাকে।'

'কী ব্যাপার? আমি আঘাত দিয়েছি ওকে। ভগবান, আমায় সাহায্য করো!' এই ভাবতে ভাবতে লেভিন ছুটে গেলেন বেণ্ডে বসা পাকা চুলের কুণ্ডলী দোলানো বৃদ্ধা ফরাসিনীর কাছে। বাঁধানো দাঁত বার করে হেসে তিনি তাঁকে গ্রহণ করলেন প্রেনো বন্ধর মতো।

'হাাঁ, এই তো আমরা বেড়ে উঠছি' — চোখ দিয়ে কিটিকে দেখিয়ে তিনি বললেন, 'আর ব্রুড়োচ্ছি। 'Tiny bear* এখন বড়ো হয়ে উঠেছে!' হেসে বলে চললেন ফরাসিনী, তিন বোনকে ইংরেজি কাহিনী থেকে তিন ভাল্বক বলে লেভিন যে রসিকতা করতেন, সে কথা মনে করিয়ে দিলেন তিনি। 'মনে আছে, আপনি তাই বলতেন?'

লেভিনের সেটা আদৌ মনে ছিল না, কিস্তু এই দশ বছর উনি এই বিসকতাটায় হেসে আসছেন আর ভালোবাসতেন সেটা।

'নিন যান, স্কেটিং কর্_ন গে। আমাদের কিটি ভালোই স্কেটিং করতে শিখেছে, তাই না?'

লেভিন যথন ফের কিটির কাছে এলেন, মুখ তার তখন আর কঠোর নয়, চোখে চোখে সততাশীল স্নেহময় দৃষ্টি। কিন্তু লেভিনের মনে হল এই স্নেহময়তার ভেতর আছে একটা বিশেষ রকমের, ইচ্ছাকৃত শাস্ত ভাব। মন খারাপ হয়ে গেল তাঁর। নিজের বৃদ্ধা গাভনেস আর তাঁর বিদঘ্টেমির গল্প করে কিটি তাঁকে তাঁর জীবনের কথা জিগ্যেস করল।

^{*} ছোট্ট ভাল্ক (ইংরেজি)।

বলল, 'সত্যিই কি শীতকালে গাঁরে আপনার একবেরে লাগে না?'

'না, একবেয়ে লাগে না, কাজ আমার অনেক' — লেভিন বললেন, তিনি টের পাচ্ছিলেন যে কিটি তাঁকে তার শাস্ত স্বের কবলে ফেলছে, তা থেকে বেরন্না তাঁর পক্ষে অসাধ্য, যেমন হরেছিল এই শীতের গোড়ায়। কিটি জিগ্যোস করলে. 'অনেক দিনের জন্যে এসেছেন?'

'জানি না' — কী বলছেন সে কথা না ভেবেই বললেন লেভিন। যদি কিটির এই শাস্ত বন্ধুছে তিনি ধরা দেন, তাহলে কিছুরই ফয়সালা না করে আবার তিনি ফিরে যাবেন, এই ভাবনাটা মনে এল তাঁর, ঠিক করলেন ক্ষেপে উন্দাম হয়ে উঠবেন।

'জানেন না মানে?'

'জানি না। সব নির্ভার করছে আপনার ওপর' — এই বলেই তক্ষ্বনি তাঁর আতৎক হল নিজের কথাগুলোয়।

কিটি তাঁর কথাগনলো হয়ত-বা শন্নেছিল, হয়ত শন্নতে চায় নি, সে যাই হোক, যেন হোঁচট খেল সে, দন্বার পা ঠুকে তাঁর কাছ থেকে সে দ্রের চলে গেল। মাদমোয়াজেল লিনোঁর কাছে গিয়ে কী যেন বললে, তারপর মহিলারা যেখানে স্কেট খোলে, সেই ঘরটায় গেল।

'ভগবান, কী আমি করলাম! ভগবান! সাহায্য করে। আমার, জ্ঞান দাও'— এই বলে প্রার্থনা করার সঙ্গে সঙ্গে সবেগ গতির একটা তাগিদ অনুভব করে ছুটে গেলেন একটা বাইরের, আরেকটা ভেতরকার বৃত্ত এ'কে।

ঠিক এই সময় পায়ে স্কেট, মুখে সিগারেট নিয়ে কফি ঘর থেকে বৈরিয়ে এল তর্ন স্কেটারদের সেরা একজন, সশব্দে স্কেট পায়েই লাফাতে লাফাতে সে নামল সি⁴ড়ি বেয়ে। ধেয়ে সে নামল নিচে, হাতের অবাধ ভঙ্গি না বদলিয়েই সে স্কেট করতে লাগল বরফের ওপর।

'আরে, এ যে দেখি নতুন খেল' — এই বলে লেভিন তক্ষ্বনি ওপরে উঠলেন এই নতুন খেলটা খেলবার জন্য।

'মারা পড়তে যাবেন না। এর জন্যে অভ্যেস দরকার!' নিকোলাই শ্যেরবাংস্কি তাঁকে যললেন চে'চিয়ে।

ওপরে উঠে লেভিন ষতটা সম্ভব দৌড়ে এসে ঝাঁপ দিলেন নিচে, অনভাস্ত এই গতিতে ভারসাম্য বজায় রাখলেন হাত বাড়িয়ে, শেষ ধাপে তাঁর পা আটকে গিয়েছিল, কিন্তু হাত দিয়ে বরফ সামান্য স্পর্শ করে সজোর একটা দেহভঙ্গিতে সামলে নিয়ে হেসে এগিয়ে গেলেন। ক্ষেট খোলার ঘর থেকে এই সময় মাদমোয়াজেল লিনোর সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল কিটি। হেসে, যেন তার আদরের দাদা এমনি একটা মৃদ্ ক্ষেহে লেভিনের দিকে তাকিয়ে কিটি ভাবলে, 'কী ভালো, কী মিঘ্টি! সত্যিই কি আমি দোষী, সত্যিই কি খারাপ কিছু করেছি? লোকে বলে: ছিনালি। আমি জানি যে আমি ভালোবাসি ওকে নয়; তাহলেও ওর সাহচর্যে আমার বেশ লাগে, ভারি স্কুদর লোক। কিছু ওই কথাটা ও বললে কেন?'

সিণ্ডিতে মেয়ের কাছে আসা মা আর কিটিকে চলে যেতে দেখে দ্রতবেগে ধাবনের জন্য লাল হয়ে ওঠা লেভিন থেমে গিয়ে ভাবনায় ডুবে গেলেন। তারপর স্কেট খ্রলে ফটকের কাছে সঙ্গ ধরলেন মা আর মেয়ের।

প্রিন্স-মহিষী বললেন, 'ভারি আনন্দ হল আপনাকে দেখে। বরাবরের মতোই আমরা লোককে অভ্যর্থনা করি বৃহস্পতিবার।'

'তার মানে আজকে?'

'আপনার দেখা পেলে খ্রই খ্রিশ হব' — শ্কনো গলায় বললেন প্রিন্স-মহিষী।

মায়ের এই নির্ত্তাপ ভাবটাকে শ্বধরে নেবার ইচ্ছা থেকে নিব্ত হতে পারল না কিটি।

লেভিনের দিকে ফিরে হেসে সে বললে:

তাহলে দেখা হবে।'

এই সময় পাশকে করে টুপি মাথায়, চোখ-মুখ জনলজনল করে, বিজয়ীর আনন্দে পার্কে এলেন স্তেপান আর্কাদিচ। কিন্তু শাশন্ডির কাছে গিয়ে মনমরা আর দোষী মুখ করে তিনি ডল্লির স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাঁর জিজ্ঞাসার জবাব দিয়ে বুক টান করে লেভিনের হাত ধরলেন। জিগ্যেস করলেন:

'তাহলে কোথায় যাব?' লেভিনের চোখের দিকে অর্থপূর্ণ দ্বিউতে চেয়ে তিনি বললেন, 'আমি কেবলই তোমার কথা ভেবেছি, এসেছ বলে ভারি খুণি।'

'যাব, যাব' — উত্তর দিলেন স্থী লেভিন, 'তাহলে দেখা হবে' এই কণ্ঠস্বর আর যে হাসির সঙ্গে তা উচ্চারিত হয়েছিল তা তখনো তাঁর কানে আর চোখে ভাসছিল।

'ইংরেজি হোটেল, নাকি 'এমিতাজ'?'

'আমার কাছে সবই সমান ৷'

'তাহলে ইংরেজি হোটেলই' — বললেন শ্রেপান আর্কাদিচ, ইংরেজি

হোটেল তিনি বাছলেন কারণ সেখানে, ইংরেজি হোটেলে তাঁর দেনা 'এমি'তাজের' চেয়ে বেশি। তাই এ হোটেলটা এড়িয়ে যাওয়া ভালো নয় বলে তাঁর মনে হয়েছিল। 'তোমার ভাড়া গাড়ি আছে? চমৎকার। আমি নিজের গাড়িটা ছেড়ে দিয়েছি।'

সারাটা রাস্তা দৃই বন্ধু চূপ করে রইলেন। কিটির মুখের এই ভাবপরিবর্তনের অর্থ কী, সেই কথা ভাবছিলেন লেভিন, কখনো নিজেকে আশ্বস্ত করছিলেন এই বলে যে আশা আছে, কখনো হতাশ হয়ে উঠছিলেন এবং পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন যে আশা করাটা পাগলামি, তাহলেও কিটির হাসি আর 'তাহলে দেখা হবে' কথাটায় আগে তিনি যা ছিলেন তার চেয়ে নিজেকে ভিন্ন একটা লোক বলে অনুভব করছিলেন তিনি।

পথে যেতে যেতে স্তেপান আর্কাদিচ খাবারের মেন্, ঠিক করছিলেন। লেভিনকে বললেন, 'তুমি তো ত্যুর্বো ভালোবাসো?'

'এর্গ ?' জিগ্যেস করলেন লেভিন, 'ত্যুর্বো? হর্যা, ত্যুর্বো আমি দার্বণ ভালোবাসি।'

n son

অব্লোন্দিকর সঙ্গে লেভিন যখন হোটেলে ঢুকলেন তখন স্থেপান আর্কাদিচের মুখভাবের করেকটা বৈশিষ্ট্য, মুখের আর গোটা দেহের জ্যোতির যেন-বা একটা সংযম লক্ষ্য না করে তিনি পারেন নি। অব্লোন্দিক তাঁর ওভারকোট খুলে, টুপিটা মাথায় বাঁকা করে বসিয়ে গেলেন ডাইনিং-র্মে ফ্রক-কোট পরা তোয়ালে হাতে যে তাতারগালো তাঁকে ছেকে ধরেছিল, তাদের অর্জার দিতে লাগলেন। যেমন সর্বত্র তেমনি এখানেও তাঁকে সানন্দে স্বাগত করছিল যে পরিচিতরা, ডাইনে বাঁয়ে তাদের উদ্দেশে মাথা ন্ইয়ে তিনি গেলেন ব্যুফেত্রে, মংসা সহযোগে ভোদকা পান করলেন এবং কাউণ্টারের ওধারে উপবিষ্টা এবং রিবন, লেস, আর কেশকুন্ডলী শোভিত রঙমাখা ফরাসিনীকে এমনকিছ্ব বললেন যাতে এমনকি সেও অকপটে হেসে উঠল। লেভিন ভোদক্য খেলেন না শুধ্ব এই জন্য যে আগাগোড়া পরের চুল আর poudre de riz আর vinaigre de toilette*-এ

^{· •} চার্টের পাউডার অবি প্রসাধনী ভিনিসার (ফরাসি)।

বানানো ফরাসিনীটি তাঁর কাছে অপমানকর ঠেকেছিল। একটা নোংরা জায়গা থেকে সরে যাবার মতো করে তিনি তাড়াতাড়ি করে চলে গেলেন তাব কাছ থেকে। তাঁর সমস্ত ব্ক ভরে উঠেছিল কিটির স্মৃতিতে, চোখে তাঁব জবলজবল করছিল জয় আর স্থের হাসি।

'এইখানে হ্বজ্বর, এখানে হ্বজ্বর কেউ বিরক্ত করবে না আপনাকে' — সবচেযে বেশি করে তাঁকে যে ছে'কে ধরেছিল সেই ব্র্ডোচুলো তাতারটা বললে, পাছাটা তার প্রকাশ্ড, ফ্রক-কোটের টেইল-দ্বটো তাতে ফাঁক হয়ে গেছে। 'আস্বন হ্বজ্বর' — লেভিনকে সে ডাকল, স্তেপান আর্কাদিচের আ্তিথির দিকে মনোযোগ দিয়ে সে সম্মান দেখাতে চাইল স্তেপান আক্যাদচকে।

রোঞ্জের দেয়াল-বাতির তলে আগে থেকেই টেবিল-ক্লথে ঢাকা গোল টেবিলটার ওপর মৃহ্তে টাটকা আরেকটা টেবিল-ক্লথ বিছিয়ে সে এডাবের প্রতীক্ষায় স্তেপান আর্কাদিচের সামনে দাঁড়িয়ে রইল তোয়ালে আর মেন্-কার্ড হাতে নিয়ে।

'আপনি যদি বলেন হ্রজ্বর, তাহলে আলাদা একটা কেবিনের ব্যবস্থা হতে পাবে, তাঁর মহিলার সঙ্গে প্রিন্স গলিৎসিন এখননি চলে যাচ্ছেন। ঝিনুকের টাটকা মাংস পেয়েছি আমরা।'

'অ, ঝিন্ক ৷'

স্থেপান আর্কাদিচ একট ভাবলেন।

মেন্-কার্ডে আঙ্বল রেখে তিনি বললেন, 'পরিকল্পনাটা বদলাব নাকি, লেভিন ?' মুখে তাঁর গ্রেন্তর অনিশ্চিতি ফুটে উঠল, 'ঝিন্ক কি ভালো হবে ? তুমি ভেবে দ্যাখো!'

'ফ্রেন্সবার্গ ঝিন্ক, হ্বজ্বর, অস্টেন্ড নয়।'

'ফ্রেন্সবার্গ নয় হল, কিন্তু টাটকা কি?'

'কাল পেয়েছি আক্তে।'

'তাহলে ঝিন্ক দিয়েই শ্রে করব নাকি, তারপর গোটা পরিকল্পনাটা বদলানো যাবে? হাাঁ?'

'আমার কাছে সবই সমান। আমার পক্ষে সবচেয়ে ভালো বাঁধাকপির স্বপ্প আর শস্যদানার মন্ড। তবে সে তো আর এখানে পাওয়া যাবে না।'

'আ-লা-র্স মণ্ড?' শিশ্বর ওপর ধাই-মা যেভাবে ঝ্কে আসে, সেভাবে লেভিনের ওপর ঝুকৈ জিগ্যেস করলে তাতার। 'না হে ঠাট্টা নর, তুমি যা পছন্দ করবে, তাই ভালো। স্কেটিং করে ছনটোছনটি করেছি, খিদে পেরেছে' — তারপর অব্লোন্স্কির মন্থে অসস্তোষের ছায়া দেখে যোগ করলেন, 'ভেবো না তোমার র্নিচর তারিফ আমি করি না। তৃপ্তির সঙ্গে আমি দিব্যি খাব।'

'তা আর বলতে! তবে ষাই কও, এইটেই জীবনের একটা পরিতৃপ্তি'— বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'তাহলে ওহে ভায়া, আমাদের দাও বিশ, নাকি সেটা কম হবে — আচ্ছা, তিরিশটা ঝিনুক আর মূল দিয়ে সেদ্ধ সূপ. '

'প্রেন্তানিয়ের' -- তাতার লাফে নিল কথাটা, কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচের ইচ্ছে ছিল না খাদ্যের ফ্রাসি নাম জানিয়ে সে তৃষ্টি পাক।

'ম্ল দেওয়া, ব্ঝেছ? তারপর গাঢ় সস্ সমেত ত্যুর্বো, তারপর রোস্টবিফ, কিন্তু দেখো যেন ভালো করে বানানো হয়। তা ছাড়া কাপল্ন চলতে পারে, আর বয়াম-জাত শবজি।'

ফরাসি মেন্ অন্সারে খাদ্যের নাম না করার যে অভ্যাস ছিল স্তেপান আর্কাদিচের সেটা মনে রেখে তাতার আর নামগন্নোর পন্নরাবৃত্তি করল না, কিন্তু মেন্-কার্ড অন্সারে সে গোটা অর্ডারটা আওড়ে নিয়ে ভৃপ্তি পেল 'স্প প্রেন্ডানিয়ের, ত্যুর্বো সস্ বামার্শে, পন্লার্দ-আ লেস্টাগ্র্ণ, মাসেদ্রয়া দ্য ফ্রাই ' এবং তক্ষ্বনি স্প্রিণ্ডের মতো একটা মলাট-বাঁধানো মেন্-কার্ড রেখে মদের অন্য কার্ডটা নিয়ে এল স্তেপান আর্কাদিচের কাছে।

'কী খাওয়া যায়?'

'তোমার যা ইচ্ছে তাই, তবে অলপ, শ্যাম্পেন' — বললেন লেভিন।

'সেকি ? প্রথমেই ? তবে ঠিকই বলেছ। শাদা লেবেল ভালো লাগে
তোমার ?'

'কাশে রাঁ' — খেই ধরল তাতার। 'বেশ, ঝিনুকের সঙ্গে ওই মার্কাটা আনো, পরে দেখা যাবে।'

'যে আজ্ঞে। আর টেবিল-ওয়াইন কিছ্ ?'

'न्रारे पाछ। ना, वतः क्रांत्रिकाल भावीलरे ভाला।'

'ষে আজ্ঞে। আপনার পনিরের অর্ডার দেবেন কি?'

'ও হার্ন, পারমেজান। নাকি তোমার পছন্দ অন্য কিছু;'

'না, আমার কিছ্ম এসে যায় না' — হাসি চাপতে না পেরে বললেন লেভিন।

ফ্রক-কোটের টেইল উড়িয়ে তাতার ছুটে গেল এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যেই

ফিরে এল এক প্লেট খ্লে ফেলা ঝিন্কের ঝকঝকে খোলার ভেতর তার শাস আর আঙ্লের ফাঁকে ধরা একটা বোতল নিয়ে।

মাড় দেওয়া ন্যাপকিনটা দলা-মোচড়া করে স্তেপান আর্কাদিচ সেটা তাঁর ওয়েস্টকোটে গা্বজলেন এবং শান্তভাবে আয়েস করে হাত রেখে লাগলেন শ্বক্তি মাংসের সদ্গতিতে।

'মন্দ নয়' — রুপোর চামচে দিয়ে ঝিনুকের খোলা থেকে মাংস ছাড়াতে ছাড়াতে তিনি বললেন, 'মন্দ নয়!' চকচকে সজল চোখে কখনো তাতার, কখনো লেভিনের দিকে চেয়ে প্রুনরুক্তি করলেন তিনি।

ঝিন্কও লেভিন খেলেন যদিও পনিরের সঙ্গে শাদা রুটি তাঁর বেশি ভালো লাগত। কিন্তু অব্লোন্স্কিকে তিনি চেয়ে দেখছিলেন মৃদ্ধ হয়ে। এমনকি তাতারটিও বোতলের ছিপি খুলে পাতলা পানপাত্রে ফেনিল স্রা ঢালতে ঢালতে তার শাদা টাইটা ঠিক করে নিয়ে চাইছিল স্তেপান আর্কাদিচের দিকে।

নিজের পাত্র নিঃশেষ করে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'ঝিন্ক তোমার বিশেষ ভালো লাগে না, তাই না? নাকি কিছ্ একটা দুশ্চিন্তায় আছ? এটাঁ?'

উনি চাইছিলেন লেভিন যেন হাসিখনিশ হয়ে ওঠেন। কিন্তু লেভিনের যে শ্যুর্থ খুনিশই লাগছে না তাই নয়, সংকোচই লাগছিল। তাঁর মনে যে ভাবনাটা রয়েছে তাতে এই খানাঘরে, এই কেবিনগ্রলার মধ্যে যেখানে মহিলাদের নিয়ে আহার করছে লোকে, এই ছ্রটোছ্রটি আর ব্যস্ততার মাঝখানে তাঁর কেমন ভয়-ভয় করছিল, অস্বস্থি হচ্ছিল; রোঞ্জ, আয়না, গ্যাসের আলো আর তাতারদের এই পরিবেশটা অপমানকর ঠেকছিল তাঁর কাছে। ভয় হচ্ছিল, তাঁর হদয় যাতে পরিপ্র্ণ হয়ে উঠেছে তাতে ব্রঝি মালিন্য লাগবে।

বললেন, 'আমি? হ্যাঁ, আমি একটু চিন্দায় আছি; কিন্তু তা ছাড়াও এই সবকিছ্ আমায় ঠেসে ধরছে। আমি একটা গ্রাম্য লোক, তুমি ভাবতেই পারবে না আমার কাছে এ সবই বিকট, তোমার কাছে যে ভদ্রলোককে দেখেছিলাম, তার নথের মতো...'

হেসে স্থেপান আর্কাদিচ বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি বেচারা গ্রিনেভিচের নথে কোত্হলী হয়ে উঠেছিলে তা দেখেছিলাম।'

লেভিন বললেন, 'আমি পারি না। তুমি আমার জায়গায় নিজেকে কল্পনা

করে দেখার চেণ্টা করো, গ্রাম্য লোকের দৃণ্টিভঙ্গি নাও। গ্রামে আমরা হাতদ্বানা এমন অবস্থার রাখার চেণ্টা করি যাতে কাজের স্ববিধা হয়। তার জন্যে নখ কেটে ফেলি, মাঝে মাঝে আস্তিন গ্রিটেরে রাখি। আর এখানে লোকে ইচ্ছে করে যতটা পারা যায় নখ রাখে, আর কফে লাগায় পিরিচের মতো চওড়া বোতাম যাতে হাত দিয়ে কিছু করতে না হয়।

দ্রেপান আর্কাদিচ খুনিতে হেসে উঠলেন।

'হাাঁ, ওর যে স্থলে পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই, এটা তার লক্ষণ। কাজ করে ওর মাথা…'

'হয়ত তাই। তাহলেও আমার কাছে এটা বিকট লাগে যে আমরা গাঁয়ের লোকেরা কার্জে লাগার জন্যে তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নিই, আর তুমি আমি চেণ্টা করছি খাওয়াটা যত পারা যায় লম্বা করতে, আর তাই ঝিনুকের মাংস খাচ্ছি…'

'সে তো বলাই বাহ্নল্য' — কথাটা ল্বফে নিলেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'শিক্ষাদীক্ষার লক্ষাই তো এই : সর্বাকছ্ম থেকে তপ্তি ছে'কে নেওয়া।'

'তাই যদি লক্ষ্য হয়, তাহলে আমি বরং বুনো হয়েই থাকতে চাই।' 'এমনিতেই তো তুমি বুনো। বুনো লেভিনরা সবাই।'

দীর্ঘ শ্বাস নিলেন লেভিন। মনে পড়ল নিকোলাই ভাইয়ের কথা, লঙ্জা আর কণ্ট হল তাঁর, ভুর, কুণ্চকে গেল। কিন্তু অব্লোন্স্কি এমন বিষয় নিয়ে কথা শুর, করলেন যে সঙ্গে সঙ্গেই তাতে আকৃণ্ট হলেন তিনি।

ঝিন,কের শ্না খড়খড়ে খোলাগ্নলোকে সরিয়ে দিয়ে তিনি পনির টেনে এনে রীতিমতো চোখ চকচক করে শ্র্ধালেন, 'কী, ওঁদের ওখানে, মানে শ্যেরবাংস্কিদের ওখানে যাবে?'

'হাাঁ, অবশ্যই যাব' — বললেন লেভিন, 'যদিও আমার মনে হয়েছিল যে প্রিম্স-মহিষী আমায় ডেকেছেন অনিচ্ছায়।'

'কী বলছ? একেবারে বাজে কথা! এই ওঁর ধরন... ওহে ভায়া, স্প্র্ দাও হে!.. এটা ওঁর grande dame* স্বভাব' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'আমিও যাব, কিন্তু — কাউণ্টেস বানিনার ওথানে রিহার্সালে থাকতে হবে আমায়। কিন্তু তুমি ব্নো নও কী বলে? হঠাৎ তুমি মস্কো থেকে উধাও হলে, কী তার ব্যাখ্যা? তোমার সম্পর্কে শোরবাৎস্কিরা আমায় জিগোস

মহীয়সী মহিলা (ফ্রাসি)।

করেছেন অবিরাম, যেন আমারই জ্ঞানার কথা। আর আমি জ্ঞানি শন্ধনু একটা জ্ঞিনিস: তুমি সর্ব'দাই তাই করো যা কেউ করে না।'

'হাাঁ' — লেভিন বললেন ধীরে ধীরে, বিচলিত হয়ে, 'হাাঁ, ঠিকই বলেছ, আমি ব্নো। তবে আমি যে চলে গিয়েছিলাম তাতে নয়, ফিরে যে এলাম, এতেই আমার বন্যন্থ প্রকাশ পাচ্ছে…'

'ওহ', কী স্থী তুমি!' লেভিনের চোখে চোখে তাকিয়ে তাঁর কথার খেই ধরে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ!

'কেন ?'

'দৌড়বাজ ঘোড়াকে চেনা যায় তার গায়ে দাগা মার্কা দেখে, আর প্রেমিক যুবককে চেনা যায় তার ভাবাকুল চোখ দেখে' — বড়ো গলায় বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'স্বাকছুই তোমার সামনে।'

'আর তোমার কি সবই পেছনে?'

'না, পেছনে না হলেও ভবিষ্যং তোমার, আর আমার আছে বর্তমান — এমনি, গি'ঠে গি'ঠে বাঁধা।'

'কেন, কী ব্যাপার?'

ভালো নয়। মানে, নিজের কথা আমি বলতে চাই না, তার ওপর সব ব্বিয়ে বলা অসম্ভব' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'তা তুমি মন্দেকা এলে কেন?.. ওহে প্লেটগন্লো সরিয়ে নাও!' তাতারের উদ্দেশে হাঁক দিলেন তিনি।

'আন্দাজ করতে পেরেছ?' স্তেপান আর্কাদিচের ওপর থেকে তাঁর গভীরে প্রোঙ্জ্বল দ্বিট না সরিয়ে জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'আন্দাজ করেছি, কিন্তু এ নিয়ে কথা পাড়তে পারছি না। এ থেকেই তুমি ব্রুবে আমি ঠিক ধরেছি কি না' — স্তেপান আর্কাদিচ লেভিনের দিকে তাকিয়ে বললেন স্ক্রে হাসিতে।

'কিন্তু তুমি কী বলো?' কম্পিত কশ্ঠে লেভিন শ্বালেন, টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর মুখের পেশী কে'পে কে'পে উঠছে। 'তোমার কী মনে হচ্ছে?'

লেভিনের চোখ থেকে দ্ভিট না সরিয়ে ধীরে ধীরে শাবলির গেলাশ নিঃশেষ করে স্ত্রেপান আর্কাদিচ বললেন:

'আমি ? এর চেয়ে ভালো আর কিছ্ম আমার চাইবার নেই। যা হওয়া সম্ভব তার ভেতর এইটেই শ্রেয়।' 'কিন্তু তোমার ভূপ হচ্ছে না তো? কী নিয়ে আমরা কথা কইছি তা জানো তুমি?' ভি্র দ্ভিতৈ বন্ধ্র দিকে চেয়ে লেভিন বলে উঠলেন, 'তুমি কি ভাবো এটা সম্ভব?'

'ভাবি যে সম্ভব। অসম্ভব হবে কেন?'

'আরে না, না, সত্যিই তুমি ভাবছ যে এটা সম্ভব? না, না, তুমি যা ভাবছ সবটা খুলে বলো। কিন্তু যদি, যদি প্রত্যাখ্যান আমার কপালে থাকে?.. আমি এমনকি নিশ্চিতই যে...'

তাঁর আকুলতায় হেসে ফেলে শুেপান আর্কাদিচ বললেন, 'কেন ও কথা ভাবছ তুমি?'

'মাঝে মাঝে আমার এইরকমই মনে হয়। তাহলে সেটা যে একটা ভয়াবহ ব্যাপার হবে ওর কাছেও, আমার কাছেও।'

'মানে, মেয়েদের কাছে অন্তত এক্ষেত্রে ভয়াবহ কিছু, নেই. পাণি-প্রার্থনায় প্রত্যেক মেয়েই গবিতি বোধ করে।'

'হ্যা প্রত্যেকে, কিন্তু সে নয়।'

স্ত্রেপান আর্কাদিচ হাসলেন। লেভিনের এই আবেগপ্রবণতা তিনি বেশ বোঝেন, জানেন যে ওঁর কাছে বিশ্বের সমস্ত মেয়ে দুর্ই ভাগে বিভক্ত: এক দলে পড়ে কিটি ছাড়া আর সব মেয়ে, সবকিছু মানবিক দুর্বলতা আছে তাদের, অতি মাম্লী মেয়ে সব; দ্বিতীয় দলে পড়ে শুধু সে, কোনোরকম দুর্বলতা যার নেই, সমস্ত মানবজাতির সে অনেক উধের্ব।

'আরে দাঁড়াও' — লেভিনের হাত চেপে ধরে তিনি বললেন, সসের পারটা লেভিন ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিলেন, 'সস্নাও।'

বাধ্যের মতো লেভিন সস্ নিলেন, কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচকে খাওরার ফুরসত দিলেন না। বললেন:

'আরে না, না, একটু রোসো তো তুমি। ব্রথতে তো পারছ এটা আমার কাছে জীবন-মরণের প্রশ্ন। কারো সঙ্গে কখনো এ নিয়ে কথা কই নি। তা ছাড়া তোমার সঙ্গে ষেমন তেমন ভাবে আর কারো সঙ্গেই কথা কইতে পারি না আমি। দ্যাখো, তুমি আর আমি একেবারে ভিন্ন লোক, র্,চিতে. দ্'ণিউভিঙ্গিতে, সর্বাকছ্,তেই; কিন্তু আমি জানি যে তুমি আমায় ভালোবাসো, আমায় বোঝো আর এই জন্যেই দার্ণ ভালোবাসি তোমায়। কিন্তু ভগবানের দোহাই. একেবারে খোলাখ্নলি সব বলো।'

'যা ভাবছি তাই তো তোমায় বলছি' — হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ,

কিন্তু তোমায় আরো বেশিকিছ্ম বলব: আমার দ্বী আশ্চর্য মহিলা' — দ্বীর সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা মনে পড়ায় দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি, তারপর এক মিনিট চুপ করে বলে গেলেন: 'ওর দিব্যদ্দিট আছে, লোকের অন্তর ভেদ করে সে দেখতে পায় তাই নয়। কী ঘটবে তাও তার জানা থাকে, বিশেষ করে বিবাহাদি ব্যাপারে। ষেমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে শাখোভস্কায়া ব্রেনতেল্ন্কে বিয়ে করবে। কার্র বিশ্বাস হতে চাইছিল না, কিন্তু ঘটল ঠিক তাই-ই। আর সে তোমার পক্ষে।'

'তার মানে!'

'মানে এই যে তোমায় সে ভালোবাসে তাই নয়, বলছে যে কিটি অবশ্য-অবশ্যই হবে তোমার বউ।'

এ কথায় লেভিনের মুখ উন্তাসিত হয়ে উঠল যে হাসিতে সেটা চরিতার্থতার অ**শ্রুকণার সামিল।**

'এই কথা সে বলছে!' চে°চিয়ে উঠলেন লেভিন, 'আমি সর্বাদাই বলে এসেছি যে অতি চমংকার লোক তোমার বউটি, কিন্তু যথেষ্ট হল এ সব কথা' — উঠে দাঁডিয়ে লেভিন বললেন।

'বেশ, কিন্তু বসো তো।'

দ্য পদক্ষেপে লেভিন পিঞ্জরাকৃতি ঘরখানায় দ্ব'বার পায়চারি করলেন, চোথ পিটপিট করলেন যাতে অশ্র্র দেখা না যায় এবং কেবল তারপরেই ফিরে এলেন নিজের আসনে।

বললেন, 'ব্ঝতে পারছ, প্রেম নর এটা। প্রেমে আমি পড়েছি, কিস্তু এটা সে জিনিস নর। আমার নিজের অন্ভূতি এটা নর, বাইরেকার কী-একটা শক্তি আচ্ছন্ন করেছিল আমার। আমি তো চলেই গেলাম, কেননা ঠিক করলাম ও সব হবে না, ব্বেছ, ওটা প্থিবীতে যা হয় না তেমন একটা স্থ: নিজের সঙ্গে লড়াই চালিয়েছি আমি, এখন দেখতে পাচ্ছি ওটা খাড়া জীবন অর্থহীন। ফ্রসালা করা দরকার...'

'কিন্তু তুমি চলে গিয়েছিলে কেন?'

আহ্ দাঁড়াও! ইস, কত যে ভাবনা ঘ্রছে মাথায়! কত কী জিগ্যেস করার আছে ' শোনো বলি, এই-যে বললে, এতে যে কী করে দিলে আমায় া তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। এতই আমি স্থী যে জানোয়ারই বনে গেছি: সব ভূলে গিয়েছিলাম। আজকে আমি শ্নলাম যে নিকোলাই ভাই. জানো তো, সে এখানে... অথচ তার কথা ভূলে গেছি। আমার মনে হয় সেও বেন স্থী। ওটা একটা পাগলামি গোছের। কিন্তু একটা জিনিস সাংঘাতিক... এই বেমন তুমি বিয়ে করেছ, এই অন্ভৃতিটা তোমার জানা আছে... এইটে সাংঘাতিক বে আমরা বয়স্ক, প্রেমের পথ নয়, পাপের পথ অতিক্রম করে এসেছি, হঠাং মিলিত হতে যাচ্ছি নিন্পাপ, নিন্কলংক একটি প্রাণীর সঙ্গে; এটা বীভংসতা, তাই নিজেকে অযোগ্য বলে না ভেবে পারা বায় না।'

'তোমার পাপ তো তেমন বেশি নয়।'

'আহ্, তাহলেও' -- লেভিন বললেন, 'তাহলে, 'নিজের জীবনের পাতাগ্রলো পড়তে গিয়ে আমি কে'পে উঠি, অভিশাপ দিই, তিক্ত বিলাপ করি...' হাাঁ!'

স্ত্রেপান আর্কাদিচ বললেন, 'তা কী আর করা যাবে, দুনিয়াটাই যে অর্মান ধারায় গড়া।'

'শ্ব্ধ্ একটা সান্ত্রনা ওই প্রার্থনাটা যা সবসময় আমার ভালো লাগত — আমায় ক্ষমা করো আমার প্রণ্যকর্মের জন্যে নয়, তোমার অন্কম্পাভরে। শ্ব্ধ্ এইভাবেই সে ক্ষমা করতে পারে।'

11 22 11

লেভিন তাঁর পানপাত্র নিঃশেষ করলেন, দ্ব'জনে বসে রইলেন নীরবে। লেভিনকে স্তেপান আর্কাদিচ জিগ্যেস করলেন, 'একটা কথা তোমায় আমার বলা দরকার। ভ্রন্স্কিকে চেনো তুমি ?'

'না, চিনি না! কিন্তু কেন?'

'আরেকটা আনো' — স্তেপান আর্কাদিচ বললেন তাতারকে, পানপাত্র ভরে দিচ্ছিল সে, আর ওঁদের কাছে ঘ্রঘ্র করছিল ঠিক যে সময়টিতে ভার দরকার থাকত না।

'দ্রন্স্কিকে আমার জানতে হবে কেন?'

'জানতে হবে, কেননা সে তোমাব প্রতিদ্বন্দ্বীদের একজন।'

'কে এই দ্রন্স্কি?' জিগ্যেস করলেন লেভিন, এই কিছ্ক্লণ আগেও তার যে শিশ্বস্লভ উল্লাসিত ম্খভাব অব্লোন্স্কিকে মৃদ্ধ করেছিল হঠাং তা হয়ে উঠল রাগত আর অপ্রাতিকর। দ্রন্দিক হলেন কাউণ্ট কিরিল ইভানোভিচ শ্রন্দিকর এক ছেলে এবং পিটার্সবির্গের গিলিট-করা যুবসমাজের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন একটি। ত্ভেরে যখন কাজ করতাম, তখন চিনতাম তাঁকে। সৈন্য রিক্র্টিঙের ব্যাপারে তিনি এসেছিলেন সেখানে। সাংঘাতিক ধনী, স্পুরুষ, বিস্তৃত যোগাযোগ, এইডডেকং, সেইসঙ্গে ভারি মোলায়েম, খাশা লোক। না, নেহাং একজন খাশা লোকের চেয়েও বেশি। এখানে যখন আমি ওঁকে দেখলাম, তখন তিনি যেমন স্বশিক্ষিত, তেমনি ব্রিদ্ধান; এ লোক অনেক দ্রে যাবে।

লেভিন ভুর, কুচকে চুপ করে রইলেন।

তা উনি এখানে দেখা দিয়েছেন তুমি চলে যাবার কিছ্ পরেই, আর আমি যতদ্রে ব্রুছি, কিটির প্রেমে হাব্ডুব্ খাচ্ছেন আর ব্রুতেই তো পারো, মা...'

মাপ করো, কিছুই আমি বুকছি না' — লেভিন বললেন মুখ হাঁড়ি করে কপাল কু'চকিয়ে. সেই মুহুতে তাঁর মনে পড়ল নিকোলাই ভাইয়ের কথা এবং কী জানোয়ার তিনি যে তাকে ভুলতে পারলেন।

'আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও' — হেসে তাঁর হাত ধরে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'আমি যা জানি শর্ধর তাই তোমায় বলেছি, তবে ফের জানাই, এই স্ক্রে. স্কোমল ব্যাপারে যতটা অন্মান করা সম্ভব তাতে আমার মনে হয় চাল্স তোমার দিকেই বেশি।'

লেভিন চেয়ারে ফের ধপাস করে বসে পড়লেন, মুখ তাঁর বিবর্ণ হয়ে। উঠল।

তাঁর পানপাত্র পূর্ণ করে দিতে দিতে অব্লোন্স্কি বলে চললেন, আমি প্রাম্প দেব যথাসত্বর ব্যাপার্টার হেস্ত-নেস্ত করে ফেলতে।'

'না, ধন্যবাদ, কিন্তু পান করতে আমি আর পারছি না' — গেলাস ঠেলে দিয়ে লেভিন বললেন, 'মাতাল হয়ে পড়ব... কিন্তু তুমি আছ কেমন?' স্পণ্টতই কথার মোড় ফেরাবার জন্য বললেন লেভিন।

'আরেকটা কথা, সমস্যাটা তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলো, এই আমার পরামর্শ। আজই কথা কইতে বলছি না' বললেন স্তেপান আর্কাদিচ। চলে যাও কাল সকালে, চিরায়ত রীতিতে প্রস্তাব দিও, তারপর ভগবানের আশীর্বাদ…'

'কই, তুমি যে কেবলি বলো শিকারের জন্যে আমার ওখানে আসবে? এসো-না বসস্ত কালে' — লেভিন বললেন। শ্রেপান আর্কাদিচের সঙ্গে এই আলাপটা শ্রুর করেছিলেন বলে এখন তিনি সর্বাস্তঃকরণে অনুতপ্ত। কোন এক পিটার্সবৃগাঁ অফিসারের প্রতিযোগিতা নিয়ে কথাবার্তাটায়, শ্রেপান আর্কাদিচের প্রস্তাব আর পরামর্শে তার বিশেষ অনুভৃতিতে মালিন্য লেগেছে।

স্ত্রেপান আর্কাদিচ হাসলেন। তিনি ব্রেছিলেন কী চলছে লেভিনের ভেতরটায়।

বললেন, 'বাব কোনো এক সময়। আহ্ ভায়া, নারী — এই ইস্কুন্পটা দিয়েই সর্বাকছন্ ঘ্রছে। এই বেমন আমার অবস্থাটা খারাপ, অতি খারাপ। আর সবই ঐ নারীদের জন্যে। তুমি আমায় খোলাখ্লি বলো তো' — চুর্ট বার করে অন্য হাতে পানপাত নিয়ে তিনি বলে চললেন, 'তুমি উপদেশ দাও আমায়।'

'কিন্তু কী ব্যাপার?'

'ব্যাপার এই। ধরা যাক তুমি বিবাহিত, স্মীকে ভালোবাসো, কিন্তু অন্য নারীর প্রেমে মেতে উঠেছ...'

'মাপ করো, এটা আমি একেবারেই বৃত্তিবা, এ যেন... যতই বলো, যেমন বৃত্তিবা না কেন আমি ভরপেট খাওয়া-দাওয়ার পরই রুটিখানার পাশ দিয়ে যাবার সময় চুরি করব কিনা একটা বন রুটি।'

স্তেপান আর্কাদিচের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল সচরাচরের চেয়েও বেশি।

'কেন নয়? মাঝে মাঝে বন র্নটি এমন গন্ধ ছাড়ে যে লোভ সামলানো দায়।

> Himmlisch ist's, wenn ich bezwungen Meine irdische Begier; Aber doch wenn's nicht gelungen, Hatt' ich auch recht hübsch Plaisir!*'

এই বলে শ্রেপান আর্কাদিচ স্ক্র্ম হাসলেন কেবল। লেভিনও না হেসে পারলেন না।

নিজের পার্ধিব কামনাকে

বিদ পরাভূত করে থাকি, সে তো চমংকার;

আর বিদ তা সম্ভব না হয়, তাহলেও

আনন্দ তো পাওয়া গেল! (জার্মান)।

অব্লোন্ স্কি বলে চললেন, 'না, ঠাট্রার কথা নয়। ভেবে দ্যাখো, এ নারী মিন্টি, নমু, প্রেমময়ী একটি প্রাণী, বেচারা, নিঃসঙ্গিনী, সব বিসর্জন দিয়েছে আমার জন্যে। এখন, কাণ্ডটা যখন হয়েই গেছে — ভেবে দ্যাখো — স্যাত্যই কি ওকে ত্যাগ করতে পারি? ধরা যাক, পরিবার টিকিয়ে রাখার জন্যে ছাড়াছাড়ি হল, কিন্তু ওর জন্যে কি কর্ণা হবে না, ওর একটা ব্যবস্থা করব না, সহনীয় করে তুলব না ওর জীবন?'

'কিন্তু মাপ করো ভাই, তুমি তো জানো, আমার কাছে সমস্ত নারী দ্বই ভাগে বিভক্ত... মানে, না... সঠিক বললে: নারী আছে এবং আছে... মনোরমা পতিতা আমি দেখি নি, দেখবও না, আর কাউণ্টারের ওই চাঁচর চিকুর দোলানো রঙ-করা ফরাসিনীর মতো যারা, তারা আমার কাছে জঘন্য জীব, সব পতিতাই তাই।'

'আর বাইবেলোক্ত পতিতা?'

'আহ্, চুপ করো তো! খিএট যদি জানতেন কথাগন্লোর কী অপব্যবহার হবে, তাহলে কখনোই তিনি তা বলতেন না। কেননা সারা খিএট উপদেশাম্ত থেকে লোকে মনে রেখেছে কেবল ঐটুকুই। তবে আমি বলছি যা ভাবি তা নর, যা অন্ভব করি। পতিতা নারীদের প্রতি আমার একটা বিতৃষ্ণা আছে। তুমি ভর পাও মাকড়শার, আমি এই কদর্য জীবগন্লোকে। মাকড়শাদের নিয়ে তুমি নিশ্চয় অন্সন্ধান চালাও নি, তাদের ধরন-ধারন জানো না: আমিও সেইরকম।'

'তোমার পক্ষে এ সব কথা বলতে আর কী; এ ঠিক ডিকেন্সের ওই ভদ্রলোকটির মতো, যিনি বাঁ হাতে সমস্ত মুশনিকলে প্রশ্নগর্বলাকে নিয়ে ছুড়ে ফেলতেন ডান কাঁধের ওপর দিয়ে। কিন্তু বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করা তার জবাব নয়। কী করা যাবে, তুমি বলো আমায়, কী করি? বোঁ ব্রিড়য়ে যাচ্ছে, অথচ আমি জীবনে ভরপ্র। দেখতে না দেখতে টের পেতে হয়, বোঁকে যতই শ্রদ্ধা করি, সপ্রেম ভালোবাসা আর সম্ভব নয়। তারপর হঠাং দেখা দিল প্রেম, তুমিও ডুবলে, একেবারে ডুবলে!' বিষয় হতাশায় বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

লেভিন ঠোঁট কু'চকিয়ে হাসলেন।

'হাাঁ, ডুবেছি' — অব্লোন্স্কি বলে চললেন, 'কিন্তু কী করা ষায়?' 'বন রুটি চুরি করতে ষেও না।'

হেসে উঠলেন দ্রেপান আর্কাদিচ।

'আহা আমার নীতিবাগীশ! কিন্তু ভেবে দ্যাখো। রয়েছে দুটি নারী। একজন দাবি করছে শুখু নিজের অধিকার, আর সে অধিকার হল ভালোবাসা যা তুমি দিতে অক্ষম; অন্যজন তোমার জন্যে স্বকিছ্ম ত্যাগ করেছে, অথচ কিছ্মই দাবি করছে না। কী করা যাবে তখন, কী কর্তব্য? এ এক ভয়ংকর ট্রান্ডেভি।'

'এ ব্যাপারে আমার উপদেশ যদি শ্নতে চাও, তাহলে আমি বলব যে এক্ষেত্রে কোনো ট্রাক্রেড ঘটেছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। কেন, তা বলি। আমার মতে প্রেম... দ্ব'ধরনের প্রেমই, মনে আছে তো? প্রেটো যার সংজ্ঞা দিয়েছেন তাঁর 'স্থিদেপাসিয়ামে' — দ্বই ধরনের প্রেমই লোককে পরথ করার কণ্টিপাথর। একদল লোক শ্ব্যু এক ধরনের প্রেম বোঝে, অন্য দল অনাটা। যারা অনিন্কাম প্রেমই বোঝে, খামোকাই তারা ট্রাক্রেডির কথা বলছে। এরকম প্রেমে কোনো ট্রাক্রেডিই হতে পারে না। 'স্বখদানের জন্যে বিনীত ধনাবাদ' — বাস্, ফুরিয়ে গেল ট্রাক্রেডি। আর নিম্কাম প্রেমে ট্রাক্রেডির কথাই ওঠে না. কেননা এর্প প্রেমে সবই উষ্প্রন আর নির্মাল, কেননা...'

এই সময় লেভিনের মনে পড়ল তাঁর নিজের পাপ আর তা নিয়ে। আত্মগ্রানির কথা। তাই হঠাং তিনি যোগ করলেন:

'তবে তুমিও হয়ত ঠিক, খ্বই তা সম্ভব… কিন্তু আমি জানি না, সতিতই জানি না।'

শ্রেপান আর্কাদিচ বললেন, 'কী জানো, তুমি খ্বই লক্ষ্যনিষ্ঠ লোক। এটা তোমার গ্রন্থ বটে, দোষও বটে। তোমার নিজের চরিত্র লক্ষ্যনিষ্ঠ আর চাও যেন গোটা জীবন অন্বিত হয়ে ওঠে লক্ষ্যনিষ্ঠ ঘটনায়, অথচ এটা হয় না। এই যে তুমি প্রশাসনিক রাজপ্র্যুষদের কার্যকলাপ ঘেলা করো, কারণ তোমার ইচ্ছে যেন ব্যাপারটা চলে একটা লক্ষ্য মেনে, এটা হয় না। তুমি এও চাও, একজন ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপের যেন সর্বদাই একটা লক্ষ্য থাকে, প্রেম আর পারিবারিক জীবন যেন সর্বদা একসঙ্গে মিলে যায়। অথচ সেটা হয় না। জীবনের সমস্ত বৈচিত্র্য, সমস্ত মাধ্রী, সমস্ত সৌন্দর্য গড়ে ওঠে ছায়া আর আলো দিয়ে।'

লেভিন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, কোনো জবাব দিলেন না তিনি। মগ্ন ছিলেন নিজের চিন্তায়, অব্লোন্স্কির কথা কানে যাচ্ছিল না।

হঠাং দ্বজনেই টের পেলেন যে তাঁরা যদিও বন্ধ, এবং একসঙ্গে খানা-

পিনা করেছেন, যাতে তাঁদের আরো কাছাকাছি আসার কথা, তাহলেও প্রত্যেকে ভাবছেন শৃথ্য নিজের ব্যাপার নিয়ে, অপরের জন্য কার্র মাথাব্যথা নেই। আহারের পর নৈকটোর পরিবর্তে এই চ্ড়ান্ত বিযুক্তির অভিজ্ঞতা অব্লোন্স্কির হয়েছে একাধিক বার এবং জানতেন এ সব ক্ষেত্রে ক্রিকরা উচিত।

াবল!' বলে চিংকার করে তিনি গেলেন পাশের কক্ষে এবং তংক্ষণাং পরিচিত একজন আডজনটানেটর দেখা পেলেন, তাঁর সঙ্গে শনুর করে দিলেন জনৈকা অভিনেত্রী আর তার পৃষ্ঠপোষককে নিয়ে আলাপ। আডজনটানেটর সঙ্গে কথা কয়ে অব্লোন্সিক তংক্ষণাং লেভিনের সঙ্গে কথাবার্তা থেকে হাঁপ ছেড়ে হালকা হবার আমেজ পেলেন। লেভিন সর্বদাই তাঁকে আহন্বান করতেন বড়ো বেশি মানসিক ও আজ্মিক প্রয়াসে।

তাতার যখন ছান্বিশ র্ব্ল আর কিছ্ কোপেক, সেইসঙ্গে ভোদকার জন্য বর্থাশসের বিল নিয়ে এল, গ্রামবাসী যে লেভিন অন্য সময়ে তাঁর ভাগের এই চোন্দ র্ব্ল বিল দেখে আঁতকে উঠতেন, এবার তিনি ভ্রুক্ষেপও করলেন না, হিসাব মিটিয়ে দিলেন এবং বাড়ি ফিরলেন পোশাক বর্দালয়ে শ্যেরবাংস্কিদের ওখানে রওনা দেবার জন্য, যেখানে স্থির হয়ে যাবে তাঁর ভাগা।

11 5 & 11

প্রিলেসস কিটি শ্যেরবাংশ্কায়ার বয়স আঠারো বছর। সমাজে সে বের্ক্তে এই প্রথম শীত। এখানে তার সাফল্য তার দ্ই দিদির চেয়ে বেশি, এমনকি প্রিল্স-মহিষীর প্রত্যাশাকেও তা ছাড়িয়ে গেছে। মন্ফোর বলনাচগর্নলতে যেসব তর্ন যোগ দিত, তাদের প্রায় সবাই যে কিটির প্রেমে পড়েছিল শ্বে তাই নয়, সেই প্রথম শীতেই দেখা দিল গ্রের্জের সঙ্গে বিবেচনার যোগ্য দ্কন পাত্র: লেভিন, এবং তিনি চলে যাওয়ার পরেই আবিভূতি হন কাউপ্ট শ্রন্স্ক।

শীতের গোড়ার লেভিনের আগমন, তাঁর ঘন ঘন যাতায়াত, কিটির প্রতি তাঁর স্কুপন্ট অনুরাগ প্রিন্স ও প্রিন্স-মহিষীর মধ্যে কিটির ভবিষ্যং নিয়ে গ্রহতর আলোচনা ও তাঁদের মধ্যে কলহের উপলক্ষ হয়ে উঠেছিল। প্রিন্স ছিলেন লেভিনের পক্ষে, বলতেন যে কিটির জন্য এর চেরে ভালো কিছ্ব তিনি কামনা করেন না। আর নারীদের প্রশ্ন এড়িরে যাওয়ার স্বভাবিসদ্ধ অভ্যাসে তার স্থাী বলতেন যে কিটির বয়স বড়ো কম, লেভিনের যে একটা গ্রেম্পর্ণ সংকল্প আছে, সেটা কোনো কিছ্বতেই তিনি প্রকাশ করেন নি, ওর জন্য কিটির টান নেই ইত্যাদি নানা যুক্তি দিতেন; কিন্তু প্রধান কথাটা তিনি বলেন নি যে মেয়ের জন্য তিনি যোগ্যতর পাত্রের অপেক্ষায় আছেন, লেভিনকে তার ভালো লাগে না, তাঁকে বোঝেন না তিনি। লেভিন যখন অকস্মাৎ চলে গেলেন, প্রিস্স-মহিষী খুর্নিই হলেন, সগোরবে স্বামীকে বললেন, 'দেখছো তো, স্থামার কথাই ঠিক।' আর যখন উদয় হল দ্রন্ স্কির, তখন তিনি আরো খুর্নি হলেন তাঁর এই অভিমতে নিশ্চিত হয়ে যে কিটির হওয়া উচিত নেহাৎ ভালোরকম নয়, চমৎকার একটা বিয়ে।

মায়ের কাছে দ্রন্দিক আর লেভিনের মধ্যে কোনো তুলনাই হতে পারে না। মায়ের ভালো লাগত না ষেমন লেভিনের উন্তট, উৎকট সব মতামত, সমাজে তাঁর আনাড়িপনা (ষেটা তাঁর গর্বপ্রস্তুত বলে তিনি ধরে নিয়েছিলেন), তেমনি, মহিলাটির ধারণায়, গর্নু-বাছ্রর চাষী-বাসী নিয়ে গাঁয়ের কী-একটা ব্নো জীবন; এটাও তাঁর পছন্দ হয় নি যে লেভিন তাঁর মেয়ের প্রেমে পড়ে এ বাড়িতে আসা-যাওয়া করেছেন দেড় মাস, যেন কিসের আশা করছিলেন, চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন, যেন ভয় পাচছিলেন, পাণিপীড়নের প্রস্তাব দিলে কি ওঁদের বড়ো বেশি সম্মান দেখানো হবে, আর ভেবেই দেখেন নি, যে-বাড়িতে বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে, সেখানে যাতায়াত করলে নিজেকে ব্যক্ত করে বলা দরকার। আর হঠাং কিছ্ই না বলে কয়ে তিনি চলে গেলেন। 'এতই ও অনাকর্যণীয় যে কিটি তার প্রেমে পড়ে নি, এটা ভালোই হয়েছে' — ভেবেছিলেন মা।

সব দিক দিয়েই দ্রন্স্কি তৃপ্ত করেছিলেন মায়ের আকাজ্কা। অতি ধনী, ব্দ্বিমান, অভিজাত, দরবারে যে চমংকার একটা সামরিক কেরিয়ার গড়ে তুলতে চলেছেন, মনোহর একটি লোক। এর চেয়ে ভালো কিছ্বর আশা করা যায় না।

বলনাচগনলোয় শ্রন্দিক স্পন্টতই কিটির দিকে সবিশেষ মনোযোগ দিতেন, নাচতেন তার সঙ্গে, তাঁদের বাড়ি যেতেন, ফলে তাঁর সংকল্পের গ্রুড়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তাহলেও মা এই সারাটা শীত ছিলেন একটা অন্তুত অন্থ্রিতা আর উত্তেজনার মধ্যে।

পিসির ঘটকালিতে প্রিন্স-মহিষীর নিজের বিয়ে হয়েছিল তিরিশ বছর গ্রাগে। পাত্র সম্পর্কে আগে থেকেই জানা ছিল সর্বাকছন, এল সে কনে দেখতে, তাকেও দেখা হল: কার কেমন লেগেছে সেটা জেনে ঘটকী পিসি ্রানালেন পরস্পরকে; ভালোই লেগেছিল দু'পক্ষের; তারপর নির্ধারিত দিনে পিতামাতার কাছে এল পাণিপীডনের প্রত্যাশিত প্রস্তাব এবং তা গহাত হল। সবই চলেছিল অতি সহজে আর নিবি'ঘ্যে। অন্তত প্রিন্স-র্মাহয়ীর তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু নিজের মেয়েদের বেলায় তাঁকে টের পেতে হয়েছিল যে এই বিয়ে দেওয়াটা মোটেই তেমন সহজ, সরল, আপাত-সাধারণ ব্যাপার নয়। তাঁর বডো দুই মেয়ে ডল্লি আর নাটালির বিয়েতে কতরকম ভয়ই-না তাঁর করেছে, কত ভাবনা ফিরে ভাবতে **হয়েছে**, খরচ করেছেন কত টাকা, কত থিটিমিটি বেধেছে স্বামীর সঙ্গে। এখন ছোটো ্ময়ের বেলায় তাঁকে সইতে হচ্ছে সেই একইরকম ভয়, একইরকম সন্দেহ, আর আগের চেয়ে স্বামীর সঙ্গে আরো বেশি কলহ। বন্ধ প্রিন্স সমস্ত পিতার মতোই ছিলেন নিজের মেয়েদের সম্মান ও নিষ্পাপতা নিয়ে অতিশয় খ;৩খ;তে আর কড়া। তাঁর মেয়েদের, বিশেষ করে তাঁর আদরিণী কিটি সম্পর্কে তিনি ছিলেন অবিবেচকের মতো ল্লেহের ঈর্ষায় পাঁড়িত, মা মেয়ের নাম ডোবাচ্ছে বলে প্রতি পদে তিনি একটা তুল-কালাম কান্ড বাধাতেন। প্রথম মেয়েদের সময় থেকেই দ্বী এতে অভ্যন্ত, কিন্তু এবার তিনি অনুভব করছিলেন যে প্রিনেসর খৃতেখৃতানির ভিত্তি এখন আছে বেশি। তিনি দেখছিলেন যে সাময়িক কালে সমাজের রীতিনীতি অনেক বদলে গেছে. এতে মায়ের দায়িত্ব হয়ে উঠেছে অনেক কঠিন, তিনি দেখছেন যে কিটির সমবয়সীরা নানান সব সমিতি গড়ে তুলছে, কীসব কোর্সে যোগ দিচ্ছে, খবাধে আলাপ করছে পুরুষের সঙ্গে, একা একা রাস্তায় বেরুচ্ছে গাড়ি করে অনেকে উপবেশনের ভঙ্গিতে অভিবাদনও করছে না আর সবচেয়ে ^{ব্}.ড়া কথা, সকলেরই দুঢ় বিশ্বাস, স্বামী নির্বাচন তাদেরই ব্যাপার, পিতামাতার নয়। এই সব তর্ণী, এমনকি ব্দেরাও ভাবত এবং বলত, ^{'এখন} আর লোকে আগের মতো মেয়ের বিয়ে দেয় না।' কিন্তু কী করে এখন মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়, সেটা প্রিন্স-মহিষী জানতে পারেন নি কারো ^{কাছ} থেকে। সম্ভানের ভাগ্য স্থির করে দেবে মা-বাপে — এই ফরাসি রেওয়াজ এখন অগ্রহণীয়, ধিকৃত। মেয়েদের অবাধ স্বাধীনতার ইংরেজ কেতাও অগ্রাহ্য এবং রুশ সমাজে অসম্ভাব্য। ঘটকালির রুশী রীতি বিকট, এবং সবাই, এমনকি প্রিম্প-মহিষীও হাসাহাসি করেছেন তা নিয়ে। কিন্তু মেয়ে কিন্তাবে বিয়ে করবে, তার বিয়ে দেওয়া হবে কেমন করে, সেটা কেন্ড জানে না। এ ব্যাপারে প্রিম্প-মহিষী যাদের সঙ্গে কথা কয়েছেন, তাঁরা শ্ব্রুর্বলেছেন একটা কথাই: 'ও সব ছাড়্ব্ন, একালে ও সব সেকেলে প্রথা ঝেড়ে ফেলাই উচিত। বিয়ে তো করতে যাচ্ছে মা-বাপে নয়, তর্ব-তর্বায়া, তাই যা বোঝে সেইভাবে। ঠিকঠাক করে নিক।' যার মেয়ে নেই, তার পক্ষে এ কথা বলা সহজ, অথচ প্রিম্প-মহিষী ব্রুতেন যে মেলামেশায় মেয়ে এমন লোকের প্রেমে পড়তে পারে যে তাকে বিয়ে করতে অনিচ্ছ্বক অথবা এমন লোক, যে ম্বামী হবার অযোগ্য। এবং তাকে যতই বোঝানো হোক যে আমাদের কালে নবীনদের উচিত নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য স্থির করে নেওয়া, তিনি সেটা বিশ্বাস করতে পারেন নি, যেমন তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না যে কোনো কালেই পাঁচ বছর বয়সী শিশ্বর সেরা থেলনা হওয়া উচিত গ্রেলিভরা পিন্তল। তাই বড়ো মেয়েদের চেয়ে কিটির জন্য তাঁর দ্বিশ্বনতা ছিল বেশি।

এখন তাঁর ভয় হচ্ছিল যে দ্রন্দিক আবার যেন তাঁর মেয়ের প্রতি ওই সবিশেষ মনোযোগেই সীমিত না থাকেন। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে মেয়ে তাঁর প্রেমে পড়েছে, কিস্তু এই বলে নিজেকে সাস্ত্রনা দিচ্ছিলেন যে লোকটা সং, ও কাজ তিনি করবেন না। কিস্তু সেইসঙ্গে তাঁর জানা ছিল যে বর্তমানের অবাধ মেলামেশায় একটা মেয়ের মাথা ঘ্রিয়ে দেওয়া কত সহজ এবং সাধারণভাবে প্র্র্ষেরা এই অন্যায়টাকে কত লঘ্ব চোখে দেখে। গত সপ্তাহে কিটি মাকে বলেছিল মাজ্রকা নাচের সময় দ্রন্দিকর সঙ্গে কী কথাবার্তা হয়েছিল তার। কথাবার্তাটা খানিকটা আশ্বন্ত করে প্রিন্সমহিষীকে; কিস্তু সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে তিনি পারেন নি। কিটিকে দ্রন্দিক বলেছিলেন যে তাঁরা, দ্বই ভাই-ই স্বকিছ্ব ব্যাপারেই মায়ের কথামতো চলতে এত অভান্ত যে তাঁর পরামর্শ না নিয়ে গ্রুড়পূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত কথনো গৃহীত হয় না। 'এখন আমি পিটার্সব্র্গ থেকে মায়ের আগমনের অপেক্ষা করছি একটা বিশেষ সৌভাগ্য হিশেবে' — বলেছিলেন দ্রন্দিক।

কিটি তার মাকে এটা বলেছিল কথাগন্লোয় কোনো গ্রন্থ না দিয়ে। কিন্তু মা জিনিসটাকে নিয়েছিলেন অন্যভাবে। তিনি জ্ঞানতেন যে বৃদ্ধা যেকোনো দিন এসে পড়বেন বলে অপেক্ষা করা হচ্ছে, ছেলের নির্বাচনে বৃদ্ধা খুনিশ হবেন, তাই মাকে আঘাত দেবার ভয়েই নাকি ছেলে এখনো পাণিপ্রার্থনা করছে না এটা তাঁর কাছে অন্তুত ঠেকেছিল; তাহলেও বিয়েটা তিনি এত চাইছিলেন, এবং তার চেয়েও বেশি করে চাইছিলেন দ্বর্ভাবনা থেকে শান্তি যে তাই-ই তিনি বিশ্বাস করলেন। বড়ো মেয়ে ডাঙ্লা যে শানি যে তাই-ই তিনি বিশ্বাস করলেন। বড়ো মেয়ে ডাঙ্লা যে শানি ছেড়ে যাবে বলে ঠিক করেছে তা চোখে দেখা তাঁর কাছে এখন যতই কণ্টকর হোক, ছোটো মেয়ের যে ভাগ্য নির্ধারিত হতে চলেছে তার জন্য অন্থিরতাই তাঁর অন্য সমস্ত অন্তুতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। আজ লেভিনের আবিভাবে আরো নতুন দ্বিশ্চন্তা দেখা দিয়েছে তাঁর। তাঁর ধারণা, লেভিনের প্রতি এক সময় টান ছিল মেয়ের, অতিরিক্ত সততাবশে সে আবার ভ্রন্দিককে প্রত্যাখ্যান না করে বসে, এবং সাধারণভাবেই লেভিনের আগমনে সমাপ্তির মৃথে এসে পড়া ব্যাপারটা আবার গোলমালে না পড়ে, বিলন্দিত না হয়্ন এই ভয় করছিলেন তিনি।

বাড়ি ফিরে প্রিন্স-মহিষী লেভিন সম্পর্কে জিগ্যেস করলেন, 'ও কি অনেকদিন হল এসেছে?'

'আজ, মামাঁ।'

'একটা কথা আমি বলতে চাই...' মা শ্বর্ করলেন এবং তাঁর গ্রব্গস্তীর উর্ত্তোজত মূখ দেখে কিটি টের পেল কথাটা হবে কী নিয়ে।

লাল হয়ে উঠে ঝট করে মায়ের দিকে ফিরে সে বললে, 'মা, মিনতি করিছ, ব'লো না। আমি জানি, সব জানি।'

মা যা চাইছিলেন, সেও চাইছিল তাই, কিন্তু মায়ের চাওয়ার পেছনকার উদ্দেশ্যগ**্**লো আঘাত দিচ্ছিল তাকে।

আমি শ্ব্ধ্ব বলতে চাই যে একজনকে আশা দিয়ে...'

'মা, লক্ষ্মী মা আমার, ভগবানের দোহাই, ব'লো না। ও নিয়ে কথা বলতে ভারি ভয় লাগে।'

'আচ্ছা, বলব না, বলব না' — মেশ্রের চোখে জল দেখে মা বললে, কিন্তু একটা কথা, সোনা আমার: আমায় কথা দাও যে আমার কাছ থেকে তুমি ল্বকিয়ে রাখবে না কিছ্ব। রাখবে না তো?'

'কখনো না, কোনো কিছ্বই না' — ফের লাল হয়ে উঠে মায়ের চোখে চোখে তাকিয়ে বললে কিটি, 'কিস্তু এখন আমার বলার কিছ্ব নেই। আমি... আমি... যদি আমি বলতে চাইতামও, তাহলেও জানি না কী বলব, কেমন করে বলব... আমি জানি না...' 'এইরকম চোখ নিয়ে তুমি মিথ্যে বলতে পারো না' — মেয়ের ব্যাকুলআয় তার ম্থের দিকে চেয়ে মা ভাবলেন হাসিম্থে। হাসিম্থে, কেননা মেয়ের প্রাণের ভেতর যা চলেছে সেটা বেচারির কাছে কী বিপ্লে আর অর্থময়ই না মনে হচ্ছে।

n son

লড়াইয়ে নামার আগে তর্ণের যে অন্ভূতি হয়, আহারের পর থেকে সান্ধ্য পার্টি শ্রুর হওয়া অবধি কিটিরও অন্ভূতি হয়েছিল তার মতো। ব্ক তার ভয়ানক ঢিপঢিপ করছিল, কোনো কিছ্তেই মন বসাতে পারছিল না।

সে অনুভব কর্রাছল, ওঁদের দুজনের মধ্যে প্রথম সাক্ষাং হচ্ছে এই যে সন্ধায়ে, সেটা তার ভাগ্যনিধারক হওয়ার কথা। অনবরত তার কল্পনায় ভেসে উঠছিলেন ওঁরা দ্ব'জন, কখনো আলাদা আলাদা, কখনো দ্ব'জন একসঙ্গে। অতীতে লেভিনের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা সে স্মরণ কর্রাছল প্লেকে আর দরদে। শৈশবের স্মৃতি, তার প্রয়াত ভাইয়ের সঙ্গে লেভিনের বন্ধুদের স্মৃতিতে তাঁর সঙ্গে কিটির সম্পর্কে লাগছিল একটা কাব্যিক মাধ্বর্যের ছোঁয়া। কিটির প্রতি তাঁর ভালোবাসা যাতে কিটি স্ক্রনিশ্চিত, সেটা ছিল তার কাছে অহংকৃপ্তি আর আনন্দের ব্যাপার। লেভিনের কথা ভাবাটা তার কাছে সহজ। কিন্তু দ্রন্দিকর কথা ভাবতে গেলে কী একটা সংকোচ গোল বাধাত, যদিও তিনি ছিলেন অতিমান্তায় মার্জিত আর শান্ত: কেমন একটা মিথ্যাচার এসে পড়ত — দ্রন্স্কির দিক থেকে নয়. তিনি ছিলেন খ্বই সহজ আর মিষ্টি — স্বয়ং কিটির দিক থেকেই. যেক্ষেত্রে লোভনের কাছে সে নিজেকে অনুভব করত একেবারে সহজ আর পরিষ্কার। কিন্তু আবার যেই ভাবত দ্রন্দিকর সঙ্গে তার ভবিষ্যতের কথা, অমনি তার সামনে ভেসে উঠত একটা জন্বজন্বলে স্বখময় পরিপ্রেক্ষিত: লেভিনের বেলায় ভবিষণেটা দেখাত ঝাপসা।

সন্ধার জন্য সাজগোজ করতে ওপরে উঠে কিটি আয়নায় তাকিয়ে সানন্দে লক্ষ্য করল যে আজকের দিনটা তার একটা ভালো দিন, নিজের সমস্ত শক্তি আছে তার পরিপূর্ণ দখলে আর সেটা দরকার আসমের জন্য; নিজের মধ্যে সে অন্ভেব করছিল বাইরের একটা প্রশান্তি এবং গতিভাসমায় অসংকোচ সোষ্ঠিব।

সাড়ে সাতটায় ড্রনিং-রুমে ঢুকতেই চাপরাসি থবর দিলে: 'কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ লেভিন।' প্রিন্স-মহিষী তথনো তাঁর ঘরে আর প্রিন্স বেরিয়ে এলেন না। কিটি ভাবল, 'ঠিক যা ভেবেছিলাম' — সমস্ত রক্ত খেয়ে এল তার হুংপিশ্রে। আয়নায় নিজের পাণ্ডুরতা দেখে আত্তিকত হয়ে উঠল সে।

এখন সে নিশ্চিত জানে যে আগে আগে তিনি এসেছেন শ্ব্যু কিটিকে একা পেরে বিয়ের প্রস্তাব দেবেন বলে। এখন এই প্রথম গোটা ব্যাপারটা তার কাছে প্রতিভাত হল একেবারে অন্য, নতুন একটা দিক থেকে। কেবল এখনই সে ব্রুল যে প্রশ্নটা কেবল একা তাকে নিয়ে নয় — কার সঙ্গে সে স্খী হবে, কাকে সে ভালোবাসছে. এই নয় — এই ম্হ্তের্ত তাকে আঘাত দিতে হবে এমন একজনের মনে যাকে সে ভালোবাসে। এবং আঘাত দিতে হবে নিষ্ঠুরভাবে... কিসের জন্য? এইজন্য যে সে ভারি ভালো লোক, ভালোবাসে তাকে, তার প্রণয়াসক্ত। কিন্তু করবার কিছ্বু নেই। এইটেই দরকার, এইটেই উচিত।

'ভগবান, এটা কি আমায় নিজেকেই বলতে হবে ওকে?' কিটি ভাবলে, 'কিস্তু কী বলব? সতি্যই কি ওকে বলব যে আমি ওকে ভালোবাসি না? কিস্তু সে তো মিথ্যে বলা হবে। কী বলি তাকে? বলব কি ভালোবাসি অন্যকে? না, সে অসম্ভব। আমি চলে যাব এখান থেকে, চলে যাব।'

দরজার কাছে ও চলেই গেছে, এমন সময় লেভিনের পদশব্দ কানে এল।
না. এটা অসাধৃতা। আমার ভয় পাবার কী আছে? আমি খারাপ তো
কিছ্ করি নি। যা হবার, হবে! সত্যি কথাই বলব। ওর কাছে আমার
অম্বস্তি লাগতে পারে না। ওই এসে গেছে' — তাঁর বলিষ্ঠ আর ভীর্
মৃতি, তার দিকে নিবদ্ধ তাঁর জনলজনলে চোখ দেখে মনে মনে বললে সে।
সোজাস্কি তাঁর মৃথের দিকে চাইল যেন ক্ষমা প্রার্থনা করছে, হাত এগিয়ে
দিল।

ফাঁকা ড্রায়ং-র্মে চোখ ব্লিয়ে লেভিন বললেন, 'আমি ঠিক সময়ে নয় মনে হচ্ছে বড়ো বেশি আগে এসে পড়েছি।' যখন দেখলেন যে তাঁর আশা সফল হয়েছে, মন খ্লতে কেউ তাঁকে বাধা দেবে না, ম্খখানা তাঁর হয়ে উঠল বিষয়-গন্ধীর।

'আরে না' — এই বলে কিটি বসল একটা টেবিলের কাছে।

না বসে, আর মনোবল বাতে না হারায় সে জন্য কিটির দিকে না তাকিয়ে তিনি শরে করলেন, 'আমি আপনাকে একলা পেতেই চেয়েছিলাম।'

'মা এক্ষ্ নি বের্বেন। গতকালের পর খ্ব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। গতকাল...'

সে কথা কইছিল যদিও নিজেই জানত না কী বলছে তার ঠোঁট, লোভনের ওপর থেকে মিনতিভরা কোমল দ্বিট সে সরিয়ে নিচ্ছিল না। লোভন চাইলেন ওর দিকে: কিটি লাল হয়ে উঠে চুপ করে গেল।

'আমি আপনাকে বলেছি যে অনেকদিনের জন্যে এসেছি কিনা জানি না... সব নিভার করছে আপনার ওপর...'

কিটি ক্রমশ মাথা ন্ইয়ে আনল, ভেবে পাচ্ছিল না আসন্নের কী জবাব দেবে।

লোভন প্রনর্জি করলেন, 'সব আপনার ওপর নির্ভার করছে, আমি বলতে চাইছিলাম... আমি বলতে চাইছিলাম... আমি এই জন্যেই এসেছি... যে... বলব, আমায় বিয়ে কর্ন!' কী বলছেন তা খেয়াল না করেই তিনি বলে যাচ্চিলেন; কিস্তু সবচেয়ে সাংঘাতিক জিনিসটা বলা হয়ে গেছে টের পেয়ে থেনে গেলেন এবং চাইলেন কিটির দিকে।

লেভিনের দিকে না চেয়ে সে ঘন ঘন নিশ্বাস নিচ্ছিল। পরমানন্দের অন্-ভৃতি ইচ্ছিল তার। স্থাবেশে ভরে উঠেছিল হৃদয়। একেবারেই সে আশা করে নি যে লেভিনের প্রেম-স্বীকৃতি তার ওপর এমন প্রবল রেখাপাত করবে। কিন্তু এ অন্-ভৃতিটা টিকল শ্ব্ধ এক ম্বৃত্তি। দ্রন্স্কির কথা মনে পড়ল তার। লেভিনের দিকে তার উজ্জ্বল সত্যানিষ্ঠ চোখ মেলে এবং তাঁর মরিয়া ম্থখানা দেখে তাড়াতাড়ি করে সে জবাব দিলে:

'সে হতে পারে না... মাপ করবেন আমায়...'

এক মুহুর্ত আগেও কিটি ছিল লেভিনের কত আপন, তাঁর জীবনের পক্ষে কত জর্মর! আর এখন সে হয়ে গেল তাঁর কত পর। তাঁর কাছ থেকে কত স্মুদূর!

কিটির দিকে না চেয়ে তিনি বললেন, 'এ ছাড়া অন্যকিছ্ম হতে পারত না।'

মাথা নুইয়ে চলে যাবার উপক্রম করলেন তিনি।

কিন্তু এইসময় ঘরে ঢুকলেন প্রিশ্স-মহিষী। ওদের একলা দেখে এবং মৃথভাবে হতাশা লক্ষ্য করে তাঁর আতৎক হয়েছিল। লেভিন তাঁকে অভিবাদন করলেন, কিন্তু কিছ্ম বললেন না। কিটি চোখ না তুলে চুপ করে রইল। মা ভাবলেন, 'জয় ভগবান, রাজি হয় নি তাহলে' — এবং প্রতি বৃহস্পতিবার সচরাচর যে হাসি দিয়ে তিনি অভ্যাগতদের বরণ করেন, তাতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর মুখ। আসন নিয়ে তিনি লেভিনের গ্রামের জীবন সম্পর্কে ক্রিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। ফের বসলেন লেভিন, অতিথিদের আগমনের অপেক্ষা করতে লাগলেন যাতে অলক্ষ্যে চলে যেতে পারেন।

পাঁচ মিনিট বাদে ঢুকলেন কিটির বান্ধবী, গত শীতে বিবাহিতা, কাউশ্টেস নড্শ্টিন।

রোগা, হলদেটে, রুগ্ন, স্নায়বিক চেহারার এক মহিলা ইনি, কালো চোখদ্টি জনলজনলে। কিটিকে ভালোবাসতেন তিনি, আর অন্টাদের প্রতি বিবাহিতাদের ভালোবাসার ক্ষেত্রে সর্বদা যা ঘটে থাকে, তাঁর এ ভালোবাসা প্রকাশ পেত সুখ সম্পর্কে তাঁর আদর্শ অনুসারে কিটির বিয়ে দেবার বাসনায়, তাই চাইতেন যে দ্রন্স্কিকে সে বিয়ে কর্ক। শীতের গোড়ায় লেভিনকে তিনি প্রায়ই এ'দের এখানে দেখেছেন এবং কখনোই তাঁকে পছন্দ হয় নি। লেভিনের সঙ্গে দেখা হলে তাঁর বরাবরের প্রিয় কাজ হত তাঁকে নিয়ে তামাসা করা।

ভিনি যখন তাঁর মহিমার শিখর থেকে আমার দিকে চেয়ে দেখেন: হয় আমার সঙ্গে মননশীল কথাবার্তা বন্ধ করেন কারণ আমি বোকা, নয় কুপা করে আমার পর্যায়ে নেমে আসেন, — তখন সেটা আমার খুব ভালো লাগে। আমি ভারি ভালোবাসি: এই নেমে আসা! আমায় যে উনি দেখতে পারেন না, তাতে আমি খুব খুশি' — উনি বলতেন।

উনি ঠিকই বলতেন, কেননা সত্যিই লেভিন ওঁকে দেখতে পারতেন না এবং যা নিয়ে তাঁর গর্ব ছিল এবং যা তিনি নিজের গ্র্ণ বলে মনে করতেন — তাঁর স্নায়বিকতা, স্থ্ল ও ঐহিক স্বকিছ্বর প্রতি তাঁর স্ক্র্য অবজ্ঞা ও উদাসীনতা — তার জন্য লেভিন ঘ্ণা করতেন তাঁকে।

নর্ভ স্টন আর লেভিনের মধ্যে এমন একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, বা উ'চু সমাজে প্রায়ই দেখা যায়, যথা, দু'জন ব্যক্তি বাহ্যত বন্ধ,ত্বের সম্পর্ক থেকে পরস্পরকে ঘৃণা করছে এমন মান্তায় যে পরস্পরকে গ্রন্থ দিয়ে নিতে, এমনকি কেউ কারো শ্বারা আহত হতেও অক্ষম।

কাউন্টেস নড্স্টিন তংক্ষণাং ঝাঁপিয়ে পড়লেন লেভিনের ওপর।

'আরে, কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ বে! ফের এলেন আমাদের ব্যভিচারী ব্যাবিলনে' -- ওঁর দিকে তাঁর ছোট হলদেটে হাত বাড়িয়ে তিনি বললেন, তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল যে শীতের গোড়ায় লেভিন একবার বলেছিলেন যে মন্দেরা হল ব্যাবিলন। 'তা ব্যাবিলনেরই চরিত্র শোধরাল নাকি আপনার চরিত্রই নন্ট হল?' মুচকি হেসে কিটির দিকে দ্ভিপাত করে তিনি যোগ দিলেন।

'আমার কথা আপান এত মনে রাখেন দেখে কৃতার্থ বােধ করছি কাউন্টেস' ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে তক্ষ্মনি অভ্যাসবশত কাউন্টেস নড্স্টিনের সঙ্গে রসিকতা-শন্তার সম্পর্ক পাতলেন, 'নিশ্চয় কথাগ্মলাে আপনার মনে খ্ব ছাপ ফেলেছিল।'

'বাঃ, তা নয়ত কী? আমি সব টুকে রাখি। কী কিটি, ফের স্কেটিং করেছিস বৃ্ঝি?..'

কিটির সঙ্গে কথা কইতে শ্রে করলেন তিনি। এখন চলে যাওয়া যতই অসবস্থিকর হোক, সারা সঙ্গে এখানে বসে থেকে কিটিকে দেখার চেয়ে সে অসবস্থিকরতা মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে সহজ। কিটি মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল তাঁর দিকে এবং তাঁর দ্ভিট এড়িয়ে যাচ্ছিল। উনি উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু উনি চুপ করে আছেন দেখে প্রিন্স-মহিষী তাঁকে জিগ্যোস করলেন:

'মস্কোয় আপনি এসেছেন অনেক দিনের জন্যে? আপনি তো মনে হয় জেমস্তুভোর কর্মকর্তা, বেশি দিন থাকা তো আপনার চলে না।'

লেভিন বললেন, 'না প্রিন্সেস, আমি আর জেমস্ত্রভাতে নেই। এসেছি কয়েক দিনের জন্যে।'

লেভিনের কঠোর গন্তীর মুখের দিকে চেয়ে কাউণ্টেস নর্ড্রন্সন ভাবলেন, 'কিছ্র একটা হয়েছে ওঁর, কেন জানি তর্কে নামছেন না। কিন্তু আমি ওঁকে টেনে বার করব। ভারি মজা লাগে কিটির সামনে ওঁকে অপদস্থ করতে এবং তা করব।'

কাউন্টেস বললেন, 'কনস্তান্তিন দ্মিত্তিচ, আমায় একটু ব্ঝিয়ে দিন তো — আপনি তো এ ব্যাপারগ্নলো সবই জানেন — আমাদের কাল্মগা গ্রামে সব চাষী আর সব মাগীগ্নলো তাদের যা কিছ্ন ছিল মদ খেয়ে উড়িয়েছে, এখন আমাদের আর খাজনা-পত্তর কিছ, দিচ্ছে না। কী এর মানে ? আপনি তো সর্বদাই চাষীদের খুব প্রশংসা করেন।'

এই সময় ঘরে এলেন আরেক জন মহিলা, লেভিন উঠে দাঁড়ালেন।

মাপ করবেন কাউপ্টেস, আমি সতিই এ সব ব্যাপার কিছ্ জানি না, আপনাকে কিছ্ বলতেও পারব না' — এই বলে তিনি চাইলেন মহিলার পিছ্পিছ্ আসা জনৈক সামরিক অফিসারের দিকে।

ইনিই নিশ্চয় দ্রন্স্কি' — ভাবলেন লেভিন এবং সেটা যাচাই করার জনা চাইলেন কিটির দিকে। ইতিমধ্যে কিটি দ্রন্স্কিকে দেখে চকিত দ্ভিপাত করল লেভিনের দিকে। অজান্তে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা চোখের সেই একটা দ্ছিপাত থেকেই লেভিন ব্ন্থলেন যে কিটি এই লোকটিকে ভালোবাসে, নিজ মুখে কিটি সে কথা বললে যা দাঁড়াত, ব্ন্থলেন তেমনি স্বনিশ্চিত হয়ে। কিন্তু কী ধরনের লোক ইনি?

এখন — ভালো হোক, মন্দ হোক — লেভিন থেকে না গিয়ে পারেন না: তাঁকে জানতে হবে, কিটি যাকে ভালোবেসেছে, কেমনধারা লোক

কিছ্ কিছ্ লোক আছে যারা কোনো না কোনো দিক থেকে সোভাগ্যবান প্রতিদ্বন্দীর দেখা পেলে তার ভেতর ভালো যাকিছ্ সব বরবাদ করে শ্বন্ থারাপটাই দেখতে উদ্গ্রীব: উল্টো দিকে আবার কিছ্ লোক আছে যারা এই সোভাগ্যবান প্রতিদ্বন্দীর মধ্যে দেখতে চায় কী কী গ্রন্থের জন্য সে তাদের পরাভূত করল, এবং ব্রক টনটন করলেও তার মধ্যে খোঁজে শ্বন্ ভালোটাই। লোভন ছিলেন এই ধরনের লোক। কিন্তু দ্রন্দিকর মধ্যে ভালো আর আকর্ষণীয়ের খোঁজ পেতে তাঁর বেগ পেতে হল না। সঙ্গে সঙ্গেই তা চোখে পড়ল। দ্রন্দিক ছিলেন মধ্যম দৈর্ঘ্যের স্বর্গঠিত দেহের নান্ম, কালো চুল, সহদয়, কান্তিমান মুখে অসাধারণ প্রশান্তি আর দ্ঢ়তা। তাঁব মুখে এবং ম্তিতি, ছোটো করে ছাঁটা কালো চুল আর সদ্য কামানো থ্রতিন থেকে শ্বন্ব করে চওড়া আনকোরা উদি পর্যন্ত স্বর্বিছ্ই সাধারণ, কথচ স্কার্। মহিলাকে পথ ছেড়ে দিয়ে তিনি প্রথমে প্রিন্স-মহিষী, পরে কিটির কাছে গেলেন।

কিটির দিকে যখন তিনি যাচ্ছিলেন তাঁর স্বন্দর চোখজোড়া বিশেষ একটা কমনীয়তায় ঝলমল করে উঠল; প্রায় অলক্ষ্য একটা স্ব্যু আর নয় বিজয়ের হাসি নিয়ে (লেভিনের তাই মনে হল), তিনি সাবধানে সম্মান দেখিরে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করলেন এবং বাড়িয়ে দিলেন তাঁর ছোটো তবে চওডা হাত।

সবাইকে সম্ভাষণ জানিয়ে কয়েকটা করে কথা বলে উনি বসলেন লেভিনের দিকে না চেয়ে, ওঁর ওপর থেকে লেভিনের দ্ছিট সরছিল না।

'আস্ন আলাপ করিয়ে দিই' লোভিনকে দেখিয়ে প্রিন্স-মহিষী বললেন, 'কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ লোভিন, কাউণ্ট আলেক্সেই কিরিলোভিচ দ্রন্দিক।'

দ্রন্দিক উঠে দাঁড়ালেন এবং বন্ধর মতো লেভিনের চোথের দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

তাঁর সহজ খোলামেলা হাসি হেসে বললেন, 'এই শীতে মনে হয় আমার সঙ্গে আপনার আহারের কথা ছিল, কিন্তু হঠাৎ করে আপনি চলে গেলেন।'

'কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ শহর, আর আমাদের শহরেদের দেখতে পারেন না, ঘেলা করেন' - বললেন কাউন্টেস নড্স্টিন।

'আমার কথাগনুলো যখন আপনি এত মনে রাখেন তখন আপনার ওপর তা নিশ্চয় খুব ছাপ ফেলে' — লেভিন বললেন এবং এই কথাগনুলি যে আগেই বলেছেন সেটা মনে পড়ে যাওয়ায় লাল হয়ে উঠলেন।

দ্রন্স্কি লেভিন আর কাউপ্টেস নর্ভ্রেমর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। জিগ্যেস করলেন, 'আর্পান সর্বদাই গ্রামে থাকেন? আমার মনে হয়, শীতকালে একঘেয়ে লাগে, তাই না?'

'কোনো কাজ থাকলে একঘেয়ে নয়, তা ছাড়া নিজেকে তো আর একঘেয়ে লাগে না' — তীক্ষণ জবাব দিলেন লেভিন।

'গ্রাম আমি ভালোবাসি' — লেভিনের গলার সূর লক্ষ্য করে এবং লক্ষ্য করেন নি এই ভাব করে শ্রন্সিক বললেন।

কাউণ্টেস নড্ স্থিন বললেন, 'কিন্তু আশা করি কাউণ্ট সর্বদা গ্রামে থাকতে রাজি হবেন না।'

'জানি না, গ্রামে আমি থাকি নি বেশিদিন' — দ্রন্স্কি বলে চললেন. 'তবে একটা অস্কুত অন্তর্ভূতি হয়েছিল আমার। মায়ের সঙ্গে নীস্-এ শীত কাটাবার সময় গাঁয়ের জনো, বাকলের জনতা আর চাষীগনলো নিয়ে রন্শী গাঁয়ের জন্যে আমার যে মন কেমন করেছিল তেমন আর কোথাও হয় নি। জানেনই তো, নীস্ এমনিতেই একটা একছেয়ে জায়গা। নেপ্ল্স.

সরেস্তোও তাই, ভালো লাগে শ্ব্ধ্ব অল্প সময়ের জন্যে। আর ঠিক সেখানেই বড়ো বেশি মনে পড়ে রাশিয়া, ঠিক তার গাঁরের কথাই... সেগ্বলো ঠিক যেন...'

তিনি বলে যাচ্ছিলেন কিটি আর লেভিন, উভয়কেই লক্ষ্য করে: একজনের ওপর থেকে আরেকজনের দিকে তাঁর শাস্ত, অমায়িক দ্ভিট ফিরিয়ে — বলে যাচ্ছিলেন ম্পণ্টতই যা তাঁর মাথায় আসছিল।

কাউণ্টেস নড্শ্টন কিছু একটা বলতে চাইছেন লক্ষ্য করে তিনি কথাটা শেষ না করেই থেমে গেলেন, মন দিয়ে শ্নতে লাগলেন তাঁকে আলাপ ম্হত্তেরি জন্যও থামছিল না, ফলে প্রসঙ্গের ঘাটতি পড়লে ব,দ্ধা প্রিন্স-মহিষীর সর্বদাই মজন্দ থাকত যে দুটি ভারি কামান: ক্লাসিক আর আধ্যনিক শিক্ষা এবং বাধ্যতাম্লক সৈনিকবৃত্তি, তা আর ব্যবহার করতে হল না, আর কাউণ্টেস নড্শ্টিনেরও লাগা হল না লেভিনের পেছনে।

সাধারণ আলাপে যোগ দেবার ইচ্ছে হচ্ছিল লেভিনের, কিন্তু পারছিলেন না: প্রতি মুহাতে তিনি নিজেকে বলছিলেন: 'এবার যেতে হয়', কিন্তু চলে গেলেন না, কী যেন আশা করছিলেন।

আলাপ চলল প্ল্যানচেট টেবিল আর প্রেতাম্মা নিয়ে। কাউণ্টেস নড্ স্টিন প্রেতবাদে বিশ্বাসী, কী কী অলোকিক কান্ড তিনি দেখেছেন সে কথা বলতে লাগলেন তিনি।

আহ্ কাউন্টেস, ভগবানের দোহাই, অবশ্য-অবশ্যই ওদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে দিন। অসাধারণ কিছ্ম আমি দেখি নি, যদিও তার খোজে থেকেছি সুর্বত্ত' — হেসে বললেন দ্রন্স্কি।

'বেশ, আগামী শনিবার' — জবাব দিলেন কাউন্টেস নড্'স্টন, 'আর ্নন্তান্তিন দ্মিত্রিচ, এসবে বিশ্বাস করেন?' লেভিনকে জিগ্যেস করলেন তিনি।

'কেন জিগ্যেস করছেন? জানেনই তো কী আমি বলব।'

'কিন্তু আপনার মত জানতে চাইছি আমি।'

লেভিন বললেন, 'আমার মত শ্বেধ্ব এই যে এই সব প্ল্যানচেট টেবিলে প্রমাণ হয় যে শিক্ষিত সমাজ চাষীদের চেয়ে উন্নত নয়। তারা চোখ দেওয়ায়, মারণ, উচাটন বশীকরণে বিশ্বাস করে, আর আমরা...'

'সে কী আপনি বিশ্বাস করেন না?' 'বিশ্বাস করা সম্ভব নয়।' 'কিন্তু আমি যদি স্বচক্ষে দেখে থাকি?'

'চাষী মেরেরাও বলে যে তারা বাস্তু ভূতকে দেখেছে।'

তার মানে আপনি ভাবছেন আমি মিথ্যে বলছি?' নিরানন্দ হাসি হেসে উঠলেন তিনি।

'না, না, মাশা, কনস্তান্তিন দ্মিরিচ বলছেন যে উনি বিশ্বাস করতে পারেন না' — লেভিনের পক্ষ নিয়ে লাল হয়ে বললে কিটি, সেটা লেভিন ব্রুবলেন এবং উত্যক্তি তাঁর আরো বেড়ে গেল, ভেবেছিলেন জবাব দেবেন, কিন্তু কথাবার্তা অপ্রীতিকর হয়ে উঠবে এমন আশংকা দেখা দিতেই তক্ষ্মিন তাঁর খোলামেলা প্রসন্ন হাসি নিয়ে সাহায্যে এলেন ভ্রন্দিক।

জিগোস করলেন, 'সম্ভব বলে আপনি একেবারে স্বীকার করেন না? কেন বলন্ন তো? বিদ্যুতের অস্তিত্ব আমরা মানি যা কেউ দেখি নি; কেন আরো একটা নতুন শক্তি সম্ভব হবে না, যা আমাদের কাছে এখনো অজ্ঞাত, যা...'

বিদ্যাৎ যখন আবিচ্কৃত হয়' ক্ষিপ্স বাধা দিয়ে বললেন লেভিন, 'তখন দেখা গিয়েছিল শৃধ্ ঘটনাটা, জানা ছিল না কোখেকে তা ঘটছে এবং কী তা করতে পারে, তাকে কাজে লাগাবার আগে বহু যুগ কেটে যায়। প্রেতবাদীরা কিন্তু শৃর্ব করেছেন প্র্যানচেট টেবিলকে দিয়ে লিখিয়ে, প্রেতাত্মারা আসছে তাঁদের কাছে, তারপর বলতে লাগলেন যে অজ্ঞাত শক্তি আছে।'

শ্রন্দিক মন দিয়ে লেভিনের কথা শ্রনছিলেন যা তিনি সর্বদা শ্রেন থাকেন, স্পণ্টতই আরুণ্ট বোধ করছিলেন তাঁর কথায়।

'তা ঠিক, কিন্তু প্রেতবাদীরা বলেন: এ শক্তিটা কী তা বর্তমানে আমরা জানি না, কিন্তু শক্তি আছেই, আর ঐ পরিস্থিতিতে তা সক্রিয় হচ্ছে। শক্তিটা কী তা বার কর্ন বিজ্ঞানীরা। কেন এটা নতুন কোনো শক্তি হতে পারবে না, আমি তার কোনো কারণ দেখছি না, যদি তা...'

'কারণ' — বাধা দিলেন লেভিন, 'বিদ্যুতের ক্ষেত্রে যতবারই আপনি উল দিয়ে রজন ঘষবেন, ততবারই, দেখা যাবে নিদিন্টি একটা ঘটনা, আর এক্ষেত্রে ঘটছে প্রতিবার নয়, তার মানে প্রাকৃতিক ব্যাপার নয়।'

সম্ভবত, কথাবার্তাটা ড্রায়িং-র্মের পক্ষে বড়ো বেশি ভারী হয়ে উঠছে অন্ভব করে দ্রন্ম্কি আর আপত্তি করলেন না, প্রসঙ্গ ফেরাবার চেন্টায় ফুর্তিতে হেসে তিনি ফিরলেন মহিলাদের দিকে।

বললেন, 'আস্ক্রন কাউণ্টেস, এক্ষ্ক্রনি চেণ্টা করে দেখা যাক'; কিস্তু লেভিনের ইচ্ছে, যা ভেবেছেন তা প্রুরো বলবেন।

তিনি বলে চললেন, 'আমি মনে করি যে কোনো একটা নতুন শক্তি দিয়ে নিজেদের আজব কাণ্ডগন্লো ব্যাখ্যা করার জনো প্রেতবাদীদের এই প্রচেণ্টা একেবারে অসার্থক। তাঁরা সরাসরি আত্মিক শক্তির কথা বলছেন আর চাইছেন তার একটা বস্তুগত পরীক্ষা চালাতে।'

সবাই অপেক্ষা করছিলেন কখন উনি শেষ করবেন, লেভিনও টের পাচ্ছিলেন সেটা।

আর আমি মনে করি, চমংকার মিডিয়াম হবেন আপনি' — বললেন কাউণ্টেস নড্'স্টন, 'আপনার মধ্যে ভাবাবেগের মতো কী একটা যেন আছে।'

ম্থ খ্লতে গিয়েছিলেন লেভিন, ভেবেছিলেন কিছ, একটা বলবেন, কিন্তু লাল হয়ে গিয়ে কিছ,ই আর বললেন না।

দ্রন্দিক বললেন, 'আস্থান, কাউণ্টেস, এখনই টেবিলের পরীক্ষা হয়ে থাক। আর্পনার আপত্তি নেই তো প্রিন্সেস?'

উঠে দাঁড়িয়ে দ্রন্স্কি এদিক ওদিক চেয়ে টেবিল খ্রজতে লাগলেন।
কিটি টেবিল ছেড়ে উঠে পাশ দিয়ে যাবার সময় চোখাচোখি হয়ে গেল লোভনের সঙ্গে। তার ভারি কণ্ট হচ্ছিল লোভনের জন্য, কণ্টটা আরো হচ্ছিল এই কারণে যে ওঁর দ্রভাগ্যের হেতু সে-ই। তার চাউনি বলছিল, পারলে আমায় ক্ষমা কর্ন, আমি ভারি স্খী।

আর লেভিনের দ্ভিট জবাব দিলে, 'ঘৃণা করি সবাইকে, আপনাকেও, নিজেকেও।' টুপি তুলে নিলেন তিনি, কিন্তু চলে যাবার নির্বন্ধ তাঁর ছিল না। ছোটো টেবিলটা ঘিরে সবাই জন্টতে চাইছে আর লেভিন চাইছেন যেতে এমন সময় ঘরে ঢুকলেন বৃদ্ধ প্রিন্স, মহিলাদের সঙ্গে সম্ভাষণ বিনিময় করে ফিরলেন লেভিনের দিকে।

সানন্দে তিনি শ্রুর্ করলেন, 'আরে! অনেকদিন হল নাকি? আমি জানতাম না যে তুমি এখানে। ভারি খুশি হলাম আপনাকে দেখে।'

বৃদ্ধ প্রিন্স লেভিনকে কথনো বলছিলেন 'তুমি', কথনো 'আপনি'। লেভিনকে আলিঙ্গন করে তাঁর সঙ্গেই কথা জ্বড়লেন, খেয়াল করলেন না দ্রন্দিককৈ। দ্রন্দিক উঠে দাঁড়িয়ে শান্তভাবে অপেক্ষা করছিলেন কখন প্রিন্স ফিরবেন তাঁর দিকে। কিটি টের পাচ্ছিল যা ঘটে গেছে তার পর বাপের এই মনোযোগ লেভিনের পক্ষে কত দ্বঃসহ। এও সে দেখল যে বাপ শেষ পর্যস্ত দ্রন্দিকর অভিবাদনের জবাবে কী নির্ত্তাপ প্রত্যভিবাদন দিলেন এবং কী অমায়িক বিহ্বলতায় দ্রন্দিক চাইছিলেন তার পিতার দিকে, ব্রুবার চেষ্টা করছিলেন, কিপ্তু ব্রুবতে পারছিলেন না কেন, কিসের জন্য তাঁর প্রতি বির্ণতা সম্ভব। লাল হয়ে উঠল কিটি।

কাউণ্টেস নড্ স্টন বললেন, 'প্রিন্স, কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচকে আমাদের ছেড়ে দিন। আমরা একটা পরীক্ষা করতে চাই।'

'কী পরীক্ষা? টেবিল চালনা? কিন্তু ভদ্র মহোদয় ও মহোদয়ারা, মাপ করবেন আমায়, আমার ধারণা, 'কলেচ্কো' খেলায় মজা বেশি' ত্রন্দিকর দিকে তাকিয়ে এবং তিনি-ই যে ব্যাপারটার হোতা তা আন্দাজ করে বৃদ্ধ প্রিলস বললেন, 'কলেচ্কো'র তব্ব একটা মানে হয়।'

দ্রন্দিক তাঁর অচণ্ডল চোখে প্রিলেসর দিকে তাকালেন অবাক হয়ে এবং সামান্য হেসে তক্ষ্মনি কাউণ্টেস নড্শ্চিনের সঙ্গে আলাপ শ্রুর করলেন আগামী সপ্তাহে বড়ো রকমের একটা বলনাচের ব্যাপার নিয়ে।

কিটির দিকে তিনি ফিরলেন, 'আশা করি আপনি আসবেন, আসবেন তো?'

বৃদ্ধ প্রিন্স তাঁর কাছ থেকে সরে যেতেই লেভিন অলক্ষ্যে বেরিয়ে গেলেন, এ সন্ধ্যার শেষ যে ছাপটা তাঁর মনে রইল, সেটা বলনাচ নিয়ে দ্রন্দিকর জিজ্ঞাসার জবাবে কিটির হাসিমাখা সুখী মুখছুবি।

11 26 11

সান্ধ্য বাসর শেষ হলে কিটি মাকে বললে লেভিনের সঙ্গে তার কী কথা হয়েছে আর লেভিনের জন্য তার কন্ট হলেও এই ভেবে তার খর্নশ লাগছিল যে তার কাছে বিবাহপ্রস্তাব করা হয়েছে। তার সন্দেহ ছিল না যে সে উচিত কাজই করেছে। কিন্তু শয্যায় অনেকখন ঘুম এল না তার। একটা ছবি কিছ্বতেই ছেড়ে যাছিল না তাকে। সেটা ভূর্ কোঁচকানো লেভিনের মুখ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার পিতার কথা শোনবার সময় সে ভূর্র তল থেকে মনমরার মতো চাইছিল তাঁর সদয় চোখ, যখন তিনি দ্ভিপাত

করছিলেন তার আর দ্রন্দিকর দিকে। তাঁর জন্য এত কণ্ট হল যে চোখ ভরে উঠল জলে। কিন্তু ওঁর বদলে যাঁকে সে বেছেছে, তক্ষ্নিন তাঁর কথা ভাবল সে। তার সপণ্ট মনে পড়ল সেই পৌর্বব্যঞ্জক দ্ট় ম্থমণ্ডল, সেই উদার স্থৈয় আর তাঁর সর্বাকছ্ম থেকে বিকিরিত সবার প্রতি সহায়তা; মনে পড়ল নিজের প্রতি তাঁর ভালোবাসা যাঁকে সে ভালোবেসেছে এবং ফের প্রাণ তার ভরে উঠল আনন্দে, স্থের হাসি নিয়ে সে বালিশে মাথা দিলে। নিজেকে সে বলছিল, 'কণ্ট হচ্ছে, কণ্ট হচ্ছে, কিন্তু কী করি? আমার তো দোষ নেই'; কিন্তু অন্তরের কণ্ঠস্বর বলছিল ভিন্ন কথা। কিসের জন্য তার এন্তাপ হচ্ছে — লেভিনকে আকৃণ্ট করেছে, নাকি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে বলে, তা সে জানত না। কিন্তু নানা দ্বিশ্ভায় স্থ ওর বিষিয়ে যাচ্ছিল। ভগবান দয়া করে।, ভগবান দয়া করে।' ঘ্রমিয়ে না পড়া প্রতি নিজের জন্য এই প্রার্থনা করে গেল সে।

এই সময় নিচে, প্রিলেসর ছোটো পাঠকক্ষে চলছিল স্নেহের মেয়েকে নিয়ে মা-বাপের মধ্যে ঘন ঘন কলহের একটা।

কী বলছি? এই বলছি!' দ্ব'হাত আস্ফালন করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ড্রোসং-গাউনটা ঠিক করে নিয়ে চে'চিয়ে উঠলেন প্রিন্স 'বলছি যে আপনার গর্ববোধ নেই, মর্যাদাবোধ নেই, মেয়ের নাম ডোবাচ্ছেন, তাকে ধ্বংস ক্বছেন এই হীন, নির্বোধ ঘটকালি করে!'

কিন্তু দোহাই, ভগবানের দোহাই প্রিন্স, কী আমি করলাম?' প্রিন্স-মহিষী বললেন কাঁদোকাঁদো হয়ে।

মেয়ের সঙ্গে কথা কওয়ার পর তিনি খুশি হয়ে প্রিন্সের কাছে এসিছিলেন সচরাচরের মতো শ্ভরাত্তি জানাতে এবং যদিও লেভিনের প্রস্তাব ও কিটির প্রত্যাখ্যানের কথা জানাবার কোনো অভিপ্রায় তাঁর ছিল না, াহলেও প্রামীকে এই ইঙ্গিত দেন যে তাঁর মনে হচ্ছে, দ্রন্দিকর ব্যাপারটা শেষের মুখে এসে পড়েছে, ওঁর মা এলেই স্থির হয়ে যাবে সব। এই কথা শ্নেই প্রিন্স খেপে ওঠেন এবং অশালীন গালাগালি দিয়ে চেচাতে থাকেন।

কী আপনি করেছেন? করেছেন এই: প্রথমত আপনি টোপ-ফেলে বর ধরেছেন, গোটা মন্কো সে কথা বলাবলি করবে এবং যুক্তিসহকারেই। প্রাপনি যদি সান্ধ্য বাসরের আয়োজন করেন, তাহলে সবাইকে ডাকুন, শুধু বাছাই করা পাত্রদের নয়। ডাকুন সমস্ত এই ন্যাকার্মণিদের (মন্কোর যুবকদের প্রিশ্স এই নাম দিয়েছিলেন), পিয়ানোবাদক ভাড়া কর্ন, নাচানাচি কর্ক সবাই — আজকের মতো কেবল পাত্রদের জোটানো নয়। আমার দেখতেও বিছছিরি লাগে, বিছছিরি, আর আপনি যা চেয়েছিলেন পেরেছেন, মাথা ঘ্রারিয়ে দিরেছেন মেরেটার। লেভিন হাজারগর্ণ ভালো লোক। আর এই পিটাস বর্গা বাবর্টি — এদের বানানো হয় যন্তে, সবাই ওরা একই ঘাঁচের এবং সবাই ওঁছা। ও যদি বনেদী ঘরের প্রিন্সও হয়, তাহলেও ওকে কোনো দরকার নেই আমার মেরের!

'কিন্তু কী আমি করেছি?'

'করেছেন এইটে...' রাগে চের্ণচয়ে উঠলেন প্রিন্স।

বাধা দিয়ে প্রিন্স-মহিন্থী বললেন, 'তোমার কথা শন্নতে গেলে মেয়ের বিয়ে হবে না কখনো। আর তাই যদি হয়, তাহলে গাঁয়েই চলে যাওয়া দরকার।'

'সেই ভালো।'

'শোনো, আমি কি পাত্র ধরার সন্ধানে আছি? কখনো তা করি নি। নেহাৎ একটি যুবক এবং অতি উত্তম যুবক প্রেমে পড়েছে এবং মনে হয় মেয়েটিও...'

'হাাঁ, আপনার মনে হচ্ছে! মেয়েটি যদি সত্যিই প্রেমে পড়ে থাকে আর বিয়ে করার কথা উনি ততটাই ভাবছেন যতটা আমি, তাহলে? ওহ্! ওঁকে যদি কখনো চোখে না দেখতে হত!.. 'ও প্রেতবাদ, ও নীস্, ও বলনাচ...''— আর এই প্রতিটি শব্দের পর প্রিন্স স্তাকে অন্করণ করে আধবস। হয়ে অভিবাদনের ভঙ্গি করতে লাগলেন, 'এই করেই আমরা দ্রভাগা করে তুলব কিটিকে, এই করে সতিটেই ওর মাথায় ঢুকবে...'

'কিন্তু তুমি তা ভাবছ কেন?'

'আমি ভাবছি না, জানি: এ ব্যাপারে আমাদের চোখ আছে, মেয়েদের নেই। একজন লোককে আমি দেখতে পাচ্ছি যার গ্রুত্বপূর্ণ সংকলপ আছে, সে লেভিন; তিতির-টিতিরও আমি দেখতে পাই. যেমন এই নাগরিট, শুধ্ব আমোদ-আহ্যাদ হলেই যার হল।'

'মাথায় ঢুকিয়েছ যতসব...'

'এ সব কথা তোমার মনে পড়বে, যখন আর সময় থাকবে না, যেমন ডল্লির বেলায়।'

'নাও হয়েছে, হয়েছে, এ সব কথা আর তুলব না' — ডল্লির কথা মনে পডায় ওঁকে থামিয়ে দিলেন প্রিন্স-মহিষী। 'সে তো তোফা, শভেরাত্রি!'

পরস্পরের ওপর দ্রুস করে ওঁরা চুম্বন বিনিময় করলেন, কিন্তু দ্বজনেই টের পাচ্ছিলেন যে ওঁরা নিজের নিজের মত আঁকড়েই রইলেন। যে যাঁর ঘরে গোলেন স্বামী-স্বা।

প্রথমটা প্রিন্স-মহিষীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আজকের সন্ধ্যায় কিটির ভাগ্য নির্মারিত হয়ে গেছে, দ্রন্দিকর অভিপ্রায়ে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না; কিন্তু স্বামীর কথাগনলোয় তিনি গোলমালে পড়লেন। নিজের ঘরে এসে তিনি ঠিক কিটির মতোই ভবিষ্যতের অনিশ্চিতির সামনে কয়েক বার পন্নরাব্ত্তি করলেন: 'ভগবান কৃপা করো, ভগবান কৃপা করো,'

11 56 11

পারিবারিক জীবন কী তা দ্রন্দিক জানতেন না। যৌবনে তাঁর মা ছিলেন উচ্চ সমাজের মনোহারিণী মহিলা, বিয়ে করার সময় এবং বিশেষ করে তার পরে বহু প্রেমলীলা করেছেন তিনি, গোটা সমাজ তা জানত। পিতাকে দ্রন্দিকর প্রায় মনে পড়ে না, শিক্ষা পান পেজেস কোরে।

দ্পুল থেকে চমৎকার তর্ণ অফিসার হয়ে বেরিয়ে এসেই তিনি পিটার্সবি,গের ধনী সামরিক অফিসারদের মহলে গিয়ে পড়েন। কখনো কখনো সমাজে গেলেও তাঁর প্রেমের সমস্ত আকর্ষণগ্রলো ছিল সমাজের বাইরে।

বিলাসবহ্ল আর র্ক্ষ পিটার্সব্রগ জীবনের পর দ্রন্দিক মন্ফোতে প্রথম অন্তব করলেন সমাজের একটি মনোরমা নিম্পাপ বালিকার সঙ্গে সামিধ্যের মাধ্বর্য, যে ভালোবেসেছে তাঁকে। কিটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে থারাপ কিছ্ব থাকতে পারে, এটা তাঁর কল্পনাতেই আসে নি। বলে তিনি নাচতেন প্রধানত তার সঙ্গেই; থেতেন ওঁদের বাড়িতে। তার সঙ্গে তিনি যেসব কথা বলতেন, সাধারণতই তা বলা হয়ে থাকে সমাজে, যত বাজে কথা, কিন্তু সেই বাজে কথাকেই তিনি অজান্তে কিটির কাছে বিশেষ অর্থময় করে তুলতেন। স্বার সমক্ষে যা বলতে পারেন না তেমন কোনো কথা কিটিকে না বললেও তিনি অন্তব করছিলেন যে কিটি ক্রমেই তার ম্থাপেক্ষী হয়ে উঠছে এবং যত তা অন্তব করছিলেন তেই সেটা তাঁর ভালো লাগছিল, কিটির প্রতি তাঁর মনোভাব হয়ে উঠছিল কোমল। তিনি জ্বানতেন না যে কিটির কাছে তাঁর এই ধরনের আচরণের একটা নির্দিষ্ট নাম আছে, এটা হল বিবাহের সংকল্প না করে বালিকার মন ভোলানো আর এই ভোলানোটাই হল তাঁর মতো চমংকার যুবকদের ভেতর প্রচলিত গহিত আচরণের একটা। তাঁর মনে হচ্ছিল এই তৃপ্তি আবিষ্কার করেছেন তিনিই প্রথম এবং সে আবিষ্কারে পরম আনন্দ পাচিছলেন তিনি।

সে সন্ধায় কিটির মা-বাবা কী কথা কয়েছেন তা যদি তিনি শ্নেতে পেতেন, তিনি যদি নিজেকে পরিবারের দ্ভিকোণে নিয়ে গিয়ে জানতে পারতেন যে কিটিকে তিনি বিয়ে নাঁ করলে সে অস্থী হবে, তাহলে ভয়ানক অবাক লাগত তাঁর এবং সেটা বিশ্বাস করতে পারতেন না। তিনি বিশ্বাসই করতে পারতেন না যে তাঁকে এবং বড়ো কথা কিটিকে যা এমন তৃপ্তি দিচ্ছে সেটা খারাপ কিছ্ হতে পারে। তাঁর যে বিয়ে করা উচিত, এটা তিনি বিশ্বাস করতে পারতেন আরো কম।

বিয়ে তাঁর কাছে সম্ভবপর বলে কদাচ মনে হয় নি। পারিবারিক জীবন তিনি শুধু যে ভালোবাসতেন না তাই নয়, যে অবিবাহিত দুনিয়ায় তাঁর বাস, সেখানকার সাধারণ দ্ভিউঙ্গি অনুসারে পরিবারে, বিশেষ করে প্রামী হিশেবে নিজেকে কল্পনা করা তাঁর কাছে মনে হত বিজাতীয়, তার চেয়েও বেশি হাস্যকর। কিটির মা-বাবা কী বলাবলি করেছেন তাঁর কোনো সন্দেহ না থাকলেও সে সন্ধ্যায় শ্যেরবাংস্কিদের ওখান থেকে বেরিয়ে তিনি অনুভব করছিলেন যে তাঁর আর কিটির মধ্যে যে গোপন আত্মিক সংযোগছিল, সেটা সে সন্ধ্যায় এত দ্টোভূত হয়ে উঠেছে যে কিছু একটা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। কিন্তু কী করা সম্ভব এবং উচিত সেটা তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না।

বরাবরের মতো নির্মালতা আর শ্লিগ্ধতার একটা প্রীতিকর অন্মৃত্তি নিয়ে — যা এসেছে অংশত সারা সন্ধে তিনি ধ্মপান করেন নি বলে এবং সেইসঙ্গে তাঁর প্রতি কিটির ভালোবাসায় তাঁর মন গলে যাবার একটা নতুন অন্মৃত্তি থেকে — শ্যেরবাং স্কিদের ওখান থেকে বেরিয়ে ভ্রন্তিক ভাবছিলেন, 'সবচেয়ে যেটা অপ্র্ব', সেটা আমরা কেউ কিছ্ন বলি নি. কিন্তু দ্দিউপাত আর কথার ধন্নিভঙ্গির এই অদ্শ্য কথোপকথনে আমরা পরস্পরকে এত ব্রুতে পেরেছি যে কথাটা সে মৃথ ফুটে যদি বলতও, তার চেয়েও আজ পরিক্ষার হয়ে গেছে যে আমায় সে ভালোবাসে। আর কী

মধ্র, সহজ্ব, এবং বড়ো কথা, আস্থায় তা ভরা! আমি নিজেই নিজেকে অন্ভব করছি আরো ভালো, আরো নির্মাল বলে। আমি অন্ভব করছি যে আমার একটা হাদর আছে, অনেক ভালো কিছ্, আছে আমার ভেতর। কী মিঘ্টি প্রেমাকুল চোখ। যখন সে বললে: খ্রই...'

'তা কী হল? কিছুই না। আমারও ভালো লাগছে। ওরও ভালো লাগছে।' তারপর সন্ধেটা কোথায় শেষ করা যায় এই নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন তিনি। 'ক্লাবে? এক হাত বেজিক খেলা, ইয়াতভের সঙ্গে শ্যাম্পেন? না, বাব না। Château des fleurs, সেখানে থাকবে অব্লোন্স্কি, গান, ক্যানক্যান নাচ। উহু, বিরক্তি ধরে গেল। শ্যেরবাংস্কিদের আমি এই জন্যেই ভালোবাসি যে নিজেই আমি ভালো হয়ে উঠি। ঘরেই ফেরা যাক।' সোজা তিনি গেলেন দ্যুস্সো হোটেলে নিজের কামরায়, ঘরে নৈশাহার আনতে বললেন, তারপর ধরাচ্ড়া খুলে বালিশে মাথা ঠেকাতে না ঠেকাতেই বরাবারের মতো ঘ্নিয়ে পড়লেন তাঁর গভীর শান্ত ঘ্নুম।

11 29 11

পরের দিন বেলা এগারোটায় মাকে আনবার জন্য দ্রন্দিক গেলেন পিটার্সবি,গ' রেল স্টেশনে আর বড়ো সি'ড়িতে প্রথম থাঁকে দেখলেন তিনি অব্লোন্দিক, এসেছেন বোনের জন্য, একই ট্রেনে আসছেন তিনি। 'আরে হ্লের যে!' চে'চিয়ে উঠলেন অব্লোন্দিক, 'কাকে নিতে এসেছ?'

'মাকে' — অব্লোন্ স্কির সঙ্গে দেখা হলে সবারই মুখে হাসি ফোটে, ত্রন্স্কিও হেসে করমর্দন করে একসঙ্গে উঠতে লাগলেন সি'ড়ি দিয়ে, 'পিটার্সবির্গ' থেকে আজ ওঁর আসার কথা।'

'ওদিকে আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করেছি রাত দ্বটো পর্যস্ত। শ্যেরবাংস্কিদের ওখান থেকে গিয়েছিলে কোথায়?'

'হোটেলে' — বললেন দ্রন্ফিন, 'স্বীকারই করছি, কাল শ্যেরবাংস্কিদের ওখান থেকে মনটা এত ভালো লাগছিল বে কোথাও যাবার ইচ্ছে হল না।' 'দৌড়বাজ ঘোড়াকে চেনা যায় তার গায়ে দাগা মার্কা দেখে, আর প্রেমিক য্বককে চেনা যায় তার ভাবাকুল চোখ দেখে' — ঘোষণ করলেন স্তেপান আর্কাদিচ, ঠিক আগে যেমন করেছিলেন লেভিনের কাছে।

প্রনৃত্তিক এমন ভাব করে হাসলেন বেন এতে তিনি আপত্তি করছেন না, কিন্তু তংক্ষণাং আলাপের প্রসঙ্গ পালটালেন।

জিগ্যেস করলেন, 'আর তুমি কাকে নিতে এসেছ?'

অব্লোন্দিক বললেন, 'আমি? আমি এসেছি একটি স্ফারী মহিলার জন্যে।'

'বটে !'

'Honni soit qui mal y pense!* বোন আমার জনো !'

डन् ऋ वनलन, 'छ, कार्यानना?'

'তুমি নিশ্চর চেনো?'

'মনে হচ্ছে চিনি। কিন্তু বোধ হয় না... সতি। ঠিক মনে নেই' — অন্য-মনস্কভাবে বললেন দ্রন্সিক, কার্মেনিনা নামটার সঙ্গে সঙ্গে কী একটা যেন কাটখোট্রা আর একঘেয়ে তাঁর কম্পনায় আবছা ভেসে উঠেছিল।

'কিস্থু আমার নামজাদা ভগ্নিপতি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে জানো নিশ্চয়। সারা দুনিয়া তাকে চেনে।'

'মানে ওই নামে চিনি, আর চোখের দেখায়। জানি তিনি ব্রিদ্ধমান, স্মৃশিক্ষিত, এবং কী ধরনের ষেন ধর্মপ্রাণ... তবে জানোই তো এটা আমার... not in my line**' — বললেন স্রন্স্কি।

'কিস্তু উনি অসাধারণ মান্ষ: একটু রক্ষণশীল, কিস্তু চমংকার লোক' --দ্রেপান আর্কাদিচ মস্তব্য করলেন. 'চমংকার লোক।'

'সে তো তাঁর পক্ষে ভালোই' — হেসে ভ্রন্স্কি বললেন। 'আরে তুমি এখানে' — দরজার কাছে দাঁড়ানো মায়ের ঢ্যাঙা বৃদ্ধ খানসামাকে দেখে বললেন তিনি, 'এদিকে এসো।'

সকলের কাছেই স্তেপান আর্কাদিচের যা আকর্ষণ তা ছাড়াও দ্রন্দিক তার প্রতি বিশেষ অন্ত্রাগ বোধ করছিলেন আরো এই জন্য যে তিনি তাঁকে একত্রে ধরেছেন কিটির সঙ্গে।

হেসে তাঁর হাতটা নিয়ে দ্রন্দিক বললেন, 'তাহলে কী, রবিবারে কিন্নরীপ্রধানার জন্যে নৈশভোজ হচ্ছে?'

'অবশ্যই। আমি চাঁদা তুলছি। ও হাাঁ, কাল আমার বন্ধ লেভিনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে?' জিগ্যেস করলেন শ্রেপান আর্কাদিচ।

[•] এটা যে খারাপভাবে ব্যেকে থিক তাকে। ফেরাসি)।

^{**} আমার এর্থতিয়ার নর (ইংরেজি)।

'হবে না মানে? কিন্তু কেন জানি উনি চলে গেলেন তাড়াতাড়ি।'
'ভারি ভালো লোক' — বলে চললেন অব্লোন্স্কি, 'তাই না?'

শ্রন্দিক বললেন, 'জানি না কেন সমন্ত মন্কোওরালাদের মধ্যে, অবিশ্যি বার সঙ্গে কথা কইছি তিনি বাদে' — রহস্য করে যোগ দিলেন তিনি, 'র্ক্ষ কী একটা যেন আছে। এই একেবারে উর্ব্ভেড, ক্র্ছ, যেন স্বকিছ্র্দ্রির টের পাওয়াতে চায় কী একটা…'

'হাাঁ, হাাঁ, আছে বটে, সত্যি আছে...' — ফুর্তিতে হেসে উঠলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'কী, শিগগিরই আসছে কি?' রেল কর্মচারীকে জিগ্যেস করলেন ভ্রন্তিক।

'ট্রেন আসছে' — জবাব দিল সে।

টেন যত কাছিয়ে আসে ততই তোড়জোড় শ্রে হয়ে যায় স্টেশনে, ছ্রটোছ্রিট করে মুটেরা, দেখা দের সশস্য প্রিলশ আর কর্মচারী, এগিয়ে যায় যারা আত্মীয়স্বজন বদ্বাদ্ধবদের জন্য এসেছিল। হিমেল ভাপের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছিল ভেড়ার চামড়ার খাটো কোট আর ফেল্টের নরম হাই-ব্ট পরা মজ্বরেরা বাঁকা রেল লাইন ডিভিয়ে যাচ্ছে। শোনা গেল দ্রের লাইনে ইঞ্জিনের হুইসিল আর ভারী কী একটা চলাচলের আওয়াজ।

'না' — দ্রন্দিককে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, কিটি প্রসঙ্গে লেভিনের সংকল্পের কথা জানাবার ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁর, 'না, তুমি আমার লেভিনকে সম্ভবত ঠিক বোঝো নি। অতি উত্তেজনাপ্রবণ লোক সে, অপ্রীতিকর হয়েও ওঠে তা সতিয়, কিন্তু মাঝে মাঝে সে হয়ে ওঠে ভারি ভালো। অতি সং ন্যায়নিষ্ঠ লোক, মনখানা সোনার। কিন্তু কাল ছিল একটা বিশেষ কারণ' — অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বলে চললেন স্থেপান আর্কাদিচ, একেবারেই ভূলে গোলেন বন্ধুর প্রতি তাঁর অকৃতিম দরদ যা তিনি কাল অন্ভব করেছিলেন, এবং এখন ঠিক সেইরকম দরদই অন্ভব করেছেন শ্ব্ব দ্রন্দিকর প্রতি, 'হাাঁ, কারণ ছিল যাতে তার পক্ষে বিশেষ স্ব্থী অথবা বিশেষ অস্থা হওয়া সম্ভব।'

দ্রন্দিক থেমে গিয়ে সোজাস্ত্রি প্রশ্ন করলেন:

'তার মানে? নাকি সে কাল তোমার belle soeur*-এর কাছে প্রস্তাব দিয়েছে?'

[•] শ্যালিকা (ফরাসি)।

স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'হয়ত। কাল আমার এমনি কিছু একটা মনে হয়েছিল। হাাঁ, ও যখন আগেই চলে গেছে, আর মন-মেজাজও ভালো ছিল না, তখন এটা তাই... অনেকদিন থেকে ও প্রেমে পড়েছে, ওর জন্যে ভারি কন্ট হয় আমার।'

'বটে!.. তবে আমি মনে করি কিটি ওর চেয়ে ভালো পাত্রের ভরসা করতে পারে।' এই বলে দ্রন্দিক ব্রুক টান করে ফের হাঁটা শ্রু করলেন, 'তবে আমি তো ওকে চিনি না' — যোগ করলেন তিনি, 'হাাঁ, এ এক বিছছিরি অবস্থা! এইজনোই বেশির ভাগ লোক পছন্দ করে ক্লারাদের সাহচর্য। সেখানে অসাফর্গো প্রমাণ হয় যে টাকা ততটা নেই। আর এখানে — মর্যাদাটাই বিপন্ন। যাক গে, ট্রেন এসে গেছে।'

সত্যিই দ্রে হুইসিল দিল ইঞ্জিন। কয়েক মিনিট বাদে কে'পে কে'পে উঠল প্ল্যাটফর্ম, ফোঁস ফের্ন করে ভাপ ছেড়ে ঢুকল ইঞ্জিন, হিমে সে ভাপ ন্যে পড়ছিল নিচের দিকে, ধীরে ধীরে, মাপা তালে মাঝের চাকার সঙ্গে লাগানো পিন্টন-রড বে'কে যাছে আর টান হচ্ছে, আঁটসাঁট পোশাকে হিমানীতে আচ্ছম ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে আছে, টেন্ডারের পেছনে ক্রমেই ধীরে আর প্ল্যাটফর্মকে বেশি করে কাঁপিয়ে এল মালপত্তরের ওয়াগন, তাতে ঘেউ ঘেউ করছে একটা কুকুর, শেষে প্যাসেঞ্জার ওয়াগনগ্লো কে'পে কে'পে এসে থামল।

চটপটে কনডাক্টর হ্ইসিল দিতে দিতে লাফিয়ে নামল ট্রেন থেকে, তার পেছনে একের পর এক অধীর যাত্রী: নিজেকে টান টান করে চারিদিকে কড়া চোখে তাকাতে থাকল এক গার্ড অফিসার; খ্রিশর হাসি হেসে থলি হাতে নামল এক শশবাস্ত বেনিয়া; কাঁধে বস্তা ঝুলিয়ে চাষী।

অব্লোন্ স্কির পাশে দাঁড়িয়ে দ্রন্স্কি দেখছিলেন ওয়াগনগনলো আর তা থেকে নামা যাত্রীদের, মায়ের কথা তিনি একেবারে ভূলে গিয়েছিলেন তখন। কিটি সম্পর্কে এখন তিনি যা জানলেন সেটা উদ্বন্ধ আর উল্লাসিত করেছিল তাঁকে। আপনা থেকেই ব্রুক তাঁর টান হয়ে উঠেছিল, জনলজনল করে উঠেছিল চোখ। নিজেকে তিনি বিজয়ী বলে ভাবছিলেন।

'কাউপ্টেস দ্রন্স্কায়া এই কম্পার্টমেণ্টে' — দ্রন্স্কির কাছে এসে জানাল চটপটে সেই কনডাক্টর।

কনডাইরের কথায় চৈতন্য ফিরল তাঁর, মা আর তাঁর সঙ্গে আসম সাক্ষাতের কথা ভাবতে হল। আসলে মায়ের প্রতি তাঁর কোনো শ্রন্ধা ছিল না এবং সে সম্পর্কে সচেতন না থেকেই ভালোবাসতেন না তাঁকে, যদিও যে মহলে তাঁর জীবনযাত্রা সেখানকার বোধ, নিজের শিক্ষাদীক্ষা অন্সারে অতিমাত্রায় বাধ্যতা আর শ্রদ্ধা ছাড়া মায়ের সঙ্গে অন্য কোনো সম্পর্ক তিনি কম্পনা করতে পারতেন না আর বাইরে যতই তিনি হতেন বাধ্য ও সশ্রদ্ধ, মনে মনে ততই তিনি তাঁকে কম শ্রদ্ধা করতেন, কম ভালোবাসতেন।

n > k n

কনডাক্টরের পেছন পেছন দ্রন্দিক উঠলেন ওয়াগনটায়, একজন মহিলা র্বোরয়ে আসছিলেন, তাঁকে পথ দেবার জন্য থামলেন কম্পার্টমেন্টে ঢোকার মুথে। উ'চু সমাজের লোকেদের অভাস্ত মাত্রাবোধে দ্রন্দিক মহিলার চেহারার দিকে একবার চেয়েই বুঝলেন ইনি উচ্চ সমাজের লোক। ক্ষমা চেয়ে িনি ভেতরে যাবার উপক্রম করছিলেন, কিন্তু মহিলাটির প্রতি আরেকবার চেয়ে দেখার তাগিদ বোধ করলেন তিনি — সেটা এই জন্য নয় যে মহিলা এতীব সুন্দরী, তাঁর সমস্ত দেহলতা থেকে সুচারুতা আর সংযত ভঙ্গিমালাবণ্য দেখা গিয়েছিল বলে নয়, এই জন্য বে দ্রন্ স্কির পাশ দিয়ে উনি যখন যাচ্ছিলেন তখন তাঁর মিণ্টি মুখখানায় ভারি কমনীয়, ক্লেহময় একটা ভাব দেখা গিয়েছিল। দ্রন্দিক যখন মুখ ফেরালেন, তিনিও ম্খ ফিরিয়েছিলেন। ঘন আঁখিপল্লবে তাঁর উজ্জ্বল ধ্সের যে চোখ-५, छो काला वरल मत्न इय छा वश्चत मर्छा निवन्न इल छन् न्कित ম্থে, যেন তাঁকে চিনতে পেরেছেন, পরম্হতেই কাকে যেন খলৈতে চলে গেলেন এগিয়ে আসা ভিড়ের মধ্যে। এই সংক্ষিপ্ত দুটিপাতেই দ্রন্স্কির চোখে পড়ল তাঁর মুখের সংযত সজীবতা, উজ্জবল চোখ আর বিভক্ষ রক্তিম ঠোঁটে ঈষং হাসির মাঝখানে তার বিলিমিলি। যেন তাঁর সত্তা পূর্ণ হয়ে হয়ে তার উদ্বন্তটা তাঁর ইচ্ছার অপেক্ষা না করেই আত্মপ্রকাশ করছে কথনো চোখের ছটায়, কথনো হাসিতে। ইচ্ছে করেই তিনি তাঁর োথের ছটা চাপা দিতে চেয়েছেন, কিন্তু তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা দেখা ি য়েছে তাঁর প্রায় অলক্ষা হাসিতে।

দ্রন্দিক ভেতরে গেলেন। মা তাঁর রোগাটে বৃদ্ধা, কালো চোখ, কুণ্ডলী করা চুল। ছেলেকে দেখে চোখ কুণ্ডকে তিনি পাতলা ঠোঁটে সামান্য হাসলেন।

সোফা থেকে উঠে দাসীকে থলে দিয়ে তিনি ছোটু শ্কেনো হাত বাড়িয়ে দিলেন ছেলের দিকে, তারপর তাঁর মাথা তুলে চুম্বন করলেন মুখে।

'টোলগ্রাম পেয়েছিলি? ভালো তো? ভগবানের কুপা।'

'ভালোর ভালোর এসেছ তো?' মারের পাশে বসে জিগ্যেস করলেন প্র, অজ্ঞান্তে তাঁর কান ছিল দরজার ওপাশে একটি নারী কপ্ঠের দিকে। উনি জানতেন যে ঢোকবার মুখে যে মহিলাকে দেখেছিলেন, এটি তাঁরই গলা।

কণ্ঠস্বর বলছিল, 'তাহলেও আমি আপনার সঙ্গে একমত নই।'
'ওটা পিটার্স'ব্যুগাঁ দূর্বণ্টভিঙ্গি মান্যবরা।'
'পিটার্স'ব্যুগাঁ নয়, নিতাস্ত নারীস্থলভ' — উত্তর দিলেন তিনি।
'তা আপনার হস্তচ্বন করতে দিন।'

'আসনে, ফের দেখা হবে ইভান পের্রাভিচ। হাাঁ, দেখনে তো, আমার ভাই এখানে আছে কিনা, আমার কাছে পাঠিয়ে দিন' — দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মহিলা বললেন এবং ফের ঢুকলেন কম্পার্টমেন্টে।

দ্রন্স্কায়া তাঁকে শ্বধালেন, 'কী, ভাইকে পেলেন?' এবার দ্রন্স্কির স্মরণ হল, ইনিই কারেনিনা।

উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'আপনার ভাই এখানেই। মাপ করবেন, আমি আপনাকে চিনতে পারি নি, তা ছাড়া আমাদের পরিচয় এত সামান্য'— দ্রন্দিক মাথা নোয়ালেন, 'আমার কথা নিশ্চয় আপনার মনে নেই।'

উনি বললেন, 'আরে না, আমি আপনাকে চিনতে পারতাম, কেননা সারা পথটাই বোধ হয় আপনার মায়ের সঙ্গে আমরা আপনার কথা গল্প করতে করতে এসেছি' — তাঁর যে সজীবতা বহিঃপ্রকাশ চাইছিল, অবশেষে তাকে হাসিতে পথ ছেড়ে দিয়ে বললেন 'কিন্তু আমার ভাই তো এখনো এল না।'

'ওকে ডেকে আন আলিওশা' — বললেন বৃদ্ধা কাউপ্টেস। দ্রন্দিক প্ল্যাটফর্মে নেমে চিংকার করলেন: 'অব্লোন্দিক!'

কিন্তু ভাইরের জন্য কারেনিনা বসে রইলেন না, তাঁকে দেখা মাত্র দৃঢ় শঘ্ পায়ে বেরিয়ে এলেন ওয়াগন থেকে। আর ভাই কাছে আসতেই যে দৃঢ়, ললিত ভঙ্গিতে তিনি বাঁ হাতে ভাইয়ের গলা জড়িয়ে ধরে নিজের কাছে টেনে এনে প্রগাঢ় চুম্বন করলেন, তাতে আশ্চর্য লেগেছিল দ্রন্ স্কির। চোখ না সরিয়ে দ্রন্স্কি চেয়ে ছিলেন কারেনিনার দিকে, নিজেই জানতেন না কেন হাসছেন। কিন্তু মা তাঁর অপেক্ষায় আছেন মনে পড়ায় ফের উঠলেন ওয়াগনে।

কারেনিনা সম্পর্কে কাউণ্টেস বললেন, 'সত্যি, ভারি মিণ্টি, তাই না? গুর স্বামী গুকে উঠিয়ে দেন আমার কামরায়। আমি ভারি খ্লি, সারা বাস্তা আমরা গল্প করেছি। কিন্তু তুই . vous filez le parfait amour. Lant mieux, mon cher, tant mieux.*

'জানি না কী বলতে চাইছেন' — নির্ব্তাপ গলায় জবাব দিলেন প্র, তাহলে মা ষাওয়া যাক।'

কাউপ্টেসের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য কার্রেনিনা আবার এলেন ওযাগনে।

ফুর্তির স্করে তিনি বললেন, 'তাহলে কাউন্টেস, আপনি আপনার ছেলেকে পেলেন, আমি আমার ভাইকে। আমার সব কাহিনী শেষ, এর পর আব বলার কিছ্ম নেই।'

'আরে না, না' — ওঁর হাত ধরে বললেন কাউন্টেস, 'আপনার সঙ্গে আমি সারা দ্বনিয়া ঘ্বরে আসতে পারি, একটুও বেজার লাগবে না। আপনি তেমনি একজন মিণ্টি মেয়ে যার সঙ্গে কথা বলা বা চুপ করে থাকা, দ্বই-ই সমান আনন্দের। আর আপনার ছেলের কথা কিছ্ব ভাববেন না কখনো ছেডে থাকা যাবে না, এ তো চলে না।'

একেবারে খাড়া শরীরে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন কারেনিনা, চোখ-দ্_{ন্}টি তাঁর হা**সছিল।**

ছেলেকে ব্রিঝয়ে বললেন কাউন্টেস, 'আল্লা আর্কাদিয়েভনার ছেলে আছে একটি, বোধ হয় আট বছর বয়স। কখনো তাকে ছেড়ে থাকেন নি, এবাব রেখে এসেছেন বলে কন্ট পাচ্ছেন।'

কারেনিনা বললেন, 'হ্যাঁ, সারাটা সময় কাউপ্টেস আর আমি গল্প করেছি, আমি বলেছি আমার ছেলের কথা, উনি ওঁর।' মূখ ওঁর ফের উল্জ্বল হয়ে উঠল হাসিতে, দ্রন্দিকর উল্লেশে দিনম্ম হাসি।

বঙ্গলীলার যে বলটা ছোঁড়া হয়েছিল সেটা তৎক্ষণাৎ লুফে নিয়ে দ্রন্সিক বল'লন. 'তাতে নিশ্চয ভারি ক্লান্ত হয়েছেন আপনি।' কিন্তু বোঝা গেল এই সাবে কথাবার্তা চালিয়ে যাবার ইচ্ছে ছিল না কারেনিনাব, উনি বৃদ্ধা কাউপ্টেসের দিকে ফিরলেন:

^{*} এখনো তোমার আদর্শ প্রেম টানছে। সে ভালোই প্রিয়বর, ভালোই (ফরাসি)।

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। কাল কী করে বে সময় কেটে গোল খেয়ালই করি নি। আসি তাহলে কাউন্টেস।'

কাউন্টেস বললেন, 'বিদায় ভাই, দিন আপনার স্কুদর মুখখানায় একটু চুম্ম দিই। ব্ডিদের মতো স্লেফ সোজাস্থিক বলছি, আমি আপনার প্রেমে পড়ে গেছি।'

কথাটা যেভাবেই বলা হোক, বোঝা গেল কারেনিনা মনেপ্রাণে সেটা বিশ্বাস করেছেন এবং তাতে খ্রিশ হয়ে উঠেছেন; লাল হয়ে তিনি সামান্য ন্য়ে মর্থ পাতলেন কাউণ্টেসের ঠোঁটের কাছে, ফের সিধে হয়ে ঠোঁট আর চোখের মাঝখানে চণ্ডল সেই হার্সি নিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন দ্রন্স্কির দিকে। বাড়িয়ে দেওয়া ছোট্ট হাতখানায় চাপ দিলেন তিনি আর কেমন যেন সতেজে কারেনিনা তাঁর হাতটা নিয়ে সজোরে এবং অসংকোচে ঝাঁকুনি দিলেন, তাতে খ্রিশ লাগল তাঁর। কারেনিনা চলে গেলেন তাঁর রীতিমতো প্র্র্ট্ দেহের পক্ষে দ্র্ত, আশ্চর্য অনায়াস গতিভাঙ্গিমায়।

'ভারি মিণ্টি' — বললেন বৃদ্ধা।

প্রতও তাই ভাবছিলেন। কারেনিনার সোষ্ঠবর্মান্ডত মর্তি দ্থির আড়াল না হওয়া পর্যস্ত দ্রন্দিক চেয়ে ছিলেন তাঁর দিকে, মুখে তাঁর হাসিটা লেগেই ছিল। জানলা দিয়ে তিনি দেখলেন কারেনিনা ভাইয়ের কাছে গিয়ে তাঁকে বাহ্লেয় করে সোংসাহে কী একটা বলতে শ্রুর করলেন, অবশ্যই এমন কোনো কথা যার সঙ্গে দ্রন্দিকর কোনো সম্পর্ক নেই এবং তাতে মন থারাপ হয়ে গেল তাঁর।

'কী মা, আপনি প্রোপর্রি স্কু তো?' মায়ের দিকে ফিরে তিনি জিগ্যোস করলেন আবার।

'সব ভালো, দিব্যি স্কুদর। আলেক্সান্দর ভারি ভালো ব্যবহার করেছে। মারিও খুব স্কুদরী হয়ে উঠেছে, ভারি মন টানে।'

এবং ফের শ্রুর করলেন সেই কথা বলতে যাতে তাঁর সবচেয়ে বেশি আগ্রহ, অর্থাৎ নাতির খি এটদীক্ষা, যার জন্য তিনি পিটার্সবিহুর্গ সিয়েছিলেন. এবং বড়ো ছেলের ওপর জারের বিশেষ আনুকূল্যের কথা।

'এই তো, লাদ্রেন্ডি এসে গেছে' — জানলার দিকে তাকিয়ে দ্রন্দিক বললেন, 'আপনার অস্ববিধা না হলে এবার যাওয়া যেতে পারে।'

কাউপ্টেসের যাত্রাসঙ্গী বৃদ্ধ খানসামা গাড়িতে উঠে জানাল যে সব তৈরি। কাউপ্টেসও উঠে দাঁড়ালেন যাবার জন্য। দ্রন্দিক বললেন, 'যাওয়া যাক, এখন লোক কম।'

দাসী নিলে একটা থলে আর কুকুরটাকে। খানসামা আর একজন মুটে নিলে অন্য মালগুলো। কিন্তু মাকে বাহ্বলগ্প করে দ্রন্দিক যখন গাড়ি থেকে নামলেন, হঠাৎ গ্রন্থ অনকয়েক লোক ছুটে গেল পাশ দিয়ে। ছুটে গেলেন অসামান্য রঙের টুপি মাথায় স্টেশন-মাস্টারও। স্পন্টতই অন্যভাবিক কিছু একটা ঘটেছে। ট্রেনের লোকেরা ছুটে গেল পেছন দিকে। 'কী?.. কী ব্যাপার?.. কোথায়?.. ঝাঁপিয়ে পড়েছিল!.. কাটা পড়েছে!..' যারা যাচ্ছিল তাদের মধ্যে থেকে শোনা যাচ্ছিল এই সব কথা। স্থেপান আকাদিচ এবং তাঁর বাহ্বলগ্না বোনও ভীত মুখে লোকেদের ফ্রেলে রেখে ফিরে এসে দাঁড়ালেন ওয়াগনের সামনে।

মহিলারা গাড়িতে উঠলেন এবং দ্রন্দিক আর স্তেপান আর্কাদিচ লোকেদের পেছ্যু পেছ্যু গেলেন দুর্ঘটনার বিশদ খবর জানতে।

একজন পাহারাওয়ালা, হয় সে ছিল মাতাল নয় প্রচণ্ড শীতের জন্য এত বেশি জামা-কাপড় জড়ানো যে পেছন দিকে যাওয়া ট্রেনের শব্দ শ্নতে পায় নি, এবং চাপা পড়ে।

দ্রন্সিক আর অব্লোন্সিক ফেরার আগেই মহিলারা এখবর জানতে পান খানসামার কাছ থেকে।

অব্লোন্স্কি আর দ্রন্স্কি দ্বজনেই দেখেছিলেন বিকৃত লাসটা।
স্পণ্টতই অব্লোন্স্কির কণ্ট হচ্ছিল। চোখ-মৃথ কুচকে ছিলেন তিনি,
মনে হল এই বৃঝি কে'দে ফেলবেন।

'উহ্ কী বীভংস! উহ্, আল্লা, তুমি যদি দেখতে! উহ্ কী বীভংস!' বলছিলেন তিনি।

ত্রন্দিক চুপ করেছিলেন, তাঁর স্কুদর মুখ গন্তীর, তবে প্রশান্ত।

'উহ, আপনি যদি দেখতেন কাউন্টেস' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'নউ গিয়েছে সেখানে... তার দিকে চেয়ে দেখতেও ভয় হয়... লাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে সে। লোকে বলছে, লোকটার একার রোজগারে মস্তো একটা সংসার চলত। কী ভয়ঞ্কর?'

'ওর জন্যে কিছ্ন একটা করা যায় না?' বিচলিত হয়ে কারেনিনা বললেন ফিসফিস করে।

ত্রন্দিক তাঁর দিকে তাকিয়ে তক্ষ্বনি নেমে গেলেন গাড়ি থেকে।
দরজার কাছে মুখ ঘ্রিয়ে বললেন, 'আমি এক্ষ্বনি আসছি মা।'

করেক মিনিট বাদে উনি বখন ফিরজেন, দ্রেপান আর্কাদিচ তখন কাউন্টেসকে নতুন গায়িকার কথা বলছিলেন আর ছেলের প্রতীক্ষায় কাউন্টেস অধীর হয়ে তাকাচ্ছিলেন দরজার দিকে।

ভেতরে ঢুকে দ্রন্স্কি বললেন, 'এবার চলি।'

সবাই বেরুলেন একসঙ্কে। মাকে নিয়ে দ্রন্স্কি চললেন আগে আগে। পেছনে ভাইয়ের সঙ্গে কারেনিনা। ফটকের মুখে দ্রন্স্কিকে ধরলেন স্টেশন-মাস্টার।

'আমার আাসিস্টেন্টকে আপনি দ্ব'শ র্ব্ল দিয়েছেন। দয়া করে বল্বন এটা কার জন্যে।'

'বিধবার জনো' — কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন দ্রন্দিক, 'এ আবার জিগ্যেস করার কী আছে?'

'আর্পান দিয়েছেন?' পেছন থেকে চেণিচয়ে উঠলেন অব্লোন্স্কি এবং বোনের হাতে চাপ দিয়ে যোগ করলেন, 'খ্ব ভালো করেছেন, খ্ব ভালো করেছেন! ভারি ভালো ছেলে, তাই না? আমার শ্রন্ধা রইল কাউণ্টেস।'

বোনের সঙ্গে তিনি থেমে গিয়ে খ্রজতে লাগলেন কারেনিনার দাসীকে। যখন তাঁরা বের্লেন, প্রন্স্কির গাড়ি ততক্ষণে ছেড়ে গেছে। যারা বেরিয়ে আসছিল, তারা তখনো বলাবলি করছিল দুর্ঘটনাটা নিয়ে।

'দ্যাখো কেমন বীভংস মরণ!' পাশ দিয়ে যেতে যেতে কে একজন বললে, 'শ্নেছি, দ্ব'টুকরো হয়ে গেছে।'

আরেকজন বললে, 'আমি উল্টো মনে করি, এই তো সবচেয়ে সহজ, তংক্ষণাং মৃত্যু।'

'ওরা ব্যবস্থা নেবে না কেন?' বললে তৃতীয় জন।

কারেনিনা গাড়িতে বসলেন, স্তেপান আর্কাদিচ অবাক হয়ে দেখলেন তার ঠোঁট কাঁপছে, চোখের জল চেপে রেখেছেন বহু, কন্টে।

কিছে, দরে যাবার পর তিনি জিগ্যেস করলেন, 'কী হল তোমার, আলা?' আলা বললেন, 'এ একটা অলক্ষণ!'

স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'যত বাজে কথা! তুমি এসেছ এইটেই প্রধান ব্যাপার। তোমার ওপর কত যে ভরসা করে আছি ভাবতে পারবে না।'

আমা জিগোস করলেন, 'আচ্ছা, এই দ্রন্দিক তোমার অনেক দিনেব চেনা?'

'হ্যা। জানো, আমরা আশা করছি ও কিটিকে বিয়ে করবে।'

'তাই নাকি?' আন্তে করে বললেন আন্না, তারপর যেন অনাবশ্যক, অস্ক্রিবাজনক কিছু একটাকে দেহ থেকে ঝেড়ে ফেলার জন্য মাথা ঝাঁকিয়ে যোগ দিলেন, 'এবার তোমার কথা শোনা যাক। বলো কী তোমার ব্যাপার। তোমার চিঠি পেয়ে এই চলে এলাম।'

'হাাঁ, তোমার ওপরেই সব ভরসা' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ। 'তা, সব আমায় বলো।'

एडिभान आर्कािमिक वलर्क भारत् कर्तलन।

বাড়ি এসে অব্লোন্স্কি বোনকে নামিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তাঁর হাতে চাপ দিয়ে চলে গেলেন অফিসে।

n 22 n

আন্না যথন ভেতরে ঢুকলেন ডব্লি তথন ছোটো ড্রান্নং-র্মটায় বর্সেছিলেন শণচুলো গোলগাল একটি খোকার সঙ্গে, শনুনছিলেন তার ফরাসি ভাষার পাঠ। ছেলেটা এখন হয়ে উঠেছে তার বাপের মতোই দেখতে। ছেলেটি পড়ছিল আর জামার একটা আলগা বোতাম পাকিয়ে পাকিয়ে চেল্টা করছিল টেনে ছেণ্ডার। কয়েক বার তার হাত সরিয়ে দিয়েছেন ডব্লি, কিস্তু গোলগাল হাতটা ফের এসে ঠেকছে সেখানে। মা বোতামটা ছিণ্ডে রেখে দিলেন নিজের পকেটে।

'হাত সামলে রাখ গ্রিশা' — বলে মা ফের তাঁর শাল বোনায় মন দিলেন। এটি তিনি ব্নছেন অনেক দিন থেকে, মনঃকণ্টের ম্বহুতে এটি টেনে নিতেন. এখন ব্নছিলেন একটা স্নায়বিক উত্তেজনায়, আঙ্বল দিয়ে দিয়ে ঘর গ্নছিলেন। বোন আসছেন কি আসছেন না এটা তাঁর কোনো দায় নয়, কাল স্বামীকে এ কথা বলে পাঠালেও তিনি তাঁর আসার জন্য সব তৈরি করে রেখেছিলেন এবং অধাঁর হয়ে অপেক্ষা করছিলেন ননদের।

ডিল্ল তাঁর নিজের দ্বংখে একেবারে মৃহ্যমান। তাহলেও তাঁর মনে ছিল যে ননদ আল্লা পিটার্সবি,গের একজন অতি নামজাদা লোকের স্বী, পিটার্সবি,গ সমাজের একজন grande dame*। এই পরিস্থিতির কারণে

মহিরসী মহিলা (ফরাসি)।

শ্বামীকে যা বলে পাঠিরেছিলেন, তা তিনি করলেন না, অর্থাৎ ভূললেন না যে ননদ আসছেন। ডাল্ল ভাবলেন, 'হাাঁ, যতই হোক, আন্নার তো কোনো দােষ নেই। ওঁর মধ্যে ভালো ছাড়া মন্দ আমি কিছ্ দেখি নি, আর আমার সম্পর্কে তাঁর ব্যবহারে আমি কেবল প্রীতি আর বন্ধুছই দেখেছি।' অবিশিঃ পিটার্সবৃংগে কারেনিনদের ওখানে তাঁর বসবাসের যে স্মৃতিটুকু তাঁর মনে আছে তাতে ওঁদের বাড়িটাই তাঁর ভালো লাগে নি; তাঁদের গোটা পারিবাবিক জীবনযান্তার মধ্যে কী একটা যেন মিথ্যা ছিল। 'কিস্তু ওঁকে গ্রহণ করব না কেন? শুধ্ আমার যেন সান্ত্রনা দিতে না আসেন' — ভাবলেন ডল্লি, 'সর্মন্ত সান্ত্রনা, আর উপদেশ, আর খ্রিফীয় ক্ষমার কথা আমি হাজার বার ভেবে দেখেছি, ও সব কাজের কিছ্ নয়।'

এই কয়দিন ডাল্ল একা ছিলেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে। নিজের দ্বংথের কথা উনি কাউকে বলতে চান নি, আর মনের মধ্যে সে দ্বংখ প্রেষে রেখে তিনি অন্য কিছ্র বলতেও পারতেন না। তাহলেও তিনি জানতেন যে আয়াকে যে করেই হোক না কেন সব বলবেন। আর কখনো তিনি বলবেন ভেবে খ্রিশ হচ্ছিলেন, আবার কখনো রাগ হচ্ছিল এই ভেবে যে ওঁর কাছে, স্বামীর বোনের কাছে নিজের অপমানের কথা বলতে হবে, আর তাঁর মৃখ থেকে শ্বনতে হবে উপদেশ আর সান্তুনার তৈরি বৃলি।

যা প্রায়ই ঘটে থাকে, উনি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে প্রতি মৃহ্তে অতিথির জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং ঠিক সেই মৃহ্তিটাই খেয়াল করলেন না যখন অতিথি এসে গেছেন, কেননা ঘণ্টি কানে যায় নি তাঁর।

গাউনের খসখস আর ততক্ষণে দরজায় লঘ্ পদশব্দ শ্বনে তিনি ফিরে তাকালেন, তাঁর কাতর মুখে আপনা থেকেই ফুটে উঠল আনন্দ নয়, বিসময়। উঠে দাঁডিয়ে তিনি আলিক্সন করলেন নন্দকে।

চুম, খেয়ে বললেন, 'সেকি, এর মধ্যেই এসে গেছ?' 'তোমায় দেখে কী আনন্দই না হচ্ছে ডল্লি!'

'আমারও আনন্দ হচ্ছে' — ক্ষীণ হেসে এবং আন্নার মুখের ভাব দেখে তিনি জানেন কিনা সেটা অনুমান করার চেন্টা করে ডল্লি বললেন। আন্নার মুখে সহানুভূতির ছারা লক্ষ্য করে ভাবলেন, 'নিশ্চর জানে।' — 'চলো, তোমার ঘরে তোমাকে দিয়ে আসি' — বোঝাবুঝির মুহুত্টা যথাসম্ভব পেছিরে দেবার চেন্টা করে ডল্লি বললেন।

'এই গ্রিশা? আরে, কী বড়োই না হয়ে উঠেছে!' ওকে চুম, খেয়ে এবং

ভিল্লির ওপর থেকে দৃশ্তি না সরিয়ে আমা থেমে গেলেন এবং লাল হয়ে উঠলেন, 'না, কোথাও এখন আর যেতে চাই নে বাপু।'

র্মাল আর টুপি খ্লালেন তিনি, স্বদিকে তাঁর কালো চুলের কুন্ডল, একগোছা আটকে গিয়েছিল টুপিতে, মাথা ঝাঁকিয়ে সেটা ছাড়ালেন।

প্রায় ঈর্ষা নিয়ে ডল্লি বললে, 'স্বুখে স্বাস্থ্যে সর্বদাই জন্মজনল করো তুমি।'

'আমি?.. তা হাাঁ' — বললেন তিনি, 'আরে তানিয়া না? ভগবান! আমার সেরিওজার সমবয়সী।' ছুটে আসা একটি মেয়েকে দেখে বলে উঠলেন আমা, কোলে নিয়ে চুমু খেলেন তাকে। 'কী স্কুদর মেয়ে, কী স্কুদর! দেখাও-না ওদের স্বাইকে।'

এক-এক করে ওদের নাম করলেন তিনি, এবং শুধু নাম নয়, কার কোন বছর, কোন মাসে জন্ম, কার কেমন স্বভাব, কী রোগে ভূগেছে এ সবই মনে করে বললেন তিনি এবং ডব্লি তার কদর না করে পারলেন না।

'বেশ, চলনে ওদের কাছে' — ডব্লি বললেন, 'শা্ধ্ ভাসিয়া ঘ্মচ্ছে, এইটেই যা আফশোস।'

ছেলেদের দেখে এসে ওঁরা একলা ড্রান্নং-র্মে বসলেন কফি নিয়ে। আন্না ট্রে-টা নিয়েছিলেন, পরে তা সরিয়ে রাখলেন।

বললেন, 'ডল্লি, ও আমায় বলেছে।'

শীতল দ্ভিতৈ ডল্লি তাকালেন আন্নার দিকে। এর পর ভান করা সহান্ভূতির ব্লি আশা করছিলেন তিনি; কিন্তু আন্না তেমন কিছ্ব বললেন না।

বললেন, 'ডাল্ল লক্ষ্মীটি, ওর হয়ে তোমায় কিছ্ম বলব না, সাস্থনা দিতে যাব না, সে অসম্ভব। কিন্তু, লক্ষ্মী আমার, শ্ধ্ম কন্ট হচ্ছে, কন্ট হচ্ছে োমার জন্যে।'

তাঁর জন্বজনলে চোথের ঘন পক্ষাতল থেকে হঠাৎ টলমল করে উঠল এশ্র। তিনি ঘে'ষে বসলেন বোদির দিকে, নিজের ছোট্ট সজীব হাতে চেপে বরলেন তাঁর হাত। ডিল্লি সরে গেলেন না, কিন্তু বদল হল না মুখের নীরস ভাবটায়। বললেন:

'আমার সান্ত্রনা দিরে লাভ নেই। যা ঘটেছে তারপর সবই গেছে, সবই ুবছে।' আর এই কথাটা বলামাত্র হঠাং নরম হয়ে এল তাঁর মুখভাব। ডাল্লর শুকনো রোগা হাতখানা তুলে চুমু খেয়ে আমা বললেন:

'কিস্কু ডল্লি, কী করা যার, কী করা যার? এই ভরংকর অবস্থার কী করলে ভালো হবে? সেইটে ভাবা দরকার।'

ডল্লি বললেন, 'সব শেষ, সব চুকে গেছে। আর সবচেরে খারাপ কী জানো, আমি ওকে ত্যাগ করতে পারি না; ছেলেপিলেরা রয়েছে, আমি যে বাঁধা। কিন্তু ওর সঙ্গে ঘর করতেও আমি পারব না, ওকে দেখলেই যন্দ্রণা হয় আমার।'

'ডল্লি, বোর্নাট আমার, ও আমার বলেছে, কিন্তু আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই, স্বাকছ্ আমার বলো।'

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ডব্লি তাকালেন তাঁর দিকে।

আন্নার মুখে দেখা গেল অকৃত্রিম সহমর্মিতা আর ভালোবাসা।

হঠাং ডব্লি বললেন, 'বেশ তাই হোক। কিন্তু আমি গোড়া থেকে সব বলব। তুমি জানো আমার বিয়ে হয় কিভাবে? মায়ের শিক্ষাগ্রণে আমি শুধু নিরীহ নয়, হাঁদাই ছিলাম। কিছুই জানতাম না আমি। আমি জানি লোকে বলে, স্বামী তার আগের জীবন সম্পর্কে স্থাকৈ সর্বাকছ, বলবে। কিন্ত স্থিভা...' নিজেকে সংশোধন করে নিলেন তিনি, 'স্তেপান আর্কাদিচ আমায় কিছুই বলে নি। তোমার বিশ্বাস হবে না, কিন্তু এতিদন পর্যন্ত আমি ভেবে এসেছি, আমিই একমাত্র নারী যাকে ও জানে। এইভাবেই কাটিয়েছি আট বছর। তুমি বুঝে দ্যাখো, আমি শুধু তাকে অবিশ্বস্তুতায় সন্দেহ করি নি তাই নয়, ভাবতাম ওটা অসম্ভব। তারপর এই ধরনের ধারণা নিয়ে হঠাং, ভেবে দ্যাখো, এই সব বীভংসতা, এই কদর্যতা... তুমি আমায় বোঝার চেষ্টা করো। নিজের সূথে একেবারে নিঃসন্দেহ থাকার পর হঠাং...' ডাল্ল বলে চললেন তাঁর ফোঁপানি চেপে, 'পাওয়া গেল চিঠি. ওর চিঠি ওর প্রণায়নীর কাছে। আমারই গাভনেনের কাছে। না, এটা বড়ো বেশি সাংঘাতিক!' উনি তাড়াতাড়ি করে রুমাল চাপা দিলেন মুখে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে চললেন, 'একটা আসন্তির ব্যাপার হলেও নয় ব্রুতাম। কিন্তু ভেবে চিন্তে ধ্রতামি করে আমায় প্রতারণা... কিন্তু কার সঙ্গে? ওকে নিয়ে আবার সেইসঙ্গে আমার স্বামী হয়ে থাকা... এটা সাংঘাতিক! তুমি ঠিক ব্ৰুতে পারবে না।

'না, না, আমি ব্**ঝ**তে পারছি ডল্লি, ব্ঝতে পারছি' — তাঁর হাতে চাপ দিয়ে বললেন আলা।

ডিল্ল বলে চললেন, 'আমার অবস্থা যে কী সাংঘাতিক সেটা ও বোঝে বলে তুমি ভাবছ? এক বিন্দ্ না! ও দিব্যি স্থে-স্বচ্ছন্দে আছে।'

'না, না' — তাড়াতাড়ি করে বাধা দিলেন আন্না, 'ও নেহাৎ কৃপাপাত্র, অনুশোচনায় মরছে...'

'ওর পক্ষে অনুশোচনা কি সম্ভব?' একদ্ন্টে ননদের মুখেশের দিকে তাকিয়ে বাধা দিলেন ডল্লি।

'হাাঁ, হাাঁ, আমি ওকে জানি। ওকে দেখে কণ্ট হচ্ছিল আমার। দ্ব্'জনেই তো আমরা ওকে জানি। ওর মনটা ভালো, কিন্তু গর্ব আছে তো, আর এখন একেবারে হতমান... প্রধান যে জিনিসটা আমায় নাড়া দিয়েছে' — (আমা অন্মান করে নিলেন প্রধান কোন জিনিসটা ডল্লিকে নাড়া দিতে পারে), দ্বটো ব্যাপার তাকে দক্ষে মারছে: ছেলেমেয়েদের সামনে লঙ্জা, আর তোমায় ভালোবাসা সত্ত্বেও... হ্যাঁ, হ্যাঁ, দ্বিনয়ায় সবচেয়ে বেশি করে তোমায় ভালোবাসা সত্ত্বেও' — আপত্তি করতে ওঠা ডল্লিকে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে তিনি বললেন, 'তোমাকেই কণ্ট দিয়েছে, তোমাকে শেষ করে ফেলেছে। ও কেবলি বলছে, 'না, না, আমায় ও ক্ষমা করবে না।'

চিন্তামগ্রের মতো ডল্লি ননদের দিকে না তাকিয়ে তাঁর কথা শন্নে যাচ্ছিলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, আমি বৃনিধ যে ওর অবস্থাটা দৃবিষহ; নির্দোষের চেয়ে দোষীর হাল হয় খারাপ, যদি সে বৃঝে থাকে যে তার দোষেই এই দৃভাগ্য। কিন্তু কী করে ক্ষমা করি, ওই মেয়েটার পর কী করে থাকি তার দ্বাী হয়ে? ওর সঙ্গে থাকা এখন আমার কাছে যদ্বাণা, ওর প্রতি আমার অতীত ভালোবাসাটা আমি ভালোবাসি বলেই…'

ফোঁপানিতে তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু যতবার তিনি নরম হয়ে স্থাসছিলেন, ততবারই যেটা তাঁকে জ্বালাচ্ছে, ফের সেই কথা বলতে শুরু করছিলেন তিনি।

'ওর যে বর্ষ কম, ও যে স্কেরী' — ডিল্ল বলে চললেন, 'আমার যৌবন, আমার রূপ কে হরণ করেছে জানো আমা? ও আর তার ছেলেমেরেরা। ওর জন্যে খেটে গেছি আমি, সেই খাটুনিতেই আমার সবিকছ গেছে, আর এখন তাজা, ইতর একটি প্রাণীকে মনোরম লাগবে বৈকি। ওরা নিশ্চয় নিজেদের মধ্যে আমার কথা বলাবলি করেছে, কিংবা যা আরো খারাপ, চুপ করে থেকেছে, ব্বেছ?' ফের চোখে ওঁর ফুটে উঠল আক্রোশ, 'আর এর পর ও আমাকে বলবে... ওকে আমি কি আর বিশ্বাস করব? কখনো না। না, যা ছিল আমার সাম্বুনা, আমার খাটুনির প্রেস্কার, যন্ত্রণা, সব চুকে গেছে... তুমি বিশ্বাস করবে কি? এই তো, গ্রিশাকে পড়াচ্ছিলাম: আগে এটা ছিল আনন্দের ব্যাপার, এখন কণ্ট। কেন আমি খাটছি, চেণ্টা করে যাচ্ছি? ছেলেপিলে নিয়ে কী হবে আমার? সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার এই যে মন আমার হঁঠাৎ পালটে গেছে। ভালোবাসা, কোমলতার বদলে ওর প্রতি আমার আছে কেবল আক্রোশ, হ্যাঁ আক্রোশ। আমি ওকে খ্ন করতে পারি...'

'ডব্লি, বোন আমার, আমি ব্ঝতে পারছি। কিন্তু নিজেকে কণ্ট দিও না। তুমি এত অপমানিত, এত উত্তেজিত হয়েছ যে অনেক জিনিসকে তুমি দেখছ একটু অন্যভাবে।'

छील भाख रास अलान, भिनिषे मृत्यक रूप करत तरेलान उँता।

'কী করা যায় আল্লা, ভেবে বলো, সাহায্য করো আমায়। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, কিন্তু পথ পাচ্ছি না।'

আন্না কিছ্বই ভেবে উঠতে পারলেন না, কিন্তু বৌদির প্রতিটি কথা, প্রতিটি মুখভাবে সরাসরি সাড়া দিচ্ছিল তাঁর হদয়।

এই বলে শ্রের করলেন আহাা, 'শ্রেধ্ একটা কথা বলি, আমি ওর বোন, ওর চরিত্র আমার জানা, জানি ওর স্বাকছর্ ভূলে যাবার' — (কপালের সামনে হাতের একটা ভঙ্গি করলেন তিনি), 'এই সামর্থা, প্রোপর্বর আস্তিত তবে আবার প্ররোপর্বার অন্শোচনার এই প্রবণতা। যা সে করেছে সেটা করতে পারল কিভাবে তা এখন আর তার বিশ্বাস হচ্ছে না, ব্রুতে পারছে না।'

ডল্লি বাধা দিলেন, 'না, বোঝে, বুঝেছে! কিন্তু আমার কথা তুমি ভূলে যাচ্ছ... আমার পক্ষে কি এটা সহজ?'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমার যখন ও ঘটনাটা বলেছিল, তখন তোমার অবস্থাটা কত ভরংকর তা আমি বৃঝি নি, সেটা তোমার কাছে স্বীকার করছি। আমি শ্ধ্ দেখেছিলাম ওকে, দেখেছিলাম যে পরিবার ভেঙে পড়ছে; ওর জন্যে মারা হরেছিল আমার, কিন্তু তোমার সঙ্গে কথা বলার পরে আমি নারী হিশেবে অন্য কিছ্ব দেখছি; দেখছি তোমার যক্ত্রণা, বলতে পারব না তোমার জন্যে কী যে কন্ট হচ্ছে আমার! কিন্তু ডল্লি, বোন আমার. তোমার বক্ত্রণা আমি বেশ ব্রুতে পারছি, শ্বুধ্ব একটা জিনিস আমি জানি না... জানি না এর জন্যে তোমার প্রাণের ভেতর কতটা ভালোবাসা এখনো আছে। সেটা তুমি জানো — এতটা কি আছে বাতে ওকে ক্ষমা করা সম্ভব। যদি থাকে, তাহলে ক্ষমা করো।

'না' — ডল্লি শ্র করেছিলেন, কিন্তু আরেক বার তাঁর হাতে চুম খেয়ে আলা থামিয়ে দিলেন তাঁকে।

বললেন, 'দ্বনিয়াটা আমি তোমার চেয়ে বেশি জানি। স্থিভার মতো এই সব লোকেদের আমি চিনি, জানি কিভাবে তারা এই ব্যাপারগ্রলাকে দেখে। তুমি বলছ, মেয়েটার সঙ্গে ও তোমার কথা বলাবলি করেছে। তা সে করে নি। এই সব লোকে বিশ্বাসহানির কাজ করতে পারে, কিন্তু নিজেদের গৃহ আর গৃহিণী তাদের কাছে পবিত্র। এই ধরনের মেয়েরা ওদের কাছে কেমন যেন অবজ্ঞাই পেয়ে থাকে, পরিবারের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে ওঠে না। ওরা যেন দ্বর্লভিঘ্য কী একটা রেখা টানে পরিবার আর এদের মধ্যে। আমি ঠিক ব্রিঝ না, কিন্তু ব্যাপারটা এই রকমই।'

'হ্যাঁ, কিন্তু ও তো চুম্ খেয়েছে ওকে…'

'শোনো ডল্লি, বোনটি আমার। স্থিভা যখন তোমার প্রেমে পড়েছিল তখন তো আমি ওকে দেখেছি। সে সময়টা আমার বেশ মনে আছে যখন সে আমার কাছে তোমার কথা বলতে গিয়ে কাঁদত, ওর কাছে কী কাব্য আর সম্মেতির উপলক্ষ ছিলে তুমি। আমি এও জানি যে তোমার সঙ্গে ওর যত দিন কেটেছে ততই ওর চোখে তুমি উচ্চু হয়ে উঠেছ। ওকে নিয়ে আমরা হাসাহাসি ক্রতাম, প্রতিটি কথায় ও যোগ দিত: 'ডল্লি আশ্চর্য মেয়ে।' ওর কাছে তুমি সর্বদাই ছিলে এবং আছ স্বর্গের দেবী। ওর এই আসক্তিটা প্রাণ থেকে নয়…'

'কিন্তু আসন্তির খদি পনেরাব্তি ঘটে?'
'আমি যতটা বুঝি হওয়া সম্ভব নয়...'

'কিন্তু তুমি ক্ষমা করতে পারতে?'

'জানি না, বিচার করে দেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়… না, সম্ভব' — র্গনিকটা ভেবে নিয়ে মনে মনে অবস্থাটা মানদন্ডে চাপিয়ে আহ্না বললেন, না. সম্ভব, সম্ভব। হ্যাঁ, আমি হলে ক্ষমা করতাম। ঠিক একইরকম থেকে যেতাম না নিশ্চর, কিন্তু ক্ষমা করতাম, এবং এমনভাবে করতাম যেন কিছু হয় নি, একেবারেই কিছু হয় নি।'

'সে তো বটেই' --- তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললেন ডল্লি। যেন অনেক বার যা ভেবেছিলেন তাই বলছেন, 'নইলে তো ওটা ক্ষমাই নয়। যদি ক্ষমা করতে হয়, তাহলে প্রোপ্রার, প্রোপ্রির। নাও, চলো তোমায় তোমার ঘরে নিয়ে যাই' - উঠে দাঁড়িয়ে ডল্লি বললেন এবং যেতে যেতে আলিঙ্গন করলেন আমাকে, 'তুমি এসেছ বলে ভারি খ্রিশ হয়েছি। মনটা হালকা হল, অনেক হালকা।'

nesn

সারা দিন আলা বাড়িতে, অর্থাৎ অব্লোন্ স্কিদের ওখানে কাটালেন। পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা করলেন না। আলার আসার খবর পেয়ে তাঁরা এসে হাজির হয়েছিলেন সেই দিনই। সকালটা তিনি কাটালেন ডল্লি আর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে, ভাইকে চিঠি লিখে পাঠালেন তিনি যেন অবশ্য- অবশ্যই বাড়িতে খান। লিখলেন, 'চলে এসো, ঈশ্বর কর্ণাময়।'

অব্লোন্ স্কি বাড়িতে খেলেন; কথাবার্তা হল সাধারণ, দ্বী তাঁর সঙ্গে কথা কইলেন 'তুমি' বলে, যেটা আগে বলছিলেন না। দ্বী-দ্বামীর মধ্যে সম্পর্কে একইরকম অনাত্মীয়তা রয়ে গেল, কিন্তু ছাড়াছাড়ির প্রশ্ন আর ছিল না এবং ব্যাখ্যা করে মিটিয়ে নেবার সম্ভাবনা দেখতে পেলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

খাওয়ার ঠিক পরেই এল কিটি। আন্না আর্কাদিয়েভনাকে কিটি চিনত. তবে খ্বই সামান্য। দিদির কাছে কিটি এল একটু ভয়-ভয় মনেই. পিটার্সবিগেরে উচ্চ সমাজের এই যে মহিলাকে সবাই এত প্রশংসা করে. তিনি কিভাবে তাকে গ্রহণ করবেন এই নিয়ে তার শংকা ছিল। কিতু কিটিকে ভালো লাগল আন্না আর্কাদিয়েভনার — এটা সে তক্ষ্মনি টের পেল। স্পণ্টতই আন্না মৃদ্ধ হয়েছিলেন কিটির রূপ ও তার্গে এবং কিটি সচেতন হতে না হতেই অন্ভব করল যে সে শৃধ্ম আন্নার প্রভাবে পড়েছে তাই নয়, তাঁকে ভালোবেসেও ফেলেছে, যেভাবে কোনো তর্গী ভালোবেসতে পারে বয়সে বড়ো বিবাহিত কোনো মহিলাকে। আন্নাকে উচ্চু সমাজের মহিল। বা আট বছর বয়স্ক ছেলের মা বলেও মনে হল না। বয়ং গতির নমনীয়তা.

সতেজ ভাব আর মুখের যে সজীবতা কখনো তাঁর হাসিতে, কখনো দ্ছিতে ফুটে উঠত তাতে তাঁকে বিশ বছরের তর্নীর মতোই লাগে, অবশ্য যদি তাঁর সে মুখ গন্তীর, মাঝে মাঝে বিষণ্ণ ভাব ধারণ না করত। সেটায় বিশ্মিত ও আকৃষ্ট বোধ করল কিটি। সে অনুভব করছিল যে আহা একেবারে সহজ মানুষ, কিছুই লুকিয়ে রাখেন না, তব্ কিটির কাছে অন্ধিগম্য জটিল কাব্যিক আগ্রহের একটা উচ্চু ধরনের জগৎ যেন তাঁর মধ্যে বিরাজমান।

আহারের পর ডব্লি যখন উঠে গেলেন তাঁর ঘরে, আয়া দ্রুত চলে গেলেন ধ্মপানরত ভাইয়ের কাছে।

ফুর্তি করে চোথ মটকে তাঁর ওপর ক্রুশ করে চোথ দিয়ে দরজার দিকে দেখিয়ে বললেন, 'যাও স্থিভা, ভগবান তোমার মঙ্গল কর্ন।'

আন্নার কথা ধরতে পেরে তিনি চুর্ট ফেলে দিয়ে অন্তর্ধান করলেন দরজার ওপাশে।

স্ত্রেপান আর্কাদিচ চলে থেতে তিনি ফিরলেন সোফায়, সেখানে রইলেন দিশন্ন পরিবৃত হয়ে। মা যে এই পিসিকে ভালোবাসেন সেটা তাদের চোখে পড়েছিল বলেই কি, অথবা তারা নিজেরাই তাঁর মধ্যে একটা বিশেষ মাধ্য অন্ভব করেছিল বলেই হোক, তবে বড়ো দ্বিট আর তাদের দেখাদেখি ছোটোরাও, শিশন্দের বেলায় যা প্রায়ই ঘটে থাকে, আহারের আগে থেকেই নতুন পিসিকে ছেকে ধরেছিল, সঙ্গ ছাড়ছিল না তাঁর। কী করে পিসির যথাসম্ভব কাছ ঘেকে বসা যায়, তাঁকে ছোঁয়া যায়, তাঁর ছোটু হাতখানা নিয়ে চুম্ খাওয়া যায়, খেলা করা যায় তাঁর আংটি নিয়ে, অন্তত তাঁর পোশাকের কুর্গাঁচ নিয়ে নাড়াচাড়া করা যায় এই নিয়ে যেন একটা খেলা শ্রু হয়ে গেল তাদের মধ্যে।

নিজের জায়গায় বসে আলা বললেন, 'নাও, নাও, আগে যে যেমন বর্সেছিলাম।'

এবং ফের গ্রিশা তাঁর হাডের তল দিয়ে মাথা গলিয়ে পোশাকের ওপর ^{মাথা} রাখলে, গবে² আর স_{ন্ধ}থে জ্বলজ্বল করে উঠল সে।

তা বলনাচটা হচ্ছে কখন?' কিটির দিকে ফিরে জিগ্যেস করলেন তিনি। সামনের সপ্তাহে। খাশা নাচ। যেখানে সর্বদাই ফুর্তি লাগে তেমনি গুরুরের একটা।'

'কিস্তু এমন বলনাচ আছে কি যেখানে সর্বদাই ফুর্তি জমে?' স্লিম স্বরে বললেন তিনি। 'আশ্চর্য' লাগলেও আছে। বরিশ্যেভদের ওখানে সর্বদা জমে, নিকিতিনদের ওখানেও, কিন্তু মেঝকোভদের ওখানে সর্বদাই একঘেয়ে। আপনি কি লক্ষ্য করেন নি ?'

'না, বোন, ফুর্তির বলনাচ আমার আর নেই' — আল্লা বললেন আর কিটি তার চোথে দেখল সেই বিশেষ জগৎ যা তার কাছে অনুদ্ঘাটিত, 'আমার কাছে শা্ধ্ব তেমন বলনাচই সম্ভব যা কম দ্বঃসহ, কম এক্যেয়ে...'

'বলনাচে আপনার একঘেয়ে লাগে কেমন করে?'

'কেন একঘেয়ে ল্পাগবে না আমার?' জিগ্যেস করলেন আলা।
কিটি লক্ষ্য করল যে কী উত্তর আসবে সেটা আলার জানা।
'আপনি সর্বদা সবার চেয়ে সেরা বলে।'

লাল হয়ে ওঠার সামর্থ্য আহ্রার ছিল। লাল হয়ে তিনি বললেন:

'প্রথমত, কখনোই তা নই। দ্বিতীয়ত, যদি হইও তাতে আমার কী এসে গেল?'

কিটি জিগ্যেস করলে, 'আপনি এই বলনাচে যাবেন?'

'আমার মনে হয় না গিয়ে চলবে না। এই নে' — তিনি বললেন তানিয়াকে, ক্রমশ সর্ব হয়ে আসা তাঁর শাদা আঙ্বল থেকে সহজে খসে আসা একটা আংটি টানাটানি করছিল সে।

'আপনি গেলে ভারি খ্নিশ হব আমি। বলনাচে আপনাকে দেখার খ্ব ইচ্ছে আমার।'

'অন্তত যদি যেতে হয়, তাহলে এই ভেবে প্রবোধ মানব যে এতে আপনি আনন্দ পেয়েছেন... গ্রিশা টানাটানি করিস না রে, এমনিতেই সব আল্ব্থাল্ হয়ে আছে' — বেরিয়ে আসা যে একগোছা চুল নিয়ে গ্রিশা খেলছিল, সেটা ঠিক করে নিয়ে বললেন তিনি।

'বলনাচে আমি আপনাকে কল্পনা কর্রাছ ভাওলেট রঙের পোশাকে।'

'ঠিক ভাওলেট রঙই হতে হবে কেন?' হেসে জিগ্যেস করলেন আন্না. 'নাও ছেলেমেয়েরা, যাও এবার, যাও। শ্রনছ না, মিস গ্রল ডাকছেন চা খেতে' — ছেলেদের হাত থেকে নিজেকে খসিয়ে তাদের ডাইনিং-র্মে পাঠাতে পাঠাতে বললেন তিনি।

'আর আমি জানি কেন আপনি আমায় বলনাচে ডাকছেন। এই বলনাচটা থেকে আপনার আশা আছে অনেক, তাই আপনার ইচ্ছে হচ্ছে সবাই যেন সেখানে থাকে, তাতে যোগ দেয়।' 'কী করে জানলেন? হ্যাঁ, তাই।'

'ওহ্ কী চমংকার আপনাদের এই বরসটা' — আল্লা বলে চললেন, 'বেশ মনে আছে, স্ইজারল্যান্ডের পাহাড়ের ওপরকার নীল কুয়াশার মতো এই কুয়াশাটা যে আমার চেনা। এ কুয়াশা প্লকে ছেয়ে দেয় ওই বয়সটাকে, যখন শৈশব এই শেষ হল বলে, আর এই বিশাল স্খী মহলটা থেকে কেবলি বেরিয়ে আসছে পথ, আর সারি সারি এই কক্ষগ্লোয় ঢুকতে যেমন আনন্দ হচ্ছে, তেমনি ভয়ও করছে যদিও মনে হচ্ছে এ হমা যেন উজ্জ্বল আর অপর্প... কে না গেছে এর ভেতর দিয়ে?'

নীরবে হাসল কিটি। আন্নার প্রামী আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের অকাব্যিক চেহারাটা মনে করে সে ভাবল, 'কিস্তু কেমন করে উনি গেলেন এর ভেতর দিয়ে? ওঁর সমস্ত রোমান্সটা জানতে আমার ভারি ইচ্ছে।'

'আমি কিছ্ম কিছ্ম জানি। স্তিভা আমায় বলেছে, অভিনন্দন জানাই আপনাকে, লোকটিকৈ আমার ভারি ভালো লেগেছে' — আমা বলে চললেন, 'ভ্রন্মিকর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে রেল স্টেশনে।'

'আরে, উনি গিয়েছিলেন সেখানে?' লাল হয়ে জিগ্যেস করল কিটি, 'স্থিভা কী বলেছে আপনাকে?'

'বকবক করে স্থিভা আমায় সবই বলে ফেলেছে। আমিও খ্ব খ্রিশ হয়েছি। কাল আমি ট্রেনে এসেছি দ্রন্স্কির মায়ের সঙ্গে' — আমা বলে চললেন, 'মা-র মুখে কেবলি ছেলের কথা; এটি ওঁর আদরের ছেলে; মায়েরা কিরকম পক্ষপাতী হয় তা আমি জানি, কিস্তু…'

'মা আপনাকে কী বললেন?'

'সে অনেক! আমি জানি যে ও মায়ের আদরের ছেলে, তাহলেও দেখেই বোঝা যায় সে বীররতী… যেমন, মা বলেছেন সে তার সমস্ত সম্পত্তি ভাইকে দিয়ে দিতে চেয়েছিল, ছেলেবেলাতেই অসাধারণ একটা কাণ্ড করেছে সে. জলে ডোবা থেকে একটি মেয়েকে বাঁচিয়েছে। মোট কথা বীর…' হেসে বললেন আন্না। স্টেশনে যে দ্'শ রুব্ল দিয়েছেন, সেটা স্মূরণ করলেন তিনি।

কিন্তু ওই দুং'শ রুব্লের কথাটা উনি বললেন না। কেন জানি সেটা ননে করতে তাঁর খারাপ লাগছিল। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে ঘটনাটার সঙ্গে াঁরও যেন কিছু একটা যোগ আছে যা থাকা উচিত ছিল না।

আন্না বললেন, 'কাউণ্টেস আমায় খুব করে তাঁর ওখানে যেতে বলেছেন।

ব্যুড়কে দেখতে যেতে আমার আনন্দই হবে, কালই ষাব। তবে, থাক বাবা, দ্রিভা ডক্লির ঘরে রয়েছে অনেকখন' — আলাপের প্রসঙ্গ বদলিয়ে যোগ করলেন আমা এবং উঠে দাঁড়ালেন, কিটির মনে হল কেন জানি অসম্ভূষ্ট হয়েছেন তিনি।

'না, না আমি আগে! না আমি!' চা-পর্ব শেষ করে আলা পিসির কাছে ছুটে আসতে আসতে চে'চাচ্ছিল ছেলে-মেয়েরা।

'সবাই আমরা একসঙ্গে' — এই বলে আমা হাসতে হাসতে ছুটে গেলেন ভাদের দিকে, সবাইকে জড়িয়ে ধরে ঢিপ করে ফেললেন উল্লাসে চে চার্মোচ করা এই গোটা দলটাকে।

11 65 II

বড়োদের চায়ের সময় ডব্লি বের্লেন তাঁর ঘর থেকে। স্তেপান আর্কাদিচ বের্লেন না। নিশ্চয় স্থীর ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে গেছেন পিছনের দরজা দিয়ে।

আল্লার দিকে ফিরে ডল্লি বললেন, 'আমার ভর হচ্ছে ওপরে তোমার দাত করবে। আমার ইচ্ছে ত্যোমায় নিচে নামিয়ে আনি, দ্ব'জনে কাছাকাছিও থাকা যাবে।'

'আরে না, আমার জন্যে ভাবনা নেই' — ডল্লির মুখের দিকে তাকিয়ে মিটমাট হয়ে গেছে কি না আন্দাজ করার চেষ্টা করে বললেন আলা।

বৌদি বললেন, 'এখানে আলো হত বেশি।'

'তোমায় বলছি যে সবখানে এবং সর্বদা আমি অঘোরে ঘ্রমাই।'

'কী নিয়ে কথা হচ্ছে' — স্টাডি থেকে বেরিয়ে বৌকে উদ্দেশ করে শুধালেন স্তেপান আর্কাদিচ।

তাঁর গলার সারে কিটি এবং আল্লা দ্ব জনেই ব্রঝলেন যে মিটমাট হয়ে।

'আমি চাইছি আহ্নাকে নিচে নামিয়ে আনতে, তবে পর্দা টাঙাতে হবে নতুন করে। কিন্তু কেউ সেটা পারবে না, করতে হবে আমাকেই' — জবাবে স্বামীকে বললেন ডব্লি।

'প্ররো মিটমাট হয়েছে কিনা ভগবানই জানে না' — তাঁর নির্ব্তাপ অচঞ্চল গলা শুনে আলা ভাবলেন।

স্বামী বললেন, 'আহ ডল্লি, বাড়িয়ে বলো না। বলো তো আমিই করে

'হাাঁ, মিটমাট হয়েছে তাহলে' — ভাবলেন আহা।

'তৃমি যে কী করবে তা বেশ জানা আছে মশায়' — ডব্লি বললেন, 'মাতভেইকে এমন কিছু করার হুকুম দেবে যা করা যায় না, আর নিজে যাবে বেরিয়ে। সেও সব গোলমাল করে বসবে।' আর এ কথা বলার সময় ডব্লির ঠোঁটের কোনা কুচকে উঠল তাঁর অভ্যন্ত প্লেষের হাসিতে।

'একেবারে, একেবারে মিটমাট, এক্কেবারে' — ভাবলেন আন্না, 'জয় ভগবান!' এবং তিনিই যে এর হেতু এতে খ্রিশ হয়ে ডল্লির কাছে গিয়ে চুম্ব খেলেন তাঁকে।

'মোটেই না। আমায় আর মাতভেইকে এত তাচ্ছিল্য কেন করো বলো তো?' স্বীর দিকে চেয়ে প্রায় অলক্ষ্য একটু হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

বরাবরের মতো গোটা সন্ধ্যা ডব্লি স্বামীকে ঠাটা করে চললেন আর স্তেপান আর্কাদিচ রইলেন হাসিখ্নি তুন্ট হয়ে, কিন্তু শ্ব্ধ্ ততটা যাতে না প্রকাশ পায় যে মার্জনা লাভ করায় তিনি তাঁর অপরাধ ভূলে গেছেন।

সাড়ে ন'টার সময় অব্লোন্ স্কিদের বাড়িতে চায়ের আসরে সবিশেষ আনন্দময় প্রীতিকর পরিবারিক সান্ধ্যালাপটা ক্ষরে হল বাহ্যত অতি সাধারণ একটা ঘটনায় কিন্তু সেই সাধারণ ঘটনাটাই কেন জানি সবার কাছে মনে হল অদ্ত্ত। পিটার্সবিত্রের সাধারণ পরিচিতদের কথা বলতে বলতে আহ্মা ঝট করে উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন, 'আমার অ্যালবামে ছবি আছে, ভালো কথা, আমার সেরিওজাকেও দেখাব তোমাদের' — গবিত মায়ের হাসি নিয়ে যোগ করলেন তিনি।

দশটার সময় যখন সাধারণত তিনি ছেলের কাছ থেকে বিদায় নিতেন এবং বলনাচে যাবার আগে নিজে শ্রহয়ে দিতেন তাকে, এখন-তার কাছ থেকে এত দরের আছেন ভেবে বিষন্ন লাগলে তাঁর: এবং যা নিয়েই কথাবাতা চল্ক. থেকেই থেকেই তাঁর মন চলে যাচ্ছিল তাঁর কোঁকড়া-চুলো সেরিওজার খানে। তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল তার ছবিটা চেয়ে দেখে তার গলপ করে শোনায়, খথম অজ্বহাতের স্বযোগ নিয়ে তিনি তাঁর লঘ্ব, দ্ঢ়চিত্ত চলনে উঠে গেলেন আলবাম আনতে। ওপরে, তাঁর ঘরে যাবার সিণিড়টা উঠেছিল প্রধান ড্রারিং-র্ম থেকে বেরতেই সদর হলঘরে ঘণ্টি শোনা গেল। ডল্লি বললে, 'কে এল আবার?'

কিটি টিম্পনি কাটলে, 'আমার জন্যে এসে থাকলে আগেই এসেছে, আর কারো কারো পক্ষে দেরি করে।'

ানশ্চয় কাগজ নিয়ে এসেছে' যোগ করলেন স্তেপান আর্কাদিচ আর আয়া যখন সি'ড়ির কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, চাকর ওপরে উঠছিল অভ্যাগতের থবর দিতে আর অভ্যাগত নিজে দাঁড়িয়ে ছিলেন বাতির কাছে। নিচে তাকিয়ে আয়া তক্ষ্মির চিনতে পারলেন দ্রন্দিককে, এবং হঠাৎ তাঁর ব্কের মধ্যে দ্বলে উঠল আনন্দ আর সেই সঙ্গে ভয়ের একটা বিচিত্র অন্ভূতি। ওভারকোট না ছেড়ে দ্রন্দিক দাঁড়িয়ে ছিলেন, কী যেন বার করছিলেন পকেট থেকে। আয়া যথন সি'ড়িয় মাঝামাঝি উঠেছেন, দ্রন্দিক চোখ ত্লতেই দেখতে পেলেন তাঁকে, ম্বের ভাবে ফুটে উঠল কেমন একটা লজ্জা আর ভয়। আয়া সামান্য মাথা ন্ইয়ে চলে গেলেন আর তার পরেই শোনা গেল আগতকে ভেতরে আসবার জন্য উচ্চেন্বরে ডাকছেন স্তেপান আর্কাদিচ আর অন্তে নর্ম, অচণ্ডল গলায় আপত্তি করছেন দ্রন্দিক।

আলবাম নিয়ে আন্না যথন ফিরলেন, দ্রন্স্কি তখন আর নেই। স্তেপান আর্কাদিচ বলছিলেন, নামকরা যে ব্যক্তিটি শহরে এসেছেন তাঁর জন্য যে ডিনার দেওয়া হচ্ছে তার কথা জানতে এসেছিলেন তিনি।

যোগ করলেন তিনি, 'কিছ্বতেই ভেতরে চুকতে চাইল না। আশ্চর্য লোক বটে।'

কিটি রাঙা হয়ে উঠল। তার মনে হল, কেন তিনি এসেছিলেন আর কেনই বা ভেতরে ঢুকলেন না, কেবল সে-ই ব্রেছে একা। সে ভাবছিল, 'আমাদের ওখানে গিয়েছিল ও, আমায় না পেয়ে ভেবেছিল আমি এখানে: আর ভেতরে যে ঢুকল না তার কারণ বড়ো দেরি হয়ে গেছে, তা ছাড়া আহা রয়েছেন এখানে।'

কিছ্না বলে সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে আন্নার জ্যালবাম দেখতে লাগলেন।

ষে ডিনারের আয়োজন হচ্ছে তার খ্বটিনাটি জ্ঞানবার জন্য একটা লোক এসেছিলেন বন্ধর কাছে কিন্তু ভেতরে ঢোকেন নি, এর মধ্যে অসাধারণ বা অস্তৃত কিছ্ম নেই। কিন্তু সবার কাছেই এটা মনে হল অস্তৃত। সবচেয়ে বেশি করে অস্তৃত আর বিশ্রী লাগল আন্নার।

মায়ের সঙ্গে কিটি যথন আলোয় ঝলমলে ফুলের টব আর পাউডার মাখা. লাল কাফতান পরা সব চাপরাশি শোভিত প্রশস্ত সোপান-শ্রেণীতে উঠল, বলনাচ তথন সবে শ্রের হয়েছে। হল থেকে আসছে গতিবিধির সমতাল মর্মর, ষেন মধ্যুচক্র, আর যথন তাঁরা গাছগন্বলোর মাঝথানকার চাতালে আয়নার সামনে কবরী আর পোশাক ঠিক করে নিচ্ছিলেন, হলে শোনা গেল অকে স্টার বেহালায় প্রথম ওয়াল্জ নাচ শুরুর সন্তপণ সুস্পদ্ট সুর। অন্য এক আয়নার সামনে চাঁদির পাকা চুল সামলে আতরের গন্ধ ছড়িয়ে যেতে গিয়ে সি'ড়িতে তাঁদের সঙ্গে ধাক্কা খেলেন বেসামরিক পোশাকের এক বৃদ্ধ, তাঁর কাছে অপরিচিত কিটিকে দেখে স্পষ্টতই মৃদ্ধ হয়ে সরে গেলেন তিনি। ভয়ানক নিচু কাটের ওয়েষ্ট কোট পরা শমশ্রহীন এক তর্নুণ, উচু সমাজের যে ছোকরাদের বৃদ্ধ প্রিন্স শ্যেরবার্ণান্ক বলতেন ন্যাকার্মাণ তাদেরই একজন, যেতে যেতেই তার শাদা টাই ঠিক করতে করতে অভিবাদন করল ওঁদের উদ্দেশে এবং পাশ দিয়ে চলে গিয়ে আবার ফিরে এল কিটিকৈ কোয়াড়িল নাচে আমন্ত্রণ জানাতে। কিটির প্রথম কোয়াড়িল আগেই দ্রন্দিককে দিয়ে রাখায় তর্বাটকৈ সে দ্বিতীয় নাচটা দিতে বাধ্য হল। দরজার কাছে দস্তানায় বোতাম আঁটতে আঁটতে ওঁদের পথ করে দিলেন সামরিক এক অফিসার এবং মোচে তা দিতে দিতে মুদ্ধ দৃষ্টিতে চাইল গোলাপী কিটিব দিকে।

সাজসঙ্জা, কবরী আর বলনাচের সর্বাকছ্ম প্রস্তুতিতে কিটির প্রচুর মেহনত আর কল্পনাশক্তির প্রয়োজন পড়লেও এখন তার গোলাপী আস্তরের ওপর জটিল 'ত্যুল' গাউনে বলনাচে নামল এমন স্বচ্ছন্দে আর সহজে যেন এই সব রোজেট, লেস, সাজসঙ্জায় নানা খ্রিটনাটির জন্য তার বা বাড়ির লাকেদের এক মৃহ্তেও মাথা ঘামাতে হয় নি, যেন এই ত্যুল, লেস, ওপরে দ্টি পাতা সমেত গোলাপ গোঁজা উচ্চ কৰবী নিয়েই সে জন্মেছে।

হলে ঢোকার মুখে প্রিন্স-মহিষী যখন তার কটির গুর্টিয়ে আসা রিবন ঠিক করে দিতে চাইলেন, কিটি আন্তে সরে গেল। তার মনে হচ্ছিল যে তার শোশাকের সর্বাকছনুই আপনা আপনিই স্কুন্দর আর সোষ্ঠবমণ্ডিত হওয়ার কথা, কিছনুই সংশোধন করার প্রয়োজন নেই।

^{এটা ছিল কিটির এক সোভাগ্যের দিন। গাউন আঁট হয়ে বসে নি}

काथा । ताथा । क्रिंग काथा । बुद्ध भए । नि, म्ह्यामा । इश्च नि द्वारक्षेत्र । ছি'ড়েও যায় নি; উ'চু বাঁকা হিলের ওপর গোলাপী জুতোজোড়া খামচে ধরছে না, বরং ফুর্তি পাচেছ পা। সোনালী চুলের ঘন গ্রছি তার ছোট্ট মাথাটিতে খাপ খেয়ে গেছে তার নিজের চলের মতো। গড়ন না বদলিয়ে যে লম্বা দস্তানা তার হাত জড়িয়ে ছিল তার তিনটে বোতামই আঁটা, থসে আসে নি। ভারি একটা কোমলতায় তার গ্রীবা ঘিরে আছে কণ্ঠালংকারের কালো মখমল বন্ধনী। অপূর্ব সে মখমল, বাড়িতে আয়নায় নিজের গল। দেখে কিটি টের পেয়েছিল কী জানাতে চায় মখমলটি। আর সর্বাকছতে খ'তখ'তি থাকলেও মখমল অপর্প। এবং এখানে, এই বলনাচেও আয়নায় ওটা দেখে হাসি ফুটল কিটির মুখে। অনাবৃত কাঁধ আর হাতে মর্মরের শীতলতা অনুভব করল কিটি, এই অনুভূতিটা তার খুবই ভালো লাগে। জবলজবল করছিল তার চোখ, নিজের আকর্ষণীয়তার চেতনায় না হেসে পার্রাছল না তার রক্তিম ঠোঁট। হলে ঢুকে নাচের আমন্ত্রণের জন্য অপেক্ষমাণ মহিলাদের তাল-রিবন-লেস-রঙের ভিড়টায় পেণছতে না পেণছতেই (এরকম ভিডে কিটি কখনো দাঁডিয়ে থাকে নি বেশিক্ষণ), ওয়ালাজে নাচার আমন্ত্রণ এল, আর আমন্ত্রণ করলেন কিনা নৃত্যের সেরা নাগর, বলনাচের পদাধিকারে প্রথম পুরুষ, তার খ্যাতনামা পরিচালক, আসরের অধিকারী, সম্ভ্রমমণ্ডিত বিবাহিত স্পুরুষ এগরুশকা কস্নুনিদ্ক। কাউণ্টেস বানিনার সঙ্গে তিনি প্রথম পালা ওয়াল্জ নাচ শেষ করে তাঁর এক্তিয়ার, অর্থাং নৃত্যাবতীর্ণ কয়েক জোড়া নাচিয়ের ওপর চোথ বুলিয়ে দেখতে পেলেন কিটি আসছে. অমনি ছুটে গেলেন নৃত্যের পরিচালকদের পক্ষেই শুধু যা শোভা পায় তেমন একটা হেলা-ফেলা স্বাচ্ছল্যে এবং মাথা ন,ইয়ে, সে রাজি আছে কিনা এমনকি সেটুকুও জিগ্যেস না করেই কিটির ক্ষীণ কটিদেশ আলিঙ্গনের জনা হাত বাডিয়ে দিলেন। কিটি তাকিয়ে দেখল কাকে দেওয়া যায় তার হাতের পাখা, গৃহকর্টী হেসে সেটা নিলেন।

'ঠিক সময়ে এসে গিয়ে ভারি ভালো করেছেন' — কম্নিস্কি তার কোমর জড়িয়ে ধরে বললেন। 'দেরি করে আসা সত্যি কী যে এক বদভ্যাস।'

কিটি তার বাঁ হাত বেশকিয়ে রাখল তাঁর কাঁধে, গোলাপী জনতো পর। তার ছোটো ছোটো পা মেঝের চিকন পার্কেটের ওপর অনায়াসে তাল মেলাল সঙ্গীতের সঙ্গে।

ওয়াল্জের প্রথম ধারলয় ছন্দ শুরু করে কিটিকে উনি বললেন

'আপনার সঙ্গে ওয়াল্জ নাচা একটা আরাম। কী লঘ্তা, কী précision*'— সেই কথাই তিনি ওকে বললেন যা বলতেন তাঁর প্রায় সমস্ত সুপরিচিতাদের।

কিটি হাসল তাঁর প্রশংসায় এবং তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে চেয়ে দেখতে লাগল হলঘরে। এমন নবাগতা সে নয়, যার কাছে বলনাচে সমস্ত লোকের মুখ মিলে যায় একক একটি ঐন্দ্রজালিক অনুভতিতে: আবার বলনাচে ঢ়° মেরে বেড়ানো তেমন কুমারীও সে নয়, যার কাছে সব মুখই চেনা. যাতে একঘেরেমি লাগে: সে ছিল এই দুইয়ের মাঝামাঝি. — উত্তেজনা বোধ কর্রছিল সে, কিন্তু সেই সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করার শক্তি রাখার মতো দখলও ছিল তার নিজের ওপর। হলের বাম কোণে সে দেখল সমাজ চড়োমণিদের জোট। সেখানে ছিল অসম্ভব রকমের অনাবৃত দেহে কসু-নিস্কির স্নী, স্বন্দরী লিদা, ছিলেন গৃহকর্ত্রী, নিজের টাক নিয়ে সেখানে জবলজবল করছেন ক্রিভিন, সমাজশ্রেষ্ঠরা যেখানে, সেখানে তিনি থাকেন সর্বদাই : কাছে যাবার সাহস না পেয়ে ছোকরারা তাকিয়ে দেখছিল সেদিকে: সেখানেই কিটির চোখে পড়ল স্থিভা, পরে দেখতে পেল কালো মখমলের পোশাকে আন্নার অপরূপ মূর্তি। তিনি-ও ছিলেন সেখানে। যে সন্ধ্যায় কিটি লোভনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তার পর থেকে সে আর তাঁকে দেখে নি। কিটি তার দরেবীক্ষণ দ্রণ্টিতে তক্ষ্বনি চিনতে পারল তাঁকে, এও লক্ষ্য করল যে ভ্রন্মিক চেয়ে আছেন তার দিকে।

'আরো এক পালা হবে নাকি? হাঁপিয়ে পড়েন নি তো?' সামান্য হাঁপাতে হাঁপাতে জিগ্যেস করলেন কস্ন্নিস্ক।

'না, না, ধন্যবাদ আপনাকে।'

'কোথায় পে'ছে দেব আপনাকে?'

'মনে হচ্ছে কার্রোননা রয়েছেন ওখানে... ওঁর কাছে আমায় নিয়ে চল্বন।' 'যেখানে বলবেন, সেখানেই।'

কস্নিম্পিও তাঁর পদক্ষেপ সংযত করে ওয়াল্জ নাচতে মাচতে চলে গেলেন হলের বাঁ কোণের সেই ভিড্টার দিকে, ক্রমাগত বলতে থাকলেন, 'Pardon, mesdames, pardon, pardon, mesdames'** — এবং লেস, ত্যুল, রিবনের সম্বদ্রের মাঝখান দিয়ে এদিক-ওদিক করে, কারো একটি

^{*} সঠিকতা (ফর্রাস)।

^{**} মাপ করবেন মহিলারা, মাপ করবেন, মাপ করবেন মহিলারা (ফরাসি)।

পালক পর্যন্ত না ছ্রায়ে তাঁর নৃত্যসাঁঙ্গনীকে এমন সজোরে ঘোরালেন যে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ল মিহি মোজা পরা তার তন্বী পা, পোশাকের পিছ-ঝুল গিয়ে জড়িয়ে পড়ল কিভিনের হাঁটুতে। কস্র্নিন্দ মাথা ন্ইয়ে খোলা ব্কটান করে তাকে আয়া আর্কাদিয়েভনার কাছে নিয়ে যাবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিটি লাল হয়ে কিভিনের হাঁটু থেকে তার ঝুল খাসয়ে নিল। মাথা তখনো ঘ্রছিল কিছ্টা, আয়ার সন্ধানে চেয়ে দেখল চারিদিকে। কিটি অবশ্য-অবশ্যই যা চেয়েছিল তেমন ভাওলেট পোশাকে আয়া আসেন নি। পরনে তাঁর নিচুকাটের কালো মখমলী গাউন, উদ্ঘাটিত তাঁর স্ঠাম কাঁধ, ব্ক, যেন প্রমো হাতির দাঁতে খোদাই করা ছোটু ক্ষীণকায় মাণবন্ধ, স্ফোল বাহ্। গোটা গাউন ভেনিসিয়ান লেসে সেলাই করা। নিজের কালো চুলে ভেজাল কিছ্ব নেই, সেখানে প্যাণ্সি ফুলের ছোটো একটা মালা, শাদা শাদা লেসের মাঝখানে কালো কোমরবন্ধেও তাই। কবরীর ছাঁদ চোখে পড়ার মতো নয়, চোখে পড়ে শ্বর্য তাঁর মাথার ওপরে আর পেছনে অনবরত খসে আসা কোঁকড়া চুলের ছোটো ছোটো ফেচছাচারী কুন্ডল, যাতে খোঁপার শোভা বেডেছে। দটে গ্রীবা যেন খোদাই করা, তাতে মাকোর মালা।

আগ্লাকে প্রতিদিন দেখেছে কিটি, তাঁর অন্বক্ত হয়ে উঠেছিল, চাইছিল অবশ্য-অবশ্যই তাঁকে ভাওলেট পোশাকে দেখতে। কিন্তু এখন কালো পোশাকে তাঁকে দেখে সে টের পেল যে তাঁর সমস্ত লাবণ্য সে ব্রুতে পারে নি। এখন তাঁকে সে দেখল একেবারে নতুন, নিজের কাছে অপ্রত্যাশিত এক রূপে। এখন সে উপলব্ধি করল যে ভাওলেট পোশাক ওঁর পক্ষে অসম্ভব। ওঁর লালিত। ঠিক এইখানে যে সর্বদাই উনি তাঁর সাজসক্জার উধের্ব উঠে যান. বেশভূষা ওঁর কখনোই লক্ষণীয় হওয়া সম্ভব নয়। ফলাও লেস সমেত তাঁর গায়ের এই কালো পোশাকটাও চোখে পড়ছে না; ওটা কেবল একটা কাঠামো, চোখে পড়ছে কেবল ওঁকে — সহজ, স্বাভাবিক, স্টার্ল, সেই সঙ্গে হাসিখ্নিশ. সন্ধার।

উনি দাঁড়িয়ে ছিলেন বরাবরের মতো অসাধারণ সিধে হয়ে, কিটি যথন এই দলটার কাছে আসে তখন তিনি গৃহকতার সঙ্গে কথা কইছিলেন তাঁর দিকে সামান্য মাথা ফিরিয়ে।

'না, না, আমি ঢিল ছ্বড়ছি না' — ওঁর কী একটা কথায় তিনি বলছিলেন. তবে আমি ঠিক ব্রিঝ না' — কাঁধ কু'চকে উনি বলে চললেন, এবং তক্ষ্বনি কিটির দিকে চাইলেন কোমল হাসিমুখে। তার সাজসম্জায় রমণীর ছরিত

দৃষ্টিপাত করে মাথা নাড়লেন অলক্ষ্যে কিন্তু কিটি ব্রুবল যে ওটা তার সাজ ও র্প অন্মোদনের ভঙ্গি। — 'আপনি হলে ঢুকছেন নাচতে নাচতে' — যোগ করলেন তিনি।

কস্বিদ্ধি আশ্লা আর্কাদিয়েভনাকে আগে কখনো দেখেন নি। তাঁর উদ্দেশে মাথা ন্ইয়ে তিনি বললেন, ইনি আমার একজন বিশ্বস্ত সহায়। বলনাচের আসরকে প্রিন্সেস হাসিখ্বিশ আর স্বন্দর করে তুলতে সাহায্য করেন। আশ্লা আর্কাদিয়েভনা, ওয়াল্জের পালা' — আবার মাথা ন্ইয়ে বললেন তিনি।

গ্রকর্তা শুধালেন, 'আপনাদের কি পরিচয় ছিল?'

'কার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই? শাদা রঙের নেকড়ের মতো আমি আর আমার স্থাকৈ চেনে সবাই' — জবাব দিলেন কস্র্নিস্কি, 'ওয়াল্জের পালা. আলা আর্কাদিয়েভনা।'

'পারা গেলে আমি নাচি না' — আন্না বললেন। কস্বনিস্কি জবাব দিলেন, 'কিন্তু আজকে ওটি চলবে না।' এই সময় এগিয়ে এলেন ভ্রন্সিক।

'তা আজকে যখন না নাচলে চলবে না, তখন চলনুন' — দ্রন্িস্কর অভিবাদন খেয়াল না করে আন্না বললেন এবং দুত্ত হাত রাখলেন কস্বিস্কির কাঁধে।

আন্না ইচ্ছে করে দ্রন্দিকর অভিবাদনের প্রত্যুক্তর দিলেন না, এটা লক্ষ্য করে কিটি ভাবলে, 'কেন ওর ওপর উনি অসন্তুন্ড?' দ্রন্দিক কিটির কাছে এসে প্রথম কোয়াড্রিলের কথাটা মনে করিয়ে দিলেন এবং এই কয়দিন একে দেখার আনন্দলাভ ঘটে নি বলে দৃঃখ প্রকাশ করলেন। আন্নার ওয়াল্জ নাচ কিটি দেখছিল মৃদ্ধ হয়ে আর শ্নে যাচ্ছিল দ্রন্দিকর কথা। দ্রন্দিক তাকে নাচতে ডাকবেন বলে অপেক্ষা করছিল কিটি, কিন্তু উনি ভাকলেন না, অবাক হয়ে কিটি তাকাল তাঁর দিকে। দ্রন্দিক লাল হয়ে উঠি তাড়াতাড়ি করে তাকে আমন্ত্রণ জানালেন কিন্তু তার ক্ষণি কটি জড়িয়ে বল দ্রন্দিক নাচ শ্রুর্ করতেই হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গীত। দ্রন্দিকর বি দিকে বি দিকে বি বাং ভালোবাসায় গ্রপ্র এই যে দ্র্ঘিতে সে দ্রন্দিকর দিকে চেয়ে ছিল এবং দ্রন্দিক যার গ্রেদান দেন নি, সেটা পরে অনেক দিন, কয়েক বছর পরেও বেদনার্তারায় তার হদয় ক্ষতবিক্ষত করেছে।

'Pardon, pardon! ওরাল্জ, ওরাল্জ হোক!' হলের অন্য প্রান্ত থেকে চে'চিয়ে উঠলেন কস্নিম্কি এবং সামনে যে ললনাকে প্রথম পেলেন তাকে নিয়ে নাচ শ্রু করে দিলেন।

nesn

কিটিকে নিয়ে কয়েক পালা ওয়াল্জ নাচলেন দ্রন্স্কি। এর পর কিটি মায়ের কাছে এসে নড্স্টিনের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে না বলতেই দ্রন্দিক এলেন প্রথম কোয়াড্রিলের জন্য। কোয়াড্রিল নাচের সময় উল্লেখযোগ্য कारना कथा रन ना, एड'फ़ा एड'फ़ा जानाभ ठनन कथरना कम् निम्क দম্পতিকে নিয়ে, যাদেরকে তিনি ভারি মজা করে বলেছিলেন চল্লিশ বছুরে মিন্টি নিশু, কখনো ভবিষ্যাৎ সাধারণ রঙ্গালয় নিয়ে: শুধু একবার আলাপটা কিটিকৈ খুব বিচলিত করেছিল যখন লেভিনের কথা জিগ্যেস করেন দ্রন্স্কি, এইখানে সে আছে কিনা এবং যোগ দেন যে লোকটিকে তাঁর খুব ভালো লেগেছে। কিন্তু কোয়াড্রিল নাচ থেকে কিটির বেশি কিছ্ব প্রত্যাশা ছিল না। দ্রব্দ্রব্ ব্বে সে অপেক্ষা করছিল মাজ্বরকা নাচের। তার মনে হয়েছিল মাজুরকাতেই সব সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। কোয়াড্রিল नार्कत नमश र्छीन रय माञ्चनकात जना आमन्त्रण जानारनन ना, তাতে কোনো দু, শ্বিত্তা হয় নি তার। আগেকার বলনাচগু, লোর মতো সে যে ওঁর সঙ্গেই মাজ্বরকা নাচবে তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না কিটির, নাচছে বলে পাঁচজনের মাজ্বরকা আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করল সে। শেষ কোয়াড্রিল পর্যন্ত কিটির কাছে গোটা আসরটা ছিল আনন্দঘন বর্ণ, ধর্রান আর গতির এক ঐন্দ্রজালিক ম্বপ্ন। যখন বড়ো বেশি সে ক্লান্ত বোধ করে বিশ্রাম চায়, তখনই কেবল সে নাচে নি। কিন্তু নীরস যে তর্বাটিকে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব ছিল না, তার সঙ্গে শেষ কোয়াড্রিল নাচের সময় সে পড়ে গেল দ্রন্ স্কি আর আলার মুখোমুখি। একেবারে সেই আসার পর থেকে সে আন্নার কাছাকাছি আর থাকে নি, এখন হঠাৎ তাঁকে দেখল ফের একটা নতুন, অপ্রত্যাশিত রূপে। সাফলান্দনিত উত্তেজনার যে চেহারাটা তার নিজের কাছেই অতি পরিচিত সেটা সে দেখল আহ্নার মধ্যে। যে উল্লাস তিনি সঞ্চার করেছেন **ত**া মদিরার আমা মাতাল। এই অনুভূতিটা কিটির জানা, চেনে সে তার

লক্ষণগুর্নিকে, তা সে দেখতে পেল আহার মধ্যে, দেখল চোখে ঝলকে ওঠা কাঁপা কাঁপা ছটা, স্থ আর উত্তেজনার হাসিতে আপনা থেকে বেংকে বাওয়া ঠোঁট, গতির স্থেকট সোষ্ঠিব, যাথার্থ্য আর লঘ্তা।

भत्न भत्न रम छावल, 'रक रम? मवाहे, नाकि এकछन?' रथ रवहाती ছোকরার সঙ্গে সে নার্চাছল কথোপকথনের খেই হারিয়ে ফেলে সে আর তা খুজে পাছিল না। কসুনিদ্কি স্বাইকে কখনো grand rond*, কখনো-বা chaine** নাচাচ্ছিল, বাহ্যত তাঁর ফুর্তিবাজ উচ্চকণ্ঠ আদেশ মেনে চলছিল কিটি। কথাবার্তায় ছোকরাকে কোনো সাহায্য না করে কিটি চেয়ে চেয়ে দেখছিল, ক্রমেই হিম হয়ে আস্ছিল তার বৃক। 'না, জনতার উচ্ছবাসে আন্না মাতাল হন নি, এ শুধু একজনের প্রশংসা। এই কি সেই একজন? দ্রন্দিকই কি?' প্রতি বার আন্নার সঙ্গে তিনি যখন কথা কইছিলেন, আন্নার চোখে ঝলক দিচ্ছিল আনন্দের ছটা, সুখের হাসিতে বে'কে যাচ্ছিল তাঁর রক্তিম ঠোঁট। আনন্দের এই লক্ষণগ[ু]লো যেন জোর করে চেপে রাখার চেণ্টা করছিলেন তিনি, কিন্তু আপনা থেকেই তা ফুটে উঠছিল তাঁর মুখে। াকস্ত প্রনৃষ্ঠিক?' প্রনৃষ্ঠিকর দিকে তাকিয়ে ভয় পেল কিটি। আমার মুখের ম কুরে যা পরিষ্কার ধরতে পেরেছিল কিটি, তা সে দেখল দ্রন্স্কির মধ্যেও। কোথায় গেল তাঁর বরাবরকার ধীর স্থির ভঙ্গি, নিশ্চিন্ত প্রশান্ত মুখভাব? না, এখন উনি আন্নার সঙ্গে কথা বলার সময় প্রতিবার সামান্য মাথা নোয়াচ্ছেন, যেন লুটিয়ে পড়তে চান আন্নার সামনে, তাঁর দুটিটতে শ্ধ্ই বশাতা আর শংকার ছাপ। 'আমি অপমান করতে চাই না' — প্রতিবার তাঁর দুষ্টি যেন বলছিল। 'নিজেকে আমি বাঁচাতে চাই, কিন্তু জানি না কেমন করে।' মুথে তাঁর এমন একটা ভাব যা আগে সে কখনো দেখে নি। দুজনের সাধারণ পরিচিতদের নিয়ে কথা কইছিলেন তাঁরা, একান্ড

র্থনিক পাবারণ নারাচতদের নিয়ে ক্যা ক্র্রিটার স্বান ক্রিটার ক্রালাপ, কিন্তু কিটির মনে হল তাঁদের প্রতিটি কথাতেই তাঁদের ও কিটির ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে। এবং এইটে আশ্চর্য যে সত্যিই ারা বলাবলি কর্রছিলেন ইভানেইভানেটিছেচের ফরাসি ব্রুকনি কী হাস্যকর এবং এলেংস্কায়ার জন্য আরো ভালো বর জোটানো যেত, অথচ এই সবক্থাই তাংপর্যমন্ত্র উঠছে তাঁদের কাছে আর কিটির মতো তাঁরাও

ব্হং বৃত্ত (ফরাসি)। শেকল (ফরাসি)। সেটা টের পাচ্ছেন। এখন বলনাচের গোটা আসর, সমন্ত উণ্টু সমাজ, সবই কুরাশায় আছ্রের হয়ে গেল কিটির অন্তরে, শুধ্ শীলতার যে কঠোর বিদ্যালয়ের মধ্যে দিয়ে সে গেছে, সেটাই ধরে রাখছিল তাকে, বাধ্য করছিল তার কছে যা প্রত্যাশা সেটা করতে, যথা, নাচা, প্রশ্নের জবাব দেওয়া, এমর্নাক হাসাও। কিন্তু ঠিক মাজ্রকা শ্রুর আগে যখন চেয়ারগ্রলা ঠিক করে রাখা হল, কিছ্র কিছ্র জর্টি সরে গেল ছোটোটা থেকে বড়ো হলঘরে, হতাশা আর আতংকের মৃহ্তে এল কিটির সামনে। পাঁচজনের আমশ্রণ প্রত্যাখ্যান করেছে কিটি এবং এখন সে আর মাজ্রকা নাচছে না। ওকে নাচতে ডাকা হবে এমন আশাও ছিল না আর, কেননা উণ্টু সমাজে তার সাফল্য খ্রই বেশি, এখনো পর্যন্ত সে আমশ্রণ পায় নি, এমন কথা ভারতেই পারে নি কেউ। সে অস্কুর, মাকে এই কথা বলে বাড়ি চলে যাওয়াই উচিত ছিল তার, কিন্তু সেটুকু ক্ষমতাও তার ছিল না। একেবারে বিধন্ত বলে ভার মনে হচ্ছিল নিজেকে।

জোটো জুরিং-র্মটার নিভ্তে গিয়ে সে বসে পড়ল একটা আরাম-কেদারায়। তার তন্বী দেহ ঘিরে মেঘের মতো ভেসে উঠল পোণাকের হাওয়াই স্কার্ট; বালিকার মতো শীর্ণ, কমনীয়, অনাব্ত, শক্তিহীন একটা বাহ্ম ডুবে গেল গোলাপী পোশাকের ভাঁজের মধ্যে; অন্য হাতটায় পাখা নিয়ে ছোটো ছোটো ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে হাওয়া করতে লাগল তার আতপ্ত মুখ্য-ডলে। কিন্তু সবে ঘাসের ওপর গিয়ে বসেছে, এক্ষ্মিন রামধন্ ডানা মেলে ফরফর করে উঠবে এমন এক প্রজাপতির মতো দেখালেও ভয়ংকর এক হতাশায় ভেঙে থাচ্ছিল তার ব্রক।

'আর হয়তো ভূল হয়েছে আমার, অমন কিছু ঘটে নি?' যা দেখেছে সেটা ফের মনে মনে স্মরণ করতে চাইল সে।

'কিটি, এ আবার কী?' গালিচার ওপর দিয়ে নিঃশব্দে তার কাছে। এসে বললেন কাউপ্টেস নড্ন্টিন, 'এ আমি ব্রুবতে পারছি না।'

কিটির নিচের ঠোঁট কে'পে উঠল, তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল সে।

'किंढि, माङ्कका नाष्ट्र ना जूमि?'

'না' -- অগ্রহতে কম্পমান কণ্ঠে কিটি বললে।

'আমার সামনেই ওকে সে মাজ্বরকা নাচে ডাকলে' — নড্স্টিন বললেন, কে 'ও' আর কে 'সে' — এটা কিটি ব্রুবে বলে তাঁর জানাই ছিল। 'ও বললে: কেন্, প্রিন্সেস শ্যেরবাংস্কায়ার সঙ্গে নাচবেন না আপনি?' কিটি বললে, 'আহ্ ওতে আমার কিছু এসে যায় না।'

কিটি নিজে ছাড়া আর কেউ ব্রুছিল না তার অবস্থা, কেউ জানত না যে এই সেদিন সে একজনকে প্রত্যাখ্যান করেছে যাকে হয়ত সে ভালোই বাসত এবং প্রত্যাখ্যান করেছে, কারণ বিশ্বাস করেছিল অন্য একজনকে।

ক্যু-নিম্ককে পাকড়াও করে তাঁর সঙ্গে মাজ্বকা নেচে কাউপ্টেস নড্ম্টিন তাঁকে বললেন তিনি যেন কিটিকে নাচে ডাকেন।

কিটি নাচল প্রথম জন্টিতে। সোভাগ্যবশত কথা বলার প্রয়োজন তার ছিল না, কেননা কস্নিক্ত অনবরত ছোটাছন্টি করে তাঁর কর্ড্ছ ঠিক রাথছিলেন। দ্রন্দ্কি আর আলা বসেছিলেন একেবারে প্রায় তার সামনেই। তাঁদের সে দেখেছিল তার দ্রের দ্ণিতৈ, দেখেছিল কাছ থেকেও বখন জন্টিতে জন্টিতে তাঁরা মন্থামন্থ হন, আর থত বেশি দেখল ততই সে নিঃসন্দেহ হয়ে উঠল যে তার দন্তাগ্য ঘটে গেছে, সে দেখল যে জনাকীর্ণ এই হলে নিজেদের একলা করে নিয়েছেন তাঁরা। দ্রন্দ্কির যে মন্থভাবে সর্বদাই থাকত অমন একটা দ্টতা আর স্বাধীনতার ছাপ, সেখানে কিটিকৈ বিমৃট্ করে দেখা দিয়েছে কেমন একটা অসহায়তা আর বশাতা, দোষ করলে ব্লিমান কুকুবের মন্থে যা ফুটে ওঠে।

আয়া হাসছিলেন, সে হাসি সঞ্চারিত হচ্ছিল তাঁর মধ্যেও। কিছু একটা ভাবনা পেয়ে বসছিল আয়াকে, দ্রন্দিওও হয়ে উঠছিলেন গ্রুগছার। কী একটা অপ্রাকৃত শক্তি কিটির চোখ টেনে ধরছিল আয়ার ম্থের দিকে। নিজের সাধারণ কালো পোশাকে আয়া অপর্প, অপর্প তাঁর রেসলেট-শোভিত প্রুগু হাত, অপর্প তাঁর ম্রেলর মালা পরা দৃঢ় গ্রীবা, অপর্প তাঁর কবরী এলোমেলো করা কৃণ্ডিত কেশদাম, অপর্প তাঁর ছোটো ছোটো পা আর হাতে ললিত লঘ্ গতি, সঞ্জীবতায় স্ক্রের তাঁর ম্থখানা অপর্প; কিন্তু এই অপর্পতার মধ্যে ভয়াবহ, নিন্তুর কিছু একটাও যেন ছিল।

আগের চেয়েও কিটি মৃদ্ধ হল তাঁর রুপে, আর ক্রমে কণ্ট পেতে লাগল বেশি করে। নিজেকে দলিত মনে হল তার, সেটা ফুটে উঠল তার মুখভাবে। মাজ্বরকা নাচে মুখোমুখি হয়ে দ্রন্স্কি যখন তাকে দেখতে পান, চট করে চিনে উঠতে পারেন নি — এতই বদলে গিয়েছিল কিটি!

'চমংকার নাচের আসর' — দ্রন্দিক বললেন কিছু, একটা বলতে হয়। বলে। किं विनत्न, 'शी।'

মাজ্বকার মাঝামাঝি কর্ম্নিষ্ক উন্তাবিত একটা জটিল নৃত্যভাঙ্গমা অন্সরণ করে আলা চলে এলেন ব্স্তের মাঝখানে, দ্বাজন নৃত্য-সহচরকে নিম্নে একজন মহিলা আর কিটিকে ডাকলেন নিজের কাছে। যেতে যেতে কিটি ভীত চোখে চাইল তাঁর দিকে। আলা চোখ কুচকে তার দিকে তাকিয়ে আর হেসে চাপ দিলেন তার হাতে। কিন্তু কিটি মুখে শ্ব্ধ একটা হতাশা আর বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে সে হাসির প্রত্যন্তর দিল দেখে আলা তার কাছ থেকে সরে অন্য মহিলার সঙ্গে খ্লির আলাপ জ্বড়লেন।

কিটি মনে মনে ভাবলে, 'হাাঁ, বিজাতীয়, দানবিক আর স্মেধ্র কী একটা আছে ওঁর মধ্যে।'

নৈশাহারের জন্য থেকে যাবার ইচ্ছে ছিল না আন্নার, কিন্তু গৃহকর্তা পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

'হয়েছে, হয়েছে আল্লা আর্কাদিয়েভনা' -- আল্লার অনাবৃত একখানা হাত বগল দাবা করে কস্ন্নিস্কি বললেন, 'কতিলিওন নিয়ে চমংকার একটা আইডিয়া আছে আমার! Un bijou!*'

আন্নাকে টেনে আনার চেষ্টা করে খানিকটা এগ্রলেন তিনি। অনুমোদনেব হাসি হাসলেন গৃহকর্তা।

'না, আমি থাকব না' — হেসে আন্না জবাব দিলেন; কিন্তু সে হাসি সত্ত্বেও যেরকম দ্ঢ়কণ্ঠে তাঁর জবাবটা হয়েছিল, তাতে গৃহকর্তা আর কস্ক্রিম্কি দ্বজনেই ব্যুলেন যে আন্না থাকবেন না।

'না, পিটার্স'ব্বর্গে সারা শীতকালে যত না নেচেছি, মস্কোয় আপনাদের এই একটা আসরেই নাচলাম তার চেয়ে বেশি' — কাছেই দশ্ডায়মান জন্সিকর দিকে চেয়ে আমা বললেন, 'রওনা দেবার আগে খানিকটা বিশ্রাম দরকার।'

দ্রন্স্কি জিগ্যেস করলেন, 'সতিয় করে কালই চলে যাচ্ছেন নাকি?'

'হাাঁ, তাই ভেবেছি' — আন্নাজবাব দিলেন, যেন প্রশেনর এই সাহসিকতায বিস্মিত হয়েই; কিন্তু এ কথা বলার সময় চোখের দপদপে অদম্য ঝলক আর হাসি ভ্রন্স্কিকে প্রভিয়ে দিয়ে গেল।

तिभाशास्त्रत कना तरेलान ना आज्ञा आर्कामिस्त्रकना, हता शिलान।

* অপ্রে'। (ফরাসি)।

'হ্যা, আমার মধ্যে বিছছিরি, অরুচিকর কিছু একটা আছে' — শ্যেরবাংস্কিদের ওখান থেকে বেরিরে আসার সময় মনে মনে ভাবছিলেন লেভিন, ভাইয়ের কাছে তিনি রওনা দিলেন পারে হে'টেই, 'আমার সঙ্গে অন্য লোকের বনে না। বলে, আমি নাকি অহংকারী। না, আমার অহংকারটুকুও নেই। অহংকার থাকলে নিজেকে অমন অবস্থায় ফেলতাম না আমি।' দ্রন্স্কির কথা মনে হল তাঁর — সুখী, সহদয়, বুদ্ধিমান, প্রশান্ত, সে সন্ধ্যায় তিনি যে ভয়াবহ অবস্থায় পড়েছিলেন, দ্রন্দিক নিশ্চয় কখনো তাতে পড়েন নি। 'হাাঁ, কিটির ওঁকেই পছন্দ হওয়ার কথা। সেইটেই উচিত, কারো ওপর, কিছুর বিরুদ্ধে আমার নালিশ নেই। আমার নিজেরই দোষ। আমাব জীবনের সঙ্গে সে তার জীবন মেলাতে চাইবে, এ কথা ভাবার কী অধিকার ছিল আমার? কে আমি? কীই-বা আমি? নগণ্য একটা লোক. আমায় কারো প্রয়োজন নেই।' নিকোলাই ভাইয়ের কথা মনে পড়ল তাঁর এবং সানন্দে সেই চিন্তায় ডুবে গেলেন। 'দুনিয়ার স্ববিষ্কুই খারাপ আর জঘন্য ওর এই কথা কি সত্যি নয়? নিকোলাই ভাই সম্পর্কে বড়ো একটা ন্যার্যবিচার আমরা করছি না এবং করি নি। অবশ্য প্রকোফি. যে ওকে দেখেছিল ছে'ড়া কোটে, মাতাল অবস্থায়, তার চোখে ও একটা ঘূণাহ লোক। কিন্তু আমি তো তাকে অন্যরকম জানি। আমি ওর প্রাণটা চিনি, জানি যে আমি ওরই মতো। আর আমি ওর খোঁজে যাওয়ার বদলে গেলাম ডিনার খেতে. তারপর এলাম এখানে।' লেভিন একটা লাইট পোন্টের কাছে গিয়ে ভাইয়ের ঠিকানাটা পড়লেন, সেটা ছিল তাঁর মানি-ব্যাগের মধ্যে। ারপর একটা গাড়ি ডেকে নিকোলাই ভাইয়ের জীবনের যেসব ঘটনা তাঁর জানা ছিল তা সমরণ করতে লাগলেন ভাইয়ের কাছে যাবার লম্বা রাস্তাটায়। মনে পড়ল, বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তার পরের বছরটা বন্ধবান্ধবন্দের উপহাস অগ্রাহ্য করে সে দিন কাটিয়েছে সম্যাসীর মতো, কঠোরভাবে মেনে চলেছে ^{দর্মেব} সমস্ত ক্রিয়াকর্ম, উপাসনা, উপবাস, পরিহার করেছে সমস্ত ভোগস,খ, িশেষ করে রমদীদের: তারপর হঠাৎ তার ধৈর্য টুটল, গিয়ে পড়ল অতি তিব সব লোকেদের সাহচর্যে, শুরু করল অতি বল্গাহীন বেলেল্লাপনা। সেই ছেলেটির কথা স্মরণ হল তাঁর, লালনপালন করবে বলে যাকে সে এনেছিল গ্রাম থেকে আর রাগের মাথায় এমন তাকে পিটিয়েছিল বে

অঙ্গহানির দায়ে ব্যাপারটা গড়ায় আদালতে। তারপর মনে পড়ল ঠগা খেলোয়াড়টার ঘটনা, যার কাছে সে তাসে হারে, একটা হ্নিন্ডও লিখে দেয়, তারপর নিজেই তার বিরুদ্ধে এই বলে নালিশ করে যে লোকটা তাকে ঠকিয়েছে। (সেগেই ইভানিচ যা শোধ দেন, এটা সেই টাকা।) মনে পড়ল, হৈ-হাঙ্গামার জন্য তার এক রাত্রি হাজত বাসের কথা। ভাই সেগেই ইভানিচ নাকি তার মায়ের সম্পত্তির অংশ দেন নি, এই বলে তার বিরুদ্ধে লজ্জাকর মোকন্দমার কথাটাও মনে এল। আর শেষ ঘটনাটা হল সে বখন পশ্চিম প্রদেশে চাকরিতে যায়, সেখানে গ্রাম্য মাতব্বরকে মারপিট করার জন্য সোপর্দ হয় আদালতে। এ সবই ভয়ানক জঘনা, কিন্তু নিকোলাই লেভিনকে যারা জানত না, জানত না তার ইতিহাস, তার অন্তঃকরণ, তাদের কাছে যতটা জঘন্য লাগার কথা, লেভিনের কাছে মোটেই সেরকম মনে হল নং।

লেভিনের মনে পড়ল, নিকোলাই যখন ছিল ধার্মিকতা, উপবাস, সাধ্সম্ন্যাসী, গির্জায় উপাসনার পর্বে, যখন সে সাহায্য, তার উদ্দাম স্বভাবকে বে'ধে রাখার বল্গা খ্রুজছিল ধর্মে, তখন কেউ তাকে সমর্থন তো করেই নি, বরং সবাই, সে নিজেও হাসাহাসি করেছে তাকে নিয়ে। লোকে টিটকারি দিয়েছে তাকে, বলেছে 'নোয়া', সম্ন্যাসী, আর যখন তার বাধনছি 'ড়ল, কেউ তাকে সাহায্য করে নি, মৃখ ফিরিয়ে নিয়েছে আতঙ্কে, ঘেয়ায়।

লোভন অন্ভব করছিলেন যে জাবনের সবকিছ্ব কদর্যতা সত্ত্বেও নিকোলাই ভাই মনেপ্রাণে, তার অন্তরের গভারে তাদের চেয়ে বেশি অসং নয় যারা তাকে ঘ্লা করে। ও যে একটা উন্দাম চরিত্র আর কিসে যেন বিড়ান্বিত মানসিকতা নিয়ে জন্মেছে সেটা তো তার দোষ নয়। তব্ সর্বদাও ভালো হতে চেয়েছে। 'সর্বাকিছ্ব বলব তাকে, সর্বাকিছ্ব বলতে বাধ্য করব ওকে, দেখাব যে আমি ওকে ভালোবাসি, তাই ওকে ব্রাঝ' — রাত এগারোটায় ঠিকানায় লেখা হোটেলটার দিকে যেতে ষেতে লোভন এই স্থিব করলেন মনে।

লেভিনের জিজ্ঞাসার জবাবে খানসামা বললে, 'ওপরে, বারো আর তেরো নম্বর কামরা।'

'ঘরে আছে?'

'থাকার কথা।'

বারো নন্বরের দরজা আধ-খোলা, সেখান থেকে এক ফালি আলোর মধ্যে আসছিল কদর্য আর দর্বল তামাকের ধোঁরা, শোনা বাচ্ছিল লেভিনের কাছে অপরিচিত একটা কণ্ঠদ্বর; কিন্তু তক্ষ্বনি লেভিন টের পেলেন যে ভাই এখানেই; তার কাশি শোনা গোল।

যখন তিনি দরজায় ঢুকলেন, অপরিচিত কণ্ঠস্বর বলছিল:

'কতটা বিচক্ষণতা আর সচেতনতার সঙ্গে ব্যাপারটা চালানো হবে তার ওপরেই সব নির্ভার করছে।'

ঘরে উর্ণিক দিলেন কনস্তান্তিন লেভিন, দেখলেন কথা কইছেন একটি যুবক, একমথা তাঁর চুল, গায়ে সাবেকী ধাঁচের রুশী কোট। একটি মেয়ে বসে আছে সোফায়, মুখে বসন্তের দাগ, উলের পোশাকটায় কফ নেই. কলারও সাদামাঠা। ভাইকে দেখা যাচ্ছিল না। কনস্তান্তিনের বুক টনটন করে উঠল এই ভেবে যে ভাই তার দিন কাটাচ্ছে কীসব অনাত্মীয় লোকেদের মধ্যে। কেউ কনস্তান্তিনের আসার শব্দ শুনতে পায় নি, তিনিও তাঁর ওভাব-স্যুখ্লতে খুলতে শুনতে লাগলেন রুশী কোট পরা ভদ্রলোকটি কী বলছেন। কথা হচ্ছিল কী একটা উদ্যোগ নিয়ে।

'চুলোয় যাক এই সব স্বিধাভোগী শ্রেণী' — কাশির মধ্যে শোনা গেল ভাইয়েব গলা, 'মাশা, রাতের খাবার কিছ্ম জোগাড় করো তো আমাদের দন্যে। আর মদ দাও যদি থেকে থাকে, নইলে লোক পাঠাও।'

মেরেটি উঠে পার্টি শনের ওপাশে যেতেই দেখতে পেল কনস্তান্তিনকে। বললে, 'কে একজন ভদ্রলোক, নিকোলাই দ্মিরিচ।'

'কাকে চাই ?' শোনা গেল নিকোলাই লেভিনের রাগত কণ্ঠ। আলোয় এসে কনস্তান্তিন লেভিন বললেন, 'আমি এসেছি।'

'আমি-টা কে?' আরো রাগত শোনাল নিকোলাইয়ের গলা। শব্দ শ্নেন োঝা গেল কিছ্ম একটাতে ধাক্কা থেয়ে ঝট করে উঠে দাঁড়িয়েছে সে, দবজায় লেভিন দেখলেন অতি পরিচিত_তব্ম বন্যতায় আর র্মতায় স্তম্ভিত কবাব মতো তাঁর ভাইয়ের বিশাল, শীর্ণ, কুজো হয়ে আসা ম্র্তি, বড়ো বড়ো চোখে ভারিত।

তিন বছর আগে কনস্তান্তিন লেভিন যখন তাকে শেষ বার দেখেন, তার চিয়েও এখন সে রোগা। গায়ে একটা খাটো জ্যাকেট। হাত আর চওড়া হাড়গ,লো মনে হচ্ছিল আরো বিরাট। চুল পাতলা হয়ে এসেছে, সেই একই

সোজা মোচ কুলে পড়েছে ঠোঁটের ওপর, সেই একই চোখ বিচিত্র আর সরল দ্দিউতে চেয়ে আছে আগস্তুকের দিকে।

'আরে কন্তিয়া যে' — ভাইকে চিনতে পেরে হঠাৎ বলে উঠল সে, চোখ তার জ্বলজ্বল করে উঠল আনন্দে। কিন্তু সেই মৃহুতেই সে তাকাল যুবকটির দিকে এবং মাথা আর ঘাড়ের এমন একটা ঝটকা-মারা ভঙ্গি করল যেন টাই এ'টে বসেছে, ভঙ্গিটা কনন্তান্তিনের অতি পরিচিত; একেবারেই অন্য একটা রুক্ষ, আর্ত, নিন্দুর ভাব ফুটে রইল তার রোগাটে মৃশে।

'আপনাকে আর' সেগেইি ইভানিচকে, দ্ব'জনকেই লিখেছিলাম যে আপনাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক রাখতেও চাই না। কী তোমার, কী আপনার দরকার পড়ল?'

কনস্তান্তিন যা কল্পনা করেছিলেন, সে মান্য ভাই একেবারেই নয়। তার কথা ভাবার সময় তাব চরিত্রের সবচেয়ে কণ্টকর আর খারাপ দিক, যার জন্য তার সঙ্গে কথা বলা এত কঠিন হয়ে ওঠে, কনস্তান্তিন তা ভূলে গিয়েছিলেন। এখন তার মুখ, বিশেষ করে এই ঝটকা-মারা মাথা ফেরানো দেখে সে সবই মনে পড়ে গেল তাঁর।

ভরে ভরে বললেন, 'কোনো দরকারে আসি নি। শর্ধ্ তোমার দেখার ইচ্ছে হয়েছিল।'

ভাইয়ের ভয় দেখে স্পন্টতই নরম হয়ে এল নিকোলাই। ঠোঁট কে'পে উঠল তার।

বলল, ওঃ, এমনি এসেছ? ভেতর এসো, বসো। রাতের খাবার খেয়ে যাবে? মাশা, তিন প্লেট খাবার এনো। আচ্ছা থাক, দাঁড়াও। জানো ইনিকে?' রুশ কোট পরা ভদ্রলোককে দেখিয়ে সে শ্বাল ভাইকে, ইনি গ্রাকিংস্কি, কিয়েভে থাকতেই আমার বন্ধ। অতি অসামান্য লোক। বলাই বাহ্বা প্রিলস ওঁর পেছনে লেগেছে, কেননা উনি বদমাইস নন।'

এবং নিজের অভ্যাসমতো ঘরের সব লোকদের দিকে তাকাল সে। দরজার কাছে যে মেরেটি দাঁড়িরে ছিল, সে যাবার উপক্রম করছে দেখে চেচিয়ে উঠল, 'আমি যে বললাম, দাঁড়াও।' তারপর কনস্তান্তিনের যা ভালোই জানা, কথাবার্তা চালাবার সেই অক্ষমতা, সেই আনাড়ীপনায় সবার দিকে আরেক বার তাকিয়ে ভাইকে বলতে লাগল ক্রিংচ্কির কাহিনী: দরিদ্র ছাত্রদেব জন্য সাহাষ্য সমিতি আর রবিবারের স্কল চালাবার জন্য কেমন করে তিনি

বিতাড়িত হন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, তারপর তিনি হন গ্রাম্য স্কুলের একজন মাস্টার, অবশেষে কী কারণে যেন সোপর্দ হন আদালতে।

'আপনি কিয়েভ ইউনিভার্সিটির ছাত্র?' একটা অস্বস্থিকর নীরবতা দেখা দেওয়ায় সেটা দ্র করার জন্য ক্রিংস্কিকে জিগ্যেস করলেন কনন্তান্তিন লোভন।

'হাাঁ, ছিলাম কিরেভে' — ভুর্ কুণ্চকে দ্রুদ্ধ স্বরে বললেন দ্রিংস্কি। ভাইকে বাধা দিয়ে মেরেটিকৈ দেখিয়ে নিকোলাই লেভিন বলল, 'আর এই মেরেটি আমাব জীবনসঙ্গিনী, মারিয়া নিকোলায়েভনা। আমি ওকে এনিছি গণিকালয় থেকে' — এ কথা বলার সময় সে ঘাড় ঝাঁকাল, 'কিস্তু ওকে ভালোবাসি, মান্য করি, আর আমার বন্ধুত্ব যারা চায়' — গলা চড়িয়ে ভুরু

ভালোবাসি, মান্য করি, আর আমার বন্ধর ধারা চায়' — গলা চড়িয়ে ভূর্ কু'চকে সে যোগ করল, 'তাদের সবার কাছে অন্রোধ কবি ওকে ভালোবাসতে, মান্য করতে। যাই হোক না কেন, ও আমার স্থাী, যে যাই বল্ক। তাহলে এবাব জানলে তো কাদের নিয়ে ব্যাপার। আর যদি তোমার মনে হয় যে হেয় হয়ে যাছ, তাহলে পথ দ্যাখো, দরজা খোলা।'

ফেব চোখ তার সপ্রশন দৃণিট বৃ্বলিয়ে নিল সবার মৃত্থ। 'কেন হেয় হয়ে যাব, বৃ্বতে পারছি না।'

তাহলে মাশা, তিন জনের খাবার আনতে বলো, ভোদ্কা আর স্বরা... না, না, দাঁড়াও... আছো দরকার নেই... যাও।'

n ze n

'দেখছ তো তাই' — কপাল কু'চকে, মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে জোব কবে বলে চলল নিকোলাই লেভিন। বোঝা যাচ্ছিল কী বলবে বা করবে তা ঠিক ভেবে পাচ্ছিল না সে। 'ঐ যে দেখছ তো' — ঘরের কোণে বে'ধে রাখা বীসব লোহার রড দেখাল সে, 'দেখছ? আমরা নতুন যে কাজে হাত দিচ্ছি এটা তার শ্ব্, এটা হল উৎপাদনী কর্মশালা…'

কনস্তান্তিন বড়ো একটা শ্নেছিলেনই না। ভাইয়েব পীড়িত ক্ষয়রোগগ্রস্ত মিশ্ব দিকে তাকিয়ে কণ্ট হচ্ছিল তাঁব, উৎপাদনী কর্মশালা নিষে ভাই যা বলছে সেটা শ্নে ষেতে পারছিলেন না তিনি। বোঝা যাচ্ছিল ঐ কর্মশালা ইল শ্বে তার আত্ময়ানি থেকে বাঁচার শেষ ভরসা। নিকোলাই লেভিন বলে চলল:

'কী জানো, পর্ন্তি দলন করছে মেহনতীদের — আমাদের মেহনতীরা, চাষীরা খাটুনির সব কন্ট সইছে, আর এমন অবস্থার আছে বে ষতই খাটুক, জান্তব দশা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। তাদের রোজগারের যেটুকু লাভ থেকে তারা নিজেদের অবস্থা উন্নত করতে, থানিকটা অবকাশ আর তার ফলে শিক্ষা পেতে পারত, বাড়িত এই সমস্ত রোজগারটা তাদের কাছ থেকেছিনিয়ে নিচ্ছে পর্ন্তিজপতিরা। আর সমাজটা এমন ভাবে গড়ে উঠেছে যে যতই তারা খাটবে ততই লাভ হবে বেনিয়াদের, জমিদারদের আর ওরা সর্বদাই থাকবে ভারবাহী পশ্ব। এই ব্যবস্থাটা বদলে দেওয়া দরকার' — এই বলে শেষ করে সে জিজ্ঞাস, দ্ভিটতে চাইল ভাইয়ের দিকে।

'সে তো বটেই' — ভাইয়ের হাড় বেরিয়ে আসা গালের ওপর রক্তিমাভা ফুটতে দেখে কনস্তান্তিন বললেন।

'তাই আমরা একটা কামারশালা খুলছি, সেখানে তৈরি সমস্ত মাল, আব লাভ, আর প্রধান কথা উৎপাদনের যা হাতিয়ার তার মালিক হবে সকলেই।' কনস্তান্তিন লেভিন শুধালেন, 'কামারশালাটা হবে কোথায়?'

'কাজান গ্রেনিরার ভজ্দ্রেমা গ্রামে।'

'কিন্তু গ্রামে কেন? আমার মনে হয় গ্রামে এমনিতেই কাজ প্রচুর। কামারশালা, তা গ্রামে কেন?'

'কারণ চাষীরা এখন আগের মতোই গোলাম, আর এই গোলামি থেকে তাদের উদ্ধার করতে চাওয়া হচ্ছে, এটা তোমার আর সেগেই ইভানিচেব কাছে প্রীতিকর নয়' — আপত্তিতে বিরক্ত হয়ে বলল নিকোলাই লেভিন। এই সময় নিরানন্দ নোংরা ঘরখানার দিকে চেয়ে কনস্তান্তিন লেভিন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তাতে যেন আরো চটে উঠল নিকোলাই।

'তোমার আর সের্গেই ইভানিচের অভিজাত দ্বিভঙিক আমার জানা। জানি যে তার সমস্ত মেধাশক্তি সে কাজে লাগায় বর্তমান অভিশাপটারে ন্যায্য প্রতিপন্ন করার জন্যে।'

'আরে না, সেগেই ইভানিচের কথা তুলছ কেন?' হেসে লেভিন বললেন। 'সেগেই ইভানিচ? তাহলে শোনো! সেগেই ইভানোভিচের উল্লেখে হঠাৎ চে'চিয়ে উঠল নিকোলাই লেভিন, 'শোনো কেন... যাকগে, বলাব কী আছে? শা্ধ্য একটা কথা... আমার কাছে তুমি এলে কেন? তুমি এটা ঘেন্না করে। তা বেশ, বেরিয়ে ভালোয় ভালোয় যাও!' টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চে'চাল সে, 'বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও!' 'একটুও ঘেন্না করি না আমি' — ভরে ভরে বললেন কনন্তান্তিন লেভিন, 'এমনকি আমি তর্কও করছি না।'

এই সময় ফিরল মারিয়া নিকোলায়েভনা। সক্রোধে নিকোলাই লেভিন চাইলে তার দিকে। দ্রুত তার কাছে এসে ফিসফিসিয়ে কী যেন সে বললে। শাস্ত হয়ে ভারি ভারি নিশ্বাস ফেলে নিকোলাই লেভিন বলল, 'আমি অস্ত্রু, মেজাজ হয়েছে খিটখিটে। তার ওপর তুমি আবার বলছ সেগেই ইভানিচ আর তার প্রবন্ধের কথা। এ একেবারে ছাইভস্ম, মিথ্যে কথা, আত্মপ্রতারণা। ন্যায় যে লোক দেখে নি সে কী লিখতে পারে তার কথা? ওর প্রবন্ধ আপনি পড়েছেন?' সে জিগ্যেস করল ক্রিংস্কিকে, ফের টেবিলের কাছে বসে তার অর্ধেকিটায় ছড়িয়ে থাকা সিগারেটের টুকরোগ্রেলা সরিয়ে জায়গা করতে করতে সে বলল।

'না, পড়ি নি' — ব্যাজার মুখে বললেন ক্রিংস্কি, বোঝা যায় আলোচনায় যোগ দেবার বাসনা তাঁর নেই।

'কেন পড়েন নি?' এবার ক্রিৎস্কির ওপরেই বিরক্ত হয়ে নিকোলাই লেভিন জিগ্যোস করল।

'কারণ ও নিয়ে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।'
'মাপ করবেন, সময় নষ্ট হবে জানলেন কোথেকে? অনেকের কাছে প্রবন্ধটা দ্বর্বোধ্য, মানে তাদের নাগালের বাইরে। কিন্তু আমার ব্যাপারটা ভিন্ন, আমি ওর ভাবনার তল পর্যস্ত দেখতে পাই, জানি কোথায় এর দ্বর্বলতা।'

সবাই চুপ করে রইলেন। ধীরে ধীরে উঠে টুপি নিলেন ক্রিংস্কি। 'থেয়ে যাবেন না? তাহলে আস্না। কাল কামারকে নিয়ে আসবেন কিন্তু।' ক্রিংস্কি বেরিয়ে যেতেই নিকোলাই লেভিন হেসে চোখ মটকাল। বলল, 'ওর অবস্থাও কাহিল, আমি তো দেখতে পাচ্ছি…'

কিন্তু এই সময় দরজার ওপাশ থেকে ক্রিংন্স্কি ডাকলেন তাকে।

'আবার কী দরকার পড়ল?' এই বলে নিকোলাই করিডরে গেল তাঁর শছে। একা রইলেন মারিয়া নিকোলায়েভনা আর লেভিন। কনস্তান্তিন তাকে 'গালেন:

'আমার ভাইয়ের সঙ্গে আপনি আছেন কত দিন?'

মারিয়া বলল, 'এই দ্বিতীয় বছর। স্বাস্থ্য ওঁর ভারি ভেঙে পড়েছে। মদ বান প্রচুর।'

'মানে, কী খার?'

'ভোদ্কা। আর সেটা ওঁর পক্ষে ক্ষতিকর।'

'সত্যিই অনেক খায় কি?' ফিসফিসিয়ে শ্বধালেন লেভিন।

'হাাঁ' — ভরে ভরে দরজার দিকে চেরে বললে সে, সেখানে দেখা গিয়েছিল নিকোলাই লেভিনকে।

'কী নিয়ে কথা হচ্ছিল তোমাদের?' ভূর্ কু'চকে একজনের পর আরেক জনের ওপর ভীত দ্ঘিউপাত করে শা্ধাল, 'এাাঁ, কী নিয়ে?'

'বিশেষ কিছুই নম্ন' — বিব্ৰত হয়ে জবাব দিলেন কনন্তান্তিন।

'বলতে যদি না চাও, সে তোমাদের ইচ্ছে। তবে ওর সঙ্গে আলাপের কিছ্ব নেই। ও একটা ছ্বর্করি মাগী, আর তুমি বাব্বলোক' — বলল সে ঘাড় ঝাঁকিয়ে।

তারপর গলা চড়িয়ে ফের সে বলে উঠল, আমি বে দেখতে পাচ্ছি তুমি সব ব্ঝেছ, থতিয়ে দেখেছ, আমার গোল্লায় যাওয়ায় কর্ণা হচ্ছে তোমার।'

'নিকোলাই দ্মিরিচ, নিকোলাই দ্মিরিচ!' ফের তার কাছে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বললে মারিয়া নিকোলায়েভনা।

'বেশ, ঠিক আছে, ঠিক আছে!.. কিন্তু খাবার কোথায়! আহ্ এই যে'—
ট্রে হাতে ওয়েটারকে আসতে দেখে সে বলল, 'এখানে, এইখানে রাখো'—
রেগে এই কথা বলে সে তক্ষ্মনি ভোদ্কা নিয়ে পানপাত্রে ঢালল এবং খেল
ত্বিতের মতো। সঙ্গে সঙ্গে শরীফ মেজাজে ভাইকে শ্বাল, 'খাবে? যাকগে,
সেগেই ইভানিচের কথা থাক। তোমায় দেখে আমি খ্লিশ হয়েছি। যতই
বলো না কেন, আমরা তো আর পর নই। নাও, খাও-না। তা কী করছ
বলো?' পরিত্তির সঙ্গে এক টুকরো র্টি চিবতে চিবতে আরেক পাত্র মদ
ঢেলে বলল, 'আছো কৈমন?'

কী লোল পতার ভাই খাবার আর মদ গিলছে, সভরে তা দেখে এবং তার মনোযোগ চাপা দেবার চেণ্টা করে কনস্তান্তিন জবাব দিলেন, 'গাঁরে থাকি একা যেমন আগে থাকতাম, চাষবাস দেখি।'

'বিয়ে করো নি কেন?'

'ঘটে উঠল না' — লাল হয়ে বললেন কনস্তান্তিন। 'কেন? আমার অবিশ্যি অন্য কথা। নিজের জীবন আমি নন্ট করেছি। আমি বলেছিলাম এবং বলছি, যখন আমার দরকার ছিল তখন আমার অংশটা পেলে আমার জীবন হত অন্যরকম।'

তাড়াতাড়ি কথাবার্তাটা অন্য খাতে ঘোরাতে চাইলেন কনস্তান্তিন দ্মিতিচ। বললেন, 'আর জানো, তোমার ভানিউশ্কা আমার ওখানে পক্রোভস্কয়ে-তে একজন কেরানি।' নিকোলাই ঘাড় ঝাকিয়ে ভাবনায় ডুবে গেল।

'হাাঁ বটে, বলো তো কী হচ্ছে পদ্রোভন্করে-তে? বাড়িটা কি আস্তো আছে, আর বার্চগাছগন্লো, আমাদের পাঠশালাটা? আর ঐ মালী ফিলিপ, বে'চে আছে এখনো? কী যে মনে পড়ে কুঞ্জ ঘর আর সোফাটার কথা। দেখো কিন্তু, বাড়ির কিছনুই অদলবদল করবে না। তবে বিয়েটা করে ফেলো তাড়াতাড়ি তারপর ফের যেমন ছিল তেমনি করে রাখো। আমি তখন ধাব তোমার কাছে, অবিশ্যি বোটা যদি ভালো হয়।'

লেভিন বললেন, 'এখনই চলে এসো। কী চমংকার যে হবে!'

'তোমার কাছেই যেতাম যদি জানা থাকত যে সেগেঁই ইভানিচকে দেখতে হবে না।'

'ওর দেখাই পাবে না। আমি থাকি ওর কা**ছ থেকে একেবারে** স্বাধীনভাবে।'

'কিস্তু যতই বলো, ওর আর আমার মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে তোমার' — ভরে ভরে ভাইরের চোখের দিকে তাকিয়ে সে বলল। এই ভীর্তাটা কনস্তান্তিনের মর্ম স্পর্শ করল।

'এ ব্যাপারে যদি আমার পারের স্বীকৃতিটা শানতে চাও, তাহলে বলি শোনো, সের্গেই ইভানিচের সঙ্গে তোমার ঝগড়ায় আমি কোনো পক্ষই নেব না। অন্যায় তোমাদের দাইজনেরই। তোমারটা বাইরের দিক থেকে বেশি, ওরটা ভেতরের দিকে।'

'বটে! এটা তুমি ব্ৰেছ তাহলে, ব্ৰেছে?' আনন্দে চেচিয়ে উঠল নিকোলাই।

'কিন্তু যদি জানতে চাও, তাহলে আমি ব্যক্তিগতভাবে তোমার সঙ্গে বন্ধ্যকেই মূল্য দিই কেননা…'

'কেন, কেন?'

কনস্তান্তিন বলতে পারলেন না যে ম্ল্যু দেন কারণ নিকোলাই দ্র্র্ভাগা, বিশ্বত্ব তার প্রয়োজন। কিন্তু নিকোলাই টের পেল যে ঠিক ঐ কথাটাই কনস্তান্তিন বলতে চাইছিলেন। ভূর্কু কুচকে ফের সে ভোদ্কা ঢালতে গেল।

'আর না নিকোলাই দ্মিগ্রিচ!' পানপাত্রের দিকে মোটা সোটা অনাব্ত হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলল মারিয়া নিকোলায়েভনা।

'ছাড়ো বলছি! পেছনে লেগো না! মেরে ঢিট করব!' চে'চিয়ে উঠল সে। ভীর ভীর সহদয় একটা হাসি ফুটল মারিয়া নিকোলায়েভনার মুখে, ডাতে সাড়া দিল নিকোলাই, মেয়েটা ভোদকা নিল।

নিকোলাই বললেন, 'আরে ভেবো না যে ও কিছু বোঝে না। আমাদের স্বার চেয়ে ও বোঝে ভালো। সতিয় ওর মধ্যে স্ক্রুর, মিণ্টি কী একটা যেন আছে, তাই না?

'আপনি আগে মস্কোয় আসেন নি কখনো?' কনস্তান্তিন বললেন কিছ্ একটা বলতে হয় বলে।

'আরে ওকে আপনি-আপনি করো না। এতে ও ভয় পায়। বেশ্যাবাড়ি থেকে পালাতে চেয়েছিল বলে যখন ওকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়, তখন সালিশ হাকিম ছাড়া কেউ ওকে আপনি বলে নি কখনো। ভগবান, কী এ সব মাথাম্বভূ হচ্ছে দ্বনিয়ায়!' হঠাং সে চে'চিয়ে উঠল, 'যতসব নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান, সালিশ হাকিম, জেমস্তুভো, কী সব অনাস্থি ব্যাপার!'

এবং এই সব নতুন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার সংঘাতের কথা বলতে লাগল সে।

কনস্তান্তিন লোভন শানে যাচ্ছিলেন। কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মানে হয় না, ভাইয়ের এই মতটায় তাঁরও সায় ছিল এবং সে কথা প্রায়ই বলেছেনও, এখন কিন্তু ভাইয়ের মুখ থেকে সে কথা শানতে বিছছিবি লাগল তাঁর। ঠাট্রা করে বললেন, 'পবপারে গিয়ে এ সব বোঝা যাবে।'

'পরপারে? এহ্, পরপার আমার ভালো লাগে না!' ভাইয়ের মন্থের দিকে ভীত বন্য চোখ মেলে সে বলল, 'মনে হতে পারে, অপরের আব নিজের এই সব নীচতা, গণ্ডোগোল থেকে বেরিয়ে যেতে পারা তো ভালোই, কিস্তু ভয় পাই মরণকে, সাংঘাতিক ভয় পাই' — কে'পে উঠল সে, 'হাাঁ, কিছ্ব একটা পান করো। শ্যাম্পেন খাবে? নাকি চলে যাব কোথাও' চলো যাই জিপসীদের কাছে! জানো, জিপসীদের আর রন্শ গান আমি ভারি ভালোবেসে ফেলেছি।'

জিব ওর জড়িয়ে আসছিল, লাফিয়ে লাফিয়ে বাচ্ছিল বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে। মাশার সাহাষ্যে কনস্তান্তিন বোঝালেন যে কোথাও যাবার দরকাব নেই, একেবারে মাতাল অবস্থায় শ্ইয়ে দিলেন তাকে। মাশা কথা দিলে প্রয়োজন পড়লে কনস্তান্তিনকে চিঠি লিখবে এবং ভাইরের কাছে গিয়ে থাকার জন্য বোঝাবে নিকোলাই লেভিনকে।

n es n

সকালে কনস্তান্তিন লেভিন মন্কো ছাড়লেন, বাড়ি পেণছলেন সন্ধ্যায়। পথে রেলের কামরায় তিনি সহযাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন রাজনীতি, নতন রেল পথ ইত্যাদি নিয়ে এবং মন্কোতে যা হয়েছিল, ঠিক তেমনি অর্থ বোধের গোলমাল, নিজের ওপরেই অসন্তোষ, কী নিয়ে যেন একটা লঙ্কা পেরে বসে তাঁকে; কিন্তু যখন নিজের স্টেশনটিতে নামলেন, চিনতে পারলেন কাফতানের কলার তুলে দেওয়া কানা কোচোয়ান ইগ্নাতকে, স্টেশনের জানলা দিয়ে এসে পড়া আবছা আলোয় দেখলেন তাঁর গালিচা পাতা ন্দেজখানা, লেজ-বাঁধা, আংটা আর থ্যপিতে সাজানো তাঁর ঘোড়াগ;লোকে, ন্দোজে মাল চাপাতে চাপাতেই ইগ্নাত যখন জানাচ্ছিল গ্রামের খবর, বলছিল ঠিকাদার এসেছে, বাচ্চা দিয়েছে পাভা, তখন উনি টের পেলেন যে গোলমেলে ভাবটা মিলিয়ে যাচ্ছে, কেটে যাচ্ছে লম্জা আর নিজের ওপর অসস্তোষ। এটা তিনি অনুভব করেছিলেন শুধু ইগ্নাত আর ঘোডাগুলোকে দেখেই। কিন্তু যথন তিনি তাঁর জন্য আনা মেষচর্মের কোট পরে ঢাকাঢুকো দিয়ে স্লেজে বসে রওনা দিলেন, ভাবতে লাগলেন গ্রামে আসম ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের কথা, দেখতে লাগলেন দন জাতের বাড়তি ঘোড়াটাকে, আগে যা ছিল দৌড়ের ঘোড়া, এখন গতর ভেঙে পড়লেও তেজ বজায় রেখেছে, তখন তিনি ব্রুবতে শ্রুর করলেন কী তাঁর হয়েছিল। স্বীয় সন্তা অনুভব করলেন ির্চান, অন্য কিছু, হবার সাধ তাঁর নেই। এখন তিনি চাইলেন শুধু, আগের ্রুয়েও বেশি ভালো হতে। প্রথমত, উনি ঠিক করলেন, বিবাহ থেকে যে অসামান্য সূত্রশান্তি তাঁর পাবার কথা, সেদিন থেকে তার আর কোনো ভরসা িতনি করবেন না. ফলে বর্তমানকে এমন তাচ্ছিল্য করবেন না তিনি। দিতীয়ত, জ্বন্য-হাদয়াবেগে আর কখনোই নিজেকে ভেসে যেতে তিনি দেবেন না, পাণিপ্রার্থনা করার সময় যার স্মৃতি তাঁকে এত যন্ত্রণা দিয়েছে। তারপর ^{नि.का}नारे **ভाইয়ের কথা স্মরণ করে নিজের কাছেই প্রতিজ্ঞা করলেন যে** তাকে কখনো ভোলা চলবে না. তার ওপর নজর রাখবেন, দুন্টিচ্যুত করবেন না তাকে যাতে মুশকিলে পড়লে সাহায্যের জন্য তৈরি থাকতে পারেন। আর সেটা ঘটবে শিগগিরই, এটা টের পাচ্ছিলেন তিনি। তারপর কমিউনিজম নিরে ভাইরের যে কথাবার্তাকে তিনি তখন হালকা করে দেখেছিলেন সেটা এখন তাঁকে ভাবাতে লাগল। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজার ব্যাপারটা তিনি বাজে কথা বলে গণ্য করতেন, কিন্তু লোকেদের দারিদ্রোর সঙ্গে তুলনায় নিজের উদ্বুটা তাঁর কাছে সর্বদাই মনে হত অন্যায়। এখন তিনি মনে মনে ঠিক করলেন যে আগে অনেক খাটলেও এবং বিলাসে দিন না কাটালেও নিজেকে প্রোপ্রির ন্যারপরায়ণ বলে অন্তব করার জন্য এখন খাটবেন আরো বেশি করে এবং বিলাসে গা ভাসাবেন আরো কম। আর এ সব করা তাঁর পক্ষে এত সহজ মনে হল যে সারা রাস্তা তিনি নানা প্রীতিকর কল্পনায় ভূবে গোলেন। একটা নতুন, উত্তম জীবন যাপনের আশায় চাঙ্গা হয়ে তিনি বাড়িতে পেশিছলেন সন্ধ্যা আটটার পর।

বৃদ্ধা আয়া আগাফিয়া মিখাইলোভনা, এখন যিনি তাঁর সংসার দেখাশোনা করেন, তাঁর ঘরের জানলা থেকে আলো এসে পড়ল বাড়ির সামনেকার চাতালের বরফে। এখনো ঘুমান নি তিনি। কুজ্মাকে তিনি জাগিয়ে দিলেন। ঘুম-ঘুম অবস্থার খালি পায়ে সে ছুটে গেল অলিন্দে। কুজ্মাকে প্রায় উলটে ফেলে শিকারী কুকুর লাস্কাও ছুটে গিয়ে ডাক ছাড়তে লাগল, গা ঘষতে লাগল তাঁর হাঁটুতে, চাইছিল উঠে দাঁড়িয়ে তার সামনের দুই খাবা তাঁর বুকে রাখতে, তবে সাহস পাচ্ছিল না।

'বড়ো তাড়াতাড়ি যে বাপ্র' — বললেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা।

'মন কেমন করছিল আগাফিয়া মিখাইলোভনা। পরের বাড়ি বেড়াতে ষাওয়া ভালো, তবে নিজের বাড়ি আরো ভালো' — এই বলে তিনি গেলেন নিজের স্টাডিতে।

মোমবাতি নিয়ে আসায় ধীরে ধীরে আলো হয়ে উঠল ঘরখানা। ফুটে উঠল পরিচিত সব খাটিনাটি: হরিণের শিশু, বইয়ের তাক, চুল্লির একটা পাশ, বায়্ম চলাচলের পাটা যা বহ্কাল মেরামত করা হয় নি, বাপের সোফা, মস্তো টেবিলটা, তাতে পাতা-খোলা বই, ভাঙা ছাইদানি, তাঁর হস্তাক্ষরে লেখা নোটখাতা। এই সব দেখে ম্হ্তের জন্য তাঁর সন্দেহ হল আসবার পথে যে নতুন জীবনের কল্পনা তিনি করিছলেন তা গড়ে তোলা সম্ভব কিনা। তাঁর জীবনের এই সব চিহ্গালো যেন তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলছিল: 'না. আমাদের ছেড়ে তুমি যেতে পারবে না, আর কেউ তুমি হবে না, হয়ে থাকবে

তাই বা ছিলে: সন্দেহ, নিজের ওপর চিরকেলে অসন্তোষ, সংশোধনের ব্যর্থ চেন্টা আর হতাশা, স্বেশ্বর আশা আর নিরম্ভর তার প্রতীক্ষা নিয়ে যা পাও নি, তোমার পক্ষে বা পাওয়া অসম্ভব।'

কিন্তু এ কথা বলছিল জিনিসগনলো, অন্তরের ভেতরটা বলছিল যে বিগতের বশবর্তী থাকার প্রয়োজন নেই, সবকিছ্ব করা তোমার পক্ষে সম্ভব। সে কথায় কান দিয়ে তিনি গেলেন ঘরের কোণটায় যেখানে ছিল তাঁর এক-এক প্র্দ গুজনের দ্বই ডাম্ব-বেল, নিজেকে চাঙ্গা করে তোলার চেষ্টায় সেগনলো তুলে ব্যায়াম করতে লাগলেন। দরজার বাইরে পদশব্দ শোনা গেল। তাড়াতাড়ি ডাম্ব-বেল নামিয়ে রাখলেন তিনি।

গোমস্তা ঘরে ঢুকে বললে যে ভগবানের দয়ায় সবই ভালোয় ভালোয় চলছে, তবে শর্কিয়ে তোলার নতুন ব্যবস্থাটায় বাক-হ্রইট পর্ড়ে গেছে। এ খবরটায় পিত্তি জরলে গেল লেভিনের। শর্কাবার নতুন ব্যবস্থাটা লেভিনের বানানো এবং খানিকটা তাঁরই উদ্ভাবন। গোমস্তা সর্বদাই ছিল তার বিরুদ্ধে, এখন চাপা বিজয়োল্লাসে ঘোষণা করছে যে বাক-হ্রইট পর্ড়ে গেছে। লেভিন একেবারে নিঃসন্দেহ যে বাক-হ্রইট যদি ধরে গিয়ে থাকে, তাহলে শত বার যেসব ব্যবস্থা নেবার কথা তিনি বলেছিলেন তা নেওয়া হয় নি। বিরক্ত লাগল তাঁর, গোমস্তাকে বকুনি দিলেন। তবে একটা জর্বরি, আনন্দের কথা: পাভা বাচ্চা দিয়েছে, এটি মেলা থেকে কেনা তাঁর সেরা, দামী গর্ব বি

'কুজ্মা, আমার ওভার-কোটটা দে। আর তুমি লণ্ঠন আনতে বলো। গিয়ে দেখে আসি' — গোমস্তাকে হৃকুম করলেন।

দামী গর্গ্লোর গোয়াল বাড়ির পেছনেই। লাইলাক গাছগ্লোর কাছে তুষারন্ত্রপ পেরিয়ে আঙিনা দিয়ে তিনি গোয়ালে গেলেন। হিমে জমাট দরজা খ্লতেই গোবরের উষ্ণ ভাপ নাকে এল, লণ্ঠনের অনভান্ত আলোয় অবাক হয়ে টাটকা খড়ের ওপর খচমচ করে উঠল গর্রা। ঝলক দিল ওলন্দাজ গর্র মস্ণ ছোপ-ছোপ কালো পিঠ। ঠোঁটে আংটা পরানো বাঁড় বের্কৃত শ্রে ছিল, ভেবেছিল উঠে দাঁড়াবে, কিন্তু মত বদলে শ্র্ব বার দ্রেক ফোঁস ফোঁস করল যখন তার কাছ দিয়ে যাচ্ছিল লোকেরা। হিপোপটেমাসের মতো বিপ্লেকায়, রক্তিম স্কুদরী পাভা পিছন ফিরে বাছ্রটাকে আড়াল করে তাকে শাকতে শ্রু করল।

লেভিন স্টলের ভেতরে ঢুকে পাভার দিকে চেয়ে দেখে লালচে-ছোপ বাছ_{ন্}রটাকে খাড়া করলেন তার লম্বা নড়বড়ে পায়ের ওপর। পাভা হাম্বা করে উঠতে চাইছিল, কিন্তু লেভিন যখন বাচ্চাটাকে তার দিকে এগিয়ের দিলেন, তখন শাস্ত হয়ে সে দীর্ঘশিস ফেলে বাচ্চাটাকে চাটতে লাগল তার খড়খড়ে জিব দিয়ে। বাচ্চাটা খংজে খংজে নাক গংজল তার মায়ের পেটের নিচে, লেজ দোলাতে লাগল।

'এখানটায় আলো দাও ফিওদর, লণ্ঠন আনো' — বাছ্রটাকে দেখতে দেখতে বললেন লেভিন, 'একেবারে মায়ের মতো! বদিও রংটা পেয়েছে বাপের। দিবিয় হয়েছে। লন্বা, চওড়া। ভাসিলি ফিওদরোভিচ, দিবিয় হয়েছে তাই না?' বাছ্রটার জন্য আনন্দে তিনি বাক-হ্রইটের কথা একেবারে ভূলে গিয়ে জিগ্যেস করলেন গোমস্ভাকে।

গোমস্তা বললে, 'খারাপ হতে যাবে কেন? আপনি চলে যাবার পরের দিন ঠিকাদার সেমিওন এসেছিল। ওকে ফরমাশ দিতে হবে কনস্তান্তিন দ্মিগ্রিচ। আর শ্কাবার যক্ষটার কথা তো আগেই বলেছি।'

এই একটা কথাতেই লেভিন ডুবে গেলেন তাঁর সম্পত্তির খ্টিনাটিতে। এ সম্পত্তি যেমন বড়ো, তেমনি জটিল। গোয়াল থেকে ডীন সোজা গেলেন দপ্তরে, গোমস্তা আর ঠিকাদার সেমিওনের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে বাড়ি ফিরলেন, গেলেন সোজা ওপরতলার বৈঠকখানায়।

nesn

বাড়িখানা বড়ো, সাবেকী। লেভিন তাতে একা থাকলেও সমস্ত বাড়িখানাই গরম রাখার ব্যবস্থা করতেন, ব্যবহার করতেন বাড়িটা। জানতেন যে এটা বোকামি, এমনকি খারাপই এবং তাঁর বর্তমান নতুন পরিকল্পনার বিরোধী। কিন্তু লেভিনের কাছে বাড়িখানা গোটা একটা জগং। এই জগতে দিন কাটিয়েছেন এবং প্রয়াত হয়েছেন তাঁর পিতা-মাতা। তেমন একটা জীবন তাঁরা যাপন করে গেছেন যা লেভিনের কাছে মনে হত স্বকিছ্ব পূর্ণতার পরাকান্টা, নিজের স্বা, নিজের পরিবারকে নিয়ে সেটা প্নর্ক্জীবিত করার স্বয় ছিল তাঁর।

নিজের মাকে তাঁর বড়ো একটা মনে পড়ে না। তাঁর সম্পর্কে তাঁর বা ধারণা, সেটা তাঁর কাছে প্ত-পবিত্র একটা স্মৃতি, তাঁর মা যেমন নারীর অপুর্বে, পবিত্র আদর্শ, তাঁর পত্নীরও হওয়া উচিত তারই প্নেরাবৃত্তি।

বিবাহ ছাড়া নারীকে ভালোবাসা তিনি কল্পনা করতে পারতেন না

শুধ্ তাই নর, সর্বাগ্রে তিনি ভাবতেন সংসারের কথা, তার পরে যে নারী তাঁকে সে সংসার দেবে, তাঁকে। তাই বিবাহ সম্পর্কে তাঁর ধারণাটা ছিল তাঁর অধিকাংশ চেনা-পরিচিতদের মতো নর, যাদের কাছে বিয়েটা হল নানান সামাজিক ব্যাপারের একটা। লেভিনের কাছে এটা জীবনের প্রধান ব্যাপার, যার ওপর নির্ভার করছে জীবনের সমস্ত স্থ। আর এখন সেটা ত্যাগ করতে হবে।

যে ছোটো বৈঠকখানাটায় লেভিন সর্বদা চা খেতেন সেখানে নিজের আরাম-কেদারায় যখন বসলেন বই নিয়ে আর আগাফিয়া মিখাইলোভনা চা এনে তাঁর বরাবরকার আমিও বিস বাছা' বলে ঠাঁই নিলেন জানলার কাছে, তখন যত আশ্চর্যই হোক, স্বপ্নগর্লো ছেড়ে গেল না তাঁকে, এ ছাড়া তিনি বাঁচতে পারেন না। ওকে নিয়ে হোক বা অন্য কাউকে নিয়েই হোক, এ ঘটবেই। বই পড়তে লাগলেন তিনি, যা পড়লেন তা নিয়ে ভাবছিলেন, থেকে থেকে ভাবনা থামিয়ে শ্নাছলেন আগাফিয়া মিখাইলোভনার অনর্গল বকবকানি; সেই সঙ্গে মহালের আর ভবিষ্যৎ পারিবারিক জীবনের অসংলম্ম নানান ছবি ভেসে উঠতে লাগল তাঁর কল্পনায়। তিনি অন্ভব কর্রছিলেন যে তাঁর অস্তরের গভীরে কী একটা যেন এসে পড়েছে, দ্ট় হচ্ছে, বাসা পেতে বসছে।

প্রখরের ধর্মভয় নেই, ঘোড়া কেনার জন্য লেভিন তাকে যে টাকা দিয়েছিলেন তা দিয়ে সে বেদম মদ খাচ্ছে, পিটিয়ে আধমরা করেছে বাকে — আগাফিয়া মিখাইলোভনার এই সব কথা শ্নছিলেন লেভিন; শ্নছিলেন আর বই পড়ে যাচ্ছিলেন, পাঠ থেকে মনে যেসব ভাবনার উদয় হচ্ছিল লক্ষ করিছিলেন তার গতি। এটা ছিল তাপ নিয়ে টিডালের বই। তাঁর মনে পড়ল পরীক্ষা চালানোর নৈপ্রোর জন্য টিডালের আত্মতুল্টি আর দার্শনিক দ্ভিভিঙ্গির ঘাটতির জন্য তাঁর সমালোচনার কথা। হঠাৎ একটা স্ম্পচিন্তা ভেসে উঠল মনে: 'দ্বই বছর পরে আমার পালে থাকবে দ্টি ওলন্দাজ গর্ন, পাভা নিজেও হয়ত বেণ্চে রইবে তখনো, তাছাড়া বারোটি বের্কৃত-এর বকনা, এর সঙ্গে বিজ্ঞাপনের জন্যে যোগ করা যাবে এই তিনটিকে — খাশা!' ফের বইয়ে মন দিলেন তিনি।

'বেশ, বিদ্যুৎ আর তাপ না হয় একই জিনিস, কিন্তু একটা প্রশেনর স্মাধানে একধরনের রাশির জায়গায় আরেকটা বসানো যায় কি সমীকরণে? তা না। তাহলে দাঁড়াল কী? প্রকৃতির সমস্ত শক্তির মধ্যে সম্পর্ক তো সহজ্ঞ বোধেই টের পাওরা যায়... ভারি স্থের কথা যে পাভা-র বকনটি হবে লালের ছোপ দেওয়া গর্ আর সমস্ত পালটা যাতে যোগ দেবে এই তিনটে... চমংকার! বৌ আর নিমন্দ্রিতদের সঙ্গে যাব গর্ দেখতে... বৌ বলবে, কনস্তান্তিন আর আমি এই বাছারটাকে পেলেছি সন্তানের মতো। অতিথিরা শুধাবে, এতে আপনার এত আগ্রহ কেন বলনে তো? ওর যাতে আগ্রহ তার সবেতেই আমি সাগ্রহী। কিন্তু কে সে?' মন্কোয় যা ঘটেছে তা মনে পড়ল তার... 'কিন্তু করা যায় কী?.. আমার তো দোষ নেই। কিন্তু এখন সবই চলবে নতুন খাতে। জীবন সেটা হতে দেবে না, অতীত হতে দেবে না, এটা বাজে কথা। ভালোভাবে, অনেক ভালোভাবে বাঁচার জন্যে লড়তে হবে...' মাথা তুলে তিনি ডুবে গেলেন চিন্তায়। লেভিনের আগমনে ব্রিড় লাস্কার আনন্দ তখনো যায় নি, আঙিনায় ছুটে গিয়ে ডাক ছেড়ে সে ফিরল লেজ নাড়তে নাড়তে, সঙ্গে নিয়ে এল বাতাসের গন্ধ, লেভিনের কাছে গিয়ে সে মাথা গন্ধল তাঁর হাতে, লেভিনের আদর কেড়ে কর্ণ স্বরে

আগাফিয়া মিখাইলোভনা বললেন, 'শ্বধ্ব কথা বলে না এই যা। কুকুর তো... তবে বোঝে যে মনিব ফিরেছে, কিন্তু মন খারাপ।'

'মন খারাপ হবে কেন?'

'আমার কি চোখ নেই বাছা? এতদিনেও বাব্দের কি ব্রিঝ নি? সেই ছোটো থেকে আছি বাব্দের সংসারে। ও কিছ্ নয় বাপ্। স্বাস্থ্য ভালো আর বিবেক পরিষ্কার থাকলেই হল।'

এর্কদ্নেট তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন লেভিন, কেমন করে তাঁর ভাবনা ধরতে পেরেছে ভেবে অবাক লাগল তাঁর।

'কী, আরো চা আনব?' এই বলে পেয়ালা নিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন।
লাস্কা ক্রমাগত মুখ গাঁঝছিল তাঁর হাতে। লেভিন তার গায়ে হাত
বালিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই লাস্কা তাঁর পায়ের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে
বেরিয়ে-আসা পেছনের থাবাটায় মাথা রাখল। এখন সব ভালো, সব ঠিক
আছে এইটে জানাবার জন্য সামান্য হাঁ করলে সে, ঠোঁট চাটল আর ব্ডো
দাঁতের কাছে চ্যাটচেটে জিবটা গা্ছিয়ে রেখে চুপ করে গেল পরমানন্দের
প্রশান্তিতে। লেভিন তার এই শেষ কাণ্ডটা মন দিয়ে লক্ষ করলেন।

মনে মনে ভাবলেন, 'তাহলে আমিও তাই! আমিও তাই করব! ভাবনা নেই... সব ঠিক আছে!' বলনাচের পর আহ্না আর্কাদিরেন্ডনা সেই দিনই ভোরে তাঁর মস্কো ছাডার থবর দিয়ে টেলিগ্রাম পাঠালেন স্বামীর কাছে।

'না, না, ষেতে হবে, ষেতেই হবে' — তাঁর সংকল্প পরিবর্তনটা তিনি বৌদিকে বোঝালেন এমন স্কুরে ষেন এত কাজের কথা তাঁর মনে পড়েছে যে গুনে শেষ করা যায় না, 'না, বরং এখন ষাওয়াই ভালো!'

স্ত্রেপান আর্কাদিচ বাড়িতে খেলেন না, কথা দিলেন বোনকে গাড়িতে তলে দেবার জন্য আসবেন সাতটার সময়।

কিটিও এল না, চিরকুট লিখে পাঠাল যে তার মাথা ধরেছে। ছেলেমেয়ে আর ইংরেজ মহিলাটির সঙ্গে খাওয়া সারলেন শুখু ডিল্ল আর আয়া। শিশ্রা একনিষ্ঠ নয় অথবা খ্বই সজাগ বলেই কিনা কে জানে, তারা অনুভব করছিল, যেদিন তারা আয়ার অত ভক্ত হয়ে পড়েছিল, আজ তিনি মোটেই সেদিনের মতো নন, তিনি আর বাস্ত নন ওদের নিয়ে, হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল পিসির সঙ্গে তাদের খেলা, তাঁর প্রতি ভালেবোসা, তিনি যে আজ চলে যাছেন এতে মোটেই তাদের মনোযোগ দেখা গেল না। আয়া সারা সকাল বস্ত ছিলেন যাত্রার তোড়জোড় নিয়ে। মন্কোর পরিচিতদের কাছে চিরকুট লিখলেন আয়া, হিসাবপত্র টুকে রাখলেন, মালপত্র গোছালেন। ডিল্লর মনে হল উনি স্কুইর মেজাজে নেই, আর এই যে উদ্বেগের মেজাজ নিজেকে দিয়ে ডিল্লর ভালোই জানা, তা বিনা কারণে ঘটে না আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা চাপা দেয় নিজের ওপর অসন্তোষ। খাওয়ার পর আয়া সাজগোজ করতে গোলেন নিজের ঘরে, ডিল্লও এলেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গের।

ডাল্ল তাঁকে বললেন. 'আজ কেমন অন্তত লাগছে তোমায়!'

'আমি? তাই মনে হচ্ছে তোমার? অস্তুত নই, তবে বিগড়ে আছি। ওটা আমার হয়। কেবলৈ কাল্লা পাচছে। খুব বোকামি, কিস্তু কেটে যাবে'— গৈড়াতাড়ি এই বলে আল্লা তাঁর রক্তিম মুখ নোয়ালেন খেলনার মতো খলেটার দিকে যাতে তিনি রাখছিলেন তাঁর নৈশ টুপি আর বাতিস্ত র্মাল। তাখ তাঁর অসম্ভব চকচক করছিল, অবিরাম জল দেখা দিচ্ছিল তাতে, পিটার্সব্র্গ থেকে নড়তে চাইছিলাম না, এখন এখান থেকে যেতেও মন সরছে না।'

তাঁর দিকে স্থির দ্বিটতে তাকিয়ে ডাক্স বললেন, 'তুমি এখানে একটা উপকার করে গেলে।

আমা তাঁর দিকে তাকালেন কামাভেজা চোখে।

'ও কথা বলো না ডাক্স। কিছ্ই আমি করি নি, করতে পারতামও না। প্রায়ই আমার অবাক লাগে কেন লোকে ষড়বল্য করে আমায় নণ্ট করার জন্যে। কী আমি করেছি, কীইবা করতে পারতাম। ক্ষমা করার মতো প্রচুর ভালোবাসা ছিল তোমার বৃকের ভেতর।'

'তুমি নইলে কী যে ঘটত ভগবানই জানেন। কী সোভাগ্য তোমার!' ডব্লি বললেন, 'প্রাণটা তোমার পরিষ্কার আর ভালো।'

'ইংরেজরা যা বলে, প্রত্যেকের নিভ্ত কক্ষেই কংকাল থাকে।'

'তোমার আবার কংকাল কী? তোমার সবই তো পরিষ্কার।'

'আছে' --- হঠাৎ বলে উঠলেন আন্না আর অগ্রন্থর পর অপ্রত্যাশিত ধৃতর্ উপহাসের হাসিতে কৃঞ্চিত হয়ে উঠল তাঁর ঠোঁট।

'তা তোমার কংকালগুলো মোটেই গোমড়া নয়, মজাদার।'

'না, গোমড়া। কাল নয়, আজকেই আমি যাচ্ছি কেন জানো? এই যে দ্বীকৃতিটা আমায় পিষে মারছে সেটা তোমায় বলতে চাই' -- এই বলে আল্লা দৃট্ ভঙ্গিতে চেয়ারে বসে পড়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন ডল্লির দিকে।

আর ডক্লি অবাক হয়ে দেখলেন আন্না আকর্ণ লাল হয়ে উঠেছেন, গ্রীবায় লম্বিত চূলের কালো কুণ্ডলী পর্যস্ত।

আন্না বলে গেলেন, 'হাাঁ, কিটি কেন খেতে এল না জানো? আমার ওপর তার ঈর্ষা হয়েছে। আমি নণ্ট করে ফেলেছি... বলনাচটা যে তার কাছে আনন্দের না হয়ে যন্দ্রণাকর হয়েছে আমি তার কারণ। কিন্তু সত্যি বলছি, সত্যি, আমার দোষ নেই, কিংবা দোষ সামান্য' — 'সামান্য' কথাটা টেনে টেনে সরু গলায় তিনি বললেন।

'আহ্, কথাটা হল ঠিক স্থিভার মতো' — হেন্সে উঠলেন ডল্লি। আন্না আহত হলেন।

ভূর, কু'চকে বললেন, 'আরে না, না, আমি স্তিভা নই। আমি এ কথা বলছি কারণ আমি মৃহ,তের জনোও নিজের ওপর নিজেকে সন্দিহান হতে দিই না।'

কিন্তু যখন তিনি এ কথা বলছিলেন, তখনই তিনি টের পেলেন যে তিনি ঠিক বলছেন না; নিজেকে তিনি যে সন্দেহ করেছিলেন শুধু তাই নত্ত দ্রন্দিকর কথা ভেবে তিনি দোলায়িত বোধ করেছিলেন, এবং দ্রন্দিকর সঙ্গে আর যাতে দেখা না হয় শন্ধ এই জন্যই যা ইচ্ছে ছিল তার আগেই তিনি চলে আসেন ওখান থেকে।

'হাাঁ, স্তিভা আমার ব**লছিল যে তুমি ওর সঙ্গে মাজ**্রকা নেচেছ আর সে...'

'তুমি ভাবতে পারবে না কী হাস্যকর ব্যাপার দাঁড়াল। আমি শ্ব্রু ভেবেছিলাম ঘটকীর কাজ করব আর হঠাৎ কিনা দাঁড়াল একেবারে অন্যরকম। হরত আমার অনিচ্ছাতেই আমি...'

লাল হয়ে উঠে থেমে গেলেন তিনি।

ডল্লি বললেন, 'ওহ ওরা ওটা তক্ষ্মনি বোঝে!'

তাঁকে বাধা দিলেন আমা, 'কিস্তু ওর দিক থেকে গ্রের্ডপ্র কিছ্ব থাকলে আমি হতাশ হয়ে পড়তাম। কিস্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ সবই ভূলে যাবে ও, কিটিও আর ঘেমা করবে না আমায়।'

'তবে আন্না, সত্যি বলতে, কিটির এ বিয়ে আমি বিশেষ চাই না। দ্রন্দিক যদি এক দিনেই তোমার প্রেমে পড়ে যেতে পারে, তাহলে এটা ভেঙে যাওয়াই ভালো।'

'মাগো, সে যে হবে ভারি বোকামি!' আল্লা বললেন, আর তাঁর মনের ভাবনাটা কথায় ব্যক্ত হতে শ্বনে পরিতোষের গাঢ় রঙ ফের ফুটে উঠল তাঁর ম্বথ। 'তাই আমি চলে যাচ্ছি কিটিকে শত্র করে দিয়ে, যাকে বড়ো ভালোবাসি আমি। ইস, কী মিচ্টি মেয়ে! কিন্তু তুমি ঠিকঠাক করে দিও এটা, ডল্লি? করবে তো?'

ডিল্লির হাসি চাপা দায় হয়েছিল। আমাকে তিনি ভালোবাসতেন কিন্তু াঁরও দুর্বলতা আছে দেখে ছপ্তিও পেলেন তিনি।

'শারু? সে অসম্ভব।'

'তোমাদের আমি যেমন ভালোবাসি, তোমরাও সবাই আমায় তেমনি ভালোবাসো, এই তো আমার সাধ। আর এখন আমি আরো বেশি করে তোমাদের ভালোবাসছি' — আরা বললেন চোখে জল নিয়ে, 'আহ্, আজ কী বোকার মতো করছি!'

ম্থে র্মাল ব্লিয়ে তিনি সাজ-পোশাক করতে লাগলেন।

ঠিক রওনা হবার মুখে এলেন বিলম্বিত স্তেপান আর্কাদিচ, মুখখানা লাল, মদ আর চুরুটের গন্ধ বেরুচ্ছে। আন্নার ভাবাবেগ সঞারিত হল ডব্লির মধ্যেও। শেষ বারের মতো আলিঙ্গন করার সময় তিনি ফিসফিসিয়ে বললেন ননদকে, 'মনে রেখো আন্না, আমার জন্যে তুমি বা করেছ তা জীবনে ভূলব না। মনে রেখো, আমি তোমায় ভালোবেসেছি আর চিরকাল ভালোবেসে বাব নিজের সেরা বন্ধন্ বলে।'

'কিসের জন্যে ব্রুছি না' — তাঁকে চুম্ খেয়ে চোখের জল আড়াল করে। আলা বললেন।

'আমার তুমি ব্ঝেছ, ব্ঝতে পারছ। এসো তাহলে বোন আমার!'

11 65 11

তৃতীয় ঘণিত পড়া পর্যস্ত ওয়াগনে ঢোকার পথ আগলে দাঁড়িয়ে ছিলেন ভাই। তাঁকে শেষ বার বিদায় জানাবার সময় আল্লা আর্কাদিয়েভনার মনে প্রথম যে চিস্তাটা এল সেটা এই: 'ষাক, ভগবানের দয়য় সব চুকল তাহলে!' আল্ল্ম্কার সঙ্গে নিজের গদি-আঁটা বেণিওতে বসে তিনি ঘ্ম-কামরার আধা-আলোয় তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। 'যাক, কাল সেরিওজা আর আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে দেখতে পাব, আগের মতোই অভ্যস্ত জীবন চলবে ভালোভাবে।'

গোটা দিনটা তিনি যে দুর্শিচন্তার মেজাজে ছিলেন সেই মেজাজেই তিনি যান্তার জন্য গ্রুছিয়ে বসতে লাগলেন একটা সন্তুল্টি আর পারিপাট্য নিয়ে। ছোটো ছোটো নিপ্রণ হাতে তিনি একটা লাল থলে খ্ললেন আর বন্ধ করলেন, একটা বালিশ বার করে রাখলেন কোলের ওপর, নিখ্তভাবে পা কম্বলে জড়িয়ে শান্ত হয়ে আসন নিলেন। অস্মূল্য একজন মহিলা শোবার আয়োজন করছিলেন, অন্য দ্ব'জন মহিলা কথা বলতে লাগলেন আয়ার সঙ্গে. ছুলেকায়া এক বৃদ্ধা পা ঢেকে তাপের অব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর অসন্তোষ জানালেন। কয়েক কথায় মহিলাদের প্রশেনর উত্তর দিলেন আয়া, কিতৃ কথোপকথন থেকে কোনো আকর্ষণের আশা নেই দেখে তিনি একটা ল'ঠন আনতে বললেন আয়ার্শ্কাকে, সীটের হাতলের সঙ্গে সেটাকে বে'ধে নিজের হ্যান্ড ব্যাগা থেকে পাতা কাটার ছ্রির আর একটা ইংরেজি নভেল বার করলেন। প্রথমটা তাঁর পড়ায় মন বসছিল না, গোড়ায় ব্যাঘাত হচ্ছিল

লোকেদের ব্যন্ততা আর হাঁটাহাঁটিতে; তারপর ট্রেন যখন ছাড়ল, শব্দগুলোয় কান না পেতে পারা গেল না। শেষে বাঁ দিকের জানলায় ঝাপট মারা, শাসিতে লেপটে যাওয়া তৃষারকণা, একদিকে তৃষারে ছাওয়া পোশাকে যে কনডাক্টর পাশ দিয়ে চলে গেল তার চেহারা. বাইরে কী ভয়াবহ বরফ ঝড চলছে তা নিয়ে আলাপে মনোযোগ আরুণ্ট হল তাঁর। তারপর সেই একই ব্যাপার চলতে থাকল: ঝকঝক শব্দে সেই একই ঝাঁকুনি, জানলায় সেই একই তুষার, বাষ্পের উত্তাপ থেকে ঠাণ্ডা এবং ফের উত্তাপে সেই একই দ্রুত বদল, আধা-অন্ধকারে সেই একই মুখগুলোর ঝলক, সেই একই কণ্ঠদ্বর। ফলে আল্লা পড়তে শুরু করলেন এবং পঠিত বিষয় বোধগম্যও হতে থাকল। দস্তানা পরা চওড়া হাতে, যার একটা ছে'ড়া, কোলের ওপর লাল থলেটা চেপে আল্লন্শ্কা ঢুলতে শ্বর্ করলে। আল্লা আর্কাদিয়েভনা পডছিলেন আর ব্রুতে পার্রছিলেন যে পড়তে অর্থাৎ অন্য লোকের জীবনের প্রতিফলন দেখতে তাঁর ভালো লাগছে না। নিজেই তিনি বডো বেশি বাঁচতে চান। যখন পড়ছিলেন উপন্যাসের নায়িকা রোগীর কিরকম সেবাযত্ন করছেন, তখন তাঁর নিজেরই ইচ্ছে হচ্ছিল নিঃশব্দে রোগীর ঘরে খারে বেড়াতে; যখন পড়ছিলেন পার্লামেণ্ট সভ্যের বক্ততার কথা, তখন তাঁর নিজেরই ইচ্ছে হচ্ছিল সেরকম বক্ততা দিতে: যখন পড়ছিলেন লেডি মেরি তার দ্রাত্বধকে চটিয়ে দিয়ে এবং নিজের দঃসাহসে সবাইকে অবাক করে দিয়ে ঘোড়ায় চেপে ধাওয়া করেছেন একপাল কুকুরের পেছনে তখন আমাও তাই করতে চাইছিলেন। কিন্তু করার কিছু ছিল না, ছোটো ছোটো হাতে মস্ণ ছুরিখানা নাড়াচাড়া করতে করতে তিনি জ্ঞার করে পড়ে চললেন।

উপন্যাসের নায়ক তখন ব্রিটিশ স্থ, ব্যারন খেতাব আর সম্পত্তি অর্জন করতে চলেছে, আলারও ইচ্ছে হল তার সঙ্গে তিনিও সম্পত্তিতে যান কিন্তু হঠাং তাঁর মনে হল নায়কের এর জন্য লম্জা হওয়ার কথা এবং তাঁর নিজেরই লম্জা হছে। কিন্তু কেন নায়কের লম্জা হবে? 'কেন আমার লম্জা?' আহত বিসময়ে তিনি প্রশন করলেন নিজেকে। বই বন্ধ করে পাতা কাটার ছ্রিরটা দ্বই হাতে শক্ত করে ধরে আলা সীটে হেলান দিলেন। লম্জার কিছ্ব নেই। নিশ্বোর সমস্ত স্মৃতি তিনি বেছে বেছে দেখলেন। সবই ভালো, প্রীতিকর। এনে পড়ল বলনাচ, মনে পড়ল দ্রন্দিককে, তাঁর প্রেমে পড়া বশীভূত মুখ। নিনে পড়ল তাঁর সঙ্গে নিজের গোটা সম্পর্কটার কথা; এতে লম্জা পাবার মতো কিছ্ব ছিল না। আর সেই সঙ্গে, স্মৃতিচারণের ঠিক এইখানটাতেই

मण्डाताथ तर्ए छेठेन। यथन छन् स्कित कथा मरन कर्ताष्ट्रात्मन ठिक जथनरे ভেতরকার কোন একটা কণ্ঠস্বর যেন তাঁকে বলছিল: দরদ, বড়ো বেশি দরদ, মদিরতা। 'তাতে কী হয়েছে?' আসনের জারগা বদলিয়ে দুঢ়ভাবে তিনি বললেন নিজেকে। 'তাতে কী দাঁডাল? এটাকে সোজাসুজি দেখতে কি ভয় পাই আমি? কী হল এতে? প্রতিটি চেনাজানা লোকের ক্ষেত্রে যা হয় তা ছাড়া এই বাচ্চা অফিসারটির সঙ্গে আমার অন্য কোনো সম্পর্ক আছে কি, থাকতে পারে কি?' অবজ্ঞাভরে হাসলেন তিনি, বই টেনে নিলেন, কিন্ত যা পড়ছিলেন তার কিছুই আর মাথার চুকছিল না। কাগজ-কাটা ছ্রিটা তিনি ঘষলেন শার্সিতে, তারপর তার মস্ব ঠাক্ডা গা-টা চেপে ধরলেন গালে, আর হঠাৎ আসা আনন্দে প্রায় সশব্দেই হেসে উঠছিলেন আব কি। তিনি অনুভব করছিলেন যে তাঁর স্নায় ুগুলো মোচড় দেওয়া বেহালার তারের মতো টান-টান হয়ে উঠছে। টের পাচ্ছিলেন যে ক্রমেই বড়ো বড়ো হয়ে উঠছে তাঁর চোখ, তাঁর হাত-পায়ের আঙ্কলগুলো ন্নায়বিক বিক্ষেপে নড়ছে, ভেতর থেকে কী যেন চাপ দিচ্ছে তাঁর নিশ্বাসে, আর দোলায়মান এই আধা-অন্ধকারের সমস্ত মূর্তি আর ধর্নন অসাধারণ স্পণ্টতায় অভিভূত করছে তাঁকে। অবিরাম সন্দেহের এক-একটা মৃহূর্ত এসে পড়ছিল তাঁর ওপর — গাড়িটা সামনে যাচ্ছে, নাকি পেছনে, নাকি দাঁড়িয়েই আছে। ওঁর কাছে ও কে. আম্মুশ কা নাকি বাইরের কোনো লোক? 'হাতলে ওটা কী, ফার কোট নাকি কোনো জানোয়ার? আর আমি-বা এখানে কেন? এটা আমি নাকি অন্য কেউ?' এই ঘোরের মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে ভর হচ্ছিল তাঁর। কিন্তু কী যেন তার ভেতর ঠেলে বসছিল, খুনিমতো তিনি তাতে আত্মসমর্পণ করতেও পারেন, নাও পারেন। সন্থিত ফিরে পাবার জন্য তিনি উঠে দাঁড়ালেন, কন্বলটা সরিয়ে ফেললেন, কেপ খসিয়ে নিলেন গরম পোশাকটা থেকে। এক মুহুতের জন্য সন্থিত ফিরে পেলেন তিনি, বুঝতে পারলেন नम्ता अञातरंकारे भन्ना त्य त्नाकरो एकन यात्र এकरो त्वाराम तन्हे. त्यारा পারলেন যে সে থার্মোমিটার দেখছে, দরজা দিয়ে তার পেছনে আসছে হাওয়া আর বরফের ঝাপটা; কিন্তু পরে আবার সব গ্রালিয়ে গেল... দীর্ঘকিটি প্রের্বটি কী যেন কামড়াতে লাগল দেয়ালে। বৃদ্ধা তার ঠ্যাং বাড়াতে লাগল গোটা ওয়াগন বরাবর, কামরা ভরে তুলল কালো মেঘে, তারপর কিসের যেন ভরংকর ক্যাঁচক্যাঁচ ঠকঠক শব্দ উঠল যেন কাউকে কেটে কুটিকুটি করা হচ্ছে। তারপর চোখ ধাঁধিয়ে গেল লাল আলোর, শেষে সব ঢাকা পড়ে গেল

একটা দেয়ালে। আমা টের পেলেন যে তিনি পড়ে যাচ্ছেন কিন্তু তাতে ভয় না পেয়ে তাঁর খুশিই লাগছিল। পোশাকে জড়াজড়ি হয়ে তুষারকণায় ছাওয়া একটা লোক কী ষেন চেচিয়ে বলল তাঁর কানে। সন্বিত ফিরে আমা উঠে দাঁড়ালেন; তিনি ব্বতে পারলেন যে কোনো স্টেশনে এসেছেন আর ঐ লোকটা কনডাক্টর। যে কেপটা খুলে ফেলেছিলেন সেটা আর রুমাল দিতে বললেন আরুশ্কাকে। সেগালি পরে গেলেন দরজার দিকে।

আল্ল্কা শ্ধাল, 'নামছেন নাকি?'

'হাাঁ, একটু নিশ্বাস নিই গে। এখানে ভারি গরম।'

দরজা খুললেন আন্না। হাওয়া আর তুষারকণার ঝাপটা ধেয়ে এল তাঁর দিকে, দরজা নিয়ে হুটোপৄটি বাধাল তাঁর সঙ্গে। এতে মজা লাগল আন্নার। দরজা খুলে তিনি নেমে গেলেন। বাতাস যেন ঠিক এরই অপেক্ষায় ছিল, সোল্লাসে শনশনিয়ে জাপটে ধরে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইল তাঁকে, কিস্তু পাদানির ঠান্ডা রেলিং আঁকড়ে গাউন চেপে ধরে প্লাটফর্মে নামলেন আন্না, গেলেন ওয়াগন পেরিয়ে। পৈঠায় বাতাসের জাের ছিল প্রচন্ড, কিস্তু প্লাটফর্মে ওয়াগনের আড়ালে তা শাস্ত। পরিত্রিপ্ততে বুক ভরে তুষারম্মিত হিমেল নিশ্বাস নিয়ে তিনি ওয়াগনের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন প্লাটফর্ম আর আলােকিত স্টেশনটাকে।

n oo n

ওয়াগনের চাকা আর স্টেশনের কোণে ল্যাম্পপোস্টগ্রলার মধ্যে ফু'সছিল, শনশনিয়ে উঠছিল দার্ণ ঝড়। ওয়াগন, পোস্টগ্রলো, লোকজন, যাকিছ্র দ্শ্যগোচর সবারই একটা পাশ তুষারকণায় ছেয়ে গেছে, ক্রমেই বেশি বেশি আসছে তুষারের ঝাপটা। মৃহ্তের জন্য একটু নরম হচ্ছিল ঝড়, কিন্তু ারপরেই ফের এমন দমকায় ধেয়ে আসছিল যে মনে হচ্ছিল যে ঠেকানো অসম্ভব। অথচ এর ভেতর ছ্টোছ্টি করছিল কীসব লোক, ফুর্তিতে কথা বলাবলি করে কাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলছিল প্ল্যাটফর্মের পাটাতনে, আর অবিরাম ব্লেছিল আর বন্ধ করছিল বড়ো বড়ো দরজা। মান্যের একটা গর্ভানার ছায়া ভেসে গেল তাঁর পায়ের মাঝখান দিয়ে আর শোনা গেল লোহার ওপর হাতুড়ি ঠেকার শব্দ। ঝড়ের আঁধিয়ারায় অন্যাদিক থেকে ভেসে এল কুপিত

কণ্ঠস্বর: 'ডিসপ্যাচটা দাও!' '২৮ নম্বর — এইখানে এলো!' চে'চাচ্ছিল আরো নানারকম গলা, ছুটে যাচ্ছিল তুষারাচ্ছন কর্মচারীরা। জ্বলন্ত সিগারেট মুখে তাঁর পাশ দিয়ে চলে গেলেন দু'জন ভদুলোক। বেশ ভালো করে হাওয়া খাওয়ার জন্য আরেক বার নিশ্বাস নিলেন তিনি, তারপর রড ধরে ওয়াগনে ওঠার জন্য মাফ থেকে হাত বার করেছেন এমন সময় ফোজী গ্রেটকোট পরা একজন লোক একেবারে তাঁর কাছে এসে বাতির দোলায়মান আলোটা আঁড়াঙ্গ করে দিল তাঁর কাছ থেকে। আল্লা তাকিয়ে তক্ষ্যনি চিনতে পারলেন দ্রন্দিকর মূর্খ। টুপিতে হাত ঠেকিয়ে মাথা নুইয়ে দ্রন্দিক জিগোস করলেন তাঁর কিছু, দরকার আছে কিনা, তাঁর কোনো কাজে লাগতে তিনি পারেন কি? কোনো জবাব না দিয়ে আমা বহুক্ষণ চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে আর দ্রন্দিক ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও আল্লা দেখতে পেলেন অথবা তাঁর মনে হল যে দেখতে পাচ্ছেন দ্রন্স্কির মুখ-চোখের ভাব। সেটা ফের সেই সশ্রদ্ধ প্রলক যা আগের দিন সন্ধায় তাঁকে অত অভিভূত করেছিল। এ দু, দিন তিনি একাধিকবার নিজেকে বলেছেন যে সর্বদা একই রকম শত শত যে নবযুবক সবঁত দেখা যায়, দ্রন্সিক তাঁর কাছে মাত্র তাদেরই একজন, ওঁকে নিয়ে ভাববেন এ তিনি হতে দিতে পারেন না। কিন্তু এখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রথম মুহুতে ই তিনি আচ্ছন্ন হলেন একটা সানন্দ গর্ববোধে। এখানে তিনি কেন. এ কথা জিগ্যেস করার প্রয়োজন ছিল না তার। ওটা তিনি এত অদ্রান্তর্পে জানেন যেন দ্রন্সিক বলেছেন যে আল্লা যেখানে সেইখার্নটিতেই থাকার জন্য উনি এখানে।

'আমি জানতাম না যে আপনি যাচ্ছেন। যাচ্ছেন কেন?' যে হাতথানা রড ধরতে যাচ্ছিল তা নামিয়ে এনে জিগ্যেস করলেন আল্লা। দুর্নিবার একটা আনন্দ আর সজীবতায় জবলজবল করে উঠল তাঁর মুখ।

'কেন যাচ্ছি?' সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে দ্রন্সিক বললেন. 'আপনি জানেন, যেখানে আপনি সেখানে থাকার জন্যে আমি চলেছি। এ ছাড়া আমি পারি না।'

ঠিক এই সময়েই যেন একটা বাধা জয় করে ওয়াগনের ছাদ থেকে তুষারকণা ঝরিয়ে দিলে হাওয়া, খড়খড়িয়ে উঠল একটা খসে পড়া লোহার পাতে, সামনের দিকে খাদে কান্নার মতো বিমর্ষ হ্রসিল দিল ইঞ্জিন। তুষারক্ষার সমস্ত তাস এখন আন্নার কাছে মনে হল আরো অপর্প। স্রন্দিক সেই কথা বলেছেন যা চাইছিল তাঁর মন, কিন্তু ভর পাচ্ছিলেন তাঁর

বিচারবোধে। কোনো জ্বাব দিলেন না আন্না, তাঁর মুখে ভ্রন্স্কি দেখতে পেলেন সংগ্রামের ছাপ।

'ষা বললাম সেটা আপনার ভালো না লেগে থাকলে মাপ করবেন' — দ্রন্দিক বললেন বিনীতভাবে।

কথাটা উনি বললেন সৌজন্য সহকারে, সম্মান করে, কিন্তু এত দ্যু আর একাগ্র স্বরে যে আলা বহুক্ষণ কোনো জবাব দিতে পারলেন না।

শেষ পর্যন্ত বললেন, 'ও কথা বলা আপনার উচিত নর, আর আপনি যদি ভালো লোক হন, তাহলে যা বলেছেন সেটা ভূলে যান, আমিও তা ভূলে যাব।' 'আপনার একটা কথা, একটা ভঙ্গিও আমি ভূলব না কখনো, ভূলতে পারি না...'

'থাক, থাক, খুব হয়েছে!' চে'চিয়ে উঠলেন আম্না, বুথাই একটা কঠোর ভাব ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন মুখে যেদিকে সত্ত্ব দুভিতত চেয়েছিলেন ভ্রন্দিক। ঠান্ডা রডটা ধরে উনি উঠে পড়লেন পৈঠায়, দ্রুত ঢুকে পড়লেন ওয়াগনের প্যাসেজে। কিন্ত এই ছোট্র প্যাসেজে থেমে গিয়ে তিনি মনে মনে ভেবে দেখতে লাগলেন की घটन। जांत्र निरक्षत्र अथवा सन् िक्ति कारता কথা স্মরণে না এনেও তিনি অনুভবে বুঝলেন যে এই ক্ষণিকের বাক্যালাপ তাঁদের সাংঘাতিক কাছাকাছি এনে ফেলেছে, তাতে তিনি বোধ করলেন একাধারে আতঙ্ক আর সূখ। কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে তিনি ভেতরে ঢুকলেন, বসলেন নিজের জায়গায়। যে উত্তেজিত অবস্থাটা তাঁকে প্রথম দিকে পীড়া দিচ্ছিল, সেটা শুধু ফিরে এল তাই নয়, বেড়ে উঠল এমন মাত্রায় যে তাঁর ভয় হল, ভেতরে টান-টান কিছু, একটা বুঝি ছি'ড়ে যাবে যেকোনো মুহুতে । সারা রাত ঘুম হল না তাঁর। কিন্তু যে উত্তেজনা আর দিবাস্বপ্ন তাঁর কল্পনাকে ছেয়ে ফেলছিল তাতে অপ্রীতিকর বা বিষম্ন কিছু, ছিল না, বরং সেগ্রলি ছিল আনন্দময়, চনমনে, উদ্দীপক। সকালের দিকে আন্না তাঁর আসনে বসে বসেই ঢুললেন আর যখন জেগে উঠলেন তখন ফ্রসা হয়ে গেছে, সব শাদা, ট্রেন পেণছচ্ছে পিটার্সব্বর্গ স্টেশনে। সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ি, স্বামী, ছেলের চিন্তা, আসম ও পরবর্তী দিনগুলোর ভাবনায় ডুবে গেলেন তিনি।

পিটার্সবৃংগে সবে ট্রেন থেমেছে, বেরিয়ে এসে আমার দ্রণ্টি প্রথম যে ন্থখানায় আকৃষ্ট হল সেটি তাঁর স্বামীর। তাঁর নির্ত্তাপ দর্শনিধারী ন্তি, বিশেষ করে এখন তাঁকে যা অবাক করল তাঁর সেই কান যার ডগায়

ভর দিরেছে তাঁর গোল টুপির কানা তা দেখে তাঁর মনে হল, মাগো, অমন কান ওর হল কেমন করে?' আন্লাকে দেখে তিনি তাঁর অভ্যস্ত উপহাসের ভাঙ্গতে ঠোঁট ম্চকে, বড়ো বড়ো ক্লান্ত চোখে সোজাস্কি তাঁর দিকে তাকিয়ে এগিয়ে গেলেন। তাঁর ক্লান্ত স্থির দ্বি দেখে কেমন বিশ্রী অন্ভূতিতে ব্রুক ম্চড়ে উঠল আল্লার, যেন ওঁকে অনারকম দেখার আশা করেছিলেন তিনি। তবে ওঁর সঙ্গে দেখা হওয়ায় বিশেষ করে নিজের ওপর একটা অসন্ভোষ আচ্ছম করল আল্লাকে। এটা অনেকদিনকার পরিচিত একটা অন্ভূতি, স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কে ভান করে চলার যে অন্ভূতিটা হত, তার মতো; কিন্তু আগে তিনি এটা খেয়াল করেন নি, এখন স্ক্পেট্ট করে যক্তাায় বিদ্ধ হয়ে সচেতন হলেন সে বিষয়ে।

'দেখছ তো, তোমার মমতাময় স্বামী, বিয়ের দিতীয় বছরের মতো মমতাময়, তোমায় দেখার জন্যে কিরকম অধীর হয়ে উঠেছিল' — উনি বললেন তাঁর ধীর মিহি গলায়, এবং সেই স্বুরে স্থাীর সঙ্গে ব্যবহারে যা তিনি সর্বদাই গ্রহণ করতেন — সতিয়ই যারা এভাবে কথা বলে থাকে তাদের প্রতি একটা উপহাসের স্বুর।

'সেরিওজা ভালো আছে তো?' আন্না জিগ্যেস করলেন।

উনি বললেন, 'আমার সমস্ত হৃদয়াবেগের এইটুকু মাত্র প্রেস্কার? ভালো আছে গো, ভালো আছে...'

n os n

সে রাত দ্রন্দিক ঘ্মোবার চেষ্টাও করলেন না। নিজের কেদারার বসে তিনি কখনো তাকিয়ে থাকছিলেন সোজা সামনের দিকে, কখনো চেয়ে দেখছিলেন কারা আসছে, যাছে। তাঁর অপরিচিতদের তিনি আগে যেখানে বিক্ষিত ও বিচলিত করতেন তাঁর অটুট অচণ্ডলতায়, এখন সেখানে তাঁকে মনে হল আরো বেশি অহংকারী আর আত্মতৃপ্ত। লোকেদের তিনি দেখছিলেন এমনভাবে যেন তারা এক-একটা জিনিস। তাঁর সামনে উপবিষ্ট একজন নায়বিক যুবক, স্থানীয় আদালতের কর্মচারী, তাঁর এই চেহারার জন্য দেখতে পারছিল না তাঁকে। যুবকটি সিগারেট ধরাবার জন্য আগনে চাইল তাঁর কাছে, কথা চালাবার চেষ্টা করল, এমনকি তাঁকে টের পাওয়াতে চাইল

ষে জিনিস নর সে, মান্ষ, কিন্তু দ্রন্স্কি তা সত্ত্বেও তার দিকে তাকিয়ে রইলেন যেন একটা লণ্ঠন দেখছেন এবং য্বকটি তার মানবসত্তার এই অস্বীকৃতির চাপে নিজের আত্মসংষম হারাছে অন্ভব করে ম্থবিকৃতি করল।

শ্রন্দিক কিছাই দেখাছলেন না, কাউকেও দেখাছলেন না। নিজেকে তাঁর লাগছিল যেন রাজার মতো, সেটা এ জন্যে নয় যে আল্লার ওপর ছাপ ফেলেছেন বলে তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল, না, সে বিশ্বাস তাঁর তখনো ছিল না, কিন্তু আল্লা তাঁর ওপর যে ছাপ ফেলেছেন তাতে সূখ, গর্ববোধ হচ্ছিল তাঁর।

এ সবের পরিণাম কী দাঁড়াবে সেটা তিনি জানতেন না, সে নিয়ে ভাবনাও করছিলেন না তিনি। টের পাচ্ছিলেন যে এ যাবং স্থালত বিক্ষিপ্ত তাঁর সমস্ত শক্তি একটা জায়গায় এসে মিলেছে এবং সাংঘাতিক উদ্যোগে ধাবিত হয়েছে একটি পরমানন্দময় লক্ষ্যের দিকে। এতেই তিনি স্খী। তিনি জানতেন যে তিনি সত্যি কথাটাই বলেছেন যে আল্লা যেখানে, সেখানেই তিনি বাচ্ছেন, তাঁকে দেখতে পাওয়া, তাঁর কথা শোনার মধ্যেই তিনি এখন খলে পাচ্ছেন জীবনের সমস্ত স্খ, তার একমাত্র অর্থ। সেলজার জল খাবার জন্য বলোগোভো স্টেশনে নেমে যখন তিনি আল্লাকে দেখতে পেলেন, তখন তিনি মনে মনে যা ভাবছিলেন সেই কথাটাই নিজে অজ্ঞাতসারে প্রথম বললেন তাঁকে। সেটা যে তাঁকে বলেছেন, আল্লা যে এখন তা জানলেন, তা নিয়ে ভাববেন, এতে আনন্দ হচ্ছিল তাঁর। সারা রাত তিনি ঘ্মোলেন না। ওয়াগনে ফিরে এসে কী কী অবস্থায় তিনি আল্লাকে দেখেছেন, কী তিনি বলেছেন তা নিয়ে অবিরাম নাড়াচাড়া করতে লাগলেন মনে মনে, তাঁর বক্ত আড়ন্ট করে কল্পনায় ভেসে উঠতে লাগল সম্ভাব্য ভবিষ্যতের যত ছবি।

পিটার্সবৃংগ্রেখন গাড়ি থেকে নামলেন, বিনিদ্র রাতের পর নিজেকে মনে হচ্ছিল চাঙ্গা, তরতাজা যেন ঠান্ডা জলে শ্বান সেরে এলেন। আরা বেরিয়ে আসার প্রতীক্ষায় নিজের ওয়াগনের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। মনে মনে তিনি বলছিলেন, আপনা থেকে মৃথে ফুটে উঠেছিল হাসি, 'আরো একবার তাকে দেখব, দেখব তার গতিভিঙ্গিমা, তার মৃখ, কিছু একটা বলবে, নথা ফেরাবে, তাকাবে, হাসবে হয়ত-বা।' কিন্তু আল্লাকে দেখবার আগেই তিনি দেখতে পেলেন তার স্বামীকে, ভিড়ের মধ্যে স্টেশন মাস্টার সসম্মানে ার পথ করে দিচ্ছিল। 'ও হাাঁ, স্বামী!' শৃথ্যু এখনই শুন্ স্কি পরিজ্ঞার বিজেন যে আল্লার সঙ্গে বাঁধা রয়েছে তাঁর স্বামী। তিনি জ্ঞানতেন যে

আমার স্বামী আছেন, কিন্তু তাঁর অন্তিম্বে বিশ্বাস ছিল না, সে অন্তিম্বে তাঁর পূর্ণ প্রত্যয় জন্মাল শূধ্ যথন দেখলেন তাঁর মাথা, কাঁধ, কালো পেণ্টালনে পরা পা: বিশেষ করে যখন দেখলেন সে স্বামী মালিকানার ভাব নিয়ে বাহালগা করছেন তাঁকে।

আলেক্সোন্দ্রভিচের তাজা পিটার্সবৃগাঁ মৃখ, সামান্য ন্রেপড়া পিঠ, গোল টুপি পরা কঠোর আত্মবিশ্বাসী মৃতি যখন তিনি দেখলেন, একটা অপ্রীতিকর অনুভূতি হল তাঁর, যেমন হয় তৃঞ্চার্ত মানুষ উৎসের কাছে পৌ'ছে যখন দেখে যে কুকুর, ভেড়া, বা শ্রেরার সেখানে জল থেয়ে তা ঘোলা করে রেখেছে। গোটা কোমর ঘ্রিরে ঘ্রিরে ঘ্রিরে ভোঁতা ভোঁতা পায়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের চলন ভিঙ্গটাই বিশেষ অপমানকর ঠেকল দ্রন্দিকর কাছে। আলাকে ভালোবাসার সন্দেহাতীত অধিকার একমাত্র তাঁরই আছে বলে দ্রন্দিকর ধারণা ছিল। কিন্তু আলা ঠিক সেই একইরকম; তাঁর দর্শনে তাঁকে প্রভাবিত করল, দৈহিকভাবে তাঁকে সেই একইরকম চাঙ্গা আর আন্দোলিত করে তুলে, বৃক আনন্দে ভরে দিয়ে। দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে যে জার্মান চাপরাশি তাঁর কাছে ছুটে আস্হাছিল তাকে তিনি মালপত্র নিয়ে যেতে বলে এগিয়ে গেলেন আলার দিকে। স্বার সঙ্গে স্বামীর প্রথম সাক্ষাণ্টা তিনি দেখলেন, স্বামীর সঙ্গে আলার কথায় সামান্য সংকোচের লক্ষণ তাঁর চোখে পড়ল প্রেমিকের অন্তদ্বিটতে। নিজেই তিনি স্থির করে নিলেন, 'না, ওকে সে ভালোবাসে না, ভালোবাসতে পারে না।'

যখন তিনি পেছন থেকে আন্না আর্কাদিয়েভনার দিকে আসছিলেন তখন এটা লক্ষ্য করে তাঁর আনন্দ হয়েছিল যে আন্না তাঁর কাছিয়ে আসা টের পাচ্ছেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁকে চিনতে পেরে আন্না আবার স্বামীর দিকে ফিরলেন।

একসঙ্গে আল্লা এবং স্বামীর উদ্দেশে মাথা ন্ইয়ে এবং অভিনন্দনটা স্বামীরই উদ্দেশে, সেটা গ্রহণ করা বা না করা তাঁর খ্রিশ, এটা তাঁকে ব্রুত দিয়ে ভ্রন্স্কি শ্বালেন, 'রাতটা ভালো কেটেছে তো?'

'ধন্যবাদ, চমংকার কেটেছে' — আল্লা বললেন।

মুখখানা তাঁর মনে হল ক্লান্ত, কখনো হাসিতে, কখনো চোখে প্রাণোচ্ছনসের যে খেলা দেখা যেত সেটা নেই । কিন্তু দ্রন্দিকর প্রতি দ্ভিপাতে এক মুহুতের জন্য কী যেন ঝলক দিল তাঁর চোখে আব তক্ষ্নি শিখাটা নিবে গেলেও দ্রন্দিক এই মুহুতেটুকুর জন্যই খ্লি হয়ে

উঠলেন। দ্রন্দ্রিককে স্বামী চেনে কিনা জানবার জন্য আল্লা তাকালেন তাঁর দিকে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ দ্রন্দ্রির দিকে চাইলেন অসন্তোষের সঙ্গে, ভূলো মনে ভাবতে চেম্টা করলেন কে এটি। যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের মতো এক্ষেত্রে ঠোকাঠুকি হল দ্রন্দ্রির অচণ্ডলতা ও আত্মবিশ্বাস এবং আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের নির্ত্তাপ আত্মবিশ্বাসের মধ্যে।

আলা বললেন, 'ইনি কাউণ্ট দ্রন্দিক।'

'ও! মনে হচ্ছে আমরা পরিচিত' — হাত বাড়িয়ে দিয়ে উদাসীনভাবে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। 'গেলে মাকে সঙ্গে করে, ফিরলে ছেলেকে নিয়ে' — বললেন তিনি স্কুপষ্ট উচ্চারণে, যেন প্রতিটি শব্দে এক-একটা র্ব্ল দান করছেন। 'আপনি বোধ হয় ছ্বটিতে?' কিস্তু উত্তরের অপেক্ষা না করে তাঁর রহস্যের স্কুরে দ্বীর দিকে ফিরে শ্বধালেন, 'তা বিচ্ছেদের সময় কত চোখের জল পড়েছিল মন্দেরায়?'

শ্বীর দিকে ফিরে এই কথা বলে তিনি দ্রন্দিককে ব্ঝতে দিলেন যে তাঁরা একা থাকতে চান, এবং দ্রন্দিকর দিকে ফিরে টুপিতে হাতও ঠেকালেন। দ্রন্দিক কিন্তু আল্লা আর্কাদিয়েভনাকে উদ্দেশ করে বললেন:

'আশা করি আপনাদের ওখানে যাবার সম্মান পাব?'

ক্লান্ত চোখে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ চাইলেন দ্রন্স্কির দিকে। বললেন:

'খ্ব খ্রিশ হব। প্রতি সোমবার আমাদের বাড়ির দরজা খোলা।' তারপর তাঁকে একেবারে উপেক্ষা করে স্ত্রীকে জানালেন, 'কী ভালোই না হল, তোমাকে নিতে আসার, তোমার প্রতি আমার অন্রাগ দেখাবার জন্যে আধ ঘণ্টা সময় পেয়ে গেছি' — বলে চললেন সেই একই রহস্যের স্কুরে।

'তোমার অন্রাগের কথা তুমি এতই তুলে ধরো যে তার কদর করা আমার পক্ষে মৃশকিল' — পেছন পেছন আসা দ্রন্স্কির পদশব্দে অজান্তেই কান পেতে আমা বললেন সেই একই রহস্যের স্বরে। তারপর ভাবলেন, 'ওতে আমার কী এসে যায়?' এবং শ্ধাতে লাগলেন ওঁর না থাকায় সেরিওজা সময় কাটিয়েছে কেমন।

'ওহ্ চমৎকার! মারিয়েট বলছে ভারি লক্ষ্মীর মতো ছিল, আর আমাকে একটু নিরাশ করতে হচ্ছে... তোমার স্বামীর মতো ওর তেমন মন কেমন করে নি তোমার জন্যে। তবে এ দিনটা যে আমায় দিলে তার জন্যে আরো একবার mersi গো। আমাদের আদরণীয়া সামোভার একেবারে আনন্দে নেচে উঠবেন।' (খ্যাতনামী কাউন্টেস লিদিরা ইভানোভনাকে তিনি সামোভার বলতেন, কেননা সর্বদা এবং সবিকছ্ নিয়েই তিনি উদ্বিপ্প ও উত্তেজিত হয়ে উঠতেন)। 'তোমার কথা জিগ্যেস করছিলেন তিনি; সাহসকরে একটা উপদেশ দিই, আজই ওঁর কাছে গেলে পারো। সবিকছ্র জন্যেই তো ওঁর মন টাটায়। এখন তাঁর অন্য সমস্ত দ্ভাবনা ছাড়াও অব্লোনস্কিদের প্রনির্মালন নিয়ে তিনি ভাবিত।'

কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা আন্নার স্বামীর বন্ধ্ব এবং পিটার্সবিহ্নর্গ সমাজের একটি চক্রের কেন্দ্র, স্বামী মারফত আন্না তাঁর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

'আমি তো ওঁকে চিঠি দিয়েছি।'

'কিন্তু সমস্ত খ্ণিটনাটি যে ওঁর জানা দরকার। ক্লান্ত না হয়ে থাকলে যাও-না গো। তোমাকে গাড়ি করে নিয়ে যাবে কন্দ্রাতি, আমি চললাম কমিটিতে। ফের আর একা-একা খাওয়া সারতে হবে না' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বলে চললেন, কিন্তু তাতে রহস্যের স্ক্র আর ছিল না. 'কী যে অভ্যেস হয়ে গেছে বিশ্বাস করবে না...'

বহ্মণ হাতে চাপ দিয়ে তিনি বিশেষ রকমের একটু হাসি হেসে আমাকে গাড়িতে তুলে দিলেন।

n son

বাড়িতে ফিরে প্রথম যার সঙ্গে দেখা হল সে তাঁর ছেলে। গৃহশিক্ষিকার চেটামেচি সত্ত্বে সে সোল্লাসে 'মা, মা!' বলে চিংকার করতে করতে ধেয়ে নামল সিট্ দিয়ে। গলা জড়িয়ে ধরল তাঁর।

গৃহশিক্ষিকার উদ্দেশে চ্যাঁচাল, 'আমি যে আপনাকে বললাম যে মা! আমি আগেই জানতাম!'

আর স্বামীর মতো ছেলেকে দেখেও আমার যে অন্তুতি হল সেটা মোহভঙ্গের মতো। আসলে সে যা, তার চেয়ে ছেলেকে ভালো বলে কল্পনা করেছিলেন তিনি। ছেলেটি যা, সেইভাবেই তাকে নিয়ে তৃপ্তি পেতে হলে তাঁকে বান্তবতায় নেমে আসতে হয়। কিন্তু ছেলেটি যা, তাতে, তার হালকা রঙের কোঁকড়া চুল, নীল চোখ আর আঁটো মোজায় প্রুফু স্ঠাম পায়ে তাকে সত্যিই মিন্টি লাগছিল। তার নৈকটা ও আদর অনুভব করে আশ্রা প্রায় দৈহিক একটা পরিতৃপ্তিই বোধ করছিলেন। তার সরল, বিশ্বাসভরা শ্লেহময় দ্বিট দেখে, তার সহজ সব প্রশ্ন শ্বনে একটা নৈতিক প্রশাস্তি লাভ করলেন তিনি। ডিল্লির ছেলেমেয়েরা যেসব উপহার পাঠিয়েছিল সেগর্বল তিনি বার করলেন, ছেলেকে বললেন মন্কোয় তানিয়া নামে কেমন একটি মেয়ে আছে, সে পড়তে পারে, এমনকি অন্যদেরও শেখায়।

'আমি কি তাহলে খারাপ ওর চেয়ে?' সেরিওজা শুধাল। 'আমার চোখে তুই দুনিরায় সবার সেরা।' 'আমি তা জানি' — হেসে সেরিওজা বললে।

আল্লা কফি খাওয়া শেষ করে উঠতে না উঠতেই কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনার আগমনবার্তা এল। কাউন্টেস দীর্ঘ স্থ্লাঙ্গী মহিলা, মৃথের রঙ কেমন অস্স্থ, হলদেটে, চিন্তামগ্ন অপ্রে কালো চোখ। আল্লা তাঁকে ভালোবাসতেন, এখন তাঁকে যেন এই প্রথম দেখলেন তাঁর সমস্ত খাত সমেত। 'তা কী ভাই, আলিভ শাখা দিলে?' ঘরে ঢুকেই কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা জিগোস করলেন।

'হ্যাঁ, সব চুকে গেছে, তবে আমরা যা ভেবেছিলাম তেমন গ্রের্থপ্রণ কিছ্ব নয়' — আল্লা জবাব দিলেন, 'আমার belle-soeur* বড়ো বেশি গোঁযার গোছের।'

কিন্তু যার সঙ্গে তাঁর সংস্পর্শ নেই এমন স্বকিছ্বতে আগ্রহী হলেও যাতে তাঁর আগ্রহ তা না শোনার একটা অভ্যাস ছিল কাউন্টেসের। আল্লাকে বাধা দিয়ে তিনি বললেন:

'হাাঁ দ্বনিয়ায় দ্বঃখকণ্ট অনেক, আজ আমি একেবারে জেরবার হয়ে গেছি।'

'কেন, কী হল?' হাসি চাপার চেষ্টা করে জিগ্যেস করলেন আমা।

'সত্যের জন্যে খামকা লড়তে গিয়ে আমি হাঁপিয়ে উঠি, একেবারেই জেরবার হয়ে পড়ি মাঝে মাঝে। 'ভাগনীগণের' ব্যাপারটা (এটি হল লোকহিতৈষী ধর্মীর-দেশপ্রোমক একটি প্রতিষ্ঠান) বেশ চমংকার শ্রের্ হর্মেছিল, কিস্তু এই ভদ্রলোকদের দিয়ে কিছ্ই করা সম্ভব নয়' — ভাগ্যের কাছে ব্যঙ্গাত্মক আত্মসমর্পণের স্বরে কাউপ্টেস যোগ দিলেন, 'ভাবনাটা

^{*} বৌদি (ফরাসি)।

র্ত্তরা লাফে নিলেন, তাকে বিকৃত করলেন, এখন তুচ্ছ অকিণ্ডিংকর সব ষ্বান্তি দিচ্ছেন। দা তিনজন লোক, আপনার স্বামী তাঁদের একজন — ব্যাপারটার গান্ধান্ত বোঝেন, অনোরা জানেন কেবল পশ্ড করতেই। কাল প্রাভ্ দিনের চিঠি পেরেছি।

প্রান্ডাদন হলেন বিদেশের একজন নামকরা নিখিল-স্লাভপন্থী, কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা বলতে লাগলেন চিঠিতে কী আছে।

তারপর গির্জাগ্মলিকে সম্মিলিত করার বিরুদ্ধে কীসব বিচ্ছিরি ব্যাপার আর ঘোঁট চলছে তাঁর কথা বললেন এবং তাড়াহ্মড়ো করে চলে গোলেন কেননা সেই দিনই তাঁকে একটা সমিতির অধিবেশনে যোগ দিতে এবং স্লাভ কমিটিতে যেতে হবে।

মনে মনে আমা ভাবলেন, 'এ সবই তো আগেও হয়েছে অথচ তখন লক্ষ্য করি নি কেন? নাকি আজ বড়ো চটে আছেন? আসলে কিন্তু হাস্যকর: ওঁর লক্ষ্য লোকহিত, খিঞান উনি, অথচ সব সময় উনি রেগে আছেন. সবাই ওঁর শন্ত্র, আর শন্ত্র কিনা খিঞাইমা আর পরহিতের ব্যাপারেই।

কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার পর এলেন আল্লার বান্ধবী, ডিরেক্টরের স্বা, শহরের সমস্ত খবর দিলেন। তিনটের সময় তিনিও চলে গেলেন. কথা দিলেন ডিনারের সময় আসবেন। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ছিলেন মন্দ্রী দপ্তরে। একা থেকে আল্লা ডিনার পর্যন্ত সময়টুকু কাটালেন ছেলের খাওয়ার সময় উপস্থিত থাকার জন্য (ছেলে সর্বদাই খায় একা), তা ছাড়া নিজের জিনিসপত্র গোছানো. যেসব চিঠিপত্র টেবিলে জমেছে তা পড়ে জবাব দিতেও সময় গেল।

ট্রেনে আসার সময় যে অকারণ লজ্জাবোধ আর অস্থিরতা তাঁকে পেয়ে বর্সোছল তা একেবারে অন্তর্ধান করল। জীবনের অভ্যন্ত পরিস্থিতিতে ফের নিজেকে সন্দৃঢ় ও ভর্ণসনাতীত বলে মনে হল তাঁর।

গত কালের ঘটনাগ্নলো মনে করে অবাক লাগল তাঁর। 'হয়েছিলটা কী! কিছনুই না। বোকার মতো কথা বলেছিল দ্রন্দিক, সহজেই তা চুকিয়ে দেওয়া যায়. আমিও যা উচিত ছিল তেমনি জবাব দিয়েছি। এ কথা বলার দরকার নেই স্বামীকে। তা উচিতও নয়। বলা মানে যায় গ্রেছ নেই তাতে গ্রেছ দেওয়া।' তাঁর মনে পড়ল যে একবার পিটার্সবিহুর্গে তাঁর স্বামীর অধীনস্থ একটি যাবক যে তাঁর কাছে প্রেমের স্বীকৃতি জানিয়েছিল। সে কথা তিনি স্বামীকে বলেছিলেন। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ জবাব

দিয়েছিলেন যে সমাজে থাকলে যেকোনো নারীর ক্ষেত্রেই এমনটা ঘটতে পারে, তবে আন্নার মান্নাজ্ঞানে তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস আছে, ঈর্ষিত হয়ে আন্নাকে এবং নিজেকে হীন হতে তিনি কখনো দেবেন না। তার মানে বলার কারণ নেই কোনো? সত্যি, যাক ভগবান, বলার আছেই বা কী' — মনে মনে ভাবলেন আন্না।

11 00 11

মন্ত্রী দপ্তর থেকে আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ ফিরলেন চারটের সময়, কিন্তু প্রায়ই যা ঘটে থাকে, আন্নার কাছে যাবার ফুরসং পেলেন না। তিনি তাঁর কেবিনেটে ঢকলেন অপেক্ষমাণ উমেদারদের সঙ্গে কথা কইতে এবং কার্যাধ্যক্ষের পাঠানো কতকগুলো কাগজ সই করতে। ডিনারের জন্য এসেছিলেন (কারেনিনদের বাড়িতে সর্বদাই ডিনারে হাজির থাকে জনা তিনেক করে লোক): আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচের বন্ধা জেঠততো দিদি, ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর সন্দ্রীক এবং একটি যুবক, চাকুরির জন্য তাকে স্পারিশ করা হয়েছে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে। আলা ডুয়িং-র মে এলেন এ'দের নিয়ে বাস্ত থাকতে। ঠিক পাঁচটায় প্রথম পিটারের রোঞ্জ ঘডিতে পঞ্চম ঘণ্টা বাজতে না বাজতেই আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ শাদা টাই বে'ধে দুটো তারা লাগানো ফ্রক-কোটে ভেতরে ঢুকলেন, কেননা খাওয়ার পরেই তাঁকে বেরুতে হবে। আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ জীবনের প্রতিটি মুহুতেই কর্মব্যস্ত, সব গোনাগাঁথা। আর প্রতি দিন তাঁর যা করার কথা সেটা করে উঠতে পারার জন্য তিনি কড়া নিয়মান,বতিতা মেনে চলতেন। তাঁর মূলমন্ত্র ছিল, 'তাড়াহ্মুড়াও নয়, বিশ্রামও নয়।' হলে ঢুকে স্বার উল্দেশে মাথা নোয়ালেন তিনি বৌষের দিকে চেয়ে হেসে তাডাতাডি থেতে বসলেন।

'হাাঁ, আমার একাকিত্ব ফুরলো। তুমি ভাবতে পারবে না একা-একা খাওয়া কী অস্বস্থিকর' (অস্বস্থিকর কথাটায় জোর দিলেন তিনি)।

খাওয়ার সময় তিনি মস্কোর ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে কথা কইলেন স্ত্রীর সঙ্গে, একটু ঠাট্টার হাসি ফুটিয়ে জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচের খবর; তবে কথাবার্তা হল প্রধানত সাধারণ প্রসঙ্গ, পিটার্সবিহর্গের চাকরিবাকরি আর সামাজিক ব্যাপার নিয়ে। খাবারের পর তিনি অতিথিদের সঙ্গে

কাটালেন আধ ঘণ্টা, তারপর হাসিমুখে বোরের হাতে চাপ দিয়ে বেরিরে গেলেন পরিষদ সভার বাবার জন্য। আল্লা এবার প্রিন্সেস বেট্সি ত্ভেস্পারার কাছেও গেলেন না, আমা ফিরেছেন শুনে তিনি সন্ধ্যায় ডেকেছিলেন তাঁকে গেলেন না খিয়েটারেও, আজ সেখানে তাঁর জন্য একটা ভেবেছিলেন সে গাউনটা তখনো তৈরি হয় নি। অতিথিরা চলে যাবার পর নিজের বেশভ্ষা দেখতে গিয়ে খুবই বিরক্তি ধরেছিল আমার। খুব দামী সাজপোশাক না করায় আল্লা পারদর্শিনী। মন্স্কো যাবার আগে তিনি তিনটে গাউন দক্তি মেয়েকে দিয়েছিলেন ঢেলে সাজার জন্য। এমনভাবে তাদের খোল-নলচে পালটাবার কথা যাতে প্রবনো বলে চেনা না যায়, আর তা তৈরি হয়ে যাওয়া উচিত ছিল তিন দিন আগেই। দেখা গেল দুটি গাউন একেবারেই তৈরি হয় নি, আর যেটা তৈরি হয়েছে সেটাও আলা যা চেয়েছিলেন তেমনভাবে নয়। দক্তি মেয়ে এসেছিল কৈফিয়ত দিতে. বোঝালে যে এইটেই বেশি ভালো হবে. আন্না এমন ক্ষেপে উঠলেন যে পরে সে কথা মনে করতেও লম্জা হচ্ছিল তাঁর। একেবারে শান্ত হবার জন্য তিনি গেলেন শিশ,কক্ষে, সারা সদ্ধে কাটালেন ছেলের সঙ্গে, নিজেই তাকে **र**भाग्नारमन, कुरूभ करत एएक मिल्मन रमभ मिरस। रकाथा यान नि वर्ल আনন্দ হল তাঁর, সন্ধেটা তাঁর কাটল চমংকার। নিজেকে ভারি হালকা আর নিশ্চিন্ত মনে হচ্ছিল তাঁর, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন যে রেলগাড়িতে তাঁর কাছে যা খুবই তাৎপর্যময় মনে হয়েছিল তা কেবল সমাজ-জীবনের একটা মাম্লি অকিণ্ডিংকর ঘটনা মাত্র, কারো কাছে, নিজের কাছেও লম্জায় মাথা হে^{*}ট করার মতো কিছু, নেই। একটা ইংরেজি উপন্যাস নিয়ে ফায়ারপ্রেসের কাছে বসে তিনি স্বামীর অপেক্ষা করতে লাগলেন। ঠিক সাড়ে নটায় তাঁর ঘণ্টি শোনা গেল। ঘরে ঢুকলেন তিনি।

তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে আন্না বললেন 'অবশেষে এলে ষা হোক।' হাতে চুম্ দিয়ে উনি বসলেন তাঁর কাছে। বললেন:

'দেখতে পাচ্ছি তোমার যাত্রাটা বেশ ভালোই উৎরেছে।'

'খ্বই ভালো' — জবাব দিয়ে আন্না সবকিছ্ব বলতে লাগলেন গোড়া থেকে: শ্রীমতী দ্রন্সকায়ার সঙ্গে তাঁর যাওয়া, পেশছনো, রেললাইনে দ্বটনা। পরে বললেন প্রথমে ভাইয়ের জন্য পরে ডল্লির জন্য তাঁর যে কল্ট হরেছিল সে কথা। 'তোমার ভাই হলেও অমন লোককে ক্ষমা করা চলে বলে আমি মনে করি না' — কড়া করে বললেন আলেক সেই আলেক সাম্প্রভিচ।

আন্না হাসলেন। তিনি ব্বঞ্ছেলেন যে কথাটা তিনি বললেন এইটে দেখাবার জন্য যে আত্মীয়তার কথা ভেবে নিজের অকপট অভিমত জানানো থেকে তিনি বিরত থাকতে পারেন না। স্বামীর চরিত্রের এই দিকটা আন্না জানতেন এবং সেটা তাঁর ভালো লাগত।

উনি বলে চললেন, 'যাক, সব ভালোয় ভালোয় চুকল, ভূমিও এসে গেলে, এতে আমি খুনি। তা পরিষদে আমি যে ব্যবস্থাটা পাশ করিয়ে নিয়েছি, সে সম্পর্কে ওখানে কী বলছে লোকে?'

ওই ব্যবস্থাটার কথা আহ্না কিছ্বই শোনেন নি। ওঁর কাছে যা অত গ্রবৃত্বপূর্ণ সেটা তিনি অমন অনায়াসে ভূলে যেতে পেরেছিলেন ভেবে তাঁর লম্জা হল।

'এখানে কিন্তু ওটা প্রচুর সোরগোল তুলেছে' — স্বামী বললেন আত্মতৃপ্ত হাসিমুখে।

আন্না ব্রুতে পারছিলেন যে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এই ব্যাপার নিয়ে তাঁর নিজের কাছে প্রীতিকর কিছ্র একটা জানাতে চান, আন্নাও প্রশন করে করে তাঁকে সেই প্রসঙ্গে টেনে আনলেন। উনিও সেই একই আত্মতৃপ্ত হাসি নিয়ে বললেন ব্যবস্থাটা পাশ হবার পরে কী জয়ধর্নি লাভ করেছিলেন তিনি।

'অত্যন্ত, অত্যন্ত আনন্দ হয়েছিল আমার। এতে প্রমাণ হয় যে ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের একটা ব্যক্তিমন্ত দঢ়ে দ্ভিভিঙ্গি দানা বাঁধছে।'

ক্রিম আর রুটি সহযোগে দ্বিতীয় কাপ চা শেষ করে তিনি কেবিনেটে গেলেন। বললেন

'কিন্তু, তুমি কোথাও গেলে না যে; নিশ্চয় একঘেয়ে লেগেছে।' 'না, না!' উঠে দাঁড়িয়ে হল দিয়ে ওঁকে কেবিনেটে এগিয়ে দিতে দিতে আল্লা বললেন। জিগোস করলেন, 'ভূমি এখন কী পড়ছ?'

'এখন পড়ছি Duc de Lille, 'Poésie des enfers'* চমংকার বই।
আমা হাসলেন যেভাবে লোকে হাসে প্রিয়ন্তনের দর্বলতায়। বাহ্লগ্র
করে তিনি ওঁকে পেণছে দিলেন কেবিনেটের দরন্তা পর্যস্ত। আমা জানতেন

* ডিউক দ্য লিল, 'নরকের কবিতা' (করাসি)।

উর অভ্যাস সদ্ধার পড়া, যা একটা আর্বাশাকতা হরে দাঁড়িরেছে। জানতেন বে চার্বরের কাজে তাঁর প্রায় সমস্তটা সমর খেরে গেলেও মনীষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সমস্ত ঘটনা অনুসরণ করা তাঁর কর্তব্য বলে তিনি গণা করতেন। আরা এও জানতেন যে তাঁর সত্যকার আকর্ষণ ছিল রাজনৈতিক, দার্শনিক, ধর্মাতাত্ত্বিক বইরে, কান্তিকলা একেবারেই তাঁর প্রকৃতিবির্ভুদ্ধ, কিন্তু তা সত্ত্বেও, কিংবা বলা ভালো সেই কারণেই এক্ষেত্রে যা কোলাহল তুলেছে তার কিছ্ই আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বাদ দিতেন না, সবকিছ্ব পড়া তাঁর কর্তব্য বলে তিনি ভাবতেন। আরা জানতেন যে রাজনীতি, দর্শন, ধর্মাতত্বের ক্ষেত্রে তাঁর মনে প্রদ্ন উঠত অথবা কিছ্ব একটার সন্ধান করতেন, কিন্তু দিলপ বা কবিতা, বিশেষ করে সঙ্গীতের বোধ আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কিছ্ই ছিল না, এগালি সম্পর্কে খ্বই স্নুনির্দিষ্ট ও দৃঢ় মতামত পোষণ করতেন তিনি। শেক্সপিয়র, রাফারেল, বেটোফেনকে নিয়ে, কবিতা ও সঙ্গীতের নতুন ধারা নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসতেন তিনি এবং খ্ব স্কুপণ্ট সঙ্গিততে এগালি তিনি ভাগ করে রাখতেন।

কেবিনেটে ইতিমধ্যে তাঁর জন্য বাতির ওপর শেড আর কেদারার কাছে একপার জল রাখা হরেছিল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আহাা বললেন, 'তা ষাও. পড়ো গে। আমি চিঠি লিখব মস্কোয়।'

উনি আলার হাতে চাপ দিয়ে ফের চুমু খেলেন।

নিঞ্জের ঘরে এসে আলা মনে মনে ভাবলেন, 'হতই বলো, উনি ভালো মান্য, সত্যনিষ্ঠ, সহদয়, নিজের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট' — যেন কেউ ওঁর দোষ ধরে বলেছে যে ওঁকে ভালোবাসা চলে না, তার বিরুদ্ধে আলা সমর্থন করছেন ওঁকে। 'কিন্তু কানটা অমন অন্তুতভাবে বেরিয়ে আছে কেন? নাকি চুল কেটেছে বলে?'

ঠিক বারোটার সময় আলা যখন তখনো লেখার টেবিলে ডল্লির কাছে চিঠি শেষ করছেন, শোনা গেল ঘরোরা পাদ্বকার মাপা তালে শব্দ, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এসে দাঁড়ালেন তাঁর কাছে — হাত-ম্থ ধোরা, চুল আঁচড়ানো, বগলে একখানা বই।

'শেষ করো গো, রাত হল' — বিশেষ ধরনের একটা হাসি হেসে এই কথা বলে তিনি শোবার ঘরে গেলেন।

'কিন্তু ওঁর দিকে অমন করে চাইবার কী অধিকার আছে ওর?'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের দিকে ভ্রন্স্কির চাউনিটা মনে পড়ার আল্লা ভাবলেন।

পোশাক ছেড়ে আমা ঢুকলেন শোবার ঘরে, কিন্তু মন্ফো থাকার সময় যে সঙ্গীবতা তাঁর চোখে আর হাসিতে ছলকে উঠছিল তা আর ছিল না শন্ধ্ তাই নয়; বরং মনে হল আগন্ন তাঁর মধ্যে এখন নিবে গেছে অথবা লন্কিয়ে পড়েছে দ্রে কোথাও যেন।

11 98 11

পিটার্সবিক্র্য ছেড়ে যাবার সময় ভ্রন্সিক তার মুক্র্যার রাস্তার বড়ো ফ্র্যাটখানা রেখে গিয়েছিলেন তাঁর বন্ধু ও প্রিয়পার পেত্রিংস্কির হেফাজতে। পোত্রংম্ক হলেন এক নবীন লেফটেন্যাণ্ট, বংশমর্যাদ্য বিশেষ নেই, ধনী তো ননই, দেনায় আকণ্ঠ ডোবা, সন্ধায় সর্বদা মাতাল, প্রায়ই নানা হাসাকর এবং নোংরা ঘটনাদির জন্য হাজতে যেতে হয়, তবে বন্ধবোদ্ধব আর ওপরওয়ালার প্রিয়পাত। রেল স্টেশন থেকে বারোটার সময় নিজের ফ্ল্যাটের কাছে এসে ভ্রনম্পি দেখলেন গেটের কাছে তাঁর পরিচিত একটা ভাডাটে গাড়ি। ঘণ্টি দিতে তিনি শ্নলেন ভেতর থেকে প্রেয়েষর হোহো হাসি, মেয়েলী গলায় বকবকানি, আর পোত্রংদ্কির চিংকার, 'বদমাইসদের কেউ হলে ঢুকতে দিও না!' চাপরাশিকে তাঁর আসার কথা জানাতে না বলে ভ্রন্স্কি ঢুকলেন প্রথম ঘরখানায়। পেতিংস্কির বান্ধবী ব্যারনেস শিল্ভন তার বেগনে রেশমী গাউন আর কোঁকড়া চুলের লালচে মুখখানা ঝলমলিয়ে তাঁর প্যারিসী ব্লিতে ক্যানারি পাখির মতো গোটা ঘরখানা মুর্খারত করে গোল টেবিলের সামনে বসে কফি বানাচ্ছিলেন। ওভারকোট পরা পেত্রিংস্কি আর পরুরো উদি পরা ক্যাপটেন কামেরোভস্কি, নিশ্চর সোজা ডিউটি-ফেরত, বসে আছেন ব্যারনেসকে ঘিরে।

'রেভো! দ্রন্স্কি!' সশব্দে চেরার ঠেলে লাফিয়ে উঠে চে'চালেন পোঁহংস্কি, 'খোদ গৃহকর্তা! ব্যারনেস, ওর জন্যে নতুন কফিপট থেকে কফি। আশাই করি নি! আশা করি তোর কেবিনেটের নতুন শোভাটিতে তুই খ্রিশ' — ব্যারনেসকে দেখিয়ে তিনি বললেন, 'তোমাদের পরিচর আছে?'

'থাকবে না মানে!' ফুর্তিতে হেসে ব্যারনেসের ছোট্ট হাতখানায় চাপ দিয়ে দ্রন্দিক বললেন, 'আমরা যে প্রেনো বন্ধ্!' ব্যারনেস বললেন, 'আপনি পথ পাড়ি দিরে বাড়ি এলেন, তাহলে আমি উঠি। বদি ব্যাঘাত হয় তবে এক্ফ্রনি আমি বাচ্ছি।'

'আপনি বেখানে ব্যারনেস, সেখানেই আপনি বাড়ির লোকের মতো' — প্রন্তিক বললেন। নির্ভাপভাবে কামেরোভস্কির করমদনি করে যোগ দিলেন, 'নমস্কার কামেরোভস্কি।'

বাারনেস পেরিংশ্কির উন্দেশে বললেন, 'আপনি কিন্তু কখনো অমন চমংকার করে কথা কইতে পারেন না।'

'কে বললে? ডিনারের পর আমিও কথা কইব তেমন খারাপ নয়।'

'ডিনারের পর হলে সেটা গ্রণপনা নয়! নিন, আমি আপনাকে কফি দিচ্ছি, হাত-মুখ ধ্রে পরিদ্ধার পরিচ্ছার হয়ে নিন।' এই বলে ফের বসে পড়ে সবত্বে কফিপটের স্কর্ ঘোরাতে লাগলেন ব্যারনেস। পেতিংস্কিকে বললেন, 'পিয়ের, আরেকটু কফি দিন তো।' পেতিংস্কিকে তাঁর উপাধি অন্সরণে তিনি ডাকতেন পিয়ের বলে, ওঁর সঙ্গে নিজের সম্পর্ক তিনি ল্বকোতেন না। 'আরেকটু কফি মেশাই।'

'নষ্ট করে ফেলবেন।'

'না, নন্দ হবে না। কিন্তু আপনার বউ কোথায় ?' বন্ধর সঙ্গে দ্রন্দিকর কথাবার্তায় বাধা দিয়ে হঠাং বলে উঠলেন বাারনেস, 'আমরা তো এদিকে আপনার বিয়ে দিয়ে রেখেছি। বউকে এনেছেন?'

'ना नाजरनम, आधि त्याम इसारे अस्मिष्ट, त्याम इसारे भवन।'

'সে তো আরও ভালো। আপনার হাতখানা দিন।'

এবং শুন্স্কিকে না ছেড়ে দিয়ে রগড়ের ফোড়ন মিশিয়ে তিনি বলতে লাগলেন তার জীবনযাতার সর্বশেষ পরিকলপনার কথা, দ্রন্স্কির পরামর্শ চাইলেন।

'বিবাহবিচ্ছেদে সে রাজি নয়! কিন্তু কী যে আমি করি?' (সে মানে তাঁর স্বামী) 'এখন আমি মামলা আনতে চাইছি। আপনি কী বলেন? কামেরোভস্কি, কফিটা দেখবেন - উথলে উঠল। আপনি দেখছেন যে আমি বান্ত! আমি ভাবছি মামলা আনব, কেননা আমার সম্পত্তি আমি পেতে চাই। জানেন কী বোকার মতো কথা, আমি নাকি বিশ্বাসঘাতিনী' — বললেন ছোবভরে, 'আর সেই কারণে সে আমার সম্পত্তি ভোগ করতে চার।'

ত্রন্দিক সন্তোবের সঙ্গে স্কুলরী নারীর এই আম্বেদ বকবকানি শ্নে বাচ্ছিলেন, সার দিছিলেন তাঁর কথায়, আধারহস্যে উপদেশও বিতরণ করছিলেন এবং মোটের ওপর এই ধরনের নারীর সঙ্গে তিনি যেভাবে কথা বলেন, সেই অভ্যন্ত স্রুরটায় তক্ষ্মনি ফিরে গেলেন। তাঁর পিটার্সব্গাঁ দ্নিরায় সমন্ত লোক ছিল একেবারে দ্বই বিপরীত ভাগে বিভক্ত। একদল নিচু জাতের লোক, মাম্লি, হাঁদা এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, হাস্যকর; এরা বিশ্বাস করে যে একজন স্বামীকে সেই একজন স্থার সঙ্গেই থাকতে হবে, যার সাথে তার বিয়ে হয়েছে। কুমারীকে হতে হবে অপাপবিদ্ধ, নারীকে রীড়ামরী, প্রুর্বকে প্রুর্বোচিত, সংঘত, দ্যু, ছেলেমেয়েদের মান্য করে তুলতে, রুজি রোজগার করতে, দেনা শ্যুর্তে এবং এই ধরনের নানান হাঁদামি করে যেতে হবে। এরা হল সেকেলে ও হাস্যকর ধরনের লোক। কিন্তু আরেক ধরনের লোক আছে, আসল লোক, তাঁরা যে দলে পড়েন। এদের সর্বোপরি হওয়া চাই স্মাজিত, রুপবান, মহান্ভব, সাহসাঁ, ফুর্তিবাজ, লক্জায় এতটুকু লাল না হয়ে যারা যত রকম বাসনে আসক্ত হয় আর বাকি স্বিকছ্ব ওড়ায় হেসে।

মন্দের একেবারে ভিন্ন জগতের অভিজ্ঞতার পর প্রন্দিক বিম্চ হয়েছিলেন শ্ব্ব প্রথম মৃহ্তিটাতেই। কিন্তু তক্ষ্মি যেন প্রনো জ্বতোয় পা ঢোকালেন, চলে গোলেন নিজের প্রতিন, আম্দে, প্রীতিকর জগতে।

কফি কিন্তু আর তৈরি হল না। উথলে উঠে তা ছিটকে পড়ল সবার গায়ে এবং তাই ঘটাল যার প্রয়োজন ছিল, যথা হাসি ও হ্রোড়ের উপলক্ষ, দামী গালিচা ও বাারনেসের গাউন ডিজিয়ে দিল তা।

'তাহলে এবার বিদায়, নইলে কখনোই আপনি গা ধোবেন না আর আমার বিবেকে বি'ধে থাকবে সম্জন লোকের যা প্রধান অপরাধ --অপরিচ্ছন্নতা। তাহলে আপনি বলছেন গলার কাছে ছোরা ধরে রাখতে?'

'অবশাই এবং এমনভাবে যাতে আপনার হাতথানা থাকে তার ঠোঁটের কাছে। ও আপনার হাতে চুম্ন খাবে এবং সব ভালোয় ভালোয় মিটে বাবে' জবাব দিলেন ভ্রন্মিক।

'তাহলে আজ ফ্রাসি থিয়েটারে!' গাউন খসখস করে ব্যারনেস উধাও হলেন।

কামেরোভঙ্গ্লিও উঠে দাঁড়ালেন। দ্রন্গ্লিক তাঁর হাতে চাপ দিয়ে তাঁর চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই ল্লানাগারে ঢুকলেন। তিনি বখন হাতম্থ ধ্রিছলেন, পেত্রিংস্কি সংক্ষেপে তাঁকে বললেন তাঁর অবস্থার কথা, দ্রন্গ্লিক চলে যাওয়ার পর কতটা তা বদলেছে। টাকা একেবারে নেই। বাপ বলে দিয়েছে টাকা দেবে না, তাঁর ধারও শ্ধবে না। দক্লি তাঁর নামে মামলা করতে চার, অনােরাও সােজাস্কি ভর দেখাছে মামলার। রেজিমেন্ট কমাান্ডার জানিরে দিয়েছেন, কেলেন্কারিগ্রলাে না থামালে ইন্তফা দিতে হবে কাজে। ব্যারনেস তাঁকে তিতিবিরক্ত করে তুলেছে, বিশেষ করে এই জন্য যে অনবরত তাঁকে টাকা দিতে চান। আরেকটি আছে, প্রন্তিকার জাত. ব্রেজিমাা নিথ্ত প্রবিয়া ছাঁদ, 'ক্রীতদাসী রেবেকার জাত. ব্রেজিসাা বেরকশেভের সঙ্গেও কাল একচােট গালাগালি হয়ে গেছে। ও ডুয়েলের জন্য দাসের পাঠাতে চেয়েছিল, তবে ব্রুতেই পারছিস, কিছ্ই ও সব হবে না। মাটের ওপর সবই চমংকার, ফুর্তিতে চলছে। এবং বন্ধকে নিজের অবস্থার খ্রিনাটিতে চুকতে না দিয়ে পেত্রিংক্কি তাঁকে জানাতে লাগলেন আকর্ষণীর সমস্ত থবর। নিজের তিন বছরের প্রনাে অতি পরিচিত ক্লাহেনীগর্লি খ্নতে খ্নতে অভান্ত ও নিশ্চন্ত পিটার্সব্রণী জাবনে ফিরে আসার একটা মনােরম অন্ভূতি হল প্রনাম্বর।

'বিলস কী!' যে ওয়াশ-বেসিনে তিনি তাঁর লালচে সবল ঘাড়ে জল ঢালছিলেন, তার পাদানি ছেড়ে দিয়ে চে'চিয়ে উঠলেন, 'বিলস কী!' চে'চিয়ে উঠলেন এই থবর শ্নেন যে লোরা ফেটি'ঙ্গফকে ছেড়ে দিয়ে মিলেয়েভের সঙ্গে জ্বটেছে। 'ও সেই তেমনি বোকা আর খ্লি হয়েই আছে? আর ব্জ্বল্বকভের থবর কী?'

'আর ব্রন্ধ্রন্কভের যা কাণ্ড, তোফা!' চিংকার করলেন পেরিংস্কি, 'ওর নেশা তো বলনাচ, দরবারের একটা আসরও সে বাদ দেয় না। এলাহি এক বলনাচে সে বায় নতুন হেলমেট পরে। নতুন হেলমেটগ্র্লো দেখেছিস? অতি চমংকার, হালকা। ও তো দাঁড়িয়েই আছে... আরে শোন, শোন!'

'শ্নেছিই তো' --- ফু'রো-ফু'রো তোরালেতে গা মাছতে মাছতে প্রন্দিক বললেন।

'কোন এক রাম্মদ্তের সঙ্গে গ্রাণ্ড ডাচেস এলেন, বেচারার কপাল খারাপ, ওঁদের কথাবার্তা চলছিল নতুন হেলমেট নিরে। গ্রাণ্ড ডাচেস ওঁকে নতুন হেলমেট দেখাতে চাইলেন... দেখেন, আমাদের শ্রীমানটি দাঁড়িরে আছে' (পেগ্রিংস্কি দেখালেন কেমনভাবে সে দাঁড়িরে ছিল), 'গ্র্যাণ্ড ডাচেস ওকে বললেন হেলমেটটা দিতে, ও কিন্তু দেয় না। ব্যাপার কী? সবাই ওর দিকে চোখ টেপে, মাথা নাড়ে, ভূরু কোঁচকার। দাও হে! দের না। একেবারে

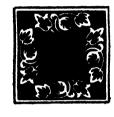
নট নড়নচড়ন। ব্যাপার বোঝ। শুধু ঐ লোকটা রে... কী ষেন নাম... হেলমেটটা নিতে চার। দের না!. তখন হেলমেট ছিনিরে নিরে সে দিল গ্র্যান্ড ডাচেসকে। উনি বললেন, 'এই যে, এই হল গে নতুন।' ছেলমেট উলটিরে ধরলেন, আর ভাবতে পারিস, সেখান থেকে ঝুপ! পড়ল একটা নাশপাতি, বনবন, দু'পাউন্ড বনবন! শ্রীমান এগ্রলি মেরে দিয়েছিলেন!'

দ্রন্দিক হেসে কুটিপাটি। এবং তার অনেক পরেও বন্ধর সঙ্গে কথা বলার সময় হেলমেটের ঘটনাটা মনে পড়ে যেতে তিনি তার শক্ত শ্রেণীবন্ধ দাঁত বার করে হেসে উঠেছিলেন হোহো করে।

সমস্ত থবর শোনার পর চাকরের সাহায্যে উর্দি পরে গেলেন দপ্তরে রিপোর্ট করতে। রিপোর্ট করে উনি ঠিক করলেন যাবেন ভাইয়ের কাছে, বেট্সির কাছে, এবং আরো কয়েকটা জায়গায় যাতে সেই সমাজে যাতায়াত শর্র করতে পারেন যেথানে কারেনিনার দেখা পাওয়া সম্ভব। পিটার্সবির্গে থাকাকালে বরাবরের মতোই তিনি বের্লেন বেশ রাত না হওয়া পর্যন্ত ফিরবেন না বলে।



দিতীয় অংশ



11 5 11

কিটির স্বাস্থ্যের অবস্থা কেমন এবং তার শক্তি পর্নরক্ষারের জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তা স্থির করার জন্য শীতের শেষে ডাক্তারদের

একটি পরামর্শ সভা হল শ্যেরবাং স্কিদের বাড়িতে। অস্থ হয় কিটির, বসস্ত কাছিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য আরো খারাপ হতে থাকে। গ্রহিচিকংসক তাকে দিলেন কর্ডালভার অয়েল, তারপর লোহা, তারপর লাপিস, কিস্তু তার কোনোটাতেই যেহেতু কোনো ফল দিল না এবং যেহেতু তিনি বসস্তে কিটিকে বিদেশে নিয়ে যাবার পরামর্শ দিলেন, তাই নামকরা ডাক্তারকে ডাকা হল। নামকরা ডাক্তার তথনো বৃদ্ধ নন, দেখতে খ্বই স্প্র্র্য, রোগীকে পরীক্ষা করে দেখার দাবি করলেন তিনি। এই জেদ ধরে মনে হল তিনি বিশেষ তুল্টি লাভ করছেন যে কুমারীর লজ্জাটা মাত্র বর্বরতার জের এবং যে প্র্র্য এখনো বৃদ্ধ নয়, সে যে একজন নয় তর্ণীকে টিপেটুপে দেখবে, এর চেয়ে স্বাভাবিক আর কিছ্র হয় না। এটা তাঁর কাছে স্বাভাবিক লেগেছে, কারণ এই কাজই তিনি করছেন প্রতি দিন এবং তাতে তাঁর কিছ্রই মনে হত না, জিনিসটা খারাপ বলে তিনি ভাবতেন না, তাই বালিকার লক্জাকে তিনি শ্বের্য বর্বরতার জের নয়, নিজের প্রতি অপমানকর বলেও গণ্য করতেন।

মেনে নিতে হল, কেননা সমস্ত ডাক্তার একই স্কুলে একই বই পড়লেও এবং একই বিদ্যা জানলেও, আর এই নামকরা ডাক্তারটি পাজি ডাক্তার এমন কথা কেউ কেউ বললেও প্রিন্স-মহিষীর বাড়িতে এবং তাঁর মহলে কেন জানি ধরে নেওয়া হয়েছিল যে একমাত্র এই নামকরা ডাব্ডারটিই বিশেষ কী একটা জিনিস জানেন এবং একমাত্র তিনিই বাঁচাতে পারেন কিটিকে। হতব্যদ্ধি এবং লম্জায় আড়ন্ট রোগীকে মন দিয়ে গা ঠকে ঠকে দেখে নামকরা ডাক্তার স্বত্নে হাত ধুরে গিয়ে দাঁড়ালেন ড্রায়িং-রুমে, কথা কইতে লাগলেন প্রি**ন্সের সঙ্গে। প্রিন্স ভুর**ু কুচকে কাশতে কাশতে তাঁর কথা শ্নছিলেন। প্রিন্স জীবনাভিজ্ঞ লোক, বোকাও নন, রুগ্নও নন, ওযুধপত্তে তাঁর বিশ্বাস ছিল না, গোটা এই প্রহসনটায় তিনি মনে মনে খেপছিলেন, এবং সেটা আরও এই জন্য যে একমাত্র তিনিই বোধ হয় কিটির রোগের কারণ প্ররো ব্রুবতে পারছিলেন। 'ঘেউঘেউয়ে ককর' — শিকারীদের ঝলি থেকে নেওয়া এই শব্দটা মনে মনে নামকরা ডাক্তারের উদ্দেশে প্রয়োগ করে তিনি শুনে যাচ্ছিলেন কন্যার রোগলক্ষণ নিয়ে তাঁর বকবকানি। ডাক্তারও ওদিকে বৃদ্ধ এই নবাবপতের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা কন্টে চেপে রেখে তাঁর বোধগম্যতার মানে নেমে আসছিলেন। তিনি ব্রুবতে পারছিলেন যে ব্দ্রের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই, এ বাড়ির প্রধান হলেন গিল্লি। তাঁর কাছেই তিনি তাঁর মুক্তো ছড়াবেন বলে ঠিক করলেন। এই সময় প্রিন্স-র্মাহষী ড্রায়ং-রুমে এলেন গৃহচিকিংসককে নিয়ে। গোটা এই প্রহসনটা তাঁর কাছে কত হাস্যকর সেটা কারো চোখে পডতে না দেবার জন্য প্রিন্স সরে গেলেন। প্রিন্স-মহিষী হতবৃদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন, বৃঝতে পারছিলেন না কী করবেন। কিটির কাছে নিজেকে দোষী মনে হচ্চিল তাঁর। বললেন:

'আমাদের ভাগ্য গ্রেণ দিন ডাক্তার। সবকিছ্র আমায় বল্ন।' বলতে চাইছিলেন 'আশা আছে কি?' কিন্তু ঠোঁট তাঁর কে'পে উঠল, প্রশ্নটা আর করতে পারলেন না, 'তাহলে ডাক্তার?..'

'এখন প্রিন্সেস, আমার সহকর্মার সঙ্গে একটু কথা কয়ে নিই তারপর আপনাকে আমার মত জানাবার সম্মান পেতে পারব।'

'তাহলে আপনাদের এখানে একলা রেখে যাব?' 'আপনার যা অভিরুচি।'

দীর্ঘাস ফেলে প্রিন্স-মহিষী বেরিয়ে গেলেন।

ওঁরা একলা হতে গৃহচিকিৎসক ভয়ে ভয়ে তাঁর এই অভিমত দিতে *্র্ করলেন যে ক্ষয়রোগ প্রক্রিয়ার শ্রুটা দেখা যাচ্ছে, তবে... ইত্যাদি। নামকরা ডাক্তার তাঁর কথা শ্রুতে শ্রুতে কথার মাঝখানেই াকিয়ে দেখলেন তাঁর প্রকাণ্ড সোনার ঘডিটায়।

वनातन, 'द्रः, जत्व...'

কথার মাঝখানে সসম্ভ্রমে চুপ করে গেলেন গৃহচিকিৎসক।

'আপনি তো জানেন, গহরর দেখা না দেওয়া পর্যন্ত ক্ষররোগ প্রক্রিয়ার শর্রটা আমরা শ্বির করে বলতে পারি না। তবে সন্দেহ করতে পারি। তার লক্ষণও আছে: খাওয়ায় বেনিয়ম, স্লায়বিক উত্তেজনা, ইত্যাদি। প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে এই: ক্ষয়রোগের সন্দেহ হলে পর্নিট বজায় রাখার জন্যে কী করা যায়?'

'কিস্তু এ সব ক্ষৈত্রে সর্বদাই একটা নৈতিক, মানসিক কারণ ল্বকিয়ে থাকে, আপনি তো জানেন' — মৃদ্যু হেসে গৃহচিকিংসক কথাটা পাড়লেন।

ফের ঘড়িতে দ্ভিপাত করে নামকরা ভাক্তার জবাব দিলেন, 'হাাঁ, সেতা বলাই বাহ্লা।' জিগ্যেস করলেন, 'মাপ করবেন, ইয়াউজা সেতু কি বসানো হয়েছে, নাকি ফের ঘ্রের যেতে হবে? বটে, বসানো হয়েছে? তবে তো আমি বিশ মিনিটে পেণছে যেতে পরি। তাহলে যা বলছিলাম. প্রশ্নটা এই: প্র্ছিট বজায় রাখা আর য়ায়্ব স্ক্ছ করা। একটা আরেকটার সঙ্গে সম্পর্কিত। এগাতে হবে দুই দিক থেকেই।'

গৃহচিকিৎসক জিগ্যেস করলেন, 'কিন্তু বিদেশে যাওয়া?'

'আমি বিদেশযাত্রার বিরোধী। দেখনুন-না, ক্ষয়রোগ প্রক্রিয়া যদি শ্রর্
হয়ে গিয়ে থাকে, যা জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাহলে বিদেশে গিয়েও
লাভ হবে না। আমাদের এমনকিছ্ম করতে হবে যাতে প্র্চিট বজ্ঞায় থাকে
আর ক্ষতি না হয়।'

এবং নামকরা ডাক্তার সোডেন জল দিয়ে তাঁর চিকিৎসার পরিকল্পনা পেশ করলেন, এটা বরান্দ করার প্রধান উল্দেশ্য, বোঝাই গোল, ওতে ক্ষতি হতে পারে না।

গৃহচিকিৎসক মন দিয়ে সসম্ভ্রমে সবটা শ্নলেন।

বললেন, 'কিস্তু আমি বলব, অভ্যাসের বদল, স্মৃতি জাগিয়ে তোলার মতো পরিবেশ থেকে সরে যাওয়া হল বিদেশে যাবার উপকার। তা ছাড়া মাও তাই চাইছেন।'

'ও! তা সেক্ষেত্রে কী করা যাবে, যাক বিদেশে, শ্ব্যু ওই জামনি হাতুড়েগ্যুলো ক্ষতিই করবে... আমাদের কথা ওঁদের শোনা উচিত... তা যাক।' ফের ঘডি দেখলেন তিনি।

'আহ্, সময় হয়ে গেছে' — বলে গেলেন দরজার দিকে।

নামকরা ডাক্তার প্রিন্স-মহিষীকে জানালেন যে (সৌজন্যবশে) রোগীকে তাঁকে আবার দেখতে হবে।

'সেকি! আবার পরীক্ষা!' আতঙেক চে°চিয়ে উঠলেন মা। 'আজ্ঞে না, শহ্ধ্ কতকগ্লো খ্টিনাটি প্রিন্সেস।' 'চলনে তাহলে।'

ভাক্তারকে সঙ্গে করে মা গেলেন কিটির কাছে। কিটি দাঁড়িয়ে ছিল ঘরের মাঝখানে, রোগা, মুখ রাঙা, যে লম্জা তাকে সইতে হয়েছে তার জন্য জন্দজন্দ করছে চোখ। ভাক্তার চুকতেই আবার আরক্ত হয়ে উঠল সে, চোখ ভরে উঠল জলে। তার সমস্ত পীড়া তার কাছে মনে হচ্ছিল নির্বোধ, এমনকি হাস্যকর একটা ব্যাপার। চিকিৎসাটা তার কাছে মনে হচ্ছিল ভাঙা ফলদানির টুকরো জোড়া দেবার মতোই নির্পেক। বুক তার ভেঙে গেছে। পিল আর পাউডার দিয়ে কী সারাতে চায় ওরা? কিন্তু মায়ের মনে ঘা দেওয়া চলে না, সেটা আরো এই জন্য যে মা নিজেকে দোষী মনে করছেন।

নামকরা ডাক্তার বললেন, 'বস্ক্রন, বস্ক্রন প্রিন্সেস।'

হাসিম্থে তার সামনে বসে তিনি নাড়ি দেখলেন, ফের সেই একঘেয়ে প্রশ্নগন্নলা করে ষেতে থাকলেন। জবাব দিচ্ছিল কিটি, হঠাৎ রেগে উঠে দাড়াল।

মাপ করবেন ডাক্তার, কিন্তু সতিা, এতে কোনো ফল হবে না। তিনবার আপনি একই কথা জিগ্যেস করছেন আমায়।'

নামকরা ডাক্তার রাগ করলেন না।

কিটি চলে যাবার পর তিনি প্রিন্স-মহিষীকে বললেন, 'অস্কু বিরক্তিপ্রবণতা। তবে আমার কাজ হয়ে গেছে...'

তারপর যেন একজন অসাধারণ ব্রদ্ধিমতী নারীর সঙ্গে কথা কইছেন এমনভাবে প্রিন্স-মহিষীকে তিনি তাঁর কন্যার অবস্থা সম্পর্কে একটা বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দিলেন এবং শেষ করলেন যে জল খাবার প্রয়োজন নেই তা কী করে খেতে হবে তার উপদেশ দিয়ে। বিদেশে যাওয়া চলবে কিনা এ জিজ্ঞাসায় ডাক্তার গভীর চিস্তায় ভূবে গিয়ে কঠিন একটা প্রশেনর উত্তর খ্জতে লাগলেন। অবশেষে উত্তর পাওয়া গেল: যান, তবে হাতুড়েদের যেন বিশ্বাস না করেন আর সব ব্যাপারে তাঁর উপদেশ নেবেন।

ডাক্তার চলে যাবার পর যেন খ্ব একটা আনন্দের ব্যাপার ঘটেছে বলে মনে হল। মা আনন্দ করে এলেন কিটির কাছে, কিটিও ভান করল যেন

তারও আনন্দ হরেছে। ওকে ঘন ঘন, প্রায় সর্বাদাই ভান করতে হচ্ছে এখন। 'সত্যি মা, আমি সমুস্থ। কিন্তু আপনি যদি যেতে চান, চলনুন বাওয়া যাক!' এবং আসল্ল যাত্রায় তার আগ্রহ দেখাবার জন্য তোড়জোড়ের ব্যাপার নিয়ে কথা কইতে শুরু করল।

nen

ভাক্তার চলে যাবার পরই এলেন ডাল্ল। তিনি জানতেন যে সেদিন একটা ভাক্তারি পরামর্শ হবার কথা, তাই অতি সম্প্রতি প্রসব থেকে উঠলেও গৌতের শেষে মেয়ে হয়েছে তাঁর) এবং নিজেরই তাঁর নানান দর্ভাবনা আর ঝামেলা থাকলেও কোলের শিশ্বটি আর র্ম্ম একটি মেয়েকে বাড়িতে রেখে চলে এসেছেন কিটির ভাগ্য আজ কী দাঁড়াল জানতে।

ছুয়িং-র্মে ঢুকে টুপি না খুলেই তিনি শুধালেন, 'কী, তোমরা সবাই যে বড়ো হাসিখুশি। তাহলে ভালো?'

ডাক্তার কী বলেছেন সেটা তাঁকে বোঝাবার চেণ্টা হল, কিন্তু ডাক্তার বেশ গ্রুছিয়ে অনেকখন ধরে ব্যাপারটা বললেও ঠিক কী যে বলেছেন সেটা বোঝানো গেল না। শ্বধ্ব এইটুকুই আকর্ষণীয় যে বিদেশে যাওয়া স্থির হয়েছে।

অজ্ঞাতসারে দীর্ঘশাস ফেললেন ডল্লি। তাঁর সেরা বন্ধ, তাঁর বোন চলে যাছে। অথচ তাঁর নিজের জীবন আনদের নর। মিটমাটের পর স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে সম্পর্কটা হয়ে দাঁড়িয়েছে হীনতাস্চক। আলা যে রাংঝালাই দিয়েছিলেন, দেখা গেল সেটা মজব্ত নয়। পারিবারিক বনিবনার জ্যেড় খুলে গেল ফের সেই একই জায়গায়। স্ক্রিদির্ভিট কিছ্ ঘটে নিবটে, কিছু স্তেপান আর্কাদিচ প্রায় কখনোই বাড়িতে থাকতেন না, টাকাও প্রায় কিছ্ থাকত না, তাঁর অবিশ্বস্ততার সন্দেহ ডল্লিকে অবিরাম পীড়া দিত, সেটা তিনি মন থেকে ঝেড়েও ফেলেছেন ঈর্ষার যে কণ্টে ভুগেছেন তার ভয়ে। ঈর্ষার প্রথম বিস্ফোরণ একবার কেটে গেলে তা আবার ফেরে না. এমনকি অবিশ্বস্ততা প্রকাশ পেলেও তার প্রতিক্রিয়া হয় না সেই প্রথম বারের মতো। তা প্রকাশ পেলে এখন শৃধ্য তাঁর সাংসারিক অভ্যাসগ্রলাই ঘ্রেচ বেত, তাই তিনি আত্মপ্রতারণা করতেন আর এই দুর্বলতার জন্য ঘৃণা করতেন

স্বামীকে এবং তার চেয়েও বেশি নিজেকে। তাঁর ওপর একটা বড়ো সংসারের ঝামেলা অবিরাম তাঁকে জনলাত: কখনো কোলেরটিকে খাওয়ানো হয় না, কখনো চলে যায় আয়া, আবার কখনো, যেমন এখন, ছেলেমেয়েদের কেউ না কেউ রোগে পড়ে।

'আর তোমাদের খবর কী?' মা জিগ্যেস করলেন।

'আহ্ মা, আপনাদের নিজেদের দ্বঃথকণ্টই তো অনেক। লিলি অস্থে পড়েছে, আমার ভয় হচ্ছে স্কার্লেট জবুর, আমি এলাম শব্ধ থবরটা জানতে, আর ভগবান না-কর্বন, যদি স্কার্লেট হয় তাহলে ঘরেই বসে থাকব, বের্বনা হবে না।'

ডাক্তার চলে যাবার পর বৃদ্ধ প্রিন্সও বেরিয়ে এলেন তাঁর কেবিনেট থেকে, ডব্লির দিকে গাল বাড়িয়ে দিয়ে কথা কইলেন তাঁর সঙ্গে। স্বীকে শুধালেন:

'কী ঠিক করলে তাহলে, যাচ্ছ? আর আমার কী করবে ভাবছ?' দ্বী বললেন, 'আমার মনে হয় তোমার থাকাই ভালো হবে আলেক সান্দর।'

'या वलाव।'

কিটি বললে, 'মা, কেনই-বা বাবা যাবেন না আমাদের সঙ্গে? ওঁর ভালো লাগবে, আমাদেরও।'

বৃদ্ধ প্রিন্স উঠে দাঁড়িয়ে হাত বুলোলেন কিটির চুলে। কিটি মুখ তুলল, জোর করে হেসে চাইল তাঁর দিকে। কিটির সর্বদা মনে হত পরিবারের সবার চেয়ে উনিই তাকে ভালো বোঝেন, যদিও তার সঙ্গে কথা বলতেন কম। সবার ছোটো বলে সে ছিল বাপের প্রিয়পান্ত্রী এবং তার মনে হত যে তার প্রতি ভালোবাসাই ওঁকে অন্তর্দশাঁ করে তুলেছে। প্রিন্স একদ্র্টে চেয়ে ছিলেন তার দিকে। তাঁর সহদয় নীল চোখে চোখ পড়তেই কিটির মনে হল উনি তার ভেতরটা দেখতে পাচ্ছেন, স্বকিছ্ বুঝতে পারছেন যা খারাপ, কী হচ্ছে তার ভেতরটায়। লাল হয়ে কিটি চুমু পাবার আশায় মুখ বাড়িয়ে দিল, উনি কিন্তু শুধু তার চূল খেটে বললেন:

'যতসব নির্বোধ পরচুলা! আসল মেয়েটি পর্যস্ত পেণছনোই মুশকিল, আদর করতে হচ্ছে স্থবিরা মাগীর চুলে। তা ডল্লিন্কা' — বড়ো মেয়ের দিকে ফিরলেন তিনি, 'তোমার তুরুপের তাসটি কী করছে?'

'কিছ্বই করছে না বাবা' — কথাটা যে তাঁর স্বামীকে নিয়ে সেটা ব্বে

জবাব দিলেন ডব্লি। 'কেবিল কোথায় বেরিয়ে বায়, দেখা পাওয়াই ভার' — একটু উপহাসের হাসি না হেসে জবাব দেওয়া অসম্ভব হয়েছিল তাঁর পক্ষে। 'সেকী, বন বেচবার জন্যে এখনো গাঁরে বার নি সে?'

'না, কেবল তোড়জোড়ই চলছে।'

'বটে!' প্রিন্স বললেন, 'তাহলে আমিই যাব, নাকি?' আসন নিয়ে তিনি দ্বীকে বললেন, 'আজ্ঞা হোক। আর তুই কাতিয়া শোন' — ছোটো মেয়ের দিকে ফিরলেন তিনি, 'স্কুদর এক দিনে তুই একবার জেগে উঠে নিজেকে বলবি: আরে আমি, যে একেবারে স্কুছ, হাসিখ্নি, তুহিন ঠা ডারে ডোরে ফের বেড়াতে যাওয়া যাক বাপের সঙ্গে, এটা, কী বলিস?'

বাবা যা বললেন সেটা খ্বই সহজ বলে মনে হওয়া উচিত, কিন্তু কথাগ্লো কিটিকে বিৱত আর অপ্রস্তুত করে তুলল, যেন চোর ধরা পড়েছে। 'হাাঁ, উনি সব জানেন, সব বোঝেন, এই কথাগ্ললোতে উনি আমাকে বলতে চাইছেন লম্জার কথা বটে, কিন্তু লম্জা কাটিয়ে ওঠা দরকার।' জবাব দেবার সাহস হল না তার। কিছ্ন একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ কে'দে ফেলে ছুনটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

'হল তো তোমার রসিকতা!' প্রিন্সের ওপর মূখিয়ে উঠলেন প্রিন্স-মহিষী, 'সবসময় তুমি…' শুরু করলেন তাঁর ভংশনা-ভাষণ।

বেশ অনেকখন ধরেই প্রিল্স-মহিষীর বকুনি শ্বনলেন প্রিল্স, চুপ করেই ছিলেন, কিন্তু ক্রমেই দ্রুকৃটি ফুটে উঠছিল মুখে।

'এমনিতেই বেচারা মরমে মরে আছে, আর তুমি বোঝো না যে তার কারণ নিয়ে যেকোনো ইঙ্গিতেই কী কণ্ট হয় ওর। আহ্! মান্য সম্পর্কে এমন ভুল কেউ করে!' প্রিন্স-মহিষী বললেন এবং তাঁর গলার স্বরপরিবর্তনে ডক্লি ও প্রিন্স ব্যালেন যে উনি ভ্রন্স্কির কথা বলছেন; 'এই ধরনের জঘন্য ইতর লোকদের বিরুদ্ধে আইন নেই কেন বুঝি না।'

'আহ্, শ্নতে না হলে বাঁচ!' কেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রিন্স যাওয়ার উপক্রম করলেন, কিন্তু থেমে গোলেন দরজার কাছে, 'আইন আছে গো, আর আমায় যখন বলিয়ে ছাড়লে তখন বলি সমস্ত ব্যাপারটায় দোষ কার: তোমার, তোমার, একলা তোমার। এই সব ছোকরাদের বিরুদ্ধে সর্বদাই ছিল আর আছে আইন! হাাঁ, ষা হওয়া উচিত নয় তা যদি না হত, তাহলেও. বুড়ো হলেও আমি ওকে, ওই বাব্টিকৈ ডুয়েলে ডাকতাম। আর এখন যাও, সারিয়ে তোলো, ডেকে আনো যত হাতুড়েদের।' মনে হল প্রিশেসর আরো অনেক কিছু বলবার আছে কিন্তু তাঁর কথার স্বর ধরতে পারা মাত্র প্রিশ্স-মহিষী তক্ষ্নি নরম হয়ে অন্তাপ করতে লাগলেন, গ্রন্তর প্রশ্নে সর্বদাই যা হয়ে থাকে।

কাছে সরে এসে, কে'দে ফেলে, ফিসফিস করে তিনি বললেন, 'আলেক্সান্দর, আলেক্সান্দর।'

উনি কাঁদতেই প্রিন্সও চুপ করে গেলেন। গৃহিণীর কাছে গেলেন তিনি। 'নাও, হয়েছে, হয়েছে! তুমিও কণ্ট পাছ আমি জানি। কিস্তু কী করা যাবে? মহাবিপদ কিছু নয়। ভগবান কর্ণাময়... ধন্যবাদ জানাও...' উনি বললেন কিস্তু নিজেই জানতেন না কী বলছেন। হাতে গৃহিণীর সিক্ত চুন্বন অন্ভব করে তার প্রতিদান দিলেন তিনি। এবং বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

সাগ্রন্মনে কিটি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই ডব্লি তাঁর মাতৃস্লভ পারিবারিক অভ্যাসবশে টের পেয়েছিলেন, এখানে নারীর হস্তক্ষেপ দরকার এবং তার জন্য তৈরি হলেন। টুপি খুলে রেখে নৈতিক দিক থেকে আস্তিন গ্রিয়ে তিনি কাজে নামলেন। মা যখন বাবাকে আক্রমণ করছিলেন, তখন কন্যার পক্ষ থেকে সম্মানের মধ্যে যতটা সম্ভব, মাকে ঠেকিয়ে রাখার চেণ্টা করেছেন তিনি। বাপ যখন ফেটে পড়েন তখন তিনি চুপ করে ছিলেন। মায়ের জন্য তাঁর লম্জা হচ্ছিল, আর তক্ষ্বনি সদয় হয়ে ওঠা বাপের জন্য একটা কোমলতা বোধ করেছিলেন ডব্লি। কিন্তু বাবা চলে যাবার পর প্রধান যে জিনিসটা করা উচিত তার জন্য তিনি তৈরি হলেন, অর্থাৎ কিটির কাছে গিয়ে তাকে শাস্ত করা।

'আমি আপনাকে অনেকদিন থেকে বলব ভাবছিলাম মা; গতবার লেভিন যখন এখানে এসেছিল, সে কিটির পাণিপ্রার্থনা করতে চেয়েছিল, জানেন? স্থিভাকে সে বলেছে।'

'তাতে কী হল? আমি ব্ৰুতে পারছি না...'

'মানে কিটি হয়ত তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে?.. আপনাকে কিছ**্ব বলে** নি সে?'

না, ওর সম্পর্কে বা অন্যজন সম্পর্কেও কিছু সে বলে নি; বড়ো বেশি ওর গর্ব কিন্তু আমি জানি এ সবই ওই থেকে...'

'হাাঁ, ভেবে দেখুন, ও যদি লেভিনকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে, আর

প্রত্যাখ্যান করত না যদি এটি না থাকত, আমি জানি... অথচ পরে এটি ভরংকরভাবে ঠকাল ওকে।'

মেরের কাছে প্রিন্স-মহিষী কত দোষী সেটা ভাবতে আতংক হচ্ছিল তার, তিনি রেগে উঠলেন।

'আহ্ কিছুই আমি ব্রুতে পারছি না! সবাই আজকাল চলতে চায় নিজের ব্যক্তি, মাকে কিছু বলে না, তারপর এই তো...'

'মা, আমি ওর কাছে চললাম।'

'যাও-না। আমি কি বারণ করেছি?'

n o n

কিটির ছোট্ট স্বন্দর, vieux saxe* প্রতুলে সাজানো, দ্বাস আগেও কিটি যেমন ছিল তেমনি তার্নো ভরা, গোলাপি, হাসিখ্নিশ ঘরখানার চুকে ডাল্লর মনে পড়ল গত বছর দ্বজনে মিলে ওরা ঘরখানা কিভাবে গ্রাছরেছিল কী আনন্দ করে, ভালোবেসে। গালিচার এক কোণে নিশ্চল দ্ভি মেলে দরজার কাছে নিচু একটা চেয়ারে কিটিকে বসে থাকতে দেখে ব্রক তাঁর হিম হয়ে এল। বোনের দিকে চাইল কিটি, ম্থের নির্ব্তাপ, ঈষং র্ক্ষ ভাবটা কাটল না।

তার কাছে বসে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বললেন, 'আমি এখন চলে ব্যাচ্ছ, ঘরে বসে থাকতে হবে, তোরও আমার কাছে আসা চলে না। কিছ্ কথা আছে তোর সঙ্গে।'

'কী নিয়ে?' ভীতভাবে মাথা তুলে ক্ষিপ্র প্রশ্ন করল কিটি। 'তোর কন্টের ব্যাপারটা ছাড়া আর কী নিয়ে?'

'আমার কোনো কণ্ট নেই।'

'খ্ব হয়েছে কিটি। তুই কি ভাবিস আমি জানতে পারি না? সব জানি। বিশ্বাস কর আমায়, ওটা কিছ, না... সবাই আমরা এ জিনিসের মধ্যে দিয়ে গেছি।'

কিটি চুপ করে রইল, কঠোরতা ফুটে উঠল মুখে।

'তুই ওর জন্যে কণ্ট পাবি, ও তার যোগ্য নয়' — সোজাস্বজি আসল কথাটা তুললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

^{*} প্রনো স্যাক্সন চিনেমাটি (ফ্রাসি)।

'কারণ ও আমার অবহেলা করেছে' — কাঁপা কাঁপা গলায় কিটি বললে, 'ব'লো না ও কথা! দয়া করে ব'লো না!'

'কে তোকে বলতে যাচ্ছে? কেউ বলে নি। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে তোকে ও ভালোবেসেছিল এবং বাসছে, তবে...'

'উঃ, এই সব দরদ আমার কাছে ভরংকর লাগে!..' হঠাং রেগে মেগে চে'চিয়ে উঠল কিটি। চেয়ারে ঘ্রের বসল সে, লাল হয়ে উঠল, কোমরবন্ধের বকলসটা কখনো এ-হাতে কখনো ও-হাতে চেপে ধরে দ্রুত আঙ্রুল নাড়াতে লাগল। রেগে উঠলে কিছু একটা চেপে ধরার এই যে এক অভ্যাস আছে কিটির, ডাল্লর জানা ছিল। এও তিনি জানতেন যে উত্তেজনার মৃহ্তুর্তে কিটি অনাবশ্যক ও অপ্রীতিকর অনেককিছুই বলে ফেলতে পারে। তাকে শান্ত করতে চেয়েছিলেন ডাল্ল কিস্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছিল।

'কী, কী আমাকে বোঝাতে চাস তুই, কী?' দুত বলে গেল কিটি, 'এই তো থে আমি একজনের প্রেমে পড়েছিলাম, সে আমায় পাত্তাই দিল না, আর তার ভালোবাসার জন্যে আমি হেদিয়ে মরছি? আর সে কথা বলছে কিনা বোন, যে ভাবছে যে... যে... যে আমায় দরদ দেখাছে !.. এই সব কর্ণা আর ভানে আমার দরকার নেই!'

'কিটি, ওটা ঠিক নয়।'

'কেন যন্ত্ৰণা দিচ্ছ আমায়?'

'আরে না, বরং উল্টো... আমি দেখছি তুই কণ্ট পাচ্ছিস...'

কিন্তু উত্তেজনায় কিটি শুনল না ওঁর কথা।

'দ্বঃখ্ব করার, সান্ত্রনা পাবার কিছ্ব নেই। আমায় যে ভালোবাসে না তাকে যে আমি ভালোবাসতে যাব না, এ গর্ববোধ আমার আছে।'

'আরে না, আমি তা বলছি না... কিন্তু একটা কথা, সত্যি করে বল তো' — কিটির হাত ধরে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বললেন, 'আচ্ছা, লেভিন তাকে কিছু বলেছিল?..'

লেভিনের উল্লেখে কিটি তার শেষ আত্মসংযমটুকুও হারাল বলে মনে হল: চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বকলসটা মেঝেয় আছড়ে ফেলে ঘন ঘন হাত নেডে কিটি বললে:

'এখানে লেভিনের কথা আবার আসে কেন? ব্রিঝ না, আমায় যন্দ্রণা দেবার কী দরকার পড়ল তোমার? আমি বলেছি এবং ফের বলছি, আমার গর্ববোধ আছে, তুমি যা করছ তা আমি কখনো করব না, কখনো না — যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, অন্য মেয়েকে ভালোবেসেছে, ফিরব না তার কাছে। এ জিনিস আমি বুঝি না, বুঝি না। তুমি পারো, কিন্তু আমি পারি না!'

এই বলে কিটি তাকাল বোনের দিকে আর ডব্লি বিষণ্ণভাবে মাধা নুইয়ে চুপ করে আছে দেখে যা ভেবেছিল তার বদলে ঘর থেকে বেরিয়ে না গিয়ে দরজার কাছে বসে রুমালে মুখ ঢেকে মাথা নিচু করলে।

দ্বিমিনিট কাটল নীরবতায়। ডব্লি ভাবছিলেন নিজের কথা। যে হীনতা তিনি অন্ক্রণ টের পাচ্ছেন, বোন সেটা মনে করিয়ে দেওয়াতে খ্বই ব্যথা লাগল তাঁর। বোনের কাছ থেকে এতটা নিষ্ঠুরতা তিনি আশা করেন নি, রাগ হল তাঁর। কিন্তু হঠাং পোশাকের খসখস আর চাপা কালার শব্দ তাঁর কানে এল, নিচু থেকে কার হাত জড়িয়ে ধরল তাঁর গলা। সামনে তাঁর হাঁটু গেড়ে বসে আছে কিটি।

'ডল্লিন্কা, আমি বড়ো বড়ো অস্থী!' দোষীর মতো সে বললে ফিসফিসিয়ে।

চোথের জলে ভেজা তার মিণ্টি মুখখানা সে গা্লল ডল্লির স্কার্টে।
অশ্র যেন সেই তৈলপ্রলেপ যা ছাড়া দুই বোনের মধ্যে আদান-প্রদানের
শকট ভালোরকম চলতে পারে না। কাল্লার পর নিজেদের মনের কথা
বলাবলি করল না বোনেরা, কিন্তু অন্য ব্যাপার নিয়ে কথা বললেও পরস্পরকে
ব্রুতে তাদের অস্ক্রিধা হল না। কিটি ব্রুল যে রাগের মাথায় স্বামীর
বিশ্বাসঘাতকতা এবং তার হীনতা সম্পর্কে সে যেকথা বলেছে তা বেচারা
বোনকে মর্মাহত করেছে, তবে তিনি ক্ষমা করেছেন তাকে। অন্যদিকে ডল্লি
যা জানতে চাইছিলেন তা সবই ব্রুতে পারলেন; তিনি নিশ্চিত হয়ে উঠলেন
যে তার অনুমানটা সঠিক। কণ্ট, কিটির অচিকিৎস্য কণ্টটা হল এই যে
লোভন পাণিপ্রার্থনা করেছিলেন কিন্তু কিটি তা প্রত্যাখ্যান করেছে, ওদিকে
শ্রন্টিককে ঘ্লা করেছেন তার সঙ্গে, লেভিনকে ভালোবাসতে আর
শ্রন্টিককে ঘ্লা করেতে কিটি রাজি; এ সম্পর্কে একটা কথাও কিটি বললে
না: সে বললে শ্র্যু তার মনের অবস্থার কথা।

'আমার কোনো দর্বখ নেই' — শাস্ত হয়ে কিটি বললে, 'কিস্তু তুমি ব্ঝতে পারবে কি, সবকিছ্ম আমার কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছে জঘন্য, বিছছিরি, কর্কশি, সবার আগে আমি নিজে। তুমি ভাবতে পারবে না সবার সম্পর্কে কী জঘন্য চিন্তা আমার মনে আসে।' 'তোর আবার কী জঘন্য চিন্তা মনে আসবে?' হেসে জিগ্যেস করলেন ডব্লি।

'অতি অতি জঘন্য আর কদর্য। তোমায় বলতে পারব না। সেটা একঘেরেমি বা মন-পোড়ানি নয়, তার চেয়ে অনেক খারাপ। আমার মধ্যে ভালো বাকিছ্ব ছিল সব যেন চাপা পড়েছে, রয়ে গেছে শ্ব্ব জঘন্টা। মানে কী তোমায় বলি?' বোনের চোখে বিহ্বলতা লক্ষ্য করে কিটি বলে চলল, 'বাবা আজ আমায় বলতে শ্রু করেছিলেন — আমার মনে হয় যে উনি কেবল ভাবেন যে আমার বিয়ে হওয়া উচিত। মা আমায় নিয়ে বান বলনাচের আসরে, আমার মনে হয় উনি নিয়ে বান কেবল তাড়াতাড়ি আমায় বিয়ে দিয়ে রেহাই পাবার জনা। আমি জানি যে কথাটা ঠিক নয়, কিস্থু এই ভাবনাগ্রলো তাড়াতে পারি না। তথাকথিত পারদের আমি দেখতে পারি না দ্'চক্ষে। মনে হয় ওরা যেন আমার মাপ নিয়ে দেখেছে। বলনাচের পোশাক পরে কোথাও যাওয়া আগে আমার কাছে ছিল স্লেফ একটা আনন্দের ব্যাপার, নিজেকে নিয়ে মৃদ্ধ হয়ে থাকতাম আমি; এখন লজ্জা হয়, অস্বস্থি লাগে, মানে কী আর বলব! ডাক্টারটি…'

একটু থতোমতো খেল কিটি; এর পরে সে বলতে চেয়েছিল যে তার ভেতর এই সব বদল ঘটার পর থেকে স্তেপান আর্কাদিচকে তার অসহা রকমের বিরক্তিকর লাগছে, তাঁকে দেখলেই যত র্ড় আর বিদিকিছছিরি ভাবনা মনে আসে।

সে বলে চলল, 'হ্যাঁ, স্বকিছ্ম আমার চোখে দেখা দিচ্ছে অতি কদর্য', জ্যন্য চেহারায়। এই আমার রোগ, হয়ত কেটে যাবে...'

'তুই বরং ও সব নিয়ে ভাবিস না…'

'পারি না যে। শুধু ছেলেমেয়েদের সঙ্গে, তোমাদের ওখানে ভালো বোধ করি।'

'দ্বংখের কথা যে আমাদের ওখানে তোর আসা চলছে না।'

'না, যাব। আমার স্কার্লেট জনুর হয়েছিল তো, মায়ের অনুমতি চয়ে নেব।'

কিটি তার জেদ ধরে রইল আর স্কালেটি জনুরের যে হিড়িকটা সতিই এসিছিল, তার গোটা সময়টা সেবাযত্ন করল ছেলেমেয়েদের। দুই বোনে মিলে সারিয়ে তুলল ছয়টি শিশ্বকে কিন্তু কিটির স্বাস্থ্য ভালো হল না, লিট পরবের সময় শোরবাৎস্কিরা গেলেন বিদেশে। পিটার্সবিহর্গের উণ্ট্ মহল আসলে একটাই; সেখানকার সবাই সৰাইকে চেনে, সবারই সবার বাড়িতে যাতায়াত। কিন্তু এই বড়ো মহলটার আবার নিজ নিজ উপবিভাগ আছে। আমা আর্কাদিয়েভনা কারেনিনার বন্ধবান্ধব ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তিনটি বিভিন্ন মহলে। একটা ছিল রাজপ্রেষদের সরকারী মহল, তাঁর স্বামীর সহকর্মী ও অধস্তনদের নিয়ে, যাঁরা অতি বৈচিত্র্যেও থামখেয়ালে সামাজিক প্রতিষ্ঠায় পরস্পর যুক্ত বা বিযুক্ত। প্রথম দিকে এই সব লোকেদের প্রতি প্রায় ভক্তির মতো যে শ্রন্ধা আমা পোষণ করতেন, তা এখন তিনি মনে করতে পারেন বহু কন্টে। এখন এ'দের সকলকেই তিনি চেনেন, ষেমন মফদ্বল শহরের লোকে চেনে পরস্পরকে। জানেন কার কী অভ্যাস আর দূর্বলিতা, কার কোথায় কাঁটা বি'ধছে. পরস্পরের সঙ্গে আর নাটের গ্রের সঙ্গে কার কেমন সম্পর্ক। জানেন কে কার পক্ষে, কিভাবে কেমন করে টিকে থাকছে, কার সঙ্গে কার এবং কিসে মল বা অমিল, কিন্তু কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার চেন্টাচরিত্র সত্ত্বেও সরকারী প্রেষ্বালি আগ্রহের এই মহলটা তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারে নি এবং এটাকে তিনি এডিয়ে চলতেন।

দ্বিতীয় আরেকটা যে মহল আন্নার ঘনিন্ট, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তার সাহায়েই প্রতিষ্ঠাপন্ন হয়েছেন। এ মহলের কেন্দ্র হলেন কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা। এটা হল বৃদ্ধ, অস্কুন্দর, সদাচারী, ধর্মপ্রাণ নারী আর বৃদ্ধিমান, বিদম্ধ, উচ্চাকাঙ্কী প্র্রুষদের চক্র। এ মহলের একজন বৃদ্ধিমান ব্যক্তি তার নাম দিয়েছিলেন 'পিটার্সবৃর্গ সমাজের বিবেক'। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এই মহলটার খ্বই কদর করতেন এবং সবার সঙ্গে মিশতে পটু আন্নাও তার পিটার্সবৃর্গ জীবনের প্রথম দিকটায় এই মহলেই তার বন্ধুদের পেয়েছিলেন। এখন কিন্তু মন্দেরা থেকে ফেরার পর মহলটা অসহনীয় লাগল তার কাছে। মনে হল তিনি নিজে এবং ওরা সবাই ভান করে চলেছেন এবং মহল তার কাছে এত একঘেয়ে আর অন্বস্থিকর হয়ে উঠল যে কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার ওখানে তিনি যেতে লাগলেন ব্যাসম্ভব কম।

তৃতীয় যে মহলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল, সেটাই হল আসল সমাজ — বলনাচ, ভোজ, চোখঝলসানো বেশভূষার সমাজ, যা রাজদরবার

আঁকড়ে ধরে থাকত বাতে অর্ধসমাজে নেমে বেতে না হয়। এই মহলের লোকেরা অর্ধসমাজকে ঘেন্না করেন বলে ভাবতেন যদিও তাঁদের রুচিছিল শুখু সদৃশ নয়, একই। এই সমাজের সঙ্গে আন্নার ষোগাযোগ ছিল তাঁর মাসতুতো ভাইয়ের স্থা প্রিস্সেস বেট্সি ত্ভেস্কায়া মারফত, যাঁর আয় ছিল এক লাখ বিশ হাজার, সমাজে আন্নার আবির্ভাব মার্য তিনি তাঁর বিশেষ অন্রাগী হয়ে ওঠেন, তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার মহল নিয়ে হাসাহাসি করে তাঁকে টেনে নিতেন নিজের মহলে।

বেট্সি বললেন, 'আমি যখন বৃড়ি আর বিছছিরি হয়ে উঠব, তখন আমিও হয়ে যাব ঐরকম! কিন্তু আপনার পক্ষে, স্ক্রী য্বতী নারীর পক্ষে ঐ দাতব্যালয়ে যাবার সময় এখনো আসে নি।'

প্রথমটায় আন্না যতটা পেরেছেন কাউণ্টেস ত ভেম্কায়ার এই সমাজটাকে এডিয়ে যেতেন, কেননা এ সমাজে ব্যয় করতে হত তাঁর সাধ্যের বাইরে, তা ছাডা মনে মনেও প্রথম মহলটিই ছিল তাঁর পছন্দ। কিন্তু মন্দেকা সফরের পর ব্যাপারটা দাঁড়াল উল্টো। তিনি তাঁর সদাচারী বন্ধদের এড়িয়ে সেরা সমাজে যাতায়াত **শুরু করলেন। সেখানে দ্রন্**স্কির **সঙ্গে তাঁর দেখা হত আর** প্রতিটি সাক্ষাতেই আনন্দের দোলা অনুভব করতেন তিনি। দ্রন্স্কিকে িত্নি ঘন ঘনই দেখতেন বেট্সির ওখানে, বিয়ের আগে উনিও ছিলেন দ্রন্স্কায়া, দ্রন্স্কির জেঠতুতো বোন। যেখানে আন্নার দেখা পাওয়া যেতে পারে, তেমন সবখানেই হাজির থাকতেন দ্রন্স্কি আর স্বযোগ পেলেই বলতেন তাঁর ভালোবাসার কথা। কোনো সুযোগ দিতেন না আন্না, কিন্তু দেখা হলেই তাঁর ভেতর সেই প্রাণচাঞ্চল্য জেগে উঠত যা তিনি অনুভব ার্থাছলেন রেল কামরায় তাঁকে প্রথম দেখে। নিজেই তিনি টের পেতেন ্য ওঁকে দেখলেই ওঁর চোখ জবলজবল করে উঠছে আনন্দে, ঠোঁট কুণ্ডিত হচ্ছে হাসিতে, কিন্তু এই আনন্দের প্রকাশটা তিনি চাপা দিতে পারতেন না। প্রথম প্রথম আলা সতি।ই বিশ্বাস করতেন যে দ্রন্সিক ওঁর পিছ, নিয়েছেন বলে উনি ওঁর ওপর অসম্ভূষ্ট। কিন্তু মন্স্কো থেকে ফেরার কিছন পরে এক সান্ধা বাসরে যেখানে ভ্রন্সিকর দেখা পাবেন বলে ভেরেছিলেন ^{এথচ} তিনি ছিলেন না, সেখানে যে নৈরাশ্য তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল, তা ^{্থকে} তিনি পরিষ্কার ব্রুলেন যে আত্মপ্রতারণা করছেন, দ্রন্দিকর এই

অন্সেরণ তার কাছে শৃধ্য অপ্রীতিকর নয়, তাই নয়, এইটেই তার জীবনের একমাত আকর্ষণ।

নামকরা গারিকার অনুষ্ঠান হচ্ছিল দ্বিতীর বার, গোটা উচ্চ সমাজ গিয়েছিল থিয়েটারে। প্রথম সারির আসন থেকে জেঠতুতো বোনকে দেখে দ্রন্দিক বিরতি পর্যস্ত অপেক্ষা না করেই গেলেন তাঁর কাছে বক্সে।

বেট্সি বললেন, 'খেতে এলেন না যে? প্রেমিকযুগলের আলোকদর্শনক্ষমতার অবাক মানতে হয়।' তারপর হেসে এমনভাবে যোগ দিলেন যাতে আর কারও কানে না যায়: 'সেও আসে নি। কিন্তু আস্নুন অপেরার পরে।'

দ্রন্দিক সপ্রশ্ন দ্ভিটতে চাইলেন তাঁর দিকে। উনি মুখ নিচু করলেন। হাসি দিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে দ্রন্দিক বসলেন তাঁর কাছে।

'আপনার উপহাসগ্নলো আমার কী যে মনে পড়ে!' এই প্রেমাবেগের সাফল্য দর্শনে বিশেষ একটা পরিতৃপ্তি লাভ করে কাউণ্টেস বেট্সি বলে চললেন, 'সে সব গেল কোথায়? আপনি ধরা পড়ে গেছেন বাপঃ।'

'ধরা পড়তেই শৃধ্য আমি চাই' — নিজের প্রশান্ত সদাশয় হাসিতে দ্রন্দিক জবাব দিলেন, 'নালিশ করবার কিছ্ব থাকলে সেটা শৃধ্ব এই যে সাত্য বলতে আমি ধরা পড়েছি বড়োই কম। আমি নিরাশ হয়ে উঠছি।'

'কিন্তু কী আশা থাকতে পারে আপনার?' বন্ধর জন্য ক্ষরে বােধ করে বেট্সি বললেন, 'entendons nous...*' কিন্তু তাঁর চােথে যে ঝলক দিচ্ছিল তাতে বাঝা যাচ্ছিল উনি ঠিক দ্রন্স্কির মতােই বােঝেন কী আশা তাঁর আছে।

'কোনো আশাই নেই' — হেসে তাঁর নিটোল দাঁতের সারি উদ্ঘাটিত করে দ্রন্দিক বললেন। তারপর যোগ করলেন, 'মাপ করবেন' — উঁর হাত থেকে দ্রবীনটা নিয়ে তাঁর অনাব্ত কাঁধের ওপর দিয়ে দেখতে লাগলেন সামনের সারির বক্সগ্লোকে। 'ভয় হচ্ছে, নিজেকে হাস্যকর করে তুলছি।'

দ্রন্দিক ভালোই জানতেন যে বেট্সি বা গোটা সমাজের চোথে হাস্যকর হবার ভয় তাঁর কিছ্ ছিল না। তাঁর খ্ব ভালোই জানা ছিল যে এ সব লোকেদের কাছে কোনো কুমারী বা সাধারণভাবেই কোনো বন্ধনহীন

[🔹] দ্ব'জন দ্ব'জনকে ব্ঝব (ফরাসি)।

মহিলার হতভাগ্য প্রণয়ীর ভূমিকাটা হাস্যকর লাগতে পারে, কিন্তু যে একজন বিবাহিতা নারীর পেছ্ নিয়েছে এবং যে করেই হোক তাকে আত্মদানে টেনে আনাতেই জীবন পণ করেছে, তার ভূমিকায় স্বন্দর, অপর্প কিছ্ব একটা আছে, কখনোই তা হাস্যকর ঠেকতে পারে না, আর তাই সগর্বে, খ্রিশ হয়ে, মোচের তলে লীলাময় হাসি নিয়ে দ্রবীন নামিয়ে চাইলেন জ্ঠেত্তো বোনের দিকে।

মৃদ্ধ হয়ে বোন বললেন, 'কিন্তু খেতে এলেন না যে?'

'সেটা আপনাকে বলা দরকার। আমি ব্যস্ত ছিলাম। কী নিয়ে জানেন? একশ', হাজার রুব্ল বাজি — বলতে পারবেন না। দ্বীকে অপমান করেছে এমন একটি লোকের সঙ্গে মিটমাট করিয়ে দিচ্ছিলাম দ্বামীর। সত্যি বলছি!' 'মিটমাট হল?'

'প্রায় ।'

'আপনার কাছ থেকে ব্যাপারটা শোনা দরকার' — উঠে দাঁড়িয়ে উনি বললেন, 'পরের বিরতিটার সময় আস্কন।'

'উপায় নেই: আমি যাচ্ছি ফরাসি থিয়েটারে।'

'নিলসনকে ছেড়ে?' আতৎেক জিগ্যেস করলেন বেট্সি, যিনি কোনো কোরাস-কন্যা থেকে নিলসনকে কিছ্বতেই আলাদা সনাক্ত করতে পারতেন না। 'কী করা যাবে? দেখা করার কথা আছে। সবই এই মিটমাটের ব্যাপারটা নিয়ে।'

'ধন্য শান্তিঘটকেরা, তারা ত্রাণ পাবে' — কারো কাছ থেকে এই ধরনের কিছ্ম একটা শানেছিলেন বলে সমরণ হওয়ায় বেট্সি বললেন, 'তাহলে বস্ন-না, বলান ব্যাপারটা কী?'

ফের বসলেন তিনি।

nen

হাসি-হাসি চোখে প্রন্দিক তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, 'একটু অশালানি কিন্তু এমন থাশা যে ভয়ানক ইচ্ছে করছে বলতে। কারো নাম করব না কিন্তু।'

'সে তো আরো ভালো, আমি অন্মান করতে থাকব।'

'দ্বটি ফুতিবাজ যুবক যাচ্ছে...'

'নিশ্চর আপনাদের রেজিমেন্টের অফিসার?'

'অফিসার বলব না, নেহাং আহারান্তে দ্বটি লোক...' 'ঘ্রিয়ে বলনে: মাতাল।'

'হয়ত। যাচ্ছে বন্ধুর বাড়ি থেতে, অতি শরীফ মেজাজে। দেখে স্কুদরী এক নারী ঘোড়ার গাড়িতে করে তাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে, ওদের দিকে তাকিয়ে দেখে মাথা নাড়ছে আর হাসছে, অন্তত তাই তাদের মনে হয়েছিল। বলাই বাহ্লা ওরা তার পেছ্ব নিল, ঘোড়া ছ্টাল প্রো দমে। তাদের অবাক করে দিয়ে যে বাড়িতে তারা যাচ্ছিল তারই ফটকের সামনে গাড়ি থামল স্কুদরীর। ওপরতলায় স্কুদরী ছুটে উঠল। তারা দেখল শুধ্ব খাটো অবগ্বেণ্ঠনের তলে রক্তিম অধর আর ছোটো ছোটো অনিন্দা চরণ।'

'আপনি এমন অন্রাগে ঘটনাটা বলছেন যে মনে হচ্ছে আপনি নিজেই এ দুইয়ের একজন।'

'কিন্তু কিছ্কণ আগে আপনি আমায় কী বলেছেন মনে আছে তো? তা য্বকেরা তো গেল তাদের বন্ধার কাছে, সেখানে আজ তার বিদায় ভোজ। এখানে ঠিকই তারা মদ্যপান করল, হয়ত একটু বেশিই, বিদায় বাসরে যা সর্বদাই ঘটে থাকে। আহারের সময় ওরা জিগোস করলে এ বাড়ির ওপরতলায় কে থাকে। কার্রই জানা ছিল না। শৃধ্য, ওপরে কি 'মামজেলরা' থাকে, এই প্রশেনর উত্তরে কর্তার খানসামা জানাল থাকে অনেকগ্রলিই। খাওয়া-দাওয়ার পর য্বকেরা গেল গৃহকর্তার কেবিনেটে এবং চিঠি লিখলে অপরিচিতার কাছে। লিখলে হৃদয়াবেগে ভরা চিঠি, প্রেমঘোষণা, এবং নিজেরাই তা ওপরে নিয়ে গেল যদি চিঠির কোনো কিছ্ব বিশেষ বোধগম্য না হয় তা ব্রিষয়ে দেবার জন্যে।'

'এ সব বিছছিরি কথা আমায় কেন বলছেন? তারপর?'

'ঘণিট দিলে। দাসী বেরিয়ে এল। মেয়েটিকে চিঠি দিয়ে দ্ব'জনেই নিশ্চয় করে বললে তারা এমন প্রেমে পড়েছে যে তক্ষ্বনি দ্বারদেশেই মারা যাবে। কিছ্ব ব্ঝতে না পেরে মেয়েটি কথাবার্তা চালাতে লাগল। হঠাৎ বেরিয়ে এলেন এক ভদ্রলোক, চিংড়ির মতো লাল, গালে সসেজ গোছের গালপাটা ঘোষণা করলেন বাড়িতে তাঁর স্থী ছাড়া আর কেউ থাকে না এবং ভাগিয়ে দিলেন তালেব।'

'কোখেকে জানলেন যে তার গালপাট্রা সসেজ গোছের?' 'আরে শ্বন্ব। আজ আমি গিয়েছিলাম ওদের মিটমাট করিয়ে দিতে।' 'তা কী হল?' 'সেইটেই তো সবচেয়ে মজার। জানা গেল এই স্থী দম্পত্তি হলেন শ্রীমান টিটুলার কাউন্সিলার এবং শ্রীমতী টিটুলার কাউন্সিলার। টিটুলার কাউন্সিলার নালিশ করলেন, আমি হলাম আপোসকর্তা, আর যেমন-তেমন সালিস নই, তালেরাও লাগে না আমার কাছে।'

'भूमिकनों की ছिन?'

'শুনুনুন-না... যথাযোগ্য মাপ চাইলাম আমরা: 'আমরা একেবারে মুষড়ে পড়েছি। দুর্ভাগা ভুল বোঝাব্রঝিটার জন্যে মাপ চাইছি আমরা।' সমেজ-মার্কা গালপাট্রার টিটুলার কাউন্সিলার নরম হতে শুরু করলেন, তবে তিনিও তাঁর মনোভাব প্রকাশ করতে চান আর প্রকাশ করতে শ্বর্ করা মাত্র খেপে উঠলেন এবং কড়া কড়া কথা শ্বনিয়ে দিলেন। ফের আমার সমস্ত কূটনৈতিক প্রতিভা কাব্দে লাগাতে হল আমাকে। 'আমি মার্নাছ যে ওদের আচরণটা ভালো হয় নি। কিন্তু অনুরোধ করি, ওদের ভুল বোঝা, ছোকরা বয়স, এ সব ভেবে দেখুন। তা ছাড়া যুবকেরা তখন সবেমাত্র খাওয়া সেরেছে। সেটা ব ্রুবতে পারছেন তো। ওরা সর্বাস্তঃকরণে অন তাপ করছে, অন রোধ করছে ওদের দোষ মাপ করে দিতে।' টিটুলার কাউন্সিলার ফের নরম হলেন। আপনার কথা আমি মানছি, কাউণ্ট, ক্ষমা করতে আমি রাজি, কিন্তু ব্রুকতে পারছেন, আমার স্ত্রী, আমার স্ত্রী সতীসাধনী নারী, কোথাকার কীসব ছেলেছোকরা, নচ্ছাররা কিনা তার পেছ, নিচ্ছে, তার অপমান করছে, আম্পর্ধা দেখাচ্ছে...' আর ব্রুঝতে পারছেন তো, ওই ছেলেছোকরারা কিন্তু ওখানেই দাঁড়িয়ে, ওঁদের মিটমাট করিয়ে দিতে হবে আমায়। ফের চাল, করলাম আমার কূটনীতি, আর ব্যালারটা যখন চুকিয়ে দেওয়ার কথা, ফের খেপে উঠলেন ডিটুলার কাউন্সিলার, লাল হয়ে উঠলেন, খাড়া হয়ে উঠল তাঁর সসেজ এবং ফের আমাকে উথলে উঠতে হল কূটনৈতিক স্ক্রাতায়।'

তাঁর বক্সে ঢুকছিলেন জনৈক মহিলা, তাঁকে উদ্দেশ করে হেসে বেট্সিবললেন, 'এটা আপনাকে শোনানো দরকার! উনি ভারি হাসিয়েছেন আমায়।' 'তা bonne chance*' — পাথা ধরে থাকা হাতের মৃক্ত আঙ্গলটা বাড়িয়ে দিয়ে তিনি যোগ দিলেন এবং কাঁধ নাড়িয়ে গাউনের উঠে আসা বিভিসটা নিচে নামিয়ে দিলেন যাতে ফুট লাইটের দিকে যাবার সময় যা বিভিত, গ্যাসের আলোয় স্বার দ্ভিটর সামনে যথাসম্ভব নগ্ন হতে পারেন। দ্রন্দিক ফরাসি থিয়েটারে গেলেন। সেখানে সতিটই তাঁর দেখা করা

^{*} সাফল্য হোক (ফরাসি)।

দরকার ছিল রেজিমেণ্ট কম্যান্ডারের সঙ্গে যিনি এ থিরেটারের কোনো মণ্ডান্ন্তান বাদ দেন না। উদ্দেশ্য ছিল, যে মিলন রতে আজ তিনদিন থেকে তিনি বাস্ত এবং তাতে মজা পাচ্ছেন তা নিয়ে কম্যান্ডারের সঙ্গে কথা বলা। ব্যাপারটায় জড়িত ছিলেন পেত্রিংশ্বিক যাঁকে তিনি ভালোবাসতেন এবং দিতীয় জন — তর্ণ প্রিণ্স কেন্দ্রভ, চমংকার ছোকরা, ভালো সঙ্গী, রেজিমেণ্টে দুকেছেন সম্প্রতি। তবে প্রধান কথা এক্ষেত্রে রেজিমেণ্টের স্বার্থ ছিল জড়িত।

দ্ব'জনেই ছিল্পেন দ্রন্দিকর স্কোয়াল্পনে। রেজিমেন্ট কম্যান্ডারের কাছে এসে রাজকর্ম চারী, টিটুলার কাউন্সিলার ভেনডেন নালিশ করেন তাঁর আফসারদের বির্দ্ধে যারা তাঁর স্থাীকে অপমান করেছে। ভেনডেন বিয়ে করেছেন ছয়মাস হল, বললেন, মায়ের সঙ্গে তাঁর তর্ণী ভার্যা গিয়েছিলেন গিজায়, সেখানে হঠাৎ তাঁর শরীর খারাপ লাগে, সেটা অস্তঃসত্তা থাকার দর্ন, আর তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না, বেপরোয়া প্রথম যে ছ্যাকড়া গাড়িটা তিনি সামনে পান, তাতে করে বাড়ি চলে আসেন। এখানে তাঁকে তাড়া করে অফিসাররা, ভয় পেয়ে যান তিনি, আরো বেশি অস্কু হয়ে সির্দিড় দিয়ে ছ্টে ওঠেন ঘরে। এই সময় অফিস থেকে ফিরে ভেনডেন ঘান্ট এবং কাদের যেন গলা শ্নতে পান, বেরিয়ে এসে তিনি চিঠি হাতে মাতাল অফিসারদ্বটিকে দেখতে পান এবং তাদের থেদিয়ে দেন। কড়া শান্তি দাির করেছেন তিনি।

দ্রন্দিককে নিজের কাছে ডেকে রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডার বললেন, 'না, না, যাই বলন্ন, পেরিংদ্কি অসম্ভব হয়ে উঠছে। কোনো না কোনো কাণ্ড ছাড়া একটা সপ্তাহও যায় না। কর্মচারীটি ছাড়বে না, আরো ওপরে যাবে।'

ব্যাপারটার সমস্ত অশোভনতা দ্রন্দিক দেখতে পাচ্ছিলেন, এখানে ডুরেলের কোনো কথাই উঠতে পারে না, টিটুলার কাউন্সিলারটিকে নরম করে এনে ব্যাপারটা চাপা দেবার জন্য স্বকিছ্ব করা দরকার। রেজিমেণ্ট ক্যান্ডার দ্রন্দিককে ডেকেছিলেন ঠিক এই জন্যই যে তাঁকে উচ্চবংশীয় ব্রিজমান লোক বলে জানতেন। প্রধান কথা রেজিমেণ্টের মানমর্যাদা ওঁর কাছে ম্ল্যবান। আলোচনা করে তাঁরা ঠিক করেছিলেন যে দ্রন্দিকর সঙ্গেটিটুলার কাউন্সিলারের কাছে গিয়ে পেগ্রিংন্কি আর কেদ্রভকে ক্ষমা চাইতে হবে। রেজিমেণ্ট ক্যান্ডার এবং দ্রন্দিক দ্বজনেই ব্রেছিলেন যে দ্রন্দিক নাম এবং পদ টিটুলার কাউন্সিলারকে নরম করে আনায় কাজ দেবে। এবং

সত্যিই এই দ্বটি উপায়ে খানিকটা কাজও হয়েছিল; কিন্তু শ্রন্স্কি যা বললেন, মিটমাটের ফল রয়ে গেছে সন্দেহজনক।

ফরাসি থিয়েটারে এসে শ্রন্স্কি রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডারের সঙ্গে চলে গেলেন ফয়েণ্ড এবং তাঁর সাফল্য-অসাফল্যের কথা বললেন। সবিকছ্ব ভেবেচিন্তে রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডার ঠিক করলেন কোনো শান্তি দেবার দরকার নেই, কিন্তু পরে তাঁর নিজের পরিতোষের জন্য শ্রন্স্কির সাক্ষাংকারের সমস্ত খাটনাটি জিগ্যেস করতে থাকেন এবং ঘটনার কয়েকটা দিক মনে পড়ে যেতেই শাস্ত হয়ে আসা টিটুলার কাউন্সিলার কিভাবে আবার খেপে উঠছিলেন এবং মিটমাটের শেষ অস্ফুট কথাটা শোনা মাত্র কিভাবে শ্রন্স্কি কায়দা করে পেত্রিংস্কিকে সামনে ঠেলতে ঠেলতে পিটটান দেন তা শা্ননে ক্যাণ্ডার অনেকখন হাসি চাপতে পারেন নি।

'যাচ্ছেতাই কান্ড, তবে দার্ণ মজাদার। কেদ্রভের পক্ষে তো আর এই ভদ্রলোকের সঙ্গে লড়া সম্ভব নর! অমন খেপে উঠেছিল?' হেসে ফের জিগ্যোস করলেন তিনি। 'কিস্তু ক্লেয়ারকে আজ কেমন দেখছেন? অপ্র্ব'!' নতুন ফরাসি অভিনেত্রী সম্পর্কে বললেন তিনি, 'যতই দেখি না কেন, প্রতিদিনই নতুন। শুধু ফরাসিরাই ওটা পারে।'

n e n

শেষ অংক সমাপ্ত না হতেই প্রিন্সেস বেট্সি থিয়েটার থেকে চলে গেলেন। ড্রেসিং-র্মে গিয়ে নিজের দীর্ঘ পাশ্ডুর ম্থে পাউডার ছিটিয়ে এবং তা ম্ছে কবরী ঠিক করে নিয়ে প্রকাশ্ড ড্রায়ং-র্মটায় চা এনে দেবার র্কুম দিতে না দিতেই বলশায়া মস্কায়া রাস্তায় তাঁর বিশাল বাড়িটার গেটের সামনে গাড়ি এসে দাঁড়াতে থাকল একটার পর একটা। অতিথিরা গাড়ি থেকে নেমে ষেতে লাগলেন প্রবেশপথের দিকে এবং পথচারীদের জ্ঞানদানার্থে যেসব খবরের কাগজ টাঙানো থাকত কাচের ফ্রেমে, রোজ সকালে তা পড়তে অভান্ত দশাসই চাপরাশি নিঃশব্দে মন্ত দরজাটা খুলে অতিথিদের ভেতরে পথ করে দিতে থাকল।

কালচে দেয়ালের প্রশস্ত ড্রায়িং-র্মে ফু'রো-ফু'রো গালিচা, আলোকোচ্জ্বল টেবিল, মোমবাতির আলোয় ঝকঝকে শাদা টেবিলক্লথ, রনুপোর সামোভার, চীনেমাটির স্বচ্ছ টি-সেট। প্রায় একই সঙ্গে ঘরখানার এক দরজা দিয়ে তাজা কবরী আর তাজা মনুখে ঢুকলেন গৃহস্বামিনী, অন্য দরজা দিয়ে অতিথিরা।

গৃহস্বামিনী বসলেন সামোভারের কাছে, দন্তানা খ্ললেন। অলক্ষ্য পরিচারকদের সাহায্যে চেয়ার সরিয়ে সরিয়ে সমাজ স্থান নিল দুই ভাগে ভাগ হয়ে: একদল সামোভারের কাছে গৃহস্বামিনীর সঙ্গে, অন্য দল ড্রায়িং-রুমের বিপরীত প্রান্তে জনৈক রাদ্মদুতের স্কুদরী পদ্দীর কাছে, পরনে তাঁর কালো মখমলের প্যোশাক, চোখে তীক্ষ্য কালো ভূর্। প্রথমটায় যা সর্বদাই হয়, অতিথি আগমন, সম্ভাষণ, চায়ের আপ্যায়নে বাধাপ্রাপ্ত আলাপ দ্লতে লাগল যেন কোন প্রসঙ্গে নিবদ্ধ হওয়া যায় তার অন্বেষণে।

'অভিনেত্রী হিশেবে উনি অসাধারণ ভালো; বোঝাই বায় কাউলবাথের শিষ্যা' – বললেন রাষ্ট্রদ্তপত্নীর চক্রন্থ একজন ক্টনীতিক, 'লক্ষ্য করেছিলেন কিভাবে পড়ে গোলেন..'

'আহ্ নিলসনের কথা থাক। ওঁর সম্পর্কে নতুন কী আর বলার আছে'—
বললেন সাবেকী রেশমী গাউন পরা, সোনালী-চুল, দ্র্হীন, পরচুলা-হীন,
রক্তবর্ণা স্থ্লাঙ্গী মহিলা। ইনি হলেন বিখ্যাত প্রিন্সেস মিয়াগ্কায়া,
স্পন্টভাষণ আর র্ততার জন্য তাঁর উপনাম জ্টেছিল enfant terrible*।
প্রিম্পেস মিয়াগ্কায়া বসেছিলেন দুই মহলের মাঝামাঝি, এবং কখনো এদল কখনো ও-দলের কথা শ্নেন যোগ দিচ্ছিলেন দ্ব'পক্ষেরই আলাপে।
'কাউলবাথ সম্পর্কে ঠিক এই কথাই আমায় আজ বলেছে তিনক্ষন, যেন
নিজেদের মধ্যে আগেই কথা হয়ে গিয়েছিল। অথচ কেন যে ব্লিটা
ওদের মনে ধরে গেল, জানি না।'

এই মন্তব্যে আলাপের তাল কেটে গেল, প্রয়োজন হল নতুন প্রসঙ্গ খৌজার।

'কিছ্ব একটা মজার কথা আমাদের বল্বন, তবে তাতে বেন জ্বলব্বি না থাকে'— কূটনীতিক বখন ভেবে পাচ্ছিলেন না কী দিয়ে শ্বর্ করবেন, তখন তাঁকে বললেন রাষ্ট্রদ্তপন্নী, ইংরেজিতে যাকে বলে small talk তেমন মার্জিত কথোপকথনে ইনিও অসামান্যা।

कृष्टेनीिष्ठक द्राप्त वलालन, 'लातक वला त्राष्ट्रा करिन, या अनामात्र

* জরংকরী শিশ্ব (গেছো খ্রিক) (করামি)।

শুধ্ তা-ই হাস্যকর। তবে চেন্টা করে দেখি। একটা প্রসঙ্গ দিন-না। আসল ব্যাপারটাই হল প্রসঙ্গ নিয়ে। প্রসঙ্গ পেলে তাতে ফুল তোলা সহজ। আমার প্রায়ই মনে হয়, গত শতকের নামকরা আলাপীদের পক্ষে চাতুর্বের সঙ্গে আলাপ করা আজকাল মুশকিল হত। চতুর স্বকিছ্বতেই লোকের ভারি বিরক্তি ধরে গেছে...'

'সে কথা তো শোনা গেছে অনেক আগেই' — হেসে বাধা দিলেন রাষ্ট্রদতেপদ্পী।

আলাপের শ্রেটা হল স্ক্রের, কিন্তু ঠিক অতটা স্ক্রের বলেই তা আবার থেমে গেল। প্রয়োজন হল নির্ভারযোগ্য, সর্বদা অব্যর্থ পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া — যথা, পরচর্চা।

'আপনাদের মনে হয় না যে তুশকেভিচের মধ্যে ১৫শ লাই গোছের কিছ্ব একটা আছে?' চোখ দিয়ে টেবিলের কাছে দন্ডায়মান পান্ডুরকেশ সন্পা্র্য একটি যাবককে দেখিয়ে তিনি বললেন।

'আরে হাাঁ! এ ড্রায়ং-র্মটার সঙ্গে তাঁর র্নিচ মেলে, তাই অত ঘন ঘন তিনি দর্শন দেন এখানে।'

এ আলাপটা চলতে থাকল কেননা এ ড্রায়িং-র মে যা বলা চলে না, তা বলা হতে লাগল আভাষে ইঙ্গিতে — অর্থাৎ গৃহস্বামিনীর সঙ্গে তুশকেভিচের সম্পর্কের কথা।

ওদিকে সামোভার আর গৃহস্বামিনীর ওখানেও হালের সামাজিক খবরাখবর, থিয়েটার আর ঘনিষ্ঠদের সমালোচনা — অনিবার্ষ এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে দোলায়মান আলাপ শেষ বিষয়টার, অর্থাৎ পরচর্চার এসে গিয়ে সৃষ্টিস্থর হল।

'শ্বনেছেন, মালতিশোভাও — মেরে নর, মা — সেও diable rose* পোশাক বানাছে।'

'বলেন কী! না, এ যে খাসা ব্যাপার!'

'আমার অবাক লাগে, ব্দিশ্দি থাকলেও — উনি তো বোকা নন — দেখতে পাচ্ছেন না নিজেকে কী হাস্যকর করছেন।'

দর্ভাগিনর মালতিশ্যেভার নিন্দায় আর ঠাট্টায় প্রত্যেকেরই বলার ছিল কিছ্ন না কিছ্ন, আলাপও ফুর্তিতে মুখর হয়ে উঠল জনলে ওঠা শিবিরামির মতো।

^{*} চটকদার গোলাপি (ফরাসি)।

প্রিলেস বেট্সির স্বামী, সদাশর স্থূলকার মান্য, এনগ্রেভিং সংগ্রহে পাগল, স্থাীর অতিথি এসেছেন শন্নে ক্লাবে বাবার আগে জুরিং-রন্মে এলেন। নরম গালিচার ওপর দিরে নিঃশব্দে তিনি গেলেন প্রিলেসস মিরাগ্কারার কাছে।

বললেন, 'নিলসনকে কেমন লাগল আপনার?'

'ওঃই, অমন চুপি চুপি কেউ আসে নাকি? আমার যা ভর পাইরে দিরেছেন' — জবাব দিলেন উনি। 'আমার কাছে অপেরার কথা বলবেন না বাপ্ত, সঙ্গীত অপুর্ণান কিছ্নই বোঝেন না। আমি বরং আপনার মানেনেমে গিয়ে আপনার মাওলিকা আর এনগ্রেভিং নিয়ে কথা বলব আপনার সঙ্গে। তা প্রানা বাজারে সম্প্রতি কী ধন কিনলেন?'

'দেখতে চান? তবে আপনি ওর মর্ম ব্রুবেন না।'

'দেখান। ওই ওদের, কী যেন বলে ওদের... ওই ব্যাৎকারদের কাছে আমি শিখেছি... ওদের চমৎকার চমৎকার এনগ্রেডিং আছে। আমাদের ওরা দেখার।'

'সেকি, আপনারা শিউট্সব্র্গদের ওখানে গিয়েছিলেন?' সামোভারের ওখান থেকে জিগ্যেস করলেন কর্টী।

'গিয়েছিলাম ma chère। স্বামীর সঙ্গে আমায় তারা নেমন্তর করেছিল। বললে, ডিনারটার সসের দাম হাজার র্ব্ল' — সবাই তাঁর কথা শ্নছেন টের পেয়ে উচ্চকণ্ঠে বললেন প্রিন্সেস মিয়াগ্কায়া, 'কিন্তু অতি ভারি বিছছিরি সস, কেমন সবজেটে। ওদেরও ডাকতে হয় তো, আমি সস বানালাম প'চাশি কোপেকে, সবাই ভারি খ্নি। হাজার-র্ব্লী সস বানানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

কর্টী বললেন, 'এ শ্ব্ধ্ মিয়াগ্কায়াই পারেন!'

'আশ্চর্য'!' কে যেন মন্তব্য করলেন।

প্রিলেস মিরাগ্কারার উক্তিতে সর্বদাই প্রভাব পড়ত একই রকম, আর সে প্রভাবের গোপন রহস্য এই যে এখনকার মতো বিশেষ প্রাসঙ্গিক না হলেও বলতেন সহজ্ঞ কথা যার অর্থ আছে। যে সমাজে তাঁর চলাফেরা. সেখানে এমন কথার ফল হত অতি স্ক্রসিক টিম্পনির মতো। প্রিলেসস মিরাগ্কারা ব্রুতে পারতেন না কেন তাঁর কথা এমন প্রভাব ফেলছে, কিন্তু জানতেন যে ফেলছে এবং সেটা কাজে লাগাতেন।

প্রিন্সেস মিরাগ্ কায়া বখন কথা কইছিলেন তখন সবাই তা শ্নছিলেন

এবং রাষ্ট্রদত্তপদ্ধীর ওখানে আলাপ থেমে গিরেছিল বলে গৃহস্বামিনী চাইলেন গোটা সমাজকে একজারগার জড়ো করতে, রাষ্ট্রদত্তপদ্ধীকে তিনি বললেন:

'সতিটেই আপনার আর চা লাগবে না? আমাদের এখানে আপনারা উঠে এলে পারেন।'

'না, না আমরা এখানে বেশ আছি' — হেসে জবাব দিলেন রাষ্ট্রদ্তপত্নী এবং যে আলোচনাটা শুরু হয়েছিল তা চালিয়ে গেলেন।

আলোচনাটা খ্বই প্রীতিকর। স্বামী-স্বী কারেনিনদের নিন্দে হচ্ছিল।

'মস্কো থেকে ফেরার পর আন্না অনেক বদলে গেছে। কী একটা অঙ্ত জিনিস ঘটেছে ওর ভেতব' — বলছিলেন আন্নার বান্ধবী।

'প্রধান বদলটা এই যে উনি আলেক্সেই দ্রন্দিকর ছায়াকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন' — বললেন রাষ্ট্রস্তপত্নী।

'তাতে কী? গ্রিমের একটি উপকথায় আছে: একটি লোকের ছায়া নেই, ছায়া সে হারিয়েছে; কিসের জন্যে যেন এটা তার শাস্তি। আমি কখনো ব্রুতে পারি নি শাস্তিটা কেন। কিন্তু নারীর পক্ষে ছায়া না থাকাটা ভালো লাগার কথা নয়।'

'তা ঠিক, কিস্তু যে নারীর পেছনে ছায়া থাকে, সাধারণত তার পরিণাম হয় খারাপ' — বললেন আল্লার বান্ধবী।

এ কথা কানে যেতে হঠাৎ বলে উঠলেন প্রিল্সেস মিয়াগ্কায়া, 'জিব আপনার খসে পড়্ক। কারেনিনা চমৎকার লোক। ওঁর স্বামীকে আমার ভালো লাগে না কিন্তু ওঁকে ভারি ভালোবাসি।'

রাষ্ট্রদত্তপত্নী বললেন, 'কেন ভালোবাসেন না স্বামীকে? অতি সম্জন লোক। আমার স্বামী বলেন, এরকম রাজপারাম ইউরোপে কমই আছে।'

'আমার স্বামীও আমার তাই বলেছেন, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না' — বললেন প্রিন্সেস মিয়াগ্কায়া, 'আমাদের স্বামীরা ও সব না বললে আমরা দেখতে পেতাম ব্যাপারটা সত্যিই কী। আমার মতে কিন্তু আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ স্লেফ একটি বোকারাম। আমি এটা চুপি চুপি বলছি... কিন্তু সব পরিষ্কার হয়ে উঠছে তা কি সত্যি নয়? আগে যখন ওঁকে ব্রিষ্কান বলে ভাবতে আমায় বলা হয়, আমি তয় তয় করে সব দেখেশ্বনে ব্রকাম আমিই বোকা, কেননা ওঁর মধ্যে ব্রিদ্ধ কিছু খুঁজে পাছি না।

তারপর ষেই আমি চুপি চুপি বললাম, উনি বোকা, অমনি সব পরিচ্কার হরে গেল, তাই না?'

'আজ আপনি ভারি খাণ্পা।'

'একটুও না। আমার যে গতান্তর নেই। আমাদের দ্ব'জনের মধ্যে কেউ একজন তো বোকা। আর জানেন তো, নিজের সম্পর্কে ও-কথা কখনো বলা চলে না।'

'কেউ নিজের অবস্থায় খাশি নয়, কিন্তু সবাই খাশি নিজের বাজিতে' — ফরাসি কবিতা উদ্ধাত করলেন কূটনীতিক।

'ষা বলেছেন' — তাড়াতাড়ি তাঁর দিকে ফিরলেন প্রিন্সেস মিরাগ্কায়া, 'তবে আসল কথা, আমাকে আমি আপনাদের কবলে ছেড়ে দিছি না। ভারি ভালো, মিণ্টি মেয়ে। সবাই যদি তাঁর প্রেমে পড়ে যায়, ছায়ার মতো পিছু নেয় তাঁর, কী তিনি করবেন?'

'আমিও তার দোষ ধরার কথা ভাবছিও না' — আত্মসমর্থন করলেন আন্নার বান্ধবী।

'কেউ যদি ছায়ার মতো আমাদের পেছ, না নেয়, তার মানে এই নয় যে অন্যের সমালোচনা করার অধিকার আমাদের আছে।'

আন্নার বান্ধবীকে উচিতমতো দাবড়ি দিয়ে প্রিন্সেস মিয়াগ্কায়া উঠে দাঁড়ালেন এবং যে টেবিলে সাধারণ আলাপ চলছিল প্রাণিয়ার রাজ্ঞাকে নিয়ে, রাষ্ট্রদ্তেপত্নীর সঙ্গে গিয়ে যোগ দিলেন তাতে।

বেট্সি শ্বালেন, 'ওখানে আপনাদের কী পরচর্চা হচ্ছিল?'

'কারেনিনদের নিয়ে। প্রিন্সেস আলেক্সেই আলেক্সাম্প্রভিচের ম্ল্যায়ন করেছেন' — হেসে আসন নিয়ে বললেন রাষ্ট্রদূতপঙ্গী।

'দ্বংখের কথা যে শ্নতে পেলাম না' — প্রবেশদ্বারের দিকে তাকিয়ে বললেন গৃহস্বামিনী। 'আরে, শেষ পর্যস্ত এলেন তাহলে!' আগস্তৃক জন্স্কিকে তিনি হেসে বললেন।

প্রনৃষ্পি শুখ, সবার সঙ্গে পরিচিত তাই নর, এখানে যাঁদের তিনি দেখলেন, নিতা তাঁদের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর, তাই যাদের এইমান্র ছেড়ে গিয়েছে তাদের কাছে যে অনায়াস ভঙ্গিতে লোকে ফেরে সেইভাবে দ্রনৃষ্পি ভেতরে ফুকলেন।

'কোখেকে আসছি?' রাষ্ট্রদত্তপদ্ধীর প্রশেনর জবাবে তিনি বললেন, 'কী করা বাবে, কবলে করতেই হচ্ছে। বৃষ্ঠ অপেরা থেকে। মনে হচ্ছে শতবার

গোছি, কিন্তু প্রতিবারই পেরেছি নতুন আনন্দ। অপর্ব ! জানি এটা লম্জার কথা: অপেরার আমার ঘ্রম পার, কিন্তু ব্রফ অপেরাগ্রলোর আমি শেষ মিনিট পর্যন্ত বলে থাকি এবং খ্রিশ হয়ে। যেমন আজকে...'

উনি ফরাসি অভিনেত্রীর নাম করে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু রাষ্ট্রদ**্**তপঙ্গী সরস সভয়ে বাধা দিলেন:

'ওই ভয়াবহ কাশ্ডটার কথা বলবেন না দয়া করে।'

'रवम, वनव ना, विरम्य करत এই ভয়াবহতাটা यथन সকলেরই জানা।'

'কিন্তু অপেরাব মতো মনোহর হলে সবাই আমরা সেখানে ষেতাম' — খেই ধবলেন প্রিন্সেস মিরাগ্ কারা।

nan

দরজায় পদশব্দ শোনা গেল, সেটা যে কারেনিনার তা জানা থাকায় প্রিলেসস বেট্সি চাইলেন দ্রন্স্কির দিকে। দ্রন্স্কি দবজার দিকে তাকালেন, মুথে তাঁর একটা নতুন বিচিত্র ভাব ফুটে উঠল। যিনি এলেন, তাঁর দিকে তিনি সানন্দে, একদ্নেট, সেইসঙ্গে ভয়ে ভয়ে চেয়ে রইলেন, ধারে ধারে উঠে দাঁড়ালেন আসন থেকে। ড্রায়িং-রুমে ঢুকলেন আয়া। দ্ভিউপাত না বদলে, বরাবরের মতো খাড়া দাঁড়িয়ে, উচু সমাজের অন্যান্য নারীব চলন থেকে আলাদা তাঁর দ্রত, দ্ট, লঘ্ব কয়েকটা পদক্ষেপে গ্রুস্বামিনীর কাছ থেকে তাঁর দ্রম্বটা উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর করমর্দনি করলেন তিনি এবং সেই হাসি নিয়েই চাইলেন দ্রন্স্কিব দিকে। দ্রন্স্কিক অনেকখানি মাথা ন্ইয়ে তাঁব দিকে চেয়ার এগিয়ে দিলেন।

আমা শ্বধ্ব মাথা ন্ইয়ে তার প্রত্যুক্তর দিলেন এবং লাল হয়ে উঠে ভূব্ কোঁচকালেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই পরিচিতদের উদ্দেশে দ্রুত মাথা নিডে এবং এগিয়ে দেওয়া হাতে চাপ দিয়ে তিনি কর্ত্রীকে বললেন:

'কাউপ্টেস লিদিয়ার কাছে গিরেছিলাম। ভেবেছিলাম আগেই আসব কিন্তু বসে থাকতে হল। ওখানে ছিলেন স্যার জন। ভারি আকর্ষণীয় লোক।' 'ও, সেই মিশনারি?'

'হাাঁ, ভারতীয় জীবন সম্পর্কে উনি খ্ব আগ্রহ জাগাবার মতো গল্প কর্মছলেন।' তার আগমনে ছিল্ল আলাপ ফু' দিয়ে নেবানো দীপশিখার মতো কের দপদপিয়ে উঠল।

'স্যার স্থন! হাাঁ, স্যার জন। আমি ওঁকে দেখেছি। কথা বলেন চমংকার। ভূলাসিরেভা একেবারে তাঁর প্রেমে পড়ে গিরেছেন।'

'আচ্ছা, ভ্লাসিয়েভার ছোটো মেয়ে নাকি তপোভকে বিয়ে করছে, সতাি ?'

'হ্যাঁ, শ্বনেছি এটা একেবারে স্থির হয়ে গেছে।'

'ওর বাপ-মারের কথা ভেবে আমার অবাক লাগে। লোকে বলে, এটা নাকি প্রণয়ঘটিত বিরো।'

'প্রণরঘটিত? কী মান্ধাতা আমলের ধারণা আপনার! প্রণয়ের কথা আজকাল কে বলে?' বললেন রাষ্ট্রদূতপত্নী।

'কী করা যাবে? এই নির্বোধ সাবেকী রীতিটা এখনো অচল হয়ে। বাচ্ছে না' — বললেন ভ্রন্ফিক।

'এ রীতিটা বারা আঁকড়ে থাকে তাদের কপাল খারাপ। শ্ব্র্ কাণ্ডজ্ঞান থেকে বিরেই আমি দেখেছি সুখী।'

'তা ঠিক, তবে যে প্রণয়কে স্বীকৃতি দিচ্ছেন না, ঠিক তার আবির্ভাবেই কাণ্ডজ্ঞানের বিয়ে ধুলিসাং হয়ে যায় কত বারবার' — প্রনৃস্কি বললেন।

'কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানের বিয়ে আমরা তাকে বলি যখন উভয় পক্ষই তাদের পাগলামির পালা শেষ করেছে। ওটা স্কার্লেট জনুরের মতো, কাটিয়ে উঠতে হয়।'

'বসন্তের টীকা দেবার মতো করে কৃত্রিমভাবে প্রণয় জাগাবার টীকা দেওয়াও শিখতে হবে তাহলে।'

প্রিসেস মিয়াগ্কায়া বললেন, 'অল্প বয়সে আমি আমাদের পাদ্রীর প্রেমে পড়েছিলাম। জানি না এতে আমার লাভ হয়েছে কিনা।'

'না, আমার ধারণা, ঠাট্টা নয়, প্রেম কী জানতে হলে ভূল করা এবং পরে তা শাধেরে নেওয়া দরকার' — বললেন প্রিন্সেস বেট্সি।

'এমনকি বিয়ের পরেও?' রসিকতা করে বললেন রাষ্ট্রদতেপঙ্গী।

ইংরেজি প্রবচন উদ্ধৃত করে কূটনীতিক বললেন, 'অন্তাপের সময় কখনো ফুরিয়ে বায় না।'

বেট্সি খেই ধরলেন, 'ঠিক এই জন্যেই দরকার ভূল করা এবং শোধরানো। আপনি কী মনে করেন?' উনি জিগ্যেস করলেন আমাকে, বিনি ঠোঁটে সামান্য লক্ষণীয় স্থির হাসি নিয়ে এই কথাবার্তাটা শ্নাছিলেন। 'আমার মনে হয়' — খ্লে ফেলা দস্তানা নাড়াচাড়া করতে করতে আমা বললেন, 'আমার মনে হয়… বতগন্লো মাথা, মনও বদি হয় ততগন্লো, তাহলে যতগ্লো হদয়, ভালোবাসাও হবে তত রকমের।'

আমা কী বলেন তার জন্য উদ্বিশ্ন ব্বকে তাঁর দিকে চেয়েছিলেন দ্রন্দিক। আমার এই কথাগ্রলো শ্বনে তিনি হাঁপ ছাড়লেন যেন একটা বিপদ কাটিয়ে উঠেছেন।

হঠাৎ তাঁর দিকে চাইলেন আমা:

'মস্কো থেকে চিঠি পেয়েছি। লিখছে যে কিটি শ্যেরবাৎস্কায়া খ্ব অসুস্থ।'

তাই নাকি?' ভুর কুণ্টকে দ্রন্দিক বললেন।
কঠোর দ্ণিটতে আন্না চাইলেন তাঁর দিকে।
'এতে আপনার কোনো আগ্রহ নেই?'

'ববং উল্টো, অত্যন্ত আগ্রহী, জানতে পারি কি ঠিক কী আপনাকে লিখেছে ?'

আন্না উঠে দাঁড়িয়ে বেট্সির কাছে গেলেন।
তাঁব চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দিন এক কাপ চা।'
প্রিন্সেস বেট্সি যখন চা ঢালছিলেন, দ্রন্স্কি এলেন আন্নার কাছে।
কী আপনাকে লিখেছে ?' ফের জিগ্যেস করলেন তিনি।

আমার প্রায়ই মনে হয় যে প্রেব্ধেরা বোঝে না কোনটা অন্দার যদিও প্রায়ই বলে থাকে সে কথা' — দ্রন্দিকর জিজ্ঞাসার জবাব না দিয়ে আহ্না বললেন। 'আমি অনেকদিন থেকে আপনাকে বলব ভাবছিলাম' — কয়েক পা এগিয়ে কোণের একটা অ্যালবাম টেবিলের কাছে বসে তিনি যোগ বলনে।

দ্রন্দিক তাঁকে চায়ের কাপ দিয়ে বুললেন, 'আপনার কথার অর্থ ঠিক

আল্লা সোফায় তাঁর পাশে দ্ভিটপাত করলেন, প্রন্স্কিও তংক্ষণাং সংলন সেখানে।

তাঁর দিকে না চেয়ে আলা বললেন, 'হাাঁ, আপনাকে বলতে চাইছিলাম, ^{৯ পনি} খারাপ কান্ধ করেছেন, খারাপ, অত্যস্ত খারাপ।' 'আমি কি জানি না বে কাজটা খারাপ হয়েছে? কিন্তু অমন বে হল তার কারণ কে?'

'এ কথা আমার বলছেন কেন?' কঠোর দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেরে আমা বললেন।

'আপনি জানেন কেন' — অসংকোচে, সানন্দে জবাব দিলেন দ্রন্দিক, চোখ না নামিরে গ্রহণ করলেন তাঁর দৃষ্টি।

দ্রন্দিক নন, আলাই থতমতো থেলেন।

'এতে শুখু প্রমাণ হর বে আপনার হৃদর বলে কিছু নেই' — আহা বললেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি বলছিল, ওঁর যে হৃদর আছে সেটা তিনি জানেন আর সেই জন্য ভয় করেন তাঁকে।

'আপনি এখন যে কথাটা বললেন ওটা ভ্রম, ভালোবাসা নয়।'

'মনে রাখবেন যে ঐ শব্দটা, ঐ অমান্ষিক শব্দটা উচ্চারণ করতে আমি আপনাকে বারণ করেছি' — আমা বললেন কে'পে উঠে; কিন্তু তৎক্ষণাৎ টের পেলেন যে 'বারণ করেছি' এই একটা কথাতেই ওঁর ওপব নিজের খানিকটা অধিকার তিনি স্বীকার করে নিচ্ছেন এবং তাতে করে ভালোবাসার কথা বলতে উৎসাহিত করছেন ওঁকে। 'অনেকদিন থেকে আপনাকে বলব ভাবছিলাম' — দৃঢ়ভাবে ওঁর চোখের দিকে চেয়ে ম্খ দন্ধানো লালিমার আরও রাঙা হয়ে তিনি বলে গেলেন, 'আজ ইচ্ছে কবেই আমি এখানে এসেছি আপনার দেখা পাব জেনে। এলাম আপনাকে বলতে যে এটা শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। কারো সামনে আমায় কখনো লাল হ'য উঠতে হয় নি অথচ কিসের জন্যে যেন নিজেকে অপরাধী বলে ভাবতে আপনি আমায় বাধ্য করছেন।'

দ্রন্দিক ওঁর দিকে চেয়ে অভিভূত হলেন তাঁর মুখের নতুন একটা আত্মিক লাবণ্যে।

'আমাকে কী করতে বলেন?' সহজভাবে গ্রেখসহকারে জিগ্যেস কবলেন দ্রন্তিক।

আহ্না বললেন, 'আমি চাই ষে আপনি মস্কোয় গিয়ে কিটির কাছে कমা চাইবেন।'

खन् कि वनलन, 'स्रिके आर्थान कान ना।'

তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে আহা যা চাইছেন সেটা নয়, জার ব[া] নিজেকে দিয়ে যা বলাচ্ছেন সেটাই বলছেন। 'আমায় বিদ আপনি ভালোবাসেন বা আপনি বলছেন' — আলা বললেন ফিসফিসিয়ে, 'তাহলে এমন কর্ন বাতে আমি শান্তিতে থাকি।'

ञन् क्रिकत भाष **क्रमक्रम करत एंट्रेम**।

'আপনি কি জানেন না বে আমার কাছে আপনিই আমার গোটা জীবন, কিন্তু শান্তি আমার নেই, আপনাকে তা দিতেও পারব না। আমার গোটাটাই, ভালোবাসা — হাাঁ। আমি আপনাকে আর নিজেকে পৃথক বলে ভাবতে পাবি না। আমার কাছে আপনি আর আমি একই। আর ভবিষ্যতে শান্তির কোনো সম্ভাবনা আমি দেখতে পাছি না, আপনার জন্যেও নর, আমার জন্যেও নর, আমি দেখতে পাছি কেবল নিরাশার, দ্বংখের সম্ভাবনা... অথবা দেখছি স্থের সম্ভাবনা, আহ্ কাঁ সে স্থে!.. সে কি সম্ভব নর?' এই কথাটা তিনি বললেন শ্বং তাঁর ঠোঁট নেডে, কিন্তু আলা শ্বনতে পেলেন।

যা উচিত সেটা বলার জন্য চিত্তের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলেন আমা, কিন্তু তার বদলে প্রেমাকুল দ্ভিট নিবন্ধ করলেন ভ্রন্স্কির ওপর এবং কিছুই বললেন না।

এইতো!' সোপ্লাসে দ্রন্দিক ভাবলেন, 'যখন আমি একেবারে হতাশ হয়ে উঠেছি, যখন মনে হচ্ছিল এর ব্বি আর শেষ নেই, তখন এইতো। এমায় ও ভালোবাসে। সেটা ও স্বীকার করছে।'

'তাহলে আমার জন্যে এইটে কর্ন, আর কখনো বলবেন না ঐ সব কথা, ভালো বন্ধ হয়ে থাকব আমরা' — ম্থে এই কথা বললেন আমা, কিন্তু ভিন্ন কথা বলছিল তাঁর চোখ।

বন্ধন্ব আমরা হব না, আপনি নিজেই তা জানেন। কিন্তু আমরা সবচেয়ে স্বানী নাকি সবচেয়ে দুঃখী লোক হব, সেটা আপনার আয়তে।'

की এकটা বলতে যাচ্ছিলেন আল্লা, किन्तू দ্রন্দিক বাধা দিলেন।

আমি তো শৃধ্ একটা জিনিস চাইছি, আশা করার, এখনকার মতো বট্ট পাবার অধিকার। কিন্তু তা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে আমাকে উধাও বল্ন, আমি তাই হব। আমার উপস্থিতি যদি আপনার দৃঃসহ লাগে, ভহলে আমাকে আর কখনো দেখতে পাবেন না আপনি।

আপনাকে কোথাও তাড়িয়ে দিতে আমি চাই না।

শ্ব্দ কিছ্বই ষেন বদলাবেন না। যেমন আছে, তেমনিই সব থাক' — কি পা কাঁপা গলায় বললেন ভ্রন্সিক, 'ঐ যে আপনার স্বামী।'

সত্যিই এইসময় তাঁর শাস্ত বিদঘ্টে চলনে ড্রায়ং-র্মে চুকলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

শ্বী আর দ্রন্দিকর দিকে দ্ন্তিপাত করে তিনি গেলেন কর্যীর কাছে, এক কাপ চায়ের সামনে বসে ধীর-শ্বির, সর্বদা যা শ্র্তিভেদী, তাঁর সেই গলায় বরাবরকার মতো রহস্যের স্বরে কাকে নিয়ে যেন ঠাট্টা করতে লাগলেন।

গোটা সমাজের ওপর চোখ ব্রিলয়ে তিনি বললেন, 'আপনার রামব্রিলয়ে সালোঁ একেবারে জমজমাট। সমস্ত র্পদেবী আর কলালক্ষ্মীই বিরাজমান।'

কিন্তু প্রিলেসস বেট্সি তাঁর এই স্বর, যাকে তিনি ইংরেজিতে বলতেন snecring* তা সইতে পারতেন না, ব্লিমতা গৃহকরাঁ হওয়ায় তিনি তংক্ষণাৎ তাঁকে টেনে আনলেন বাধ্যতাম্লক সৈন্যভূক্তির গ্রন্থপূর্ণ আলোচনায়। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচও অমনি কথোপকথনে মেতে উঠে গ্রন্থসহকারেই নতুন আদেশটা সমর্থন করতে লাগলেন, যাকে আক্রমণ করছিলেন প্রিলেসস বেট্সি।

দ্রন স্কি আর আলা বসেই রইলেন ছোটো টেবিলটার কাছে।

দ্রন্দিক, আল্লা এবং তাঁর স্বামীর দিকে ইঙ্গিত করে জনৈক মহিলা ফিসফিস করলেন, 'এটা অশোভন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

'কী বলেছিলাম আমি?' জবাব দিলেন আন্নার বান্ধবী।

কিন্তু শ্বেষ্ এই মহিলারাই নয়, ড্রায়ং-র্মে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই, এমর্নাক প্রিলেসস মিয়াগ্কায়া এবং স্বয়ং বেট্সিও বার কয়েক করে চেয়ে দেখছিলেন সাধারণ চক্র থেকে সরে যাওয়া ঐ দ্জনের দিকে, এ চক্রটায় যেন ব্যাঘাত ছচ্ছিল তাঁদের। শ্বেষ্ আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ সেদিকে একবারও চাইলেন না, যে আলাপটা শ্বেষ্ হয়েছিল, বিচ্যুত হলেন না তার আকর্ষণ থেকে।

সবার ওপরেই একটা অপ্রীতিকর ছাপ পড়ছে লক্ষ্য করে প্রিন্সেস বেট্সি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বচন শ্নে যাবার জন্য তাঁর নিজের জারগার আরেকজনকে বসিরে গেলেন আলার কাছে।

বললেন, 'আপনার স্বামীর কথার স্পন্টতা আর যথাযথতা আমার সর্বদাই অবাক করে দেয়। উনি যখন বলেন, সবচেরে তুরীর ব্যাপারগন্লোও তখন বোষগম্ম হয়ে ওঠে আমার কাছে।'

[•] व्यवकात्रक (हेरतिक)।

'ও হাা !' স্থের হাসিতে জ্বলজ্বল করে উঠে এবং বেট্সি বা বলছিলেন তার একটা কথাও না ব্বে আন্না বললেন। বড়ো টেবিলটার উঠে এলেন তিনি, যোগ দিলেন সাধারণ কথাবার্তার।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আধঘণ্টাখানেক থেকে স্থার কাছে এসে তাঁর সঙ্গে বাড়ি যেতে বললেন; তাঁর দিকে না তাকিয়েই আলা জবাব দিলেন যে নৈশাহারের জন্য তিনি থেকে যাবেন। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ মাথা নইয়ে বেরিয়ে গেলেন।

কারেনিনার কোচোয়ান, স্থূলকায় বৃদ্ধ তাতারের পক্ষে গেটের কাছে ঠাপ্ডায় জমে যাওয়া বাঁয়ের ছাইরঙা ঘোড়াটাকে সামলে রাখা কঠিন হচ্ছিল। দরজা খ্লে দাঁড়িয়ে ছিল চাপরাশি, খানসামা দাঁড়িয়ে ছিল বাইরের দরজাটা ধরে। ছোটু ক্ষিপ্র হাতে তাঁর ফারকোটের হ্কে আটকে যাওয়া আছিনের লেস ছাড়াতে ছাড়াতে মাথা নিচু করে উৎফুল্ল হয়ে আলা শ্নছিলেন তাঁকে গাড়িতে তুলে দিতে এসে যা বলছিলেন শ্রন্সিক।

তিনি বলছিলেন, 'আপনি কিছু বললেন না; ধরা যাক আমিও কিছু দাবি করছি না, কিন্তু আপনি তো জানেন, বন্ধু আমার কাজ নেই, জীবনের একটা সুখই আমার পক্ষে সম্ভব, এটা সেই শব্দ যা আপনার এত অপছন্দ... হাাঁ, ভালোবাসা...'

'ভালোবাসা...' — ধীরে ধীরে, আভ্যন্তরীণ কোনো কণ্ঠম্বরে প্নরনৃত্তি করলেন আল্লা, তারপর হঠাৎ হুকটা ছাড়ানো মাত্র তিনি যোগ দিলেন, 'কথাটা আমি ভালোবাসি না কারণ ওর তাৎপর্য আমার কাছে বড়ো বেশি, আপনার পক্ষে যা বোঝা সম্ভব তার চেয়েও অনেক' — তারপর ওঁর মুখের দিকে চাইলেন তিনি, 'আসি!'

ওঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন আমা, তারপর স্থিতিস্থাপক পদক্ষেপে খানসামার পাশ দিয়ে অস্তর্ধান করলেন গাড়ির ভেতরে।

তাঁর দ্ভিগাত, হাতের স্পর্শ যেন আগন্ন ছইেরে দিল প্রন্স্কির দেহে। তাঁর হাতের যেখানটা আরা স্পর্শ করেছিলেন, সেখানে চুম্ খেলেন তিনি, তারপর স্থাবেশে এই চেতনা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন যে গত দ্মাসে যা হয়েছে তার চেয়ে তাঁর লক্ষ্যের অনেক কাছাকাছি তিনি এসে গিয়েছেন আন্ত সন্ধায়। শ্রন্থির সঙ্গে আলাদা একটা টেবিলের কাছে বসে কী নিরে যেন সন্ধারি কথাবার্তা কইছিলেন তাঁর দ্বাঁ, এতে আলেক্সেই আলেক্সাদ্রভিচ অস্বাভাবিক বা আশাভন কিছু দেখেন নি; কিছু তাঁর নন্ধরে পড়েছিল যে ছ্রারিং-র্মের অন্যান্যদের কাছে এটা কেন জানি অস্বাভাবিক এবং আশোভন ঠেকেছিল, স্তরাং তাঁর কাছেও এটা মনে হল আশোভন। ঠিক করলেন, দ্বাঁকে সে কথা বলা দরকার।

বাড়ি ফিরে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর কেবিনেটে চুকলেন, বা তিনি সাধারণত করে থাকেন, আরাম কেদারার বসে পোপতন্ত্র সম্পর্কে একটা বইরের কাগজ-কাটা ছ্রির চাপা দেওয়া জারগাটা খ্ললেন এবং পড়ে গেলেন রাত একটা পর্যন্ত যা তাঁর অভ্যাস; শ্র্ব্ মাঝে মধ্যে তাঁর ঢিপ কপালখানা ম্ছে, মাথা ঝাঁকিয়ে কী একটা ষেন তাড়াতে চাইছিলেন। নির্দেশ্ট সময়ে উঠে তিনি তাঁর নৈশ প্রসাধন সারলেন। আলা তখনো ফেরেন নি। বই বগলে করে ওপরে উঠলেন তিনি; কিন্তু তাঁর কর্মক্ষেত্রের ব্যাপার নিয়ে অভ্যন্ত ভাবনা ও পরিকল্পনাদির বদলে আজ রাত্রে তাঁর মন ভরে ছিল স্ফ্রীর ভাবনায়, কী একটা অপ্রীতিকর তাঁর ঘটেছে তাই নিয়ে। নিজের অভ্যাসের ষা বিপরীত বিছানায় তিনি শ্লেন না, পিঠের পেছনে হাতে হাত দিয়ে পায়চারি করতে লাগলেন ঘরগ্লোয়। উনি শ্লেত পারছিলেন না, টের পাছিলেন, ষে-অবস্থাটার উদ্ভব হয়েছে, সবার আগে তা নিয়ে ভাবা দরকার।

যখন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ নিজেই ঠিক করে নেন যে স্থারি সঙ্গে কথা বলা দবকার, তখন জিনিসটা তাঁর কাছে সহজ এবং সাধারণ মনে হরেছিল; কিন্তু এখন এই নবোক্ত অবস্থাটা নিয়ে ভাবতে গিরে ব্যাপারটা তাঁর কাছে খুবই কঠিন আর জটিল মনে হল।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ঈর্বাপরারণ লোক নন। তাঁর ধারণা ছিল ঈর্বাতে স্নীকে অপমান করা হয়, অথচ স্নীর প্রতি আছা থাকা উচিত। কেন আছা, অর্থাৎ পরিপ্র্ণ এই নিশ্চিতি পোষণ করা উচিত বে তাঁর যুবতী বধ্ব সর্বদা তাঁকে ভালোবেসে যাবে, এ প্রশ্ন তিনি নিজেকে কথনো করেন নি; কিন্তু অনাস্থা তিনি রাখেন নি কথনো, তাই আস্থাই রাখতেন এবং নিজেকে বলতেন তাঁর আস্থা রাখা উচিত। এখন কিন্তু ঈর্বা বে একটা লক্ষাকর মনোভাব, আর আস্থা রাখা উচিত তাঁর এ প্রতায় ভেঙে না পড়লেও অন্ভব করছিলেন কেমন একটা অবোজিক আর অবোধগায়া জিনিসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন এবং ভেবে পাছিলেন না কী করবেন। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এসে দাঁড়িয়েছেন জীবনের মুখোমুখি, তাঁকে ছাড়া স্হী অপর কাউকে ভালোবাসতে পারে এই সম্ভাবনার মুখোমুখি, এবং এটা তাঁর কাছে হয়ে দাঁড়াল অতি অর্থহীন আর দুর্বোধা, কেননা খোদ জীবনই হল এইটে। সারা জীবন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কাটিয়েছেন এবং কাজ করেছেন কাজকর্মচারীদের মধ্যে জীবনের প্রতিফলন নিয়ে যাদের কারবার। যখনই খোদ জীবনের মুখোমুখি হয়েছেন, ততবারই তা থেকে সরে এসেছেন। এখন তাঁর সেইরকম একটা বোধ হল যা হয় যখন কোনো লোক অতল গহনুরের ওপরকার সেতু দিয়ে নিশ্চন্ডে যেতে যেতে হঠাং দেখে যে সেতুটা ভেঙে পড়েছে, ঘুর্ণিজল দেখা দিয়েছে সেখানে। ঘুর্ণিজলটাই আসল জীবন, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ যে কৃত্রিম জীবন কাটিয়েছেন সেতুটা হল তাই। অন্য কাউকে ভালোবাসতে পারা তাঁর স্হীর পক্ষে সম্ভব, এ প্রশ্ন তাঁর সামনে দেখা দিল এই প্রথম, তাতে আতংক হল তাঁর।

পোশাক না ছেড়ে সমতাল পদক্ষেপে উনি পায়চারি করছিলেন একটিমার বাতিতে আলোকিত খাবার ঘরের শব্দিও পার্কেটে, অন্ধকার ছ্রািয়ং-রুমের গালিচার ওপর দিয়ে, যেখানে আলো প্রতিফলিত হচ্ছিল কেবল সোফার ওপরে টাঙানো সম্প্রতি আঁকানো তাঁরই বৃহৎ পোর্টেটটায়, গেলেন আমার কেবিনেট পেরিয়ে, সেখানে দ্টি মোমবাতির আলোয় উল্জ্বল হয়ে উঠেছে আমার বান্ধবী আর আত্মীয়স্বজনের প্রতিকৃতি, লেখার টেবিলে তাঁর বহুপরিচিত স্কুদর স্কুদর আভরণ। সে ঘর পেরিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন শোবার ঘরের দরজা পর্যস্ত, তারপর আবার ফিরছিলেন।

প্রত্যেকটা পাড়ির শেষে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আলোকিত ডাইনিং-রুমের পার্কেটের ওপর তিনি থামছিলেন, মনে মনে বলছিলেন, 'হাাঁ, এটার একটা সমাধান করা উচিত, বন্ধ করা দরকার, নিজের অভিমত দিয়ে নিজের সিদ্ধান্ত জানাতে হবে।' তারপর ফিরছিলেন। 'কিন্তু কী অভিমত? কিসের সিদ্ধান্ত?' ড্রারিং-রুমে নিজেকে তিনি শুধালেন কিন্তু কোনো উত্তর খাজে পেলেননা। 'হাাঁ' — কেবিনেটে ঢোকার মুখে ভাবলেন, 'শেষপর্যন্ত ঘটেছে-টা কী? অনেকখন ধরে আল্লা কথা বলেছে ওর সঙ্গে। কিন্তু কী হল তাতে? সমাজেনারীরা তো কতরকম লোকের সঙ্গেই কথা বলে থাকে। তা ছাড়া, ঈর্ষা

করার অর্থ ওকে আমাকে, দ্ব'জনকেই হাঁন করা' — আমার কেবিনেটে চুকে তিনি নিজেকে বোঝালেন। কিন্তু এ ব্বস্তি আগে তাঁর কাছে বেশ ভারিক্তি বোধ হলেও এখন তার আর কোনো ভার ছিল না, অর্থ ছিল না। শোবার ঘরের দরজা থেকে তিনি ফের এলেন হলে; কিন্তু, যেই তিনি পেছন ফিরে চুকলেন অন্ধকার ড্রায়িং-র্মে, অর্মান কা একটা কণ্ঠন্বর তাঁকে বললে ওটা ঠিক নয়, যখন অন্য লোকেদের নজরে পড়েছে, তখন কিছু একটা আছে। ডাইনিং-র্মে তিনি ফের নিজেকে বললেন, 'হাাঁ, এটার একটা সমাধান করে, বন্ধ করে নিজের অভিমত দেওয়া দরকার...' এবং প্রনরায় ড্রায়ং-র্মে মোড় ফেরার সময় উনি নিজেকে শ্বধালেন: কা করে সমাধান করা যায়? পরে নিজেকে প্রশ্ন করলেন, কা ঘটেছে? এবং জবাব দিলেন: কিছুই না, ন্মরণ করলেন যে ঈর্যা হল স্ফার পক্ষে অপমানকর একটা মনোভাব, কিন্তু ড্রায়ং-র্মে ফের নিশ্চিত হয়ে উঠলেন যে ঘটেছে কিছু একটা। তাঁর দেহের মতো ভাবনাও নতুন কিছুতে উপনাত না হয়ে পাক খাচ্ছিল একই ব্তে। সেটা তাঁর খেয়াল হল, কপাল রগড়ে তিনি বসলেন আল্লার কেবিনেটে।

এমন সময় তাঁর টোবলে ম্যালাকাইট লিখন-সরঞ্জাম আর শ্রুর্ করা একটা চিরকুটের দিকে চেরে হঠাং বদলে গেল তাঁর চিস্তা। আল্লা সম্পর্কে, কী তিনি ভাবেন, অনুভব করেন, সে নিয়ে ভাবনা হল তাঁর। এই প্রথম স্পণ্ট করে তাঁর কল্পনায় ভেসে উঠল আল্লার ব্যক্তিগত জীবন, তাঁর ভাবনাচিন্তা, তাঁর আকাশ্কা, আর ওঁর যে নিজ্পন্ব একটা জীবন থাকতে পারে, থাকার কথা, এ কথা ভেবে তাঁর এত ভর হল যে তিনি তাড়াতাড়ি করে সে চিন্তা তাড়াতে চাইলেন। এটা সেই ঘ্রণিজল যেখানে তাকাতে তাঁর আতৎক হয়। মনে মনে এবং অনুভূতিতে অন্য একজনের স্থলে নিজেকে বসানো, এমন একটা আত্মিক উদ্যোগ আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে বিজ্ঞাতীয়। এর্প আত্মিক উদ্যোগকে তিনি মনে করতেন ক্ষতিকর, বিপশ্জনক কল্পচারিতা।

তিনি ভাবলেন, 'সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার এই যে এখন, আমার ব্যাপারটা বখন চুকতে চলেছে' (যে প্রকল্পটা তিনি এখন পাশ করিয়ে নিতে ব্যাচ্ছিলেন, তার কথা ভাবছিলেন তিনি) 'যখন আমার দরকার একান্ত শান্তি আর প্রাণের সমন্ত শক্তি, এখনই কিনা আমার ওপর ভেঙে পড়ল এই অর্থহান উদ্বেগ। কিন্তু কী করি? আমি তেমন লোক নই যে অন্থিরতা আর উদ্বেগে ভোগে অথচ সোলাসালি ভাকাবার শক্তি ধরে না।'

'আমাকে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং চুকিয়ে দিতে হবে' -তিনি বললেন শব্দ করেই।

'ওর হৃদয়াবেগের প্রশ্ন, কী তার অন্তরে ঘটেছে এবং ঘটতে পারে, সেটা আমার নয়, তার বিবেকের ব্যাপার, ধর্মের ব্যাপার' - মনে মনে তিনি ভাবলেন এবং এই উপলব্ধিতে তাঁর হালকা লাগল যে উন্কৃত পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য বিধিবিধানের ধার্রাটি তিনি খ'লে পেয়েছেন।

'তাহলো' -- স্থির করলেন তিনি, 'হৃদয়াবেগ ইতাদি ম্লত ওর বিবেকের প্রশন, ওটা আমার কোনো ব্যাপার হতে পারে না। আমার কর্তব্য পরিক্ষার, পরিবারের কর্তা হিশেবে ওকে চালানো আমার কর্তব্য, স্তরাং অংশত আমার দায়িত্ব থাকছে; যে বিপদটা আমি দেখতে পাচ্ছি সেটা দেখাতে হবে ওকে, সাবধান করে দিতে হবে, এমনকি অধিকারও থাটাতে হবে। এ সব ওকে বলতে হবে আমায়।'

স্মীকে তিনি কী বলবেন সেটা পরিক্নার দানা বে'ধে উঠল তাঁর মাথায়। আর কী বলবেন তা ভেবে তাঁর এই জন্য আফশোস হল যে এমন একটা অলক্ষ্য গাহস্থা ব্যাপারে তাঁর সময় আর চিন্তাগজি বায় করতে হচ্ছে, কিন্তু তাহলেও একটা প্রতিবেদনের আকারে তাঁর বক্তব্য এবং পরবর্তা ভাষণ তাঁর মাথায় একটা পরিক্নার স্পেশট রূপ নিল। 'আমাকে এই কথা বলতে এবং বোঝাতে হবে: প্রথমত, সামাজিক মতামত ও শোভনতার তাৎপর্যের ব্যাখাা; দ্বিতীয়ত, বিবাহের ধর্মায় ব্যাখ্যা: তৃতীয়ত, যদি প্রয়োজন হয়, ছেলের কী দ্বর্ভাগ্য হতে পারে তার উল্লেখ, চতুর্থত, তার নিজের দ্বর্ভাগ্যের কথা।' এবং হাত নিচু করে আঙ্বলে আঙ্বলে গিণ্ট বেশ্বে আলেক্সেন্ট আলেক সাম্র্যুভিচ আঙ্বল মটকালেন।

হাতে হাত দিয়ে আঙ্কল মটকানো - এই বিছছিরি অভ্যাসটা সর্বদাই তাঁকে শাস্ত করে আনত, পেণছৈ দিত একটা স্নির্দিণ্ট অভিমতে, যা এখন তাঁর নিতান্ত প্রয়োজন। গেটের কাছে গাড়ি আসার শব্দ শোনা গেল। আলেক সেই আলেক সাম্প্রভিচ হলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

সি'ড়িতে নারীর পদশব্দ। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর বক্তব্যে প্রকৃত হয়ে গি'টে গি'টে আঙ্লে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, আশা করছিলেন আরেকটা আঙ্লে মটকানির শব্দ। মটকাল। সি'ড়িতে পদশব্দ শোনার আগেই তিনি টের পাচ্ছিলেন আল্লার কাছিয়ে আসা, আর নিজের বক্তব্যে তিনি তুন্ট বোধ করলেও আসল্ল কথোপকথনে তাঁর ভয় হচ্ছিল। হাডের থাপি নাড়তে নাড়তে মাথা নিচু করে আন্না আসছিলেন। মুখ তাঁর জনলজনল করছিল, কিন্তু তার ঝলকটা আনন্দের নর, ঘোর অন্ধকার রাতে অগ্নিকান্ডের ভয়াবহ ঝলকের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল তা। দ্বামীকে দেখে আন্না মাথা তুললেন, হাসলেন যেন ঘুম ভেঙ্গে উঠছেন।

'এখনো তুমি শোও নি? আশ্চর্য ব্যাপার!' বলে, হ্রড খ্রলে ফেলে না থেমে গেলেন তাঁর ড্রেসিং-র্মে। দরজার পেছন থেকে বললেন, 'সময় হয়ে গেছে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।'

'আল্লা, তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলার আছে।'

'আমার সঙ্গে?' অবাক হরে আলা বললেন, দরজার পেছন থেকে বেরিয়ে এসে চাইলেন স্বামীর দিকে। 'কী ব্যাপার? কী নিয়ে?' বসে জিগ্যোস করলেন তিনি, 'বেশ, এও দরকার পড়েছে যখন, কথা বলা যাক। তবে ঘুমনোই ছিল ভালো।'

জিবের ডগায় যা আসছিল তাই বলছিলেন আল্লা, আর নিজেই সে কথা শ্নেন অবাক মানছিলেন তাঁর মিথো বলার সামর্থ্যে। কী সহজ, স্বাভাবিক তাঁর কথা, তাঁকে দেখাচ্ছেও ঠিক যেন তাঁর ঘ্ম পাচ্ছে। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে মিথাার দ্বভেণ্য বর্মে তিনি আব্ত। টের পাচ্ছিলেন কী একটা অদ্শ্য শক্তি তাঁকে সাহায্য করছে, সহায়তা করছে।

'আমা, তোমাকে সাবধান করে দিতে হচ্ছে আমায়' উনি বললেন। 'সাবধান?' আমা শুধালেন, 'কিসের জন্যে?'

আন্না এমন সহজে, এত হাসিখ্নিশতে তাকিয়ে ছিলেন যে তাঁর স্বামী উকে যেমন জানতেন তেমন যাঁরা জানতেন না, তাঁদের কাছে তাঁর কথার ধননিতে বা অর্থে অস্বাভাবিক কিছ্ন চোখে পড়ত না। কিন্তু উকে যিনি জানেন, যিনি জানেন যে শন্তে পাঁচ মিনিট দেরি হলে আন্না তা লক্ষ্য করেন, তার কারণ শন্ধান, যিনি জানেন যে সবকিছ্ন আনন্দ, ফুর্তি, দৃঃখের কথা তিনি তংক্ষণাং তাঁকে জানান, — তাঁর যে এখন চোখে পড়ল যে আন্না তাঁর অবন্থা লক্ষ্য করতে চাইছেন না, নিজের সম্পর্কে একটা কথাও বলতে চাইছেন না, তার তাংপর্য অনেক। তিনি দেখতে পেলেন তাঁর প্রাণের যে গহন আগে সর্বদা ছিল তাঁর কাছে উন্মন্তে, তা এখন রন্ধ। শন্ধ্য তাই নর, তাঁর গলার সন্ত্র থেকে তিনি দেখতে পেলেন যে আন্না এতে বিত্ত বোধ করছেন না, বরং সোজাসনুদ্ধি যেন বলছেন. হাাঁ রুদ্ধ, তাই হওরা উচিত, ভবিষাতেও তা রুদ্ধ থাকবে। এখন তার নিজেকে সেই লোকের মতো মনে হল যে বাড়ি ফিরে এসে দেখে যে বাড়ি তালাবদ্ধ। 'কিন্তু হয়ত চাবিটা এখনো পাওয়া যেতে পারে' ভাবলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

ম্দ্বস্বরে তিনি বললেন, 'আমি ভোমায় সাবধান করে দিতে চাই যে নিজের অপরিণামদর্শিতা ও চিন্তচাপলো তুমি সমাজে তোমাকে নিয়ে কথা রটবার উপলক্ষ্য যোগাতে পার। আজ কাউণ্ট দ্রন্স্কির সঙ্গে (নামটা উচ্চারণ করলেন দ্ভেভাবে, স্কৃষ্থির যতি দিয়ে) ভোমার বড়ো বেশি উচ্ছল কথোপকথন সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

কথা বলার সময় তিনি চেয়ে ছিলেন তাঁর হাস্যময় এবং অধ্না তার দ্রুরেয়িতায় ভয়ংকর চোখের দিকে এবং কথা বলতে বলতেই টের পাচ্ছিলেন তার সমস্ত নিষ্ফলতা ও অকার্যকারিতা।

'চিরকালই তুমি ওইরকম। আমার ব্যাজার লাগছে, কখনো-বা এটা তোমার ভালো লাগে না. আবার আমি হাসিখনি, কখনো-বা সেটাও ভালো লাগে না তোমার। আজ আমার ব্যাজার লাগে নি। তাওে ঘা লেগেছে মনে '' আরা বললেন যেন ওঁকে একেবাবে বোঝেন নি. আব উনি যা বলেছিলেন তার ভেতবে ইচ্ছে কবেই ব্বি ব্যাবলেন শ্যা শেষ কথাটা। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কে'পে উঠলেন, চেণ্টা করলেন আঙ্লে মটকাবার।

'আহ্, আঙ্বল মটকিও না দয়া করে। একেবারে ভালে। লাগে না আমার' - আলা বললেন।

'আমা, একি তুমি :' জোর করে হাতের চাণ্ডল্য সংযত রেখে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'কিন্তু কী হল?' অতি অকপট এবং কোতৃকমণ্ডিত বিশ্ময়ে আন্ন। শুধালেন, 'কী চাও তুমি আমার কাছ থেকে?'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ চুপ করে রইলেন, কপাল আর চোখ রগড়ালেন হাত দিয়ে। দেখতে পাচ্ছিলেন যে তিনি যা চেয়েছিলেন, অর্থাৎ সমাজের চোখে একটা ভূল করা থেকে দ্বীকে সাবধান করে দেওয়া — তার বদলে যা আন্নার বিবেকের ব্যাপার, অজ্ঞাতসারেই তাতে তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন, মাধা ঠুকছেন কল্পিত এক দেয়ালে।

ধীর-ন্থির নির্ভাপ গলায় তিনি বলে চললেন, 'তোমাকে আমি বে কথা বলতে চাই, অনুরোধ করি তার সবটা শোনো। আমি মানি, যা তুমি জানো, ঈর্বা হল অপমানকর হীনতাস্চক একটা মনোভাব, এ মনোভাবে নিজেকে আমি কদাচ চালিত হতে দেব না; কিন্তু শোভনতার নির্দিষ্ট কতকগর্নি নিয়ম আছে যা লঙ্ঘন করা চলে না বিনা শান্তিতে। আজ আমি লক্ষা করি নি, কিন্তু সাধারণ যে প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল তা থেকে বলা যায় যে তুমি এমন আচরণ করেছ যা মোটেই বাঞ্চনীয় নয়।'

'একেবারেই কিছু ব্রুতে পারছি না' – কাঁধ কুচকে আল্লা বললেন।
ভাবলেন, 'ওঁর এতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু সমাজের চোখে পড়েছে
কিনা, তাই বিচলিত হয়ে উঠেছেন।' – 'তোমার শরীর ভালো নেই
আপেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ' – উঠে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে যেতে গেলেন; কিন্তু
শ্বামী তাঁর আগে গিয়ে যেন থামাতে চাইলেন তাঁকে।

মুখখানা তাঁর অস্কুদর, বিষয়, আহ্রা আগে যা কখনো দেখেন নি। মাথা পেছনে আর পাশে হেলিয়ে ক্ষিপ্র হাতে চুলের কাঁটা খুলতে লাগলেন। 'তা, শুনছি যা বলবেন' -- আহ্রা বললেন ধীরভাবে, কোঁতুক করে, 'এমনকি সাগ্রহেই শুনছি, কেননা বুঝতে চাই কী ব্যাপার।'

কথা বলার সময় আমার অবাক লাগল তাঁর কথার স্বাভাবিক স্বস্থির স্বানিশ্চত স্বরে আর শব্দনিবাচনে।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ শ্রের করলেন, 'তোমার হুদয়াবেগের সমস্ত খ্রিনাটিতে যাবার অধিকার আমার নেই, এবং মোটের ওপর সেটাকে নিম্ফল, এমনকি ক্ষতিকর বলেই আমি মনে করি। নিজের প্রাণের ভেতরটা খ্রুতে গিয়ে আমরা এমন জিনিস খ্রুড়ে বার করি যা অলক্ষো থাকলেই ভালো। তোমার হুদয়াবেগ, সেটা তোমার বিবেকের ব্যাপার; কিন্তু তোমার দায়-দায়িছ দেখিয়ে দিতে আমি তোমার কাছে, নিজের কাছে, ঈশ্বরের কাছে বাধ্য। আমাদের দ্বাজনের জীবন বাঁধা আর তা বেংধে দিয়েছেন লোকে নয়, ঈশ্বর। এ বাঁধন ছেড়া সম্ভব কেবল পাপে আর এ ধরনের পাপের শান্তি গ্রুত্র।'

'কিছুই ব্রুছি না। আহ্ ভগবান, কী ষে ঘুম পাচ্ছে!' আটকে থেকে ষাওয়া কটার খোঁজে চুলে দুত আঙ্ক চালাতে চালাতে আলা বললেন।

'আমা, দোহাই তোমার, অমন করে বলো না' — নম্রভাবে বললেন স্বামী, 'হয়ত ভূল হচ্ছে আমার, কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি ষা বলছি, সেটা বলছি ষেমন নিজের জন্যে তেমান তোমার জন্যেও। আমি তোমার স্বামী এবং তোমাকে ভালোবাসি।' ম্হতের জন্য বিশীর্ণ হয়ে উঠল আয়ার মৃথ, দৃষ্টিতে কোতৃকের ফুলকি নিবে গেল। কিন্তু 'ভালোবাসা' কথাটা ফের ক্ষ্মক করে তৃলল তাঁকে। মনে মনে ভাবলেন, 'ভালোবাসে ভালোবাসতে ও পারে নাকি? ভালোবাসা নামে কিছ্ একটা হয়ে থাকে এ কথাটা না শ্নলে কথনো সে শব্দটা ব্যবহার করত না। ও যে জানেই না ভালোবাসা কী জিনিস।'

বললেন, 'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, সতিাই কিছু ব্যুতে পারছি না। সুনিদিশ্টি করে বলো কী তোমার মনে হচ্ছে...'

'দয়া করে সবটা বলতে দাও। আমি তোমায় ভালোবাসি। কিন্তু আমি
নিজের কথা বলছি না: এক্ষেত্রে প্রধান ব্যক্তি হল আমাদের ছেলে আর
তুমি নিজে। খুবই সন্তব, ফের বলছি, আমার কথাগালো তোমার কাছে
একেবারেই অষথা এবং অপ্রাসঙ্গিক লাগতে পারে: খুবই সন্তব যে তা
আসছে আমার বিভ্রান্তি থেকে। সেক্ষেত্রে অন্রেরাধ, মাপ করো আমায়।
কিন্তু তুমি নিজে যদি অন্ভব করো যে অন্তত্ত খানিকটা ভিত্তি এব আছে,
তাহলে মিনতি করি, ভেবে দ্যাখো এবং তোমার অন্তর যদি বলে, তাহলে
আমাকে ব'লো...'

যা বলবার জন্য আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ হৈরি হয়েছিলেন তা যে তিনি বললেন না সেটা খেয়ালই হল না তাঁর।

'আমার বলবার কিছু নেই, আন সতি। .' বহু কণ্টে হাসি চেপে তাড়াতাড়ি বললেন আল্লা, 'সতিয় ঘুমোবার সময় হয়েছে।'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এবং আর কিছ্ না বলে গেলেন শোবার ঘরে।

আল্লা যখন শোবার ঘরে এলেন, উনি তখন বিছানায়। শস্ত করে ঠোঁট চাপা, চোখ ফেরালেন না আল্লার দিকে। আলা শ্লেন নিজের বিছানায় এবং প্রতি মিনিট অপেক্ষা করতে লাগলেন যে উনি আবো একবার কথা বলবেন গাঁর সঙ্গে। যা উনি বলবেন তাতে অক্লার ভয়ও হচ্চিল, আবার সেটা চাইছিলেনও। কিন্তু উনি চুপ করে রইলেন। নিশ্চল হয়ে আল্লা অপেক্ষা করলেন অনেকখন, তারপর ওঁর কথা তিনি ভূলে গেলেন। ভাবছিলেন তিনি অন্য আরেকজনের কথা, তাঁকে তিনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলেন, টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর কথা ভাবতে গিয়ে বৃক্ তাঁর ভরে উঠছে আকুলতা আর অপরাধজনক আনন্দে। হঠাং তাঁর কানে এল মাপা তালে নাক ভাকার প্রশাস্ত শব্দ। প্রথমটার যেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ নিজের নাক ডাকার শব্দে ভর পেরে থেমে গেলেন, কিন্তু দুটো নিশ্বাসের পর নতুন প্রশান্ত লয়ে নাক ডাকা শ্বহু হল আবার।

'দেরি হয়ে গেছে, দেরি, দেরি' — মুখে হাসি নিয়ে ফিসফিস করলেন আমা। বহুক্ষণ চোথ মেলে নিশ্চল হয়ে শুরে রইলেন তিনি, তাঁর মনে হল সে চোথের দাঁপ্তি তিনি নিজেই দেখতে পাচ্ছেন অন্ধকারে।

11 50 H

সেই দিন থেকে শ্রু হল আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এবং তাঁর স্ফ্রীর নতন জীবন। বিশেষ কিছু একটা ঘটল না। বরাবরের মতো আহা যাতায়াত করতে থাকলেন সমাজে, প্রায়ই যেতেন প্রিন্সেস বেট্সির কাছে, এবং সর্ব রই দেখা হত দ্রন্দিকর সঙ্গে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের তা চোখে পড়ত, কিন্তু কিছুই করার সাধ্য তাঁর ছিল না। আমার কাছ থেকে কৈফিয়ত পাবার সমস্ত চেণ্টা তাঁর কী-একটা আমুদে ভূল বোঝাবুঝির নীরদ্ধ্ব দেয়ালের সামনে ঠেকে যেত। বাইরেটা রইল একইরকম, কিন্ত ভেতরে ভেতরে বদলে গিয়েছিল ওঁদের সম্পর্ক। রাণ্ট্রীয় ক্রিয়াকর্মে অমন শক্তিধর লোক আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ এক্ষেত্রে নিজেকে শক্তিহীন বলে অন্তেব করতে থাকলেন। যে খলা তার ওপর উত্তোলিত বলে তিনি টের পাচ্ছিলেন, কসাইখানার বাধ্য ঘাঁড়ের মতো মাথা নামিয়ে তার অপেক্ষা কর্রাছলেন তিনি। এ নিয়ে থতবার তিনি ভেবেছেন, ততবারই মনে হয়েছে যে আরো একবার চেষ্টা করা দরকার, সহৃদয়তা, কোমলতা, বোঝানোর শক্তিতে তাঁকে বাঁচানোর, তাঁর চৈতন্যোদয়ের আশা এখনো আছে, এবং প্রতিদিন তিনি তাঁর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করতেন। কিন্তু কথা বলা শ্রু করে প্রতিবারই তিনি টের পেতেন, অকল্যাণ আর প্রতারণার যে প্রেত আমাকে অভিভূত করেছে, তা অভিভূত করছে তাঁকেও, এবং তিনি যা वमरु रहराहित्मन स्मर्ट विषया आत स्मर्ट मृत्त जिनि कथा करेएहन ना। তিনি যা বলছেন তা যারা বলে তাদের নিয়ে আধা-বিদ্রপের স্বরে তিনি অভান্ত সেই সুরে কথা কইতেন তাঁর সঙ্গে নিজের অজ্ঞাতে। অথচ যা आद्यारक वला मत्रकात ठा এ मृद्रत वला हरल ना।

আগেকার সমস্ত কামনাকে স্থানচ্যুত করে প্রায় গোটা একবছর ধরে ধা ছিল অনুস্কর জীবনের ঐকান্তিক কামনা, আমাব কাছে যা ছিল অসম্ভব, ভরংকর এবং সেইহেতু আরো বেশি মোহনীয় স্থান্তবপ্প, তা তৃপ্ত হল। বিবর্ণ হয়ে, নিচের কম্পমান চোয়াল নিয়ে প্রন্দিক দাঁড়িয়ে ছিলেন আমার কাছে, মিনতি করছিলেন তাঁকে শাস্ত হতে, কেন, কিসের জন্য তা তিনি নিজেও জানতেন না।

কাঁপা-কাঁপা গলায় তিনি বলছিলেন, 'আহ্না, আ্লা, ভগবানের দোহাই, আহ্না! '

কিন্তু যত উচ্চ কন্ঠে তিনি কথা কইছিলেন, ত এই নিচে নেমে আসছিল আন্নার একদা গবিত, উৎফুল্ল, কিন্তু এখন লঙ্জাবনত মাথা, যে সোফায় তিনি বসে ছিলেন, দেহ নোযাতে নোয়াতে পড়ে গেলেন সেখান থেকে, মেঝেতে. ভ্রন্স্কির পায়েব কাছে; তিনি ধবে না ফেললে আল্লা লাটিয়ে পড়তেন গালিচায়।

দ্রন্দিকর হাত বুকে চেপে তিনি ফ'পিয়ে উঠলেন, 'ভগবান, ক্ষমা করে। আমায়।'

নিজেকে এত অপরাধী আর দোষী বলে তাঁর মনে হচ্ছিল যে দাঁনহাঁন হয়ে ক্ষমা চাওয়া ছাড়া তাঁর করার কিছ্ ছিল না, এবং এখন, জাঁবনে যখন দ্রন্দিক ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই, তখন ক্ষমা প্রার্থনা তিনি জানালেন তাঁরই কাছে। তাঁর দিকে চেয়ে আমা দৈহিকভাবে অন্ভব করলেন তাঁর হীনতা, কিছ্ আর বলতে পারলেন না। যার প্রাণ সে হরণ করেছে তার দেহটা দেখে হত্যাকারী যা অন্ভব করে, সেই অন্ভৃতি হচ্ছিল দ্রন্দিকর। প্রাণ হরণ করা এই দেহটা যে তাঁদের ভালোবাসা, তাঁদের ভালোবাসার প্রথম পর্ব। লক্জার এই ভয়ংকর ম্লা যার জন্য দিতে হয়েছে, সে কথা সমরণ করায় বাঁভংস, ন্যক্কারজনক কিছ্ একটা ছিল। নিজের আত্মিক নগ্নতার লক্ষা আমাকে পিন্ট করছিল, সেটা সঞ্চারিত হচ্ছিল দ্রন্দিকর মধ্যেও। কিন্তু নিহতের দেহের সম্মুখে হত্যাকারীর সমস্ত আতংক সত্ত্বেও প্রয়োজন দেহটাকে স্বন্ডবিশ্বন্ড করে লত্ত্বিয়ে ফেলা, হত্যা করে হত্যাকারী যা পেয়েছে সেটা কাজে লাগানো।

আলোশে, যেন রিরংসার হত্যাকারী সে দেহের ওপর কাঁপিরে পড়ে, তাকে টেনে নিরে যার, খণ্ডবিখণ্ড করে; ঠিক সেইভাবেই প্রন্দিক আমার মুখ আর ব্ক চুমুতে ভরে দিলেন। আমা তাঁর হাত ধরে রাখলেন, নড়লেন না। হাাঁ, এ সেই চুমু যা কেনা হয়েছে লক্ষার। হাাঁ, শুখু এই হাতটাই থাকবে সর্বদা আমার — সহাপরাধার হাত। সে হাত তুলে ধরে আমা চুমু খেলেন। হাটু গেড়ে বসে প্রন্দিক তাঁর মুখ দেখতে চাইছিলেন; কিন্তু মুখ ঢেকে রাখলেন আমা, কিছুই বললেন না। অবশেষে, যেন নিজের ওপর জাের খাটিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, ঠেলে সরিয়ে দিলেন প্রন্দিককে। মুখখানা তাঁর একইরকম স্কুদর, কিন্তু আরাে বেশি কর্ণ লাগছিল তাতে করে।

বললেন, 'সব শেষ। তুমি ছাড়া আমার কেউ আর নেই। সেটা মনে রেখো।'

'আমার যা জীবন সেটা মনে না রেখে আমি পারি কী করে? এক মিনিটের এই সূথের জন্যে…'

'কিসের সূখ।' আতংকে, বিতৃষ্ণায় আলা বললেন, আর সে আতংক সন্ধারিত হল দ্রনাস্কির মধ্যেও। 'ভগবানের দোহাই, ও নিয়ে একটা কথাও নয়, একটা কথাও নয়!'

দ্রত উঠে দাঁড়িয়ে আমা সরে গেলেন দ্রন্দিকর কাছ থেকে।

'আর একটা কথাও নয়' - প্নর্ক্তি করলেন তিনি এবং প্রন্দিকর কাছে যা অন্ত মনে হয়েছিল, মৃথে তেমন একটা নির্ভাপ নৈরাশোর ভাব নিয়ে আলা বেরিয়ে গেলেন। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে নবজীবনে প্রবেশের মৃথে যে লম্জা, আনন্দ আর আতংক বোধ করছেন, এই মৃহ তে তা ভাষার প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব: তা নিয়ে কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল না তাঁর, অযথার্থ শব্দে অনুভৃতিটাকে স্থল করে তুলতে চাইছিলেন না। এবং পরেও, দ্বিতাঁর, তৃতাঁর দিনেও এই অনুভৃতিগ্রালর সমস্ত জটিলতা ব্যক্ত করার মতো কথা তিনি খ্রেজ পেলেন না তাই নয়, প্রাণের ভেতর যা রয়েছে, নিজে নিজেই তা নিয়ে চিন্তা করে দেখার মতো ভাবনাও তাঁর এল না।

নিজেকে তিনি বললেন, 'না, এখন আমি এ নিয়ে ভাবতে পারছি না; ওটা হবে পরে বখন শাস্ত হতে পারব।' কিন্তু ভাবনার জন্য এই প্রশাস্তি এল না কখনো। কী তিনি করেছেন, কী তাঁর দশা হবে, কী করা উচিত সে কথা ভাবতে গেলেই প্রতিবার আতংক হত তাঁর, মন থেকে ভাবনাটা তাড়িয়ে দিতেন।

বলতেন, 'পরে, পরে, যখন সুন্থির হব।'

কিন্তু ঘ্যের মধ্যে, নিজের ভাবনার ওপর যখন তাঁর দখল থাকত না, তখন তার সমন্ত কদর্য নাগ্রতায় তাঁর অবস্থাটা ভেসে উঠত তাঁর কাছে। প্রার প্রতি রাতে একই স্বায় হানা দিত তাঁকে। তিনি দেখতেন, দ্'জনেই উরা তাঁর স্বামী, দ্'জনেই আদরে ছেয়ে ফেলছেন তাঁকে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর হাতে চুম্ খেরে বলছেন: এখন চমংকাব হল! আলেক্সেই প্রন্মিকও রয়েছেন সেখানে, তিনিও তাঁর স্বামী। আগে এটা অসম্ভব মনে হত বলে অবাক লাগছে আন্নার, হেসে ওঁদের উনি বোঝালেন এটা অনেক সহজ, দ্'জনেই ওঁরা এখন সমুণ্ট আর স্থা। কিন্তু এ স্বায় বিভীষিকার মতো পিন্ট করত তাঁকে, আতংকে ঘ্ম ভেঙে বেত।

n > < n

মন্কো থেকে ফেরার পর প্রথম প্রথম, প্রত্যাখ্যানের যে গ্লানি তার কথা মনে পড়তেই লেভিন প্রতিবার কে'পে কে'পে লাল হয়ে উঠলেও নিজেকে বোঝাতেন: 'পদার্থবিদ্যায় ফেল করে দ্বিতীয় কোর্সেই যথন আমায় থেকে যেতে হয়, তখনও তো আমার দফা শেষ হয়ে গেল ভেবে এমনি করেই লাল হয়ে কে'পে উঠতাম; বোনের যে ব্যাপারটার ভার দেওয়া হয়েছিল আমায়, সেটা পণ্ড করে ফেলার পরও ঠিক এমনি, নিজের দফা শেষ হয়ে গেল বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু কী দাঁড়াল? এখন, সময় যখন কেটে গেছে, তখন মনে করে অবাক লাগে কী করে আমায় তা কঘ্ট দিতে পেরেছিল। এই দ্বেখটার বেলাতেও তাই হবে। সময় কেটে যাবে, আমিও নির্বিকার হয়ে উঠব ব্যাপারটায়।'

কিন্তু তিন মাস কেটে গেলেও তিনি ব্যাপারটায় নির্বিকার হয়ে উঠতে পারলেন না, ও কথা মনে পড়লেই সেই প্রথম দিনগ্লোর মতোই কন্ট হত তাঁর। শান্ত হতে তিনি পারছিলেন না কারণ দীর্ঘ দিন ধরে তিনি পারিবারিক জীবনের স্বপ্ন দেখে এসেছেন, নিজেকে তার জনা পরিণত বলে মনে করেন, অথচ বিয়ে তাঁর হয় নি, আগের ঢেয়েও বিবাহ তাঁর

কাছে সাদ্রেপরাহত। তাঁর আন্দেপাশের সবাই যা অনাভব করতেন, তাঁর নিজেরই তেমন একটা পাঁড়িত অনুভূতি ছিল যে তাঁর বয়সে একা থাকা ভালো নর। তাঁর মনে পড়ল, মন্কো যাওয়ার আগে তিনি তাঁর গোপালক, সাদাসিধে চাষী নিকোলাই, যার সঙ্গে গলপ করতে তিনি ভালোবাসতেন, তাকে বলেছিলেন, 'তা নিকোলাই, ভাবছি বিয়ে করে ফেলা যাক।' নিকোলাই **६** करत क्षवाव मिराहिल यन व्याभातिका मत्मर काला अवकामरे নেই, 'অনেকদিন আগেই করতে হত কনস্তান্তিন দুর্মিতিচ।' কিন্তু বিয়ে এখন তাঁর কাছে আগের চেয়েও সন্দরে হয়ে দাঁড়িয়েছে। দথল হয়ে গেছে জায়গাটা, আর এখন কল্পনায় সে জায়গায় তাঁর পরিচিত মেয়েদের কাউকে বসাতে গেলে টের পান যে সেটা একেবারেই অসম্ভব। তা ছাড়া প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারটা আর তাতে তিনি যে ভূমিকা নির্মেছিলেন সে কথা মনে হতেই প্লানির যন্ত্রণা ভোগ করতেন তিনি। নিজেকে তিনি যতই বোঝান যে তাঁর कारना एगर रनरे. এर घटेना এবং এर धतरानत जन्माना लब्लाकत घटेनात স্মৃতিতে তিনি কে'পে উঠতেন, লাল হয়ে উঠতেন। সমস্ত লোকের মতো অতীতে তিনিও এমন কাজ করেছেন যা তিনি থারাপ বলে মানেন যার জন্য তাঁর বিবেকদংশন হতে পারত, কিন্তু কুকীতির স্মৃতি মোটেই এই সব তৃচ্ছ কিন্তু লম্জাকর ঘটনাগুলোর মতো যন্ত্রণা দিত না। এই ক্ষতগুলো সারছিল না কখনো। এই সব স্মৃতির সঙ্গে এখন যোগ হযেছে কিটির প্রত্যাখ্যান এবং সে সন্ধায়ে অনোর চোখে তাঁব অবস্থাটা কী করুণ প্রতিভাত হয়েছে তার কথা। কিন্তু কালস্রোতে আর কাব্দে ফল হয়েছে। দঃসহ স্মৃতি ক্রমেই চাপা পড়েছে গ্রাম্য জীবনের ঘটনায়, যা চোথে পড়বার মতো না হলেও গ্রেছপূর্ণ। সপ্তাহে সপ্তাহে তিনি কিটির কথা ভাবতে লাগলেন দ্রমেই কম। কিটির বিয়ে হয়েছে বা দিনকয়েকের মধ্যে হতে চলেছে, এই খবরের জন্য তিনি রইলেন অধীর অপেক্ষায়, তাঁর আশা ছিল দাঁত তুলে ফেলার মতো এরকম একটা খবর তাঁকে একেবারে সারিয়ে তলবে।

ইতিমধ্যে বসন্ত এল, অপর্প. সাম্হিক, বসন্তের প্রতীক্ষা ও প্রতারণা ছাড়াই, এটা তেমনি একটা বিরল বসন্ত যাতে উদ্ভিদ, পদ্ব, মান্য সবাই খ্লি হয়ে ওঠে একসঙ্গে। অপর্প এই বসন্ত লেভিনকে আরও চাঙ্গা করে তুলল, অতীত সবকিছ্ব বর্জন করে নিজের সবল, স্বাধীন, নিঃসঙ্গ জীবন গড়ে ভোলার সংকল্পে দ্ট হয়ে উঠলেন তিনি। যত পরিকল্পনা নিয়ে তিনি গাঁরে ফিরেছিলেন, তার অনেকগ্লিই কার্যকৃত না হলেও প্রধান জিনিসটা,

জীবনের শ্রচিতা তিনি অনুসরণ করে চললেন। পতনের পর যে লক্ষা সাধারণত পীড়া দিত তাঁকে, সেটা তিনি আর বোধ করছিলেন না, অসংকোচে তাকাতে পারতেন লোকেদের চোখের দিকে। ফেব্রয়ারি মাসেই তিনি মারিয়া নিকোলায়েভনার কাছ থেকে এই মর্মে চিঠি পেয়েছিলেন যে নিকোলাই ভাইয়ের স্বাস্থ্য ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে, কিন্তু উনি চিকিংসা করাতে চান না। চিঠি পেয়ে লেভিন মস্কো যান ভাইয়ের কাছে, ডাব্রুারের পরামর্শ নেওয়া এবং খনিজ জল-চিকিৎসার্থে বিদেশে যাওয়ার জন্য তাকে বোঝান। ভাইকে ব্রঝিয়ে স্রঝিয়ে এবং তাকে না চটিয়ে টাকা দেওয়ার ব্যাপারটা এমন চমংকার উৎরায় যে লেভিন খাশি হয়ে উঠেছিলেন। চাষবাস ছাড়াও, বসত্তে যার জন্য বিশেষ মনোযোগের দরকার হয়, বই পড়া ছাড়াও, লেভিন এ শীতে চাষবাস নিয়ে একটি রচনা লিখতে শুরু করেছিলেন। তার ছকটা হল চাবে জলবায়, ও মাত্তিকার মতো মেহনতির চরিত্রকেও একটা অনপেক্ষ বস্তু হিশেবে ধরতে হবে, সাতরাং চাষ সম্পর্কে সমস্ত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত টানতে হবে কেবল জলবায়, ও মাত্রিকা থেকে নয়, জলবায়, মাত্রিকা এবং মেহনতির নির্দিষ্ট একটা অপরিবর্তনীয় চরিত্রের তথা থেকে। তাই একাকিত্ব সত্ত্বেও, অথবা একাকিত্বের দর্মনই তাঁর জীবন ছিল অসাধারণ পরিপূর্ণ এবং কেবল মাঝে মধে৷ তাঁর মাথায় যেসব ভাবনা ঘ্রছে তা আগাফিয়া মিখাইলোভনা ছাড়া অন্য কাউকে জানাবার একটা অতপ্ত আকা•ক্ষা বোধ করতেন। অবিশ্যি তাঁর সঙ্গে পদার্থবিদ্যা, ক্রয়িতত্ত এবং বিশেষ করে দর্শন নিয়ে আলোচনা কম হত না দর্শন ছিল আগাফিয়া মিখাইলোভনার পিয় বিষয়।

বসন্ত অবারিত হয়ে উঠতে দেরি করছিল। লেণ্ট পরবের শেষ সপ্তাহগালোয় আবহাওয়া ছিল পরিন্দার, তুহিন। দিনের বেলা রোদে বরফ গলত আর রাতে তাপমারা নামত শ্ন্যান্দেরর সাত ডিগ্রি নিচে: বরফের জমাট ত্বক হরেছিল এমন ষে লোকে ক্লেজ চালাত পথঘাট ছাড়াই। ইন্টার পরব শ্রু হল তুষারপাতের মধ্যে। কিন্তু হঠাং ইন্টার সপ্তাহের দিতীয় দিনে কালো মেঘ উড়িয়ে বইল গরম বাতাস, তারপর তিন দিন, তিন রাত ধরে চলল উন্দাম আতপ্ত বৃদ্টি। বৃহস্পতিবার হাওয়ার বেগ কমল, এগিয়ে এল ঘন ধ্সের কুরাশা, প্রকৃতিতে যে অদল-বদল ঘটছে, যেন তার রহস্য চাপা দেবার জন্য। কুরাশার জল ঝরত, ফেটে গিয়ে ভেসে যেত বরফের চাঙড়, দ্বত বইত ফেনিল ঘোলাটে স্লোত, আর সন্ধার ঠিক রাঙা ঢিপিতে কুরাশা কেটে গেল,

কালো মেঘকে হটিয়ে দিল হালকা পে'জা তুলোর মতো মেঘ, আকাশ ফরুসা रत्त्र भृत् रत्त्र भाग यामन यमतः। मकाल छेमीत्रमान छेम्बद्धन मूर्य पुछ গ্রাস করতে থাকল জলের ওপর জমে ওঠা বরফের পাতলা চটা, আর উঞ বাতাসের সবটাই কাঁপতে লাগল সঞ্জীবিত মাটির ভাপে ভরে উঠে। সব্জ হরে উঠল গত বছরের প্রেনো, আর সম্প্রতি অব্করিত ঘাস, কোরক ফুটল গিল্ডার রোজ আর কার্য়ান্ট ঝোপে, বার্চগাছে চ্যাটচেটে মদির পত্রপটে। সোনালি রঙ-ছিটানো উইলো শাখায় গ্রনগ্রনিয়ে উঠল উড়ে আসা মৌমাছি। মথমলী শ্যামলিমা আর তৃষার লেগে থাকা ন্যাড়া মাঠের ওপর গান ধরল অদৃশ্য ভরত পাখি, নাবাল আর জলা জমি ভাসিয়ে দেওয়া বাদামী জলের ওপর কদিনে জড়েল টিট্রিভেরা আর আকাশের উ'চু দিয়ে সারস আর হাসেরা উড়ে বেতে লাগল তাদের বাসস্থিক ক্রেংকার তুলে। গোষ্ঠভূমিতে হাস্বা হাম্বা ডাকতে লাগল ন্যাড়া ন্যাড়া, শ্বধু জায়গায় জায়গায় এখনো লোম लেগে थाका गत्रवाहरूत, वाा-वाा जाक हाजा अस्तामन मारसम्पत्र चिस्त स्थला করতে লাগল ভেড়ার বাঁকা-ঠাাং বাচ্চাগ্মলো, পদচিক্তে ভরা, শ্মকিয়ে ওঠা হাঁটা পথে ক্ষিপ্রপদ ছেলেমেয়েরা ছোটাছর্টি লাগাল, প্রকুরে কাপড়-চোপড় নিয়ে গালগলপ জন্তুল চাষী মেয়েরা, আঙিনায় লাঙল আর মই সারাতে বাস্ত চাষীদের কুড়্বল খটখট শব্দ তুলল। এসে গেছে খাঁটি বসস্ত।

11 20 H

লেভিন তাঁর প্রকাণ্ড হাইব্ট পরে এবং এই প্রথম মেষচর্ম কোটে নয়, গায়ে সাধারণ একটা গরম জ্যাকেট চাপিয়ে রোন্দর্রে চোখ ধাঁধানো ঝলকানি দেওয়া জলস্রোত ভেঙে, কখনো বরফ কখনো চ্যাটচেটে কাদায় পা ফেলে খামার ঘ্রতে গেলেন।

বসস্ত হল পরিকল্পনা আর অনুমানের কাল। বসন্তের যে গাছ তখনো জানে না তার স্ফীত কোরকে ঢাকা অঞ্কুর আর শাখাপ্রশাখা কোন দিকে কিভাবে বেড়ে উঠবে, ঠিক তারই মতো লেভিন বাইরে বেরিয়ে নিজে জানতেন না তাঁর প্রিয় কৃষিকর্মের কোন কোন ব্যবস্থার পেছনে তিনি লাগবেন, কিন্তু অন্ভব করছিলেন যে অতি স্কের স্কুদর পরিকল্পনা আর অনুমানে তিনি ভরপুর। প্রথমে তিনি গোলেন গর্গুলোর কাছে। তাদের বার করে আনা হয়েছে খোঁয়াড়ে, সেখানে রোদে গা গরম করে চিকন লোমে ঝিলিক দিয়ে তারা মাঠে চরতে যাবার জন্য ডাকছিল। সমস্ত খাঁটনাটিতে চেনা গর্গ্বলাকে মৃদ্ধ নেত্রে লক্ষ্য করে লেভিন তাদের মাঠে নিয়ে ষেতে বললেন, আর বাছ্রগর্লোকে বললেন খোঁয়াড়েছেড়ে রাখতে। রাখাল আনন্দে ছ্টে গেল চরাবার তোড়জোড় করতে। রাখালিনীরা স্কার্টের খাঁট তুলে শাদা শাদা পায়ে যা এখনো রোদপোড়া হয়ে ওঠে নি, কাদায় প্যাচপ্যাচ করে সর্ব সর্ব ডাল হাতে বসস্তের আনন্দে দ্বস্ত হয়ে ওঠা বাছ্রগর্লোর পেছনে ছোটাছ্রিট করে তাদের তাড়িয়ে আনতে লাগল আছিনায়।

এ বছরের বাছ্রটা হয়েছে অসাধারণ, প্রথম বাছ্রগালো হয়েছে চাষাদের গরুর মতো, পাভার বকনাটা তিন মাসেই দেখতে এক বছুরের মতো বড়ো — লেভিন তাদের দিকে মৃদ্ধ হয়ে চেয়ে দেখে ওদের জন্য খাবার টব বার করে আনতে এবং খোঁয়াড়ের মধ্যে ছানি দিতে বললেন। কিন্তু দেখা গেল শরতে তৈরি করা এবং শীতকালে অব্যবহৃত খোঁয়াড়ের বেড়া ভেঙে পড়েছে। ছুতোরকে ডেকে পাঠালেন তিনি যার কাজ করার কথা ছিল মাড়াই কলে। কিন্তু দেখা গেল সে মই সারাচ্ছে, যা মেরামত করা উচিত ছিল লেণ্ট পরবের আগেই। এতে লেভিনের ভারি খারাপ লাগল। খারাপ লাগল কারণ যে হেলাফেলার বিরুদ্ধে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে এত বছর ধরে লড়ে আসছেন তার পুনরাবৃত্তি হল। তিনি জানতে পা**রলেন**, খোঁয়াড়ের বেড়া শাঁতকালে অপ্রয়োজনীয় বোধে সরিয়ে রাখা হয় গাড়ি-লাঙল টানা ঘোড়াদের আস্তাবলে, সেখানে তা ভেঙে পড়ে, কেননা তা বানানো হয়েছিল পলকা করে, বাছ্বুরদের জন্য। তা ছাড়া এও জানা গেল যে মই এবং সমস্ত কৃষি হাতিয়ার যা যাচাই করে দেখে শীতকালেই মেরামত করার হ্কুম দেওয়া হয়েছিল এবং ঠিক এই উন্দেশোই নেওয়া হয়েছিল তিনজন ছুতোরকে, তা মেরামত হয় নি এবং যথন তাদের মাঠে নামার কথা তখন মেরামত করা হচ্ছে মইগুলো। লেভিন গোমস্তাকে ডাকতে পাঠিয়ে তক্ষ্মিন নিজেই গেলেন তার খোঁজে। ফার লাগানো মেষচর্ম জ্যাকেট পরে এ দিনের সবাইকার মতো জবলজবলে হয়ে হাতে একটা খড় কাঠি ভাঙতে ভাঙতে গোমন্তা বেরল মাড়াই ঘর থেকে।

'ছুতোর মাড়াই কল নিয়ে কাজ করছে না কেন?'

'হ্যাঁ, গতকাল আমি জানাব ভেবেছিলাম; মই মেরামত করা দরকার। জমি তো চবতে হয়।' 'কিন্তু শীতকালে হচ্ছিলটা কী?'

'তা ছাতোরকে আপনার দরকার কিসের জনো?'

'বাছ্রর খোঁয়াড়ের বেড়া কোথায়?'

'ঠিক জায়গায় বসাবার হৃত্ম দিয়েছিলাম। কিন্তু হৃত্মে কি আর এই সব লোকেদের দিয়ে কিছ্ হয়!' হাত দৃলিয়ে গোমস্তা একটা হতাশাব ভঙ্গি করল।

'এই লোকেদের দিয়ে না, এই গোমন্তাকে দিয়ে!' ফু'সে উঠলেন লেভিন, 'আপনাকে আমি রেখেছি কিসের জন্যে?' চেচিয়ে উঠলেন তিনি, কিন্তু এতে কোনো কাজ হবে না ব্বে কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে দীর্ঘসি ফেললেন। একটু চুপ করে থেকে জিগ্যেস করলেন, 'তা কী বোনা যাবে?

'তুর্কিনের ওপাশের জমিটায় কাল কি পরশ্ব শ্বর্ করা যেতে পাবে। 'আর ক্লোভার?'

'ভাসিলি আর মিশকাকে পাঠিয়েছি, ব্নুনছে। তবে মাঠে নামতে পারবে কিনা জানি না: প্যাচপেচে তো।'

'কত দেসিয়াতিনা?'

'ছয়।'

'সব জমিটা বোনা হল না কেন?' চে'চিয়ে উঠলেন লেভিন।

ক্লোভার বোনা হচ্ছে বিশ নর, মাত্র ছয় দেসিয়াতিনা জমিতে. এটা আরো বিরক্তিকর। তত্ত্ব এবং নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে লেভিন জানেন ক্লোভার ভালো হয় বথাসম্ভব আগে, প্রায় বরফ থাকতে থাকতে ব্নতে পারলে। কিন্তু কথনোই সেটা তিনি করিয়ে উঠতে পারেন নি।

'লোক নেই। হ্রকুম করে কি আর এই সব লোকেদের দিয়ে কিছ্র হয তিনন্ধন আসে নি। যেমন এই সেমিওন..'

'চাল ছাওয়া থামিয়ে রাখতে পারতেন।'

'তা থামিয়ে রেখেছি।'

'তাহলে লোকগ্নলো গেল কোথার?'

'পাঁচজন কম্পোত বানাচ্ছে' (অর্থাৎ কম্পোস্ট সার)। 'চারজন সরিয়ে রাখছে, পচ না ধরে আবার কমস্তান্তিন দ্মিগ্রিচ।'

লেভিন খ্ব ভালোই জানতেন যে 'পচ না ধরে আবার' মানে বীজ ইতিমধ্যেই নন্ট হয়ে গেছে — ফের যা হ্রকুম দিয়েছিলেন. হয় নি। চেণ্চিরে উঠলেন তিনি, 'আমি যে লেণ্ট পরবের সময়েই বলেছিলাম, পাইপ লাগাও!'

'ভাবনা করবেন না, সবই হবে সময়মতো।'

লেভিন রেগে হাত ঝাঁকালেন, ওট দেখবার জন্য গেলেন গোলাবাড়িতে, সেখান থেকে আস্তাবলে ফিরলেন। ওট এখনো নন্ট হয় নি। কিন্তু খেতমজ্বরেরা তা সরাচ্ছে বেলচা দিয়ে যেখানে স্রেফ নিচের গোলায় ঢেলে দিলেই হত। সেই আদেশ দিয়ে এবং সেখান থেকে দ্ব'জন লোককে ক্লোভার বোনার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে গোমস্তার ওপর লেভিনের রাগ পড়ে এল। সাত্যি দিনটা এত চমংকার যে রেগে থাকা অসম্ভব।

'ইগ্নাত!' কোচয়ানের উদ্দেশে হাঁক দিলেন লেভিন, আস্তিন গ্রিটিয়ে সে গাড়ি ধ্রিছল কুয়োর কাছে, 'ঘোড়ায় জিন পরাও আমার জন্যে…'

'কোনটাকে ?'

'ধরো কলপিককেই।'

'যে-আন্তে ।'

ঘোড়ায় যথন জিন পরানো হচ্ছে, তখন তাঁর দ্ণিউপথে গোমস্তাকে ঘ্বঘ্ব করতে দেখে তিনি তাকে আবার ডাকলেন মিটমাট করে নেবার জন্য, বসস্তের কাজ আর খামারেব পরিকল্পনাদি নিয়ে তার সঙ্গে কথা কইতে লাগলেন।

গোবর সার দিতে হবে তাড়াতাড়ি যাতে প্রথম বিচালি কাটার আগেই সব শেষ হয়ে যায়। দ্রের মাঠে হাল দিতে হবে না-থেমে যাতে কালো ভাপে তা ধরে রাখা চলবে। ঘাস কাটাতে হবে ভাগচাষি দিয়ে নয়, খেতমজ্বর দিয়ে।

গোমস্তা মন দিয়ে সব শ্নেল, বোঝা যায় জোর করে চেণ্টা করছিল বর্তার প্রস্তাবে সায় দিতে, তাহলেও চেহারায় তার লেভিনের অতি পবিচিত পিত্তি-জন্মলানো নৈরাশ্য আর নিরানন্দের ছাপ। সে চেহারা বলছিল, এ সবই বেশ ভালো, তবে ভগবান যা করেন।

এই মনোভাবে লেভিন ষেমন দ্বঃশ পেতেন তেমন আর কিছ্বতে নয়।
কিন্তু যত গোমস্তা তাঁর এখানে থেকেছে তাদের সবারই মনোভাব ছিল
কিই। তাঁর প্রস্তাবাদি তারা সবাই নিয়েছে একই ধরনে। তাই এখন আর
িনি চটে ওঠেন না। তবে দ্বঃখ হয় তাঁর, এবং এই যে কেমন একটা ভোত
িক্তকে তিনি ভগবান যা করেন ছাড়া অন্য কোনো নাম দিতে পারছেন

না, সর্বদাই বা তাঁর প্রতিবন্ধকতা করছে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য আরে। বেশি উত্তেজনা বোধ করতেন তিনি।

গোমস্তা বললে, 'বডটা পেরে উঠব কনস্তান্তিন দ্মিগ্রিচ।' 'পেরে না ওঠার কী আছে?'

'আরো জনা পনের খেতমজ্ব নিতেই হবে। কিন্তু আসতে চায় না। আজ এসেছিল, সারা গ্রীম্মের জন্যে চাইছে সত্তর রব্ব করে।'

লেভিন চুপ করে রইলেন। আবার ঐ শক্তিটার প্রতিবন্ধকতা। তিনি জানতেন যে যত চেষ্টাই করা যাক, বর্তমান দরে চল্লিশ, সাঁইনিশ, আটনিশ জনের বেশি থেত্মজন্ব লাগাতে পারবেন না। চল্লিশ জন লাগিয়েছেন, তবে তার বেশি নয়। কিন্তু তাহলেও লড়াই না করে তিনি পারেন না।

'খেতমজ্বে নিজেরা না এলে স্বরীতে, চেফিরোভকায় লোক পাঠান। খোঁজ করতে হবে।'

'পাঠাতে হয় পাঠাব' - মন-মরাব মতো বললে ভাসিলি ফিওদবোভিচ 'তারপর ঐ ঘোড়াগুলোও আবার হয়েছে দুবলা।'

'কিনব। আরে আমি তো জানি' — হেসে যোগ করলেন তিনি, 'যত কম, আব যত থারাপ আপনি তার পক্ষে। কিন্তু এ বছর আমি আপনাধে আপনার মতে চলতে দেব না। সব করব আমি নিজে।'

'আপনার দেখছি ঘ্ম হচ্ছে না। কর্তার নজরে থেকে খাটতে তো আমাদেব ফুর্তিই লাগবে...'

'বার্চ' নাবালের ওপাশে তাহলে ক্লোভার বোনা হচ্ছে? যাই, গিয়ে দেখে আসি' — কোচয়ান যে ঘি-রঙা ছোটু কলপিককে নিয়ে এসেছিল, তার ওপব চেপে তিনি বললেন।

কোচয়ান চিংকার করল, 'স্রোত পেরিয়ে যেতে পারবেন না কনস্তান্তিন্দ্রিয়িচ।'

'বেশ, তাহলে বন দিয়েই যাব।'

বহুক্ষণ আটক থাকা, জমা জলগনুলোর ওপর ঘোঁতঘোঁত করে লাগানে টান মারা তেজী ধীরগামী ঘোড়াটাকে লেভিন চালালেন আঙিনার কাদ দিয়ে ফটকের বাইরে মাঠের মধ্যে।

গোরালে আর গোলাবাড়িতে ফুর্তি লেগেছিল লেভিনের, মাঠে গি ব ফুর্তি লাগল আরো বেশি। বনের মধ্যে যেখানে কোথাও কোথাও ধেবের যাওয়া পারের ছাপ নিয়ে বরফ টিকে ছিল তার ওপর দিয়ে স্কুন্ব ঘোড়াট ব ধীর লয়ে দলতে দলতে লেভিন বরফ আর বাতাসের তাজা গন্ধ নিচ্ছিলেন বুক ভরে। তাঁর গাছগুলির প্রত্যেকটির গুর্নিড়তে সঞ্জীবিত শ্যাওলা আর ডালে ফুলে ওঠা কোরক দেখে আনন্দ হচ্ছিল তাঁর। বন থেকে যখন বেরুলেন, সামনে তাঁর দেখা দিল বিশাল বিস্তারে সব্বজের গালিচা, কোথাও কোথাও গলস্ত তুষারের অবশেষ ছাড়া একটিও খ'ত নেই তাতে। একটা চাষের ঘোড়া আর তার বাচ্চাকে তাঁর মাঠের সবক্ত মাড়াতে দেখে (সামনে একজন চাষিকে পেয়ে ওদের তাড়িয়ে দিতে বলেন) কিংবা ইপাত চাষিকে দেখে 'কী ইপাত, শিগগিরই ব্নছ তো?' তাঁর এই প্রশ্নে 'আগে হাল দিতে ২বে যে কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ' — ইপাতের বোকার মতো এই হাস্যকর উত্তরে — কিছুতেই তাঁর রাগ হল না। যত তিনি এগতেে থাকলেন, ততই খুনিশ লাগছিল তাঁর, চাষবাস নিয়ে উত্তরোত্তর ভালো ভালো এক-একটা পরিকল্পনা তাঁর মাথায় আসছিল: দ্বিপ্রাহরিক রেখা বরাবর গোটা মাঠে গাছ প'তে ঘিরে ফেলতে হবে যাতে তলে বরফ জমে না থাকে; ছটা সার-দেওয়া ক্ষেত আর তিনটে মজতে ঘেসো জমিতে ভাগ করে ফেলতে হবে, ন্যাঠের দূরে প্রান্তে বানাতে হবে গোয়াল, একটা পত্নকুর খণ্ডুতে হবে. গোবর সারের জন্য তৈরি করতে হবে গর্বদের অপসারণযোগ্য বেড়া। তাহলে বোনা যাবে তিনশ দেসিয়াতিনায় গম, একশ'তে আলা, দেড়শ'তে ক্লোভার, উর্বরতা ফুরিয়ে যাওয়া জমি পড়ে থাকবে না এক দেসিয়াতিনাও।

এই সব কল্পনা নিয়ে তাঁর মাঠের সব্জ না মাড়িয়ে সাবধানে আলের ওপর ঘোড়াকে ঘ্রিয়ে তিনি গেলেন খেতমজ্রদের কাছে যারা ক্লোভার ব্নছিল। বীজ ভরা গাড়িটা ছিল কিনারে নয়, চষা ক্ষেতের মধ্যেই, শীতকালীন গমের জমি চাকায়় ছিল্লভিন্ন হয়ে ঘোড়ার খ্রের দলে গেছে। দ্রজন মজ্বরই বসে ছিল আলের ওপর, নিশ্চয় একই পাইপ টানছিল ভাগাভাগি করে। বীজ মেশানো যে মাটি ছিল গাড়িতে তা গ্র্ডানো হয় নি চাপ বেধ্য আছে অথবা হিমে জমে গিয়ে দলা পাকিয়েছে। কর্তাকে শেখে ভাসিলি ম্বনিষ গেল গাড়িটার কাছে আর মিশকা ব্নতে লাগল। ভিনিসটা অন্যায়, কিন্তু ম্বনিষদের ওপর লেভিন চটে উঠেছেন কদাচিং। ভাসিল কাছে আসতে লেভিন তাকে ঘোড়া কিনারে সরিয়ে আনতে গালেন।

ভাসিলি বললে, 'ভাবনা নেই হ্জ্বুর, সিধে হয়ে যাবে।' লেভিন বললেন, 'তর্ক ক'রো না দয়া করে, যা বলা হচ্ছে করো।' 'যে আজে' — বলে ভাসিলি ঘোড়ার মাথা ধরে টানতে লাগল। 'আর মাটি কী কনন্তান্তিন দ্মিত্তিট — মন ভেজাবার জন্য ভাসিলি বললে, 'একেবারে পয়লা নন্ধরের। শ্বধ্ হাঁটাটা বড়ো ম্নাকিল। প্রদ খানেক করে কাদা টানতে হচ্ছে।'

লোভন বললেন, 'তোমরা মাটি ছাঁকো নি কেন?'

'ও আমরা গ্রিড়রে নেব' — বলে ভার্সিল একদলা বীজ নিয়ে মাটি গ্রুড়ো করল হাতে।

তাকে যে না-ছাঁকা মাটি দেওয়া হয়েছে, সেটা ভাসিলির দোষ নয়, তাহলেও বিরক্ত,লাগল লেভিনের।

নিজের বিরক্তি চেপে যা খারাপ মনে হচ্ছে তার মধ্যে ভালো দেখার একটা পরীক্ষিত পদ্ধতি ছিল লেভিনের। এবারও সে পদ্ধতি তিনি কাডে লাগালেন। দ্ব'পায়েই লেপটে যাওয়া বিরাট দ্ব'দলা মাটি টেনে টেনে কিভাবে চলছে মিশ্কা সেটা তিনি দেখলেন চেয়ে চেয়ে তারপর ঘোড়া থেকে নেমে ভাসিলির কাছ থেকে বীজের টুকরি নিয়ে ব্নতে গেলেন।

'কতদরে থেমেছ?'

পা দিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দিল ভাসিলি, লেভিনও যেমন পারেন মাটিতে বীজ ছড়াতে লাগলেন। হাঁটা কঠিন হচ্ছিল, জলা জমিতে যেমন হয়; একটা খাত কেটে লেভিন খেমে উঠলেন, দাঁড়িয়ে পড়ে বীজের টুকরিটা দিয়ে দিলেন।

ভার্সিল বললে, 'তা বাব্মশায়, ওই খাতটার জন্যে গ্রীষ্মকালে আমায় যেন না বকেন।'

'কিস্তু কেন বকব?' ফুর্তি করেই লেভিন জিগ্যেস করলেন, টের পাচ্ছিলেন তাঁর পদ্ধতিটায় কাজ হয়েছে।

'গ্রীষ্মকালে দেখবেন। জানানি দেবে। গত বসন্তে আমি যেখানে বৃনেছিলাম চেয়ে দেখনে। কেমন রুয়েছি! আমি কনস্তান্তিন দ্মিগ্রিচ, নিজেব বাপের জন্যে লোকে যেমন খাটে, তেমনি খেটেছি তো। আমি নিজে খারাপ করে কাজ করতে ভালোবাসি না, অন্যকেও বলি না তা করতে। মালিকেরও মঙ্গল, আমাদেরও মঙ্গল। ওই তো চেয়ে দেখলেই' — ক্ষেতটা দেখিরে ভার্সিলি বললে, 'মন খুশি হয়ে ওঠে।'

'বসস্তটা কিন্তু স্থন্দর হয়েছে ভার্সিল।'

'আ**স্তে এমন বসন্তের কথা বৃড়োদেরও মনে পড়ে না। এই তো** বা^{ড়ি}

গিয়েছিলাম। আমাদের বুড়ো কর্তাও গম বুনেছে বেশ খানিক। বলে, রাই থেকে কম যাবে না।

'তোমরা গম ব্নছ কতদিন?'

'ও বছর আপনিই তো আমাদের শিখিয়েছিলেন গো। দুই মাপ বীজ দিয়ে দিলেন, তার সিকি খানেক বেচে দিয়ে বাকিটা বুনলাম।'

তা দেখো, ঢেলাগন্লোকে গ**্র**ড়ো ক'রো ষেন' — ঘোড়ার কাছে গিয়ে লোভন বললেন, 'মিশকার দিকেও চোখ রেখো। ভালো ফলন হলে দেসিয়াতিনা পিছনু পঞাশ কোপেক।'

'দন্ডবং করি গো। আমরা তো এর্মানতেই আপনার কাছে কতই না পাই।' ঘোড়ায় চেপে লেভিন গেলেন গত বছর যে মাঠে ক্লোভার বোনা হর্মোছল আর এবছর যে মাঠে বাসস্তিক গম বোনার জন্য হাল পড়েছে সেখানে।

কোভারের অঙ্কুর হয়েছে অপর্প। গত বছরের গম গাছের নাড়ার তল থেকে তা সর্বন্ত মাথা তুলেছে রীতিমতো সব্ক হয়ে। ঘোড়ার গোড়ালি পর্যস্ত তুবে যাচ্ছিল আর প্রতিবার আধগলা হিমেল মাটি থেকে পা তুলবার সময় পচ্পচ্ শব্দ উঠছিল তাতে। চষা খেত দিয়ে যাওয়া আদপেই আর সম্ভব ছিল না। যেখানে বরফ রয়ে গিয়েছিল, শ্ব্ব্ সেখানেই দাঁড়ানো যাচ্ছিল, কিন্তু লাঙল-দেওয়া খাতগ্রলাতে কাদায় পা ডুবে যাচ্ছিল গোড়ালির ওপর পর্যস্ত। হাল দেওয়া হয়েছে চমংকার; দিন দ্রেকের মধ্যেই মই দেওয়া আর বীজ বোনা সম্ভব হবে। সবই চমংকার, সবই হাসিখ্লি। জল নেমে গেছে আশা করে লেভিন ফিরলেন স্নোত দিয়ে। আর সত্যিই স্লোত পেরিয়ে গেলেন তিনি, ভয় পাইয়ে দিলেন দ্রটো হাঁসকে। মনে মনে ভাবলেন: 'তাহলে য়াইপও আছে নিশ্চয়' আর বাড়ির দিকে যাওয়ার ঠিক মোড়েই দেখা হল বনরক্ষীর সঙ্গে, স্লাইপ সম্পর্কে তাঁর অন্মান সমর্থন করল সে।

দ্বলকি চালে ঘোড়া ছোটালেন তিনি যাতে বাড়ি গিয়ে খাওয়ার সময় পান এবং সন্ধ্যা নাগাদ তৈরি করে রাখতে পারেন বন্দ্বকটা।

n 28 n

অতি খোশ মেজাজে বাড়ির দিকে যেতে যেতে লেভিন প্রধান প্রবেশ পথের দিক থেকে ঘশ্টির শব্দ শূনতে পেলেন। ভাবলেন, 'হাাঁ, ওটা রেল স্টেশনের দিক থেকে, এখনই তো মস্কো ট্রেন আসার কথা... কিন্তু কে হতে পারে? নিকোলাই ভাই নয় তো? ও যে বলেছিল: জল-চিকিংসাতেও যেতে পারি, তোর কাছেও যেতে পারি।' প্রথমটা তাঁর ভয় হয়েছিল এবং এই ভেবে বিছছিরি লাগছিল যে নিকোলাই ভাইয়ের উপস্থিতি তাঁর এই বাসস্তী স্খান্ভূতি পণ্ড করে না দেয় আবার। কিন্তু এ কথা মনে হচ্ছে বলে লম্জা হল তাঁর এবং তৎক্ষণাং তিনি যেন তাঁর প্রাণের আলিঙ্গন মেলে ধরলেন, আর মন ভিজে ওঠা আনন্দে অপেক্ষা করতে লাগলেন, সর্বান্তঃকরণে কামনা করলেন যে ভাই-ই হয় যেন। ঘোড়াকে তাড়া দিলেন তিনি, আাকেসিয়া গাছগ্লো পেরিয়ে দেখতে পেলেন স্টেশনের দিক থেকে একটা ভাড়াটে বয়কা আসছে, তাতে ফারকোট পরা এক ভদ্রলোক। না, তাঁর ভাই নয়। ভাবলেন, 'আহ্ ভালো লোক কেউ যদি হয়, যার সঙ্গে করা যাবে!'

'আরে!' দ্বই হাত ওপরে তুলে সানন্দে চিংকার করে উঠলেন লেভিন, 'আনন্দের অতিথি যে! কী যে খ্রিশ হলাম তোমাকে দেখে!' স্তেপান আর্কাদিচকে চিনতে পেরে তিনি চে'চালেন।

ভাবলেন, 'এবার নির্ঘাণ জানা যাবে কিটি বিয়ে করেছে কিনা অথবা কবে করবে।'

আর এই চমংকার বসস্তের দিনে তিনি টের পেলেন যে কিটির কথা স্মরণ করে তাঁর কন্ট হচ্ছে না।

'কী, আশা করো নি তো?' স্লেজ থেকে নেমে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, নাকে গালে ভুর্তে তাঁর কাদার দলা, কিন্তু ফুর্তিতে আর স্বাস্থ্যে জনলজনল করছেন। লেভিনকে আলিঙ্গন আর চুন্বন করে বললেন, 'চলে এলাম, এক — তোমাকে দেখতে, দৃই — কিছু পাখি শিকার করতে, তিন — এগ্র্শোভোর বনটা বেচে দিতে।'

'চমংকার! কেমন বসস্ত দেখেছ? তা স্লেজে করে এলে কেমন?'

'গাড়িতে আসা আরও খারাপ হত কনস্তান্তিন দ্মিগ্রিচ' — জবাব দিলে পরিচিত কোচয়ান।

'ষাক, তোমাকে দেখে আমি ভারি, ভারি খ্রিশ হলাম'— আন্তরিকভাবেই শিশুরে মতো সানন্দে হেসে লেভিন বললেন।

অভ্যাগতরা এলে যে ঘরখানায় ওঠে, সেখানে অতিথিকে নিয়ে গেলেন লেভিন, সেখানেই আনা হল শ্রেপান আর্কাদিচের মালপত্ত: ব্যাগ, কেসে রাখা বন্দ্বক, চুর্বটের বটুয়া। হাতম্ব ধ্বয়ে পোশাক বদলে নেবার জন্য বন্ধবে রেখে লেভিন সেরেস্তায় গেলেন হালচাষ আর ক্লোভারের কথা বলতে। গ্রের মানমর্যাদা নিয়ে সদা উদ্বিগ্ধ আগাফিয়া মিখাইলোভনা প্রবেশ কক্ষে তাঁকে ধরে খাবার-দাবারের কথা জিগ্যেস করলেন।

'যা ভালো বোঝেন কর্ন, তবে একটু তাড়াতাড়ি' — এই বলে তিনি চলে গেলেন গোমস্তার কাছে।

যখন ফিরলেন, হাতমুখ ধ্রুয়ে চুল আঁচড়িয়ে হাসিতে ঝলমল করে স্তেপান আর্কাদিচ বেরিয়ে আর্সছিলেন তাঁর ঘর থেকে, দ্ব'জনে তাঁরা ওপরে উঠলেন।

'তোমার কাছে আসতে পারলাম বলে কী ভালোই না লাগছে! এবার বোঝা যাবে কিসব গৃহ্য কাণ্ড তুমি এখানে করে থাকো। না, সত্যি, তোমাকে হিংসে হচ্ছে আমার। কী একখান বাড়ি রে, স্বকিছ্ই কী খাশা! আলো ঢালা' — প্রাণ-মাতানো স্থেপান আর্কাদিচ বললেন এইটে ভুলে গিয়ে যে বসন্ত আর আজকের মতো ঝকঝকে দিন আসে না স্বদা। 'আর তোমার আয়াটিও কী চমংকার! অ্যাপ্রন-আঁটা স্ক্রেরী একটি দাসী থাকলে অবশ্য মন্দ হত না, কিন্তু তোমার যা সম্ন্যেসী স্বভাব আর কড়া ধরনধারন, তাতে এই-ই ভালো।'

নানা আগ্রহোন্দীপক খবর দিলেন স্ত্রেপান আর্কাদিচ, তার ভেতর লেভিনের কাছে বিশেষ গ্রুত্বপূর্ণ ছিল এই সংবাদ যে তাঁর ভাই সের্গেই ইভানোভিচ এই গ্রীষ্মে তাঁর কাছে গ্রামে আসার উদ্যোগ করছেন।

কিটি এবং সাধারণভাবে শ্যেরবাংস্কিদের নিয়ে একটা কথাও স্তেপান
ভার্কাদিচ বললেন না; শৃথ্য স্থার পক্ষ থেকে অভিবাদন জানালেন। তাঁর
ার্জাত স্ক্রাতাবোধে কৃতজ্ঞ লেগেছিল লেভিনের, খালি হয়েছিলেন এমন
এতিথি পেয়ে। বরাবরের মতো একাকিছের সময়ে লেভিনের মনে যত ভাবনা
আর অন্ভৃতি জমে উঠেছিল, তা তিনি আশেপাশের কাউকে জানাতে
পারতেন না। এখন স্তেপান আর্কাদিচের কাছে তিনি উজাড় করে দিতে
কিলেন তাঁর বসস্তের কাব্যিক প্লক, কৃষিকর্মের অসাফল্য আর পরিকল্পনা,
িতিত প্রকাদি নিয়ে তাঁর ভাবনা আর মন্তব্য, বিশেষ করে তাঁর রচনাটির
বিবরণ, যার ম্লকথাটা হল, তিনি নিজে খেয়াল না করলেও, কৃষিকর্ম
িয়ে সমস্ত প্রনো প্রত্তের সমালোচনা। স্তেপান আর্কাদিচ অতি মনোরম
নিম্ব, আভাস মাত্রেই সবই ব্রুতে পারেন, এবার তাঁকে লাগল আরো

মনোরম, লেভিন তাঁর ভেতরে লক্ষ্য করলেন নিজের আত্মপ্রসাদ লাভের মতো নতুন একটা শ্রদ্ধা আর কমনীয়তা।

খাওরাটা বাতে চমংকার হর, এ নিয়ে আগাফিয়া মিখাইলোভনা আর বাব্চির চেষ্টা-চরিন্তিরের ফল হল এই যে ক্ষ্মার্ড দৃই বন্ধ্রই জলযোগে বসে পেট ভরালেন রুটি-মাখন, নোনা মাছ, নোনা ব্যাঙের ছাতা দিয়ে, তার ওপর মাংসের যে পর্নল পিঠে দিয়ে বাব্চি অতিথিকে অবাক করে দিতে চেরেছিল, তা বাদ দিয়েই স্প আনতে বললেন লেভিন। কিন্তু অন্য ধরনের ভোজনে অভ্যন্ত হলেও স্তেপান আর্কাদিচের কাছে সবই লাগল চমংকার আর অপ্র — নানারকম ঘাস-গাছড়ায় জারানো ভোদকা, রুটি, মাখন, বিশেষ করে নোনা মাছ আর ব্যাঙের ছাতা, শাদা সস সহযোগে ম্রুগি, ক্রিমিয়ার শাদা স্বুরা।

গরম খাবারটার পর একটা মোটা সিগারেট ধরিয়ে তিনি বললেন, 'চমংকার, চমংকার, আমি তোমার কাছে এলাম যেন গোলমাল আর ঝাঁকুনির পর জাহাজ থেকে নামলাম একটা শাস্ত তীরে। তাহলে তুমি বলছ যে মেহনতির ব্যাপারটাকেই বিচার করে দেখতে হবে আর কৃষিকর্মের প্রণালী নির্বাচনে চলতে হবে সেই অনুসারে। আমি অবিশ্যি এ ব্যাপারে নেহাং অজ্ঞ, তবে আমার মনে হয় তত্ত্ব আর তার প্রয়োগ মেহনতিকেও প্রভাবিত করবে।'

'আরে দাঁড়াও: আমি অর্থশান্দের কথা বলছি না, বলছি কৃষিবিদ্যার কথা। এটা হওয়া উচিত নিস্প-বিজ্ঞানের মতো, নির্দিষ্ট ঘটনাটাকে আর মেহনতিকে তার অর্থনৈতিক, নরকৌলিক…'

এই সময় জ্যাম নিয়ে এলেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা।

শ্রেপান আর্কাদিচ নিজের ফুলো ফুলো আঙ্বলের ডগায় চুম; থেয়ে বললেন, 'আহ্ আগাফিয়া মিখাইলোভনা, কী খাশা আপনার নোনা মাছ কী খাশা আপনার ভোদকা!.. কী কস্তিয়া, সময় হয় নি কি?' যোগ দিলেন তিনি।

জানলা দিরে গাছগাঁলোর ন্যাড়া চুড়োর ওপাশে ডুবন্ত স্থের দিকে চাইলেন লেভিন।

বললেন, 'হাাঁ, হাাঁ, সময় হয়ে গেছে! কুজ্মা, গাড়ি ঠিক করো!'

নিচে নেমে স্তেপান আর্কাদিচ নিজে তাঁর বার্নিশ করা বাক্স থেকে ক্যানভাসের ঢাকনি খুলে জ্বড়ে তুলতে লাগলেন নতুন ফ্যাশনের পেয়ারের বন্দ্বকটা। কুজ্মা মোটা একটা বর্খাশসের গন্ধ পেরে স্তেপান আর্কাদিচকে ছাড়ছিল না, মোজা আর হাইব্ট দ্ই-ই পরিয়ে দিল তাঁকে, স্তেপান আর্কাদিচও সেটা তাকে করতে দিলেন।

'কস্তিরা, বলে দাও তো, রিয়াবিনিন বেনিয়া যদি আসে — আমি ওকে আসতে বলেছি আজ — তাহলে ওকে যেন বসিয়ে অপেক্ষা করতে বলা হয়।'

'তুমি বন বিক্রি করছ রিয়াবিনিনকে?'

'হ্যাঁ, ওকে তুমি চেনো নাকি?'

'চিনব না কেন। ওর সঙ্গে 'উত্তম আর চ্ড়ান্ত' একটা কাজ ছিল আমার।' স্তেপান আর্কাদিচ হেসে ফেললেন। 'উত্তম আর চ্ড়ান্ত' ছিল বেনিয়াটির প্রিয় ব্লি।

'হাাঁ, কথা ও বলে আশ্চর্য হাস্যকরভাবে। বুঝেছে যে মনিব কোথায় যাচ্ছে!' লাস্কার পিঠ চাপড়ে লেভিন যোগ করলেন, কুকুরটা গোঁগোঁ করে ঘ্রঘ্র করছিল লেভিনের কাছে, কখনো তাঁর হাত, কখনো বুট, কখনো বন্দকেটা চাটছিল।

ওঁরা যখন বের লেন, গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল বারান্দার কাছে।

'গাড়ি জন্ততে বলেছিলাম যদিও বিশেষ দর্র নয়। নাকি পায়ে হে°টেই গাব ?'

গাড়ির দিকে যেতে যেতে শুেপান আর্কাদিচ বললেন, 'না, গাড়িতেই যাওয়া যাক।' গাড়িতে উঠে বাঘের চামড়ার কম্বলে পা ঢেকে চুরুট ধরালেন 'নি, 'কেন যে চুরুট খাও না! চুরুট — এ শুধ্যু তৃপ্তিই নয়, এ হল পরিতৃপ্তির পরাকাষ্ঠা আর লক্ষণ। একেই বলে জীবন! কী স্কুদ্র! ঠিক এইভাবেই আমার বাঁচার সাধ!'

'কিন্তু বাধা দিচ্ছে-টা কে?' হেসে লেভিন বললেন।

'নাঃ, তুমি স্থী লোক। তুমি যা ভালোবাসো, সবই তোমার আছে। ভাজা ভালোবাসো, তা আছে, কুকুর — তাও আছে, শিকার — আছে, চারবাস — তাও রয়েছে।'

'বোধ হয় সেটা এই জন্যে যে আমার যা আছে তাতেই আমার আনন্দ. শ নেই তা নিয়ে গ্লমরে মরি না' — লেভিন বললেন কিটির কথা মনে করে। স্তেপান আর্কাদিচ ব্রুলেন, চেয়ে দেখলেন তাঁর দিকে. কিন্তু কিছুই শিলেন না। শোরবাং স্কিদের কথা উঠবে বলে লেভিন ভর পাচ্ছেন এটা লক্ষ্য করে অব্লোন্ স্কি তাঁর বরাবরের মাত্রাবোধে সে নিয়ে কিছুই বললেন না দেখে লেভিন কৃতজ্ঞ বোধ করেছিলেন তাঁর প্রতি; কিন্তু যা তাঁকে অত কন্ট দিয়েছিল, সেটা এখন জানবার ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁর, তবে তা বলার সাহসহল না।

'তা তোমার ব্যাপার-স্যাপার এখন কেমন?' শ্ব্ধ্ নিজের কথা ভাবা তাঁর পক্ষে কত খারাপ, সে কথা ভেবে লেভিন বললেন।

স্ত্রেপান আর্কাদিচের চোখ আমোদে চকচক করে উঠল।

'তুমি তো মানোনা যে পেট ভরা থাকলেও আরো একটা মিষ্টি রুটির লোভ সম্ভব; তোমার মতে এটা অপরাধ; আর ভালোবাসা ছাড়া জীবন আমি স্বীকার করি না' — লেভিনের প্রশ্নটা নিজের ধরনে ব্বে উনি বললেন, 'কী করা থাবে, ওইভাবেই জন্মেছি, তা ছাড়া সত্যি, এতে কারো ক্ষতি হয় কম, অথচ নিজের কত তুলিট…'

'তার মানে, নতুন কেউ নাকি?' লেভিন শ্বধালেন।

'হাাঁ ভায়া!.. বিষশ্ধ-মধ্যুর মেয়েদের তো তুমি জানো... যে মেয়েদের তুমি দেখো দ্বপ্নে.. তা এই মেয়েরা হয়ে ওঠে বাস্তব... ভয়ংকর এই মেয়েরা। কী জানো, নারী হল এমন বস্তু যে যতই তাদের খতিয়ে দেখা যাক, সবই নতুন লাগবে।'

'তাহলে খতিয়ে না দেখাই ভালো।'

'উ^{*}হ্। কে একজন গণিতজ্ঞ বলেছিলেন, আনন্দটা সত্য আবিষ্কারে নয়, তার সন্ধানে।'

লেভিন শ্নাছিলেন চুপ করে আর নিজের ওপর যতই জোর খাটান না কেন বন্ধরে জায়গায় নিজেকে কল্পনা করতে পারছিলেন না, ব্রুবতে পারছিলেন না কী তাঁর অন্তুতি, এমন মেয়েদের অধ্যয়ন করায় কীই-বা আনন্দ।

11 5 & 11

পাখি উড়ে আসার জায়গাটা ছোটো নদীটার ওপরে অদ্রের একটা ছোটো আ্যান্সেন কুঞ্জে। বনে এসে লেভিন গাড়ি থেকে নেনে অব্লোন্স্কিকে নিয়ে গোলেন শ্যাওলা-পড়া চ্যাটচেটে মাঠের এক কোণে, এর মধ্যেই বরফ সেখানে গলে গিয়েছে। নিজে তিনি ফিরলেন অন্য প্রান্তে.

যমজ বার্চ গাছের কাছে, নিচু দিককার শ্বকনো ডালের ফাঁকে বন্দ্বক রেখে কাফতান* খ্বলে ফেললেন, বেল্ট টান করে পরখ করলেন হাতের সচলতা।

বৃড়ি, ধ্সর লাস্কা এসেছিল তাঁদের পেছন পেছন, সতর্ক হয়ে সে বসল লেভিনের সামনে, উৎকর্ণ হয়ে। বড়ো বনটার পেছনে স্ফাঁ ঢলে পড়ছে; অ্যান্সেন গাছগ্লোর মধ্যে ছড়ানো ছিটানো গোটাকয়েক বার্চ তাদের স্ফাঁত, ফাটো-ফাটো কোরক নিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে গোধ্লির আলোয়।

বনের যেখানে এখনো বরফ লেগে আছে, সেখান থেকে কানে আসছিল আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ স্রোতোরেখায় জলের ঝিরঝির। কিচির-মিচির করে ছোটো ছোটো পাখিরা মাঝে মাঝে উড়ে যাচ্ছিল গাছ থেকে গাছে।

নিঝুম স্তব্ধতার ফাঁকে ফাঁকে শোনা যাচ্ছিল বরফ-গলা মাটি আর বেড়ে-ওঠা ঘাসের চাপে নড়ে-ওঠা গত বছরের ঝরা পাতার খসখস।

'কী কান্ড! ঘাস যে বেড়ে উঠছে তা শোনা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে!' কচি একটা ঘাসের ফলার কাছে সীসে রঙের সিক্ত, সপ্তরমাণ অ্যাস্পেন পাতাটা লক্ষ্য করে মনে মনে ভাবলেন লেভিন। নিচের দিকে, কখনো ভেজা, শৈবালাচ্ছন্ন মাটি, কখনো উৎকর্ণ লাস্কা, কখনো টিলার নিচে, তাঁর সামনেকার বনের ন্যাড়া চুড়োগ্ললো, কখনো শাদা মেঘে ছেণ্ডা ছেণ্ডা নিবে আসা আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। আলস্যে ডানা নেড়ে বনের অনেক ওপর দিয়ে উড়ে গেল একটা বাজপাখি; আরেকটা বাজপাখি ঠিক একইভাবে একই দিকে উড়ে গিয়ে উধাও হয়ে গেল। বনের মধ্যে আরো সজোরে, শশব্যন্তে কাকলী তুলল পাখিরা। অদ্রে ডেকে উঠল বন-পেণ্চা, চমকে উঠে লাস্কা কয়েক পা সাবধানে এগিয়ে মাথা পাশে হেলিয়ে কান পেতে রইল। নদীর ওপার থেকে শোনা গেল কোকিলের ডাক। দ্'বার শ্বাভাবিকের মতো কুহ্ম ডাকার পর গলা ভেঙে, ব্যতিব্যস্ত হয়ে সব গোলমাল শ্রে ফেলল।

'কী কাণ্ড! এর মধ্যেই কোকিল!' ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে বললেন শুপান আর্কাদিচ।

'হাাঁ, শ্বাছ' — নিজের কানেই যা খারাপ লাগছে, নিজের সে াঠস্বরে বনের নীরবতা ক্ষ্মে হওয়ার বিরক্তির সঙ্গে বললেন লেভিন, 'আর দিরি নেই।'

^{*} শেরওরানির মতো পুরুষের রুশী জাতীয় পোশাক।

শ্রেপান আর্কাদিচের মর্তি ফের অদৃশ্য হল ঝোপের পেছনে। লেভিনের চোখে পড়ল কেবল একটা দেশলাইয়ের কাঠির আগ্ন্ন, তারপর জ্বলন্ত সিগারেটের লাল ঝলক, নীলাভ ধোঁরা।

খট! খট! শব্দ করল স্তেপান আর্কাদিচের ট্রিগার।

'কী ওটা ডাকছে?' টানা একটা আওয়াজের দিকে লেভিনের দ্ঘিট আকর্ষণ করে অব্লোন্স্কি শ্ধালেন। যেন খেলা করতে করতে চি*হি*হি* করে ডাকছে কোনো ঘোড়ার বাচ্চা।

'জানো না? ও হল গে মর্দা খরগোশ। যাক, আর কথা নয়! শ্নছ, উড়ে আসছে!' ট্রিগার ঠিক করে প্রায় চে'চিয়ে উঠলেন লেভিন।

শোনা গেল দ্রে থেকে ভেসে আসা মিহি শিস, আর শিকারীদের কাছে যা খ্ব পরিচিত, তেমনি মাপা তালে দ্বিতীয়, তৃতীয়, আর তৃতীয় শিসের পর শোনা গেল কোঁকোঁ ভাক।

ভাইনে বাঁয়ে চোখ ফেরালেন লেভিন, তারপর ঠিক সামনে ঝাপসা নীল আকাশের পটে আাশ্পেন গাছগ্নলোর চুড়োয় উদ্গত কোমল অংকুরের ওপরে দেখা দিল উড়স্ত পাখি। উড়ে আসছিল সে সোজা লেভিনের দিকে। নিকটেই খাপী কাপড় ছে'ড়ার মতো সমতাল আওয়াজ শোনা গেল কানের ওপরেই; বেশ দেখা যাচ্ছিল পাখিটার লম্বা ঠোঁট আর গ্রীবা, এদিকে লেভিন যখন তাক করছেন, ঠিক সেই মৃহ্তেই যে ঝোপের পেছনে অব্লোন্সিক দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখান থেকে ঝলকাল লাল বিদ্যুৎ; পাখিটা তাঁরবেগে পড়তে পড়তে ফের উঠে গেল। ফের বিদ্যুৎ ঝলক দিল শোনা গেল গ্রালর শব্দ; ডানা নেড়ে যেন বাতাসে ভেসে থাকবার চেন্টায় পাখিটা এক মৃহ্তে থেমে রইল, তারপর ধপ করে পড়ল প্যাচপেচে মাটিতে।

'ফসকে সোল নাকি?' স্তেপান আর্কাদিচ চেণ্চিয়ে উঠলেন, ধোঁয়ার জন্য কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

'এই যে!' লাস্কাকে দেখিয়ে লেভিন বললেন। একটা কান খাড়া করে ফু'য়ো ফু'য়ো লেজের ডগাটা উ'চিয়ে নাড়তে নাড়তে লাস্কা মৃদ্ব পদক্ষেপে. যেন পরিতৃপ্তিটা দীর্ঘায়ত করার বাসনায় নিহত পাখিটাকে নিয়ে আসছিল মনিবের কাছে যেন হাসি ফুটেছে ম্বে। 'যাক, তুমি পারলে বলে আনন্দ হচ্ছে' — লেভিন বললেন, তবে য়াইপটাকে তিনি শিকার করতে পারলেন না বলে ঈর্ঘাও হচ্ছিল তাঁর।

'ডান নলটার গর্মল ফসকে যায় বিছছিরি ভাবে' — বন্দর্কে টোটা ভরে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'শৃশ্... উড়ে আসছে।'

সতি ই শোনা গেল কর্ণ ভেদী, একের পর এক দ্রুতসঞ্চারী শিস। দর্টি মাইপ কোঁকোঁ না করে শর্ধ্ব শিস দিয়ে খেলতে খেলতে এ ওর পাল্লা ধরে উড়ে গেল শিকারীদের একেবারে মাথার ওপর দিয়ে। চারটে গর্বলর শব্দ উঠল, মাইপরা ঝট করে সোয়ালোর মতো বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পাথি পাওয়া যাচ্ছিল চমংকার। স্তেপান আর্কাদিচ আরো দৃটিকে মারলেন, লেভিনও দৃটি, তার একটাকে খ'জে পাওয়া গেল না। অন্ধকার হয়ে এল। পশ্চিম আকাশের নিচুতে ঝকঝকে রুপোলি শ্কতারা বার্চগাছগালোর পেছন থেকে কোমল জ্যোতিতে আলো দিতে থাকল, আর প্রে বিমর্য আর্কতুরাস ঝলমল করে উঠল তার রক্তিম আগানে। লেভিন তাঁর মাথার ওপর সপ্তর্যিম ডলের তারাগানিকে কথনো ঠাহর করতে পারছেন, কথনো আবার তা হারিয়ে যাচ্ছে। য়াইপগালো আর উড়ে আসছে না এখন; কিন্তু লেভিন স্থির করলেন, বার্চের ডালগালোর নিচে যে শ্কেতারাটা দেখা যাচ্ছে, তা ওপরে না উঠে আসা পর্যন্ত এবং সপ্তর্যি আরও স্পণ্ট না হয়ে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। ডালগালোর ওপরে উঠে এল শ্কতারা, সপ্তর্যির রথ স্পণ্ট হয়ে উঠল কালচে-নীল আকাশে, কিন্তু লেভিন তব্তুও দাঁড়িয়ে রইলেন।

'এবার ফিরলে হয় না?' বললেন স্তেপান আর্কাদিচ। বন ততক্ষণে নিঝুম হয়ে এসেছে, একটা পাখিরও নড়াচড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

লেভিন বললেন, 'আরো একটু থেকে যাই।' 'তোমার যা ইচ্ছে।'

ওঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন পনেরো পা দ্রে।

হঠাৎ লেভিন বললেন, 'স্থিভা, তোঁমার শালী বিয়ে করল, নাকি ব্রবে, কিছুই বৃলছ না যে?'

লেভিন নিজেকে এতটা শক্ত আর স্কৃষ্টির বোধ করছিলেন যে কোনো ব্যাবেই তিনি বিচলিত হবেন না বলে তাঁর ধারণা ছিল। কিন্তু স্তেপান ার্কাদিচ যা বললেন সেটা তিনি আদৌ ভাবতে পারেন নি। 'বিয়ে করার কথা ভাবেও নি, ভাবছেও না। খ্বই অস্ফু, ডাক্তাররা তাকে বিদেশে পাঠিয়েছে। এমর্নাক প্রাণের আশংকাও করছেন তাঁরা।'

'বলছ কী!' চে'চিয়ে উঠলেন লেভিন, 'খ্বই অস্ত্রু? কী হয়েছে? কেমন করে সে?..'

ওঁরা যখন এই কথা বলছিলেন লাস্কা কান খাড়া করে প্রথমে চাইল আকাশে, তারপর ভংসনার দৃষ্টিতে ওঁদের দিকে।

লাস্কা ভাবছিল, 'গল্প করার খুব সময় পেলে যা হোক। ওদিকে পাখিটা উড়ছে... হাাঁ, ওই তো। ফসকে যাবে...'

কিন্তু ঠিক সেই মাহাতেই দা জনেই শানতে পেল তীক্ষা একটা শিস, যেন কেউ চড় মারল কানে, দা জনেই হঠাং বন্দাক চেপে ধরল, একই সঙ্গে দা টো ঝলক, দা টো গালির শব্দ। উচ্চতে উড়ন্ত স্নাইপ মাহাতে ডানা গাটিয়ে সরা সরা কিশ্লয় পিষ্ট করে পড়ল ঝোপে।

'চমংকার! দ্ব'ঙ্গনের মার!' চে চিয়ে উঠে লেভিন লাস্কার সঙ্গে ছ্টলেন ঝোপের মধ্যে পাখিটাকে খ্রুতে। 'ও হাাঁ, খারাপ লাগছিল কেন?' মনে পড়ল তাঁর। 'হাাঁ, কিটি অস্কু... কী করা যাবে, খ্বই দ্বংখের কথা' — তিনি ভাবলেন।

'আরে, পেয়ে গেছিস! সাবাস!' লাস্কার মুখ থেকে উষ্ণদেহী পাখিটাকে টেনে বার করে তাঁর প্রায় ভরে ওঠা ঝোলায় প্রতে প্রতে তিনি বললেন। হাঁক দিলেন, 'পাওয়া গেছে, স্থিভা!'

11 3 6 H

ঘরে ফেরার পথে লেভিন কিটির অস্থ এবং শ্যেরবাং স্কিদের পরিকল্পনার খ্রিনাটি জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন এবং যদিও ব্যাপারটা স্বীকার করতে তাঁর লম্জা হচ্ছিল, তাহলেও যা জানলেন তাতে প্রীতি বোধ হল তাঁর। প্রীতি বোধ হল, কারণ এখনো তাহলে আশা আছে এবং আরো বেশি প্রীতিকর লাগল, কারণ তাঁকে যে অত কন্ট দিয়েছে, নিজেই সে কন্ট পাছেছ এখন। কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচ যখন কিটির পীড়ার কারণ বলতে শ্রুর করে দ্রন্স্কির নাম উল্লেখ করলেন লেভিন থামিয়ে দিলেন তাঁকে।

'পারিবারিক খ¦িটনাটি জানার কোনো অধিকার নেই আমার, আর সত্যি বলতে কি, আগ্রহই নেই।' লোভনের মুখের যে ভাবপরিবর্তন স্তেপান আর্কাদিচের অতি পরিচিত, মুহুর্তের মধ্যে যা তাঁর মুখকে করে তুলেছে ঠিক ততটাই বিমর্য যতটা প্রফুল্ল ছিল এক মিনিট আগেও, সেটা চোখে পড়তে প্রায় অলক্ষ্য একটা হাসি ফুটল স্তেপান আর্কাদিচের মুখে।

লেভিন জিগ্যেস করলেন, 'বনের ব্যাপারটা রিয়াবিনিনের সঙ্গে একেবারে ঠিকঠাক করে ফেলেছ?'

'হাাঁ, চুকিরে দিলাম। দাম চমংকার, আটিত্রশ হাজার। আট হাজার অগ্রিম, বাকিটা ছয় বছরের কিন্তিতে। বহু ঝামেলা গেছে, এর চেয়ে বেশি আমার কেউ দিচ্ছে না।'

'তার মানে, জলের দরে ছেড়ে দিলে' — লেভিন বললেন মুখ ভার করে।
'জলের দরে কেন?' ভালোমানুষী হাসি নিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ,
জানতেন যে এবার সবই বিছাছিরি লাগতে থাকবে লেভিনের।

'কারণ বনটার দাম দেসিয়াতিনা পিছ, অন্তত পাঁচশ' র,্ব্ল' — লেভিন বললেন।

'আহ গাঁয়ের যত বাব্!' স্তেপান আর্কাদিচ বললেন ঠাট্রার স্বরে, 'শহ্রের ভায়াদের কী যে ঘেয়া তোমাদের!.. অথচ কাজের ব্যাপারে আমরা কিন্তু সর্বদাই ব্যবস্থা করি তোমাদের চেয়ে ভালো। বিশ্বাস করো, সব থতিয়ে দেখেছি' — তিনি বললেন, 'বন বিক্রি হচ্ছে খ্রবই লাভে, বরং ভয়ই হচ্ছে আবার বে'কে বসে। এ তো আর সরেস কাঠের বন নয়' — সরেস কাঠ কথাটা দিয়ে লেভিনের সমস্ত সন্দেহের অসারতায় তাঁকে একেবারে নিশ্চিত করে তোলার আশায় তিনি বললেন, 'এতে লকড়ি কাঠের গাছই বেশি। গাঁড়াবে দেসিয়াতিনা পিছ্ব তিরিশ সাজেনের* বেশি নয়। অথচ ও আমাকে দিচ্ছে দ্বশ' রব্ল করে।'

অবজ্ঞাভরে লেভিন হাসলেন। ভাবলেন, 'জানি, জানি, এ তো শ্ধ্ ওর একার চালিয়াতি নয়, সব শহ্রেদেরই ও-ই, যারা গাঁয়ে আসে দশ বছরে বার শ্রেক, দ্টো-তিনটে গ্রাম্য লব্জ নজরে পড়ায় প্রসঙ্গে-অপ্রসঙ্গে তা ব্যবহার করে একেবারে নিশ্চিত হয়ে ওঠে যে তারা সবই জানে। সরেস কাঠ, িরিশ সাজেন দাঁড়াবে। যেসব শব্দ বলছে নিজেই তার কিছু জানে না।'

[•] সাজেন — রাশিয়ায় প্রচলিত সাবেকী দৈর্ঘ্যের মাপ — ২·১ মিটারের মতে।
িথানে — লক্ডি কাঠের ঘন সাজেনের কথা বলা হচ্ছে)।

লেভিন বললেন, 'তোমার দপ্তরে তুমি ধা-সব লেখাে তা আমি তোমাকে শেখাতে যাব না, দরকার পড়লে পরামর্শ চাইব তোমার কাছেই। অথচ তোমার একেবারে দঢ়ে বিশ্বাস যে বনের বিদ্যা তোমার সবই জানা। এ বিদ্যা সহজ নয়। গাছগুলো তুমি গুণে দেখেছ?'

'গন্বের কী করে?' বন্ধরে খারাপ মেজাজ ভালো করে তোলার চেন্টায় হেসে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'যদিও সাগরের বালি, তারার ছটাও গন্বে দেখতে পারে বড়ো দরের মাথা…'

'হ্যাঁ, রিয়াবিনিনের বড়ো দরের মাথা তা পারে। আর তুমি যা দিচ্ছ তেমন জলের দরে শা পাওয়া গেলে কোনো বেনিয়াই গ্র্ণে না দেখে কিনবে না। তোমার বনটা আমার চেনা। প্রতি বছর শিকারে যাই ওখানে। তোমার বনের দাম নগদে পাঁচশ' র্ব্ল করে। আর তুমি দ্ব'শ করে নিচ্ছ কিস্তিতে। তার মানে, তুমি ওকে দান করছ তিরিশ হাজার।'

'নাও বাপ⁻, তেতে উঠো না' — কর্ণ স্বরে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ. 'আর কেউ অত দিল না কেন?'

'কারণ অন্য বেনিয়াদের সঙ্গে ও রফা করে নিয়েছে, ঘ্রুষ দিয়েছে। ওদের সকলের সঙ্গেই আমার কাজকর্ম ছিল রে, চিনি ওদের। এরা তো আর কারবারী নয়, মুনাফাখোর। যাতে শতকরা দশ, পনেরো পাওয়া যাবে তাতে সে হাত দেবে না। ও আছে বিশ কোপেকে এক রুব্ল কেনার ফিকিরে।

'নাও হয়েছে, মেজাজ তোমার খারাপ।'

'এতটুকু নয়' — বাড়ির কাছে আসতে আসতে লেভিন বললেন মূখ ভার করে।

গাড়ি বারান্দার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল লোহা আর চামড়ার বেড়ে আঁট করে বাঁধাই একটা গাড়ি, তাতে চওড়া বেল্টে কষে জোতা হল্টপুল্ট একটি ঘোড়া। গাড়িতে বসে ছিল টেনে কোমরবন্ধ আঁটা রক্তোচ্ছন্রসে রাঙা-মূর্থ গোমস্তা, যে রিয়াবিনিনের কোচয়ানের কাজও করত। রিয়াবিনিন নিজেছিল বাড়ির ভেতরে, বন্ধুদ্বরের সঙ্গে তার দেখা হল প্রবেশকক্ষে। লোকটা মাঝবয়সী, টেঙা, রোগাটে, কামানো থ্বতিনিটি স্প্রকট, ফুলো ফুলো ঘোলাটে চোখ। পরনে তার লম্বা নীল ফ্রক-কোট, বোতাম নেমেছে পাছারও নিজেপারে গোড়ালির কাছে কোঁচকানো, পায়ার ডিমের কাছে সটান হাইব্ট, তার ওপর চড়িয়েছেন বড়ো বড়ো গালোশ। রুমাল দিয়ে গোটা মুখখানা ম্ছেড়েক্র-কোট ঝাড়া দিয়ে, যা এমনিতেই বেশ সঠিক ছিল, হেসে অভিনক্ষা

জ্ঞানালেন ওঁদের দ্ব'জনকে, স্তেপান আর্কাদিচের দিকে এমনভাবে হাত বাড়িয়ে দিলেন যেন কিছু একটা ধরতে চাইছেন।

'এই ষে, আপনি তাহলে এসে গিয়েছেন' — হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'চমংকার।'

'হ্জ্বেরের আজ্ঞা অমান্য করার সাহস হল না যদিও রাস্তাটা ছিল বড়োই খারাপ। সারা রাস্তা উত্তমর্পে হে'টেই এসেছি, তবে পে'ছৈছি সময়মতো। নমস্কার কনস্তান্তিন দ্মিহিচ' — তাঁরও হাত ধরার চেণ্টা করে উনি বললেন লেভিনের উদ্দেশে, কিন্তু লেভিন দ্র্কুটি করে এমন ভাব দেখালেন যেন ওঁর হাত তাঁর নজরে পড়ে নি, স্নাইপগ্রলো বার করতে লাগলেন। 'আমোদ করতে গিয়েছিলেন শিকারে। তা এটা কী পাখি বল্বন তো' — স্নাইপটার দিকে অবজ্ঞার দ্ভিতৈ চেয়ে রিয়াবিনিন যোগ দিলেন, 'স্বাদ আছে ব্রিঝ' — এবং অনন্মোদনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন তিনি, যেন এতে মজ্রুরি পোষায় না বলে তাঁর ঘোর সন্দেহ আছে।

'কেবিনেটে যাবে?' স্তেপান আর্কাদিচকে লেভিন দ্রুকুটি করে শ্বধালেন ফ্রাসি ভাষায়, 'যাও-না, সেখানে কথা কইবে।'

'যেখানে ইচ্ছে সেখানেই দিবি চলে যাবে' — রিয়াবিনিন বললেন একটা নাক-সিটকানো মর্যাদার ভাব নিয়ে, যেন ব্রিঝয়ে দিতে চান যে কাকে কিভাবে এড়িয়ে যেতে হবে এ নিয়ে অন্যে অস্ক্রিধা বোধ করলেও তাঁর কথনোই কিছুতেই অস্ক্রিধা হয় না।

কেবিনেটে ঢুকে রিয়াবিনিন চারিদিকে চেয়ে দেখলেন যেন দেবপটটা ধ্রাছলেন, তবে সেটা চোখে পড়লেও ক্রস করলেন না। বই-ভরা আলমারি আর তাকগ্রলোর দিকে তাকালেন তিনি, আর স্নাইপগ্রলোর ব্যাপারে যা কর্রেছিলেন তেমনি অবজ্ঞাভরে হেসে অনন্মোদনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন, এতে যে মজ্বরি পোষাতে পারে তা মানতে পারলেন না কিছ্বতেই।

অব্লোন্ স্কি জিগ্যেস করলেন, 'কী, টাকা এনেছেন? বসন্ন, বসন্ন!' টাকার জন্যে আমরা দাঁড়িয়ে থাকি না। এলাম দেখা করতে, কথা কইতে।' 'কী নিয়ে আবার কথা? বসন্ন, বসন্ন।'

'তা বসা ষেতে পারে' — বসে, কেদারার পিঠে হেলান দিরে, যা তাঁর পক্ষে অতি কণ্টকর, রিয়াবিনিন বললেন, 'কিছ্র ছাড় দিতে হবে প্রিন্স। নইলে পাপ হবে। আর টাকা চ্ড়ান্ত রকমে তৈরি, মায় কড়ায় গণ্ডায়। টকার জন্যে কিছু আটকে থাকবে না।' ইতিমধ্যে লেভিন আলমারিতে বন্দত্বক রেখে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু থেমে গেলেন বেনিয়ার কথা শুনে।

বললেন, 'জলের দামে বনটা নিলেন তাহলে। আমার কাছে ও এসেছে দেরি করে, নইলে দাম বে'ধে দিতাম আমিই।'

রিয়াবিনিন উঠে দাঁড়িয়ে নীরব হাসি নিয়ে লেভিনকে লক্ষ্য করলেন আপাদমন্তক।

স্তেপান আর্কাদিচের উদ্দেশে হেসে বললেন, 'কনস্তান্তিন দ্মিতিচ বেজায় কৃপণ। ওঁর কাছ থেকে একেবারে চ্ড়ান্ত কিছুই কেনা যায় না। গম নিয়ে দরাদরি করলাম, দাম দিতে চেয়েছিলাম ভালো।'

'আমার জিনিস মুফতে কেন দেব আপনাকে? কুড়িয়ে তো পাই নি, চুরিও করি নি।'

'তা আজে, চুরি করা আজকাল চ্ড়ান্তরকম অসম্ভব গো। আজকাল সবই উত্তমর্পে চলে প্রকাশ্য আইন মেনে, চুরিচামারি আর নয়, আজকাল সবই দরাজ। আমরা সংলোকের মতোই কথা কয়েছি। বনের জন্যে বেশি টাকা ঢাললে তা উশ্লে তো হবে না। তাই অন্রোধ করছি, অন্তত থানিকটা ছাড় দেওয়া হোক।'

'আপনাদের কথাবার্তা সব শেষ হয়ে গেছে নাকি হয় নি? যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে বলার কিছ্ন নেই। আর শেষ না হয়ে থাকলে' — লেভিন বললেন, 'আমিই কিনব বনটা।'

রিয়াবিনিনের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল হঠাং। বাজপাখির মতে। হিংস্ল নিষ্ঠুর একটা ভাব ফুটে উঠল তাতে। দ্রুত হাড়খোঁচা আঙ্রুলে ফ্রক-কোটের বোতাম খুলে ফেললেন তিনি, দেখা গেল ট্রাউজারের ওপরে লম্বিত একটা কামিজ, ওয়েস্ট-কোটে পেতলের বোতাম, পকেট ঘড়ির চেন: দ্রুত তিনি বার করলেন একটা পুরনো পেটমোটা মানি-ব্যাগ।

তাড়াতাড়ি দ্রুস করে হাত বাড়িয়ে তিনি বললেন, 'বেশ, বন আমার। টাকা নাও, বন আমার। রিয়াবিনিনের দরাদরি এইরকমই, দ্ব-চার পরসানিয়ে তার খাই নেই' — ভূর্ব কুচকে মানি-ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে তিনি বললেন।

লোভন বললেন, 'আমি হলে তোমার মতো তাড়াহ্বড়ো করতাম না ' 'বলো কী' — অবাক হয়ে বললেন অব্লোন্সিক, 'কথা দিয়েছি ষে!' দড়াম করে দরজা বন্ধ করে ঘর থেকে বৌরয়ে গেলেন লেভিন। রিয়াবিনিন দরজার দিকে তাকিয়ে হেসে মাথা নাড়লেন।

'হা রে যৌবন, একেবারে চুড়ান্ত রকমের ছেলেমান্ষি। কিনছি যখন, বিশ্বাস কর্ন, সেটা সম্মান করে, অব্লোন্স্কির বন কিনল আর কেউ নয়, রিয়াবিনিন, এই নামটুকুর খাতিরে। আর লাভ যে কী দাঁড়াবে ভগবানই জানেন। ভগবানই সাক্ষী। তাহলে দয়া করে সই করে দিন দলিলে...'

একঘণ্টা বাদে পকেটে চুক্তি নিয়ে ফ্রক-কোটের হ্রক এ'টে পরিপাটী করে আলখাল্লা চাপিয়ে কারবারী তাঁর কষে পেটাই-করা গাড়িতে চেপে বাড়ি রওনা হলেন।

'ওহ্ এই সব জমিদারবাব্র দল!' গোমস্তাকে বললেন তিনি। 'স্বাই একই চীজ।'

'তাই বটে' — ওঁকে লাগাম দিয়ে চামড়ার এপ্রনে বোতাম আঁটতে আঁটতে গোমস্তা বললে, 'তা কেনার ব্যাপারটা কী দাঁড়াল মিখাইল ইগ্নাতিচ?' 'হু', হু'…'

11 29 H

বেনিয়াটি তাঁকে তিন মাসের অগ্রিম যে নোটগুলো দিয়েছিলেন, তাতে পকেট বোঝাই করে শুরুপান আর্কাদিচ ওপরে উঠলেন। বনের ব্যাপারটা ্কেছে, টাকা আছে পকেটে, পাখি শিকার হয়েছে খাশা, তাই শুরুপান আর্কাদিচের মেজাজ এখন অতি শরীফ, স্বৃতরাং যে বদ মেজাজ লেভিনকে পেয়ে বর্সোছল সেটা ঘোচাবার খ্বই একটা ইচ্ছে হল তাঁর। তিনি চাইছিলেন যেভাবে দিনটার শ্বুর হয়েছিল, সেভাবেই তার শেষ হোক সন্ধ্যাহারে।

সত্তিই লেভিনের মেজাজ ভালো ছিল না। নিজের প্রিয় অতিথির প্রতি স্নাল ও স্মধ্র হবার সমস্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি সামলাতে পারছিলেন না নিজেকে। কিটির বিয়ে হয় নি, এই খবরটার নেশা তাঁকে পেয়ে বসছিল।

কিটির বিশ্রেহয় নি, সে অস্মৃষ্ট, অস্মৃষ্ট সেই লোকটার জন্য যে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই অপমান যেন লোভনকেও লাগল। স্রন্ দিক প্রত্যাখ্যান বিছেন কিটিকে, আর কিটি তাঁকে, লোভনকে। অতএব লোভনকে অশ্রন্ধা করার স্থিকার স্রন্ দিকর আছে, স্বতরাং তিনি তাঁর শত্র্। কিন্তু এটা লেভিন

সবটা ভেবে ওঠেন নি। ঝাপসাভাবে তিনি টের পাচ্ছিলেন যে এক্ষেত্র তার পক্ষে অপমানকর কিছু একটা আছে, এবং যা তাঁকে বিচলিত করছিল তাতে নয়, যা তাঁর সামনে এসে পড়ছিল তাতেই চটে উঠছিলেন তিনি। আহাম্মকের মতো বন বিক্রি, যে প্রতারণায় অব্লোন্ম্কিকে ফেলা হল এবং যা ঘটল তাঁরই বাড়িতে. এতেই পিত্তি জ্বলছিল তাঁর।

'কী, শেষ হল?' ওপরে স্তেপান আর্কাদিচকে দেখে তিনি বললেন, 'নৈশাহার চলবে?'

'একেবারেই আপন্তি নেই। গাঁয়ে ক্ষিদে পার কী, আশ্চর্য ! রিয়াবিনিনকে খেতে বললে না কেন?'

'চুলোর যাক বেটা!'

'তবে তুমি ওর সঙ্গ এড়িয়ে চলো বটে!' অব্লোন্স্কি বললেন, 'ওর দিকে হাতটাও বাডালে না।'

'কারণ নফরের সঙ্গে আমি করমদ'ন করি না, কিন্তু এই লোকের চেয়ে নফরও শতগুণে ভালো।'

অব্লোন্দিক বললেন, 'কী তুমি প্রতিক্রিয়াশীল হে! কিন্তু সমস্ত সাম।জিক সম্প্রদায়কে মিলিয়ে দেওয়াটা?'

'ষার ভালো লাগে, বেশ তো মিলে যাক। আমার বিছছিরি লাগে।'
'তুমি দেখছি একটা ডাহা প্রতিক্রিয়াশীল।'

'আমি কী, সত্যি, তা নিয়ে কখনো ভাবি নি। আমি — কনস্তান্তিন লেভিন, ব্যস।'

'এবং সেই কনস্তান্তিন লেভিন যার মেজাজ আজ মোটেই ভালো নেই' — হেসে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন।

'হাাঁ, মেজাজ ভালো নেই, কিন্তু জানো কেন? তোমার এই নির্বোধ বিকিটার জন্যে…'

শ্রেপান আর্কাদিচ মুখ কোঁচকালেন ভালো মেজাজেই যেন নিরপরাধ কোনো লোকের দোষ ধরা হচ্ছে, কণ্ট দেওয়া হচ্ছে তার মনে।

বললেন, 'নাও হয়েছে! কেউ কিছ্ম একটা বিক্রি করার পরেই তাকে শ্মনতে হয় নি: 'এটার দাম অনেক বেশি', এমনটা ঘটেছে কখনো? অথচ বখন বিক্রি করছে, তখন সে দাম কেউ দেয় না। উ'হ্ম, দেখছি ওই হতভাগ্য রিয়াবিনিনের ওপর তোমার কোনো রাগ আছে।'

'হয়ত আছে। আর জানো কেন? তুমি হয়ত আবার বলবে যে আমি

প্রতিক্রিয়াশীল কিংবা আরো ভরংকর কিছু একটা: তাহলেও চারিদিক থেকে অভিজাত সম্প্রদায়ের দরিদ্র হয়ে পড়াটা দেখতে আমার বিরক্তি হয়, ক্ষোভ হয়, আমি নিজে এ সম্প্রদায়ের একজন এবং সম্প্রদায়ভেদ মিলিয়ে যেতে থাকা সত্তেও আমি এ সম্প্রদারের একজন বলে আনন্দ হয় আমার। আর দরিদ্র राय भर्जे विनारमय करना नयं, राज्यन किन्द्र विकास वाभाव नय खी: সাডম্বরে দিন কাটানো -- এটা অভিজাতদের ব্যাপার, ওরাই তা পারে। এখন আমাদের আশেপাশের চাষিরা জমি কিনে নিচ্ছে -- আমার তাতে দূঃখ নেই। বাব ি কিছ,ই করেন না, চাষি খাটছে, কোণঠাসা করছে নিষ্কর্মাকে। তাই তো হওয়া উচিত। চাষির জন্যে ভারি আনন্দ হয় আমার। কিন্তু কেমন একটা, জানি না কী বলা যায়, নিরীহতার দরনে এই দরিদ্র হওয়াটা দেখলে আমার রাগ হয়। এখানে এক খাজনা-দায়ী পোলীয় চাষি অর্ধেক দামে খাসা একটা সম্পত্তি কিনে নিল অভিজাত জমিদার-গিল্লির কাছ থেকে, যিনি বসবাস করেন বিদেশে, নীসে। ওখানে বেনিয়াকে জমি ইজারা দেওয়া হল দেসিয়াতিনা পিছ, এক রুবুল হারে, যার দর দশ বুবুল। আর তুমি খামোকা ওই চোয়াড়টাকে দান করে দিলে তিরিশ হাজার। 'তা করবটা কী, গাছ গুনুনব?'

'অবিশ্যি-অবিশ্যিই গ্রনতে হবে। তুমি গ্রনলে না, ওদিকে রিয়াবিনিন গ্রনল। বে'চে বর্তে থাকা, লেখাপড়া করার টাকা থাকবে রিয়াবিনিনের ছেলেমেয়েদের কিন্তু সেটি থাকবে না রে!'

'কিস্তু মাপ কর আমার, এই গোনাগ্নতির মধ্যে কেমন একটা ছোটোলোকোমি আছে। আমাদের আছে নিজেদের কাজকর্ম', ওদের নিজেদের, তা ছাড়া লাভও ওদের চাই। তবে যাক গে, ব্যাপারটা চুকে গেছে, ব্যস। আর এই যে ডিম-ভাজা, এটি আমার প্রিয় খাদ্য। তা ছাড়া, আগাফিয়া মিখাইলোভনা আমাদের তো দেবেন ওই-যে ঘাস-গাছড়ায় জারানো ভোদকা…'

খাবার টেবিলে বসলেন শ্রেপান আর্কাদিচ, রসিকতা শ্রুর করলেন আগাফিয়া মিখাইলোভনার সঙ্গে, তাঁকে নিশ্চয় করে বোঝালেন যে এমন ভোজন আর নৈশাহার তাঁর দীর্ঘকাল জোটে নি।

আগাফিয়া মিখাইলোভনা বললেন, 'আপনি যা-হোক তব্ তারিফ করছেন, কিন্তু কনস্তান্তিন দ্মিত্তিচ, যা-ই ওকে দিই-না, পাঁউর্টির চটা হলেও তাই খেয়েই বেরিয়ে যাবে।'

নিজেকে দখলে রাখার শত চেষ্টা সত্ত্বেও লেভিন ছিলেন মনমরা, চুপ করে রইলেন। শুেপান আর্কাদিচের কাছে একটা প্রশ্ন করার ছিল তার, কিন্তু মন ছির করে উঠতে পারাছলেন না তিনি, সেটা কখন কিভাবে করা বায় তা ভেবে পাচ্ছিলেন না। শুেপান আর্কাদিচ তার নিজের ঘরে গেলেন নিচু তলায়, পোশাক ছাড়লেন, হাত-মুখ ধ্লেন, কুন্চ দেওয়া নৈশ কামিজ পড়ে শ্লেন, লেভিন কিন্তু তার ঘরে নানা আজেবাজে কথা বলে ইতন্ত্রত করতে থাকলেন, বা চাইছিলেন সেটা জিগ্যেস করার সাহস হচ্ছিল না তার।

আগাফিয়া মিখাইলোভনা অতিথির জন্য যে স্কৃতিছ্ক সাবান দিয়েছিলেন কিন্তু অব্লোন্স্পি যা ব্যবহার করেন নি, তার দিকে তাকিয়ে মোড়ক খ্লে বললেন, 'কী আশ্চর্য সাবান বানাচ্ছে এরা। চেয়ে দ্যাখ, এ যে একবারে শিল্পকর্ম।'

'হাাঁ, সবই আজকাল কী নিখ্তই-না হচ্ছে' — স্তেপান আর্কাদিচ বললেন সজল স্পারিতৃণ্ট হাই তুলে, 'যেমন ধর এই সব থিয়েটার। প্রমোদভবন... আহ্!' আবার হাই, 'সবখানে বিজলী বাতি... আ-আ-আ!'

'হাাঁ, বিজ্ঞলী বাতি' — বললেন লেভিন, 'তা বটে, কিন্তু দ্রন্স্কি এখন কোথায়?' সাবানটা রেখে দিয়ে হঠাৎ জিগ্যেস করলেন তিনি।

হাই তোলা থামিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'দ্রন্স্কি? সে এখন পিটার্সবিহ্ণা। তোমার ঠিক পরেই চলে যায়, তারপর একবারও মস্কো আসে নি। শোন কন্থিয়া, আমি তোমাকে সত্যি বলছি' — টেবিলে কন্ই ভর দিয়ে স্ক্রের রাঙা মুখে হাত রেখে তিনি বলে চললেন, ভাবাকুল সদাশয় নিদ্রাল্ চোখে তাঁর তারার মতো ছটা, 'তোমারই দোষ। প্রতিদ্বন্দ্বীকে তুমি ভয় পেলে। আর আমি তখন যা বলেছিলাম, আমি জানি না কার চাল্স বেশি। এপ্পার-ওপ্পার করলে না কেন? আমি তোমাকে তখন বলেছিলাম যে…' মুখ পুরো না খুলে একটা চিবুক দিয়ে হাই তুললেন তিনি।

তাঁর দিকে চেয়ে লেভিন ভাবলেন, 'আমি যে পাণিপ্রার্থনা করেছিলাম সে কি ও জানে, নাকি জানে না? কেমন একটা কূটকৌশলী ধ্ত ভাব দেখা বাচ্ছে ওর ম্থে।' এবং লাল হয়ে উঠছেন টের পেয়ে তিনি সরাসরি চাইলেন স্তেপান আর্কাদিচের চোখের দিকে। শুপান আর্কাদিচ বলে গেলেন, 'কিটিব দিক থেকে তখন কিছু থাকলে সেটা ছিল বাইরের চাকচিক্যের আকর্ষণ। এই নিখ্ত আভিজাত্য আর সমাজে তার ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠা প্রভাবিত করেছিল কিটিকে নয়, তার মাকে।'

ভূর্ কোঁচকালেন লেভিন। প্রত্যাখ্যানের বে হীনতা তাঁকে সইতে হরে-ছিল, সেটা যেন তাজা, সদ্যোহানা একটা আঘাত হয়ে দদ্ধ করল তাঁর হুদয়। তবে তিনি নিজের বাড়িতে, আর বাড়ির দেয়াল সর্বদাই কিছু কাজ দেয়।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও' — অবল লোন স্কিকে থামিয়ে দিয়ে লেভিন বললেন, 'বলছ, আভিজাত্য। কিন্তু তোমাকে জিগোস করি, দ্রন স্কি বা আর যে কেউ হোক না কেন. তার আভিজাত্যটা কিসে, এমন আভিজাত্য বাতে আমায় হেয় জ্ঞান করবে? দ্রন্স্কিকে তুমি অভিজাত বলে ভাবো, আমি ভাবি না। এমন একটা লোক, বাপ যার নেহাৎ কেউকেটা থেকে বাগিয়ে টাগিয়ে ওপরে উঠেছে. মায়ের যার ঈশ্বর জানেন সংগম নেই কার সঙ্গে... না ভাই. মাপ করো. অভিজাত বলে আমি মনে করি নিজেকে এবং আমার মতো লোকেদের যারা অতীতের তিন-চার প্রের্য অর্বাধ অতি উচ্চমানে শিক্ষিত সদ্বংশের দিকে আঙ্কে দেখাতে পারে, প্রেতিভা এবং বৃদ্ধিমন্তা অন্য ব্যাপার), যাবা কখনো কারো তোষামোদ করে নি, কারো মুখাপেক্ষী থাকে নি, যেভাবে দিন কাটিয়ে গেছেন আমার বাবা, আমার দাদ;। এ ধরনের লোক অনেক জানা আছে আমার। আমি যে বনের গাছ গ্রনে দেখি, এটা তোমার কাছে নীচতা বলে হয়, তিরিশ হাজার তুমি দান করে দাও রিয়াবিনিনকে; কিন্তু তুমি তো পাও খাজনা, জানি না আরো কী সব পাও, আমি পাই না. তাই বংশ আর পরিশ্রমটাই আমার কাছে মূল্যবান... আমরাই অভিজাত, ওবা নয় যারা বে'চে থাকে দুনিয়ার শক্তিধরদের কাছ থেকে পাওয়া মুন্টিভিক্ষার, দশ কোপেকেই যাদের কিনে নেওয়া যায়।

'আরে, কার ওপর তুমি খাম্পা হচ্ছ? আমি তোমার সঙ্গে একমত' — স্তেপান আর্কাদিচ বললেন আন্তরিকতার সঙ্গেই, খ্রিশ হয়ে, যদিও ব্রুতে পারছিলেন যে দশ কোপেক দিয়ে যাদের কেনা যায়, তাদের দলে তাঁকেও ফেলছেন লেভিন। লেভিনের উত্তাপ ভালো লেগেছিল তাঁর। 'কার ওপর খাম্পা হচ্ছ তুমি? অবিশ্যি দ্রন্দিক সম্পর্কে তুমি যা বলছ তার অনেকখানিই সাত্য নয়, কিন্তু সে কথা আমি বলছি না। সোজাসন্জি বলছি তোমাকে, আমি হলে একসঙ্গে চলে যেতাম মন্তেয়ে এবং..'

'উ'হা, আমি জানি না তুমি জানো কি না, তবে তাতে কিছা এসে যায় না আমার। তোমাকে বলেই রাখি, আমি বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলাম এবং প্রত্যাখ্যাত হয়েছি, কাতেরিনা আলেক্সান্দ্রভনা এখন আমার কাছে একটা গ্রেডার, লক্জাকর স্মৃতি।' 'কেন? কী বাজে কথা!'

'কিন্তু ও কথা আর নর। তোমার ওপর বদি র্চতা হরে থাকে, ক্ষমা করো ভাই' — লেভিন বললেন। বলার যা ছিল সবখানি বলে ফেলার পর উনি এখন আবার সেই সকাল বেলাকার মান্ব, 'আমার ওপর রাগ করছ না তো দ্রিভা? রাগ করো না ভাই' — এই বলে হেসে তির্নি হাত ধরলেন বন্ধুর।

'আরে না, এতটুকু না, কিছুই নেই রাগ করার। আমাদের বোঝাব্রিথ হয়ে গেল বলে আনন্দই হচ্ছে আমার। আর জানো, সকালে পাথি আসে ভালো। আমি হয়র্ত ঘুমোবই না, শিকার থেকে সোজা স্টেশন।'

'সে তো ভালোই।'

n > v n

দ্রন্দিকর অন্তর্জাবন তাঁর কামাবেগে ভরপরে হয়ে থাকলেও বহিজাবিন অপরিবর্তিত, অব্যাহত ধারায় চলতে থাকল আগের মতোই সামাজিক আর রেজিমেন্ট-কেন্দ্রিক সন্পর্কাদি ও স্বার্থের অভান্ত পথে। রেজিমেন্টের স্বার্থ দ্রন্দিকর জীবনে একটা গ্রেড়পূর্ণ স্থান নিয়েছিল, সেটা এই জন্যও বটে যে রেজিমেন্টকে তিনি ভালোবাসতেন, কিন্তু আরো বেশি করে এই জন্য যে রেজিমেন্টও ভালোবাসত তাঁকে। রেজিমেন্টের লোকেরা দ্রন্দিককে শ্ব্ধ ভালোই বাসত না, শ্রন্ধাও করত, গর্ব বোধ করত তাঁকে নিয়ে, গর্বটা এই জন্য যে বিপ্রেল বিক্তশালী স্কাশিকত গ্র্ণবান এই যে লোকটির সামনে বত কিছ্ব সাফল্য, আত্মাভিমান, উচ্চাভিলাষের পথ খোলা, তিনি কিনা এ স্বাকিছ্ব তুচ্ছ করে জাগতিক সমস্ত স্বার্থের মধ্যে থেকে মনেপ্রাণে বরণ করে নিয়েছেন রেজিমেন্ট আর বন্ধ্বমহলের স্বার্থ । তাঁর সন্পর্কে সাথিদেব এই মনোভাব দ্রন্দিকর অজ্ঞাত ছিল না, আর এই জাবনটাকে ভালোবাসা ছাড়াও তাঁর সন্পর্কে যে মনোভাব গড়ে উঠেছে তার পোষকতা করাও নিজেব্বর্তার বলে জ্ঞান করতেন তিনি।

তবে বলাই বাহ্না, সঙ্গীদের কারো কাছেই নিজের প্রেমের কথা বলতেন না তিনি, প্রচণ্ড পানোৎসবেও (নিজের ওপর দখল হারাবার মতো মাতাল তিনি অবশ্য কখনো হতেন না) তাঁর পেটের কথা কিছু বেরিয়ে পড়ত না লখ্বচিত্ত তাঁর যে বন্ধরো তাঁর প্রণার নিরে ইঙ্গিত করার চেন্টা করত, তাদের মুখ বন্ধ করে দিতে পারতেন তিনি। কিন্তু তাহলেও তাঁর প্রেমের কথা জানাজানি হয়ে যার গোটা শহরে — সবাই কম-বেশি অনুমান করতে পারত কারেনিনার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক — তাঁর প্রেমের ব্যাপারে সবচেয়ে যেটা কন্টকর তার জনাই যুবকদের অধিকাংশ ঈর্ষা করত তাঁকে, যথা — কারেনিনের উচ্চ প্রতিষ্ঠা এবং সেই কারণে সমাজের চোখে এই প্রণায়টার দ্বিটকটুতা।

আন্নাকে যে ন্যায়পরায়ণা বলা হয়, এটা শ্বনে শ্বনে বহুদিন যাদের বিরক্তি ধরে গেছে, ঈর্যান্বিত সেই সব যুবতীদের অধিকাংশ খ্বাশ হল তাদের আন্দাজ-অনুমানে, এবং অপেক্ষায় রইল কবে সামাজিক অভিমত পালটায়, যাতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তাদের ঘেন্নার জগন্দল পাথর নিয়ে। সময় হলে যেসব কাদার দলা তারা ছুড়ে মারবে, তা এর মধ্যেই তৈরি হয়ে উঠছিল। এই যে সামাজিক কেলেজ্কারির আয়োজন হচ্ছিল অধিকাংশ বয়স্ক ও উচ্চপদস্থ লোকে অসম্ভূণ্ট হচ্ছিলেন তাতে।

দ্রন্স্কির মা ছেলের এই প্রেমলীলার কথা জেনে প্রথমটা খুনিই হয়েছিলেন, কেননা তাঁর ধারণা, উচ্চ সমাজে একটা কাণ্ড বাধালে চৌকশ নবযুবকের যতটা শোভা বাড়ে, তেমন আর কিছুতে হয় না, তা ছাড়া যে কারেনিনাকে তাঁর ভারি ভালো লেগেছিল, নিজের ছেলের কথা যিনি অত গল্প করেছিলেন, তিনিও কাউণ্টেস দ্রন্স্কায়ার মতে যা হওয়া উচিত, তেমনি সুন্দরী সুশীলা নারীর মতোই। কিন্তু পরে তিনি জানতে পারলেন যে ভাগ্যোম্নতির পক্ষে গ্রেম্বপূর্ণ একটা প্রস্তাব পেয়েও ছেলে তা প্রত্যাখ্যান করেছে শুধু রেজিমেণ্টে থাকবার জন্য, যাতে কারেনিনার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়, জানতে পান যে উচ্চপদস্থরা এর জন্য তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট, স্বতরাং তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন। তা ছাড়া এই যোগাযোগ সম্পর্কে তিনি যাকিছ, জেনেছিলেন, তা থেকে এটাও তাঁর ভালো লাগে নি ষে ব্যাপারটা তেমন চমংকার, লালিত্যময় নয় যা তিনি অনুমোদন করতে পারেন, এ যে এক ভেটের-মার্কা **ল**রিয়া আবেগ যার পরিণতি হতে পারে কোনো একটা আহাম্মকিতে বলে তিনি শুনেছেন। হঠাৎ তাঁর মন্ফো ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে তিনি তাঁকে দেখেন নি. বডো ছেলের মারফত তিনি দাবি করেন যেন তিনি আসেন তাঁর কাছে।

বড়ো ভাইও ছোটোর ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। এ ভালোবাসাটা কেমন,

সামান্য নাকি প্রবল, উদ্বেল নাকি নিরাবেগ, পাতক নাকি নিন্পাপ (সন্তানাদি থাকা সম্ভেও তিনি এক নত কীকে রক্ষিতা রেখেছিলেন, তাই এ ব্যাপারে তাঁর উদারতা ছিল), এ নিয়ে তিনি মাথা ঘামান নি; কিন্তু তিনি জানতেন যে এই ভালোবাসাটা যাঁদের ভালো লাগার কথা, তাঁদের তা লাগছে না, তাই ভাইয়ের আচরণ অনুমোদন করেন নি তিনি।

সৈন্যদলে কাজ আর সমাজ ছাড়াও দ্রন্স্কির আরো একটা নেশা ছিল— ঘোড়া, এ নিয়ে তিনি পাগল।

এ বছর অফিসারদের হার্ডল-রেস হবার কথা। দ্রন্দিক তাতে নাম লেখান, কেনেন ভালো জাতের একটি বিলাতী মাদি ঘোড়া, এবং প্রেমের ব্যাপারটা সত্ত্বেও আসম ঘোড়দোড় নিয়ে মেতে ওঠেন, যদিও সংযম না হারিয়ে...

এই দ্বই নেশা পরস্পরবিরোধী হয় নি। বরং প্রেম ছাড়াও তাঁব দরকাব ছিল কাজ আর ব্যসন, যাতে তাজা হয়ে উঠতে পারেন, বিশ্রাম পায় তাঁর বড়ো বেশি উত্তেজিত অনুভূতি।

11 66 II

কাশ্বরে সেলো গ্রামে ঘোড়দৌড়ের দিন দ্রন্দিক রেজিমেণ্টের ক্যাণ্টিনে বিফান্টিক থেতে এলেন তাঁর অভ্যন্ত সময়ের আগেই। কড়া সংযম পালনেব প্রয়োজন তাঁর ছিল না, কেননা তাঁর ওজন যা দরকার ঠিক তাই — সাড়ে চার প্র্দ, তবে ম্টিয়ে ওঠাও চলে না, তাই ময়দার খাবার আর মিছিট জিনিস তিনি এড়িয়ে চলতেন। টেবিলে দ্বই কন্ই রেখে বরাত দেওযা বিফান্টিকের অপেক্ষায় বসে ছিলেন তিনি, শাদা ওয়েন্ট-কোটের ওপব জ্যাকেটের বোতাম খোলা, প্লেটের ওপর একটা ফরাসি নভেল ছিল, সেটা দেখছিলেন। বইটা দেখছিলেন কেবল যেসব অফিসার আসছে আর যাছে তাদের সঙ্গে যাতে কথা কইতে না হয়। আর ভাবছিলেন।

ভাবছিলেন যে খোড়দোড়ের পর তাঁর সঙ্গে দেখা করার কথা দিয়েছেন আমা। তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি তিন দিন। স্বামী বিদেশ থেকে ফিরেছেন ফলে আজকের সাক্ষাংটা সম্ভব হবে কিনা জানতেন না এবং সেটা কী করে জানা যায় তাও ভেবে পাচ্ছিলেন না। শেষ বার তিনি আলাকে দেখেছেন তাঁর জ্ঠেতুত বোন বেট্সির পক্লীভবনে। কারেনিনদের পক্লীভবনে তিনি বেতেন যথাসম্ভব কম। এখন তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল সেখানে যাবার, এবং সেটা কিভাবে সম্ভব করা যায় তাই ভাবছিলেন। 'অবশ্যই বলব যে যোড়দৌড়ে আন্না আসবেন কিনা তা জানার জন্যে বেট্সি আমায় পাঠিয়েছেন। অবশ্যই যাব' — বইটা থেকে মাথা তুলে মনে মনে স্থির করলেন তিনি। তাঁকে দেখতে পাবার স্থকশ্পনায় মুখখানা তাঁর জ্বলজ্বল করে উঠল।

রুপোর তপ্ত ডিশে যে পরিচারক বিফাস্টিক এনে দিল, তাকে তিনি বললেন, 'আমার বাড়িতে একজন লোক পাঠিয়ে বলে দাও যেন তাড়াতাড়ি গ্রথকা নিয়ে আসে।' ডিশটা টেনে নিয়ে খেতে শুরু কবলেন তিনি।

পাশের বিলিয়ার্ড কক্ষ থেকে শোনা যাচ্ছিল বল মারার শব্দ, কথাবার্তা, হাসি। প্রবেশদ্বারে দেখা দিলেন দ্ব'জন অফিসার: একজন অলপবয়সী, দ্বর্বল পাতলা ম্থ, পেজ কোর থেকে রেজিমেণ্টে এসেছে সম্প্রতি; অন্য জন মোটাসোটা বয়স্ক অফিসার, এক হাতে একটা রেসলেট, চর্বি ঢাকা থুদে খুদে চোখ।

দ্রন্দিক তাকালেন ওঁদের দিকে, তারপর ভূর্ কুণ্চকে, যেন ওঁদের দেখেন নি এমন ভাব করে আড়চোখে বইটার দিকে চেয়ে একই সঙ্গে খেতে এবং পডতে থাকলেন।

'কী, কাজে নামার আগে একটু খেণ্ট মারা হচ্ছে ব্রবিং?' ভ্রন্স্কির কাছে বসে বললেন মুটকো অফিসার।

'দেখতেই পাচ্ছ' — ভূর্ব কু'চকে, ম্থ ম্ছে এবং তাঁর দিকে না তাকিয়ে দ্রনাস্ক জবাব দিলেন।

'ম্বিটিয়ে যাবার ভয় হচ্ছে না?' ছোকরা অফিসারটির জন্য একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে মুটকো বললেন।

'কী?' দ্রন্দিক বললেন রাগত দ্বরে, বিভ্ষায় মুখ বিকৃত করলেন, দেখা গেল তাঁর সমান মাপের দাঁতের সারি।

'মুটিয়ে যাবে বলে ভয় হচ্ছে না?'

'ওহে, এক বোতল শেরি!' কোনো জবাব না দিয়ে স্রন্দিক ডাকলেন পবিচারককে, বইটা অন্য দিকে সরিয়ে পড়ে যেতে লাগলেন।

মন্টকো আঁফসার সন্বার তালিকাটা নিয়ে ফিরলেন ছোকরা অফিসারের দিকে।

তালিকাটা তাকে দিয়ে তার দিকে চেয়ে বললেন, 'কী খাবে বেছে নাও।'

'রাইন ওরাইন' — শ্রন্স্কির দিকে ভরে ভরে কটাক্ষে চেরে ছোকরা অফিসারটি বললে, সামান্য দেখা দেওরা মোচে আঙ্কল ব্লাতে লাগল সে। শ্রন্ত্রিক মুখ ফেরাচ্ছেন না দেখে সে উঠে দাঁড়াল।

वनल, 'विनियार्ज चत्त्र वाख्या वाक।'

মুটকো অফিসার বাধোর মতো উঠে গেলেন দরজার দিকে।

এই সমর ঘরে ঢুকলেন দীর্ঘকার রাশভারি ক্যাপ্টেন ইয়াশ্ভিন, তাচ্ছিল্যভরে অফিসার দ্বজনের দিকে ওপর থেকে মাথা ন্ইয়ে তিনি গোলেন ভ্রন্তিকর কাছে।

'আরে, এই বে!' প্রকাণ্ড হাতে দ্রন্দিকর কাঁধপট্রিতে চাপড় মেরে তিনি বললেন। দ্রন্দিক রেগেমেগে তাকালেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ মুখ তাঁর জ্বলজ্বল করে উঠল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রশাস্ত ও স্বস্থির প্রীতিতে।

'ভালো ব্রন্ধি করেছিস আলিওশা' — জলদগন্তীর উচ্চকণ্ঠে ক্যাপ্টেন বললেন, 'এবার খা, তারপর একপাত্র মদ্য।'

'নাঃ, ইচ্ছে করছে না।'

'মানিকজোড় বটে!' যে অফিসার দ্ব'জন এই সময় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে বাচ্ছিলেন, তাঁদের দিকে উপহাসের দ্বিটতে চেয়ে ইয়াশ্ভিন বললেন। দ্রন্দিকর পাশে তিনি বসলেন চেয়ারের পক্ষে বড়ো বেশি উচ্ আঁটোরিচেস পরা পা দ্বখানা তীক্ষ্য কোণে বেকিয়ে। 'কাল ক্রান্সেনিস্কি খিয়েটারে এলি না যে? মন্দ করল না নুমেরভা। কোথায় ছিলি?'

ञ्चन् कि वनलान, 'ज्राज्ञक्यापत उथारन।'

'ও!' ইয়াশ্ভিন মন্তব্য করলেন।

ইয়াশ্ভিন জর্য়াড়ী, মদাপ, কোনো নীতির বালাই তাঁর ছিল না শ্ব্ব তাই নয়, বরং ছিল যত গহিত সব নীতি। রেজিমেন্টে ইনি দ্রন্স্কির সেরা বন্ধন। দ্রন্স্কি তাঁকে ভালোবাসতেন যেমন তাঁর অসাধারণ দৈহিক শক্তির জনা, যা প্রকাশ পেত গেলাসের পর গেলাস মদ টানা, না ঘ্নমানো, অথচ একই রকম থেকে যাবার ক্ষমতায়, তেমনি তাঁর বিপর্ল নৈতিক শক্তির জনা যা প্রকাশ পেত তাঁর ওপরওয়ালা ও বন্ধন্দের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ক্ষেত্রে যা তাঁর প্রতি তাদের মনে ভীতি ও শ্রদ্ধা জাগাত, প্রকাশ পেত জর্মা খেলায় আর খেলতেন হাজার হাজার টাকা এবং যত মদই টান্ন, খেলতেন এমন স্ক্রে অটল চালে যে বিটিশ ক্লাবের পয়লা নম্বরের জ্রাড়ী বলে ধ্বা হত তাঁকে। দ্রন্স্কি তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন ও ভালোবাসতেন বিশেষ করে এই কারণে যে ইরাশ্ভিন তাঁকে ভালোবাসতেন তাঁর নাম বা টাকাকড়ির জন্য নর, তাঁর নিজের জন্যই, এটা তিনি অন্ভব করতেন। সমস্ত লোকেদের মধ্যে একা তাঁর কাছেই কেবল দ্রন্স্কি নিজের প্রেমের ঘটনাটা বলতে পারতেন। দ্রন্স্কি টের পেতেন যে সবিকছ্ব ভাবপ্রবণতার প্রতি ইয়াশ্ভিন অবজ্ঞা পোষণ করেন বলে মনে হলেও যে প্রবল হুদয়াবেগে তাঁর জাঁবন এখন ভরে উঠেছে সেটা তিনিই ব্বতে পারবেন। তা ছাড়া তাঁর সন্দেহ ছিল না যে ইয়াশ্ভিন নিশ্চয় পরচর্চা আর কেলেঞ্কারিতে এখন আর তৃষ্তি পাচ্ছেন না, এই হৃদয়াবেগটা যেভাবে উচিত সেইভাবেই ব্রববেন, অর্থাৎ জানেন এবং বিশ্বাস করেন যে এই প্রেমটা ঠাটা কি মজার ব্যাপার নয়, অতি গ্রেম্ছপ্র্ণ।

নিজের প্রেমের কথা দ্রন্দিক ওঁকে বলেন নি, কিন্তু জানতেন যে তিনি সবই জানেন, যা উচিত তা সবই ব্রুছেন, সেটা ওঁর চোখে লেখা আছে দেখে দ্রন্দিকর আনন্দ হত।

'ও, হাাঁ!' দ্রন্দিক ত্ভেম্পরিদের ওখানে ছিলেন শন্নে মন্তব্য করলেন ইয়াশ্ভিন এবং তাঁর যা বদভ্যাস, কালো চোখ জন্বজন্ব করে মোচের বাঁ দিকটা মূখে প্রবেলন।

'আর কাল তুই কী করিল? জিতেছিস?' দ্রন্স্কি জিগ্যেস করলেন।
'আট হাজার। তবে তিন হাজারের নিশ্চয়তা নেই, পাব কিনা সন্দেহ।'
'তা আমাকে বাজি ধরে হারতেও পারিস' — হেসে বললেন দ্রন্স্কি।
(দ্রন্স্কির ওপর বড়ো একটা বাজি ধরেছিলেন ইয়াশ্ভিন)।

'হারব না কিছুতেই। ভয় শুখু মাখোতিনকে।'

আলাপ চলল আজকের ঘোড়দোড়ের সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে, দ্রন্স্কির চিস্তা শুখু ওইটাই।

'যাওয়া যাক। আমার খাওয়া শেষ' — উঠে দরজার দিকে গেলেন দ্রন্দিক। ইয়াশ্ভিনও তাঁর বিশাল পা আর লম্বা পিঠ টান করে উঠে দাঁড়ালেন।

'খেতে আমার দেরি আছে, কিন্তু পান করা দরকার, এক্ষর্নি আসছি। ওহে, মদ!' রেজিমেন্টে বিখ্যাত তাঁর গমগমে গলায় শার্সি কাঁপিয়ে হাঁক দিলেন ইয়াশ্ভিন। 'নাঃ, দরকার নেই' — তৎক্ষণাৎ আবার তিনি চে'চালেন, 'তই বাডি যাচ্ছিস, আমিও যাই তোর সঙ্গে।'

দ, জনে বেরিয়ে গেলেন।

প্রন্স্কি থাকতেন পার্টিশান দিরে আধাআধি ভাগ করা প্রশন্ত পরিচ্ছর একটি কৃষক কুটিরে। ক্যান্সেও পেত্রিংস্কি থাকতেন তাঁর সঙ্গে। প্রন্স্কি আর ইয়াশ্ভিন বখন এলেন, পেত্রিংস্কি তখন ঘুমোচ্ছিলেন।

'ওঠ, খ্ব ঘ্মিরেছিল' — পার্টিশানের ওপাশে গিয়ে বালিশে নাক গ্বৈজে থাকা পেরিংস্কির কাঁধে ধাক্কা দিয়ে বললেন ইয়াশ্ভিন।

পেরিংম্পি হঠাং হাঁটুতে ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠে চেয়ে দেখলেন দ্ব'জনকে।
ত্রন্মিককে বঁললেন, 'তোর দাদা এসেছিল, আমাকে জাগিয়ে দিলে
হতচ্ছাড়াটা, বললে ফের আসবে।' আবার কম্বল টেনে নিয়ে মাথা রাখলেন
বালিশে। 'জ্বলাস নে বাপ্ব ইয়াশ্ভিন' — ওঁর কম্বলটা টানছিলেন
ইয়াশ্ভিন, তাতে চটে উঠে পেরিংম্কি বললেন, 'ছাড় তো!' পাশ ফিরে
চোখ মেললেন তিনি, 'তার চেয়ে বরং বল কী পান করা বায়; এমন বিস্বাদ
হয়ে আছে মুখটা যে…'

'সবচেরে ভালো হবে ভোদকা' — গাঁকগাঁক করে উঠলেন ইয়াশ ভিন, 'তেরেশ্যেঞ্কো! বাব্র জন্যে ভোদকা আর শস্য!' চেণ্চিয়ে বললেন তিনি, বোঝা যায় নিজের গলা শ্রনতে তাঁর ভালো লাগছিল।

'বলছিস ভোদকা? এরাঁ?' মুখ কু'চকে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললেন পেরিংস্কি, 'আর তুই খাবি? তাহলে একসঙ্গেই খাওয়া যাক! খাবি দ্রন স্কি?' উঠে দাঁড়িয়ে বাঘছালের কন্বলটা হাতের নিচে জড়াতে জড়াতে পেরিংস্কি বললেন।

পার্টিশানের দরজায় এসে হাত তুলে ফরাসি ভাষায় গেয়ে উঠলেন 'এক যে রাজা ছিল গো তু-উ-লায়'। 'প্রন্সিক, টার্নবি?'

'ভাগ তো' — চাকর যে ফ্রক-কোটটা এনে দিয়েছিল সেটা পরতে পরতে বললেন ভ্রন্তিক।

'কোথার রে?' ইরাশ্ভিন জিগ্যেস করলেন। একটা ত্ররকা গাড়ি আসতে দেখে যোগ দিলেন, 'ত্ররকাও এসে গেছে দেখছি।'

'আস্তাবলে, তা ছাড়া ঘোড়ার ব্যাপারে বিয়ান্ স্কির কাছেও যেতে হবে'-দ্রন্ত্রিক বললেন।

শ্রন্তিক সতিটে বিয়ান্তিককে কথা দিয়েছিলেন যে পিটার্সহফ থেকে দশ ভাস্ট দরের তার কাছে গিয়ে টাকা দিয়ে আসবেন ঘোড়ার জন্য চেরেছিলেন ওখানেও ঢু মেরে আসতে পারবেন। কিন্তু বন্ধরা সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেললেন যে শ্ব্র বিয়ান্ শ্বির কাছেই তিনি যাছেন না। গান চালিয়ে যেতে যেতেই চোখ মটকালেন পেরিংশ্বি, ঠোট ফোলালেন যেন বলতে চান: জানি রে তোর বিয়ান্ শ্বিকে।

'দেখিস, দেরি করিস না যেন!' শৃন্ধ্ এইটুকু বলে ইয়াশ্ভিন প্রসঙ্গ পালটাবার জন্য যে ঘোড়াটাকে বিক্রি করেছেন জ্ঞানলা দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে শৃন্ধালেন, 'তা আমার ফুট-ফুটকি কাজ দিচ্ছে কেমন, ভালো?'

দ্রন্দিক ততক্ষণে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, পেরিংদ্কি তাঁর উদ্দেশে চেচালেন, আরে দাঁড়া, দাঁড়া! তোর দাদা তোর জন্যে একটা চিঠি আর চিরকুট রেখে গেছে। দাঁড়া, দাঁড়া, কোথায় সেগ্লো?

ञ्जाञ्कि गाँजालन।

'কিন্তু কে।থায় সেগ**্লো**?'

'কোথায়? আরে সেই তো প্রশ্ন!' নাক থেকে ওপরের দিকে তর্জনী তুলে সগান্তীর্যে বললেন পেত্রিংস্কি।

'আরে বল বাপন্ন, ফর্কাড় করিস না' — শ্রন্দিক বললেন হেসে। 'ওটা দিয়ে তো আর ফায়ার-প্লেস ধরাই নি, এইখানেই থাকবে কোথাও।' 'নে, বাজে কথা রাখ! কোথায় চিঠি?'

'উ'হ, সত্যি মনে নেই। নাকি স্বপ্নে দেখলাম? দাঁড়া, দাঁড়া, রাগ করিস না। গতকাল যদি আমার মতো চার বোতল শেষ করতিস, তাহলে তুইও ভূলে যেতিস কোথায় আছিস। দাঁড়া ভেবে দেখি।'

পোত্রংস্কি পার্টিশানের ওপাশে গিয়ে শ্বলেন নিজের বিছানায়।

'দাঁড়া, এইভাবে শ্বয়ে ছিলাম আমি আর ও দাঁড়িয়ে ছিল ওইখানে। হ্যাঁ, হাাঁ, হাাঁ... এই যে!' তোষকের তলে যেখানে ল্যাকিয়ে রেখেছিলেন, সেখান থেকে পেগ্রিংম্কি টেনে বার করলেন চিঠিটা।

চিঠি নিয়ে দাদার চিরকুট পড়ে দেখলেন দ্রন্দিক। যা ভেবেছিলেন, তাই-ই। যান নি বলে মা অনুযোগ করেছেন চিঠিতে, দাদার চিরকুটে লেখা আছে কথা কওয়া দরকার। দ্রন্দিক জানতেন সবই ওই ব্যাপারটা নিয়েই। ওঁনের এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কী আছে?' এই ভেবে দ্রন্দিক চিঠিটা দলা-মোচড়া করে গ্র্জলেন ফ্রক-কোটের বোতামের ফাঁকে, পথে যেতে যেতে নন দিয়ে পড়বেন বলে। বেরবার বারান্দায় দেখা হল দ্লেন অফিসারের সঙ্গে, একজন তাঁদের, দ্বিতীয় জন অন্য রেজিমেন্টের লোক।

দ্রন্দিকর বাসা সর্বাদাই সমস্ত অফিসারদের আন্ডান্থল। 'কোথার ?'

'পিটার্স'হফে, কাজ আছে।'

'জারস্কোয়ে থেকে ঘোডা এসেছে?'

'এসেছে. তবে আমি এখনো দেখি নি।'

'শুনছি নাকি মাখোতিনের গ্লাদিয়াতর খোঁড়া হয়েছে।'

'বাচ্চে কথা। কিন্তু এই কাদায় আপনারা দৌড়বেন কেমন করে?' বললে অন্যন্তন।

'এতেই আমার উদ্ধার!' আগতদের দেখে চে'চিয়ে উঠলেন পেরিংচ্কি। সামনে তাঁর ভোদকা আর ট্রে-তে নোনা শসা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল অর্দালি। 'তরতাজা হয়ে ওঠার জন্যে খেতে হতুম করছে ইয়াশ্ভিন।'

'কাল আমাদের বেশ দেখালেন বটে' – বললে নবাগতদের একজন।
'সারা রাত ঘ্রুমতে দেন নি।'

'কিন্তু শেষটা হল কেমন?' পোরংগ্লিক বলতে লাগলেন, 'ভলকোভ ছাদে উঠে বলে ওর নাকি মন খারাপ লাগছে। আমি বললাম, লাগাও গান, অস্ত্যোষ্টি মার্চ! ওই অস্ত্যোষ্টি মার্চ সঙ্গীত শ্বনতে শ্বনতেই সে ঘ্রমিয়ে পড়ল ছাদের ওপর।'

'থেয়ে নে, ভোদকাটা খেয়ে নিতেই হবে, তারপর সেল্ৎসার জল আর প্রচুর লেব্' — পেরিংম্কির ওপর ঝু'কে ইয়াশ্ভিন বলছিলেন মায়েব মতো, যেন জোর করে ওষ্ধ গোলাচ্ছেন। 'তারপর থানিকটা শ্যাম্পেন, এই বোতলখানেক।'

'হাাঁ, এটা ব্ৰিক্ষানের মতো কথা। দাঁড়া ভ্ৰন্দিক, মদ খাওয়া যাক।' 'উ'হ্ন, আসি মশাইরা। আজ আমি মদ খাব না।'

'কী, চবি' জমবে ভাবছিস? তাহলে আমরা নিজেরাই চালাই। দে সেল্ংসার জল আর লেব্।'

ভ্রন্সিক যখন প্রায় বেরিয়ে এসেছেন, কে যেন চে'চিয়ে উঠল, 'ভ্রন্সিক' 'কী হল?'

'তুই চুল ছাটলে পারিস, নইলে বন্ড ভারি হয়ে উঠছে, বিশেষ কবে টাকের জায়গাটায়।'

সত্যিই দ্রন্দিকর চুল পাতলা হয়ে আসছিল অকালে। খ্রাশ হয়ে হে^{সে}

নিজের সমান ছাঁদের দাঁত দেখিয়ে টুপিটা টাকের ওপর টেনে এনে ভ্রন্সিক বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলেন।

'আস্তাবল' — এই বলে পড়বার জন্য চিঠিটা নিতে যাচ্ছিলেন, কিস্তু নিলেন না, যাতে ঘোড়া দেখার আগে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত না হয়। 'পরে!'

กรรถ

অস্থায়ী আস্তাবলটা তক্তা দিয়ে বানানো একটা চালা, ঘোড়দৌড়ের মাঠের কাছেই, গতকালই সেখানে তাঁর ঘোড়ার এসে পড়ার কথা। এখনো তাকে তিনি দেখেন নি। ইদানীং নিজে তিনি তাতে চাপছিলেন না, ভার দিয়েছিলেন ট্রেনারের ওপর, তখন একেবারেই তিনি জানতেন না ঘোড়াটা কা অবস্থায় এসেছে এবং আছে। গাড়ি থেকে নামতে না নামতেই তাঁর সহিস, যাকে খোকা বলে ডাকা হয়, দ্র থেকে গাড়িটা চিনতে পেরে ট্রেনারকে ডেকে আনে। লম্বা হাইব্ট আর খাটো জ্যাকেট পরা শ্কেনোটে চেহারার ইংরেজ, শ্ব্র থ্বতনির কাছে ছেড়ে রাখা হয়েছে কিছ্বটা দাড়ি, জিকদের আনাড়ী চলনে দ্বই কন্ই প্রসারিত করে দ্বলতে দ্বলতে এগিয়ে এল তাঁর দিকে।

'তা কেমন আছে ফ্র-ফ্র?' দ্রন্দিক জিগ্যেস করলেন ইংরেজিতে।

'All right, sir — সব ঠিক আছে মশাই' — গলার কোন ভেতর বাগ থেকে ইংরেজটি বললে। 'তবে কাছে না যাওয়াই ভালো' — টুপি তুলে যোগ করলে সে; 'আমি ওকে মুখসাজ পরিয়েছি, কিছু চকে আছে। না যাওয়াই ভালো, তাতে ঘোড়া খেপে উঠবে।'

'না, আমি যাব। দেখতে চাই।'

'তাহলে চলনুন' — ইংরেজটি বললে দ্রুকুটি করে আর সেই একই ভাবে মৃথ না খুলে, এবং কনুই নাড়াতে নাড়াতে নড়বড়ে চলনে চলল আগে আগে।

ওঁরা ঢুকলেন ব্যারাকের সামনে আছিনাটায়। হাতে ঝাড়া নিয়ে পরিম্কার-পরিচ্ছন কোর্তা পরা বাহারে সাজে যে তুখোড় ছেলেটি ডিউটিতে ছিল, সে এগিয়ে চলল ওঁদের পেছন পেছন। ব্যারাকের স্টলে স্টলে ছিল পাঁচটি ঘোড়া, দ্রন্দিক জানতেন যে আজ নিয়ে আসা হয়েছে এবং এখানেই আছে তাঁর প্রধান প্রতিছম্বী, মাখোতিনের লালচে আভার উম্জ্বল-বাদামী দীর্ঘকায়

শ্লাদিয়াতর। নিজের ঘোড়াটার চেয়েও ত্রন্স্কির বেশি ইচ্ছে হচ্ছিল
মাদিয়াতরকে দেখার, বাকে তিনি দেখেন নি। কিন্তু ত্রন্স্কি জানতেন যে
ঘোড়দোড়ে শোভনতার নিরম অনুসারে তাকে দেখা তো দ্রের কথা, তার
সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করাও অনুচিত। যখন তিনি করিডর দিয়ে
যাচ্ছিলেন, ছেলেটা বা দিকের দ্বিতীয় স্টলের দরজা খুলল, শাদা পায়ে
বড়ো একটা বাদামী ঘোড়া দেখতে পেলেন ত্রন্স্কি। উনি জানতেন যে
এটিই প্লাদিয়াতর, কিন্তু অপরের খোলা একটা চিঠি থেকে চোখ ফিরিয়ে
নেওয়া লোকের মতো তিনি মাথা ঘ্রিয়ের চলে গেলেন ফ্র-ফ্রের স্টলের
দিকে।

'এটি ম্যাক... ম্যাক...' — কাঁধের পেছন দিকে নোংরা নখ-ওয়ালা আঙ্ক্রল দিয়ে প্লাদিয়াতরের স্টলটা দেখিয়ে বললে ইংরেজটি। এ নামটা সে কখনোই উচ্চারণ করতে পারত না।

'মাখোতিনের? হাাঁ, এ আমার এক গ্রেত্র প্রতিদ্বন্ধী' — জন্চিক বললেন।

ইংরেজটি মন্তব্য করলে, 'ওকে যদি আপনি চালাতেন, তাহলে আমি ব্যক্তি ধরতাম আপনার ওপর।'

'ফ্র-ফ্র স্নায়বিক, কিন্তু এটি তাগড়াই' — নিজের অশ্বচালনার তারিফে হেসে বললেন দ্রন্সিক।

'হার্ড'ল ঘোড়দৌড়ে সবটাই হল pluck-এর ব্যাপার' — ইংরেজটি জানাল। নিজের মধ্যে যথেগট pluck, অর্থাৎ উদ্যম ও সাহস প্রন্দিক শ্বধ যে অন্ভব করতেন তাই নয়, তার চেয়েও যেটা অনেক গ্রেছপূর্ণ, তিনি একেবারে স্নিশ্চিত ছিলেন যে এই pluck জিনিসটা তাঁর চেয়ে বেশি দ্বিনায়ায় আর কারো নেই।

'আর বেশি ঘামানোর দরকার নেই বলে আপনি মনে করেন?'

'দরকার নেই' — জবাব দিলে ইংরেজটি; তারপর যে বন্ধ স্টলটার পাশে ওরা দাড়িয়ে ছিলেন, খড়ের ওপর খ্র ফেলার শব্দ আসছিল যেখান থেকে, মাথা হেলিয়ে তার দিকে ইঙ্গিত করে সে যোগ দিলে, 'জোরে কথা বলবেন না দয়া করে। ঘোড়াটা চেগে আছে।'

দরজা খ্লাল সে, ছোটো একটি গবাক্ষের আলোর স্বল্পালোকিত স্টলের ভেতরে চুকলেন দ্রন্স্কি। টাটকা খড়ের ওপর এ-পা ও-পা করে দাঁড়িয়ে ছিল মুখসাজ পরানো গাঢ় পিংলা রঙের ঘোড়া। আধা-অন্ধকারে চোখ মেলে নিজের অজ্ঞাতসারে এক দৃণ্টিতেই দ্রন্স্কি ফের তাঁর পেয়ারের ঘোড়াটার সমন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখে নিলেন। ফ্র-ফ্র ছিল মাঝারি আকারের ঘোড়া, সর্বাঙ্গে নিখ্রতও নয়। হাড়ের দিক থেকে সে সরু গোছের। বুক সামনের দিকে প্রচণ্ড এগিয়ে থাকলেও সে বৃক প্রশস্ত নয়। পাছা সামানা ঝুলে-পড়া, সামনের, বিশেষ করে পেছনের পা তেরছা। সামনের পেছনের কোনো পায়ের পেশীই তেমন জাঁকালো নয়; কিন্তু কাঁধ অসাধারণ চওড়া যা তার ঠাট আর রোগা পেটের দর্ন বিশেষ চমংকৃত করে। সামনে থেকে দেখলে হাঁটুর নিচে তার পায়ের হাড় আঙ্বলের চেয়ে বেশি মোটা বলে মনে হবে না, কিন্তু পাশ থেকে দেখলে তা অসাধারণ চওড়া। বুকের পাঁজর ছাড়া তার গোটা শরীর যেন পাশ থেকে চাপা আর দৈর্ঘ্যে প্রলম্বিত। কিন্তু উচ্চমাত্রার এমন একটা গুণ তার ছিল যাতে এই সব ত্রটি ভূলে যেতে হয়: এই গুণটা হল উচ্চ জাত, এমন জাত, যা ইংরেজরা বলে, জানানি দেয়। সাটিনের মতো মসূণ, মিহি, চণ্ডল চামডার তলে বিছানো শিরার জালি থেকে প্রকট হয়ে ওঠা পেশী মনে হয় হাড়ের মতো শক্ত। শকুনোটে মুখে ফুলো-कृत्ना, जन्नजन्त, शांत्रभूमि हाथ, हम मूथ रथावनाय এटम विखु हस्य গেছে প্রকান্ড নাসারদ্ধের যার ভেতর চোখে পড়ে রক্তোচ্ছর্নসত কোমলাস্থি। তার সমস্ত অবয়বে, বিশেষ করে মাথায় ছিল স্ক্রিনিদিছি, তেজস্বী, সেইসঙ্গে কমনীয় একটা ভাব। এটি তেমনি একটি পশ্য যা কথা কইছে না মনে হবে শুধু এই জন্য যে তার মুখের গঠন তার অনুকূল নয়।

অস্তত ভ্রন্স্কির মনে হত তার দিকে তাকিয়ে কী তিনি ভাবছেন তা সব ব্রুবতে পারছে ঘোড়াটা।

দ্রন্দিক তার কাছে যেতেই সে গভীর শ্বাস নিলে, এমনভাবে ফুলো-ফুলো চোথ ঘোরাল যে তার শাদা অংশটায় দেখা দিল রক্তের স্ফীতি, মূথসাজ ঝাঁকিয়ে, স্থিতিস্থাপকতায় এ-পায়ে ও-পায়ে ভর দিয়ে বিপরীত দিক থেকে সে তাকাল আগন্তুকদের দিকে।

'দেখছেন তো কেমন চেগে আছে' — ইংরেজটি বললে।

'ও, ও, সোনা আমার, লক্ষ্মী আমার' — ঘোড়ার কাছে যেতে যেতে তাকে ব্যুমানাতে লাগলেন জন্মিক।

কিন্তু যতই তিনি এগনতে লাগলেন, ততই উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল ঘোড়া। শন্ধন যথন তিনি ওর মাথার কাছে পে'ছিলেন, হঠাৎ শাস্ত হয়ে গেল সে, মিহি নরম লোমের তলে তিরতির করতে লাগল পেশী। তার শস্ত প্রীবায় হাত ব্লালেন দ্রন্দিক, তীক্ষা ঘাড় থেকে অন্যদিকে ছিটকে পড়া একগোছা কেশর ঠিক করে দিলেন, মূখ বাড়ালেন তার প্রসারিত, বাদ্বড়ের মুখের মতো চিকন নাসারক্ষের দিকে। উত্তেজিত নাসারক্ষা দিয়ে ঘোড়াটা সশব্দে নিশ্বাস নিচ্ছিল আর ছাড়ছিল, খোঁচা খোঁচা কান চেপে কে'পে উঠল সে, শস্ত কালো ঠোঁট সে বাড়িয়ে দিল দ্রন্দিকর দিকে, যেন ভার আছিন ধরতে চায়। কিন্তু মুখসাজের কথা মনে পড়ায় ফের শ্রুর্ করল ভার সর্বু সর্ব এ-পায়ে ও-পায়ে ভর দিতে।

'শান্ত হ' লক্ষ্মীটি, শান্ত হ'' — আরেক বার ওর পাছা চাপড়ে দ্রন্দিক বললেন এবং ঘোড়ার হাল যে চমংকার সেটা জেনে সানন্দে বেরিয়ে গেলেন পটল থেকে।

ঘোড়ার উত্তেজনা সঞ্চারিত হয়েছিল দ্রন্দিকর মধ্যেও; তিনি টের পাচ্ছিলেন যে ২ংপিন্ডে রক্ত উঠে আসছে, ঘোড়াটার মতোই তিনি চাইছেন ৬,টতে, কামড়াতে: যেমন ভয় হচ্ছিল তাঁর, তেমনি আনন্দ।

ইংরেজটিকে তিনি বললেন, 'তাহলে আপনার ওপর ভরসা করে থাকছি। থথাস্থানে সাড়ে ছ'টায়।'

'সব ঠিক আছে' — বললে ইংরেজ, তারপর প্রায় কখনো সে যা বলে না সেই My Lord কথাটা ব্যবহার করে সে শ্রধাল, 'কিন্তু কোথায় যাচ্ছেন হ্রের্র?'

থবাক হয়ে দ্রন্দিক মাথা তুললেন এবং প্রশ্নের এই দ্পর্যায় বিচ্ছিত হয়ে তিনি চাইলেন ইংরেজটির চোখে নয়, কপালের দিকে, যা কেবল তিনিই পারেন। কিন্তু প্রশ্নটা যে করা হয়েছে মনিবকে নয়, যে হতে চলেছে জকি ভাকে, এটা ব্বে তিনি জবাব দিলেন:

'রিয়ান্ স্কির কাছে যেতে হবে আমাকে, এক ঘণ্টার মধ্যেই বাড়ি ফিরব।'
'কওবার আজ আমায় এই প্রশ্নটা শ্নতে হচ্ছে' — মনে মনে ভাবলেন
তিনি এবং লাল হযে উঠলেন, যা তিনি হন কদাচিং। ইংরেজটি মন দিয়ে
তাঁকে দেখল। এবং দ্রন্স্কি কোথায় যাচ্ছেন, তা যেন সে জানে এমন
ভঙ্গিতে যোগ করলে:

'দৌড়ের আগে স্বিত্তর থাকাটাই প্রথম কথা' — এবং বললে, 'মেজাজ ভালো রাখবেন, কিছুতেই মনমরা হবেন না ষেন।'

'অল রাইট' - তহসে জবাব দিলেন দ্রন্দিক এবং গাড়িতে উঠে হ্রুকুম করলেন পিটার্সহিফে যেতে। কিছন দরে যেতে না যেতেই যে কালো মেঘ সকাল থেকেই বৃষ্টির ভর দেখাচ্ছিল তা এগিয়ে এসে অঝোরে ঝরে পড়ল বৃষ্টিধারায়।

'গতিক খারাপ' — হ্রড তুলে দিয়ে মনে মনে ভাবলেন দ্রন্সিক।
'এমনিতেই ছিল কাদা, এখন হয়ে দাঁড়াবে একেবারে জলা।' ঢাকা গাড়িতে
একলা বসে উনি মায়ের চিঠি আর দাদার চিরকুট বার করে পড়তে লাগলেন।

হাাঁ, সেই একই ব্যাপার। স্বাই, তাঁর মা, দাদা, স্বাই তাঁর হাদরঘটিত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন জ্ঞান করেছে। এই হস্তক্ষেপ তাঁর মধ্যে জাগিয়ে তুলল বিদ্বেষ — যে অন্ভূতিটা তিনি বােধ করতেন কদাচিং। 'ওঁদের কী মাথাবাথা? কেন স্বাই মনে করে যে আমার তদারিক করা তাদের কর্তব্য? কিন্তু কী জন্যে ওরা পেছ্র লেগেছে আমার? কারণ ওরা দেখতে পাচ্ছে যে এটা এমন জিনিস যা তাদের বােধের বাইরে। এটা যদি হত একটা মাম্বলি ইতর সামাজিক কেছা, তাহলে ওরা আমার শান্তিতে থাকতে দিত। ওরা টের পাছে এটা অন্য কিছ্র, এটা খেলা নয়, এ নারী আমার কাছে আমার জীবনাধিক প্রিয়। আর ঠিক এইটাই ওদের কাছে দ্বর্বাধ্য, সেইহেতু বিরক্তিকর। আমাদের ভাগ্যে যা ঘটেছে বা ঘটবে, সেটা আমরাই ঘটিয়েছি, তার জন্যে কোনো আফশোস নেই আমাদের' — বললেন তিনি, আর 'আমরা' কথাটায় নিজেকে যুক্ত করলেন আম্বার সঙ্গে। 'না, কী করে জীবন কাটাতে হবে, সেটা ওদের শেখানোই চাই আমাদের। স্ব্রুখ কী জিনিস তার ধারণাই নেই ওদের, ওরা জানে না যে এই ভালোবাসা ছাড়া আমাদের কাছে স্ব্রুও নেই, অস্বুও নেই, — জীবনই নেই' — ভাবলেন প্রন্দিক।

এই হস্তক্ষেপের জন্য সবার ওপরে তিনি রেগে উঠলেন ঠিক এই কারণে যে মনে মনে টের পাচ্ছিলেন, ওরা, এই সবাইরাই সঠিক। তিনি অনুভব করছিলেন যে আল্লার সঙ্গে তিনি যে প্রেমে বাঁধা পড়েছেন সেটা ক্ষণিকের মাতন নয় যা কেটে যাবে, প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর কিছু স্মাজের প্রণয়ঘটিত ব্যাপার। তিনি ব্রুতে পারছিলেন তাঁর ও আল্লার অবস্থার সমস্ত যন্তাণা, সমাজের দ্ভিপথে থাকায় নিজেদের প্রেম লা, প্রতারণা করার দ্রহ্তা; এবং মিথ্যা বলা, প্রতারণা করা, চালাকি খাটানো আর অনবরত অন্যদের কথা ভাবা কিনা তথন, যথন যে আবেগ তাঁদের বে'ধেছে তা এতই প্রবল যে নিজেদের ভালোবাসা ছাড়া আর সবকিছুই ভূলে গৈছেন তাঁরা দ্ব'জনেই।

ধা তাঁর সাতিশর প্রকৃতিবির্দ্ধ সেই মিখ্যা ও প্রতারণার ঘন ঘন প্রয়োজনীয়তার ঘটনাগর্নল স্পন্ট হয়ে ভেসে উঠল তাঁর মনে; অতি স্পন্ট করে তাঁর মনে পড়ল মিখ্যা ও প্রতারণার এই প্রয়োজনীয়তার জন্য আহ্রার মধ্যে একাধিকবার যে লম্জাবোধ তিনি লক্ষ্য করেছেন তার কথা। আহ্রার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সময় থেকে যে বিচিত্র একটা অনুভূতি তাঁকে মাঝে মাঝে পেরে বসত, সেটা বোধ করলেন তিনি। এটা হল কিসের প্রতি যেন বিত্কার একটা অনুভূতি: আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের প্রতি, নিজের প্রতি, নাকি গোটা সমাজের প্রতি — সেটা ঠিক ভালো করে তিনি জানতেন না। কিন্তু সর্বদাই এই বিচিত্র অনুভূতিটা তিনি দ্বের করে দিতেন। এবারেও তা ঝেড়ে ফেলে চালিয়ে গেলেন তাঁর চিন্তাধারা।

'হাাঁ, আরা আগে ছিল অস্থী, কিন্তু গবিতি আর স্কির; কিন্তু এখন সে আর শান্তি ও মর্যাদা নিয়ে থাকতে পারছে না, যদিও দেখায় না সেটা। না, এটার অবসান ঘটাতে হবে' — মনে মনে ঠিক করলেন তিনি।

এবং এই মিথ্যা যে বন্ধ করা প্রয়োজন আর যত তাড়াতাড়ি তা হয় ততই ভালো, এই পরিষ্কার চিন্তাটা তাঁর মাথায় এল এই প্রথম। 'এ সব ছেড়ে ছ্বড়ে শ্ব্ব নিজেদের ভালোবাসা নিয়ে ওকে আমাকে ল্বকিয়ে থাকতে হবে কোথাও গিয়ে' — নিজেকে বললেন তিনি।

11 2 2 11

ব্দিটটা বেশিক্ষণ চলল না। ঢিলা লাগামে কদমে ছোটা দ্ব্পাশের ঘোড়া-দ্বিকে কাদার মধ্যে দিয়ে টেনে মূল ঘোড়াটা যথন প্রত্তগতিতে এন্ দিকর গাড়িটাকে গন্তব্যের কাছে নিয়ে এল, তথন ফের স্থে দেখা দিল. প্রধান রাস্তার দ্ব্পাশে পল্লীভবনগর্বালর চালা আর বাগানের ব্ডোলাইম গাছ সিক্ত ছটায় ঝকঝক করছে, ডাল থেকে সহর্ষে ঝরছে ফোটা ফোটা জল, চালে প্রোত। ব্লিটটায় ঘোড়দৌড়ের মাঠ কতটা নন্ট হবে, সে কথা আর ভাবছিলেন না দ্রন্দিক। এখন তাঁর এই জন্য আনন্দ হল যে ব্লিটর দৌলতে আল্লাকে তিনি বাড়িতে পাবেন একা, কেননা তিনি জ্বানতেন যে সম্প্রতি হাওয়া বদল করে ফেরার পর আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ গিটার্সব্র্গ থেকে পল্লীতে আসেন নি এখনো।

আল্লাকে একা পাবার আশায় ছোটো সাঁকোটা না পেরিয়েই দ্রন্দিক গাড়ি থেকে নামলেন, লোকের দ্ছিট যথাসম্ভব কম আকর্ষণের জন্য যা তিনি করে থাকেন সর্বদাই, এবং চললেন পায়ে হেটে। রাস্তা থেকে তিনি অলিন্দে উঠলেন না; গেলেন আঙিনায়।

মালীকে জিগোস করলেন, 'কর্তা এসেছেন?'

'আন্তে না। তবে গিল্লিমা আছেন। আপনি অলিন্দে যান-না, লোক আছে সেথানে, দরজা খুলে দেবে' — মালী বললে।

'না. আমি বাগান দিয়ে যাব।'

আয়া যে একা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে, এবং যেহেতু আজ তিনি আসবেন বলে কথা দেন নি আর আয়াও নিশ্চর ভাবেন নি যে ঘোড়দৌড়ের আগে তিনি আসতে পারেন, তাই তাঁকে চমকে দেওয়া যাবে ভেবে, তরোয়াল ঠিক করে নিয়ে ফুলগাছে ঘেরা হাঁটা পথটার বালির ওপর দিয়ে সন্তর্পণে এগ্লেন বারান্দা লক্ষ করে, যা বাগানের দিকে মুখ করে আছে। গাড়িতে আসতে আসতে নিজের অবস্থার দ্বঃসহতা ও কাঠিনাের যে কথা দ্রন্ফিক ভাবছিলেন, তা এখন ভুলে গেলেন তিনি। শুধু এইটাই তিনি ভাবছিলেন যে এবার ওঁকে দেখতে পাবেন শুধু মানসনেরে নয়, জীবস্ত, বাস্তবে আয়া যা তার সবটাই। শব্দ না করার জন্য বারান্দার নিচু সিণ্ডিতে পা চেপে চেপে তিনি উঠছিলেন। হঠাং মনে পড়ে গেল যা তিনি সর্বদাই ভুলে যান এবং আয়ার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের যেটা সবচেয়ে কটকর দিক — আয়ার ছেলে আর তার সপ্রশন এবং তাঁর যা মনে হত, বিরুপ দ্টিটর কথাটা।

তাঁদের সম্পর্কের পথে এই ছেলেটিই ছিল সবার চেয়ে বড়ো বাধা। সে উপস্থিত থাকলে শুন্ শ্বিক বা আন্না কেউই এমনকিছ্ব বলতেন না যা অপরের সমক্ষে বলা যায় না তাই নয়, এমনকি আভাসে ইঙ্গিতেও এমনকিছ্ব বলতেন না যা ছেলেটি ব্ঝবে না। এ নিয়ে তাঁরা কোনো বোঝাপড়া করেন নি। এটা স্থির হয়ে গিয়েছিল আপনা থেকেই। ছেলেটিকে প্রতারণা করা ছিল তাঁদের নিজেদের কাছেই অবমাননাকর। তার সামনে ওঁরা আলাপ করতেন নেহাং পরিচিতের মতো। কিস্তু এই সাবধানতা সত্ত্বেও শ্রন্ শ্বিক প্রায়ই দেখেছেন ছেলেটির মনোযোগী বিম্টে দ্ভিট তাঁর প্রতি নিবদ্ধ, তাঁর প্রতি মনোভাবে ছেলেটির অন্ত্বত একটা সংকোচ, অস্থিরতা. কখনো প্রীতি. কখনো শীতলতা আর লক্ষা। ছেলেটি যেন অন্তব্ব করত যে এই লোকটা

আর তার মারের মধ্যে কিছ্ন একটা গ্রের্তর সম্পর্ক আছে যার অর্থ সে বোঝে না।

সত্যিই ছেলেটি অনুভব করত বে এই সম্পর্কটা সে ব্রুবতে পারছে না, এই লোকটার প্রতি তার কী মনোভাব হওয়া উচিত, শত চেন্টা করেও সেটা পরিষ্কার হত না তার কাছে। মনোভাব সম্পর্কে শিশ্র সংবেদনশীলতায় সে পরিষ্কার ব্রুবতে পারত যে বাবা, গৃহিশিক্ষিকা, ধাইমা সবাই শ্ধ্র যে জন্ম্কিকে পছন্দ করত না তাই নয়, তাঁর সম্পর্কে একটা বিতৃষ্ণা আর ভয়ই বোধ করত, যদিও কিছুই বলত না সে সম্পর্কে, এথচ মা তাঁকে দেখত সেরা বন্ধরে মতো।

'কী এর মানে? কেমন লোক সে? কিভাবে ভালোবাসা যায় ওকে? যদি তা না বৃঝি তাহলে দোষ আমার, অথবা আমি বোকা, কিংবা পাজি' -- ভাবত ছেলেটা; এই থেকেই আসত তার পরীক্ষকস্লভ, জিজ্ঞাস্ব, অংশত বিরুপ মুখভাব, আবার সংকোচ আর অস্থিরতাও যা অমন বিড়ম্বিত করত স্থাম্কিকে। এই ছেলেটি থাকলে দ্রন্স্কির মধ্যে সর্বদাই সেই অন্তুত অকারণ বিদ্বেষ জেগে উঠত যা ইদানীং তিনি বোধ করছেন। ছেলেটির উপস্থিতিতে দ্রন্স্কি এবং আল্লা উভয়েরই যে অনুভৃতি হত, সেটা সেই ক্যাপ্টেনের মতো যে কম্পাসে দেখতে পাছে যে, তার জাহাজ যেদিকে দ্রুত ভেসে চলেছে সেটা মোটেই নির্ধারিত দিক নয়, অথচ এ গতি থামাতে সে অক্ষম, প্রতি মিনিটেই সে কেবলি দ্বে সরে যাছে নির্দিষ্ট পথ থেকে আর নিজের কাছে এ বিচুটিত স্বীকার করার অর্থ ধ্বংস মেনে নেওয়া।

যা তাঁরা জানেন অথচ জানতে চাইছেন না তা থেকে কতটা বিচুতি ঘটল তা জানাবার কম্পাস হল জীবন সম্পর্কে সরল দৃষ্টির এই ছেলেটি। এবার সেরিওজা বাড়িতে ছিল না। বেড়াতে গিয়ে বৃষ্টিতে আটকা-পড়াছেলের আগমন প্রতীক্ষার আল্লা বারান্দার বসে ছিলেন একেবারে একা।ছেলেকে খোঁজার ক্ষন্য একটা চাকর আর চাকরানি পাঠিয়ে তার অপেক্ষাকরছিলেন। চওড়া এন্দ্রয়ডারির শাদা গাউন পরে তিনি বারান্দার এক কোণে বসে ছিলেন ফুলগাছগ্রলোর পেছনে, দ্রন্দিকর আসা শ্রনতে পান নি।কোঁকড়া কালো চুলে ভরা মাথা ন্ইয়ে, রেলিঙে বসানো ঠান্ডা ঝারিতে কপাল চেপে ঝারি ধরে ছিলেন তাঁর স্কুলর দৃটি হাতে, যাতে পরা ছিল দ্রন্দিকর অতি পরিচিত আংটিগ্রলি। তাঁর দেহের গোটা গড়ন, মাথা, গ্রীবা, হাতের সোন্দর্ব প্রতিবারই দ্রন্দিককে অভিভূত করত তার অভাবনীয়তায়।

থেমে গিরে দ্রন্দিক মৃদ্ধ হরে দেখলেন তাঁকে। কিন্তু যেই তাঁর কাছে যাবার জন্য পা বাড়াতে গেলেন, অর্মান আল্লা যেন তাঁর উপস্থিতি টের পেরে ঝারিটা ঠেলে দিয়ে নিজের আতপ্ত মৃথ ফেরালেন তাঁর দিকে।

'কী হয়েছে আপনার? শরীর ভালো নেই?' তাঁর দিকে এগাতে এগাতে তিনি বললেন ফরাসিতে। ইচ্ছে হচ্ছিল ছাটে যাবেন: কিন্তু বাইরের লোক থাকতে পারে ভেবে বারান্দার দরজার দিকে চকিতে তাকিয়ে লাল হয়ে উঠলেন, তাঁকে ভর পেয়ে চলতে হবে। চারিদিকে চেয়ে দেখতে হবে ভেবে যেমন তিনি লাল হয়ে উঠতেন প্রতিবারই।

উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রসারিত হাতে সজোর চাপ দিয়ে আমা বললেন, 'না. শরীর ভালোই আছে। তবে... তোমায় আশা করি নি।'

দ্রন্দিক বললেন, 'ইস্, কী ঠান্ডা হাত!'

আন্না বললেন, 'তুমি যে আমায় ভয় পাইয়ে দিয়েছ। আমি একলা, সেরিওজার পথ চেয়ে আছি, গেছে বেড়াতে। ফিরবে এখান দিয়েই।'

কিন্তু শান্ত থাকাব চেষ্টা সত্ত্বেও আন্নার ঠোঁট কাঁপছিল।

'মাপ করবেন যে এলাম, কিন্তু আপনাকে না দেখে দিনটা কাটানো আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না' — তিনি পলে গেলেন ফরাসি ভাষাতেই, তাঁদের মধ্যে অসম্ভব প্রাণহীন 'আপনি' আর রুশ ভাষায় বিপক্ষনক 'তুমি' এড়িয়ে যা তিনি সর্বদাই বলতেন।

'রাগ করার কী আছে? আমার তো ভারি আনন্দই হচ্ছে।'

'কিন্তু দেখছি আপনার শরীর কিংবা মন ভালো নেই।' আমার হাত না ছেড়ে তাঁর দিকে ঝু'কে স্রন্সিক বললেন, 'কী নিয়ে ভাবছিলেন?'

হেসে আয়া বললেন, 'সেই একই জিনিস।'

সত্যি কথাই তিনি বললেন। যথনই, যেকোনো মৃহ্তেই তাঁকে জিগ্যেস করা হোক না কী তিনি ভাবছেন, নির্ভুল জবাব তাঁর হতে পারত: সেই একই, নিজের সূখ আর দৃ্রভাগ্যের কথা। দ্রন্দিকর আসার সময় তিনি ভাবছিলেন এই: 'আচ্ছা, অন্যদের কাছে, যেমন নেট্সির কাছে' (তুশকেভিচের সঙ্গে তাঁর গোপন প্রণয়সম্পর্ক আরার জানা ছিল) 'এ সবই খুব সোজা, আর আমার কাছে কেন এত যন্ত্রণাদায়ক?' কতকগৃলি দিক থেকে এ চিস্তাটা এখন যন্ত্রণাকর হয়ে উঠেছে আরো বেশি। ঘোড়দৌড়ের কথা উনি জিজ্ঞাসা করলেন দ্রন্দিককে। দ্রন্দিকও জবাব দিলেন এবং উকে বিচলিত দেখে চেন্টা করলেন অতি মাম্বলি চঙে দৌড়ের উদ্যোগপর্বের খ্রিনাটি জানিরে ওঁর মন ফেরাতে।

শ্রন্দিকর সোম্য সপ্রেম চোখের দিকে তাকিরে আল্লা ভাবলেন, 'বলব, নাকি বলব না? ও যে এত সুখী, নিজের দৌড় নিয়ে এত বাস্ত যে উচিত-মতো ব্যাপারটা ব্রুথবে না, ব্রুথতে পারবে না আমাদের কাছে ঘটনাটার সমস্ত গ্রুথ।'

'আমি যথন এলাম, তথন কী আপনি ভাবছিলেন তা কিন্তু বললেন না' নিজের বিবরণ থামিয়ে স্রন্মিক জিগ্যেস করলেন, 'বল্ন-না দয়। করে।'

কোনো এবাব দিলেন না আল্লা, মাথা থানিকটা নুইয়ে তাঁর দীর্ঘ আঁথিপপ্লবের তল থেকে জনলজনলে সপ্রশন দ্বিটতে চুপিসাড়ে চাইছিলেন তাঁর দিকে। ছে'ড়া একটা পাতা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হাত তাঁর কাঁপছিল। এটা জন্ফির চোথে পড়ল, মুখে তাঁর ফুটে উঠল বশ্যতা আর দাসোচিত আনুগতোর সেই ভাব বা আল্লাকে জয় করেছিল।

'ব্রুবতে পারছি কিছ্ব একটা ঘটেছে। আপনার এমন কিছ্ব একটা দ্বঃখ আছে খাতে আমিও ভাগ নিতে পারি, এমন এক ম্বৃহতেরি স্বস্থি কি আমি পেতে পারি না? দোহাই আপনার, দয়া করে বলনে!' ফের মিনতি করে বললেন দ্রন্স্কি।

না, ব্যাপারটার সমস্ত গ্রেড্র যদি সে না বোঝে তাহলে ক্ষমা করব না। না বলাই ভালো। কী হবে যাচাই করে?' একইভাবে তাঁর দিকে চেয়ে, পাতা-ধরা হাওটা ক্রমেই বেশি করে কাঁপছে টের পেয়ে ভাবলেন আলা।

'দোহাই ভগবান!' আমার হাত ধরে পন্নর্ক্তি করলেন দ্রন্স্কি। 'বলব?'

'शौ. निक्षा, निक्षा...'

ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে আলা বললেন, 'আমি অন্তঃসভা।'

আরো জোরে কাঁপতে থাকল তাঁর হাতের পাতাটা কিন্তু কিভাবে দ্রন্দিক জিনিসটা নিচ্ছেন তা দেখবার জন্য ওঁর ওপর থেকে চোখ নামালেন না তিনি। ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন দ্রন্দিক, কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু থেমে গেলেন, হাত ছেড়ে দিয়ে মাথা নিচু করলেন। হাাঁ, ঘটনাটার সমস্ত তাংপর্য ও ব্বেছে' — আমা ভাবলেন, কৃতার্থের মতো হাতে চাপ দিলেন ওঁর।

কিন্তু তিনি, নারী, ষেভাবে এর তাংপর্ষ ব্রুছেন, দ্রন্দিকও সেভাবে এটা নিচ্ছেন ভেবে ভূল করলেন আলা। কার প্রতি যেন বিচিত্র যে বিতৃষ্ণাটা তাঁকে পেয়ে বসত, খবরটা শ্বনে তার দশগাণ প্রবল প্রকোপ অন্ভব করলেন দ্রন্দিক; কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি ব্রুলেন, যে-সংকটটা তিনি চাইছিলেন সেটা এসে গেছে, স্বামীর কাছ থেকে আর ল্কিয়ে রাখা চলবে না, যে-করেই হোক এই অস্বাভাবিক অবস্থাটার অবসান ঘটাতে হবে। তা ছাড়া আলার বিচলন দৈহিকভাবে সন্ধারিত হল তাঁর মধ্যে। আলার দিকে মর্মান্সন্ট অন্গত দ্ভিপাত করলেন তিনি, উঠে দাঁড়িয়ে নীরবে পারচারি করতে লাগলেন বারান্দায়।

দ, ঢ়চিত্তে আন্নার কাছে গিয়ে তিনি বললেন, 'হাাঁ, আপনি, আমি, কেউই আমরা আমাদের সম্পর্কটাকে খেলা বলে নিই নি, আর এখন স্থির হয়ে গেল আমাদের ভাগা। যে মিধ্যার মধ্যে আমরা আছি' — আশেপাশে চেয়ে দেখে তিনি বললেন, 'তার ইতি হয়ে যাক।'

'ইতি? কী করে ইতি হবে আলেক্সেই?' আয়া বললেন মৃদ্ফবরে। এখন শাস্ত হয়ে এসেছেন তিনি, মৃখ তাঁর উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কোমল হাসিতে।

'প্রামীকে ছেড়ে দিয়ে আমাদের জীবন মেলাতে হবে।' 'সে তো এমনিতেই মিলে আছে' - অপ্ফুট প্ররে আন্না বললেন। 'কিন্তু পুরোপারি, পারোপারি।'

'কিন্তু কিভাবে আলেক্সেই, শিথিয়ে দাও আমায়, কিভাবে?' আয়া বললেন তাঁর অবস্থার নির্পায়তায় বিষন্ন উপহাস নিয়ে, 'এই অবস্থা থেকে বের্বার উপায় আছে কি? আমি কি আমার স্বামীর স্থা নই?'

'বের বার উপায় থাকে সব অবস্থাতেই। দরকার মন স্থির করে নেওয়া' ত্রন্দিক বললেন, 'তুমি যে অবস্থায় আছ তার চেয়ে যে-কোনো অবস্থাই ভালো। আমি তো দেখতে পাচ্ছি কিভাবে তুমি কন্ট পাচ্ছ সমাজ, ছেলে, দ্বামী — স্বকিছ থেকে।'

'আহা, শাধা দ্বামী নয়' — স্লেফ বাঙ্গভারেই বললেন আন্না, 'আমি ওকে চিনি না, ভাবি না ওর কথা। ও নেই।'

় 'সত্যি বলছ না তুমি। তোমায় আমি চিনি। ওর জন্যেও তুমি কণ্ট পাচ্ছ।' 'ও তো জানেই না' — আলা বললেন, এবং হঠাং তাঁর মুখে ফুটে উঠল জনুলজনলে রঙ; কপোল ললাট গ্রীবা রাঙা হয়ে উঠল, চোখে দেখা দিল গ্লানিবোধের অগ্রঃ। 'বাক-গে, ওর কথা থাক।'

n es n

এর আগেও দ্রন্দিক আয়াকে তাঁর অবস্থার আলোচনার টেনে আনার চেন্টা করেছেন কয়েকবার যদিও এবারের মতো এত দ্রুচিন্তে নয়, আর আজ যেভাবে তাঁর চালেঞ্জের জবাব দিলেন আয়া প্রতিবারই তিনি যুক্তির সেই অগভীরতা ও লঘুতার সম্মুখীন হয়েছেন। যেন এর মধ্যে এমন একটা-কিছ্ আছে যা আয়া নিজের কাছে পরিষ্কার করে তুলতে পারছেন না বা চাইছেন না, যেন এ বিষয়ে কথা কইতে শ্রু করলেই তিনি, আসল আয়া নিজের মধ্যে কোথায় যেন ডুবে যান আর দেখা দেয় অস্কুত, দ্রন্দিকর কাছে আনাখীয় এক নারী, যাকে তিনি ভালোবাসেন না, ভয় করেন, যে প্রতিহত করছে তাঁকে। কিস্কু আজ তিনি সবকিছ্ব বলবেন বলে স্থির করলেন।

ভীন জানেন কি জানেন না, আমাদের কিছু এসে যায় না'— প্রন্ স্কি বললেন ভার অভান্তদ্য ও প্রশান্ত কপ্তে, 'এভাবে থাকতে আমরা পারি না .. আপনি পারেন না, বিশেষ করে এখন।'

'আপনার মতে তাহলে কী করা উচিত?' সেই একই লঘ্ বিদ্রপে আল্লা জিগ্যেস করলেন। তাঁর গর্ভধারণকে ভ্রন্সিক পাছে হালকাভাবে নেন বলে যাঁর ভয় হয়েছিল, তাঁর এখন বিরক্ত লাগল যে ভ্রন্সিক এ থেকে কী একটা ব্যবস্থা নেবার প্রয়োজনীয়তা দেখাচ্ছেন।

'সবকিছা বলে দিয়ে ওঁকে ত্যাগ কর্ন।'

'বেশ, ধরা যাক আমি তাই করলাম' — আল্লা বললেন। 'এ থেকে কী দাঁড়াবে জানেন? আমি আগেই বলে দিচ্ছি' — তাঁর মৃহ্তুপ্রের কোমল চোখে ঝিকিয়ে উঠল হিংস্র ছটা, 'বটে, আপনি অনাকে ভালোবাসেন আর তার সঙ্গে একটা পাতকী সম্পর্ক পাতিয়েছেন?' (স্বামীকে নকল করে আল্লা ঠিক একইভাবে পাতকী কথাটার ওপর জাের দিলেন, যেমন দিয়েছিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।) 'ধমীয়, নাগরিক, পারিবারিক দিক থেকে এর পরিণাম সম্পর্কে আপনাকে আমি সাবধান করে

দিয়েছিলাম। আপনি আমার কথা শোনেন নি। এখন আমি নিজের নাম কলংকিত হতে দিতে পারি না...' — এবং ছেলের নাম, বলতে চেয়েছিলেন আয়া, কিন্তু ছেলেকে নিয়ে ঠাটা করতে তিনি পারেন না — 'নিজের নামের কলংক' এবং এই গোছের আরো কিছ্ন' — যোগ দিলেন আয়া. 'মোটের ওপর তার সরকারী কেতায়, স্পষ্টতায়, যথাযথতায় ও বলবে যে আমাকে ছাড়তে সে পারে না, কেলেন্ফারি ঠেকাবার জন্য যথাসাধ্য বাবস্থা সে নেবে। আর যা বলবে সেটা সে করবে স্থির মাথায়, পরিপাটী করে। এই হবে ব্যাপার। এ যে মান্য নয়, যক্র, হিংস্ত যক্র যথন চটে ওঠে' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের চেহারার সমস্ত খন্টিনাটি, তাঁর কথা বলার ধরন, তাঁর স্বভাব স্মরণ করে আয়া যোগ দিলেন এবং তাঁর ভেতরে খারাপ যত কিছ্ন খন্তুজ পেয়েছেন তার জন্য অপরাধী সাবাস্ত করলেন তাঁকে. আর যে মহা অপরাধে তিনি নিজে তাঁর কাছে অপরাধী, তার জন্য ক্ষমা করতে পারলেন না তাঁকে।

'কিস্তু আল্লা' — বোঝাবার মতো করে নরম গলায় বললেন দ্রন্সিক, চেষ্টা করলেন তাঁকে শাস্ত করতে, 'তাহলেও ওঁকে বলা প্রয়োজন, তারপর কী বাবস্থা উনি নেন তাই দেখে চলা যাবে।'

'তার মানে পালাব?'

'কেনই বা নয়? এইভাবে চালিয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আমি দেখছি না। সেটা নিজের জন্যে নয়। আমি দেখতে পাচ্ছি যে আপনি কণ্ট পাচ্ছেন।'

'হাাঁ, পালিয়ে গিয়ে হব আপনার রক্ষিতা?' ক্ষেপে বললেন আহা।
'আহা!' দ্রন্দিক বললেন কোমল ভং সনায়।

আন্না ফের বললেন, 'হাাঁ, পালিয়ে গিয়ে আপনার রক্ষিতা হব আর ডোবাব স্বাইকে...'

এবারও বলতে চেয়েছিলেন: ছেলেকে. কিন্তু কথাটা মুখে এল না।

দ্রন্থিত পারছিলেন না নিজের স্দৃদ্, সং প্রকৃতি সত্ত্বেও কী করে আমা প্রবঞ্চনার এই অবস্থাটা সয়ে যেতে পারেন, তা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছেন না কেন; তিনি ব্ঝতে পারেন নি যে এর প্রধান কারণ হল 'ছেলে' নামক শব্দটা, যা আমা উচ্চারণ করতে পারছিলেন না। যথন তিনি ছেলে আর বাপকে ছেড়ে যাওয়া মায়ের সঙ্গে তার ভবিষ্যং সম্পর্কের কথা ভাবতেন, তখন কৃতকর্মের জন্য তাঁর এমন ভয় হত যে বিচার করে দেখতে পারতেন না, নারী হিশেবে মিথা। যুক্তি ও কথার নিজেকে প্রবাধ দিতেন বাতে স্বকিছ্ম আগের মতোই থাকে, ছেলের কী হবে এই ভয়াবহ প্রশ্নটা যাতে ভূলে যাওয়া যায়।

'আমি তোমায় অনুরোধ করছি, মিনতি করছি' — হঠাৎ প্রন্দিকর হাত টেনে নিয়ে এন্য স্বে, অকপট নরম গলায় আলা বললেন, 'এ নিয়ে আর কখনো কিছ' আমায় ব'লো না!'

'কিন্তু আল্লা...'

'কখনো না। সর্বাকছ ছেড়ে দাও আমার ওপর। নিজের অবস্থার সমস্ত হীনতা, সমস্ত ভয়াবহতা আমি জানি; কিন্তু তুমি যা ভাবছ অমন সহজে তাতে তার মীমাংসা হয় না। আমার ওপর ছেড়ে দাও এবং আমার কথা শোনো। কখনো কিছ্ আর বলো না এ নিয়ে। কথা দিচ্ছ তো?.. না. না. কথা দাও!..'

'স্বকিছ, কথা আমি দিচ্ছি, কিন্তু শান্তি আমি পাব না, বিশেষ করে তুমি যা বললে তার পর। শান্তি আমি পাব না যথন তুমি শান্তিতে থাকতে পারছ না...'

্থামি!' প্নর্ত্তি করলেন আল্লা, 'হ্যাঁ, মাঝে মাঝে কন্ট হয় আমার; কিন্তু ওটা কেটে যাবে যদি এই কথাটা কখনো না তোলো। ওটা যখন আমায় বলো, যন্ত্রণা হয় কেবল তখনই।'

'আমি ব্রুতে পারছি না' - দ্রন্দিক বললেন।

ওঁকে থামিয়ে দিয়ে আয়া বললেন, তোমার সং প্রকৃতির পক্ষে মিথ্যাচার কত কণ্টকর তা আমি জানি, সে জন্যে মায়া হয় তোমার ওপর। প্রায়ই আমি ভাবি আমরে জন্যে কিভাবে নণ্ট করছ তোমার জীবন।

'আমিও তো এক্ষ্নি তাই ভাবছিলাম' — দ্রন্দিক বললেন, 'আমার জন্যে কী করে তুমি বিসর্জন দিতে পারলে স্ববিক্ষ্য তুমি যে দ্রভাগিনী এর জন্ম নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারব না।'

'আমি দ্র্রাগিনী?' দ্রন্দিকর কাছ ঘে'ষে এসে ভালোবাসার হ্যাদিত হাসি নিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন আন্না, 'আমি সেই উপোসী যে খাবার পেয়ে গেছে। হয় হ সে শীতে কাঁপছে, পোশাক তার ছে'ড়া খোঁড়া। লাজা হচ্ছে তার, কিন্তু হতভাগা সে নয়। আমি দ্র্যাগিনী? না, এই যে আমার সূখ...'

ফিরে আসা ছেলের গলা শ্বনতে পেয়ে তিনি বারান্দায় ছরিত দ্ণিক্ষেপ করে ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়ালেন। দ্রন্স্কির পরিচিত ঝলক তাঁর চোখে, দ্রতভঙ্গিতে তিনি তাঁর অঙ্গরীশোভিত স্কুদর হাতে দ্রন্ফির মাথা ধরে দীর্ঘদ্থিতে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে, স্মিত স্ফুরিত অধরে তাঁর দিকে ম্থ নামিয়ে দ্রত তাঁর ঠোটে আর দ্বই চোথে চুম্ম থেয়ে তাঁকে ঠেলে দিলেন। চলে যেতে চাইছিলেন তিনি, কিন্তু দ্রন্ফিক তাঁকে ধরে রাখলেন। আল্লার দিকে উচ্ছব্সিত চোখে চেয়ে তিনি ফিসফিসিয়ে জিগ্যেস করলেন, কখন?'

'আজ রাত একটায়' — দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ফিসফিসিয়ে বললেন আল্লা, তারপর দুতে লঘু পায়ে গেলেন ছেলের দিকে।

সেরিওজা যথন বড়ো বাগিচার, তখন বৃণ্টি নেমেছিল, ধাইমা'র সঙ্গে সে বসে ছিল কুঞ্জকুটিরে।

'তাহলে অপেক্ষায় রইলাম' — আমা বললেন দ্রন্দিককে, 'এখন শিগগিরই ঘোড়দৌড়ে। বেট্সি আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে আসবেন বলে কথা দিয়েছেন।'

ঘড়ি দেখে দ্রন্স্কি তাড়াতাড়ি করে চলে গেলেন।

118811

কারেনিনদের বারান্দায় শুন্ স্কি যখন ঘড়ি দেখেছিলেন, তখন তিনি নিজের চিন্তায় এতই উদ্বিম আর নিমম ছিলেন যে ঘড়ির কাঁটাই শুখু তাঁর চোখে পড়েছিল, ব্ঝতে পারেন নি কটা বেজেছে। সড়কে এসে সাবধানে কাদায় পা ফেলে ফেলে তিনি গোলেন তাঁর গাড়ির কাছে। মনে তাঁর শুখু আয়ার ভাবনা, কটা বেজেছে, রিয়ান্ স্কির কাছে যাবার সময় আছে কি না সে খেয়াল তাঁর ছিল না। প্রায়ই যা ঘটে থাকে, শুখু একটা ভাসাভাসা স্মৃতি রয়ে গিয়েছিল কিসের পর কাঁ করতে হবে। ইতিমধ্যেই ঝাঁকড়া লাইম গাছের হেলে পড়া ছায়ায় বজ্লে ঘ্রমন্ত কোচয়ানের কাছে এসে ঘর্মান্ত ঘোড়াগ্রলার ওপর ঘ্রামান ভাশমাছির ঝিলমিলে কুন্ডলার দিকে খানিক চেয়ে থেকে কোচয়ানকে জাগালেন, গাড়িতে উঠে হ্রুম করলেন রিয়ান্ স্কির কাছে যেতে। ভাস্ট সাতেক যাবার পরই কেবল ঘড়ি দেখার মতো সজ্ঞান হতে পারলেন শুন্সির।

সেদিন ঘোড়দৌড় ছিল একাধিক: অশ্বারোহী গার্ড রেস, তারপর রাফসারদের দুই ভাস্ট আর চার ভাস্ট দৌড়, তারপর হার্ডল রেস, যাতে দ্রন্দিক নিজে নামছেন। নিজের দৌড়ে নামার সময় এখনো আছে, কিন্তু যদি প্রিয়ান্দিকর কাছে যান, তাহলে পেশছবেন কোনোক্রমে, যথন সমস্ত দরবার জমায়েত হয়ে গিয়েছে। এটা ভালো দেখায় না। কিন্তু বিয়ান্দিককে কথা দিয়েছেন যে যাবেন, তাই ঠিক করলেন যাবেনই, কোচয়ানকে বললেন ঘোড়ার মায়া না করতে।

বিয়ান্ িকর কাছে গিয়ে মিনিট পাঁচেক সেখানে থেকে আবার ফিরে এলেন। এই দ্রুত সফরটায় শান্তি বোধ করলেন তিনি। আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে যা-কিছ্র ছিল দ্বঃসহ, কথোপকথনের পর যা-কিছ্র অনিদি ভিতা, সব দ্ব হয়ে গেল তাঁর মন থেকে; এখন পরিতোষের সঙ্গে, উত্তেজনায় ভাবছিলেন শ্ব্ব দৌড়ের কথা, ভাবছিলেন যে যতই হোক, দেরি হয় নি, আজ রাতে আমার সঙ্গে অভিসাবের ব্যাপারটা থেকে থেকে ঝলক দিছিল তাঁর কল্পনায়।

যতই তিনি পঞ্জীভবন আর পিটার্সবিত্বর্গ থেকে আগত গাড়িগনুলোকে অতিশ্রুম করে ঘোড়দোড়ের মেজাজে পেশছচ্ছিলেন, ততই আসন্ন দোড় তাঁকে ক্রমেই পেয়ে বসছিল।

তাঁর বাসায় তখন কেউ ছিল না, সবাই গেছে ঘোড়দৌড়ে, খানসামা তাঁর জন্য অপেক্ষা কর্রাছল ফটকের কাছে। উনি যখন পোশাক বদলাচ্ছিলেন, খানসামা বললে যে দ্বিতীয় দৌড় শ্রহ্ হয়ে গেছে, অনেক বাব্ এসেছিলেন তাঁর খবরাথবর করতে, আস্তাবল থেকে ছোকরা এসেছিল দু'বার।

ধীরে-স্কুম্থ পোশাক বর্দালয়ে (কখনো তিনি তাড়াহ্বড়ো করতেন না, আত্মসংযম হারাতেন না কখনো), শ্রন্দিক হ্বকুম করলেন ব্যারাকে যেতে। ব্যারাক থেকে তাঁর চোখে পড়ল ঘোড়দৌড়ের মাঠ ঘিরে গাড়ি-ঘোড়া, পদচারী, সৈনিকদের ভিড়, মন্ডপে গিজগিজ করছে লোক। নিশ্চয় দ্বিতীয় দৌড় চলছে, কেননা যখন তিনি ব্যারাকে ঢোকেন, তখন হ্ইসিল শোনা গিয়েছিল। আস্তাবলে যেতে গিয়ে তিনি দেখলেন মাখোতিনের শাদা-মোজা পাটকিলে মাদিয়াতরকে কমলা-নীল আস্তরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ঘোড়দৌড়ের মাঠে, আস্তরের জ্বনা প্রকান্ড দেখাছিল তার নীলরঙা খাড়া কান।

'কর্ড কোথার?' সহিসকে জিগ্যেস করলেন তিনি। 'আস্তাবলে। জিন চাপাচ্ছে।' প্টল খোলা, ফ্র-ফ্রার ওপর জিন বাঁধা হয়ে গেছে, উপক্রম হচ্ছে তাকে নিয়ে যাবার।

'দেরি হয় নি?'

'অল রাইট, অল রাইট, সব ঠিক আছে, ঠিক আছে' — বললে ইংরেজটি, 'শ্ব্যু উর্ব্বেজত হবেন না।'

দ্রন্দিক আরেকবার তাঁর প্রিয়পাত্ত, সর্বাঙ্গে কম্পমান অপর্প ঘোড়াটার দিকে চাইলেন, বহু কণ্টে দৃশ্যটা থেকে চোখ ফিরিয়ে বেরিয়ে এলেন ব্যারাক থেকে। নিজের প্রতি কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না করার মতো সবচেয়ে অন্কৃল মৃহ্তিটিতেই তিনি পেণছলেন মন্ডপের কাছে। সবে শেষ হচ্ছে দৃই ভাস্ট দৌড়, সবার দৃষ্টি সামনের হর্স গার্ড আর পেছনের হুসারের দিকে নিবদ্ধ, প্রাণপণে তারা ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে সমাপ্তি পোস্টের দিকে। ব্রের মাঝখান আর বাইরেকার সমস্ত লোক ভিড় করেছে পোস্টের কাছে, একদল হর্স গার্ড সৈন্য ও অফিসার নিজেদের সাথী ও অফিসারের প্রত্যাশিত বিজয়ে উল্লাস প্রকাশ করছে উচ্চকণ্ঠে চিংকার করে। দ্রন্দিক অলক্ষ্যে ভিড়টার মাঝখানে চুকলেন ঠিক যখন দৌড় শেষ হবার ঘণ্টা পড়ল। আর অগ্রবর্তা কাদা-মাখা দীর্ঘাঙ্গ হর্স গার্ড জিনে গা ছেড়ে দিয়ে বসে ঢিল দিল তার ধ্সর, ঘামে কালচে হয়ে ওঠা প্রচন্ড হাঁসফাঁস করা ঘোড়াটার লাগামে।

কল্টে ঠ্যাং চেপে ঘোড়াটা তার বিশাল দেহটার দ্রুতগতি কমিয়ে আনল আর হর্স গার্ড অফিসার গভীর ঘ্রুম থেকে জেগে ওঠা মান্ব্রের মতো চারিদিকে চেয়ে দেখে জাের করে হাসল। নিজেদের দলের এবং বাইরের জনতা ছেকে ধরল তাকে।

উচ্চ সমাজের যে নির্বাচিত দলটা মণ্ডপের সামনে সংযতভাবে এবং অবাধে ঘোরাফেরা করছিল আর আলাপ চালাচ্ছিল নিজেদের মধ্যে, তাদের ইচ্ছে করে এড়িয়ে গেলেন দ্রন্দিক। তিনি জানতে পেলেন যে কারেনিনা, বেট্সি এবং তাঁর বৌদি আছেন সেখানে, তবে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হতে না দেবার জন্য মতলব করেই সেদিকে গেলেন না। কিন্তু অনবরত তাঁর দেখা হচ্ছিল পরিচিতদের সঙ্গে আর যে দৌড়গন্লো হয়ে গেল তার বিশদ বিবরণ দিচ্ছিল তারা, জিগ্যেস করছিল কেন দেরি হল তাঁর।

পর্রস্কার নেবার জন্য যখন অশ্বারোহীদের ডাক পড়ল মণ্ডপে এবং সবাই চাইল সোদিকে, দ্রন্স্কির দাদা আলেক্সান্দর এলেন তাঁর কাছে। ইনি কর্নেল, কাঁধপট্টিতে চটকদার গিণ্ট, মাথায় উণ্চু নন, আলেক্সেইয়ের মতোই গটিগোট্টা, তবে আরো সন্পর্বৃষ, লালচে গাল, রাঙা নাক, খোলামেলা নেশান্তর মন্থমণ্ডল।

অমার চিরকুট পেয়েছিস? তোকে যে ধরাই যায় না কখনো।

আলেক্সান্দর শ্রন্দিক লম্পট, বিশেষ করে মদ্যপ জীবনযাতার জন্য নামকরা, তাহলেও খুবই দরবারী চালের লোক।

এখন ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর পক্ষে খ্বই অপ্রতিকর একটা বিষয় নিয়ে কথা বলার সময় অনেকের দৃষ্টি তাঁদের দিকে নিবদ্ধ থাকতে পারে জানা থাকায় তিনি হাসি-হাসি মুখ করলেন, যেন তুচ্ছ কোনো ব্যাপার নিয়ে ঠাটাতামাসা করছেন ভাইয়ের সঙ্গে।

আলেক্সেই বললেন, 'পেয়েছি, কিন্তু সতিঃ ব্যুতে পার্নছ না কী নিয়ে তোমার মাথাব্যথা।'

'এই জন্যে যে আমি জানতে পেরেছি যে তুই এখানে নেই, সোমবার তোকে দেখা গৈছে পিটার্সহিফে।'

'এমন কিছ্ ব্যাপার আছে যা শ্ধ্ তাদের মধ্যেই আলোচ্য যারা তার সঙ্গে সোঞ্জাস্ত্রি জড়িত। আর তুমি যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ সেটা এই ধরনেরই ব্যাপার…'

'তাহলে ফৌজে কাজ করা তোর চলে না এবং...'

'আমি তোমায় মিনতি করছি, মাথা গলাতে এসো না, বাস।'

আলেক্সেই দ্রন্স্কির দ্রুক্ঞিত মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল, কেপে উঠল নিচের প্রকটিত চিব্রুক যা তাঁর ঘটে কদাচিত। খ্রুই ভালো মনের লোক হওয়ায় তিনি কমই চটে উঠতেন, কিন্তু একবার যদি চটেন আর থ্রতনি যদি কেপে ওঠে তাহলে তখন খ্রুই বিপশ্জনক লোক তিনি। আলেক্সান্দর দ্রন্স্কি সেটা জানতেন, তাই তিনি ফুর্তির ভাব করে হেসে উঠলেন।

'আমি শুধু মায়ের চিঠি দিতে এসেছিলাম তোকে। জবাব দিস, দৌড়ের আগে মেজাজ বিগড়াস না বাপ্। Bonne chance*' — কথাটা যোগ করে হেসে ভাইয়ের কাছ থেকে তিনি চলে গেলেন।

কিন্তু তাঁর পরে ফের প্রিয় সন্তাসণ ভ্রন্দিককে থামাল। বন্ধনেকে চিনতে চাচ্ছিস না যে। নমস্কার, mon cher!' বললেন দ্রেপান

^{*} সাফল্য কামনা করি (করাসি)।

আর্কাদিচ। এখানে, এই পিটার্সবিগাঁ দীপ্তির মধ্যেও তিনি তাঁর রাঙা মুখ আর পরিপাটী করে আঁচড়ানো চেকনাই গালপাট্টার ঝিলিক দিচ্ছিলেন মন্ফোর চেরে কম নয়। 'এসেছি কাল, তোমার জয় দেখা যাবে বলে আনন্দ হচ্ছে। কবে দেখা হবে?'

'কাল মেসে এসো' — বলে দ্রন্স্কি তাঁর ওভারকোটের আস্তিনে চাপ দিয়ে মাপ চেয়ে চলে গেলেন মাঠের মাঝখানে, বড়ো রেসটার জন্য ইতিমধ্যেই ঘোড়া আনা হচ্ছিল সেখানে।

ঘর্মাক্ত, দৌড়ের পর ক্লান্ত ঘোড়াগনুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সহিসেরা, আসম দৌড়ের জন্য দেখা দিতে থাকল একের পর এক নতুন নতুন তাজা ঘোড়া, বেশির ভাগই বিলাতি, সাজ পরানো, এ'টে বাঁধা পেট, দেখাচ্ছিল বিরাট বিরাট অন্তুত কিসব পাখির মতো। ডান দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল টান-টান স্ট্রাম শরীরের স্কুদর ফ্রু-ফ্রু'কে, রীতিমতো লম্বা স্থিতিস্থাপক টের্ংরিতে ভর দিয়ে সে পা ফেলছিল স্প্রিপ্তের মতো। তার অদ্রের দীর্ঘকর্ণ গ্লাদিয়াতরের চাদর খোলা হচ্ছিল। অজ্ঞাতসারেই দ্রন্স্কি চেয়ে রইলেন স্কুদর স্কুর্গঠিত ঘোড়াটার দিকে, চমংকার তার পাছা, খাটো টেংরি একেবারে খ্রের ওপর বসানো। দ্রন্স্কি নিজের ঘোড়ার কাছে যাবেন ভারছিলেন, কিন্তু ফের তাঁকে আটকালেন একজন পরিচিত।

আলাপ জমিয়ে পরিচিতটি বললে, 'ওই যে কারেনিন! বৌকে খ্রুছছে, সে ওদিকে মন্ডপের মাঝখানে। আপনি দেখেন নি ওকে?'

'না, দেখি নি' — দ্রন্দিক বললেন এবং পরিচিতটি মণ্ডপের ষেখানে কারেনিনাকে দেখাচ্ছিলেন সেদিকে দ্কপাতও না করে গেলেন নিজের ঘোড়ার কাছে।

ঘোড়ার জিন নিয়ে কিছ্ নির্দেশ তাঁর দেবার ছিল, কিস্তু সেটা ভালো করে দেখতে না দেখতেই মন্ডপে সওয়ারীদের ডাক পড়ল নন্বর টেনে নিজের নিজের জায়গায় যেতে। সতেরো জন অফিসার গ্রুত্বপূর্ণ, কঠোর, অনেকে বিবর্ণ মুখে মন্ডপে গিয়ে নন্বর টানলেন। দ্রন্দিকর ভাগে পড়ল সাত। হ্কুম শোনা গেল: 'ওঠো ঘোড়ায়!'

় সবার চোখ যেদিকে নিবন্ধ, তিনি এবং অন্যান্য সওয়ারীরা যে তার কেন্দ্র সে সম্পর্কে সচেতন হয়ে ধীর, শাস্ত পদক্ষেপে তিনি গেলেন তাঁর ঘোড়ার কাছে, উত্তেজ্ঞিত হলে সাধারণত তিনি এইরকমই করেন। ঘোড়দৌড়ের সম্মানে তার পোশাকী কম্টিউম পরেছে কর্ড: বোতাম-আঁটা কালো ফ্রক- কোট, গালে ঠেলে ওঠা কড়া মাড় দেওয়া কলার, গোল কালো টুপি আর জ্যাক ব্ট। বরাবরের মতোই সে ধীর, গ্রুন্গস্তবীর, ঘোড়ার সামনে দাঁড়িরে সে নিজেই ধরে ছিল তার দ্টো লাগামই। ফ্র-ফ্র তখনো কে'পে বাচ্ছিল যেন জ্বর উঠেছে। দীপ্ত চোখে সে কটাক্ষে চাইলে সমাগত দ্রন্স্কির দিকে। জ্বনের তলে আঙ্ল ঢোকালেন দ্রন্স্কি, ঘোড়াটা আরো চোখ পাকাল, দাঁত বার করলে, কান এ'টে রইল। তার জ্বিন বাঁধা পর্থ করা হল দেখে হাসি ফোটাবার জনা ঠোট কুঞ্চিত করলে ইংরেজটি।

'উঠে বস্কুন, অস্থিরতা বোধ করবেন কম।'

শেষ বারের মতো দ্রন্দিক তাকালেন তাঁর প্রতিশ্বন্দরীদের দিকে। উনি জানতেন যে দৌডের সময় তিনি ওদের আর দেখবেন না। যেখান থেকে দোড শারা হবার কথা, দাজন এর মধ্যেই আগে আগে চলতে শারা করেছে র্সোদকে। ভ্রন স্কির একজন বিপম্জনক প্রতিযোগী ও বন্ধ গালংসিন ঘুরঘুর কর্রাছলেন তার বাদামী ঘোডাটার কাছে, জিনে তাঁকে উঠতে দিচ্ছিল না সে। আঁটো রিচেস পরা ছোটোখাটো একজন হুসার জিনের পেছনে ভর দিয়ে ইংরেজ জকিদের কায়দায় বেড়ালের মতো ঝাকে পড়ে ঘোড়া ছু, টিয়ে গেল। প্রিন্স কুজোভূলেভ তাঁর গ্রাবভ প্রজনন কেন্দ্রের জাত ঘুড়ীর পিঠে বসে ছিলেন বিবর্ণ হয়ে, একজন ইংরেজ তাঁর লাগাম ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। দ্রন্দিক এবং তাঁর সমস্ত সাথীরা কুজোভ্লেভকে এবং তাঁর 'দুর্বল' ন্নায়, আর সাংঘাতিক আত্মাভিমানের কথা জানতেন। তাঁরা জানতেন যে সর্বাকছ,তেই উনি ভীত, ভয় পেতেন এমনকি লড়ুয়ে ঘোড়াতে চাপতে: এখন ব্যাপারটা ভয়াবহ বলেই, লোকের হাড়গোড় ভাঙছে আর প্রতিটি হার্ড'লের সামনেই ডাক্তার, নার্স সমেত ক্রম টাঙানো হাসপাতাল মার্কা গাড়ি বরান্দ আছে বলেই তিনি দৌড়ে যোগ দেবেন ঠিক করলেন। চোখাচোখি হল ওঁদের, সাদরে, সানুমোদনে চোখ মটকালেন প্রনৃষ্কি। শুধু একজনকে তিনি দেখতে পেলেন না, তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী, গ্লাদিয়াতরে সওয়ার মাখোতিনকে।

শ্রন্দিককে কর্ড বললে, 'তাড়াহ্নড়ো করবেন না, শন্ধ্ন একটা কথা মনে রাখবেন: হার্ডলের সামনে থমকাবেন না, তাড়া দেবেন না, ঘোড়াটা যেমন চায় করতে দিন।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে' — লাগাম নিয়ে ভ্রন্স্কি বললেন।

'সম্ভব হলে দোড়ের আগে আগেই ছ্টবেন, কিন্তু পেছনে পড়ে গেলেও শেষ মৃহতে পর্যন্ত হতাশ হবেন না।'

ঘোড়াটা এগনতে না এগনতেই দ্রন্দিক লঘ্ন বলিন্ট ভঙ্গিতে ইম্পাতের দাঁতালো রেকাবে পা দিরে অনায়াসে তাঁর পেটাই করা দেহ স্থাপন করলেন চামড়ার ক্যাঁচকে চি জিনে। ডাইনের রেকাবে পা ঢুকিয়ে তিনি তাঁর অভ্যন্ত চালে আঙ্বলগন্লোর মধ্যে সমান করে নিলেন লাগাম দন্টো, কর্ড ও হাত নামিয়ে নিল। কোন পা-টা আগে ফেলবে তা যেন স্থির করতে না পেরে ফ্রন্ট্রন্থ তার ঘাড় লম্বা করে টান দিল লাগামে, তারপর তার স্থিতিস্থাপক পিঠের ওপর আরোহীকে দোলাতে দোলাতে এগিয়ে গেল যেন স্প্রিঙ্গের ওপর দিয়ে। তাড়াতাড়ি পা ফেলে কর্ড চলতে লাগল তাঁর পেছন পেছন। উর্ব্তেজিত ঘোড়াটা কখনো এপাশ কখনো ওপাশ থেকে লাগামে টান দিয়ে আরোহীকে ঠকাবার চেন্টা করছিল আর দ্রন্দিক মন্থে আওয়াজ করে হাত থাবড়ে বৃথাই শাস্ত করার চেন্টা করলেন তাকে।

বাঁধ দেওয়া নদীটার কাছে গিয়ে যেখান থেকে দৌড় শ্রুর্ হবে সেদিকে যাচ্ছিলেন তাঁরা। সওয়ারদের অনেকে আগে, অনেকে পিছনে, হঠাং দ্রন্দিক শ্রুনতে পেলেন রাস্তার কাদায় কদমে ছোটা ঘোড়ার শব্দ, মাখোতিন তার শাদা ঠেঙে দীর্ঘকর্ণ প্লাদিয়াতরে পেরিয়ে গেল তাঁকে। লদ্বা লদ্বা দাঁত বার করে মাখোতিন হাসল, কিন্তু দ্রন্দিক তার দিকে চাইলেন দ্রুদ্ধ দ্থিতৈ। এর্মানতেই মাখোতিনকে তিনি দেখতে পারতেন না, আর এখন তো তাকে নিজের সবচেয়ে বিপক্ষনক প্রতিশ্বদ্ধী বলেই গণ্য করছেন। ঘোড়া ছ্র্টিয়ে চলে গিয়ে তাঁর ঘোড়াটাকে উত্তেজিত করল বলে রাগ হল তাঁর। কদমে ছোটার জন্য বাঁ পা বাড়িয়ে দিয়েছিল ফ্র্-ফ্র্, দ্বেবার লাফও দিলে, কিন্তু লাগামের টানে চটে উঠে ছ্র্টল দ্লাকি চালে সওয়ারকে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে। কর্ড ও ভূর্ কুচকে প্রায় ছ্রটতে লাগল দ্রন্দিকর প্রেছন পেছন।

nsen

দোড়ে নামল সতেরো জন অফিসার। দোড় হওয়ার কথা মন্ডপের সামনে চার ভাস্ট দীর্ঘ উপবৃত্তে। এতে প্রতিবন্ধক গড়া হয়েছে নয়িট: নদী, ঠিক মন্ডপের সামনে দুই আর্শিন উচু নীরেট একটা বড়ো দেয়াল, শ্কনো খাল, জলভরা খাল, ঢিপি, আইরিশ ব্যারিকেড (সবচেরে কঠিন একটি প্রতিবন্ধক) -- খেংরা কাঠি গোঁজা ঢিপি, তার ওপারে ঘোড়ার কাছে অদৃশা খাল, ফলে দ্ই বাধা ঘোড়াকে এক লাফে পের্ত্বতে নর মারা পড়তে হবে; তারপর আরো দ্টি জলভরা এবং একটি শ্কনো খাল, দৌড়ের শেষ মন্ডপের সামনে। তবে শ্রুটা ব্স্ত থেকে নয়, সেখান থেকে একশ সাজেন দ্রে, আর তার মাঝখানেই প্রথম বাধা — তিন আর্শিন চওড়া জলভরা নদী, আরোহীর ইচ্ছেমতো তা লাফিয়ে অথবা জল ভেঙে যাওয়া চলবে।

বার ভিনেক সওয়াররা লাইন দিল, কিন্তু প্রতিবারই কারো না কারো ঘোড়া এগিয়ে যায়, স্বতরাং ফের শ্বুর্ করতে হয় গোড়া থেকে। দৌড় শ্বুর্ ব্যাপারে সমঝদার কর্নেল সেন্দ্রিন চটে উঠতে যাচ্ছিলেন, তবে শেষ পর্যস্ত চতুর্থ বারের বার হাঁক দিলেন: 'ছ্বুট!' — ছ্বুটল সওয়াররা।

সওয়াররা যখন লাইন দিচ্ছিল, সমস্ত চোখ, সমস্ত দ্রবীন ছিল তাদের চিত্রবিচিত্র দলটার দিকে নিবদ্ধ।

প্রতীক্ষার শুদ্ধতার পর এবার চারিদিক থেকে শোনা গেল, 'শ্রু হয়েছে! দৌড়ছে:

ভালো করে দেখার জন্য লোকে একা একা বা জোট বে'বে ছোটাছর্টি লাগাল এক জারগা থেকে আরেক জারগার। প্রথম মৃত্যুর্ত থেকেই সওয়ারীদের দলটা লম্বা হয়ে যায়, বেশ দেখা যাচ্ছিল দুই বা তিনজন করে তারা একের পর এক এসে যাচ্ছে নদীটার কাছে। দর্শকদের মনে হয়েছিল ওরা দৌড় শ্রু করেছে একসঙ্গে, কিস্তু সওয়ারদের কাছে এক সেকেন্ডের পার্থকাই তাৎপর্য ধরে অনেক।

উর্ব্তেজিত এবং বড়ো বেশি স্নায়,চণ্ডল ফ্র-ফ্র প্রথম মূহত্টা ফসকায়, করেকটা ঘোড়া দটার্ট নেয় তার আগে, কিন্তু নদী পর্যন্ত পেশছতে পেশছতে দ্রন্দিক লাগামে বাঁধা ঘোড়াটাকে প্রাণপণে আয়ন্তে এনে অনায়াসে ছাড়িয়ে গেলেন তিন সওয়ারকে, এখন তাঁর সম্মুখে শুধু মাখোতিনের পাটকিলে মাদিয়াতর, দ্রন্দিকর সামনেই তার পাছাটা নড়ছে সমতালে, অনায়াসে, আর সবার আগে অর্থমৃত কুজোভ্লেভকে নিয়ে ছুটছে অপরুপা দিয়ানা।

প্রথম করেক মৃহতে দ্রন্স্কির কোনো দখল ছিল না, না নিজের ওপর, না ঘোড়ার ওপর। প্রথম প্রতিবন্ধক নদী পর্যস্ত তিনি সামলাতে পারেন নি ঘোড়ার গতিবিধি।

গ্লাদিয়াতর আর দিয়ানা নদী পর্যন্ত পেশছায় একসঙ্গে এবং প্রায় একই

মৃহ্তে: পলকের মধ্যে তারা নদীর ওপর লাফ দিয়ে চলে গেল ওপারে; অলক্ষ্যে ফ্র-ফ্র যেন উড়ে গেল তাদের পেছনে। কিন্তু দ্রন্দিক যখন টের পেলেন যে তিনি শ্নো, ঠিক সেই মৃহ্তে হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন তার ঘোড়ার ঠিক পায়ের তলেই কুজোভ্লেভ, নদীর ওপারে দিয়ানার সঙ্গে মাটিতে ল্টাচ্ছে (লাফের পর কুজোভ্লেভ লাগামে ঢিল দেন, ঘোড়াও ডিগবাজি খায় তাঁকে নিয়ে)। এই সব কথা দ্রন্দিক বিশদে জানতে পেয়েছিলেন কেবল পরে, তখন কিন্তু তিনি শ্ব্যু এইটুকু দেখছিলেন যে যেখানে ফ্র-ফ্র নামার কথা সেখানে ঠিক তার পায়ের নিচেই সে মাড়িয়ে দিতে পারে দিয়ানার পা অথবা মাথা। কিন্তু পড়ন্ত বেড়ালের মতো ফ্র-ফ্র তার লাফের মধ্যেই পা আর পিঠ বাঁকিয়ে ঘোড়াটাকে এড়িয়ে চলে গেল আগে।

'ওহ্ সোনা আমার!' মনে মনে ভাবলেন দ্রন্সিক।

নদীর পর দ্রন্স্কি প্রোপ্রার দখলে আনলেন ঘোড়াটাকে এবং তাকে সংযত রেখে স্থির করলেন বড়ো প্রতিবন্ধকটা পেরবেন মাখোতিনের পেছন পেছন আর তার পরে যে দ্ব'শ সাজেন দ্রত্বে কোনো প্রতিবন্ধক নেই সেখানে ওকে ছাড়িয়ে যাবার চেন্টা করা যাবে।

বড়ো প্রতিবন্ধকটা ছিল জার মন্ডপের সামনে। সমাট, গোটা দরবার, জনতার দ্িট ওঁদের দিকে নিবদ্ধ, দ্রন্দিক আর এগিয়ে থাকা মাথোতিন যখন শয়তানের (নীরেট দেয়ালটা এই নামেই অভিহিত হত) কাছে আসছিল, তাঁদের দিকে। চারিদিক থেকে তাঁর প্রতি দ্ভিট দ্রন্দিক টের পাচ্ছিলেন, কিন্তু নিজের ঘোড়ার কান আর ঘাড়, তাঁর দিকে ধেয়ে আসা জমি, মাদিয়াতরের পশ্চাদেশ আর শাদা ঠাাং ছাড়া কিছ্ই দেখছিলেন না, দ্রুত তাল ঠুকে মাদিয়াতর ছ্টুছে সামনে একই ব্যবধান বজায় রেখে। কোথাও কিছ্ব ধাক্কা না খেয়ে ছোটু লেজটা নেড়ে মাদিয়াতর লাফিয়ে উঠল এবং অস্তর্ধান করল দ্রন্দিকর দ্ভিলপথ থেকে।

কে যেন বলে উঠল 'সাবাস!'

ঠিক সেই মৃহ্তে দ্রন্দিকর চোখের সামনে, তাঁর সামনেই ঝলক দিল প্রতিবন্ধকের তক্তা। গতি একটুও না বদলিয়ে তাঁর ঘোড়া লাফিয়ে উঠল, পোরিয়ে সেল তক্তা, শৃধ্ব পেছনে খট করে উঠল কী যেন। সামনে ছুটন্ত গ্লাদিয়াতর দ্বারা উত্তেজিত হয়ে ঘোড়াটা প্রতিবন্ধকের সামনে লাফিয়ে উঠেছিল একটু আগেই, তাতে পেছনের খুর ঠুকে গিয়েছিল। কিন্তু গতি তার বদলাল না, মুথে একতাল কাদা মেথে শুন্ স্কিটের পেলেন যে গ্লাদিয়াতরের কাছ থেকে তিনি সেই একই ব্যবধানে রয়েছেন। ফের তাঁর সামনে দেখতে পেলেন তার পশ্চাদ্দেশ, ছোটো লেজ, ফের সেই দ্রুতগতি শাদা পা, যা দ্রুত্ব বাড়িয়ে তুলতে পার্রছিল না।

দ্রন্দিক যথন ভাবছিলেন এবার মাখোতিনকে ছাড়িয়ে যেতে হয়,
ফ্র-ফ্রন্ত তথনি দ্রন্দিকর মনোভাব টের পেয়ে কোনোরকম তাগাদা ছাড়াই
গতি অনেকটা বাড়িয়ে সবচেয়ে স্বিধাজনক দিক, ভেতরকার দিক থেকে
কাছিয়ে আসতে লাগল মাখোতিনের। সে দিকটা মাখোতিন ছাড়ছিল না।
বাইরের দিক থেকেও ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব, দ্রন্দিক এই কথা ভাবতেই
ফ্র-ফ্র্রুও অর্মান গতি বর্দালয়ে সেইভাবেই ছ্রটতে লাগল। ঘামে কালো হয়ে
উঠতে শ্রে, করা ফ্র-ফ্রের ঘাড় সমান হয়ে উঠল প্লাদিয়াতরের পশ্চাশেদশের
সঙ্গে। কিছ্কেণ তারা দেড়িল পাশাপাশি। কিস্তু যে প্রতিবন্ধকটার কাছে
তারা আসছিল তার আগে বাইরের বৃত্ত দিয়ে যাতে না যেতে হয় তার জন্য
দ্রন্দিক লাগাম চালাতে লাগলেন এবং দ্রুত, একেবারে টিপিটাতেই ছাড়িয়ে
গেলেন মাখোতিনকে। কাদা ছিটকে লাগা তার মুখটা শ্রের্ এক ঝলক
দেখতে পেলেন তিনি। তাঁর এমনকি এও মনে হল যে মাখোতিন হাসছে।
ওকে তিনি ছাড়িয়ে গেলেন বটে, কিস্তু টের পাছিলেন ঠিক কাছেই তার
উপস্থিতি, অবিরাম শ্রনতে পাছিলেন পেছনে সমতাল খ্রের শব্দ আর
প্রাদিয়াতরের নাসারন্ধর থেকে দমকা-মারা তাজা নিশ্বাস।

পরবর্তী দুটো বাধা, খাল আর ব্যারিয়ার পেরনো গেল সহজেই, কিন্তু দ্রন্দিকর কানে আসতে লাগল ক্রমেই কাছিয়ে আসা খ্র আর নিশ্বাসের শব্দ। ঘোড়াকে তাগিদ দিলেন তিনি, এবং এটা টের পেয়ে খ্নিশ হলেন যে ফ্র-ফ্রু অনায়াসে গতি বাড়িয়ে চলেছে, প্লাদিয়াতরের খ্রের শব্দ শোনা যেতে লাগল ফের সেই আগের দ্রন্থ থেকে।

প্রন্দিক যেভাবে এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন এবং কর্ড যা পরামর্শ দিয়েছিল সেভাবেই এগিয়ে গেছেন তিনি: এখন তিনি সাফল্যে নিশ্চিত। তাঁর উত্তেজনা, আনন্দ, ফ্র-ফ্র'র জন্য মমতা সবই বেড়ে উঠল। পেছনে একবার তাকিয়ে দেখার ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর, কিস্তু সাহস পেলেন না. চেণ্টা করলেন নিজেকে শাস্ত রাখতে, ঘোড়াকে তাড়া না দিতে, যাতে প্রাদিয়াতরের মধ্যে যতটা শক্তির সঞ্চয় আছে বলে তিনি টের পাচ্ছিলেন ততটা শক্তিই যেন ফ্র-ফ্র'রও থাকে। বাকি আছে কেবল একটা, সবচেয়ে

কঠিন বাধা: সেটা যদি তিনি অতিক্রম করতে পারেন অন্যদের চেয়ে আগে, তাহলে তিনিই হবেন প্রথম। ঘোড়া তিনি ছোটালেন আইরিশ ব্যারিকেডের দিকে। ফ্র-ফ্রুর সঙ্গে দ্র থেকেই ব্যারিকেডটা দেখতে পেরেছিলেন তিনি, দেখা দিল তাঁর ও ঘোড়ার মৃহ্তের সন্দেহ। ঘোড়ার কানে অনিশ্চিতি চোখে পড়ল তাঁর, চাব্রুকও উঠিয়েছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অন্ভব করলেন যে সন্দেহ ভিত্তিহীন: ঘোড়া জানে কী তার করা উচিত। শরীর টানটান করে সে দ্রন্স্কি যা আশা করেছিলেন ঠিক তেমনি মান্রা রেখে যথাযথভাবে লাফ দিল আর শ্নেয়ে উঠে গা ছেড়ে দিল জাড়োর শক্তিতে যা তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল খাল ছাড়িয়ে অনেক দ্রে: আর ঠিক একই তালে বিনা চেন্টায় একই পায়ে ফ্র-ফ্রু চালিয়ে গেল তার দেড়ি।

'সাবাস দ্রন্দিক!' একদল লোকের চিৎকার কানে এল তাঁর — তিনি জানতেন এরা তাঁর রেজিমেণ্টের লোক এবং বন্ধ্রান্ধব, দাঁড়িয়ে ছিল এই প্রতিবন্ধকটার কাছে: ইয়াশ্ভিনের গলা ঠাহর করতে তাঁর ভূল হবার কথা নয়। তবে দেখতে পেলেন না তাঁকে।

'আরে আমার লক্ষ্মীটি!' ফ্র-ফ্র'কে বললেন মনে মনে, পেছন থেকে আসা শব্দের দিকে কান পেতে রেখে। 'পেরিয়ে এল দেখছি!' প্লাদিয়াতরের খুরের শব্দ শুনতে পেয়ে ভাবলেন তিন। বাকি রইল কেবল দুই আর্শিন চওড়া জলভরা শেষ খালটা। দ্রন্দিক সে দিকে তাকালেনও অনেক বাবধানে প্রথম হবার বাসনায় তিনি লাগাম চালাতে লাগলেন ব্রন্তাকারে, খুরের তালে তালে ঘোড়ার মাথা উঠিয়ে আর নামিয়ে। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে ঘোড়া ছুটছে তার শেষ শক্তিতে; শুধু তার গ্রীবা আর ঘাড় ভিজে উঠেছে তাই নয়, মাথা আর তীক্ষা কানেও বিন্দা বিন্দা ঘাম জমছে, নিশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন, দমকা-মারা। কিন্তু তিনি জানতেন যে এই শেষ শক্তিটা বাকি দু'শ সাজেন দুরত্বের পক্ষে যথেষ্ট। নিজেকে মাটির কাছাকাছি বলে টের পাওয়ায এবং গতির একটা বিশেষ লঘ্নতা দেখে ভ্রনুহিক বুঝলেন দ্রুততা কতটা বাড়িয়ে তুলেছে তাঁর ঘোড়া। খালটা সে পোরেয়ে গেল যেন নজর না করেই। পোরিয়ে গেল যেন পাখির মতো উড়ে; কিন্তু ঠিক এই সময়েই দ্রন্দিক আতংকে অনুভব করলেন যে ঘোড়ার গতির সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে তিনি নিজেই না ব্বে কেমন করে যেন একটা বিছছিরি অমার্জনীয় কাণ্ড করে ফেলেছেন, বসে পড়েছেন জিনে। হঠাৎ অবস্থা ওঁর বদলে গেল, ব্রুঝতে পারলেন ভয়াবহ কিছ্র একটা

घटोड़ । की घड़ोड़ स्मठो न त्य डेठेट ना डेठेट र भाठेकिल घाड़ात माना পা अनक फिन ठाँत कारह, भार्थां उन हु ए इ.ए ए एन ठाँत भाग फिरा । দ্রন্দিকর একটা পা ঠেকল মাটিতে, ঘোড়া লুটিয়ে পড়ল সেই পায়ের ওপর। পাটা ছাড়িয়ে নিতে না নিতেই ঘোড়া একপাশে কাত হয়ে পড়ল, ঘড়ঘড়ে শব্দ করে উঠে দাঁড়াবার বৃথা চেন্টায় শীর্ণ ঘর্মাক্ত ঘাড বাডিয়ে গ্রাল-বে'ধা পাথির মতো ধডফড করতে লাগল তাঁর পায়ের কাছে। দ্রন্দিরর আনাডি কাপ্ডটায় ঘোডার পিঠ ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু সেটা তিনি ব্রশ্বতে পেরেছিলেন অনেক পরে। এখন তিনি শুধু দেখলেন মাখোতিন দ্রত এগিয়ে যাচ্ছে আর কর্দমাক্ত অটল মাটির ওপর দাঁডিয়ে তিনি টলছেন, ভয়ানক হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁর সামনে পড়ে আছে ফু-ফু, তাঁর দিকে ঘাড় বে কিয়ে তার অপর্পে চোথে চেয়ে দেখছে সে। কী ঘটেছে সেটা তথনো না বুঝে ভ্রন্দিক টানাটানি করতে লাগলেন ঘোড়ার লাগাম। ফের ঘোডা মাছের মতো ছটফট করে, জিন ক্যাঁচকে চিয়ে সামনের দ্ব'পা বাড়িয়ে উঠতে চেষ্টা করল, কিন্তু পাছা তুলতে পারল না. সঙ্গে সঙ্গেই ল, টিয়ে পড়ল কাত হয়ে। ভ্রন শ্কির মুখ রিপাবেগে বিকৃত, বিবর্ণ, নিম্ন চিবুক কম্পমান, ভার জুতোর হিল দিয়ে তিনি লাথি মারলেন তার পেটে, ফের টানতে লাগলেন লাগাম। কিন্তু ঘোডা নডল না, পশ্চাদেশ মাটিতে গ্লাজে সে তার মাখর দৃষ্টিতে চাইল প্রভার দিকে।

'আ-আ-আ!' মাথা চেপে ধরে গাঙিয়ে উঠলেন দ্রন্দিক, 'আ-আ-আ! কী আমি করলাম!' চে°চিয়ে উঠলেন তিনি, 'দৌড়েও হেরে গেলাম! সবই আমার দোয, কলংকজনক, অমার্জানীয়! আর হতভাগ্য স্ন্দর ঘোড়াটাও ধরংস হল! আ-আ-আ! কী আমি করলাম!'

লোকে ডাক্তার, তার সহকারী, রেজিমেণ্টের অফিসাররা ছুটে গেল তাঁর কাছে। সথেদে তিনি অন্ভব করলেন যে তিনি অক্ষত, নিরাপদ। ঘোড়ার পিঠ ভেঙেছে, সিদ্ধান্ত হল তাকে গালি করে মারা হোক। কোনো প্রশেনর উত্তর দিতে পারলেন না দ্রন্দিক, কথা কইতে পারলেন না কারো সঙ্গে। ঘারে দাঁড়িয়ে মাথা থেকে খসে পড়া টুপিটা না তুলেই তিনি ঘোড়দোঁড়ের মাঠ ছেড়ে চললেন নিজেই জানেন না কোথায়। নিজেকে হতভাগা বোধ হচ্ছিল তাঁর। জীবনে এই প্রথম বার এত গার্ত্র দা্ভাগা তাঁর ঘটল, সে দা্ভাগা অপ্রণীয় আর তার জনা দোষী তিনি নিজে।

টুপিটা তুলে নিয়ে ইয়াশ্ভিন তাঁর সঙ্গ ধরলেন, বাড়ি পেণছে দিলেন তাঁকে। আধ ঘণ্টা বাদে দ্রন্দিক প্রকৃতিস্থ হলেন, কিন্তু এ দোড়ের স্মৃতি বহুকাল তাঁর মর্মে জীবনের সবচেয়ে দ্বঃসহ যক্ত্রণাদায়ক স্মৃতি হয়ে ছিল।

ા રહા

শ্বীর সঙ্গে আলেক্সেই আলেক্সাণ্ডভিচের বাইরের সম্পর্ক ছিল আগের মতোই। শৃথ্য একমাত্র তফাং হল এই যে তিনি কাজে বাস্ত থাকতে লাগলেন প্রের্বর চেয়ে বেশি। আগের বছরগ্লোর মতোই বসস্ত শ্রুর হতেই তিনি হাওয়া বদলাতে বিদেশে যান শীতকালের পরিশ্রমে প্রতি বছর ভেঙে পড়া স্বাস্থ্য ফেরাবার জন্য এবং বরাবরের মতো জ্লাই মাসে ফিরে বর্ধিত কর্মোদ্যোগে কাজে লেগে যান। বরাবরের মতো স্বী উঠে এসেছিলেন পল্লীভবনে আর তিনি থেকে যান পিটার্সবির্গে।

প্রিলেসস ত্ভেম্কায়ার ওখানে সেই সন্ধার পরে যে কথাবার্তা হয়েছিল তার পরে তিনি আল্লার কাছে নিজের সন্দেহ আর ঈর্ষার কোনো প্রসঙ্গ তোলেন নি। কারো একটা বর্ণনা দেবার সময় যে স্বরে তিনি কথা কইতেন সেটা তাঁর স্ত্রীর প্রতি তাঁর বর্তমান সম্পর্কের সঙ্গে এত খাপ খায় নি আর কখনো। স্ত্রীর প্রতি কিছুটা নির্ব্তাপ হয়ে ওঠেন তিনি। প্রথম যে নৈশ আলাপটা আল্লা অগ্রাহ্য করেন তার জন্য আল্লার প্রতি তাঁর যেন সামান্য শ্ব্রু একটু অসন্তোষ ছিল মনে হয়। তাঁর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে বিরক্তির আভাস থাকত, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। 'তুমি আমার সঙ্গে বোঝাব্রি করে নিতে চাও নি' — তিনি যেন মনে মনে বলতেন আল্লাকে. 'সেটা তোমার পক্ষেই খারাপ। এবার তুমি আমায় অন্বরোধ করবে, আর আমি কিছুই বোঝাতে যাব না। সেটা তোমার পক্ষেই খারাপ' — তিনি মনে মনে এই কথা বলতেন সেই মান্বের মতো, যে আগ্রন নেভাবার বৃথা চেণ্টা করেছে এবং নিজের ব্যর্থতায় রেগে উঠে বলতে পারত চুলোয় যা! প্রভ্ মর এর জন্যে!'

রাজকমের ব্যাপারে ব্দ্ধিমান ও স্ক্রেদশাঁ এই লোকটি স্থার প্রতি এর্থ মনোভাবের নিব্নদ্বিতা ব্রতেন না। ব্রতেন না কারণ নিজের সত্যকার অবস্থা ব্রতে যাওয়া তাঁর পক্ষে ছিল বড়ো বেশি ভয়াবহ, তাই মনের মধ্যে যে বাক্সটার পরিবারের প্রতি, অর্থাৎ দ্ব্রী ও ছেলের প্রতি তাঁর হৃদরাবেগগনলো থাকত সেটা তিনি বন্ধ করে তালা এটে সীল মেরে রেখেছিলেন। মনোযোগী পিতা তিনি, শীতের শেষে তিনি সবিশেষ নির্ব্তাপ হয়ে ওঠেন ছেলের প্রতি, দ্ব্রীর মতো ছেলের ক্ষেত্রেও তিনি একই ঠাট্টার স্বর নিতেন। 'আ, য্বাপ্র্র্ষ যে!' ছেলেকে সন্বোধন করতেন তিনি।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ মনে করতেন এবং বলতেন যে এ বারের মতো আর কোনো বছরে কাজের এত চাপ তাঁর কখনো হয় নি; কিন্তু সচেতন ছিলেন ন্যু যে কাজগ্লো তিনি নিজেই ভেবে বার করছেন আর যে বাক্সটার থাকত স্ফ্রীর এবং ছেলের প্রতি হদরান্ত্র্তি, তাদের নিয়ে ভাবনা. সেটা না খোলার একটা উপায় এটা, আর যতদিন তা বাক্সে বন্ধ থাকছে ততই ভয়াবহ হয়ে উঠছে সেগ্লো। স্ফ্রীর আচরণ সম্পর্কে কী তিনি ভাবছেন এ কথা জিজ্ঞাসা করার অধিকার যদি কারো থাকত, তাহলে নিরীহ. নম্ম আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কোনো জবাব দিতেন না নিশ্চয়় কিন্তু যে লোক এ কথা জিগ্যেস করেছে তার ওপর তিনি ভয়ানক চটে উঠতেন। এই জনাই ওর স্ফ্রীর স্বাস্থ্য কেমন আছে কেউ জিগ্যেস করলে, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের মুখে ফুটে উঠত একটা গর্ব আর কঠোরতার ভাব। স্ফ্রীর আচরণ ও হদয়াবেগ নিয়ে ভাবতে চাইতেন না তিনি এবং সত্যি সত্যিই ভাবতেন না।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের স্থায়ী পল্লীভবন ছিল পিটার্সহফে. কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা সাধারণত গ্রীষ্মটা কাটাতেন সেখানেই, আন্নার প্রতিবেশী হিশেবে তাঁর সঙ্গে অবিরাম যোগাযোগ রেখে। এ বছর কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা পিটার্সহফে থাকতে চান নি, একবারও আসেন নি আন্না আর্কাদিয়েভনার কাছে, বেট্রিস আর দ্রন্সিকর সঙ্গে আন্নার অন্তরঙ্গতা যে অন্বস্তিকর, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে এ ইঙ্গিত তিনি করেছেন একাধিকবার। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে এ ইঙ্গিত তিনি করেছেন একাধিকবার। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁকে রুঢ়ভাবে থামিয়ে দিয়েছেন এই বলে যে তাঁর স্থাী সন্দেহের উধের্ব এবং সেই থেকে কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনাকে তিনি এড়িয়ে চলছেন। তিনি দেখতে চাইতেন না এবং দেখতেন না যে অনেক লোকেই তাঁর স্থাীর দিকে চাইছে বাঁকা চোপ্টের্কতে চাইতেন না এবং ব্রুতেন না কেন তাঁর স্থাী জারস্কোয়ে সেলোটে উঠে যাবার জন্য পীড়াপাড়ি করছেন যেখানে থাকতেন বেট্রিস, দ্রন্সিকর

বেজিমেণ্ট ছাউনি পেতেছে যেখান থেকে দ্রে নয়। এ নিরে নিজেকে ভাবতে তিনি দিতেন না এবং ভাবতেন না; কিন্তু সেইসঙ্গে নিজেকে এ কথা কখনো না বলে এবং কোনো প্রমাণ শ্ধ্ নয়, সন্দেহের কোনো কারণ না পেয়েও তিনি অন্তরের গভীরে গভীরে নিশ্চিত জানতেন যে তিনি প্রতারিত স্বামী, আর সে জন্য গভীর দ্বর্ভাগ্য বোধ করতেন।

স্থানি সঙ্গে আট বছরের সুখী জীবনে অন্যের বিশ্বাসঘাতিনী স্থাী আর প্রবাঞ্চত স্বামীর দিকে চেয়ে কতবার না তিনি মনে মনে ভেবেছেন: 'কী করে এটা ওরা হতে দিচ্ছে? এই বিশ্রা অবস্থাটা থেকে বেরিয়ে আসছে না কেন?' কিন্তু এখন, বিপদ যখন ভেঙে পড়েছে তাঁরই মাথায়, তখন এই বিশ্রা অবস্থাটা চুকিয়ে দেওয়ার কথা তিনি যে ভাবলেন না শুধ্ তাই নয়, আদৌ সে অবস্থাটা তিনি জানতেও চাইলেন না, চাইলেন না কারণ সেটা বড়ো বেশি ভয়ংকর, বড়ো বেশি অস্বাভাবিক।

বিদেশ থেকে ফিরে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর পল্লীভবনে গেছেন দ্ব'বার। একবার সেখানে দিবাহার সারেন, দ্বিতীয় বার সন্ধ্যা কাটান নিমন্তিতদের সঙ্গে, কিস্তু কোনো বারই রাত কাটান নি, যা করেছেন আগের বছরগ্বলোয়।

ঘোড়দোড়ের দিনটা ছিল আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে খ্রই কর্মব্যস্ত একটা দিন; কিন্তু সকালেই দিনের কর্মস্চি স্থির করার সময় তিনি ভেবেছিলেন তাড়াতাড়ি দিবাহার সেরে তিনি পল্লীভবনে যাবেন স্থার কাছে, সেখান থেকে ঘোড়দোড়ে, যেখানে থাকবে গোটা রাজদরবার, তাঁরও সেখানে থাকা উচিত। স্থার কাছে তিনি যাচ্ছেন কারণ শোভনতার জন্য সপ্তাহে একবার করে সেখানে যাবেন বলে স্থির করেছিলেন। তা ছাড়া সেদিন পনেরোই, এই তারিখে খরচার জন্য টাকা দেবার একটা রেওয়াজ্প গড়ে উঠেছিল।

স্থীর সম্পর্কে এইটুকু ভাবার পর যেটা স্থাীর ব্যাপার নিজের ভাবনার ওপর দখল থাকায় সেখানে নিজের ভাবনা প্রসারিত হতে দিলেন না তিনি। এই সকালটায় আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাজ ছিল প্রচুর। আগের দিন কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা পিটার্সব্রেগ আগত একজন নামকরা পর্যটকের চীন দ্রমণ সম্পর্কে প্রন্থিকা পাঠিয়ে লিথেছিলেন যে তাঁকে যেন ডাকা হয়, নানা কারণে লোকটি চিন্তাকর্ষক ও প্রয়োজনীয়। সন্ধ্যায় বইটি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ পড়ে উঠতে পারেন নি, সেটি

শেষ করলেন আজ সকালে। তারপর যাচকেরা আসে, শরুর হল রিপোর্ট লেখা, আপ্যায়ন করা, নিয়োগ, বরখাস্ত, পরুরুকার, পেনশন, মাহিনা দানের **१.क्**म, भवामाभ -- अर्थार आत्मक स्मार्ट आत्मक मार्म्याच्छ बात्क वमरणन रेमर्नान्मन काक यार७ অনেক সময় याय। তারপর ছিল তাঁর নিজের কাজ, ডাক্তারের আগমন, সরকার। সরকার বেশি সময় নেয় নি। আলেক্সেই আলেক সান্দ্রভিচকে প্রয়োজনীয় টাকাটা দিয়ে সে কেবল সংক্ষেপে বিষয়-আশরের হাল জানায় যা বিশেষ ভালো যাচ্ছিল না, কেননা বর্তমান বছরে ব্যক্তিগত সফরের জন্য অনেক খরচ হওয়ায় টান পড়েছে টাকার। কিন্তু ডাক্তার, পিটার্সবৃদ্ধের নামকরা ডাক্তারটি আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচের সঙ্গে সৌহার্দ্য থাকায় সময় নিলেন অনেক। আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ আজ তাঁকে আশা করেন নি. তাঁর আসায় তিনি অবাক হয়েছিলেন আরো এই জনা যে তিনি খুব মন দিয়ে তাঁর স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করেন, বুকে টেথোন্ফোপ লাগিয়ে শোনেন, যকুৎ টিপে দেখেন। আলেক্সেই আলেক্সাম্প্রভিচ জানতেন না যে তাঁর বন্ধ, লিদিয়া ইভানোভনা তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ যাচ্ছে দেখে রোগীকে পরীক্ষা করার জন্য ডাক্তারকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর কাছে যেতে। 'আমার জন্যে এই কাজটুকু কর্মন' ---বলেছিলেন কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

'এটা আমি করব রাশিয়ার জন্যে, কাউন্টেস' — জবাব দিয়েছিলেন ডাব্রুার।

কাউপ্টেস বর্লোছলেন, 'অম্লা মান্ব!'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে পরীক্ষা করে ডাক্তার খুবই অসন্তুণ্ট হলেন। দেখলেন তাঁর যকং অনেক বেড়েছে, কমে গেছে পুনিট, কোনো ফল হয় নি খনিজ জলে। তিনি বরাত করলেন যথাসম্ভব শারীরিক গতিবিধি বাড়িয়ে যথাসম্ভব মানসিক চাপ কমাতে, প্রধান কথা কোনোরকম দুনিচন্তা চলবে না, যা আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে নিশ্বাস না নেওয়ার মতোই অসম্ভব; চলে গিয়ে ডাক্তার আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের মনে এমন একটা ধারণা রেখে গেলেন যে তাঁর শরীরে কিছু একটা গড়বড় হয়েছে যা সারানো যাবে না।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছ থেকে চলে বেতে অলিন্দে ডাক্তারের দেখা হয়ে গেল তাঁর স্পরিচিত, কারেনিনের বাড়ির সরকার স্লিউদিনের সঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁরা ছিলেন সহপাঠী, কালেভদ্রে দেখা হলেও তাঁরা ছিলেন বন্ধ এবং পরস্পরের প্রতি সশ্রদ্ধ, সেই কারণে স্লিউদিনকে ছাড়া আর কাউকে ডাক্টার জানাতেন না রোগী সম্পর্কে তাঁর অভিমত।

শ্লিউদিন বললেন, 'আপনি এসেছেন বলে কী যে খ্রিশ হয়েছি। উনি সুস্থ নন, আর আমার মনে হয়... কিন্তু কী হয়েছে?'

'হয়েছে এই' — স্লিউদিনের মাথার ওপর দিয়ে গাড়ি আনার জন্য কোচোয়ানকে ইঙ্গিত করে ডাক্তার বললেন, তারপর তাঁর শাদা হাতে নরম দন্তানায় আঙ্বল ঢুকিয়ে যোগ করলেন, 'হয়েছে এই — একটা তন্তুকে টান না করে ছে'ড়বার চেন্টা করে দেখন — খ্বই কঠিন; কিন্তু ষথাসাধ্য টানটান করতে পারলে আঙ্বলের একটা ভারেই তা ছি'ড়ে পড়বে। আর উনি তাঁর পরিশ্রম আর কর্তব্য-বোধে টানটান হয়ে উঠেছেন একেবারে শেষ মাত্রায়। তা ছাড়া বাইরের চাপ পড়ছে, খ্বই বেশি চাপ' — অর্থব্যঞ্জকভাবে ভূর্ তুলে সমাপ্তি টানলেন ডাক্তার, এবং নিয়ে আসা গাড়িটায় উঠতে উঠতে যোগ করলেন, 'ঘোড়দৌড়ে যাচ্ছেন? হাাঁ হাাঁ, অনেক সময় যাবে বৈকি' — স্লিউদিন কী-একটা বলেছিলেন যা তাঁর কানে যায় নি, তার জবাবে বললেন তিনি।

ডাক্তার অনেক সময় নিয়ে চলে যাবার পর এলেন নামকরা পর্যটক আর আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর সদ্যপঠিত পর্যন্তকা এবং আগের জ্ঞান কাজে লাগিয়ে পর্যটককে বিস্মিত করলেন বিষয়টা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও সর্শিক্ষিত দ্র্তিভিক্সির প্রসারতায়।

পর্যটকের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেবেনিয়া-প্রধানের আগমন সংবাদ জানানো হল তাঁকে। তিনি পিটার্সবির্গে এসেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলার দরকার ছিল। ইনি চলে গেলে সরকারের সঙ্গে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারগর্লো সারতে হল, তারপর একটা গ্রের্থপূর্ণ জর্মার ব্যাপারে যেতে হল জনৈক কেণ্টবিষ্টুর কাছে। ফিরতে পারলেন কেবল তাঁর আহারের সময় বেলা পাঁচটা নাগাদ। সরকারের সঙ্গে আহার সেরে তিনি তাঁকে আমল্ফণ করলেন তাঁর সঙ্গে একত্রে পল্লীভবনে এবং পরে ঘোড়দৌড়ে যেতে।

ব্যাপারটা সম্পর্কে সজ্ঞান না থেকেই স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাংকালে এখন কোনো তৃতীয় ব্যক্তি যাতে উপস্থিত থাকে তার প্রয়োজন বোধ করছিলেন তিনি। ওপরতলার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আল্লন্শ্কার সাহায্যে আল্লা শেষ ফিতে আঁটছিলেন তাঁর গাউনে, এমন সময় সদরের কাছে শ্নতে পেলেন নুড়ি মাড়িয়ে যাওয়া চাকার শব্দ।

ভাবলেন, 'বেট্সির তো এত তাড়াতাড়ি আসার কথা নর।' জ্বানলা দিয়ে দেখতে পেলেন একটা গাড়ি আর তা থেকে বেরিয়ে আছে একটা কালো টুপি আর আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের অতি পরিচিত কান। ভাবলেন, 'দ্যাখো কান্ড, কী অসময়ে আসা; রাতে থাকবে নাকি?' এবং তার ফলে যা ঘটতে পারে সেটা তাঁর কাছে এতই সাংঘাতিক আর ভয়ংকর মনে হল যে মৃহ্তের জন্যও কিছ্ না ভেবে হাসিখ্লি উল্জ্বল মৃথে এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে। মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার যে ঝোঁক তাঁর পরিচিত নিজের মধ্যে তার উপস্থিতি টের পেয়ে আঅসমপণ করলেন সেই ঝোঁকে, কথা কইতে শ্রু করলেন কী বলছেন নিজেই তা না জেনে।

'আহ্ বেশ ভালো হল!' স্বামীর দিকে হাত বাড়িয়ে আর ঘরের লোক স্পিউদিনকে হেসে স্বাগত করে তিনি বললেন। আর প্রথম যে কথাটা তার প্রতারণার ঝোঁক তার মুখে জুগিয়ে দিলে, সেটা হল, 'রাত কাটাচ্ছ তো? এবার আমরা একসঙ্গে রওনা দেব। দুঃখের কথা বেট্সিকে কথা দিয়েছি। সে আসবে আমায় নিতে।'

বেট্সির নাম শন্নে মৃথ কোঁচকাল আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের।
'আরে না, অবিচ্ছেদ্যকে বিচ্ছিন্ন করতে আমি যাব না' — তিনি বললেন
তাঁর বরাবরের রহস্যের সন্রে, 'আমি যাব মিখাইল ভাসিলিয়েভিচের সঙ্গে।
ভাক্তারও আমাকে হাঁটাহাঁটি করতে বলেছে। হে'টে যাব রাস্তা দিয়ে আর
কল্পনা করব যে আছি খনিজ জলের এলাকায়।'

'তাড়াহ্মড়ার কিছ্ম নেই' — আল্লা বললেন, 'চা খাবে?' ঘণ্টি দিলেন তিনি।

'চা দিন-না, আর সেরিওজাকে বলনে যে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এসেছেন। তা কেমন আছ তুমি? মিখাইল ভাসিলিয়েভিচ আমাদের এখানে আপনারা আসেন নি, দেখনে কী স্বন্ধর আমাদের ঝুল-বারান্দা' — বললেন তিনি কখনো একে কখনো ওকে লক্ষ্য করে।

কথা কইছিলেন তিনি সহজ স্বাভাবিক স্বরে কিন্তু বড়ো বেশি এবং

বড়ো তাড়াতাড়ি। নিজেই তিনি তা টের পাচ্ছিলেন, বিশেষ করে মিখাইল ভার্মিলিয়েভিচ যে কৌত্হলী দ্ভিতৈ চাইছিলেন তা থেকে তিনি ব্রত পার্রাছলেন যে উনি কেমন যেন নজর করে দেখছেন তাঁকে।

মিখাইল ভার্সিলিয়েভিচ তক্ষ্বনি চলে গেলেন বারান্দায়। প্রামীর পাশে বসলেন আন্না।

বললেন, 'তোমার চেহারা খারাপ দেখাচেছ।'

উনি বললেন, 'হ্যাঁ, আজ ডাক্তার এসেছিল। এক ঘণ্টা সময় নিয়েছে। মনে হয় আমার বন্ধবান্ধবদের কেউ পাঠিয়েছিল, আমার স্বাস্থ্য এদের কাছে খ্বই ম্লাবান…'

'কিন্তু কী সে বললে?'

ওঁর স্বাস্থ্য, কাজকর্মের কথা জিগ্যেস করলেন আমা, বললেন বিশ্রাম দরকার, চলে আসুন তাঁর কাছে।

এ সবই আলা বললেন খ্রশির স্বরে, চোখে ঝিলিক তুলে; কিন্তু আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ সে স্বরে কোনো তাৎপর্য দিলেন না, তিনি শ্ব্ব তাঁর কথা শ্বনলেন এবং শ্ব্ব তাদের সোজাসাপটা মানেটাই ধরলেন। তিনি জবাবও দিলেন সাধাসিধে, যদিও রহস্য করে। আলাপটায় বিশেষছ কিছ্ব ছিল না, কিন্তু পরে লংজার একটা যন্ত্রণা ছাড়া এই ছোটো দ্শ্যটা শ্বরণ করতে পারতেন না আলা।

গৃহশিক্ষিকা সমভিব্যাহারে ঘরে ঢুকল সেরিওজা। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ যদি পর্যবেক্ষণ করার সাহস রাখতেন, তাহলে দেখতে পেতেন যে ছেলেটা ভীর্ ভীর্ বিহন্দ দৃষ্টিতে চাইল প্রথমে বাবা, পরে নায়ের দিকে। কিন্তু কিছ্ই তিনি দেখতে চাইছিলেন না এবং দেখলেন না।

'আ, নবয**়**বক ষে। বেড়ে উঠেছে... সত্যি, একেবারে মরদ। স্বাগত নবয**়**বক।'

করমর্দনের জন্য তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন সক্তম্ভ সেরিওজার দিকে। বাপের সঙ্গে সম্পর্কে সেরিওজা- আগেও ছিল সংকুচিত। আর এখন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাকে নবয্বক বলে ডাকতে শ্রুর্ করা এবং ভান্দিক শার্না মিত্র এই প্রহেলিকাটা মাথায় ঘ্রতে থাকার পর বাপ ার কাছে একেবারে পর হয়ে উঠেছে। মায়ের দিকে সে চাইল যেন সাহায্য গর্থনা করে। শুর্ধু মায়ের কাছে থাকলেই সে ভালো বোধ করত। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ওদিকে গৃহশিক্ষিকার সঙ্গে কথা বলতে বলতে কাঁধ ধরে রেখেছেন ছেলের, সেরিওজার এমন যন্ত্রণাকর অর্থনিত হচ্ছিল যে আল্লা দেখতে পেলেন যে ছেলেটার কালা পাছে।

ছেলে ঘরে ঢুকতেই আমা লাল হয়ে উঠেছিলেন, আর এখন সেরিওজার অস্বস্থি হচ্ছে লক্ষ্য করে ছেলের কাঁধ থেকে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের হাত সরিয়ে দিয়ে, তাকে চুম্ খেয়ে নিয়ে গেলেন বারান্দায় এবং তক্ষ্মি ফিরে এলেন।

নিজের ঘড়ি দেখে বললেন, 'সময় কিস্তু হয়ে গেছে। বেট্সি আসছে না কেন!..'

'হার্ট' বলে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ উঠে দাঁড়িয়ে আঙ্লে মটকালেন। 'আমি আরো এলাম তোমায় টাকা দেবার জন্যে, কেননা রপেকথা শ্বনে তো আর নইটিঙ্গেলের পেট ভরে না' — তিনি বললেন, 'মনে হয় তোমার এটা দরকার।'

'না দরকার নেই... ও হ্যাঁ, দরকার আছে' — স্বামীর দিকে না চেয়ে মাথার চুলের গোড়া অর্বাধ লাল হয়ে আল্লা বললেন, 'ঘোড়দৌড়ের পর তুমি এখানে আসবে আশা করি।'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন, 'হাাঁ' — তারপর জানলা দিয়ে অনেক উ'চুতে বসানো ছোট্ট কোচবক্স আর রবারের টায়ার লাগানো বিলাতি গাড়ি আসতে দেখে যোগ করলেন, 'এই যে পিটার্সহফেব স্বন্দরী, প্রিল্সেস ত্ভেস্কায়া। কী জমকালো! আহা মরি! তাহলে আমরাও চলি।'

প্রিন্সেস ত্ভেস্কায়া গাড়ি থেকে নামলেন না, শুধু বুট, কেপ আর কালো টুপি পরা তাঁর খানসামা নেমে এল দেউড়ির কাছে।

'আমি চললাম, আসি' -- বলে ছেলেকে চুম্ খেরে আন্না স্বামীর কাছে গিয়ে হ।ত বাড়িয়ে দিলেন, 'এসে খ্ব ভালো করেছ।'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ চুম্ন খেলেন তাঁর হাতে।

'তাহলে আসি। তুমি চা খেতে আসবে তো, চমংকার হবে!' এই বলে আন্না বেরিয়ে গেলেন হাসিখ্নিতে ঝলমলিয়ে। কিন্তু স্বামী চোখের আড়াল হতেই হাতের যেখানটায় তাঁর ঠোঁটের ছোঁয়া লেগেছিল সেটা অন্ভব করে কেপে উঠলেন ঘোনায়।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ যখন ঘোড়দোড়ের মাঠে পেণছলেন, আল্লা ০খন বেট্সির পাশে সেই মণ্ডপে বসে ছিলেন <mark>বেখানে জমা হরেছিল</mark> গাটা উ'চু সমাজের লোকজন। স্বামীকে তাঁর চোখে পড়েছিল দ্রে থেকেই। ুটি মানুষ, স্বামী আর তাঁর প্রণয়ী ছিল তাঁর জীবনের দুই কেন্দ্র, বাহ্যিক গ্রন্ভোতর সাহায্য ছাড়াই তিনি টের পাচ্ছিলেন তাঁদের নৈকটা। দূরে থেকেই ত্রন অনুভব করছিলেন স্বামী কাছিয়ে আসছেন, আর যে জনতরঙ্গের ্যধ্যে দিয়ে তিনি এগ্রিছলেন, তার ভেতর অজ্ঞাতসারেই লক্ষ্য করছিলেন াকে। তিনি দেখলেন, মণ্ডপের দিকে আসতে আসতে তিনি কখনো ্রাষামোদে অভিবাদনের উত্তর দিচ্ছিলেন কুপা প্রদর্শনের ভঙ্গিতে, কখনো দমকক্ষদের অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন প্রীতিভরে, অনামনস্কের মতো, কখনো নমাজের কেন্টবিন্টুদের দূদিট আকর্ষণের চেন্টায় উন্গ্রীব হয়ে তাঁর কানের 5গা চেপে ধরা মস্তো গোল টুপিটা খুলছিলেন। এই সমস্ত ধরন-ধারন গ্রান্নার জানা আছে, আর সবই তাঁর কাছে জঘন্য লাগছিল। তাঁর মনে হল, 'এ সবই কেবল আত্মাভিমান, **শুধুই উন্ন**তির বাসনা — <mark>মাত্র এই আছে</mark> ্রার মনের ভেতর। আর বড়ো বড়ো কথা, শিক্ষাবিস্তার, ধর্মের জন্যে এনুরাগ — এগুলো কেবল উন্নতি করতে পারার উপায়।'

মেয়েদের মন্ডপের দিকে তাঁর দ্ভিপাত থেকে আলা ব্ঝেছিলেন যে টনি ওঁকে থাজেছেন (তিনি সোজা আলার দিকেই তাকিরেছিলেন, কিন্তু নসলিন, রিবন, পালক, ছাতা আর ফুলের ভিড়ে তাঁকে চিনতে পারেন নি), ধালাও ইচ্ছে করেই তাঁকে দেখতে না পাওয়ার ভান করলেন।

'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ!' তাঁর উদ্দেশে চে'চিয়ে উঠলেন প্রিলেসস বেট্সি, 'আপনি নিশ্চয় স্মীকে দেখতে পাচ্ছেন না; এই যে এখানে!'

কারেনিন তাঁর নিষ্প্রাণ হাসি হাসলেন।

এখানে এমন চাকচিক্য যে চোখ ধাঁধিয়ে যার' — এই বলে তিনি এলেন মড়পে। স্বানীর উদ্দেশে হাসলেন তিনি, সদ্য সাক্ষাতের পর ফের স্বাকে সেথে যেভাবে স্বামীর হাসা উচিত, প্রিল্সেস এবং অন্যান্য পরিচিতদের সম্ভাষণ জানালেন, প্রত্যেককেই দিলেন তাদের উচিতমতো প্রাপ্যা, অর্থাং হিস্যু করলেন মহিলাদের সঙ্গে আর মাধা নোয়ালেন প্রেষ্বদের উদ্দেশে। নিচে মন্ডপের কাছে দাঁভিয়ে ছিলেন আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচের কাছে

সম্মানীর, মনীযা ও শিক্ষাদীক্ষার স্ব্খ্যাত এক জেনারেল-অ্যাডজ্ট্যাণ্ট। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কথা কইতে লাগলেন তাঁর সঙ্গে।

দৌড়ের মাঝখানে তখন বিরতি, তাই আলাপে বাধা পড়ার মতো কিছ্ ছিল না। জেনারেল-অ্যাডজ্বট্যান্ট ঘোড়দৌড়ের নিন্দা করছিলেন, তাতে আপত্তি করে কারেনিন দাঁড়ালেন তার সমর্থনে। আলা তাঁর একটি কথাও বাদ না দিয়ে শ্র্নছিলেন তাঁর মিহি সমতাল কণ্ঠদ্বর আর তাঁর প্রতিটি কথাই তাঁর মনে হচ্ছিল মিথ্যা, কানে বি'ধছিল যক্ষণা দিয়ে।

যখন চার ভাস্টের হার্ডল রেস শ্রুর হয়, তখন আন্না সামনে ঝ্রেপড়ে চোখ না সরিয়ে দেখছিলেন যে ভ্রন্স্কি ঘোড়ার কাছে এসে তাতে চাপছেন আর সেইসঙ্গে শ্রুনছিলেন স্বামীর এই অবিশ্রাম বিরক্তিকর কণ্ঠস্বর। ভ্রন্স্কির জনা আশংকায় কন্ট হচ্ছিল তাঁর, কিন্তু আরো বেশি কন্ট হচ্ছিল কথার পরিচিত টান সমেত স্বামীর মিহি গলায়, যা কখনো থামবে না বলে মনে হচ্ছিল তাঁর।

'আমি একটা খারাপ মেয়ে. নন্টা মেয়ে' -- আলা ভাবছিলেন, 'কিন্তু মিথো বলতে আমার ভালো লাগে না, সইতে পারি না মিথো, কিন্তু ওব (স্বামীর) খোরাক এই মিথ্যেই। সব ও জানে, সব দেখতে পাচ্ছে; অথচ অমন শাস্তভাবে কথা বলতে বখন ও পারছে তখন কী তার অনুভৃতিব দাম? যদি খনে করত আমার, খনে করত দ্রন্দিককে, তাহলে বরং সম্মান করতাম ওকে। কিন্তু না, ওর দরকার কেবল মিখ্যা আর শোভনতা নিজেকে বোঝাচ্ছিলেন আমা, কিন্তু ভার্বাছলেন না ঠিক কী তিনি চান স্বামীর কাছ থেকে, ঠিক কী চেহারায় তাঁকে দেখতে চান। তিনি ব্রু পারছিলেন না যে স্বামীর এখনকার অতি বিরক্তিকর এই বাগ্রাহ,ল তার অন্তরের উদ্বেগ ও অন্থিরতার প্রকাশ মাত্র। চোট খাওয়া শিশ, যেভারে লাফালাফি করে পেশীর সণ্ডালনে বেদনা চাপা দিতে চায়, তেমনি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছেও প্রয়োজন ছিল মানসের সঞ্চালন যা তাঁর স্থার উপস্থিতিতে, দ্রন্স্কির উপস্থিতি, ক্রমাগত তাঁর নাথেব উল্লেখে স্থার সম্পর্কে যে ভাবনা জাগত তা চাপা দেবার জন্য। শিশ্ ^{হোন} শ্বাভাবিকভাবেই লাফালাফি করে, ভালো করে ব্রন্ধিমানের মতো কথা বলাও ছিল তাঁর পক্ষে তেমনি স্বাভাবিক। তিনি বলছিলেন:

'সৈন্যদের, ঘোড়সওয়ার অফিসারদের দৌড়ের একটা আবশ্যিক শ^{ু ই}

হল বিপদের ঝুঁকি। ইংলন্ড যে সামরিক ইতিহাসে অশ্বারোহী বাহিনীর চমংকার কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছে, তার কারণ পশ্ব ও মান্যের এই শক্তিটা সে বাড়িয়ে তুলেছে ঐতিহাসিক দিক দিয়ে। আমার মতে, ফ্রীড়ার গ্রহ্ম প্রভূত, অথচ বরাবরের মতো, আমরা দেখি কেবল ওপরটুকু।

'ওপরটুকু নয়' — বললেন প্রিশেসস ত্ভেম্ক'ায়া, 'শ্বনছি একজন অফিসার তার পাঁজরার দুটি হাড়ই ভেঙেছে।'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর নিজম্ব হাসি হাসলেন যাতে তাঁর দাঁত ছাড়া আর কিছ**্ই প্রকাশ পেল না**।

বললেন, 'মানছি প্রিন্সেস, এটা ওপরকার নয়, ভেতরকার ব্যাপার, কিন্তু সেটা কোনো কথা নয়।' এবং ফের তিনি ফিরলেন জেনারেলের দিকে যার সঙ্গে কথা কইছিলেন গ্রেত্ম সহকারে। 'ভুলবেন না যে দৌড়তে নেমেছে সামরিক লোকেরা, যারা এই কাজটা বেছে নিয়েছে এবং নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে প্রত্যেক কাজেরই আছে পদকের উলটো পিঠ। এটা আসে সরাসরি সামরিক কর্তব্যের মধ্যে। ঘ্রসোঘ্রিস অথবা স্পেনের তরিয়াদরদের কদর্য খেলাগ্রলো বর্বরতার লক্ষণ। কিন্তু বিশেষীকৃত ক্রীড়া — সেটা লক্ষণ বিকাশের।'

'না, দ্বিতীয়বার আমি আর আসব না এখানে; বড়ো ব্যাকুল লাগে' — বললেন প্রিন্সেস বেট্সি, 'তাই না আন্না?'

'তা লাগে, তবে চোখ ফেরানো যায় না' — বললেন অন্য এক মহিলা, আমি যদি হতাম রোমের মেয়ে, তাহলে কোনো মল্লভূমিতেই হাজির হতে আমি ছাড়তাম না।'

আন্না কিছ্নুই বললেন না, দ্রেবীন না নামিয়ে চেয়ে ছিলেন কেবল একটা জায়গাতেই।

এই সময় মন্ডপ দিয়ে যাচ্ছিলেন দীর্ঘকায় এক জেনারেল। আলাপ থামিয়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাড়াতাড়ি করে উঠে দাঁড়িয়ে তবে নর্যাদা নিয়েই নিচু হয়ে অভিবাদন করলেন তাঁকে।

'আপনি দোড়চ্ছেন না?' ঠাট্টা করে জিগ্যেস করলেন জেনারেল।

'আমার দৈড়ি আরো কঠিন কাজ' — সসম্ভ্রমে জবাব দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

এবং বদিও জবাবটার বিশেষ কোনো মানে হয় না, তাহলেও জেনারেল

এমন ভাব করলেন যেন ব্রিন্ধমান লোকের কাছ থেকে একটা ব্রিন্ধমান উক্তি শোনা গেল এবং প্ররোপ্রির ব্রহেন la pointe de la sauce*।

'আছে দৃই পক্ষ' — পৃরনো তর্কটা ফের চালিয়ে গেলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'যারা দৌড়চ্ছে আর যারা দেখছে, আর দৃশ্যটাকে ভালোবাসা যে দর্শকদের নিচু মানের স্ক্রিনিন্চত লক্ষণ তা আমি মানি, কিন্তু…'

'প্রিন্সেস, বাজি!' বেট্সির উন্দেশে নিচু থেকে শোনা গেল স্তেপান আর্কাদিচের গলা, 'আর্পনি কার পক্ষে?'

'আমি আর আয়া প্রিন্স কুজোভ্লেভের পক্ষে' — বেট্সি বললেন। 'আমি দ্রন্স্কির পক্ষে। বাজি দস্তানা।'

'त्रािक !'

'কিন্তু কী স্ক্রে। তাই না?'

তাঁর আশেপাশে যখন এই সব কথা হচ্ছিল, ততক্ষণ আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ চুপ করে ছিলেন, কিন্তু ফের শ্রু করলেন।

'মানছি, কিন্তু পৌরুষের খেলা...' চালিয়ে যেতে চাইছিলেন তিনি।

কিন্তু সেই সময়েই দোড় শ্রে হল, থেমে গেল সমস্ত কথাবার্তা।
আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচও চুপ করে গেলেন এবং সবাই ওপরে উঠে
দ্বিট নিবদ্ধ করল নদীর দিকে। দোড়ে আগ্রহ ছিল না আলেক্সেই
আলেক্সান্দ্রভিচের তাই সওয়ারদের দিকে না চেয়ে তিনি তাঁর ক্লান্ত চোখ
ব্লতে লাগলেন দর্শকদের ওপর। দ্বিট তাঁর স্থির হল আয়ার কাছে
এসে।

মুখখানা তাঁর বিবর্ণ, কঠোর। স্পষ্টতই একজনকে ছাড়া আর কিছ্ই এবং কাকেও দেখছিলেন না তিনি। খামচে খামচে তিনি চেপে ধরছিলেন পাখা, নিশ্বাস পড়ছিল না। তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখেই তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলেন তিনি, দেখতে লাগলেন অন্যান্য মুখ।

'হাাঁ, ঐ মহিলাটি এবং অন্যান্যেরাও অতি উত্তেজ্ঞিত; তা খ্বই স্বাভাবিক' — মনে মনে ভাবছিলেন তিনি। আন্নার দিকে তাকাতে চাইছিলেন না তিনি, কিন্তু আপনা থেকেই চোখ তাঁর চলে যাচ্ছিল সেদিকে। ফের তাঁর মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে চেষ্টা করলেন সে মুখে যা

* কিলে তার মজা (করাসি)।

পরিম্কার লেখা আছে সেটা না পড়তে আর নিজের ইচ্ছার বির্দ্ধেই সভরে পড়লেন যা তিনি জানতে চাইছিলেন না।

নদীতে কুজোভ্লেভের প্রথম পতনে চণ্ডল হয়ে উঠেছিল সবাই, কিন্তু আল্লার বিবর্ণ বিজয়গবিত মুখে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ পরিষ্কার দেখতে পেলেন, যার দিকে আল্লা চেয়ে ছিলেন, সে পড়ে নি। মাখোতিন আর দ্রন্দিক বড়ো প্রতিবন্ধকটা পেরিয়ে যাবার পর পরবর্তী অফিসার যখন সেখানে পড়ে গিয়ে মাথা ভাঙলেন এবং দর্শকদের মধ্যে বয়ে গেল আতংকের একটা গ্রন্ধন, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ দেখতে পেলেন যে আল্লা ঘটনাটা লক্ষাই করলেন না এবং চারিপাশে লোকে কী কথা বলাবলি করছে সেটা বোঝা শক্ত হচ্ছিল তাঁর পক্ষে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ দ্রমেই ঘন ঘন এবং একাগ্র দৃষ্টিতে চাইছিলেন তাঁর দিকে। ছনুটন্ত দ্রন্দ্রভাপ গ্রেকবারে তন্ময় হলেও আল্লা টের পাচ্ছিলেন পাশ থেকে স্বামীর নির্ব্তাপ চোখের দৃষ্টি তাঁর ওপর নিবদ্ধ।

মূহ,তের জন্য চাইলেন আল্লা, তাকিয়ে দেখলেন জিজ্ঞাস, দ্ণিটতে, একট্ ভুর, কুচকে ফের মূখ ফিরিয়ে নিলেন।

যেন বললেন, 'আহ্, আমার বয়ে গোল' — এবং আর একবারও তাকালেন না তাঁর দিকে।

ঘোড়দোড়টা হল দ্বর্ভাগ্যজনক, সতেরো জন সওয়ারের মধ্যে অর্ধেকের বেশি লোক পড়ে গিয়ে হাড়গোড় ভাঙে। দৌড়ের শেষের দিকে সবাই উর্ত্তোজত হয়ে ওঠে, সে উত্তেজনা আরো বাড়ে কারণ অসস্তৃষ্ট হয়েছিলেন জার।

n 22 n

সবাই চিংকার করে তাদের অসন্তোষ জানাচ্ছিল, কার যেন বলা একটা উক্তির প্নরন্তি করছিল সবাই: 'শ্ব্দ্ সিংহ ছেড়ে দেওয়া সার্কাসটাই বাকি।' সবারই এমন বীভংস লাগছিল যে দ্রন্দিক যখন পড়ে যান আর আন্না সরবে হাহাকার করে ওঠেন, তখন সেটা কারো কাছে অস্বাভাবিক কিছ্ন ঠেকে নি। কিন্তু তার পরেই আন্নার যে ভাবান্তর দেখা গেল সেটা নিশ্চিতই অশোভন। একেবারে অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি, ছটফট করতে লাগলেন ধরা পড়া পাখির মতো: কখনো উঠে দাঁড়িয়ে কোথার যেন যাবার উপক্রম করেন, কখনো আবার বেট্সিকে বলেন:

'যাওয়া যাক, যাওয়া যাক।'

কিন্তু তাঁর কথা বেট্সি শ্নেছিলেন না, ঝু'কে পড়ে তিনি কথা কইছিলেন তাঁর দিকে আগত জেনারেলের সঙ্গে।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আন্নার কাছে এসে সন্দ্রমভরে হাত এগিয়ে দিলেন।

'আপনার আপত্তি না থাকলে চল্লন যাই' – বললেন ফরাসি ভাষায়: কিন্তু আমা শ্রনছিলেন জেনারেলের কথা, স্বামীকে খেয়াল করলেন না।

জেনারেল বললেন, 'শন্নলাম ওরও পা ভেঙেছে। এ একেবারে অনাস্ছিট কান্ড।'

শামীর কথার জবাব না দিয়ে আল্লা দ্রবীন তুলে দেখতে লাগলেন যে জায়গাটায় দ্রন্দিক পড়েছেন। কিন্তু সেটা এত দ্রে আর এত লোকে ভিড় করেছে যে কিছুই ঠাহর করা যায় না। দ্রবীন নামিয়ে উনি চলে যাবার উপক্রম করলেন, কিন্তু এই সময় এক অফিসার ঘোড়া ছুনিটয়ে এসে কী যেন খবর দিল জারকে। আল্লা মুখ বাড়িয়ে সেটা শোনবার চেণ্টা করলেন।

'স্তিভা! স্থিভা!' চে'চিয়ে ভাইকে ডাকতে লাগলেন তিনি। কিন্তু সে ডাক ভাইয়ের কানে গেল না। ফের চলে যেতে চাইছিলেন আল্লা।

'আপনি যদি যেতে চান তাহলে আমি আরো একবার হাত বাড়িরে দিচ্ছি' — আমার বাহঃ ছারে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

বিতৃষ্ণার সরে গেলেন আল্লা, তাঁর মুখের দিকে না চেয়েই জবাব দিলে। 'না, না, আমায় রেহাই দিন, আমি থাকব এখানেই।'

এবার তাঁর চোথে পড়ল, দ্রন্দিক যেখানে পড়ে গিয়েছিলেন সেখান থেকে বৃত্ত পোরিয়ে একজন অফিসার ছ্রটে আসছে মণ্ডপের দিকে। বেট্সির্মাল নেড়ে তাকে ডাকলেন।

অফিসার খবর আনল যে সওয়ার জখম হয় নি কিন্তু পিঠ ভেক্ত গৈছে ঘোড়াটার।

তা শ্বনে আল্লা ধপ করে বসে পড়ে মুখ ঢাকলেন পাখা দিয়ে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ দেখতে পেলেন যে আল্লা কাঁদছেন, শ্বং চোখের জল নয়, ফোঁপানিও আটকাতে পারছেন না বাতে স্ফীত হয়ে উঠছে তাঁর ব্ৰুক। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁকে সামলে ওঠার সময় দিয়ে আড়াল করে দাঁড়ালেন।

কিছকেণ পরে তিনি আমার উদ্দেশে বললেন, 'তৃতীয় বার আমি আমার থাত এগিয়ে দিচ্ছি।' আমা তাকালেন তাঁর দিকে, ভেবে পাচ্ছিলেন না কী বলবেন। প্রিন্সেস বেট্সি এলেন তাঁর সাহায্যে।

'না, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, আমাকে এনেছি আমি, ওকে আমিই পৌ'ছে দেব বলে কথা দিয়েছি।'

'মাপ করবেন প্রিন্সেস' — উনি বললেন সম্প্রমভরে হেসে, কিন্তু স্থির দ্রিত চোথে চোথে চেরে, 'কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে আনা মোটেই স্বস্থ নন, আমি চাই উনি আমার সঙ্গে চলনে।'

আন্না সন্তম্ভ দ্ণিউতে চাইলেন চারিপাশে, বাধ্যের মতো উঠে দাঁড়িয়ে স্থানীর বাহত্বলমা হলেন।

'আমি লোক পাঠাব ওর কাছে, খবর জেনে তোমাকে বলে আসব' — ফুসফিসিয়ে বললেন বেট্রিস।

মন্ডপ থেকে বেরুবার পথে যাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছিল তাদের সঙ্গে বরাবরের মতোই কথা কইছিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আর ববাবরের মতোই প্রশ্নের জবাব দিয়ে আলাপ চালাতে হচ্ছিল আলাকে; কিন্তু নিজে তিনি প্রকৃতিস্থ ছিলেন না, স্বামীর বাহুলগ্না হয়ে যাচ্ছিলেন যেন কোনো এক স্বপ্লের ভেতর দিয়ে।

জখম হয়েছে কি হয় নি? সত্যি? আসবে কি আসবে না? আজকে কি দেখতে পাব?' ভাবছিলেন তিনি।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের গাড়িতে তিনি উঠলেন নীরবে, নীরবে বিরয়ে এলেন গাড়িযোড়ার ভিড় থেকে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ পাচন্দ্রে যা দেখেছেন তা সন্ত্বেও তিনি স্নীর সত্যকার অবস্থা সম্পর্কে ভাবতে চাইছিলেন না। তিনি দেখছিলেন শৃধ্ বাহ্য লক্ষণ। তাঁর চোখে পড়েছিল যে স্নীর ব্যবহারটা শোভন হয় নি. সেটা তাঁকে বলা তাঁর উচিত বলে তিনি মনে করেছিলেন। কিন্তু এর বেশি কিছ্ না-বলা, শৃধ্ এইটুক্ বলা তাঁর পক্ষে খ্বই কঠিন হচ্ছিল। আলার আচরণ কীরকম অশোভন হয়েছে তা বলবার জন্য মৃথ খ্লালেন তিনি, কিন্তু অনিচ্ছান্তমেই বললেন একেবারে অন্য কথা।

বললেন, 'কিন্তু এই সব নিন্তুর দৃশ্য দেখার কাঁ কোঁক আমাদের। আমি দেখেছি…'

'কী? বুঝতে পারছি না' — ঘূণাভরে আমা বললেন।

তিনি ক্ষ্ম হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই বলতে শ্রুর করলেন যা বলতে চাইছিলেন।

'আপনাকে আমার বলা উচিত' — উনি বললেন।

'এইবার বোঝাপড়া' --- আল্লা ভাবলেন এবং ভয় হল তাঁর।

'আপনাকে আমার বলা উচিত যে আজকে আপনার ব্যবহার অশোভন হয়েছে' - উনি বললেন ফরাসি ভাষায়।

স্বামীর দিকে ঝট করে মাথা ঘ্রারিয়ে আন্না সরাসরি চাইলেন তাঁর চোখে চোখে, কিন্তু আগের মতো আমোদের অন্তরাল তাতে ছিল না, ছিল একটা দঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব, যা দিয়ে বহু কন্টে তিনি লুকাতে চাইছিলেন তাঁব গ্রাম। উচ্চকপ্ঠে বললেন, 'অশোভন ব্যবহার করলাম কিসে?'

'সাবধান' কোচোয়ানের সামনে খোলা জানলাটার দিকে আঙ্্ল দেখিয়ে তিনি বললেন।

তারপর উঠে শার্সি টেনে দিলেন।

'অশোভন আপনি কী দেখলেন?' ফের জিগ্যেস করলেন আমা।

'একজন ঘোড়সওয়ার যখন পড়ে যায় তখন যে হতাশা আপনি চাপ। দিতে পারেন নি, সেইটে।'

আন্না আপত্তি করবেন ভেবে তিনি কিছ্বটা অপেক্ষা করলেন; কিণ্ড নিজের সামনের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন আন্না।

'আমি আপনাকে আগেই বলেছিলাম যে সমাজে এমনভাবে চলবেন যাতে নিন্দ্বকেরা আপনার বিরুদ্ধে কিছু বলতে না পারে। এক সময় আমি আমাদের আভান্তরীণ সম্পর্কের কথা তুর্লোছলাম; এখন সে কথা বলছি না। বলছি বাহ্য সম্পর্কের কথা। আপনি অশোভন আচরণ করেছেন। আমি চাই যেন তার পুনরাবৃত্তি না হয়।'

আন্না তাঁর কথার আধখানাও শোনেন নি, তিনি ভর পাচ্ছিলেন তাঁকে আর ভাবছিলেন, 'সতাই কি দ্রন্সিক ঘারেল হয় নি। তার সম্পর্কেই বি লোকে বলছিল যে সে অক্ষত, শ্ব্দ্ পিঠ ভেঙেছে ঘোড়ার?' স্বামীর কথা শেষ হতে আন্না শ্ব্দ্ ভান করা একটা উপহাসের হাসি হাসলেন, কোনো জ্বাব দিলেন না, কেননা স্বামী যা বলছিলেন তা শোনেন নি তিনি।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ শ্রের্ করেছিলেন বেশ সাহস নিয়েই, কিন্তু যখন তিনি পরিষ্কার ব্রুবতে পারলেন কী কথা তিনি বলছেন, তখন আল্লা যে ভর পাচ্ছিলেন সেটা সঞ্চারিত হল তার মধ্যেও। হাসিটা দেখে একটা অস্কৃত বিদ্রান্তি তাঁকে পেয়ে বসল।

'আমার সন্দেহে ও হাসছে। সেবার যা বলেছিল এখন তাই বলবে: আমার সন্দেহের কোনো ভিত্তি নেই, ওটা হাস্যকর।'

এখন, সর্বাকছ্ যখন অব্যারিত হবার মুখে, তখন তিনি সবচেয়ে বেশি করে চাইছিলেন যে আলা সেবারের মতো উপহাসের স্বরে বল্বন যে তাঁর সন্দেহের কোনো ভিত্তি নেই। তিনি যা জেনেছেন সেটা তাঁর কাছে এত ভরংকর যে তিনি এখন সর্বাকছ্ব বিশ্বাস করতে প্রস্তুত। কিন্তু আলার সন্দ্রস্ত বিমর্থ মুখের ভাবটা এমন যে প্রতারণারও অবকাশ নেই।

বললেন, 'হয়ত ভুল হচ্ছে আমার। সেক্ষেত্রে ক্ষমা চাইছি।'

'না. ভুল করেন নি' — স্বামীর নির্ব্তাপ ম্থের দিকে মরিয়া দ্থিতে আল্লা বললেন ধীরে ধীরে, 'না, ভুল হয় নি আপনার। হতাশ হয়ে উঠেছিলাম আমি, না হয়ে পারি না। আপনার কথা আমি শ্নছি, কিন্তু ভাবছি তার কথা। আমি ওকে ভালোবাসি, আমি ওর প্রণায়নী, আপনাকে আমি সইতে পারি না, ভয় করি, ঘেলা করি আপনাকে... আপনার যা খ্নিশ কর্ন আমাকে নিয়ে।'

গাড়ির কোণে ঠেস দিয়ে আন্না দুই হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে উঠলেন। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ নড়লেন না, সম্মুখপানে দ্বির দ্দির বদল হল না তাঁর। কিন্তু মুখের ভাব তাঁর হঠাং হয়ে উঠল মূতের মতো সুগন্তীর, পল্লীভবনে যাওয়া পর্যস্ত সেটা বজায় রইল। বাড়ির কাছে এসে তিনি একই ভাবে মুখ ফেরালেন আন্নার দিকে।

'বেশ! কিন্তু বাহ্যিক শোভনতা বজায় রাখার দাবি করছি আমি যদ্দিন না' — গলা তাঁর কে'পে গেল, 'যদ্দিন না নিজের সম্মান রক্ষার ব্যবস্থা করছি এবং সে কথা আপনাকে বলছি।'

তিনি আগে নেমে আন্নাকে নামতে সাহায্য করলেন। চাকরবাকরদের সামনে তিনি নীরবে তাঁর হাতে চাপ দিয়ে ফের গাড়িতে উঠে রওনা দিলেন পিটার্স'বৃংগে।

ঠিক তাঁর পরেই বেট্সির চাপরাশি এল আমার কাছে চিরকুট নিয়ে: দিনটা বিছছিরি, সারা সকাল বৃষ্টি পড়েছে, ছাতি নিয়ে রোগীরা ভিড় করেছে গ্যালারিতে।

কিটি যাচ্ছিল মা আর মন্দেকা কর্নেলের সঙ্গে। ফ্রান্কফুটে রেডিমেড কেনা তার ইউরোপীয় ফ্রক-কোটটা নিয়ে ফুতিভে বাব্রানি দেখাচ্ছিল কর্নেলিটি। গ্যালারির এক পাশ দিয়ে যাচ্ছিল লেভিন। তাকে এড়াবার জন্য ওরা চলল অন্য পাশ দিয়ে। নিচের দিকে কানা নামানো কালো একটা টুপি আর গাঢ় রঙের একটা পোশাক পরে ভারেন্কা অন্ধ একটি ফরাসি মহিলাকে নিয়ে যাচ্ছিল গ্যালারি বরাবর আর কিটির সঙ্গে দেখা হলেই প্রতিবার বন্ধর মতো তারা দৃষ্টি বিনিময় করছিল।

নিজের অচেনা বন্ধকে অন্সরণ করে আর সে যে প্রস্রবণের কাছেই এবং তাদের সাক্ষাৎ হতে পারে এটা লক্ষ্য করে কিটি বললে, 'মা, ওর সঙ্গে একটু কথা বলব?'

মা বললেন 'তা তোর যখন অতই ইচ্ছে, তাহলে আমি নিজেই ওর কাছে যাব। ওর মধ্যে কী এমন পেলি তুই? সঙ্গিনী তো। যদি চাস, মাদাম শ্টালের সঙ্গে পরিচয় করে নেব। আমি ওঁর belle-soeur*-কে চিনতাম — গরবে মাথা তুলে যোগ দিলেন প্রিন্স-মহিষী।

কিটি জানত যে মাদাম শ্টাল যেন ইচ্ছে করেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় এড়িয়ে গেছেন বলে প্রিণ্স-মহিষী ক্ষুদ্ধ। পীড়াপীড়ি করল না কিটি।

ফরাসিনীকে যখন ভারে॰কা গেলাস এগিয়ে দিচ্ছিল তখন তাকে দেখে কিটি বললেন, 'আশ্চর্য', কী মিষ্টি! দ্যাখো, দ্যাখো, কত সহজ আর মিষ্টি।'

'তোর engouements**-এ আমার মজা লাগছে' — প্রিন্স-মহিষী বললেন, 'না, বরং ফিরে যাই।' লেভিন তার সঙ্গিনী আর একজন ডান্ডারের সঙ্গে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে দেখে যোগ করলেন তিনি। উচ্চকণ্ঠে সক্রোধে লেভিন কী যেন বলছিল ডান্ডারকে।

পেছনে ফেরার জন্য ওরা ঘ্রতেই হঠাৎ আর উচ্চকণ্ঠ নর, শোনা গেল চিংকার। লেভিন থেমে গিয়ে চ্যাঁচাচ্ছিল, ডাক্তারও চটে উঠেছে। ভিড

[•] বৌমা (ক্রাসি)।

[🕶] মাতন (ফরাসি)।

জমে গেল তাদের ঘিরে। কিটিকে নিয়ে প্রিন্স-মহিষী তাড়াতাড়ি সরে গেলেন আর ব্যাপারটা কী জানবার জন্য করেল যোগ দিল ভিডে।

করেক মিনিট বাদে সে এসে তাঁদের সঙ্গ ধরল। প্রিন্স-মহিষী জিগ্যেস করলেন, 'কী হল ওখানে?'

'লজ্জার ব্যাপার!' কর্নেল জবাব দিল, 'ভয় শ্ব্ধ্ একটা জিনিসে — বিদেশে রুশীর সঙ্গে সাক্ষাং। এই ঢ্যাঙা ভদ্রলোকটি গালাগালি করছিলেন ডাক্তারকে, ঠিকমতো চিকিংসা করছেন না বলে শাসাচ্ছিলেন, লাঠিও আস্ফালন করেছেন। একেবারে লজ্জার কথা!'

প্রিন্স-মহিষী বললেন, 'ইস, কী বিচ্ছিরি! তা শেষ হল কিসে?'

'হ্যাঁ, ওই যে, ওই ব্যাঙের ছাতা টুপি মাথায় মেয়েটা, রুশী বোধ হয়, ও এসে সামলালে, ধন্যবাদ ওকে' — বললে কর্নেল।

'মাদমোয়াজেল ভারে কা?' খ্রিশ হয়ে জিগোস করলে কিটি।

'হাাঁ, হাাঁ, সবার আগে সে ছ্বটে আসে, ভদ্রলোকটির হাত ধরে নিয়ে যায় তাঁকে।'

'দেখলেন তো মা' — মাকে বললে কিটি, 'অথচ ওর প্রশংসায় আমি পঞ্চমুখ বলে আপনি অবাক হন।'

পরের দিন থেকে অজানা বান্ধবীটিকে লক্ষ্য করে কিটির চোথে পড়ল যে মাদমোয়াজেল ভারে কার অন্য সমস্ত protégés*-এর যে সম্পর্ক, লেভিন আর মহিলাটির সঙ্গেও তার সে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাদের কাছে যেত সে, কথাবার্তা কইত, মহিলাটি বিদেশী ভাষা জানত না বলে তার দোভাষীর কাজ করে দিত।

ভারে কার সঙ্গে পরিচয় করার জন্য মাকে আরও বেশি করে পীড়াপীড়ি করতে লাগল কিটি। আর যে মাদাম শ্টাল কেমন একটা গ্নমর দেখিয়ে থাকেন, তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের জন্য যেন প্রথম এগিয়ে আসাটা প্রিন্স-মহিষীর পক্ষে ষতই অপ্রীতিকর লাগ্নক, ভারে কা সম্পর্কে খবরাখবর নিলেন তিনি আর এ পরিচয়ে ভালো বিশেষকিছন না হলেও খারাপ কিছন হবে না জেনে তিনি নিজেই প্রথম গোলেন ভারে কারে, পরিচয় করলেন তার সঙ্গে।

[•] তত্ত্বাবধানস্থ লোক (ফরাসি)।

মেরে বখন প্রপ্রবণে গেছে আর ভারেন্কা রুটির দোকানের সামনে খেমেছে, সেই সময়টা বেছে নিয়ে প্রিস-মহিষী গেলেন তার কাছে।

'আপনার সঙ্গে পরিচয় করতে দিন' — মর্যাদায় ভরা হাসি হেসে তিনি বললেন, 'আমার মেয়ে আপনার প্রেমে পড়েছে' — বললেন, 'আমার হয়ত আপনি চেনেন না, আমি...'

'এটা পারম্পরিকের চেয়েও বেশি' — তাড়াতাড়ি করে জবাব দিলে ভারেণ্কা।

প্রিশ্স-মহিষী বললেন, 'কাল আমাদের অভাগা দেশবাসীর কী উপকারই-না আপনি করেছেন।'

ভারে॰কা লাল হয়ে উঠল।

वलाल, 'करे, मान भएष ना एए। किছुरे कति नि मान रहा।'

'সে কী, ওই লেভিনকে যে একটা বিছছিরি কাণ্ড থেকে উদ্ধার করলেন।'
'ও হাাঁ, sa compagne* আমায় ডাকে, আমি ওকে শাস্ত করার চেণ্টা
করি। খ্বই ও অসমুস্থ, ডাক্তারের ওপর খ্নিশ নয়। এই ধরনের রোগীদের
সেবাশুশ্রুষা করার অভ্যাস আছে আমার।'

'শ্বনেছি যে আপনি থাকেন মে'তনে, আপনার খ্রিড়, বোধ হয় মাদাম শ্টালের সঙ্গে। আমি ওঁর belle-soeur-কে জানতাম।'

'না, উনি আমার খ্রিড় নন। আমি ওঁকে মা বলি, তবে ওঁর আপনার আমি নই। আমায় উনি মান্য করেছেন' -- জবাব দিতে গিয়ে ফের লাল হয়ে উঠল ভারেজ্কা।

কথাগ্রলো সে বললে এত সহজে, সহজ খোলামেলা ম্থখানা ছিল এত মিন্টি যে প্রিন্স-মহিষী ব্রুলেন কেন তাঁর কিটি ভারেজ্কার এত অনুরাগী জিগোস করলেন, তা এই লেভিনের কাঁ হল?

'ও চলে যাচ্ছে' - জবাব দিলে ভারেঞ্কা।

মা তার অজানা বন্ধর সঙ্গে পরিচয় করেছেন, এই আনন্দে জর্লজর্বে হয়ে এই সময় প্রস্তবণ থেকে ফিরল কিটি।

'তাহলে কিটি, তোর ভরানক যা ইচ্ছা ছিল আলাপ করার মাদমোয়াজেল...'

'स्रिक ভाরে॰का' - - হেসে সে বললে, 'সবাই আমায় তাই বলে ডাকে।

তার সঙ্গিনী (ফরাসি)।

আনন্দে লাল হয়ে উঠল কিটি, অনেকখন ধরে করমর্দন করলে তার নতুন বান্ধবীর সঙ্গে, সে হাত তার প্রত্যুত্তর দিলে না, স্থির হয়ে রইল তার করবন্ধনে, কিন্তু মাদমোয়াজেল ভারে কার মুখ জন্মজনল করে উঠল মৃদ্ব, উৎফুল্ল, যদিও কিছুটা বিষণ্ণ হাসিতে, দেখা গেল বড়ো বড়ো কিন্তু সন্দর, দাতস্বলো।

বললে, 'আমি নিজেই অনেকদিন থেকে চাইছিলাম।' 'কিস্তু আপনি সবসময় এত বাস্ত্র…'

'আরে মোটেই না, কোনো কাজই নেই আমার' — জবাব দিলে ভারে॰কা, কিন্তু সেই মৃহ্তেই তার নবপরিচিতদের ছেড়ে যেতে হল, কেননা জনৈকা অসম্ভার ছোটো ছোটো দুই রুশ মেয়ে ছুটে এল তার কাছে।

চ্যাঁচাল, 'ভারেঙ্কা, মা তোমায় ডাকছে!' ভারেঙ্কা চলে গেল তাদের সঙ্গে সঙ্গে।

॥ ७२ ॥

ভারে কার অতীত আর মাদাম শ্টালের সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং ম্বয়ং মাদাম শ্টাল সম্পর্কে প্রিন্স-মহিষী যেসব খুটিনাটি জানলেন তা এই:

মাদাম শ্টাল সম্পর্কে একদল বলত যে তিনি স্বামীকে জন্ধলিয়ে মেরেছেন, আরেক দল বলত যে স্বামীই তাঁর নীতিহীন আচরণে তাঁকেই জন্ধলিয়েছেন। ইনি সর্বদাই ছিলেন এক র্মা, উচ্ছন্সপ্রবণা মহিলা। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক চ্ছেদ করে যখন তাঁর প্রথম সন্তান হয়, সেটি জন্মলগ্রেই মারা ষায়। মাদাম শ্টালের সংবেদনাধিক্য জানা থাকায় সংবাদটায় তাঁর মৃত্যু ঘটতে পারে এই আশংকায় তাঁর আত্মীয়রা সেই রাতেই, পিটার্স ব্রেজিল তাকে তাঁর সন্তান বলে চালায়। মেয়েটি ভারেওকা। ভারেওকা তাঁর মেয়ে নয়, এটা জানতে পারেন মাদাম শ্টাল, কিন্তু মেয়েটিকে মান্য করেই যান, সেটা আরো এই জন্য যে এই ঘটনার পর ভারেওকার আত্মীয়ন্বজন কেউ ছিল না।

মাদাম শ্টাল দশ বছরের বেশি বিদেশ থেকে নড়েন নি, থাকতেন দক্ষিণে, শ্ব্যাশায়ী। কেউ কেউ বলত যে মাদাম শ্টাল অতি পরোপকারী ধর্মপ্রাণ মহিলার একটা ভড়ং জুটিয়েছেন, কেউ কেউ আবার বলত যে আসলে তিনি অতি নীতিনিষ্ঠ এক মান্য, তাঁকে যেমন দেখায় তেমনি অপরের মঙ্গলের জন্যই তিনি দিন কাটান। কেউ জানত না কী তাঁর ধর্ম — ক্যাথলিক, প্রটেস্টাণ্ট নাকি রুশী সনাতনী। কিন্তু একটা ব্যাপার নিঃসন্দেহ, সমস্ত গির্জা আর ধর্মমতের প্রধানদের সঙ্গে তাঁর ছিল বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

ভারে॰ক। তাঁর সঙ্গে সর্বাদাই বিদেশে থেকেছে, এবং মাদাম শ্টালকে যারা জানত, মাদমোয়াজেল ভারে৽কাকে তারা যা বলে ডাকত, তাকেও তারা তেমনি জানত আর ভালোবাসত।

এই সব খ্টিনাটি জেনে প্রিন্স-মহিষী তাঁর কন্যার সঙ্গে ভারেংকার ভাব করায় উদ্বেশের কিছ্ দেখলেন না, সেটা আরও এই জন্য যে ভারেংকার শিক্ষাদীক্ষা ছিল চমংকার: দিব্যি বলত ফরাসি, ইংরেজি, আর প্রধান কথা, মাদাম শ্টালের কাছ থেকে ভারেংকা এই বার্ডা আনল যে অস্কৃত্তাবশত প্রিন্স-মহিষীর সঙ্গে পরিচয়স্থাপনে তিনি বঞ্চিত বলে খুব দুঃখিত।

ভারে কার সঙ্গে পরিচিত হয়ে কিটি কেবলই তার অন্বক্ত হয়ে উঠতে লাগল, তার ভেতর নতুন নতুন গুণ আবিষ্কার করতে শ্বর্ করল প্রতিদিন। ভারে কা ভালো গান গায় শ্বনে প্রিন্স-মহিষী সন্ধ্যায় তাকে গাইতে ডাকলেন নিজের বাড়িতে।

'কিটি বাজায়, পিয়ানো আছে আমাদের, তেমন ভালো নয় অবিশ্যি, তবে আপনি আমাদের খ্বই আনন্দ দেবেন' - প্রিন্স-মহিষী বললেন তাঁর হাসির ভান নিয়ে যা কিটির কাছে এখন ঠেকল খ্বই অপ্রীতিকর, কারণ সে দেখতে পাচ্ছিল যে গাইবার ইচ্ছে ভারেজ্কার নেই। তবে ভারেজ্কা এল সন্ধাায়, এল তার স্রলিপির খাতা নিয়ে। প্রিন্স-মহিষী নিমন্ত্রণ করেছিলেন সকন্যা মারিয়া ইয়েভগেনিয়েভনা আর কর্নেলকে।

অপরিচিত লোকেরা এখানে আছে, এতে মনে হল ভারে কা সম্পূর্ণ নির্বিকার, সঙ্গে সঙ্গেই সে গেল পিয়ানোর কাছে। নিজেই সে নিজের সঙ্গত করতে পারত না, কিন্তু স্বরগ্লো তুললে চমংকার। কিটি ভালো বাজালে তার সঙ্গে।

প্রথম গানটা খাশা গাওয়া হলে প্রিন্স-মহিষী বললেন, 'অসাধারণ গা্ণী আপনি।'

সকনাা মারিয়া ইয়েভগোনিয়েভনা তাকে ধন্যবাদ দিয়ে প্রশংসা করলেন। জানলার দিকে তাকিয়ে কর্নেল বললে, 'দেখন কত লোক জনটেছে আপনার গান শনেতে' — সতিই জানলার নিচে বেশ একটা ভিড় জমেছিল। 'আপনারা আনন্দ পেয়েছেন বলে আমি ভারি খ্রিশ' -- সহজভাবে বললে ভারেণ্কা।

সগর্বে কিটি চাইল তার বাদ্ধবীর দিকে। তার নৈপ্ণা, কণ্ঠস্বর, মুখভাবে সে উচ্ছনিসত, কিন্তু তার চেয়েও বেশি এই জন্য যে ভারেঞ্কা সপটেতই তার গান সম্পর্কে কিছ্ ভার্বছিল না, প্রশংসায় সে একেবারে নিবিকার; যেন শুধ্ জিগ্যেস করছিল: আরও গাইতে হবে, নাকি এই যথেষ্ট?

কিটি মনে মনে ভাবছিল, 'আমি হলে কী গব'ই-না হত! জানলার নিচে ওই ভিড় দেখে কী আনন্দই-না হত আমার! অথচ ওর কিছ্ই এসে যায় না। ও শ্ধ্ চলেছে আপত্তি না করে মাকে খ্লিশ করার ইচ্ছায়। কী আছে ওর ভেতর? সর্বাকছ্ তুচ্ছ করে স্বাধীন, নিশ্চিন্ত হবার শক্তি সে পায় কোথা থেকে? কী যে ইচ্ছে করে সেটা জানতে, তার কাছ থেকে সেটা শিখতে!' প্রশান্ত ওই ম্খখানার দিকে চেয়ে কিটি ভাবলে। প্রিস্সাহিষী ভারেঙ্কাকে আরও গাইতে বললেন, সেও আরেকটা গান গাইলে তেমনি শান্ত গলায়, চমংকার, স্কুলর, পিয়ানোর কাছে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, রোগা রোদপোড়া হাতে তাল দিয়ে।

খাতার পরের গানটা ছিল ইতালীয়। কিটি তার মুখবন্ধ বাজিয়ে তাকাল ভারেঞ্কার দিকে।

'এটা থাক' — লাল হয়ে উঠে বলল ভারে^৬কা।

সভয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কিটি চেয়ে রইল ভারেৎকার মুখে।

'মানে, অন্য একটা' — পাতা উলটিয়ে তাড়াতাড়ি সে শ্ধাল, তক্ষ্বিনি সে ব্ৰেছিল যে গানটার সঙ্গে কিছ্ব একটার সম্পর্ক আছে।

স্রলিপিতে আঙ্কে দিয়ে ভারেঞ্কা বললে, 'না, এইটে গাওয়া যাক।' আগের মতোই একই রকম শান্ত নির্ব্তাপ স্ক্রের গলায় সে গানটা গাইলে।

গান শেষ হতে সবাই ধন্যবাদ দিলে তাকে, গেল চা থেতে। কিটি আর ভারেঙকা গেল বাড়ির লাগোয়া বাগানটার।

কিটি বললে, 'ওই গানটার সঙ্গে আপনার কোনো স্মৃতি বিজড়িত আছে, তাই না?' তারপর তাড়াতাড়ি করে যোগ দিলে, না, না, কিছ্ বলতে হবে না। শুখু জানতে চাই, সত্যি কিনা?'

'না, তা কেন? বলব' — সহজভাবে উত্তরের অপেক্ষা না করে ভারে॰কা বলে গেল, 'হাাঁ, এটা স্মৃতিই বটে। একসময় তা খ্বেই কণ্টকর ছিল। একটি লোককে আমি ভালোবাসতাম, গানটা গেয়েছিলাম তার কাছে।' মেরে বখন প্রস্রবণে গেছে আর ভারেন্কা র্টির দোকানের সামনে থেমেছে, সেই সমরটা বেছে নিয়ে প্রিন্স-মহিষী গেলেন তার কাছে।

'আপনার সঙ্গে পরিচয় করতে দিন' — মর্যাদায় ভরা হাসি হেসে তিনি বললেন, 'আমার মেয়ে আপনার প্রেমে পড়েছে' — বললেন, 'আমায় হয়ত আপনি চেনেন না, আমি…'

'এটা পারস্পরিকের চেয়েও বেশি' — তাড়াতাড়ি করে জবাব দিলে ভারেষ্কা।

প্রিন্স-মহিষী বললেন, 'কাল আমাদের অভাগা দেশবাসীর কী উপকারই-না আর্পনি করেছেন।'

ভারে॰কা नान হয়ে উঠन।

वनात, 'करे, मान পড़ाছ ना एठा। किছ, रे कित नि मान रहा।'

'সে কী, ওই লোভিনকে যে একটা বিছছিরি কাণ্ড থেকে উদ্ধার করলেন।' 'ও হাাঁ, sa compagne* আমায় ডাকে, আমি ওকে শাস্ত করার চেণ্টা করি। খ্বই ও অস্কু, ডাক্তারের ওপর খ্ণি নয়। এই ধরনের রোগীদের সেবাশ্রশ্বা করার অভ্যাস আছে আমার।'

'শ্বনেছি যে আপনি থাকেন মে'তনে, আপনার খ্রিড়, বোধ হয় মাদাম শ্টালের সঙ্গে। আমি ওঁর belle-soeur-কে জানতাম।'

'না, উনি আমার খ্রিড় নন। আমি ওঁকে মা বলি, তবে ওঁর আপনার আমি নই। আমায় উনি মান্ব করেছেন' — জবাব দিতে গিয়ে ফের লাল হয়ে উঠল ভারেণ্কা।

কথাগনলো সে বললে এত সহজে, সহজ খোলামেলা মন্থখানা ছিল এত মিণ্টি যে প্রিন্স-মহিষী ব্রালেন কেন তাঁর কিটি ভারেজ্নার এত অন্রাগী। জিগ্যেস করলেন, 'তা এই লেভিনের কী হল?'

'ও চলে যাচ্ছে' — জবাব দিলে ভারেৎকা।

মা তার অজ্ঞানা বন্ধার সঙ্গে পরিচয় করেছেন, এই আনন্দে জ্বলজ্বলে হয়ে এই সময় প্রস্তবণ থেকে ফিরল কিটি।

'তাহলে কিটি, তোর ভয়ানক যা ইচ্ছা ছিল আলাপ করার মাদমোয়াজেল...'

'स्रिक ভाরে का' — হেসে সে বললে, 'সবাই আমায় তাই বলে ডাকে।'

• তার সঙ্গিনী (ফরাসি)।

আনন্দে লাল হয়ে উঠল কিটি, অনেকখন ধরে করমর্দন করলে তার নতুন বান্ধবীর সঙ্গে, সে হাত তার প্রত্যুত্তর দিলে না, স্থির হয়ে রইল তার করবন্ধনে, কিন্তু মাদমোয়াজেল ভারেজ্কার মুখ জন্মলজনল করে উঠল মৃদ্র, উৎফুল্ল, যদিও কিছন্টা বিষন্ন হাসিতে, দেখা গেল বড়ো বড়ো কিন্তু সন্দর, দতিগ্রলো।

বললে, 'আমি নিজেই অনেকদিন থেকে চাইছিলাম।' 'কিন্তু আপনি সবসময় এত ব্যস্ত…'

'আরে মোটেই না, কোনো কাজই নেই আমার' — জবাব দিলে ভারে কা, কিন্তু সেই মৃহ্তেই তার নবপরিচিতদের ছেড়ে যেতে হল, কেননা জনৈকা অস্ম্বার ছোটো ছোটো দৃই রুশ মেয়ে ছুটে এল তার কাছে।

চ্যাঁচাল, 'ভারেওকা, মা তোমার ডাকছে!' ভারেওকা চলে গেল তাদের সঙ্গে সঙ্গে।

11 ५० ११

ভারে কার অতীত আর মাদাম শ্টালের সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং ধ্বায়ং মাদাম শ্টাল সম্পর্কে প্রিন্স-মহিষী যেসব খ্রিটনাটি জানলেন তা এই:

মাদাম শ্টাল সম্পর্কে একদল বলত যে তিনি স্বামীকে জনালিয়ে মেরেছেন, আরেক দল বলত যে স্বামীই তাঁর নীতিহীন আচরণে তাঁকেই জনালিয়েছেন। ইনি সর্বদাই ছিলেন এক র্মা, উচ্ছনাসপ্রবণা মহিলা। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কছেদ করে যখন তাঁর প্রথম সস্তান হয়, সেটি জন্মলগ্রেই মারা যায়। মাদাম শ্টালের সংবেদনাধিক্য জানা থাকায় সংবাদটায় তাঁর মৃত্যু ঘটতে পারে এই আশংকায় তাঁর আখীয়রা সেই রাতেই, পিটার্সব্রেগর সেই গ্রেই আর সেই রাতে দরবারী বাব্চির যে মেরেটির জন্ম হয়েছিল আকে তাঁর সন্তান বলে চালায়। মেরেটি ভারেওকা। ভারেওকা তাঁর মেয়ে নয়, এটা জানতে পারেন মাদাম শ্টাল, কিন্তু মেয়েটিকৈ মান্য করেই যান, সেটা আরো এই জন্য যে এই ঘটনার পর ভারেওকার আখীয়ন্বজন কেউ ছিল না।

মাদাম শ্টাল দশ বছরের বেশি বিদেশ থেকে নড়েন নি, থাকতেন
দিক্ষিণে, শ্য্যাশায়ী। কেউ কেউ বলত যে মাদাম শ্টাল অতি পরোপকারী
ধর্মপ্রাণ মহিলার একটা ভড়ং জুটিয়েছেন, কেউ কেউ আবার বলত যে

আসলে তিনি অতি নীতিনিষ্ঠ এক মানুষ, তাঁকে যেমন দেখায় তেমনি অপরের মঙ্গলের জন্যই তিনি দিন কাটান। কেউ জানত না কী তাঁর ধর্ম — ক্যার্থালক, প্রটেস্টাণ্ট নাকি রুশী সনাতনী। কিন্তু একটা ব্যাপার নিঃসন্দেহ, সমস্ত গির্জা আর ধর্মমতের প্রধানদের সঙ্গে তাঁর ছিল বন্ধুরের সম্পর্ক। ভারেঞ্কা তাঁর সঙ্গে সর্বাদাই বিদেশে থেকেছে, এবং মাদাম শ্টালকে যারা জানত, মাদমোয়াজেল ভারেঞ্কাকে তারা যা বলে ডাকত, তাকেও তারা তেমনি জানত আর ভালোবাসত।

এই সব খ্রিটনাটি জেনে প্রিন্স-মহিষী তাঁর কন্যার সঙ্গে ভারেৎকার ভাব করায় উদ্বেগের কৈছু দেখলেন না, সেটা আরও এই জন্য যে ভারেৎকার শিক্ষাদীক্ষা ছিল চমংকার: দিবিয় বলত ফরাসি, ইংরেজি, আর প্রধান কথা, মাদাম শ্টালের কাছ থেকে ভারেৎকা এই বার্তা আনল যে অস্কৃষ্তাবশ গ্রিন্স-মহিষীর সঙ্গে পরিচয়স্থাপনে তিনি বঞ্চিত বলে খুব দুঃখিত।

ভারে কার সঙ্গে পরিচিত হয়ে কিটি কেবলই তার অনুরক্ত হয়ে উঠাছে লাগল, তার ভেতর নতুন নতুন গুণ আবিষ্কার করতে শ্রুর করল প্রতিদিন। ভারে কা ভালো গান গায় শ্রুনে প্রিন্স-মহিষী সন্ধ্যায় তাকে গাইছে ডাকলেন নিজের বাড়িতে।

'কিটি বাজায়, পিয়ানো আছে আমাদের, তেমন ভালো নয় অবিশ্যি, তবে আপনি আমাদের খ্বই আনন্দ দেবেন' — প্রিন্স-মহিষী বললেন তাঁর হাসির ভান নিয়ে যা কিটির কাছে এখন ঠেকল খ্বই অপ্রীতিকর, কারণ সে দেখতে পাছিল যে গাইবার ইচ্ছে ভারেঞ্কার নেই। তবে ভারেঞ্কা এল সন্ধ্যায়, এল তার স্বরলিপির খাতা নিয়ে। প্রিন্স-মহিষী নিমন্ত্রণ করেছিলেন সকন্যা মারিয়া ইয়েভগেনিয়েভনা আর কর্নেলকে।

অপরিচিত লোকেরা এখানে আছে, এতে মনে হল ভারে কা সম্প্র নির্বিকার, সঙ্গে সঙ্গেই সে গেল পিয়ানোর কাছে। নিজেই সে নিজের সঙ্গত করতে পারত না, কিন্তু স্বরগ্বলো তুললে চমংকার। কিটি ভালো বাজালে তার সঙ্গে।

প্রথম গানটা খাশা গাওয়া হলে প্রিন্স-মহিষী বললেন, 'অসাধারণ গ্রে আপনি।'

সকন্যা মারিয়া ইয়েভগেনিয়েভনা তাকে ধন্যবাদ দিয়ে প্রশংসা করলেন। জানলার দিকে তাকিয়ে কর্নেল বললে, 'দেখনে কত লোক জ্বতৈছে আপনার গান শ্বনতে' — সত্যিই জানলার নিচে বেশ একটা ভিড় জমেছিল। 'আপনারা আনন্দ পেয়েছেন বলে আমি ভারি খ্রিশ' — সহজভাবে বললে ভারেণ্কা।

সগবে কিটি চাইল তার বাদ্ধবীর দিকে। তার নৈপ্ণা, কণ্ঠন্বর, ম্থভাবে সে উচ্ছনিসত, কিন্তু তার চেয়েও বেশি এই জন্য যে ভারেন্দা স্পণ্টতই তার গান সম্পর্কে কিছ্ ভাবছিল না, প্রশংসায় সে একেবারে নির্বিকার; যেন শ্ব্যু জিগ্যেস করছিল: আরও গাইতে হবে, নাকি এই যথেণ্ট?

কিটি মনে মনে ভাবছিল, 'আমি হলে কী গর্বই-না হত! জানলার নিচে ওই ভিড় দেখে কী আনন্দই-না হত আমার! অথচ ওর কিছ্ই এসে যায় না। ও শ্ব্ধ্ব্ চলেছে আপত্তি না করে মাকে খ্র্নিশ করার ইচ্ছায়। কী আছে ওর ভেতর? সর্বাকছ্ব্ তুচ্ছ করে স্বাধীন, নিশ্চিন্ত হবার শক্তি সেপায় কোথা থেকে? কী যে ইচ্ছে করে সেটা জানতে, তার কাছ থেকে সেটা শিখতে!' প্রশান্ত ওই ম্খ্যানার দিকে চেয়ে কিটি ভাবলে। প্রিস্মাহ্যী ভারেঙকাকে আরও গাইতে বললেন, সেও আরেকটা গান গাইলে তেমনি শান্ত গলায়, চমৎকার, স্কুদর, পিয়ানোর কাছে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, রোগা রোদপোড়া হাতে তাল দিয়ে।

খাতায় পরের গানটা ছিল ইতালীয়। কিটি তার মুখবন্ধ বাজিয়ে তাকাল ভারেঙকার দিকে।

'এটা থাক' — लाल হয়ে উঠে বলল ভারে জা।

সভয়ে সপ্রশন দৃষ্টিতে কিটি চেয়ে রইল ভারেৎকার মুখে।

'মানে, অন্য একটা' — পাতা উলটিয়ে তাড়াতাড়ি সে শ্বাল, তক্ষ্বিন সে ব্ৰেছেল যে গানটার সঙ্গে কিছু একটার সম্পর্ক আছে।

স্রেলিপিতে আঙ্বল দিয়ে ভারে॰কা বললে, 'না, এইটে গাওয়া যাক।' আগের মতোই একই রকম শান্ত নির্ত্তাপ স্কের গলায় সে গানটা গাইলে।

গান শেষ হতে স্বাই ধন্যবাদ দিলে তাকে, গেল চা খেতে। কিটি আর ভারেঙ্কা গেল বাড়ির লাগোয়া বাগানটায়।

কিটি বললে, 'ওই গানটার সঙ্গে আপনার কোনো স্মৃতি বিজড়িত আছে, তাই না?' তারপর তাড়াতাড়ি করে যোগ দিলে, 'না, না, কিছ্ম বলতে হবে না। শুধু জানতে চাই, সতি্য কিনা?'

'না, তা কেন? বলব' — সহজভাবে উত্তরের অপেক্ষা না করে ভারেজ্না বলে গেল, 'হাাঁ, এটা ক্ষ্যাতিই বটে। একসময় তা খ্বেই কণ্টকর ছিল। একটি লোককে আমি ভালোবাসতাম, গানটা গেয়েছিলাম তার কাছে।' বড়ো বড়ো চোখ মেলে কিটি নীরবে সহ্রদয়ে চাইল ভারে কার দিকে। 'আমি ওকে ভালোবেসেছিলাম, সেও আমাকে ভালোবাসত; কিন্তু মার আপত্তি ছিল, বিয়ে করে সে অন্যকে। এখন সে থাকে আমাদের কাছ থেকে সামান্য দ্রের, মাঝে মাঝে দেখতে পাই তাকে। আপনি ভাবেন নি যে আমারও একটা রোমান্স ছিল?' সে বললে, মুখে তার সামান্য থেলে গেল সেই আগ্রনটা যা একদিন তাকে গোটাই জন্মলিয়ে তুলেছিল বলে কিটি অন্ভব করল।

'ভাবি নি মানে? আমি যদি প্রের্য হতাম, তাহলে আপনাকে জানার পর আর কাউকে ভালোবাসতে আমি পারতাম না। শৃধ্ বৃঝি না, মায়ের জন্যে কেমন করে সে ভূলতে পারল আপনাকে, অস্থী করল। হদয় বলে কিছ্ ছিল না ওর।'

'আরে না, খ্ব ভালো লোক সে, আমিও অস্থী নই; বরং খ্বই স্থী। তাহলে, আজ আর গান গাইব না তো?' বাড়ির দিকে যেতে গিয়ে সে বললে।

'কী ভালো আপনি, কী ভালো!' তাকে থামিয়ে, চুম খেয়ে চেচিয়ে উঠল কিটি, 'আমি যদি অন্তত খানিকটা আপনার মতো হতে পারতাম!'

'কেন আপনাকে হতে হবে অন্য কারো মতো? আপনি যা, তাতেই তো আপনি ভালো' — তার বিনীত ক্লান্ত হাসি হেসে বললে ভারেঙ্কা।

'না, মোটেই আমি ভালো নই। কিন্তু আমায় বলনে তো... দাঁড়ান, দাঁড়ান, একটু বসা যাক' — ফের তাকে বেণ্ডিতে নিজের পাশে বসিয়ে বললে কিটি, 'আচ্ছা, বলনে তো, একজন আপনার ভালোবাসাকে তাচ্ছিল্য করল, চাইল না, সেটা কি অপমানকর নয়?'

'না, তাচ্ছিল্য সে করে নি। আমার বিশ্বাস, আমায় সে ভালোই বেসেছিল। তবে সে ছিল বাধ্য ছেলে...'

'তা ঠিক, কিন্তু যদি মায়ের ইচ্ছেয় নয়, নিজেই সে?..' কিটি বললে.
টের পাচ্ছিল যে নিজের গোপন ব্যথা সে ফাঁস করে ফেলছে, লজ্জায় রাঙা
হয়ে ওঠা তার মুখ ডবিয়ে দিচ্ছে তাকে।

'তাহলে সে খারাপ কাজ করত, তার জন্যে আমার কোনো কণ্ট হত না' — বুৰুতে পারছিল সে ব্যাপারটা তাকে নিয়ে নয়, কিটিকে নিয়ে।

'কিন্তু অপমান? অপমান যে ভোলা যায় না, ভোলা যায় না' — কিটি বললে শেষ বলনাচের সময় সঙ্গীত-বির্রতিতে তার দুন্দির কথা মনে করে!

অপমান কিসে? আপনি তো খারাপ কিছু করেন নি?' খারাপের চেয়েও খারাপ — লজ্জা।'

ভারে কা মাথা নেড়ে হাত রাখলে কিটির হাতে।

বললে, 'লম্জা কিসে? যে লোকটা আপনার সম্পর্কে উদাসীন তাকে তো আর আপনি বলতে পারেন না যে তাকে ভালোবাসেন?'

অবশ্যই না, একটা কথাও আমি বলি নি, কিন্তু সে তো জানত। না, না, চোথের চার্ডীন, হাবভাব, সে তো আছে। একশ' বছর বাঁচলেও তা ভূলব না।

'তাতে কী হল? ব্ৰুতে পারছি না আমি। আসল কথা, আপনি তাকে এখন ভালোবাসেন কি না' — ভারেঙ্কা বললে সোজাসাপটা।

'ঘ্ণা করি ওকে; নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারছি না।' 'তা কী হল?'

'লজ্জা, অপমান।'

'সবকিছ্ম এমন করে মনে লাগা কি ভালো। এমন কোনো মেয়ে নেই যাব এ অভিজ্ঞতা হয় নি' — বললে ভারেওকা, 'এগমলো তেমন গ্রেম্থের কিছ্ম নয়।'

'কিন্তু কোনটা গ্রেব্র্যের?' অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে কোত্ত্লে ভিগোস করলে কিটি।

'অনেক্কিছ ই' -- হেসে বললে ভাবে জা।

'কিন্তু কী?'

'আহ্, অনেককিছ্ন' — ভেবে পাচ্ছিল না ভারে॰কা কী বলা যায়। ৩বে এই সময় জানলা থেকে শোনা গেল প্রিন্স-মহিষীর গলা:

'কিটি, ঠান্ডা পডছে! হয় শাল নিয়ে যা, নয় ঘরের ভেতর আয়।'

'সত্যি, সময় হয়ে গেছে' — উঠে দাঁড়িয়ে ভারেঙ্কা বললে, 'আমায় আবার এখন মাদাম বেতের কাছে যেতে হবে। ডেকে পাঠিয়েছেন।'

উদগ্র ঔৎসনুক্যে কিটি তার হাত ধরে রইল, দ্ভিতৈ সান্নয় জিজ্ঞাসা: 'কী এটা, কী এই সবচেয়ে গ্রুত্বপূর্ণ, যা এমন প্রশাস্তি দেবে? আপনি জানেন, বলন আমায়!' কিন্তু কিটির দ্ভি কী জিজ্ঞাসা করছিল তা মোটেই বোঝে নি ভারেঙকা, তার শ্প্র মনে হল যে তাকে আজ আবার মাদাম বের্তের কাছে যেতে হবে আর বারোটায় পেশিছতে হবে মারের সঙ্গে চাপানের জন্য। ঘরে ঢুকে তার সন্রলিপি গ্রিটিয়ে সে বিদায় নিলে সকলের কাছ থেকে। উদ্যোগ করছিল যাবার।

থাকলেও এখনই, এই স্বাস্থ্যপল্পীতেই, যেখানে রুগ্ন আর অভাগা অনেক, সেখানেই ভারে•কাকে অনুকরণ করে কিটি তার নবনীতি প্রয়োগের স্ব্যোগ পেল সহজেই।

প্রথমে প্রিশ্স-মহিষীর নজরে পড়েছিল শুধু এই যে তিনি যাকে বলতেন তার engouement, সেই মাদাম শ্টাল এবং বিশেষ করে ভারেঞ্কার খুবই প্রভাবে পড়েছে কিটি। তিনি দেখেছিলেন যে কিটি কেবল ভারেঞ্কার কাজকর্ম অনুকরণ করছে না, অজ্ঞাতসারে তার চলন, বলন, চোখ মিটমিট করার ধরনও নকল করছে। তবে পরে প্রিশ্স-মহিষী লক্ষ্য করলেন যে এই মোহটা ছাড়াও মেয়ের মধ্যে ঘটছে কী একটা যেন গুরুতর আদ্মিক ওলটপালট।

প্রিল্স-মহিষী দেখলেন যে রোজ সন্ধ্যায় মাদাম শ্টালের উপহার দেওয়া ফরাসি বাইবেল পড়ছে কিটি যা আগে সে পড়ত না; সমাজের পরিচিতদেব সে এড়িয়ে যাচ্ছে, ভারেজ্নার তত্ত্বাবধানাধীন রোগীদের, বিশেষ করে পেরভ নামে এক রুগ্ন চিত্রকরের দরিদ্র পরিবারের দেখাশোনা করছে। সপন্টতই কিটির গর্ব হত এই জন্য যে এই পরিবারে সে কর্ণাময়ী ভাগনীর ব্রহ পালন করছে। এ সবই খ্ব ভালো, তার বিরুদ্ধে আপত্তির কিছু দেখলেন না প্রিল্স-মহিষী, আর সেটা আরও এই জন্য সে পেরভের স্থা ছিলেন অতি স্করিবতা মহিলা আর জার্মান প্রিল্সেস কিটির ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করে তার প্রশংসা করতেন, তাকে বলতেন সান্ত্বনা দারী দেবী। এ সবই খ্ব ভালো হত যদি বাড়াবাড়ি না থাকত। কিন্তু প্রিশ্স-মহিষীর চোখে পড়ল যে মেয়েটি তার চরমে গিয়ের পেণছছে, সে কথা তিনি বললেনও তাকে।

বললেন, 'Il ne faut jamais rien outrer.'*

মেয়ে কিন্তু কোনো উত্তর দিলে না: সে শুখু মনে মনে ভাবলে, যে খিবেট-শীলে বলা হয়েছে এক গালে চড় খেলে অন্য গাল পেতে দেবে, কাফতান কেড়ে নিলে দিয়ে দেবে কামিজটাও, তা অনুসরণে কোন চ্ড়ান্তপনার কথা আসে? কিন্তু এই চ্ড়ান্তপনাটা প্রিন্স-মহিষীর ভালো ঠেকল না এবং আরও বেশি ভালো ঠেকল না যে তিনি টের পাচ্ছিলেন, কিটি তার অন্তরটা প্রো মেলে ধরতে অনিচ্ছ্কে। সতিই কিটি তার নতুন দ্বিভঙ্গির ও অনুভবগ্রেলা ল্মিয়ে রাখছিল মায়ের কাছ থেকে। ল্মিয়ে রাখত এই জন্য নয় যে সে তার মাকে শ্রন্ধা করত না, ভালোবাসত না, কেবল এই জন্য যে উনি ভাব

^{*} কখনোই কোনো ব্যাপারেই চরমে যেতে নেই (ফরাসি)।

মা। মাকে ছাড়া সে বরং অন্য সকলের কাছেই এগর্বল খ্লে বলতে পারত।
'কেন যেন আমা পাভলোভনা অনেকদিন আমাদের এখানে আসে নি'—
পেরভা সম্পর্কে প্রিম্স-মহিষী বললেন। 'একদিন আমি ডেকে পাঠিয়েছিলাম।
কিন্তু কিসে যেন ওকে অসম্ভূষ্ট মনে হল।'

'কই, আমি তো লক্ষ্য করি নি মা' — কিটি বললে লাল হয়ে। 'তুই অনেকদিন ওদের ওখানে যাস নি?'

'কাল আমরা বেড়াতে যাবার তোড়জোড় করছি পাহাড়ে' — কিটি বললে।
'তা বেশ তো, যা' — মেয়ের বিচলিত মুখের দিকে তাকিয়ে এবং তার কারণ অনুমানের চেণ্টা করে প্রিন্স-মহিষী জবাব দিলেন।

সেইদিনই খেতে এল ভারেজ্কা, জানাল যে কাল পাহাড়ে যাবার ব্যাপারে মত পালটেছেন আমা পাভলোভনা। প্রিন্স-মহিষী লক্ষ্য করলেন যে কিটি ফের লাল হয়ে উঠেছে।

'কিটি, পেত্রভদের সঙ্গে তোর কোনো মনোমালিন্য হয় নি তো?' ভারেঙকা চলে যাবার পর জিগ্যেস করলেন প্রিন্স-মহিষী। 'আমাদের এখানে ছেলেমেয়েদের পাঠানো, নিজেই বা আসা বন্ধ করল কেন?'

কিটি বললে যে তাদের ভেতর কিছুই হয় নি এবং সে একেবারেই ব্যুক্তে পারছে না কেন আমা পাভলোভনাকে তার ওপর যেন অসস্তুষ্ট বলে মনে হচ্ছে। নিতাস্ত সতিয় কথাই বললে কিটি। তার প্রতি আমা পাভলোভনার মনোভাব বদলাবার কারণ সে জানত না, তবে অন্মান করতে পারছিল। যে জিনিসটা সে অন্মান করছিল, সেটা সে মাকে বলতে পারত না, নিজেকেও না। এটা এমন একটা জিনিস যা জানা থাকলেও নিজের কাছে পর্যস্ত তা বলা যায় না। ভূল করাটা এতই ভয়ঙ্কর আর লঙ্জার ব্যাপার।

এই পরিবারটির সঙ্গে কিটি তার সম্পর্কের স্মৃতিচারণ করতে লাগল বারম্বার। দেখা হলে আন্না পাভলোভনার গোলগাল সহদয় মুখে যে সরল আনন্দ ফুটে উঠত, সে কথা মনে পড়ল তার: মনে পড়ল রোগীকে নিয়ে আনের গোপন কথাবার্তা, কাজ করা তার বারণ, কাজ থেকে তার মন সরিয়ে বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্য তাদের চক্রান্ত: তাকে 'আমার কিটি' বলে যে াকত. কিটিকে ছাড়া যে শুতে চাইত না, যে ছোট ছেলেটা তার নাাওটা াা উঠেছিল তার কথা। কী ভালোই-না ছিল সব! তারপর মনে পড়ল লম্বা-ঘাড়, বাদামী কোট গায়ে শীর্ণাধিকশীর্ণ পেরভকে; তাঁর পাতলা হয়ে আসা কোঁকড়া চুল, সপ্রশন নীল চোখ যাতে প্রথম-প্রথম ভয় লাগত কিটির,

কিটির উপস্থিতিতে নিজেকে উৎফুল্ল উৎসাহিত দেখাবার জন্য তাঁর রুগ্ধ প্রয়াস। সমস্ত ক্ষয়রোগীকে দেখেই তার যে বিতৃষ্ণা বোধ হত, তাঁর ক্ষেত্রেও যে বিতৃষ্ণা কাটিয়ে ওঠার জন্য কিটির প্রচেষ্টা, তাঁকে কী বলবে তা ভেবে ঠিক করার জন্য তার উদ্যোগ মনে পড়ল কিটির। উনি যে ভীর্-ভীর্ মর্মস্পর্শী দ্ভিতে তার দিকে চাইত, তাতে সমবেদনা, অস্বস্তির বিচিত্র অন্ভূতি এবং পরে দয়াদাক্ষিণ্যের যে চেতনা জ্বাগত, তা মনে পড়ল। কী ভালোই-না ছিল এই সর্বাকছ্ই! তবে এ স্বই ছিল প্রথম দিকটায়। এখন, কয়েক দিন আগে হঠাৎ মাটি হয়ে গেল স্বক্ছির। আয়া পাভলোভনা কিটিকে দেখে একটা ভান করা ঔৎস্কা প্রকাশ করলেন এবং ক্রমাগত লক্ষ্য করতে লাগলেন তাকে আর স্বামীকে।

তার উপস্থিতিতে পেরভের এই মর্মস্পর্শী আনন্দই কি আহ্না পাড্লোভনার শীতলতার কারণ?

'হাাঁ' — মনে পড়ল কিটির, 'আন্না পাভলোভনার মধ্যে কী যেন একটা ছিল অম্বাভাবিক, তাঁর সদয়তার সঙ্গে যা মোটেই মেলে না, দুর্ণদন আগের মতোও নয় যখন সখেদে তিনি বলোছলেন, 'এই তো, কেবলি আপনার অপেক্ষায় থেকেছে, আপনাকে ছাড়া কফি খেতেও চাইছিল না যদিও দুর্বল হয়ে পড়েছে ভয়ানক।''

'হাাঁ, আমি যখন পেত্রভকে কন্বল দিলাম, সেটাও বোধ হয় তার খারাপ লেগেছিল। এ সবই নেহাৎ সহজ ব্যাপার, কিন্তু এমন অপ্রস্তুতের মতো সে জিনিসটা নিলে আর এত বেশিক্ষণ ধরে ধন্যবাদ জানাল আমায় যে আমার নিজেরই অপ্রস্তুত লাগছিল। তারপর আবার আমার ওই পোর্ট্রেটটা; ভারি চমৎকার এ'কেছে। কিন্তু প্রধান কথা তার দ্যিটটা — বিব্রত আর কমনীয়া। হ্যাঁ, হাাঁ, তাই বটে!' সভয়ে মনে মনে প্রনর্জি করলে কিটি, 'না, না, এহতে পারে না, হওয়া উচিত নয়! ওকে যে ভারি কর্ণ লাগে।'

এই সন্দেহটা বিষাক্ত করে দিল তার নবজীবনের মাধ্র্য।

11 08 11

জল-চিকিৎসার কোর্স শেষ হবার আগে প্রিন্স শ্যেরবাৎস্কি ফিন্টি কার্লসিবাডের পর বাডেন-বাডেন আর কিসিনগেনে রুশ বন্ধুদের ^{কাছে} গ্রেছেলেন, তাঁর কথায় রুশী প্রাণে ডুব দিতে, তিনি ফিরে এলেন স্নী-কন্যার কাছে।

প্রবাসজীবন সম্পর্কে প্রিক্স ও প্রিক্স-মহিষীর দ্ভিতিক্সি ছিল একেবারে বিপরীত। প্রিক্স-মহিষীর কাছে সবই লাগত অপর্পে, র্শ সমাজে তাঁর দ্য়ে প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও প্রবাসে তিনি চেণ্টা করতেন ইউরোপীয় মহিলাদের মতো হতে যা তিনি ছিলেন না, — কেননা তিনি হলেন র্শী বাব্-ঘরের মেয়ে,— াই দেখাবার ভান করতেন এই জন্য যে তাঁর খানিকটা বিব্রত লাগছে। উলটো দিকে প্রবাসের সর্বাকছ্ম বিছছিরি লাগত প্রিক্সের, পাঁড়িত বোধ করতেন ইউরোপীয় জীবনে, নিজের র্শী অভ্যাসাদি আঁকড়ে থাকতেন গ্রার ইচ্ছে করে দেখাতে চাইতেন যে উনি আসলে যা তার চেয়েও কম ইউরোপীয়।

প্রিন্স ফিরলেন রোগা হয়ে, গালের চামড়া ঝুলে পড়েছে, কিন্তু অত্যন্ত থাশ মেজাজে। মেজাজ আরও শরিফ হয়ে উঠল যথন দেখলেন কিটি একেবারে সেরে উঠেছে। শ্রীমতী শ্টাল ও ভারেগ্কার সঙ্গে কিটির সেইার্দোর থবরে এবং কিটির মধ্যে কী একটা পরিবর্তন প্রিন্স-মহিষী লক্ষা করেছেন সেটা জানায় প্রিন্স বিচলিত হন এবং তাঁকে ছাড়াই কেউ বা কিছু মেয়েকে আকৃষ্ট করলে সাধারণত তিনি যে ঈর্ষা বোধ করতেন সেটা মাথা চাড়া দিলে, ভয় হল মেয়ে আবার তাঁর প্রভাব থেকে সরে তাঁর কাছে অনায়ন্ত কোনো ক্ষেত্রে গিয়ে না পড়ে। কিন্তু তাঁর মধ্যে সর্বদাই যে প্রসয়তা আর প্রযুক্সতা দেখা যেত, কার্লস্বাডের জলে যা বিশেষ বেড়ে উঠেছিল, তার সমুদ্রে তলিয়ে গেল এই সব অপ্রীতিকর সংবাদ।

আসার পরের দিন প্রিন্স তাঁর লম্বা ওভারকোট পরে স্টার্চ দেওয়া কলারে ফুলে ওঠা গাল আর রুশী বলিরেখা নিয়ে অতি খোশ মেজাজে নেয়ের সঙ্গে গেলেন প্রস্রবণে।

সকালটা ছিল চমংকার: বাগানওয়ালা পরিপ্কার-পরিচ্ছন্ন হাসিখ্নিশ রিড়. ফুর্তিতে কর্মরিতা বিয়ার-টানা রক্তিমাননা, রক্তপানি জার্মান পরিচারিকাদের চেহারা, জন্মজনলে স্থা চোখ জন্ডাচ্ছিল; কিন্তু যতই তাঁরা প্রস্রাণের কাছে এসে পড়ছিলেন ততই ঘন ঘন দেখা যাচ্ছিল র্নাদের, সচ্ছল নির্মান জীবনের পরিস্থিতিতে তাদের চেহারা মনে হচ্ছিল আরও শোচনীয়। ইট বৈপরীত্যে কিটি এখন আর অবাক হয় না। এই সব পরিচিত ম্থ লার তাদের স্বাস্থ্যের যে অবনতি বা উন্নতি কিটি লক্ষ্য করত, কিটির কাছে তার স্বাভাবিক ফ্রেম ছিল এই জ্বলজ্বলে রোদ, পল্লবের উৎফুল্ল ঝলক, সঙ্গীতের ধর্বনি, কিন্তু প্রিদেসর কাছে জ্বন মাসের প্রভাতী আলো আর ঝলক, ফ্যাশন-চল, ফুর্তি-জাগানো ওয়াল্জ বাজাচ্ছে যে অর্কেস্টা তার ধর্বনি, বিশেষ করে স্বাস্থাবতী পরিচারিকাদের চেহারা ইউরোপের সর্বপ্রাস্ত থেকে আগত, ভগ্নমনে চলমান শ্বগর্বালর সঙ্গে মেলায় কেমন যেন অশালীন আর কদর্য ঠেকল।

আদরের কন্যা যখন তাঁর বাহ্বলগ্না হয়েছে তখন একটা গর্ব আর যৌবন ফিরে আসার মতো একটা অন্ভূতি হলেও এখন নিজের বলিষ্ঠ চলন, মেদপ্র্টে দীর্ঘ অঙ্গপ্রতাঙ্গের জন্য যেন অর্ফ্বিস্তি আর লক্ষ্যা হল। নিজেকে প্রায় জনসমক্ষে নগ্ন কোনো লোকের মতো মনে হল তাঁর।

'তোর নতুন বন্ধাদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দে তো' — কন্ই দিয়ে মেয়ের হাতে চাপ দিয়ে তিনি বললেন, 'আমি তোর এই অখাদা সোডেনকেও ভালোবেসে ফেলেছি তোকে এমন সারিয়ে তুলেছে বলে। শ্ধ্ বডডো মন খারাপ লাগে তোদের এখানে। এ লোকটা কে?'

পরিচিত অপরিচিত যাদের দেখা গেল, কিটি বললে তারা কে। বাগানে ঢোকার মুখে দেখা হল অন্ধ মাদাম বেতে আর তাঁর সহচরীর সঙ্গে। কিটির গলা শুনতে পেয়ে বৃদ্ধা ফরাসিনীর মুখখানা যেরকম মর্মস্পর্শী হয়ে উঠল তাতে আনন্দ হল প্রিসের। তক্ষ্মিন উনি অত্যধিক ফরাসি সৌজন্যে কথা কইতে লাগলেন প্রিসের সঙ্গে, তাঁর এমন চমংকার মেয়ে বলে প্রিসেকে প্রশংসা করলেন, একেবারে আকাশে তুললেন কিটিকে, বললেন সে একটি রয়্ম, মুক্তো, সাম্ভুনাদালী দেবী।

'তাহলে ও দ্ই নন্বর দেবী' — প্রিন্স বললেন হেসে, 'মাদমোয়াজেল ভারেঞ্কাকে কিটি বলে দেবী পয়লা নন্বরের।'

'ও, মাদমোয়াজেল ভারে॰কা, সে সতািকারেরই দেবী, allez*' — কথার সূত্র ধরে বললেন মাদাম বেতে ।

গ্যালারিতে দেখা হয়ে গোল স্বয়ং ভারেঞ্কার সঙ্গেই। মনোরম এক 5 লাল হাত-ব্যাগ নিয়ে সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল তাদের দিকে।

কিটি তাকে বললে, 'এই যে বাবা এসে গেছেন।' ভারে কার স্ববিছত্ব যেমন সহজ, স্বাভাবিক, তেমনি ভাবে সে একটা

[•] সে আর বলার কী আছে (ফরাসি)।

ভঙ্গি করলে যা মাথা নোয়ানো আর অর্ধোপবেশন অভিনন্দনের মাঝামাঝি এবং তংক্ষণাৎ প্রিলেসর সঙ্গে স্বাভাবিক সহজ কথাবার্তা শ্রহ্ করলে যা সেকরে সবার সঙ্গেই।

'বলাই বাহ্নল্য আমি আপনার কথা জানি, খ্রেই জানি' — প্রিন্স তাকে বললেন হেসে; কিটি ব্রুল তাকে ভালো লেগেছে প্রিন্সের, তাই আনন্দ হল তার, 'কোথায় যাবার অত তাড়া আপনার?'

'মা এখানে আছেন' — কিটির দিকে ফিরে সে বললে, 'সারা রাত তাঁর ধ্ম হয় নি, ডাক্তার বলেছেন বাইরে বেরতে। আমি তাঁর কাজ নিয়ে যাচ্ছি।' 'তাহলে এটিই পয়লা নম্বরের দেবী!' ভারেণ্কা চলে যেতে বললেন

কিটি দেখতে পাচ্ছিল যে প্রিন্স ভারেৎকাকে নিয়ে হাসাহাসি করতে চান কিন্তু তা পারছেন না, কারণ ভারেৎকাকে তাঁর ভালো লেগেছে।

পিন্স।

তা এবার তোর সব বন্ধন্দের দেখা যাবে' — যোগ দিলেন প্রিন্স, মাদাম শ্টালকেও, যদি আমায় চিনতে তাঁর আপত্তি না থাকে।'

'ওঁকে তুমি চিনতে নাকি বাবা?' মাদাম শ্টালের উল্লেখে প্রিন্সের চোখে বিদুপের শিখা জবলে উঠতে দেখে সভয়ে জিগ্যেস করলে কিটি।

'ওঁর স্বামীকে চিনতাম, ওঁকেও খানিকটা, পাইয়েটিস্টদের দলে উনি নাম লেখাবার আগে।'

'পাইয়েটিস্ট কী বাবা?' কিটি শ্বধাল, শ্রীমতী শ্টালের ভেতরকার যে গ্রাবলির সে অত কদর করে, তার আবার কোনো নাম থাকতে পারে ভেবে ভয় হয়েছিল তার।

'আমি নিজেই ঠিক জানি না। শ্ব্ধ্ এইটুকু জানি যে স্বকিছ্ব জনো উনি ধন্যবাদ দেন ভগবানকে, যতকিছ্ব দ্বৰ্ভাগ্য ঘটেছে, স্বামী যে মারা গেল, তার জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ। হাস্যকরই দাঁড়াচ্ছে কেননা দ্ব'জনের বনিবনাও ছিল না।'

'এ কে? কী কর্ণ মৃখ!' বেণিতে উপবিষ্ট একটি অদীর্ঘদেহী রোগীকে দেখে প্রিন্স জিগ্যেস করলেন। লোকটার পরনে বাদামী ওভারকোট, শাদা পেণ্টালনে যা তার মাংসহীন পায়ের হাড়ের ওপর অভূত সব ভাঁজ ফেলেছে।

ভদ্রলোক তাঁর পাতলা হয়ে আসা কোঁকড়া চুল থেকে স্ট্র হ্যাট খানিকটা তুললেন, দেখা দিল টুপির দর্ন অসম্স্থ-রক্তিম একটা উচ্চু কপাল। কিটি লাল হয়ে উঠে বললে, 'ইনি পেগ্রভ, চিত্রকর। আর উনি তার স্থানী — কিটি যোগ দিলে আন্না পাভলোভনাকে দেখিয়ে। ওঁরা যথন এগিয়ে আসছিলেন ঠিক সেই সময়েই ভদ্রমহিলা যেন ইচ্ছে করেই পথ থেকে ছুটে গেলেন ছেলেকে আনতে।

'ক্ট কর্ণ আর কী মিডি ওঁর ম্ব!' প্রিন্স বললেন, 'তুই ওঁর কাছে গেলি না যে? কী যেন উনি বলতে যাচ্ছিলেন তোকে?'

'বেশ, তাহলে ষাই' — নিম্বিধায় ঘ্রের এল কিটি, 'আজ কেমন আছেন?' পেরভকে জিগ্যেস করল সে।

লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পেত্রভ সসংকোচে তাকালেন প্রিন্সের দিকে।

প্রিন্স বললেন, 'এটি আমার মেয়ে। আসন্ন পরিচয় করা যাক।'
মাথা নুইয়ে হাসলেন চিত্রকর, উদ্ঘাটিত হল আশ্চর্য ঝকঝকে শাদ।
দাঁত।

'কালকে আমরা আপনাকে আশা করেছিলাম, প্রিল্সেস' — কিটিকে
তিনি বললেন।

কথাটা বলতে গিয়ে তিনি টলে উঠলেন, আর সেটার প্নেরাবৃত্তি কবে দেখাতে চাইলেন যে ওটা তাঁর ইচ্ছে করে করা।

'আমি আসব ভেবেছিলাম, কিন্তু ভারেঙকা বললে যে আহ্না পাভলোভনা তাকে বলতে পাঠিয়েছেন যে আপনারা যাবেন না।'

'যাব না মানে?' লাল হয়ে উঠে এবং তংক্ষণাং কেশে ফেলে পেত্ৰভ বললেন, চেয়ে চেয়ে খ'্জতে লাগলেন স্ক্ৰীকে, 'আনেতা, আনেতা!' জোরে ডাকলেন তিনি, তাঁর সর্মাদা ঘাড়ে দড়ির মতো ফুটে উঠল মোটা নোটা শিরা।

আমা পাভলোভনা কাছে এলেন।

'আমরা যাব না, এ কথা তুমি প্রিনেসসকে বলতে পাঠিয়েছিলে কেন?' গলা ভেঙে গিয়ে উত্তাক্ত স্বরে ফিসফিস করলেন তিনি।

'নমস্কার, প্রিল্সেস!' আমা পাভলোভনা বললেন একটা ভান করা হাসি হেসে, যা মোটেই তাঁর আগেকার হাসির মতো নয়। প্রিস্সকে বললেন 'পরিচয় করে খ্ব খ্নি হলাম। সবাই অনেকদিন থেকে আপনাকে আশা করছিল।'

'আমরা যাব না, এ কথা বলতে পাঠালে যে বড়ো' — আরো রেগে.

প্রকৃতিই গলার স্বর তাঁকে মানছে না, ষেমনটা চেয়েছিলেন কথায় তেমন স্বর ফুটছে না বলে আরো উত্তাক্ত হয়ে ভাঙা গলায় আরেকবার ফিসফিস করলেন চিত্রকর।

'ওহ' ভগবান! আমি যে ভেবেছিলাম আমরা যাচ্ছি না' — শ্ব্রী জবাব দিলেন বিরক্তিভরে।

'কেন, বখন...' কাশি এল তাঁর, হতাশায় হাত ঝাঁকালেন। প্রিন্স টুপিটা সামান্য তুলে চলে গোলেন মেয়েকে সঙ্গে করে। 'ওহা!' দীর্ঘাস ফেললেন প্রিন্স, 'ওহা, কী অভাগা!'

'হাাঁ বাবা' — কিটি বললে, 'আর জানো, ওঁর তিনটি ছেলেমেয়ে, কোনো চাকরবাকর নেই, আয়ও নেই বললেই হয়। কী খানিকটা পান একাদেমি থেকে।' চাঙ্গা হয়ে শোনাতে লাগল কিটি, তার সঙ্গে আহ্লা পাভলোভনার সম্পর্কের বিচিত্র পরিবর্তানের ফলে তার মধ্যে যে উত্তেজনা জেগেছিল, চেণ্টা করল সেটা চাপা দিতে।

'আরে, ওই তো মাদাম শ্টাল' — কিটি বললে একটা ঠেলা গাড়ি দেখিয়ে, তাতে ছাতার নিচে ধ্সর আর নীলে জড়ানো কী একটা পড়ে ছিল বালিশে ঠেস দিয়ে।

তিনিই মাদাম শ্টাল। তাঁর পেছনে মুখ ব্যাজার করে দাঁড়িয়ে ছিল একজন ষন্ডা গোছের জার্মান মুনিষ, যে তাঁকে ঠেলে নিয়ে যায়। পাশেই শণচুলো এক স্ইডিশ কাউণ্ট, কিটি তাকে নামে চেনে। জনকতক রোগী ঠেলাটার কাছে ঘ্রঘ্র করছে, মহিলাটিকে দেখছে যেন তিনি অস্তুত একটা ব্যাপার।

প্রিন্স এগিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। সঙ্গে সঙ্গেই কিটি তাঁর চোখে দেখতে পেল বিদ্রুপের শিখা বা তাকে বিচলিত করেছিল। প্রিন্স মাদাম শ্টালের কাছে গিয়ে কথা কইলেন চমংকার ফরাসি ভাষায় যা আজকাল খুব কম লোকেই বলে আর সেটা বললেন অসাধারণ সশ্রদ্ধ ও সুমধ্যুর ভঙ্গিতে।

'জানি না আমায় আপনার মনে আছে কিনা, তবে আমার কন্যার প্রতি গাপনার সহদয়তার জন্যে আপনাকে ধ্ন্যবাদ দেব বলে আমার কথা আপনাকে ননে করিয়ে দিতে হবে।'

'প্রিন্স আলেক্সান্দর শ্যেরবাংচ্কি' — মাদাম শ্টাল বললেন তাঁর বিগাঁর চোথ তুলে আর তাতে অসন্তোষ নজরে পড়ল কিটির, 'খ্ব খ্নিশ হলাম। আপনার মেয়েকে ভারি ভালোবেসে ফেলেছি আমি।'

'আপনার দ্বাস্থ্য এখনও খারাপ যাচ্ছে?'

'হাাাঁ, ওতে আমি অভান্ত হয়ে গেছি' — এই বলে মাদাম শ্টাল পরিচয় করিয়ে দিলেন স্কুইডিশ কাউণ্টের সঙ্গে।

প্রিণস নললেন, 'আপনি কিন্তু বদলেছেন খুবই কম। দশ কি এগারে। বছর আপনাকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি।'

'হাাঁ, ঈশ্বর আমাদের চনুশ দেন আর বইবার শক্তিও দেন। প্রায়ই অবাক লাগে, এ জীবন লম্বা হয়ে চলেছে কিসের লক্ষ্যে?.. — ওই দিকটায়!' বিরক্তিভরে তিনি বললেন ভারেঞ্কাকে যে ঠিকমতো তাঁর পায়ে কম্বল ঢাকা দিতে পারছিল না

'নিশ্চয় ভালো কাজ করার জনো' — প্রিন্স বললেন হাসি চোখে।

'সে বিচারের ভার আমাদের নয়' — প্রিন্সের মুখভাব লক্ষ্য করে মাদাম শ্টাল বললেন, 'তাহলে বইটা আমায় পাঠাচ্ছেন তো প্রিয়বর কাউণ্ট? অনেক ধন্যবাদ আপনাকে' — যুবক সূইডিশটিকে বললেন তিনি।

'এই!' কাছেই দক্ষায়মান মন্দেকা কর্নেলকে দেখে চে'চিয়ে উঠলেন প্রিন্স। মন্দেকা কর্নেল এসে জ্বটল তাঁদের সঙ্গে। মাদাম শ্টালকে অভিবাদন করে মেয়ে আর কর্নেলকে নিয়ে প্রিন্স চলে গেলেন।

'এই আমাদের আভিজাত্য, প্রিন্স!' শ্লেষ করার ইচ্ছায় বললেন মন্তের কর্নেল, তাঁর সঙ্গে মাদাম শ্টালের পরিচয় নেই বলে তাঁর ওপর কর্নেলের একটা রাগ ছিল।

'সেই একই রকম রয়ে গেছে' -- প্রিম্স জবাব দিলেন।

'ওঁর অস্বথের আগে আপনি ওঁকে জানতেন প্রিন্স, মানে শ্য্যাশায়ী হবার আগে?'

'হাাঁ, শ্যাাশায়ী হন আমার সঙ্গে পরিচয় থাকার সময়েই' — প্রিন্স বললেন।

'শ্বনেছি দশ বছর উঠে দাঁড়াতে পারছেন না।'

'উঠে দাঁড়ান না কারণ পা ওঁর খাটো। গড়নটা ওঁর খ্বই কুংসিত...' 'হতে পারে না বাবা!' চে'চিয়ে উঠল কিটি।

'কুলোকে তাই বলে গো। তোর ভারে কাকে জবর সইতে হচ্ছে' - প্রিক্স যোগ করলেন, 'ওহ', ধন্যি এই সব রোগী মর্যাদাবতী!'

'আহ্, না বাবা!' উত্তেজিত হয়ে আপত্তি করলে কিটি, 'ভারেৎকা ওঁকে

দেবতুল্য জ্ঞান করে। তা ছাড়া, কত ভালো কাজ করেন উনি! বাকে খ্রিশ জিগোস করো না। সবাই ওঁকে আর আলিনা শ্টালকে জানে।'

'তা হতে পারে' — কন্ই দিয়ে কিটির হাতে চাপ দিয়ে প্রিম্স বললেন, 'তবে ভালো কাজটা এমনভাবে করাই ভালো বাতে যাকেই জিগ্যেস করা বাক কেউ জানবে না।'

কিটি চুপ করে গেল কিছ্ই তার বলার নেই বলে নয়; বাপের কাছেও সে তার গোপন ভাবনা উদ্ঘাটিত করতে চাইছিল না। তবে আশ্চর্ষ ব্যাপার, পিতার দ্ভিতিক মেনে নেবে না, তার প্ততমে তাঁকে প্রবেশ করতে দেবে না বলে কিটি যতই তৈরি হোক, মাদাম শ্টালের যে দেবোপম ম্তি সে তার প্রাণের মধ্যে বহন করে এসেছে প্রেয়া এক মাস, সেটা চিরকালের মতো অদৃশ্য হল পোশাক পরানো মন্যার্পী এক ম্তির মতো, যখন বোঝা যায় যে ওটা পোশাক। রইল শ্ধ্র খর্বপদ এক নারী যে শ্রে থাকে কারণ গড়নটা তার কুংসিত, আর নিরীহ ভারেঞ্কাকে সে কন্ট দেয় কারণ কন্বলটা সে ঠিকমতো জড়াতে পারে নি। কল্পনার কোনো প্রয়সেই আগের মাদাম শ্টালকে আর ফেরানো গেল না।

n oe n

প্রিন্স তাঁর খোশ মেজাজে সংক্রোমত করলেন তাঁর ঘরের লোকজন, চেনা-পরিচিত, এমর্নাক যে জার্মান বাড়িওয়ালার ওখানে তাঁরা উঠেছিলেন, তাঁকেও।

কিটির সঙ্গে প্রস্রবণ থেকে ফিরে এবং কর্নেল, মারিয়া ইয়েভ্গেনিয়েভনা আর ভারেণ্কাকে কফি খেতে নিমন্ত্রণ করে প্রিন্স বাগানে বাদাম গাছের তলায় টোবল আর চেয়ারগ্রলা এনে সেখানে টোবল সাজাতে বললেন। প্রিন্সের ফুর্তিতে বাড়িওয়ালা আর চাকরবাকরেরাও চাঙ্গা হয়ে উঠল। তাঁর বদান্যতার কথা তারা জানত। আধঘণ্টা বাদে প্রপরতলার বাসিন্দা, হামব্র্গের র্ম ডাক্টারও বাদাম গাছের তলে সমবেত হাসিখ্রিশ স্কুর্ র্শীদের এই দলটাকে জানলা দিয়ে দেখতে লাগল ঈর্ষাভরে। পাতাগ্রলোর কম্পমান ছোপ-ছোপ ছায়ার তলে, শাদা টোবলক্রথের ওপর কফিপট, র্নিট, মাখন, পনির, ঠাণ্ডা ফাউল সাজানো টেবিলের কাছে বসে বেগন্নী রিবন লাগানো টুপি পরে প্রিস্স-

'ওহ', অনেকদিন এমন হাসি লি' — ছাতা আর ব্যাগ নিরে ভারেজ্জা বললে, 'কী স্কের লোক আপনার বাবা!'

কিটি চুপ করে রইল।

'আবার কখন দেখা হবে?' জিগ্যেস করলে ভারেন্কা।

'মা পেরভদের ওখানে বাবে ভাবছিল। আপনি থাকবেন সেখানে?' ভারেণ্কাকে একটু বাজিয়ে দেখবার জন্য কিটি বললে।

'থাকব' — ভারেণ্কা বললে, 'ওরা চলে যাবার তোড়জোড় করছে। আমি কথা দিয়েছি যে বাঁধাছাঁদায় সাহাষ্য করব।'

'তাহলে আমিঞ যাব।'

'না, না, আপনি কেন?'

'কেন নয়? কেন নয়? কেন নয়?' চোখ বড়ো বড়ো করে বললে কিটি ভারে•কাকে যেতে না দিয়ে তার ছাতা চেপে ধরল, 'না, না, একটু দাঁড়ান, কেন নয়?'

'এমনি; আপনার বাবা এসেছেন, তা ছাড়া আপনার সামনে ওঁরা সংকোচ বোধ করেন।'

'না, আপনি বল্বন, কেন আপনি চান না বে পেরভদের ওখানে আমি ঘন ঘন যাই। আপনি সেটা চান না তো? কেন?'

'আমি তো তা বলি নি' — भारखाद वलल ভারে का।

'ना, वनान पत्रा करतः!'

'সব বলব?' ভারেৎকা শাধাল।

'সব, সব!'

'বলবার বিশেষ কিছু নেই, শুধু এই যে মিখাইল আলেক্সেরেভিচ (এটি চিত্রকরের নাম) আগে তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাইছিলেন, কিস্তু এখন যেতে চাইছেন না' — হেসে বললে ভারেন্ফা।

'তারপর! তারপর!' বিশগ্ধভাবে ভারেঞ্কার দিকে চেয়ে কিটি তাডা দিলে।

'মানে, কেন জানি আন্না পাভলোভনা বলছিলেন যে উনি ষেতে চাইছেন না কারণ আপনি এখানে আছেন। অবিশ্যি এটা বলা সঙ্গত হয় নি, কিড় এই নিম্নে, আপনাকে নিম্নে ঝগড়া বাধে। আর জানেনই তো, রোগীবা কেমন খিটখিটে হয়।'

কিটি আরও বেশি শ্রুকৃটি করে চুপ করে রইল আর ভারেজ্কা একা

কথা করে গেল, চেন্টা করল তাকে নরম, শাস্ত করে আনতে, দেখতে পাছিল যে কিটি ফেটে পড়তে ধাচ্ছে, তবে জানত না সেটা কালায় নাকি কথায়।

'তাই আপনার না যাওয়াই বরং ভালো... আপনি ব্বে দেখ্ন, রাগ করবেন না...'

'আমার ঠিকই হয়েছে, ঠিকই হয়েছে!' ভারেৎকার হাত থেকে ছাতাটা কেড়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি করে বললে কিটি, তাকিয়ে রইল বদ্ধর চোখ এড়িয়ে। বাদ্ধবীর ছেলেমান্ধী রাগ থেকে হাসি পেয়েছিল ভারেৎকার, কিন্তু ভয় হল ওর মনে ঘা লাগবে।

বললে, 'ঠিক হয়েছে মানে? আমি ব্ৰুতে পারছি না।'

'ঠিক হয়েছে কারণ এ সবই ছিল ভান, প্রাণ থেকে নয়, ভেবেচিন্তে করা। যে লোকটা আপন নয়, পর, তার জন্যে কী দায় ঠেকেছিল আমার? আর এখন দাঁড়াল যে ঝগড়ার কারণ হলাম আমি, আমাকে যা করতে বলা হয় নি তাই আমি করেছি। এই জন্যে যে এ সবই ভান! ভান! ভান!..'

'কিন্তু কী বা এমন উদ্দেশ্য থাকতে পারে ভান করার?' আন্তে করে বললে ভারেঙ্কা।

ইস, কী বোকামি, কী নোংরামি! আমার তো কোনোই দরকার ছিল না... সব ভান!' ছাতাটা খ্লতে খ্লতে আর বন্ধ করতে করতে কিটি বললে। 'কিন্তু কী উদ্দেশ্যে?'

'লোকের কাছে, নিজের কাছে, ঈশ্বরের কাছে নিজেকে ভালো বলে দেখাবার জন্যে, সবাইকে প্রতারিত করার জন্যে। না, এখন আর আমি ওদিকে যাছি না! খারাপ হব, কিন্তু অন্ততপক্ষে মিথ্যাচারী হব না, প্রতারক হব না!'

'প্রতারক আবার কে?' ভর্ণসনার স্কুরে বললে ভারেঙ্কা, 'আর্পান এমনভাবে কথা কইছেন যেন…'

কিন্তু ক্ষিপ্ততার দমক পেয়ে বর্সেছিল কিটিকে, ভারেজ্কাকে সে কথা শেষ করতে দিলে না।

'আমি আপনার কথা বলছি না, মোটেই আপনার কথা নয়। আপনি নিখ্ত। হাাঁ, আমি জানি যে আপনি একেবারে নিখ্ত। কিন্তু কী করা যাবে যদি আমি খারাপ হয়ে থাকি? আমি খারাপ না হলে এটা ঘটত না। বেশ, আমি যা তাই হই, কিন্তু ভান করব না। আমা পাভলোভনাকে নিয়ে কী আমার দায়! ওরা যেমন চায় তেমনি থাকুক, আমিও থাকব যেমন

চাই। আমি তো আর অন্য লোক হরে বেতে পারি না... এ কিছ্রই তা নর, তা নর!..'

'কিন্তু কী তা নর?' ব্রুকতে না পেরে জিগ্যেস করলে ভারেন্কা।

'সবকিছ্ই তা নয়। আমি প্রাণের তাগিদে ছাড়া অন্য কোনোভাবে চলতে পারি না, আর আপনি চলেন নীতি মেনে। আমি আপনাকে ভালোবেসেছিলাম শ্রেফ এমনি, আর আপনি আমায় ভালোবেসেছেন আমাকে বাঁচাবার জন্যে, আমায় শিখিয়ে তোলবার জন্যে!'

'আপনি আমার ওপর অন্যায় করছেন' - ভারেষ্কা বললে।

'অনোর সম্পর্কে আমি কিছ্ই বলছি না, বলছি নিজের সম্পর্কে।
'কিটি!' শোন গৈল মায়ের গলা, 'বাবাকে তোর প্রবালগনলো দেখা।
বন্ধরে সঙ্গে মিটমাট না করে গর্বিত ভঙ্গিতে কিটি টেবিলের ওপব
প্রবালের বাক্সটা নিয়ে চলে গেল মায়ের কাছে।

'কী হল তোর? এত লাল হয়ে উঠেছিস?' মা-বাবা দ্ব'জনেই বলে উঠলেন একসঙ্গে।

কিটি বললে, 'ও কিছন না। আমি এখননি আসছি' এই বলে থেখান থেকে এসেছিল, ছনটে গেল সেদিকেই।

ভাবছিল, 'এখনও ও এখানে! ভগবান, কী বলব ওকে? কী কবলাম আমি, কী বললাম! কিসের জন্যে মনে ঘা দিলাম ওর? কী করি আমি দ কী বলব ওকে?' এই ভেবে দরজার কাছে থেমে গেল কিটি।

টুপি পরে ছাতা হাতে টেবিলের কাছে বসে ছিল ভারেওকা, কিটি যে দিপ্রঙাটা ভেঙে ফেলেছে, দেখছিল সেটাকে। মাথা তললে সে।

'ভারেঙ্কা, ক্ষমা কর্মন আমায়, ক্ষমা কর্ম।' তার কাছে গিয়ে কিচি বললে ফিসফিসিয়ে, 'কী যে বলেছি কিছু মনে নেই আমার। আমি

'সত্যি, আপনার মনে দ্বঃথ দেবার কোনো ইচ্ছে আমার ছিল না' হেসে বললে ভারেৎকা।

মিটমাট হয়ে গোল। কিন্তু যে জগংটায় কিটি দিন কাটাচ্ছিল, পিত। আসার পর বদলে গোল তার সবটাই। যা-কিছ্ সে শিখেছিল, তা সবই যে সে বর্জন করল তা নয়, কিন্তু ব্যুক্তে পারল যে যা সে হতে চায় তা হতে পারবে বলে ভেবে সে আত্মপ্রতারণা করেছে। যেন সম্বিত ফিরল তার; যে উচুতে সে উঠতে চেরেছিল ভান বা বড়াই না করে তাতে টিকে থাকার সমস্ত দ্বহ্তা টের পেল সে; তা ছাড়া, দ্বংশ, ব্যাধি, ম্ত্যুর বে জগংটার সে ছিল, অন্ভব করছিল তার সমস্ত দ্বংসহতা, এটাকে ভালোবাসার জন্য যে শক্তি প্রয়োগ করেছিল, সেটা বন্দ্রণাকর লাগল তার কাছে। ইচ্ছে হল, যত তাড়াতাড়ি পারে চলে যায় তাজা হাওয়ায়, রাশিয়ায়, এগর্নশোভোতে, সেখানে ছেলেমেরেদের নিয়ে তার দিদি চলে গেছে বলে সে জেনেছে চিঠিতে।

কিন্তু ভারেওকার জন্য তার ভালোবাসা হ্রাস পেল না। বিদায় নেবার সময় কিটি অনুরোধ করলে সে যেন রাশিয়ায় আসে তাঁদের কাছে।

ভারেৎকা বললে. 'যাব যখন আপনি বিয়ে করবেন।'

'বিয়ে আমি করব না কখনো।'

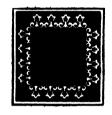
'তাহলে আমিও কখনো যাব না।'

'বেশ, তাহলে এর জন্যেই বিয়ে করব আমি। দেখবেন, যে কথা দিলেন, মনে রাখবেন!' কিটি বললে।

ডাক্তার যে ভবিষাদ্বাণী করেছিলেন তা ফলল। কিটি রাশিয়ায় বাড়ি ফিরল আরোগালাভ করে। আগের মতে। নিশ্চিন্ত আর হাসিখনিশ সে হয়ে উঠল না বটে, তবে মনের শান্তি ফিরল। মন্ফোর দ্বঃখটা শ্ব্ব স্মৃতি থয়ে রইল তার কাছে।



তৃতীয় অংশ



মানসিক শ্রম থেকে বিশ্রাম নিতে চাইলেন সেগেই ইভানোভিচ কজ্বানশেভ, সচরাচরের মতো বিদেশে না গিয়ে মে মাসে গ্রামে এলেন

n s n

ভাইরের কাছে। তাঁর ধারণা, গ্রামীণ জীবনই সবচেয়ে ভালো। তিনি এখন ভাইয়ের কাছে এলেন সে জীবন উপভোগ করার জন্য। খুব খুশি হলেন কনন্তান্তিন লেভিন, সেটা আরও এই কারণে যে সে গ্রীম্মে তিনি আর নিকোলাই ভাইয়ের আশা করছিলেন না। কিন্তু সেগে ই ইভানোভিচের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা সত্তেও ভাইকে নিয়ে ভেতরে ভেতরে অর্ম্বিপ্ত বোধ কর্রছিলেন কনস্ত্রান্তিন লেভিন। গ্রামের প্রতি ভাইয়ের মনোভাব তাঁর কাছে অস্বান্তকর, এমর্নাক অপ্রীতিকরই ঠেকেছিল। কনস্তান্তিন লেভিনের কাছে গ্রাম হল জীবনধারণের জায়গা, অর্থাৎ আনন্দ, দুঃখ, শ্রমের ভূমি: সেগেই ইভানোভিচের কাছে গ্রাম একদিকে হল খার্টুনি থেকে বিশ্রাম অন্যাদকে বিক্রতির হিতকর বিষনাশক ওষ্ট যা তিনি সানন্দে এবং তাব **উপকারিতার চেতনা নিয়ে সেবন করতে লাগলেন। কনস্তান্তিন লেভিনে**ব কাছে গ্রাম এই জন্য ভালো যে তা হল সন্দেহাতীত উপকারী শ্রমেণ আশ্রয়: সেগেই ইভানোভিচের কাছে তা খুবই ভালো কারণ সেখানে কিছুই না করে থাকা যায় ও থাকা উচিত। তা ছাডা জনগণের প্রতি সেগে^ই ইভানোভিচের মনোভাব খানিকটা মোচড দিচ্ছিল কনন্তান্তিনকে। সের্গেই ইন্ডানোভিচ বলতেন যে তিনি চাষীদের ভালোবাসেন এবং তাদের চেনেন প্রায়ই আলাপ করতেন তাদের সঙ্গে আর ভান বা ঢং না করে সেটা তিনি করতে

পারতেন ভালোই এবং এইরকম প্রতিটি আলাপ থেকে তিনি চাবীদের প্রশংসা করা এবং তিনি যে তাদের ভালো চেনেন তা প্রমাণের মতো সাধারণ তথ্যাদি আহরণ করতেন। চাষীদের সম্পর্কে এই মনোভাব কনন্তান্তিন र्लाज्यत्र जाला नाला नि। कन्छाज्यित्र काष्ट्र हायौरा इन भास मासार ্মহনতে প্রধান শরিক। চাষীদের প্রতি সমস্ত শ্রন্ধা এবং একটা রক্তের টান. যা নিশ্চর তিনি তার ধাই-মা'র দুধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছেন বলে তিনি নিজেই বললেন, এ সত্তেও, সাধারণ কর্মকান্ডের শরিক হিশেবে এই সব লোকেদের শক্তি, নমতা, ন্যায়বোধ দেখে মাঝে মাঝে উচ্চত্রসিত হলেও সাধারণ কাজটার যখন অন্য গুণের প্রয়োজন পড়ত তখন চাষীদের ওপর তিনি চটে উঠতেন তাদের ঔদাসীন্য, আলসেমি, মাতলামি, মিধ্যাবাদিতার জন্য। কনস্তান্তিন লেভিনকে যদি কেউ জিগোস করত চাষীদের তিনি ভালোবাসেন কিনা, তাহলে নিশ্চয় তিনি ভেবে পেতেন না কী উত্তর দেবেন। চাষীদের, যেমন সাধারণভাবে সমস্ত লোকেদের তিনি ভালোবাসতেনও বটে, আবার বাসতেনও না। বলাই বাহ্মল্য, সহদয় মান্ম হিশেবে লোকেদের ির্নি ভালো না বাসার চেয়ে ভালোই বাসতেন বেশি, চাষীদের বেলাতেও ্রাই। কিন্তু বিশেষ একটা ব্যাপার হিশেবে চাষীদের ভালোবাসা বা না বাসা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ চাষীদের সঙ্গে তিনি শুধু দিনই কাটাতেন না, তাঁর সমস্ত আগ্রহ চাষীদের সঙ্গে জড়িত ছিল শুধু তাই নয়, নিজেকে তিনি চাষীদেরই একাংশ বলে মনে করতেন, নিজের এবং চাষীদের মধ্যে বিশেষ কোনো গুণ বা চুটি তাঁর চোখে পড়ত না, নিজেকে দাঁড় করাতে পারতেন না চাষীদের বিপরীতে। তা ছাড়া মনিব, মধ্যস্থ, আর সবচেয়ে বড়ো কথা, পরামর্শদাতা হিশেবে (চাষীরা তাঁকে বিশ্বাস করত, তাঁর পরামর্শ নেবার জন্য তাঁর কাছে আসত ভাস্ট চল্লিশেক পথ ভেঙে) তিনি চাষীদের সঙ্গে অতি নিকট সম্পর্কে দীর্ঘ দিন কাটালেও তাদের সম্পর্কে তাঁর কোনো স্ক্রিদির্ঘট মতামত ছিল না এবং চাষীদের তিনি জানেন কিনা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে চাষীদের তিনি ভালোবাসেন কিনা প্রশ্নটার মতোই সমান ম**ুশকিলে পড়তেন। চাষীদের** তিনি চেনেন বলা আর লোকেদের িতনি চেনেন বলা তাঁর কাছে একই কথা। সব ধরনের লোকেদেরই তিনি সনবরত পর্যবেক্ষণ করতেন, আবিষ্কার করতেন, চাষাভূষো লোকেরাও তার মন্তর্গত, এদের তিনি মনে করতেন ভালো লোক, মনোগ্রাহী লোক, **অবিরাম** তাদের মধ্যে নতুন নতুন দিক লক্ষ্য করতেন, তাদের সম্পর্কে নিজের প্রেরনো

ষত বদলে পেণছতেন নতুন মতে। সেগেই ইভানোভিচ ছিলেন উলটো। বে জাবনটা তিনি ভালোবাসতেন না তার বিপরীতে বেমন তিনি ভালোবাসতেন ও তারিফ করতেন গ্রাম্য জাবনের ঠিক তেমনি বে শ্রেণীর লোককে তিনি ভালোবাসতেন না, তাদের বিপরীতেই তিনি ভালোবাসতেন চাষীদের এবং ঠিক তেমনি চাষীদের তিনি জানতেন লোকসাধারণের বিপরীত হিশেবে। তার প্রণালীবদ্ধ মানসে পরিষ্কার দানা বেংধছিল কৃষকজীবনের স্ক্রিনির্দ্ভিট কতকগ্নলি রূপ যা অংশত খাস কৃষকজীবন থেকেই নেওয়া, কিন্তু প্রধানত তার বিপরীতটা থেকে। চাষীদের সম্পর্কে নিজের মতামত এবং তাদের প্রতি তার সহান্ভিতিশীল মনোভাব তিনি বদলান নি কখনো।

চাষীদের ব্যাপারে দ্বই ভাইয়ের মতভেদ ঘটলে সেগেই ইভানোভিচ সর্বদাই ভাইকে পরাজিও করতেন ঠিক এই জন্য যে চাষীদের, তাদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য, র্কি সম্পর্কে তাঁর ছিল স্কানির্দিষ্ট সব ধারণা: কনস্তান্তিন লোভিনের কিন্তু স্কানির্দিষ্ট ও অপরিবর্তিত কোনো ধারণা ছিল না, ফলে তর্কস্কালায় সর্বদাই তিনি ধরা পড়তেন তাঁর স্ববিরোধে।

সের্গেই ইভানোভিচের কাছে তাঁর ছোটো ভাই খাশা ছেলে, হৃদয়টা বসানো আছে ভালোই (কথাটা বলতেন তিনি ফরাসিতে), কিন্তু ব্রুদ্ধিটা বেশ ক্ষিপ্র হলেও তাংক্ষণিক ধারণার বশবতাঁ, স্বতরাং স্ববিরোধে ভবা। বড়ো ভাই মাঝে মাঝে কৃপা করে লেভিনকে ব্যাপার-স্যাপারের তাৎপর্য ব্রুমিয়ে দিতেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে তর্ক করে তৃপ্তি পেতেন না, কেননা লেভিন হেরে যেতেন বড়ো বেশি সহজেই।

কনন্তান্তিন লোভন তাঁর দাদাকে মনে করতেন অতি মেধাবী ও শিক্ষিত একজন লোক, সর্বাধিক মাত্রায় উচ্চমনা, সাধারণের কল্যাণে ক্রিয়কলাপ চালাতে পারার কৃতিত্ব আছে। কিন্তু যতই তাঁর বয়স হচ্ছে আর দাদাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানছেন ততই মনের গভীরে কেবলই তাঁর ধারণা হতে লাগল যে সাধারণের কল্যাণে ক্রিয়াকলাপ চালাতে পারার এই যে কৃতিত্বটা লেভিনেব মোটেই নেই বলে তিনি টের পান, সেটা হয়ত-বা গ্রণ নয়, বরং উলটো শ্ভে সাধ্ব, উয়ত বাসনার ঘাটতি সেটা নয়, জীবনশক্তির ঘাটতি, সেইটের ঘাটি হ বাকে বলা হয় হদয়, সেই আকাৎক্ষার ঘাটতি যা জীবনের অসংখ্য পথেব মধ্যে থেকে কেবল একটাকে বেছে নিতে, সেই একটাকেই চাইতে বাধা

করে। ভাইকে লেভিন ষত বেশি করে জ্বানলেন, ততই লক্ষ্য করলেন বে সেগেই ইভানোভিচ এবং সাধারণ কল্যাণের অন্যান্য বহু কর্মী সাধারণ কল্যাণের জন্য এই ভালোবাসায় উপনীত হয়েছেন প্রাণের তাগিদে নয়, বৃদ্ধি দিয়ে ভেবে দেখেছেন যে এ কাজে লিপ্ত হওয়া ভালো, তাই লিপ্ত হয়েছেন। লেভিনের এই অন্মান আরও দ্চ হল এই দেখে যে একদফা দাবা খেলা কিংবা নতুন একটা যল্যের বৃদ্ধিমান কারিগরির চেয়ে সাধারণ কল্যাণ আর আত্মার অমরতার প্রশ্নটা তাঁর হদয়কে এতটুকু বেশি স্পর্শ করে না।

তা ছাড়া গাঁরে ভাইয়ের সঙ্গে থাকতে কনস্তান্তিন লেভিনের অন্বান্তি হছিল আরও এই জন্য যে গাঁরে, বিশেষ করে গ্রীন্মে, লেভিনকে অনবরত চাষবাস নিরে ব্যস্ত থাকতে হত আর যেমনটা দরকার স্বকিছ্ সেভাবে ঢেলে সাজার পক্ষে গ্রীন্মের লম্বা দিনগ্রেলাতেও কুলোচ্ছিল না, অথচ সের্গেই ইভানোভিচ বিশ্রাম নিজেবে। কিন্তু এখন তিনি বিশ্রাম নিলেও, অর্থাৎ নিজের রচনা নিয়ে না খাটলেও মানসিক কর্মে তিনি এত অভ্যস্ত যে মাথার যে চিন্তাটা এসেছে সেটাকে একটা স্কুদর সংক্ষিপ্ত রূপ দিয়ে প্রকাশ করতে তিনি ভালোবাসতেন এবং ভালোবাসতেন কেউ তাঁর কথা শ্রুক। আর স্বচেয়ে সাধারণ স্বাভাবিক শ্রোতা তো হবে তাঁর ভাই। এবং এই তাঁদের সম্পর্কের সোহাদ্যপূর্ণে সহজতা সত্ত্বেও দাদাকে একলা রেথে থাতে কনস্তান্তিনের অস্বন্তি হত। সের্গেই ইভানোভিচ ভালোবাসতেন ঘাসের ওপর শ্রেয়ে থাকতে, শ্রুবুই শ্রুয়ে থেকে রোদ পোয়াতে পোয়াতে অলস বক্রকানি চালিয়ে যেতে।

ভাইকে বলতেন, 'তুই ভাবতে পার্রাব না এই নবাবী আলসেমিতে আমার কী আরাম। মাথায় একটা চিস্তাও নেই। একেবারে ফাঁকা বেলান।'

কিন্তু বসে বসে তাঁর কথা শ্নতে ব্যাজার লাগত কনস্তান্তিন লেভিনের, বিশেষ করে এই জন্য যে তিনি না থাকলে লোকগ্নলো গোবর-সার নিয়ে যাবে তৈরি না হয়ে ওঠা ক্ষেতে আর নজর না রাখলে যেমন-তেমন করে কোথায় যে ফেলবে, খোদাই জানেন। কালটিভেটারের রেডগ্রলো ক্য্-আঁটা করে আঁটবে না, খ্লে ফেলবে, বলবে এগ্লো সব বাজে খেয়াল, এ কি আর আমাদের সেই সাবেকী লাঙল?

সেগে ই ইভানোভিচ তাঁকে বলতেন, 'খ্ব হয়েছে তোর রোদে রোদে খোরা।'

'না, আমার শুধু এক মিনিটের জন্যে সেরেন্ডার যেতে হবে' — বলে লেভিন ছুটে যেতেন ক্ষেতে।

nen

জ্বনের প্রথম দিকে লেভিনের ধাই-মা এবং হিসাবরক্ষক আগাফিয়া মিখাইলোভনা এক বঁরাম ব্যাঙের ছাতা সদ্য নূনে জারিয়ে মাটির তলাকার কুঠরিতে নিরে যেতে গিরে পিছলে পড়ে কব্সি ভাঙলেন। এলেন জেমস্ত্রভোর ভাক্তার, সবে কোর্স শেষ করা বকবকুনে একটি ছাত্র। হাত দেখে বললেন যে ভাঙে নি, কমপ্রেস দিলেন, রয়ে গেলেন দ্বিপ্রাহরিক আহারের জন্য, বোঝা ষায় নামকরা সেগে ই ইভানোভিচের সঙ্গে আলাপে তিনি জমে গিরেছিলেন. এবং নানা ব্যাপারে নিজের আলোকপ্রাপ্ত মতামত তাঁকে জানাবার জনা সমস্ত স্থানীয় লোকনিন্দাগর্নাল আওড়ালেন, আর অভিযোগ করলেন যে জেমন্ত্রভার ব্যাপার-স্যাপার খবেই খারাপ। সেগেই ইভানোভিচ মন দিয়ে **ग्**नलन, जिक्कानावाम करतान, नजून त्याजा (भारत हाना शरत कथा करा शालन, अवार्थ अवर उक्षनमात्र मस्रवा कत्रालन करत्रकरो, यात ममस्यम मृता দিলেন তরুণ ডাক্তার, মেজাজ তাঁর হয়ে উঠল তেমনি শরিফ যা লেভিনের পরিচিত, চমংকার উৎসাহিত কথোপকথনের পর সাধারণত তাঁর এই হয়। ভাক্তার চলে যাবার পর সেগেই ইভানোভিচ ছিপ নিয়ে নদীতে যাবার বাসনা প্রকাশ করলেন। মাছ ধরতে ভালোবাসতেন তিনি আর এমন একটা নিৰ্বোধ কাজ যে তিনি ভালোবাসতে পারেন, তাতে যেন তাঁর গর্বই হত। ক্ষেতে এবং ঘেসো মাঠে যাবার দরকার ছিল কনস্তান্তিন লেভিনের.

ভাইকে তিনি তাঁর ছোটো গাড়িটায় করে পে'ছে দেবার জন্য ডাকলেন।

তখন সেইরকম একটা সময়, গ্রীষ্ম-শরতের সন্ধিকাল, যখন বর্তমান বছরের ফসলের ভাগ্য স্থিরীকৃত হয়ে গেছে, যখন শর্ম হছে সামনের বছরেব বপনের জন্য যত্ন, এগিয়ে এসেছে ঘাস কাটার সময়, যখন মঞ্জরি ধরেছে রাই গাছে, তখনও হালকা, ধ্সর-সব্জ সে মঞ্জরি আন্দোলিত হয় বাতাসে. বখন মাঝে মাঝে হলদেটে ঘাসের ঝোপ নিয়ে দেরিতে চবা মাঠে অসমান হয়ে ছড়িরে পড়ে সব্দ ওট, বখন মাটি ঢেকে ফেলে আগে আগে ফলা বাক-হ্ইটের কোরকোদ্গম হরে গেছে, যখন লাগুলের ফাল না বসা পথগ্লো ছেড়ে দিরে গর্ন চরে চরে শক্ত হরে ওঠা পতিত জমিগ্রলোর অর্থেকে হাল পড়েছে; যখন প্রতিদিন উষার মাঠে ডাই করে রাখা শ্রকিয়ে ওঠা গোবর-সারের গন্ধ মেশে মধ্গদ্ধী ঘাসের সৌরভের সঙ্গে আর নাবালে কান্তের অপেক্ষার অটুট সম্দ্রের মতো পড়ে থাকে ঘেসো মাঠ যার এখানে ওখানে কালো হয়ে ওঠা আগাছা নিড়ানো সরেল শাকের শ্রুপ।

এটা সেই সময় যখন প্রতি বছরে প্রনরাব্ত এবং প্রতি বছরে চাষীদের সমস্ত শক্তি দাবি করা ফসল তোলার আগে গাঁরের কাজে সামান্য বিরতি দেখা দেয়। ফসল হয়েছিল চমংকার, ঝকঝকে গরম গ্রীজ্মের দিন, শিশির ঝরা ছোট রাত।

ঘেসো মাঠটায় পো ছবার জন্য দ্ব'ভাইকে যেতে হয় বনের মধ্যে দিয়ে। পল্লবে ছাওয়া বনটার সৌন্দর্যে সর্বক্ষণ মৃদ্ধ হয়ে থাকছিলেন সেগেই ইভানোভিচ, ভাইকে কখনো দেখাচ্ছিলেন ফুল ফোটার জন্য তৈরি হয়ে ওঠা, হলুদ উপপত্রে চিত্রবিচিত্র, ছায়ার দিকটায় কালো রঙের কোনো একটা বুড়ো লাইম, কখনো গাছের এই বছবে গজানো, পান্নায় ঝলমলে কচি ডাল। প্রকৃতির সৌন্দর্যের কথা বলতে বা শ্বনতে কনন্তান্তিন লেভিন ভালোবাসতেন না। যা তিনি দেখলেন তার সৌন্দর্য তাঁর কাছে লোপ পায় কথায়। দাদার বক্তব্যে তিনি সায় দিচ্ছিলেন বটে, কিন্তু আপনা থেকে তাঁর মন চলে গিয়েছিল অন্য দিকে। বন পেরিয়ে আসার পর তাঁর সমস্ত মনোযোগ গ্রাস করে নিল ঢিবির ওপর ফেলে রাখা একটা মাঠের দৃশ্য, তার কোনো জায়গা ঘাসে হলুদ, কোনো জায়গা দলিত, চৌখুপি-মারা, কোথাও সারের ডাঁই, কোথাও হাল দেওয়া। সারি দিয়ে গাড়ি যাচ্ছিল মাঠে। গাড়িগুলো গুনলেন লেভিন, যতটা সার দরকার তা সবই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে वर्तन थ्रीम श्र्वन। एचरमा माठ एमरथ मन जाँत हरन राम विहानि काणेत প্রশ্নে। বিচালি তোলায় তিনি একটা বিশেষ উত্তেজনা বোধ করতেন সর্বদাই। ঘেসো মাঠটার কাছে গিয়ে লেভিন-ঘোড়া থামালেন।

ঘন ঘাসের তলে তলে প্রভাতী শিশির থেকে গিয়েছিল তখনো। পা বাতে না ভেজে তার জন্য সেগেই ইভানোভিচ ভাইকে বললেন তাঁর গাড়ি করে মাঠ দিয়ে তাঁকে সেই উইলো ঝোপটায় পে'ছি দিতে যেখানে পার্চ মাছ খায় ভালো। নিজের ঘাসগ্রলো ধামসাতে কনস্তান্তিন লেভিনের খ্বই কণ্ট হলেও তিনি মাঠে গাড়ি হাকালেন। চাকা আর ঘোড়ার পারের কাছে জড়িরে যেতে লাগল লন্দা লন্দা ঘাস, ভেজা স্পোক আর ধ্রায় লেগে থাকছিল তাদের বিচি।

ঝোপের নিচে বসে ছিপ ঠিকঠাক করতে লাগলেন দাদা আর লেভিন ঘোড়াকে খুলে নিয়ে গিয়ে বে'ধে রাখলেন গাছের সঙ্গে, তারপর নামলেন বাতাসে নিশ্চল ঘাসের বিশাল ধ্সর-সব্জ সম্দ্রে। জলো জারগাগ্লোর পাকস্ত বিচি ভরা ঘাস প্রায় কোমর সমান।

মাঠটা আড়াআড়ি পার হরে লেভিন রান্তার উঠলেন, দেখা হল চোথ-ফুলো একটা লোকের সঙ্গে, মৌমাছির চাক নিরে যাচ্ছিল সে।

লেভিন জিগ্যেস করলেন, 'কী ফোমিচ? ধরলে নাকি?'

'কোথার আর ধরি কনন্তান্তিন মিহিচ! নিজেরগর্কো সামলে রাখতে পারলেই বাঁচি.. এই দিতীরবার পালিরেছিল। ছেড়িগার্লোকে বালহাবি, ঘোড়া ছর্টিরে যায়। ঐ যে আপনার এখানে লাঙল দেয় যারা। ঘোড়া খ্লে গিয়ে পালা ধরে...'

'তा की वलाइ एकांमिछ। चान कार्पेट लागव नाकि नव्द कदव?'

'কী আর বলি! আমরা তো সেণ্ট পিটার পরব পর্যস্ত সব্র কবি। আপনি কিন্তু বরাবর আগে শ্রের করেন। তা দেখন, ভগবান দেবেন, ঘাস তো খাশা। গর্-ঘোড়া খেয়ে বাঁচবে।'

'কিন্তু আবহাওয়া কেমন হবে বলে ভাবছ?'

'সে ভগবানের হাত। আবহাওয়াও হয়ত ভালো থাকবে।'

ভাইয়ের কাছে এলেন লেভিন। মাছ মেলে নি, কিন্তু তাতে কিছ্ এসে বায় নি সেগেই ইভানোভিচের, বেশ ফুর্তির মেজাজেই আছেন বলে মনে হল। লেভিন দেখতে পাচ্ছিলেন যে ডাক্তারের সঙ্গে আলাপটা তাঁকে চাগিয়ে তুলেছে, কথা কইবার ঝোঁক এসেছে তাঁর। লেভিন কিন্তু চাইছিলেন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে, যাতে পরের দিন ঘেস্কড়েদের ডাকার হ্কুম দিয়ে ঘাস কাটা নিয়ে যে সন্দেহটা তাঁকে খ্বই ভাবাচ্ছিল সেটা চুকিয়ে দেন।

वनत्नन, 'ठाश्ल याख्या याक।'

'এত তাড়া কিসের? খানিক বসে থাকি না কেন? তবে জবর ভিজেছিস বটে! মাছ না মিললেও বেশ লাগছে। সমস্ত রকমের শিকারই ভালো, কেননা ব্যাপারটা প্রকৃতি নিয়ে। দ্যাখ কী স্ক্রের এই ইস্পাতের মতো জলটা!' উনি বললেন, 'আর ঘাসে ভরা এই তীর' — বলে চললেন উনি, 'সর্বদাই আমার মনে করিয়ে দের ওই ধাঁধাটার কথা। জানিস তো? ঘাস বলছে জলকে: আর আমরা টলছি, কেবলই টলছি...'

'ও ধাঁধা আমি জানি না' — মনমরার মতো জবাব দিলেন লেভিন।

n o n

সেগেই ইভানোভিচ বললেন, 'শোন, আমি তোর কথা ভাবছিলাম।
চাক্তারটি আমায় যা বললে, তাতে তোদের উয়েজ্দে যা ঘটছে সে যে
স্ভিছাড়া ব্যাপার; ছোকরার বেশ ব্রিদ্ধশ্বিদ্ধ আছে। আমি তোকে আগেও
বলেছি, এখনও বলছি: তুই যে সভায় যাস না এবং সাধারণভাবেই
ক্রেমস্ত্রভার ব্যাপার-স্যাপার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছিস, এটা খারাপ।
সং লোকেরা যদি সরে যায়, তাহলে তো বলাই বাহ্বল্য, ভগবানই জানেন
কী দাঁড়াবে। আমরা টাকা দিচ্ছি, তা যাচ্ছে মাইনেতে, অথচ ইশকুল নেই,
সহকারী ডাক্তার নেই, ধাই নেই, ওষ্বধের দোকান নেই, কিছুই নেই।'

'আমি তো চেণ্টা করেছিলাম' — ম্দ্বুস্বরে অনিচ্ছাভরে লোভিন বললেন, পারি না! কী করা যাবে!'

'পারিস না কেন? সতিয় বলছি আমি ব্রিঝ না। উদাসীনতা, অকর্মণ্যতার বথা আমি মানি না: সতিয়ই কি তবে নেহাং আলস্য?'

'ওর কোনোটাই নয়। আমি চেষ্টা করেছিলাম, দেখলাম কিছ্রই করতে পারি না' — লেভিন বললেন।

দাদা যা বলছিলেন তাতে বিশেষ মন যাচ্ছিল না লেভিনের। নদীর ওপারে থেতের দিকে ভালো করে তাকিয়ে তিনি কালোমতো কী একটা লক্ষা করলেন, কিস্তু ধরতে পারছিলেন না সেটা ঘোড়া, নাকি ঘোড়ার পিঠে গোমস্তা।

'কেন তুই কিছ্ম করতে পারিস না? চেণ্টা করে দেখলি, তোর মতে হল না. আর তুইও অমনি হাল ছেড়ে দিলি। আত্মসম্মান নেই তোর?'

'আত্মসম্মান' — দাদার কথায় মর্মাহত লেভিন বললেন, 'আমি ব্রুতে পার্লছ না। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার যদি কখনো বলা হত যে সমাকলন অংক এন্যেরা বোঝে আমি ব্রুঝি না, সেটা হত আত্মসম্মানের ব্যাপার। কিন্তু গ্রুক্তে এ সব কাজের খানিকটা সামর্থ্য আছে এবং বড়ো কথা, কাজগ্রেলা এতি জরুরি, সর্বাগ্রে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার।'

'কী বলছিল! ওটা কি জর্রি নয়?' তিনি বা নিয়ে ভাবিত সেটা বে ভাইরের কাছে গ্রেছহীন মনে হচ্ছে এবং বিশেষ করে ভাই যে স্পন্টতই তার কথা প্রায় শ্রেছেও না. এতে আহত হয়ে বললেন সেগেই ইভানোভিচ।

'আমার কাছে জর্রার বলে মনে হয় না। আমাকে স্পর্ণ করে না, কী করা বাবে?..' লেভিন বললেন এবং ধরতে পারলেন বে তিনি বাকে দেখেছিলেন সে তাঁর গোমন্তা এবং নিশ্চর হাল দেওয়া থেকে চাষীদের সেছেড়ে দিছে। লাঙল উলটে ধরছে তারা। 'হাল দেওয়া শেষ হয়ে গেল নাকি?' মনে মনে ভাবলেন তিনি।

'কিন্তু শোন', — স্কুমার ব্দ্ধিমান ম্থখানার দ্রকৃটি ফুটিরে দাদা বললেন, 'সবকিছ্রেই একটা সীমা আছে। খাপছাড়া, অকপট লোক হওরা, মিখ্যে ভালো না বাসা খ্রই ভালো — এ সবই আমি জানি; কিন্তু তুই বা বলছিস তার হয় কোনো অর্থ নেই নয় অর্থটা খ্রই খারাপ। এটাকে তুই কী করে গ্রুত্থীন বলে ভাবতে পারিস বখন বে চাষীদের তুই ভালোবাসিস বলছিস...'

'কখনো আমি তা বলি নি' — মনে মনে ভাবলেন কনস্তান্তিন লেভিন।

'...তারা মরছে কোনো সাহায্য না পেরে। বিটকেলে মাগীদের হাতে মারা যাছে শিশ্রা, চাষীরা অজ্ঞতার মধ্যে পড়ে থাকছে, তাদের ওপর মাতব্দরি করছে যতরাজ্যের কলমবাজ, অথচ তোর হাতে রয়েছে সাহায্য করার উপায়, কিন্তু করছিস না, কারণ তোর মতে ওটা গ্রেছ্প্র্ণ নয়।'

সেগেই ইভানোভিচ এই বিকল্প রাখলেন: 'হয় তুই এতই অপরিণত যে তুই যা করতে পারিস সেটা তোর চোখে পড়ছে না, নয় তা করার জন্মে নিজের শাস্তি, গুমোর, জানি না কী, বিসর্জনি দিতে চাস না।'

কনস্তান্তিন লেভিন টের পেলেন যে এখন তাঁর পক্ষে খোলা আছে শ্বঃ দ্বিটি পথ: হল দাদার কথায় সায় দেওয়া, নয় মেনে নেওয়া যে সাধারণ কল্যাণের জন্য তার ভালোবাসা কম। এটা তাঁকে অপমানিত ও দ্বঃখিত করল।

দ, চ্ভাবে বললেন, 'এটাও বটে, ওটাও বটে। আমি দেখতে পাচ্ছি না ক[্] করে সম্ভব হত…'

'সে কী? টাকার ভালো বিলি-ব্যবস্থা করে চিকিৎসার সাহাষ্য দেও^{রা} বেত না?' 'আমার মনে হয়, বেত না... বসস্তের বান, শীতের বরফ-ঝড়, চাষের মরশ্ম নিয়ে আমাদের উয়েজ্দের চার হাজার বর্গ ভাস্ট এলাকায় সবখানে চিকিংসা-সাহাব্যের সম্ভাবনা আমি দেখছি না। তা ছাড়া ওব্ধপতে আমার বিশ্বাসও নেই।'

'নে, খ্ব হয়েছে, এটা অন্যায়... আমি তোকে হাজারটা দৃষ্টাস্ত দিতে পারি... কিন্তু ইশকুল?'

'ইশকুল কী হবে?'

'কী বলছিস তুই? শিক্ষার উপকারিতা নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে কি? শিক্ষা যদি তোর পক্ষে ভালো হয়, তাহলে সবার পক্ষেই ভালো।'

কনন্তান্তিন লেভিন টের পাচ্ছিলেন যে নৈতিক দিক থেকে তিনি কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন, তাই উর্ব্তেজিত হয়ে সামাজিক কল্যাণের জন্য তাঁর উদাসীনতার প্রধান কারণটা বলে ফেললেন।

সম্ভবত এ সবই বেশ ভালো, কিন্তু কেন আমি বাস্ত হব চিকিৎসা-কেন্দ্র খোলা নিয়ে যখন কখনো আমি তা বাবহার করব না, ইশকুল — নিজের ছেলেমেয়েদের আমি পাঠাব না যেখানে, চাষীরাও যেখানে পাঠাতে চায় না তাদের ছেলেমেয়েদের, আর পাঠানো যে দরকার তেমন একটা দৃঢ় বিশ্বাস আমার এখনো নেই' — লেভিন বললেন।

এই অপ্রত্যাশিত আপত্তি মৃহ্তের জন্য বিচ্মিত করল সের্গেই ইভানোভিচকে। তবে তক্ষ্মনি তিনি আক্রমণের নতুন পরিকল্পনা ফাঁদলেন। চুপ করে রইলেন তিনি, একটা ছিপ তুলে আবার সেটা ফেললেন, হেসে ভাইকে বললেন:

'নে, তবে বলি... প্রথমত চিকিৎসা-কেন্দ্রের দরকার ছিল। এই তো আমরা আগাফিয়া মিথাইলোভনার জনো জেমস্ত্রোর ডাক্তারকে ডাকলাম।' 'তবে আমার ধারণা, হাত বাঁকাই থেকে যাবে।'

'সেটা এখনো স্নিশ্চিত নয়... তারপর সাক্ষর চাষী, ম্নিষ যে তোর বিশি দরকার, বেশি কাজের।'

'উ'হ্, যাকে খ্মি জিগ্যেস করো' — দ্ঢ়ভাবে বললেন কনস্তান্তিন লোভন, 'ম্নিষ হিশেবে সাক্ষরেরা অনেক খারাপ। রাস্তা মেরামত করবে না তারা; সাঁকো বানানো মাত্র তার কাঠ চুরি যাবে।'

'তবে' — মুখ হাঁড়ি করে বললেন সেগেই ইভানোভিচ, বিরোধিতা

'কী বলছিস! ওটা কি জর্বার নর?' তিনি যা নিরে ভাবিত সেটা বে ভাইরের কাছে গ্রেছ্হীন মনে হচ্ছে এবং বিশেষ করে ভাই যে স্পন্টতই তার কথা প্রায় শ্নেছেও না, এতে আহত হয়ে বললেন সেগেই ইভানোভিচ।

'আমার কাছে জর্রার বলে মনে হয় না। আমাকে স্পর্শ করে না, কী করা বাবে?..' লেভিন বললেন এবং ধরতে পারলেন যে তিনি যাকে দেখেছিলেন সে তাঁর গোমন্তা এবং নিশ্চর হাল দেওয়া থেকে চাষীদের সেছেড়ে দিছে। লাঙল উলটে ধরছে তারা। 'হাল দেওয়া শেষ হয়ে গেল নাকি?' মনে মনে ভাবলেন তিনি।

'কিন্তু শোন' — স্কুমার ব্দ্ধিমান ম্থখানায় প্র্কৃটি ফুটিরে দাদা বললেন, 'সবকিছ্রই একটা সীমা আছে। খাপছাড়া, অকপট লোক হওয়া, মিখ্যে ভালো না বাসা খ্বই ভালো — এ সবই আমি জানি; কিন্তু তুই বা বলছিস তার হয় কোনো অর্থ নেই নয় অর্থটা খ্বই খারাপ। এটাকে তুই কী করে গ্রুহখীন বলে ভাবতে পারিস যখন যে চাষীদের তুই ভালোবাসিস বলছিস ..'

'কখনো আমি তা বলি নি' — মনে মনে ভাবলেন কনস্তান্তিন লেভিন।

'...তারা মরছে কোনো সাহাষ্য না পেরে। বিটকেলে মাগীদের হাতে মারা যাচ্ছে শিশ্রা, চাষীরা অজ্ঞতার মধ্যে পড়ে থাকছে, তাদের ওপর মাতব্বরি করছে যতরাজ্যের কলমবাজ, অথচ তোর হাতে রয়েছে সাহায্য করার উপায়, কিন্তু করছিস না, কারণ তোর মতে ওটা গ্রেড্পূর্ণ নয়।'

সেগেই ইভানোভিচ এই বিকল্প রাখলেন: 'হয় তুই এতই অপরিণঃ যে তুই যা করতে পারিস সেটা তোর চোখে পড়ছে না, নয় তা করার জনে। নিজের শান্তি, গুমোর, জানি না কী, বিসর্জনি দিতে চাস না।'

কনস্তান্তিন লেভিন টের পেলেন যে এখন তাঁর পক্ষে খোলা আছে শ্বং, দ্বিটি পথ: হল দাদার কথায় সায় দেওয়া, নয় মেনে নেওয়া যে সাধারণ কল্যানের জ্বন্য তার ভালোবাসা কম। এটা তাঁকে অপমানিত ও দ্বঃখিঃ করল।

দ্যুভাবে বললেন, 'এটাও বটে, ওটাও বটে। আমি দেখতে পাচ্ছি না ক' করে সম্ভব হত...'

'সে কী? টাকার ভালো বিলি-ব্যবস্থা করে চিকিৎসার সাহাষ্য দেও্যা বেত না?' 'আমার মনে হয়, যেত না... বসস্তের বান, শীতের বরফ-ঝড়, চাষের মরশ্ম নিয়ে আমাদের উয়েজ্দের চার হাজার বর্গ ভাস্ট এলাকায় সবখানে চিকিংসা-সাহায্যের সম্ভাবনা আমি দেখছি না। তা ছাড়া ওব্ধপতে আমার বিশ্বাসও নেই।'

'নে, খ্ব হয়েছে, এটা অন্যায় .. আমি তোকে হাজারটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি... কিন্ত ইশকুল?'

'ইশকুল की হবে?'

'কী বলছিস তুই? শিক্ষার উপকারিতা নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে কি? শিক্ষা যদি তোর পক্ষে ভালো হয়, তাহলে সবার পক্ষেই ভালো।'

কনস্তান্তিন লেভিন টের পাচ্ছিলেন যে নৈতিক দিক থেকে তিনি কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন, তাই উর্ব্তেজিত হয়ে সামাজিক কল্যাণের জন্য তাঁর উদাসীনতার প্রধান কারণটা বলে ফেল্লেন।

'সম্ভবত এ সবই বেশ ভালো, কিন্তু কেন আমি ব্যস্ত হব চিকিৎসা-কেন্দ্র খোলা নিয়ে যখন কখনো আমি তা ব্যবহার করব না, ইশকুল — নিজের ছেলেমেয়েদের আমি পাঠাব না যেখানে, চাষীরাও যেখানে পাঠাতে চায় না তাদের ছেলেমেয়েদের, আর পাঠানো যে দরকার তেমন একটা দৃঢ় বিশ্বাস আমার এখনো নেই' — লেভিন বললেন।

এই অপ্রত্যাশিত আপত্তি মৃহ্তের জন্য বিশ্মিত করল সেগেঁই ইভানোভিচকে। তবে তক্ষ্যুনি তিনি আক্রমণের নতুন পরিকল্পনা ফাঁদলেন।

চুপ করে রইলেন তিনি, একটা ছিপ তুলে আবার সেটা ফেললেন, হেসে ভাইকে বললেন:

'নে, তবে বলি... প্রথমত চিকিৎসা-কেন্দ্রের দরকার ছিল। এই তো আমরা আগাফিয়া মিখাইলোভনার জন্যে জেমস্ত্ভোর ডাক্তারকে ডাকলাম।' 'তবে আমার ধারণা, হাত বাঁকাই থেকে যাবে।'

'সেটা এখনো স্নিশ্চিত নয়... তারপর সাক্ষর চাষী, ম্নিষ যে তোর বেশি দরকার, বেশি কাজের।'

'উ'হ্, যাকে খ্রিশ জিগ্যেস করো' — দ্ঢ়ভাবে বললেন কনস্তান্তিন লোভন, 'ম্বানষ হিশেবে সাক্ষরেরা অনেক খারাপ। রাস্তা মেরামত করবে না তারা; সাঁকো বানানো মাত্র তার কাঠ চুরি যাবে।'

'তবে' — মৃখ হাঁড়ি করে বললেন সেগেই ইভানোভিচ, বিরোধিতা

সইতে পারতেন না তিনি, বিশেষ করে এমন বিরোধিতা যা ক্রমাগত সরে যাছে একটা থেকে আরেকটার, কোনো সম্পর্ক না রেখে হাজির করছে নতুন যাজি, ফলে বোঝাই যায় না কোনটার জবাব দিতে হবে, 'তবে ওটা কোনো কথা নয়। শোন বাল। শিক্ষা যে জনগণের পক্ষে কল্যাণকর সেটা তুই ২৭ীকার করিস কি?'

'করি' --- ঝট করে বলে বসলেন লেভিন এবং তক্ষ্মিন ব্ঝলেন যে তিনি যা ভাবেন সেটা বলা হল না। তিনি টের পেলেন যে এটা স্বীকার করলে তাঁকে দেখিয়ে দেওয়া হবে যে তিনি বাজে কথা বলছেন যার কোনো অর্থ হয় না। কী করে দেখিয়ে দেওয়া হবে সেটা তিনি জানতেন না, কিন্তু এটা জানতেন যে নিঃসন্দেহে য্বিজযুক্ত র্পেই তা দেখানো হবে এবং তার অপেক্ষায় রইলেন তিনি।

যা তিনি আশা করেছিলেন যুক্তিটা এল তার চেয়ে অনেক সহজভাবে।
সেগেই ইভানোভিচ বললেন, 'এটাকে তুই কল্যাণ বলে যদি মানিস.
তাহলে সং লোক হিশেবে তুই ও কাজটাকে ভালো না বেসে, তার প্রতি
সহান্ভৃতি পোষণ না করে, স্তরাং তার জন্যে খাটতে ইচ্ছ্ক না হয়ে
পারিস না।'

'কিস্তু আমি এখনও মানছি না যে কাজটা ভালো' — লাল হয়ে বললেন কমস্তান্তিন লেভিন।

'সেকি? তুই যে এক্ষ্মনি বললি...'

'মানে, আমি ওটাকে ভালো বলেও মানি না, সম্ভবও মনে করি না।'
'চেন্টা না করে দেখলে সেটা তো জানা সম্ভব নয়।'

'তা ধরে নিচ্ছি' — লেভিন বললেন যদিও মোটেই তা ধরে নিচ্ছিলেন না, 'ধরে নিচ্ছি নয় তাই; তাহলেও আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন ও নিয়ে আমি মাধা ঘামাব।'

'কেন মানে?'

'না, এ নিয়ে যখন কথাই উঠল, তাহলে আমাকে দার্শনিক দ্ভিটকোণ থেকে ব্রিয়ে দাও' --- লেভিন বললেন।

'এখানে দর্শন আসে কোথা থেকে আমি বৃঝি না' — সেগেই ইভানোভিচ বললেন এমন স্বরে যাতে লেভিনের মনে হল যেন দর্শন নিয়ে কথা বলার অধিকার তিনি ভাইকে দিতে চান না। সেটা চটিয়ে দিল লেভিনকে। উর্বেজিত হয়ে তিনি বললেন, 'এই জন্যে! আমি মনে করি যে যতই বলো আমাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপের চালিকা হল ব্যক্তিগত সূখ। এখন জেমস্ত্রে প্রতিষ্ঠানটা অভিজাত হিশেবে আমার কোনো কল্যাণে লাগছে তা আমি কিছুই দেখতে পাছি না। রাস্ত্রাগ্রেলা ভালো হয় নি এবং হতেও পারে না; খারাপ রাস্তাত্তেও আমার ঘোড়াগ্রেলা বয়ে নিয়ে যাবে আমার চাই না — কখনো আমি তার দ্বারম্থ হই নি, হবও না। ইশকুল আমার কাছে নিজ্পয়োজন শ্র্ম্ব নয়, ক্ষতিকরই, সে তো তোমাকে বলেছি। জেমস্ত্রেভা প্রতিষ্ঠান আমার কাছে শ্র্ম্ব দেসিয়াতিনা পিছু আঠারো কোপেক দেওয়া, শহরে যাওয়া, ছারপোকার সঙ্গে রাত কাটানো আর যত রাজ্যের আজেবাজে কথা শ্রেন যাওয়ার বাধ্যতা, ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ তা মেটায় না আমার।' দাঁড়া' — হেসে বাধা দিলেন সেগেই ইভানোভিচ, 'চাষীদের ম্বুক্তর জন্যে খাটতে ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ আমাদের প্রবৃদ্ধ করে নি, অথচ আমরা থেটেছি।'

'তা নয়!' আরো উত্তেজিত হয়ে বাধা দিলেন লেভিন, 'চাষীদের মনুক্তিটা এন্য ব্যাপার। ব্যক্তিগত স্বার্থ তাতে ছিল। যে জায়ালটা আমাদের, সমস্ত ভালো লোকেদের পিষ্ট করছিল সেটা ছুড়ৈ ফেলতে চেয়েছিলাম আমরা। কিস্তু পৌরসভার সদস্য হওয়া, কত জন মেথর দরকার, যে শহরে আমি থাকি না সেখানে কিভাবে পাইপ বসাতে হবে তা নিয়ে আলোচনা চালানো: এনির হয়ে বসে হয়ম চুরি করা কোনো চায়ীর বিচার করা, আসামীর উকিল আর অভিশংসক যেসব আজেবাজে কথা ফাঁদছেন ছ'ঘ'টা ধরে তা এবং বিচারপতি কিভাবে আমার বৃড়ো বোকাটা আলিওশাকে জিগ্যেস করবেন, অভিযুক্ত মহাশয়, আপনি কি হয়মে চুরির ঘটনাটা স্বীকার করছেন?' 'এর্গ বি সব শোনা…'

মেতে উঠে কনস্তান্তিন নকল করতে লাগলেন বিচারপতি আর বোকা আলিওশাকে; তাঁর মনে হয়েছিল এতে কাজ দেবে।

কিন্তু কাঁধ নাড়ালেন সেগেই ইভানোভিচ। 'তা তই বলতে চাস কী?'

'আমি শুধু বলতে চাই যে আমাকে, আমার স্বার্থকে স্পর্শ করছে যেসব অধিকার তা আমি রক্ষা করব প্রাণপণে; যথন আমাদের, বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত্রদের খানাতল্লাসি করা হয়, সশস্ত্র প্রিলশেরা আমাদের চিঠিপত্র পড়ে, তথন সর্বশক্তিতে এই সব অধিকার রক্ষা করতে, আমার শিক্ষার, স্বাধীনতার অধিকার রক্ষা করতে প্রস্তুত ছিলাম। বাধ্যতাম্পুক সৈন্যভূত্তির ব্যাপারটা আমি ব্রিঝ বা আমার সন্তানদের, ভাইদের ভাগ্যকে, খোদ আমাকেই স্পর্শ করছে; বা আমাকে নিয়ে তা আলোচনা করতে আমি প্রস্তুত; কিন্তু জেমন্ত্রভার চল্লিশ হাজার টাকাটার কী বাবস্থা হবে তা স্থির করা অথবা বে।কা আলিওশার বিচার করা — এটা আমি ব্রিঝও না, পারিও না।

কনস্তান্তিন এমনভাবে বললেন যেন তার কথা বাঁধ ভেঙে বের্চ্ছে। সেগেই ইভানোভিচ হাসলেন।

'আর কাল যদি তোর বিচার হয়, তোর কি ভালো লাগবে সাবেকী ফৌঞ্জদারি আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে?'

'বিচার আমার হবে না। কারও গলা আমি কাটব না কখনো, ও সবের প্রয়োজন নেই আমার, তাহলে বলি!' ফের একেবারে অপ্রাসঙ্গিক কথায় লাফিয়ে গিয়ে বলে চললেন লেভিন, 'জেমস্তুভো প্রতিষ্ঠানগ্রুলো এবং এই স্বকিছ্ই সেই কাটা বার্চ গাছগ্রুলোর মতো যা আমরা ট্রিনিট দিনে পর্নতি যাতে ইউরোপে আপনা-আপনি গজানো বনের মতো দেখায়। মনে-প্রাণে এই সব বার্চে জল দিতে বা বিশ্বাস করতে আমি পারি না।'

শ্ব কাঁধ কোঁচকালেন সেগে ই ইভানোভিচ, বিতকের মধ্যে হঠাৎ এখন কোথা থেকে এই সব বার্চ এসে পড়ায় তাঁর বিক্ষয় প্রকাশ করতে চাইলেন ভিঙ্গিটায়, যদিও তক্ষ্নি ব্যালেন এতে করে কী বলতে চাইছেন তাঁর ভাই। মস্তব্য করলেন, 'দাঁড়া, এ যে কোনো য্যক্তি হল না।'

কিন্তু নিজের যে ব্রুটির কথা কনস্তান্তিন লেভিন জানতেন, সাধারণ কল্যাণের প্রতি উদাসীনতা, সেটাকে সমর্থন করতে চাইছিলেন তিনি, তাই বলে চললেন:

'আমি মনে করি কোনো কাজই পাকাপোক্ত হতে পারে না যদি ব্যক্তিগত স্বার্থে তার ভিত্তি না থাকে। এটা হল একটা সাধারণ সত্য, দার্শনিক সত্য' — দার্শনিক শব্দটার দৃঢ় পন্নরাব্তি করে বললেন তিনি, যেন দেখাতে চাইলেন যে সকলের মতো তাঁরও অধিকার আছে দর্শন নিয়ে কথা বলার।

আরেকবার হাসলেন সেগেই ইভানোভিচ। ভাবলেন, 'নিজের ঝোঁকগুলোকে সমর্থনের জন্যে ওরও কী একটা দর্শন আছে দেখছি।

'নে, দর্শনের কথা রাখ তো। সমস্ত মুগের দর্শনের প্রধান কাজটাই হল ব্যক্তিগত ও সাধারণ স্বার্থের মধ্যে যে আবশ্যকীয় যোগাযোগ বর্তমান তা খংকে পাওয়। কিন্তু সেটা প্রশ্ন নয়, প্রশ্নটা এই ষে তোর তুলনাটা আমায় শ্বধ্ শ্বেরে দিতে হবে। যে বার্চ গাছ মাটিতে গোঁজা হয় নি, রোপণ করা হয়েছে, বপন করা হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। কেবল সেই জাতিরই ভবিষাং থাকে, তাদেরই ঐতিহাসিক বলা যায় যায়া নিজেদের প্রথা-প্রতিষ্ঠানের যা গ্রন্থপূর্ণ আর তাংপর্যময়, তার সম্পর্কে সজাগ এবং ম্লা দেয় তাতে।

এবং প্রশ্নটাকে সেগেই ইভানোভিচ নিয়ে গেলেন কনস্তান্তিন লেভিনের অনায়ত্ত দার্শনিক-ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে এবং দেখিয়ে দিলেন লেভিনের দ্ভিভিঙ্গির সমস্ত নীতিবির্দ্ধতা।

'ও কাজগনলো যে তোর ভালো লাগছে না, মাপ করিস আমায়, তার কারণ আমাদের রুশী আলস্য আর নবাবি। আমার দ্ট ধারণা এটা তোর একটা সাময়িক বিদ্রান্তি এবং তা কেটে যাবে।'

কনস্তান্তিন চুপ করে রইলেন। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে তিনি সব দিক থেকে পরাস্ত, তবে সেই সঙ্গে তিনি এও অন্তব করছিলেন যে তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন সেটা দাদার বোধগম্য নয়। শ্ব্ জানতেন না বোধগম্য নয় কেন: সেটা কি এই জন্য যে বলতে যা চেয়েছিলেন সেটা তিনি পরিক্কার করে বলতে পারেন নি, নাকি দাদা ব্রুতে চান নি অথবা বোঝা গ্রাঁর পক্ষে সম্ভব নয় বলে? কিন্তু এ নিয়ে তিনি তলিয়ে দেখতে গেলেন না, অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন একেবারে অন্য ভাবনায়, নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে।

নীরবে শেষ ছিপটি গ্রটালেন সেগেই ইভানোভিচ, ঘোড়াটা খ্রলে আনলেন, রওনা দিলেন দু'জনে।

11 8 II

দাদার সঙ্গে কথাবার্তার সময় যে ব্যক্তিগত ব্যাপারটা নিয়ে লেভিন ভাবছিলেন, সেটা এই: গত বছর একবার ঘাস কাটা দেখতে এসে লেভিন চটে ওঠেন গোমস্তার ওপর এবং শাস্ত হবার জন্য ব্যবহার করেন তাঁর নিজম্ব পদ্ধতি — একজন চাষীর হাত থেকে কাস্তে টেনে নিয়ে ঘাস কাটতে লেগে যান।

কাজটা তাঁর এত ভালো লেগেছিল বে বার করেক নিজে ঘাস কটোর নামেন; প্রেরা সাফ করেন বাড়ির সামনেকার ঘেসো মাঠটা আর এ বছর বসস্ত থেকেই পরিকল্পনা ঠিক করে রেখেছিলেন — দিনের পর দিন চাষীদের সঙ্গে ঘাস কাটবেন। দাদা আসার পর ভাবনার পড়েন তিনি: কাটবেন কি কাটবেন না। গোটাগর্নটি দিনগর্লো দাদাকে একা রেখে যেতে সংকোচ হচ্ছিল তাঁর, ভয়ও হচ্ছিল এর জন্য দাদা আবার তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি না করেন। কিন্তু মাঠ দিয়ে যাবার সময় ঘাস কাটার অভিজ্ঞতাটা মনে পড়ে তাঁর এবং প্রায় ঠিক করে ফেলেন কাটবেন। আর দাদার সঙ্গে বিরক্তিকর আলাপটার পর ফের সংকল্পটার কথা তাঁর মনে হল।

ভাবলেন, 'শার রিক পরিশ্রম দরকার নইলে আমার স্বভাব একেবারেই বদখং হয়ে যাবে' এবং স্থির করলেন এতে দাদা বা চাষীদের সামনে নিজেকে যতই বিরত লাগকে, কাটবেনই।

সন্ধ্যায় কনস্তান্তিন লেভিন সেরেস্তায় গিয়ে কাজের হ্নুকুম দিলেন, কাল সবচেয়ে সেরা আর বড়ো কালিনোভ মাঠের ঘাস কাটার জন্য ঘেস্কড়েদের ডাকতে লোক পাঠালেন গাঁয়ে গাঁয়ে।

'আমার কাস্তেটা তিতের কাছে পাঠিয়ে দেবেন দয়া করে, ও যেন শান দিয়ে কাল নিয়ে আসে; হয়ত নিজেই আমি নামব ঘাস কাটতে' — বিব্রত না হবার চেণ্টা করে বললেন তিনি।

গোমস্তা হেসে বললে:

'যে আন্তে ।'

मकााय हात्यत ममय नानात्क उस कथा वनतन त्नि छन।

বললেন, 'মনে হচ্ছে আবহাওয়াটা টিকে**ই গেল। কাল ঘাস** কাটা শ্_বর্ করব।'

'এ কাজটা আমি খ্বই ভালোবাসি' — বললেন সেগেই ইভানোভিচ।
'ভয়ানক ভালো লাগে আমার। নিব্দে আমি মাঝে মাঝে ঘাস কেটেছি
চাষীদের সঙ্গে, কাল গোটা দিনটা কাটব ভাবছি।'

সেগে ই ইভানোভিচ মাথা তুলে কোত্হলভরে চাইলেন ভাইয়ের দিকে। 'তার মানে? চাষীদের সঙ্গে সমানে সমানে, সারা দিন?'

লেভিন বললেন, 'হ্যাঁ, কাটতে বেশ লাগে।'

'শারীরিক ব্যায়াম হিশেবে জিনিসটা চমংকার, তবে সবটা পেরে উঠবি কিনা সন্দেহ' — কোনোরকম ঠাট্টা না করে বললেন সেগেই ইভানোভিচ। 'আমি কেটে দেখেছি। প্রথমটা কণ্ট হয় বটে, পরে মেতে ওঠা যায়। পেছিয়ে পড়ব না মনে হয়...'

'আচ্ছা, চাষীরা এটাকে কেমনভাবে নেয় বল তো। মনিবের কাণ্ড দেখে হাসাহাসি করে নিশ্চর।'

'না, আমি তা ভাবি না; তবে কাজটা এত ফুর্তির আবার সেইসঙ্গে কঠিন যে সময়ই থাকে না ভাবার।'

'কিন্তু ওদের সঙ্গে তুই থাবি কী করে? তোর জন্যে লাফিতের বোতল আর ভাজা টাকি' পাঠানো তো আর ভালো দেখায় না।'

'না, আমি শুধু ওদের বিশ্রামের সময়টায় বাড়ি চলে আসব।'

পরের দিন সচরাচরের চেয়ে আগে উঠলেন কনস্তান্তিন লেভিন, কিন্তু কাজের বিলি-বন্দোবস্ত করতে গিয়ে আটকে গেলেন, ঘাস কাটার জায়গায় যখন পেশছলেন, ঘেস্ডেরা ততক্ষণে দ্বিতীয় সারি কাটতে শ্রুর করে দিয়েছে।

ঢিবির ওপর থেকেই তাঁর চোথে পড়ল মাঠের ঘাস কাটা অংশটা, তাতে ধ্সর হয়ে ওঠা সারি, আর থেখান থেকে প্রথম সারি শ্রুর হয়েছিল, সেখানে ঘেস্ফুড়েরা যে কাফতান খুলে রেখেছিল, তার কালো কালো স্তুপ।

যতই তিনি এগিয়ে যেতে লাগলেন, ততই তিনি বেশ দেখতে পাচ্ছিলেন কেউ কাফতান, কেউ-বা শ্বংই কামিজ পরা, পরের পর এগিয়ে যাওয়া, নানান চঙে কাস্তে হাঁকানো সারিবন্দী চাষীদের। গ্বংণ দেখলেন, বেয়াল্লিশ জন।

মাঠের অসমান নাবালে প্রনো বাঁধটা যেখানে ছিল সেখান দিয়ে ধীরে ধীরে এগুচ্ছে ওরা। নিজের লোকদের কয়েকজনকে চিনতে পারলেন লেভিন। ছিল সেখানে কাস্তে হাঁকাবার জন্য নুয়ে পড়া, অতি লম্বা একটা শাদা শার্ট গায়ে বুড়ো এরমিল; ছিল সেখানে লেভিনের ভূতপূর্ব কোচোয়ান ছোকরা-বয়সী ভাস্কা, প্রতিটি সারিতে ফলাও করে কাস্তে হাঁকাচ্ছিল সে: তিতও ছিল, ঘাস কাটায় তারই কাছে লেভিনের হাতেখড়ি। ছোটোখাটো রোগা এই চাষীটি সামনে না ঝুংকে, যেন কাস্তে নিয়ে খেলা করতে করতে কেটে ফেলছিল তার চওড়া সারিটা।

ঘোড়া থেকে নেমে লেভিন তাকে বে'ধে রাখলেন রাস্তার কাছে। তিতের কাছে যেতে সে ঝোপ থেকে দ্বিতীয় একটা কাস্তে বার করে এগিয়ে দিল। হেসে টুপি খ্বলে কান্তেটা দিরে সে বললে, 'তৈরি গো মনিব, দাড়ি কামানো চলবে, ঘাস কাটবে নিজে নিজেই।'

কান্তেটা নিয়ে পরখ করে দেখলেন লেভিন। নিজের নিজের সারি শেষ করে হাসিখাশি ঘর্মাক্ত ঘেস্ডেরা একের পর এক রাস্তায় এসে হাসিঠাটা করতে করতে অভিবাদন জানাচ্ছিল লেভিনকে। সবাই তারা চেয়ে চেয়ে দেখছিল লেভিনকে, কিন্তু মেষচর্মের কোট পরা, শ্মশ্রহীন আকুণ্ঠিত-ম্খ দীর্ঘদেহী বৃদ্ধ রাস্তায় না আসা পর্যন্ত কেউ কিছ্ব তাঁকে বললে না।

সে বললে, 'দেখো গো মনিব, ধরেছ যখন ছেড়ো না!' ঘেস্ডেদের চাপা হাসির শব্দ কানে এল লেভিনের।

'চেষ্টা করব না ছাড়তে' -- তিতের পেছনে গিয়ে শ্রুর করার অপেক্ষা করতে করতে লেভিন বললেন।

'प्राथा' -- बूप्डा भूनतावृद्धि कत्रला।

তিত জায়গা খালি করে দিলে, লেভিন চললেন তার পেছ, পেছ, । ঘাস এখানে ছোটো, রাস্তার কাছে যেমন হয়। অনেকদিন ঘাস কাটেন নি লেভিন, লোকেদের দৃণ্টিপাতে অস্বস্থি লাগছিল, প্রথম দিকটা ঘাস কাটলেন খারাপ যদিও কাস্তে চালাচ্ছিলেন সজোরেই। তাঁর পেছনে কাদের গলা শোনা গেল:

'ঠিকমতো বসানো হয় নি, হাতলটা লম্বা, দেখেছ, ওকে ন্ইতে হচ্ছে কেমন করে' - একজন বললে।

'গোডালি লাগাও' --- বললে দ্বিতীয় জন।

ব্যুড়ো বলে চলল, 'ও কিছ্ম না, ঠিক হয়ে যাবে। ওই দ্যাখো, চলতে লেগেছে... চওড়া সারি নিচ্ছ গো, জেরবার হয়ে পড়বে, অমন কাটতে নেই মনিব, নিজের জনোই তো খাটছ! অথচ দ্যাখো, কত ঘাস বাদ যাচ্ছে! আমরা অমন করলে মজা টের পেতাম যে।'

এবার পাওয়া গেল নরম ঘাস, লেভিন শ্নছিলেন, কিন্তু উত্তর দিচ্ছিলেন না, চেষ্টা করছিলেন যথাসম্ভব ভালো করে কাটতে, যাচ্ছিলেন তিতের পেছনে। একশ' পা গেল ভারা। না থেমে এতটুকু ক্লান্তি না দেখিয়ে তিত এগ্নছিলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে উঠবেন না ভেবে ভয় করতে লাগল লেভিনের: ভারি ক্লান্ত তিনি।

লেভিন টের পাচ্ছিলেন যে শক্তি ফুরিয়ে আসছে, ঠিক করলেন যে তিতকে থামতে বলবেন। কিন্তু ঠিক এই সময়েই তিত নিজেই থেমে গেল. নিচু হয়ে কিছু ঘাস ছি'ড়ে কাস্তেটা মুছে শান দিতে লাগল, লেভিন সিধে

হরে নিশ্বাস ছাড়লেন, চেরে দেখলেন আশেপাশে। তাঁর পেছনে যে চাষীটা আসছিল স্পণ্টতই সে হররান হরে গেছে, কেননা লেভিন পর্যন্ত না পেশিছিরেই থেমে গিরে কাস্তেতে শান দিতে শ্রু করেছে সে। তিত তার নিজের এবং লেভিনের কাস্তেতে শান দিয়ে আরো এগ্রতে থাকল।

দিতীর বারেও একই ব্যাপার। না থেমে, ক্লান্ত না হয়ে তিত চলল কান্তের পর কান্তে হাঁকিয়ে। লেভিন যাচ্ছিলেন তার পেছন পেছন, চেন্টা করছিলেন পিছিয়ে না পড়ার, কিন্তু ক্রমেই কঠিন আর কন্টকর হয়ে পড়ছিল তাঁর পক্ষে। একটা সময় এল যথন তিনি টের পেলেন যে তাঁর শক্তি আর নেই, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই তিত থেমে শান দিতে লাগল।

এইভাবেই তাঁরা শেষ করলেন প্রথম সারিটা। লম্বা এই সারিটা লেভিনের বিশেষ কন্টকর লেগেছিল; তবে প্রথম সারিটা পাড়ি দেবার পর তিত কাঁধে কান্তে লাগিয়ে ঘাস-কাটা জারগায় তার জ্বতোর হিলে যে ছাপ পড়েছিল া ধরে ধরে ধার পদক্ষেপে আসতে থাকল এবং লেভিনও ঠিক সেইভাবে চললেন নিজের ছাঁটা জারগাটা দিয়ে। তখন মুখ থেকে দরদর করে নাক থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঘাম ঝরতে থাকলেও, আর গোটা পিঠটা এমন জলে চুবানোর মতো করে ভিজে উঠলেও লেভিনেব খুব ভালো লাগছিল। খুবই গাঁর খুনিশ লাগছিল এই জন্য যে তিনি এখন জানেন যে পারবেন।

তৃপ্তিটা মাটি হচ্ছিল কেবল এই দেখে যে সারিটা তাঁর ভালো হয় নি। নিজের এবড়ো-খেবড়ো ঝটকা-মারা সারিটার সঙ্গে তিতের সন্তোর মতো কাটা সারিটার তুলনা করে তিনি ভাবলেন, 'কাস্তেটা কম করে দেহকা-ডটা বেশি করে চালাতে হবে।'

লেভিন লক্ষ্য করেছিলেন, প্রথম সারিটা কাটার সময় তিত এগর্নচ্ছল খ্বই দ্রত, খ্ব সম্ভব মনিবকে যাচাই করে নেবার জন্য, সারিটাও দাঁড়াল সম্বা। পরের সারিগরলোয় কন্ট হল না অতটা, তাহলেও চাষীদের কাছ খিকে পিছিয়ে না পড়ার জন্য সমগু শক্তি খাটাতে হল লেভিনকে।

চাষীদের কাছ থেকে পিছিয়ে না পড়া আর যথাসন্তব ভালোভাবে খাটা গড়া অন্য কোনো ভাবনা, কোনো বাসনা ছিল না লেভিনের। তিনি ্নিছিলেন কেবল কান্তের আওয়াজ, দেখছিলেন সামনে সরে যাচ্ছে তিতের গড়া ম্তি, ঘাস-কাটা জায়গাটার বাঁকা বৃত্ত, ধীরে ধীরে, ঢেউয়ের মতো ন্টিয়ে পড়া ঘাস, তাঁর কান্তের ধারালো দিকটার কাছে ফুলের চুড়ো আর আগে সারির শেষ, যেখানে শ্রের হবে বিশ্রাম। কাজের মাঝখানে তিনি হঠাৎ টের পেলেন তপ্ত ঘর্মাক্ত কাঁথে ঠাণ্ডার একটা প্রীতিকর অনুভূতি, ভেবে পাচ্ছিলেন না, কী এটা, আসছে কোথা থেকে। কান্তেটার শান দেবার সময় চাইলেন আকাশের দিকে। ভেসে বাচ্ছে একটা নিচু ভারী মেঘ, বৃষ্টি পড়ছে বড়ো বড়ো ফোঁটায়। একদল চাষী কাফতানগ্লোর কাছে ছ্বটে গিয়ে তা গায়ে চড়াল, অনোরা ঠিক লেভিনের মতোই স্ব্থপ্রদ তাজা শীতলতায় কাঁধ কোঁচকাল সাননেদ।

চলল সারির পর সারি। লম্বা সারি, ছোটো সারি, কোনোটার ভালো ঘাস. কোনোটার খারাপ। সময়ের সব চেতনা লোপ পেল লেভিনের, মোটেই খেরাল ছিল না বেলা গড়িয়ে গেছে নাকি গড়ার নি। তাঁর কাজে এবার একটা বদল ঘটছিল যাতে অসীম স্খান্ভব হচ্ছিল তাঁর। এক-একসময় তিনি ভূলে যাচ্ছিলেন কী করছেন, বেশ সহজ বোধ করছিলেন নিজেকে, তাঁর সারি তখন হয়ে দাঁড়াছিল প্রায় তিতের মতোই সমান আর সম্পর। কিন্তু থেই মনে পড়ত কী করছেন, চেণ্টা করতেন আরো ভালো করে করার, অমনি খাটনির সমস্ত কণ্টটার বোধ হত তাঁর, সারি হয়ে দাঁড়াত খারাপ।

আরো একটা সারি শেষ করে তিনি ফের আরেকটা ধরতে চেয়েছিলেন.
কিন্তু তিত থেমে গেল, বুড়োর কাছে গিয়ে মৃদ্ফুবরে কী বললে। দু'জনেই
তারা তাকাল সুর্যের দিকে। 'কী বলাবলি করছে ওরা, সারি ও ধরছে না
কেন?' ভাবলেন লেভিন, আন্দাজ করতে পারেন নি যে না থেমে চাষীর।
ঘাস কেটেছে চার ঘণ্টার কম নয়, সময় হয়েছে প্রাতরাশের।

व्रद्धा वलला, 'ह्यारों शक्ति ला मनिव।'

'সময় হয়ে গেছে নাকি? তা বেশ, ছোটো হাজরিই হোক।'

তিতকে কাস্তে দিয়ে যে চাষীরা রুটির জন্য কাফতানগুলোর কাছে যাচ্ছিল তাদের সঙ্গে লেভিন লম্বা ঘাস-কাটা জায়গাটার সামান্য জলের ছিটেলাগা সারিগুলো দিয়ে গেলেন তাঁর ঘোড়ার কাছে। কেবল এখনই তিনিটের পেলেন যে আবহাওয়ার মেজাজ তিনি আন্দাজ করতে পারেন নি, ভিতে গোছে তাঁব বিচালি।

वलत्नन, 'विठानि नष्टे श्रः यात्व।'

'ও किছ् ना मनित, वामनाश कारत थरता. रताम्म् रत विठानि करण

ঘোডার বাঁধন খালে লেভিন বাড়ি গেলেন কফি খেতে।

সেগেই ইভানোভিচ সবে উঠেছিলেন ঘ্রম থেকে। পোশাক-আশাক পরে হিনি খাবার ঘরে আসতে না আসতেই লেভিন তাঁর কফি শেষ করে ফের গেলেন ঘাস কাটার জায়গায়।

n & n

প্রাতরাশের পর লেভিন আগের সারিতে নয়, পড়লেন রসিক ব্বড়ো আর এক ছোকরা চাষীর মাঝখানের সারিতে। ব্বড়ো তাঁকে ডেকেছিল পড়শী ২তে। ছোকরা চাষী সবে বিয়ে করেছে শরতে, গ্রীন্মে ঘাস কাটতে আসছে এই প্রথম বার।

ব্ড়ো যাচ্ছিল আগে আগে, পা ম্চড়িয়ে লম্বা লম্বা সমতাল পদক্ষেপে, ভঙ্গি তার নিখ্ত, সমান, যেন হাঁটবার সময় হাত দোলানোর বেশি মেহনত লাগছে না তার, এমনি খেলাচ্ছলে একইরকম উ'চু কাটা ঘাসের সারি বে'ধে ফাছিল সে। যেন ও কিছ্ করছে না, ধারালো কাস্তেটা আপনা-আপনিই স্সালো ঘাসে কেটে বসছে।

লেভিনের পেছনে আসছিল ছোকরা মিশ্কা। ম্থখানা তার মিণ্টি, এক গোছা তাজা ঘাস দিয়ে চুল বাঁধা, পরিশ্রমে সে ম্থ ক্রমাগত খিচড়ে যাচছে; কিন্তু তার দিকে চাইলেই সে হাসে। বোঝা যায় যে তার কণ্ট হচ্ছে সেটা স্বীকার করার চেয়ে সে বরং মরতে রাজী।

লেভিন যাচ্ছিলেন তাদের মাঝখান দিয়ে। ঘাস কাটার ধ্ম যখন তুঙ্গে উঠল, লেভিনের তখন কণ্ট হয় নি তেমন। দরদর ঘাম শীতল করে তুলছিল াঁকে, পিঠ, মাথা, আন্তিন গুটানো হাত পুর্ডিয়ে রোদ তাঁকে দিভিল জোর আর কাজের গোঁ। ঘন ঘন আসছিল সেই সব অচেতন মুহুর্ত যখন কী করছেন সে নিয়ে চিন্তা না করে থাকা যায়। কান্তে ঘাস কেটে চলছে আপনা থেকেই। সুখের মুহুর্ত এগর্লি। আরো আনন্দ হল যখন সারি যে নদীতে গিয়ে পড়েছে সেখানে এসে বুড়ো ভেজা ঘন ঘাস দিয়ে কান্তে মুছে, নদীর টাটকা জল দিয়ে ধ্রুয়ে বেরি সিজানো পাত্র থেকে খানিকটা পানীয় দিলে লেভিনকে।

'নাও, আমার সরবং। কেমন, ভালো?' বললে সে চোখ মটকে। আর সতিয়ই পাতার কুচি ভাসা, টিনের কোটোর মরচে ধরা স্বাদ মাখা এমন পানীয় লেভিন কখনো খান নি। এর পরেই শ্রু হল কান্তেতে হাত রেখে স্থাবিষ্ট মন্থর পাদচারণ যখন কপালের ঘাম মোছা, ব্ক ভরে নিশ্বাস নেওয়া, ঘেস্ডেদের গোটা সারিটা আর চারপাশে, মাঠে, বনে কী হচ্ছে তা দেখে নেওয়া সম্ভব।

যত বেশি লেভিন ঘাস কাটতে লাগলেন ততই ঘন ঘন আসছিল সেই আত্মভোলা মৃহ্ত যখন তাঁর হাত কাস্তে হাঁকায় না, যখন কাস্তেই তার পেছনে টানে সজ্ঞান, জীবনে ভরপুর দেহকে. আর যেন যাদ্বলে, কাজ নিম্নে কোনো ভাবনা ছাড়াই সঠিক, চমংকার কাজ হয়ে চলে আপনা-আর্পান। সবচেয়ে সুখের মৃহ্ত এগুলি।

কঠিন লাগত যখন এই অচেতন গতি থামিয়ে ভাবতে হত, যখন ছাঁটতে হত ঢিবি অথবা না-নিড়ানো সরেল-ভূই। বুড়ো এটা করত অনায়াসে। চাঙড় এলে বুড়োর কাজের ভঙ্গি বদলে যেত, কখনো গোড়ালি দিয়ে, কখনো কাস্তের ডগা দিয়ে দুই দিক থেকে ছোটো ছোটো ঘা দিয়ে পরিষ্কার করত চাঙড়। আর তা করতে করতেই নজর করে দেখত আগে কী পড়ছে। কখনো সে কোনো একটা বেরি ছিড়ে খেত বা দিত লেভিনকে, কখনো কাস্তের ডগা দিয়ে ছুড়ে ফেলত ডাল, কখনো চেয়ে দেখত তিতির পাখির বাসা. একেবারে কাস্তের মুখে পক্ষিণী উড়ে গেল যেখান থেকে। একবার পথে পড়া একটা সাপ ধরল, কাঁটায় তোলার মতো করে সেটা তার কাস্তেয় তুলে ধরে লেভিনকে দেখিয়ে ফেলে দিলে ছুড়ে।

কিন্তু লেভিন এবং তাঁর পেছনকার ছোকরাটির পক্ষে কাজের ভঙ্গি বদলানো কঠিন হচ্ছিল। দ্ব'জনেই তাঁরা শ্রমসাধ্য কোনো একটা ভঙ্গি আয়ত্ত করে কাজে এমন মেতে উঠছিলেন যে তা বদলানো আর সেইসঙ্গে সামনে কী পড়ছে দেখা সম্ভব হচ্ছিল না।

কীভাবে সময় কাটছে লেভিন লক্ষ্য করেন নি। কতক্ষণ তিনি ঘাস কাটছেন জিগ্যেস করলে তিনি হয়ত বলতেন — আধঘণ্টা, অথচ দিবাহারের সময় কাছিয়ে এসেছিল। সারি দিয়ে ফেরার সময় ব্রুড়ো লেভিনকে দেখাল কতকগ্রলো ছেলেমেয়ে। সামান্য দেখা যাচ্ছিল তাদের, লম্বা লম্বা ঘাস আর রাস্তা উজিয়ে নানা দিক থেকে তারা আসছিল ঘেস্রড়েদের কাছে. র্নিটর পোটলা আর তাদের হাত টেনে ধরা ন্যাকড়া গোঁজা ক্ভাসের ভাঁড় নিরে। 'দেখছ তো, গ্রাট গ্রাট আসছে পোকা-মাকড়েরা' — ওদের দেখিয়ে ব্র্যো বললে, হাত আড়াল করে চাইল স্থেরি দিকে।

আরো দ্বটো সারি শেষ হতে ব্রড়ো থামল।

চ্ড়ান্ত স্বরে সে বললে, 'থেতে হবে গো মনিব!' নদী পর্যন্ত গিয়ে ঘেস্ফ্রো সারি পেরিয়ে গেল কাফ তানগ্লোর কাছে। খাবার নিয়ে এসে ছেলেমেয়েরা সেখানে বসে ছিল তাদের অপেক্ষায়। দ্রের লোকেরা জ্টল গাড়ির নিচে, কাছেররা উইলো ঝোপের তলে, তার ওপর ঘাস চাপিয়ে।

লেভিন গেলেন তাদের কাছে, বাডি যাবার ইচ্ছে হাচ্ছল না তাঁর।

মনিবের সামনে যতকিছ্ব সংকোচ সব অনেক আগেই কেটে গিয়েছিল। খাবার তোড়জোড় করছিল চাষীরা। একদল হাতম্থ ধ্ল, ছোকরারা স্নান করল নদীতে, অনোরা বিশ্রামের জায়গা ঠিকঠাক করল, র্টির পোঁটলা খ্ললে, বার করলে ক্ভাসের ভাঁড়। ব্ডো একটা পেয়ালায় র্টি ভেঙে ভেঙে ফেললে, তা থে'তো করলে চামচের বাঁট দিয়ে, বেরি সিজানো পাত্র থেকে জল ঢাললে, তার ওপর আরো খানিক পাঁউর্টি কেটে ন্ন ছিটিয়ে প্র দিকে মুখ করে প্রার্থনা করতে শুরু করল।

পেয়ালার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে সে বললে, 'থেয়ে দ্যাখো গো মনিব আমার পাস্তা।'

পাস্তাটা এমনই স্কুবাদ্ যে বাড়ি গিয়ে খাবার সংকলপ ত্যাগ করলেন লোভন। ব্ডোর সঙ্গেই তিনি খেলেন, আলাপ করলেন তার ঘর-সংসারের কথা নিয়ে, জাবস্ত আগ্রহ দেখালেন তাতে, তাঁর নিজের যে সমস্ত ব্যাপার-স্যাপারে ব্ডোর আগ্রহ হতে পারে, সেগ্লো বললেন। দাদার চেয়ে ব্ডোকেই তাঁর বেশি আপন মনে হল, তার প্রতি একটা কোমলতায় এজ্ঞাতসারে হাসলেন তিনি। ব্ডো যখন ফের উঠে প্রার্থনা সেরে মাথার তলে এক তাল ঘাস দিয়ে ওখানেই ঝোপের নিচে শ্রে পড়ল, লেভিনও াই করলেন, যদিও রোল্বরে নাছোড়বাল্দা এ'টেল মাছি আর পোকাগ্লো স্ডেস্ক্রি দিচ্ছিল তাঁর ঘর্মাক্ত মুখ আর দেহে। সঙ্গে সঙ্গেই ঘ্রমিয়ে পড়লেন তিনি। জাগলেন কেবল স্থা যখন ঝোপের অন্য পাশে সরে তাঁর ম্থেরাদ ফেলছিল। ব্ডো অনেক আগেই উঠে শান দিচ্ছিল ছোকরাদের কাস্তেত।

চারপাশে চেয়ে দেখে লেভিন চিনতে পারলেন না জায়গাটা: এতই তা বদলে গিয়েছিল। মাঠটার বিরাট এলাকায় ঘাস কাটা হয়ে গেছে, বৈকালিক

স্থের তীর্ষক কিরণে ইতিমধ্যেই গন্ধে ভুরভূরে সারিগ্রেলা নিরে তা ঝকঝক করছে বিশেষ একটা নতুন ঝলকানিতে। নদীর কাছে কাটা ঝোপ, খোদ নদীটাই যা আগে দেখা যেত না আর এখন তার আঁকাবাঁকা গতিপথে ঝকঝক করছে ইম্পাতের ছটায়, যে লোকগ্রুলো উঠে দাঁড়াচ্ছে, চলাফেরা করছে তারা, না-কাটা জায়গাগ্র্লোয় ঘাসের খাড়া দেয়াল, খোলা মাঠের ওপরে পাক দেওয়া বাজপাখিগ্রেলা — এ সবই একেবারে নতুন। সজাগ হয়ে উঠে লেভিন হিসাব করতে লাগলেন কতটা জায়গায় ঘাস কাটা হয়েছে, কতটায় এখনো কাটা যেতে পারে আজকেই।

বেরাক্সিশ জন্দ লোকের পক্ষে কাজ হয়েছে অসাধারণ বেশি। বেগার খাটুনির আমলে তিরিশ জনে যা কাটত দ্বিদন ধরে তেমন একটা বড়ো মাঠের গোটাটাই কাটা হয়ে গেছে। হয় নি শ্ব্ব ছোটো ছোটো সারির কোণগ্রলা। কিন্তু লোভনের ইচ্ছে হচ্ছিল সেদিন যত পারা যায় বেশি কাটা, রাগ হচ্ছিল স্থেরি ওপর যা এত দ্রুত ঢলে পড়ছে। কোনোরকম ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল না তাঁর; শ্ব্ব চাইছিলেন আরো, আরো তাড়াতাড়ি যত পারা যায় বেশি খাটতে।

ব্ডোকে তিনি বললেন, 'কী, মাশ্কার উ'চু ভু'ইটাও সেরে ফেলব নাকি?'

'ভগবানের যা ইচ্ছে। স্ম' তো আর উ'চুতে নেই। তা ছোকরাগ্লোর জন্যে ভোদকা হবে তো?'

দ্বপ্রে গড়িয়ে নেবার পর লোকগ্লো যথন আবার উঠে বসল, ধ্মপান দ্ব্র্ করল তামাকুসেবীরা, ব্ড়ো ঘোষণা করলে, মাশ্কার উচ্ছু ভূইয়ের ঘাস কাটতে পারলে ভোদকা মিলবে।

'এহ্, কাটব না আবার! চল তিত্! এমন হাঁকান হাঁকাব-না? রাজে খাবি পেট প্রের। চল যাই!' শোনা গেল কলরব, রুটিগ্রলো শেষ করে চলল ঘেস্ত্ত্বো।

'তাহলে, রুখে থাকো হে সবাই!' প্রায় ঘোড়ার মতো দৌড়ে তিত্র চলল সামনে।

'চল, চল!' পেছন পেছন এসে অনায়াসে তার পাল্লা ধরে ব্রুড়ো বললে. সামলে! কাটা পড়বি!'

ব্ড়ো, জোয়ান সবাই বেন পাল্লা দিয়ে ঘাস কাটতে লাগল। কিন্তু যত । ওরা তাড়াহ্বড়ো কর্ক, ঘাস পরমাল করছিল না তারা, একইরকম পরিচ্ছন আর স্কেশন্ট সারি পড়ছিল। কোণে কোণে যে জারগাগনলো ছিল, পাঁচ মিনিটে তা কাটা শেষ। শেষের ঘেসনুড়েরা সারি শেষ করতে না করতেই সামনেররা রাস্তা পেরিয়ে চলে গেল মাশ্কার উচ্চু ভূটরে।

সূর্য নেমে এসেছে তখন গাছগুলোর মাথায়, আর পাত্র ঝমঝিয়ে
তারা চুকল উচ্চু ভূইয়ের বনের খাদে। সারা জায়গাটার মাঝখানে ঘাস কোমর
সমান উচ্চু, সরস, নরম, কোথাও কোথাও কাও-হৃইট ফুলে চিত্রবিচিত্র।
যাওয়া হবে লম্বালম্বি নাকি আড়াআড়ি — এই নিয়ে সংক্ষিপ্ত একটু
রালোচনার পর প্রথর এরমিলিন, বিশালকায় কালচে রঙের এক চাষী, সেও
নামকরা ঘেসুড়ে, আগে আগে গিয়ে সারিটা পাড়ি দিয়ে ফিরল। সবাই
রন্সরণ করল তাকে, পাড়ের নিচে লম্বালম্বি গিয়ে আবার পাড় বেয়ে
বনের কিনারা পর্যন্ত। সূর্য নামল বনের পেছনে। শিশির পড়তে শ্রুর
করেছিল, পাড়ের ওপরকার ঘেস্ডেরাই শ্রুর রোম্ব্র পাচ্ছিল, কিন্তু নিচে
ভাপ উঠছিল, উলেটা দিকটায় পড়েছে তাজা শিশিরসিক্ত ছায়া। জোর কাজ
চলল।

কাটা ঘাস সরস শব্দে ঝাঁঝালো গন্ধ ছেড়ে ঢিপ হতে লাগল উচ্চু সারিতে। ছোটো ছোটো সারিতে চারিদিক থেকে ঘে'ষাঘে'যি করে পাত্র ঝাঝাঁময়ে কখনো কান্তে কান্তে ঠোকার্চুকি, কখনো কান্তেতে শান দেওয়ার শব্দ তুলে ঘেস্বড়েরা পাল্লা দিচ্ছিল পরস্পরের সঙ্গে।

লেভিন যাচ্ছিলেন আগের মতোই ছোকরা আর বুড়োর মাঝখান দিয়ে। মেষচর্মের কোট পরা বুড়ো আগের মতোই হাসিখাদি, রগাড়ে, অনায়াস তার ভঙ্গি। বনে অনবরত পাওয়া যাচ্ছিল রসালো ঘাসের মধ্যে ফুলে ওঠা বাঙের ছাতা, কাস্তেয় কাটা পড়ছিল তা। কিন্তু সে ছাতা দেখলেই বুড়ো প্রতিবার নিচু হয়ে তা তুলে ঢোকাচ্ছিল জামার ভেতর। বলছিল, 'ব্রড়ি ভালোমনদ খাবে কিছু।'

ভেজা নরম ঘাস কাটা যত সহজই হোক, খাদের খাড়া পাড় বেয়ে ৬ঠা-নামা ছিল শক্ত। কিন্তু ব্রুড়োর তাতে অস্ববিধে হচ্ছিল না। গাছের খালের বড়ো বড়ো জরতো পরা পায়ের ছোটো ছোটো দ্ট পদক্ষেপে সে বিরে ধীরে উঠছিল পাড় বেয়ে এবং সমস্ত শরীর আর কামিজ থেকে ঝুলে পড়া পায়জামা কাঁপলেও পথের একটা ঘাস, একটা ব্যাঙের ছাতাও ছাড়ছিল না সে, সমানে রসিকতা করছিল লেভিন আর চাষীদের সঙ্গে। লেভিন

বাচ্ছিলেন তার পেছনে আর প্রারই তাঁর মনে হচ্ছিল, কান্তে ছাড়াই বাতে ওঠা কঠিন, কান্তে নিয়ে তেমন একটা খাড়া চিবিতে উঠতে গিয়ে নিশ্চয় তিনি পড়ে বাবেন; তাহলেও উঠলেন তিনি এবং করলেন বা করণীয়, টের পাচ্ছিলেন কাঁ একটা বহিঃশক্তি যেন তাঁকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

n s n

মাশ্কার উর্চু তুইয়ের ঘাস কাটা হল, সারা হল শেষ সারিটা, কাফতান পরে ফুর্তি করে বাড়ি চলল সবাই। সথেদে চাষীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘোড়ায় চেপে লেভিনও রওনা দিলেন। ঢিবির ওপর থেকে চেয়ে দেখলেন তিনি: নিচু থেকে ওঠা কুয়াশায় তাদের আর দেখা যাচ্ছিল না; শোনা যাচ্ছিল শ্ধ্ তাদের ফুর্তিবাজ কর্কশ কণ্ঠস্বর, হাসির হ্রেয়াড়, আর কান্ডে ঠোকাঠুকির আওয়াজ।

বহুক্ষণ আগে ডিনার সেরে সদ্য ডাকে আসা পত্র-পত্রিকার চোথ বুলাতে বুলাতে সেগেই ইভানোভিচ যখন তাঁর ঘরে লেব-বরফ দেওয়া জল খাচ্ছিলেন, কপালের ওপর ঘামে লেপটে যাওয়া চুল আর কালচে হয়ে যাওয়া ডেঙা বুক-পিঠ নিয়ে সোল্লাসে লেভিন তাঁর ঘরে চুকলেন হুড়মুড় করে।

গতকালের অপ্রীতিকর কথাবার্তাটা একেবারে ভুলে গিয়ে লেভিন বললেন, 'আমরা ওদিকে গোটা মাঠটার ঘাস কেটে ফেলেছি! আহ্. ক চমংকার, আশ্চর্য ব্যাপার! আর তোমার কাটল কেমন?'

'মাগো! কী চেহারা হয়েছে তোর!' প্রথম মৃহ্তিটায় ভাইয়ের দিকে অসন্তুন্ট দ্বিট হেনে বললেন সেগেই ইভানোভিচ, 'আরে দরজাটা, দরজাটা বন্ধ কর!' চেচিয়ে উঠলেন তিনি, নিশ্চয় গোটা দশেক ঢকিয়ে ফেলেছিস

মাছি সইতে পারতেন না সেগেই ইভানোভিচ, নিজের ঘরে জানলঃ খুলতেন কেবল রাতে, সয়ত্বে বন্ধ রাখতেন দরজা।

'ভগবানের দিব্যি, একটাও না। যদি চুকিয়ে থাকি, আমি নিজেই ধরব কী পরিতৃপ্তি তুমি ভাবতে পারবে না! তুমি দিনটা কাটালে কেমন?'

'ভালোই। কিন্তু সত্যি, সারা দিন তুই ঘাস কাটলি নাকি? নিশ্চয় তের্রি খিদে পেয়েছে রাক্ষ্বসে। কুজ্মা সব তৈরি করে রেখেছে।' 'না, খেতে ইচ্ছে করছে না, খেয়ে নিয়েছি ওখানে। এইবার গিয়ে গা হাত পা ধোৰ।'

তা যা, ধুণে যা, আমি এক্ষ্মিন যাব তোর কাছে। ভাইয়ের দিকে চেয়ে মাথা নাড়লেন সেগেই ইভানোভিচ, তাড়াতাড়ি কর' — হেসে যোগ করলেন তিন, বই-পত্তর নিয়ে তৈরি হলেন যাবার জন্য। হঠাং তাঁর নিজেরই ফুর্তি লাগল, ইছে হচ্ছিল না ভাইকে ছেড়ে থাকতে। 'ব্লিটটার সময় কোথায় ছিলি?'

'বৃষ্টি আবার কোথায়! সে শৃধ্ কয়েক ফোটা। আমি এক্ষ্ নি আসছি। ্রাহলে দিনটা কাটিয়েছ ভালোই? তা বেশ।' লেভিন চলে গেলেন সাজগোজ করতে।

মিনিট পাঁচেক পরে ভাইয়েরা মিললেন খাবার ঘরে। লেভিনের যদিও মনে হয়েছিল তিনি খেতে চান না, খাবার টেবিলে বসলেন শুধ্ কুজ্মাকে কর্ন না করার জন্য, তাহলেও খেতে শুরু করে তাঁর মনে হল খাবারগুলো অসাধারণ সাক্ষ্যাদু। সেগেই ইভানোভিচ তাঁকে দেখে হাসলেন। বললেন:

ও হ্যাঁ, তোর একটা চিঠি এসেছে। কুজ্মা, নিয়ে এসো-না নিচে থেকে। এবে দেখো, দরজা বন্ধ করে রেখো কিন্তু।

চিঠি লিখেছেন অব্লোন্স্ক। লেভিন সেটা শ্বনিয়ে শ্বনিয়ে পড়লেন। পিটার্সব্র্গ থেকে অব্লোন্স্কি লিখেছেন। 'ডল্লির কাছ থেকে আমি চিঠি পেয়েছি, সে আছে এগর্বশাভোতে; বিশেষ ভালো যাছে না ওর। বাও-না একটু ওর কাছে, পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করো, তুমি তো সবই জানো। তোমাকে দেখে খ্বশি হবে খ্ব। বেচারি একেবারে একলা। শাশ্বড়ী তার স্বামী-কন্যা নিয়ে এখনো বিদেশে।'

'বাঃ, অবশ্য অবশ্যই যাব!' লেভিন বললেন, 'চলো যাই একসঙ্গেই, ৃমংকার মেয়ে। তাই না?'

'এথান থেকে বেশি দরে নয়?'

ভাস্ট তিরিশেক। বড়ো জোর চল্লিশ হতে পারে। তবে রাস্তা খাশা। ১মংকার গাড়ি চলবে।

'তা বেশ' — তখনো হাসিম্বখেই বললেন সেগের্হি ইভানোভিচ। ছোটো ভাইয়ের চেহারা দেখে স্লেফ শরিফ হয়ে উঠল তাঁর মেজাজ।

'আছ্যা খিদে বাপ[্] তোর!' প্লেটের ওপর ঝু'কে পড়া লেভিনের বাদামী-শালচে রোদপোড়া মুখ আর ঘাড়ের দিকে চেয়ে তিনি বললেন। 'খিদে চমংকার! যত রাজ্যের রোগ-ভোগের পক্ষে এটা যে কী উপকারী তোমার বিশ্বাস হবে না। চিকিৎসাবিদ্যাকে আমি সমৃদ্ধ করতে চাই নতুন একটা পরিভাষা দিয়ে: Arbeitscut*।

'কিন্তু তোর তো এটার প্রয়োজন নেই মনে হয়।' 'হাাঁ, কিন্তু নানা ধরনের স্নায়বিক রুগীর পক্ষে দরকার।'

'হাাঁ, পরীক্ষা করে দেখতে হয় এটা। ভেবেছিলাম ঘাস কাটার ওখানে গিয়ে তোকে দেখব। কিন্তু এমন অসহা গরম বে বনটা ছাড়িয়ে আর যাওয়া হল না। সেখানে খানিক বসলাম, তারপর বন দিয়ে গেলাম গাঁটায়। দেখা হল তোর ধাই-মাশ্ব সঙ্গে। চাষীরা তোকে কী চোখে দেখে তা নিয়ে কিছ্ব বাজিয়ে দেখলাম ওকে। বোঝা গেল, ওরা এ সব ভালো মনে করে না। ধাই-মা আমার বললে, 'ওটা মনিবী কাজ নয়।' মোটের ওপর আমার মনে হয়, চাষীদের ধারণায়, 'মনিবী কাজকর্ম' সম্পর্কে খ্বই স্ক্রিদিণ্ট একটা দাবি আছে। তারা চায় না যে তাদের ধারণায় দানা-বাঁধা গশ্ভিটা থেকে মনিব বেরিয়ে আস্কুক।'

'হতে পারে; কিন্তু এটায় এত তৃপ্তি যা আমি জীবনে কখনো পাই নি। এতে খারাপ তো কিছ্ নেই। তাই না?' জবাব দিলেন লেভিন, 'ওদের ভালো না লাগলে কী আর করা যাবে। তবে আমার মনে হয় ওটা কিছ্ না। তমি কী বলো?'

'মোটের ওপর' — সের্গেই ইভানোভিচ বলে গেলেন, 'আমি বা দেখছি. দিনটা তুই যেভাবে কাটালি তাতে তুই খ্রিশ।'

'খ্রেই খ্রিণ। গোটা মাঠের ঘাস কেটেছি আমরা। আর যে ব্ডোব সঙ্গে সেখানে ভাব হল, সে কী বলব! ভাবতে পারবে না কী চমংকার।

'তাহলে দিনটা ভালোই কাটিয়েছিস বলে তুই খ্নিশ। আমিও, প্রথমত দাবার দ্ব'টো চাল আমি ঠিক করেছি, একটা খ্বই খাশা, সেটা শ্বর হবে বাড়ে দিয়ে। তোকে দেখাব। তারপর ভাবলাম কালকের কথাবার্তা নিয়ে।

'কী? কালকের কথাবার্তা?' লেভিন বললেন তৃপ্তিতে চোখ কুচকে খাওয়া শেষের ঢেকুর ছেড়ে। একেবারেই মনে করতে পারলেন না কী কথাবার্তা হয়েছিল কালকে।

'আমি ভেবে দেখলাম তুই অংশত সঠিক। আমাদের মতভেদটা এইখানে যে তুই চালিকা বলে ধরিস ব্যক্তিশত স্বার্থকে আর আমি মনে করি কিছ $\bar{\psi}$

^{*} শ্রম ছারা আরোগ্য (জার্মান)।

শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রতিটি লোকের কাছে সেটা হওয়া উচিত সাধারণ কল্যাণের স্বার্থ। হয়ত তোর এ কথাও ঠিক যে বৈষয়িক স্বার্থপ্রণোদিত ক্রিয়াকলাপ বেশি বাস্থনীয়। মোটের ওপর তোর স্বভাবটাই হল, ফরাসিরা যাকে বলে বড়ো বেশি prime-sautière*; তুই চাস সাবেগ, উদ্যমী ক্রিয়াকলাপ অথবা কিছুই না।'

লেভিন ভাইয়ের কথা শ্বনলেন বটে কিন্তু একেবারেই কিছু ব্রুবলেন না, ব্রুবতে চাইলেনও না। তাঁর শ্ব্রু ভর হচ্ছিল যে দাদা আবার তাঁকে এমন প্রশ্ন করে না বসেন যাতে বোঝা যাবে যে কিছুই শোনেন নি তিনি। 'এই হল গে ব্যাপার' — সেগেই ইভানোভিচ বললেন লেভিনের কাঁধ চাপডে।

'হ্যাঁ, সে তো বটেই। তা, আমি নিজের গোঁ ধরে থাকছি না' — লেভিন বললেন শিশন্সন্লভ দোষী-দোষী হাসি নিয়ে। মনে মনে ভাবলেন, 'কী আমি তক' করেছিলাম? বলাই বাহ্ল্য আমিও ঠিক, উনিও ঠিক এবং সবই হয়ে গোল চমংকার। শন্ধন্ সেরেস্তায় একবার যেতে হয়, হন্কুম-টুকুম দিয়ে আসি।' সিধে হয়ে হেসে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

সেগেই ইভানোভিচও হাসলেন।

ভাইকে ছাড়তে চাইছিলেন না তিনি, ভারি একটা তাজা আমেজ আর সজীবতা বিকিরিত হচ্ছিল তাঁর কাছ থেকে। বললেন, 'যদি বেড়াতে চাস, চল যাই একসঙ্গে। তোর দরকার থাকলে সেরেস্তাতেও যাওয়া যাবে।'

'যাঃ!' লেভিন এত জোরে চে°চিয়ে উঠলেন যে ভয় পেয়ে গেলেন সেগে'ই ইভানোভিচ।

'की त्र, श्न की?'

'আগাফিয়া মিখাইলোভনার কব্দি ?' মাথায় করাঘাত করে লেভিন বললেন, 'গ্রঁর কথা ভূলেই গিয়েছিলাম একেবারে।'

'অনেক ভালো।'

'তাহলেও ওঁকে দেখে আসি। তুমি টুপি পরে উঠতে না উঠতেই আমি ফিরব।'

চৌকদারের খটখটিয়ার মতো সির্ণাড়তে হিলের শব্দ তুলে তিনি হটলেন।

* প্রথম ঝোঁকেই চালিত হবার প্রবশতাসম্পন্ন (ফরাসি)।

শ্রেপান আর্কাণিচ যখন পিটার্সবির্গে যান অরাঞ্চপরেষদের কাছে অবোধ্য হলেও সমস্ত রাঞ্চপ্রেষদের কাছে স্বাভাবিক, বোধগম্য ও প্রয়োজনীয় সেই কও'ব্যটি পালন করতে যা ছাড়া চার্কার করা অসম্ভব, যথা মল্দ্রিদপ্তরে দর্শন দিয়ে নিজের কথা মনে করিয়ে দেওয়া, এবং এই কর্তব্য পালন করতে গিয়ে বাড়ির সব টাকার্কাড় সঙ্গে নিয়ে ঘোড়দৌড়ে আর পল্লাভিবনগর্লায় গিয়ে সময় কার্টাছিলেন হেসে খেলে, ফুর্তি করে, ডল্লি তখন যথাসভব পয়সা বাঁচাবার জন্য ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে যান গ্রামে। যান যৌতুক হিশেবে পাওয়া এগর্নশোভো গ্রামে, বসস্তে যেথানে গাছ বেচে দেওয়া হয়. লেভিনের পক্রোভস্কয়ে থেকে যা পঞাশ ভাস্ট দরে।

এগর্নশান্তার প্রনাে বড়াে বাড়িটা ভেঙে পড়েছিল বহ্ অতীতে প্রিশ্স তার সংস্কার করে একটা বারবাড়ি জর্ড়ে তাকে বাড়িয়ে তালেন। বিশ বছর আগে,ডিল্ল যখন শিশর্, বারবাড়িটা তখন ছিল প্রশন্ত, সর্বিধাজনক যদিও সমন্ত বারবাড়ির মতাে সেটা ছিল বাইরে বের্বার বীথি আর দক্ষিণেব দিকে পাশকে হয়ে। কিন্তু এখন বারবাড়িটা প্রনাে আর জীর্ণ। বসত্তে স্তেপান আর্কাদিচ যখন গাছ বেচতে এসেছিলেন, তখনই ডিল্লি তাঁকে বর্লেছিলেন বাড়িটা দেখতে আর যা যা দরকার সারাবার আদেশ দিয়ে আসতে। সমস্ত দােষী স্বামীর মতাে স্কার স্বিধার্থে অতি যক্নপর স্তেপান আর্কাদিচ নিজেই বাড়িটা দেখেন এবং তাঁর ধাবণায় যা যা দরকার ও করার হর্কুম দিয়ে যান। তাঁর ধারণা, সমস্ত আসবাবে কেটন মারতে হবে পর্দা টাঙানাে দরকার, বাগানটা সাফ করতে হবে, প্রকুরের কাছে একটা মাচা করা উচিত, এবং ফুলগাছ পোঁতা চাই, কিন্তু অনেক দরকারী জিনিস যা না থাকায় পরে বেশ কণ্ট হয়েছিল ডল্লির, তিনি ভূলে গেলেন।

যত্নশীল পিতা ও স্বামী হবার জন্য শ্রেপান আর্কাদিচ যত চেণ্টাই কর্ন, তাঁর মোটেই মনে থাকত না যে তাঁর স্থাী ও ছেলেমেয়ে আছে। তার র্নাচ ছিল অবিবাহিতের মতো আর তিনি ব্রুতেন শৃন্ধ সেইগ্রেলাই। মস্কোয় ফিরে তিনি স্থাীর কাছে সগর্বে ঘোষণা করলেন যে বাড়িটা হর্বে ছবির মতো। সেখানে যেতে তাঁকে খ্বই পরামশ দিছেন তিনি। স্থাতি গ্রেপান আর্কাদিচের মনোরম ঠেকেছিল স্বাদক থেকেই স্বাদ্য ফিরবে ছেলেমেয়েদের, খ্রচাও হবে কম, তিনি মুক্তি পার্বেন

গ্রীষ্মকালটা গ্রামে থাকাটা ছেলেমেরেদের পক্ষে, বিশেষ করে স্কালেটি রোগে ভোগা যে খ্রিকটি সেরে উঠতে যাছিল তার পক্ষে প্ররোজনীয় মনে করেছিলেন ডল্লি, তা ছাড়া ছোটোখাটো যেসব হীনতা, ছোটোখাটো যেসব ধার তাঁর ছিল কাঠওয়ালা. মাছওয়ালা, জ্বতো-বানিয়ের কাছে, যা তাঁকে পীড়া দিছিল তা থেকে রেহাইও মিলত। তদ্পরি যারাটা তাঁর কাছে ভালো লাগছিল আরো এই জন্য যে লোভ দেখিয়ে গাঁরে নিজের কাছে বোন কিটিকে নিয়ে আসার বাসনা ছিল তাঁর। বিদেশ থেকে কিটির ফেরার কথা গ্রীষ্মের মাঝামাঝি, অবগাহন স্নানের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তাকে। বিদেশ থেকে কিটি লিখেছে যে উভয়ের কাছেই ছেলেবেলাকার স্মৃতিতে ভরা এগ্র্নেশিভোতে ডল্লির সঙ্গে গ্রীষ্মটা কাটাতে পারার মতো আনশের বাপার তার কাছে আর কিছুই নেই।

প্রথম দিকটা গ্রাম্য জীবন কণ্টকর হয়েছিল ডল্লির পক্ষে। গ্রামে তিনি ছিলেন ছেলেবেলায়। এমন একটা ধারণা তাঁর মনে রয়ে গিয়েছিল যে গ্রাম হল সমস্ত শহ্ররে বিড়ন্থনা থেকে নিষ্কৃতি, জীবন সেখানে স্কৃদর না হলেও এটার সঙ্গে তিনি নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন সহজেই) শস্তা আর স্থিবধাজনক: সবই আছে সেখানে, সবই শস্তা, সবই পাওয়া যেতে পারে, ছেলেমেয়েদের পক্ষেও ভালো। কিন্তু এখন কর্য্যী হিশেবে গ্রামে এসে তিনি প্রেলন যে তিনি যা ভেবেছিলেন, কিছুই তেমন নয়।

ওঁদের আসার পরের দিন অঝোরে বৃষ্টি নামল, রাতে জল চুইয়ে পড়তে লাগল করিডরে আর শিশ্বদের ঘরে, তাই খাটগ্রলো সরিয়ে আনতে হল দ্রিং-র্মে। রাঁধ্নি ছিল না। নয়টা গর্র মধ্যে, পাল দেখা শোনা করে যে মেয়েটি — সে বললে, কোনোটা গাভিন, কোনোটা বাছরে দিয়েছে, কোনোটা ব্রেড়া, কোনোটার বাঁট শক্ত: মাখন নেই, এমনকি শিশ্বদের জন্যও দ্রের টানাটানি। ডিম নেই। মর্রাগ পাওয়া যাছে না; ভাজা আর সেন্ধ করা হছিল ব্রেড়া ব্রেড়া, বেগর্বনি রঙের, ছিবড়ে মাংসের মোরগ। মেঝে গেওয়ার জন্য লোক মিলছিল না, সবাই আল্র চাষে বাস্ত। গাড়ি চড়ে বিড়ারার উপায় ছিল না, কেননা একটা ঘোড়া ছিল অক্সির, লাফিয়ে উঠত ক্রের মধ্যে। চান করার জো নেই, কেননা নদীর গোটা তীর গর্রের খ্রের ক্রানো, আর রাস্তা থেকে চোখে পড়ে জায়গাটা: এমনকি বেড়িয়ে তিয়ানোও অসম্ভব, কেননা গর্র পাল ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ত বিগানে আর একটা ছিল ভয়াবহ যাঁড, গর্জন করত সেটা, স্বতরাং সে টিস

মারতে আসবে। পোশাক রাখার আলমারি ছিল না। বেগ্নলো ছিল বন্ধ হত না, নরত কাছ দিরে কেউ গোলে খ্লে যেত আপনা থেকেই। উন্নের জন্য লোহার হাড়ি বা শিক ছিল না, কাপড় সিদ্ধ করার বড়ো পাত্র ছিল না, এমনকি ইস্তি করার তক্তাও ছিল না কিদের ঘরে।

ভারের মতে যা ভরাবহ বিপর্যর, তাতে নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রথমটায় শান্তি ও বিশ্রাম পাবার বদলে ভারে হতাশ হয়ে পড়লেন চালাবার চেন্টা করছিলেন প্রাণপণে, নির্পায় অবস্থাটা টের পাচ্ছিলেন, প্রতি মৃহ্তের্ত চোখে উথলে ওঠা অশ্র্র রোধ করতে হত। বাড়ির গোমস্তা, ভূতপূর্ব যে কোয়াটাব-মাস্টারকে তার স্ক্রের সসম্ভ্রম চেহারার জন্য স্ত্রেপান আর্কাদিচের ভালো লেগেছিল এবং চাপরাশীদের মধ্যে থেকে তাকেই বেছে নেন, ডাল্লার বিপদে কোনো অংশ নিত না, সম্মান দেখিয়ে বলত: 'কিছ্বই করা যাবে না লোকগ্রলো ভারি নচ্ছার' এবং কোনো সাহাযাই করে নি।

মনে হল অবস্থাটা থেকে উদ্ধারের উপায় নেই। কিন্তু সমস্ত বড়ো সংসারের মতো অব্লোন্ স্কিদের বাড়িতেও ছিলেন অলক্ষ্য, তবে গ্রন্ত্পূর্ণ উপকারী মান্য — মাত্রেনা ফিলিমনোভনা। কর্ত্রীকে তিনি শাস্ত কবলেন আশ্বাস দিলেন যে সব ঠিক হয়ে যাবে (মাতভেই কথাটা তাঁর কাছ থেকেই ধার নির্মেছিল) আর নিজে তাড়াহ্নড়ো না করে, অক্সির না হয়ে কাজে লেগে গেলেন।

তক্ষ্যিন তাঁর ভাব হয়ে যায় গোমস্তা-বোয়ের সঙ্গে এবং প্রথম দিনেই গোমস্তা-বো আর গোমস্তার বাড়িতে চা খেলেন অ্যাকেসিয়া গাছের তলে আলোচনা হল সমস্ত ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে। অচিরেই অ্যাকেসিয়া তলে গাড়ে উঠল মাত্রেনা ফিলিমনোভনাব ক্লাব গোমস্তা-বো, গাঁয়ের মন্ডল আর মহ্বিকে নিয়ে, এবং একটু একটু করে আসান হতে লাগল ম্শকিলগ্লোর, আর এক সপ্তাহ বাদে সতি্যই ঠিক হযে গেল স্বকিছ্ন। মেরামত হল ছাদ, রাঁখ্নি পাওয়া গেল — গ্রাম-মন্ডলের ছেলের ধর্ম-মা, কেনা হল ম্রাগি, দুধ দিশে লাগল গর্গ্বেলা, বাগান ঘেরা হল খোঁটা প্রত, ছ্বতোর কাপড়-চোপড ইন্সির বেলন করে দিলে, হ্বক বসালে আলমারিগ্রেলায়, তা আর ইচ্ছেমতে খ্বলে যেত না, আব সৈনিকের উদি বানাতে ব্যবহৃত মোটা কাপড়-মোডা একটি ইন্সির পাটাতন বইল কেদারা আর দেরাজে ভব দিয়ে, ইন্সির গন্ধ উঠল বিদের ঘরে।

'এই তো, সবই দিব্যি হরেছে' — পাটাতনটা দেখিয়ে বললেন মাত্রেনা ফিলিমনোডনা।

খড়ের দেয়াল দিয়ে একটা দ্নানের ঘর পর্যস্ত বানানো হল, দ্নান করতে লাগল লিলি, অংশত হলেও প্রেণ হল ডল্লির আশা, গ্রাম্য জীবনের প্রশাস্তি না হলেও আরাম মিলল। ছ'টি শিশ, সন্তান নিয়ে শান্তিতে থাকা ডাল্লর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারো অসুখ করে, কেউ অসুখে পড়তে পারে, কেউ কিছা, একটা পাচ্ছে না, কারো মধ্যে আবার মন্দ স্বভাবের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, লেগেই আছে এই সব। খুব কম, খুব কমই দেখা দিত শান্তিতে থাকার সংক্ষিপ্ত সময়ট্ক। কিন্ত এই সব উদ্বেগ আর দু:শিচন্তা ছিল ডল্লির কাছে সম্ভবপর একমাত্র সূখ। এটা না থাকলে যে স্বামী তাঁকে ভালোবাসেন না, তাঁর কথা ভেবে তিনি পড়ে থাকতেন একলা। কিন্তু ছেলেমেয়েদের অসুখের কথা ভেবে মায়ের ভয়টা যতই কণ্টকর হোক, ছেলেমেয়েদের রোগ, ছেলেমেয়েদের মধ্যে বদ স্বভাবের দলেক্ষণ তাঁকে যতই দুঃখ দিক, তারাই এখন ছোটো ছোটো আনন্দ দিয়ে সে দুঃখের ক্ষতিপরেণ কবতে লাগল। সে আনন্দ এতই ক্ষরদ্র যে তা ছিল বালার মধ্যে স্বর্ণকণার মতো অলক্ষ্য, মন খারাপের সময় তাঁর চোখে পড়ত কেবল দঃখ, কেবল বালি, কিন্তু স্মৃহ্তেও আসত যখন তিনি দেখতেন কেবল আনন্দ, কেবল সোনা ।

এখন, গ্রামের নিঃসঙ্গতায় এই আনন্দগ্বলো সম্পর্কে তিনি সজ্ঞান হতেন ঘন ঘন। ওদের দিকে চেয়ে প্রায়ই তিনি নিজেকে প্রাণপণে বোঝাতে চাইতেন যে বিদ্রান্ত মা হিশেবে তিনি ছেলেমেয়েদের প্রতি পক্ষপাতদ্বন্ট; তাহলেও মনে মনে তিনি এ কথা না বলে পারতেন না যে তাঁর ছেলেমেয়েরা সবকটিই চমংকার, ছরটির সবকটিরই স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু এমন ছেলেমেয়ে হয় খ্বই কম, — তাদের জন্য সূত্র্য আর গর্ববাধ হত তাঁর।

uvu

মে মাসের শেষে যখন সবই ন্যুনাধিক ঠিকঠাক হয়ে গেছে, তখন গ্রামের
মস্বিধাগন্লো নিয়ে তাঁর নালিশের জবাব এল স্বামীর কাছ থেকে।
স্বাক্ছন ভেবে দেখেন নি বলে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি, প্রতিপ্রতি

দিয়েছেন যেই সম্ভব হবে অমনি সেখানে যাবেন। তবে সে সম্ভাবনাটা দেখা গেল না, জ্বনের গোড়া পর্যন্ত ডব্লি গ্রামে রইলেন একা।

পিটার পরবের সপ্তাহে রবিবারে ডব্লি তাঁর সমস্ত ছেলেমেরেদের নিয়ে গির্জায় গেলেন তাদের ব্রতান্-তানের জন্য। বোন, মা, বন্ধ-দের সঙ্গে অন্তরঙ্গ, দার্শনিক আলোচনায় তিনি প্রায়ই তাঁদের অবাক করেছেন ধর্মের ব্যাপারে তাঁর স্বাধীনচিত্ততায়। উর ছিল মেতেমসাইকোসিসের এক বিচিত্র ধর্ম, গোঁডা গির্জার তোয়াক্কা না করে তাতে তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস। কিন্তু ঘরে তিনি শ্ব্ধ, লোক দেখানির জন্য নয়, মনে প্রাণে গির্জার সমস্ত দাবি মেনে চলতেন আব ছেলেমেয়েরা যে প্রায় এক বছর রত গ্রহণে যায় নি, এটা তাঁকে খ্বই উদ্বিম করছিল। মাত্রেনা ফিলিমনোভনার প্রেরা অন্যোদন আর সহান্-ভৃতি পেয়ে তিনি ঠিক করলেন সেটা করা যাক এখন, গ্রীজ্ম।

দিনকরেক আগে থেকেই ডব্লি ভাবছিলেন ছেলেমেরেদের কী সাজে সাজাবেন। ফ্রকগ্রুলো বানানো হল, ঢেলে সাজা হল, ধোলাই করা হল নামিরে দেওয়া হল হেম, সেলাই করা হল বোতাম, তৈরি রইল বিবন। তানিয়ার জন্য যে ফ্রকটি বানাবার ভার নিয়েছিলেন ইংরেজ মহিলাটি, তাতে ডব্লির অনেক আশা জলে গেল। নতুন করে সেলাই করতে গিয়ে তিনি ভাজগ্রুলো ফেলেন নি জায়গামতো, আন্তিন দ্রটো কেটেছিলেন এমন থে পোশাকটাই মাটি হয়ে গেছে একেবারে। তানিয়ার গায়ে তা যেভাবে বসল চেয়ে দেখা যায় না। তবে মারেনা ফিলিমনোভনা একটা পটি গর্জে কেপ দিয়ে তা ঢাকার কথা বললেন। ব্যাপারটা সামলানো গেল, কিন্তু প্রায় ঝগড়া বাধল ইংরেজ মহিলাটির সঙ্গে। তবে সকালে সব তৈরি হয়ে গেল আব নটার সময়, প্রেরাহিতকে যখন মাস উপাসনার জন্য অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল, আনন্দের জনুলে হয়ে বেশভ্ষা করে ছেলেমেয়েরা গাড়িবারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল মায়ের অপেক্ষায়।

বেরাড়া 'দাঁড়কাকে'র বদলে মারেনা ফিলিমনোভনার হস্তক্ষেপে গাড়িতে জোতা হয়েছে গোমস্তার 'পাটকিলে'কে। ডল্লির দেরি হচ্ছিল প্রসাধনেশ ঝামেলায়, শেষ পর্যস্ত শাদা মসলিন গাউন পরে তিনি বেরিয়ে এলেন গাড়িতে উঠতে।

ডিলি তাঁর কবরী রচনা ও সাজগোজ করেছেন সমত্রে, উতলা হয়ে। আগে তিনি সাজ করতেন নিজের জনাই যাতে নিজেকে স্কুদর দেখায়, লোকের ভালো লাগে; পরে যত বয়স হতে লাগল ততই তাঁর বিরক্তি ধরত সা

করতে; টের পেতেন কত কুশ্রী হরে পড়েছেন তিনি। কিন্তু এখন তিনি ফের সাজগোল্ধ করলেন পরিতোষ আর উত্তেজনা নিয়ে। এখন তিনি সাজসক্জা করলেন নিজের জন্য নয়, নিজের রুপের জন্য নয়, এই জন্য যাতে এই সোনার কণাগ্রলোর মা হিশেবে তিনি সাধারণ ছাপটা মাটি করে না দেন। এবং শেষ বারের মতো আয়নায় মৄখ দেখে তিনি খ্লিই হলেন। স্কুলর দেখাছে তাঁকে। ঠিক অতটা স্কুলর নয় যা হবার তাঁর ইছে হত বলনাচগ্রলিতে যাবার সময়। কিন্তু যে লক্ষ্যটা এখন তিনি সামনে রেখেছেন, তার পক্ষে স্কুলর।

গির্জার চাষী, জমাদার আর তাদের বৌয়েরা ছাড়া আর কেউ ছিল না।
কিন্তু তাঁর ছেলেমেয়েদের এবং তাঁকে দেখে ওদের ম্থেচোখে একটা তারিফ
আর চাণ্ণলা তিনি দেখতে পেলেন, অথবা তাঁর মনে হয়েছিল যে দেখতে
পাছেন। ছেলেমেয়েদের এমনিতেই, বাহারে পোশাক-আশাকেই শ্ব্র্য যে
ভালো দেখাছিল তা নয়, যেভাবে তারা চলছিল, তাতেও মিষ্টি লাগছিল
ভাদের। আলিওশা অবিশ্যি দাঁড়িয়ে ছিল তেমন শোভন ঢঙে নয়: কেবলই
সে মাথা ঘ্রিয়ে ঘ্রিয়ে দেখতে চাইছিল নিজের কোটের পেছন দিকটা;
ভাহলেও অসাধারণ মিষ্টি লাগছিল তাকে। তানিয়া বড়োদের মতো ভাব
করে তাকিয়ে দেখছিল ছোটোদের। তবে সবচেয়ে যা কিছ্র ঘটছে তাতে
ভার সরল বিস্ময়ে ছোটোটি, লিলি ছিল অপর্প, আর স্যাক্রামেণ্ট নেবার
পর যে যখন ইংরেজিতে বলে ওঠে 'আরেকটু দিন দয়া করে', তখন কঠিন
হয়েছিল না হেসে থাকা।

বাড়ি ফিরে ছেলেমেয়েরা টের পাচ্ছিল গ্রুগন্তীর কিছ্ একটা ঘটে গেল: ভারি নমু হয়ে রইল তারা।

বাড়িতেও ভালোই চলল সব; কিন্তু প্রাতরাশে বসে শিস দিতে লাগল গ্রিশা, আর সবচেরে যেটা খারাপ, কথা সে শ্নছিল না ইংরেজ মহিলাটির, াই মিন্টি পিঠে দেওয়া হয় নি তাকে। সেখানে থাকলে এমন একটা দিনে শান্তিদান অনুমোদন করতেন না ডল্লি, কিন্তু ইংরেজ মহিলার নির্দেশ মান্য করতে হল, মিন্টি পিঠে গ্রিশা পাবে না এ সিদ্ধান্ত সমর্থন করলেন তিনি। সাধারণ আনন্দটা খানিকটা মাটি হল এতে।

গ্রিশা এই বলে কাঁদতে লাগল যে নিকোলিন্কাও শিস দিয়েছে কিন্তু ⁴িন্ত দেওয়া হয় নি তাকে, কাঁদছে সে পিঠের জন্য নয়, ওতে কিছ্ এসে শ্র না তার, কাঁদছে তার ওপর অবিচার করা হয়েছে বলে। এতে মন

খারাপ হল বড়ো বেশি, ভারে ঠিক করলেন, ইংরেজ মহিলাটির সঙ্গে কথা করে গ্রিশাকে মাঁপ করতে অনুরোধ করবেন এবং চললেন তাঁর কাছে। কিন্তু হলের ভেতর দিয়ে যাবার সময় যে দৃশ্যটা তিনি দেখলেন তাতে এতই আনন্দে তাঁর বৃক ভরে উঠল যে জল এসে পড়ল চোখে, নিজেই তিনি ক্ষমা করে দিলেন অপরাধীকে।

দশ্ভিতটি হলে বসে ছিল কোণের জ্ঞানলার কাছে; তার কাছে তানিয়া প্লেট হাতে দাঁড়িরে। পর্ভুলগ্রলাকে খাওয়াবার ছল করে তানিয়া তার নিজের পিঠের ভাগটা শিশ্বকক্ষে নিয়ে যাবার অনুমতি চেয়ে নেয় ইংরেজ মহিলার কাছ র্থেকে কিন্তু তার বদলে সেটা নিয়ে আসে ভাইয়ের কাছে। তার ওপর অবিচার নিয়ে কালা চালিয়ে যেতে যেতে গ্রিশা খাচ্ছিল নিয়ে আসা পিঠেটা আর ফোঁপানির ভেতর দিয়ে বলে যাচ্ছিল: 'নিজেই তুমি খাও, দ্ব'জনে মিলে খাব... দ্ব'জনে মিলে।'

গ্রিশার জন্য প্রথমে কণ্ট হয়েছিল তানিয়ার, তারপর নিজের মহান্-ভবতার চেতনা ক্রিয়া করছিল তার মনে, ওরও চোখে জল এসে পড়েছিল; তবে আপত্তি না করে সে খেতে লাগল তার ভাগটা।

মাকে দেখে আঁতকে উঠেছিল ওরা, কিন্তু তাঁর ম্থের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখে, তারা ঠিক কাজই করছে ব্যুবতে পেরে হেসে উঠল মুখভার্তি পিঠে নিয়ে হাস্যময় ঠোঁট মুছতে লাগল হাত দিয়ে, জ্বলজ্বলে মুখগুলো মাখামাখি হয়ে গেল চোখের জলে আর জ্যামে।

'মাগো! নতুন শাদা পোশাক! তানিষা, গ্রিশা!' পোশাক বাঁচাবাব চেণ্টা করে মা বলছিলেন, তবে চোখে জল নিয়ে, পরমানন্দের দীপ্ত হাসি হেসে।

পোশাক খুলে রেখে মেয়েদের রাউজ আর ছেলেদের প্রনো জ্যাকেট পরতে বলা হল, ব্যাশুর ছাতা তোলা আর স্নানে যাবার জন্য জ্বতে বলা হল গাড়ি, গোমস্তার মনঃক্ষ্ম করে জোতা হল 'পাটকিলে' ঘোডা। শিশ্বকক্ষে উঠল উল্লাসের চিল্লানি, স্নানের জন্য রওনা দেবার আগে পর্য ও তা থামল না।

ব্যাঙের ছাতা মিলল পর্রো এক ঝুড়ি, লিলি পর্যস্ত পেয়ে গেল একটা আগে মিস গর্ল নিজে ব্যাঙের ছাতা দেখতে পেলে লিলিকে দেখিলে দিতেন আর লিলি তা তুলত, কিন্তু এখন লিলি নিজেই পেয়েছে বড়ো এব ব্যাঙের ছাতা, উল্লাসের সমবেত চিৎকার উঠল: 'লিলি ব্যাঙেব ছা পেয়েছে!'

তারপর স্নান করতে যাওয়া হল নদীতে, ঘোড়াগন্লোকে রেখে দেওয়া হল বার্চ গাছের তলে। ডাঁশ তাড়াচ্ছিল সেগন্লো। কোচোয়ান তেরেন্তি তাদের গাছের সঙ্গে বে'ধে ঘাসগন্লো দলে শন্রে পড়ল বার্চের ছায়ায়। ঘাট থেকে ভেসে আসতে লাগল শিশন্দের অবিরাম ফুর্তির চিল্লানি।

সমস্ত ছেলেমেয়েগ্রলোর ওপর নজর রাখা আর তাদের দ্বর্ছুমি ঠেকানো ঝামেলার ব্যাপার হলেও, এই সব মোজা, প্যাণ্টাল্নন, জ্বতোর কোনটা কোন পায়ের তা মনে রাখা, গোলমাল করে না ফেলা, অসংখা ফিতে, লেস, বোতাম খোলা, আঁটা, বাঁধাছাঁদা করা কঠিন হলেও ডিল্লি নিজেই সর্বদা ছিলেন স্নানের ভক্ত, ছেলেমেয়েদের পক্ষেও তা উপকারী জ্ঞান করতেন, তাদের সবাইকে নিয়ে এই স্নান তিনি যা উপভোগ করলেন আর কিছ্ই তেমন নয়। হল্টপ্রুণ্ট এই সব পাগ্রলোয় হাত ব্লাতে ব্লাতে তাতে মোজা পরানো, কোলে তুলে নিয়ে ন্যাংটা দেহগ্রলোকে জলে ঢুবানো, কখনো ফ্রির কখনো আতংকের চিল্লানি শোনা, ভীত আর উল্লাসিত চোখ মেলা, দম ফুরিয়ে আসা জলাসিঞ্চিত এই সব মৃখ, তাঁর এই সব দেবাশাশ্রদের দেখা তাঁর কাছে তৃপ্তির পরাকান্টা।

ভেলেমেযেদের অর্ধেকের যখন পোশাক পরা হয়ে গেছে, ওষিধ গাছগাছড়া জোগাড় করতে বেরনুনো পরবের পোশাক পরা কয়েকজন চাষী মেয়ে ঘাটের কাছে এসে সসংকাচে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিছানার একটা চাদর আব কামিজ জলে পড়ে গিয়েছিল, মাটেনা ফিলিমনোভনা মেয়েদের একজনকে ডেকে বললেন সেগনুলো তাঁকে শনুকোবার জন্য দিতে। ডল্লি চাষী মেয়েদের সঙ্গেক কথাবার্তা বলতে লাগলেন। প্রথমে তারা হাতে মন্থ ঢেকে মনুচিক হার্সাছল, ডল্লির প্রশ্ন ধরতে পারছিল না। তবে শিগগিরই তাদের সাহস বাডল, কথা কইতে শনুর, করলে, এবং ছেলেমেয়েদের যে অকৃত্রিম তারিফ গাবা করলে তাতে তৎক্ষণাৎ ডল্লিকে কিনে নিল তারা।

তানিয়াকে দেখে মৃদ্ধ হয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে একজন বললে, 'ইস, স্করী বটিস, চিনির মতো শাদা তবে রোগা...'

'হ্যাঁ, অস_{ন্}খ করেছিল।'

কোলেরটিকে দেখে বললে আরেকজন, 'আরে, তুইও চান কর্রাল নাকি।' 'না, ও শ্ব্ধ্ তিন মাসের' — গর্বের স্বরে বললেন ডল্লি। 'বটে।'

'তোমার ছেলেমেয়ে আছে?'

'ছিল চারটি। আছে দ্বটি: বেটা আর বেটী। গত লেণ্টপরবের পর মেয়েটি মাই ছেড়েছে।'

'সেটি ক'বছরের?'

'म् इ वहत्र हमाह ।'

'এত দিন ধরে মাই দিলে যে?'

'আমাদের ওই চলে: তিনটে লেণ্ট...'

কথাবার্তাটা হল ডব্লির পক্ষে সবচেয়ে আকর্ষণীয়: প্রসব হয়েছিল কেমন? কী অসুখে? স্বামী কোথায়? প্রায়ই আসে?

ওদের সঙ্গে আলাপটা এতই আকর্ষণীয়, এতই একই রকম ছিল তাদেব আগ্রহ যে মেয়েদের ছাড়তে চাইছিলেন না ডল্লি। সবচেয়ে তাঁর ভালো লাগছিল এইটে পরিম্কার দেখতে পেয়ে যে ওঁর কতগ্নলা ছেলেমেয়ে আব সবাই কী স্কুন্দর দেখে ওরা মুকুদ্ধ হয়েছে। ডল্লিকে হাসাল ওরা আর ক্ষুদ্ধ করল ইংরেজ মহিলাটিকে এই জন্য যে তাঁর কাছে দ্বর্বোধ্য এই হাসিব কারণ তিনিই। একটি তর্ণী মেয়ে ইংরেজ মহিলাটিকে লক্ষ্য করছিল তিনি পোশাক পরছিলেন সবার শেষে। আর যথন তিনি তৃতীয় স্কাটটাও পরলেন, মেয়েটি তথন মন্তব্য না করে পারল না: 'এহ্, স্কাট পরছে তো পরছেই, পরা আর শেষ হয় না!' বলতেই খিলখিলিয়ে হেসে উঠল সবাই '

n a n

স্নানশেষে ভেজা চুলে সমস্ত ছেলেমেয়েদের নিয়ে আর নিজে মাথা রুমাল বে'ধে ডল্লি বখন প্রায় বাড়ির কাছে এসে পড়েছেন কোচোয়ান বললে 'কে একজন বাব্য আসছেন, মনে হয় পক্রোভস্কয়ে থেকে।'

ডল্লি সামনে তাকিরে তাঁদের দিকে এগিরে আসা ধ্সর টুপি আর ধ্সব ওভারকোট পরিহিত লেভিনের ম্তি দেখে খ্লি হয়ে উঠলেন। তাঁবে দেখলে তিনি খ্লি হতেন সর্বদাই, কিন্তু এখন তিনি আরো খ্লি হলেন এই জন্য যে লেভিন তাঁকে দেখবেন তাঁর সমগ্র মহিমায়। লেভিনের মতে আর কেউ তাঁর এ মহিমা বোঝে না।

ডল্লিকে দেখে নিজের কম্পিত ভবিষ্যং সংসারের একটা ছবি খ*ে*।

'আপনি একেবারে বে ছানাপ্রনোর ম্রগি-মা দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।' 'আহ্, কীবে খ্রিশ হলাম!' হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন ডাল্ল।

'খ্নিশ হলেন, তবে আমাকে তো জানান নি। দাদা আছেন আমার এখানে। স্তিভার কাছ থেকে চিরকুট পেলাম যে আপনি এখানে এসেছেন।' 'স্তিভার কাছ থেকে?' অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন ডল্লি।

'হাাঁ, লিখেছে যে আপনি এসেছেন, এই মনে করে যে কোনোকিছুতে সাহাষ্য করতে আপনি দেবেন আমার' — লেভিন বললেন আর বলেই হঠাং বিরত হয়ে কথা বন্ধ করে নীরবে গাড়ির কাছে ঘ্রতে লাগলেন, লাইম গাছের ডাল ছি'ড়ে তা চিবতে চিবতে। তাঁর বিরত লাগল এই জন্য যে ধ্রামীর যা করা উচিত সে ব্যাপারে বাইরের লোকের সাহাষ্য ডাল্লার কাছে থারাপ লাগবে। স্তেপান আর্কাদিচের পক্ষ থেকে নিজের পারিবারিক ব্যাপার অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার এই যে ধরন, সেটা সত্যিই ভালো লাগে নি ডাল্লার। লেভিনও যে সেটা ব্রেছেন, তা ব্রুতে পারলেন তিনি ওংক্ষণাং। বোধের এই স্ক্রোতার জন্য, এই মান্তাবোধের জন্যই তিনি পছন্দ করতেন লেভিনকে।

লেভিন বললেন, 'আমি অবিশ্যি তাতে শ্বধ্ব এই ব্ৰেছি যে আপনি আমায় দেখতে চান আর সে জন্যে আমি খ্বই খ্লি। বলাই বাহ্লা যে আমি কল্পনা করতে পারি যে শহ্রে গৃহকর্নী হিশেবে এখানে আপনার খ্বই অস্বিধে হবে, তবে কিছ্ব দরকার পড়লে আমি সর্বদাই আছি আপনার সেবায়।'

'আরে না' — ডব্লি বললেন; 'প্রথমটা অস্ক্রিবেধ হয়েছিল, তবে এখন সব চমংকার ঠিকঠাক হয়ে গেছে আমার ওই ধাই-মা'র কল্যাণে' — বললেন তিনি মাত্রেনা ফিলিমনোভনাকে দেখিয়ে। তিনিও ব্রেছিলেন কথা হচ্ছে াঁকে নিয়ে। লেভিনের দিকে চেয়ে তিনি হাসলেন ভালো মনে, ্রিসখ্শিতে। লেভিনকে চিনতেন তিনি, জানতেন ইনি দিদিমণির পাণিপ্রাথাঁ, চাইতেন যেন সেটা হয়।

বললেন, 'বস্ন-না, আমরা খানিক ঘে'ষাঘে'ষি করে থাকব।'

'না, আমি হে'টে যাব। এই ছেলেমেয়েরা, কে আমার সঙ্গে ঘোড়দৌড় দেবে ?'

ছেলেমেয়েরা লেভিনকে চিনত কম, কবে তাঁকে দেখেছে তা মনে নেই াদের, তবে বয়স্ক লোকেরা প্রায়ই ভান করে ব'লে ছেলেমেয়েরা যে বিচিত্র

বিরাগ আর সংকোচ বোধ করে এবং সে জন্য বেশ শারেন্তা হতে হয়, সেটা তাদের মধ্যে দেখা গেল না। যেকোনো ব্যাপারেই ভান অতি বৃদ্ধিমান, অস্তর্ভেদী মান্বকে প্রতারিত করতে পারে বটে, কিন্তু ভান বত সয়ত্বেই ঢাকা দেওয়া হোক, সবচেয়ে ক্ষীণর্মাত শিশ্বুও তা ধরতে পারে, বিরাগ বোধ করে। লেভিনের আর যে হাটিই থাক, ভানের কোনো লক্ষণই তাঁর মধ্যে নেই, তাই ছেলেমেয়েয়া তাঁর সঙ্গে তের্মান ভালোমান্বি করল যা ভারা দেখে তাদের মায়ের মুখে। লেভিনের আমল্যণে বড়ো দ্ব'জন তক্ষ্বিন লাফিয়ে এল তাঁর কাছে আর তের্মান সহজে দোড়তে লাগল তাঁর সঙ্গে যেমন তারা দোড়তে পারত র্যাই-মা, মিস গ্রল বা মাকে নিয়ে। লিলিও তাঁর কাছে আসতে চাইছিল, মা তাকে লেভিনের হাতে দিতেই লেভিন তাকে কাঁধে চাপিয়ে ছাট মায়লেন।

মায়ের দিকে চেয়ে ফুর্তিতে হেসে বললেন, 'ভয় পাবেন না, ভয় পাবেন না দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা! চোট লাগবে কি পড়ে যাবে, সে অসম্ভব।' তাঁর ক্ষিপ্র, বলিষ্ঠ, সযদ্ম-সতর্ক এবং বড়ো বেশি টান-টান গতিভিঙ্গি দেখে মা শাস্ত হয়ে ফুর্তিতে অনুমোদনের হাসি হাসলেন তাঁর দিকে চেয়ে। এখানে এই গ্রামে, ছেলেমেয়ে এবং তাঁর অনুরাগী দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে পেয়ে বেশ একটা ছেলেমানুষী দিল-দরিয়া মেজাজ পেয়ে বসল তাঁকে, যা তাঁর প্রায়ই হয় আর যেটা বিশেষ করে ভালো লাগত ডিল্লির। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দৌড়া-দৌড়ি করে তিনি তাদের ব্যায়াম শেখালেন, নিজের অকথ্য ইংরেজি ভাষায় হাসালেন মিস গ্লেকে, ডিল্লকে

খাওয়া-দাওয়ার পর ডাঙ্কা তাঁর সঙ্গে একা ঝুল-বারান্দায় বসে বললেন কিটির কথা।

'জানেন? কিটি এখানে আসবে, গ্রীষ্মকালটা থাকবে আমার সঙ্গে।'

'সতিয়?' লাল হয়ে বললেন তিনি এবং তক্ষ্মিন কথাটা ঘ্রিয়ের দেবাব জন্য যোগ করলেন, 'তাহলে দ্টো গর্ম পাঠাব আপনাকে? যদি হিসাব মেটাতে চান, মাসে পাঁচ র্ব্ল করে দেবেন, অবিশ্যি যদি আপনার সংকোচ না হর।'

'না, না, ধন্যবাদ। আমাদের সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে।'

বললেন গাঁয়ে তাঁর কাজকর্মের কথা।

'তাহলেও আপনাদের গর্গ্ললোকে আমি দেখব, যদি অন্মতি দেল হ্ৰুম দিয়ে যাব কী করে খাওয়াতে হবে। খাওয়ানোটাই আসল কথা।' এবং শুখু কথাবার্তার মোড় ঘ্রারিয়ে দেবার জন্যই লেভিন ডাক্লকে বোঝাতে লাগলেন তাঁর ডেয়ারি তত্ত্ব, যার মোন্দা কথা, গর্ম হল খাদ্যকে দুধে পরিণত করার যশ্য ইত্যাদি।

এটা তিনি বলছিলেন যদিও ভয়ানক চাইছিলেন কিটি সম্পর্কে খ্রিটনাটি সমস্ত কথা শ্নতে, আবার ভয়ও হচ্ছিল তাতে। ভয় হচ্ছিল যে এত কন্টে যে প্রশান্তি তিনি লাভ করেছেন সেটা চুরমার হয়ে যাবে।

'হাাঁ, তবে এ সবের ওপর তো নজর রাখতে হয়, কিস্তু কে করবে সেটা?' র্যানচ্ছায় জবাব দিলেন ডব্লি।

মারেনা ফিলিমনোভনার মাধ্যমে তিনি তাঁর কাজ-কারবার এমন গ্রুছিয়ে তুলেছেন যে তাতে অদল-বদল করার ইচ্ছে ছিল না তাঁর; তা ছাড়া কৃষির ব্যাপারে লেভিনের জ্ঞানেও তাঁর ভরসা ছিল না। গর্ব হল দ্বধ বানাবার যাব এ যুক্তি তাঁর কাছে সন্দেহজনক ঠেকেছিল। তিনি ভাবলেন এ ধরনের চিন্তায় কেবল ক্ষতিই হতে পারে গৃহস্থালির। তাঁর মনে হয়েছিল ব্যাপারটা অনেক সহজ: দরকার শ্ব্রু মারেনা ফিলিমনোভনা যা তাঁকে ব্রিঝয়েছেন, ছোপ-ছোপে আর পাশ-ধবলীকে বেশি করে খাদ্য পানীয় দেওয়া দরকার, আর বাব্রুচি যেন রায়াঘরের ফেলানি জল ধোপানীর গর্র জন্য না নিয়ে যায়। এটা বেশ স্পণ্ট। তদিকে আটা আর ঘাস খাওয়াবার য্রিক্টা অনিশ্চিত এবং অস্পন্ট। তবে প্রধান কথা, ওঁর ইচ্ছে হচ্ছিল কিটির কথা বলেন।

n son

'কিটি আমায় লিখেছে যে শাস্তি আর নিঃসঙ্গতা ছাড়া আর কিছনু সে চায় না' — যে নীরবতা নেমে এসেছিল সেটা কাটলে বললেন ডব্লি। 'আর স্বাস্থ্যটা, ভালো হয়েছে কি?' লেভিন জিগ্যেস করলেন দ্রুর্ বুকে।

'ভগবানকে ধন্যবাদ, একেবারে সেরে উঠেছে। আমার কখনো বিশ্বাসই হয় নি যে বুকের দোষ আছে তার।'

'আহ্, শ্বনে বড়ো আনন্দ হল!' লেভিন বললেন আর বলে নীরবে িপ্লর দিকে চেয়ে থাকায় ডপ্লি তাঁর মুখে মর্মস্পর্শী অসহায় কী একটা ভব দেখতে পেলেন ষেন। 'শ্নেন্ন কনন্তান্তিন দ্মিতিচ' — ডব্লি বললেন তাঁর সহাদর, খানিকটা উপহাসের হাসি হেসে, 'কিটির ওপর আপনার রাগ কেন?'

'আমি? আমি তো রাগি নি।'

'না, রেগেছেন। যখন মন্তেকায় গিয়েছিলেন, আমাদের কাছে বা ওদের কাছে কোথাও এলেন না যে?'

'দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা' - চুলের গোড়া পর্যস্ত আরক্ত হয়ে লেভিন বললেন, 'আমার অবাক লাগছে যে আপনি এত সহদয় হয়ে ব্রুবছেন না এটা। আমার ওপর নেহাৎ কব্বাও আপনার কেন হচ্ছে না যথন জানেন যে

'কি আমি জানি?'

'জানেন যে আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম এবং প্রত্যাখাত হয়েছি' — লেভিন বললেন আর এক মৃহুর্ত আগে কিটির প্রতি যে কোমলতা বোধ করেছিলেন, বুকের মধ্যে তাব স্থান নিল অপমানের জনলা।

'কেন ভাবছেন যে আমি জানি?'

'কেননা সবাই জানে ব্যাপারটা।'

'এখানেই ভূল হচ্ছে আপনার, আমি এটা জানতাম না যদিও অন্মান কর্মেছলাম।'

'বটে! তা এখন তো জানলেন।'

'আমি জানতাম কেবল কিছ্ একটা হয়েছে বোধ হয়, ভয়ানক কণ্ট পাচ্ছিল সে, আমায় সে বলে ও নিয়ে আর কখনো যেন কথা না তুলি। আর আমায় যখন বলে নি তখন আর কাউকেও সে বলবে না। কিন্তু হয়েছিল-টা কী? বলনে আমায়।'

'কী হয়েছিল সে তো বললাম আপনাকে।'

'কখন ওটা ঘটেছিল?'

'যখন শেষবার আপনাদের ওখানে যাই আমি।'

'তবে শ্ন্ন্ন, আপনাকে একটা কথা বলি' — ডব্লি বললেন, 'ওর জনে আমার ভয়ানক, ভয়ানক কণ্ট হয়। আপনি কণ্ট পাচ্ছেন কেবল আহং গর্ব থেকে…'

লেভিন বললেন, 'হতে পারে, কিন্তু...'

ডল্লি বাধা দিলেন তাঁর কথায়:

'বেচারির জন্যে আমার ভয়ানক, ভয়ানক কণ্ট হয়। এখন সব ব্^{ঝ্য}ে পারছি আমি।' 'কিন্তু মাপ করবেন দারিরা আলেক্সান্দ্রভনা' — লেভিন বললেন উঠে দাঁড়িরে, 'আসি দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। ফের দেখা হবে।'

আরে না, না, বসনুন, বসনুন' — তাঁর আস্তিন ধরে ডল্লি বললেন।

'ও নিম্নে কিন্তু আর কথা নয়' — বসে লেভিন বললেন আর সেইসঙ্গে টের পেলেন যে সমাধিস্থ বলে যা মনে হয়েছিল সে আশাটা নড়ে চড়ে মাথা তুলছে তাঁর বৃকের মধ্যে।

'আপনাকে যদি আমি ভালো না বাসতাম' — বললেন ডল্লি, চোখে তাঁর ফল এসে গিয়েছিল, 'আপনাকে যতটা জানি তা যদি না জানতাম...'

যে হৃদয়াবেগটা মরে গেছে বলে মনে হয়েছিল তা ক্রমেই জীবস্ত হয়ে অধিকার করতে লাগল লেভিনের অস্তর।

ডাল্ল বলে চললেন, 'হ্যাঁ, এখন আমি ব্ৰুবলাম, আপনি এটা ব্ৰুবতে পারবেন না, আপনারা প্রুব্ধেরা স্বাধীন বাছবিচার করতে পারেন, আপনাদের কাছে সর্বদা পরিষ্কার কাকে ভালোবাসেন। কিন্তু নারীস্থলভ, কুমারীস্থলভ লঙ্জা নিয়ে অপেক্ষমাণা এক বালিকা, যে বালিকা আপনাদের, প্রুষ্দের দেখছে দ্র থেকে, সবাইকে গ্রহণ করে তার কথা দিয়ে, এরকম বালিকার এমন অন্ভূতি হতে পারে যে সে ব্রুতে পারছে না কী বলবে।'

'शाँ, इपय यीन ना वरन...'

'হদয় বলে বৈকি, কিন্তু আপনি ভেবে দেখন: আপনাদের পর্র্বদের নজর পড়ল কোনো একটা মেয়ের ওপর, তার বাড়ি যেতে লাগলেন, ঘনিষ্ঠ হলেন, খ্টিয়ে দেখলেন সব, অপেক্ষা করে রইলেন আপনি যা ভালোবাসেন তা পাচ্ছেন কিনা, তারপর যখন নিশ্চিত হলেন যে ভালোবাসছেন, তখন প্রভাব দিলেন…'

'ঠিক তাই-ই এমন নয়।'

তা না হোক গে, আপনি প্রস্তাব দিলেন যখন আপনার ভালোবাসা পরিপক হয়ে উঠেছে অথবা নির্বাচনীয় দ্ইজনের মধ্যে পাল্লা ভারী হল একজনের। অথচ মেয়েটিকে তো জিগ্যেস করা হয় না। লোকে চায় নিজেই সে বেছে নিক, কিন্তু বেছে নিতে সে যে অপারগ, সে কেবল জবাব দিতে পারে হাাঁ কিংবা না।'

'হাাঁ, আমার আর দ্রন্স্কির মধ্যে বাছাবাছি' — লেভিন ভাবলেন আর প্রাণ পেরে ওঠা শব আবার মারা গেল তাঁর অস্তরে, শ্ব্ধ তা বন্তণা দিয়ে দলিত করতে থাকল তাঁর হৃদয়। বললেন, 'দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, ওভাবে বাছা হয় একটা গাউন কি অন্যবিছ্ম জানি না, ভালোবাসা নয়। বাছা হয়ে গেছে, আর সেটাই ভালো প্নরাকৃত্তি হতে পারে না।'

আহ্, গর্ব আর গর্ব!' ডব্লি বললেন যেন অন্যান্য যেসব অনুভূতি শুব্ব মেরেরাই জানে, তার সঙ্গে তুলনায় এ অনুভূতিটার নীচতার জন্য তাঁকে ঘেন্না করে। 'যে সময় আপনি কিটির পাণিপ্রার্থনা করেছিলেন তখন সে ঠিক সেই অবস্থাতেই ছিল যখন জবাব দিতে সে পারে না। দোদ্বল্যমানতা ছিল তার। আপনি নাকি দ্রন্ফিক — এই দোদ্বল্যমানতা। দ্রন্ফিককে কিটি দেখছিল রোক্তই অথচ আপনাকে দেখে নি অনেকদিন। ধরা যাক, ওর যদি আরেকটু বয়স হত — যেমন ওর জায়গায় আমি হলে আমার পক্ষে কোনো দোলায়মানতা থাকা সম্ভব হত না। দ্রন্ফিককে আমার বরাববই খারাপ লেগেছে, শেষও হল তাই।'

লেভিনের মনে পড়ল কিটির জবাব। সে বলেছিল: না, এটা হতে পাবে না...

নীরস কণ্ঠে তিনি বললেন, 'দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, আমার ওপব আপনার আছায় ম্লা দিই আমি; কিন্তু আমার মনে হয়, আপনি ভূল করছেন। তবে আমি ঠিক বলছি কি বলছি না, জানি না, এই যে গর্বটাকে আপনি এত ঘেন্না করেন, তাতে কিটি সম্পর্কে কোনো চিন্তা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে, বুঝতে পারছেন, একেবারে অসম্ভব।'

'আমি শৃথু আরেকটা কথা বলব। আপনি ব্রুতে পারছেন তো আমি বলছি আমার বোন সম্পর্কে, যাকে আমি ভালোবাসি নিজের সম্ভানেব মতো। আপনাকে সে ভালোবেসেছিল এমন কথা আমি বলছি না, আমি শৃথু বলতে চাইছিলাম যে ওই মুহুত্টার প্রত্যাখ্যানে প্রমাণ হয় না কিছুই।'

'জানি না!' লাফিয়ে উঠে লেভিন বললেন, 'ব্ঝতে পারছেন না কী কন্ট দিচ্ছেন আমায়। এ যেন আপনার ছেলে মারা গেছে আর সবাই আপনাকে বলছে: আহা ছেলেটি অমন ছিল, তেমন ছিল, বে'চে থাকলে কত সুখ হত আপনার। অথচ সে তো মারা গেছে, মারা গেছে, মাবা গেছে...'

'কী হাস্যকর লোক আপনি' — লেভিনের উত্তেজনা কেয়ার না কবে ডব্লি বললেন বিষয় উপহাসে: 'হ্যাঁ, এখন আমি আরো বেশি করে ব্*ঝ*ে পারছি' — চিন্তিতভাবে তিনি বলে চললেন, 'তাহলে কিটি এলে আপনি আমাদের এখানে আসবেন না?'

'না, আসব না। বলাই বাহ্নল্য আমি পালিয়ে বেড়াব না তার কাছ থেকে, তবে ষেখানে সম্ভব চেষ্টা করব আমার উপস্থিতির অপ্রীতিকরতা থেকে তাকে রেহাই দিতে।'

'ভারি, ভারি হাস্যকর লোক আপনি' — লেভিনের ম্থের দিকে কোমল দ্ভিতৈ চেয়ে প্নেরাব্তি করলেন ডল্লি, 'তা বেশ, তবে এ নিয়ে আমরা যেন কোনো কথা বলি নি। কেন এলি রে তানিয়া?' মেয়েটি ঘরে ঢুকতে তাকে ফরাসি ভাষায় জিগ্যেস করলেন ডল্লি।

'আমার কোদালটা কোথায় মা?'

'আমি ফরাসিতে বললাম, তুইও ফরাসি বল।'

মেরেটিও তাই বলবে ভেবেছিল, কিন্তু কোদালের ফরাসি প্রতিশব্দ কী ভূলে গিরেছিল সেটা; মা থেই ধরিয়ে দিলেন এবং ফরাসিতেই বললেন কোথায় খ্রুজতে হবে কোদালটা। এটা লেভিনের কাছে খারাপ লাগল।

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার বাড়ি আর তাঁর ছেলেমেয়ের কিছ্ই এখন আর তেমন মিষ্টি মনে হল না।

ভাবলেন, 'ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ফরাসি ভাষায় কেন কথা বলছেন উনি: কী অস্বাভাবিক আর কৃত্রিম! ছেলেমেয়েরাও টের পায় সেটা। ফরাসি শেখা আর স্বাভাবিকতা ভোলা' — মনে মনে ভাবলেন তিনি, জানতেন না যে ডিল্ল নিজেও এ নিয়ে ভেবেছেন বিশ বার, তাহলেও স্বাভাবিকতায় ক্ষতি হলেও এই উপায়েই ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদান প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেছেন।

'কিন্তু যাবেন আবার কোথায়? বস্কুন-না।'

লেভিন চা-পান পর্যস্ত রয়ে গেলেন, কিন্তু ফুর্তি তাঁর উবে গিয়েছিল, অম্বস্থি লাগছিল তাঁর।

চায়ের পর লেভিন প্রবেশ-কক্ষে গেলেন ঘোড়া দেবার জন্য বলতে। যখন ফিরলেন, ডক্লিকে দেখলেন অতি বিচলিত অবস্থায়, উদ্ভান্ত মূখ, চোখে জল। লেভিন যখন বেরিয়ে যান, তখন যে ঘটনাটা ঘটে তাতে ডক্লির আজকের সমস্ত সূখ আর ছেলেমেয়েদের জন্য গর্ব সব মাটি হয়ে যায়। গ্রিশা আর তানিয়া মারামারি করেছে একটা বল নিয়ে। শিশুকক্ষে চে'চামেচি

শন্নে ডাল্ল ছন্টে যান সেখানে, দেখেন ভরাবহ এক দৃশা। তানিরা গ্রিশার ঝ্রিট টেনে ধরেছে আর রাগে বিকৃত মন্থে যেখানে পারছে সে ঘ্রিস চালাছে তানিরার ওপর। এটা দেখে ডাল্লর ব্কের মধ্যে কী একটা যেন ছিছে গেল। যেন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে তাঁর জীবনে, তিনি টের পেলেন যে নিজের যে ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাঁর অত গর্ব হত, তারা নেহাৎ সাধারণ ছেলেমেয়েই শন্ধ্ নয়, র্ড় পাশ্বিক প্রবৃত্তির বদ, দৃঃশীল ছেলেমেয়ে. দ্রাজ্মা।

আর কোনো বিষয়ে কথা তিনি বলতে বা ভাবতে পারছিলেন না, নিজের দ্বঃখের কথা লেভিনকে না বলে পারলেন না তিনি।

লেভিন দেখতে পাচ্ছিলেন যে ডল্লি মুষড়ে পড়েছেন, এতে মন্দ কিছ্ প্রমাণিত হয় না, সব ছেলেমেয়েই মারামারি করে, এই কথা বলে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন তিনি; কিন্তু সে কথা বললেও লেভিন মনে মনে ভাবছিলেন, 'না, আমি ন্যাকামি করব না, নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা কইব না ফরাসিতে, তবে ওই ধরনের ছেলেমেয়ে আমার হবে না; দরকার শুধ্ ছেলেমেয়েদের মাথা না খাওয়া, বিকৃত করে না তোলা, তাহলেই তারা হবে খাশা। উ'হু, আমার ছেলেমেয়ে অমন হবে না।'

বিদায় নিয়ে লেভিন চলে গেলেন, ডল্লি আর আটকালেন না তাঁকে।

n >> n

জ্লাইয়ের মাঝামাঝি পক্রোভ্স্কয়ে থেকে বিশ ভাস্ট দ্রে তাঁর বোনের মহাল থেকে মন্ডল এল ঘাস-কাটার হিসাবপত্তর দাখিল করতে। বোনের সম্পত্তির প্রধান আয় ছিল সেচ জমির ঘাস। আগেকার কালে দেসিয়াতিনা পিছ্ব বিশ র্ব্ল দিলে চাষীরা ঘাস কাটত। লেভিন যখন সম্পত্তিটা দেখাশোনার ভার নেন, ঘাস-কাটা পর্যবেক্ষণ করে তিনি দেখলেন যে ওর দাম বেশি, দর ধার্য করলেন দেসিয়াতিনা পিছ্ব পাঁচিশ র্ব্ল। চাষীরা এ দর দিতে চায় নি এবং লেভিনের যা সন্দেহ ছিল, অন্যান্য থরিক্ষারদেরও তারা ভাগিয়ে দেয়। লেভিন তখন নিজে সেখানে গিয়ে ঘাস-কাটার ব্যবস্থা করেন একাংশে মজ্বে লাগিয়ে, একাংশে আধিয়ারি মারফত। নিজের চাষীবা সর্বোগায়ে এই নয়া ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা করে, কিন্তু ব্যাপারটা চাল্ব হংশে

যার আর প্রথম বছরেই ঘেসো মাঠ থেকে আর হর প্রায় ছিগ্ন্ণ। তৃতীর এবং গত বছরে চাষীদের প্রতিবন্ধকতা চলতেই থাকে আর ফসল তোলাও চলে একই ধারার। এ বছর চাষীরা তেভাগার সমস্ত ঘাস কাটার ভার নিয়েছে, মণ্ডল এসেছে এই কথা জানাতে যে ঘাস কেটে তোলা হয়েছে, পাছে বৃষ্টি নামে এই ভরে সে সেরেস্তার মহ্বরীকে ভেকে তার উপস্থিতিতে সব ভাগাভাগি করেছে, মালিককে দেওরা হয়েছে এগারো গাদি। প্রধান মাঠটার কত ঘাস হয়েছিল, জিগ্যেস না করে ঘাস ভাগাভাগি করার জন্য মণ্ডলের এত তাড়াহ্নড়ো কেন, এ সব প্রশেন উত্তরের অনিদিশ্টিতা এবং চাষীটার কথার সমস্ত স্বর দেখে লেভিন ব্রুলনে যে বিচালির এই ভাগাভাগিতে কিছ্ন একটা কারচুপি আছে, ঠিক করলেন নিজেই গিয়ে ব্যাপারটা যাচাই করে দেখবেন।

দিবাহারের সময় গ্রামে এসে ভাইয়ের স্থন্যদানীর স্বামী, পরিচিত এক ব্দ্ধের কাছে ঘোড়াটা রেখে তিনি গেলেন তার মৌমাছি খামার দেখতে. ভেবেছিলেন ঘাস কাটার বিশদ খবর তার কাছ থেকে জেনে নেবেন। স্পুর্য বৃদ্ধ পারমেনিচ কথা বলতে ভালোবাসে, লেভিনকে সে আনন্দ করেই আপায়ন করলে, দেখাল তার সমস্ত জোতজ্ঞমা, বললে নিজের মৌমাছিগ,লোর সমস্ত খ;িটনাটি, এ বছরের নতুন ঝাঁকের কথা, কিন্তু ঘাস-কাটার ব্যাপারে লেভিনের প্রশ্নের উত্তর সে দিলে অনিচ্ছাসহকারে. স্নির্দিণ্ট কিছ, না বলে। এতে লেভিন আরো নিশ্চিত হলেন তাঁর অনুমানে। ঘাস-কাটার জায়গায় গিয়ে তিনি গাদিগুলো দেখলেন। গাদিগুলোয় পণ্ডাশ গাড়ি করে ঘাস হতে পারে না। চাষীদের মুখোশ খোলার জনা তিনি তক্ষ্বনি বিচালি বওয়ার গাড়ি ডেকে একটা গাদিকে গোলাঘরে নিয়ে যেতে বললেন। দেখা গেল গাদিটায় ছিল বৃত্তিশ গাড়ি বিচালি। ঘাসগ্রলো ছিল ফুলো-ফুলো, গাদিতে থেকে নেতিয়ে পড়েছে, সবকিছ, করা ায়েছে ধর্মাতে, মন্ডলের এই সব আশ্বাস আর শপথ সত্ত্বেও লেভিন তাঁর এই অভিমতে অটল রইলেন যে বিচালি ভাগাভাগি হয়েছে তাঁর হকুম ছাড়াই, াই পঞ্চাশ গাড়ি করে এই গাদি তিনি নিতে পারেন না। দীর্ঘ তর্কবিতর্কের পর স্থির হল যে চাষীরা এই এগারো গাদির প্রত্যেকটাকে পঞ্চাশ গাড়ি ^{হিশে}বে নিজেরা নেবে, মালিকের ভাগ বাঁটা হবে নতুন করে। এই সব ^{কথাবা}ত্তা আর বাঁটোয়ারা গড়াল বিকেল অবধি। শেষ বিচালিটুকু ভাগাভাগি হয়ে গেলে লেভিন মহুরীর ওপর বাকিটা দেখবার ভার দিয়ে ঝোপে আলাদা

শন্নে ডব্লি ছ্টে যান সেখানে, দেখেন ভরাবহ এক দৃশ্য। তানিরা গ্রিশার ঝ্রিট টেনে ধরেছে আর রাগে বিকৃত মূখে যেখানে পারছে সে ঘ্রিস চালাচ্ছে তানিরার ওপর। এটা দেখে ডব্লির বৃক্তের মধ্যে কী একটা যেন ছিড্ডেগেল। যেন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে তাঁর জীবনে, তিনি টের পেলেন যে নিজের যে ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাঁর অত গর্ব হত, তারা নেহাৎ সাধারণ ছেলেমেরেই শন্ধ্ন নয়, র্ড় পাশ্বিক প্রবৃত্তির বদ, দৃঃশীল ছেলেমেয়ে, দ্রাছা।

আর কোনো বিষয়ে কথা তিনি বলতে বা ভাবতে পারছিলেন না, নিজের দ্বংখের কথা লেভিনকে না বলে পারলেন না তিনি।

লেভিন দেখতে পাচ্ছিলেন যে ডব্লি মুষড়ে পড়েছেন, এতে মন্দ কিছ্ম প্রমাণিত হয় না, সব ছেলেমেয়েই মারামারি করে, এই কথা বলে তাঁকে সাম্বনা দেবার চেন্টা করলেন তিনি; কিন্তু সে কথা বললেও লেভিন মনে মনে ভাবছিলেন, 'না, আমি ন্যাকামি করব না, নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা কইব না ফরাসিতে, তবে ওই ধরনের ছেলেমেয়ে আমার হবে না; দরকার শাধ্য ছেলেমেয়েদের মাথা না খাওয়া, বিকৃত করে না তোলা, তাহলেই তারা হবে খাশা। উ'হ্, আমার ছেলেমেয়ে অমন হবে না।'

বিদায় নিয়ে লেভিন চলে গেলেন, ডল্লি আর আটকালেন না তাঁকে।

n 22 n

জ্লাইয়ের মাঝামাঝি পক্রোভ্স্কয়ে থেকে বিশ ভাস্ট দ্রের তাঁর বোনের মহাল থেকে মণ্ডল এল ঘাস-কাটার হিসাবপত্তর দাখিল করতে। বোনের সম্পত্তির প্রধান আয় ছিল সেচ জমির ঘাস। আগেকার কালে দেসিয়াতিনা পিছ্ব বিশ র্ব্ল দিলে চাষীরা ঘাস কাটত। লেভিন যখন সম্পত্তিটা দেখাশোনার ভার নেন, ঘাস-কাটা পর্যবেক্ষণ করে তিনি দেখলেন যে ওর দাম বেশি, দর ধার্য করলেন দেসিয়াতিনা পিছ্ব পাঁচিশ র্ব্ল। চাষীরা এ দর দিতে চায় নি এবং লেভিনের যা সন্দেহ ছিল, অন্যান্য ধরিন্দারদেরও তারা ভাগিয়ে দেয়। লেভিন তখন নিজে সেখানে গিয়ে ঘাস-কাটার ব্যবস্থা করেন একাংশে মজ্বে লাগিয়ে, একাংশে আধিয়ারি মারফত। নিজের চাষীরা সর্বোপায়ে এই নয়া ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা করে, কিন্তু ব্যাপারটা চাল্ব হয়ে

যার আর প্রথম বছরেই ঘেসো মাঠ থেকে আর হর প্রার দিগ্ন্ণ। তৃতীর এবং গত বছরে চাষীদের প্রতিবন্ধকতা চলতেই থাকে আর ফসল তোলাও চলে একই ধারার। এ বছর চাষীরা তেভাগার সমস্ত ঘাস কাটার ভার নিরেছে. মন্ডল এসেছে এই কথা জানাতে যে ঘাস কেটে তোলা হরেছে, পাছে বৃষ্টি নামে এই ভরে সে সেরেস্তার মহ্রীকে ডেকে তার উপস্থিতিতে সব ভাগাভাগি করেছে, মালিককে দেওয়া হয়েছে এগারো গাদি। প্রধান মাঠটার কত ঘাস হরেছিল, জিগ্যেস না করে ঘাস ভাগাভাগি করার জন্য মন্ডলের এত তাড়াহ্নড়ো কেন, এ সব প্রশ্নে উত্তরের অনির্দিণ্টতা এবং চাষীটার কথার সমস্ত স্বর দেখে লেভিন ব্রুলেন যে বিচালির এই ভাগাভাগিতে কিছ্ন একটা কারচুপি আছে, ঠিক করলেন নিজেই গিরে ব্যাপারটা যাচাই করে দেখবেন।

দিবাহারের সময় গ্রামে এসে ভাইয়ের স্থন্যদানীর স্বামী, পরিচিত এক ব্দ্ধের কাছে ঘোড়াটা রেখে তিনি গেলেন তার মৌমাছি খামার দেখতে. ভেবেছিলেন ঘাস কাটার বিশদ খবর তার কাছ থেকে জেনে নেবেন। স্প্র্য বৃদ্ধ পারমেনিচ কথা বলতে ভালোবাসে, লেভিনকে সে আনন্দ করেই আপ্যায়ন করলে, দেখাল তার সমস্ত জোতজমা, বললে নিজের মৌমাছিগ,লোর সমস্ত খাটিনাটি, এ বছরের নতুন ঝাঁকের কথা, কিন্তু ঘাস-কাটার ব্যাপারে লেভিনের প্রশ্নের উত্তর সে দিলে অনিচ্ছাসহকারে. স্নিদি^{ভি}ট কিছ_ন না বলে। এতে লেভিন আরো নিশ্চিত হলেন তাঁর এন,মানে। ঘাস-কাটার জায়গায় গিয়ে তিনি গাদিগুলো দেখলেন। গাদিগুলোয় পণ্ডাশ গাড়ি করে ঘাস হতে পারে না। চাষীদের মুখোশ খোলার জন্য তিনি তক্ষ্মনি বিচালি বওয়ার গাড়ি ডেকে একটা গাদিকে গোলাঘরে নিয়ে যেতে বললেন। দেখা গেল গাদিটায় ছিল বৃত্তিশ গাড়ি বিচালি। ঘাসগ্লো ছিল ফুলো-ফুলো, গাদিতে থেকে নেতিয়ে পড়েছে, সর্বাকছ্ব করা হয়েছে ধর্মাতে, মন্ডলের এই সব আশ্বাস আর শপথ সত্ত্বে লেভিন তাঁর এই অভিমতে অটল রইলেন যে বিচালি ভাগাভাগি হয়েছে তাঁর হৃকুম ছাড়াই, তাই পণ্ডাশ গাড়ি করে এই গাদি তিনি নিতে পারেন না। দীর্ঘ তর্কবিতর্কের পর স্থির হল যে চাষীরা এই এগারো গাদির প্রত্যেকটাকে পণ্ডাশ গাড়ি ^{হিশেবে} নিজেরা নেবে, মালিকের ভাগ বাঁটা হবে নতুন করে। এই সব ^{কথাবাত}ি আ**র বাঁটো**রারা গড়াল বিকেল অর্বাধ। শেষ বিচালিটুকু ভাগাভাগি হয়ে গেলে লেভিন মহুরীর ওপর বাকিটা দেখবার ভার দিয়ে ঝোপে আলাদা

করা একটা বিচালি গাদার ওপর বসে মৃদ্ধ হরে দেখতে লাগলেন লোকে গিজগিজ ঘেসো মাঠ।

সামনে তাঁর, জলাটার পর নদাঁর বাঁকে উচ্চকণ্ঠের ঝংকার তুলে ফুর্তিতে এগিয়ে চলেছে মেয়েদের একটা রঙচঙে সারি, ছড়ানো-ছিটানো ঘাসগ্লো দিয়ে তারা চিকন-সব্জ ভাঁটার পটে বানাচ্ছিল কুণ্ডলা পাকানো ধ্সর স্ত্প। তাদের পেছনে আঁকশি নিয়ে যাছে প্র্বেষরা, ঘাসগ্লো হয়ে উঠছে লম্বা লম্বা উচ্চু উচ্চু ফুলো ফুলো, গাদি ছেটে ফেলা মাঠের বাঁ দিকে ঘর্ষর করছে গাড়ি। বিপ্লে সাপটে তুলে দেওয়া গাদিগ্লো অদ্শা হছে একে একে, তাদের জায়গায় ঘোড়ার পাছার দিকে ভাঁই হয়ে উঠছে গন্ধ-ছড়ানো ঘাস।

'আবহাওয়া ভালো থাকতে থাকতে তুলে ফেলতে পারলে হয়! বিচালি হবে কেমন!' লেভিনের পাশে বসে বৃদ্ধ বললে, 'ঘাস তো নয়! যেন হাঁসেদের সামনে দানা। টপাটপ গিলছে!' তুলে ফেলা গাদিগন্লোকে দেখিয়ে সে যোগ করলে, 'বড়ো হাজরির পর অর্ধেকটাই সাফ।'

'এই শেষ খেপ নাকি?' গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে লাগাম হাঁকিয়ে যে যুবকটি যাচ্ছিল তার উদ্দেশে হাঁক দিলে বুড়ো।

'শেষ খেপ বাবা!' ঘোড়াকে একটু থামিয়ে গাড়িতে বসা লালচে গাল একটি মেয়ের দিকে হেসে চিৎকার করে বললে ছেলেটা। গাড়ি চালিয়ে দিল আবার।

লেভিন জিগোস করলেন, 'ও কে হে? তোমার ছেলে?'

'আমার ছোটোটা' — বুড়ো বললে স্নেহের হাসি হেসে।

'দিব্যি ছেলে!'

'তা মন্দ নয়।'

'विदंश इरस्टि ?'

'খি.নট আবির্ভাবের তিথি থেকে আজ তিন বছর চলছে।' 'তা বেশ, ছেলেপ্লে আছে তো?'

'কোথার ছেলেপন্লে! এক বছর তো কোনো জ্ঞানগমিট ছিল না লম্জা পেত' — বুড়ো বললে, 'তা বিচালি বটে বাপ্! ধরো, একেবারে ভুরভুরে চা!' প্রসঙ্গটা বদলাবার ইচ্ছায় প্লনরাবৃত্তি করলে বুড়ো।

লেভিন মন দিয়ে লক্ষ্য করছিলেন ভান্কা পারমেনভ আর তার বেকি. তাঁর কাছ থেকে সামান্য দ্রে তারা ঘাস বোঝাই করছিল গাড়িতে। ভান্ক পারমেনভ দাঁড়িয়ে ছিল গাড়িতে। তার তর্ণী স্কেরী গিলি দ্ই হাত দিয়ে ঘাস জড়ো করে ফর্ক' দিয়ে তার বড়ো বড়ো যে ডাইগ্রুলো নিপ্রণ ভঙ্গিতে তুলে দিচ্ছিল সেগ্নলো সে নিয়ে সমান করে বিছিয়ে পা দিয়ে মাড়াচ্ছিল। ্র মেরেটি কাজ করছিল অনায়াসে, ফুর্তি করে, ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে। মাটিতে পড়ে থাকা ঘাস চট করে ফর্কে উঠছিল না। প্রথমে সে হাত দিয়ে গাদিটা ঝাঁকাচ্ছিল, তারপর ফর্ক ঢুকিয়ে দ্রত, নমনীয় ভাঙ্গতে তার ওপর দেহের সমস্ত ভার দিয়ে তক্ষ্মনি লাল কোমরবদ্ধে ঘেরা পিঠ টান করে শাদা ঝালরের তলেকার ভরা ব্রক এগিয়ে দিয়ে ক্ষিপ্র মুঠোর ফর্ক চেপে ধরে ঘাস ছুড়ে ফেলছিল। ভান কা, বোঝা যায় প্রতি মুহুতের বাড়তি খাটুনি থেকে বোকে রেহাই দেবার জন্য তাড়াতাড়ি করে দুহাত বাড়িয়ে তা ধরে ফেলে বিছিয়ে দিচ্ছিল গাড়িতে। আঁকশি দিয়ে শেষ ঘাসগ্লো তুলে দিয়ে ঘাড়ে লেগে থাকা কুচিগ্মলো ঝেড়ে ফেলে শাদা যে কপালখানা রোদপোড়া নয়, তার ওপর খসে পড়া মাথার লাল র মালটা ঠিক করে নিয়ে গাড়ির তলে ঢুকে পড়ল সে বোঝাটা বাঁধার জন্য। ভান্কা ওকে বোঝাচ্ছিল কিভাবে বাঁধতে হবে আর ওর কী একটা মন্তব্যে হেন্সে উঠল হোহো করে। উভয়েরই মুখভাবে দেখা যাচ্ছিল প্রবল, তর্ণ, সম্প্রতি জেগে ওঠা প্রেম।

11 5 & 11

বোঝা বাঁধা হল। ভান্কা লাফিয়ে নেমে খাদ্যপরিত্পত তাগড়াই ঘোড়াটাকে চালাতে লাগল লাগাম ধরে। বৌ তার আঁকশি ছুড়ে দিল বোঝার ওপর, তারপর ফুর্তিতে পা ফেলে হাত দোলাতে দোলাতে চলে গেল মেয়েদের জলসায়। ভান্কা রাস্তা পর্যন্ত গিয়ে যোগ দিলে অন্যান্য গাড়ির সারিতে। কাঁধে আঁকশি নিয়ে জ্বলজ্বলে রঙীন পোশাকে ফুর্তিতে কলরব করে মেয়েরা চলল গাড়িগ্বলোর পেছন পেছন। গান ধরল কর্কশ উন্দাম একটি নারীকণ্ঠ এবং ধ্রায় পেশছনো পর্যন্ত তা গেয়ে গেল, তখন গোড়া খেকে তা আবার শ্রু করলে গোটা পঞ্চাশেক মিহি-মোটা, স্কু নানা গলা। গান গাইতে গাইতে মেয়েরা এগিয়ে আসছিল লেভিনের দিকে আর তাঁর মনে হল ফুর্তির একটা বক্ত্রগর্ভ কালো মেঘ আছড়ে পড়ছে তাঁর ওপর। মেঘটা এগিয়ের এসে তাঁকে, ঘাসের যে গাদিটার ওপর তিনি শ্রেমে ছিলেন

সেটাকে, অন্যান্য গাদি আর গাড়িগনুলোকে আর দ্রেরের জমিটা সমেত গোটা মাঠখানাকে জাপটে ধরল আর চিংকার করা, সিটি মারা উন্দাম গানটার তালে তালে সর্বাকছন্দ্র দ্বলতে লাগল, ঢিপঢ়িপ করতে লাগল। বলিষ্ঠ এই ফুর্তিটার স্বর্ধা হল লেভিনের। ইচ্ছে হল জীবনের আনন্দের এই উৎসারে যোগ দেন। কিন্তু কিছন্ই করতে পারেন না তিনি, তাঁকে শ্রের থেকে, দেখে আর শ্রনে যেতে হবে। গীতম্খিরিত লোকগনুলো যখন দর্শন আর প্রবণের বাইরে চলে গেল, তখন নিজের একাকিছ, নিজের দৈহিক আলস্য, এই জগংটার প্রতি নিজের বির্পতার জন্য একটা গ্রন্তর মনঃকণ্ট আচ্ছার করল লেভিনকে।

বিচালি নির্মে যে চাষীরা তাঁর সক্ষে তর্ক করেছিল সবচেয়ে বেশি তাদেরই কেউ কেউ, যাদের লেভিন নিজেই অপমান করেছিলেন তারা, যারা তাঁকে ঠকাতে চাইছিল সেই চাষীরাই এখন আনন্দ করে মাথা নোয়াচ্ছিল তাঁর উদ্দেশে, স্পণ্টতই তাঁর ওপর ওদের কোনো রাগ ছিল না, থাকতেও পারে না, কোনোরকম অন্তাপ তাদের মধ্যে দেখা গেল না শ্ধ্ নয়. লেভিনকে তারা যে ঠকাতে চেয়েছিল, সে কথাটা পর্যস্ত ভূলে গিয়েছিল তারা। হাসিখ্লি সাধারণ শ্রমের সাগরে তলিয়ে গিয়েছিল সবিকছ্ই। ভালো দিনটা দিয়েছেন ভগবান, ভগবান দিয়েছেন শক্তি। দিন আর শক্তি উৎসার্গত শ্রমে আর শ্রমটাই তার প্রস্কার। শ্রমটা কার জন্য? কী হবে তার ফল? এ ভাবনা অপ্রাসঙ্গিক এবং তুচ্ছ।

লেভিন প্রায়ই এই জীবনটাকে লক্ষ্য করতেন মৃদ্ধ হয়ে আর সে জীবন যারা যাপন করছে তাদের প্রতি একটা ঈর্ষা বোধ করতেন তিনি, কিন্তু আজই প্রথম বার, বিশেষ করে তর্ণী বোয়ের প্রতি ভান্কা পারমেনভের মনোভাবের ভেতর তিনি যা দেখলেন তার প্রভাবে এই প্রথম বার লেভিনের পরিক্ষার ধারণা হল যে কন্টকর কর্মহীন কৃত্রিম, ব্যক্তিগত যে জীবনটা তিনি যাপন করছেন তাকে এই শ্রমশীল নির্মাল, সার্বিক এক অপর্প জীবনে পরিণত করা নির্ভার করছে তাঁরই ওপর।

যে বুড়ো লোভিনের পাশে বর্সেছিল, বহু আগেই বাড়ি চলে গেছে সে. চাষীরা ছড়িয়ে পড়ছে। যারা কাছে থাকে, তারা বাড়ি চলে গেল, দুরের লোকেরা নৈশাহার সেরে ওখানেই রাত কাটাবে বলে জড়ো হল মাঠে। লোকগুলোর অলক্ষিতে লোভন গাদিতে শুরে শুরে ওদের দেখা, কথা শোনা আর নিজের ভাবনা চালিয়ে যেতে লাগলেন। রাত কাটাবার জন্য

য়ে লোকেরা মাঠে থেকে গিরেছিল গ্রীচ্মের ছোট রাতে প্রায় ঘ্রমালই না তারা। প্রথমে কানে এল খেতে বসে ফুর্তির সাধারণ কথাবার্তা আর হাসি তারপর আবার গান আর হাসি।

ফুর্তি ছাড়া খার্টুনির গোটা লম্বা দিনটা তাদের মধ্যে আর কোনো চিহ্ন রেথে যার নি। ভোরের আগে সব চুপচাপ হয়ে গেল। শোনা যাচ্ছিল শুধ্ব জলায় ভেককুলের অক্লান্ত নৈশ ডাকাডাকি আর ভোরের আগে কুয়াশা নামা মাঠে ঘোড়াগনুলোর ফোংফোং। টনক নড়তে লেভিন গাদি থেকে উঠে পাড়ালেন, তারার দিকে চেয়ে বুঝলেন রাত আর নেই।

'কিন্তু কী করব আমি? কিন্ডাবে সেটা করব?' গ্রীন্মের এই ছোট রাতে যাকিছা, তিনি ভেবেছেন, অনাভব করেছেন, চেণ্টা করলেন সেটা নিজের কাছেই প্রকাশ করার। যাকিছা তিনি ভেবেছেন, অনাভব করেছেন তা ভাগ হয়ে গেল পূথক তিনটে ধারায়। একটা হল নিজের প্রনো জীবনকে, নিজের অকেজো জ্ঞানকে. সবার কাছে নিষ্প্রয়োজন তাঁর শিক্ষাকে বিসর্জন। এই ত্যাগটা থেকে তিনি তুপ্তি পাচ্ছিলেন। তাঁর কাছে এটা সহজ, অনায়াস। এন্য ধারণা ও চিন্তাগুলো হল যে জীবন তিনি এখন কাটাতে চান তাই নিয়ে। সে জীবনের সহজতা, বিশক্ষেতা আর ঔচিত্য তিনি পরিক্কার টের পাচ্ছিলেন এবং নিঃসন্দেহ ছিলেন, যে তৃষ্টি, প্রশাস্তি আর মর্যাদার যে এভাবে তিনি অমন রুগ্নের মতো ভূগছিলেন সেগুলো তিনি ওই জীবনে পাবেন। কিন্তু তাঁর তৃতীয় ধারার চিন্তাগুলো ঘুরে মরছিল এই প্রন্থে: প্রেনো জীবন থেকে নতুনে উত্তরণটা করা যায় কিভাবে। আর এ ব্যাপারে পরিষ্কার কিছুই তাঁর চোথে পড়ছিল না। 'বিয়ে করব? কাজ এবং কাজের প্রয়োজনীয়তা রাখতে হবে? পক্রোভ্স্কয়ে ছেড়ে দেব? জমি কিনব? ্রামসমাজে নাম লেখাব? বিয়ে করব কুষাণীকে? কী করে এটা করা ষায়?' ফের নিজেকে প্রশ্ন করলেন তিনি এবং জবাব পেলেন না। 'তবে সারা রাত া আমি ঘুমোই নি. পরিষ্কার করে কিছু স্থির করা সম্ভব নয় এখন। পরে পরিষ্কার করে নেওয়া যাবে। শুধু একটা জিনিসে সন্দেহ নেই যে এ ্রতী স্থির করে দিল আমার ভাগ্য। পারিবারিক জীবন নিয়ে আমার সমস্ত ্রসনাগ্রলো বাব্দে, আসল জিনিস নয়' — নিজেকে বললেন তিনি, 'এটা ্রনেক সহজ-সরল, অনেক ভালো...'

'কী স্কর!' আকাশের মাঝখানে ঠিক তাঁর মাথার ওপর অস্তৃত, ঠিক ান পে'জা তুলো দিয়ে গড়া ঝিনুকের একটা খোলা দেখে মনে মনে ভাবলেন তিনি, 'অপর্প এই রাতটার সবই কী অপর্প! ওই ঝিন্কটা গড়ে উঠতে পারল কখন? এই কিছ্ আগেই আমি আকাশের দিকে তাকিয়েছিলাম, কিছ্ই তখন ছিল না সেখানে, শ্ব্দু দ্বিট সাদা পাড়। ঠিক এইভাবেই জীবন সম্পর্কে আমারও দ্বিউভিক্সি বদলে গেছে অলক্ষ্যে!'

মাঠ থেকে বেরিয়ে এসে তিনি চলতে লাগলেন গাঁরের দিকের বড়ো রাস্তাটা ধরে। জোর হাওয়া দিল, সবকিছ্ হয়ে উঠল ধ্সর বিষয়। দেখা দিয়েছে সেই নিষ্প্রভ মৃহ্তটো যা উষার, তমসার ওপর জ্যোতির প্র্ বিজয়ের প্রাভাস দেয়।

শীতে কৃক্তে মাটির দিকে তাকাতে তাকাতে লেভিন যাচ্ছিলেন ক্ষিপ্র গতিতে। ঘণ্টির ঝুনঝুন শ্নেন লেভিন মাথা তুললেন, ভাবলেন, 'কী ব্যাপার? কে যেন আসছে।' যে বড়ো রাস্তা দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন, সেখানে তাঁর কাছ থেকে চল্লিশ পা দ্রে চার ঘোড়ার এক গাড়ি আসছে তাঁর দিকে। শ্যাফটের ঘোড়াগনুলো গান্ডায় ঠেলা মারছিল শ্যাফটে কিন্তু নিপ্ন কোচোয়ান বন্ধে পাশকে ভাবে বসে শ্যাফট ধরে রাখছিল গান্ডাতেই যাতে চাকাগনুলো যেতে পারে দ্ব'পাশের মস্ণ জায়গা দিয়ে।

শ্বধ্ব এইটুকু লক্ষ্য করে কে আসতে পারে সে কথা না ভেবে অন্যমনস্কের মতো লেভিন চাইলেন গাড়িটার দিকে।

গাড়ির কোণে ঢুলছিলেন এক বৃদ্ধা আর জানলার কোণে, বোঝা যায় সদ্য নিদ্রোখিত একটি তর্ণী বসে ছিল দুই হাতে শাদা টুপির রিবন ধরে। লেভিনের কাছে যা এখন বিজাতীয় সেই স্চার্ ও জটিল অস্তজাবনের প্রতিম্তি, ভাষ্বর চিস্তামগ্ন একটি মেরে লেভিনকে লক্ষা না করে দেখছিল স্থোদিয়।

দৃশাটা যখন অস্তহিতি হচ্ছিল, ঠিক সেই মৃহ্তে মেরেটির সতাসক দৃষ্টি পড়ল লেভিনের ওপর। আর তাঁকে চিনতে পেরে মৃখ তার উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বিক্ষিত আনলে।

লেভিনের ভূল হতে পারে না। এরকম চোখ দ্বনিয়ায় শ্বধ্ এই একজি মান্মই আছে যে জীবনের সমস্ত আলো আর অর্থ কেন্দ্রীভূত করে তুলতে পারে লেভিনের কাছে। হর্ন সেই। মেয়েটি কিটি। লেভিন ব্রুলেন যে রেলস্টেশন থেকে কিটি যাক্তে এগ্র্নেশেভোতে। আর বিনিদ্র এই রাতটায় লেভিনকে যা আলোডি: করেছিল, যেসব সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন, তা সবই হঠাৎ অন্তর্থান করলা

কৃষাণীকে বিয়ে করার যে কন্পনাটি তাঁর মনে এসেছিল, সেটা স্মারণ করে তাঁর বিতৃষ্ণা হল। শৃংধ্ ওইখানে, দ্রুত অপস্য়মান ওই যে গাড়িটা রাস্তার অন্য দিকে চলে গেছে, শৃংধ্ ওখানেই সম্ভব যে প্রহেলিকাগ্র্লো ইদানীং তাঁকে পাঁড়িত ও পিষ্ট কর্মছল তার নিরসন।

আর ফিরে তাকায় নি কিটি। গাড়ির স্প্রিণ্ডের আওয়াজ আর শোনা গেল না, সামান্য কানে আসছিল ঘোড়ার ঘণ্টি। কুকুরের ডাক থেকে বোঝা গেল গাড়ি গাঁরের মধ্যে — চার্রাদকে পড়ে রইল শ্ব্ব ফাঁকা মাঠগ্রলো, সামনের গ্রামটা আর তিনি নিজে, একাকী, সবার কাছে পর, পরিত্যক্ত বড়ো রাস্তাটা দিয়ে হে°টে যাচ্ছেন একাকী।

যে ঝিন্কটা তাঁকে মৃদ্ধ করেছিল, তাঁর আজকের রাতের ভাবনাধারাকে যা মৃত্ করে তুলেছিল, সেটা দেখবার আশায় তিনি আকাশের দিকে চাইলেন। ঝিন্কের মতো দেখতে কোনো কিছ্ই তখন আর ছিল না আকাশে। অনিধগম্য ঐ উচুতে একটা রহস্যময় পরিবর্তন ঘটে গেছে। ঝিন্ক নেই, তার বদলে আকাশের প্রেরা অর্থেকটায় বিছিয়ে গেছে জমেই ছোটো ছোটো হয়ে আসা কোদালে মেঘের টানা গালিচা। আকাশ নীল হয়ে ঝকঝক করছে, লেভিনের সপ্রশা দৃষ্টির উত্তর সে দিল সেই একই কোমলতায়, কিছু সেই একই অন্ধিগমাতায়।

লেভিন মনে মনে বললেন, 'না, সহজ-সরল শ্রমজীবী এই জীবন যতই স্নদর হোক, তাতে ফেরা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি ভালোবাসি কিটিকে।'

n son

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের নিতান্ত ঘনিষ্ঠ লোকেরা ছাড়া আর কেউ জানত না যে বাইরে থেকে দেখলে এই যে মান্ষটাকে অতি নির্ব্তাপ, যুক্তিনির্ভার ব্যক্তি বলে মনে হয় তাঁর একটা দ্বলতা আছে যা তাঁর চরিত্রের সাধারণ আদলের বিরোধী। অবিচলিত চিত্তে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ শিশ্ব বা নারীর কাল্লা শ্নতে ও চোখের জল দেখতে পারতেন না। চোখের জল দেখলে তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন, চিন্তা করার ক্ষমতা তাঁর একেবারে লোপ পেত। তাঁর দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক ও সচিব এটা জানতেন, প্রাথিনীদের তাঁরা সাবধান করে দিতেন যে নিজেদের কাজ পণ্ড করতে না চাইলে কিছ্বতেই ষেন তারা না কাঁদে। বলতেন, 'উনি রেগে উঠবেন, আপনার কথা শ্নবেন না।' আর সত্যিই, চোথের জল দেখে এই সব ক্ষেত্রে তাঁর যে চিন্তবিকার হত তা প্রকাশ পেত দমকা একটা রাগে। 'আমি পারব না, কিছ্বই করতে পারব না। দয়া করে ভাগনে তো!' সাধারণত এই সব ক্ষেত্রে চেচিয়ে উঠতেন তিনি।

খোড়দৌড় থেকে ফেরার সময় আলা যখন প্রন্ স্কির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা তাঁকে জানান আর তার পরেই হাত দিয়ে মৃখ ঢেকে কে'দে ফেলেন. আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তখন তাঁর প্রতি বিদ্বেষ বোধ করলেও চোখের জল সর্বদাই তাঁর ভেতর যে চিন্তবিকার জাগায় সেটা তিনি টের পাচ্ছিলেন। এটা জানা থাকায় এবং এই মৃহ্তে তাঁর মনোভাব প্রকাশ করাটা পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাবে না. তাও জানা থাকায় তিনি চেন্টা করলেন নিজের মধ্যে জাঁবনের সব প্রকাশ রুদ্ধ করে রাখতে, তাই নড়লেন না, তাকালেন না আলার দিকে। এই থেকেই দেখা দেয় তাঁর সেই বিচিত্ত, মৃত মুখভাব যা অত শুভিত করেছিল আলাকে।

বাড়িতে আসতে উনি গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করলেন আমাকে. কণ্ট করে অভ্যন্ত ভদ্রতা বজার রেখে বিদায় নিলেন এবং যে কথাগ্লো বললেন তা বলার কোনো বাধ্যতা ছিল না; বললেন যে কাল তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত জানাবেন।

তাঁর সবচেয়ে নিকৃষ্ট সন্দেহ সমার্থত হল দ্বারি যে কথায় তাতে নিষ্ঠুর যদ্বণা হল আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের। সে যদ্বণা আরো বেড়েছিল তাঁর চোথের জলে যে প্রত্যক্ষ অন্কশ্পা বোধ করছিলেন তাতে। কিন্তু গাড়িতে একলা হবার পর আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ অবাক হয়ে সানন্দে অন্ভব করলেন যে এই অন্কশ্পা আর ইদানীংকার সন্দেহ আর ঈর্ষার জন্বলা থেকে তিনি মৃক্ত।

বহুদিন থেকে যে দাঁতটা কণ্ট দিছে তা তুলে ফেললে লোকের যেমন লাগে তেমনি লাগল তাঁর। প্রচণ্ড যন্দ্রণা আর প্রকাণ্ড, নিজের মাথার চেয়েও বড়ো কী একটা যেন চোয়াল থেকে তুলে ফেলা হচ্ছে এই অনুভূতির পর রোগী নিজের সোভাগ্যে বিশ্বাসও করতে পারে না, হঠাং টের পার যা এতদিন তার জীবনকে বিষিয়ে দিচ্ছিল, সমস্ত মনোযোগ টেনে রাখছিল নিজের দিকে তা আর নেই, এখন সে ফের দিন কাটাতে, ভাবতে, আগ্রহণ্ডি হতে পারবে শ্বা তার দাঁতটা নিয়েই নয়। এইরকমেরই বোধ হল আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের। যন্ত্রণাটা হয়েছিল বিচিত্র আর ভয়ংকর. এখন আর নেই; তিনি অন্ভব করলেন ফের তিনি দিন কাটাতে ও ভাবতে পারবেন শ্বা ফ্রীর কথাই নয়।

নিজেকে তিনি বললেন. 'সম্মান নেই, হদয় নেই, ধর্ম নেই — নন্টা মেয়ে! সর্বদাই তা জানতাম, সর্বদা দেখতে পাচ্ছিলাম, যদিও তার ওপর কর্বাবশে চেন্টা করছিলাম আত্মপ্রতারণার।' এবং সত্যিই তাঁর মনে হল যে তিনি সর্বদাই সেটা দেখতে পাচ্ছিলেন; নিজেদের বিগত জীবনটার খ্টিনাটি তিনি স্মরণ করতে লাগলেন, এ জীবন আগে তাঁর কাছে খারাপ মনে হয় নি, কিস্তু এই সব খ্টিনাটিতে পরিষ্কার প্রমাণ হল যে আমা চিরকালই ছিলেন নন্টা। 'ওর সঙ্গে নিজের জীবন জড়িয়ে ভুল করেছি আমি; কিস্তু এ ভুলে খারাপ কিছ্ নেই, তাই অসম্খী আমি হতে পারি না। দোষ আমার নয়, ওর' — নিজেকে বললেন তিনি, 'ওকে নিয়ে আমার দায় নেই কোনো। ওর অন্তিম্বই নেই আমার কাছে...'

যেমন আমার প্রতি তেমনি তাঁদের ছেলের প্রতিও তাঁর মনোভাব বদলে গেছে, ওঁদের কী হবে তা নিয়ে তিনি আর ভাবছিলেন না। শুধু একটা প্রশ্ন নিয়েই তিনি ভাবিত, নিজের অধঃপতনের মধ্য দিয়ে আমা যে নোংরা ছিটিয়েছেন তাঁর ওপর, সেটা সবচেয়ে ভালো, শোভন, নিজের পক্ষে স্ববিধাজনক এবং স্বতরাং সবচেয়ে ন্যায়সঙ্গত উপায়ে সাফ করতে আর নিজের সক্রিয়, সং, প্রয়োজনীয় জীবনের পথ ধরে চলতে থাকা যায় কিভাবে।

'ঘ্ণ্য এক নারী অপরাধ করেছে বলে আমি অস্থী হতে পারি না;
থামাকে যে কঠিন অবস্থায় সে ফেলেছে তা থেকে বেরিয়ে আসার সর্বোত্তম
উপায় শ্ধ্ আমায় পেতে হবে। আর সেটা আমি পাব' — ক্রমেই ম্থ
কোঁচকাতে কোঁচকাতে নিজেকে বলছিলেন তিনি, 'আমিই প্রথম নই, আমি
শেষও নই।' 'স্কুন্দরী হেলেন' অপেরার ফলে যে মেনেলসের স্মৃতি সবার
মনে তাজা হয়ে উঠেছিল তা থেকে শ্রু করে অন্য সমস্ত ঐতিহাসিক
দ্টোস্ত বাদ দিলেও আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কল্পনায় ভেসে
উঠতে লাগল উচ্চ সমাজে স্বামীর প্রতি স্থীর বিশ্বাসঘাতকতার একসারি
সাম্প্রতিক ঘটনা। 'দারিয়ালভ, পল্তাভিস্কি, প্রিন্স কারিবানোভ, কাউণ্ট
পাস্কুদিন, ড্রাম... হ্যা, ড্রামও, এমন সং কমিষ্ঠি মান্ষ... সেমিওনভ, চাগিন,
সিগোনিন' — স্মরণ করতে লাগলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। 'মেনে

নিছি এ সব লোকের কেমন একটা অবিবেচনাপ্রস্ত ridicule* জোটে, কিস্থু আমি এর ভেতর দ্ভাগ্য ছাড়া আর কিছ্ দেখি নি, সর্বদা সহান্ভৃতি বোধ করেছি ওদের জন্যে নিজেকে বোঝালেন আলেক্সেই আলেক্সান্থভিচ, যদিও কথাটা ঠিক নয়, এই ধরনের দ্ভাগ্যে তিনি সহান্ভৃতি বোধ করেন নি কদাচ, আর স্বামীর প্রতি স্নীর বিশ্বাসঘাতকতার দ্ভান্ত যত ঘন ঘন ঘটেছে ততই নিজেকে উ'চু মনে করেছেন তিনি। 'এ দ্ভাগ্য সকলেরই ঘটতে পারে। আমারও ঘটেছে। ব্যাপারটা হল সবচেয়ে উত্তম উপায়ে এটাকে সয়ে যাওয়া।' আর ওর মতো অবস্থায় পতিত লোকেরা কী করেছে তা বিশদে খতিয়ে দেখতে লাগলেন তিনি।

'দারিয়ালভ ডুয়েল লড়েছিল...'

তার্ণ্যে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ডুয়েলের ভাবনায় বিভার হতেন ঠিক এই কারণেই যে দৈহিক দিক থেকে তিনি ছিলেন ভীর্ এবং নিজেও সেটা ভালো জানতেন। নিজের দিকে উদ্যত একটা পিস্তলের কথা তিনি ভাবতে পারতেন না বিনা গ্রাসে, কোনো হাতিয়ারই তিনি ব্যবহার করেন নি জীবনে। এই গ্রাসই তর্ণকে ডুয়েলের কথা ভাবিয়ে নিজের জীবনকে বিপন্ন করতে হবে এমন একটা পরিস্থিতিতে নিজের শক্তি পরীক্ষার স্বপ্ন দেখিয়েছে। জীবনে সাফল্য ও পাকা চাকরি পেয়ে তিনি বহ্কাল ওই অন্ভৃতিটা ভুলে গিয়েছিলেন; কিন্তু অভ্যন্ত অন্ভৃতিটারই জয় হল, দেখা গেল নিজের কাপ্র্যেতার জন্য আতংক এখনো এতই প্রবল যে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ অনেকখন ধরে ও স্বিদিক দিয়ে ডুয়েল লড়ার কথা ভাবলেন ও তাতে আচ্ছম হলেন যদিও আগে থেকেই তাঁর জানা ছিল যে কোনো গ্রমেই লড়বেন না তিনি।

'কোনো সন্দেহ নেই, আমাদের সমাজ এখনও এত ব্নো (ইংরেজরা যা নয়) যে অনেকেই' — আর এই অনেকের মধ্যে তাঁরাও পড়েন যাঁদের মতামতে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বিশেষ ম্ল্যে দিতেন, 'ডুয়েলকে ভালো চোখে দেখেন। কিন্তু কী ফল হবে? ধরা যাক আমি ডুয়েলে ভাকলাম' — মনে মনে তিনি ভেবে চললেন, আর ডুয়েলে ভাকার পর যে রাতটা তাঁর কাটবে, যে পিস্তলটা উদ্যত হবে তাঁর দিকে সে কথা কল্পনা করে কে'পে উঠলেন তিনি, এবং টের পেলেন, এ কাক্স কথনো তিনি

िछेकांत्र (कदानि)।

করবেন না, 'ধরা যাক, আমি ওকে ডুয়েলে ডাকলাম, ধরা যাক, আমায় সব শিখিয়ে পড়িয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল' — ভেবে চললেন তিনি আমি ট্রিগার টিপলাম' — এই ভেবে তিনি চোখ ব'জেলেন, 'দেখা গেল ওকে খনে করেছি আমি' — মনে মনে ভেবে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ মাথা ঝাঁকালেন নির্বোধ ভাবনাটা ভাগিয়ে দেবার জন্য। 'পাতকী স্ত্রী আর পুরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থির করে নেবার জন্যে নরহত্যার কী অর্থ হয়? দ্রীর ব্যাপারে কী করা হবে সেটাও আমায় স্থির করতে হবে ঠিক ওইভাবেই। কিন্তু যেটা আরো বিশ্বাস্য এবং যা অবশ্যই ঘটবে, সেটা হল ---আমিই মারা যাব কিংবা আহত হব। আমি নির্দোষ একটা লোক, হব শিকার — নিহত বা আহত। এটা আরো অর্থহীন। তা ছাড়া আমার পক্ষ থেকে ডুয়েলে ডাকা হবে একটা কপট আচরণ। একি আমি আগেই জানি না যে আমার বন্ধরো ডুয়েল লড়তে দেবে না — এটা হতে দেবে না ্য রাশিয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় এক রাজপরে,যের জীবন বিপন্ন হোক। की माँजादव जाश्राम ? माँजादव এই यে व्याभावणे विभाग भर्याख गाजादव ना জেনে রেখেই আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে কিছু, মিথ্যে বাহাদুরি দেখাতে চেয়েছিলাম। এটা অসাধ্য, এটা কপট, অন্যদেরকে এবং নিজেকে প্রতারণা। ভূয়েল অকম্পনীয়, আমার কাছ থেকে সেটা কেউ আশা করে না। আমার লক্ষ্য হল বিনা বাধায় নিজের ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যাবার মতো মান-সম্মান স্নিশ্চিত করা।' রাজসেবার যে ক্রিয়াকলাপ আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচের কাছে আগেও বেশ গ্রেত্ব ধরত, সেটা তাঁর কাছে এখন অতি গ্রেত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হল।

ভেবে-টেবে ডুয়েলের সংকল্প বর্জন করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বিবাহবিচ্ছেদের কথা চিন্তা করলেন — যেসব প্রব্যের কথা তাঁর মনে পড়ছিল তাঁদের কয়েকজন বেছে নেন এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটি। বিবাহবিচ্ছেদের ফত ঘটনা জানা আছে (তাঁর স্পারিচিত উচ্চ সমাজে এর সংখ্যা খ্বই বেশি) তা সব বিচার করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এমন একটা ঘটনাও পেলেন না যার লক্ষ্য তিনি যা ভাবছিলেন সেইরকম। এগা্লির প্রতিটি ক্ষিত্রে স্বামী, বিশ্বাসঘাতিনী স্থাকে শ্রেফ ছেড়ে বা বেচে দিয়েছে আর এপরাধের কারণে যে পক্ষের বিয়ের কোনো অধিকার ছিল না, সে একটা বিনিয়ে নেওয়া, আপাত-বৈধ সম্পর্ক পেতেছে নতুন স্বামীর সঙ্গে। নিজের ক্রে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ দেখতে পেলেন যে একটা বৈধ বিচ্ছেদ,

অর্থাৎ বাতে দোষী স্থাই শৃধ্ প্রত্যাখ্যাত হবে, সেটা অসম্ভব। তিনি দেখতে পেলেন যে জটিল যে পরিন্থিতিতে তিনি আছেন তাতে স্থাকৈ দোষী সাবাস্ত করার জন্য আইন যেসব স্থ্ল প্রমাণ দাবি করে তা জোগাড় করা সম্ভব নয়; দেখতে পাচ্ছিলেন যে এ সব প্রমাণ থাকলেও তার জীবনের মার্জিত রুচি তা ব্যবহার করতে দেবে না, ব্যবহার করলে সমাজের কাছে স্থার চেয়ে তাঁরই ক্ষতি হবে বেশি।

বিবাহবিচ্ছেদ করতে গেলে দাঁড়াবে শুধ্ একটা কেলেজ্কারি মামলা যা শুধ্ কুৎসা রটনা আর সমাজে তাঁর উচ্চ প্রতিষ্ঠার হানি ঘটানোর জন্য কাজে লাগবে তাঁর শত্রুদের। সবচেয়ে কম ভাঙচুরে নিজের অবস্থাটা স্থির করে নেওয়া — এই প্রধান লক্ষ্যটা বিবাহবিচ্ছেদেও সিদ্ধ হবে না। তা ছাড়া স্পন্টই বোঝা যায় বিবাহবিচ্ছেদে, এমনকি তার চেন্টা করলেও স্থা স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিয় করে যোগ দেবে তার প্রণয়ীর সঙ্গে। এবং স্থারীর প্রতি তিনি এখন একটা সঘ্ণ ঔদাসীন্য বোধ করছেন বলে তাঁর মনে হলেও অস্তরে অস্তরে আলেক্সেই আলেক্সাম্প্রভিচ অন্ভব করছিলেন শুধ্ একটা প্রবণতা — স্থা অবাধে দ্রন্দিকর সঙ্গে মিলিত হতে পারবে, তার অপরাধই হবে তার কাছে লাভজনক, এতে অনিচ্ছা। এই একটা ভাবনাই তাঁকে এত উত্তাক্ত করছিল যে ব্যাপারটা কল্পনা করে বেদনায় কর্কিয়ে উঠলেন তিনি, দাঁড়িয়ে উঠে জায়গা বদল করলেন গাড়িতে. তারপর মুখ কুচকে বহ্ক্ষণ ধরে তাঁর ঠান্ডা হান্ডিসার পা ঢাকা দিতে লাগলেন কন্বলে।

'আনুষ্ঠানিক বিবাহবিচ্ছেদ ছাড়াও কারিবানোভ, পাস্কুদিন আর ঐ ভালোমানুষ ড্রাম যা করেছে তা করা যায়, অর্থাৎ স্থার কাছ থেকে আলাদ হওয়া' — একটু শাস্ত হয়ে ভাবতে লাগলেন তিনি; কিন্তু এ ব্যবস্থাটাও বিবাহবিচ্ছেদের মতোই কলঙ্কের সমান অসুবিধা ঘটাবে, আর সবচেয়ে বড়ো কথা, ঠিক বিবাহবিচ্ছেদের মতোই এটা স্থাকৈ তুলে দেবে দ্রন্স্কির আলিঙ্গনে। 'না, সে অসম্ভব, অসম্ভব!' ফের কম্বল জড়াতে জড়াতে তিনি চে'চিয়ে উঠলেন, 'অসুখী আমি হতে পারি না, কিন্তু সুখী হওই' চলে না ওদের দ'জনেরও।'

ষে ঈর্ষা তাঁকে পাঁড়িত করছিল অনিশ্চিত থাকার সময়, দ্বার কথাই স্বন্দ্রণায় তাঁর দাঁত তুলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তা চলে যায়। কিন্তু তার স্থান নেয় অন্য একটা জিনিস: দ্বা শুখু জয়বোধ করবে না তাই ন অপরাধের প্রতিফলও পাক, এই বাসনা। এই অনুর্ভাত সম্পর্কে তিনি সজ্ঞান ছিলেন না, কিন্তু মনের গভীরে তিনি চাইছিলেন যে তাঁর প্রশাস্তি अन्यान नणे कतात कना न्यौ कणे जुगाक। व्यव फासल, विवाद विकास গ্রার প্রথক বসবাসের শর্তগালো আবার প্রনার্ববেচনা ও বর্জন করে গ্রালেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ নিশ্চিত হয়ে উঠলেন যে উপায়ান্তর আছে কেবল একটি — যা ঘটেছে তা সমাজের কাছ থেকে লাকিয়ে আলাকে নিজের কাছে রাখা এবং তাঁর সাধ্যায়ত্ত সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে ওঁদের যোগাযোগ বন্ধ করা আর প্রধান কথা — যার সম্পর্কে তিনি নিজেই সজ্ঞান ছিলেন না — আমাকে শাস্তি দেওয়া। 'নিজের এই সিদ্ধান্ত আমায় ঘোষণা করতে হবে যে পরিবারকে যে গরেতের অবস্থায় সে ফেলেছে তাতে বাহ্যিক status quo* ছাড়া অন্য সমস্ত ব্যবস্থাই হবে দু'পক্ষের ক্ষেত্রেই খারাপ. status quo আমি মেনে চলতে রাজি কিন্তু সে আমার ইচ্ছা, অর্থাৎ প্রণয়ীর সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধ করবে এই শর্তের কঠোর পালনে।' এই সিদ্ধান্ত চূডান্তরপে নিয়ে নেওয়ার পর তিনি আরো একটা গরেত্বপূর্ণ যুক্তি পেলেন তার সমর্থনে। নিজেকে তিনি বললেন, 'ধর্মমতে আমি চলতে পারব কেবল এই সিদ্ধান্তেই, কেবল এই সিদ্ধান্তেই আমি পাতকী স্মীকে ন্যাগ না করে তাকে সংশোধনের সুযোগ দেব আর এমনকি আমার পক্ষে যত কঠিনই হোক, নিজের শক্তির একাংশ ব্যয় করব তাকে সংশোধন করতে, বাঁচাতে।' আ**লেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ র্যাদও জানতেন যে স্ত্রীর ওপর** নৈতিক প্রভাবপাতে তিনি অক্ষম এবং সংশোধনের এই সব চেষ্টা থেকে মিথ্যা ছাড়া আর কোনো ফল হবে না; দুঃসহ এই মুহুর্তগর্মলর াটভোগের সময় যদিও তিনি একবারও ধর্মের শরণ নেন নি. তাহলেও এখন তাঁর যা মনে হল, তাঁর সিদ্ধান্ত ধর্মীয় দাবির সঙ্গে মিলে যাচেছ আর ার্মর এই মঞ্জুরি তাঁকে দিল পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি এবং আংশিক শাস্তি। এই ্রেবে তাঁর আনন্দ হল যে কেউ বলতে পারবে না যে জীবনের এমন একটা গরেতর অবস্থাতে তিনি সে ধর্মের অনুজ্ঞা মেনে চলেন নি, সাধারণ "িতলতা ও **ওদাসীন্যের মধ্যে যার পতাকা তিনি চির**কাল উচ্চে তুলে েবছেন। আ**রো খ**্টিনাটি বিচার করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ েখতেই পেলেন না কেন স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রায় আগের মতোই

^{*} স্থিতাবস্থা (লাভিন)।

থাকতে পারবে না। তার প্রতি তাঁর শ্রন্ধা তিনি বে কখনো ফিরিরে আনতে পারবেন না তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু স্ন্তী নন্দী আর অবিশ্বস্তা বলে তিনি তাঁর জীবন পরমাল করবেন, কন্ট ভূগবেন, এর কোনো কারণ নেই, থাকতেও পারে না। 'হাাঁ, সময় যাবে, সর্বদঃখহর সময়, সম্পর্ক হয়ে উঠবে আগের মতো' — নিজেকে বোঝালেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'মানে, তা এমন মাত্রায় যাবে যে আমার জীবনের ধারায় কোনো বিশ্পেথলা বোধ করব না। ওর অস্থী হওয়ার কথা, কিন্তু আমার তো দোষ নেই, তাই আমি অস্থাঁ হতে পারি না।'

H 28 H

পিটার্সবিদ্র্গ যেতে যেতে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ শ্বন্ব যে ৫ সিদ্ধান্তে অটল রইলেন তাই নয়, স্থাকৈ যে চিঠি লিখবেন তার বয়ানও তৈরি করতে লাগলেন মনে মনে। হলে ঢুকে মন্দ্রিদপ্তর থেকে আসা চিঠিপত্রগ্রলোর দিকে দ্ভিপাত করে তিনি সেগ্রলো তাঁর কেবিনেটে নিয়ে যাবার হ্রুম দিলেন।

'ঘোড়া সরিয়ে নাও, আর কারও আসা এখন বারণ' — খানসামার জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি বললেন খোশ মেজাজের লক্ষণস্বরূপ খানিকটা তপ্তির সঙ্গে, 'আসা বারণ' কথাটায় জোর দিয়ে।

কেবিনেটে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ দ্বার এ-মোড় ও-মোড় হে'টে লেখার বিরাট টেবিলটার কাছে থামলেন। তাঁর আগে আগে এসে সাজ্বরদার তাতে ছয়টা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। আঙ্বল মটকে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ চেয়ারে বসলেন, ঠিকঠাক করতে লাগলেন টেবিলের জিনিসপত্র। কন্ইয়ে ভর দিয়ে তিনি এক মিনিট ভাবলেন তারপর এক ম্হত্র না থেমে লিখতে শ্রে করলেন। লিখলেন তিনি সন্বোধন না করে, ফরাসি ভাষায় আর ব্যবহার করলেন 'আপনি' সর্বনাম বা ফরাসিতে রুশ ভাষার মতো অতটা নিরুত্তাপ নয়।

'আমাদের শেষ কথাবার্তার আমি কথাবার্তাটার বিষয় প্রসঙ্গে আমার সিদ্ধান্ত জানাবার সংকল্প জ্ঞাপন করেছিলাম। সবকিছে মনোযোগ সহকারে ভেবে দেখে আমি এখন আমার প্রতিপ্রতি পালনের জন্য লিখছি। আমার সিদ্ধান্ত এই: আপনার আচরণ বাই হোক, ওপরওয়ালা যে বাঁধনে আমাদের বে'ধেছেন তা ছিম করার অধিকার আমার নেই বলে আমি মনে করি। দম্পতিদের একজনের খামখেরাল, স্বেচ্ছাচার এমনকি পাতকেও পরিবার ধুরংস করা চলে না. এবং আমাদের জীবন আগে বেমন চলেছে তেমনি চলা উচিত। এটা আবশ্যক আমার জন্য, আপনার জন্য, আমাদের ছেলের জন্য। আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে এই চিঠির যা উপলক্ষ তার জন্য আপনি অন্তাপ করেছেন ও করছেন, এবং আমাদের মনান্তরের কারণ আম্ল উংপাটিত করে অতীতকে **ভলে যেতে আপনি আমায় সহায়তা করবেন**। বিপরীত ক্ষেত্রে আপনি নিজেই কম্পনা করতে পারেন আপনার এবং গ্রাপনার প্রহের ভাগ্যে কী আছে। এ সব নিয়ে সাক্ষাতে আরো বিশদ কথা হবে বলে আশা করি। পল্লীবাসের মরশুম যেহেত শেষ হতে ৮লেছে, তাই আপনাকে অনুরোধ করি যত তাড়াতাডি সম্ভব, মঙ্গলবারের মধ্যেই পিটার্সবার্থে চলে আসতে। আপনার আগমনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা করা থাকবে। আপনাকে মনে রাথতে মিনতি করি যে আমার এ মনুরোধ পালনের ওপর বিশেষ গরেত্ব অপণি কর্রাছ আমি।

আ, কারেনিন

পরঃ। চিঠির সঙ্গে টাকা রইল, আপনার খরচার জন্য তা দরকার হতে পারে।

চিঠিটা পড়ে দেখে তিনি সস্তুষ্ট হলেন, বিশেষ করে এই জন্য যে ্যকাটা দেবার খেয়াল হয়েছিল তাঁর; কোনো কড়া কথা বা তিরুষ্কার নেই তাতে, আবার প্রশ্রয়ও নেই। বড়ো কথা — প্রত্যাবর্তনের স্বর্ণসেতৃ পাতা গেল। চিঠি ভাঁজ করে হাতির দাঁতের মস্তো পেল্লাই ছ্রারতে তা পালিশ করে টাকা সমেত তা লেফাফায় প্রলেন এবং নিজের টেবিলের চ্মংকার স্ব্যাবস্থিত জিনিসপত্রগ্রাল ব্যবহার করতে তিনি সর্বদা যে হিপ্তি লাভ করতেন সেই তৃপ্তিতে ঘণ্টি বাজালেন।

'পত্রবাহককে দিয়ে ব'লো যে পল্লীনিবাসে আহ্না আর্কাদিয়েভনাকে যেন পেশছে দেয় কালই' — বলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

बार विमन्त महेरा भारत ना वर्षा बार्षाक रामहे बार्षाक मार्काक मरहरू তা সমর্থন করেন। কমিটিতে প্রম্নটা হরে দাঁডার করেকটি মন্গ্রিদপ্তরের মধ্যে বচসার উপলক্ষ। আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচের প্রতি বে দপ্তরটা শত্রভাবাপন ছিল, তারা প্রমাণ করে দিল যে অর্শদের অবস্থার খ্রই প্রীবৃদ্ধি ঘটেছে, উন্নয়নের যে প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে তাতে সেটা ধরংসই পাবে আর খারাপ যদি কিছু থেকে থাকে তবে সেটা আসছে আলেকুসেই व्यात्मक् সाम्बर्फिटाइ र्मान्छपञ्चत कर्जक आर्टेनमञ्जूष वावन्दा हान, ना कता থেকে। এবার আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ স্থির করলেন যে দাবি করবেন: প্রথমত, নতুন একট্টি কমিশন গঠন যার ওপর ভার দেওয়া হবে অকুস্থলে গিয়ে অর্শদের অবস্থা তদন্ত করার: দ্বিতীয়ত, কমিটির হাতে বেসব সরকারী তথ্যাদি আছে তা থেকে অরুশদের অবস্থা যা দাঁডায় তাই যদি সত্যি হয়, তাহলে নতুন আরেকটা কমিশন গড়া হোক অরুশদের এই নিরানন্দ অবস্থাটা পর্যালোচনার জন্য: ক) রাজনৈতিক, খ) প্রশাসনিক, গ) অর্থনৈতিক, ঘ) নরকোলিক, ঙ) বৈষয়িক এবং চ) ধর্মীয় দিক থেকে . ততীয়ত, অরুশরা বর্তমানে যে অসুবিধান্তনক পরিস্থিতিতে আছে তা নিবারণের জন্য শত্র-ভাবাপম মন্তিদ্রপ্তরটি গত দশ বছবে কী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে তার বিবরণ দাবি করা হোক উক্ত মন্দ্রিদপ্তরের কাছে: অবশেষে চতর্থত, ১৮৬০ সালের ৫ ডিসেম্বর ও ১৮৬৪ সালের ৭ জুন তারিথেব ১৭০১৫ ও ১৮০০৮ নং যে দলিল কমিটিতে পেশ করা হয়েছে তা থেকে **বা দেখা বাচ্ছে খণ্ড ধারা ১৮ ও ৩৬ ধারার টীকার মৌলিক ও আঙ্গিক** আইনের সরাসরি বিরোধিতা করে মন্তিদপ্তর কেন কাজ করেছে তাব কৈফিয়ত দাবি করা হোক। দ্রত এই ভাবনার সংক্ষিপ্তসার টুকে রাখার সময আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচের মুখে ফুটে উঠল সঞ্জীবনের আভা। এক টুকরো কাগজে তিনি প্রয়োজনীয় তথা চেয়ে পাঠিয়ে উঠে দীড়ালেন এবং ঘণ্টি দিয়ে চিরকুটটা তার দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ককে দিতে বললেন। উঠে দাঁড়িয়ে ঘরে পায়চারি করতে করতে তিনি ফের তাকালেন আমাব প্রতিকৃতির দিকে, ভূর, কু**চকে হাসন্দেন ঘূণাভ**রে। তারপরে মিশবী^হ লিপির বইখানা পড়ে এবং তাতে আগ্রহ ফিরে আসার পর উনি ঘ্নাতে গেলেন এগারোটার সময় আর বিছানায় শাুয়ে শাুয়ে স্কীর ঘটনাটা স্মব[্] করে তার মনে হল ব্যাপারটা মোটেই অতটা বিষাদের নর।

দ্রন্দিক ধখন আমাকে বলেছিলেন যে তাঁর অবস্থাটা সম্ভবপর নয়, ্রিবরেছিলেন স্বামীকে সব খুলে বলতে, তখন আল্লা একগুরের মতো ক্রন্ধ হরে দ্রন্দিকর কথায় আপত্তি করলেও মনের গভীরে তিনি নিঞ্চের এবস্থাটা মিথ্যাময় ও অসাধ, বলে টের পাচ্ছিলেন এবং সর্বান্তঃকরণে bাইছিলেন সেটা বদলাতে। ঘোড়দৌড় থেকে স্বামীর সঙ্গে ফেরার পথে উত্তেজনার মুহুতে স্বামীকে যখন তিনি সব বলেন, তখন যন্ত্রণা বোধ কবলেও এতে তিনি খুশি হয়েছিলেন। স্বামী তাঁকে ছেড়ে রেখে যাবার পব তিনি নিজেকে বোঝান যে তিনি এখন হাঁপ ছাডলেন, এবার সর্বাকছ, িশ্ব হয়ে যাবে। নিদেনপক্ষে মিথ্যা ও প্রতারণার কিছু থাকবে না। এবার এবস্থাটা চিরকালের মতো স্থির হয়ে গেল, এটা তাঁর কাছে মনে হল সন্দেহাতীত। নতুন এই অবস্থাটা খারাপ হতে পারে, কিন্তু তা হবে স্নিদি ছি, অম্পণ্টতা বা মিথ্যা কিছ্ব থাকবে না তাতে। কথাগ্বলো বলে নিজেকে আর স্বামীকে তিনি যে যন্ত্রণা দিয়েছেন তার ক্ষতিপ্রেণ হবে এই থেকে যে সব স্থিরীকৃত হয়ে যাচ্ছে, ভাবলেন তিনি। সেই সন্ধ্যাতেই এন স্কির সঙ্গে দেখা হয় তাঁর, কিন্তু তাঁর আর স্বামীর মধ্যে কী ঘটেছে সে কথা কিছাই বললেন না তিনি, যদিও অবস্থাটা স্থিরীকৃত করার জন্য া বলা দবকাব ছিল।

পরের দিন সকালে যখন তাঁর ঘ্ম ভাঙল, তখন প্রথম তাঁর যা মনে হল সেটা স্বামীকে কী কথা তিনি বলেছেন, আর সে কথাগ্লো তাঁর কাছে এত ভয়ংকর লাগল যে ভেবে পেলেন না কী করে এই অভুত র্ড় কথাগ্লো উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন তিনি আর এ থেকে কী দাঁড়াবে সেটা ঠাউরে উঠতে পারলেন না। কিন্তু কথাগ্লো বলা হয়ে গেছে, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচও চলে গেলেন কিছু না বলে। 'প্রন্স্কির সঙ্গে দেখা হল কিন্তু কিছু বললাম না তাকে। যখন সে চলে যাচ্ছিল তখন ইছে হয়েছিল ওকে ভেকে ব্যাপারটা-বলি, কিন্তু মত পালটালাম কেননা প্রথমেই ব্যাপারটা যে বলি নি সেটা অন্তুত। কেন আমি চেয়েছিলাম অথচ বললাম না?' আর এই প্রশ্নের জবাবে লক্জাব রাঙা রঙে ছেয়ে গেল তাঁর ম্খ। তিনি ব্রালেন কী তাঁকে এ থেকে আটকে রেখেছিল; ব্রালেন যে তাঁর প্রানি বােধ হয়েছিল। তাঁর যে অবক্ছাটা গতকাল স্কুপণ্ট মনে হয়েছিল,

এখন তা লাগল শুধু অস্পন্ট নর, নিরুপারই। কলন্টের কথা ভেবে আতংক হল বা আগে তাঁর মনেই হয় নি। স্বামী কী করবে ভেবে ভয়াবহ দুশিচন্তা হল তাঁর। ধারণা হল, এক্ষ্নি তত্ত্বাবধারক এসে বাড়ি থেকে বার করে দেবে তাঁকে, সারা দুনিরায় রটবে তাঁর কলন্ক। নিজেকে তিনি শুধালেন, বাড়ি থেকে বার করে দিলে কোথায় যাবেন তিনি, উত্তর পেলেন না।

শ্রন্তির কথা যখন ভাবলেন, তখন তাঁর মনে হল সে তাঁকে ভালোবাসে
না, তাঁকে তার ভার বোধ হতে শ্রু করেছে, নিজেকে তিনি ওর কাছে
নিবেদন করতে পারেন না আর সে জন্য তার প্রতি বিষেষ বোধ করলেন
তিনি। তাঁর মনে হল, স্বামীকে যে কথাগ্রলো তিনি বলেছেন এবং কল্পনায়
অবিরত যার প্রনরাব্তি করছেন তা তিনি বলেছেন সবাইকে এবং সবারই
কানে গেছে তা। যাদের সঙ্গে তিনি থেকেছেন তাদের চোখের দিকে চাইতে
তিনি অক্ষম। দাসীকে ভাকা বা নিচে নেমে ছেলে আর গৃহশিক্ষিকার
কাছে যাবার সাহস হল না তাঁর।

দাসী অনেক আগে থেকেই কান পেতে ছিল দরজায়, নিজেই সে ঢুকল ঘরে। আমা জিজ্ঞাস্ব দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে চেয়ে সভয়ে লাল হয়ে উঠলেন। দাসী ঘরে ঢুকেছে বলে মাপ চাইল এই বলে যে তার মনে হয়েছিল যে তাকে ডাকা হয়েছে ঘণ্টি বাজিয়ে। পোশাক আর একটা চিরকুট নিয়ে এল সে। চিরকুটটা বেট্সির কাছ থেকে। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন আজ সকালে তাঁর ওখানে লিজা মের্কালোভা আর ব্যারনেস শ্টোল্ংস আসছেন তাঁদের ভক্ত কাল্বজ্সিক আর বৃদ্ধ স্থেমভকে নিয়ে ককেট খেলার জন্য। 'আস্বন অন্তত নৈতিকতা নিরীক্ষণ করার জন্যে। অপেক্ষায় রইলাম' — বলে শেষ করেছেন তিনি।

চিরকুটটা পড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আলা।

আমন্শ্কা জুসিং-টেবিলে সেণ্ট ইত্যাদির শিশি-ব্রন্থ রাথছিল। আহ্লা তাকে বললেন, 'কিছ্ন লাগবে না আমার, কিছ্ন না। আমি এখননি পোশাক পরে বের্ব। চলে যা। কিছ্নই চাই না আমার, কিছ্ন না।'

আমন্শ্কা বেরিয়ে গেল। কিন্তু আমা পোশাক পরতে উঠলেন না, মাথা আর হাত নামিয়ে একই ভঙ্গিতে বসে রইলেন, শন্ধ্মাঝে মাঝে সারা দেই ঝাকিয়ে উঠছিলেন যেন কিছ্ম একটা করার, কিছ্ম একটা বলার জনা, তারপর ফের নিথর হয়ে যাচ্ছিলেন। অনবরত তিনি বলে যাচ্ছিলেন, 'হে ভগবান!

হে ভগবান!' কিন্তু 'হে' অথবা 'ভগবান' — কিছ্বেই কোনো অর্থ ছিল না তাঁর কাছে। যে ধর্মে তিনি প্রতিপালিত তাতে তাঁর কোনো অবিশ্বাস না থাকলেও তাঁর অবস্থা থেকে পরিচাণের জন্য ধর্মের সাহাষ্য প্রার্থনা তাঁর কাছে স্বরং আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছ থেকে সাহাষ্য প্রার্থনার মতো সমান বিজাতীর। আগে থেকেই তাঁর জানা ছিল যে ধর্মের সাহাষ্য সম্ভব কেবল যা তাঁর কাছে জীবনের সমগ্র অর্থ তা বিসর্জন দেওয়ার শর্তে। তাঁর শর্ম্ব্ কন্ট হচ্ছিল তাই নয়, মনের যে নতুন অবস্থাটা তাঁর আগে কখনো হয় নি, তাতে আতংক হচ্ছিল তাঁর। মনে হচ্ছিল প্রাণের ভেতর স্ববিচ্ছ্র দ্ব'খানা হতে শ্রের্ করেছে, মাঝে মাঝে যেমন ক্লান্ত চোথের সামনে জিনিসপত্র দেখায় দ্ব'খানা করে। মাঝে মাঝে তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না কিসে তাঁর আতংক, কী তিনি চান। যা ঘটেছে আর যা হবে সেটাতেই কি তাঁর ভয়, সেটাই কি তাঁর ইচ্ছা, নাকি ঠিক কী তিনি চান তা জানা ছিল না তাঁর।

'উহ্, কী আমি করছি!' হঠাৎ মাথার দ্বিদকে ব্যথা বোধ করে মনে মনে বললেন তিনি। সন্দিবত ফিরে তিনি দেখলেন যে দ্বই হাতে তিনি চাঁদির চুল চেপে ধরেছেন। লাফিয়ে উঠে তিনি পায়চারি করতে লাগলেন।

'কফি তৈরি, সেরিওজার সঙ্গে মাদমোয়াজেল অপেক্ষা করছেন' — ফের এসে এবং আন্নাকে সেই একই ভঙ্গিতে বসে থাকতে দেখে আন্নুশ্কা বললে।

'সেরিওজা? কেমন আছে সে?' হঠাৎ চকিত হয়ে জিগ্যেস করলেন থামা, সারা সকালের মধ্যে এই প্রথম প্রের অস্থিছের কথা মনে পড়ল তাঁর। 'ও খানিকটা দৃষ্টুমি করেছে মনে হয়' — হেসে জবাব দিলে থামানুশ্কা।

'কী দুৰ্ভুমি?'

'পিচ ফলগনলো আপনার কোণের আলমারিতে ছিল; মনে হয় চুপি চুপি একটা ও খেয়েছে।'

যে নির্পায় অবস্থার মধ্যে আলা ছিলেন, ছেলের কথা মনে পড়িয়ে পথ্যায় হঠাৎ সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। ছেলেকে নিয়েই মা শিচে থাকছে, অতিরক্তিত হলেও খানিকটা অপকট এই যে ভূমিকাটা তিনি শানীং নিয়েছেন সেটা মনে পড়ল তার, এই ভেবে তার আনন্দ হল যে এবস্থা তার ঘাই হোক, স্বামী আর দ্রন্দিক প্রসঙ্গে যে অবস্থাতেই তিনি

পড়্ন, তা নিরপেকে তাঁর একটা সার্বভৌমন্ব আছে। সে সার্বভৌমন্ব হল তাঁর ছেলে। যে অবস্থাতেই তিনি পড়্ন, ছেলেকে তিনি ছাড়তে পারেন না। তাঁকে কলন্কিত করে বাড়ি থেকে বার করে দিক না তাঁর স্বামী, তাঁর প্রতি নির্ভাগ হরে নিজের স্বাধীন জীবন বাপন করতে থাকুক ভ্রন্স্কি (ফের তিক্ততা আর তিরস্কারের সঙ্গে ভ্রন্স্কির কথা মনে হল তাঁর)ছেলেকে তিনি ছাড়তে পারবেন না। জীবনের লক্ষ্য তাঁর আছে। ছেলে প্রসঙ্গে তাঁর এই অবস্থাটা স্ক্রিন্সিত করা, তাকে বাতে কেড়ে না নেয় তাব বাবস্থা করার জন্য সন্থির হতে হবে, সন্থিয় হতে হবে। সন্থিয হতে হবে বথাসন্তব সম্বর, ওক্লে কেড়ে নেবার আগেই। চলে যেতে হবে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। এখন এই একটা কাজই তাঁব করা দবকার। এই যন্ত্রণাকব অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে শান্তি পেতে হবে তাঁকে। ছেলের ব্যাপারে একটা প্রত্যেক কর্মা, তাকে নিয়ে এক্ফ্রনি কোথাও চলে যাবাব কথা ভেবে তিনি সে শান্তি পেলেন।

তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিলেন তিনি, নিচে নেমে দ্রু পদক্ষেপে গোলেন খাবার ঘরে, ষেখানে অপেক্ষা করছিল কফি এবং সেরিওজা ও গ্হশিক্ষিকা। আগাগোড়া শাদা পোশাকে টেবিলের কাছে আযনার নিচে মাথা আর পিঠ ন্ইয়ে একান্ত মনোযোগেব ভাব করে সেরিওজা কী যেন করছিল তার আনা ফুলগন্লো নিয়ে। এ ভাবটা আন্নাব চেনা, এতে তাকে দেখায় বাপের মতো।

গৃহশিক্ষিকার মুখখানা খুবই কঠোর। আব সেবিওজা যা প্রায়ই কবে 'মা!' বলে এক কর্ণভেদী চিংকার তুলে থেমে গেল অনিশ্চিত হযে ফুলগ্রুলো ফেলে রেখে ছুটে বাবে মাকে সম্ভাষণ জানাতে নাকি মুকুট গাঁথাটা শেষ করে তারপর বাবে ফুল নিয়ে।

গৃহশিক্ষিকা সম্ভাষণ জানিয়ে সেরিওজা কী করেছে তার একটা বিশদ ও স্নিদিশ্ট বিবরণ দিতে শ্রু করলেন, কিন্তু আলা সেটা শ্নছিলেন না তিনি ভাবছিলেন গৃহশিক্ষিকাকেও সঙ্গে নেবেন কিনা। 'নেব না' — স্থিন করলেন তিনি, 'আমি একলা যাব ছেলেকে নিয়ে।'

'হাাঁ, খ্র খারাপ' — বলে আমা ছেলেকে চেয়ে দেখলেন কঠোর নগ ভীব্-ভীব্ দ্ভিতে যাতে খ্লি হল ছেলে, চুম্ খেলেন তাকে। 'ও আমার সঙ্গে থাকুক' — বিস্মিত গৃহশিক্ষিকাকে এই বলে আমা ছেলের হাত ল ছেড়ে গিয়ে বসলেন কবির টেবিলে। 'মা, আমি... আমি...' — পিচটার জন্য কী তার কপালে আছে, মারের মুখভাব দেখে সেটা আন্দাজ করার চেণ্টা করে সেরিওজা বললে।

গ্হশিক্ষিকা চলে বেতেই আমা বললেন, 'সেরিওজা, খারাপ কাজ করেছিস তুই, কিন্তু আর কখনো করবি না তো? আমায় তুই ভালোবাসিস?'

উনি টের পাচ্ছিলেন যে চোখে তাঁর জল আসছে। ছেলের গ্রন্থ আর সেইসঙ্গে উৎফুল্ল দৃষ্টি লক্ষ্য করে তিনি ভাবলেন, 'ওকে না ভালোবেসে পারি কি? আমার শান্তি দেবার জন্যে ও কি সত্যিই যোগ দেবে বাপের সঙ্গে? আমার জন্যে মায়া হবে না?' চোখের জল গড়িয়ে আসতে শ্রুর্ করেছিল, সেটা চাপা দেবার জন্য আলা প্রায় দৌড়েই চলে গেলেন বারান্দায়।

কয়েক দিনের বছ্রগর্ভ বৃষ্টির পর আবহাওয়া তখন ঠাণ্ডা, পরিষ্কার। আধৌত পল্লবের মধ্যে দিয়ে চুইয়ে আসা রোদেও বাতাস কনকনে।

ঠাণ্ডায় আর তাজা বাতাসে নতুন শক্তিতে যে আতংক তাঁকে পেয়ে বসছিল তাতে কে'পে উঠলেন তিনি।

সেরিওজা তাঁর পেছ্ব পেছ্ব আসতে যাচ্ছিল। তাকে তিনি 'যা, মারিরেটের কাছে যা' বলে পারচারি করতে লাগলেন বারান্দার খোড়ো মাদ্বরে। মনে মনে ভাবলেন, 'সতাই কি ওরা ক্ষমা করবে না আমার, ব্রুববে না যে এ ছাড়া অনাকিছ্ব হতে পারত না?'

থেমে গিয়ে ঠান্ডা রোদে ঝকঝকে ধৌত পাতা মেলা অ্যাঙ্গেন গাছের বাতাসে দোদন্ল্যমান চূড়োর দিকে চেয়ে তিনি ব্রুঝলেন যে ওরা ক্ষমা করবে না সবাই এবং সবকিছন্ত এখন তাঁর প্রতি হবে অন্কুম্পাহীন, এই আকাশ, এই গাছপালার মতোই। ফের তিনি অন্ভব করলেন যে প্রাণের মধ্যে তাঁর দিয় শ্রুর্ হয়েছে আবার। নিজেকে বললেন, 'দরকার নেই, দরকার নেই ভাবার। যাবার জন্যে তৈরি হতে হবে। কোথার? কখন? কাকে সঙ্গে নিয়ে বি? হ্যাঁ, মম্কোয়। সন্ধ্যার য়েনে। সঙ্গে থাকবে আয়ন্শ্কা, সেরিওজা আর নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্ত। কিন্তু আগে ওদের দন্ত্রনকে চিঠি লখা দরকার।' তাড়াতাড়ি তিনি কাড়িতে এলেন নিজের কেবিনেটে তিবিলের সামনে বসে লিখতে শ্রুর্ করলেন স্বামীকে ·

'বা ঘটেছে তারপর আমি আপনার বাড়িতে থাকতে পারি না। আমি সলে যাচ্ছি, সঙ্গে নিচ্ছি ছেলেকে। আইন আমার জানা নেই, তাই জানি না মাতাপিতার মধ্যে কার কাছে সন্তান থাকবে; কিন্তু ওকে আমি নিয়ে যাচ্ছি কারণ ওকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না। উদার হোন, ওকে থাকতে দিন আমার কাছে।

দ্রত এবং অন্তরের সঙ্গে এ পর্যন্ত লেখার পর যে উদারতা কারেনিনেব মধ্যে নেই বলে আন্নার ধারণা তার দোহাই দিতে গিয়ে এবং মর্মস্পর্ণী কিছু একটা বলে চিঠি শেষ করার জন্য আন্না থেমে গেলেন।

'নিজের পাপ আর অনুতাপের কথা বলতে আমি অক্ষম, কেননা '

ভাবনার পারম্পর্য খংজে না পেরে আবার থেমে গেলেন তিনি। মনে মনে বললেন, 'না, কোনো কিছ্র দরকার নেই।' চিঠিটা ছি'ড়ে ফেলে উদারতাব উল্লেখটা বাদ দিয়ে, নতুন করে তা লিখে সীল মারলেন।

দ্বিতীয় চিঠিটা দ্রন্দিককে লেখার কথা। 'দ্বামীকে আমি বলেছি' – এই পর্যস্ত লিখে অনেকখন বসে রইলেন আল্লা, আর বেশি লেখার শক্তিছিল না তাঁব। এটা রুড়, নারীস্কৃত্যভ নয়। 'তা ছাড়া কী বা ওকে আমি লিখতে পারি?' নিজেকে বললেন তিনি। ফের লন্জায় মুখ তাঁর রাঙা হয়ে উঠল, মনে পড়ল তাঁর নিশ্চিন্ত ভাবের কথা, তাঁর প্রতি বিরক্তিতে শ্ব্র করা চিঠিটা তিনি ছি'ড়ে ফেললেন কুটি কুটি কবে। 'কিছ্বই প্রয়োজন নেই' — নিজেকে এই বলে লেখার জিনিসপত্র গ্রিটেরে বেথে তিনি ওপরে গেলেন, গৃহেশিক্ষিকা এবং চাকরবাকরদের জানালেন ফে আজই তিনি মন্কো যাচ্ছেন আর সঙ্গে সঙ্গেই জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদাব কাডেলা গেলেন।

11 24 II

পল্লীভবনের সমস্ত কামরার জিনিসপত্র নিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে লাগল জমাদার, মালী আর চাকর-বাকরেরা। আলমারি আর দেরাজগালো খোলা দ্বার তারা দোকানে গোল দড়ির জনা; মেঝেতে ছড়ানো খবরেব কাগজ দ্বাটা সিন্দর্ক, ঝোলাঝুলি আর বাঁধাছাঁদা কন্বল নিয়ে আসা হল বাইবো ঘবে। একটা আরেসী আর দ্বটো ছেকড়া গাডি দাঁড়িয়ে আছে গাড়িবাবান্দা কাছে। বাঁধাছাঁদার কাজে নিজের ভেতরকার উদ্বেগ ভূলে গিয়ে আলা তাঁকিকবিনেটে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর যাতার থলে গ্রুছাচ্ছিলেন, এমা সময় একটা গাড়ি আসার শক্ষের দিকে তাঁর দ্বিটি আকর্ষণ করণে

আমন্শ্কা। জানলা দিয়ে তাকিয়ে আমা আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের পরবাহককে দেখতে পেলেন, প্রবেশের দরজায় সে ঘণ্টি দিছিল।

'গিয়ে দেখে আর কী ব্যাপার' — এই বলে স্বিক্ছ্র জন্য প্রস্তুত হয়ে ধার্ট্র ওপর হাত রেখে আমা হেলান দিলেন কেদারায়। খানসামা নিয়ে এল আলেকসেই আলেকসান্দ্রভিচের লেখা একটা মোটা প্যাকেট।

थानमामा वलला, 'कवाव निराम स्थाप वला हरम् प्रवाहकरक।'

আমা বললেন, 'ঠিক আছে' — আর লোকটা চলে যেতেই কাঁপা কাঁপা আঙ্বলে খামটা ছি'ড়লেন। কাগজে আঁটা এক তাড়া ভাঁজ না করা নোট পড়ল তা থেকে। চিঠিটা বার করে তিনি পড়তে লাগলেন তার শেষ দিক থেকে। 'আপনার আসার জন্যে সমস্ত ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি এবং আমার এন্রোধ পালনের ওপর গ্রেছ দিচ্ছি।' শেষ থেকে গোড়ার দিকে তিনি এগিয়ে গোলেন এবং চিঠিটা পড়লেন প্রথম থেকে। পড়া শেষ করে আমার মনে হল তাঁর শাত-শাত করছে, এমন একটা ভরংকর বিমর্ষতা তাঁকে পেয়ে বসল যা তিনি আশা করেন নি।

সকালে তাঁর আফশোস হয়েছিল এই জন্য যে স্বামীকে তিনি ব্যাপারটা বলেছেন, আর চাইছিলেন যেন কথাগনুলো বলা হয় নি। এবং এই চিঠিতে মেনে নেওয়া হয়েছে যে কথাগনুলো যেন বলা হয় নি, আর তিনি যা ৮'ইছিলেন তার সনুযোগ দিচ্ছে। কিন্তু তিনি যা কল্পনা করতে পারেন চিঠিটা এখন তার চেয়েও ভয়ংকর মনে হল।

সঠিক, সঠিক! সর্বাদাই ও সঠিক বৈকি!' মনে মনে আওড়ালেন তিনি, খিন্তান, মহান্তব ব্যক্তি! কী হীন, পাষণ্ড লোক! আমি ছাড়া এটা কিউ বোঝে না, ব্রুববে না; আমি এটা ব্রুবিয়ে বলতে পারব না। সবাই বলে ও ধামিক, নীতিপরায়ণ, সং, ব্রুদ্ধিমান মান্ত্র, কিস্তু আমি যা দেখেছি তা ওবা দেখে নি। ওরা জানে না কিভাবে আট বছর ধবে সে আমার জীবনকে দলিত করেছে, দলিত করেছে আমার ভেতরকার জীবস্ত সর্বাকিছ্বকে, কদাচ ও ভাবে নি যে আমি একজন জীবস্ত নারী, যার প্রয়োজন ভালোবাসা। তানে না প্রতি পদক্ষেপে ও কিভাবে অপমান করেছে আমাকে আর আত্মতুষ্ট থেকেছে। আমি কি চেষ্টা করি নি, সর্বাদন্তিতে চেষ্টা করি নি নিজের তীবনের ন্যাযাতা খ্রুক্তে পেতে? আমি কি চেষ্টা করি নি ওকে ভালোবাসাত, আর স্বামীকে ভালোবাসা অসম্ভব হয়ে উঠলে ছেলেকে ভালোবাসতে? কিন্তু সময় কাটতে আমি যে ব্রুক্তাম যে আত্মপ্রতারণা

আর সম্ভব নর, আমি জীবন্ত মানুব, ভালোবাসা আর বে'চে থাকা আমার যে দরকার, ভগবান আমার সেইভাবে যে গড়েছেন তার দোব কি আমার? কিন্তু এখন কী করা যার? ও বাদি আমার খুন করত, ওকে খুন করত, তাহলে সব আমি সইতাম, সবকিছা মাফ করতাম, কিন্তু ও...

'ও যে কী করবে তা আমি অনুমান করতে পারি নি কেমন করে? তাই ও করেছে যা ওর হীন চরিত্রের সঙ্গে মেলে। ও হরে থাকবে সঠিক আর ধরংসোল্ম্থ আমাকে আরো খারাপ, আরো হীনভাবে ধরংস করবে...' আপনি নিজেই কল্পনা করতে পারেন আপনার এবং আপনার প্রের ভাগ্যে কী আছে' — চিঠির এই পগুলিটো স্মরণ হল তার। 'ও যে ছেলেকে কেড়ে নেবে এটা তার হুমকি, এবং তাদের নির্বোধ নীতি অনুসারে এটা খ্রই সম্ভব। কিন্তু আমি কি জানি না কেন এটা সে বলছে? আমার প্রচল্নেহে তার বিশ্বাস নেই, কিংবা আমার এই হৃদয়াবেগে তার তাছিলা আছে (সর্বদাই সে যেভাবে টিটকারি দিয়েছে), কিন্তু ও জানে যে ছেলেকে আমি ত্যাগ করব না, ছেলেকে ত্যাগ করতে পারি না; যাকে আমি ভালোবাসি এমনকি তার সঙ্গেও জীবন কাটাতে আমি পারব না ছেলেকে ছাড়া, আব ছেলেকে ত্যাগ করে ওর কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে আমি সবচেয়ে কলিংকতা পাষণ্ডা নারীর মতো কাজ করব — এটা ও জানে এবং জানে যে আমাব খারা তা হওয়া সম্ভব নর।'

'আমাদের জ্বীবন আগে বেমন চলেছে তেমনি চলা উচিত' — মনে পড়ল তাঁর চিঠির আরেকটা বাক্য। 'সে জ্বীবন আগেও ছিল বল্যাকর, ইদার্নাণ তা হরেছিল ভয়াবহ। আর এখন কী হবে? আর ও এটা সবই জ্বানে, জ্বানে যে আমি নিশ্বাস নিচ্ছি, ভালোবাসছি এর জ্বন্যে অন্তাপ করতে আমি পাবিনা; জ্বানে যে মিথ্যা আর প্রতারণা ছাড়া এ থেকে আর কোনো ফল হবেনা; কিন্তু আমাকে কন্ট দেওয়াটা চালিয়ে যাওয়া ওর দরকার। আমি চিনিওকে; জ্বানি যে জ্বলের ভেতর মাছের মতো ও মিথ্যার মধ্যে সাঁতরায় আব তাতে তৃত্তি লাভ করে। না, এ তৃত্তি আমি তাকে দেব না, ছিত্ত ফেলব মিধ্যার এই মাকড়শার জাল বাতে সে জড়াতে চার আমার; বা হবার হোক। মিধ্যা আর প্রতারণার চেরে তা ভালো!

'কিন্তু কিভাবে? ভগবান! ভগবান! আমার মতো এমন অভাগা নাব[ং] কেউ ছিল কি কখনো?..'

'না, ছি'ড়ে ফেলব, ছি'ড়ে ফেলব!' অশু রোধ করে লাফিয়ে উ^{ঠে}

চিংকার করে উঠলেন তিনি। ওকে নতুন আরেকটা চিঠি লেখার জন্য গোলেন লেখার টেবিলের কাছে। কিন্তু অন্তরের গভীরে তিনি টের পাচ্ছিলেন যে কিছুই ছি'ড়ে ফেলার শক্তি হবে না তাঁর, আগের এই অবস্থাটা বতই মিধ্যাময় আর অসম্মানকর হোক তা থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষমতা তাঁর হবে না।

টেবিলের সামনে বসলেন তিনি, কিন্তু লেখার বদলে টেবিলে হাত পেতে ার ওপর মাথা রেখে কে'দে ফেললেন, সারা বৃক ফুলিয়ে ফুলিয়ে ডুকরে উঠলেন যেভাবে কাঁদে শিশ্বরা। তিনি কাঁদলেন কারণ নিজের অবস্থাটা পরিম্কার করে নেবার, স্ক্রনির্দিষ্ট করে নেবার স্বপ্ন তাঁর চূর্ণ হয়ে গেছে বরাবরের মতো। আগে থেকেই তাঁর জানা আছে যে সবই থেকে যাবে পূর্বের মতোই, থেকে যাবে বরং আগের চেয়েও আনেক খারাপ। তিনি অনুভব করলেন যে সমাজে তাঁর যে প্রতিষ্ঠা সকালে অতি ডচ্ছ মনে হরেছিল সেটা তাঁর কাছে প্রিয়, স্বামীপত্রেত্যাগিনী, প্রণয়ীর সঙ্গে মিলিতা এক নারীর কলংকিত অবস্থার সঙ্গে সেটা বদলে নেবার ক্ষমতা তাঁর হবে না: যত চেন্টাই তিনি কর্ন, নিজের চেয়ে শক্তিশালী তিনি হতে পারবেন না। প্রেমের স্বাধীনতা তিনি অনুভব করবেন না কথনো, সর্বদাই থাকবেন যেকোনো মুহুতের্ত স্বরূপমোচনের বিপদ মাথায় নিয়ে এক পাতকিনী প্রী যে স্বামীকে প্রতারণা করেছে অপরের সঙ্গে এক কলংকজনক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য, আর সে ব্যক্তি স্বাধীন, তাঁর সঙ্গে তিনি একই জীবন যাপন করতে পারেন না। তিনি জানতেন যে ব্যাপারটা তাই-ই হবে আর সেটা এত ভয়ংকর যে কী তার পরিণাম সেটা কম্পনা করতে পারলেন না তিনি। এঝোরে তিনি কাঁদতে লাগলেন, শান্তি পেলে বাচ্চারা যেভাবে কাঁদে।

খানসামার পদশব্দ শ্নে তাঁকে সন্বিত ফেরাতে হল। তার দিক থেকে মুখ আডাল করে তিনি ভান করলেন যেন লিখছেন।

খানসামা জানাল, 'পত্রবাহক জবাব চাইছে।'

'জবাব? ও, হাাঁ' — আন্না বললেন, 'থানিক অপেক্ষা কর্ক। আমি ঘণিট দিয়ে ভাকব।'

ভাবলেন, 'কী আমি লিখতে পারি? একা একা কী স্থির করতে পারি আমি? কী আমি জানি? কী আমি চাই? কী আমি ভালোবাসি?' ফের তিনি অন্তব করলেন যে অস্তরের ভেতর তাঁর দ্বিত্ব শর্ম হচ্ছে। এই অন্ভূতিটার ফের ভর হল তাঁর এবং নিজের সম্পর্কে ভাবনা থেকে তাঁর মনোবোগ বিক্ষিপ্ত করতে পারে এমন যে উপলক্ষ প্রথম পেলেন, সেটাই আঁকড়ে ধরলেন। 'আলেক্সেই-এর সঙ্গে দেখা করতে হবে' (মনে মনে প্রন্দিককে তিনি এই নামেই ভাবতেন), 'একলা সেই আমার বলতে পারে কী আমার করা উচিত। বেট্সির কাছে যাব, হরত সেখানে দেখা পাব তার' — নিম্নেকে তিনি বললেন, অথচ একেবারে ভূলে গিয়েছিলেন যে গতকালই যখন তিনি প্রন্দিককে বলেছিলেন যে প্রিসেস ত্তেম্কারার কাছে যাবেন না, তখন প্রন্দিক বলেছিলেন যে তাহলে তিনিও যাবেন না। টেবিলের কাছে গিয়ে তিনি স্বামীকে লিখলেন: 'আপনার চিঠি আমি পেয়েছি। আ।' ঘণিট দিয়ে খানসামাকে ভেকে দিলেন সেটা।

আমন্শ্কা ঘরে ঢুকতে বললেন, 'আমরা যাচ্ছি না।' 'একেবারেই না?'

'উ'হ্ন, মোটঘাট খুলো না, থাক কাল পর্যস্ত। আর গাড়িটাকে রেখে দাও। প্রিন্সেসের ওখানে যাব।'

'কোন পোশাকটা আনব ?'

11 29 11

প্রিন্সেস ত্ভেম্কায়া আল্লাকে যে ক্রকেট পার্টিতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন তা হওয়ার কথা দ্ব'জন মহিলা আর তাঁদের অন্বক্তদের নিয়ে। মহিলা দ্ব'জন বাছাই করা নতুন এক পিটার্সাব্যুগ চক্রের প্রতিনিধি, যাকে কিছ্ব একটা অন্করণের অন্করণে বলা হত les sept merveilles du monder। এই মহিলায়া অবিশ্যি সেই উচ্চ চক্রেরই লোক, কিস্তু আল্লা যে চক্রে যাতায়াত করতেন তার প্রতি বিশ্বেষপরায়ণ। তা ছাড়া লিজা মের্কালোভাব অন্রক্ত বৃদ্ধ স্বেমভ, পিটার্সাব্যুগরি একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি, কর্মক্ষেত্রে ছিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের শন্ত্র। এই সব বিবেচনা করে আল্ল যেতে চান নি, প্রিন্সেস ত্ভেম্কায়ার চিরকুটটা ছিল এই অনিছা প্রসঙ্গেই। এখন কিস্ত প্রনৃষ্কির দেখা পাবার আশায় তাঁর ইচ্ছে হল যেতে।

প্রিনেস্স তাভেম্প্রায় ওখানে আমা এলেন অন্য অতিথিদের আগেই

প্থিবীর সপ্তাশ্চর্ব (ফরাসি)।

আল্লা যখন ঢুকছিলেন কামের-ইউ॰কারের মতো আঁচড়ানো গালপাট্রার দ্রন্দির খানসামাও ঢুকছিল তখন। দরজার কাছে থেমে টুপি খুলে সে পথ ছেড়ে দিল আল্লাকে। আল্লা তাকে চিনতে পারলেন আর কেবল তখনই তাঁর মনে পড়ল যে গতকাল দ্রন্দিক বলেছিলেন যে আসবেন না। নিশ্চর এই বিষয়েই লিখে পাঠিয়েছেন তিনি।

প্রবেশ-কক্ষে তাঁর ওপরের আচ্ছাদন খুলে রাখার সময় তিনি শুনতে পেলেন যে খানসামা কামের-ইউৎকারের মতো এমনকি র'-র্ উচ্চারণ করেই, কাউণ্ট পাঠিয়েছেন প্রিন্সেমকে' বলে চিরকুটটা দিলে।

আন্নার ইচ্ছে হয়েছিল জিগ্যেস করে কোথায় ওর মনিব। ইচ্ছে হয়েছিল ফিরে যাবেন, দ্রন্স্কিকে চিঠি পাঠিয়ে বলবেন তাঁর ওখানে আসতে অথবা নিজেই যাবেন তাঁর কাছে। কিন্তু কোনোটাই করা গেল না: ততক্ষণে সামনে বেজে উঠেছে তাঁর আগমন ঘোষণার ঘণ্টি, প্রিন্সেস ত্ভেস্কায়ার খানসামা খোলা দরজার কাছে তাঁর দিকে আধখানা ফিরে দাঁড়িয়ে আছে তিনি ভেতরের ঘরগ্রলায় যাবেন বলে।

'প্রিন্সেস বাগানে আছেন। এক্ষ্বনি আপনার আসার খবর দেওয়া হবে তাঁকে। বাগানে যেতে আপনি ইচ্ছে করেন কি?' অন্য একটা ঘরে অন্য একজন খানসামা জানাল তাঁকে।

অনিশ্চয়তা, অদপন্টতার অবস্থাটা দাঁড়াল ঠিক বাড়ির মতোই, বরং
যারো খারাপ কেননা কিছ্ই করার নেই, দ্রন্দিকর সঙ্গে দেখা হবে না.
থাকতে হবে এখানেই, পরের বাড়িতে, তাঁর মেজাজের অতি বিপরীত
প্রকৃতির একটা আন্ডায়; কিন্তু তিনি সাজগোজ করে এসেছেন আর জানতেন
যে সেটা মানিয়েছে তাঁকে; তিনি একলা নন, চারপাশে আলস্যের এক
এভান্ত জমকালো পরিস্থিতি, বাড়ির চেয়ে এখানেই তিনি দ্বন্তি বোধ করবেন
বৌশ; কী করা যায় সেটা তাঁকে ভাবতে হবে না। সবই এখানে হয়ে যায়
আপনা থেকেই। শাদা একটা পোশাকের সৌষ্ঠবে চোখ ধাঁধিয়ে বেট্সি
তাঁর দিকে আসতে আল্লা হাসলেন বরাবরের মতো। প্রিন্সেস ত্ভেদ্কায়া
এসেছিলেন তুশ্কেভিচ আর তাঁর একজন আত্মীয়া ভদ্রকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে,
নামকরা প্রিন্সেসের সঙ্গে মেয়েটি গ্রীক্ষকালটা কাটাচ্ছে বলে তার
নফ্দবলবাসী পিতামাতার আনন্দের পরিসীমা ছিল না।

সম্ভবত আহ্নার চেহারায় বিশেষ কিছ্র একটা ছিল, কেননা বেট্সি হংক্ষণাং লক্ষ্য করেছিলেন সেটা।

'ভালো ঘ্রম হর নি' — বে খানসামাটা তাঁদের দিকে আসছিল আন্নার ধারণামতো ভ্রন্স্কির নোটটা নিয়ে, তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন আন্না।

'আপনি এসেছেন বলে ভারি আনন্দ হল' — বেট্সি বললেন, 'ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলাম, এই এক্বনি ভাবছিলাম ওরা আসতে আসতে এক কাপ চা খেয়ে নিই গে। আর আপনি মাশার সঙ্গে গিয়ে ক্রকেট-গ্রাউন্ডটা পর্থ করে দেখলে পারেন' — তুশকেভিচকে বললেন তিনি। 'আর চা খেতে খেতে প্রাণ খ্লে আমরা কথা কয়ে নিতে পারব। We'll have a cosy chat* তাই না?' হেসে আয়ার দিকে ফিরে বে হাতটায় আয়া ছাতা ধরে ছিলেন তাতে মৃদ্র চাপ দিয়ে বললেন তিনি।

'সেটা ভালোই হবে, কারণ আপনার এখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারব না আমি, বৃদ্ধা দ্রেদের কাছে যেতে হবে। একশ' বছর ধরে কথা দিয়ে আর্সছি' — আমা বললেন, মিথ্যা তাঁর প্রকৃতিবির্দ্ধ হলেও সমাজে সেটা বেরিয়ে এল শ্ব্ব সহজে আর স্বাভাবিক ভাবেই নয়, এমনকি তৃপ্তিই পেলেন তাতে।

কেন এটা তিনি বললেন যা এক সেকেণ্ড আগেও তিনি ভাবেন নি. সেটা তিনি ব্ঝে উঠতে পারলেন না। বললেন শ্ব্যু এই একটা চিন্তা থেকে যে দ্রন্দিক যেহেতু এখানে আসবেন না, তাই এখান থেকে ছাড়ান পেয়ে যেমন করে হোক তাঁর সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু কেন ঠিক বৃদ্ধা দ্রুণিলনা দ্রেদের কথাই বললেন যাঁর কাছে যাওয়া নাকি তাঁর প্রয়োজন যেমন প্রয়োজন আরো অনেকের কাছে যাবার, সেটা তিনি বোঝাতে পারতেন না, তবে পরে যা দেখা গেছে, দ্রন্দিকর সঙ্গে দেখা করার সবচেয়ে ধ্ত উপায়ের কথা ভাবতে গিয়ে এর চেয়ে ভালো কিছ্ব খ্জে পেতেন না তিনি।

মন দিয়ে আমার মুখ লক্ষ্য করে বেট্সি বললেন, 'না, আপনাকে আমি ছাড়ব না কিছ্তেই। সত্যি, আপনাকে ভালো না বাসলে আমি রাগই করতাম আপনার ওপর। আপনি যেন ভাবছেন যে আমার আন্ডায় মিশলে আপনার মান খোয়া যাবে। ছোটো ড্রায়ং-রুমটায় আমাদের চা দাও তো' — খানসামাদের সঙ্গে কথা বলার সময় বরাবর তিনি যা করেন তেমনি চো

নিবিড় আলাপ করা বাবে (ইংরেজি)।

কু'চকে বললেন তিনি। তার কাছ থেকে নোটটা নিয়ে পড়লেন। ফরাসিতে বললেন, 'আলেক্সেই চাল মেরেছে, লিখেছে আসতে পারবে না।' কথাটা তিনি বললেন এমন সহজ স্বাভাবিক স্বরে যেন ক্রকেটের খেল্ডে ছাড়া দ্রন্স্কি আমার কাছে অন্য তাৎপর্য ধরে এমন চিস্তা তাঁর মাথাতেই আসতে পারে না।

আন্না জানতেন যে বেট্সি সবই জানেন, ক্রিস্তু তাঁর উপস্থিতিতে উনি যেভাবে দ্রন্স্কির কথা বলতেন তা শ্নে আন্না সর্বদাই মিনিট খানেকের জন্য নিঃসন্দেহ হতেন যে বেট্সি কিছুই জানে না।

'আ!' উদাসীনভাবে আলা বললেন যেন এ নিয়ে তাঁর বিশেষ আগ্রহ নেই: তারপর হেসে যোগ দিলেন, 'আপনার সমাজে এলে কারো মান খোয়া যেতে পারে কেমন করে?' কথার এই মারপ্যাঁচ, গোপন কথাটা ল্বিকয়ে রাখা সমস্ত নারীর মতো আলার কাছেও উপাদেয় লাগত। ল্বকাবার আবশ্যকতা নয়, যার জন্য ল্বকানো হল তার উদ্দেশ্যটার জন্যও নয়, গোপন করার ব্যাপারটাই আকৃষ্ট করত তাঁকে। বললেন, 'আমি পোপের চেয়েও তো আর বেশি ক্যার্থলিক হতে পারি না। স্থেমভ আর লিজা মের্কালোভা সমাজের ননীর অধিক ননী। তা ছাড়া সর্বন্থ তাঁরা বরণীয়, আর আমি' — 'আমি' কথাটায় একটা বিশেষ জাের দিলেন তিনি, 'আমি কখনা কড়া কি এসহিষ্ণা হতে পারি না। স্রেফ সে সময়ই নেই আমার।'

'না, আপনি হয়ত চান না যে দ্যেমভের সঙ্গে আপনার দেখা হোক? উনি আর আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ নয় লাঠালাঠি কর্ন কমিটিতে, আমাদের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু সমাজে আমি যতদ্র জানি তার ভেতর দেগুমভ সবচেয়ে সম্জন ব্যক্তি আর ক্রকেট খেলার নিদার্ণ ভক্ত। আপনি নিজেই দেখবেন। আর লিজার বৃদ্ধ প্রণয়ী হিশেবে তাঁর অবস্থাটা হাস্যকর হলেও কিভাবে তিনি এই হাস্যকর অবস্থাটা থেকে বেরিয়ে আসেন তা দেখবার মতো! ভারি মিন্টি লোক। সাফো শ্টোল্ৎসকে আপনি চিনেন? নতুন, একেবারে নতুন ধরনের মানুষ।'

বেট্সি যখন এই সব কথা বলে যাচ্ছিলেন, আন্না তখন তাঁর ফুর্তিবাজ ্রিমস্ত চাউনি, থেকে টের পাচ্ছিলেন যে উনি তাঁর অবস্থাটা অংশত ব্ব্বতে পারছেন এবং মতলব আঁটছেন কিছু একটা। ওঁরা ছিলেন ছোট্ট ক্রিনেটটার।

'কিন্তু আলেক্সেইকে চিঠি লিখে পাঠানো দরকার' — টেবিলের সামনে

বসলেন তিনি, করেক ছত্র লিখে লেফাফার প্রলেন, 'লিখলাম ও বেন ডিনারে আসে। আমার এখানে একজন মহিলা ডিনারে থাকছেন প্রত্থ্ সঙ্গী ছাড়া। দেখন তো, চিঠিটা প্রত্যব্রজনক হল কি? মাপ করবেন, এক মিনিটের জন্যে আপনাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে। আপনি দরা করে সীল মেরে পাঠিয়ে দিন চিঠিটা' — দরজার কাছ থেকে উনি বললেন, 'আমার ওদিকে কিছ্ হ্কুম-টুকুম দেবার আছে।'

এক মৃহ্তেও চিস্তা না করে আলা বেট্সির চিঠিটা নিয়ে বসলেন এবং না পড়ে নিচে লিখে দিলেন, 'আপনার সঙ্গে দেখা করার দরকার আছে আমার। দ্রেদের কাগানে আস্ন। আমি সেখানে থাকব ছ'টার সময়।' সীল মারলেন তিনি আর ফিরে এসে বেট্সি আল্লার সমক্ষেই পাঠিয়ে দিলেন চিঠিটা।

আর সতিয়ই, ঠান্ডা ছোটু ছ্রারং-র্মটার টেবিল-ট্রেতে করে যে চা আনা হরেছিল তা নিয়ে অতিথিদের আগমনের আগে যে cosy chat-এর প্রতিপ্রত্তি দিরেছিলেন প্রিম্পেস ত্ভেম্কারা তা জমে উঠল দ্বাজন মহিলার মধ্যে। যাদের আশা করা হচ্ছে, শ্রুর্ হল তাদের নিয়ে পরচর্চা, উঠল লিজা মেকালোভার প্রসন্থ।

আন্না বললেন, 'উনি ভারি মিন্টি, সর্বদাই ওঁকে ভালো লেগেছে আমার।'

'ওঁকে আপনার ভালোবাসা উচিত। আপনাকে নিয়ে উনি পাগল। কাল ঘোড়দৌড়ের পর উনি এসেছিলেন আমার কাছে, আপনাকে না দেখতে পেয়ে হতাশ হয়ে উঠেছিলেন। উনি বলেন, আপনি উপন্যাসের এক খাঁটি নায়িকা, যদি উনি প্রত্ম্ব হতেন, তাহলে আপনার জন্যে হাজার খানেক আহাম্মকি করতেন তিনি। স্থেমভ তাঁকে বলেন যে এমনিতেই সেটা নাকি তিনি করছেন।'

'আচ্ছা, বলনে তো, আমি কখনো ঠিক ব্ঝতে পারি নি' — কিছ্ফেণ চুপ করে থেকে আল্লা এমন স্বরে জিগ্যেস করলেন যে পরিজ্কার বোকা গেল যে কোনো অলস প্রন্ন এটা নয়, যে প্রন্ন তিনি করছেন সেটা যতখানি সম্চিত তার চেয়েও তাঁর কাছে গ্রুছপূর্ণ। 'বলনে তো, প্রিন্স কালন্জ্সিক, যাঁকে লোকে বলে মিশ্কা, তাঁর সঙ্গে লিজার সম্পর্কটা কীলি উদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে কম। কী সম্পর্ক?'

বেট্সির চোখ হেসে উঠল, মন দিরে তিনি দেখলেন আল্লাকে।

বললেন, 'নতুন ধরন-ধারন, সবাই ওরা ওটা রপ্ত করেছে। চুলোর দিরেছে সতর্কতা। তবে চুলোর দেবারও তো রকম আছে।'

'হ্যা, কিন্তু কাল্বজ্সিকর সঙ্গে লিজার সম্পর্কটা কেমন?'

বেট্সি হঠাৎ মজা পেয়ে বাঁধ ভাঙা হাসি হেসে উঠলেন যা তাঁর ক্ষেত্রে ঘটে কদাচিং।

অাপনি প্রিলেসস মিয়াগ্কায়ার এলাকায় দখল গাড়ছেন। এটা যে এক সাত্যাতিক শিশ্র প্রশ্ন' — সংযত হতে চেয়েও তা না পেরে বেট্সি এক সংক্রামক হাসিতে ফেটে পড়লেন যেভাবে হাসে যে লোকেরা হেসে থাকে কর্নাচং। 'ওঁদেরকেই জিগ্যেস করতে হয়' — বললেন তিনি হাসির অগ্রজলের মধ্যে।

'না, হাসবেন না বাপন্' — অনিচ্ছাতেও হাসিতে সংক্রমিত আন্না বললেন, কিন্তু আমি কখনো ব্ৰুতে পারি নি। এখানে স্বামীর ভূমিকাটা কী আমি ব্রিঝ না।'

স্বামী? লিজা মের্কালোভার স্বামী তাঁর জন্যে কম্বল এনে দেন এবং সর্বদাই তাঁর থিদমতে প্রস্তুত। কিন্তু তা ছাড়া আসলে আর কী সেটা কেউ জানতে চায় না। জানেন তো, শালীন সমাজে লোকে সাজসম্জার কোনো কোনো খ্টিনাটি নিয়ে কিছ্ম বলেও না, ভাবেও না। এক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তাই।

প্রসঙ্গটা পালটাবার জন্য আল্লা জিগ্যেস করলেন, 'রোলান্দাকির উৎসবে গ্রাপনি যাচ্ছেন?'

'সম্ভবত না' — এবং বান্ধবীর দিকে না চেয়ে বেট্সি স্গন্ধি চা ছোটো ছোটো স্বচ্ছ পেয়ালায় সাবধানে ঢালতে লাগলেন। একটা পেয়ালা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে তিনি মেয়েদের একটা সিগারেট নিয়ে র্পোর খাপে ফিক্য়ে তা ধরালেন।

'কী জানেন, আমার অবস্থাটা সোভাগ্যের বলতে হবে' — চায়ের কাপ বিতে নিয়ে এবার না হেসে শ্রুর করলেন বেট্সি, 'আমি আপনাকেও ব্রিঝ, লিজাকেও ব্রিঝ। লিজা হল গে সহজ্ঞ-সরল স্বভাবের তেমন একটি লোক, বাচ্চাদের মতো, যে বোঝে না কোনটা ভালো, কোনটা খারাপ। অন্তত বোঝে নি যখন তার বয়স ছিল খ্বই অলপ। এখন সে জানে যে এই না বোঝাটা তাকে মানায়। এখন সে হয়ত ইচ্ছে করেই ব্রুতে চায় না' — স্ক্রে হেসে বেট্সি বললেন, 'তাহলেও ওটা তাকে মানায়। মানে, একটা জিনিসকেই

শোকাবহ দ্খিতৈ দেখে যদ্যগা পাওয়া সম্ভব আবার সহজভাবে, এমনকি ফুর্তি করেই সেটা দেখা চলে। আপনার ঝোঁক হয়ত বড়ো বেশি শোকাবহ দ্খিতে দেখা।

'আমি নিজেকে ষেমন জানি, অন্যদেরও ঠিক তেমনি করে জানার কী যে ইচ্ছে আমার' — আল্লা বললেন গ্রুত্ব সহকারে, চিন্তিতভাবে, 'অন্যদের চেয়ে আমি খারাপ নাকি ভালো? আমার মনে হয় খারাপ।'

'সাংঘাতিক শিশ্ব, সাংঘাতিক শিশ্ব' — প্রনরাব্তি করলেন বেট্সি, 'নিন, ওরা এসে গেছে।'

n > r n

শোনা গেল পদশব্দ, প্রব্যের গলা, তারপর নারীকণ্ঠ আর হাসি, এর পর চুকলেন প্রত্যাশিত অতিথিরা: সাফো শ্টোল্ংস এবং স্বান্থ্যের আধিক্যে জ্বলজ্বলে এক য্বাপ্র্র্য, যাকে ডাকা হয় ভাস্কা বলে। দেখে বোঝা যাজ্বিল যে ভেতরে রক্ত রেখে ভর্জিত গোমাংস, কন্দ-ছতাক আর বার্গাণিড স্ব্রা তাঁর উপকারে লেগেছে। মাথা ন্ইয়ে মহিলাদের দিকে তাকাল ভাস্কা, কিন্তু শ্ব্ব এক সেকেন্ডের জন্য। সাফোর পেছ্ব পেছ্ব সে গেল ড্রায়ং-র্মে আর সেখানে তাঁর পেছ্ব পেছ্বই ঘ্রতে লাগল যেন আঁচলে বাঁধা, চকচকে চোখ তার সর্রাছল না তাঁর ওপর থেকে, যেন তাঁকে সে খাবে। সাফো শ্টোল্ংসের চুল সোনালী, চোখ কালো। হাই-হিল জ্বতোয় ছোটো ছোটো ক্ষিপ্র পদক্ষেপে তিনি ভেতরে এসে মহিলাদের করমর্দন করলেন সজোরে, প্রব্রষালী দঙে।

আয়া আগে কখনো এই নতুন অসামান্যাকে দেখেন নি, চমংকৃত হলেন তাঁর রুপে, বেশভ্ষার চ্ড়ান্তপনায়, ব্যবহারের অসংকাচে। নিজের এবং অপরের কোমল সোনালী কেশে রচিত তাঁর কবরী এতই বৃহৎ যে আয়তনে সেটা তাঁর স্কাম, অতি অনাব্ত, স্কুড়োল, স্ফীত উরসের সমান। এগ্রার ভিঙ্গিটা তাঁর এতই প্রথর যে প্রতিটি গতিতেই গাউনের তল থেকে ফুটে উঠছিল জান্ত ও উর্ব রুপরেখা এবং আপনা থেকেই মনে আসছিল ওপরে অত আনগ্র আর পেছনে ও নিচে এত ল্কেনো ওঁর সত্যিকারের স্কাটা দেহটার শেষ কোখায়।

বেট্সি তাড়াতাড়ি করে এলেন আল্লার সঙ্গে গ্রঁর পরিচয় করিয়ে দিতে।
'ভাবতে পারেন, দ্'জন সৈনিককে আমরা প্রায় চাপা দিতে যাছিলাম' —
সঙ্গে সঙ্গেই উনি চোখ মটকে, হেসে, পোশাকের প্রছদেশ ঝাঁকিয়ে, সেটাকে
বড়ো বেশি এক পাশে টেনে এনে বলতে শ্রু করলেন, 'আমি ভাস্কার
সঙ্গে যাছিলাম... আরে হাাঁ, আপনাদের তো পরিচয় নেই' — এই বলে তিনি
ভাস্কার উপাধি জানিয়ে ব্বাপ্র্র্টির পরিচয় দিলেন এবং নিজের ভূলে,
মানে অপরিচিতদের সামনে ওকে তার ডাকনামে ভাস্কা বলেছেন বলে
লাল হয়ে হেসে উঠলেন।

ভাস্কা আরেকবার মাথা নোয়াল আল্লার উদ্দেশে, কিন্তু কিছ্ব বললে না। সাফোকে সে বললে হেসে:

'বাজি হেরেছেন। আমরা এসেছি আগে। পাওনা মেটান।' সাফো আরো ফুর্তিতে হেসে উঠলেন। বললেন, 'এখনই তো আর নয়।' 'বেশ, পরে পাব।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আরে যাঃ!' গৃহকর্ত্রীর দিকে ফিরলেন তিনি, বেশ লোক আমি… ভূলে গিয়েছিলাম… একজন অতিথি নিয়ে এসেছি অপনার এখানে। এই যে সে।'

অপ্রত্যাশিত যে য্বক অতিথিটিকে নিয়ে এসে সাফো তার কথা ভুলে গিয়েছিলেন, সে কিন্তু এতই গ্রুহ্পূর্ণ ব্যক্তি যে তার আপ্যায়নে উভয় গহিলাই উঠে দাঁড়ালেন।

ইনি সাফোর নতুন ভক্ত। ভাস্কার মতো ইনিও তাঁর পায়ে পায়ে ্বতে লগেলেন।

কিছ্ বাদেই এলেন প্রিন্স কাল্ফ্রন্সি আর লিজা মের্কালোভা, সঙ্গে শ্রেমভ। কৃষ্ণকেশী কৃশতন্ মহিলা লিজা মের্কালোভা, ম্থখানায় তাঁর প্রাচ্যদেশীয় অলসতা, চোখদ্বিট স্কুদর, সবাই যা বলে, অবর্পুনীয়। তাঁর অককার রঙের পোশাক একেবারে খাপ খেয়ে গেছে তাঁর র্পের সঙ্গে (আলা ক্রেনি তা লক্ষ্য করে কদর করেছিলেন)। সাফো যেমন প্রখর আর উচ্চকিত লিজা ঠিক তেমনি নরম আর এলানো।

তবে আন্নার যা র্নিচ, তাতে লিজা অনেক বেশি আকর্ষণীয়। তাঁর সম্পর্কে বেট্সি আন্নাকে বলেছিলেন যে লিজা অব্বথ শিশ্বর ভাব নিয়েছেন কিছু তাঁকে দেখে আন্না অন্ভব করলেন যে কথাটা ঠিক নয়। অব্বথ এবং

বথে যাওরা তিনি ঠিকই, কিন্তু মিন্টি আর নিরীহ এক নারী। অবিশিয় তার ধরনটা সাফোর মতোই তা সতি; সাফোর মতোই তার আঁচলে বাঁধা হয়ে ঘ্রছিল আর চোখ দিয়ে গিলে থাচ্ছিল দ্টি ভক্ত — একজন ব্বক, অনাজন বৃদ্ধ; কিন্তু তার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, যা তার চতুৎপার্শের উধের্ন – কাচগ্লোর মাঝখানে তার ভেতরে ছিল সাঁচা হারের টলটলে দ্যতি। এ দ্যুতি ফুটত তার স্কুনর, সতিইে অবর্ণনীয় চোখে। গাঢ় বলয়ে ঘেরা এ চোখের ক্লান্ত অথচ সেইসঙ্গে কামাতুর দ্নিট সবাইকে অভিভূত করত তার পরিপ্রেণ অকপটতায়। সে চোখের দিকে তাকিয়ে প্রতাকের মনে হর্ত সে তার সবিকছ্ব জেনে ফেলেছে আর তা জেনে তাঁকেনা ভালোবেসে পারছে না। আল্লাকে দেখে তাঁর ম্বখানা আনন্দের হাসিতে জন্মজন্ল করে উঠল।

'আহ্ কী খ্মি হলাম আপনাকে দেখে!' আল্লার কাছে গিয়ে তিনি বললেন, 'কাল ঘোড়দৌড়ের মাঠে আমি যেই ভাবছিলাম যে আপনার কাছে যাব, অমনি আপনি চলে গেলেন। ঠিক কালই আপনার সঙ্গে দেখা করার কী ইচ্ছেই না আমার হয়েছিল। সত্যিই ভয়ংকর, তাই না?' আল্লার দিকে যে দ্থিতৈ চেয়ে তিনি বললেন, মনে হল তাতে তাঁর সমস্ত অস্তর উদ্ঘাটিত হয়ে আছে।

'হাাঁ, ওটা আমাকে অত বিচলিত করবে ভাবতে পারি নি' — আগ্রাবললেন লাল হয়ে।

এই সময় লোকজনেরা উঠে দাঁড়াল বাগানে যাবার জন্য।

'আমি যাব না' — হেসে আমার পাশে বসে লিজা বললেন, 'আপনিও যাবেন না? কী যে এমন শখ ককেট খেলার!'

'কিন্তু আমার ভালো লাগে' — আন্না বললেন।

'এই দেখন, আচ্ছা কী করে আপনার একঘেয়ে লাগে না? আপনাকে দেখেই মেজাজ ভালো হয়ে যায়। আপনি বে'চে আছেন, আর আমার একঘেয়ে লাগে।'

'একঘেরে মানে? আপনারা তো পিটার্স'ব্রগের সবচেরে ফুর্তি'^{বাড়} সমাজ' — আমা বললেন।

হয়ত বারা আমাদের সমাজের নয়, তাদের একঘেয়ে লাগে আরো বেশি কিন্তু আমরা, আমি তো নিশ্চয়ই ফুর্তি পাই না, সাংঘাতিক একঘেফে লাগে।

সিগারেট খেরে সাফো যুবকদ্বির সঙ্গে চলে গেলেন বাগানে। বেট্সি আর শ্রেমভ রয়ে গেলেন চায়ের জন্য।

'একঘেরে মানে?' বেট্সি বললেন, 'সাফো বললেন যে কাল আপনাদের ওখানে সবাই খুব আনন্দ করেছে।'

'উঃ, কী যে ক্লান্তিকর লেগেছিল!' বললেন লিজা মের্কালোভা, 'ঘোড়দোড়ের পর আমরা সবাই আমাদের ওথানে যাই। সেই একই প্রনো কাস্মৃদি। সেই একই ব্যাপার। সারা সন্ধ্যে এলিয়ে রইলাম সোফায়। এতে ফুর্তির কী আছে? না বল্বন, কেমন করে আর্পান একঘেয়ে লাগতে দেন না?' ফের তিনি ফিরলেন আল্লার দিকে, 'আপনার দিকে তাকালেই বোঝা যায় এ মহিলা স্খী বা অস্খী হতে পারেন। কিন্তু একঘেয়ে ওঁর লাগে না। শিখিয়ে দিন-না সেটা আপনি করেন কী করে।'

'কিছ্ই করি না' -- নাছোড়বান্দা প্রশ্নগর্লোয় লাল হয়ে জবাব দিলেন আল্লা।

'এই হল গে সেরা পদ্ধতি' — কথোপকথনে ঢু মারলেন স্বেমভ।

বছর পণ্ডাশেক বয়স স্বেমভের, আধপাকা চুল, দেখতে এখনো তাজা, খ্বই অস্কুলর চেহারা, কিন্তু মুখখানায় চরিত্র ও ব্দ্ধির ছাপ। লিজা মের্কালোভা তাঁর স্বার ভাইঝি, স্বেমভ তাঁর গোটা অবসর সময়টা কাটাতেন লিজার সঙ্গে। আলা কারেনিনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় চাকুরিক্ষেত্রে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের শত্রু হলেও স্বেমভ চেণ্টা করলেন শত্রুর স্বার প্রতি সাতিশয় সৌজন্যপরবশ হতে।

শকিছ্ই করি না' — স্ক্রা হেসে তিনি থেই ধরলেন, 'এইটেই সেরা উপায়। আমি বহুদিন থেকে আপনাকে বলছি' — লিজা মের্কালোভার দিকে ফিরলেন তিনি, 'একঘেয়ে যাতে না লাগে তার জন্যে দরকার একঘেয়ে গাগবে কথাটা না ভাবা। এটা হল অনিদার আশংকা থাকলে ঘ্রম হবে না, এই ভয়টা না করার মতো। এই কথাটাই আল্লা আর্কাদিয়েভনা আপনাকে বললেন।'

'ও কথাটা আমি বলতে পারলে খ্বই খ্রিশ হতাম, কারণ ওটা শ্ব্র ্দ্ধিমানের মতো বলা হয়েছে তাই নয়, কথাটা সত্যিও' — হেসে আহ্না

'किन्तु वन्त्त रकत घुष आरम ना, এकरघरत ना लाग भाता यात्र ना?'

'ঘ্ৰম আনাতে হলে কাজ করতে হয়, মনে ফুর্তি আনতে হলেও কাজ করতে হয়।'

'কেন আমি কাজ করব যখন আমার কাজে কারো দরকার নেই? আর ইচ্ছে করে ফুর্তির ভান করব, সে আমি পারিও না, চাইও না।'

'আপনি সংশোধনের বাইরে' — লিজার দিকে না চেয়ে স্প্রেমভ বললেন এবং আবার ফিরলেন আলার দিকে।

আরার সঙ্গে কালেভদ্রে দেখা হয় বলে উনি তাঁকে ছে'দো কথা ছাড়া অন্য কিছ্ বলতে পারতেন না, কিন্তু কবে তিনি পিটার্সবিংগে ফিরছেন. কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা তাঁকে কেমন ভালোবাসেন, এই ধরনের ছে'দো কথাগ্রলো বললেন এমন ভাব করে যে বোঝা গেল তিনি সর্বান্তঃকবণে আরার প্রীতি অর্জনে এবং তাঁর প্রতি নিজের শ্রন্ধা এমনকি বেশি কিছ্ প্রদর্শনে ইচ্ছুক।

তুশ্কেভিচ এসে ঘোষণা করলেন যে সবাই ক্রকেট খেলোয়াড়দের জন্য অপেক্ষা করছে।

'না, যাবেন না দয়া করে' — আল্লা চলে যাচ্ছেন শা্নে মিনতি করলেন লিজা মের্কালোভা। স্থেমভ সায় দিলেন তাঁর কথায়।

'এই দলটা ছেড়ে বৃদ্ধা দ্রেদে'র কাছে যাওয়া, সে এক বড়ো বেশি বৈপরীতা, তা ছাড়া আপনাকে পেয়ে উনি পরচর্চার উপলক্ষ পাবেন আর এখানে ব্যাপারটা অন্যরকম, ভালো ভালো অন্ভূতি সণ্ডার করবেন আপনি যা পরচর্চার বিপরীত' — আল্লাকে বললেন তিনি।

অনিশ্চয়তায় এক মৃহ্ত দ্বিধা করলেন আলা। বৃদ্ধিমান এই মান্ষিটির প্রশংসাবাকা, তাঁর প্রতি লিজা মের্কালোভার ছেলেমান্ষী অনুরাগ, গোটা এই অভান্ত বড়লোকী পরিবেশ — সবই তাঁর কাছে সহজ কিন্তু যা অপেক্ষাকরছে সেটা এতই দৃঃসহ যে এক মৃহ্তের জন্য তিনি অনিশ্চয়তার পড়লেন, থেকে গেলে হয়-না, আলোচনার কণ্টকর মৃহ্তিটা আরো পেছিরে দেবেন কি। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে একলা বাড়ি ফিরলে কী তাঁর ভাগ্যে আছে সেটা মনে পড়ায়, স্মৃতিতেও যা ভয়াবহ দৃহাতে চুল চেপ্রের সেই ভাঙ্গটা মনে পড়ায়, তিনি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

তাঁর জাগতিক জীবন দেখতে লঘ্নচিত্ত মনে হলেও বেবন্দোবন্ত দ্রন্দিক ল্ভোখে দেখতে পারতেন না। তর্ণ বরসে যখন তিনি কোরে ছিলেন, তখন মুশকিলে পড়ে টাকা চাইতে গিয়ে একবার প্রত্যাখ্যাত হবার পর থেকে তিনি নিজেকে এমন অবস্থায় পড়তে দেন নি।

নিজের হাল সর্বদা গ্রাছিয়ে রাখার জন্য অবস্থাসাপেক্ষে ঘন ঘন, অথবা মাঝেমধ্যে, বছরে বার পাঁচেক তিনি একলা হয়ে নিজের অবস্থাটা পরিক্ষার করে নিতেন। এটাকে তিনি বলতেন শোধ-বোধ অথবা faire la lessive*।

ঘোড়দৌড়ের পরের দিন দেরিতে ঘ্রম ভেঙে দ্রন্দিক দাড়ি না কামিরে, রান না সেরে উদি পরলেন এবং টেবিলের ওপর টাকাপয়সা, বিল, চিঠিপত্র ছড়িয়ে কাজ শ্রুর করেছিলেন। পেত্রিংদিক জানতেন যে এরকম অবস্থায় তিনি রেগে থাকেন। ঘ্রম ভেঙে পেত্রিংদিক যখন দেখলেন বন্ধ লেখার টেবিলে ব্যস্ত, তখন চুপচাপ পোশাক পরে দ্রন্দিকর ব্যাঘাত না ঘটিয়ে বেরিয়ে বান।

একান্ত খ্রিনাটিতে নিজের পারিপাশ্বিক পরিস্থিতির সমস্ত জটিলতা থারা জানে এমন প্রত্যেকেই অজান্তে ধরে নেয় যে এই সব পরিস্থিতির প্রটিলতা এবং তা আসন করার মুশকিলটা শুধ্ব তারই ব্যক্তিগত একটা ঘটনা, বিশেষ একটা আপতিকতা, ভাবে না যে অন্যেরাও তারই মতো ব্যক্তিগত পরিস্থিতির জটিলতায় আবেষ্টিত। দ্রন্স্কিরও তাই মনে হয়েছিল। অন্য লোকে তাঁর মতো মুশকিলে পড়লে অনেক আগেই হাল হেড়ে দিত, দুষ্টাচারী হতে বাধ্য হত, এ কথা ভেবে ভেতরে ভেতরে দ্রন্স্কির গর্ব হত না এবং তার যুক্তি থাকত না এমন নয়। কিন্তু দ্রন্স্কিক টের পাচ্ছিলেন যে লেজেগোবরে জড়িয়ে পড়তে না হলে ঠিক এখনই টকৈ হিসাবনিকাশ করে নিয়ে নিজের অবস্থাটা স্কুপন্ট করে তুলতে হবে। সবচেয়ে সহজ হিশেবে দ্রন্স্কি প্রথম যে জিনিসটা হাতে নিলেন সেটা আর্থিক ব্যাপার। যত তাঁর দেনা আছে, চিঠি লেখার একটা কাগজে নিজের ছোটো ছোটো অক্ষরে তা সব টকে যোগ দিয়ে দেখলেন যে দাঁড়াছেছ সতেরো

^{*} ধোয়া-ধর্মীর (ফরাসি)।

হাজার করেক শ' রুবুল -- করেক শটা তিনি বাদ দিলেন পরিম্কার হয়ে নেবার জন্য। নিজের টাকাকড়ি আর ব্যাণ্ডেকর খাতা হিসাব করে দেখলেন যে তাঁর থাকছে এক হাজার আটশ' র বৃল, নববর্ষের আগে আর কোনো টাকা পাবার সম্ভাবনা দেখা যাছে না। দেনার তালিকা আবার পড়ে তিনি তাকে নতুন করে লিখলেন তিন ভাগে ভাগ করে। প্রথম ভাগটায় রইল যেসব দেনা অবিলম্বে শোধ দিতে হবে, অন্তত চাইলে যাতে দেরি না হয় তার জন্য নগদ টাকা রাখতে হবে হাতে। এই ধরনের দেনা ছিল প্রায় চার হাজার র্ব্ল: দেড় হাজার ঘোড়ার জন্য আর আড়াই হাজার তাঁর তরুণ বন্ধ ভেনেভাস্কর জামিন হিশেবে। ভ্রন্স্কির উপস্থিতিতে ভেনেভ চ্নিক তাসে এই টাকাটা হেরেছিলেন এক ঠগের কাছে। ভ্রন্ চিক তখনই টাকাটা দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন (সেটা তাঁর সঙ্গেই ছিল), কিন্ত ভেনেভ স্কি আর ইয়াশ ভিন জেদ ধরেন যে তাঁরাই ওটা দেবেন, প্রন্স্কিকে দিতে হবে না, উনি তো আর খেলেন নি। সেটা ভালোই, কিন্তু দ্রনাস্ক জানতেন যে নোংরা এই যে ব্যাপারটায় তিনি অংশ নিয়েছেন শুধ ভেনেভ্রিকর মৌথিক জামিনদার হিশেবে তাতে ঠগটার মূথের ওপর ছু:ডে ফেলে তার সঙ্গে আর কোনো কথাবার্তা না চালাবার জন্য এই আডাই হাজার তাঁর দরকার। তাই এই গ্রেছপূর্ণ ভাগটার দর্ন চাই চার হাজার। দ্বিতীয় ভাগটার আট হাজারটা কম জর**্**রি দেনা। সেটা হল প্রধানত ঘোডদৌডের আস্তাবল, ওট আর বিচালির জন্য এবং ইংরেজটি, সহিস ইত্যাদির কাছে। একেবারে নিশ্চিন্ত থাকতে হলে এই দেনা বাবদেও হাজার দ্রেক টাকা দেওয়া দরকার। দোকান, হোটেল, দর্জির কাছে যা ধার, সে ভাগটা এমন যে তা নিয়ে ভাবনা না করলেও চলে। তাই চলতি খরচার জনা দরকার নিদেনপক্ষে ছ'হাজার, অথচ আছে কেবল এক হাজার আটশ দ্রন্দিকর বার্ষিক আর লোকে এক লক্ষ বলে ধরে, এমন ব্যক্তির পক্ষে এ দেনাটা কোনো মুশকিলের ব্যাপার নয়; কিন্তু আসলে তাঁর আয়টা মোটেই এক লাখ নর। পিতার বিশাল যে সম্পত্তি থেকে বছরে এক থেকে দ্বলাখ অবধি আয় হত সেটা ভাইদের মধ্যে ভাগাভাগি হয় নি। এক রাশ দেনা নিরে বড়ো ভাই যখন ডিসেন্দ্রিস্ট বিপ্লবীর কন্যা, সম্পত্তিহ^{ীন} ভারিয়া চিরকোভাকে বিয়ে করেন, আলেক্সেই তখন পিতৃসম্পত্তির সমগ্ আয় দাদাকে ছেডে দিয়ে নিজের জন্য শুধু বছরে প'চিশ হাজার রাখ বলেন। দাদাকে আলেক সেই তখন জানিয়েছিলেন যে যতদিন তিনি 🙃

বিয়ে করছেন, জার সেটা খুব সম্ভব কখনো ঘটবে না, তত দিন ঐ টাকাতেই তার বেশ চলে যাবে। এবং বারবহাল একটি রেজিমেশ্টের কম্যান্ডার, সদাবিবাহিত দাদাও এ দান গ্রহণ না করে পারেন নি। মায়ের নিজম্ব পূথক সম্পত্তি ছিল, যে প'চিশ হাজারের কথা হয়েছিল তা ছাড়াও তিনি আলেক সেইকে দিতেন বছরে আরো বিশ হাজার আর সবই উড়িয়ে দিতেন আলেক সেই। ইদানীং আন্নার সঙ্গে আলেক সেইয়ের গ্রেপ্ত সম্পর্কের কথা কানে আসায় এবং মন্ফো থেকে তাঁর চলে যাওয়ায় ঝগড়াঝাঁটি করে তাঁকে টাকা পাঠানো তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন। ইতিমধ্যে প'য়তাল্লিশ হাজারে দিন কাটাতে অভাস্ত হয়ে গিয়ে আর এ বছর **শ**ুধ**ু প'চিশ হাজার পে**য়ে আলেক্সেই পড়েছেন মুশকিলে। এ মুশকিল আসানের জন্য তিনি মায়ের কাছে টাকা চাইতে পারেন না। ইদানীং মায়ের যে শেষ চিঠি তিনি পেয়েছেন সেটা তাঁকে বিশেষ চটিয়ে দিয়েছে এই কারণে যে তাঁকে তিনি সাহায্য করতে রাজী জীবনে এবং রাজসেবায় তাঁর উন্নতির জন্য, কিন্তু সমস্ত সম্জন লোকের যাতে মাথা হেণ্ট হচ্ছে সে জীবন যাপনের জন্য নয়. এমন একটা ইঙ্গিত ছিল তাতে। তাঁকে কিনে নেবার জন্য মায়ের এই আকাৎক্ষায় গভীর অপমানিত বোধ করলেন তিনি, এবং হয়ে উঠলেন তাঁর প্রতি আরো নির্ব্তাপ। কিন্তু মহান্ভবের মতো তিনি ভাইকে যে কথা দিয়েছেন তা তিনি ফিরিয়ে নিতে পারেন না এবং আমার সঙ্গে সম্পর্কে কিছু, কিছু, আপতিকতার একটা ঝাপসা ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়ে তিনি এখন টের পাচ্ছিলেন যে ঐ মহানভেব কথাগুলো বলা হয়েছিল লঘ্,চিত্তে, তিনি একতদার, পুরো ঐ এক লক্ষের আয়ই তাঁর দরকার হতে পারে। তবে কথা ফেরত নেওয়া চলে না। যেই তিনি দ্রাতবধরে কথা ভাবতেন, যেই তাঁর মনে পড়ত যে স্ববিধা পেলেই মিষ্টি, লক্ষ্মী এই ভারিয়া তাঁকে বলতেন যে তাঁর মহান,ভবতা তিনি মনে রেখেছেন, তাতে মূল্য দেন, অমনি ্রাঝা যেত যা দেওয়া হয়েছে তা ফেরত নেওয়া অসম্ভব। নারীকে প্রহার করা, চুরি করা, মিধ্যা কথা বলার মতোই অসম্ভব এটা। সম্ভব আর উচিত শ্ব্য একটাই আর মৃহতে দ্বিধা না করে দ্রন্স্কি তাই স্থির করলেন: ₹শীদজীবীর কাছে দশ হাজার ধার করবেন, তাতে অস্বিধে হবে ना. সাধারণভাবেই নিজের বায় ছে'টে ফেলবেন, বিক্রি করে দেবেন শৌড়ের ঘোড়াগুলো। এই স্থির করে তিনি তক্ষ্মিন চিঠি লিখলেন রোলান্দাকিকে, যে একাধিকবার তাঁর ঘোড়াগুলো কিনতে চেরেছিল। তারপর তিনি ইংরেজটি আর কুশীদজীবীর কাছে লোক পাঠালেনী তাঁর কাছে যে টাকা ছিল সেটা ভাগ করে রাখলেন বিল অন্সারে। এ ব্যাপারটা চুকিয়ে তিনি মায়ের চিঠির একটা নির্ভাপ র্ড় জবাব লিখলেন। তারপর পকেট বই থেকে আমার তিনটে চিঠি বার করে ফের পড়লেন সেগ্লো, প্র্ড়িয়ে ফেললেন এবং গতকাল সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা স্মরণ করে ডুবে গেলেন চিস্তায়।

nosn

জীবনে দ্রন্স্কি বিশেষ সোভাগ্যবান এই দিক থেকে যে কী তিনি করবেন, কী করবেন না, তা সূর্নিশ্চিতর্পে স্থির করে দেবার মতো একগোছা নিয়ম ছিল তাঁর। নিয়মগ্রাল খুবই ছোটু একটা এলাকা নিয়ে. তবে সেগালি সানিশ্চিত, আর এই এলাকার বাইরে কখনো না গিয়ে, যা উচিত তা পালনে মুহুতের জন্য দ্রন্স্কি দ্বিধা করতেন না। এই নিয়মগর্নল নিশ্চিতরপে স্থির করে দিয়েছিল যে — জ্বার ঠগের টাকাটা মিটিয়ে দেওয়া দরকার, কিন্তু দর্জির নয়: পরুষদেরকে মিথ্যা কথা বলা চলবে না, কিন্তু নারীদের চলবে, কাউকে প্রভারণা করা উচিত নয়, কিন্তু স্বামীকে করা যাবে, অপমান ক্ষমা করা অনুচিত, কিন্তু অন্যকে অপমান করা যাবে ইত্যাদি। হতে পারে এ সব নিয়ম অবিবেচনাপ্রস্ত্ত, অন্যায়, কিন্তু স্ত্রিনিশ্চত, আর নিয়মগ্রিল পালন করে দ্রন্দিক অনুভব করতেন যে তিনি র্ম্বান্ততে আছেন, মাথা উ^{*}চু করে চলতে পারেন। কিন্তু ইদানীং আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক উপলক্ষে দ্রন্সিক টের পেতে শ্রুর করেছেন যে তার নিয়মগ্রুছ সমস্ত পরিস্থিতি পুরোপারি স্থির করে দেয় নি এবং ভবিষ্যতে তা মুশকিল ও সন্দেহ ঘটাবে, আর তখন কিভাবে চলতে হবে তার সূত্র তিনি পাচ্চিলেন না।

আন্না এবং তাঁর স্বামীর সঙ্গে তাঁর বর্তমান সম্পর্ক তাঁর কাছে ছিল স্কুপন্ট এবং সোজা। বে নিরমগ্র্লিতে তিনি পরিচালিত তার সঙ্গে তা কাঁটার কাঁটার মেলে।

আন্না স্করিতা নারী, তাঁকে দিয়েছেন তাঁর ভালোবাসা, তিনিও তাঁকে ভালোবাসেন, তাই তাঁর কাছে আন্না এমন এক নারী বিনি বৈধ স্বারীর চেয়েও সম্মানীয়। বাক্যে বা ইক্সিতে তাঁকে শৃধ্য অপমানিত করা নয়

নারীর কাম্য বেঁ মর্বাদা তা না দেওয়ার চেয়ে তিনি বরং তাঁর হাতখানা কেটে ফেলতেই রাজী।

সমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটাও ছিল স্পন্ট। সবাই জানতে পারে, সন্দেহ করতে পারে, কিন্তু সে কথা কারো বলা চলবে না। অন্যথায় যে বলবে তাকে তিনি চুপ করিয়ে দিতে এবং যে নারীকে তিনি ভালোবাসেন তাঁর অবিদ্যমান মর্যাদাকে মান্য করাতে তিনি প্রস্তুত।

আমার স্বামীর প্রতি মনোভাবটা ছিল সর্বাধিক পরিজ্বার। দ্রন্স্কিকে আমা যখন থেকে ভালোবেসেছেন, তখন থেকেই তিনি ধরে নিয়েছেন তাঁর ওপর নিজের একাধিকার। স্বামী শুধু অবাস্তর একটা বিঘা। সন্দেহ নেই যে তাঁর অবস্থাটা কর্ণ, কিন্তু কী করা যাবে? স্বামীর আছে শুধু একটা অধিকার, অস্ত্রহাতে শোধবোধ দাবি করা, দ্রন্স্কি তার জন্য প্রথম থেকেই প্রস্তুত।

কিন্তু ইদানীং একটা নতুন আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে আন্না এবং তাঁর মধ্যে, যা তার অনিশ্চয়তায় ব্রস্ত করছে দ্রন্স্কিকে। কাল আন্না জানিয়েছেন যে তিনি গর্ভবতী। তিনি অনুভব করেছিলেন যে এই সংবাদটা এবং তাঁর কাছ থেকে আন্না যা আশা করছেন তার দাবি তিনি যে নিয়মগর্নলির দ্বারা চালিত তার সঙ্গে প্রো খাপ খাচ্ছে না। এবং সত্যিই আন্না যখন নিজের অবস্থার কথা বলেন তখন প্রথম মৃহ্রেত তিনি হতচ্চিকত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর হদয় যা চেয়েছিল, তাই তিনি দাবি করেছিলেন — স্বামীকে ত্যাগ করা উচিত। সে কথা তিনি বলেওছিলেন। কিন্তু এখন ব্যাপারটা ভেবে দেখে তিনি পরিষ্কার ব্রুলেন যে ওটা এড়িয়ে যাওয়াই ভালো, কিন্তু নিজেকে সেটা ব্রুলিয়েও তাঁর আশংকা হল, এটা কি খারাপ হবে না?

'ন্বামীকে ত্যাগ করার কথা যদি বলে থাকি, তার মানে আমার সঙ্গে শকো। তার জন্যে আমি কি তৈরি? এখন আমার যখন টাকা নেই তখন কী করে নিয়ে আসি ওকে? ধরা যাক, সে ব্যবস্থা করা গেল... কিন্তু কী করে ওকে নিয়ে যাই যখন আমি আছি চাকরিতে? যখন বলেছি, তখন তৈরি শতে হবে এর জন্যে, অর্থাং টাকা জোগাড় করে ইস্তফা দিতে হবে কাজে।

চিন্তার মগ্ন হরে গেলেন তিনি। কাজে ইস্তফা দেওরা কি না দেওরার প্রশ্ন তাঁর মনে উদিত হল অন্য একটা গোপন কথা যা শ্ব্যু তাঁরই জানা, যটা তাঁর গোটা জীবনের প্রায় প্রধান স্বার্থ।

আত্মপ্রাঘা তার শৈশব ও তারুণ্যের পুরাতন স্বপ্ন। 🐿 বিষয়ে তিনি সম্ভান না থাকলেও সেটা ছিল এতই প্রবল বে এই কামনার সঙ্গে এখন বিবাদ বাধল ভালোবাসার। সমাজে এবং চার্কারতে প্রথম দিকটার তাঁর ভালোই চলেছিল, কিন্তু দু'বছর আগে একটা বেমকা ভূল করেন তিনি। তাঁর ষে পদোর্মাতর প্রস্তাব এর্সোছল, সেটা তিনি নিজের স্বাধীনচিত্ততা জাহির করার বাসনায় প্রত্যাখ্যান করেন, ভের্বোছলেন এতে তাঁর মূল্যে বাডবে কিন্ত দেখা গেল ওটা বড়োই স্পর্যিত একটা আশা, তাঁকে ফেলে রাখা হল। আর চান বা না চান নিজেকে স্বাধীনচতা মানুষের পর্যায়ে ফেলে তিনি এটা সহ্য করে নেন এবং বেশ সক্ষ্মে ব্যক্ষমানের মতো ব্যবহার করে যান যেন কারো ওপর তার রাগ নেই, নিজেকে ক্ষ্মের বোধ করছেন না তিনি, শুধু চান শান্তিতে থাকতে, কারণ বেশ ফুর্তিতেই তিনি আছেন। আসলে গত বছর যখন তিনি মস্কোয় আসেন, ফুর্তি তাঁর মাটি হয়ে গিয়েছিল। তিনি অনুভব কর্মছলেন যে লোকটা সবই করতে পারে কিন্তু কিছুই করতে চায় না, এমন একটা অভিমত লোকের মনে দানা বাঁধতে শুরু করেছে এবং অনেকেই ভাবছে যে সং আর সহদর ছোকরা হওয়া ছাড়া কিছুই তিনি করতে পারেন না। কারেনিনার সঙ্গে প্রেমঘটিত ব্যাপারে যে কোলাহল উঠেছিল, মনোযোগ আরুষ্ট হয়েছিল তাঁর দিকে, তাতে একটা নতুন চমক দিতে-পেরেছিলেন তিনি, তাঁর ক্ষীয়মাণ আত্মাভিমান তাতে আপাতত শাস্থ **হয়েছিল, কিন্তু সপ্তাহ খানেক আগে** তার কামড় নবশক্তিতে জানান দেয়। তার বাল্যকালের সঙ্গী, একই মহল, একই সমাজের লোক, কোর-এ সহকর্মী, একই সময়ে উত্তীর্ণ সেপর্বখোভস্কয়, যাঁর সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দিতা ছিল ক্লাসে, ব্যায়াম-ক্রীড়ায়, দুক্তুমিতে, বড়ো হবার স্বপ্নে, তিনি ফিরেছেন মধ্য এশিয়া থেকে, দু'ধাপ উ'চিয়ে তাঁকে যে পদ দেওয়া হয়েছে সেটা অত অলপবয়স্ক জেনারেলের পক্ষে বিরল।

পিটার্সবৃংগে আসতেই তাঁর সম্পর্কে লোকে বলতে লাগল যে এবার প্রথম শ্রেণীর একটি তারকার উদর হয়েছে। দ্রন্স্কির সমবয়সী ও সতীর্থ ইতিমধ্যেই জেনারেল, এমন একটা পদ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে যাতে রাম্মের ভাগাচক নির্ধারিত হতে পারে আর দ্রন্স্কি স্বাধীনচেতা, উক্জরের রমণীর রমণীর দয়িত হলেও মাত্র একজন ঘোড়সওয়ার ক্যাপ্টেন. স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে যতখাশি। 'বলাই বাহ্ল্য আমি সেপ্থেভস্কয়কে ঈর্ধা করি না, করতে পারিও না, কিন্তু তার পদোর্মতিতে আমি দেখতে শাচ্ছি যে আমার মতো লোকের পক্ষে কিছু সব্র করা দরকার, উমতি হবে শিগগিরই। তিন বছর আগে সে-ও তো ছিল আমারই অবস্থার। ইন্তফা দিলে আমি নিজের পথেই কাঁটা দেব। চাকরিতে থাকলে আমার লোকসান নেই কিছুই। আমা তো নিজেই বলেছে বে তার অবস্থার কোনো অদলবদল সে চায় না। তার ভালোবাসা যখন আছে, সেপ্থেভিস্করকে তখন আমার হিংসে হতে পারে না।' ধারে ধারে মোচে পাক দিয়ে তিনি উঠে পায়চারি করতে লাগলেন ঘরে। চোখ তাঁর খ্বই জ্বলজ্বল করছিল, নিজের অবস্থাটা পরিক্ষার করে নেবার পর বরাবরের মতো প্রাণ তাঁর শাস্ত, নিশ্চিত, সানন্দ হল। হিসাব-নিকাশ করে সর্বাকছ্বই হয়ে উঠল পরিক্ষার, স্কৃপন্ট। দাড়ি কামিয়ে, ঠাণ্ডা জলে য়ান সেরে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

ท 25 ท

'আমি আসছিলাম তোর কাছে। তোর ধোয়া-ধ্রায় আজ চলেছে অনেকখন' — বললেন পেত্রিংস্কি, 'শেষ হয়েছে তো?'

'হয়েছে' — শন্ধন চোখের হাসি হেসে বললেন প্রন্দিক, মোচের ডগায় পাক দিলেন এমন সন্তপাণে যেন নিজের অবস্থাটায় যে শৃঙ্খলা তিনি নিয়ে এসেছেন যেকোনো দ্রুত বা বড়ো বেশি দর্ঃসাহসী গতিবেগে তা ধনুসে পড়তে পারে।

'তোকে সর্বদাই দেখায় যেন এইমাত ন্নান সেরে এলি' — পেতিংস্কি বললেন, 'আমি আসছি গ্রিংস্কোর কাছ থেকে' (রেজিমেণ্ট কম্যান্ডারকে াঁরা ঐ নামে ডাকতেন), 'তোর অপেক্ষায় আছে স্বাই।'

কোন জবাব না দিয়ে দ্র্নিস্কি বন্ধর দিকে তাকালেন এবং ভাবতে

পোল্কা আর ওয়াল্জ নাচের পরিচিত রাস ব্যাপ্ডের ধর্নিতে কান পৈতে স্রন্সিক বললেন, 'ওর ওখানে বাজনা? উৎসবটা কিসের?'

'সেপর্থোভাকর এসেছে।'

'ও' — দ্রন্দিক বললেন, 'আমি জানতাম না।' চোখের হাসিটা তাঁর আরো উল্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বে তাঁর প্রেমে স্থা, নিজের উচ্চাকাশ্কা বিসর্জন দিয়েছেন তাঁর জন্য, নিদেনপক্ষে সেই ভূমিকাটা নিয়েছেন, নিজের কাছে এটা একবার স্থির করে নেবার পর দ্রনাস্ক সেপর্থোভস্কয়-এর প্রতি ঈর্যা অথবা রেজিমেন্টে তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা করলেন না বলে দর্গ্থ — কিছুই বোধ করলেন না। সেপর্থোভস্কয় তাঁর ভালো বন্ধর, এসেছেন বলে খ্রাশ।

'থ্ৰ আনন্দ হল।'

রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডার দেমিন একটা বড়ো জমিদার বাড়িতে উঠেছিলেন। গোটা দলটা জন্টেছে নিচের প্রশস্ত ব্যালকনিতে। আছিনায় প্রথম যেটা প্রন্থির নজরে শেড়ল সেটা এক ব্যারেল ভোদকার কাছে দণ্ডায়মান উদি-পরিহিত গায়কবৃন্দ আর অফিসার পরিবেণ্টিত রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডারের হুন্টপন্ট হাসিখনিশ মাতি। ব্যালকনির প্রথম ধাপে এসে তিনি অফেনবাথ কাড্রিলের সঙ্গীত ছাপিয়ে চিংকার করে কী যেন হাকুম করলেন আর দারে দাঁড়ানো সৈনিকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়লেন। দ্রন্দিকর সঙ্গে একদল সৈন্য, কোয়াটার-মাস্টার আর কিছা সাব-অলটার্ন এল ব্যালকনির কাছে। টেবিলের কাছে গিয়ে রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডার হাতে পানপার নিয়ে ফের বেরিয়ে এলেন আলন্দে এবং টোস্ট প্রস্তাব করলেন: 'আমাদের ভূতপন্ব' সঙ্গী এবং নিভাঁক জেনারেল প্রিন্স সেপন্থে।ভস্কর-এর স্বান্থ্যের জন্যে। হাররে!'

রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডারের পেছন পেছন পানপাত্র হাতে হাসিম্থে বেরিপ্র এলেন সেপ্থোভস্কয়ও।

'বয়স তোর কেবলি যে কমছে বন্দারেণ্ডেনা' — ঠিক তাঁর সম্মুখে দাঁড়ানো, ফোজে দ্বিতীয় টার্মো ওঠা, রক্তিমগণ্ড ছোকরাগোছের কোয়ার্টার-মাস্টারকে বললেন তিনি।

তিন বছর সেপর্থোভদ্কয়কে দেখেন নি দ্রন্দিক। গাঁট্টাগোট্টা হয়েছেন তিনি, গালপাট্টা রেখেছেন, কিন্তু আছেন একইরকম সর্ঠাম, সেটা বিদ্যিত করে রুপে ততটা নয়, যতটা মর্খখানার কোমলতা আর মহিমায় এবং দেহের গঠনে। শর্ধর একটা যে পরিবর্তন দ্রন্দিকর চোখে পড়ল সেটা তাঁর অবিবাহ মৃদ্র একটা জরলজ্বলে ভাব যা ফুটে ওঠে তেমন লোকেদের মর্খে যার সাফল্য লাভ করেছে এবং সকলের কাছ খেকে সে সাফল্যের দ্বীকৃতিতে নিশ্চিত। এ দীপ্তি দ্রন্দিকর জানা এবং তংক্ষণাৎ সেটা তিনি লক্ষ্য করলেন সেপ্থোভদ্কয়-এর মধ্যে।

সি'ড়ি থেকে নামতেই তিনি দেখতে পেলেন দ্রন্স্কিকে। আনন্দের

হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সেপ্-ধোভস্কয়-এর মৃখ। দ্রন্স্কিকে গ্রভনন্দন জানাবার ভঙ্গিতে তিনি পানপাত্র তুলে পেছন দিকে মাথা হেলালেন এবং এই ভঙ্গিতে ব্রিয়ে দিলেন যে আগে কোয়াটার-মাস্টারের কাছে না গিয়ে পারেন না। ইতিমধ্যেই চুস্বনের জন্য ঠোঁট তৈরি রেখে সে দাঞ্চিয়ে ছিল টানটান হয়ে।

'এই যে উনি!' চে⁴চিয়ে উঠলেন রোঞ্জমেণ্ট কম্যান্ডার, 'অথচ ইয়াশ্ভিন গ্রামায় বলেছিল যে তোর মন ভালো নেই।'

সেপর্থোভদ্কয় কোয়ার্টার-মান্টারের সিক্ত তাজা ঠোঁটে চুদ্বন করে ব্যালে মুখ মুছে এলেন ভ্রন্দিকর কাছে।

করমর্দন করে তাঁকে পাশে সরিয়ে এনে বললেন, 'কী যে আনন্দ হচ্ছে!' প্রন্স্কিকে দেখিয়ে রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডার চে'চিয়ে বললেন ইয়াশ্ভিনকে, 'ওঁর দেখাশোনা কর্ন!' নিজে নেমে গেলেন সৈনিকদের কাছে।

'কাল ঘোড়দৌড়ে এলি না যে? ভেবেছিলাম সেখানে তাের দেখা পাব'— সেপ্'খোভস্কয়-এর দিকে চেয়ে দ্রন্স্কি বললেন।

'এসেছিলাম, তবে পরে। ঘাট মানছি' — এই বলে উনি ফিরলেন আডজন্ট্যান্টের দিকে, 'মাথা-পিছা যা দাঁড়ায়, অন্ত্রহ করে আমার হয়ে তা সবার মধ্যে বিলি করতে বলনে কাউকে।'

তাড়াতাড়ি করে মানিব্যাগ থেকে একশ' র্ব্লের তিনটে নোট বার করে তিনি লাল হয়ে উঠলেন।

'দ্রন্স্কি কিছ্ থাবি নাকি পান করবি?' ইয়াশ্ভিন জিগ্যেস করলেন। ওহে, কাউণ্টকে খাবার দাও! আর নে, এইটে পান কর।'

রেজিমেন্ট কম্যান্ডারের ওথানে ফুর্তি চলল অনেকখন।

মদাপান হল প্রচুর। সেপর্থোভস্কয়কে নিয়ে ছেড্ডাছ্ড্ডি করলে লোকে।
ারপর রেজিমেন্ট কম্যান্ডারকে। অতঃপর পেত্রিংস্কির সঙ্গে স্বয়ং রেজিমেন্ট
ক্ম্যান্ডারের ধেইধেই নৃত্য। অবশেষে খানিকটা ক্লান্ত হয়ে রেজিমেন্ট
ক্ম্যান্ডার আছিনার বেঞ্চিতে বসে ইয়াশ্ভিনকে বোঝাতে লাগলেন প্রাশিয়ার
চেয়ে রাশিয়ার শ্রেন্টের কতটা, বিশেষ করে ঘোড়সওয়ার আক্রমণে, ফুর্তিও
ক্ছিক্ষেণের জন্য থিতিয়ে এল। সেপর্থোভস্কয় গেলেন বাড়ির ভেতরে
প্রক্লালনকক্ষে হাত ধোবার জন্য। সেখানে পেলেন দ্রন্স্কিকে: দ্রন্স্কি
হাত-মুখ ধ্রিছলেন। উদি খুলে রেখে তিনি তার লোমে ভরা লাল ঘাড়
পিতে রেখেছেন জলের ধায়ার নিচে এবং হাত দিয়ে ঘাড় আর মাথা

রগড়াচ্ছেন। প্রকালন শেষ করে প্রনৃষ্কি বসলেন সেপর্বখাভস্কর-এর কাছে। দ্বভ্রনেই তাঁরা ওখানেই সোফার বসে যে কথাবার্তা শ্রুর করলেন তাতে উভরেরই আগ্রহ ছিল।

সেপর্থোভস্কর বললেন, 'বোরের কাছ থেকে তোর কথা সবই শ্রেনছি। তুই ওর সঙ্গে প্রায়ই দেখা করিস বলে আমি খ্রিণ।'

'ওঁর সঙ্গে ভারিয়ার বন্ধ আছে। পিটার্সবির্গে ওঁরা দ্বান্ধন একমাত্র নারী যাদের দেখে আমার আনন্দ হয়' — হেসে জবাব দিলেন ভ্রন্ স্কি। হাসলেন কারণ কথাবার্তাটা কোন প্রসঙ্গে যাবে সেটা তিনি আন্দাঞ্জ করেছিলেন এবং সেটা তাঁর ভালোই লাগল।

'একমাত?' হেসে জিগ্যেস করলেন সেপর্বখোভস্কর।

'হাাঁ, আর তোর কথাও আমি শ্রেছি তবে শ্ব্র তোর বোরের কাছ থেকে নয়' — ম্থের কড়া একটা ভাবে ইঙ্গিতটা বন্ধ করে দিরে বললেন দ্রন্দিক, 'তোর সাফল্যে আমি খ্বই খ্রিণ, কিন্তু মোটেই অবাক হই নি। আশা করেছিলাম আরো বেশি।'

সেপর্বখোভস্কয় হাসলেন। তাঁর সম্পর্কে এই মতটা যে তাঁর ভালো লেগেছিল, সেটা স্পন্টই বোঝা যায়, এটা ল্বকোবার প্রয়োজন তিনি বোধ করলেন না।

'খোলাখনুলি স্বীকার করছি, আমি কিন্তু এর চেয়ে কমই আশা করেছিলাম। তবে খনুশি হয়েছি, খনুবই খনুবি খনুশি। আমি উচ্চাভিলাষী, স্বীকার করছি সেটা আমার দূর্বলিতা।'

'সাফল্যলাভ না করলে সম্ভবত তুই এটা স্বীকার করতিস না' — দ্রন্স্কি বললেন।

'তাহলেও করতাম বলে আমার ধারণা' — ফের হেসে বললেন সেপর্থাভস্কয়, 'এ কথা বলব না যে এ ছাড়া জীবনধারণের মানে হয় না তবে একঘেয়ে লাগত। হয়ও আমার ভূল হচ্ছে, কিন্তু যে কর্মক্ষেরটা আমি বেছে নিয়েছি তার উপযোগী কিছ্ গুণ আমার আছে বলে আমার ধারণা এবং আমার হাতে যদি আসে, তবে যে কর্তৃত্বই আস্কুক, সেটা পালিত হবে আমার পরিচিত অনেকের চেয়ে ভালোভাবে' — সাফল্যে জ্বলজ্বলে হয়ে বললেন সেপর্থাভস্কয়। 'তাই সাফল্যের যত কাছাকাছি আসি, ততই আনন্দ হয় আমার।'

'হয়ত ব্যাপারটা তোর ক্ষেত্রে তাই-ই, তবে সকলের ক্ষেত্রে নয়। আমিও

তাই ভাবতাম, কিন্তু এখন দিন কাটাচ্ছি আর দেখতে পাচ্ছি যে শ্ব্ধ্ব এর জনোই বে'চে থাকার মানে হয় না' — স্রনন্দিক বললেন।

'এই কথাটাই শ্নেতে চাইছিলাম রে, এই কথাটাই!' হেসে বললেন সেপর্বখাভস্কর, 'আমি তো এই বলেই শ্রের করেছিলাম যে আমি যে ভোর সম্পর্কে শ্রেনছি, তুই যে পদোশ্লতি প্রত্যাখ্যান করেছিস, সে কথাটাও... বলাই বাহ্ল্যে আমার অন্মোদন ছিল তাতে। তবে সর্বাকছ্রই একটা ধরন আছে। আমি মনে করি কাজটা ঠিকই হয়েছে, তবে যেভাবে করা উচিত ছিল সেভাবে করিস নি।'

'যা করেছি, করেছি। তুই তো জানিস, যা করলাম তা থেকে আমি পালাই না। পরে দিব্যি লাগে আমার।'

'দিব্যি লাগাটা শৃধ্ সাময়িক। তাতে করে তুই পরিতৃপ্ত হবি না। তার দাদাকে এ কথা বলতে যাব না আমি। উনি মিশ্টি মানুষ, আমাদের এই গৃহস্বামীটির মতো। ঐ যে তিনি!' 'হ্ররের' চিংকার শৃনে যোগ করলেন িহন, 'উনি খুশিই, কিন্তু তুই তো এতে পরিতৃপ্ত হবি না।'

'আমি তো বলছি না যে পরিতৃপ্তি পেয়েছি।'

'এই গেল এক কথা। তা ছাড়া তোর মতো লোকের দরকার আছে।' 'কার দরকার?'

'কার? সমাজের। লোকের দরকার আছে রাশিয়ার, দরকার আছে পার্টির নইলে সব চুলোয় যাবে।'

'তার মানে? রুশী কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বেতেনেভের পার্টি।'
না' — তাঁর মধ্যে ওধরনের একটা মুর্খতা সন্দেহ করা হচ্ছে বলে রাগে
ন্থবিকৃত করে বললেন সেপর্থোভস্কয়, 'Tout ça est une blague*।
ওটা সর্বদাই ঘটেছে এবং ঘটবে। কমিউনিস্ট-টমিউনিস্ট কিছু নয়। কিন্তু
ক্রিলী লোকেদের সর্বদাই কোনো একটা অনিষ্টকর বিপজ্জনক পার্টি গড়ে
োলা দরকার। ওটা একটা প্রনো খেল। ও নয়, প্রয়োজন তার আমার
নতা স্বাধীন লোকেদের ক্ষমতাশীল পার্টি।'

'কেন?' ক্ষমতাধর করেকজন ব্যক্তির নাম করলেন স্রন্দিক, 'কেন এরা িং দ্বাধীন লোক নয়?'

শ্বে এই জন্যে বে জন্মগত সম্পত্তির স্বাধীনতা তাদের ছিল না,

এ সবই মুর্খতা (ফরাসি)।

কর্তৃত্ব ছিল না, স্থের যে নৈকটো আমরা জন্মছি সেটা ছিল না। ওদের কিনে নেওয়া হয় টাকায় নয় নেকনজরে। টিকে থাকবার জনো ওদের কোনো একটা নবধারা ভেবে বার করা দরকার। যে আইডিয়া, ধারা তারা চাল্ করে তাতে তাদের নিজেদেরই বিশ্বাস নেই, তাতে অনিষ্টই হয়; এই সব ধারা হল শুখু সরকারী বাংলো আর অতটা বেতন পাবার উপায়। Cela n'est pas plus fin que ça*, যখন দেখা যায় তাদের হাতের তাস। হয়ত আমি ওদের চাইতে খারাপ, নির্বোধ, যদিও ওদের চাইতে কেন আমার খারাপ হওয়ার কথা সেটা আমার চোখে পড়ছে না। কিন্তু আমার সম্ভবত একটা গ্রেত্বপূর্ণ শ্রেত্বস্থ রয়েছে, আমাদের কিনে নেওয়া কঠিন। আর সেরকম লোকের প্রয়োজনীয়তা আজ যত বেশি তা আগে কখনো দেখা যায় নি।'

শ্রন্থিক শ্রাছলেন মন দিয়ে। তিনি আকৃষ্ট হচ্ছিলেন কথাগুলোর বিষয়বস্থুতে ততটা নয়, যতটা রাষ্ট্রীয় ব্যাপার সম্পর্কে সেপর্থোভদ্কর-এর মনোভাবে যিনি ক্ষমতাধরদের সঙ্গে লড়ার কথা ভাবছেন, এ ব্যাপারে যাঁর নির্দিষ্ট অন্রাগ ও বিরাগ বর্তমান, যেক্ষেত্রে কাজে দ্রন্দিকর আগ্রহ কেবল তাঁর দ্কোয়ান্তনে সীমাবদ্ধ। যে মহলে ওঁর চলফেরা সেখানে ব্রদ্ধি দিয়ে, বাক্যে শক্তি নিয়ে ব্যাপারটা ভেবে দেখা ও বোঝার যে সামর্থ্য অত বিরল্প তাতে সেপর্থোভদ্কর কত শক্তিশালী তাও টের পেলেন দ্রন্দিক। তাঁর পক্ষে লক্জাকর হলেও সুর্যা হচ্ছিল তাঁর।

বললেন, 'তাহলেও এর জন্যে একটা প্রধান জিনিসের অভাব আছে। আমার --- ক্ষমতার আকাৎক্ষা। সেটা ছিল, কিন্তু চলে গেছে।'

'মাপ করিস, কথাটা সাত্যি নয়' — হেসে বললেন সেপ, খোভস্কয়।

'না, সত্যি!.. স্থিতা বর্তমানে' — অকপট হবার জন্য যোগ দিলেন জন্দিক।

'হাাঁ, বর্তমানে সত্যি, সেটা অন্য ব্যাপার। কিন্তু এই বর্তমানটা ে আর চিরকাল নয়।'

'হতে পারে' — জবাব দিলেন দ্রন্স্কি।

'তুই বলছিস হতে পারে' — যেন তাঁর চিস্তাধারা অনুমান করে বলে চললেন সেপর্থাভদ্কর, 'আর আমি তোকে বলছি, নিশ্চরই হবে। এব

• এ সবে তেমন চাতুর্য কিছ্র নেই (ফরাসি)।

জন্যেই তোর সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলাম। যা করা উচিত ছিল সেটা করেছিস তুই। এটা আমি ব্রিক, কিন্তু বড়ো বেশি মেতে উঠিস না। আমি শ্র্যু তোর কাছে carte blanche*-এর অনুরোধ জানাব। আমি তোর প্তপোষকতা করব না... যদিও করব নাই বা কেন? কতবারই তো তুই প্তপোষকতা করেছিস আমার! আশা করি আমাদের বন্ধুত্ব এর উধের্ব। হাাঁ — হেসে উনি বললেন নারীর মতো কোমলতায়, 'আমায় দে carte blanche, চলে যা রেজিমেণ্ট থেকে, আমি তোকে টেনে তুলব অলক্ষো।'

'কিন্তু তুই কেন ব্রেছিস না যে আমার কিছ্ররই দরকার নেই' — ∴ন্সিক বললেন, 'শ্বধৃ সবকিছৃ যেমন ছিল তেমনি থাক।'

সেপর্থোভস্কর উঠে দ্রন্স্কির সামনে দাঁড়ালেন।

'তুই বললি স্বকিছ্ যেমন ছিল তেমনি থাক। আমি বৃঝি কী তার এথা। কিন্তু শোন, আমরা সমবয়সী। আমার চেয়ে তোর হয়ত নারীর এভিজ্ঞতা বেশি' — সেপ্র্থোভস্কয়-এর হাসি আর ভঙ্গি যেন বলছিল যে এন্নিক্র ভয় পাবার কিছ্ নেই, ক্ষতস্থলটি তিনি স্পর্শ করছেন আলগোছে, সভর্পণে, তবে আমি বিবাহিত, আর আমায় বিশ্বাস কর, নিজের স্থাকে থাকে তুই ভালোবাসিস, তাকে (কে-যেন তা লিখে গেছে) জানলে হাজারো নারীকে জানলে যতটা পারতিস তার চেয়েও ভালো করে জানবি সমস্ত নারীকে।'

'এক্ষ্মিন আসছি!' যে অফিসারটি ঘরে উ'কি দিয়ে ওঁদের ডাকতে এসেছিল রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডারের কাছে তার উন্দেশে চে'চিয়ে বললেন এন্স্কি।

স্ত্রন্দিকর এখন ইচ্ছে হচ্ছিল ওঁর কথা সবটা শানে জেনে নেবেন কী

'শোন আমার মত। মান্বের ক্রিয়াকলাপে প্রধান হোঁচট হল নারী। নারীকে ভালোবাসলে আর কিছ্ করা কঠিন। আরাম করে নির্বিঘ্যে ভালোবাসার একটি পন্থা আছে — সেটা বিয়ে। কী আমি ভাবছি সেটা কী করে যে তোকে বোঝাই' — উপমার ভক্ত সেপর্ব্যোভস্কয় বললেন, 'দি'ড়া, দাঁড়া! Fardeau** বইতে বইতে হাত দিয়ে কিছ্ করা সম্ভব শ্রহ্ব সেই ক্ষেত্রে মখন বিবেeau-টা বাঁধা থাকে পিঠে — আর সেটা হল বিয়ে।

^{*} কর্মের প্রাধীনতা (ফরাসী)।

^{**} বোঝা (ফরাসি)।

বিয়ে করে এটা আমি টের পেরেছি। হঠাৎ হাত আমার খোলা পেলাম।
কিন্তু বিরে না করে যদি এই fardeau-টা বইতে থাকিস, তাহলে হাত এমনই
জোড়া থাকবে যে কিছু করতে পারবি না। মাজানকোভ, চুন্পভকে দ্যাখ।
নারীর জন্য তারা নন্ট করল নিজেদের ভবিষাং।

'আহা, কী আবার নারী!' উল্লিখিত ব্যক্তিম্বয়ের সঙ্গে যে ফরাসিনী আর অভিনেত্রীটির সম্পর্ক ছিল তাদের কথা স্মরণ করে বললেন দ্রন্স্কি। 'সমাজে নারীর সম্পর্ক যত পাকা, ব্যাপারটা দাঁড়ার ততই খারাপ। সেটা হয় হাত দিয়ে আর বিশেবিলা বওয়া নয়, অন্যের কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেবার মতো।'

'তুই কখনো ভালোবাসিস নি' - সামনের দিকে তাকিয়ে আন্নার কথা ভাবতে ভাবতে মূদ্যুস্বরে বললেন ভ্রন্তিক।

'হতে পারে। কিন্তু আমি তোকে যা বললাম সেটা মনে রাখিস। আরো একটা কথা: মেরেরা সবাই প্রব্রুষদের চেয়ে বেশি সাংসারিক। আমরা ভালোবাসা নিয়ে বড়ো একটা কিছ্ খাড়া করি আর ওরা সর্বদাই terre-à-terre*।'

'এক্ষ্বিন, এক্ষ্বিন আসছি!' ঘরে যে চাপরাশি ঢুকেছিল তাকে তিনি বললেন। কিন্তু চাপরাশি ওঁদের ফের ডাকতে আসে নি যা তিনি ভেবেছিলেন। সে এসেছিল ভ্রন্সিকর জন্য একটা চিঠি নিয়ে।

'প্রিন্সেস ত্ভেস্কারার কাছ থেকে একটা লোক এটা নিয়ে এসেছে।' 'চিঠি খুলে লাল হয়ে উঠলেন ভ্রন্স্কি।

সেপ-(খোভস্কয়কে তিনি বললেন, 'আমার মাথা ধরে উঠেছে, বাড়ি যাব।' 'তাহলে বিদায়। Carte blanche দিবি তো?'

'পরে কথা হবে। পিটার্সবির্গে ধরব তোকে।'

n 22 n

তখন পাঁচটা বেজে গেছে, তাই সময়মতো পেণছনো আর সেইসঙ্গে নিজের যে ঘোড়াগ্রলোকে সবাই চেনে তাতে করে না যাবার জন্য প্রন্^{তিক} ইয়াশ্ভিনের ভাড়া করা গাড়িটায় উঠে তাড়াতাড়ি চালাবার হ্রুম দিলেন।

নিডানৈমিবিক (করাসি)।

চার আসনের পরেনো ছ্যাকরা গাড়িটা বেশ প্রশস্ত। এককোণে বসে উনি পা তুলে দিলেন সামনের সীটে, ডুবে গেলেন চিন্তার।

নিজের ব্যাপারগন্লোকে তিনি যে স্পুষ্টতার নিরে এসেছেন তার ঘোলাটে চেতনা, সেপর্থাভদ্দর যে তাঁকে প্রয়োজনীর লোক বলে মনে করেন, তাঁর এই প্রশংসা আর বন্ধত্ব, প্রধান কথা সাক্ষাংকারের আশা, সব মিলে গেল জীবনের একটা সাধারণ সানন্দ অন্ত্তিতে। সে অন্ত্তি এটই প্রবল যে অজান্তে হাসি ফুটল তাঁর মুখে। পা নামিয়ে তিনি এক টাটুর ওপর অন্য পা-টা তুলে দিলেন এবং আগের দিন পড়ে যাবার সমর চাট খাওয়া পায়ের স্থিতিস্থাপক ডিমটা হাতড়ে দেখলেন এবং পেছনে গুলান দিয়ে ব্রক ভরে নিশ্বাস নিলেন কয়েকবার।

'বেশ ভালো, দিবি ভালো!' মনে মনে বললেন তিনি। আগেও তিনি প্রায়ই নিজের দেহের একটা প্রলকিত চেতনা অন্যভব করেছেন, কিন্ত ্রখন নিজেকে, নিজের দেহকে তিনি এতটা ভালোবাসেন নি কখনো। বলিষ্ঠ পারে মৃদ্র এই ব্যথাটা অন্তব করতে তাঁর ভালো লাগছিল, ভালো ল গছিল শ্বাস-প্রশ্বাসে বক্ষপেশীর নড়াচড়া অনুভব করতে। অগস্টের যে প[°]রষ্কার দিনটা অমন হতাশ করেছিল আল্লাকে, সেটাই তাঁর কাছে মনে র্গছল সঞ্জীবনীর মতো উত্তেজক, প্রক্ষালনে চিন-চিন করা মূখ আর ঘাড়কে া তাজা করে তলছিল। মোচ থেকে বিলিয়াণ্টিনের গন্ধটা এই তাজা াওয়ায় বিশেষ মনোরম ঠেকছিল তাঁর কাছে। জানলা দিয়ে তিনি যা দেখতে পাচ্ছিলেন, ঠান্ডা নির্মাল এই বাতাসে, সূর্যান্তের দিকে আলোয় স্থাকছাই তাঁর নিজের মতোই তবতাজা, প্রফল্ল, বলিষ্ঠ: ঢলে পড়া সুর্যের ^{্র}রণে বাডির ঝকঝকে চাল, বেড়া আর বাড়ির কোণগ**ুলোর তীক্ষা রেখা**, েকেমধ্যে চোখে পড়া পথচারী বা গাড়ির মূর্তি, গাছ আর ঘাসের অচণ্ডল "মালমা, সঠিক ফালের সারিতে চিত্রিত আলার খেত, ঘরবাড়ি, গাছপালা াব খোদ আলুখেতটারই তীর্যক ছায়া — স্বকিছ,ই। বার্নিশ করা স্প্রমাপ্ত ভালো একটা ছবির মতো সবই সন্দর।

'চালাও, চালাও!' পকেট থেকে তিন রুব্লের একটা নোট নিয়ে বলা দিয়ে মুখ বার করে তিনি বললেন কোচোয়ানকে। সে পেছনে খ ফেরাতে ভ্রন্দিক নোটটা দিলেন তাকে। লণ্ঠনের আলোয় কোচোয়ানের হাত কী ষেন খ্রেছিল, শোনা গেল চাব্কের শিস, সমতল সড়ক দিয়ে হাত ছটেল গাড়ি।

দুই জানলার মাঝখানে হাড়ের ঘণ্টি-হাতলের দিকে চেয়ে এবং শেষবার আল্লাকে যা দেখেছিলেন সেই মতিতি তাঁকে কল্পনা করে তিনি ভাবলেন 'এই সুখটুকু ছাড়া আর কিছুই, কিছুই আমি চাই না। যত দিন যাছে ততই বেশি করে ভালোবাসছি ওকে। আরে, এই তো দ্রেদের সরকারী পল্লীভবনের বাগান। কোথায় সে এখানে? কোথায়? কেমন করে? কেন সে এইখানে দেখা করতে চেয়েছে আর লিখেছে বেট্সিব চিঠিটার^{্ন} ভাবলেন মাত্র এখন, কিন্তু ভাববার সময় তখন আর নেই। তর বীথি পর্য ড না যেতেই তিনি কোচোয়ানকে থামালেন এবং দবজা খুলে চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে চললেন তর্বীথ ধরে, যেটা গেছে বাড়ি অবর্ধি। বীথিতে কেউ ছিল না: কিন্তু ডাইনের দিকে তাকাতেই তিনি দেখতে পেলেন আমাকে। মূখ তাঁর ঝালরে ঢাকা, কিন্তু উৎফল্ল দ্, ডিটে তিনি ধরতে পারলেন আমার চলন, যেটা একান্ত তাঁরই নিজ্ঞ কাঁধের ডোল, নাথার ভঙ্গি আর অর্মান যেন একটা বৈদ্যাতিক তরঙ্গ খেলে গেল তাঁর দেহে। নবশস্থিতে তিনি টের পেলেন নিজেকে, পাথেব **স্থিতিস্থাপক গতি থেকে শ্বাস-প্রশ্বাসে ফুসফুসের সঞ্চালন পর্যন্ত, কী** যেন স্কৃত্সকৃতি দিয়ে উঠল তাঁর ঠোঁটে।

কাছে এসে আহ্না সজোরে তাঁর করমর্দন করলেন।

'তোমার ডেকে পাঠিয়েছি বলে রাগ করো নি তো? তোমার সঙ্গে দেখ করা আমার বড়ো দরকার' — আল্লা বললেন; আর ঝালরের তল থেবে দ্রন্দিক তাঁর ঠোঁটের যে গন্তীর কঠোব ভাজ দেখলেন তাতে তৎক্ষণাং এব হৃদয়াবেগ বদলে গোল।

'আমি রাগ করব! কিন্তু তুমি এখানে এলে কেমন করে?'

'ওতে কিছ্ম এসে যায় না' — নিজের বাহম ওঁর বাহমতে রেখে আর্ট বললেন, 'চলো যাই, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

দ্রন্দিক ব্রালেন কিছ্ একটা ঘটেছে, এ মিলনটা আনন্দের হবে ন আন্নার উপস্থিতিতে নিজের ইচ্ছার্শাক্ত থাকত না দ্রন্দিকর: তাঁর উদ্বেশে কারণ না জানলেও দ্রন্দিক টের পাচ্ছিলেন যে অজ্ঞান্তে সে উদ্বেগ সঞ্জানিং হয়েছে তাঁর মধ্যেও।

কন্ই দিয়ে আল্লার বাহ্ চেপে ম্খ দেখে তাঁর মনোভাবনা বোক ' চেষ্টা করতে করতে প্রনৃষ্পি শুখালেন, 'কী ব্যাপার ? কী হয়েছে ?' মন বাঁধার জন্য আল্লা নীরবে হে'টে গেলেন কয়েক পা, তারপর হঠাৎ প্রেমে গেলেন।

'কাল তোমায় বলি নি' -- ঘন ঘন হাঁপাতে হাঁপাতে আহা বললেন, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে বাড়ি ফেরার সময় আমি তাঁকে সর্বাকছ জানিয়েছি... বলেছি যে আমি তাঁর দ্রী থাকতে পারি না, বলেছি থে .. সবই বলেছি।'

দ্রন্দিক তাঁর কথা শ্নিছিলেন অজ্ঞাতসারে সারা দেহ ন্ইয়ে, যেন এতে করে তাঁর অবস্থার দ্বংসহতা তিনি নরম করে আনতে চাইছিলেন। কিন্তু গ্রাহ্মা এ কথা বলা মাত্র তিনি খাড়া হয়ে উঠলেন, গবিত কঠোর একটা ভাব ফুটে উঠল মুখে।

বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই ভালো, হাজারগুণ ভালো! তোমার পক্ষে এটা ৫০ কটকর হয়েছিল তা আমি বুঝতে পারছি।'

কিন্তু আন্না তাঁর কথা শ্নছিলেন না, ম্থভাব দেখে ধরতে চাইছিলেন তাব মনোভাব। তাঁর জানার কথা নয় যে দ্রন্স্কির ম্থভাব যার পরিচায়ক সেটা তাঁর মনে আসা প্রথম চিন্তাটা -- এখন অনিবার্য ডুয়েলের কথাটা নিয়ে। ডুয়েলের কথা কখনো আন্নার মাথাতেই আসে নি, তাই কঠোরতার এই ক্ষণিক ম্থভাবকে তিনি নিলেন অন্যভাবে।

প্রামীর চিঠি পেয়ে আয়া অন্তরে অন্তরে ব্রেছিলেন যে সবই থাকবে
থাগের মতোই, নিজের প্রতিষ্ঠা তুচ্ছ করে, ছেলেকে ফেলে দিয়ে
প্রণয়াম্পদের সঙ্গে মিলনের ক্ষমতা তাঁর নেই। প্রিন্সেস ত্ভেম্কায়ার
ওথানে যে সকালটা কাটিয়েছেন তাতে তিনি আরো নিঃসন্দেহ হন এ
বিষয়ে। তাহলেও দ্রন্দিকর সঙ্গে এই সাক্ষাংটা ছিল তাঁর কাছে অসাধারণ
গ্রহপূর্ণ। তিনি আশা করেছিলেন যে এতে তাঁর অবস্থা বদলে যাবে,
বেচে যাবেন তিনি। থবরটা শ্রনে দ্রন্দিক যদি দঢ়ভাবে, সাবেগে, এক
নৃহতে দ্বিধা না করে তাঁকে বলতেন, 'সব ফেলে রেখে চলে এসো আমার
সঙ্গে!' — তাহলে তিনি ছেলেকে রেখে তাঁর সঙ্গেই চলে যেতেন। কিন্তু
তিনি যা আশা করেছিলেন, সংবাদটার তেমন প্রতিক্রিয়া হল না দ্রন্দিকর:
তিনি শ্রেণ্য কিসে যেন অপ্রমানিত লোগ করলেন।

'আমার এতটুকু কন্ট হয় নি। এটা ঘটে গেছে আপনা থেকেই' — আন্না বললেন উদ্ভাক্ত স্বরে, 'আর এই যে…' — দন্তানা থেকে স্বামীর চিঠিটা বার করলেন তিনি।

'আমি ব্রুতে পারছি, ব্রুতে পারছি' — চিঠিটা নিরে আলাকে বাধা দিলেন প্রন্দিক, তবে চিঠিটা পড়লেন না, চেন্টা করলেন তাঁকে সান্ত্রনা দিতে, 'আমার শ্ধ্ব একটা কামনা, একটা মিনতি — এই অবস্থাটা চুরমার করে দাও, তোমার স্থের জন্যে বাতে আমার জীবন নিবেদন করতে পারি।'

'ও কথা কেন বলছ আমায়?' আল্লা বললেন, 'ওতে কি আমি সন্দেহ করতে পারি? সন্দেহ যদি করতাম…'

'কে আসছে?' যে দ্'জন মহিলা তাঁদের দিকে আসছিলেন, তাঁদেব দেখিয়ে হঠাং বলে, উঠলেন ভ্রন্ স্কি, 'হয়ত আমাদের চিনতে পারবে' – এবং তাড়াতাড়ি করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চলে গোলেন পার্শ্ববর্তী পথটায়।

'আমার বয়ে গেল!' আলা বললেন। ঠোঁট তাঁর কাঁপছিল। দ্রন্দিকব মনে হল ঝালরের তল থেকে চোখদন্টো তাঁর দিকে চেযে আছে অভূত একটা বিরাগে। 'তাই যা বলছিলাম, ব্যাপারটা ও নিয়ে নয়, ওতে আমান সন্দেহ হতে পারে না; দ্যাখো, আমায় ও কী লিখেছে, পড়ো' — ফেব থেমে গেলেন আলা।

শ্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ির থবর শানে প্রথম মাহাতে যা হয়েছিল অপমানিত শ্বামীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ব্যাপারে যে শ্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল, চিঠি পড়ার পর দ্রন্দিক অজ্ঞান্তে আবার তাতে আত্মসনপর্ণ করলেন। এখন ওঁর চিঠি হাতে দ্রন্দিক অজ্ঞাতসারে কল্পনা করতে লাগলেন আজই অথবা কাল নিশ্চিতই যে চ্যালেঞ্জ আসবে তাঁর এবং খোদ ভুয়েলটার কথা। এখন তাঁর যে নির্ব্তাপ অহংকৃত মাখভাব, সেই ভাব নিয়ে তিনি সে ভুয়েলে শানেয় গানিল ছাড়ে অপমানিত স্বামীর গানির মাথে দাড়াবেন। আর তক্ষানি মাথায় ঝলক দিয়ে গোল একটা চিন্তা যা কিছা আগে সেপর্থভাতকয় বলছিলেন এবং নিজেই তিনি সকালে যা ভেবেছিলেন — অর্থাৎ জড়িয়ে না পড়াই ভালো। তিনি জানতেন যে এ চিন্তার কথাটা তিনি আমাকে বলতে অক্ষম।

চিঠি পড়ে তিনি চোখ তুললেন আমার দিকে, দ্ণিটতে তাঁর কোনো দ্টেতা ছিল না। আমা তক্ষ্নি ব্যক্তেন যে এ ব্যাপারটা তিনি তেত্র রেখেছিলেন আগেই। আমা জানতেন যে দ্রন্দিক যাই বল্ন, তিনি ব ভাবছেন তা প্রেরা বলবেন না। ব্রুলেন যে তাঁর শেষ আশাটা গেল তিনি বার অপেক্ষার ছিলেন এটা তা নয়।

'দেখছ তো কেমন লোক' — কাপা কাপা গলায় বললেন আমা, 'উনি…'

'মাপ করো, কিন্তু এতে আমি খ্লি' — আল্লাকে বাধা দিলেন দ্রন্ফি, ভগবানের দোহাই, আমার কথাটা শেষ করতে দাও' — নিজের বক্তবাটা ব্লিগ্রে বলার জন্য সময় চেয়ে মিনতি করলেন দ্থি দিয়ে, 'আমি খ্লিণ কারণ উনি যা প্রস্তাব করছেন, ব্যাপারটা সেভাবে থেকে যেতে পারে না।' কেন পারে না?' অদ্র্রু রোধ করে আল্লা বললেন, দ্রন্ফিক যা বলবেন, প্র্ণিট্টেই তাতে তিনি আর কোনো গ্রুত্ব দিচ্ছিলেন না। তিনি টের প্রিছ্লেন যে নির্ধারিত হয়ে গেছে তাঁর ভাগ্য।

দ্রন্দিক বলতে চেয়েছিলেন যে তাঁর মতে যে ডুয়েল অনিবার্য, তার পর এটা চলতে পারে না, কিন্তু বললেন অন্য কথা।

'এটা চলতে থাকবে, এ হতে পারে না। আমি আশা করি এবার তুমি ছেড়ে দেবে ওকে। আমি আশা করি' — একটু থতোমতো খেয়ে লাল হয়ে উঠলেন দ্রন্দিক, 'আশা করি যে আমাদের জীবন গড়ে তুলতে এবং ভেবে কিছ্ম একটা ঠিক করতে তুমি আমায় দেবে। কাল…' উনি কিছ্ম একটা বলতে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু আন্না তাঁকে শেষ করতে দিলেন না।

াকস্থ ছেলে?' চেণ্টিয়ে উঠলেন তিনি, 'দেখেছ তো কী লিখেছে। ওকে ছেড়ে দেওয়াই উচিত কিন্তু সে ক্ষমতা আমার নেই, চাই-ও না।'

ভগবানের দোহাই, কোনটা ভালো? ছেলেকে ছেড়ে আসা নাকি এই এপমানকর অবস্থাটা চালিয়ে যাওয়া?'

'কার প**ক্ষে অপমানকর**?'

'সবার পক্ষে, সবচেয়ে বেশি করে তোমার পক্ষে।'

'বলছ অপমানকর... এ কথা ব'লো না। আমার কাছে কথাটার কোনো
এর্থ নেই' — কাঁপা কাঁপা গলায় আলা বললেন। এখন তিনি আর
চাইছিলেন না যে দ্রন্দিক অসত্য কিছু বল্ক। এখন তাঁর অবশিষ্ট
আছে কেবল তাঁর প্রেম, দ্রন্দিককে ভালোবাসতে চাইছিলেন তিনি, 'তুমি
ব্রে দ্যাখো, বেদিন তোমার ভালোবেসেছি, সেদিন থেকে সর্বাক্ত্র বদলে
গছে আমার। আমার আছে শুধু একটা জিনিস, শুধু একটা — সেটা
োমার ভালোবাসা। সে ভালোবাসা যদি আমি পাই, তাহলে নিজেকে
এত উঠু, এত দৃঢ়ে বলে অনুভব করব যে আমার পক্ষে কিছুই অপমানকর

হতে পারে না। নিজের অবস্থার আমি গবিত... গবিত কারণ... গবিত...'
কেন গবিত সে কথাটা তিনি শেষ করতে পারলেন না। লক্ষা আর
হতাশার অপ্রতে রুদ্ধ হরে গেল তাঁর কণ্ঠ। থেমে গিরে ফুপিরে উঠলেন
তিনি।

শ্রুণ করেছেন প্রাচ্ছেলেন থলায় কী খেন আটকে যাচ্ছে, চিমটি কাটছে নাকে, জীবনে এই প্রথম তিনি অনুভব করলেন যে কে'দে ফেলতে পারেন। ঠিক কী তাঁর কাছে এত মর্মান্সপার্শী সেটা তিনি বলতে পারতেন না। কর্ণা হচ্ছিল আয়ার জন্য অথচ অনুভব করছিলেন যে তাঁকে সাহাষ্য করতে তিনি অক্ষম, আর সেইসক্ষে এও জানতেন যে আয়ার দৃঃথের জন্য তিনিই দায়ী, কিছ্ব একটা অন্যায় করেছেন তিনি।

'বিবাহবিচ্ছেদ কি অসম্ভব?' ক্ষীণকণ্ঠে তিনি বললেন। জবাব না দিয়ে মাথা নাড়লেন আলা। 'ছেলেকে নিয়ে ওকে ছেড়ে যাওয়া চলে না?'

'চলে, কিন্তু সব নির্ভার করছে ওর ওপর। এবার আমায় যেতে হবে ওর কাছে' -- শ্কনো গলায় আন্না বললেন। সবকিছ্ আগের মতোই থেকে যাবে -- তাঁর এই প্রাগ্রোধটা প্রবঞ্চিত করে নি তাঁকে।

'মঙ্গলবার আমি পিটার্সবিনুর্গো থাকব, সবকিছা তখন স্থির করা যাবে।' আমা বললেন, 'হাাঁ, কিন্তু ও নিয়ে আর কোনো কথা নয়।'

আমার যে গাড়িটা তিনি ফেরত পাঠিয়ে ফের দ্রেদের ফটকের কাছে আসতে বলেছিলেন, এল সেটা। দ্রন্দিকর কাছে বিদায় নিয়ে আমা বাড়ি চলে গেলেন।

n es n

২ জনুনের কমিশনের সাধারণ বৈঠক বসল সোমবাব। অধিবেশন কম্মে
ঢুকে বরাবরের মতো সদস্যদের এবং সভাপতির সঙ্গে সভাষণ বিনিম্য
করলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, নিজের আসন গ্রহণ করে সামনে
তাঁর জন্য তৈরি করে রাখা কাগজপান্তানুলোর ওপর হাত রাখলেন।
কাগজপান্তানুলোর মধ্যে তথ্যাদি এবং বে বিবৃতি তিনি দেবেন বলে স্থিব
করেছিলেন তার খসড়া সংক্ষিপ্তসারও ছিল। তবে তথ্যাদির প্রয়োজন ছিল

ना जीत। त्रविकच्च जीत भरन हिल, जात या वलरवन, भरन भरन जा जाखरड নেবারও দরকার বোধ করলেন না তিনি। তার জানা ছিল যে সময় যখন গ্রাসবে, সামনে বখন দেখবেন প্রতিপক্ষের মূখ যে বুখাই চেন্টা করছে একটা নির্বিকার ভাব ফোটাতে, এখন তৈরি হবার চেণ্টা করার চেয়ে ল্যালাতাবে তথন তাঁর বকুতাটা আপনা আপনি নিঃস্ত হতে থাকবে। ির্নি টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর ভাষণের বিষয়বস্ত এতই বৃহৎ যে তার প্রতিটি শব্দই হবে তাৎপর্যপূর্ণ। অথচ সাধারণ একটা প্রতিবেদন তিনি ন্রেছিলেন অতি নিরীহ, গোবেচারা ভাব করে। শিরা ফুলে ওঠা তাঁর শাদা ाट, नम्या नम्या आध्रात या সामरन এकथाना भाषा कागरकत पृष्टे প্रास्त সংল্লহে নাডাচাড়া করছে, ক্লান্তির ভাব নিয়ে পাশে হেলানো মাথা — এ সব েথে কেউ ভাববে না যে এখনি তাঁর মুখ থেকে এমন বক্ততা নিগতি ্বে যা ভয়াবহ ঝড তলবে. পরম্পরকে বাধা দিয়ে চেণ্চামেচি করতে বাধ। করবে সভ্যদের, শঙ্খলা মেনে চলার দাবি করতে হবে সভাপতিকে। পুতিবেদন শেষ হলে আলেক্সেই আলেক্সান্দুভিচ তাঁর শাও মিহি গলায় ঘোষণা করলেন যে অরুশ লোকেদের সুবাবস্থা নিয়ে তিনি নিজের ্রিছা বক্তবা রাখতে চান। মনোযোগ আক্সট হল তাঁর দিকে। কেশে িলেন আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ, প্রতিপক্ষের দিকে দৃণ্টিপাত না ১রে বরাবর যা করে থাকেন, বক্তুতা দেবার সময় তাঁর সামনে উপবিষ্ট প্রথম র্নান্তটিকে বেছে নিলেন, (এক্ষেত্রে লোকটি ক্ষানুকায় শান্তশিষ্ট এক বৃদ্ধ, র্কমিশনে যিনি কদাচ কোনো মত প্রকাশ করেন নি) এবং শরে করলেন ্রার বক্তবা। মৌল ও আঙ্গিক আইনের কথা যথন উঠল, প্রতিপক্ষ লাফিয়ে ্রিঠ আপত্তি জানাতে লাগলেন। স্থেমভ, ইনিও কমিশনের সদস্য, একহাত নেওয়া হয়েছিল এ'কে. ইনি কৈফিয়ং দিতে শ্বের করলেন এবং মোটের ৬পর বৈঠকটা হল ঝড়-তোলা; কিন্তু জিতলেন আলেক সেই ণলেক্সান্দ্রভিচ: গৃহীত হল তাঁর প্রস্তাব; নিষ্ক্ত হল তিনটি নতুন র্নামশন; পরের দিন পিটার্সবিত্রের নির্দিষ্ট একটি মহলে চলল শ্ব্ধ, এই েঠকেরই আলোচনা। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সাফল্য ছাড়িয়ে গিয়েছিল তাঁর নিজের আশাকেও।

পরের দিন মঙ্গলবার আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ সন্তুষ্টির সঙ্গে গতকালের বিজয়ের কথা সমরণ করে না হেসে পারলেন না, যদিও কার্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক যখন তাঁকে তোষামোদ করার জন্য জানালেন যে কমিশনের ঘটনাবলির খবর তাঁর কানেও গেছে তখন তিনি নির্বিকার ভাব দেখাতে চাইছিলেন।

তত্ত্বাবধারকের সঙ্গে বান্ত থাকায় আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ একেবারে ভূলে গিয়েছিলেন যে সেদিন মঙ্গলবার, আমা আর্কাদিরেভনার আসার তারিখ তিনি ধার্য করেছেন সেই দিন, তাই যখন লোক এসে খবর দিলে যে তিনি এসেছেন তখন তিনি বিস্মিত, এমনকি বিশ্রী রকমে অভিভূতই হলেন।

আন্না পিটার্সবৃংগে আসেন বেশ সকালে; তাঁর টেলিগ্রাম অনুসারে গাড়ি পাঠানো হয় তাঁর জন্য, তাই তাঁর আসার ব্যাপারটা আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের পক্ষে জানা সম্ভব। কিন্তু আন্না যখন পেণছলেন, উনি দেখা করতে এলেন না। তাঁকে বলা হল যে উনি এখনো বেরন নি, তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে কাজ করছেন। তাঁর আসার খবর স্বামীকে জানাতে বলে তিনি এলেন তাঁর কেবিনেটে, স্বামী তাঁর কাছে আসবে এই প্রতীক্ষায় নিজের জিনিসপত্র গোছগাছ করতে লাগলেন। কিন্তু এক ঘণ্টা কেটে গেল, উনি এলেন না। কিছ্ হ্কুম-টুকুম দেবার অছিলায় তিনি গেলেন ডাইনিং-রুমে, ইচ্ছে করে কথা কইতে লাগলেন জোরে জোরে, আশা করছিলেন উনি ওখানে আসবেন; কিন্তু উনি বেরলেন না, যদিও আন্না শ্নতে পেয়েছিলেন যে তত্ত্বাবধায়ককে বিদায় দেবার জন্য তিনি স্টাডির দরজা পর্যন্ত এসেছিলেন। আন্না জানতেন যে বরাবরের মতো শিগগিরই উনি কাজে চলে যাবেন, তার আগেই নিজেদের সম্পর্কটা স্থির করে নেবার জন্য ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলেন তিনি।

হল পেরিয়ে আমা দৃঢ়ে পদক্ষেপে এগুলেন তাঁর উদ্দেশে। যখন ঘরে
ঢুকলেন উনি তখন উদি পরে আছেন, স্পণ্টতই বেরবার জন্য তৈরি,
বসে আছেন ছোটো টেবিলটায় কন্ইয়ে ভর দিয়ে, বিষম্নভাবে চেয়ে আছেন
সামনে। উনি আমাকে দেখতে পাওয়ার আগে আমাই ওঁকে দেখেন প্রথম
এবং ব্রালেন যে তাঁর কথাই উনি ভাবছেন।

আন্নাকে দেখে উনি উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মত পালটালেন, তারপর হঠাং মুখ তাঁর লাল হয়ে উঠল যা আগে কখনো আন্না দেখেন নি। তাড়াতাড়ি করে উঠে তিনি এলেন আন্নার কাছে, আন্নার চোখের দিকেনা চেয়ে তাকালেন ওপরে, তাঁর কপাল আর কবরীর দিকে। তাঁর হাতটা নিয়ে বসতে বললেন তাঁকে।

'আমি খ্রাশ হয়েছি যে আপনি এসেছেন' — আয়াব কাছে বসে তিনি বললেন, বোঝা যায় কিছু একটা জানাতে চাইছিলেন তিনি, কিস্তু থতোমতো খেলেন। বার কয়েক তিনি কথা শ্রুর্ কয়তে চেয়েছিলেন কিস্তু থেমে যাছিলেন এই সাক্ষাংটার জনা তৈরি হতে গিয়ে ওঁকে ঘৃণা করা এবং ওঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা উচিত বলে নিজেকে বোঝালেও আয়া ভেবে পেলেন না কী ওঁকে বলবেন, কর্ণা হচ্ছিল ওঁর ওপর। এইভাবেই নীরবতা চলল বেশ কিছ্কণ ধরে। 'সেরিওজা ভালো আছে?' এবং জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ যোগ দিলেন, 'আজ আমি বাড়িতে খাব না আর এখ্নিন বেরুতে হবে আমায়।'

'আমি মন্কো যেতে চাইছিলাম' — আল্লা বললেন।

'না, আপনি খ্বই, খ্বই ভালো করেছেন এসে' — এই বলে ফের চুপ করে গেলেন উনি।

কথা কইতে শ্র্র করার সাধ্য ওঁর নেই দেখে আমা নিজেই শ্র্র করলেন:

'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ' — আন্না বললেন তাঁর দিকে তাকিরে, তার কববীতে নিবদ্ধ স্বামীর দ্রিট থেকে চোখ না নামিরে, 'আমি পাতকিনী নারী, আমি বদ মেরে, কিন্তু আমি যা ছিলাম, আপনাকে তখন যা বলেছিলাম আমি তাই, আপনাকে বলতে এসেছি যে কিছ্ই বদলাতে পারব না আমি।'

'আমি আপনাকে ও কথা শৃ্ধোই নি' — উনি বললেন হঠাৎ দ্চভাবে, আক্রোশে সোজা আল্লার চোথের দিকে তাকিয়ে, 'আমিও তাই অন্মান করেছিলাম।' বোঝা ধায় ক্রোধের প্রভাবে উনি ফের তাঁর সমস্ত সামর্থ্যের ওপর দখল পেয়ে গেছেন, 'কিস্তু আপনাকে আমি তখন যা বলেছিলাম এবং লিখেছি' - তীক্ষ্যু সর্ম্ব গলায় বলে উঠলেন তিনি, 'আর এখন প্নর্মুক্তি করছি যে আমি ওটা জানতে বাধ্য নই। ওটা আমি উপেক্ষা করছি। সব নারী আপনার মতো অমন সহুদয় নয় যে তাড়াতাড়ি করে এত উপভোগ্য একটা সংবাদ স্বামীকে জানাতে যাবে' — 'উপভোগ্য' কথাটার ওপর বিশেষ জাের দিলেন তিনি। 'যতদিন সমাজ এটা জানছে না, আমার স্নাম কলংকিত হচ্ছে না, ততদিন ওটা আমি উপেক্ষা করব। সেই কারণে আমি আপনাকে শ্বেম্ব সাবধান করে দির্দ্ধেছ যে আমাদের সম্পর্ক বরাবর যেমন ছিল তেমনি থাকা চাই। আর আপনি যদি নিজের

মান খোরান, কেবল সেইক্ষেত্রেই আমার মর্বাদা বাঁচাবার জন্যে ব্যবন্ধা নিতে হবে আমার।

'কিন্তু আমাদের সম্পর্ক বরাবর যা ছিল তা থাকতে পারে না' — সভয়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে ভীরু ভীরু গলায় বললেন আলা।

আমা যখন ফের তাঁর এই অবিচলিত ভঙ্গিটা দেখলেন, শ্বনলেন তাঁর এই তাঁক্ষা, ছেলেমান্বী, হাস্যকর কণ্ঠস্বর, বিতৃষ্ণায় তাঁর ভেতরকার কর্ণা উবে গেল, এখন মাত্র ভয় পাচ্ছিলেন তাঁকে, কিন্তু যে করেই হোক নিজের অবস্থাটা পরিক্ষার করে নিতে চাইছিলেন তিনি।

'আমি আপনার স্থাী থাকতে পারি না যখন আমি .' বলার উপক্রম কবলেন অন্যরা।

আক্রোশভরা নিরুত্তাপ হাসি হেসে উঠলেন উনি।

'যে ধরনের জীবন আপনি বেছে নিয়েছেন সেটা নিশ্চয আপনার বোধগ্লোয় ছায়া ফেলেছে। আমি এতই শ্রদ্ধা বা ঘ্লা এবং দ্ই-ই.. আপনার অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা, বর্তমানের প্রতি ঘ্লা পোষণ করি.. যে আমার কথার যে ব্যাখ্যা আপনি করছেন তা থেকে আমি বহু দ্রে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে আলা মাথা নিচু করলেন।

'তবে আমি ব্রুতে পারছি না, আপনার মতো এতটা স্বাধীনতা পেয়ে' — উত্তেজিত হয়ে বলে চললেন তিনি, 'সরাসরি নিজের বিশ্বাসঘাতকতার কথা স্বামীকে বলার মধ্যে দোষের কিছ্ দেখতে না পেলেও, যা মনে হচ্ছে, স্বামীর কাছে স্ফীর দায়দায়িত্ব পালনটা কেন দোষের বলে ধরছেন।'

'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, আমার কাছ থেকে কী আপনার চাই?'

'আমি চাই যে লোকটাকে আমি যেন এখানে না দেখি আর আপনি
এমনভাবে চলবেন যাতে সমাজ বা চাকরবাকরেরা আপনার বিরুদ্ধে
অভিযোগ আনতে না পারে... এবং আপনি ওর সঙ্গে দেখা না করেন।
মনে হয় এটা তেমন বেশি কিছু নয়। এর জন্যে আপনি স্থার দায়িত্ব
পালন না করেও সাধ্বী স্থার অধিকার ভোগ করবেন। আপনাকে এই
কথাটাই বলতে চাইছিলাম। এবার আমার বাবার সময় হয়ে গেছে।
বাজিতে খাব না।'

উনি উঠে গেলেন দরজার দিকে। আমাও উঠলেন। নীরবে উনি মাথা নুইয়ে পথ করে দিলেন আমার যাবার জন্য।

বিচালিস্ত পের ওপর যে রাতটা লেভিন কাটান সেটা তাঁর ওপর ছাপ না ফেলে যায় নি; যে চাষ-আবাদ তিনি দেখছিলেন তাতে তাঁর বিরাগ ধরল, কোনো আগ্রহ আর রইল না তাতে। চমংকার ফসল হলেও এ বছরের মতো এত অসাফল্য এবং তাঁর ও চাষীদের মধ্যে এত শত্রুতা আর কখনো দেখা যায় নি, অন্ততপক্ষে তাঁর মনে হল যে দেখা যায় নি। এই অসাফল্য আর শন্ত্রতার কারণ এখন তাঁর কাছে একেবারে পরিষ্কার। খোদ কাজ করার মধ্যেই যে অপূর্বতা তিনি অনুভব করেছিলেন, তার ফলে চাষীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, তাদের প্রতি, তাদের জীবনের প্রতি তাঁর ঈর্ষা, যে জীবনে চলে যাবার জন্য তাঁর বাসনা, সে রাতে যেটা আর স্বপ্ন নয়, সুচিস্তিত সমস্ত খ্রটিনাটি নিয়ে তাঁর একটা সংকল্প, — চাষ-আবাদ দেখাশোনা নিয়ে তাঁর দ্রন্থিভঙ্গি এ সবে এত বদলে গেল যে তিনি ও কাজে পূর্বের আগ্রহ আর বোধ কবতে পারলেন না, কর্মীদের সঙ্গে যে নিজের বিরুপ সম্পর্কটা গোটা ব্যবস্থাটার ভিত্তি, না দেখে পারলেন না সেটা। পাভার মতো উন্নত জাতের গর, সার ফেলা হাল দেওয়া মাটি, ঝোপে ঘেরা নর্যাট সমতল খেত, গভীর করে গোবর দেওয়া নব্বই দেসিয়াতিনা জমি, হলরেখা বরাবর বপন-যন্ত্র ইত্যাদি — এ সবই চমংকার যদি এগালি তিনি করতেন নিজে অথবা তার প্রতি সহান্ত্রতিশীল বন্ধদের সঙ্গে একত্রে। কিন্তু এখন তিনি পরিষ্কার দেখতে পেলেন (কৃষি নিয়ে যে লেখাটায় তিনি বলেছেন যে জোতের প্রধান উপাদান হওয়া উচিত শ্রমিক, তা নিয়ে খাটতে গিয়ে এ ব্যাপারে বহু, দিক থেকে সাহায্য হয়েছে তাঁর), পরিষ্কার দেখতে পেলেন, যে চাষ-আবাদ তিনি দেখাশোনা করছিলেন সেটা কেবল তার আর তার কমীদের মধ্যে একরোখা নির্মাম একটা সংগ্রাম যাতে এক দিকে, তাঁর পক্ষে ছিল সেরা নিদর্শন বলে তিনি যা গণ্য করছেন সেই অনুসারে সর্বাকছা ঢেলে সাজার জন্য নিরন্তর প্রাণপণ প্রয়াস, অন্যাদিকে দ্বভার্বাসন্ধ একটা গতানুগতিকতা। এই সংগ্রামে তিনি দেখলেন যে তাঁর দিক থেকে প্রচন্ড শক্তি নিয়োগ এবং অপর দিকে কোনোর্প প্রয়াস, এমর্নাক ইচ্ছারও অভাবে ফল হয়েছে কেবল এই যে চাষবাসে দাঁড়ায় নি কিছু, একেবারে খামোকা নন্ট হয়েছে চমংকার হাতিয়ারপত্র, চমংকার গবাদি পশ্ব আর মাটি। প্রধান কথা, এই দিকে নিষ্কু কর্মোদ্যোগ শুখ্ বে একেবারে বুখা গেছে তাই নয়, এখন — তাঁর চাব-আবাদের অর্থ যখন তার কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়েছে তখন তিনি এটা অনভেব না করে পারেন না যে কর্মোদ্যোগের লক্ষ্যটাই ছিল অমর্যাদাকর। আসলে সংগ্রামটা কী নিয়ে? তাঁর দিক থেকে প্রতিটি পয়সা নিয়ে (আর তা না হয়ে পারে না. কেননা উদ্যমে ঢিল দিলে শ্রমিকদের বেতন দেবার মতো টাকাও জ্বটবে না তাঁর), আর ওরা শ্ব্ধু শাস্তিতে আর আনন্দে, অর্থাৎ যেভাবে তারা অভান্ত শুধু সেইভাবে খাটার পক্ষপাতী। তাঁর স্বার্থ হল প্রতিটি মুনিষ যেন বথাসম্ভব বেশি খাটে, না ঝিমোয়, যেন চেন্টা করে চাষের যন্ত্রপাতি ভেঙে না ফেলতে, যে কাজটা সে করছে তা নিয়ে যেন মাথা ঘামায় : মুনিষের কিন্তু ইচ্ছে যথাসম্ভব আনন্দে, বিশ্রাম নিয়ে খাটার. সবচেয়ে বড়ো কথা, খাটতে চায় বিনা চিস্তা-ভাবনায়, ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে। এবারকার গ্রীচ্মে লেভিন এটা লক্ষ্য করেছেন প্রতি পদে। যেসব খারাপ দেসিয়াতিনা আগাছা আর ঝোপঝাড়ে ভরে উঠেছে, ক্লোভার থেকে বীজ ভালো হবে না, সেখানে বিচালির জন্য ক্লোভার কাটতে পাঠান তিনি, ওরা একের পর এক বাঁজের উপযোগী সেরা দেসিয়াতিনাগুলো কেটে সাফ করলে আর কৈফিয়ং দিলে যে গোমস্তা তাই বলেছিল এবং এই বলে সাম্বনা দিলে যে বিচালি হবে চমংকার: কিন্তু উনি জ্বানতেন যে ব্যাপারটা ঘটেছে কারণ এই দেসিয়াতিনাগ;লোয় ঘাস কাটা সহজ। বিচালি ঝাঁকাবার জন্য যন্ত্র পাঠালেন তিনি, প্রথম সারিতেই ভেঙে ফেলা হল সেটা, কারণ মাথার ওপরে আন্দোলিত পাখনার তলে বসে থাকতে চাষীর বেজার লাগছিল। তাঁকে বলা হল 'ভাবনা করবেন না গো, মেয়েরা ঝটাঝট ঝাঁকিয়ে দেবে।' লাঙ্গল অকেন্ডো হয়ে পড়ল কেননা মূনিষ্টার খেয়ালই হল না যে উঠে আসা ফালটা নামিয়ে দেওয়া দরকার, তার বদলে জবরদন্তি করে হাল দিয়ে সে ঘোড়াকে কন্ট দিলে, নন্ট করলে জমি; আর তাঁকে বলা হল শাস্ত থাকতে। ঘোড়া ছেড়ে দেওয়া হল গমখেতে, কেননা কোনো মুনিষই রাত-পাহারার কাঞ্চে থাকতে চায় নি এবং বারণ করা সত্তেও তারা রাত পাহারায় রইল পালা করে, আর সারা দিন খাটার পর ঘুমিয়ে পড়ল ভান্কা এবং নিজের দোষের জন্য এই বলে অন্তোপ করলে, 'সে আপনার যা মজি গো মালিক।' তিনটে সেরা বাছার মারা পড়ল কারণ জল না খাইয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল দ্বিতীয় বার গঞ্জানো ক্লোভারের জমিতে: আর কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইল না যে ওরা ফে'পে উঠেছে ক্লেভার

খেরে আর সান্ত্বনা দিলে যে প্রতিবেশীর একশ' বারোটি গর্ম মারা পড়েছে তিন দিনে। এ সব ঘটছিল এই জন্য নয় যে কেউ লেভিন বা তাঁর জােতজমির ক্ষতি চাইছিল; উল্টে বরং লেভিনের জানা ছিল যে ওরা তাঁকে ভালোবাসে, তাঁকে মনে করে সরল বাব্লোক (যার অর্থ সর্বোচ্চ প্রশংসা); এ সব ঘটত কারণ ওরা খাটতে চাইত আনন্দে-ফুর্তিতে, বিনা চিন্তা-ভাবনায় আর লেভিনের স্বার্থ ওদের কাছে শ্মুন্ পরকীয় ও দ্বর্বোধ্যই নয়, তাদের নিজেদের ন্যায়্য স্বার্থের মারাত্মক বিরোধী। বহ্ম দিন থেকেই লেভিন চায়-আবাদের সক্ষে নিজের সম্পর্কে অসস্তোষ বোধ করে আসছিলেন। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে তাঁর নােকায় জল উঠছে, সম্ভবত ইচ্ছে করেই আত্মপ্রতারণায় ফুটোটা তিনি খােজেন নি, পান নি। কিন্তু এখন নিজেকে আর প্রতারণা করা চলে না। যে চায়-আবাদ তিনি চালাচ্ছিলেন সেটা তাঁর কাছে শ্মের্ব্ আকর্ষণহন্তন নয়, বিরক্তিকর হয়ে উঠল, ও নিয়ে আর তিনি ব্যাপ্ত থাকতে পারেন না।

এর সঙ্গে আবার যোগ দিয়েছে তাঁর কাছ থেকে তিরিশ ভাষ্ট দরে কিটি শ্যেরবাংস্কায়ার উপস্থিতি, যাকে তিনি দেখতে চাইছেন অথচ পারছেন না। <mark>যখন উনি দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা অব্লোন্স্কা</mark>য়ার ওখানে গিয়েছিলেন উনি তখন আসতে বলেছিলেন লেভিনকে: আসতে বলেছিলেন যাতে বোনের কাছে উনি প্রনরায় বিবাহপ্রস্তাব দেন। ইঙ্গিত করেছিলেন যে সেটা এখন সে গ্রহণ করবে। কিটি শ্যেরবাৎস্কায়াকে দেখে লেভিন নিজেও বুৰোছলেন যে কিটিকে তিনি ভালোবাসেন এখনো: কিন্তু কিটি অব্লোন্স্কিদের ওখানে আছে এটা জানা থাকায় তিনি সেখানে যেতে পারেন না। তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন আর সে যে তা প্রত্যাখ্যান করেছে, এতে সূষ্টি হয়েছে ওঁদের মধ্যে এক অনতিক্রম্য বাধা। 'কিটি যাকে চেয়েছিল তার দ্বী হতে সে পারল না, শুধু এই কারণেই আমি তাকে অনুরোধ করতে পারি না আমার স্থা হতে' — মনে মনে ভাবলেন লেভিন। এই ভাবনাটা তাঁকে করে তুলল কিটির প্রতি নিরুত্তাপ ও বিরুপ। 'ভর্ণসনার **किंग किंदा कि किंदा कि अंदिक कथा विज्ञा, विद्युष्ट क्वार्य ना करत उदक** তাকিয়ে দেখার সাধ্য আমার হবে না, এতে সে শুধু আমাকে আরো ঘ্ণা করবে এবং তাই উচিত। তা ছাড়া এখন, দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আমায় যা বলেছেন তারপর কী করে ওঁদের ওখানে যেতে পারি? ওঁর বলা থেকে আমি যা জেনে গেছি সেটা কি না-দেখাতে পারি আমি? আর মহতু

নিরে আমি কিনা বাব তাকে ক্ষমা করতে, কৃপা করতে। তার সামনে কিনা নেব ক্ষমাশীল প্রেমদাতার ভূমিকা!.. কেন যে দারিরা আলেক্ সান্দ্রভনা আমার ওটা বললেন? দৈবাৎ আমি যদি ওকে দেখতে পেতাম, তাহলে স্বকিছ্র হতে পারত আপনা থেকে. কিন্তু এখন তা অসম্ভব, অসম্ভব!

কিটির জন্য মেয়েদের একটা জিন চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। লিখেছিলেন, 'শ্বনেছি আপনার জিন আছে। আশা করি নিজেই সেটা নিয়ে আসবেন।'

এটা তাঁর সহ্যাতীত। বৃদ্ধিমতী সৃ্চরিতা নারী বোনকে এমন হীনতায় ফেলতে পারেন কী করে! গোটা দশেক চিঠি লিখলেন তিনি, কিন্তু সব ছি'ড়ে ফেলে জিনটা পাঠালেন কোনো জবাব না দিয়ে। তিনি যাবেন একথা লেখা অসম্ভব কারণ তিনি যেতে পারেন না। আবার উনি যেতে পারছেন না কারণ কিছ্ একটা বাধা আছে অথবা অন্য কোথাও চলে যাচ্ছেন, একথা লেখা আরো খারাপ। জবাব না দিয়ে জিনটা পাঠালেন এই চেতনা নিয়েই যে একটা লজ্জার কাজ করলেন, পরের দিন বিরক্তিকর চাষবাসের সমস্ত ভার গোমস্তার হাতে তুলে দিয়ে তিনি বন্ধু ভিত্তরাজ্ঞাক্তিকর কাছে চলে গেলেন দ্রের উয়েজ্দে যার কাছাকাছি আছে একটা চমৎকার ল্লাইপ জলা। ওঁর ওখানে যাবার সংকলপ তাঁর বহুদিনের, সেটা প্রণ করার অন্রেধ জানিয়ে সম্প্রতি চিঠিও লিখেছেন বন্ধুটি। স্ব্রোভচ্চিক উয়েজ্দের লাইপ জলা বহুদিন প্রলুক্ত করেছে লেভিনকে, কিন্তু বিষয়কর্মের দর্ন যাত্রাটা তিনি কেবলি পেছিয়েছেন। এবার কিন্তু শ্যেরবাংচ্কিদের নৈকটা, বড়ো কথা বিষয়-আশায় ছেড়ে ঠিক শিকারে যেতেই আনন্দ হল তাঁর। সমস্ত দৃঃখকণ্টে শিকারেই তিনি পেয়েছেন সেরা সান্তুনা।

n se n

স্রোভঙ্গ্নি উরেজ্দে রেলপথ বা ডাকপথ কিছ্বই ছিল না. লেভিন গেলেন নিজের ঘোড়ায় টানা তারাস্তাসে।

মাঝপথে ঘোড়াগ্নলোকে খাওয়াবার জন্য লেভিন থামলেন এক ধনী চাষীর বাড়ির কাছে। গালের কাছে পেকে যাওয়া পার্টকিলে চাপদাড়িওয়ালা এক টেকো চাঙ্গা বুড়ো ফটক খুলে থামের সঙ্গে সেটে তিন ঘোড়ার গাড়িটার

যাবার পথ করে দিলে। রোদপোড়া কাঠের লাঙল রাখা পরিচ্কার-পরিচ্ছম প্রশস্ত একটা নতুন আছিনার চালার তলে ঘোড়াগ্রলোকে রাখবার জারগাটা কোচোরানকে দেখিরে দিরে ব্র্ড়ো লেভিনকে ডাকল বড়ো ঘরে। বিনা মোজার গালোশ পরা পরিচ্ছম পোশাকের একটি য্বতী ঘাড় গর্বজ নতুন বারান্দার মেঝে ঘর্ষছিল। লেভিনের পেছ্র পেছ্র ছ্রটে আসা কুকুরটা দেখে ভয় পেরে চেচিরে উঠল সে, কিন্তু কামড়াবে না শ্রনে তক্ষ্বনি নিজের ভয় পাওয়াতেই হেসে ফেললে। আজিন-গ্রটনো হাত তুলে বড়ো ঘরের দরজাটা দেখিরে দিয়ে নিজের স্বন্দর ম্থখানা লর্বিরে ফের পরিচ্কার করতে লাগল মেঝে।

মেরেটি জিগ্যেস করলে, 'সামোভার আনব?' 'তা আন্ব-না।'

ঘরখানা বেশ বড়ো, পার্টিশান দেওয়া, একটা ওলন্দাজ চুল্লি আছে। দেবপটগন্লোর নিচে রঙিন নকশা আঁকা টেবিল, বেণ্ডি, দ্বটি চেয়ার। ঢোকার মন্থে বাসন-পত্রে ভরা আলমারি। জানলার খড়খড়ি বন্ধ, মাছি তাই কম, আর সবই এমন ঝকঝকে তকতকে যে লেভিনের ভয়ই হল, রাস্তায় ছন্টতে ছন্টতে তাঁর কুকুর লাস্কা জলে ডুব দিয়ে এসেছে, সে আবার মেঝে না মাড়ায়, দরজার কাছে এক কোণে তাকে বসে থাকবার হন্কুম দিলেন তিনি। ঘরখানা দেখে লেভিন পেছনকার আঙিনায় বেরনুলেন। গালোশ পরা সন্ত্রী মেয়েটি বাঁকে দ্বটো খালি বালতি দোলাতে দোলাতে লেভিনের সামনে দিয়ে ছন্টে গেল কুয়ো থেকে জল আনতে।

'চটপট!' তার উদ্দেশে ফুর্তিতে চে'চিয়ে ব্বড়ো এল লেভিনের কাছে। 'মশায়ের কি নিকোলাই ইভানোভিচ স্ভিয়াজ্স্কির ওখানে যাওয়া হচ্ছে? আমাদের এখানেও উনি এসে থাকেন' — অলিন্দের রেলিঙে কন্ই ভর দিয়ে ব্বড়ো শ্বর্ করল আলাপের আগ্রহ নিয়ে।

সিভয়াজ্ স্কির সঙ্গে তার পরিচয়-বৃত্তান্তের মাঝখানে ফের ক্যাঁচকাঁচ কবে উঠল ফটক, কাঠের লাঙল আর মই নিয়ে খেত খেকে আঙিনায় ফিরল ম্নিবেরা। লাঙল আর মইয়ের সঙ্গে জ্যোতা ঘোড়াগ্ললো হুণ্টপ্লুট, বড়ো বড়ো। ম্নিবেরা স্পণ্টতই ঘরের লোক, দ্'জন জোয়ান, পবনে ক্যালিকো কাঙ্গিজ, মাথায় টুপি, বাকি দ্'জন ঘরে বোনা জামা পরা ভাড়া করা ম্নিষ — একজন ব্ডো, অনাজন ছোকরা। অলিন্দ থেকে নেমে ব্ডো গেল ঘোড়া খ্লতে।

'কী চযলে?' লেভিন জিগ্যেস করলেন।

'আল্ব। আমাদেরও জমি আছে। ফেদত, খাসি খোড়াটাকে তুই ছাড়িস না, পাতনার সঙ্গে বে'ধে রাখ, অন্যটাকে জ্বতব।'

'কী বাবা, আমি যে ফাল আনতে বলেছিলাম, এনেছো?' জিগ্যেস করলে দীর্ঘাঙ্গী স্বাস্থ্যবান এক ছোকরা, স্পন্টতই বুড়োর ছেলে।

'ওই যে... স্লেজে' — লাগামগনলো খনলে গন্টিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে বন্ডো বললে, 'ওরা খেতে খেতে জন্ডে ফ্যাল।'

ভরা বালতিতে টানটান কাঁধে স্থা মেরেটি ঢুকল বারান্দায়। কোখেকে দেখা দিল আরো মেয়ে — অলপবয়সীরা স্কুদরী, মধ্যবয়সী ও বৃদ্ধারা অস্কুদর, কারো সঙ্গে শিশ্ব, কারো নেই।

গোঁ-গোঁ করে উঠল সামোভারের নল। ঘোড়াগ্রলোর ব্যবস্থা করে মজ্বর আর ঘরের লোক সবাই গেল খেতে। লোভিন গাড়ি থেকে নিজের খাবার-দাবার এনে ব্রড়োকে আমন্ত্রণ করলেন তাঁর সঙ্গে চা খেতে।

'আজ চা তো খাওয়া হয়ে গেছে' - ব্র্ড়ো বললে, স্পণ্টভই আনন্দের সঙ্গে প্রস্তাবটা গ্রহণ করে, 'তবে সঙ্গদান করা আর-কি।'

চা খেতে খেতে ব্রড়োর বিষয়-আশয়ের সমস্ত থবরাথবর শ্রনলেন লেভিন। দশ বছর আগে জমিদারণীর কাছ থেকে একশ' বিশ দেসিয়াতিনা জমি সে ইজারা নেয়, গত বছর জমিটা সে কিনে নিয়েছে। আরো তিনশ দেসিয়াতিনা সে পত্তানি নিয়েছে পাশের জমিদারের কাছ থেকে। জমিটার অন্পাংশ, সবচেয়ে খারাপ যেটা, নিজেই সে পত্তনি দিয়েছে অন্যকে। সে নিজে পরিবারের লোকজন আর দুটি মুনিষ ভাড়া করে চষেছে মাঠের চল্লিশ দেসিয়াতিনা। বুড়ো খেদ করলে যে অবস্থা ভালো যাচ্ছে না। তবে লেভিন **त्**यत्नन य त्थमठा त्नदार त्रोजनावगठ, विषय-आगय ভात्नारे ठनाह। খারাপ হলে একশ' পাঁচ রুবুল দরে জমি কিনত না, বিয়ে দিত না তিন ছেলে আর ভাইপোর, আগনে লাগার পর দু'বার নতুন করে বাড়ি বানাত না, আর প্রতিবারই তা আগের চেয়ে ভালো। বুড়োর খেদ সত্ত্বেও বেশ বোঝা যাচ্ছিল সে সঙ্গত কারণেই নিজের গ্রীবৃদ্ধিতে গর্বিত, নিজের **ष्ट्रालाम्ब निराम, ভाইপোকে निराम, रवीमारम**त निराम, रामाणा, गत्र, এवर विरामय করে সে যে এই সম্পত্তিটা চালাচ্ছে গবিত তার জন্য। বুড়োর সঙ্গে কথাবার্তা থেকে লেভিন জানতে পারলেন নতুনত্ব প্রবর্তনে সে মোটেই গররাজী নয়। আল, বুনেছে সে, আর আসার সময় লেভিন যা দেখেছেন.

আল্ব্যাছগ্রলোর ফুল এর মধ্যেই ঝরে ফল দিতে শ্রের্ করেছে ঝেক্ষেরে লেভিনের নিজের আল্ব্যাছগ্র্লোর ফুল ফুটতে শ্রের্ করেছে সবে। জমিদারের কাছ থেকে নেওয়া লাঙল, যাকে সে বলছিল লাওল, তা দিয়ে আল্ব্যাছগ্র্লোর চারপাশের মাটি সে আলগা করে দেয়। গম ব্নেছে সে। ছোটু একটা ঘটনা বিশেষরকম অবাক করল লেভিনকে: রাই খেত নিড়ানির সময় সে ওই নিড়ানির রাই খাওয়াত ঘোড়াকে। চমংকার এই খাদাটা নছট হচ্ছে দেখে লেভিন কত বার ওগ্র্লো সংগ্রহ করতে চেয়েছেন কিন্তু প্রতিবারই দেখা গেছে তা অসম্ভব। এ চাষীটি কিন্তু তা করেছে, এ খাদ্যের প্রশংসায় সে পঞ্চম্খ।

'মাগীগন্লো আছে কী করতে? রাস্তায় ডাঁই করে রাখন্ক, গাড়ি এসে নিয়ে যাবে।'

'আর আমাদের, জমিদারদের মহা ঝামেলা মজ্বর নিয়ে' — এক গ্লাস চা এগিয়ে দিয়ে লেভিন বললেন।

'ধন্যবাদ' — ব্বড়ো বললে। চা সে নিলে, কিস্তু চিনি নিতে চাইল না, কামড়ে খাওয়া একদলা মিছরি পড়ে ছিল, সেটা সে দেখাল। বললে, 'ম্নিষ দিয়ে কাজ চলে কখনো? শ্ব্বই লোকসান। এই স্ভিয়াজ্স্কির কথাই ধর্ন-না কেন। কী জমি সে তো আমরা জানি, সরেস, কিস্তু ফসলটি তেমন হয় কি? সবই হেলা ফেলা!'

'কিন্তু তুমিও তো মুনিষ খাটিয়ে চালাও?'

'আমরা যে চাষী গো। নিজেরাই সব দেখি। কাজ যদি খারাপ করে দ্র হও: নিজেরাই চালিয়ে নেব।'

'বাবা, ফিনোগেন আলকাতরা চাইছে' — ঘরে ঢুকে বললে গালোশ পরা মেরেটি।

'এই হল গে ব্যাপার বাব্ !' উঠে দাঁড়িয়ে ব্বড়ো বললে, দ্রুশ করলে সে অনেকখন ধরে, তারপর লেভিনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

কোচোয়ানকে ডাকবার জন্য লেভিন যথন কুটিরের ভেতরে ঢুকলেন, দেখলেন সব প্রব্বেরা টেবিন্স ঘিরে বসেছে। মেয়েরা পরিবেশন করছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। হৃদ্টপূষ্ট ছোকরা একটি ছেলে একগ্রাস চর্ মুখে প্রবে হাস্যকর কী একটা ব্যাপার বলছিল আর সবাই ফেটে পড়ছিল হাসিতে. বিশেষ করে গালোশ পরা মেয়েটা, পেয়ালায় বাঁধাকপির স্প ঢালছিল সে। এই কৃষক গ্রটি লেভিনের মনে সম্দির যে ছাপ ফেলেছিল, গালোশ

শিক্ষা নিয়ে তাঁর কোনো জাঁক নেই। এমন বিষয় নেই যা তিনি জানতেন না; কিন্তু নিজের জ্ঞান তিনি জাহির করতেন কেবল বখন তা করতে বাধ্য হতেন। তাঁকে ওঁছা বলতে লেভিন পারেন আরো কম, কেননা নিঃসন্দেহেই স্প্রেমজ্ স্কি ছিলেন সং, সদাশর, বিচক্ষণ লোক, সজীব ফুর্তিতে তিনি নিরস্তর যে কাজ করে যেতেন, চারপাশের লোকেরা তাতে খ্বই ম্লা দিত এরং নিশ্চয় সজ্ঞানে কোনো খারাপ কাজ তিনি কখনো করেন নি, তাঁর পক্ষে করা সম্ভবই নয়।

লেভিন চেণ্টা করেছেন তাঁকে ব্রুতে কিন্তু ব্রুতে পারেন নি, তিনি এবং তাঁর জীবন লেভিনের কাছে সর্বদা মনে হয়েছে একটা জীবস্ত প্রহেলিকা।

লোভনের সঙ্গে তাঁর বন্ধত্ব ছিল, তাই দিভয়াজ্ দিককে জেরা করে তাঁর জীবনদ্িটার মূলে পেণছিনোর চেণ্টা করা সম্ভব বলে লোভিন মনে করেছিলেন; কিন্তু সর্বদা বৃথা হয়েছে সে চেণ্টা। যতবার দিভয়াজ্ দিকর মানসের যে অভ্যর্থনা কক্ষ সবার কাছে উদ্মুক্ত তার আরো ভেতরে যেতে গেছেন, ততবার দিভয়াজ্ দিক যে সামান্য বিব্রত বোধ করছেন, সেটা নজরে পড়েছে তাঁর; প্রায় অলক্ষ্য একটা শংকা ফুটেছে তাঁর দ্ভিটতে, যেন ভয় পাছেন লোভিন তাঁকে বৃবেধ ফেলবেন, সহৃদয় হাসিখ্ শিতে তিনি নিরস্ত করেছেন লোভিনকে।

এখন, বিষয়-আশয়ে মোহভঙ্গ হবার পর দিভয়াজ্ দিকর ওখানে যাওয়াটা খ্বই মনোরম লেগেছিল লেভিনের কাছে। নিজেদের এবং অন্য সবাইকে নিয়ে খ্লি এই সোভাগ্যবান কপোতেরা, তাঁদের স্ক্রের বাসাটি তাঁর ওপর যে স্খাবেশ ফেলছিল সে কথা ছেড়ে দিলেও নিজের জীবনে অতি অসস্তৃত্ট বোধ করে লেভিনের ইচ্ছে হচ্ছিল দিভয়াজ্ দিকর মধ্যে তিনি সেই গোপন রহস্যটা ধরতে পারবেন, যা তাঁর জীবনে এনে দিছে এতটা দপত্তা. স্নির্দিণ্টতা আর আনন্দ। তা ছাড়া লেভিন জানতেন যে দিভয়াজ্ দিকর প্রতিবেশীরা জোতদার, আর জোতজমা নিয়ে, ফসল, ভাড়া করা মন্নিষ্ ইত্যাদি নিয়ে যে কথাবার্তাগ্রেলা সবচেয়ে নিচু স্তরের গণ্য করা হয় বলে লেভিন জানতেন কিন্তু যা তাঁর কাছে এখন একমাত্র গ্রের্প্ণ্র্ণ, তা শোনা এবং তা নিয়ে কথার আদানপ্রদান তাঁর কাছে এখন অতি আগ্রহজনক। 'এটা হয়ত ভূমিদাসপ্রথার আমলে কিংবা ইংলন্ডের ক্ষেত্রে গ্রুত্বপূর্ণ নয়, উভয় ক্ষেত্রেই পরিস্থিতিটা স্নির্নির্দ্তি। কিন্তু আমাদের এখনে এখন বখন

সবকিছ্ব ওলটপালট হয়ে গেছে এবং মাত্র স্বান্থির হচ্ছে, পরিস্থিতিটা কিরকম হওয়া উচিত, এ প্রশ্ন যখন সবে দানা বাঁধছে, তখন রাশিয়ায় শৃধ্ব এইটেই গ্রুত্বপূর্ণ প্রশ্ন' — ভাবলেন লেভিন।

লেভিন বা আশা করেছিলেন, শিকারটা তেমন ভালো হল না। জলা শ্বিকরে গিয়েছিল; স্নাইপ ছিল না একটাও। সারা দিন তিনি ঘ্রলেন, আনলেন শ্ব্ব তিনটে পাখি, তবে শিকার থেকে ফিরলে সর্বদা তাঁর বা হয়, এলেন চমংকার ক্ষিদে, চমংকার মেজাজ আর প্রচণ্ড শারীরিক শ্রমের পর তাঁর মানসিকতায় বরাবর যে উত্তেজনা দেখা দেয় তাই নিয়ে। এবং শিকারকালে, যখন মনে হচ্ছিল তিনি কিছ্ই ভাবছেন না, তখনো থেকেই থেকেই তাঁর মনে পড়ছিল বৃদ্ধ আর তার সংসারের কথা আর সেটা যেন শ্ব্ব মনোযোগ নয়, তার সঙ্গে জড়িত কী একটার সমাধানও দাবি করছিল। সন্ধ্যায় চায়ের টেবিলে একটা অছির ব্যাপার নিয়ে আগত দ্ই জ্যোতদারের উপস্থিতিতে শ্বর হল লেভিনের প্রত্যাশিত সেই চিত্তাকর্ষক

আলাপটা।

চায়ের টেবিলে লেভিন বর্সেছিলেন গৃহকর্ত্রীর কাছে, তাই তাঁর এবং লেভিনের সামনে উপবিষ্ট বোর্নাটর সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা চালাতে হয়। গোলগাল মুখ গৃহস্বামিনীর। পাতলা রঙের চুল, মাথায় খাটো, কেবলি জবলজবল করছেন গালের টোলে আর হাসিতে। তাঁর স্বামী লেভিনের কাছে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রহেলিকা হাজির করেছেন লেভিন চেণ্টা করলেন ওঁর মারফত সেটার সমাধান পেতে: কিন্তু অবাধ চিন্তার সুযোগ তাঁর হচ্ছিল না কেননা কন্টকর অর্ম্বাস্ত হচ্ছিল তাঁর। কন্টকর অর্ম্বাস্ত তাঁর হচ্ছিল এই জন্য যে তাঁর সামনে বর্সেছিল গৃহস্বামীর শালী, লেভিনের মনে হল সে যে পোশাকটা পরেছে সেটা বিশেষ করে তাঁর জন্যই. তাতে শাদা বুকের ওপর বিশেষরকমের একটা উন্মুক্ত ট্রাপেজইডাল কাট: বুক ধবধবে শাদা হওয়া সত্ত্বেও, কিংবা বিশেষ করে বৃক্ ধবধবে শাদা বলেই ওই চতুষ্কোণ কাটটা লেভিনের চিন্তার স্বাধীনতা হরণ কর্রছল। তিনি কল্পনা করলেন, খুব সম্ভবত ভূল করে, যে কাটটা তাঁর কথা ভেবেই করা হয়েছে। ভাবলেন ওটার দিকে তাকাবার অধিকার নেই তাঁর এবং চেন্টা করলেন ना ठाकारठ; किन्नु अन्युच्च कतरामन, काठेठा रय कता शरारह, भास, स्मर्थ জন্যই তিনি দোষী। লেভিনের মনে হল তিনি দোষী। লেভিনের মনে হল তিনি কাউকে প্রতারণা করছেন, তাঁর উচিত কিছু একটা বুঝিয়ে

বলা, কিন্তু সেটা বোঝানো কিছুতেই চলে না, তাই তিনি অনবরত লাল হয়ে উঠতে লাগলেন, বোধ করলেন অস্থিরতা আর অস্বন্তি। তাঁর অস্থিরতা সঞ্জারত হল স্কুদরী শালীটির মধ্যেও। কিন্তু গৃহকর্ত্তী মনে হল সেটা লক্ষ্য করছেন না এবং ইচ্ছে করেই তাঁকে টানলেন কথাবার্তায়।

'আপনি বলছেন যে' — শ্রের্ করা আলোচনাটা চালিয়ে গেলেন গ্রেকর্ত্রী, 'র্শী সর্বাকছনতে আমার স্বামীর আগ্রহ থাকতে পারে না। বরং উল্টো, বিদেশে থাকলে তিনি খ্রিশ হন, কিন্তু কখনোই এখানকার মতো নয়। এখানে নিজেকে তিনি অন্ভব করেন স্বীয় পরিবেশে। কত কাজ ওঁর, সর্বাকছনতে আগ্রহী হবার গ্রণ আছে তাঁর। ওহো, আমাদের ইশকুলে গেছেন আপনি?'

'দেখেছি... আইভিতে ছাওয়া বাড়িটা তো?'

'হ্যাঁ, ওটি নাশ্তিয়ার কীতি' — বোনকে দেখিয়ে বললেন তিনি।

'আপনি নিজেই পড়ান?' লেভিন জিগোস করলেন কাটটা এড়িয়ে তাকাবার চেন্টা করে যদিও টের পাচ্ছিলেন, যেদিকেই তিনি তাকান না কেন, কাটটা তাঁর চোখে পড়বেই।

'হ্যাঁ, আমি নিজেই পড়াতাম এবং পড়াই, তবে আমাদের শিক্ষয়িত্রীটি চমংকার। শরীরচর্চাও চাল্ম করেছি আমরা।'

'না, ধন্যবাদ, আর চা খাব না' — লেভিন বললেন, এবং অন্তব করছিলেন যে অসোজন্য হচ্ছে, কিন্তু এ কথোপকথন আর চালাতে পারছেন না তিনি, লাল হরে উঠে দাঁড়ালেন। 'খ্ব আগ্রহোন্দীপক কথাবার্তা কানে আসছে' — যোগ দিলেন তিনি এবং গোলেন টেবিলের অন্য প্রান্তে যেখানে বর্সোছলেন গৃহস্বামী ও জোতদার দ্'জন। স্ভিয়াজ্ স্কি বর্সোছলেন টেবিলের দিকে পাশকে হয়ে, কন্ই ভর দিয়ে কাপ ঘোরাছিলেন, অন্য হাত ম্ঠো করে দাড়ি ধরে থেকে থেকে তা নাকের কাছে নিয়ে যাছিলেন আবার নামিয়ে আনছিলেন, যেন শ্কৈছেন। জবলজ্বলে কালো চোখে তিনি সোজা তাকিয়ে ছিলেন পাকা-মোচ জোতদারের দিকে, স্পত্টতই ভদ্রলোক যা বলছিলেন তাতে মজা পাছিলেন তিনি। চাষিদের তিনি নিন্দা করছিলেন। লেভিন বেশ ব্রুতে পারছিলেন, এর এমন জবাব স্ভিয়াজ্ স্কির জানা আছে যে সঙ্গে সঙ্গেই ওঁর সমস্ত বক্তব্য ধ্লিসাং হয়ে যাবে, কিন্তু যে পদে তিনি অধিন্ঠিত তাতে সে জবাব দেওয়া যায় না, তাই জোতদারের মজাদার বক্তব্য তিনি শ্বনে যাছেন তিপ্তির সঙ্গেই।

পাকা-মোচ জোতদারটি স্পন্টতই ভূমিদাসপ্রথার ঝান্ ভক্ত। গ্রামের প্রনো বাসিন্দা, বিষয়-আশরের কড়া মালিক। লেভিন তার লক্ষণ দেখলেন পোশাকে — সাবেক কালের জীর্ণ সার্টুকে, যাতে জোতদার অনভাস্ত, তাঁর বৃদ্ধিমান দ্রুকৃটিত চোখে, তাঁর রুশ ভাষার বাঁধ্বনিতে, স্পন্টতই দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় রপ্ত করা প্রভূষবাঞ্জক স্বরে, অনামিকায় একটা প্রনো পরিণায়াঙ্গ্রনী পরা বড়ো বড়ো লাল রোদপোড়া হাতের দৃঢ় ভক্তিতে।

11 29 11

'ষা গড়ে তুলেছি, যত মেহনত ঢালা হয়েছে, তা সব ভাসিয়ে দিতে মায়া না হলে... দ্বে ছাই বলে নিকোলাই ইভানিচের মতো চলে যেতাম... 'স্বদরী হেলেন' শ্বনতে' — ব্দিমান বৃদ্ধ ম্থখানা প্রসন্ন হাসিতে উন্তাসিত করে বললেন জোতদার।

'ভাসিয়ে তো দিচ্ছেন না' — বললেন নিকোলাই ইভানোভিচ স্ভিয়াজ্স্কি, 'তার মানে খতিয়ে দেখেছেন।'

'খতিয়ে দেখা সে শৃধ্ একটাই, নিজের বাড়িতে থাকি, কেনা নয়, ভাড়া করা নয়। তা ছাড়া আরো আশা রাখি যে চাষীদের চৈতন্য হবে, নইলে বিশ্বাস কর্ন, এ শৃধ্ মাতলামি, লাম্পটা! জমি কেবল ভাগের পর ভাগ, ঘোড়া নেই, গর্ নেই। না খেয়ে মরবে, তাকে মজনুর খাটাও, আপনার সর্বনাশ করার বৃদ্ধিতে ঘাটতি পড়বে না, তার ওপর আবার সালিশী আদালতে টেনে নিয়ে যাবে।'

'সালিশী আদালতের কাছে আপনিও নালিশ কর্ন' — বললেন শ্ভিয়াজ্মিক।

'আমি নালিশ করব? জান গেলেও নয়! এমন গা্জব রটবে যে নালিশে আনন্দ পাব না! এই কারখানার কথাই ধর্ন-না — অগ্রিম দাদন নিয়ে পালাল। কী করল সালিশী আদালত? বেকস্র মাপ। সব টিকে থাকছে কেবল ভলোস্ত্ আর গ্রামপ্রধানের জন্যে। আগের কালের মতো ছাল ছাড়িয়ে নেয় তারা। তা না হলে সব চুলোয় দাও! পালাও দ্বিনয়ার শেষ কিনারায়!'

পদ্টতই জোতদার খেপাচ্ছিলেন স্ভিয়াজ্স্কিকে, কিন্তু তিনি শ্ব্ব্ চটছিলেন না তাই নয়, বোঝা যায় মজাই পাচ্ছিলেন।

'ও সব ব্যবস্থা ছাড়াই তো আমরা জোতজমা চালাচ্ছি' — হেসে বললেন তিনি, 'আমি, লেভিন, উনি।'

অন্য জোতদারকে দেখালেন তিনি।

'হাাঁ, মিখাইল পেত্রভিচ চালাচ্ছেন, কিস্তু জিগ্যোস কর্ন-না, কিভাবে? এটা কি একটা য্বস্তিষ্কুক্ত ব্যবস্থা?' বললেন জোতদার, স্পণ্টতই নিজের 'যুক্তিযুক্ত' শব্দটায় প্রীতি লাভ করে।

'আমার জোতজমা চালানো সহজ' — বললেন মিথাইল পেত্রভিচ, 'ভগবানের কৃপায়, হৈমন্ত্রী ট্যাক্সের টাকাটা তৈবি রাখলেই হল। চাষীবা আসে: মালিক, বাপ্কা, উদ্ধার করো গো! তা সবাই আপনার লোক, পাড়াপ্রতিবেশী, মায়া হয়। তিন ভাগের প্রথম ভাগটা দিয়ে শৃংধ্ বলি: মনে রেখো হে, তোমাদের সাহায্য করলাম, আমার যখন দরকার পড়বে — ওট ব্নতে, বিচালি বানাতে, ফসল তুলতে, তখন তোমরাও সাহায্য করো। তারপর কথা কয়ে নাও কার ভাগে কী। তবে তাদের মধ্যেও ধড়িবাজ আছে তা সত্যি।'

এই পিতৃতান্দ্রিক ব্যবস্থা বহুদিন থেকে লেভিনের জানা, স্ভিয়াজ্স্কিব সঙ্গে দ্বিট বিনিময় করে, মিখাইল পেত্রভিচের কথায় বাধা দিয়ে তিনি আবার ফিরলেন পাকা-মোচ জোতদারের দিকে।

জিগ্যেস করলেন, 'তাহলে কী আপনি বলতে চাইছেন? কিভাবে এখন জোতজমা চালাতে হবে?'

'চালান মিখাইল পেত্রভিচের মতো করে: হয় চাষীদের আধভাগ দিন, নয় জমি পর্ত্তান দিন তাদের কাছে; এটা করা যায়, তবে এতে কবে ধরংস পাচ্ছে রাজ্যের সাধারণ সম্পদ। ভূমিদাসপ্রথায় আর ভালো ব্যবস্থাপনায় যেখানে আমি পেতাম নয় ভাগ, আধি প্রথায় পাচ্ছি তিন ভাগ। কৃষকম্বিক্ত রাশিয়ায় সর্বনাশ করল।'

শ্মিত দ্ভিতৈ শিভয়াজ্ শিক তাকালেন লেভিনের দিকে, এমনকি প্রায অলক্ষ্য একটা উপহাসেরও ইঙ্গিত দিলেন: কিন্তু জোতদারের কথাটা হাস্যকব ঠেকল না লেভিনের কাছে; শিভয়াজ্ শিককে যতটা তিনি বোঝেন, তার চেযে জোতদারের কথাগ্রলি তাঁর কাছে বেশি বোধগম্য। কৃষকম্বিততে রাশিয়াব সর্বনাশ হয়েছে, এটা প্রমাণ করার পরে জোতদার আরো যা যা বলেছিলেন তার অনেক কিছুই লেভিনের কাছে মনে হয়েছিল সঠিক, তাঁর পক্ষে নতুন এবং অকাটা। স্পন্টতই জোতদার বলছিলেন তাঁর নিজস্ব মতামত যেটা ঘটে কদাচিৎ, আর সে মতামতে তিনি পেণিছেছেন অলস মস্তিষ্ককে ব্যস্ত রাখার বাসনা থেকে নয়, গ্রামের নিঃসঙ্গতায় যে জীবন তিনি কাটিয়েছেন আর সব দিক দিয়ে ভেবে দেখেছেন, এ মতামত দেখা দিয়েছে তাঁর সেই পরিস্থিতি থেকেই।

'দেখন-না, ব্যাপারটা হল এই যে স্বাকছ্ প্রগতি ঘটে কেবল ক্ষমতার জােরে' — বলছিলেন তিনি, স্পন্টতই দেখাতে চাইছিলেন যে শিক্ষাদীক্ষার তিনি নেহাৎ অপাঙ্জের নন, 'পিটার, ইয়েকাতেরিনা, আলেক্সান্দরের সংস্কারগ্রলাে ধর্ন। ইউরােপের ইতিহাস নিন। কৃষির প্রগতি তাে আরাে বেশি। এমন্কি আল্র — তাও আমাদের এখানে চাল্র হয়েছে জাের-জবর্র্দান্ততে। লােকে লাক্ষল দিয়ে স্বর্দা জাম চমেছে এমন তাে নয়। তাও চাল্র হয়েছে সম্ভবত ছােটাে ছােটাে রাজ্য গড়ে ওঠার সময়, কিস্তু নিশ্চয় চাল্র হয়েছে জাের-জবর্র্দান্ততে। এখন, আমাদের কালে, আমরা জামিদাররা ভূমিদাসপ্রথার আমলে চাষ-আবাদ চালিয়েছি উন্নত পদ্ধতিতে; শ্রুকাবার যক্র ঝাড়াইয়ের যক্র, গােবর-সার দেওয়া, যতাকছ্র যক্র — সব আমরা চাল্র করেছি নিজেদের ক্ষমতার জােরে, চাষীরা প্রথমে বিরােধিতা করেছিল, পরে আমাদের অন্সরণ করতে থাকে। এখন, ভূমিদাসপ্রথা উঠে যাওয়ায় আমাদের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হল, আর আমাদের চাষ-আবাদ যেখানে উচ্ছ মানে উঠেছিল তাকে একটা অতি আদিম, বর্বর স্তরে নেমে যেতে হবে। এই আমি ব্রিঝ।'

'কেন? পদ্ধতিটা যদি যাকিয়কৈ হয়, তাহলে মজার খাটিয়ে তা চালাতে পারেন' — স্ভিয়াজ্স্কি বললেন।

'ক্ষমতা নেই যে। জিগ্যেস করি কাকে দিয়ে তা চালাব?'

'হ্যাঁ, শ্রমিক শক্তি — এই হল চাষ-আবাদের প্রধান উপাদান' — লেভিন ভাবলেন।

'মজ্ব দিয়ে।'

'ভালো করে খাটতে আর ভালো হাতিয়ার-পত্র নিয়ে খাটতে চায় না মজ্বরেরা। আমাদের মজ্বরেরা জানে শ্ব্ব একটা জিনিস — শ্বোরের মতো মদ গিলতে, যে যন্ত্র ওদের দেওয়া হবে মাতাল হয়ে সবই নণ্ট করে ফেলবে। ঘোড়াকে জল খাইয়ে খাইয়ে মারবে, ভালো সাজ কেটে ফেলবে,

টায়ার পরানো চাকা বদলিয়ে মদ খাবে, মাড়াই কলে বোল্ট ঢুকিয়ে দেবে তা ভাগুবার জন্যে। যা নিজের মতনটি নয়, তা দেখলে বিম আসে ওদের। চাষ-আবাদের সমস্ত মান নেমে গেছে এই জন্যেই। জমি পড়ে থাকছে, ভরে উঠছে আগাছায় অথবা পত্তনি দেওয়া হচ্ছে চাষীদের, আগে যেখানে ফলত দশ লাখ, এখন সেখানে ফলে কয়েক লাখ, চার ভাগের এক ভাগ; দেশের মোট সম্পদ কমে গেছে। যদি একই জিনিস করা হত হিসেব করে...'

এবং কৃষকমন্তি নিয়ে তিনি তাঁর নিজদ্ব পরিকল্পনা পেশ করতে লাগলেন যাতে নাকি এই সব অসুবিধা দূর হতে পারত।

তাতে লেভিনের আগ্রহ ছিল না, জোতদার ষখন তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন, লেভিন ফিরলেন তাঁর প্রথমাংশে এবং স্ভিয়াজ্স্কি যাতে গ্রেম্বসহকারে নিজের অভিমত দেন, সেজন্য তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন:

'চাষ-আবাদের মান যে নেমে যাচ্ছে এবং শ্রমিকদের সঙ্গে আমাদের যা সম্পর্ক তাতে যে লাভজনক যুক্তিযুক্ত চাষ সম্ভব নয়, তা খুবই সতিয়।'

'আমি তা মনে করি না' - - এবার গ্রেছ দিয়েই আপত্তি জানালেন দিভয়াজ্দিক, 'আমি শ্বে এই দেখতে পাচ্ছি যে আমরা চাষ-আবাদ চালাতে পারি না এবং ভূমিদাসপ্রথার আমলে যা চালিয়েছি তার মান বড়ো বেশি উ'চুর বদলে, উলটো বরং ছিল বড়ো বেশি নিচু। আমাদের যক্তপাতি নেই, ভালোরকম ভারবাহী পশ্ব নেই, সত্যিকারের পরিচালনা নেই, হিসেব করতে পারি না আমরা। জিগ্যেস কর্ন কোনো মালিককে, সে বলতে পারবে না কোনটা তার পক্ষে লাভজনক, কোনটা নয়।'

'ইতালিয়ান গণিতক' জোতদার বললেন বাঙ্গভরে, 'যেভাবেই হিসেব কর্ন, সব ছয়লাপ করবে, লাভ আর হবে না।'

'কেন ছয়লাপ করবে? বাজে একটা মাড়াই কল, আপনার আহামবি রুশ ফলটাকে নণ্ট করবে, বাণপচালিত আমার ফলটাকে করবে না। গে'য়ো কী বলে তাকে? গে'তো একটা ঘোড়া লেজ ধরে যাকে ঠেলতে হয়, তাকে নণ্ট করবে, কিন্তু পেশেরন, অন্তত বিতাগ জাতের ঘোড়া রাখ্ন, তাকে নণ্ট করবে না। সব ব্যাপারেই তাই। আমাদের চাষ-আবাদকে তুলতে হবে উ'চুতে।'

'কেনার মতো রেস্ত থাকলেও নয় হত, নিকোলাই ইভানিচ! আপনাব আর কী, এদিকে আমায় ছেলের খরচাপাতি বইতে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়েব জন্যে, ছোটোগ্রলোকে পড়াতে হচ্ছে জিমনাসিয়ামে, তাই পের্শেরন কেনা আমার দ্বারা হবে না।

'তার জন্যে ব্যাৎক আছে।'

'যাতে শেষ সম্পত্তিটুকুও নিলামে ওঠে? না বাপনু, রক্ষে কর্ন!'

'চায-আবাদের মান আরো উ'চুতে তোলা দরকার এবং সম্ভব, এ কথায় আমার সায় নেই' — লেভিন বললেন, 'আমি চাষ-আবাদ নিয়েই আছি, তার জন্যে টাকাও আছে আমার, কিন্তু কিছ্মই করতে পারছি না। ব্যাঙ্কে কার উপকার হচ্ছে জানি না। আমি অন্তত চাষবাসে যতই না টাকা ঢালি, সবই লোকসান: গর্বাছ্মরে — লোকসান, যন্দ্রপাতিতে — লোকসান।'

'এই হল খাঁটি কথা' — সন্তুন্দিতে এমনকি হাসিম্থেই সমর্থন করলেন পাকা-মোচ জোতদার।

'আর আমিই একা নই' — লেভিন বলে চললেন, 'যুক্তিযুক্তভাবে চাষ-আবাদ চালায় এমন সমস্ত মালিকেরই উল্লেখ করব আমি; বিরল ব্যতিক্রম বাদে সবাই তারা চালাচ্ছে লোকসান দিয়ে। আপনিই বল্ন, বিষয়-আশয় থেকে আপনার লাভ হচ্ছে কি?' লেভিন বললেন এবং তৎক্ষণাং দিভয়াজ্ফির দ্ভিতে লক্ষ্য করলেন ক্ষণিক সেই ভয়টা, দিভয়াজ্ফির মানসের অভ্যর্থনা কক্ষের চেয়ে বেশি দ্বে অগ্রসর হতে গেলে যা তাঁর চোথে পড়েছে।

তা ছাড়া লেভিনের দিক থেকে প্রশ্নটা করা সঙ্গত হয় নি। চায়ের টেবিলে গ্হকরা এইমাত্র তাঁকে বলেছেন যে এ বছর গ্রীষ্মে তাঁরা মন্দেনা থেকে হিসাবনিকাশে পারদর্শী জনৈক জার্মানকে আমন্ত্রণ করে আনেন, পাঁচশ' রুব্ল পারিতোষিকে তিনি তাঁদের বিষয়-আশয়ের হিসাব কষে দেখেন যে তাতে লোকসান যাচ্ছে তিন হাজার রুব্লের কিছু বেশি করে। তাঁর মনে নেই ঠিক কত, তবে জার্মানটা মনে হয় শেষ কপদকিটি হিসেব করে দেখেছেন।

শ্ভিয়াজ্ শ্কির বিষয়-আশয় থেকে লাভের উল্লেখে জোতদার ভদ্রলোকটি হাসলেন, স্পন্টতই তাঁর জানা ছিল প্রতিবেশী অভিজাত-প্রমুখের কতটা ম্নাফা হওয়া সম্ভব।

শিভয়াজ্ শিক বললেন, 'হতে পারে যে লাভজনক নয়। তাতে শ্ধ্র প্রমাণ হয় যে আমি হয় খারাপ মালিক, নয় পর্জি ঢালছি খাজনা বাড়াবার জনো।' 'খাজনা, বটে!' সভরে চেণ্টিরে উঠলেন লেভিন, 'হরত খাজনা আছে ইউরোপে, জমিতে শ্রম নিরোগ করার তা উন্নত হরেছে, কিন্তু আমাদের এখানে শ্রম নিরোগ করে জমি খারাপই হচ্ছে, মানে, তাকে বেদম চবা হচ্ছে, স্বতরাং খাজনা আসতে পারে না।'

'খাজনা আসবে না মানে? ওটা যে আইন।'

'তাহলে আমরা আইনবহির্ভূত: খাজনা আমাদের কিছ্বই ব্যাখ্যা করে না, বরং গ্রনিয়ে দেয়। না, বলুন তো, খাজনার তত্ত্ব কী করে...'

'দই খাবেন? মাশা, আমাদের এখানে কিছ্ম দই বা র্যাঙ্গবেরি পাঠাও' — দ্বাঁকে বললেন তিনি, 'এ বছর র্যাঙ্গবেরি ধরে আছে অনেক বেশি দিন।' অতি খোশমেজাজে ভিত্যাজ্ছিল উঠে চলে গেলেন, স্পন্টতই তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে কথাবার্তাটা সেখানেই শেষ হয়ে গেছে যেখানে সবে শ্রুর হচ্ছে বলে মনে হয়েছিল লেভিনের।

সহালাপীকে না পেয়ে লেভিন কথা চালিয়ে গেলেন জোতদারটির সঙ্গে, তাঁর কাছে প্রমাণ করার চেন্টা করলেন যে সমস্ত মুশকিলটা এই থেকে আসছে যে আমরা আমাদের প্রামিকদের গ্লাগন্ন ও অভ্যাস জানতে চাই না; কিন্তু স্বাধীনভাবে একা একা চিন্তা করতে অভ্যন্ত সমস্ত লোকের মতোই অপরের চিন্তা বোঝা জোতদারটির পক্ষে কঠিন হচ্ছিল, নিজের চিন্তাতেই তাঁর বিশেষ পক্ষপাত। এই কথায় তিনি জোর দিচ্ছিলেন যে রুশ চাষী শ্কর, শ্করত্বই সে ভালোবাসে, শ্করত্ব থেকে বার করে আনতে হলে দরকার ক্ষমতা, সেটা নেই, দরকার ডান্ডা, কিন্তু আমরা এতই উদারনীতিক হয়ে পড়েছি যে হাজার বছরের প্রনো ডান্ডার স্থলাভিষিক্ত করেছি উকিলদের আর কারাদন্ডকে, যেখানে অপদার্থ দ্র্গক্ষময় চাষীদের খাওয়ানো হয় ভালো সূপ, তাদের জন্য বরান্দ হয় অত ঘন ফুট বাতাস।

নিজের প্রশেন ফিরে আসার চেষ্টা করে লেভিন বললেন, 'কেন ভাবছেন যে শ্রম-শক্তির সঙ্গে এমন সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না যাতে কাজটা ফলপ্রস্কু হবে?'

'র্শ চাষীকে দিয়ে সেটা কখনো হবার নয়, ক্ষমতা নেই' — জবাব দিলেন জ্বোতদার।

'নতুন শর্তা পাওরা বাবে কেমন করে?' দই খেরে, ধ্মপান করে প্নরার বিতকীদের কাছে এসে বললেন স্ভিরাজ্ফিক, 'শ্রমিক শক্তির সঙ্গে সম্ভবপর সমস্ত সম্পর্কাই স্কানিদিশ্টি ও বিচারিত হয়েছে। বর্বরতার অবশেষ — সমষ্টিগত দায়িত্বসহ আদিম গ্রামসমাজ আপনা থেকেই ভেঙে পড়ছে, ভূমিদাসপ্রথা বিলুপ্ত, থাকছে শুরু স্বাধীন শ্রম, তার রূপ স্নিদির্ঘট ও স্থেছুত হয়ে উঠেছে, সেগনলো নিতে হবে। ক্ষেতমজনুর, দিনমজনুর, খামারী — এ থেকে বেরুতে পারবেন না।

'কিন্তু এই সব রূপগ্লোতে ইউরোপ সন্থুট নয়।'

'অসন্তুষ্ট এবং নতুন র্পের সন্ধান কবছে। তা পেয়েও যাবে সম্ভবত।' 'আমি তো শ্বেদ্ সেই কথাই বলছি' — জবাব দিলেন লেভিন, 'আমাদের তরফ থেকে আমরাই বা সন্ধান করব না কেন?'

'কারণ সেটা হবে নতুন করে রেলপথ নির্মাণের প্রণালী নিয়ে ভাবতে বসার সমান। সে প্রণালী তো তৈরিই আছে, উন্তর্গিত হয়ে গেছে।'

'কিন্তু সেটা যদি আমাদের উপযোগী না হয়, যদি তা হয় নির্বোধ?' লেভিন বললেন।

এবং ফের লক্ষ্য করলেন স্ভিয়াজ্সিকর চোখে ভয়ের ভাব।

'হ্যাঁ, যা বলেছেন: আমরা তুড়ি মেরে ওড়াই, ইউরোপ যা খ্রুছে, সেটা আমরা পেরে গেছি! এ সবই আমি জানি, কিন্তু মাপ করবেন, শ্রমিকদের স্বাবস্থার প্রশেন ইউরোপে যা করা হয়েছে, তা সব আপনি জানেন কি?'

'না, বিশেষ কিছ্ব জানি না।'

'ইউরোপের সেরা সেরা মাথা এই সমস্যা নিয়ে খাটছে, শ্বেট্সে-ডেলিচ... তারপর শ্রমিক প্রশন নিয়ে অতি উদারনৈতিক লাসাল ধারার বিপ্রল সাহিত্য... মিলগাউজেন প্রথা — এগ্বলো এখন বাস্তব ঘটনা, আপনি নিশ্চয় এ সব কথা জানেন।'

'কিছুটা ধারণা আছে, তবে খুবই ঝাপসা।'

'না, ওটা আপনি শ্বা, বলছেন; সম্ভবত এ সব আপনি জানেন আমার চেয়ে কম নয়। আমি অবশ্য সমাজবিদ্যার অধ্যাপক নই, কিন্তু এ সব আমার আগ্রহ জাগায়, আর আগ্রহ যদি জাগে, তাহলে সত্যিই তো তা নিয়ে লোকে খাটবে।'

'কিন্তু কী সিদ্ধান্তে তাঁরা পেণছেছেন?' মাপ করবেন…' জে।তদাররা উঠে দাঁড়ালেন আর শিভ্যাজ্শিকর মনের অভ্যর্থনা কক্ষের পেছনে উ'কি দেবার অপ্রীতিকর অভ্যাসটায় লেভিনকে ফেলে রেখে শিভ্যাজ্শিক চলে গেলেন অতিথিদের এগিয়ে দিতে।

n sr n

মহিলাদের সঙ্গে সে সন্ধাটা অসহ্য একঘেরে লেগেছিল লেভিনের কাছে; বিষুর-আশয় নিয়ে যে অসস্তুন্টি তিনি এখন বোধ করছেন, সেটা যে তাঁর একার নয়, রাশিয়ায় ব্যাপারস্যাপার যা তারই সাধারণ পরিস্থিতি এই ভাবনাটায় তাঁকে আগে কখনো এমন বিচলিত করে নি। তাঁর মনে হল, মাঝপথের ওই চাষীটার মজ্বররা যেভাবে খাটছে, সেইভাবেই তারা যেন খাটে, মজ্বরদের এমন সম্পর্ক স্থাপন করা স্বপ্ন নয়, অবশ্য সাধনীয় একটা কর্তব্য। তাঁর মনে হল এ কর্তব্য সাধন করা যায় এবং সে চেন্টা করা উচিত।

মহিলাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এবং পরের গোটা দিনটাও এখানে থেকে গিয়ে ওঁদের সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে দেখতে যাবেন সরকারী বনের মধ্যে অতি চিন্তাকর্ষক একটা খাদ এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে শ্রমিক সমস্যা নিয়ে যে বইটা চিন্তয়াজ্ চিক দেবেন বলেছিলেন, সেটা নেবার জন্য ঘ্রমের আগে লেভিন গেলেন তাঁর স্টাডিতে। ঘরটা প্রকাণ্ড, তাতে সারি সারি বইয়ের আলমারি আর দ্বটি টেবিল — ঘরের মাঝখানে একটা জগদ্দল লেখার টেবিল, অন্যটা গোল, তার ওপর বাতিদান ঘিরে নক্ষরাকারে নানান ভাষায় পরপত্রিকা বিছানো। লেখার টেবিলের কাছে বইয়ের শেল্ফ, তার দেরাজগ্রুলায় সোনালী অক্ষরে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়বস্তুর নাম।

শ্ভিয়াজ্শিক বইটা এনে দিয়ে একটা দোলন চেয়ারে বসলেন। লেভিন গোল টেবিলটার কাছে থেমে পত্রপত্রিকায় চোথ ব্লাচ্ছিলেন. শ্ভিয়াজ্শিক তাঁকে শ্বধালেন, 'কী ওটা দেখছেন?'

লেভিনের হাতে যে পত্রিকাটা ছিল সেটা দেখে বললেন, 'ও এইটে, খ্বই চিন্তাকর্ষক একটা প্রবন্ধ আছে ওতে। দেখা যাচ্ছে' — খ্নিশতে চাঙ্গা হয়ে তিনি যোগ দিলেন, 'পোল্যান্ড বিভাগের জন্যে প্রধান অপরাধী মোটেই ফ্রিডরিখ নন। দেখা যাচ্ছে…'

এবং তাঁর স্বভাবসন্ত্রন্ত প্রাঞ্জলতায় বললেন এই নতুন, অতি গ্রন্ত্বপূর্ণ ও আগ্রহোদ্দীপক উদ্ঘাটনগ্লির কথা। লেভিনের মন এখন বিষয়কর্মের ভাবনায় বাস্ত থাকলেও গ্রকর্তার কথা তিনি শ্নতে লাগলেন আর নিজেকে প্রশন করলেন: 'কী আছে ওর ভেতরটায়? আর কেন, কেনই-বা পোল্যান্ড বিভাগ নিয়ে ওর অত আগ্রহ?' স্ভিয়াজ্স্কির কথা যখন শেষ হল, অজ্ঞাতসারেই লেভিন বলে ফেললেন, 'কিন্তু তাতে কী হল?' কিছ্বই হয় নি। যা 'দেখা যাচ্ছে' সেইটেই কেবল আগ্রহোদ্দীপক। কিন্তু কেন ওটা তাঁর কাছে আগ্রহোদ্দীপক, সেটা স্ভিয়াজ্সিক ব্রিয়ে বললেন না, প্রয়োজনও বোধ করলেন না বলার।

'আমায় কিন্তু ভারি আগ্রহী করে তুলেছিল ওই রাগী জোতদারটি' -দীর্ঘস্থাস ফেলে লেভিন বললেন, 'লোকটার মাথা আছে, সত্যি কথাই বলেছে
অনেক।'

'আহ্ ছাড়্ন! আর স্বার মতোই গোপনে গোপনে ঝান্ একটি ভূমিদাস মালিক!' স্ভিয়াজ্সিক বললেন।

'আপনি যাদের অভিজাত-প্রমুখ..'

'হাঁ, শৃধ্য ওদের প্রম্খন্থ করি ভিন্ন দিকে .' হেসে বললেন স্ভিয়াজ্সিক। লেভিন বললেন, 'আমায় এইটে খ্য ভাবাচ্ছে। ও ঠিকই বলেছে যে আমাদের কাজটা, মানে যুক্তিযুক্ত ভিত্তিতে কৃষি চলছে না, চলছে কেবল ওই চুপচাপ লোকটির মতো মহাজনী চাষ বা যেটা একাস্ত মাম্লী। সেটা কার দোষ?'

'বলা বাহ্না আমাদেরই, তবে চলছে না, এ কথাটা ঠিক নয়। ভাসিলচিকভের তো চলছে।'

'কারখানা যে...'

'তাহলেও কিন্তু ব্ঝতে পারছি না আপনি অবাক হচ্ছেন কিসে। বৈষয়িক আর নৈতিক দ্ইয়েরই বিকাশেব এত নিশ্নস্তবে চাষীরা রয়েছে ষে স্পন্টতই যা তার জানা নেই তেমন স্বাকিছ্রই তার বিরোধিতা করার কথা। ইউরোপে য্রক্তিযুক্ত কৃষি চলে কেনন। চাথীরা সেখানে শিক্ষিত। স্তরাং চাষীদেব শিক্ষিত করতে হবে - এই হল কথা।'

'কিন্তু সেটা করা যায় কিভাবে?'

'চাষীদের শিক্ষিত করে তোলার জন্যে দরকার তিনটি জিনিস — স্কুল, স্কুল এবং স্কুল।'

'কিন্তু আপনি নিজেই তো বললেন যে চাষীরা রয়েছে বৈষয়িক বিকাশের নিম্নন্তরে। তাহলে স্কুলে তাদের কী সাহায্য হবে?'

'জানেন, আপনার কথার রোগীকে পরামর্শ দানের একটা চুটকি মনে পড়ছে: 'আপনি জোলাপ নিন।' 'নিয়েছি, খারাপ দাঁড়াল।' 'তাহলে জোক লাগিয়ে দেখন।' 'দেখেছি, আরো খারাপ হল।' 'তাহলে আর কী, প্রার্থনা কর্ন ভগবানের কাছে।' 'তাও করেছি হল আরো খারাপ।' আপনারও তাই। আমি অর্থশান্দের কথা বলছি, আপনি বলছেন — আরো খারাপ, আমি সমাজতশ্বের কথা বলছি — আরো খারাপ। শিক্ষা — আরো খারাপ।'

'কিন্তু স্কুল সাহায্য করবে কী করে?'

'নতুন চাহিদা এনে দেবে।'

'ঠিক এই জিনিসটাই আমি ব্বেথ উঠতে পারি নি কখনো' — উত্তেজিত হয়ে আপত্তি জানালেন লেভিন, 'নিজেদের বৈষয়িক অবস্থা উন্নত করতে চাষীদের কিভাবে সাহায্য করবে স্কুল? আপনি বলছেন স্কুল খেকে, শিক্ষা থেকে চাষীর নতুন চাহিদা জাগবে। সেটা আরো খারাপ, কেননা তা মেটাবার সাধ্য তার থাকবে না। আর যোগ-বিয়োগের জ্ঞান বা হিতোপদেশ কী কবে তার বৈষয়িক অবস্থা উন্নত করতে পারে, এটা কখনো আমি ব্বেথ উঠতে পারি নি। পরশ্ব সন্ধেয় ছেলে-কোলে একটি নারীর সঙ্গে দেখা হয় আমার, জিগ্যেস করলাম কোথায় সে যাচছে। বললে: 'গিয়েছিলাম ব্রিড্র কাছে। ছেলেটার চিল্লানি রোগ ধরেছে, তাই সারাতে নিয়ে যাই।' জিগ্যেস করলাম ব্রিড় এ রোগ সারায় কী করে। 'ব্রিড় ছেলেটাকে বসায় ম্রগীর সঙ্গে আর কী সব মন্ত্র পড়ে।'

'এই তো আপনি নিজেই বলছেন! চিল্লানি সারাবার জন্যে সে যাতে মুরগার কাছে ছেলেটাকে নিয়ে না যায়, তার জন্যে দরকার...' সানন্দে হেসে বললেন স্ভিয়াজ্স্কি।

'আরে না' — সক্ষোভে লেভিন বললেন, 'এ চিকিৎসা আমার কাছে শা্ধ্ স্কুল দিয়ে চাষীদের চিকিৎসা করার মতো। চাষীরা গরিব, অশিক্ষিত, এটা আমরা স্পণ্ট দেখতে পাচ্ছি ষেমন ব্ভিটা দেখছে চিল্লানি রোগ। কিন্তু চিল্লানি থেকে ম্রাগ তাকে কী সাহাষ্য করবে এটা ষেমন দ্বেশিধ্য. তেমনি দারিদ্র থেকে চাষীকে কী সাহাষ্য করবে স্কুল, সেটাও তেমনি দ্বেশিধ্য। কেন সে দরিদ্র, সাহাষ্য করা উচিত সেইখানটার।'

'এক্ষেত্রে তাহলে আপনি অস্তত স্পেনসারকে সমর্থন করছেন যাকে আপনার ভারি অপছন্দ; উনিও বলেন যে শিক্ষা আসতে পারে প্রচুর সচ্ছলতা, জীবনের স্বাচ্ছন্দা, ঘন ঘন গাত্র প্রকালন থেকে, উনি যা বলেন, অংক কষার নৈপুণ্য থেকে নয়…'

'তা আমি খ্বে খ্বিশ অথবা উল্টো, বড়োই অখ্বিশ যে স্পেনসারের সঙ্গে আমার মত মিলছে; তবে এ কথাটা আমি অনেকদিন থেকে জানি ষে স্কুলে কোনো উপকার করে না, সাহাষ্য হয় তেমন ব্যবস্থায় যাতে জনগণ হবে সমৃদ্ধ, অবকাশ মিলবে বেশি, — তখন স্কুলও হবে।'

'তাহলেও সারা ইউরোপে স্কুল এখন বাধ্যতামূলক।'

'কিন্তু আপনি নিজে, আপনি কি এ ব্যাপারে স্পেনসারের সঙ্গে একমত?' জিগ্যেস করলেন লেভিন।

কিন্তু শিভয়াজ্শিকর চোখে ঝিলিক দিল ভয়, আর হেসে তিনি বললেন:

'তা ঐ চিল্লানি রোগটা খাশা! আপনি শ্লনেছেন নাকি?'

লেভিন টের পেলেন যে লোকটির জীবন আর চিন্তার মধ্যে সম্পর্ক কী সেটা তিনি ধরতে পারবেন না কিছুকেই। স্পন্টতই তাঁর যুক্তিবিস্তারে কী সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় তাতে তাঁর কিছু এসে যায় না; ওঁর আগ্রহ শুধ্ব যুক্তিবিস্তারের প্রক্রিয়াটায়। আর সেটা তাঁকে কানাগলিতে ঠেলে দিলে তাঁর খুবই বিছছিরি বোধ হয়। তাঁর ভালো লাগে না শুধ্ব এইটেই, প্রীতিকর মজাদার কোনোকিছ্বতে আলাপের মোড় ঘ্রিরয়ে দিয়ে তিনি পালান।

মাঝপথের চাষীটি তাঁর মনে যে ছাপ ফেলেছিল, যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যেন এখনকার সমস্ত অনুভব আর চিন্ডার ভিত্তিস্বর্প তা থেকে শ্রুর করে এদিনকার সমস্ত অনুভৃতি ভয়ানক আলোড়িত করছিল লেভিনকে। অমায়িক এই যে দিভয়াজ্দিক, নিজের চিন্ডাগ্রলো যিনি জমিয়ে রাখেন কেবল জনসমাজে ব্যবহারের জন্য, দপদ্টতই যাঁর আছে জীবনের অনা কোনো কোনো ভিত্তি যা লেভিনের কাছে গোপন, অথচ সেইসঙ্গে যিনি চলেন অগণিত জনতাব সঙ্গে, জনমত চালিত করেন তাঁর কাছে বিজাতীয় ধ্যান-ধারণা দিয়ে; কোপন এই যে জোতদার, প্রপীড়িত জীবনের যুক্তিগ্রিল যাঁর খ্বই সঠিক, কিন্তু গোটা একটা শ্রেণী, তদ্পরি রাশিয়ার সেরা শ্রেণীটির প্রতি বিদ্বেষ পোষণে যা বেঠিক; নিজেরই কার্যকলাপে তাঁর অসন্তোষ আর তা সংশোধন করতে পারার একটা ঝাপসা আশা — এ সবই মিলে গেল ভেতরকার একটা উদ্বেগ আর অচিরেই তার সমাধানের প্রত্যাশায়।

তাঁকে যে ঘরখানা দেওয়া হয়েছিল তাতে লেভিন শ্রের রইলেন একটা স্প্রিঙর খাটে, লেভিনের হাত-পায়ের নড়নচড়নে তার স্প্রিঙগ্রলো হঠাং হঠাং মাথাচাড়া দিচ্ছিল, ঘুম হল না অনেকখন। বিজ্ঞ অনেক উক্তি থাকলেও স্প্রিজ্মাজ্ স্কির একটা আলাপেও আগ্রহ ছিল না লেভিনের; কিন্তু জ্যোতদারের য্রিজগ্রলো বিবেচনার দাবি রাখে। আপনা থেকেই তাঁর সমস্ত কথা স্মরণ করলেন লেভিন আর তিনি যে জবাব দিয়েছিলেন, কল্পনার সেটা শ্রধরে নিলেন।

'হ্যাঁ, ওঁকৈ আমার বলা উচিত ছিল: 'আপনি বলছেন আমাদের চাষ-আবাদ চলছে না কারণ চাষীরা কোনো উন্নত ব্যবস্থা দু'চক্ষে দেখতে পারে না, সেটা জোর করে চালানো দরকার: কিন্তু এই সব উন্নত ব্যবস্থা ছাড়া চাষ-আবাদ যদি আদো না চলত, তাহলে আপনার কথা ঠিক হত: কিন্তু তা তো চলছে এবং চলছে সেখানে লোকে যেখানে খাটে নিজেদের অভ্যাস অনুসারে, যেমন মাঝপথের ওই বুড়োটার ওখানে। চাষ-আবাদ নিয়ে আপনাদের আর আমাদের অসন্তৃষ্ণিতে প্রমাণ হয় যে দোষটা হয় আমাদের নয় কৃষি-শ্রমিকদের। শ্রমশক্তির বৈশিষ্ট্যের কথা না ভেবে আমরা অনেকদিন থেকে আমাদের পদ্ধতি, ইউরোপীয় পদ্ধতি চাল, করার জন্যে মাথা ঠকছি। শ্রমশক্তি যে আদর্শ শক্তি নয়, নিজেদের সহজবোধে চালিত त्म **हासी -- स्मिहा स्मिरन, स्मिट एक्टर हास-आ**वारमंत्र वावन्या कता याक। ধরে নিন' — আমার বলা উচিত ছিল, 'আপনার চাষ-আবাদ চলছে ওই ব ডোটার মতো, কাজের সাফল্যে ম নিষদের আগ্রহী করার উপায় এবং যে উন্নয়নগঢ়লো তারা মেনে নেবে তার একটা মধ্যপন্থা আপনি পেয়ে গেলেন.-তাহলে আর্পান মূত্তিকাকে জীর্ণ না করে আগের তুলনায় ফসল পাবেন দ্বিগ্ন তিনগ্নে। ভাগাভাগি কর্ন অধেকিটা দিন শ্রমণক্তিকে, তাহলেও যে বাদবাকিটা আপনার থেকে যাচ্ছে, সেটা হবে বেশি, শ্রমশক্তিও পাবে বেশি। আর সেটা করতে হলে দরকার চাষ-আবাদের মান নামানো এবং চাষের সাফল্যে মুনিষদের আগ্রহী করে তোলা। কিভাবে তা করতে হ সেটা খ'টিনাটির প্রশ্ন কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই যে তা করা সম্ভব।'

এই ভাবনায় ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠলেন লেভিন, অর্ধেকটা বাহ তিনি ঘ্নমালেন না, ভাবনাটা কাজে পরিণত করার খ্টিনাটি নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। পরের দিনই চলে যাবার কোনো তোড়জোড় তিনি করছিলেন না, কিন্তু এখন ঠিক করলেন ভোর সকালেই বাড়ি ফিরবেন। তা ছাড়া শ্যালিকার গাউনে ওই উন্মুক্ত কাটটা তাঁর মনে কুকার্য করার জন্য লক্জা আর অনুতাপের মতো একটা অনুভৃতি খোঁচাছিল। তাঁর কাছে এখন প্রধান কথা গড়িমসি না করে চলে যাওয়া: দরকার চাষীদের শীতের বপনের আগেই নতুন পরিকল্পনার প্রস্তাব দিতে পারা যাতে বপনটা চলবে নতুন ভিত্তিত। আগেকার ব্যবস্থা সব ঢেলে সাজবেন বলে তিনি স্থির করলেন।

แ ๔๖ แ

লেভিনেব পরিকল্পনা হাসিল করায় মুশকিল ছিল অনেক; কিন্তু যত শক্তি ছিল লড়লেন এবং যা তিনি চাইছিলেন ততটা না হলেও, তাঁর যা সাধ্য সেটা তিনি হাসিল করলেন এবং আত্মপ্রতারণা না করে তাঁর বিশ্বাস হল যে এর জন্য খাটার সার্থকিতা আছে। প্রধান একটা মুশকিল ছিল এই যে চাষ-আবাদ চাল্ হয়ে গিয়েছিল, সর্বাকছ্ম থামিয়ে দিয়ে গোড়া থেকে শ্ব্র করা সম্ভব ছিল না, দরকার চাল্ম অবস্থাতেই যল্টাকে নতুন করে নেওয়া।

বাড়ি ফিরে লেভিন যখন সেই সন্ধ্যাতেই গোমস্তাকে তাঁর পরিকল্পনাব কথা জানালেন, স্কৃপন্ট আনন্দের সঙ্গে সে সায় দিলে সেই অংশটায় যেখানে মানা হয়েছে যে এতদিন পর্যন্ত যা করা হয়েছে সেটা অর্থাহনি এবং অলাভজনক। গোমস্তা বললে সে তো অনেক দিন থেকেই তা বলে আসছে, কিন্তু কান দেওয়া হয় নি ওর কথায়। তবে চাষবাসের সমস্ত উদ্যোগে চাষীদের মতো সে শেয়ার-হোল্ডার হিশেবে অংশ নেবে, লেভিনের এই প্রস্তাবে মুখ তার খ্বই শ্লান হয়ে গেল, স্ক্রিদিণ্ট কোনো মত প্রকাশ কবলে না সে, শ্ব্রু তৎক্ষণাৎ জানাল যে কালই বাইয়েব বাকি গাদিগ্র্লোকে জড়ো করতে হবে আর লোক পাঠাতে হবে, লেভিনও টেব পেলেন যে সে কলতে চায় এখন ও সব আলোচনার সময় নেই।

চাষীদের কাছেও একই কথা বলায় এবং নতুন শর্তে জমি বিলির প্রস্তাব দেওয়ায় লেভিন সেই একই প্রধান এই মুশকিলের সম্মুখীন হলেন বে দিনের চলতি কাব্দে তারা এত ব্যস্ত যে নতুন ব্যবস্থার লাভ-লোকসান নিরে ভাবার সময় নেই তাদের।

সাধাসিধে চাষী ইভান, গোয়ালে যে খাটে, সপরিবারে সে গোয়াল থেকে পাওয়া লাভে অংশ নিক, লেভিনের এই প্রস্তাব সে প্রো ব্রুল বলে মনে হল এবং প্রোপ্রির সায় দিল। কিন্তু লেভিন যথন ভবিষ্যাং লাভের কথা তাকে বোঝাতে গেলেন, ইভানের মুখে ফুটে উঠল শংকা আর এই আফশোস যে সব কথা শেষ অবধি শ্নুনতে সে পারছে না এবং তাড়াতাড়ি করে কোনো একটা কাজ ভেবে নিল যাতে দেরি করা চলে না: আঁকশি নিয়ে বিচালি টেনে স্টল থেকে বার করতে অথবা জল ঢালতে, কিংবা গোর্বর পরিষ্কার করতে লেগে গেল সে।

আরেকটা মুশকিল হল, যতটা পারা যায় শুষে নেওয়ার বাসনা ছাড়া জমিদারের যে অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে সে সম্পর্কে কৃষকদের ঘারতর অবিশ্বাস। ওদের দৃঢ় বিশ্বাস যে জমিদার যাই বল্ক, তার যা সাত্যিকারের উদ্দেশ্য সেটা কখনো বলবে না তাদের। নিজেরাও তারা মতামত দিতে গিয়ে অনেককিছ্ব বললে, কিন্তু কদাচ বললে না তাদেরই-বা সত্যকার উদ্দেশ্য কী। তা ছাড়া (লেভিন টের পেলেন যে তিরিক্ষি জোতদারটি ঠিকই বলোছলেন), চুক্তি যাই হোক তার প্রথম এবং অপরিবর্তনীয় শর্তা তারা এই রাখল যে চাষ-আবাদের কোনো একটা নতুন পদ্ধতি ও নতুন হাতিয়ার ব্যবহারে তাদের বাধ্য করা চলবে না। তারা মানল যে কলের লাঙল ভালো চযে, স্কারিফায়ার কাজ দেয় মন্দ নয়, কিন্তু হাজারটা কারণ তারা দেখাল কেন ওদ্টোর কোনোটাই ব্যবহার করা চলে না আর জমির মান নামানো দরকার বলে লেভিন নিঃসন্দেহ থাকলেও উন্নত ব্যবস্থা যার উপকারিতা স্কুসপট তা ছেড়ে দিতে কন্ট হল তার। কিন্তু এ সব মুশকিল সত্ত্বেও তিনি তার নিজের কথাটাই বহাল করলেন এবং শরং নাগাদ ব্যাপারটা এগ্রতে থাকল কিংবা তাই অন্তত মনে হয়েছিল তার।

প্রথমে লেভিন ভেবেছিলেন গোটা খামার ষেমন আছে তেমনি রেখে নতুন বারোয়ারি, শতে তা তুলে দেবেন চাষীদের, কৃষি-শ্রমিকদের আব গোমন্তার হাতে, কিন্তু অতি সম্বর নিঃসন্দেহ হলেন ষে সেটা সম্ভব নয়, তাই ঠিক করলেন ওটাকে ভাগ ভাগ করতে হবে। গোশালা, বাগান, শিব্দ ভূ'ই, বিচালি মাঠ, কয়েকটা উপবিভাগে বিভক্ত খেত হবে প্থক প্থক জ্ঞোত। সাধাসিধে ষে ইভান ব্যাপারটা স্বাইয়ের চেয়ে ভালো ব্ঝেছে বলে লেভিনের মনে হরেছিল, সে প্রধানত নিজের পরিবার থেকে লোক জ্বৃটিরে গোশালার ভার নিলে। দ্বেরর যে খেতটা আট বছর পতিত পড়ে ছিল, চালাক-চতুর ছ্বতোর ফিওদার রেজ্বনভের সাহায্যে নতুন সামাজিক ভিত্তিতে সেটা নিলে ছয়টি কৃষক পরিবার আর একই শর্তে গোটা শব্জি ভূ'ইটা পত্তান নিলে চাষী শ্বোয়েভ। বাকিটা আগের মতোই রইল, কিন্তু এই তিনটে ইউনিট হল নতুন ব্যবস্থার স্ক্রপাত এবং প্রেরাপ্রির তা বাস্ত রাখল লেভিনকে।

এ কথা সত্যি যে গোশালার ব্যাপারটা এখনো পর্যন্ত আগের চেয়ে ভালো চলছে না এবং গরম গোয়াল আর ক্রীম থেকে মাখন বানানোয় ইভান তীব্র আপত্তি জানায় এই বলে যে ঠান্ডায় গর্দের খাবার লাগে কম আর টক ক্রীমে মাখন ওঠে তাড়াতাড়ি। আগের মতো বেতন দাবি করল সে এবং যে টাকাটা সে পেল সেটা যে বেতন নয়, লাভে তার ভাগের আগাম, তাতে বিশ্দ্মাত্র গা করল না।

এ কথা সতিয় যে শর্তমতো ফিওদোর রেজন্নভের দল চাষের জমি কলের লাঙল দিয়ে দ্'বার চষে নি এবং কৈফিয়ত দিলে হাতে সময় কম। এ কথা সতিয় যে এই দলের চাষীরা নতুন ভিত্তিতে চাষ চালাবার শর্ত নিলেও জমিটাকে বারোয়ারি নয়, বলত পত্তনি এবং শ্ব্ধ্ চাষীরা নয় নিজে রেজন্মভও একাধিকবার লেভিনকে বলেছে, 'জমির জন্যে খাজনা নিলে পারেন, তাতে আপনিও নিশ্চিন্ত, আমরাও ছাড়া পাই।' তা ছাড়া শর্ত ছিল এ জমিতে ওরা গোয়াল আর মাড়াই ভু'ই বানাবে, সেটা ওরা পিছিয়ে দিচ্ছিল, টেনে নিয়ে গেল শীত অবধি।

এ কথা সত্যি যে শ্রায়েভ যে শব্দি ভূ'ই পত্তনি নির্য়েছিল সেটা সে ছোটো ছোটো খণ্ডে চাষীদের বিলি করতে চাইছিল। দ্পদটতই যে শর্তে ওকে জমি দেওয়া হয়েছিল সেটা সে ভূল ব্রেছে এবং মনে হল ইচ্ছে করেই ভূল ব্রুছে।

এ কথা সত্যি যে চাষীদের সঙ্গে কথা বলার সময় এবং উদ্যোগটায় কী লাভ সেটা তাদের বোঝাতে গিয়ে লেভিন প্রায়ই অন্ভব করেছেন তারা শ্নাছে কেবল তাঁর গলার স্বর আর দ্টেভাবে তারা জেনে রেখেছে যাই উনি বল্নে, নিজেদের প্রতারিত হতে তারা দেবে না। বিশেষ তীরভাবে এটা তিনি অন্ভব করেছেন চাষীদের মধ্যে সবচেয়ে চতুর রেজ্বনভের সঙ্গে কথা বলার সময় আর লক্ষ্য করেছেন চোখে তার এমন একটা নাচন যাতে

পরিষ্কার প্রকাশ পায় লেভিনের প্রতি উপহাস আর এই দ্ঢ়ে নিশ্চয়তা যে কেউ যদি প্রতারিত হতে চায় হোক, সে, রেজ্বনভ কথনোই নয়।

কিন্তু এ সব সত্ত্বেও লেভিন মনে করলেন যে ব্যাপারটা চাল্ব হয়েছে, কড়া হিসেবে রেখে এবং নিজের মতে জিদ ধরে থেকে তিনি ভবিষ্যতে ওদের কাছে প্রথাণ করে দেবেন এ ব্যবস্থাটায় কী লাভ আর তখন আপনা থেকেই চলতে থাকবে ব্যবস্থাটা।

এই সব ব্যাপার, সেইসঙ্গে তাঁর হাতে থেকে যাওয়া খামার আর ঘরে বসে বইটা লেখার কাজে সারা গ্রীষ্ম লেভিন এত বাস্ত রইলেন যে শিকারেও প্রায় যেতেরই না। জিনটা ফেরত দিতে এসেছিল যে লোকটা তার কাছ থেকে তিনি জানতে পেলেন যে অবলোনিস্করা মস্কো চলে গেছেন। তিনি টের পেলেন যে দারিয়া আলেক সান্দ্রভনার চিঠির জবাব না দিয়ে, নিজের যে মুর্খতার কথা ভাবতে গিয়ে লম্জায় রাঙা না হয়ে উঠে তিনি পারতেন না, তাতে তিনি নিজের জাহাজটাই প্রভিয়েছেন, কখনো আর ওঁদের কাছে ষাবেন না। বিদায় না নিয়েই চলে এসে তিনি একই ব্যবহার করেছেন শ্ভিয়াজ শ্কির সঙ্গে। ওঁদের কাছেও তিনি আর যাবেন না কখনো। এখন এতে তাঁর এমন কিছু, এসে যায় না। তাঁর বিষয়-আশয়ের নতুন ব্যবস্থাব ব্যাপারটায় তিনি এত বাস্ত রইলেন যা আর কথনো হয় নি। স্ভিয়াজ্সিক তাঁকে যে বইগুলো দিয়েছিলেন তা তিনি ফের পড়লেন, যেসব বই তাঁব ছিল না তার বায়না দিলেন, এই বিষয়টা নিয়ে অর্থনৈতিক ও সমাজতানিত্রক প্রস্তুক যা ছিল আবার পড়লেন এবং যা আশা করেছিলেন, তিনি যে কাজটা শুরু করেছেন তার সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন কিছুই পেলেন না। অর্থনৈতিক প্রস্তুকগ্রনিতে, দূল্টাস্তুস্বরূপ মিল্'তে, যা তিনি প্রথম পড়লেন অভি উত্তেজনায় এই আশা করে যে যেকোনো মুহুতে তিনি তাঁর সমস্যাগ্রনিব সমাধান পেয়ে যাবেন, পেলেন তিনি ইউরোপীয় অর্থানীতির পরিস্থিতি থেকে আহ্নত নিয়ম: কিন্তু তিনি কিছুতেই বুঝতে পারলেন না কেন রাশিয়ায় অপ্রযোজ্য এই নিয়মগুলিকে হতে হবে সাধারণ নিয়ম। একই জিনিস তিনি দেখলেন সমাজতান্ত্রিক প্রস্তুকগ্নিতে: হয় এগ্নলি অপব্প কিন্ত অপ্রযোজ্য উৎকল্পনা যা নিয়ে তিনি মেতেছিলেন ছাত্রজীবনেই অথবা ইউরোপে যে অবস্থা বিদ্যমান, রাশিয়ার কৃষিকর্মের সঙ্গে যার মিল নেই তার সংশোধন, মেরামতি। অর্থশাস্ত বলছে, ইউরোপের সম্পদ ব্ঞি পেয়েছে ও পাছে যেসব নিয়ম অনুসারে তা সার্বজনীন ও সন্দেহাতীত

সমাজতন্ত্র বলছে এই সব নিয়মে বিকাশ পরিণত হচ্ছে ধনংসে। এর কোনোটাই শন্ধ জবাবই নয়, সামান্য ইঙ্গিত দিল না কোটি কোটি হাত আর দেসিয়াতিনা জমি নিয়ে কী করতে হবে তাঁকে, লেভিনকে এবং সমস্ত রুশী চাষী আর ভূম্বামীদের যাতে সাধারণ কল্যাণের জন্য তা হয় সর্বাধিক উৎপাদনশীল।

ব্যাপারটা একবার হাতেই নেওয়া হয়েছে বলে তার বিষয়বন্ধুর ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক সর্বাকছ্ লেভিন পড়লেন প্রুখান্প্রুখ করে এবং স্থির করলেন শরংকালে বিদেশে যাবেন অকুস্থলে ব্যাপারটা অনুধাবন করতে যাতে বিভিন্ন প্রশ্নে তাঁর যা প্রায়ই ঘটেছে এই প্রশ্নটায় তা যেন আর না হয়। সহালাপীর কথাটা সবে ব্রুতে শ্রুর্ করেছেন আর নিজেরটা বলবেন. হঠাৎ শ্রুনলেন কিনা: 'আর কাউফমান, জোল্স, দ্বুব্রা, আর মিচেলি? আপনি ওঁদের পড়েন নি। পড়ান; ওঁরা এই প্রশ্নটারই বিচার করেছেন।'

উনি এখন পরিষ্কার দেখতে পেলেন যে তাঁকে কিছ্ব বলার নেই কাউফমান আর মিচেলির। তিনি জানেন কী তিনি চান। রাশিয়ার আছে চমংকার জমি, চমংকার কৃষি-শ্রমিক, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাঝপথের ওই চাষীটির মতো কৃষি-শ্রমিক আর জমি উংপাদন করে প্রচুর, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যখন পর্নজ লিম করা হয় ইউরোপীয় ধরনে, তখন ফলন হয় কম আর এটা ঘটছে শ্ব্রু এই কারণে যে কৃষি-শ্রমিকেরা খাটতে চায় এবং ভালো খাটে কেবল তাদের স্বকীয় ধরনে, তাদের বিরোধিতাটা আপতিক নয়, নিত্যকার, জনগণের ধাতটাই তার ভিত্তি। তিনি ভার্বাছলেন, বিশাল অকম্বিত ভূমিতে বাস পাতা ও তা হাসিল করা যে র্শ জনগণের নির্বন্ধ তারা যতদিন না তা হাসিল হচ্ছে ততদিন সে জন্য প্রয়োজনীয় এই সব পদ্ধতি আঁকড়ে আছে আর সে পদ্ধতিগ্র্নিল সাধারণত যা ভাবা হয় তেমন খারাপ কিছ্ব নয়। তিনি চাইছিলেন তত্ত্বগতভাবে বইয়ে আর ব্যবহারিকভাবে তাঁর খামারে সেটা তিনি প্রমাণ করবেন।

n oon

সেপ্টেম্বরের শেষে গোয়াল বানাবার জন্য কাঠ এনে ফেলা হল, গর্র দ্বের মাখন বেচে ভাগাভাগি করা হল তার লাভ। কার্যক্ষেত্রে ব্যাপারটা চলতে লাগল চমংকার, অন্তত লেভিনের তাই মনে হল। সমস্ত জিনিসটা তাজ্বিকভাবে প্রতিপন্ন করা এবং রচনাটা শেষ করা যা লেভিনের কল্পনার অর্থশান্দে শুখু বিপ্লবই ঘটাবে না, তাকে একেবারে নিশ্চিক্ত ক'রে শুরুর করবে একটা নতুন শাদ্য — কথা, জমির সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক — এর জন্য প্রয়োজন ছিল বিদেশে গিয়ে এই দিক দিরে কী করা হয়েছে তা দেখা এবং সেখানে যে যা-কিছ্ব করা হয়েছে সেটা যা দরকার তা নয় — এর অকাট্য প্রমাণ আবিক্কার করা। গম সরবরাহের জন্য অপেক্ষা করছিলেন লেভিন, টাকাটা পেলেই বিদেশে চলে যাবেন, কিন্তু শুরুর হল বৃন্দি, জমিতে যে শস্য আর আলা তখনো বাকি তা তোলা গেল না, থেমে গেল সমস্ত কাজ, এমনকি গমু সরবরাহও। রান্তায় দুর্গম কাদা; বানের তোড়ে ভেসে গেল দুটো হাওয়া-কল, ক্রমেই খারাপ হতে থাকল আবহাওয়া।

৩০ সেপ্টেম্বর স্থা দেখা দিল, এবার আবহাওরা ভালো যাবে এই আশার লেভিন যাত্রার জন্য মন স্থির করে তৈরি হতে লাগলেন। গম বোঝাই করার হ্রকুম দিলেন তিনি, বেনিয়ার কাছে গোমস্তাকে পাঠালেন টাকার জন্য, এবং চলে যাবার আগে শেষ নিদেশাদি দানের জন্য নিজে গোলেন আবাদ দেখতে।

সব কাজ সেরে চামড়ার আচ্ছাদন বেয়ে গড়ানো জলের ধারায় ঘাড়ে পায়ে ভিজে, তবে ভাবি চাঙ্গা হয়ে খোশ মেজাজে সন্ধায় দিকে তিনি ঘবে ফিরলেন। সন্ধায় আবহাওয়া হয়েছিল খায়প। সর্বাঙ্গ ভেজা, কান আব মাথা ঝটকানো ঘোড়াটা এমন ঘা খাচ্ছিল শিলাব্ভিটতে য়ে পাশকে হয়ে চলছিল সেটা। কিন্তু হয়েজর ৩লে দিব্যি ছিলেন লেভিন, য়য়য় হয়েতিব তাকাচ্ছিলেন চারপাশে, কখনো খানা দিয়ে ছয়টন্ত ঘোলা জলের স্লোতেব দিকে, কখনো নাড়া ডালের ডগায় লেগে থাকা জলের ফোটা, কখনো সেতুব তক্তায় পড়ে থাকা শিলার শাদা ছোপ, কখনো আনয় বিচ গাছের চারপাশে ঘন হয়ে জমে ওঠা তখনো সরস, শাসালো ঝয়াপাতাগয়লোর দিকে। চারপাশে বিমর্ষ আবহাওয়া সত্ত্বও লেভিনের য়য়ব য়য়িলালার দিকে। চারপাশে করমির সঙ্গের তার বে কথাবার্তা হয় তাতে দেখা গেল য়ে তারা নতুন সম্পর্কে অভ্যন্ত হতে শয়্ব করেছে। য়ে জমাদারের বাড়িতে পোশাক শয়িক্ষে নেবার জন্য লেভিন উঠেছিলেন, স্পড়াতই সে তার পরিকল্পনা অন্মেশিক্ষিছল, নিজেই সে গরু কেনার সমবায়ে যোগ দেবার প্রস্তাব দেয়।

'শ্বধ্ব অটলভাবে নিজের লক্ষ্যের দিকে এগবনো চাই, তাহলেই সেটা সিদ্ধ হবে' — ভাবছিলেন লেভিন, 'এর জন্যে খাটা-খাটুনির একটা অর্থ আছে বৈকি। এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, প্রশ্নটা সাধারণের কল্যাণ নিয়ে। সমস্ত চাষ-আবাদ, প্রধানত লোকেদের অবস্থা একেবারে বদলাতে হবে। দারিদ্রোর বদলে — সাধারণ সম্দ্রি, সন্তুণ্টি; শ্রন্তার বদলে — মিল, শ্বার্থে স্বার্থে যোগ। এক কথা, বিনা রক্তপাতে বিপ্লব, কিন্তু এই যে মহাবিপ্লব প্রথমে সেটা হবে আমাদের উয়েজ্দে, পরে গ্রেবির্নয়ায়, রাশিয়ায়, শেষে সারা বিশ্বে। কেননা ন্যায্য একটা ভাবনা ফলপ্রস্কু না হয়ে যায় না। হাাঁ, এই উদ্দেশ্যের জন্যে খাটার সার্থকিতা আছে। আর খাটছি যে আমি, সেই কন্তিয়া লেভিন, বলনাচের আসরে যে গিয়েছিল কালো গলাবদ্ধ এ'টে, কিটি শ্যেরবাংস্কায়া যাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, নিজের কাছেই যে কর্নাস্পদ, র্আকণ্ডিংকর, তাতে কিছ্ই প্রমাণ হয় না। আমার দৃঢ় ধারণা, নিজের সর্বাক্ত্র্য ক্রমণ করে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনই নিজেকে এমনি অকিণ্ডিংকর জ্ঞান করতেন, এমনি আত্মবিশ্বাসহীন। এর কোনো মানে হয় না। উরও মনে হয় নিজের এক আগাফিয়া মিখাইলোভনা ছিল, যার কাছে তিনি তাঁর পরিকল্পনাগ্রলোর কথা খ্ললে বলতেন।'

এই সব ভাবতে ভাবতে অন্ধকারে লেভিন এসে পেণছলেন বাড়িতে। গোমস্তা বেনিয়ার কাছে গিয়ে ফিরে এসেছে গমের জন্য টাকার একাংশ নিয়ে, জমাদারের সঙ্গে কথা কয়ে নিয়েছে. পথে আসতে আসতে সে শ্বনেছে যে অন্য লোকেদের শস্য সর্বগ্রই এখনো খেতেই থেকে গেছে, তাই তাদের যে একশ' ষাট গাদি তোলা হয় নি সেটা অন্যদের তুলনায় কিছুই নয়।

খাওয়া সেরে লেভিন সচরাচরের মতো আরাম-কেদারায় বসলেন বই নিয়ে এবং পড়তে পড়তেই ভেবে চললেন তাঁর রচনা প্রসঙ্গে আসয় সফরটার কথা। আজ তাঁর উদ্যোগের প্ররো তাৎপর্য বিশেষ স্পন্টর্পে প্রতীয়মান হয়েছে তাঁর কাছে, আপনা থেকেই তাঁর চিন্তার মর্মার্থ প্রকাশের মতো বাক্যাবলি দেখা দিতে থাকল তাঁর মনে। ভাবলেন, 'এগ্রলো লিখে বাখতে হবে, এগ্রলো হবে সংক্ষিপ্ত মুখবদ্ধ যা আগে আমি ভেবেছিলাম নিম্প্রোজন।' লেখার টেবিলে যাবার জন্য তিনি উঠে দাঁড়ালেন, পায়ের কাছে শ্রেয় থাকা লাস্কাও টান টান হয়ে উঠে দাঁডিয়ে তাকাল তাঁর দিকে যেন জিগ্যেস করছে কোথায় যাওয়া হবে। কিন্তু লেখার ফুরসত হল না, কেননা মন্ডলেরা এল তাঁর কাছে। লেভিনও প্রবেশ-কক্ষে গেলেন তাদের সঙ্গে দেখা করতে।

মণ্ডলদের পরে, অর্থাৎ পরের দিনের কাব্জের নির্দেশাদি দেওয়া এবং

তাঁর কাছে যেসব চাষীর কাজ ছিল তাদের সঙ্গে দেখা করার পর লোভন তাঁর স্টাডিতে গিয়ে লেখায় বসলেন। লাস্কা শ্রের পড়ল টেবিলের নিচে; আগাফিয়া মিখাইলোভনা মোজা বুনতে বসলেন তাঁর নিজের জারগায়।

কিছ্মুক্ষণ লেখার পর হঠাং অসাধারণ তীক্ষ্মতায় তাঁর মনে ভেসে উঠল কিটি, তার প্রত্যাখ্যান, তাকে শেষ দেখার স্মৃতি। উঠে দাঁড়িয়ে তিনি পায়চারি করতে লাগলেন ঘরে।

'আরে, ছটফট করার কিছ্ম নেই' — আগাফিয়া মিখাইলোভনা তাঁকে বললেন, 'ঘরে বসে আছেন কেন? যখন যাবেন ঠিক করেছেন তখন ওই গরম ফোয়ারাগ্মলোর কাছে গেলেই পারেন।'

'পরশ্বই যাচ্ছি আগাফিয়া মিখাইলোভনা। কাজগ্বলো শেষ করতে হবে।' 'কাজ আবার কী! চাষীদের আপনি উপকার করেছেন কি কম! লোকে বলে, জার এর জন্যে আপনাকে শিরোপা দেবে। সত্যি অবাক মানি, চাষীদের জন্যে আপনার কী এত দরদ?'

'তাদের জন্যে নয়, যা করছি তা নিজের জন্যে।'

বিষয়-আশয় নিয়ে লেভিনের পরিকল্পনার সমস্ত খ্রীটনাটি জানা ছিল আগাফিয়া মিখাইলোভনার। লেভিন প্রায়ই তাঁর ভাবনার স্ক্রা দিকগন্লোর কথাও তাঁকে বলতেন, তাঁর সঙ্গে তর্ক আর তাঁর দ্ণিভিঙ্গির সঙ্গে অমত কম হত না। কিন্তু এখন উনি যা বললেন তা একেবারে ভিন্ন অর্থে ব্রুলেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা।

দীর্ঘাস ছেড়ে তিনি বললেন, 'নিজের আত্মার জন্যে, তা ভালো, সেই কথাই তো ভাবা চাই। এই তো আমাদের পার্ফেন দেনিসিচ, 'ক' অক্ষর গোমাংস, কিস্তু যেভাবে মরল, ভগবান কর্ন যেন সবাই মরতে পারে সেভাবে' — বললেন তিনি সম্প্রতি বিগত এক বাঁধা চাকর সম্পর্কে, 'গিজার আশীর্বাদ নেওয়া, শেষকৃত্য করা, সবই করে গেল।'

'সে কথা আমি বলছি না' — লেভিন বললেন, 'আমি বলছি যে এ সব করিছি নিজের লাভের জন্যে। চাষীরা যদি ভালো করে খাটে, তাতে আমারই লাভ।'

'তা আপনি যতই কর্ন, চাষী যখন আলসে তখন সবই ভঙ্গে ^{ঘি} ঢালা। বিবেক থাকলে কাজ করবে, না থাকলে কিছুই হবার নয়।'

'হাাঁ। কিন্তু আপনি নিজেই তো বলছেন যে গোয়ালের কাজে ইভান ভালো কবে খাটতে শরে: করেছে।' 'আমি শুরুর একটা কথাই বলি' — আগাফিয়া মিখাইলোভনা জবাব দিলেন স্পষ্টতই হঠাৎ করে নয়, নিজের চিস্তার কঠোর সঙ্গতি অনুসরণ করে, 'আপনার বিয়ে করা উচিত, এই হল কথা!'

নিজেই তিনি এইমাত্র যা ভাবছিলেন, আগাফিয়া মিখাইলোভনা ঠিক সেটারই উল্লেখ করায় বিরক্ত ও আহত বোধ করলেন লেভিন। ভুর্ কোঁচকালেন তিনি, কোনো জবাব না দিয়ে ফের বসলেন কাজে, কাজটার তাৎপর্য নিয়ে যা ভাবছিলেন, ফের তা আওড়ালেন মনে মনে। স্তন্ধতার মধ্যে মাঝে মাঝে তাঁর কানে আসছিল আগাফিয়া মিখাইলোভনার উল বোনার কাঁটার শব্দ, আর যা তিনি মনে করতে চান না সেটা মনে পড়ে গিয়ে ফের ভুর্ কোঁচকালেন।

ন'টার সময় শোনা গেল ঘণ্টি আর কাদায় গাড়ি টানার চাপা শব্দ।
'তাহলে আমাদের এখানে কেউ অতিথি এল, আপনার আর বেজার
লাগবে না' — উঠে দরজার দিকে এগনতে এগনতে বললেন আগাফিয়া
মিখাইলোভনা। কিস্তু লেভিন তাঁকে ছাড়িয়ে সামনে গেলেন। কাজ তখন আর
এগন্নিছল না, যেকোনো অতিথিই আসন্ত্বক, লেভিন তাতে খানি।

110511

সিণিড়র অধেকিটা পর্যন্ত নেমে প্রবেশ-কক্ষে কাশির পরিচিত একটা শব্দ শন্নলেন লেভিন কিন্তু নিজের পদক্ষেপের শব্দের দর্ন শন্নলেন অম্পণ্টভাবে আর আশা করলেন যে ভুল শন্নছেন; তারপর চোথে পড়ল প্র্ণ দৈর্ঘ্যে হান্ডিসার ম্তিটা, আত্মপ্রবন্ধনার অবকাশ আর রইল না, তাহলেও তখনো আশা করতে লাগলেন যে তাঁর ভুল হয়েছে, লম্বা যে মান্রটা কাশতে কাশতে কোট খ্লছে সে তাঁর দাদা নিকোলাই নয়।

দাদাকে ভালোবাসতেন লেভিন কিন্তু তার সঙ্গে একত্রে থাকাটা সর্বদাই হত একটা যল্পার ব্যাপার। আর এখন তাঁর মনে যে চিন্তা আসছিল আর আগাফিয়া মিখাইলোভনার যে উক্তিগন্লোর প্রভাবে তিনি যখন একটা অস্পন্ট গোলমেলে অবস্থার মধ্যে রয়েছেন, তখন দাদার সঙ্গে সাক্ষাংটা মনে হল বিশেষ কন্টকর। হাসিখন্দি, স্কু, অনাত্মীয় এক অতিথি যে তাঁর অন্তরের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করতে পারবে বলে তিনি আশা করেছিলেন তার বদলে তাঁকে দেখতে হচ্ছে কিনা দাদাকে, বে তাঁকে আদান্ত চেনে, তাঁর আঁত অন্তর্নিহিত ভাবনাগন্লোকে যে খন্নিয়ে তুলবে, সর্বাকছ্ম প্ররোপন্নি খনলে বলতে বাধ্য করবে তাঁকে। আর সেটা তিনি চাইছিলেন না।

বিছছির এই মনোভাবটার জন্য নিব্দেই নিব্দের ওপর চটে গিয়ে লেভিন ছুটে গেলেন প্রবেশ-কক্ষে। দাদাকে কাছ থেকে দেখা মাত্র কিন্তু ব্যক্তিগত হতাশার ভাবটা মিলিয়ে গিয়ে তার জায়গায় দেখা দিল কর্ন্ণা। নিকোলাই ভাইকে তার শীর্ণতা ও র্মতায় আগে যত ভয়ংকরই লাগন্ক, এখন সে আরো শীর্ণ, আরো রুয়। এ যেন চর্মাবৃত এক কঞ্কাল।

প্রবেশ-রুক্ষে লম্বা রোগা গলাটা ঝটকাতে ঝটকাতে মাফলার খ্লছিল সে। অন্তুত একটা কার্ন্যে হাসল। দীন, বাধ্য সে হাসি দেখে লেভিন অন্তব করলেন যে তাঁর গলার মধ্যে দলা পাকিয়ে উঠছে।

'এই তো চলে এলাম তোমার কাছে' — ভাইয়ের মুখের ওপর থেকে মুহ্তের জন্যও চোখ না সরিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল নিকোলাই, 'অনেকদিন থেকেই আসতে চাইছিলাম কিস্তু শরীর ভালো যাচ্ছিল না, এখন কিস্তু বেশ ভালো হয়ে উঠেছি' — দাড়িতে বড়ো বড়ো রোগা হাত বুলিয়ে বলল সে।

'বেশ করেছ!' লেভিন বললেন। আর চুম্ন খেতে গিয়ে ঠোঁটে দাদার শরীরের শ্বন্ধতা অন্বভব করে আরো ভয়ংকর লাগল তাঁর, দেখলেন নিজের চোখের সামনে দাদার বড়ো বড়ো, অন্তুত রকমের জবলজবলে চোখ।

করেক সপ্তাহ আগে লেভিন দাদাকে লিখেছিলেন যে জমির ছোটো যে অংশটুকু অবন্টিত পড়ে ছিল তার বিক্রি বাবদ প্রায় দ্ব'হাজার রুব্লের মতো তার ভাগটা সে পেতে পারে।

নিকোলাই বলল যে সে এখন এসেছে টাকাটা নিতে এবং প্রধান কথা নিজের নীড়ে থাকতে, মাটি ছ'তে যাতে প্রোকালের মহাবীরদের মতো আসম ক্রিয়াকলাপগ্রলার জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। নিকোলাই আরো কু'জো হয়ে গেলেও এবং নিজের দৈর্ঘ্যের তুলনায় আশ্চর্যরকম শীর্ণ হয়ে থাকলেও তার গতিবিধি বরাবরের মতোই ক্ষিপ্র ও ঝটকা-মারা। লেভিন তাকে নিয়ে গেলেন স্টাডিতে।

দাদা পোশাক বদলাল অসম্ভব যত্ন সহকারে যা আগে কখনো দেখা ^{যায} নি, পাতলা হয়ে আসা সোজা সোজা চুলগ্মলোকে আঁচড়াল, তারপর হেসে উঠল ওপরে। মেজাজ তার অতি রেহশীল আর শরীফ, বাল্যকালে লেভিন তাকে বে-রকমটা দেখেছিলেন। এমনকি সেগেই ইভানোভিচের কথাও সে বলল বিনা বিদ্বেষ। আগাফিয়া মিখাইলোভনাকে দেখে একটু ঠাট্টা করল, জিগ্যেস করল প্রনো চাকরবাকরদের খবরাখবর। পার্ফেন দেনিসিচ মারা গেছে শ্নেবিচলিত হল সে; একটা ভীতি ফুটে উঠল মুখে; তবে সঙ্গে সঙ্গেই সেটা সে ঝেড়ে ফেলল।

'ও তো বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিল' — এই বলে প্রসঙ্গটা সে পালটাল, 'হার্ন, তোমার এখানে একমাস কি দুমাস থাকব, তারপর মঙ্গ্লের। জানো, মিযাগ্কভ আমায় একটা চাকরি দেবে বলে কথা দিয়েছে, আমিও কাজই নেব। এখন আমি জীবনটাকে চালাব অন্যভাবে' — বলে চলল সে, 'জানো, ওই মাগীটাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।'

'মারিয়া নিকোলায়েভনাকে? সেকী?'

'এহ্, ও একটা নচ্ছার মাগী! আমার বড়ো ক্ষতি করেছে।' কিন্তু কী ক্ষতি করেছে সেটা সে বলল না। সে তো আর বলতে পারে না যে মারিয়া নিকোলায়েভনাকে সে ভাগিয়েছে চা'টা কড়া হয় নি বলে, এবং প্রধান কথা, তাড়িয়েছে কারণ ও তার দেখাশোনা করত এমনভাবে যেন সে একটা বোগাঁ। 'তা ছাড়া মোটের ওপর আমি এখন চাই জীবনটা একেবারে বদলে নিতে। বলা বাহ্লা সবার মতো আমিও আহাম্মকি করেছি, তবে টাকাকড়িটা সবচেয়ে তুচ্ছ ব্যাপার, ওর জন্যে আমার আফশোস নেই। শ্বেষ্ স্বাস্থ্য থাকলেই হল আর স্বাস্থ্যটা, জয় ভগবান, ভালো হয়েছে।'

লেভিন শ্বনছিলেন আর ভাবছিলেন, কিন্তু ভেবে পাচ্ছিলেন না কী বলবেন। নিকোলাইও সম্ভবত একই ব্যাপার বোধ করছিল; লেভিনের অবস্থা কেমন চলছে তা নিয়ে জিজ্ঞেসাবাদ করতে লাগল সে; নিজের কথা বলতে গিয়ে খ্বিশ হলেন লেভিন, কেননা সে কথা তিনি বলতে পারেন ভান না করে। নিজের পরিকল্পনা আর কার্যকলাপের কথা তিনি বললেন দাদাকে। দাদা শ্বনছিল, কিন্তু স্পণ্টতই বোঝা যাচ্ছিল যে ওতে তার আগ্রহ নেই।

এই দ্বটি মান্ব এত আপন, এত ঘনিষ্ঠ যে সামান্যতম একটা ভঙ্গি, গলার স্বর উভয়কেই বলে দিচ্ছিল কথা যা বলতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশিঃ

এখন ওঁদের দ্ব'জনেরই শ্বধ্ব একটা চিস্তা — নিকোলাইয়ের রোগ ও আসম মৃত্যু — যাতে অন্যসব চিস্তা চাপা পড়েছে। কিন্তু ওঁদের কেউই সে কথা তোলার সাহস পাচ্ছিলেন না, তাই বে একটা জিনিসে তাঁদের মন নিমন্ন সেটা প্রকাশ না করে আর যা-কিছ্ ই তাঁরা বল্ন-না কেন, সবই হচ্ছিল মিথ্যে। সন্ধ্যার যে অবসান হল, এখন শ্তেত ষেতে হর, এতে লেভিনের এত আনন্দ আর কখনো হয় নি। বাইরের কোনো লোকের সঙ্গে বা সরকারী কোনো সাক্ষাংকারে এত অস্বাভাবিক ও অসং তিনি হন নি আর কখনো। এবং এই অস্বাভাবিকতার চেতনা আর তার জন্য অন্শোচনা তাঁকে করে তুলছিল আরো অস্বাভাবিক। নিজের ম্ম্ব্র্, প্রিয়তম দাদার জন্য কালা পাচ্ছিল তাঁর, অথচ কিভাবে সে বেচে থাকবে সে আলাপ তাঁকে কিনা শ্রন্ ষেতে হচ্ছিল, সায় দিতে হচ্ছিল তাতে।

বাড়িটা ছিল স্যাংসে'তে, শ্ব্ব একটা ঘরই গরম করা, তাই লেভিন দাদাকে শোয়ালেন নিজেরই শোবার ঘরে, পার্টিশনের ওপাশে।

দাদা শ্ল, ঘ্ম এসেছিল কি আসে নি যাই হোক, এপাশ-ওপাশ করছিল রোগীদের মতো আর কাশছিল, কাশি যখন থামতে চাইছিল না, কী যেন বিড়বিড় করছিল। মাঝে মাঝে যখন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছিল, বলছিল: 'ওহ্ ভগবান!' মাঝে মাঝে যখন শ্লেমায় শ্বাস র্দ্ধ হয়ে আসছিল, বিরক্তিতে বলে উঠছিল, 'ধ্রঃ শালা!' এই সব শ্লতে শ্লতে অনেকখন ঘ্ম আসে নি লেভিনের। চিন্তাগ্লো তাঁর আসছিল নানা রক্মের, কিন্তু সব চিন্তার শেষটা একই: মৃত্যু।

মৃত্যু, সবকিছ্রই যা শেষ, অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে তা ভেসে উঠল তাঁর সামনে। আর সে মৃত্যু রয়েছে এখানেই, তাঁর ভালোবাসার পাত্র দাদার মধ্যে, ঘ্রমের ভেতর যে কাতরাচ্ছে, অভ্যাসবশে কখনো ভগবান, কখনো শালা বলে উঠতে যার দ্বিধা নেই, আগে তাঁর যা মনে হয়েছিল, সে মৃত্যু মোটেই তেমন স্মৃদ্রে নয়। সে মৃত্যু আছে তাঁর নিজের মধ্যেই, এটা তিনি টের পাচ্ছেন। আজ যদি না হয় তো আগামী কাল, আগামী কাল না হলে, নয় তিরিশ বছর পরে, কী এসে যায় তাতে? আর কী বস্থু এই অনিবার্য মৃত্যু সেটা তিনি শৃধ্র জানতেন না তাই নয়, কখনো তার কথা ভাবেন নি তাই নয়. সে নিয়ে ভাবতে তিনি পারতেনই না, সাহসই হত না তাঁর।

'আমি খাটছি, কিছ্ব একটা করতে চাইছি, অথচ ভুলে গিয়েছিলাম যে সবই শেষ হয়ে যায়, আছে মৃত্যু।'

অন্ধকারে খাটে ম্চড়ে ম্চড়ে বসে তিনি চেপে ধরে থাকছিলেন হাঁটু ভাবনার চাপে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। কিন্তু যত তীর হচ্ছিল তাঁর চিন্তা ততই কেবল পরিজ্কার হয়ে উঠছিল যে ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে তাই, সতি্যই তিনি ভূলে গিয়েছিলেন, খেয়াল করেন নি জীবনের ছোট এই একটা ঘটনা যে মরণ হবে, শেষ হবে সবকিছা, কিছাই শ্রা করার মানে হয় না, কিছাই সাহায্য করবে না এক্ষেত্রে। এটা ভয়ংকর, কিন্তু ঘটনাটা তাই-ই।

কিন্তু আমি যে এখনো বে'চে। কী করি এখন, কী করি?' হতাশার বলে উঠলেন তিনি। মোমবাতি জেবলে সন্তর্পণে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, আয়নার কাছে গিয়ে দেখতে লাগলেন নিজের মুখ আর চুল। হাাঁ, রগে দেখা যাছে পাকা চুল। হাঁ করলেন। পেছন দিককার দাঁত খারাপ হতে শ্রু করেছে। অনাব্ত করলেন নিজের পেশীবহুল হাত। হাাঁ, শক্তি আছে অনেক। কিন্তু নিকোলাইয়েরও ছিল শক্তসমর্থ দেহ, জীর্ণ ফুসফুসে এখন সে ধ্কছে। হঠাং তাঁর মনে পড়ল ছেলেবেলাকার একটা দ্শ্য: বাচ্চারা শ্ত একসঙ্গে, অপেক্ষায় থাকত কখন ফিওদর বগদানিচ বাইরে বেরিয়ে যান। অমনি বালিশ ছোঁড়াছইড়ি করত তারা, আর হাসত, হাসত এমন বেপরোয়া হয়ে যে ফিওদর বগদানিচকে রীতিমতো ভয় পেলেও কূল ছাপিয়ে ওঠা জীবনের সে ফেনিল আনন্দকে থামানো যেত না। 'আর এখন ওই তো বে'কে যাওয়া, ফাঁপা বুকখানা... এদিকে আমি জানি না কেন আর কী আমার হবে...'

'খ্যাক, খ্যাক! ধ্বঃ শালা! কী করছ ওখানে? ঘ্নোচ্ছ না কেন?' শোনা গেল দাদার কণ্ঠস্বর।

'এমনি, কে জানে, ঘ্রম আসছে না।'

'আমি কিন্তু বেশ ভালো ঘ্রমিয়েছি। ঘামছিও না। দ্যাথ না কামিজটা নেড়ে। ঘাম আছে?'

লেভিন হাতড়ে দেখেলেন, চলে গোলেন পার্টি শনের ওপাশে, মোমবাতি নিবিয়ে দিলেন, কিন্তু ঘ্যমাতে পারলেন না অনেকখন। কিভাবে জীবন কাটানো যায় এ প্রশ্নটা তাঁর কাছে খানিকটা পরিষ্কার হয়ে উঠতে না উঠতেই দেখা দিয়েছে সমাধানাতীত এক প্রশ্ন — মৃত্যু।

'হাাঁ, ও মরবে, হাাঁ, মরবে বসস্ত নাগাদ, কিন্তু কী করে সাহায্য করা যায় ওকে? কী ওকে বলতে পারি? এ ব্যাপারে কী জানি আমি? এটা যে আছে, সে কথা তো ভূলেই গিয়েছিলাম।' লেভিন অনেক আগেই লক্ষ্য করেছিলেন যে কেউ মান্রাতিরিক্ত রকমে মেনে নিচ্ছে, সায় দিচ্ছে বলে যখন নিজেরই অস্বস্থি বোধ হয়, তারপর সেলোক কিন্তু অতি সম্বর তার মান্রাতিরিক্ত দাবিদাওয়া আর ছিদ্রান্বেষণে হয়ে ওঠে অসহ্য। তিনি অন্ভব করছিলেন যে দাদার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তাই ঘটবে। এবং সত্যিই নিকোলাইয়ের গোবেচারা ভাব বেশি টিকল না। পরের দিন সকালেই সে হয়ে উঠল খিটখিটে, তল্লতন্ম করে খ্তু ধরতে লাগল ভাইয়ের, ঘা দিচ্ছিল তাঁর সবচেয়ে ঘাতপ্রবণ জায়গাগ্রলায়।

নিজেকেই দোষী মনে হচ্ছিল লেভিনের, অথচ সেটা শ্বধরে উঠতে পারছিলেন না। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে ওঁরা ভান না করে ঠিক কী ভাবছেন, অন্ভব করছেন শ্বধ্ সেটাই যদি অকপটে বলতেন, তাহলে তারা খোলাখনলি চেয়ে দেখতে পারতেন পরস্পরের দিকে, আর কনস্তান্তিন শ্বধ্ বলতেন: 'তুমি মরছ, মরছ, মরছ!' আর নিকোলাই শ্বধ্ জবাব দিত: 'জানি মরছি কিন্তু ভয়, ভয়, ভয় পাচ্ছি!' আর প্রাণ থেকে কথা কইলে আর কিছ্ বলার থাকত না। কিন্তু সেভাবে চলা যায় না, আর কনস্তান্তিন যেহেতু যা তিনি সারা জীবন চেন্টা করেও পারেন নি, তারই চেন্টা করতেন, অন্যে অনেকে যা চমংকার চালাতে পারত যা ছাড়া বাঁচা চলে না, তাই তিনি অনবরত চেন্টা করতেন যা ভাবছেন তা না-বলতে আর টের পেতেন যে সেটা মিথ্যা শোনাচ্ছে, দাদা সেটা ধরতে পারছে আর তিতিবিরক্ত হয়ে উঠছে সে জন্য।

তৃতীয় দিন নিকোলাই ভাইকে বাধ্য করল তাঁর পরিকল্পনা আবার শোনাতে এবং শৃ্ধ্ব তার সমালোচনা করল না, ইচ্ছে করেই তা গ্র্নালয়ে ফেলতে লাগল কমিউনিজমের সঙ্গে।

'তুমি শহুধহু পরের ধারণা ধার করেছ আর তা বাঁকিয়ে চুরিয়ে লাগাতে চাইছ যেখানে তা লাগার নয়।'

'আমি যে তোমাকে বলছি, ওর সঙ্গে এটার কোনো মিল নেই। ওরা ব্যক্তিগত মালিকানা, পর্নজি, উত্তরাধিকার — এ সবের ন্যায্যতা অস্বীকার করে, কিন্তু এই প্রধান প্রেরণাটা অস্বীকার না করে' (এ ধরনের শব্দ ব্যবহাব লোভনের নিজের কাছে অর্কুচিকর, কিন্তু নিজের কাজে মেতে ওঠার পর থেকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি ঘন ঘন এই অর্থুশ কথাগ্রলোর আশ্রয় নিচ্ছেন) আমি চাই শ্ব্ধু শ্রমের নিয়ামন।'

'সেই তো বলছি, অন্যের ধারণাগ্নলো নিয়ে তার ষেখানে শক্তি সব ছে'টে ফেলে বোঝাতে চাইছ ষে এটা নতুন কিছ্ন' — নিকোলাই বলল রেগে, গলার টাই-য়ে দমকা টান দিয়ে।

'আমার ভাবনার সঙ্গে ও সবের কোনো মিল নেই...'

'ওদের ক্ষেত্রে' — আন্দোশে চোখে ঝকঝিকরে বিদ্র্পেভরে হেসে নিকোলাই লোভন বলল, 'ওদের ক্ষেত্রে এর অন্তত একটা রূপ আছে, বলা যায় জ্যামিতিক, — আছে স্পন্টতা, নিশ্চয়তা। হয়ত এটা ইউটোপিয়া। কিন্তু ধরা যাক অতীতের সর্বাকছ্ব হল tabula rasa*; সম্পত্তি নেই, পরিবার নেই, শ্রমেরও তাহলে একটা স্বাবস্থা হল। কিন্তু তোমার কিছ্বই নেই…'

'কেন তুমি মিশিয়ে ফেলছ? আমি কমিউনিস্ট ছিলাম না কখনো।'

'আর আমি ছিলাম এবং দেখতে পাচ্ছি যে ওর সময় হয় নি এখনো, তবে এটা যুক্তিযুক্ত, এর ভবিষ্যৎ আছে, প্রথম দিককার খ্রিট্রামর্মের মতো।'

'আমি শর্ধর বলতে চাইছি যে শ্রম-শক্তিকে দেখতে হবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পরীক্ষাম্লক দ্ভিকোণ থেকে, তাকে অধ্যায়ন করতে হবে, ব্রুতে হবে তার বৈশিষ্ট্য, তাহলে...'

'ওটা একেবারে খামোকাই। এ শক্তি তাব বিকাশের মাত্রা থেকে নিজেই নিজের ক্রিয়াকলাপের নির্দিষ্ট একটা রূপ খংজে পাবে। আগে সর্বত্র ছিল ক্রীতদাস, পরে metayers**, আমাদের এখানেও আছে ভাগ-চাষ, আছে প্রজাবিলি, ক্ষেত্রমজনুরি, আর কী চাও তুমি?'

এ কথাগন্বলোয় হঠাং ক্ষেপে উঠলেন লেভিন, কেননা মনে মনে তিনি ভয় পাচ্ছিলেন যে কথাটা সতিা, সতিা এই যে তিনি কমিউনিজম আর বর্তমান রূপগ্রলোর মধ্যে একটা ভারসাম্য চাইছেন, যা বড়ো একটা সম্ভব নয়।

'আমি উৎপাদনশীলতার সঙ্গে কাজ করার উপায় খ্রাছ নিজের জন্যেও, কষি-শ্রমিকের জন্যেও। এমন ব্যবস্থা আমি করতে চাই যে...' উত্তেজিত হয়ে বললেন তিনি।

'কিছ্মই তুমি করতে চাও না; স্রেফ সারা জীবন যেমন কাটিয়েছ, তেমনি

^{*} মোছা বোর্ড অর্থাৎ অতীতের স্বকিছ, মুছে ফেলা (লাতিন)।

^{**} পত্তीनमात्र (देश्टर्जाकः)।

চাও মৌলিকত্ব দেখাতে, এইটে দেখাতে যে তুমি চাষীদের নেহাং শোষণ করছ না, একটা বড়ো ধ্যান-ধারণা নিয়ে করছ।'

'তাই ভাবছ? যাক গে, রেহাই দাও আমায়!' লেভিন জ্বাব দিলেন, টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর বাঁ গালের পেশী লাফাচ্ছে, ঠেকানো যাচ্ছে না।

'তোমার কোনো একটা দৃঢ় প্রতায় কখনো ছিল না, এখনো নেই। শৃংধ্ব আত্মাভিমান তৃষ্ট করতে পারলেই তোমার হল।'

'তা বেশ, শুধু রেহাই দাও আমার!'

'তাই দেব! সময় হয়ে গেছে অনেকদিন, চুলোয় যা তুই! ভয়ানক আফশোস হচ্ছে যে এখানে এসেছি!'

পরে দাদাকে শান্ত করার জন্য লেভিন যত চেণ্টাই কর্ন, নিকোলাই শ্নতে চাইল না, বলল যে আলাদা থাকাই অনেক ভালো, ভাই স্পন্ট ব্রুলনে যে বে'চে থাকা এখন স্লেফ অসহ্য হয়ে উঠেছে দাদার পক্ষে।

কনস্তান্তিন যখন ফের তার কাছে এসে অস্বাভাবিক স্বরে অন্রোধ করলেন, কোনো ব্যাপারে তাকে আঘাত দিয়ে থাকলে সে যেন মাপ কবে. নিকোলাইয়ের যাত্রার আয়োজন তখন সারা হয়ে গেছে।

'আহ্, কী উদারতা!' হেসে বলল নিকোলাই, 'তুমি-ই ঠিক, এই যদি তোমার জানতে ইচ্ছে হয়, তা সে তুণ্টি আমি তোমাকে দিতে পারি। তুমি ঠিক, তাহলেও আমি চলে যাব।'

ঠিক যাবার মুখে নিকোলাই চুম্বন করল ভাইকে, হঠাৎ একটা অদ্ভুত গুরুগন্তীর দূষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে বলল:

'আমার সম্পর্কে' খারাপ কিছ্ম ভেবো না রে কনস্তান্তিন' — গলা তাব কে'পে উঠল।

এই একটা কথাই শ্বেষ্ অকপটে বলা। লেভিন ব্ৰলেন যে এতে কবে সে বলতে চাইছে: 'তুমি দেখতে পাচ্ছ আর জানো যে আমার দিন ফুরিয়েছে, হয়ত আমাদের দেখা হবে না আর।' লেভিন সেটা ব্ৰলেন চোখ ফেটে জল এল তাঁর। দাদাকে আরো একবার চুন্বন করলেন তিনি কিন্তু কিছু বলতে পারলেন না, বলার সামর্থ্য ছিল না।

দাদা চলে যাবার দ্ব'দিন পরে লেভিনও যাত্রা করলেন বিদেশে। ট্রেন দেখা হল কিটির খ্ড়তুতো ভাই শ্যেরবাংস্কির সঙ্গে। ভারি সে অবাক হল লেভিনকে মনমরা দেখে। জিগ্যেস করলে:

'কী হয়েছে তোমার?'

'কিছুই না, এমনি। আনন্দের ব্যাপার দুনিরায় কম।'

'কম মানে? কোন এক মুনসিঙ্গেনে যাওয়ার চেয়ে এসো না আমার সঙ্গে পারিসে। দেখবে কেমন মজা।'

'না, আমার পালা শেষ। মরার সময় হয়েছে!'

'বলিহারি!' হেসে বললে শ্যেরবাংচ্কি, 'আর আমি শ্রুর্ করার জন্যে মাত্র তৈরি হচ্ছি।'

'হাাঁ, কিছ্বদিন আগে আমিও তাই ভাবতাম, কিস্তু এখন জানি যে শিগগিরই মরব।'

ইদানীং যা তিনি সত্যি করেই ভাবছিলেন, সেই কথাটাই বললেন লেভিন। সবকিছ্নতেই তিনি দেখছিলেন মৃত্যু অথবা তার সামিধ্য। কিন্তু সেই জন্যই যে ব্যাপারটা তিনি শ্রুর করেছেন সেটা তাঁকে আফ্ণ করছিল আরো বেশি। মৃত্যু না আসা পর্যন্ত কোনো রকমে বে'চে তো থাকতে হবে। তাঁর কাছে সবকিছ্ন আছেন্ন করেছে অন্ধকার, আর এই অন্ধকারের জন্যই তিনি অন্ভব করছিলেন যে সে অন্ধকারে চলবার একমাত্র স্কৃত্র হল তাঁর কাজ, প্রাণপণে সে স্তুটা তিনি আঁকড়ে ধরছিলেন।

क समस्य स्था समस्य स्थ



ম্বামী-দ্বাী কারেনিনরা থাকতেন একই বাড়িতে, দেখা হত প্রতিদিন, কিন্তু একেবারেই বাইরের লোকের মতো। আলেক্সেই আলে-

n s n

ক্সান্দ্রভিচ নিয়ম করে নিয়েছিলেন যে রোজ দেখা দেবেন স্ত্রীর সামনে যাতে চাকরবাকরেরা কিছু একটা অনুমান করে নেবার সুযোগ না পায়, তবে বাড়িতে আহার এড়িয়ে যেতেন। দ্রন্স্কি কখনো আসতেন না এ বাড়িতে কিন্তু বাইরে আল্লা দেখা করতেন তাঁব সঙ্গে আর স্বামীও তা জানতেন।

অবস্থাটা ছিল তিনজনের পক্ষেই কণ্টকর এবং সেটা একদিনের জন্যও তাঁদের কেউ সইতে পারতেন না যদি তাঁদের এই আশা না থাকত যে এটা বদলাবে, এটা কেবল একটা সাময়িক শোকাবহ অস্কৃবিধা যা কেটে যাবে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আশা করছিলেন যে এই হদয়াবেগ কেটে যাবে যেমন কেটে যায় সবকিছ্, সবাই ব্যাপারটা ভূলে যাবে, তাঁর নাম থাকবে অকলিকিত। আমা, এ অবস্থার জন্য যিনি দায়ী, যাঁর কাছে অবস্থাটা সবাব চেয়ে কণ্টকর, তিনি শ্ব্ধ আশা নয়, স্কৃত্ বিশ্বাস রেখেছিলেন যে শিগগিবই জট খ্লবে, পরিজ্ঞার হয়ে যাবে। অবস্থাটার জট কিসে খ্লবে সেটা তিনি একেবারেই জানতেন না, কিন্তু খ্বই নিশ্চিত ছিলেন যে এবার কিছ্ব একটা ঘটবে শিগগিরই। দ্রন্দ্বিও অজ্ঞাতসারে তাঁকে মেনে নিয়ে ভাবছিলেন তাঁর অপেক্ষা রাখে না এমন কিছ্ব একটা ঘটতে বাধ্য যা সমস্ত ম্শকিলেব আসান করে দেবে।

শীতের মাঝামাঝি সময়ে খুবই বিছছিরি একটা সপ্তাহ কাটে প্রনৃত্তিকর। পিটার্সবিংগে আগত এক বিদেশী প্রিন্সের ভার পড়েছিল তাঁর ওপর. রাজধানীর দ্রন্টব্যাদি দেখাতে হবে তাঁকে। দ্রন্দিক নিজেই একজন দর্শনধারী ব্যক্তি, তদ্বপরি নিজের মর্যাদা ক্ষান্ধ না করে এই ধরনের লোকেদের সঙ্গে চলাফেরায় তিনি অভান্ত, তাই তাঁকে দেওয়া হয় প্রিন্সটির দায়িছ। কিন্ত দায়টা তাঁর কাছে খুবই গুরুভার মনে হল। রাশিয়ায় এটা কি তিনি দেখেছেন, স্বদেশে এমন প্রশেনর জবাব দেবার মতো কোনো কিছুই বাদ দিতে প্রিন্স রাজী নন: তা ছাড়া নিজেও তিনি যথাসম্ভব রুশী উপভোগাদিতে ইচ্ছ্রক। দুটো ব্যাপারেই তাঁকে পথ দেখাবার ভার দ্রন্দিকর। রোজ সকালে তাঁরা যেতেন দর্শনীয় স্থান দেখতে, সন্ধ্যায় যোগ দিতেন জাতীয় প্রমোদে। প্রিন্সদের ক্ষেত্রেও যা অসাধারণ, তেমন একটা স্বাস্থ্য ছিল এই প্রিন্সটির, ব্যায়াম করে আর শরীরের ভালো যত্ন নিয়ে তিনি এমন মান্রায় উঠেছিলেন যে উপভোগের আধিক্য সত্ত্বেও তিনি ছিলেন সব্বজ চেকনাই, ওলন্দাজ শসার মতো তাজা। অনেক ঘুরেছেন তিনি এবং আবিষ্কার করেছেন যে বর্তমান কালের অনায়াস যোগাযোগ পথের একটা প্রধান লাভ হল বিদেশের প্রমোদ সম্ভোগ। গেছেন তিনি স্পেনে. সেখানে সেরিনাদ গেয়েছেন, দহরম-মহরম করেছেন ম্যান্ডোলন-বাদিকা ম্পেনীয়ার সঙ্গে। সূইজারল্যাণ্ডে গিয়ে তিনি শ্যাময় মেরেছেন। ইংলণ্ডে লাল ফ্রক-কোট পরে তিনি বেড়া ডিঙিয়েছেন এবং দু:'শ উড়স্ত ফিজ্যাণ্ট শিকার করেছেন। তুরত্কে রাত কাটিয়েছেন হারেমে, ভারতবর্ষে হাতির পিঠে চেপেছেন, এখন বিশেষ করে যা রুশী তেমন সমস্ত উপভোগের স্বাদ নিতে চান।

এর্প ব্যক্তির পরিবেশন-কর্তা হয়ে নানান লোকের প্রস্তাবিত সমস্ত বৃশী প্রমোদের মধ্যে থেকে বাছাই কবতে খ্বই মুশকিলে পড়েছিলেন ফ্রন্ফিন। হল অশ্বারোহণ, সর্চাকলি ভোজন, ভাল্ক শিকার, তিন ঘোড়ায় টানা স্লেজে চাপা. জিপসি দর্শন, রুশী কায়দায় পার ভেঙেচুরে পানোংসব। অসাধারণ অনায়াসে রুশ মেজাজ রপ্ত করে নিলেন প্রিন্স, পারভার্তি ট্রে ভাঙলেন, বেদেনীকে বসালেন কোলে এবং মনে হল যেন জিগ্যেস করছেন: সে কী, রুশী মেজাজ মার এইটুকুনেই শেষ?

আসলে সমস্ত রুশী উপভোগের মধ্যে প্রিন্সের সবচেয়ে ভালো লেগেছিল ফ্রাসী অভিনেত্রী, ব্যালে নর্তকী আর শাদা ছাপ দেওয়া শ্যাম্পেন।

थिन्न नामक काउठोत म**रम रमनारम**गात অভ্যাস **ছिल छन्** म्कित, किसु হয়ত নিজেই তিনি ইদানীং বদলে গেছেন ব'লে, কিংবা প্রিন্সটিকে তিনি দেখলেন বড়ো বেশি কাছ থেকে. এ সপ্তাহটা তাঁর মনে হরেছিল সাংঘাতিক কন্টকর। গোটা এই সপ্তাহটা তিনি অবিরাম নিজেকে অনুভব করেছেন সেই লোকের মতো, যে বিপঙ্জনক এক উন্মাদের ভার পেয়েছে, যাকে সে ভয় পার, আবার এ ভয়ও হয় যে তার সাহচর্যে নিজেরই মাথা খারাপ না হয়ে যায়। নিজে অপমানিত না হবার জন্য কঠোর আনু-্ঠানিকতার স্কুরে মুহুতের জন্যও ঢিলা না দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুক্ষণ অনুভব করতেন দ্রন্দিক। দ্রন্দিককে শুদ্তিত করে প্রিন্সের জন্য রুশী উপভোগের ব্যবস্থা করতে শারা সোৎসাহে এত খাটত যে কহতব্য নয়, ঠিক তাদের সঙ্গেই প্রিম্সের আচরণ ছিল অবজ্ঞাস্চক। যে রুশ নারীদের অনুধাবন করার বাসনা ছিল প্রিন্সের, তাদের সম্পর্কে তাঁর মতামতে একাধিকবার রাগে नाम २८७ २८साइ छन् ज्विति । शिन्त्रत्क रय छन् ज्वित विस्मायतका पृतियर লেগেছিল তার প্রধান কারণটা কিন্তু এই যে তাঁর মধ্যে দ্রন্দিক দেখতে পাচ্ছিলেন নিজেকেই। আর সে আয়নায় যা তিনি দেখলেন সেটা তাঁর আত্মপ্রীতির তোয়াজ করে নি। প্রিন্স ছিলেন অতি নির্বোধ, অতি আর্দ্মারসী, অতি সম্প্রসবল, এবং অতি পরিব্দার-পরিচ্ছন্ন একটি লোক, তার বেশি কিছু, নয়। তিনি ছিলেন জেণ্টলম্যান তা ঠিক, দ্রন্সিক সেটা অস্বীকার করতে পারেন না। তিনি ছিলেন ওপরওয়ালাদের কাছে সুন্সির, অপদলেহী, সমান-সমানদের সঙ্গে আচরণে নিঃসঙ্কোচ ও সহজ আর নিন্দতনদের ক্ষেত্রে অবজ্ঞাভরে উদার। দ্রন্দিক নিজেও এইরকম এবং মনে করতেন সেটা একটা বড়ো গুণ, কিন্তু প্রিন্সের তুলনায় তিনি নিন্নতন, ফলে তাঁর প্রতি এই অবজ্ঞাস,চক উদারতা ক্ষেপিয়ে তুলতে তাঁকে।

'নিৰ্বোধ গোমাংস! আমিও কি অমনি নাকি?' ভাবতেন দ্ৰন্দিক।

সে যাই হোক, সপ্তম দিনে প্রিলেসর মস্কো যাত্রার আগে বিদায় নিয়ে ও ধন্যবাদ পেয়ে দ্রন্সিক স্থাই হলেন যে অস্বস্থিকর অবস্থা আব অপ্রীতিকর আয়নাটা থেকে রেহাই পেয়েছেন। ভাল্ক শিকার, যেখানে সারা রাত তাঁরা রুশী হিম্মতের নম্না দেখেছেন, সেখান থেকে ফিরে রেল-স্টেশনে তিনি বিদায় নেন প্রিলেসর কাছ থেকে।

বাড়ি ফিরে দ্রন্সিক পেলেন আল্লার চিঠি। তিনি লিখেছেন: 'আমার শরীর ভালো নেই, মন ভালো নেই। আমি বাড়ি থেকে বের্তে পারছি না কিন্তু আপনাকে না দেখেও থাকতে পারছি না আর। সন্ধ্যার আস্নুন আমার কাছে। সাতটার আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ থাবেন পরিষদে, সেখানে থাকবেন দশটা অবধি।' স্বামী তাঁকে বাড়িতে আসতে মানা করেছেন, অথচ সে দাবি অগ্রাহ্য করে আল্লা সোজাস্কুজি তাঁকে ডাকছেন নিজের কাছে, এই অন্তুত ব্যাপারটা নিয়ে মিনিটখানেক ভেবে দ্রন্সিক ঠিক করলেন যাবেন।

সে শীতে দ্রন্সিকর পদোয়তি হয়েছিল কর্নেলে, রেজিমেণ্ট ছেড়ে দিয়ে তিনি থাকছিলেন একা। জলযোগ সেরে তিনি তক্ষ্মিন শ্রে পড়লেন সোফায় এবং গত কয়েকদিন যে বিছছিরি দৃশাগ্র্লো তিনি দেখেছেন, সেগ্মিল মিনিট পাঁচেক মনে করতে গিয়ে তা গোলমাল হয়ে জয়ড়ে গেল আয়া আয় সেই চাষীটার ছবির সঙ্গে, যে শিকারে ভালয়ক খোঁজায় একটা বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল। ঘ্মিয়ের পড়লেন দ্রন্সিক। তারপর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জেগে উঠলেন অন্ধকারে, তাড়াতাড়ি করে মোমবাতি জয়লালেন। 'কী ব্যাপার? কী হল? কী অমন ভয়ংকর দেখলাম স্বপ্নে? ও হাাঁ, ওই চাষীটা, ছোটোখাটো নোংরা একটা লোক, এলোমেলো দাড়ি, নয়ের পড়ে কী একটা যেন করছিল, হঠাং কী সব অন্তুত কথা কয়ে উঠল ফরাসি ভাষায়, তা ছাড়া তো স্বপ্নে আয় কিছয় দেখি নি' — মনে মনে ভাবলেন তিনি, 'কিস্থু সেটা অত ভয়াবহ হয়ে উঠল কেমন করে?' চাষীটা আর তার দয়েবাধ্য ফরাসি কথাগয়লো জলজ্যাস্ত মনে পড়ল তাঁর, আতংকের একটা হিমপ্রবাহ নামল পিঠ বেয়ে।

'যত বাজে ব্যাপার!' এই ভেবে ঘড়ি দেখলেন দ্রন্স্কি।

ততক্ষণে সাড়ে আটটা বেজেছে। চাকরকে ডেকে তিনি তাড়াতাড়ি পোশাক পরলেন, স্বপ্লের কথা একদম ভূলে, শ্ব্ধ দেরি হয়ে গেছে এই অন্শোচনায় পাড়িত হয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন অলিন্দে। কারেনিনদের

গাড়ি বারান্দার কাছে গিরে তিনি ঘড়ি দেখলেন: নটা বাজতে দশ মিনিট। ঢোকার মূথে ছাইরঙের জুড়ি ঘোড়া জোতা উচ্চ সংকীর্ণ একটা গাড়ি। আন্নার গাড়িটা তিনি চিনতে পারলেন। ভাবলেন, 'আন্না আমার কাছে যেতে চাইছিল, সেই ভালো হত। এ বাড়িতে ঢুকতে আমার বিছছিরি লাগে। যাক গে, লুকেয়ে তো আর থাকতে পারি না।' এই ভেবে, কিছুতে যার লন্জা পাবার নেই. তেমন লোকের যে চালটা তিনি ছোটো থেকে আয়ন্ত করেছেন. সেই চালে তিনি স্লেজ থেকে নেমে গেলেন দরজার দিকে। হাতে একটা কম্বল নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এল চাপরাশি, গাড়িটাকে ডাকল। থ্বটিনাটি লক্ষ্য করতে অভ্যস্ত না হলেও দ্রন্তিকর নজরে পড়ল যে চাপরাশি তাঁর দিকে চাইছে অবাক হয়ে। একেবারে দরজার সামনে প্রায় তাঁর ধারু। লাগতে যাচ্ছিল আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচের সঙ্গে। ওভারকোটেব বীবর ফার কলারের তলে ঝকঝক করা শাদা গলবন্ধনী আর কালো টুপি পরা তাঁর চোপসানো রক্তহীন মুখখানার ওপর সোজা এসে পড়ল গ্যাসের আলো। কারেনিনের নিশ্চল নিষ্প্রভ চোখ নিবদ্ধ হল দ্রন্স্কির মুখেব ওপর। দ্রন্দিক মাথা ন,ইয়ে অভিবাদন করলেন, আলেকসেই আলেক্সান্দ্রভিচ গাল কুচকে হাত তুলে টুপি ছঃয়ে বেরিয়ে গেলেন। দ্রন্দিক দেখলেন উনি ফিরে না তাকিয়ে উঠলেন গাডিতে, জানলা দিয়ে কম্বল আর দ্রবীন নিয়ে আড়ালে গেলেন। ভ্রন্স্কি চুকলেন প্রবেশ-কক্ষে। ভূর, ওঁর কোঁচকানো, চোখ ঝিকঝিক করছে আক্রোশ আর গর্বের ছটায়।

ভাবলেন, 'আছো এক অবস্থায় পড়েছি! ও বদি লড়ত, নিজের মান বাঁচাত, তাহলে আমি কিছ্ম একটা করতে পারতাম, প্রকাশ করতাম নিজেব চিন্তাবেগ; কিন্তু এ যে দ্বর্বলিতা, নাকি পাষণ্ডতা.. ও আমায় ফেলছে প্রবন্ধকের অবস্থায় যেক্ষেত্রে আমি চাই নি এবং চাচ্ছি না প্রবন্ধক হতে।'

শ্রেদের বাগানে আন্নার কাছে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করার পর অনেক পরিবর্তন হয়েছে দ্রন্দিকর চিস্তাধারায়। যে আন্না তাঁকে দিয়েছেন স্বাকিছ্ন. ভবিষ্যতের স্বাকিছ্ন মেনে নিয়ে কেবল তাঁর কাছ থেকে আশা করেছেন তাঁব ভাগ্যালিপি, অজ্ঞাতসারে সেই আন্নার দূর্বলতার বশীভূত হয়ে তিনি বহুদিন এ ভাবনা ছেড়ে দিয়েছেন যে তাঁদের সম্পর্কের অবসান হওয়া সম্ভব, যা তিনি ভেবেছিলেন তখন। তাঁর উচ্চাভিলাষী স্ব পরিকল্পনা ফের গেছে গোণ স্থানে। যে ক্রিয়াকলাপগন্লোয় সবই ছিল স্নিদিন্টি, তা ছেড়ে যাচ্ছেন ব্রেও তিনি আত্মসমর্পণ করলেন নিজের হৃদয়াবেগের কাছে আর সে আবেগ তাঁকে ক্রমেই বেশি করে বাঁধতে লাগল আন্নার সঙ্গে।

প্রবেশ-কক্ষ থেকেই তাঁর কানে এল আল্লার অপস্য়মাণ পদশব্দ। দ্রন্দিক ব্রুলন যে আল্লা তাঁর প্রতীক্ষা করছিলেন, কান পেতে ছিলেন, এখন ফিরে যাচ্ছেন ড্লায়ং-রুমে।

'না!' চেশ্চিয়ে উঠলেন আন্না, প্রথম শব্দটাতেই চোখ তাঁর ভরে উঠল জলে, 'না, এইভাবে চলতে থাকলে এটা ঘটবে আরো, আরো অনেক আগে!'

'কী হল গো?'

'কী? আমি অপেক্ষা করে থাকছি, কণ্ট সইছি, এক ঘণ্টা, দ্ব'ঘণ্টা... না, করব না!.. তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আমি পারব না। নিশ্চয় আসা তোমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। না, ঝগড়া করব না!'

দ্ব'হাত তাঁর কাঁধে রেখে আমা বহ্দ্দণ প্রগাঢ়, উল্পাসিত, সেইসঙ্গে জিব্জাস্ক দৃণিউতে দেখতে লাগলেন শ্রন্দিককে। যে কয়দিন তিনি তাঁকে দেখেন নি তাঁর মধ্যে কী দাঁড়িয়েছে সেটা নিরীক্ষণ করতে লাগলেন তাঁর ম্ব দেখে। প্রতিবার সাক্ষাতের সময় যা হয়, শ্রন্দিক সম্পর্কে তাঁর কল্পিত ধারণাকে (যা অতুলনাঁর রকমের ভালো, আর বাস্তবে অসম্ভব) মেলাতে লাগলেন শ্রন্দিক আসলে যা, তার সঙ্গে।

n o n

'ওর সঙ্গে দেখা হল তোমার?' বাতির নিচে টেবিলের কাছে ওঁরা বসার পর আমা জিগ্যেস করলেন। 'তোমার দেরি করে আসার এই প্রতিফল।' 'হ্যাঁ, কিন্ত কী ব্যাপার? ওঁর তো পরিষদে থাকার কথা?'

'পরিষদে গিয়েছিল, ফিরে এসে আবার গেল কোথায় যেন। ওটা কিছ্ব নয়। ও কথা আর তুলো না। তুমি ছিলে কোথায়? সারাক্ষণ প্রিন্সের সঙ্গে?'

শ্রন্দিকর জীবনের সমস্ত খ্রিটনাটি আমা জানতেন। দ্রন্দিক বলবেন ভাবছিলেন গতকাল সারা রাত তিনি ঘ্রমান নি, ফলে আজ দিনে ঘ্রিময়ে পড়েছিলেন, কিন্তু আমার স্থাবিষ্ট আকুল ম্থখানার দিকে চেয়ে সে কথা বলতে তার লম্জা হল। বললেন যে প্রিল্সের চলে যাবার রিপোর্ট দেবার জন্য তাকে দপ্তরে যেতে হয়েছিল।

'তাহলে এখন চুকল? চলে গেছেন উনি?'

'জয় ভগবান, চুকেছে। ভাবতে পারবে না কী অসহ্য লেগেছিল আমার।' 'কেন? এ তো তোমাদের, যুবকদের সবাকার দৈর্নান্দন জীবন' — আমা বললেন দৃই ভূর্ব জ্বড়ে; টোবলে পড়ে থাকা বোনার কাজটা নিয়ে, দ্রন্দিকর দিকে না তাকিয়ে তা থেকে ক্রশকাঠি খ্লতে লাগলেন।

'সে জীবন আমি অনেকদিন ফেলে এসেছি' — আমার মুখভাবের পরিবর্তনে অবাক হয়ে এবং তার অর্থ বোঝার চেন্টা করে দ্রন্দিক বললেন, 'স্বীকার-করতেই হবে' — ঘনবদ্ধ শাদা তাঁর দাঁত উদ্ঘাটিত হল হাসিতে, 'এ সপ্তাহে সে জীবনটাকে যেন দেখেছি আয়নায়, আর দেখে ভালো লাগে নি।'

বোনার কাজটা আমা হাতে ধরে রেখেছিলেন কিন্তু ব্নছিলেন না, দ্রন্দিকর দিকে তাকালেন একটা বিচিত্র, ঝকঝকে, সোহার্দ্যহীন দ্যুন্টিতে।

'লিজা আজ সকালে এসেছিল আমার কাছে, কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা সত্ত্বেও এখনো আমার কাছে আসতে ভর পায় না ওরা' — টিম্পনি কাটলেন আম্লা, 'তোমাদের এথেন্স সন্ধ্যার গল্প করলে। কী জঘন্য!'

'আমি শুধু বলতে চাইছিলাম যে...'

আন্না থামিয়ে দিলেন তাঁকে।

'তেরেজাও ছিল, যাকে তুমি জানতে আগে?'

'আমি বলতে চাইছিলাম...'

'কী জঘন্য তোমরা, প্রেব্ষেরা! কেন তোমরা কল্পনা করতে পারো না যে মেয়েরা এটা ভূলতে পারে না' — ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে বলতে শ্রের্ করলেন তিনি এবং তাতে করে ফাঁস করে ফেললেন তাঁর উষ্মার কারণ, 'বিশেষ করে যে মেয়ে তোমার জীবনের কিছ্বই জানে না। কী আমি জানি? কী আমি জানতে পেরেছি?' বললেন আমা, 'যা আমায় তুমি বলো। কিস্তু কোখেকে জানব যে আমায় তুমি সত্যি বলেছ…'

'আন্না, তুমি আমায় অপমানিত করছ। আমায় কি বিশ্বাস করো না তুমি? তোমায় কি আমি বলি নি যে আমার মনে এমন কোনো চিন্তা নেই যা তোমার কাছে মেলে ধরি না?'

'হাাঁ, তা ঠিক' — স্পণ্টতই ঈর্ষা ঝেড়ে ফেলার চেণ্টা করে আন্না বললেন, শুন্ধ্ব তুমি যদি জানতে আমার পক্ষে কী কণ্টকর। বিশ্বাস করি বৈকি, বিশ্বাস করি তোমায়... তা কী তুমি বলতে যাচ্ছিলে?'

কিন্তু কী তিনি বলতে চাইছিলেন, দ্রন্স্কির তা চট করে মনে এল না। ঈর্ষার এই যে প্রকোপ ইদানীং আশ্লার মধ্যে দেখা যাচ্ছে ঘন ঘন, সেটাতে ভয় পেতেন তিনি যতই তা চাপা দেবার চেষ্টা কর.ন. তাঁর প্রতি ভালোবাসাই যে ঈর্ষাটার কারণ, তা জানা থাকা সত্তেও এতে আন্নার প্রতি তাঁর উষ্ণতা শীতল হয়ে আসত। কতবার তিনি নিজেকে বলেছেন যে আন্নার ভালোবাসার মধ্যেই তাঁর সুখে আর এই তো তিনি তাঁকে ভালোবাসছেন যেভাবে ভালোবাসতে পারেন তেমন এক নারী, ভালোবাসাই যাঁর কাছে জীবনের অন্য সমস্ত সোভাগ্যের চেয়ে বড়ো, কিন্তু আলাকে অনুসরণ করে দ্রন্ স্কি যখন এসেছিলেন মন্ত্রে থেকে তখনকার চেয়ে সে সূখ এখন তাঁর কাছে অনেক স্কুরে। তথন উনি নিজেকে ভাবছিলেন অস্থী, কিন্তু স্থ ছিল তাঁর সামনে; এখন কিন্তু তিনি অনুভব করছেন সেরা সুখটা ইতিমধ্যেই পেছনে পড়ে গেছে। প্রথম দিকে তিনি আন্নাকে যেরকম দেখেছিলেন. মোটেই তিনি তেমন নন। নৈতিক এবং দৈহিক, উভয় ক্ষেত্রেই তার পরিবর্তন ঘটেছে অবনতির দিকে। বেশ স্থূলকায়া হয়ে গেছেন তিনি আর অভিনেত্রী তেরেজার কথা যথন বর্লাছলেন তখন মুখে তাঁর একটা আক্রোশ ফুটে উঠেছিল যাতে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল মূখ। একটা ফুল ছে'ড়ার পর তা भू किरय रात्न त्नात्क रयভाবে সেটাকে দেখে, যে সৌন্দর্যের জন্য ফুলটাকে ছি'ডে নন্ট করেছে তা আর বিশেষ খ'জে পাচ্ছে না. সেইভাবে আলাকে দেখছিলেন ভ্রন স্কি। কিন্তু তা সত্তেও উনি টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর প্রেম যখন প্রবলতর ছিল তখন প্রচণ্ড ইচ্ছা করলে সে প্রেম উৎপাটিত করতে পারতেন হৃদয় থেকে, কিন্তু এখন, এই মৃহ্তের্তি যা তাঁর মনে হচ্ছে. আন্নার প্রতি তিনি আর প্রেম অনুভব করছেন না, তা সত্তেও তাঁর জানা ছিল যে আলার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল হবার নয়।

'তা বলো বলো, প্রিন্স সুম্পর্কে কী বলতে চাইছিলে? আমি তাড়িয়ে দিয়েছি, হাাঁ, তাড়িয়ে দিয়েছি পিশাচটাকে' — যোগ দিলেন। পিশাচ বলতে ওঁরা বোঝাতেন ঈর্ষা, 'তা প্রিন্স সম্পর্কে কী বলতে শ্রের করেছিলে? কন অত কণ্টকর লেগেছিল তোমার কাছে?'

'এহ', অসহ্য!' চিন্তার হারানো স্ত্রটা ধরার চেন্টা করতে করতে দ্রন্দিক

বললেন, 'ঘনিষ্ঠ পরিচয় থেকে ওঁর খারাপটাই বেশি চোখে পড়ে। যদি ওঁর কোনো সংজ্ঞা দিতে হয়, তাহলে বলব উনি চমংকার হৃষ্টপন্থ একটি পশ্ন, প্রদর্শনীতে যারা প্রথম পন্নস্কারের পদকটা পেয়ে থাকে, তার বেশি কিছ্ন নয়।' দ্রন্স্কি বললেন বিরক্তিতে আর তাতে আগ্রহী হয়ে উঠলেন আল্লা। 'বাঃ, তা বলছ কেন?' আপত্তি করলেন আল্লা, 'যতই হোক অনেককিছন্

'বাঃ, তা বলছ কেন?' আপত্তি করলেন আন্না, 'যতই হোক অনেককিছ্ম তো দেখেছেন উনি, শিক্ষিত লোক?'

'ওটা একেবারে অন্যধরনের শিক্ষা — ওঁদের শিক্ষা। বোঝা যায় উনি শিক্ষিত শ্ব্ধ এইজন্যে যাতে শিক্ষাকেই ঘৃণা করার স্বযোগ পান, পার্শবিক পরিতৃপ্তিটা ছাড়া যে ঘৃণা ওঁরা করেন স্বকিছ্বকেই।'

'র্তোমরা সবাই তো ওই পার্শবিক পরিতৃপ্তিটা ভালোবাসো' — আহ্না বললেন আর দ্রন্সিক ফের লক্ষ্য করলেন তাঁকে এড়িয়ে যাওয়া একটা অন্ধকার দৃষ্টি।

হেসে দ্রন্ স্কি বললেন, 'তুমি ওঁকে এত সমর্থন করছ কেন বলো তো?' 'সমর্থন করছি না, আমার বয়েই গেল; কিন্তু আমার ধারণা, তুমি নিজে যদি এই সব আনন্দ ভালো না বাসতে তাহলে না করে দিলেই পারতে। কিন্তু ইভের সাজে তেরেজাকে দেখে তো তোমার আনন্দই হয়..`

'ফের, ফের সেই দানোটা!' টেবিলে আন্না যে হাতটা রেখেছিলেন সেটা নিয়ে চুম্ খেয়ে বললেন ভ্রন্স্কি।

'হাাঁ, কিন্তু আমি পারি না! তুমি জানো না তোমার পথ চেয়ে থেকে কী কণ্ট পেয়েছি আমি! আমার মনে হয় আমি ঈর্ষাপরায়ণা নই। না. ঈর্ষা নেই আমার, বিশ্বাস করি তোমায়, যখন তুমি থাকো আমার কাছে; কিন্তু যখন তুমি একা কে জানে কোথায় আমার কাছে অবোধ্য একটা জীবন যাপন করো…'

দ্রন্দিকর কাছ থেকে সরে এলেন আল্লা, বোনার কাজ থেকে শেষ ক্রুশকাঠিটা খ্রলে দ্রত তর্জনীর সাহায্যে বাতির আলোয় ঝলমলে শাদা উল দিয়ে ঘর তুলতে লাগলেন একটার পর একটা, দ্রত এদ্রয়ডারি করা আস্তিনের মধ্যে শ্লায়বিক চঞ্চলতায় ঘোরাতে লাগলেন তাঁর তন্ত্র মণিবন্ধ।

'কিন্তু কী ব্যাপার? আলেক্সেই আলেকস্নদ্রভিচের সঙ্গে কোথায় দেখা হল তোমার?' হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক ধর্নি লাগল তাঁর কণ্ঠস্বরে।

'দরজায় ঢোকার মুখে।'

'তোমায় সে অভিবাদন করেছে এমনি করে তো?'

ম্থ লম্বা করে আধবোঁজা চোখে আন্না দ্রত তাঁর ম্থের ভাব বদল করতে করতে হাত গ্রিটের নিলেন আর তাঁর স্কানর ম্থে দ্রন্সিক হঠাং দেখতে পেলেন যে ম্থভাবে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁকে অভিবাদন করেছিলেন, ঠিক সেটা। দ্রন্সিক হাসলেন আর খিলখিলিরে উঠলেন আন্না, যেটা তাঁর প্রধান একটা মাধ্যা

দ্রন্দিক বললেন, 'আমি একেবারেই ওকে বৃঝি না। পল্লীভবনে তোমার কথাগ্লো শোনার পর ও যদি তোমায় ত্যাগ করত, অথবা ডুয়েলে ডাকত আমায়, সে এক কথা... কিন্তু এটা আমি বৃঝি না; এ অবস্থাটা সে সইতে পারে কেমন করে? কণ্ট যে পাচ্ছে সে তো দেখাই যায়।'

'ও কণ্ট পাচ্ছে?' আলা বললেন বিদ্রুপের স্বরে, 'প্ররোপ্রার সম্ভূণ্ট হয়ে সে আছে।'

'কেন আমরা সবাই কণ্ট পাচ্ছি যখন সবকিছ, হতে পারত দিবি৷ খাশা?'

'শন্ধন ও কণ্ট পাচ্ছে না। ওকে কি আমার চিনতে বাকি আছে, জানি না কী মিথ্যায় ও আকণ্ঠ ডুবে আছে?.. কিছন একটা অন্ভূতি থাকলে আমার সঙ্গে ও যেভাবে আছে সেভাবে থাকা সম্ভব কি? ওর কোনো বোধ নেই, কোনো অন্ভূতি নেই। কিছন একটা অন্ভূতি থাকলে কি লোকে নিজের পাতিকনী স্থাীর সঙ্গে দিন কাটাতে পারে একই বাড়িতে? কথা বলা যায় কি তার সঙ্গে? 'তুমি' বলে ডাকা যায়?'

ফের আন্না অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁকে নকল না করে পারলেন না। 'তুমি ma chère, আন্না প্রিয়তমা!'

'ও পরের্য নয়, মান্য নয়, ও একটা প্রত্ল! কেউ তা জানে না। কিন্তু আমি জানি। আমি হলে আমার মতো এক স্থাকৈ অনেক আগেই খ্ন করতাম, টুকরো টুকরো করে ফেলতাম, বলতাম না ma chère, আলা। ও মান্য নয় মন্দ্রিদপ্তরের একটা যন্ত্র। ও বোঝে না যে আমি তোমার স্থা, ও আমার কাছে পর, ও ফালতু... যাক গে, ও কথা থাক!..'

'তোমার ভুল হচ্ছে, ভুল হচ্ছে গো' — ওঁকে শাস্ত করার চেষ্টায় দ্রন্দিক বললেন, 'তবে সে যাই হোক, ওর সম্পর্কে কথা আর ভুলব না। তার চেয়ে বরং বলো কী তুমি এ কয়দিন করেছ, কী হয়েছে তোমার? অস্থটা কী, ডাক্তারে কী বলছে?'

আন্না দ্রন্দ্বির দিকে তাকালেন একটা উপহাসের আনন্দ নিয়ে।

ম্পণ্টতই স্বামীর হাস্যকর কদর্য আরো কিছ্ম দিক তিনি খংজে পেয়েছেন, সময়ের অপেক্ষা করছেন সেটা বলার জন্য।

किन्नु डान् िक वर्षा ठनारान:

'আমার অনুমান ওটা অসুখ নয়, এটা তোমার ওই অবস্থাটার দর্ন। কবে হবে?'

উপহাসের ছটাটা মিলিয়ে গেল আল্লার চোখে, আগের মুখভাবের বদলে দেখা দিল অন্য একটা হাসি, দ্রন্স্কির কাছে যা অজানা তেমন কিছ্র একটার চেতনা আর শাস্ত একটা বিষাদ।

'শিগগিরই, শিগগিরই। তুমি বলছিলে যে আমাদের অবস্থাটা কণ্টকর, তার গিণ্ট খোলা দরকার। আমার অবস্থাটা কী দ্বঃসহ তা যদি জানতে, অবাধে, কিছ্বর পরোয়া না করে তোমায় ভালোবাসতে পারলে কী না করেতে পারতাম আমি! আমিও কণ্ট পেতাম না, তোমাকেও জ্বালাতাম না আমার ঈর্যা দিয়ে... সেটা ঘটবে শিগগিরই, কিন্তু আমরা যা ভাবছি সেভাবে নয়।'

কিভাবে তা ঘটবে তা ভেবে আলার নিজের জনাই এত মায়া হল থে চোখ তাঁর ভরে উঠল জলে। সবটা আর বলতে পারলেন না। বাতির তলে আংটি আর গাত্রবর্ণের ধর্বলিমায় ঝকঝকে হাতটা তিনি রাখলেন ভ্রন্ফিকব আদ্রিনে।

'আমরা যা ভাবছি সেভাবে ঘটবে না, চাইছিলাম না কথাটা তোমায় বলতে, কিন্তু তুমি বলিয়ে ছাড়লে। শিগগিরই সব জট খুলে যাবে আব আমরা সবাই, সবাই র্ম্বান্ত পাব, কণ্ট ভূগতে হবে না আর।'

'তোমার কথা ব্রুতে পারছি না' — দ্রন্স্কি বললেন এবং বললেন ব্রুতে পেরেই।

'তুমি জিগোস করছিলে কখন? শিগগিরই। আমি সেটা পর্যস্ত বে'ত থাকব না। বাধা দিও না তো!' তাড়াতাড়ি করে তিনি কথাটা বলে ফেলতে চাইলেন, 'আমি জানি এটা, একেবারে অদ্রাস্ত জানি। আমি মরতে চলেছি আর মরে নিজেকে আর তোমাদের নিষ্কৃতি দিতে পারব বলে খুব খুশি।

জল গড়িয়ে এল চোখ বেয়ে: দ্রন্দিক তাঁর হাতের ওপর নুয়ে চুফ খেতে লাগলেন। চেণ্টা করলেন তাঁর ব্যাকুলতা চাপা দেবার, যার কোনে ভিন্তি নেই বলে তাঁর জানা থাকলেও পারলেন না তা দমন করতে।

'এই হল ব্যাপার, এইটেই ভালো' – স্রন্স্কির হাতে প্রচণ্ড চাপ দিয়ে তিনি বলছিলেন, 'এই একটা। একটা জিনিসই আমাদের বাকি আছে।'

সম্বিত ফিরে পেয়ে দ্রন্স্কি মাথা তুললেন।

'কী বাজে কথা! কী অর্থহীন ছাইভস্ম বলছ তুমি!'

'না. এটা সতিয়।'

'কী. কী সাত্য?'

'আমি মরব। স্বপ্নে তা দেখেছি আমি।'

'স্বপ্ন?' প্রনরাব্তি করলেন জন্স্কি আর মুহ্তেরি জন্য স্বপ্নে দেখা চাষীটার কথা মনে পড়ল তাঁর।

'হাাঁ, স্বপ্ন' — আমা বললেন, 'অনেকদিন আগেই স্বপ্নটা দেখেছি। দেখেছি যে আমি ছ্বটে ঢুকছি আমার শোবার ঘরে, কী যেন আমায় নিতে হবে সেখান থেকে, জানতে হবে কী যেন; জানো তো, স্বপ্নে জিনিসটা কেমন হয়' — আতংকে চোখ বড়ো বড়ো করে আমা বলছিলেন, 'আর শোবার ঘরে, কোণে কী একটা যেন দাঁড়িয়ে।'

'আহ্, কী আজেবাজে কথা! কী করে বিশ্বাস করা যায় যে...'

কিন্তু বাধা মানলেন না আহা। যা তিনি বলছেন সেটা তাঁর কাছে বড়ো বেশি জর্বরি।

'সেই কী একটা ঘ্ররে দাঁড়াল। দেখলাম সে আল্মথাল্ম দাড়িওয়ালা এক চাষী, ছোটোখাটো, ভয়ংকর দেখতে। আমি পালাতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সে একটা বস্তার ওপর ঝ'ুকে তার ভেতর কী যেন হাতড়াতে লাগল...'

কিভাবে বস্তার ভেতর ও হাতড়াচ্ছিল, সেটা দেখালেন আন্না, মুখে তাঁর আতংক। আর নিজের স্বপ্নটার কথা মনে করে একইরকম আতংকে তাঁরও বুক ভরে উঠছে বলে দ্রন্স্কি টের পেলেন।

'বস্তা হাতড়াতে হাতড়াতে সে হড়বড় করে ফরাসি ভাষায় কথা কইছে, জানো, গড়গড়িয়ে বলছে: 'Il faut le battre le fer, le broyer, le pétrir...'* আতংকে আমি জেগে উঠতে চাইছিলাম, জেগেও উঠলাম... কিন্তু সেটা স্বশ্নেতেই। নিজেকে জিগ্যেস করতে লাগলাম কী এর মানে। কর্নেই আমায় বললে: 'প্রসবে, প্রসবে মারা যাবে মা, প্রসবে...' তথন ঘ্ম ভেঙে গেল...'

লোহাটা পিটতে হবে, ঠকতে হবে, পিষতে হবে... (ফরাসি)।

'কী বাজে কথা, কী বাজে কথা!' দ্রন্দিক বলছিলেন কিন্তু নিজেই টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর গলার স্বরে কোনো প্রত্যয় নেই।

'যাক গে, ও কথা আর তুলব না। ঘণ্টি দাও তো, আমি চা আনতে বলি। আরে দাঁড়াও, এখন আর বেশি দিন নয়…'

কিন্তু হঠাং থেমে গেলেন আমা। মৃহ্তের মধ্যে বদলে গেল তাঁর মুখভাব। আতংক আর উদ্দ্রান্তির স্থলে দেখা গেল একটা মৃদ্, গ্রুবৃতর, সুখাবিষ্ট মনোযোগ। দ্রন্দিক এই পরিবর্তনিটার কারণ ব্রুতে পারলেন না। নিজের ভেতর আমা শুনতে পেয়েছিলেন নতুন একটা জীবনের স্পান্দ।

11811

বাড়ির অলিন্দে দ্রন্স্কির সঙ্গে অত্তিতি সাক্ষাংটার পর আলেক্সেই আলেক সান্দ্রভিচ যা স্থির করে রেখেছিলেন সেই অনুসারে গেলেন ইতালীয় অপেরায়। সেখানে তিনি রইলেন দুটি অংক পর্যস্ত, যাদের সঙ্গে দরকার ছিল দেখা করলেন তাদের সবার সঙ্গে। বাড়ি ফিরে খ্রটিয়ে হল-স্ট্যান্ডটা লক্ষ্য করলেন, কোনো সামরিক ওভারকোট ঝুলছে কি না দেখে তিনি বরাবরের মতো চলে গেলেন নিজের ঘরে। কিন্তু বরাবরের বিপরীতে বিছানায় না শ্বয়ে তিনি স্টাডিতে সামনে পেছনে পায়চারি করে গেলেন রাত তিনটে অর্থা। শালীনতা মান্য করতে চান নি দ্বী। বাডিতে প্রণয়ীকে ডাকবেন না -- তাঁর দেওয়া এই একটা শর্তাও পালন করেন নি, তার জন্য দ্বীর ওপর ক্রোধে তিনি শাস্তি পাচ্ছিলেন না। তাঁর দাবি উনি অগ্রাহ্য করেছেন, সেজন্য ওঁকে শাস্তি দিতে তিনি বাধ্য, যে হুমুকি তিনি দিয়েছিলেন, সেটাকে কার্যে পরিণত করবেন. বিবাহবিচ্ছেদ দাবি করে কেড়ে নেবেন ছেলেকে। তিনি জানতেন এই ব্যাপারটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত মুশকিলের কথা, কিন্তু এটা তিনি করবেন বলেছিলেন, এবার হ্মাকিটা কার্যকৃত করবেন তিনি। কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা তাঁকে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তাঁর অবস্থায় এইটেই শ্রেষ্ঠ পন্থা, সম্প্রতি বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারটা এত উন্নত হয়েছে যে আনুষ্ঠানিক ঝামেলাগুলো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব বলে মনে হল আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচের। তা ছাড়া বিপদ তো একা আসে না. দেশের অরুশ জাতিগুলির সুবাবস্থা করা এবং জারাইস্কায়া গ্রেনিয়ার জমিতে সেচের ব্যাপারটা তাঁর কর্মক্ষেত্র এত অপ্রীতির কারণ ঘটিয়েছে যে ইদানীংকার এই গোটা সময়টা আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ছিলেন একটা চড়ান্ত রকমের তিরিক্ষি মেজাজে।

সারা রাত ঘ্রম হল না তাঁর, ক্রোধ তাঁর বেড়ে উঠতে থাকল, সকাল নাগাদ তা পেশছল চ্ড়োন্ত সীমায়। তাড়াতাড়ি করে পোশাক পরলেন তিনি এবং স্বাী ঘ্রম থেকে উঠেছেন জানা মাত্র ক্রোধের ভরা পেয়ালাটা বয়ে নিয়ে যেতে গিয়ে আবার ছিলকে না পড়ে এই ভয়ে ভয়ে, আর স্বাীর সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য যে শক্তিটা প্রয়োজন সেটা যেন ক্রোধের সঙ্গে সঙ্গে খরচা না হয়ে যায় সে ভয় নিয়েও ঢুকলেন তাঁর ঘরে।

আন্না ভাবতেন যে স্বামীকে তিনি খুব ভালো চেনেন, কিন্তু স্বামী ঘরে চুকতে তাঁর চেহারা দেখে স্থান্তিত হয়ে গেলেন আন্না। ললাটে দ্রুকটি, আন্নার দ্ছিট এড়িয়ে অন্ধকার চোখ নিজের সামনে নিবদ্ধ: দ্বুই ঠোঁট ঘ্ণাভরে দ্চসংলগ্ধ। তাঁর চলনে, গতিভঙ্গিতে, কপ্ঠের ধ্বনিতে এমন একটা সংকপ্প ও দ্চতা ছিল যা স্বী আগে তাঁর মধ্যে কখনো দেখেন নি। ঘরে ঢুকে, স্বীর সঙ্গে সম্ভাষণ বিনিময় না করে সোজা গেলেন লেখার টেবিলে, চাবি নিয়ে দেরাজ খুললেন।

'কী চাই আপনার?!' চে'চিয়ে উঠলেন আল্লা।
'আপনার প্রেমিকের চিঠি' — উনি বললেন।

'এখানে তা নেই' — বলে দেরাজ বন্ধ করে দিলেন আন্না; কিন্তু বন্ধ করার ভঙ্গিটা দেখে উনি ব্রঝলেন যে ঠিকই ধরেছেন, র্ট্ভাবে তাঁর হাতে ধারু মেরে তিনি ক্ষিপ্র টেনে নিলেন পোর্টফোলিওটা যাতে সবচেয়ে দরকারী কাগজপত্র আন্না রাখতেন বলে তিনি জানতেন। পোর্টফোলিওটা কেড়ে নিতে যাচ্ছিলেন আন্না, কিন্তু উনি তাঁকে ধারু মেরে সরিয়ে দিলেন।

'বস্বন! আপনার সঙ্গে কথা আছে আমার' — তিনি বললেন। পোর্টফোলিওটা বগলদাবা করে কন্ই দিয়ে এমন সজোরে তাতে চাপ িচ্ছিলেন যে কাঁধ তাঁর উচ্চু হয়ে উঠল।

আন্না অবাক হয়ে ভীর্-ভীর্ দ্ভিতৈ নীরবে তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

'আপনাকে আমি বলেছিলাম যে আপনার প্রেমিককে এখানে গ্রহণ করতে 'নিম আপনাকে দেব না।'

'ওর সঙ্গে দেখা করার দরকার ছিল আমার যাতে...'

কোনো একটা ওজর খ'জে না পেয়ে আলা থেমে গেলেন।

'প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করা কেন নারীর কাছে প্রয়োজন তার বিস্তারিত দাখিলায় আমি যাচ্ছি না।'

'আমি চেয়েছিলাম, আমি শ্ব্ধ্…' ফু'সে উঠে বলে উঠলেন আন্না। তাঁর এই র্ড়তায় পিত্তি জনলে উঠল তাঁর, সাহস জোগাল। 'সতাই কি আপনি টের পান না যে আমায় অপমান করা আপনার পক্ষে কত সহজ?' আন্না বললেন।

'অপমান করা সম্ভব কোনো সং লোক বা সং নারীকে, কিন্তু চোরকে চোর বললে সেটা হয় শুধু la constatation d'un fait.*'

'অপেনার মধ্যে নিষ্ঠুরতার এই নতুন দিকটা আমার জানা ছিল না।'

'দ্বী শালীনতা মেনে চলবে এই শর্তে স্নামের একটা সাধ্ব আচ্ছাদন জন্গিয়ে স্বামী তাকে স্বাধীনতা দিচ্ছে, এটাকে আপনি নিষ্ঠুরতা বলছেন। এইটে নিষ্ঠুরতা?'

'এটা নিষ্ঠুরতার চেয়েও খারাপ, এটা পাষণ্ডতা' — আক্রোশে ফেটে পড়ে চিংকার করে উঠলেন আল্লা, উঠে দাঁডালেন যাবার জন্য।

'না!' স্বামী চেণ্চিয়ে উঠলেন তাঁর কিণ্চিকিটে গলায় যা এখন উঠল আরো এক পর্দা উন্ধৃতে। এত জােরে নিজের বড়ো বড়ো আঙ্বলে তাঁর হাত চেপে ধরলেন যে চাপ যেখানে পড়ছিল সেই ব্রেসলেটটা থেকে লাল লাল দাগ রয়ে গেল বাহ্বতে, জাের করে তিনি আলাকে বসিয়ে দিলেন তাঁর স্বস্থানে। 'পাষণ্ডতা? কথাটা যদি ব্যবহার করতে চান, তাহলে পাষণ্ডতা হল প্রেমিকের জন্যে স্বামী প্রকে ত্যাগ করা আর স্বামীর অল্ল থেয়ে যাওয়া।'

মাথা নিচু করলেন আল্লা। গতকাল প্রেমিককে এই যে কথাটা তিনি বলেছিলেন যে দ্রন্দিকই তাঁর স্বামী আর এ স্বামীটা ফালতু, সেটা তিনি বললেন না শ্ব্ব নয়, বলার কথা মনেও এল না। কারেনিনের কথার সমস্ত ন্যাযাতা তিনি অনুভব করছিলেন, শ্ব্ব আস্তে করে বললেন:

'আমার অবস্থাটা আমি নিজে যতটা ব্রঝি, তার চেয়েও খারাপ করে সেটা দেখানো আপনার পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু কেন বললেন এ সব?'

'কেন বলছি? কেন?' একইরকম ক্রোধে বলে চললেন তিনি, 'আর্পনি

সত্য ঘটনা প্রতিষ্ঠা (ফরাসি)।

যাতে জানেন যে শালীনতা মেনে চলার ব্যাপারে আপনি যেহেতু আমার ইচ্ছা পালন করেন নি, তাই অবস্থাটা যাতে চুকে যায় তার ব্যবস্থা আমি করব।'

'শিগরিই, শিগরিই সেটা ওইভাবেই চুকবে' — আন্না বললেন এবং আসম আর এখন কাম্য মৃত্যুর কথা ভেবে আবার চোখে জল এল তাঁর।

'আপনি আর আপনার প্রেমাম্পদ, দ্ব'জনে মিলে যা ভাবছেন, চুকবে তার আগেই! পার্শবিক কাম আপনারা পরিকপ্ত করতে চান...'

'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ! ভূপতিতকে প্রহার করাকে আমি অন্দার বলব না, এটা অমর্যাদাকর।'

'আপনি শর্ধ্ব নিজের কথা ভাবেন, কিন্তু যে লোকটা ছিল আপনার দ্বামী, তার কন্টে আপনার কোনো আগ্রহ নেই। এতে আপনার কিছ্ব এসে যায় না যে তার গোটা জীবন চ্ব্ হয়েছে। সয়েছে সে যর... যরন্ত্রণা।'

এত হ্র্ড়ম্ড করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কথা কইছিলেন যে গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল তাঁর, শব্দটা তিনি উচ্চারণ করে উঠতে পারছিলেন না। শেষ পর্যস্ত বলে বসলেন 'যরন্ত্রণা'। আল্লার মজা লাগল আর সঙ্গে সঙ্গেই এই জন্য লঙ্গা হল যে এর্প একটা ম্হ্তেও কোনো কিছ্বর জন্য তাঁর মজা লাগা সম্ভব হচ্ছে। আর এই প্রথম একটা সহান্ভূতি বোধ করলেন তিনি, নিজেকে ওঁর জায়গায় বিসয়ে কণ্ট হল ওঁর জন্য। কিন্তু কীই-বা তিনি বলতে বা করতে পারেন? মাথা ন্ইয়ে তিনি চুপ করে রইলেন। স্বামীও চুপ করে রইলেন কিছ্কুগ, তারপর কথা কইলেন কম কিন্টকিচে, ঠান্ডা গলায়, জাের দিতে লাগলেন এলােমেলাে বেছে নেওয়া শব্দগ্রলায় যা বিশেষ কোনাে গ্রহুত্ব ধরে না।

বললেন, 'আমি আপনাকে বলতে এসেছি...'

আন্না তাকালেন তাঁর দিকে। 'যরন্ত্রণা' কথাটা নিয়ে যখন গোলমালে পড়েছিলেন তখন তাঁর মুখের ভাবটা স্মরণ করে মনে মনে ভাবলেন আন্না, 'না, ওটা নেহাৎ আমার কল্পনা। এই যে মানুষটার এমন নিষ্প্রভ চোখ, এমন আত্মতুষ্ট প্রশান্তি, তার কি কোনো অনুভূতি থাকতে পারে?'

'কিছুই আমি বদলাতে পারি না' — ফিসফিসিয়ে বললেন আমা।

'আমি আপনাকে বলতে এসেছি যে কাল আমি মস্কো যাচ্ছি, এ বাড়িতে আর ফিরব না, আমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আপনি খবর পাবেন আাডভোকেটের কাছ থেকে, বিবাহবিচ্ছেদের ভারটা আমি তাঁর ওপর দিরে যাব।' ছেলের সম্পর্কে কী বলতে চাইছিলেন সেটা বহু প্রয়াসে স্মরণ করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন, 'আর আমার ছেলে যাবে আমার বোনের কাছে।'

'সেরিওজাকে আপনার দরকার আমায় আরো কণ্ট দেবার জন্যে' — আড়চোখে ওঁর দিকে চেয়ে বললেন আল্লা, 'আপনি তো ওকে ভালোবাসেন না… ওকে রেখে যান আমার কাছে!'

'হাাঁ, ছেলের প্রতি ভালোবাসাও আমার ঘ্রেচ গেছে কেননা আপনার প্রতি আমার বিতৃষ্ণার সঙ্গে ও সম্পর্কিত। তাহলেও নেব ওকে। বিদার!' উনি শ্চলে যাবার উপক্রম করলেন কিন্তু এবারে আন্না থামালেন ওঁকে।

'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, সেরিওজাকে রেখে যান!' আরো একবার ফিসফিস করলেন আল্লা, 'আমি এর বেশি কিছ্ব আর বলতে পারছি না। সেরিওজাকে রেখে যান যদিন আমার... শিগগিরই আমার সন্তান হবে, রেখে যান ওকে!'

লাল হয়ে উঠলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, আন্নার কাছ থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নীরবে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

n & n

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ যখন ঢুকলেন, পিটার্সব্রের লব্ধপ্রতিষ্ঠ আ্যাডভোকেটের অভ্যর্থনা-কক্ষটি ছিল লোকে ভরা। তিনজন মহিলা: বৃদ্ধা. যুবতী আর বেনে-বৌ, তিনজন ভদ্রলোক: অঙ্গুরী পরিহিত একজন জার্মান ব্যাঙ্কার, একজন দেড়েল বেনে, তৃতীয় জন গলায় ক্রস ঝোলানো, উর্দিপরা জনৈক আমলা স্পন্টতই অনেকখন থেকে অপেক্ষা করছিল। দ্বৃজন সহকারী টেবিলের পেছনে বঙ্গে লিখে যাচ্ছিল খাগের কলম খসখস করে। লেখার যেসব উপকরণে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বিশেষ আগ্রহ. তা এখানে খুবই ভালো। সেটা লক্ষ্য না করে তিনি পারলেন না। একজন সহকারী উঠে না দাঁড়িয়ে চোখ কু'চকে জিগোস করলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে:

'কী চাই আপনার?'

'আডভোকেটের সঙ্গে কাজ আছে।'

'উনি ব্যস্ত' — কঠোরভাবে জ্বাব দিয়ে সহকারী কলম দিয়ে অপেক্ষমাণদের দিকে দেখিয়ে লিখে যেতে লাগল।

'একটু সময় ওঁর হবে না কি?' বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।
'ফাঁকা সময় ওঁর নেই। সর্বদা উনি ব্যস্ত, অন্ত্রহ করে অপেক্ষা কর্ন।'
'তাহলে একটু কন্ট করে আমার কার্ডটো ওঁকে দেবেন' -- অজ্ঞাত থাকা
চলবে না দেখে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন মর্যাদাভরে।

সহকারী কার্ডটো নিল, স্পণ্টতই বোঝা গেল যে তাতে যা লেখা আছে সেটা তার মনঃপত্ত নয়। তাহলেও দরজার দিকে গেল সে।

নীতিগতভাবে প্রকাশ্য বিচারের দিকে সহান্ত্রতি ছিল আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের, কিন্তু আমাদের দেশে তার প্রয়োগের কিন্তু বিদ্ধু খুন্টনাটিতে উচ্চ পদাধিকারের দিক থেকে তাঁর প্রুরো সায় ছিল না, তাই তার সমালোচনা করতেন, সর্বোচ্চ কোনো সিদ্ধান্তের যতটা সমালোচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব। তাঁর সারা জীবন কেটেছে প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপে, তাই কোনো কিন্তুতে তাঁর অন্রাগ না থাকলেও সে বিরাগটা নরম হয়ে আসত তাঁর এই স্বীকৃতিতে যে ভুল করা অনিবার্য এবং যেকোনো ব্যাপারেই তা সংশোধন করা সম্ভব। আদালতের নতুন প্রথায় যেসব শর্ত দেওয়া হয়েছে ওকালতির ব্যাপারে, তা তিনি অন্যোদন করতেন না। এযাবং তাঁকে কখনো ওকালতি ব্যবস্থার দ্বারস্থ হতে হয় নি, তাই তাঁর অনন্মোদনটা ছিল মাত্র তত্বগত; এখন কিন্তু অ্যাডভোকেটের অভ্যর্থনা-কক্ষ তাঁর ওপর যে বিশ্রী ছাপ ফেললে, তাতে সে অনন্মোদন গেল আরো বেড়ে।

'এখনন বেরিয়ে আসবেন' — সহকারী বললে; আর সত্যিই দ্রিমিনিট বাদে দরজায় দেখা দিল আইনজ্ঞের দীর্ঘ মর্ন্তি যিনি আলাপ করছিলেন আডেভাকেটের সঙ্গে, তারপর স্বয়ং অ্যাডভোকেট।

আ্যাডভোকেট লোকটি বে'টে, গাঁট্টাগোঁট্টা, টেকো, মুখে কালচে-পাটকিলে দাড়ি, হালকা রঙের লম্বা ভুরু, ঢিপ কপাল। গলাবন্ধ আর ঘড়ির দুনো চেন থেকে শ্রুর, করে পেটেন্ট-লেদার জ্বতো পর্যস্ত তাঁর গোটা সাজটা বরের মতো। মুখখানা ব্রন্ধিমান, চাষী-চাষী কিন্তু পোশাক বাব্-বাব্, র্নচহীন।

'আস্কা' — বলে, হাঁড়ি-ম্বথে কার্রেনিনকে তাঁর পাশ দিয়ে ঢুকতে দিয়ে অ্যাডভোকেট দরজা বন্ধ করলেন।

কাগজ ছড়ানো লেখার টেবিলের কাছে একটা আরাম-কেদারা দেখিয়ে তিনি বললেন, 'বসন্ন না!' আর নিজে বসলেন কর্তার আসনটায়, ছোটো ছোটো শাদা লোম গজানো আঙ্বল সমেত খাটো হাতদ্বখানা ঘষতে ঘষতে, পাশের দিকে মাথা হেলিয়ে। কিন্তু নিজের ভঙ্গিতে স্বৃষ্থির হতে না হতেই টেবিলের ওপর দিয়ে উড়ে এল একটা কাপড়-খেকো পোকা। তাঁর পক্ষে যা আশা করা যায় না, এমন একটা ক্ষিপ্রতায় তিনি হাত দিয়ে পোকাটাকে ধরে আবার আগের ভঙ্গিতে ফিরে গেলেন।

'আমার ব্যাপারটা বলার আগে' — চোখ দিয়ে অ্যাডভোকেটের ক্ষিপ্রতাটা লক্ষ্য করে অবাক হয়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন, 'আমার জানিয়ে রাখা দরকার যে আপনার সঙ্গে যে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলব, সেটাকে গোপন রাখতে হবে।'

সামান্য লক্ষ্যে পড়ে এমন একটা হাসিতে অ্যাডভোকেটের পাটকিলে গোঁপ ফুলে উঠল।

'বিশ্বাস করে আমায় যা বলা হয় তার গোপনীয়তা রক্ষা করতে না পারলে আমি অ্যাডভোকেটই নই। আপনার যদি তার প্রমাণ দরকার হয়...'

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ লক্ষ্য করলেন যে তাঁর বুদ্ধিমান ধুসর চোখজোড়া হাসছে যেন সবই তারা জানে।

'আমার নাম আপনি জানেন কি?' বলে চললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভেচ।

'আপনাকেও জানি, সমস্ত রুশীর মতো আপনার মূল্যবান ক্রিয়াকলাপেব কথাও জানি' --- কাপড-খেকো পোকা ধরে অ্যাডভোকেট বললেন নিচু হয়ে।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ব্ক বাঁধতে লাগলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কিন্তু একবার মনস্থির করার পর না তোতলিয়ে, কয়েকটা শব্দের ওপর বিশেষ জাের দিয়ে, নির্ভায়ে তিনি বলে চললেন তাঁর কি'চকি'চে গলায়।

শ্ব্ব করলেন, 'প্রতারিত স্বামী হবার দ্বর্ভাগ্য হয়েছে আমার এবং আইনত স্থার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল্ল করতে চাই, অর্থাৎ বিবাহবিচ্ছেদ, কিন্তু এমনভাবে যাতে ছেলে মায়ের কাছে না থাকে।'

আাডভোকেটের ধ্সর চোখ চেণ্টা করল না হাসতে কিন্তু অদম্য আনন্দে তা নাচছিল এবং আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের মনে হল ব্যাপারটা শ্ব্ধই মোটা একটা ফি পাবার আনন্দই নয়, আছে তাতে জ্বাচেতনা, উল্লাস. প্রতীর চোখে যে বিদেষপূর্ণ ঝিলিক তিনি দেখেছেন, আছে তেমন একটা ঝিলিক।

'বিবাহবিচ্ছেদের জন্যে আমার সহযোগিতা আপনি চান?'

'হাাঁ, ঠিক তাই, কিন্তু আপনাকে বলে রাখা উচিত যে এতে আপনার মনোযোগের অপব্যবহার করার ভয় থাকছে আমার। আমি এসেছি শৃধ্ব আপনার সঙ্গে প্রাথমিক একটা পরামশের জন্য। বিবাহবিচ্ছেদ আমি চাই, কিন্তু কী কী উপায়ে সেটা সম্ভব তা আমার কাছে গ্রুত্বপূর্ণ। উপায়গর্নল যদি আমার প্রয়োজনের সঙ্গে না মেলে, তাহলে খ্রুব সম্ভব আমি আইনের আগ্রয় নিতে অস্বীকৃত হব।'

'ও, সে তো সর্বদাই তাই' — অ্যাডভোকেট বললেন, 'সর্বদাই সেটা আপনার ইচ্ছাধীন।'

অ্যাডভোকেট চোখ নামালেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের পায়ের দিকে, টের পাচ্ছিলেন যে নিজের অসংযত আনন্দ দেখিয়ে তিনি আহত করতে পারেন মক্কেলকে। নাকের সামনে উড়ে আসা আরেকটা পোকার দিকে চাইলেন তিনি, হাত তাঁর ঝটকা দিয়ে উঠল, কিন্তু আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের অবস্থাটার প্রতি সম্মানবশত ধরলেন না সেটাকে।

'এ ব্যাপারে আমাদের আইনের বিধি আমার মোটাম্টি জানা থাকলেও'— আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বলে চললেন, 'আমি সাধারণভাবে জানতে চাই কার্যক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যাপার চলে কিভাবে।'

'আপনি চাইছেন যে' — চোখ না তুলে, কিছন্টা তুণ্টি নিয়েই মক্কেলের কথার স্বরে স্বর মিলিয়ে অ্যাডভোকেট জবাব দিলেন, 'কী কী উপায়ে আপনার ইচ্ছা প্রেণ হতে পারে তা আপনাকে আমি বলি?'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সম্মতিস্চক মাথা-নাড়া পেয়ে শ্ব্ব মাঝে মাঝে তাঁর লাল ছোপে ভরে ওঠা ম্থের দিকে চকিত দ্ভিপাত করে অ্যাডভোকেট কথা চালিয়ে গেলেন।

আমাদের আইনের প্রতি তাঁর অনন,মোদনের সামান্য আভাস দিয়ে তিনি বললেন, 'আমাদের আইনে বিবাহবিচ্ছেদ সম্ভব, যা আপনি জানেন, নিন্দোক্ত ক্ষেত্র… অপেক্ষা কর্ন!' দরজায় উ'কি দেওয়া সহকারীকে বললেন তিনি, তাহলেও উঠে দাঁড়িয়ে কয়েকটা কথা বলে ফের বসলেন, 'সম্ভব এই-এই ক্ষেত্রে: দম্পতিদের দৈহিক অক্ষমতা, সংবাদ না দিয়ে পাঁচ বছরের বিচ্ছেদ' — বলছিলেন তিনি লোমে ভরা নিজের খাটো আঙ্বল মুড়ে, 'তারপর ব্যভিচার'

(কথাটা তিনি উচ্চারণ করলেন স্কুপন্ট তৃপ্তির সঙ্গে)। 'উপবিভাগগ্রলো এই রকম' (মোটা মোটা আঙ্বলগ্রলো মন্ডে চললেন তিনি, যদিও ঘটনা এবং উপবিভাগগ্রিলকে স্পন্টতই একসঙ্গে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় না): 'স্বামী বা স্ক্রীর দৈহিক অক্ষমতা, তারপর স্বামী বা স্ক্রীর দিক থেকে ব্যভিচার।' সমস্ত আঙ্বলগ্রলো মোড়া শেষ হয়ে যাওয়ায় উনি ফের সেগ্রলো সোজা করে নিলেন এবং বলে চললেন: 'এগ্রলো হল তাত্ত্বিক দিক থেকে। কিন্তু আমি অনুমান করি আপনি আমার কাছে এসে আমায় সম্মান দেখিয়েছেন ব্যবহারিক ব্যাপারটা জানবার জন্যে। তাই আগেকার নজিরগ্রলো থেকে আপনাকে আমার জানানো উচিত যে বিবাহবিচ্ছেদের সমস্ত ঘটনাই দাঁড়ায় এই: দৈহিক অক্ষমতা নেই, যা আমি ব্রথছি? খবর না দিয়ে অনুপক্ষিতিও?..'

সায় দিয়ে মাথা নাড়লেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

তাহলে আসছে এইটে: দম্পতিদের একজনের ব্যভিচার এবং পরস্পরের সম্মতিদ্রমে তা প্রকাশ, আর সেরকম সম্মতি না থাকলে জাের করে তা প্রকাশ। বলা উচিত যে শেষাক্ত ব্যাপারটা বাস্তবে দেখা যায় কম' — বলে আ্যাডভােকেট চকিত দৃষ্টিপাত করলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের দিকে, তারপর চুপ করে রইলেন, যেভাবে পিস্তল-বিক্রেতা দৃটি অস্তবে গ্রণ বর্ণনা করে খরিন্দারের পছন্দের প্রতীক্ষায় থাকে। কিন্তু আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কিছ্ম বললেন না, তাই অ্যাডভােকেট আবার শ্রের, করলেন স্বচেয়ে সাধারণ, সহজ এবং আমি মনে করি বিচক্ষণ হল পরস্পরের সম্মতিদ্রমে ব্যভিচার। কোনাে অপরিণত লােক হলে আমি কথাটা এভাবে বলতাম না' — অ্যাডভােকেট বললেন, 'কিন্তু আশা করি আমাদের কাছে এটা বােধগম্য।'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কিন্তু এতই হতভদ্ব হয়ে গিয়েছিলেন যে পরস্পরের সম্মতিক্রমে ব্যভিচারের বিচক্ষণতা তক্ষ্মনি বুঝে উঠতে পারলেন না, সে না-বোঝাটা প্রকাশ পেল তাঁর দ্ভিটতে; তবে অ্যাডভোকেট সঙ্গে সঙ্গেই সাহায্য করলেন তাঁকে:

'দ'্বজনে আর একসঙ্গে থাকতে পারছে না — এই হল গে ঘটনা। আব দ'্বজনেই যদি সেটা মেনে নেয়, তাহলে খ্বটিনাটি ও আন্ফানিকতাব দিকগন্লো হয়ে দাঁড়ায় অকিণ্ডিংকর। সেইসঙ্গে এটা হল সবচেয়ে সহ্স আর সঠিক উপায়।' এবার আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ প্রোপ্রি ব্রুলেন। কিন্তু এ ব্যবস্থা গ্রহণে বাধা দিচ্ছিল তাঁর ধর্মীয় সংস্কার।

বললেন, 'বর্তমান ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন আসে না। এক্ষেত্রে শাধ্র একটা ব্যাপারই সম্ভব: ইচ্ছার বিরুদ্ধেই প্রকাশ করে দেওয়া, আমার কাছে যে চিঠি আছে তাতে তা প্রমাণিত হবে।'

চিঠির উল্লেখে অ্যাডভোকেট ঠোঁট চেপে অস্ফুট শব্দ করলেন যাতে প্রকাশ পেল একই সঙ্গে সমবেদনা আর অবজ্ঞা।

শ্রে করলেন, 'দেখন, এ ধরনের ব্যাপারের নিন্পত্তি করে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ, যা আপনি জানেন। আর পাদ্রীরা, স্বামীজিরা এ সব ব্যাপারের তুচ্ছ খ্রিটনাটিও ঘাঁটাঘাঁটি করতে খ্র ভালোবাসেন' — হেসে বললেন উনি, তাতে ফুটে উঠল পাদ্রীদের র্ন্চির সঙ্গে তাঁর সহমমিতা, 'চিঠি অংশত প্রমাণ করতে পারে তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু ব্যাপারটা ফাঁস করতে হবে সরাসরি উপায়ে, অর্থাৎ সাক্ষী মারফত। আপনি যদি আমার ওপর আস্থা বাখার সম্মান আমায় দেন, তাহলে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত তা নির্বাচনের ভার আমায় দিন। যে ফল পেতে চায় তাকে উপায়টাও মেনে নিতে হবে।'

'যদি তাই হয়...' — হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে শ্রের করলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, কিন্তু এই সময় অ্যাডভোকেট উঠে পড়লেন, গেলেন ফের দুয়ারে দেখা দেওয়া সহকারীর কাছে।

'ভদুমহিলাকে বলে দিন যে আমরা খেলো মালের ব্যাপারী নই' — এই বলে তিনি ফিরে এলেন আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচের কাছে।

স্বস্থানে এসে তিনি চুপিসারে আরেকটা পোকা ধরলেন, ভূর, কু'চকে ভাবলেন, 'গ্রীষ্ম নাগাদ আমার রেপ্স কাপড়ে বাঁধানো আসবাবগ,লোর দশা ভালোই দাঁডাবে।'

বললেন, 'তাহলে বল্বন কী বলছিলেন...'

'আমার সিদ্ধান্ত আমি আপনাকে লিখে জানাব' — উঠে দাঁড়িয়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ টেবিলে ভর দিলেন; কিছ্কুল চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, 'আপনার কথা থেকে তাহলে আমি ধরে নিতে পারি যে বিবাহবিচ্ছেদ পাওয়া সম্ভব। সেইসঙ্গে অন্বোধ, আপনার ফি কত সেটা জানাবেন।'

'সবই সম্ভব যদি আমার বৃদ্ধিমতো আমি যে ব্যবস্থাই নিই তার স্বাধীনতা

দেন আমার' — প্রশ্নের জবাব না দিয়ে অ্যাডভোকেট বললেন, 'কবে আপনার চিঠি পাওয়ার আশা করতে পারি?' চোখ আর পেটেণ্ট-লেদার বুট ঝকঝিয়ে দরজার দিকে এগুতে এগুতে জিগ্যেস করলেন তিনি।

'এক সপ্তাহের মধ্যে। আর এ ব্যাপারটায় তদবির করার ভার আপনি নিচ্ছেন কিনা এবং এ উপকারের জন্যে কত ফি লাগবে সেটা আমায় জানাবেন।'

'তা বেশ।'

সসম্প্রমে মাথা নোয়ালেন অ্যাডভোকেট, দরজা খুলে দিলেন মক্কেলেব জন্য, তারপর একা হতে আনন্দে গা ভাসালেন। এত খুনি হয়েছিলেন যে তাঁর নিয়মের বিরুদ্ধেই দরাদরি-কবা মহিলাটিকে ছাড় দিলেন এবং থামালেন পোকা ধরা, একেবারে স্থির করে ফেললেন যে সামনের শীভ নাগাদ আসবাবগুলো মখমলে বাঁধাই করে ফেলবেন, সিগোনিনের মতো।

n e n

সতেরোই আগস্ট কমিশনের অধিবেশনে চমকপ্রদ' বিজয় হয়েছিল আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচের, কিন্তু সে বিজয়ের পরিণাম তাঁকে ল্যাঙ মারে। অরুশ জাতিদের জীবনযাত্রা স্বাদিক থেকে পর্যালোচনাব জন্য নতুন কমিশন গঠন করে অসাধারণ দ্রুত ও উদ্যোগ সহকাবে তা যথাস্থানে পাঠিয়েছিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। রিপোর্ট পেশ করা হল তিন মাসের মধ্যে। অবুশদের জীবনযাত্রা বিচার করা হয়েছে রাজনৈতিক প্রশার্সানক, অর্থনৈতিক, নরকোলিক, বৈষয়িক ও ধর্মীয় দিক থেকে। সমস্ত প্রশ্নেই উত্তর উপস্থাপিত হয়েছে চমংকার, আর সে উত্তরে সন্দেহের অবকাশ নেই, কেননা রিপোর্ট রচিত হয়েছে সর্বদা প্রমাদপ্রবণ মনুষামস্তিত্ক দ্বাবা নয়, তা রচিত হয়েছে সরকারী ক্রিয়াকলাপ থেকে। সমস্ত রিপোর্টই হল সরকারী এবং রাজ্যপাল ও বিশপের রিপোর্টের ফল, যার ভিত্তি হল উয়েজ্দ শাসক ও রাজপুরুষদের রিপোর্ট, তারও আবার ভিত্তি ভলোস্ত্ শাসন দপ্তর আর স্থানীয় পাদ্রীদের রিপোর্ট'; স্বতরাং এ সবই উত্তব সন্দেহাতীত। দৃষ্টান্তস্বরূপ সরকারী যন্তের সূর্বিধা ছাড়া কেন মাঝে মাঝে ফলন কমে, কেন অধিবাসীরা নিজেদের ধর্মবিশ্বাস আঁকড়ে থাকে ইত্যাদি যেসৰ প্রশেনর যুগ যুগ ধরে সমাধান হয় না, হতে পারে না, তার পরিজ্ঞাব

সন্দেহাতীত সমাধান পাওয়া গেছে। আর সে সিদ্ধান্ত হয়েছে আলেক সৈই আলেক্সান্দ্রভিচের মতামতের অন্কেলে। কিন্তু স্থেমভ, গত অধিবেশনে বিনি ভয়ানক মার খেয়েছেন বলে অনুভব কর্রাছলেন, তিনি হঠাৎ এমন একটা কৌশল অবলন্দ্রন করলেন যা আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচের কাছে অপ্রত্যাশিত। অন্য কতকগর্মল সদস্যকে পেছনে টেনে স্প্রেমভ হঠাৎ চলে এলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের পক্ষে এবং কার্যকরী করার জন্য কারেনিন যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তার প্রচন্ড সমর্থন করলেন শুধু তাই নয়, একই প্রেরণায় অন্যান্য **স**ব চরমপন্থী প্রস্তাবত পেশ করলেন। কারেনিনের যা মূল ভাবনা ছিল তার বিপরীতে আরো জোরদার করা এই সব ব্যবস্থা গ্রহীত হয় এবং তখন প্রকাশ পেল স্ক্রেমভের কার্সাজি। একেবারে চূড়ান্তে টেনে নিয়ে যাওয়া এই সব ব্যবস্থা হঠাৎ দেখা গেল এমনই গবেট যে একই কালে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, সমাজসেবক, ব্যাদ্ধমতী র্মাহলা আর সংবাদপত্র — সবাই একসঙ্গে আক্রমণ করল ব্যবস্থাগ**্রলি**কে এবং তার স্বীকৃত জনক আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বিরুদ্ধে প্রকাশ করল তাদের ক্রোধ। স্থেমভ কিন্তু সরে রইলেন, ভাব দেখালেন যেন কারেনিনের পরিকল্পনা তিনি অনুসরণ করেছেন অন্ধের মতো, যা করা ্য়েছে তাতে নিজেই এখন তিনি বিশ্বিত ও ক্ষরে। ল্যাঙ খেলেন কারেনিন। কিন্তু ক্ষীয়মাণ স্বাস্থ্য ও পারিবারিক অশান্তি সত্ত্বেও আলেক্সেই গ্রালেক সান্দ্রভিচ হার মানলেন না। দ্বিধাবিভক্ত হল কমিশন। স্ত্রেমভের নেতৃত্বে একদল সদস্য নিজেদের ভূলের এই কৈফিয়ত দিল যে কারেনিন পরিচালিত রিভিজরী কমিশনের রিপোর্ট তারা বিশ্বাস করেছিল এবং বললে যে রিপোর্টটা একেবারে বাজে, শুধু একটা চোতা কাগজ। আলেক সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এবং আরেক দল লোক কাগজের প্রতি এইর্প বৈপ্লবিক মনোভাবের বিপঙ্জনকতা লক্ষ্য করে রিভিজরী কমিশন রচিত তথ্যসূলি সমর্থন করে চললেন। এর ফলে রাড্রের উ^{*}চু মহলে এমনকি সমাজেও সবাই গোলমালে পড়লেন এবং ব্যাপারটায় সকলের খুবই আগ্রহ থাকলেও কেউ **ব্**ঝতে পারলেন না অর্শ লোকেরা সতি্য কি দারিদ্রে ভূগছে আর ধ্বংস পাচেছ নাকি শ্রীবৃদ্ধি হচেছ তাদের। এর পরিণামে এবং অংশত স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাঁর প্রতি একটা অবজ্ঞার ফলে আ*লেক্সেই* আলেক্সান্দ্রভিচের অবস্থা হয়ে দাঁড়াল খ্বই টলমলে। এই অবস্থায় একটা গ্রেত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। কমিশনকে অবাক করে তিনি

ঘোষণা করলেন যে সমীক্ষার জন্য তিনি নিজে প্রত্যস্ত অণ্ডলে যাবার অনুমতি চাইবেন। এবং অনুমতি পেয়ে তিনি যাত্রা করলেন দ্রের গ্রেনারাগ্রলোর।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের যাত্রাটা খ্বই সোরগোল তুলল আরো এই জন্য যে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাবার জন্য বারোটা ঘোড়া ভাড়ার যে টাকা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল যাত্রার ঠিক আগে সরকারীভাবে সে টাকা তিনি ফেরত দেন।

এই প্রসঙ্গে প্রিস্সেস মিয়াগ্কায়াকে বেট্সি বললেন, 'আমি এটাকে খ্বই মৃহৎ কাজ বলে মনে করি। কেন ডাক-ঘোড়ার জন্যে ভাতা দেওয়া যখন স্বাই জানে যে লোকে আজকাল স্বাহ যাচ্ছে রেলে।'

প্রিন্সেস মিয়াগ্কায়া মানলেন না, বেট্সির মতে তিনি বিরক্তই হলেন। বললেন, 'ও কথা বলা আপনার পক্ষে সোজা যখন লাখ লাখ টাকা আছে আপনার, জানি না কত? তবে আমার স্বামী যখন গ্রীষ্মকালে পরিদর্শনে যায় তখন আমার খ্বই ভালো লাগে। ওর কাছেও সফরটা স্বাস্থ্যকর এবং উপাদেয় আর ওই টাকায় আমিও গাড়ি আর কোচোয়ান রাখতে পাবি।

দ্রের গ্রেনিরাগ্লোয় যাবার পথে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তিন দিন রইলেন মস্কোয়।

আসার পরের দিন তিনি দেখা করতে গেলেন বড়োলাটের সঙ্গে। ফেরার পথে গাজেত্নি গালির মোড়ে সবসময় যেখানে গাড়ি আব গাড়োয়ানের ভিড় জমে যায়, সেখানে হঠাৎ এত সোল্লাসে উচ্চৈস্বরে তাঁব নাম ধরে ডাক শ্নলেন যে ফিরে না তাকিয়ে পারলেন না। ফুটপাথেব কোণে ফ্যাশনদ্রস্ত ছোটো কোটে আর ফ্যাশনদ্রস্ত ছোট টুপি বাঁকা কবে পরে স্তেপান আর্কাদিচ দাঁড়িয়ে ছিলেন হাসিম্বে, লাল লাল ঠোঁটের ফাঁকে ঝলমল করছে শাদা দাঁত, আনন্দ তাঁর ধরছে না, যৌবনে দীপ্তিমান দ্ট্ভাবে নাছোড়বান্দার মতো চেণ্টিয়ে তাঁকে বলছেন থামতে। মোড়ে থেমে থাকা একটা গাড়ির জানলা এক হাতে ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি. যাব ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে ছিল মখমলে টুপি পরা একটি মহিলা আব দ্টি শিশ্রে মাথা, অন্য হাতে তিনি জামাতাকে হাতছানি দিচ্ছিলেন হেসে। মহিলাটিও দরাজ হাসিম্বেখ হাত নাড়লেন আলেক্সেই আলেক্সান্দভিটেব উন্দেশে। উনি হলেন সসন্তান ডাল্ল।

মস্কোয় কারো সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ছিল না আলেক্সে^ই

আলেক্সান্দ্রভিচের, দ্বার প্রাতার সঙ্গে তো একেবারেই নয়। টুপি তুলে সৌজন্যটুকু দেখিয়ে তিনি এগিয়ে যেতে চাইছিলেন কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচ তার কোচোয়ানকে থামতে বলে বরফের ওপর দিয়ে ছ্বটে গেলেন তার কাছে।

'খবর না দেওয়াটুকুও মহা অপরাধ হত বৃঝি! কবে এলে? কাল আমি গিয়েছিলাম দ্যুস্সো হোটেলে, আবাসীদের নামের বোর্ডে দেখি লেখা 'কারেনিন'। একেবারে খেয়ালই হয় নি যে ওটা তুমি!' গাড়ির জানলায় মাথা গালিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'নইলে তখুনি যেতাম। তোমায় দেখে কী যে আনন্দ হচ্ছে!' তুষারকণা ঝেড়ে ফেলার জন্য পায়ে পা ঠুকে বললেন তিনি, প্নর্বৃক্তি করলেন, 'কী মহাপাপ, খবরটুকুত না দেওয়া!'

'সময় ছিল না, বড়ো ব্যস্ত' — শ্বকনো গলায় বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'চলো আমার গিন্নির কাছে, তোমায় সে খুবই দেখতে চায়।'

যে কন্বলটার আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের শীতার্ত পা জড়ানো ছিল সেটা খুলে গাড়ি থেকে নেমে তুষারপাতের মধ্যে দিয়ে তিনি গেলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কাছে।

'কী ব্যাপার আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, আমাদের এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন?' হেসে ডল্লি বললেন।

'বড়ো ব্যস্ত ছিলাম। খ্ব খ্নিশ হলাম আপনাকে দেখে' — বললেন এমন স্বরে যাতে পরিষ্কার বোঝা গেল এতে তিনি অখ্নিশ, 'কেমন আছেন?'

'আমাদের আন্না বোর্নাটর খবর কী?'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কী একটা গ;ইগ;ই করে বলে চলে থেতে চাইছিলেন, কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচ থামালেন তাঁকে।

'শোনো কাল আমরা কী করব। ডব্লি, কাল খেতে ডাকো ওকে! কজ্নিশেভ আর পেশুসোভকেও ডাকব, যাতে মস্কো ব্লিদ্ধানীদের কিছ্যু

'আস্ক্রন দয়া ক'রে' — ডপ্লি বললেন, 'আমরা আপনার অপেক্ষায় থাকব পাঁচটায়, যদি চান ছ'টাতে। তা, আল্লা বোনটি কেমন আছে? কতদিন যে...'

'ভালো আছে' — মূখ কু'চকে গাঁইগাঁই করলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'খুব খুশি হলাম!' নিজের গাড়ির দিকে গেলেন তিনি। 'আসবেন তো?' চে'চিয়ে ডল্লি জিগ্যেস করলেন। কী একটা বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, চলস্ত গাড়ি ঘোড়ার শব্দে সেটা ডল্লি ভালো শুনতে পেলেন না।

'আমি কাল যাব তোমার কাছে!' তাঁর উদ্দেশে চে'চিয়ে বললেন স্থেপান আর্কাদিচ।

গাড়িতে উঠে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এমন সে'ধিয়ে বসলেন যাতে তিনি ওঁদের না দেখেন, তাঁকেও ওঁরা দেখতে না পায়।

'একেবারে বিদঘ্টে!' স্থাকৈ বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, তারপর ঘড়ি দেখে মুখের কাছে হাত দিয়ে স্থা এবং সন্তানদের প্রতি স্নেহজ্ঞাপক ভঙ্গি ছুড়ে চটুপটিয়ে চলে গেলেন ফুটপাথ দিয়ে।

'স্তিভা!' স্থিভা!' লাল হয়ে চে°চিয়ে উঠলেন ডক্লি। তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন।

'আমায় যে গ্রিশা আর তানিয়ার জন্যে ওভারকোট কিনতে হবে। টাকা দাও তার জন্যে!'

'ও কিছ্ম না, বলে দিয়ো যে আমি পরে দামটা দিয়ে দেব' — পরিচিত একজনের উদ্দেশে ফুর্তিতে মাথা নেড়ে তিনি উধাও হয়ে গেলেন।

nan

পরের দিনটা রবিবার। ব্যালের মহলায় স্তেপান আর্কাদিচ গোলেন বলশয় থিয়েটারে এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় সদ্য অবতীর্ণা স্কুদরী নর্তকী মাদ্য চিবিসোভাকে দিলেন গতকালকার প্রতিশ্রুত প্রবাল নেকলেস এবং বর্বানকার অন্তর্রালে দিনের অন্ধকারে উপহার পেয়ে জ্বলজ্বল করে ওঠা মধ্র মুখখানায় একটা চুমু একে দেবারও স্বাোগ করে নিলেন তিনি। প্রবাল নেকলেস দেওয়া ছাড়াও ব্যালের পর দেখা করা নিয়ে কথা কয়ে নেবারও প্রয়োজন ছিল। ব্যালের শ্রুতে উপস্থিত থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, এই কথা জানিয়ে তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে শেষ অংকে আসবেন এবং ওকে নিয়ে যাবেন নৈশাহারে। থিয়েটার থেকে স্থেপান আর্কাদিচ গোলেন অথাংনি রয়াদ-এ, ডিনারের জন্য মাছ আর অ্যাসপারাগাস বাছলেন নিজেই এবং বারোটার সময় পেশছলেন দ্বস্বাস হোটেলে, সেখানে তিনজনের সঙ্গে তাঁব দেখা করার দরকার ছিল. সোভাগ্যবশত তিনজনেই উঠেছেন একই হোটেলে:

তাঁদের একজন হলেন লেভিন, সম্প্রতি তিনি ফিরেছেন বিদেশ থেকে, অন্যজন তাঁর নতুন অধিকর্তা, এই উচ্চ পদে তিনি সবে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, মদ্কোয় এসেছেন পরিদর্শনে, আর রয়েছেন জামাতা কারেনিন, অবশ্য-অবশ্যই তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে ডিনারে।

ন্তেপান আর্কাদিচ নিজে খেতে ভালোবাসেন, তবে আরো বেশি ভালোবাসেন অন্যকে খাওয়াতে, পার্টি হবে ছোটো. কিন্তু আহার্য, পানীয় ও আর্মন্তিত নির্বাচনে উপাদেয়। সেদিনকার ডিনারের কর্মস্চিটা তাঁর খ্ব মনে ধরেছে: থাকবে টাটকা পার্চ মাছ আর অ্যাসপারাগাস এবং la pièce de résistance হবে অপ্র্ব কিন্তু সাধারণ রোস্ট্রীফ এবং যথাযোগ্য মদ্য: এই গেল খাদ্য আর পানীয়ের ব্যাপার। অতিথিদের মধ্যে থাকবে কিটি আর লেভিন এবং জিনিসটা যাতে দ্ভিকটু না লাগে সে জন্য ডাকা হয়েছে এক মাসত্তো বোন আর তর্ণ শ্যেরবার্ছিস্ককে, অতিথিদের মধ্যে la pièce de résistance হবেন কন্ধ্নিশেভ সেগেই এবং আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। সেগেই ইভানোভিচ — মস্কোওয়ালা, দার্শনিক, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। সেগেই ইভানোভিচ — মিকোওয়ালা, দার্শনিক, বাক্সির, স্রকার, ঐতিহাসিক ও স্ক্মিন্ট পঞ্চাশবছ্বরে এক কিশোর, যিনি কন্ধ্নিশেভ ও কারেনিনের চার্টান বা সসের কাজ করবেন। তিনি ওঁদের চটাবেন আর লেলিয়ে দেবেন পরস্পরের বিরব্ধে।

বন বিক্রির টাকার দ্বিতীয় কিন্তি পাওয়া গেছে, এখনো তা খরচা হয়ে যায় নি। ডল্লি ইদানীং খ্ব ভালো, মিণ্টি ব্যবহার করছেন, ডিনার পার্টির আইডিয়াটায় সবিদক থেকেই খ্বিশ লাগছিল স্তেপান আর্কাদিচের। খ্বই শরীফ তাঁর মেজাজ। শ্ব্র দ্বিটি ব্যাপার কিছ্বটা অপ্রীতিকর, কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচের চিন্ত ভরপ্রর করা উদার ফুর্তির সাগরে দ্বটো ব্যাপারই তলিয়ে গেছে। ব্যাপারদ্বটো হল: প্রথম, গতকাল রাস্তায় আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যাবার সময় উনি লক্ষ্য করেছিলেন যে ভদ্রলোক তাঁর প্রতি শ্বুক্ব ও কঠোর, তাঁর এই ম্খভাব এবং মক্ষেয়য় এসে তিনি ষে তাঁর কাছে যান নি, আত্মগোপন করে থেকেছেন, তার সঙ্গেয়া আর দ্রন্দিককে নিয়ে যেসব কথা তাঁর কানে এসেছে তা মিলিয়ে

^{*} প্রধান খাদ্য (ফরাসি)।

মতো কাজ করার অনুমতি তাঁকে তিনি দিলেন। ছিনিয়ে নেওয়া পোর্টফোলিওতে তিনি আন্নার কাছে দ্রন্স্কির যে তিনটে চিঠি পেয়েছিলেন, তাও পুরে দিলেন খামের মধ্যে।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ যেদিন ঘরে আর না ফেরার সংকলপ নিরে বেরিয়ে যান, এবং যেদিন তিনি অ্যাডভোকেটের কাছে গিয়ে অন্তত একটি মান্বেরে কাছে নিজের সংকল্পের কথা বলেছিলেন এবং বিশেষ করে যেদিন তিনি জীবনের এই ব্যাপারটাকে কাগজের ব্যাপার করে তোলেন, সেদিন থেকে তিনি ক্রমেই অভাস্ত হয়ে উঠছিলেন নিজের সংকল্পে এবং এখন পরিজ্বার দেখতে পাচ্ছিলেন তা কার্যে পরিণত করার সম্ভাবনা।

আচেতেকেটের কাছে লেখা খামটায় যখন তিনি সীল মারছিলেন, কানে এল স্তেপান আর্কাদিচের উচ্চ কণ্ঠস্বর। চাকরের সঙ্গে বচসা হচ্ছিল স্তেপান আর্কাদিচের, তিনি দাবি করছিলেন যে তাঁর আগমন কর্তাকে জানানো হোক।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ভাবলেন, 'বয়ে গেল, এ বরং ভালোই: ওর বোন সম্পর্কে আমার অবস্থাটা এখ্রনি ওকে জানিয়ে দিয়ে বলব কেন ওর ওখানে খেতে যেতে আমি পারি না।'

'আসতে দাও!' কাগজপত্র গ্রাটিয়ে রাইটিং কেসে রাখতে রাখতে চে°চিয়ে বললেন তিনি।

'দেখলে তো, মিথ্যে কথা বলছিলে, উনি তো ঘরেই আছেন!' যে চাপরাশিটা তাঁকে ঢুকতে দিচ্ছিল না তাকে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ এবং আসতে আসতেই ওভারকোট খ্লে ঘরে ঢুকলেন। ভারি আনন্দ হচ্ছে যে তোমায় ধরতে পেরেছি! তাহলে আশা করছি…' ফুর্তিতে শ্রুর করলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'আমি ষেতে পারব না' — উঠে দাঁড়িয়ে, অতিথিকে বসতে না বলে নিরুত্তাপ গলায় বললেন আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ।

যে দ্বীর বিরুদ্ধে তিনি বিবাহবিচ্ছেদের মামলা আনছেন তার ভাইয়েব সঙ্গে যে শীতল মনোভাব নেওয়া তাঁর উচিত সেটা তক্ষ্মনি নেবেন বলে তিনি ভেবেছিলেন; কিন্তু ভালোমান্মির যে সাগর স্তেপান আর্কাদিচেব হৃদয়ের কুল ছাপিয়ে উঠছিল, সেটা তিনি হিসেবে ধরেন নি।

নিজের পরিষ্কার ঝকঝকে দ্বটোখ বড়ো বড়ো করে মেলে ধরলেন শ্রেপান আর্কাদিচ।

'ষেতে পারবে না কেন? কী বলতে চাইছ তুমি?' ব্যাপারটা ব্রুতে

না পেরে বললেন ফরাসী ভাষার, 'ও চলবে না, তুমি যে কথা দিরেছ। আমরা সবাই তোমার ভরসা করে আছি।'

'আমি বলতে চাইছি যে আপনাদের ওথানে আমি যেতে পারি না, কেননা আমাদের মধ্যে যে আত্মীরতার সম্পর্ক ছিল তা ছিল্ল করতে হবে আমার।' 'সেকি? মানে কী ব্যাপার? কেন?' হেসে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন। 'কারণ আপনার ভগিনী, আমার স্থাীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা শ্রের করছি আমি। আমার উচিত...'

কিন্তু তিনি কথা শেষ করতে না করতেই স্তেপান আর্কাদিচ যা করলেন সেটা তিনি কল্পনা করতে পারেন নি। 'আহ্' শব্দ করে তিনি ধপ করে বসে পডলেন কেদারায়।

'না, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, কী বলছ তুমি!' অব্লোন্স্কি চেণ্টিয়ে উঠলেন, মুখে তাঁর ফুটে উঠল যন্ত্রণার ছাপ।

'ব্যাপারটা তাই-ই।'

'মাপ করো আমায়, আমি এটা বিশ্বাস করতে পারি না...'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বসলেন, টের পেলেন যে তিনি যা আশা করেছিলেন তাঁর কথায় সে প্রতিক্রিয়া হয় নি, তাঁকে এখন সবটা ব্রুঝিয়ে বলতে হবে এবং যাই তিনি বোঝান, শ্যালকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তাই থাকবে যা ছিল।

বললেন, 'হাাঁ, বিবাহবিচ্ছেদ দাবি করার দ্বঃসহ আবশ্যিকতা দেখা দিয়েছে আমার সামনে।'

'শ্বধ্ব একটা কথা বলি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। আমি তোমায় চমংকার ন্যায়পর একজন মান্ষ বলে জানি। আল্লাকেও জানি, মাপ ক'রো আমায়, ওর সম্পর্কে নিজেব মতামত বদলাতে আমি অক্ষম, ওকে আমি জানি স্কুদর, চমংকার এক নারী বলে, তাই মাপ ক'রো আমায়, এটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। কিছ্ব একটা ভুল বোঝাব্বি হয়েছে এখানে।'

'আহ্, যদি মাত্র ভূল বোঝাব্বির ব্যাপার হত...'

'দাঁড়াও, আমি ব্ৰতে পারছি' — ওঁর কথায় বাধা দিলেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'তা সে তো বটেই… শ্ব্দু একটা কথা: তাড়াহ্নড়ো ক'রো না। না, 'না, তাড়াহ্নড়ো করবে না!'

'তাড়াহুড়ো আমি করি নি' — নিরুত্তাপ গলায় বললেন আলেক্সেই

আলেক্সাম্দ্রভিচ, 'আর এ ধরনের ব্যাপারে কার্র পরামর্শ নেওরাও চলে না। আমি মন স্থির করে ফেলেছি।'

'এ যে ভয়ংকর ব্যাপার!' দীঘ্স্থাস ফেলে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।
'আমি হলে এক কাজ করতাম আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। মিনতি করছি, তুমি এটা করো' — উনি বললেন, 'আমি যা ব্রুছি, মামলা এখনো শ্রুর্ হয় নি। মামলা শ্রুর্ করার আগে আমার দ্বীর সঙ্গে দেখা করো, কথা বলো তার সঙ্গে। বোনের মতো সে আল্লাকে ভালোবাসে, তোমাকেও ভালোবাসে, আন্চর্য মানুষ সে। দোহাই তোমার, কথা বলো ওর সঙ্গে! এই উপকারটুকু আমার জন্যে করো, মিনতি করছি!'

চিন্তমের হলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, দরদভরে স্তেপান আর্কাদিচ তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে, তাঁর নীরবতা ভঙ্গ করলেন না।

'তুমি যাবে তো ওর কাছে?'

'জানি না। এই কারণেই আপনাদের ওখানে যাই নি। আমি মনে করি আমাদের সম্পর্ক বদলানো উচিত।'

'কিসের জন্যে! আমি তো তার কোনো কারণ দেখছি না। আমায় অন্তত এইটে ভাবতে দাও যে আমাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছাড়াও তোমার প্রতি সর্বদা যে সৌহাদ্য পোষণ করে এসেছি তার অন্তত খানিকটা তোমারও আছে আমার প্রতি... এবং সত্যকার প্রদ্ধা' — ওঁর হাতে চাপ দিয়ে বললেন স্থেপান আর্কাদিচ, 'তোমার সবচেয়ে খারাপ অনুমানটাই যদি নন্যা হয়, তাহলেও আমি কোনো পক্ষকেই বিচার করার দায়িত্ব নিচ্ছি না. কখনো নেবও না এবং কেন আমাদের সম্পর্ক বদলানো উচিত তার কোনো কারণ দেখছি না আমি। এবার এইটে করো, চলো আমার স্থীর কাছে।'

'আমরা ব্যাপারটা দেখছি ভিন্ন ভিন্ন দ্'িটতে' — নির্ভাপ কর্ঠে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'তবে ও নিয়ে আলোচনা থাক।

'না. না. কেন আসবে না তুমি? অন্তত আজ ডিনারে। দ্বী আশা করছে তোমায়। এসো দয়া ক'রে। আর প্রধান ব্যাপার, কথা বলো ওর সঙ্গে। আশ্চর্য মানুষ সে। দোহাই তোমার, নতজানু হয়ে মিনতি করছি!'

'এতই যথন আপনার ইচ্ছে, বেশ যাব' — দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

এবং প্রসঙ্গ পালটাবার বাসনায় তিনি জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচের নতুন অধিকর্তার কথা, যাতে দ্ব'জনেরই আগ্রহ। ভদুলোক এখনো বৃদ্ধ হন নি আর হঠাৎ কিনা পেয়ে গেলেন এত উচ্চু একটা পদ।
কাউণ্ট আনিচ্কিনকে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আগেও পছন্দ করতেন না, সর্বদাই পার্থক্য ঘটত তাঁদের মতামতে, কিন্তু এখন কর্মক্ষেত্রে যে ব্যক্তির পদোহ্মতি হল তার প্রতি পরাজিতের যে বিদ্বেষ চাকুরেদের কাছে বোধগম্য তা থেকে বিরত থাকতে পারলেন না।

'তা কি, ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার?' আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ জিগ্যেস করলেন বাঁকা হেসে।

'হবে না কেন, কাল এসেছিলেন আমাদের আপিসে। মনে হয় নিজের কাজটা উনি চমংকার বোঝেন, খুব কর্মপট্ট লোক।'

'হাঁ, কিন্তু কোন দিকে চালিত ওর পটুতা?' আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন, 'কোনো একটা কাজ করার দিকে, নাকি যা করা হয়েছে তার কে'চেগণ্ডুষ করতে? আমাদের রাণ্ডের দর্ভাগ্য যে এটা কাগ্রজে প্রশাসন, যার যোগ্য প্রতিনিধি উনি।'

'সত্যি আমি জানি না ওঁর মধ্যে কোন জিনিসটার সমালোচনা করা যায়। ওঁর কী ধারা আমার জানা নেই। তবে একটা কথা — লোক উনি খাশা। আমি এইমাত্র ওঁর কাছে গিয়েছিলাম, সত্যি, খাশা লোক। জলযোগ করলাম আমরা, ওঁকে আমি শিখিয়ে দিলাম, ওই-যে জানো তো, কী করে স্বরা আর নারাঙ্গার রস মিশিয়ে সরবং করতে হয়। গা জ্বভিয়ে দেয় তা। অথচ আশ্চর্য, এটা উনি জানতেন না। খ্ব ভালো লেগেছে তাঁর। না, সত্যি, খাশা লোক।'

ঘড়ি দেখলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'বাপ্স্, চারটে বেজে গেছে দেখছি, অথচ দলগোভূশিনের কাছে যাওয়া আমার এখনো বাকি! তাহলে খেতে এসো কিস্তু। তুমি ভাবতে পারবে না তুমি কী দুঃখ দিচ্ছ আমায় আর আমার স্বীকে।'

শ্যালককে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ যেভাবে অভ্যর্থনা করেছিলেন, বিদায় দিলেন মোটেই সেভাবে নয়।

বিষমভাবে বললেন, 'কথা যখন দিয়েছি, যাব।

'বিশ্বাস করো, কদর করছি তোমায়, আশা করি তোমায় খেদ করতে হবে না' — হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

বেতে বেতেই ওভারকোট পরে নিলেন তিনি, হাতের ধারু লাগল চাপরাশির মাধার, হেসে উঠে বেরিয়ে গেলেন।

'পাঁচটার, ফ্রক-কোটে!' দরজার দিকে ফিরে আরো একবার চে'চিয়ে বলে চলে গেলেন।

n s n

গৃহস্বামী নিজে যথন এসে পেণছলেন, ততক্ষণে পাঁচটা বেজে গেছে, কিস্তু জাতিথি এসে পড়েছেন ইতিমধ্যেই। তিনি চুকলেন সের্গেই ইভানোভিচ কর্জানিশভ আর পেস্তুসোভকে নিয়ে একরে, ঢোকার মুখে দেখা হয়েছিল তাঁদের সঙ্গে। অব্লোন্সিক যা বলতেন, এদ্'জন হলেন মস্কো ব্রাদ্ধিজীবীদের প্রধান প্রতিনিধি। চরিত্র ও চাতুর্য, উভয় দিক থেকেই তাঁরা প্রক্ষেয়: তাঁরাও সম্মান করতেন পরস্পরকে, কিস্তু প্রায় সব ব্যাপারেই তাঁদের মধ্যে মতভেদ হত প্রচন্ড এবং আপোসহীন, সেটা এই জন্য নয় যে তাঁরা ছিলেন দুই বিরোধী ধারার লোক, বরং এই জন্য যে তাঁরা একই শিবিরভুক্ত (শত্রুরা তাঁদের এক করেই দেখতেন), কিস্তু সে শিবিরের অভ্যন্তরে প্রত্যেকের ছিল নিজ নিজ তারতম্য। আর অধ্বিম্ত্নের ক্ষেত্রে ভিন্ন চিন্তার মতো মতের মিল ঘটাতে এতটা অক্ষম যেহেতু আর কিছুই নেই, তাই তাঁদের মতে মতে কখনো মেলে নি শৃধ্য তাই নয়, উত্মা প্রকাশ না করে, কেবল একে অপরের অসংশোধনীয় বিদ্রান্তিতে হাসাহাসি করে তাঁরা পরস্পর অভ্যন্ত হয়ে গেছেন বহুদিন।

তাঁরা দরজার ঢুকে আবহাওয়া নিয়ে আলাপ করছিলেন, এমন সময় স্তেপান আর্কাদিচ তাঁদের সঙ্গ ধরলেন। ড্রায়িং-রয়মে বসে ছিলেন অব্লোন্সিকর শ্বনর প্রিস্স আলেক্সান্দর দ্মিতিয়েভিচ, তর্ণ শ্যেরবাংস্কি, তুরোভ্ংসিন. কিটি আর কারেনিন।

স্তেপান আর্কাদিচের তৎক্ষণাৎ নজরে পড়ল যে তাঁকে বিনা আসরটা ভালো জমছে না। দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তাঁর ধ্সর রেশমী পোশাকী গাউনে স্পন্টতই ভাবনা করছিলেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাদের একলা খাবাব কথা শিশ্-কক্ষে, এবং এই জন্যও যে স্বামী এখনো ফিরছেন না, স্বামীকে ছাড়া দলটাকে সামলাতে পারছিলেন না তিনি। সবাই তাঁরা বসেছিলেন

পাদ্রীকন্যাদের মতো (বৃদ্ধ প্রিম্পের ভাষায়), ভেবে পাচ্ছিলেন না কেন তাঁরা এখানে, চুপ করে যাতে না থাকতে হয় তার জ্বনা উচ্চারণ কর্রাছলেন কন্টকান্পত এক-একটা শব্দ। দিলদরাজ তুরোভ্র্ণিসন স্পন্টতই নিজেকে দ্বস্থানচ্যত বলে অন,ভব কর্রাছলেন, মোটা ঠোঁটের যে হাসিতে তিনি স্তেপান আর্কাদিচকে স্বাগত করলেন তা যেন স্পন্ট ভাষায় বলছিল, বেশ ভাই, ব্যন্ধিমস্তদের মধ্যে আমায় দিব্যি বসিয়ে রেখে গেছিস। কিছু, টেনে Château des fleurs-এ গেলেই পারতাম, ওই আমার যথাস্থান। বৃদ্ধ প্রিম্স চপচাপ বসে ছিলেন, চকচকে আড়চ্যেখে দেখছিলেন কার্রোননকে. দ্রেপান আর্কাদিচ টের পেলেন, এই যে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাটিকে অতি উপাদেয় ভোজ্য রূপে পরিবেশন করা হয় নিমন্তিতদের কাছে তাঁকে দেগে দেবার মতো কোনো একটা টিম্পনি তাঁর ভাবা হয়ে গেছে। কিটি তাকিয়ে ছিল দরজার দিকে যাতে কনন্তান্তিন লেভিনের আগমনে লাল না হয়ে ওঠার মতো শক্তি সে পায়। তর্বণ শ্যেরবাংস্কি যার সঙ্গে কার্রোননের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় নি, দেখাবার চেণ্টা করছিল যে তাতে তার কিছু এসে যায় না। স্বয়ং কারেনিন, মহিলাদের সঙ্গে ডিনারে বসলে পিটার্স বুর্গের যা চাল, ফ্রক-কোট আর শাদা টাই পরে বর্সোছলেন আর স্ত্রেপান আর্কাদিচ তাঁর মূখ দেখে বুঝলেন যে তিনি এসেছেন শুধু কথা দিয়েছেন বলে, আর এই সমাবেশটান্ন উপস্থিত থেকে তিনি একটা গ্রন্থভার কর্তব্য পালন করছেন। স্তেপান আর্কাদিচের আসার আগে পর্যস্ত যে হিম সমস্ত অতিথিকে র্জাময়ে রেখেছিল তার প্রধান অপরাধ তাঁরই।

ভ্রায়ং-র্মে ঢুকে স্তেপান আর্কাদিচ মাপ চাইলেন, কৈফিয়ং দিলেন যে কোন এক প্রিম্সের কাছে তিনি আটকা পড়েছিলেন, যিনি সর্বদা তাঁর সমস্ত বিলম্ব ও অনুপশ্ছিতির ওজর, মিনিটখানেকের মধ্যে সবার সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং পোল্যান্ডের রুশীকরণ নিয়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে লাগিয়ে দিলেন সেগেই কর্জানশেভের সঙ্গে, সে প্রসঙ্গটা তাঁরা তৎক্ষণাৎ ল্ফে নিলেন পেন্ত্সোভের সঙ্গে। তুরোভ্র্সেনরে কাঁধ চাপড়ে তিনি মজার কিছু একটা বললেন তাঁর কানে কানে, এবং তাঁকে বসালেন প্রিন্স আর দ্বীর মাঝখানে। তারপর কিটিকে বললেন যে তাকে আজ ভারি স্কের দেখাছে, কারেনিনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন শ্যেরবার্গিকর। এক মিনিটের মধ্যে তিনি এই সামাজিক ময়দার তালটা এমন বদলে দিলেন যে ভ্রিয়ং-র্ম যা হয়ে দাঁড়াল বলবার নয়, চাঙ্গা হয়ে

উঠল ক'ঠম্বর। ছিলেন না শুধু কনস্তান্তিন লেভিন। তবে সে বরং ভালোই, কেননা ভোজনকক্ষে গিরে স্তেপান আর্কাদিচ সভরে দেখলেন যে পোর্ট-ওয়াইন আর শেরি আনা হয়েছে লেভে থেকে নয়, দেপ্রে থেকে। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি লেভের কাছে কোচোয়ানকে পাঠাবার ব্যবস্থা করে তিনি আবার ফিরলেন ড্রায়ং-রুমে।

ভোজনকক্ষে তাঁর সঙ্গে দেখা হল কনস্তান্তিন লেভিনের। 'দেরি হয় নি তো?'

'দেরি না করে তুমি পারো কখনো?' তাঁকে বাহ্ববন্ধনে নিয়ে বললেন স্থেপান আর্কাদিচ।

'তোমার এখানে অনেক লোক? কে, কে?' অজ্ঞাতসারে লাল হয়ে আর দস্তানা দিয়ে টুপির তুষারকণা ঝাড়তে ঝাড়তে শুধালেন লেভিন।

'সবাই আপনার লোক। কিটিও আছে। চলো কার্নেনিনের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।'

উদারনৈতিক মতাবলন্বী হলেও দ্রেপান আর্কাদিচ জ্বানতেন যে কারেনিনের সঙ্গে পরিচয় থাকাটা কারো কাছে চরিতার্থতার একটা ব্যাপার না হয়ে পারে না, তাই সেরা বন্ধর কাছে তারই প্রস্তাব দিলেন তিনি। কিন্তু সেই ম্হুর্তে এ পরিচয়ের সমগ্র পরিতোষ গ্রহণের অবস্থায় ছিলেন না কনস্তান্তিন লেভিন। সড়কে কিটিকে ক্ষণিক দেখতে পাওয়ার কথাটা ছেড়ে দিলে সেই যে সমরণীয় সন্ধ্যায় তিনি দ্রন্স্কিকে দেখেছিলেন, তার পর থেকে তিনি কিটিকে আর দেখেন নি। অস্তরে অস্তরে তিনি জানতেন যে আজ এখানে তিনি দেখতে পাবেন কিটিকে। কিন্তু নিজের চিন্তার স্বাধীনতা অক্ষ্ময় রেখে তিনি নিজেকে বোঝাতে চাইছিলেন যে সেটা তাঁর জানা নেই। কিন্তু এখন, যখন শ্ননলেন যে সে এখানে, তখন এমন আনন্দ আর সেইসঙ্গে এমন ভয় হল তাঁর যে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, যা বলতে চাইছিলেন, বলতে পারলেন না।

'কেমন, কেমন সে এখন? যেমন ছিল আগে, অথবা যেমন তাকে দেখেছিলাম ঘোড়ার গাড়িটায়? আর দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা যদি সতি। কথাই বলে থাকেন, তাহলে? কেনই-বা সতিয় বলবেন না?' মনে মনে ভাবছিলেন তিনি।

'ও হার্ন, আলাপ করিরে দাও কারেনিনের সঙ্গে' — বহুক্টে ^{শেষ}

পর্যন্ত বলতে পারলেন কথাটা, দৃঢ়, মরিয়া পদক্ষেপে ড্রায়ং-রুমে ঢুকে দেখতে পেলেন কিটিকে।

কিটি আগের মতোও নয়, গাড়িতে যা দেখা গিয়েছিল, তার মতোও নয়; একেবারে অন্যরকম।

কিটিকৈ দেখাচ্ছিল সন্ত্রন্ত, ভীর্, লচ্জিত আর তাতে করে আরো মধ্র মনে হল তাকে। ঘরে ঢুকতেই তাঁকে দেখল কিটি। তাঁর অপেক্ষায় সে ছিল। খর্নি হয়ে উঠল সে আর নিজের খ্নিতে এমনই বিব্রত বােধ করল যে লেভিন ধখন গ্হকরাঁর কাছে ধেতে থেতে ফের তার দিকে তাকান, সে ম্হ্রেত তার, লেভিনের, ডল্লিরও যিনি সবই দেখছিলেন, মনে হল সে আর সামলাতে পারবে না, কে'দে ফেলবে। লাল হয়ে উঠল কিটি, বিবর্ণ হয়ে গেল, ফের লাল হয়ে উঠে আড়ন্ট হয়ে গেল, সামান্য কাঁপা-কাঁপা ঠোঁটে অপেক্ষা করতে লাগল লেভিনের। লেভিন ওর কাছে এসে মাথা ন্ইয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন নীরবে। ঠোঁটের সামান্য কাঁপন আর যে আর্ত্রতা চোখকে আরো জ্বলজ্বলে করে তুলেছে তা না থাকলে হািসটা তার প্রায় প্রশান্ত মনে হতে পারত যখন সে বললে:

'কতদিন দেখা হয় নি আমাদের!' মরিয়া দ্ঢ়তায় নিজের ঠাণ্ডা হাতে লেভিনের করমর্দন করলে সে।

'আপনি আমায় দেখতে পান নি কিন্তু আমি আপনাকে দেখেছি' — স্থের হাসিতে দীপ্তি ছড়িয়ে লেভিন বললেন, 'আমি আপনাকে দেখেছি যখন রেলস্টেশন থেকে আপনি যাচ্ছিলেন এগ্র্মশোভোতে।'

'কবে?' অবাক হয়ে কিটি জিগ্যেস করলে।

'আপনি গাড়ি করে যাচ্ছিলেন এগ্র্শোভোতে' — লেভিন বললেন এবং অন্ভব করলেন যে হাদয় ভরে উঠছে যে সন্থে তাতে হাব্ডুব্ খাচ্ছেন তিনি। 'মর্মস্পর্শী এই যে প্রাণীটি, তার কিছু একটা দোষ ধরার স্পর্ধা আমি পেরেছিলাম কোখেকে! হাাঁ, দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা যা বলেছিলেন, মনে হচ্ছে তা ঠিকই' — ভাবলেন লেভিন।

স্তেপান আর্কাদিচ তাঁর হাত ধরে নিয়ে গেলেন কারেনিনের কাছে।
'আস্ক্ন, আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই' — দ্ব'জনের নাম বললেন
তিনি।

'ফের দেখা হয়ে খুবই আনন্দ হল' — লেভিনের করমর্দন করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন শীতল কণ্ঠে। 'আপনাদের আগেই পরিচয় ছিল নাকি?' এবাক হয়ে ছেপান আন্তাদিচ জিগ্যেস করলেন।

'রেলগাড়িতে তিন ঘণ্টা আমরা ছিলাম একসঙ্গে' — হেসে বললেন লেভিন, 'কিন্তু বেরিয়ে আসি যেন ছম্মবেশী নৃত্য থেকে, কুর্হেলি গ নিয়ে, অস্তত আমি।'

'বটে! আচ্ছা এবার আস্নুন' — ভোজনকক্ষের দিকে হাত দেখিরে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

ভোজনকক্ষে ঢুকে পর্র্বেরা গেলেন মর্থরোচক টেবিলটার কাছে, যাতে ছিল ছয় ধরনের ভোদকা, রর্পোর খর্ন্ডি দেওয়া বা না-দেওয়া সমান সংখ্যক পনীর, মাছের ডিমের আচার, নোনা হেরিং মাছ, নানা ধরনের জমিয়ে-রাখা খাবার, ফরাসি পাঁউর্টির চাকা ভরা ডিশ।

ভোদকা আর ম্খরোচক খাবারগন্লোর গন্ধে ভুরভুর টেবিলটার কাছে প্র্ব্যেরা দাঁড়িয়ে রইলেন মূল আহারের অপেক্ষায়, পোল্যান্ডের রন্শীকরণ নিয়ে সেগেই ইভানোভিচ কজ্নিশেভ, কার্রেনন আর পেস্ত্সোভের মধ্যেকাব আলাপটা থিতিয়ে এল।

অতি বিমৃতি ও গ্রন্থতর বিতকেরি অবসান ঘটাবার জন্য স্ক্রা লবণ প্রয়োগে বিতকীদের মেজাজ ফেরাতে আর কেউ পারতেন না সেগেই ইভানোভিচের মতো, এবারেও সেটা তিনি দেখালেন।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ প্রমাণ করছিলেন যে পোল্যাণ্ডেব র্শীকরণ সম্ভব হতে পারে কেবল সর্বোচ্চ নীতি প্রবর্তনের ফলে, ষা রচনা করার কথা রুশী প্রশাসনের।

পেস্ত্সোভ জিদ করছিলেন যে একটা জাতির অন্য জাতিতে আত্তীকবণ ঘটে কেবল শেষোক্ত জাতির জনবহুলতায়।

কজ্নিশেভ উভয়ের বক্তব্যেই সায় দিচ্ছিলেন কিছু 'কিন্তু' রেখে দুরিং-র্ম থেকে তাঁরা যখন বেরোন, তর্কটা থামাবার জন্য কজ্নিশে হেসে বললেন:

'তাহলে অর্শদের রুশীকরণের জন্যে একটাই উপায় আছে — যথাসন্ত বৈশি সন্তানোৎপাদন। এ ব্যাপারে আমি আর আমার ভাই সবার চেন্টে খারাপ। কিন্তু আপনারা, বিবাহিত মহাশরেরা আর বিশেষ করে আপনি, স্তেপান আর্কাদিচ, প্রেরাপ্রির দেশপ্রেমিকের কান্ত করছেন; কটি হল

আপনার?' হেঙ্গে, ছোট্ট একটা পানপাত্র তাঁর কাছে ধরে তিনি বললেন গ্হস্বামীকে।

সবাই হেসে উঠল, সবচেয়ে ফুতি করে হাসলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'হাাঁ, এটাই সবচেয়ে সেরা পদ্ধতি!' পনীর চিব্বতে চিব্বতে, এগিয়ে দেওয়া পানপারটায় কী-এক বিশেষ ধরনের ভোদকা ঢালতে ঢালতে বললেন তিনি। এই রহস্যেই অবসান হল বিতর্কের।

'পনীরটা মন্দ নর। কে নেবেন?' গ্রুম্বামী বললেন, 'আবার তুমি ব্যায়াম শ্রের করেছ নাকি?' বাঁ হাতে লেভিনের পেশী টিপে বলভেন তিনি। হেসে লেভিন তাঁর পেশী ফোলালেন, স্তেপান আর্কাদিচের আঙ্বলের নিচে পাতলা ফ্রক-কোটের তল থেকে ইম্পাতের মতো উচ্চু হয়ে উঠল গোলাকার পনীর-সদৃশ পেশীর ডিম।

'আহ্, বাইসেপখান কী! একেবারে সামসন!'

'আমার মনে হয় ভালন্ক শিকারের জন্যে বেশ শক্তি দরকার' -- বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, শিকার সম্পর্কে যাঁর ধারণা ছিল খ্বই ঝাপসা। পনীর মাখাতে গিয়ে ফিনফিনে একটুকরো র্টি ভেঙে ফেললেন তিনি।

লেভিন হাসলেন।

'শক্তির কোনো দরকার নেই। একটা বাচ্চাও ভাল্বক মারতে পারে' ন্থরোচক টেবিলটার কাছে গ্হকর্রীর সঙ্গে যে মহিলারা আসছিলেন তাঁদের উদ্দেশে মাথা নুইয়ে সরে গিয়ে লেভিন বললেন।

'শ্বনেছি আপনি ভাল্বক মেরেছেন, সত্যি?' কিটি জিগ্যেস করলে বার বার পিছলে যাওয়া একটা ব্যাঙের ছাতাকে কাঁটায় বি'ধোবার চেণ্টা করে, শাদা বাহ্বর ওপরকার লেসটা ঝাঁকিয়ে, 'আপনাদের ওখানে ভাল্বক আছে নাকি?' তাঁর দিকে মাথা আধখানা ফিরিয়ে সে যোগ করলে হেসে।

সে যা বললে, সেটা মনে হবে অসাধারণ কিছ্ম নয়, কিস্তু যখন এটা সে বলছিল তখন তার প্রতিটি ধর্নন, ঠোঁট, চোখ, হাতের প্রতিটি ভঙ্গি কী অবর্ণনীয় তাৎপর্যই না ধরেছিল লেভিনের কাছে! ছিল তাতে লেভিনের কাছে ক্ষমাভিক্ষা, তাঁর ওপর আন্থা, সোহাগ, কমনীয়, ভীর্মভীর সোহাগ, আর প্রতিশ্রতি আর আশা আর ভালোবাসা যাতে তিনি বিশ্বাস না করে পারেন না, সুখে যাতে তাঁর শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল।

্না, আমরা গিয়েছিলাম ত্ভের গ্বেনির্যায়। ফেরার পথে ট্রেনের

কামরায় দেখা হয় আপনার দেওর অথবা দেওরের জামাইয়ের সঙ্গে — হেসে বললেন তিনি, 'সে এক মজার সাক্ষাং।'

ফুর্তি করে, মজা করে তিনি বলতে লাগলেন কিভাবে সারা রাত না ঘ্নিয়ে তিনি মেষচর্মের কোট পায়ে হ্রড়ম্বিড়য়ে ঢুকেছিলেন কারেনিনের কামরায়।

'প্রবাদে যা বলে তার উল্টোটা করলে কনডাক্টর, আমার ওই মেষচর্মের জন্যে আমায় সে ভাগাতে চাইছিল; আমি তথন লম্বা-চওড়া বৃলি ঝাড়তে লাগলাম, আর আপনিও...' কারেনিনের নাম, পিতৃনাম মনে করতে না পেরে তিনি বললেন তাঁর উন্দেশে, 'আমার মেষচর্মের জন্যে আমায় তাড়াতে চেয়েছিলৈন, তবে পরে মেনে নেন, সে জন্যে আমি খুবই কৃতজ্ঞ।'

'আসন নির্বাচনে যাত্রীদের অধিকার এমনিতেই খুব বিশৃভথল' — রুমাল দিয়ে আঙ্কলের ডগা মুছে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'দেখলাম, আমার সম্পর্কে আপনি মনঃ স্থির করে উঠতে পারছেন না' -ভালোমান্বি হাসি হেসে বললেন লেভিন, 'কিস্তু আমার ঐ মেষচর্মটা
মার্জনা করিয়ে নেবার জন্যে আমি তাড়াতাড়ি করে শ্রু করলাম স্বাস্বভ আলাপ।'

সেগেই ইভানোভিচ আলাপ চালিয়ে যাচ্ছিলেন গৃহকরাঁর সঙ্গে আর এক কান দিয়ে শ্নছিলেন ভাইয়ের কথা, আড়চোখে চাইছিলেন তাঁর দিকে। ভাবছিলেন, 'আজ ওর হল কী? এমন জয়জয়াকার ভাব।' তিনি জানতেন না যে লেভিন অন্ভব করছেন যে তাঁর পাখা গজিয়েছে। লেভিন জানতেন যে কিটি তাঁর কথা শ্নছে আর তার ভালো লাগছে শ্নতে। শ্ব্রু সেইটাতেই তিনি নিমন্ন। শ্ব্রু এই ঘরখানায় নয়, সারা দ্বিয়ায় আছেন শ্ব্রু তিনি. যিনি পেয়ে গেছেন বিপ্ল তাৎপর্য আর গ্রুছ, এবং আছে কিটি। তিনি অন্ভব করছিলেন যে তিনি আছেন এত উচুতে যে মাথা ঘোরে. আর নিচুতে, কোথায় যেন অনেক দ্রে রয়েছে এই সব সজ্জন, স্কের কারেনিনরা. অব্লোন্সিকরা, সারা প্রিবা।

একেবারে অলক্ষিতে, ওঁদের দিকে না চেয়ে, যেন আর কোথাও বসাব জায়গা নেই এমন ভাব করে স্তেপান আর্কাদিচ খাবার টেবিলে লেভিন আব কিটিকৈ বসিয়ে দিলেন পাশাপাশি।

লেভিনকে তিনি বললেন, 'তুমি তো এখানে বসতে পারো।' ষার জন্য স্তেপান আর্কাদিচের দুর্বলতা ছিল সেই বাসনগুলোর মতোই খাবারও হরেছিল চমংকার। খুব উৎরেছিল মারি-লাইজ সালুপ; মুখে গলে বাওয়া ছোটো ছোটো পিঠেগলো একেবারে অনবদা। শাদা টাই-ঝোলানো দালন চাপরাশি আর মাতভেই আহার্য ও মদ্য পরিবেশন করছিল দ্ভিকটু না হয়ে শাস্তভাবে, তৎপরতার সঙ্গে। বৈষয়িক দিক থেকে সার্থক হয়েছিল ডিনার; অবৈষয়িক দিক থেকেও কম সার্থক হয় নি। কখনো সবার মিলিত, কখনো ব্যক্তিগত কথোপকথন থেমে গেল না, আর ডিনারের শেষে তা এতই সজীব হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে পার্র্বেরা টেবিল ছেড়ে উঠেছিলেন আলাপ না থামিয়ে, এমনকি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচেরও কেটে গিয়েছিল নিরাসজিত।

11 50 11

পেস্ত্রেনাভ তর্ক করতে ভালোবাসতেন শেষ অবধি, সের্গেই ইভানোভিচের কথায় তিনি তৃষ্ট হন নি, সেটা আরো এই কারণে যে নিজের মতামতের অন্যাব্যতা তিনি টের পাচ্ছিলেন নিজেই।

স্কাপ খেতে খেতে তিনি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে বললেন, 'আমি শৃধ্য জনবহ্লতার কথাই বলতে চাই নি, সেইসঙ্গে ভিত্তিটাও, তবে নীতি নয়।'

তাড়াহ্বড়ো না করে আলস্যভরে জবাব দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'আমার মনে হয় ওটা একই ব্যাপার। আমার মতে, অন্য জাতিকে প্রভাবিত করতে পারে শ্ব্র সেই জাতি যার বিকাশ উচ্চতর, যে...'

'সেই তো কথা' — জলদকণ্ঠে বাধা দিলেন পেস্তুসোভ, যিনি বাস্ত হয়ে উঠতেন কথা বলতে এবং যে বিষয়ে কথা কইছেন সর্বদা তাতে মন-প্রাণ ঢেলে দিতেন বলেই মনে হবে, 'উচ্চতর বিকাশ বলতে কী বোঝায়? ইংরেজ, ফরাসি, জার্মান — কে বিকাশের উন্নত পর্যায়ে? কে একে অপরকে জাতৃভূত করবে? আমরা দেখছি যে রাইন অঞ্চল সরকারিভাবে ফরাসিভূকে হয়েছে অথচ জার্মানদের মান নিচু নয়' — চে'চিয়ে উঠলেন তিনি, 'এক্ষেত্রে আছে আরেকটা নিরম!'

'আমার মনে হর প্রভাবটা সর্বদা আসে সত্যকারের স্বশিক্ষা থেকে' — ভূর্ সামান্য কপালে ভূলে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'কিস্থু সত্যকার স্থিক্ষার লক্ষণগ্রেলা কী বলে আমরা ধরব?' জিগ্যেস করলেন পেস্ত্রোড।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন, 'আমি মনে করি, তার লক্ষণগুলো সবারই জানা।'

'পর্রো জানা কি?' মিহি হেসে আলাপে নাক গলালেন সেগেই ইভানোভিচ, 'এখন স্বীকৃত হয়েছে যে সত্যকার শিক্ষা হতে পারে কেবল বিশ্বদ্ধ চিরায়ত শিক্ষা; কিন্তু দুই পক্ষে ঘোর বিতর্ক দেখতে পাছিছ আমরা এবং অস্বীকার করা যায় না যে বিপক্ষ শিবিরেও স্বীয় অনুকূলে যুক্তি আছে জোরদার।'

'আপনি তো চিরায়তপন্থী, সের্গেই ইভানোভিচ। লাল মদ চলবে?' বললেন স্থেপান আর্কাদিচ।

'কোনো শিক্ষা সম্পর্কেই আমি নিজের অভিমত দিচ্ছি না' — পানপাত্র বাড়িয়ে দিয়ে শিশ্বর প্রতি প্রশ্নয়ের হাসি হেসে সের্গেই ইভানোভিচ বললেন. 'আমি শ্ব্ব্ বলছি যে দ্ব'পক্ষেরই জোরালো য্বন্তি আছে' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের দিকে চেয়ে তিনি চালিয়ে গেলেন। 'নিজে আমি চিরায়ত শিক্ষা পেয়েছি, কিন্তু এ বিতর্কে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এখনো আমার স্বস্থান খ্বৈজে পাচ্ছি না। বাস্তব বিদ্যার চেয়ে চিরায়ত বিদ্যাকে কেন প্রাধান্য দেওয়া হবে তার পরিক্ষার যুক্তি চোথে পড়ছে না আমার।'

'শিক্ষাদানে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রভাবও তো একই' — খেই ধরলেন পেস্ত্রোভ, 'ধর্ন-না শ্ব্ব জ্যোতির্বিদ্যা, ধর্ন উল্ভিদ-বিদ্যা, পশ্ববিদ্যা এবং তাদের সাধারণ নিয়মগ্রলি!'

'এর সঙ্গে আমি প্রো সায় দিতে পারছি না' — জবাব দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'আমার মনে হয় এটা অস্বীকার করা যায় না যে ভাষার গঠনপ্রণালীর অধ্যয়নই আত্মিক বিকাশে অতি অনুকূল প্রভাব ফেলে। তা ছাড়া চিরায়ত সাহিত্যিকদের প্রভাব অতিমান্তায় নৈতিক, এটাও অস্বীকার করা যায় না, থেক্ষেত্রে দৃ্রভাগ্যবশত প্রাকৃতিক বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে মিলেছে অনিষ্টকর, অসত্য কতকগ্নলো মতবাদ যা আমাদের কালের দৃষ্টক্ষত।'

সেগেহি ইভানোভিচ কিছা একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পেস্ত্সেভ

তাঁর জলদগন্তীর কণ্ঠে তাঁকে থামিয়ে দিলেন। সোৎসাহে তিনি প্রমাণিত করতে লাগলেন এ অভিমতের অসারতা। সেগেই ইভানোভিচ শাস্তভাবে তাঁর কথা আসার পালার অপেক্ষায় রইলেন, স্পষ্টতই একটা বিজয়স্চক জবাব তৈরি ছিল তাঁর।

'তবে' — মিহি হেসে, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে উদ্দেশ করে সের্গেই ইভানোভিচ বললেন, 'দ্বই বিদ্যার লাভালাভ ওজন করে কোনো একটাকে পছন্দ করা যে কঠিন তা না মেনে উপায় নেই। আর আপনি এখানি যা বললেন, চিরায়ত বিদ্যায় নৈতিকতা — disons le mot* কালাপাহাড়-বিরোধী মনোব্যন্তির প্রভাব না থাকলে কোনটা বাছব এ জিজ্ঞাসার এত সম্বর ও চুড়ান্ত মীমাংসা সম্ভব হত না।'

'নিঃসন্দেহে।'

'চিরায়ত বিদ্যার পক্ষে যদি এই কালাপাহাড়-বিরোধী মনোবৃত্তির শ্রেষ্ঠতা না থাকত, তাহলে আমরা একটু বেশি ভাবনা-চিন্তা করতাম, বাজিয়ে দেখতাম দ্ব'পক্ষের যুক্তিকে' — মিহি হেসে বললেন সেগেই ইভানোভিচ, দুই ধারার জন্যেই রাস্তা খুলে দিতাম আমরা। কিন্তু এখন আমরা জানি যে চিরায়ত বিদ্যার এই বটিকাগ্বলোর মধ্যে আছে কালাপাহাড়-বিরোধী মনোবৃত্তির ভেষজশক্তি, তখন আমরা নির্ভায়ে তা স্ক্রারিশ করব আমাদের রোগীদের জন্যে... কিন্তু যদি তা না থাকে?' কথা তিনি সম্পূর্ণ করলেন স্ক্রোলবণ ছিটিয়ে।

সেগেই ইভানোভিচের বটিকার কথায় হেসে উঠলেন সবাই. সবচেয়ে সশব্দে ও স্ফ্রতিতে তুরোভ্গিসন, আলাপটা শ্নতে শ্নতে তিনি কেবল প্রতীক্ষা করছিলেন কখন এর শেষ হবে পরিহাসে।

পেস্ত্সোভকে নিমল্রণ করে ভুল করেন নি স্তেপান আর্কাদিচ। পেস্ত্সোভের কাছে বিদন্ধ আলোচনা ক্ষান্ত হতে পারে না এক মিনিটের জন্যও। সেগেই ইভানোভিচ তাঁর রসিকতা দিয়ে আলোচনাটা বন্ধ করা মাত্রই তিনি টেনে আনলেন অন্য প্রসঙ্গ।

বললেন, 'সরকারের এই-ই উদ্দেশ্য ছিল, এটা মানা যায় না। সরকার
প্র্যাতিক্রিয়া হবে সেদিকে উদাসীন থেকেছে। যেমন নারী শিক্ষার কথাটাই

সোজাস্ক্রি বলব (ফরাসি)।

ধরা বাক, এটাকে গণ্য করা উচিত অতি ক্ষতিকর, কিন্তু সরকার কোর্স আর বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে মেরেদের জন্যে।'

সঙ্গে সঙ্গেই কথোপকথন চলে গেল নারী শিক্ষার নতুন খাতে।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন যে নারী শিক্ষাকে সাধারণত নারী মৃত্তির সঙ্গে গৃত্তিয়ে ফেলা হয় এবং সেই কারণে এটা ক্ষতিকর মনে হতে পারে।

পেস্ত্রেলাভ বললেন, 'উল্টে আমি মনে করি দুটো প্রশ্নই অঙ্গাঙ্গি জড়িত। এটা এক পাপচন্দ। যথেন্ট শিক্ষা নেই বলে মেরেদের অধিকারও নেই, আবার শিক্ষার অপ্রতুলতা আসছে অধিকারের অভাব থেকে। মনে রাখা উচিত যে মেরেদের দাসত্ব এত প্রবল আর প্রবনা যে ওদের কাছ থেকে আমাদের যা তফাৎ করে রাখছে সেই গহ্রবটা আমরা দেখতে চাই না।

'আপনি বলছেন অধিকার' — পেস্ত্সোভ কখন থামবেন তার অপেক্ষায় থাকার পর সেগেহি ইভানোভিচ বললেন, 'জ্বরি, নির্বাচক, অধিকর্তা, কর্মচারী, লোকসভা-সদস্য হবার অধিকার…'

'নিঃসন্দেহে।'

'কিন্তু বিরল ব্যতিক্রম হিশেবে মেয়েরা যদি এই সব পদে যায়ও. তাহলেও আমার মনে হয় আপনার 'অধিকার' কথাটার বাবহার হয়েছে বেঠিক। 'দায়িছ' কথাটা বলা বেশি সঠিক হত। জন্বি, নির্বাচক, টেলিগ্রাফকর্মীর কাজ করতে গিয়ে আমরা অনন্তব করি একটা দায়িছ পালন করছি। তাই সঠিকভাবে বলা উচিত যে মেয়েরা দায়িছ চাইছে এবং সেটা খ্বই আইনসঙ্গত। এবং সাধারণ পন্বনুষালী শ্রমে তাদের সাহাষ্য করার এই বাসনাটায় সহাননুভূতি জানানোই সম্ভব।'

'একেবারে ঠিক কথা' — সায় দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ. 'আমি মনে করি প্রশ্নটা শুধু এই যে এ দায়িত্ব পালনে তারা সক্ষম কিনা।' 'খুব সম্ভব যে সক্ষম হবে' — ফোড়ন দিলেন স্তেপান আর্কাদিচ. 'র্যাদ শিক্ষা বিস্তৃত হয় তাদের মধ্যে। আমরা দেখছি, যে…'

'আর সেই প্রবাদটা?' আলাপটা অনেকখন ধরে শ্নতে শ্নতে তাঁর ছোটো ছোটো চোখে উপহাস ঝিকমিকিয়ে বললেন প্রিন্স. 'নিজেব মেয়েদের সামনেও বলা চলবে: লম্বা চুলে খাটো বৃদ্ধি।'

'নিগ্রোরা মৃক্ত হবার আগে পর্যন্ত ঠিক এইরকমটাই ভাবা হত' রাগতভাবে বললেন পেস্তুসোভ। 'আমার কাছে শ্বা অস্তুত ঠেকে যে মেয়েরা নতুন দায়িত্ব নিতে চাইছে' — বললেন সেগেই ইভানোভিচ, 'যেক্ষেত্রে দ্বঃথের বিষয় আমরা দেখছি যে প্রেয়েবরা সাধারণত তা এড়িয়ে চলে।'

'দায়ি**দের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে** অধিকার; ক্ষমতা, টাকা, সম্মান — এই চায় মেয়েরা' — বললেন পেস্তুসোভ।

'এও সমান কথা যে আমি ধাই-মা হবার অধিকার চাইছি অথচ তার জন্যে আমাকে নয়, টাকা দেওয়া হচ্ছে মেয়েদের' — বললেন বৃদ্ধ প্রিক্স।

তুরোভ্র্ণেসন হেসে উঠলেন হো-হো করে, আর সেগেই ইভানোভিচের আফশোস হল যে এমন একটা কথা তিনি বলেন নি। এমনকি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচও হাসলেন।

'হ্যাঁ, কিন্তু প্রুষেরা মাই দিতে পারে না, তবে মেয়েরা...'

'আরে না, জাহাজে সেই যে ইংরেজটি নিজের ছেলেকে দ্বধ খাইয়েছিল' — নিজের মেয়েদের সামনে কথোপকথনের এই স্বাধীনতাটুকু নিজের জন্য মঞ্জার করে বললেন বৃদ্ধ প্রিন্স।

'এমন ইংরেজ যতগর্নিল আছে, চাকুরে মেয়েও হবে ততগর্নিল' — সেগেহি ইভানোভিচ বললেন শেষ পর্যন্ত।

'কিন্তু যে মেয়ের সংসার নেই, কী সে করবে?' চিবিসোভার কথা মনে করে বললেন শুেপান আর্কাদিচ, তার কথাই তাঁর মনে হচ্ছিল সারাক্ষণ, সেই ভেবেই তিনি সহানুভূতি দেখালেন পেন্তুসোভকে, সমর্থন করলেন তাঁকে।

'যদি সে মেয়ের ঘটনাটা ভালো করে বিচার করা যায়, তাহলে দেখা যাবে সে নিজের সংসার অথবা যেখানে সে নারীর মতো থাকতে পারত বোনের সে সংসারও ত্যাগ করে গেছে' — হঠাৎ পিত্তি জনলে ওঠায় কথোপকথনে যোগ দিলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, কোন মেয়ের কথা স্তেপান আর্কাদিচ বলতে চাইছিলেন, সেটা সম্ভবত অনুমান করেছিলেন তিনি।

'কিস্তু আমরা দাঁড়াচ্ছি নীতি নিয়ে, আদর্শ নিয়ে!' সোচ্চার জলদকপ্ঠেবললেন পেস্তুস্যোভ, 'নারীরা চায় স্বাধীনতার, শিক্ষিত হবার অধিকার। তার অসম্ভাবিতার চেতনায় তারা সংকৃচিত, দমিত।'

'আর আমি সংকুচিত আর দমিত এই জন্যে যে অনাথালয়ে ধাই-মা হিশেবে আমায় নেওয়া হচ্ছে না' — ফের বললেন বৃদ্ধ প্রিন্স আর তাতে ত্রোভ্ৎসিনের এত আনন্দ হল যে তাঁর অ্যাসপারাগাসের মোটা বোঁটাটা ির্নি গাঁজে দিলেন সসের মধ্যেই।

সাধারণ আলোচনাটায় যোগ দিয়েছিল সবাই. শুধু কিটি আর লেভিন ছাড়া। প্রথমে যখন এক জাতির ওপর অন্য জাতির প্রভাবপাতের কথা ওঠে. তথন লেভিনের আপনা থেকেই মনে হয়েছিল বে এ বিষয়ে কিছু বলবার আছে তাঁর, কিন্তু এই নিয়ে যে ভাবনাটা আগে তাঁর কাছে ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ, এখন সেটা ঝলক দিয়েছিল শুধু যেন স্বপ্নে, কোনো আগ্রহই তাতে আর বোধ কর্রাছলেন না তিনি। তাঁর এমনকি অন্তুত লাগল কেন ওরা এমন বিষয় নিয়ে কথা কইবার চেণ্টা করছে যা সবার কাছেই নিষ্প্রয়োজন। তেমনি কিটির কাছেও মনে হয়েছিল নারীর অধিকার আর শিক্ষা নিয়ে তারা যা বলছে সেটা আগ্রহোন্দীপক হবার কথা। কতবার সে এ নিয়ে ভেবেছে, স্মরণ করেছে প্রবাসে তার বান্ধবী ভারেঙ্কা, তার দঃসহ অধীনতার কথা, কতবার সে ভেবেছে যে তারও কি দশা হবে যদি তার বিয়ে না হয় কতবার সে দিদির সঙ্গে তর্ক করেছে এ নিয়ে! কিন্তু এখন এতে তার আগ্রহ নেই মোটেই। এখন ওর কথাবার্তা চলছে লেভিনের সঙ্গে, কথাবার্তা নয়, কী এক রহস্যময় মিলন যা প্রতি মুহুতে তাঁদের নিবিড করে বাঁধছে যে অজানায় তাঁরা পদার্পণ করছেন তার সামনে একটা আনন্দঘন গ্রাসে আবিষ্ট হচ্ছিলেন দ্বজনেই।

গত বছর লেভিন কেমন করে তাকে দেখতে পেয়েছিলেন, কিটির এ প্রশেনর জবাবে লেভিন প্রথমে বললেন যে ঘাস-কাটা থেকে ফেরার সময় বড়ো সড়কে তাকে দেখতে পান।

'তখন খুব ভোর। আপনি সম্ভবত সবে ঘুম থেকে জেগেছিলেন। আপনাব মা তখনো নিজের কোণিটতে ঘুমিরে। চমংকার সকালটা। যেতে যেতে ভাবছিলাম, কারা যাচ্ছে ওই চার ঘোড়ার গাড়িতে? চমংকার চার ঘোড়ার গাড়ি, গলার ঘণ্টি। মুহুতের জন্যে দেখা গেল আপনাকে, জানলার দিকে তাকিয়ে দেখি আপনি এইভাবে বসে আছেন, দুই হাতে টুপির ফিতে ধবে আছেন আর কিছু একটা নিয়ে চিস্তায় ভয়ংকর মম' — হেসে বললেন লেভিন। 'কী ভাবছিলেন তা জানার জন্যে কী ভয়ানক যে ইচ্ছে করছিল আমার! গুরুতর কিছু?'

'চুল আল্পাল্ক হয়ে গিয়েছিল কি?' কিটি ভাবলে: কিস্তু ^{এই} খ্ৰিটনাটিগ্ৰ্লির স্মরণে তাঁর মুখে যে উল্লাসের হাসি ফুটেছিল তা ^{দেখে} কিটি ব্ৰংলে যে ভালোই একটা ছাপ ফেলতে পেরেছিল সে। লাল হয়ে উঠে সে হেসে ফেললে।

'স্বাত্য, মনে নেই।'

'কী স্কুন্দর হাসে তুরোভ্ংসিন' — তাঁর আর্দ্র চোখ আর কম্পমান দেহের দিকে তদ্গত হয়ে তাকিয়ে লেভিন বললেন।

'ওঁকে আপনি চেনেন অনেকদিন থেকে?' কিটি জিগ্যেস করলে। 'কে ওকে না চেনে!' 'দেখতে পাচ্ছি, আপনি ওঁকে খারাপ লোক বলে ভাবেন।' খারাণ নয়, তুচ্ছ।'

'ওটা ঠিক নয়! ওরকম কথা আর ভাববেন না' — কিটি বললে, 'আমারও ভঁর সম্পর্কে খুব নিচু একটা ধারণা ছিল। কিন্তু উনি, উনি আশ্চর্য সহদয় মানুষ। মনটা ওঁর সোনার।'

·ওর মনের খবর আপনি জানলেন কোথা থেকে?'

'ওঁ'। সঙ্গে আমাদের খন্বই বন্ধন্ধ। আমি ওঁকে খন্ব ভালো জানি। গত শীতে, আপনি... আমাদের ওখানে যখন গিয়েছিলেন, তারপরে' — কিটি বললে একটু দোষী-দোষী, সেইসঙ্গে ভরসার হাসি হেসে, 'ডল্লির ছেলেমেয়েরা সবাই ভূগাছিল স্কালে'ট জনুরে। উনি একবার এলেন ডল্লির কাছে, আর থেকে গেলেন, ছেলেমেয়েদের শন্ধন্মায় সাহায্য করতে লাগলেন। ভাবতে পারেন' -— ফিসফিসিয়ে বললে কিটি, 'ওঁর এত মায়া হল যে উনি হাাঁ. তিন সপ্তাহ ছিলেন সেখানে. আয়ার মতো দেখাশোনা করেন

বাচ্চাদের। 'তুরোভ্**রসিনের কথা বলছি কনস্তাত্তিন দ্**মিত্তিচকে' -- দিদির দিকে বংকে কিটি বললে।

'হাঁ, আশ্চর', স্কুলর মান্ষ!' তুরোভ্ৎসিনের দিকে দ্গ্টিপাত করে ডাল্ল বললেন। তিনিও টের পাচ্ছিলেন তাঁকে নিয়ে কথা হচ্ছে, সলজ্জভাবে ডাল্ল হাসলেন তাঁর উদ্দেশে। লেভিন তুরোভ্ৎসিনের দিকে চেয়ে অবাক হলেন কেমন করে তিনি এ মান্যটির সমস্ত মাধ্যা লক্ষ্য করেন নি আগে।

'ঘাট, ঘাট মানছি! আর কথনো লোকেদের সম্পর্কে খারাপ কিছ, ভাবব না!' এখন তাঁর যা অনুভূতি, অকপটেই স্ফুতিতে প্রকাশ করে বললেন সেটা। নার্যার অধিকার নিয়ে যে আলাপটা জমেছিল তাতে মেরেদের সমক্ষে
দাম্পত্য জ্বাবনে অধিকারের অসাম্যের প্রশ্নটা স্কৃস্কি দেওয়ার মতো।
ডিনারের সময় পেস্ত্সোভ বারকয়েক প্রশ্নটা তুলতে চেরেছিলেন, কিন্তু
সের্গেই ইভানোভিচ ও স্তেপান আর্কাদিচ সাবধানে নিরম্ভ করেন তাঁকে।

সবাই যখন টেবিল ছেড়ে উঠলেন আর মহিলারা বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে পেস্ত্রোভ তাঁদের অন্সরণ না করে অসাম্যের প্রধান কারণ কী তা বোঝাতে লাগলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে। তাঁর মতে আইনে এবং জনমতের পক্ষ থেকে স্বীর বিশাসঘাতকতা ও স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতায় শাস্তি বিধানের মধ্যে বৈষম্য থাকে।

স্ত্রেপান আর্কাদিচ তাড়াতাড়ি করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে এসে ধ্মপানের আমন্ত্রণ জানালেন তাঁকে।

'না, আমি ধ্মপান করি না' — শান্তভাবে উত্তর দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এবং এ প্রসঙ্গটায় যে ভয় পান না সেটা যেন ইচ্ছে করেই দেখাবার জন্য তিনি নিম্প্রাণ হেসে ফিরলেন পেন্তুসোভের দিকে।

'আমি মনে করি যে ব্যাপারটাই এমন যে এর্প দ্ণিউভঙ্গির যুক্তি থাকে' — এই বলে উনি ড্রায়ং-রুমে চলে যেতে চাইছিলেন; কিন্তু এই সমর তাঁকে উদ্দেশ করে হঠাৎ কথা কয়ে উঠলেন তুরোভ্রিসন।

'আচ্ছা, আপনি প্রিয়াচ্নিকভের খবরটা শ্নেছেন?' শ্যাম্পেন সেবনে মদির হয়ে বহ্ক্ষণ নিজের কণ্টকর নীরবতাটা ভাঙার অপেক্ষায় থাকার পর তুরোভ্র্মেন বললেন, 'ভাসিয়া প্রিয়াচ্নিকভ — সেদিন শ্নলাম য়ে' — আর্দ্র ও রক্তিম ঠোঁটে তাঁর হদয়বান হাসি নিয়ে বিশেষ করে প্রধান অতিথি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, 'ত্ভের শহরে ক্ভির্মিকর সঙ্গে ভূয়েল লড়ে তিনি তাকে খ্নুন করেছেন।'

সর্বদাই যেমন মনে হয় ইচ্ছে করেই যেন চোট লাগছে ঠিক ব্যথার জায়গাটাতেই, এখন তেমনি স্তেপান আর্কাদিচেরও মনে হচ্ছিল যে প্রতি মৃহ্তে কথাবার্তাটা গিয়ে পড়ছে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের ব্যথার জায়গায়। জামাতাকে ফের সরিয়ে নিয়ে যাবার চেন্টা করলেন তিনি, কিপ্রু আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ নিজেই জিগ্যেস করলেন উৎস্ক হয়ে।

প্রিয়াচ্নিকভ লড়ল কেন?'

'বোরের জন্যে। বাহাদ্বরের মতো কান্ত করেছেন। চ্যালেঞ্জ করে দিলেন থতম করে!'

'অ' — নিরাসক্ত গলায় বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, ভুর্ কপালে তুলে চলে গেলেন ড্রায়ং-রুমে।

'ভারি আনন্দ হচ্ছে যে আপনি এসেছেন' -- ড্রায়ং-র্মে ওঁর সঙ্গে দেখা হতে ভীত হাসি নিয়ে ডাল্ল বললেন তাঁকে, আপনার সঙ্গে কথা আছে। বস্কুন এইখানে।'

উত্তোলিত ভূর্তে যে নিরাসন্তির ভাব ফুর্টেছিল মৃথে, সেটা নিয়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বসলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার পাশে, কৃতিম হাসি হাসলেন।

বললেন, 'সে ভালোই, কেননা আমিও আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে তক্ষ্মিন বিদায় নেব বলে ভাবছিলাম। কাল চলে যেতে হবে আমায়।'

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার দৃঢ়ে বিশ্বাস ছিল যে আন্না নির্দোষ, তিনি টের পাচ্ছিলেন যে বিবর্ণ হয়ে উঠছেন; নির্ব্তাপ, অন্ভূতিহীন এই যে লোকটা অমন শান্তভাবে মনস্থ করেছে যে তাঁর নির্দোষ বান্ধবীর সর্বনাশ করে ছাড়বে, তার প্রতি রাগে তাঁর ঠোঁট কাঁপছে।

একটা মরিয়া প্রতিজ্ঞায় তাঁর চোখে চোখে তাকিয়ে তিনি বললেন, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, আপনাকে আমি আন্নার খবর জিগ্যেস করেছিলাম, জবাব দেন নি আপনি। কেমন আছে সে?'

'স্কু আছে বলেই তো মনে হয় দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা' — তাঁর চোথের দিকে না চেয়ে উত্তর দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, মাপ করবেন আমায়, এ কথা জিগোস করার অধিকার আমার নেই... কিন্তু বোন হিসেবে আমি আন্নাকে ভালোবাসি. গ্রন্ধা করি; আমি অনুরোধ করছি, মিনতি করছি, বলুন আমায়, কী হল আপনাদের মধ্যে? কী অপরাধ পেলেন ওর?'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ মুখ কু'চকিয়ে, চোথ প্রায় ব‡চ্ছে মাথা নোয়ালেন।

'আমি ধরে নিতে পারি কেন আন্না আর্কাদিয়েভনার সঙ্গে আমার প্রেনো সম্পর্ক বদলানোর প্রয়োজন বলে মনে করছি সে কারণ স্বামী ^আপনাকে বলেছেন' — ওঁর চোখের দিকে না চেয়ে ড্রায়ং-র্ম পেরিয়ে চলে ^{যাও}য়া শোরবাংস্কির দিকে অপ্রসম দুন্টিতে তাকিয়ে তিনি বললেন। 'এটা আমি বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করতে পারি না!' নিজের সামনে তাঁর হান্ডিসার হাতখানা মুঠো করে সতেজ ভঙ্গিতে বলে উঠলেন ডাক্ল। ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে হাত দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের আস্তিনে। 'এখানে আমাদের অস্ক্রিধা হচ্ছে, চল্নুন ওখানে যাই।'

ডিপ্লের উত্তেজনা প্রভাবিত করল আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে। উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বাধ্যের মতো ডিপ্লের পেছ্ন পেছ্ন গেলেন পড়ার ঘরে। কলমকাটা ছ্নিরতে আঁচড় পড়া অয়েল-ক্লথ মোড়া একটা টেবিলের সামনে বসলেন, তাঁরা।

'আমি বিশ্বাস করি না এটা!' তাঁকে এড়িয়ে যাওয়া ওঁর দ্ছিটো ধরার চেম্টা করে ডব্লি বললেন।

'সত্য ঘটনাকে বিশ্বাস না করা চলে না, দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা' --উনি বললেন 'সত্য ঘটনা' কথাটায় জোর দিয়ে।

'কিন্তু কী সে করেছে?' শ্বালেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'ঠিক কী করেছে সে?'

'সে তার কর্তব্য চুলোয় পাঠিয়েছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে স্বামীর প্রতি। এই সে করেছে' — উনি বললেন।

'না, না, হতে পারে না! না, আপনি ভুল করেছেন!' ডব্লি বললেন চোথ বুংজে, রগে হাত দিয়ে।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ঠাণ্ডা হাসলেন শুখু তাঁর ঠোঁট দিয়ে. ডিল্লকে আর নিজেকেও দেখাতে চাইলেন তাঁর প্রত্যয়ের দৃঢ়তা; কিন্তু ডিল্লির এই সতেজ সমর্থন তাঁকে দোলাতে না পারলেও তাতে নুনের ছিটে পডল তাঁর ক্ষতে। উনি বেশ উত্তেজিত হয়ে কথা কইতে লাগলেন।

'ভূল করা খুবই কঠিন যখন দ্মী নিজেই সে কথা বলে দ্বামীকে। বলে যে জীবনের আট বছর আর ছেলে — এ সবই ভূল। সে ফের গোড়া থেকে জীবন শুরু করতে চায়' — উনি বললেন রেগে, নাক ফোঁস ফোঁস করে।

'আহ্না আর দৃশ্চরিত্রা — এ দৃটো জিনিস মেলাতে পারছি না আমি. বিশ্বাস করি না ও কথা।'

'দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা' — এবার উনি বললেন সোজাস্ক্রিজ ডিল্লির সদাশর উত্তেজিত মুখের দিকে চেরে, টের পাচ্ছিলেন যে অনিচ্ছা সড়েও মুখ ওঁর আলক্ষা হয়ে আসছে, 'অনিশ্চয়তা এখনো সন্তব হতে পারলে আমি সব দিতাম। বখন মাত্র সন্দেহ ছিল তখন সেটা কন্টকর হলেও এখনকার চেরে তা ছিল লঘ্। যখন মাত্র সন্দেহ ছিল, তখন আশাও ছিল; কিন্তু এখন আর আশা নেই; তাহলেও আমি স্বকিছ্বতে সন্দেহ করি। স্বকিছ্বতে এমন আমার সন্দেহ যে ঘৃণা করি নিজের ছেলেকে, মাঝে মাঝে বিশ্বাস হয় না যে ও আমার ছেলে। বড়ো দ্বর্ভাগা আমি।

এ কথা তাঁর বলার দরকার হত না। দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার মুখের দিকে উনি তাকাতে ডল্লি সেটা ব্রুতে পেরেছিলেন, ওঁর জন্য কন্ট হল তাঁর, তাঁর বান্ধবী নির্দোষ এ বিশ্বাস তাঁর টলে উঠল।

'উ'হ_ন, এ যে ভয়ংকর, ভয়ংকর! কিস্তু এ কি সাত্য যে আপনি বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?'

'শেষ ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত নির্য়েছি। আর কিছ, করার নেই আমার।'

'করার নেই, করার নেই...' — চোখে জল নিয়ে প্নরাব্তি করলেন ডিল্ল। 'না, করার নেই হতে পারে না!' উনি বললেন।

'এই ধরনের বিপদে সবচেয়ে ভয়ংকর হল অন্য বিপদ, লোকসান, মৃত্যুর মতো তা নীরবে সয়ে যাওয়া যায় না, কিছু একটা করতে হয়' — উনি বললেন যেন ডক্লির চিন্তাটা অনুমান করে, 'যে হীনতার অবস্থায় পড়েছি তা থেকে বেরিয়ে আসা দরকার। তিনজনে তো আর ঘর করা যায় না।'

'ব্ৰুবতে পারছি, খ্ব ভালো করে ব্রুবতে পারছি সেটা' — বলে মাথা নিচু করলেন ডব্লি। চুপ করে রইলেন তিনি, ভাবছিলেন নিজের কথা, আপন পারিবারিক দ্বঃখের কথা। হঠাৎ সবেগে মাথা তুলে অন্নরের ভঙ্গিতে হাত জড়ো করলেন, 'কিস্তু দাঁড়ান, আপনি তো খিবুটান। ওর কথাটা ভাব্ন! আপনি যদি ওকে ত্যাগ করেন তাহলে কী হবে ওর?'

'আমি ভেবেছি দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, অনেক ভেবেছি' — বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। মুখ ওঁর ভরে উঠল লাল লাল ছোপে, ঘোলাটে চোখদ্টো তাকিয়ে ছিল সোজা ডল্লির দিকে। এখন ওঁর জন্য কর্টে সাতাই বৃক ভরে উঠল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার। 'ও নিজেই যখন আমার মুখে চুনকালি লাগাবার কথাটা আমায় বলে, তারপর আমি ঠিক ওইটেই করেছিলাম: সব আগের মতো চলতে দিলাম। সংশোধনের স্ব্যোগ দিয়েছিলাম তাকে, চেন্টা করেছিলাম তাকে বাঁচাতে। কিন্তু কী হল? শোভনতা বজায় রেখে চলা — এই অতি সহজ দাবিটাও সে মেনে চললেনা' — উত্তপ্ত হয়ে তিনি বললেন, 'যে লোক ধরংস পেতে চায় না তাকে

বাঁচানো যায়; কিন্তু স্বভাব যদি এতই নণ্ট হয়ে, বিকৃত হয়ে গিয়ে থাকে যে ধ্বংসটাই তার কাছে উদ্ধার বলে মনে হচ্ছে, তাহলে কী করা যাবে?'

'সব করা যায় শত্ধত্ব বিবাহবিচ্ছেদ নয়!' জবাব দিলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'কিন্তু সেই সবটা কী?'

'না, এ যে ভয়ংকর কথা! কারো বউ হবে না সে, মারা পড়বে!'

'কী আমি করতে পারি?' কাঁধ আর ভুর, উ'চিয়ে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। স্থার শেষ অপরাধের স্মৃতিটা তাঁকে এতই উত্ত্যক্ত করিছিল যে কথা শ্র্র সময়ের মতো ফের নির্ত্তাপ হয়ে গেলেন তিনি। 'আপনার সহান্ভৃতির জন্যে আমি আপনার কাছে অত্যন্ত কৃত্ত্র, কিন্তু সময় হয়ে গেছে আমার' — উঠে দাঁড়িয়ে বললেন তিনি।

'না, না, একটু দাঁড়ান! ওকে ধন্বংস করা আপনার উচিত নয়। দাঁড়ান, আমি নিজের সম্পর্কে আপনাকে বলি। বিয়ে করলাম, কিন্তু স্বামী আমায় ছলনা করে; রাগে দৃঃখে আমি সর্বকিছ্ম বিসর্জন দিতে চেয়েছিলাম, নিজেই আমি চেয়েছিলাম তা... কিন্তু চৈতন্যোদয় হল। কে করালে? আমা বাঁচালে আমায়। তারপর এই তো বেশ চলে যাছে। বেড়ে উঠছে ছেলেমেয়েরা, স্বামী পরিবারের কাছে ফিরে আসছে, ব্রুতে পারছে নিজের অন্যায়, হয়ে উঠছে অনেক শৃদ্ধ, ভালো, আমিও বে'চে আছি... আমি ক্ষমা করেছিলাম, আপনাকেও ক্ষমা করতে হবে!'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ শানে গেলেন, কিন্তু ডল্লির কথা আর প্রভাবিত করছিল না তাঁকে। মনের মধ্যে তাঁর ফের ফু'সে উঠল সেদিনের সমস্ত বিদ্বেষ যখন বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেন তিনি। গা ঝাড়া দিয়ে তিনি উচ্চ খনখনে গলায় কথা কইতে লাগলেন:

'ক্ষমা আমি করতে পারি না এবং চাই না, সেটাকে আমি অন্যায় বলে মনে করি। এই নারীটির জন্যে আমি করেছি স্বকিছ্ন, সেটা সে তাব স্বভাবসিদ্ধ কাদায় চটকৈছে। আমি আক্রোশপরায়ণ লোক নই, কখনো ঘ্ণা করি নি কাউকে, কিন্তু ওকে আমি প্রাণপণে ঘ্ণা করি, এমনকি তাকে ক্ষমা করতেও পারি না, কেননা আমার যে অপকার সে করেছে তার জনে তাকে ঘ্ণা করি বড়ো বেশি!' বিশ্বেষে রুদ্ধকণ্ঠ হয়ে বললেন তিনি।

'**ষারা তোমা**র ঘ্ণা করে তাদের ভালোবেসো...' সসংকোচে ফিসফিস করলেন দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ঘ্ণাভরে ম্চিক হাসলেন। কথাটা তাঁর অনেকদিন থেকেই জানা, কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হতে পারে না। 'যারা তোমার ঘ্ণা করে তাদের ভালোবেসো তা ঠিক, কিন্তু তুমি যাদের ঘ্ণা করো তাদের ভালোবাসা যায় না। আপনার মনে যে ব্যথা দিলাম সে জন্যে মাপ করবেন। প্রভাকেরই নিজ নিজ কণ্ট আছে থথেন্ট!' আত্মসংবরণ করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ শান্তভাবে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

110211

সবাই যখন টোবল ছেড়ে উঠলেন, লেভিনের ইচ্ছে হয়েছিল কিটির সঙ্গে যাবেন ড্রায়িং-র্মে; কিন্তু ভয় হল, তার প্রতি বড়ো বেশি স্মুস্পট মনোযোগ প্রদর্শনে কিটি আবার রাগ না করে। প্র্র্মদের দলটার সঙ্গেই তিনি থেকে গেলেন, যোগ দিলেন সাধারণ আলাপটায়, এবং কিটির দিকে না চেয়েও অন্ভব করছিলেন তার গতিভঙ্গি, তার দ্থিট, ড্রায়ং-র্মের যেখানে সেছিল সেই জায়গাটা।

নিজের ওপর এতটুকু জোর না খাটিয়ে তিনি তক্ষ্বনি পালন করতে লাগলেন যে প্রতিশ্রনিত তিনি দিয়েছিলেন কিটিকে — সবার সম্পর্কে সর্বদা তাদের ভালো দিকটার কথা ভাবতে হবে, সর্বদা ভালোবাসতে হবে সবাইকে। আলাপ চলছিল রুশী পল্লীসমাজ নিয়ে। পেস্তুসোভ তার ভেতর কী একটা বিশেষ স্কান দেখতে পাচ্ছিলেন, তার নাম তিনি দিয়েছেন ঐকতানীয় স্কান। লেভিনের অমত ছিল পেস্তুসোভের সঙ্গেও, দাদার সঙ্গেও, যিনি নিজের ধরনে রুশী পল্লীসমাজের গ্রুত্বত্ব মেনেও নিচ্ছিলেন, আবার মানছিলেনও না। তবে লেভিন ওঁদের সঙ্গে কথা কইলেন তাঁদের মধ্যে আপোস করিয়ে দিয়ে মতভেদ নরম করিয়ে আনার চেদ্টা করে। তিনি নিজে কী বললেন তাতে তাঁর বিন্দুমান্ত আগ্রহ ছিল না আর ওঁরা যা বলছেন তাতে তাঁর আগ্রহ ছিল আরো কম, তিনি চাইছিলেন শ্র্ব্ব্ একটা জিনিস — তাঁরও এবং ওঁদেরও যেন ভালো হয়। এখন তিনি জেনেছেন শ্র্ব্ব্ কোন্ জিনিসটা গ্রুত্বপূর্ণ। আর সেই জিনিসটা প্রথমেছিল ওখানে, জ্বায়ং-রুমে, তারপর চলতে চলতে এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। ফিরে না চেয়েও তিনি টের পাচ্ছিলেন তাঁর প্রতি নিবন্ধ দ্বিট আর হাসি,

তাই না চেরে পারলেন না। শ্যেরবাংশ্কির সঙ্গে কিটি দাঁড়িরে ছিল দোরগোড়ার, চাইছিল তাঁর দিকে।

'আমি ভেবেছিলাম আপনি পিয়ানো বাজাতে বাচ্ছেন' — তার কাছে গিয়ে লেভিন বললেন, 'গাঁয়ে এই জিনিসটা আমি পাই না — সঙ্গীত।'

'না, আমরা এসেছি আপনাবে ডেকে নিয়ে যেতে আর এসেছেন বলে ধন্যবাদ জ্বানাতে' — কিটি বললে হাসির উপহারে তাঁকে ভূষিত করে, 'তকের কী যে এত শথ? একজন অন্যজনকে স্বমতে আনতে তো পারবে না কখনো।'

'তা ঠিক' — লেভিন বললেন, 'অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই হয় যে উত্তপ্ত তর্ক'টা চলে কারণ প্রতিপক্ষ কী বলতে চাইছে সেটা কোনোক্রমেই বোঝা হয় না।'

র্আত ব্দিমান ব্যক্তিদের মধ্যে তর্কে লেভিন প্রায়ই লক্ষ্য করেছেন যে প্রচুর প্রয়াস এবং ভূরিভূরি স্ক্র্যু যুবিন্ত ও বাক্যের পর তার্কিকেরা শেষ পর্যন্ত এই চেতনায় পৌছয় যে পরস্পরের কাছে যা তারা প্রমাণ করার চেণ্টা করছে বহ্ক্ষণ ধরে, বহ্ আগেই, তর্ক শ্রুর প্রথম থেকেই তা তাদেব জানা ছিল কিন্তু ভালো-লাগাটা তাদের বিভিন্ন, এবং কী সেই ভালো-লাগাটা তা বলতে চায় না পাছে আপত্তি ওঠে এই ভয়ে। বহ্বার তাঁব এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে তর্কের সময় মাঝে মাঝে ধরা যায় কী ভালোবাসে প্রতিপক্ষ এবং হঠাং নিজেরই ভালো লেগে যায় সেটা, মতে মতে মিল হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গেই। সমস্ত যুক্তি ঝরে পড়ে নিজ্পয়োজন হয়ে; কখনো কখনো অভিজ্ঞতাটা হয়েছে বিপরীত: নিজে যেটা পছন্দ করি, যার জন্য যুক্তি বানাছি, সেটা শেষ পর্যন্ত বলে ফেলি আর ভালোভাবে, অকপটে তা বলা হলে প্রতিপক্ষ হঠাং সায় দিয়ে বসে, তর্ক থামায়। এই কথাটাই তিনি বলতে চেয়েছিলেন।

কপাল কুচকে কিটি বোঝার চেণ্টা করছিল। কিন্তু লেভিন বোঝা: শুরু করা মাত্রই বুঝে ফেলেছিল কিটি।

'ব্ঝতে পারছি: জানতে হবে কী জন্যে তর্ক করছে, কী তার পছক তাহলে...'

লেভিন যে ভাবনাটা ভালো করে প্রকাশ করতে পারেন নি সেট প্রোপ্রির অনুমান করে প্রকাশ করলে কিটি। আনন্দে হাসলেন লেভিন পেস্ত্রোভ আর দাদার সঙ্গে শব্দবহুল গোলমেলে তর্কটা থেকে অি জটিল ভাবনার অতি সংক্ষিপ্ত ও পরিষ্কার, যাতে প্রায় শব্দ নেই বললেট চলে, এমন একটা বিবৃতিতে পৌ'ছে বাওয়ায় অভিভৃত হয়েছিলেন তিনি।

শ্যেরবাং স্কি সরে গৈল ওঁদের কাছ থেকে আর তাস খেলার জন্য যে টেবিল পাতা হয়েছিল কিটি গিয়ে বসল সেখানে, একটা চকখড়ি নিয়ে নতুন সব্জ টেবিল-ঢাকা জাজিমের ওপর একটার পর একটা ব্র আঁকতে লাগল। ডিনারের সময় যে আলাপটা শ্রু হয়েছিল সেটার প্নরারম্ভ করলে তারা, যথা মেয়েদের স্বাধীনতা আর কাজ। যে মেয়ে বিয়ে করে নি সে কোনো পরিবারে নারীস্লভ কাজ জ্বটিয়ে নিতে পারে, দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার এ মতটায় সায় ছিল লেভিনের। জার দিয়ে তিনি বললেন যে সাহায্যকারিণী ছাড়া কোনো সংসারেরই চলে না, ধনী, গরিব সমস্ত সংসারেই আছে, থাকা উচিত মাইনে করা অথবা আত্মীয় কোনো আয়া।

'না' — লাল হয়ে এবং তাতে ক'রে আরো অসংকোচে লেভিনের দিকে তার ন্যায়পরায়ণ চোখ মেলে কিটি বললে, 'মেয়ে এমন অবস্থায় পড়তে পারে যে হীনতা স্বীকার না করে সে কোনো পরিবারে কাজ নিতে পারে না আর নিজে সে…'

লেভিন ব্রুঝলেন তার ইঙ্গিত।

বললেন, 'ও হাাঁ, হাাঁ, হাাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন, ঠিকই বলেছেন!' ডিনার টেবিলে নারী স্বাধীনতা নিয়ে পেস্ত্সোভ যা প্রমাণ করতে চাইছিলেন সেটা সবই লেভিনের বোধগম্য হয়ে গেল শ্ব্ব এই কারণে যে কিটির মধ্যে দেখতে পেলেন কুমারীত্ব ও হীনতাস্বীকারের ভয়, আর তাকে ভালোবাসায় নিজেই সে ভয় আর হীনতাটা অন্ভব করে তৎক্ষণাৎ বাতিল করে দিলেন নিজের যাক্তি।

নীরবতা নামল। খড়ি দিয়ে কিটি কেবলই দাগ দিয়ে যাচ্ছিল টেবিলে। চোথ তার জ্বলজ্বল করছিল একটা শাস্ত দীপ্তিতে। তাব মেজাজে নিজেকে স'পে দিয়ে লেভিন তাঁর সমগ্র সন্তায় অনুভব করছিলেন স্বথের একটা ক্রমবর্ধমান চাপ।

'যাঃ, গোটা টেবিলটার আঁকিব;কি কেটে ফেলেছি!' এই বলে খড়ি রেখে সে যেন উঠবার উপক্রম করলে।

'ওকে ছাড়া আমি একা থাকব কী করে?' সভয়ে মনে হল লেভিনের। খড়িটা নিয়ে টেবিলের কাছে বসে বললেন, 'একটু দাঁড়ান, অনেকদিন থেকে আপনাকে একটা কথা জিগোস করব ভাবছিলাম।' সোঞ্জাসন্থি তিনি চাইলেন কিটির সঙ্গ্রেহ, তব্ হস্ত চোখের দিকে। 'বেশ তো, জিগ্যেস কর্ন।'

'এইটে' — বলে তিনি লিখলেন শব্দের আদ্যক্ষরগুলো: আ. য. ব. য. হ. পা. না. সে. কি. ব. ম. না. ত. জ ? অক্ষরগুলোর অর্থ: 'আপনি ষখন বলেছিলেন যে হতে পারে না, সেটা কি বরাবরের মতো, নাকি তখনকার জন্যে?' জটিল এই বাকাটা কিটি বুখতে পারবে এমন কোনো নিশ্চয়তা ছিল না; তার দিকে লেভিন তাকিয়ে রইলেন এমন ভাব করে যেন কথাগুলো সে বুখবে কিনা, তার ওপর নির্ভব করছে তাঁর জীবন।

গম্ভীরভাবে কিটি চাইল তাঁর দিকে, তারপর হাতের ওপর কুঞ্চিত কপাল ভর দিয়ে পড়তে লাগল অক্ষরগন্নো। মাঝে মাঝে সে লেভিনের দিকে তাকিয়ে যেন শুরাচ্ছিল: 'আমি যা ভাবছি সেটা ঠিক?'

मान হয়ে উঠে সে বললে, 'ব_ৰঝতে পেরেছি।'

যে কথাটায় বলা হয়েছে 'বরাবরের মতো' সে অক্ষরটা দেখিয়ে লেভিন জিগ্যোস করলেন, 'এটা কী শব্দ?'

'বরাবরের মতো' — কিটি বললে, 'কিন্তু ওটা ঠিক নয়!'

ভাড়াতাড়ি অক্ষরগনুলো মনুছে লেভিন উঠে দাঁড়িয়ে খড়িটা দিলেন কিটিকৈ। সে লিখলে: ত. আ. অ. জ. দি. পা. না।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে কথাবার্তা থেকে ডল্লি যে কণ্ট পেয়েছিলেন তার ভার একেবারে নেমে গেল যথন দেখলেন এই যুগল ম্তিকে: থড়ি হাতে, ভীর্-ভীর্ স্থের হাসি নিয়ে কিটি চোথ তুলে আছে লেভিনের দিকে, আর তাঁর স্কুমার দেহ ন্য়ে আছে টেবিলের ওপর, দীপ্ত চোথ কথনো নিবদ্ধ টেবিলে, কথনো কিটির দিকে। হঠাৎ জ্বলজ্বল করে উঠলেন তিনি: ব্রুতে পেরেছেন। অক্ষরগ্রলার অর্থ: 'তখন আমি অন্য জ্বাব দিতে পারতাম না'।

কিটির দিকে তিনি চাইলেন সপ্রশ্ন ভীর্ দ্ভিটতে। 'শাধা তথন?'

'হাাঁ' — জবাব দিলে কিটির হাসি।

'আর এ... মানে এখন?' জিগোস করলেন লেভিন।

'বেশ, পড়ে দেখন। যা চেয়েছি, খ্বই যা চেয়েছি. সেটা বলব!' কিটি লিখলে: যা. ঘ. তা. যে. আ. ভূ. যা. ক্ষ. ক। অক্ষরগন্লোর অর্থ: 'যা ঘটেছিল তা যেন আপনি ভূলে যান, ক্ষমা করেন'।

উত্তেজিত হাতে লেভিন খড়ি নিয়ে সেটাকে ভেঙে কাঁপা কাঁপা আঙ্কলে লিখলেন এই বাক্যটার আদ্যক্ষর: 'ভূলে যাবার, ক্ষমা করার কিছু, নেই আমার, আপনাকে ভালোবাসতে কখনো ক্ষান্ত হই নি আমি'।

তাঁর দিকে নিবন্ধ হাসি নিয়ে কিটি চাইলে। ফিসফিসিয়ে বললে, 'ব্যব্যতে পেরেছি।'

লেভিন বসে লিখলেন লম্বা একটা ৰাক্য। কিটি ব্ৰুখলে এবং 'তাই না?' জিগ্যেস না করেই তক্ষ্মনি জবাব লিখলে তার।

কী সে লিখেছে তা বহুক্ষণ ব্বে উঠতে পারেন নি লেভিন, ঘন ঘন চাইছিলেন তার চোথের দিকে। স্বে আঁধার হয়ে আসছিল তাঁর চিন্তা। কিটি যা বোঝাতে চেয়েছে সে শব্দগন্লো তিনি কিছ্বতেই ধরতে পারছিলেন না: কিন্তু তাঁর যা জানা দরকার ছিল তা সবই ব্বলেন কিটির স্বথাক্জবল মধ্র চোখ থেকে। তাঁর তিনটে অক্ষর লেখা শেষ না হতেই কিটি তা পড়ে ফেলে বাক্যটা শেষ করে উত্তর দিলে: 'হাাঁ'।

'কী, ধাঁধা-ধাঁধা খেলা হচ্ছে?' কাছে এসে জিগ্যেস করলেন বৃদ্ধ প্রিন্স. 'তবে সময়মতো থিয়েটারে যেতে হলে এখন রওনা দিতে হয়।'

লেভিন উঠে দাঁড়িয়ে কিটিকে পো'ছে দিলেন দরজা পর্যন্ত।

সবই বলা হয়ে গিয়েছিল তাঁদের কথাগ্লোয়; বলা হয়েছিল যে কিটি ভালোবাসে লেভিনকে, বাপ-মাকে সে কথা সে জানাবে; পর্যাদন সকালে লেভিন আসবে তাঁদের বাড়িতে।

11861

কিটি চলে যাওয়ার পর তাকে ছাড়া একা লেভিনের এতই অন্থিরতা, আবার যখন তাঁদের দেখা এবং চিরকালের জন্য মিলন হবে, আগামী কালের সেই সকালটার জন্য এতই অসহিষ্কৃতা বোধ হচ্ছিল যে কিটিকে ছাড়া এই যে চোন্দটা ঘণ্টা তাঁকে কটোতে হবে তাতে আতংক হচ্ছিল তাঁর, যেন সাক্ষাং যম এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। একা যাতে না থাকতে হয়, সময়কে যাতে ছলনা করা যায় তার জন্য তাঁর প্রয়োজন ছিল কারো সঙ্গে থাকা, কথা কওয়া। তাঁর কাছে সবচেয়ে মনোহর সহালাপী ছিলেন শুপান আর্কাদিচ, কিন্তু তিনি চলে গেলেন, ওঁর কথায়, কোনো একটা সাক্ষাবাসরে,

কিন্তু আসলে ব্যালেতে। লেভিন শ্বধ্ব এইটুকু বলবার ফুরসং পেলেন যে তিনি স্থানী, তাঁকে তিনি ভালোবাসেন এবং কখনো, কখনো ভূলবেন না তাঁর জন্য যা তিনি করেছেন। দ্রেপান আর্কাদিচের দ্দিউ ও হাসি থেকে লেভিন টের পেলেন যে বন্ধু তাঁর এ অনুভূতিটাকে বেশ ব্রুতে পারছেন।

'কী মরার সময় হয় নি তাহলে?' লেভিনের মর্মস্পর্ণী করমদনি করে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'মোটেই না!' লেভিন বললেন।

দারিয়া আলেক্সাম্প্রভনাও তাঁকে বিদায় দিতে গিয়ে অভিনন্দনের স্বরে বললেন:

'কিটির সঙ্গে আপনার আবার দেখা হওয়ায় ভারি আনন্দ হল আমার, অনেকদিশকার ভাব, তার কদর করা উচিত।'

কিন্তু দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার এ কথাগ্নলো লেভিনের ভালো লাগল না। এটা যে তাঁর অনায়স্ত কত উধের্নর ব্যাপার সেটা ব্রুতে পারেন না তিনি, ও কথা উল্লেখের স্পর্ধা করা উচিত হয় নি তাঁর।

ওঁদের কাছ থেকে বিদার নিলেন লেভিন, কিস্তু একা যাতে না থাকতে হয়, তার জন্য দাদার সঙ্গ ধরলেন।

'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'আমি — বৈঠকে।'

'আমিও যাব তোমার সঙ্গে। আপত্তি নেই?'

'আপত্তি কিসের? চল যাই' — হেসে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ, 'আজ তোর হয়েছে কী বল তো?'

'আমার? সৌভাগ্যের উদয় হয়েছে আমার!' যে গাড়িতে তাঁরা যাচ্ছিলেন তার জানলার কপাট নামিয়ে দিয়ে লেভিন বললেন, 'তোমার অস্ক্রিধা হবে না তো? নইলে বড়ো গ্রুমোট। আমার সৌভাগ্যোদয় হয়েছে! তুমি কখনো বিয়ে করলে না কেন বলো তো?'

সেগেই ইভানোভিচ হাসলেন।

'ভারি খ্নিশ হলাম, মেরেটি মনে হর চমং...' শ্রুর করতে যাচ্ছিলেন সেগেটি ইভানোভিচ।

'ও কথা নর, ও কথা নর, ও কথা নর!' দৃই হাতে তাঁর ফার কোটের কলার চেপে ধরে ওঁর মূখ বন্ধ করে চে'চিয়ে উঠলেন লেভিন। 'চমংকার মেয়ে' কথাটা বড়োই মাম্লি, তুচ্ছ। তাঁর হৃদয়াবেশের অনুপ্যোগাঁী। ফুর্তিতে হাসলেন সেগেই ইভানোভিচ, যা তাঁর ক্ষেত্রে ঘটে কদাচিং।
'তাহলেও এটুকু তো বলতে পারি যে আমি এতে খুবই খুনি।'

'সেটা হতে পারে কাল, কালকে; এখন আর কিছ্ নয়! কিছ্ নয়, কিছ্ নয়, কৃছ নয়, চুপ!' ফার কলার দিয়ে আরেকবার তাঁর মূথ বন্ধ করে লেভিন বললেন, 'তোমায় আমি ভারি ভালোবাসি! কী, তোমাদের বৈঠকে যেতে পারি?'

'वलारे वार्ला, निम्हर भारिता।'

'আজ তোমাদের আলোচনা হবে কী নিয়ে?' হাসি না থামিয়ে জিগ্যেস করলেন লেভিন।

এলেন তাঁরা অধিবেশনে। তোতলাতে তোতলাতে কর্মসচিব আলোচাস্চি পড়ে শোনালেন, যেটা স্পন্টতই তাঁর নিজের কাছেই বোধগমা ছিল না কিন্তু সচিবের মূখ দেখেই লেভিন বুঝতে পারলেন কী মিণ্টি, সহদয়, চমংকার মানুষ তিনি। আলোচ্যসূচি পড়তে গিয়ে যেভাবে তিনি থতামতো খাচ্ছিলেন, গর্নালয়ে ফেলছিলেন তা থেকেই সেটা বোঝা যাচ্ছিল। তারপর শ্রু হল বক্ততা। কী একটা টাকা বরান্দ আর কী-সব পাইপ বসানো নিয়ে তর্ক হচ্ছিল। দ্ব'জন সদস্যকে বিষ-কামড় দিয়ে বিজয়ের ভাব নিয়ে সেগেহি ইভানোভিচ কী যেন বললেন অনেকখন ধরে: অন্য একজন সদস্য কাগজে কী-সব টুকে নিয়ে প্রথমে শ্রুর করলেন সসংকোচে কিন্তু পরে মোক্ষম জবাব দিলেন বেশ পিত্তি জবলিয়ে। তারপর দিভয়াজ্দিকও (তিনিও ছিলেন সেখানে) কী-কী বললেন ভারি সন্দের করে, উদার স্বরে। লেভিন এ সব শনে পরিষ্কার দেখতে পেলেন যে এই সব টাকা বরান্দ আর পাইপ কিছ্বই নয়, সদস্যেরা মোটেই রাগারাগি করছেন না স্বাই তাঁরা ভারি ভाলো. চমংকার লোক. তাঁদের মধ্যে সবই চলছে বেশ ভালোভাবেই। কেউ কাউকে বাধা দিচ্ছেন না, সবাই স্বপ্রসন্ন। লেভিনের পক্ষে বিশেষ আকর্ষক হয়েছিল এই যে তিনি আজ সবার ভেতরটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলেন আগে যা তাঁর লক্ষ্যে পড়ে নি এমন সব ছোটো ছোটো লক্ষণ থেকে তিনি প্রত্যেকের অন্তরটা জানতে পার্রছিলেন এবং পরিষ্কার দেখলেন যে তাঁবা সবাই সহদয় লোক। বিশেষ করে তাঁকে, লেভিনকে, ওঁরা আজ সবাই খুব ভালোবাসছেন। यেভাবে তাঁরা কথা কইছিলেন তাঁর সঙ্গে, কী সাদরে, সৌজন্যসহকারে তাঁর দিকে চাইছিলেন এমনকি অপরিচিতরাও, তা থেকে সেটা বোঝা যাচ্চিল।

'কী ধ্রিশ হয়েছিস?' জিগ্যেস করলেন সেগেই ইভানোভিচ। 'খ্বই। আমি কখনো ভাবি নি যে এত ভালো লাগবে! চমৎকার, স্বন্দর!'

শিশুরাজ্শিক লেভিনের কাছে এসে তাঁকে চা-পানে ডাকলেন।
শিশুরাজ্শিকর ওপর লেভিন অসন্তুদ্ট হয়েছিলেন কেন, কী তাঁর মধ্যে
তিনি চেয়েছিলেন, সেটা ব্রুতে বা শ্রুরণ করতে লেভিন পারলেন না
কিছুতেই। এ যে ভারি ব্রিদ্ধান, আশ্চর্য সদাশর মানুষ।

'সানন্দে' — বলে তিনি জিগ্যেস করলেন তাঁর স্থাী ও শ্যালিকার খবর। আর তাঁর কাছে দিভয়াজ্ফিকর শ্যালিকার কথাটা বিবাহের সঙ্গে মিলে থাকায় একটা বিচিত্র ভাবান্যঙ্গে তাঁর মনে হল যে নিজের স্থের কথাটা শ্নবার পক্ষে দিভয়াজ্ফিকর স্থা ও শ্যালিকার মতো লোক আর হয় না। ওঁদের কাছে যেতে পারায় খ্রই খ্রিশ হলেন তিনি।

গাঁয়ে তাঁর বিষয়-আশয়ের খবর জিগ্যেস করলেন স্ভিয়াজ স্কি. ইউরোপে যা পাওয়া যায় নি তেমন কোনো উপায় পাবার সম্ভাবনায় বরাবরের মতোই কোনো আমল না দিয়ে, কিন্তু তাতেও এখন লেভিনের এতটক খারাপ লাগল না। বরং তাঁর মনে হল চিভয়াজ চিকই সঠিক, তাঁর সমস্ত ব্যাপারটাই তচ্ছ নিজের সঠিকতার প্রতিপাদন যে আশ্চর্য নম্বতা ও কোমলতায় স্ভিয়াজ স্কি এডিয়ে যাচ্ছেন সেটা দেখতে পেলেন তিনি। স্ভিয়াজ্স্কির বাড়ির মেয়ের। ভারি মিণ্টি বাবহার করলেন তাঁর সঙ্গে। লেভিনের মনে হল তাঁরা তাঁর সব কথা জানেন ও টের পাচ্ছেন কিন্তু বলছেন না শুধু ভদুতাবশে। ওঁদের ওখানে তিনি রইলেন ঘণ্টা দুই-তিন, কথা হল নানান বিষয় নিয়ে, কিন্তু একটা জিনিসেই তাঁর মন ছিল ভরা, থেয়ালই করেন নি যে উনি ওঁদেব ভয়ানক অতিষ্ঠ করে তুলছেন, বহুক্ষণ ঘুমোবার সময় হয়ে গেছে ওঁদের। হাই তুলতে তুলতে এবং বন্ধুর বিচিত্র মেজাজে অবাক হয়ে তাঁকে এগিয়ে দিলেন প্রবেশ-কক্ষ পর্যস্ত। তখন একটা বেজে গেছে। হোটেলে ফিরে অর্বাশন্ট আরো দশ ঘণ্টা তাঁকে একা কাটাতে হবে ভেবে ভয় হল লেভিনের। বাতি জনালিয়ে দিয়ে অনিদ্রিত চাপরাশি চলে যেতে চাইছিল. কিন্তু লেভিন তাকে থামালেন। এটি, এই ইয়েগরটি, লেভিন যাকে থেয়াল^ই करतन नि আগে, দেখা গেল খুবই বুদ্ধিমান, ভালো এবং বড়ো কথা, সহদয় লোক।

'কী হে ইয়েগর, সারা রাত জেগে থাকা কঠিন, তাই না?'

'কী করা যাবে! ওই আমাদের চাকরি। ভদ্রলোকদের বাড়ি চাকরিতে ঝামেলা নেই, তবে এখানে পয়সা আছে।'

জানা গেল ইয়েগরের ঘর-সংসার আছে, তিনটি ছেলে তার, একটি মেরে, সেলাই করে, জিন বিক্রিয় দোকানে যে ছেলেটি কাজ করে তার সঙ্গে মেরেটির বিয়ে দিতে চায় সে।

এই উপলক্ষে লেভিন তাকে জানিয়ে দিলেন কী তিনি ভাবেন, বললেন যে বিয়ের ব্যাপারে প্রধান কথা হল ভালোবাসা, সেটা থাকলে সর্বদাই স্থী হওয়া ষায়, কেননা সূত্র থাকে কেবল নিজের মধোই।

ইয়েগর মন দিয়ে শ্নলে তাঁর কথা, বাহ্যত মনে হল লেভিনের কথাটা সে প্রোপ্রি ব্রুতে পেরেছে, কিন্তু তার সমর্থনে সে লেভিনের কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত যে কথাটা বললে সেটা হল এই যে যথন সে থেকেছে ভালো মনিবদের সঙ্গে, মনিবদেব ব্যাপারে সর্বদা সন্তুণ্ট থেকেছে সে, এখনো সে প্রোপ্রির সন্তুণ্ট তার মনিবকে নিয়ে যদিও সে ফরাসি।

'আশ্চয' ভালোমান্ব' - - মনে হল লেভিনের।

'কিন্তু তুমি যথন বিয়ে করেছিলে ইয়েগর, ভালোবাসতে বৌকে?'

'ভाলো না বাসলে চলে!' -- জবাব দিলে ইয়েগর।

লেভিন দেখতে পেলেন যে ইয়েগবও একইরকম উচ্ছ্বসিত **অবস্থায়** আছে, বলতে চাইছে তার প্রাণের সর্বাক**ছ**্বকথা।

'আমার জীবনটাও আশ্চর্য বটে। ছেলেবেলা থেকে আমি ..' চোথ জনলজনল করে শ্রের করলে ইয়েগর, স্পণ্টতই লেভিনের উচ্ছনাসে সংক্রামিত হয়েছিল সে-ও, যেভাবে একজন হাই তুললে অন্যজনেরও হাই পায়।

কিন্তু এইসময় ঘণিট বাজল; ইয়েগব চলে গেল, লেভিন রইলেন একা। ডিনার তিনি প্রায় কিছ্ই খান নি, দিভয়াজ্দিকদেব ওখানে চা আর নৈশাহারও বাদ দিয়েছিলেন, কিন্তু খাবাব কথা ভাবতে পারছিলেন না তিনি। আগের রাতে ঘ্ম হয় নি তাঁর, কিন্তু ঘ্মের কথাও ভাবতে পারছিলেন না। ঘরখানা ঠাণ্ডা, কিন্তু তাঁর গ্মোট লাগছিল। জানলার ওপবকার ছোটো কপাট-দ্টোই খ্লে দিয়ে তিনি বসলেন তার সামনা-সামনি। তুষারাব্ত চালগ্লোর মধ্যে দেখা যাচ্ছিল শেকল ঝোলানো নক্শী কুশ আর তার ওপরে উদীয়মান চিকোণ মরিগা নক্ষরশণ্ডলী আর জানজন্বলে-হল্মদ কাপেলা তাবাটা। কখনো কুশা, কখনো তারাটাকে দেখাছিলেন তিনি, তাজা, হিমেল হাওয়া টানছিলেন বৃক্ব ভরে, যা ঘরে

তুর্কছিল তালে তালে এবং স্বপ্নের মতো কম্পনায় ভেসে উঠতে লাগল স্মৃতি আর মৃতি। রাত তিনটের পর পদশব্দ শোনা গেল করিডরে, উনি তাকিরে দেখলেন দরজা দিরে। তাঁর পরিচিত জ্রাড়ি মিয়াস্কিন ফরছে ক্লাব থেকে। ফরিছিল সে মনমরার মতো, কাশতে কাশতে। 'বেচারি, হতভাগ্য!' লেভিন ভাবলেন, লোকটির জন্য ভালোবাসা আর অনুকম্পায় চোখে জল এসে গেল তাঁর। ভেবেছিলেন ওর সঙ্গে কথা বলবেন, সান্ত্রনা দেবেন; কিন্তু মনে পড়ে গেল যে তিনি শৃথ্যু শার্ট পরে আছেন, তাই সে চিন্তা ছেড়ে ফের গিরে বসলেন জানলার কাছে শীতল বাতাসে অবগাহনের জন্য আর তাঁর কাছে ভারি তাৎপর্যময় ওই ক্রুশটার অন্তুত আকার আর উদীয়মান জনজন্ত্রে-হল্ম তারাটাকে দেখতে। ছটার পর শোনা গেল মেঝে-পালিশকরা লোকেদের শব্দ, কী একটা আরাধনার জন্য গিজার ঘণ্টা, শীত-শীত করতে লাগল লেভিনের। ওপর-জানলা বন্ধ করে, হাত-মুখ ধ্রের পোশাক পরে তিনি বেরিয়ে এলেন বাইরে।

11 36 11

রাস্তা তখনো ফাঁকা, লেভিন গেলেন শােরবাং স্কিদের বাড়িতে। সদর দরজা বন্ধ, সবাই ঘ্নালছে। ফিরে এলেন তিনি হােটেলে, ঘরে গিয়ে কফি চাইলেন। ইয়েগর নয়, দিনের বেলাকার চাপরাশি তা নিয়ে এল। তার সঙ্গে কথা কইবার ইচ্ছে হয়েছিল লেভিনের, কিন্তু ঘশ্টি বেজে উঠল, চলে গেল সে। লেভিন চেন্টা করলেন কফিটা খেতে, একটুকরাে বান রুটি মাুখে দিলেন. কিন্তু সেটা নিয়ে কী করা যাবে, মাুখ কিছ্বতেই তা ব্ঝতে পারছিল না। রুটিটা উগরে ফেলে ওভারকােট পরে ফের বেরুলেন লেভিন। শােরবাং স্কিদের বাড়ির গাড়িবারান্দায় দিতীয়বার যখন তিনি পেশছলেন. তখন নটা বেজে গেছে। বাড়ির লােকে সবে ঘ্না থেকে উঠছে, বাব্রিচ গেল দােকানে। দরকার ছিল আরাে দ্বামটা কাটানাের।

সেদিনের সারা রাত আর সকালটা লেভিনের কেটেছে একেবারে অচেতন অবস্থায়, নিজেকে অনুভব করছিলেন পার্থিব জীবন থেকে একেবাবে বিচ্ছিন্ন। সারা দিন কিছু তিনি খান নি, খুমোন নি দু'রাত, হালকা জামায় করেক থণ্টা খুরেছেন হিমের মধ্যে, অথচ নিজেকে এত তাজা ও সৃত্যু আর কখনো বোধ করেন নি তাই নয়, দেহ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে হচ্ছিল তাঁর; চলছিলেন তিনি পেশার প্রয়াস বিনাই, মনে হচ্ছিল তিনি স্বাকছ্ম করতে পারেন। তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন যে প্রয়েজন হলে তিনি আকাশে উড়তে পারবেন, ঠেলে সরিয়ে দেবেন বাড়ির ভিত। বাকি সময়টা তিনি কাটালেন রাস্তায়, ফলে ফলে ঘড়ি দেখছিলেন আর চাইছিলেন আশেপাশে।

এই সময় তিনি যা দেখেছিলেন তা পরে দেখেন নি আর কখনো। বিশেষ করে স্কুলে যাচ্ছে যে ছেলেরা, ঘুঘুরঙা যে পায়রাগুলো চাল থেকে নেমে এল ফুটপাথে, ময়দা ছিটানো যে বান রুটি অদুশ্য একটা হাত রেখে দিল জানলায়. তা অভিভূত করল তাঁকে। এই রুটি, পায়রা, ছেলেদ্রটিকে মনে হল অপাথিব বস্তু। সবই ঘটল একই সময়ে: ছেলে ছুটে গেল পায়রার দিকে আর হেসে চেয়ে দেখল লেভিনকে; বাতাসে কম্পমান তুষারধ্লের মধ্যে রোদে ঝকমক করে ডানা ঝাপটিয়ে উডে গেল পায়রা, আর জানলা थ्या एक एक प्राप्त विकास के प्राप्त के प्राप সর্বাকছ্ম একসঙ্গে এত স্কুন্দর লাগল যে আনন্দে লেভিন হেসে উঠলেন, কে'দে ফেললেন। গাজেত্নি গালি আর কিসলোভ্কায় একটা বড়ো চক্কর দিয়ে তিনি আবার ফিরলেন হোটেলে, ঘডি সামনে রেখে অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন বাজবে বারোটা। পাশের কামরায় কথা হচ্ছিল যন্ত্রপাতি আর ঠকবাজি নিয়ে, সকালবেলার কাশি শোনা যাচ্ছিল। তারা ব্রুতেই পারছে না যে ঘডির কাঁটা সরে আসছে বারোটার ঘরে। সরেও এল। লেভিন বেরিয়ে এলেন গাড়িবারান্দায়। বোঝাই যায় যে গাড়োয়ানরা সবই যেন জানত। সহর্ষ আনন্দে তারা লেভিনকে ঘিরে বচসা করতে **লাগল নিজেদের** মধ্যে, সবাই তারই গাড়িতে যাবার অনুরোধ করলে লেভিনকে। কারো মনে আঘাত না দেবার চেষ্টা করে তাদের গাড়িতেও যাবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে লেভিন একটা গাড়ি নিয়ে বললেন শ্যেরবাণস্কিদের ওখানে যেতে। গাড়োয়ানটি চমংকার, কাফতানের তল থেকে বেরিয়ে আসা কামিজের শাদা কলারে ঘেরা রক্তোম্জনল, তেজী গর্দান। স্লেজটা তার উচ্চ, আয়েসী, এমন ন্দোজে পরে আর কখনো লৈভিন ওঠেন নি, ঘোডাও সুন্দর, চেষ্টা কর্রাছল স্লেজ টানার, কিন্তু নড়ছিল না জায়গা থেকে। গাড়োয়ান শ্যেরবাংস্কিদের বাড়ি চিনত, আরোহীর প্রতি বিশেষ সম্মান জানিয়ে হাত ঘের করে, 'প্ররু' বলে গাড়ি থামালে গাড়িবারান্দার কাছে। শ্যেরবাংস্কিদের

চাপরাশি নিশ্চয় সব জানত। সেটা বোঝা গেল তার চোখের হাসি আর কথা থেকে:

'অনেকদিন আসা হয় নি, কনন্তান্তিন দ্মিলিচ!'

সবই সে জানত শুধু তাই নয়, স্পণ্টতই বেশ উল্লাসিত বোধ করছিল সে, চেণ্টা করছিল নিজের আনন্দ লাকিয়ে রাখার। তার বৃদ্ধ সহদয় চোখের দিকে চেয়ে লেভিন নিজের স্থে আরো নতুন কিছু একটার স্বাদ পেলেন।

'সবাই উঠেছেন?'

'আক্তে, যান ভেতরে। আর এটা এখানেই রেখে যান' — লেভিন যখন তাঁর টুপি সঙ্গে নেবার জন্য ফিরতে আসছিলেন, সে বললে। এটারও অর্থ আছে কিছন্।

'কাকে খবর দেব?' জিগ্যেস করলে চাকর।

চাকরটি ছোকরা আর নতুন চাকরদের মতো কিছ্ব বাব্রগোছের হলেও বেশ সঞ্জন, ভালোমান্য, সেও সব ব্রুতে পার্যছল।

লেভিন বললেন, 'প্রিণ্স-মহিষী ... প্রিণ্স ... প্রিণ্স কন্যাকে...'

প্রথম যে ব্যক্তিটিকে তিনি দেখলেন, তিনি মাদমোয়াজেল লিনোঁ। মৃথ আর কোঁকড়া চুল জনলজনিলেয়ে তিনি আসছিলেন হল পেরিয়ে। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে না বলতেই হঠাৎ দরজার বাইরে শোনা গেল পোশাকের খসখস শব্দ, মাদমোয়াজেল লিনোঁও পলকে অদৃশ্য হলেন লেভিনের দৃণ্টিপথ থেকে, স্থের সামিধ্যের একটা সানন্দ আতংক অভিভূত করল তাঁকে। মাদমোয়াজেল লিনোঁ তাঁকে ছেড়ে রেখে তাড়াতাড়ি করে গেলেন অন্য দরজার। আর তিনি যেতেই দ্রুত লঘ্ পদক্ষেপ শোনা গেল মেজের পার্কেটে এবং তাঁর যা স্থা, তাঁর জীবন, তিনি নিজে, নিজের চেয়েও যা বেশি. এতদিন যার অপেক্ষা করেছেন তিনি, খ্রেছেন, দ্রুত তা কাছিয়ে এল তাঁর দিকে, এল না, অদৃশ্য কোন এক শক্তি ভাসিয়ে আনল তাকে।

তিনি দেখলেন শ্ধ্ তার চোখ — স্বচ্ছ, ন্যায়পর, তাঁর নিজের ব্ক যে আনন্দঘন ভালোবাসায় ভরা, সেই ভালোবাসায় সে চোখ ব্রস্ত, জনলজনল করে সে চোখ ক্রমেই কাছিয়ে আসতে লাগল, ভালোবাসার দীপ্তিতে চোখ ধাঁধিয়ে দিলে লেভিনের। কিটি ধামলে একেবারে লেভিনের কাছে, তাঁর গা ছায়ে। হাত তার উঠে গিয়ে নামল লেভিনের কাঁধে।

या मध्य मयरे कवन रम — इत्रे धन र्लाज्यत कार्ष्ट, ज्या ज्या

সানন্দে আত্মসমর্পণ করলে। লেভিন আলিঙ্গন করলেন তাকে, যে মুখ চুম্বন ভিক্ষা করছিল, লেভিন তার ঠোঁট চেপে ধরলেন সে মুখে।

কিটিও সারা রাত ঘ্রেমায় নি, সেদিন সারা সকাল অপেক্ষা করেছে তাঁর জন্য। মা আর বাবা সম্মত ও তার স্ব্রেথ স্থা হয়েছিলেন বিনা ঘদ্যে। লেভিনের অপেক্ষা করছিল সে, চেয়েছিল নিজের ও তাঁর স্ব্রের কথা সে তাঁকে জানাবে সর্বপ্রথম। একা তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য সে তৈরি হয়েছিল, সে কথাটা ভেবে তার আনন্দ হচ্ছিল, আবার সংকোচ হচ্ছিল, লম্জা পাচ্ছিল, নিজেই জানত না কী সে করছে। লেভিনের পদশব্দ আর কণ্ঠস্বর তার কানে গিয়েছিল, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করছিল কখন মাদমোয়াজেল লিনো চলে যাবেন। চলে গেলেন তিনি। কোনো কিছ্ব না ভেবে, কী-কেন নিজেকে জিজ্ঞাসামাত্র না করে কিটি চলে গিয়েছিল তাঁর কাছে এবং যা করেছে সেটা করে ফেললে।

'চলন্ন, মায়ের কাছে যাই' — ওঁর হাত টেনে নিয়ে কিটি বললে। বহ্নুক্ষণ লেভিন কিছ্ব বলতে পারলেন না, সেটা এই জন্য ততটা নয় যে কথায় তাঁর হদয়াবেগের উচ্ছার নণ্ট হয়ে যাবে বলে ভয় হচ্ছিল তাঁর, যতটা এই কারণে যে প্রতিবার কিছ্ব একটা বলতে গেলেই তিনি অন্ভব করছিলেন যে কথার বদলে স্থের অপ্রক্রল ছাপিয়ে উঠবে তাঁর চোখে। কিটির হাত টেনে নিয়ে চুম্ব খেলেন তিনি।

'সত্যিই কি এটা সত্যি?' অবশেষে র্দ্ধকণ্ঠে বললেন তিনি, 'আমি বিশ্বাস করতে পার্রাছ না যে তুমি ভালোবাসো আমায়!'

এই 'তুমি' কথাটা শ্নে আর বে ভীর্তায় তিনি তাকালেন তার দিকে, তাতে হাসল কিটি।

'হ্যাঁ! ধীরে ধীরে, কথাটাকে অর্থে ভরে তুলে সে বললে, 'ভারি স্থী আমি!'

লোভনের হাত না ছেড়ে কিটি ঢুকল ড্রারং-র,মে। তাঁদের দেখে প্রিন্স-মহিষীর নিশ্বাস পড়তে লাগল ঘন ঘন, তক্ষ্মনি কে'দে ফেললেন তিনি, আবার তক্ষ্মনি হাসলেন আর লোভিনের পক্ষে আশাতীত সতেজ পদক্ষেপে এলেন তাঁদের কাছে; লোভনের মাথা জড়িয়ে ধরে তাঁকে চুম্ম খেয়ে চোথের জলে ভিজিয়ে দিলেন তাঁর গাল।

'তাহলে সব চুকল! আনন্দ হচ্ছে আমার। ওকে তুমি ভালোবাসো। আনন্দ হচ্ছে আমার... ও কিটি!' 'তাহলে সব ঠিক করে নিলে চটপট' — ব্**দ্ধ প্রিন্স বললেন উদাসীন** থাকার চেষ্টা করে, কিন্তু লেভিনের সঙ্গে যখন কথা কইলেন লেভিনের নজরে পড়ল চোখ গুর ভেজা।

'অনেক দিন থেকেই আমি এইটেই চাইছিলাম' — লেভিনের হাত ধরে নিজের দিকে টেনে এনে বললেন, 'এমনকি তখনই যখন এই ছেবলাটির মাথায় ঢুকেছিল...'

'বাবা!' চে'চিয়ে উঠে কিটি তাঁর মূখ বন্ধ করে দিলে হাত দিয়ে।

'নে হয়েছে, হয়েছে, বলব না' — বললেন উনি, 'আমি খ্বই, খ্বই আন... আহ্ কী হাঁদা আমি...'

কুটিকৈ আলিঙ্গন করে তিনি তার মুখ, হাত এবং ফের মুখ চুম্বন করে কুশ-চিহ্ন আঁকলেন তার ওপর।

আর এই যে বৃদ্ধ প্রিন্স আগে তাঁর কাছে ছিল বাইরের লোক, তাঁর প্রতি নতুন একটা প্রতি জেগে উঠল লেভিনের মনে যখন তিনি দেখলেন কিভাবে তাঁর মাংসল হাতে অনেকখন ধরে সম্নেহে চুমু খাছে কিটি।

n sen

প্রিণ্স-মহিষী আরাম-কেদারায় বসে চুপ করে হাসছিলেন; প্রিণ্স বসলেন তাঁর পাশে। কিটি বাপের হাত না ছেড়ে দাঁড়িয়ে রইল তাঁর কেদারার কাছে। চুপ করে রইলেন সবাই।

প্রিশ্স-মহিষীই প্রথম সর্বাকছ্ম কথায় ব্যক্ত করলেন, সমস্ত ভাবনা ও অন্ভবগ্মলিকে টেনে আনলেন বাস্তব প্রশ্নে। প্রথম মুহ্তুর্তে সেটা সকলের কাছেই সমান অম্ভুত, এমনকি বেদনাদায়ক মনে হল।

'তাহলে কবে? আশীর্বাদ চাই, লোকেদের জানাতে হবে। কবে হবে বিয়ে? কী তুমি ভাবছ আলেক্সান্দর?'

'ওই' — লেভিনকে দেখিয়ে বললেন বৃদ্ধ প্রিন্স, 'ওই এ ব্যাপারে মুখ্য ব্যক্তি।'

'কবে?' লেভিন বললেন লাল হয়ে, 'কালই। আমার মত যদি চান, তাহলে আমার মনে হয় আজু আশীর্বাদ কাল বিয়ে।'

'রাখো তো যত বাব্দে কথা, mon cher!'

'তাহলে এক সপ্তাহ বাদে।'

'একেবারে পাগলা।'

'কেন বলনে তো?'

'বাছা আমার!' ওঁর এই ব্যস্ততার সানন্দে হেসে বললেন মা, 'আর যৌতুক?'

'যৌতুক-টৌতুকও চাই নাকি?' সভরে ভাবলেন লেভিন, 'তবে যৌতুক আর আশীর্বাদ-টাশীর্বাদ — এ সব কি সূখ মাটি করে দিতে পারে? কোনোকিছ্বতেই এটা মাটি হবার নয়! উনি তাকালেন কিটির দিকে, লক্ষ্য করলেন যে যৌতুকের কথায় মোটেই, মোটেই অপমানিত বোধ করছে না সে। ভাবলেন, 'তাহলে এটার দরকার আছে।'

'আমার তো কিছ্ব জানা নেই। শ্বধ্ব নিজের ইচ্ছের কথাটা বললাম' — লেভিন বললেন কাঁচুমাচু হয়ে।

'তাহলে ঠিক করা যাক। এখন আশীর্বাদ আর লোককে খবর দেওয়া যেতে পারে। এই ঠিক।'

প্রিম্স-মহিষী স্বামীর কাছে গিয়ে তাঁকে চুম্ খেয়ে চলে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু প্রিম্স তাঁকে ধরে রাখলেন, আলিঙ্গন করলেন তাঁকে, নবীন প্রণয়ীর মতো কোমল হেসে চুম্ খেলেন করেকবার। বৃদ্ধেরা স্পন্টতই মৃহ্তের জন্য আত্মহারা হয়ে ঠিক ব্রুতে পারছিলেন না তাঁরাই ফের প্রেমে পড়েছেন নাকি তাঁদের মেয়ে। প্রিম্স আর প্রিম্স-মহিষী চলে গেলে লেভিন কিটির কাছে গিয়ে তার হাত ধরলেন। এখন তিনি নিজের ওপর কর্তৃত্ব ফিরে পেয়েছেন, কথা বলতে পারেন আর বলার কথা তাঁর অনেক। কিন্তু যা বলার কথা মোটেই সেটা বললেন না তিনি।

'ওহ্, আমি জানতামই যে এই হবে! তবে আশা করি নি কিছ্; কিন্তু মনে মনে সর্বদা নিশ্চিত ছিলাম' - বললেন তিনি, 'আমার বিশ্বাস এটা আমার নির্বন্ধ।'

'আর আমি?' কিটি বললে, 'এমনকি তখনো. ' থেমে গিয়ে সে ফের তার ন্যায়পরায়ণ চোখে তাঁর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে যেতে লাগল, 'এমনকি তখনও, যখন নিজের স্থাকে আমি ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিলাম। সর্বদা আমি শ্ব্যু আপনাকেই ভালোবেসেছি, তবে মোহে পড়েছিলাম। সেটা আপনাকে বলতেই হবে.. আপনি কি তা ভূলে যেতে পারবেন?'

'বোধ হয় সেটা ভালোই। আমার অনেককিছ্ম ক্ষমা করতে হবে আপনাকে। আমার বলা উচিত...' কিটিকৈ লেভিন যা যা বলতে চেরেছিলেন এটা তার একটা। উনি ঠিক করেছিলেন যে কিটিকৈ বলবেন দ্বটো বিষয় — উনি তার মতো প্তপবিশ্ব নন, আর দ্বিতীয়ত, উনি নাস্তিক। বলাটা কন্টকর কিন্তু উনি মনে করেছিলেন, দ্বটো কথাই বলা উচিত।

'না, এখন নয়, পরে হবে!' বললেন তিনি।

'বেশ, পরেই হবে, কিন্তু অবিশ্যি-অবিশ্যি আমার বলবেন। কিছুতেই ভয় নেই আমার। সবকিছু জানা আমার দরকার। এখন তো সব ঠিক হয়ে গেছে।'

কিটির কথাটা লেভিন সম্পূর্ণ করলেন:

'ঠিক হয়ে গেছে যে আমি যাই হই, যাই ছিলাম না কেন, আপনি আমার্কে নেবেন, ত্যাগ করবেন না : তাই কি :'

'তাই, তাই।'

তাঁদের কথোপকথনে বাধা দিলেন মাদমোয়াজেল লিনোঁ। অকপট না হলেও কোমল হাসি হেসে তিনি অভিনন্দন জানালেন আদরের শিক্ষার্থিনীকে। তিনি যেতে না যেতেই অভিনন্দন জানাতে এল চাকরবাকরেরা, তারপর এলেন আত্মীয়স্বজনেরা, শ্রুর হল স্বর্গস্থের এমন একটা ডামাডোল যা থেকে লেভিন মর্নুন্ত পেয়েছিলেন কেবল বিয়ের পরের দিন। লেভিনের সর্বদা অস্বস্থি আর বিরক্তিকর ঠেকছিল কিন্তু স্থুখ তাঁর ক্ষমাগত উঠতে লাগল পঞ্চমে। কেবলি তিনি টের পাচ্ছিলেন যে তিনি যা জানেন না এমন অনেক কিছ্ই তাঁর কাছ থেকে আশা করছে লোকে, এবং তাঁকে যা বলা হল সেগনুলো করে তিনি আনন্দই পেলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে তাঁর বিয়েটা অন্য বিয়ের মতো হবে না, বিয়ের সাধারণ ব্যাপার-স্যাপরগ্লো তাঁর অসাধারণ স্থুকে পণ্ড করবে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল তিনি তাই করছেন যা করে অন্য লোকেরা আর এ থেকে স্থুখ তাঁব বেড়েই চলল, হয়ে উঠল তা মোটেই অন্য লোকের মতো নয়, নিজেব অসাধারণ একটা স্থুখ।

'এখন আমরা মিন্টি খাব' -- বললেন মাদমোয়াজেল লিনোঁ আব লেভিনও ছ্বটলেন মিন্টি কিনতে।

'ভারি আনন্দ হচ্ছে' — বললেন স্ভিরাজ্সিক, 'আমি তোমার বলব ফুলের তোড়া কেনো ফোমিনের দোকান থেকে।'

'কেন, দরকার বৃঝি?' ছুটলেন তিনি ফোমিনের দোকানে।

দাদা বললেন, টাকা ধার করা দরকার, কেননা অনেক খরচা আছে, উপহার আছে...

'উপহারও চাই?' ছ্বটলেন তিনি ফুলদে'র কাছে।

আর মিণ্টিওয়ালা, ফোমিন, ফুলদে — সর্বন্তই তিনি দেখলেন যে স্বাই তাঁর প্রত্যাশার ছিল, স্বাই তাঁর স্ব্যুথ আনন্দিত, উল্লাসিত, যেমন আর স্বাই যাদের সঙ্গে এ দিনগ্বলােয় তাঁর কাজকর্ম ছিল। আশ্চর্য এই যে স্বাই তাঁকে ভালােবাসছে শ্ব্যু নয়, আগে যারা তাঁর প্রতি ছিল নির্ব্তাপ, অদরদী, উদাসীন, তারা স্বাই আনন্দ করছে তাঁর সঙ্গে, মেনে নিচ্ছে তাঁর মত, সৌজন্য সহকারে সম্মান করছে তাঁর ভাবাবেগা, সায় দিচ্ছে তাঁর এই অভিমতে যে দ্বনিয়ায় তিনি স্বচেয়ে স্বুখী লােক, কারণ তাঁর বধ্ প্র্তির্বার প্রাকাতা। কিটিরও মনাভাব ছিল সেইরকম। কাউণ্টেস নড্স্টন যখন এই ইঙ্গিত করার সাদিছা করেন যে আরাে ভালাে কিছ্ব তিনি চাইতে পারতেন, কিটি তথন এত ক্ষেপে ওঠে আর এমন নিশ্চিত য্বান্তি দিয়ে দেখায় যে দ্বনিয়ায় লেভিনের চেয়ে ভালাে আর কেউ হতে পারে না, যে কাউণ্টেস নড্স্টনকে সেটা স্বাকার করতে হয়, এবং কিটি উপস্থিত থাকলে সপ্রশংস হািস না হেসে তিনি অভার্থনা করতেন না লেভিনকে।

শ্বদ্ খোলাখনলি স্বীকৃতির যে প্রতিপ্রন্তি তিনি দিয়েছিলেন, সেটাই ছিল এ সময়টার সবচেয়ে দ্বঃসহ ব্যাপার! বৃদ্ধ প্রিসের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর অনুমতি পেয়ে লেভিন কিটিকে দেন তাঁর দিনলিপি যাতে লেখা ছিল কী তাঁর ফল্রণা। এটা তিনি লিখেছিলেন ভবিষ্যাৎ বধ্র কথা মনে রেখে। দ্বটো জিনিস ফল্রণা দিয়েছিল তাঁকে -- তাঁর অপাপবিদ্ধতার লঙ্ঘন আর ধর্মে অবিশ্বাস। অবিশ্বাসের স্বীকৃতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। কিটি নিজে ধর্মবিশ্বাসী, ধর্মের মূল সত্যগ্রলােয় কখনা সন্দেহ হয় নি তার, কিন্তু লেভিনের বাহ্যিক অবিশ্বাসে একটুও বিচলিত বােধ করে নি সে। ভালােবাসা দিয়ে লেভিনের সমস্ত অস্তরটা সে জানে আর সে অস্তরে সে দেখছে যা সে চাইছিল, আর এ অস্তরকে যদি বলা হয় অধর্মীয় তাতে কিছন্ এসে যায় না। অন্য স্বীকৃতিটা কিন্তু হাহাকারে কাঁদিয়েছে তাকে।

অভ্যন্তরীপ একটা সংগ্রাম বিনাই লেভিন তাকে তাঁর দিনলিপি দিয়েছিলেন এমন নয়। তিনি জানতেন যে তাঁর আর কিটির মধ্যে কোনো গোপনতা থাকতে পারে না, থাকা উচিত নয়, তাই ঠিক করেছিলেন এইটেই সঠিক কাজ; কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে সেটা তিনি ভেবে দেখেন

নি, তার স্থানে তিনি বসান নি নিজেকে। শুধ্ সেদিন সন্ধ্যার বখন তিনি থিয়েটারে যাবার আগে ওঁদের ওখানে যান, কিটির ঘরে ঢোকেন আর তাকে তিনি যে অপ্রেণীর কণ্ট দিরেছেন তাতে করে অশুপ্রাবিত, দ্বঃখার্ত', কর্ণ আর মধ্র ম্খখানা দেখেন, তখন তিনি বোঝেন কী অতল ব্যবধান তাঁর কলেকজনক অতীত আর কিটির কপোতস্কাভ শ্রিচতার মধ্যে, যা করেছেন তার জন্য ভয় হল তাঁর।

'নিয়ে যান, নিয়ে যান এই ভয়ংকর খাতাগ্রুলো!' সামনে টেবিলের ওপর পড়ে থাকা খাতাগ্রুলো ঠেলে সরিয়ে দিয়ে কিটি বললে, 'কেন ওগ্রুলো দিয়েছেন আমায়!.. না, এ বরং ভালো' — লেভিনের কর্ণ মুখ দেখে সে যােগ করলে, 'তাহলেও এটা সাংঘাতিক, সাংঘাতিক!'

মাথা নিচু করে নীরবে দাঁড়িরে রইলেন তিনি। কিছুই বলতে পারলেন না।

পরে ফিসফিস করলেন, 'আপনি ক্ষমা করবেন না আমায়।' 'না, ক্ষমা আমি করেছি, কিন্তু এটা সাংঘাতিক!'

তবে লেভিনের সুখ এত বিপুল ষে এই স্বীকৃতিতে তা ধ্লিসাং তো হলই না, বরং নতুন একটা অর্থে তা প্লেকিত করল তাঁকে। কিটি ক্ষমা করেছে তাঁকে; কিন্তু সেই থেকে তিনি কিটির কাছে নিজেকে আরো বেশি অযোগ্য বলে গণ্য করতে লাগলেন, তার নৈতিক উচ্চতার কাছে আরো বেশি মাথা নত করলেন, আরো বেশি মূল্য দিলেন নিজের অন্যায্য সুথে।

11 5 4 II

ডিনারের সময়ে এবং পরে যে কথাবার্তাগনুলো হয়েছিল, অজ্ঞাতসাবে সেগনুলো মনে মনে নাড়াচাড়া করতে করতে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ফিরলেন তাঁর একলা কামরাটার। ক্ষমা করা নিয়ে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা যা বলেছিলেন, শাধ্ব সেটাই তাঁকে পীড়া দিছিল। নিজের ক্ষেত্রে খিনুফীয় নীতি প্রয়োগ করা বা না করা বড়ো বেশি কঠিন একটা প্রশন যা নিয়ে লখন্চিত্তে কিছু বলা অনন্চিত, আর বহু আগেই আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এ প্রশন্টার নেতিবাচক উত্তর দিয়ে রেখেছেন। যতকিছে শোনা গিয়েছিল তার ভেতর তাঁর মনে গেখে গিয়েছিল নির্বোধ, সহদ্য তুরোভ্ংসিনের কথাটা: বাহাদ্রেরের মতো কাজ করেছেন, ডুয়েলে ডেকে দিলেন খতম করে। সবাই স্পষ্টতই এই মতই পোষণ করে যদিও সৌজন্যবদত সেটা মুখ খুলে বলে নি।

'তবে ব্যাপারটা স্থির হয়ে গেছে, ও নিয়ে ভাবার কিছ্ নেই' — নিজেকে বোঝালেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। এবং শ্ব্র্ নিজের আসম যাত্রা আর নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কথা ভাবতে ভাবতে তিনি চুকলেন নিজের কামরায় আর হোটেলের যে চাপরাশি তাঁকে এগিয়ে দিচ্ছিল, তাকে শ্বালেন তাঁর চাকরটা কোথায়; সে বললে যে চাকর এইমাত্র বেরিয়ে গেছে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁকে চা দিতে বলে বসলেন এবং গাইডবই নিয়ে দেখতে লাগলেন তাঁর প্রতিন-পথ।

চাকর ফিরে এসে ঘরে ঢুকে বললে, 'দ্বটো টেলিগ্রাম আছে। মাপ করবেন হ্বজ্বর। আমি এই মাত্র বেরিয়েছিলাম।'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ টেলিগ্রাম নিয়ে তার সীল ভাঙলেন। প্রথম টেলিগ্রামটায় এই খবর দেওয়া হয়েছে যে কারেনিন যে পদটার প্রার্থী ছিলেন সেটা পেয়েছেন স্প্রেমভ। টেলিগ্রাম ছৢৄৢর্ছে ফেলে লাল হয়ে তিনি পায়চারি করতে লাগলেন। 'Quos vult perdere dementat' — এ পদনির্বাচনে যায়া সহযোগিতা করেছে quos কথাটায় তাদের মনে করে বললেন তিনি। এ পদটা যে তিনি পেলেন না, তাঁকে যে স্পন্টতই এডিয়েয় যাওয়া হল, এতে তিনি তেমন ক্ষুদ্ধ হন নি; কিন্তু তাঁর কাছে দৄর্বোধ্য বিক্ষয়কর ঠেকল কী করে ওদের চোখে পড়ল না যে বাচাল, বৄলবাগীশ স্থেমভ অন্য সবার চেয়ে এ পদের অযোগ্য। কী করে ওদের চোখে পড়ল না যে এই নির্বাচনে ওরা সর্বনাশ করছে নিজেদের, ক্ষুদ্ধ করছে নিজেদের মর্যাদা।

'এই ধরনেরই আরো একটা কিছ্ হবে' — দ্বিতীয় টেলিগ্রামটা খ্লতে থলতে পিত্তি জনলিয়ে তিনি বললেন মনে মনে। টেলিগ্রামটা স্থার কাছ থেকে। নীল পেনসিলে লেখা 'আল্লা' স্বাক্ষরটা প্রথম চোখে পড়ল তাঁর। 'মর্বাছ, আসবার জন্যে মির্নাত করছি, ক্ষমা পেয়ে মরে যাব নিশ্চিস্তে' — পড়লেন তিনি। ঘ্লাভরে তিনি হাসলেন, ছ্বড়ে ফেলে দিলেন টেলিগ্রাম। এটা যে একটা ছলনা, ধ্ততা, এ বিষয়ে প্রথম মৃহ্তে তাঁর কোনো সন্দেহই ছিল না।

^{*} छत्रवान वारमत मात्ररू ठान छारमत वृष्टिक्षक्षरण करतन (माछिन)।

'কোনো ছলনাতেই সে ছিধা করবে না। তার প্রসব হবার কথা। হরত এটা তার প্রসবকালীন পীড়া। কিন্তু কী উন্দেশ্যে? সন্তানকে বৈধ করার জন্যে, আমাকে হতমান করে বিবাহবিচ্ছেদে বাধা দেবার জন্যে?' ভাবলেন তিনি, 'কিন্তু লিখেছে যে: মরছি...' টেলিগ্রামটা ফের পড়লেন তিনি; আর তাতে বা লেখা ছিল তার সাক্ষাং অর্থটা হঠাং অভিভূত করল তাঁকে। 'বদি এটা সতাি হয়?' মনে মনে ভাবলেন তিনি, 'বদি বন্দ্রণার মৃহত্তে, মৃত্যুর সামিধ্যে তার সতিয়ই অন্তাপ হয়ে থাকে, আর আমি বদি এটাকে ছলনা ভেবে যেতে আপত্তি করি? এটা শৃধ্য নিষ্ট্রতা হবে, সবাই ধিকার দেবে আমায়, তাই নয়, আমার পক্ষ থেকে এটা হবে মৃথামি।'

'পিওত্র, একটা গাড়ি ডাক, আমি পিটার্সবৃর্গ যাচ্ছি' — চাকরকে বললেন তিনি।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ন্থির করলেন পিটার্সবি, গ গিয়ে স্থাকৈ দেখবেন। যদি তার পীড়াটা ছলনা হয়, তাহলে তিনি কিছুই না বলে চলে যাবেন। আর যদি সতিটে সে হয় অস্ত্রু, মরণাপন্ন, মৃত্যুর আগে দেখতে চাইছে তাঁকে, তাহলে ও জীবিত থাকলে তাকে তিনি ক্ষমা করবেন আর বড়ো বেশি দেরি হয়ে গেলে শেষকৃত্য করে যাবেন।

কী তাঁকে করতে হবে, সারা রাস্তায় সে কথাটা আর ভাবলেন না তিনি। রেল কামরায় কাটানো রাতটার ফলে একটা অপরিছিল্লতার বােধ আর ক্রান্তি নিয়ে পিটার্সবির্গের প্রভাতী কুয়াশায় তিনি ফাঁকা নেভদ্কি সড়ক দিয়ে চললেন সােজা সামনের দিকে তাকিয়ে, কী তাঁর কপালে আছে সে কথা মােটেই ভাবছিলেন না। সে কথা ভাবতে তিনি পারছিলেন না কারণ কী হবে সেটা কলপনা করতে গেলেই যত মৃশকিলে তিনি পড়েছেন, আয়ার মৃত্যুতে তৎক্ষণাং তার আসান হয়ে যাবে এই ধারণাটা তাড়ানো যাাছিল না। র্টিওয়ালা ছােঁড়া, দরজা-বদ্ধ দােকান, রাতের ছ্যাকরা গাড়ির গাড়োয়ান. ফুটপাথ সাফ করার ঝাড়্বার ভেসে যেতে লাগলে তাঁর চােথের সমৃখ দিয়ে। আর এ সবই তিনি নিরীক্ষণ করতে লাগলেন কী তাঁর কপালে আছে আর যা চাইবার সাহস তাঁর নেই অথচ চাইছেন, সে ভাবনাটা চাপা দেবার চেন্টা করে। গোলেন গাড়ি-বারান্দার দিকে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল একটা ছ্যাকরা গাড়ির কোচােয়ান আর তাতে ঘ্রস্ত সহিস। অলিন্দে যেতে যেতে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ মন্তিন্দের কোন এক স্বদ্র প্রাস্ত থেকে যেন টেনে আনলেন নিজের সিদ্ধান্ত এবং সেটা গ্রেছিয়ে নিলেন। তার অর্থ

দাঁড়াল: 'বদি ছলনা হয়, তাহলে ঘৃণাভরে ছিরতা বজার রেখে চলে বাওরা। বদি সতিয় হয় তাহলে সোজন্য পালন।'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ঘণ্টি দেবার আগেই দরজা খ্ললে চাপরাশি। টাই ছাড়া প্রনো একটা ফ্রক-কোট আর ঘরোয়া জ্বতো পরা চাপরাশি পেরভ বা কাপিতোনিচকে দেখাচ্ছিল অস্তত।

'গিনির খবর কী?'

'কাল ভালোয় ভালোয় প্রসব হয়েছে।'

বিবর্ণ হরে থমকে দাঁড়ালেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। এখন তিনি পরিষ্কার ব্রুতে পারলেন কী ভ্রানক আল্লার মৃত্যুকামনা করছিলেন তিনি।

'আর স্বাস্থ্য?'

সকাল বেলাকার এপ্রণ পরা কর্নেই নেমে এল সি'ড়ি দিয়ে।

বললে, 'খ্ব খারাপ। কাল ডাক্তারদের পরামশ'-বৈঠক হয়েছে। এখন ডাক্তার এখানেই।'

'জিনিসগ্লো তোল' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন এবং এখনো তাহলে মৃত্যুর আশা আছে এই সংবাদে খানিকটা হালকা হয়ে তিনি চুকলেন প্রবেশ-কক্ষে।

র্য়াকে একটা ফোজী ওভারকোট ঝুলতে দেখে তিনি শ্বধালেন:

'কে আছে ওখানে?'

'ডাক্তার, ধাই আর কাউণ্ট দ্রন্ স্কি।'

অস্তঃপর্রে ঢুকলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। ড্রায়িং-র্মে কেউ ছিল না: তাঁর পদশব্দ শর্নে বেগর্নি ফিতে লাগানো টুপি পরা ধাই বেরিয়ে এল আল্লাব স্টাড়ি থেকে।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে এসে সে মৃত্যুর সন্নিকটতা হৈতৃ অস্তরঙ্গতায় তাঁর হাত ধরে নিয়ে গেল শোবার ঘরে।

বললে, 'ধাক ভগবান, আপনি এসে গেছেন! কেবলই আপনার কথা, শহুধু আপনার কথা।'

'বরফ দিন শিগগির!' শোবার ঘর থেকে শোনা গেল ডাক্তারের হ**্কু**মদার গলা।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ গেলেন আল্লার স্টাডিতে। সেখানে নিচু একটা টুলে পাশকে ভাবে বসে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদছিলেন ল্রন্স্কি। ভাক্তারের গলা শ্নে লাফিরে উঠলেন তিনি, মুখ থেকে হাত সরাতেই দেখতে পেলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে। স্বামীকে দেখে তিনি এত বিব্তত হয়ে গেলেন যে বলে পড়লেন আবার, ঘাড়ের মধ্যে মাখা এমনভাবে গা্টিয়ে আনলেন যেন কোথাও হোক অন্তর্ধান করতে চান; তবে নিজের ওপর জাের খাটিয়ে বললেন:

'ও মারা যাচ্ছে। ডাস্তাররা বলেছে কোনো আশা নেই। এটা অবশ্য আপনার ইচ্ছাধীন, কিন্তু এখানে থাকতে দিন আমায়... তবে এটা আপনার বা ইচ্ছে, আমি...'

দ্রন্দিকর চোখে জল দেখে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বিচলিত বোধ করলেন যেমনটা তাঁর হত অন্য লোকের কন্ট দেখলে, মুখ ফিরিয়ে দ্রন্দিকর কথা সবটা না শ্নে চলে গেলেন দরজার দিকে। শোবার ঘর থেকে শোনা যাচ্ছিল আমার গলা, কী যেন বলছেন। গলার স্বর ওঁর সজীব, প্রফুল্ল, স্নিদিশ্ট জোর পড়ছে এক-একটা শন্দে। শোবার ঘরে ঢুকে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ গেলেন পালঙ্কের কাছে। আমা শ্রেছিলেন ওঁর দিকে মুখ করে। গাল রক্তিম, ঝকঝকে চোখ, ছোটো ছোটো শাদা হাত রাউজের আল্ভিন থেকে বেরিয়ে এসে খেলা করছে কন্বলের কিনারা নিয়ে। তাঁকে শ্রুব্ সুক্ষ ও সবল দেখাচ্ছিল তাই নয়, মেজাজও চমংকার। কথা কইছিলেন দ্রুত, ঝাকুত, অসাধারণ সঠিক আর সাবেগ টানে।

কেননা আলেক্সেই, আমি বলছি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কথা (কী বিচিত্র, ভয়ংকর নির্বন্ধ যে দুই জনেই আলেক্সেই, তাই না?) আলেক্সেই আমায় ত্যাগ করল না। আমিও ভুলে যেতাম, সেও ক্ষমা করত... কিন্তু কেন আসছে না সে? ভারি সে ভালো লোক, নিজেই জ্বানে না কত ভালো। আহ্, হে ভগবান, কী যে বিছছিরি লাগছে! তাড়াতাড়ি একটু জল খেতে দিন আমায়! আহ্, এতে যে আমার মেয়েটির ক্ষতি হবে! বেশ, ঠিক আছে, ওকে দিন ধাই-মার কাছে! সেই বরং ভালো। ও আসবে, খ্রিকে দেখলে কন্ট হবে ওর। ওকে দিয়ে দিন ধাই-মার কাছে।'

'আন্না আর্কাদিরেভনা, উনি এসেছেন। এই-যে উনি!' ধাই বললে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। 'আহ্, কী ছাইভক্ম!' আন্না বলে চললেন স্বামীকে লক্ষ্য না করে। 'দাও ওকে, খ্রিককে দাও আমার! এখনো ও এল না। ক্ষমা করবে না তোমরা বলছ কারণ ওকে চেনো না তোমরা। কেউ চিনত না, চিনতাম শন্ধন একা আমি, তাও কী কন্টই না হয়েছে। দেখা উচিত ওর চোখ দন্'খানা, সেরিওজারও অর্মান চোখ, তাই সে দিকে তাকাতে পারি না। সেরিওজাকে খেতে দেওয়া হয়েছে? আমি যে জানি, সবাই ওকে ভূলে থাকবে। ও হলে ভূলত না। সেরিওজাকে নিয়ে আসা দরকার কোণের ঘরটায়, মারিয়েটকে বলা হোক ওর সঙ্গে শন্তে।'

হঠাৎ উনি কুকড়ে এলেন, চুপ করে গেলেন, যেন কোনো একটা আঘাতের ভরে আত্মরক্ষার হাত তুললেন মুখের কাছে। স্বামীকে দেখতে পেরেছেন। 'না, না' — আল্লা বলে চললেন, 'ওকে আমি ভর পাই না, ভর পাই মরণকে। আলেক্সেই, এসো এখানে। বড়ো তাড়া আমার, কেননা সমর নেই, বে'চে থাকব মাত্র কিছ্কুল, এক্ষ্মনি জ্বর উঠবে, তখন কিছ্ই আর ব্রুত পারব না। এখন পার্রছি, সব ব্রুতে পার্রছি, দেখতে পাছিছ সবই।'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কুঞ্চিত মুখে ফুটে উঠল যন্ত্রণ। আমার হাত ধরলেন তিনি, কী একটা বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কিছুতেই পারলেন না: নিচের ঠোঁট তাঁর কাঁপছিল, কিন্তু তখনও তিনি লড়ছিলেন নিজের ব্যাকুলতার সঙ্গে, আগ্রার দিকে তাকাচ্ছিলেন শুখু মাঝে-মধ্যে। আর যতবার তাকাচ্ছিলেন, নজরে পড়ছিল আগ্রার চোখ যা তাঁর প্রতি নিবদ্ধ ছিল এমন একটা মিনতি আর উচ্ছ্রসিত কোমলতা নিয়ে যা আগে তিনি দেখেন নিকখনো।

'দাঁড়াও তুমি জানো না... দাঁড়াও, দাঁড়াও...' — থেমে গেলেন আন্না, বেন নিজের ভাবনাটা গর্ছিয়ে নিতে চান, 'হাাঁ' — শর্র্ব করলেন তিনি, 'হাাঁ, হাাঁ, তোমায় যা বলতে চাইছিলাম। আমার ব্যাপারে অবাক হ'য়ো না। আমি সেই একই আছি... আমার মধ্যে আছে আরেকজন, আমি ভয় করি তাকে, সে ভালোবাসে ঐ লোকটাকে, চেয়েছিলাম তোমায় ঘ্ণা করতে, কিন্তু আগে আমি ষা ছিলাম সে সন্তাটাকে ভূলতে পারি নি। ও মেয়েটা আমি নই। এখন আমি আসল, গোটাটাই। আমি এবার মর্বছি, জানি ষে মর্বছি, জিগোস করো ওকে। এখনই আমি টের পাচ্ছি এই তো হাতে, পায়ে, আঙ্বলে মন খানেক করে ভার। আঙ্বলগ্লো দেখো-না, কী বিরাট। তবে এ সব শির্গাগরই চুকে যাবে... শর্ধ্ব একটা জিনিস আমার দরকার: আমায় ক্ষমা করো তুমি, ক্ষমা করে দাও প্রেমেন্থি! আমি যাচ্ছেতাই. কিন্তু আমার ধাই-মা যা বলত: সন্যাসিনী কৃচ্ছ্যসাধিকা — কী যেন তার নাম? সে তো আমার চেয়েও খারাপ। রোমে চলে যাব আমি, মর্ভূমি আছে

সেখানে, তখন কারো ব্যাঘাত ঘটাব না, শুখু সেরিওজাকে সঙ্গে নেব, আর খুনিটিকৈ... না, তুমি ক্ষমা করতে পারো না! আমি জানি, এটা বে ক্ষমা করা চলে না! না, না, চলে বাও, বড়ো বেশি ভালো তুমি!' উত্তপ্ত এক হাতে তিনি ধরে রইলেন তার হাত, অন্য হাতে ঠেলতে লাগলেন তাঁকে।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের প্রাণের বেদনা ক্রমেই বেড়ে উঠে এমন পর্যায়ে পেণছল যে সেটা দমন করার চেন্টা তিনি ছেড়ে দিলেন; হঠাৎ তিনি অন্ভব করলেন যে প্রাণের বেদনা বলে যেটাকে ভাবছিলেন সেটা উল্টেবরং প্রাণের একটা পরমানন্দের অবস্থা, যা হঠাৎ তাঁকে দিছে নতুন একটা স্থ, যা আগে তিনি পান নি কখনো। তিনি ভাবেন নি যে সারা জীবন যা তিনি অন্সরণ করতে চেয়েছেন সেই খিন্নটীয় অন্শাসনটাই তাঁকে তাঁর শত্র্দের ক্ষমা করতে ও ভালোবাসতে বলছে: কিন্তু শত্রুকে ভালোবাসা ও ক্ষমার একটা স্থান্ভৃতিতে ব্রুক তাঁর ভরে উঠল। নতজান্ হয়ে বসলেন তিনি, মাথা রাখলেন আলার হাতের ভাঁজে, রাউজের তল থেকে তা প্রিড্রে দিছিল তাঁর কপাল, কাঁদতে লাগলেন শিশ্রে মতো। আলা তাঁর কেশবিরল মাথা জড়িয়ে ধরলেন, তাঁর দিকে সরে এসে দ্প্ত গরে চোখ তুললেন ওপরে।

'দ্যাখো কেমন লোক, আমি তো জানতামই! এবার বিদার, সকলের কাছ থেকে বিদায়!.. ফের এসেছে ওরা, কেন ওরা চলে যাচ্ছে না?.. আহ্, খ্লে নাও না আমার ওভারকোট!'

ভাক্তার তাঁর হাত থসিয়ে সন্তপ্ণে তা রাখলেন বালিশের ওপর, কাঁধ পর্যন্ত ঢেকে দিলেন। বাধোর মতো শ্রেয় রইলেন আল্লা, জনলজনলে চোথে চেয়ে থাকলেন সামনের দিকে।

'শর্ধর একটা কথা মনে রেখো, আমার চাই ক্ষমা, আর কিছর্ই আমার দরকার নেই... ও আসছে না কেন?' দরজায় দ্রন্স্কিকে লক্ষ্য করে আহ্রা বললেন, 'এসো, এসো, করমর্দন করো ওর।'

খাটের কিনারার কাছে এসে দ্রন্স্কি আবার তাঁকে দেখে ফের মুখ ঢাকলেন হাত দিয়ে।

'মাখ খোলো, ওর দিকে চাও। সাধা ও' — আমা বললেন, 'খোলো, মাখ খোলো তো!' রাগত স্বরে বলে উঠলেন তিনি, 'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, ওর হাত সরিয়ে নাও! আমি ওর মাখ দেখতে চাই।'

আলেক্সেই আলেক্সাল্যভিচ হাত সরিরে দিলেন প্রন্সিকর মুখ থেকে যা যন্ত্রণা আর লক্ষায় ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল।

'ওকে হাত দাও। ক্ষমা করো ওকে।'

চোখ থেকে যে জল ঝরছিল তা সম্বরণের চেষ্টা না করে তিনি হাত বাডিয়ে দিলেন।

'জয় ভগবান, জয় ভগবান' — আয়া বললেন, 'এবার সব তৈরি। কেবল পাদ্বটো একটু লম্বা করে দিলে ভালো হয়। হাাঁ, ওইরকম, আহ্ চমংকার। কী র্চিহীন এই ফুলগ্বলো, একেবারেই ভায়োলেটের মতো নয়' — ওয়াল-পেপার দেখিয়ে বললেন তিনি, 'মাগো, মাগো। কখন এ সব চুকবে? মফিয়া দিন আমায়। ভাক্তার! মফিয়া দিন। মাগো, মাগো!'

বিছানায় ছটফট করতে লাগলেন তিনি।

এই ডাক্তার এবং অন্য ডাক্তাররাও বলেছিলেন যে এটা প্রসবের জ্বর, শতকরা নিরানব্বই ক্ষেত্রেই যার পরিণাম মৃত্যু। সারা দিন চলল জ্বর, ভূল-বকা, সংজ্ঞাহীনতা। মাঝ রাতের দিকে রোগিণী পড়ে রইলেন অসাড় হয়ে, নাড়ী প্রায় ছিল না।

প্রতি মুহুতে লোকে প্রতীক্ষা করছিল অন্তিমটার জন্য।

স্ত্রন্দিক বাড়ি চলে গেলেন কিন্তু সকালে ফিরে এলেন খবর নিতে। প্রবেশ-কক্ষে তাঁকে দেখে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন:

'থেকে যান, হয়ত চাইবে আপনাকে' — এবং নিজেই তাঁকে নিয়ে গেলেন স্কীর স্টাড়ি ঘরে।

সকালে ফের শ্রে হল ব্যাকুলতা, উত্তেজনা, চিস্তা ও উন্তির ক্ষিপ্রতা, এবং ফের শেষ হল সংজ্ঞাহীনতায়। তৃতীয় দিনেও তাই চলল, ডাক্তাররা বললেন আশা নাকি আছে। সেদিন স্টাডিতে গেলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, ষেখানে বসে ছিলেন ভ্রন্সিক, দরজা বন্ধ করে বসলেন তাঁর মুখোমুখি।

'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ' — কৈফিয়তের পালা কাছিয়ে আসছে অন্ভব করে ভ্রন্দিক বললেন, 'আমি কথা বলতে পারছি না, কিছু ব্রতেও পারছি না। কৃপা কর্ন আমায়। আপনার যত কন্টই হোক, আমার অবস্থা তার চেয়েও খারাপ।'

উঠতে বাচ্ছিলেন তিনি কিন্তু আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর হাত ধরে বললেন

'অনুরোধ করি, আমার কথাগুলো শুনুন, এর প্ররোজন আছে। আমার মনোভাবগ্রলো আপনাকে ব্রবিষয়ে বলা উচিত, যার দ্বারা আমি চালিত হয়েছি এবং হব যাতে আমার সম্পর্কে আপনার মনে কোনো বিভ্রান্তি না থাকে। আপনি জানেন যে আমি বিবাহবিচ্ছেদ করব বলে স্থির করেছিলাম এবং ব্যাপারটা শুরুও করে দিয়েছিলাম। আপনার কাছে লুকাব না যে শুরু করে দ্বিধায় পড়েছিলাম, কন্ট পাচ্ছিলাম আমি: স্বীকার করছি যে ওর এবং আপনার ওপর প্রতিশোধ নেবার বাসনা আমার পেরে বর্সেছিল। যথন আমি টেলিগ্রাম পাই, তথন আমি এখানে এসেছিলাম একই মনোভাব নিয়ে, বলা উচিত তারও বেশি, মৃত্যু কামনা করেছিলাম ওর। কিন্তু...' চিন্তায় খানিক চুপ করে রইলেন, নিজের মনোভাব ওঁর কাছে প্রকাশ করবেন কি করকে না, 'কিন্ত ওকে দেখার পর আমি ক্ষমা করি। ক্ষমার সূখে আমায় বলে দেয় কী আমার কর্তবা। ক্ষমা করেছি প্ররোপ্রির। অন্য গালটাও পেতে দিতে চাই আমি। কেউ আমার কোট কেডে নিলে কামিঞ্চটাও দিতে চাই তাকে। ভগবানের কাছে আমার শুধু একটাই প্রার্থনা, ক্ষমার সূখ যেন আমার কাছ থেকে নিয়ে না নেন!' চোখে তাঁর জল আর সে চোখের প্রশান্ত দৃষ্টি বিস্মিত করল ভ্রন্স্কিকে। 'এই আমার অবস্থা। আপনি আমার কাদায় ধামসাতে পারেন, সমাজের কাছে একটা হাসির পার করে তুলতে পারেন আমায়, কিন্তু ওকে আমি ত্যাগ করব না, আপনাকেও ভর্ণসনা করব না কখনো' - বলে চললেন উনি, 'আমার কর্তব্য আমার সামনে স্কেপষ্ট: ওর সঙ্গে আমায় থাকতে হবে এবং থাকব। ও যদি আপনাকে দেখতে চায়. আমি জানাব, কিন্তু এখন, আমি মনে করি আপনার বিদার নেওয়া ভালো।'

উঠে দাঁড়ালেন তিনি ফোঁপানিতে বন্ধ হয়ে গেল কথা। দ্রন্দিকও উঠে দাঁড়ালেন এবং ন্য়ে, খাড়া না হয়ে কপালের তল থেকে চাইছিলেন তাঁর দিকে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের অন্ভৃতিটা তিনি ব্রুতে পারছিলেন না। তবে টের পাচ্ছিলেন যে সেটা একটা উচ্চ্ দরের হদয়াবেগ. তাঁর যা দ্বিভিঙ্গি তাতে করে সেটা তাঁর পক্ষে এমনকি অন্ধিগমাই।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে কথাবার্তার পর দ্রন্দিক বেরিয়ে এসে কার্রোননদের ব্যাভর দেউভিতে থেমে চেষ্টা করে স্মরণ করতে চাইলেন কোপায় তিনি, কোপায় যেতে হবে তাঁকে। নিজেকে লন্জিত. অবমানিত. দোষী আর নিজের অবমাননা মুছে ফেলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত বলে বোধ কর্বছিলেন তিনি। যে বাঁধা-বান্তা দিয়ে তিনি এযাবং অমন সগরে আর অনায়াসে এগিয়ে এসেছেন, তা থেকে নিজেকে নিজিপ্ত বলে বোধ হচ্ছিল তার। জীবনের যেসমন্ত অভ্যাস আর নিয়ম তার ভারি দৃঢ়ে বলে মনে হত, হঠাং দেখা গেল সেগালি মিথ্যা আর অপ্রযোজ্য। প্রতারিত যে স্বামীকে তার এতদিন মনে হয়েছিল করুণ একটি জ্বীব, তার সূথের পথে একটা আপতিক এবং খানিকটা হাস্যকর অন্তরায়, হঠাং আমা নিজেই তাকে ডেকে পাঠালেন, তলে দিলেন হীনতাবোধ জাগাবার মতো একটা উচ্চতায়, আর সে উচ্চতায় এ স্বামী মোটেই আন্দোশপরায়ণ নয়, মিথ্যাচারী নয়, হাস্যকর নয়, সহদয়, সহজ, মহিমান্বিত। এটা অনুভব না করে দ্রন্দিক পারলেন না। হঠাং বদলে গেল ভূমিকাদুটো। দ্রন্দিক অনুভব করলেন দ্বামীর উচ্চতা, নিজের হীনতা, তার ন্যায্যতা, নিজের অন্যায়। অনুভব করলেন যে নিজের দ্বংখেও স্বামী মহানুভব আর নিজের প্রতারণায় তিনি নীচ আর তুচ্ছ। কিন্তু যে ব্যক্তিকে তিনি অন্যায়ভাবে অবস্কা করেছেন তার কাছে এই হীনতাবোধ তার শোচনার অলপংশ মাত। নিজেকে তার অবর্ণনীয় অসুখী भत्न २ल এই জन्য या এখন यथन जिनि ब्रुवरलन या जिन्नकारलन स्वना আমাকে হারিয়েছেন, তথন আমার জন্য যে হৃদয়াবেগ নিভে আসছে বলে जांत रेमानीः भटन रार्ताष्ट्रम, मिछा এত প্রবল रास छेठेम या आत कथटना হয় নি। অস্থের সময় তিনি আমার সমস্তটা দেখতে পেয়েছেন, দেখেছেন তাঁর অন্তঃস্থল, আর তাঁর মনে হয়েছে এতদিন পর্যস্ত তিনি ভালোবাসেন নি তাঁকে। এখন, তিনি যখন তাঁকে জানলেন, তখন তাঁর বুকে এমন একটা ভালোবাসা উথলে উঠল যেভাবে তাঁকে ভালোবাসা উচিত: তাঁর কাছে তিনি হীন হয়েছেন, চিরকালের জন্য হারালেন তাঁকে, শুধু নিজের লম্জাকর ্দ্মতি রেখে গেলেন তাঁর মনে। সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার তাঁর সেই হাস্যকর, কলংকজনক দশা যখন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর হাত সরিরে দেন তাঁর লজ্জিত মূখ থেকে। কার্রোননদের বাড়ির দেউড়িতে হতবিহনল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি, ভেবে পাচ্ছিলেন না কী করবেন।
'গাড়ি ডাকব কি?' জিগ্যেস করলে চাপরাশি।
'হাাঁ, গাড়ি।'

তিনটি বিনিদ্র রাত্তির পর ঘরে ফিরে প্রন্দিক পোশাক না ছেড়ে, হাত গ্রিটের মাথার তলে রেখে উপ্ড়ে হরে শ্রের পড়লেন সোফার। মাথা তার ভারি। অতি বিচিত্র সব ছবি, স্মৃতি, চিন্তা অসাধারণ দ্রুততা আর সপদ্টতার অদল-বদল হতে থাকল: এই তিনি রোগিণীর জন্য চামচে ওখ্বধ ঢালতে গিয়ে উপছে ফেললেন, কখনো দেখা গেল ধাত্রীর শাদা হাত, কখনো-বা খাটের কাছে মেঝেতে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বিচিত্র অবস্থান।

'ঘ্ম! বিষমরণ!' মনে মনে বললেন তিনি সমুস্থ লোকের এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে যে ক্লান্ত হয়ে সে বদি ঘ্মাতে চায়, তাহলে তক্ষ্মনি ঘ্মিয়ে পড়বে। আর সতিটে সেই মৃহ্তেই তাঁর মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে যেতে লাগল, বিষ্মরণের অতল গহ্মরে পড়তে থাকলেন তিনি। অচেতন জীবনের সাগরতরঙ্গ বইতে লাগল তাঁর মাথার ওপর দিয়ে, হঠাৎ যেন বিদ্যাৎপ্রবাহের একটা প্রবল আঘাত ছংয়ে গেল তাঁকে, এমনভাবে তিনি চমকে উঠলেন যে সোফার স্প্রিঙের ওপর সারা দেহ তাঁর লাফিয়ে উঠল, দ্ব'হাতে ভর দিয়ে সভয়ে হাঁটু গেড়ে বসলেন তিনি। চোখ তাঁর বিষ্ফারিত, যেন কখনো তিনি ঘ্মান নি। মাথার ভার, অঙ্গপ্রতাঙ্গের শিথলতা যা তিনি এক মিনিট আগেও অনুভব করেছেন, হঠাৎ অন্তর্ধান করল তা।

'আপনি আমায় কাদায় ধামসাতে পারেন' — শ্নলেন তিনি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের গলা, দেখলেন তাঁকে নিজের সামনে, দেখলেন আতপ্ত রিস্তমোচ্ছনাস আর জনলজনলে চোখ নিয়ে আল্লার মন্থ কোমলতা আর ভালোবাসায় তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে নয়, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের দিকে; তাঁর মন্থ থেকে তিনি যখন হাত সরিয়ে দেন, নিজের তথনকার উজব্ক আর হাস্যজনক ম্তিটা, যা তাঁর মনে হচ্ছিল, চোখে পড়ল তাঁর। আবার তিনি পা টান করে আগের ভঙ্গিতে শন্লেন সোফায়, চোখ বন্ধ করলেন।

'ঘ্ম! ঘ্ম!' প্নরাব্ত্তি করতে লাগলেন মনে মনে। কিন্তু চোথ বন্ধ করেও তিনি পরিষ্কার দেখতে পেলেন আমার মুখ, যেমন তাঁকে দেখেছিলেন ঘোড়দৌড়ের আগের দিনটার সন্ধ্যার। 'সেটা আর নেই, সে আর হবে না, আমা এটা মুছে ফেলতে চার স্মৃতি থেকে। অথচ এ ছাড়া আমি বাচতে পারি না। কিভাবে মেলা যায় আমাদের, কিভাবে মেলা যায়?' উনি বললেন সরবেই আর অজান্তে তার প্নরাবৃত্তি করতে থাকলেন। শব্দের এই প্নরাবৃত্তিতে যে নতুন নতুন ছবি ও স্মৃতিগৃত্তি তার মাথার ভিড় করে আসছে বলে তিনি টের পাচ্ছিলেন তা সংযত হচ্ছিল। কিন্তু সংযত হচ্ছিল অলপক্ষণের জনা। অসাধারণ দ্বতায় একের পর এক দেখা দিতে থাকল স্থের সেরা মৃহ্ত্গ্র্লো আর সেইসঙ্গে সাম্প্রতিক হীনতা। আমার স্বর বলছে, 'হাড সরিয়ে নাও'। হাত তিনি সরিয়ে নিচ্ছেন আর টের পাচ্ছেন কী বোকা-বোকা লম্ভিত দেখাচ্ছে তার মুখ।

শুরেই রইলেন তিনি, চেণ্টা করলেন ঘুমাতে যদিও বুঝতে পারছিলেন তার সামান্যতম আশাও নেই, আর নতুন নতুন ছবির উদয় ঠেকাবার জন্য মনে যেকোনো একটা চিন্তার আকস্মিক দ্ব'একটা শব্দ ফিসফিস করতে লাগলেন। কান পেতে থেকে তিনি শ্বনলেন অস্তুত, উন্মাদ একটা ফিসফিসানিতে একই কথার প্রনরাব্তি: কদর করতে পারে নি, কাজে লাগাতে পারে নি; কদর করতে পারে নি, কাজে লাগাতে পারে নি।'

'কী ব্যাপার? নাকি পাগল হয়ে যাচ্ছি আমি?' মনে মনে ভাবলেন তিনি, 'সম্ভবত। কেন লাকে পাগল হয়, কেন গর্লে করে নিজেকে?' নিজেই নিজেকে জবাব দিয়ে চোখ মেলতেই অবাক হয়ে দেখলেন মাথার কাছে দ্রাত্বধ্ ভারিয়ার এদ্রয়ভারি করা নকশি বালিশ। বালিশের ঝালরটা নেড়ে তিনি ভাবতে চেন্টা করলেন ভারিয়ার কথা, কবে তাঁকে তিনি দেখেছেন শেষ বার। কিস্তু দ্রের কোনো ব্যাপার নিয়ে ভাবতে যাওয়া কন্টকর। 'না, ঘুমাতে হবে!' বালিশটা তিনি টেনে এনে মাথায় গর্মজলেন, কিস্তু চোখ বন্ধ রাখার জন্য জাের করতে হচ্ছিল। ধড়মাড়য়ে উঠে বসলেন তিনি। ভাবলেন, 'আমার পক্ষে ওটা চুকে গেছে। ভাবতে হবে কী করা যায়। কী বাকি রইল?' আমার প্রতি তাঁর ভালোবাসা বাদ দিয়ে তাঁর যে জীবন, দ্রতে তার ওপর চোখ ব্রলিয়ে নিলেন তিনি।

'উচ্চাকাৎকা? সেপর্বেশভস্কয়? উচ্চ সমাজ? রাজদরবার?' কোনোটাতেই িচন্তা তাঁর স্থির হতে পারছিল না। এ সবেরই কিছু অর্থ ছিল আগে, কিন্তু এখন নেই। সোফা থেকে উঠলেন তিনি, ফ্রক-কোট খুলে ফেলে বেল্ট খসিয়ে, ভালো করে নিশ্বাস নেবার জন্য রোমশ ব্রক উল্মন্ত করে তিনি পায়চারি করতে লাগলেন কামরার। 'এইভাবেই পাগল হরে বার লোকে' — পন্নরাব্ত্তি করলেন তিনি, 'এইভাবেই নিজেকে গ্রিল করে... বাতে লজ্জা বোধ করতে না হয়' — ধীরে ধীরে যোগ দিলেন।

দরজার কাছে গিয়ে তিনি তা বন্ধ করে দিলেন; তারপর স্থির দ্খিতে তাকিরে দাঁতে দাঁত চেপে তিনি গেলেন টেবিলের কাছে, রিভলবার বার করে সেটাকে চেয়ে দেখলেন, গর্লিভরা রিভলবারটা ফেরালেন নিজের দিকে এবং ভাবতে লাগলেন। রিভলবার হাতে নিশ্চল হয়ে তিনি মাথা নিচু করে একটা তীর মুখভাব নিয়ে চিন্তা করলেন মিনিট দ্রেরক। 'বটেই তো' — নিজেকে বললেন তিনি যেন ব্রক্তি-পরম্পরাগত, দীর্ঘায়ত ও পরিম্কার একটা চিন্তাধারা তাঁকে নিয়ে এসেছে সন্দেহাতীত সিদ্ধান্তে। তাঁর কাছে প্রতায়জনক এই 'বটেই তো'-টা আসলে এই সময়টায় সেই একই যেসব স্মৃতি ও ছবি বারম্বার ভেসে উঠেছে তাঁর মনে, তার প্রনরাব্তির ফল। চিরকালের জন্য হারানো সেই একই স্বেশ্বর্যিত, ভবিষ্যৎ জীবনের অর্থহীনতার সেই একই ধারণা, নিজের হীনতার সেই একই চেতনা। এই সব ধারণা ও অন্ত্রতির পারম্পর্য ও সেই একই।

শ্ব্যুতি ও ভাবনার সেই একই দৃষ্ট চক্রে ফের যথন তাঁর মন ঘ্রছে তৃতীয় বার তথন আবার প্নরাবৃত্তি করলেন তিনি, 'বটেই তো' — এবং ব্রুকের বাঁ দিকে রিভলবার ঠেকিয়ে প্রচণ্ড কম্পমান হাত হঠাং বেন মুঠো করে ঘোড়া টিপলেন। গ্র্নিলর শব্দ তিনি শ্বনতে পান নি, কিন্তু ব্রুকে ভরানক একটা ঘা খেয়ে পড়ে গেলেন তিনি। টেবিলের কিনারটো তিনি ধরতে গিয়েছিলেন, রিভলবারটা খসে পড়ল আর তিনি টলে উঠে বসে পড়লেন মেঝেয়, অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন চারিদিক। নিচু থেকে টেবিলের বাঁকা পায়া, বাজে কাগজের ঝুড়ি, বাঘের চামড়া দেখে নিজের ঘরখানাকে তিনি চিনতে পারছিলেন না। ছবিয়ং-র্ম দিয়ে ছটে আসা চাকরের ক্যাঁককেচে দ্রুত পদশব্দে স্মিক্ত তির। জাের করে ভেবে ভেবে তিনি ব্রুলেন যে তিনি মেঝেয় পড়ে আছেন এবং বাঘের চামড়ায় আর হাতে রক্ত দেখে টের পেলেন যে তিনি গ্রাল করেছেন নিজেকে।

'যাঃ! ফসকে গেছে!' রিভলবারটার জন্য মেঝে হাতড়াতে হাতড়াতে তিনি বললেন। রিভলবার ছিল তাঁর কাছেই, কিন্তু তিনি খ্রেছিলেন আরো দ্রে। খ্রেতে খ্রুতে তিনি অন্য দিকে ঝু'কলেন আর ভারসাম্য রাখতে না পেরে পড়ে গেলেন রক্ত ঝরাতে ঝরাতে। জন্পপিওরালা সভ্যভব্য যে চাকরটি একাধিকবার তার স্নার্দেবিলার অন্বোগ করেছে পরিচিতদের কাছে, মনিবকে মেঝের পড়ে থাকতে দেখে সে এতই ভর পেরে গেল যে রক্ত নিঃসরণের জন্য তাঁকে ফেলে রেখে ছ্টল লোক ডাকতে। এক ঘণ্টা বাদে দ্রাত্বধ্ ভারিয়া এলেন তিনজন ডাক্তার নিয়ে। এ'দের জন্য চতুদিকে লোক পাঠিয়েছিল সে আর এলেন তাঁরা একই সমরে। আহতকে বিছানায় শ্রষ্টের ভারিয়া রইলেন তাঁর সেবায়।

n >> n

স্থার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত হবার সময় আলেক্সেই আলেক সান্দ্রভিচ একটা ভূল করেছিলেন: এমন সম্ভাবনা তিনি ভেবে দেখেন নি যে স্মীর অন্তোপ হবে আন্তরিক: তিনি তাঁকে ক্ষমা করবেন এবং সে মারা যাবে না। মন্কো থেকে ফেরার দুমাস পরে এই ভলটা তার সমস্ত প্রবলতায় প্রকট হয়ে উঠল তাঁর কাছে। কিন্তু ভূলটা তিনি করেছিলেন শুধু এই থেকে নয় যে সম্ভাবনাটা তিনি ভেবে দেখেন নি, এই জনাও যে মুমুষু শ্বীর সঙ্গে সাক্ষাতের এই দিনটার আগে পর্যন্ত নিজের হৃদয়কে তিনি জানতেন না। রুগ্না স্ক্রীর শ্ব্যাপার্ম্বে তিনি জীবনে প্রথম একটা মর্মস্পর্শী সমবেদনার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। পরের কণ্ট দেখলে এই অনুভৃতিটা তাঁর হত আর এটাকে একটা ক্ষতিকর দূর্বেলতা জ্ঞান করে আগে লম্জা হত তার: দ্বীর প্রতি অনুকম্পা, তার মৃত্যকামনা করেছিলেন বলে নিজের অনুশোচনা আর বড়ো কথা, ক্ষমার আনন্দটা থেকেই তিনি হঠাৎ অনুভব করেছিলেন যে তাঁর মর্মায়ন্ত্রণা জ্বড়িয়ে যাবে শুধু নয়, এমন একটা শাস্তিও পেলেন যা আগে কখনো পান নি। হঠাং তিনি অনুভব করলেন, যা ছিল তাঁর ফলুণার উৎস স্বেটাই হয়ে দাঁডাল তাঁর প্রাণানন্দের উৎস. যথন তিনি ধিক্কার দিয়েছেন, ভর্ণসনা করেছেন, ঘূণা করেছেন তখন যেটা মনে হয়েছিল সমাধানহীন, ক্ষমা করা আর ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে উঠল সহজ আব পবিষ্কাব।

• স্থাকৈ ক্ষমা করলেন তিনি, তাঁর কন্ট আর অন্তাপের জন্য মারা হচ্ছিল তাঁর। স্রন্স্কিকে তিনি ক্ষমা করলেন, তাঁর জনাও কন্ট হচ্ছিল, বিশেষ করে যখন তাঁর মরিয়া কাণ্ডটার খবর তাঁর কানে আসে, তার পর

থেকে। আগের চেয়েও ছেলের জন্য তাঁর কণ্ট হচ্ছিল বেশি, তার দিকে বড়ো বেশি কম দ্খি দিয়েছেন বলে এখন নিজেকে ধিকার দিচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু নবজাত খুকিটির জন্য শুধু মায়া নয়, লেহেরও একটা বিশেষ অন্ভুতি হত তার। যে অবলা নবজাত খুকিটি তার মেরে নর, মারের অস্থের সময় যে পরিত্যক্ত হয়, তিনি যদ্ন না নিলে যে সম্ভবত মারাই পড়ত, তার প্রতি কেবল একটা সমবেদনাবশেই প্রথমটা চালিত হয়েছিলেন. তারপর নিজেই খেয়াল করেন নি কেমন করে তাকে ভালোবেসে ফেলেছেন তিনি। দিনে বারকয়েক করে তিনি যেতেন শিশুকক্ষে, অনেকখন ধরে বসে থাকতেন, তাঁর সামনে শুনাদাত্রী ও আয়া প্রথমদিকটা সংকোচ বোধ করলেও পরে অভ্যন্ত হয়ে যায়। কখনো কখনো তিনি আধঘণ্টা ধরে খুকিটির জাফরানী-রাঙা, ফুলোফুলো, কোঁকড়ানো ঘুমস্ত মুখখানা দেখতেন চেয়ে চেয়ে, লক্ষ্য করতেন কিভাবে সে কোঁচকাচ্ছে কপাল, আঙ্কল-গ্নটানো ফুলোফুলো হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে রগডাচ্ছে চোখ আর নাক। বিশেষ করে এই সব মুহুতে তিনি বড়ো একটা প্রশান্তি পেতেন, তুল্ট বোধ করতেন নিজেকে নিয়ে, নিজের অবস্থায় অসাধারণ কিছু, যা বদলানো দরকার এমন কিছুই তিনি দেখতে পেতেন না।

কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, ততই পরিষ্কার করে তিনি দেখতে পেলেন তাঁর কাছে তাঁর অবস্থাটা এখন যতই স্বাভাবিক লাগ্নুক, তাতে টিকে যাওয়া তাঁর সম্ভব হবে না। তিনি অন্ভব করলেন যে তাঁর প্রাণকে চালাচ্ছে যে কল্যাণী আত্মিক শক্তি তা ছাড়াও আছে আরো একটা র্চ, সমান অথবা বেশি আধিপতাকারী শক্তি, যা চালাচ্ছে তাঁর জীবন আর যে নির্পদ্রব প্রশান্তি তিনি চান, এ শক্তিটা তা তাঁকে দেবে না। তিনি অন্ভব করতেন যে সবাই তাঁর দিকে তাকাচ্ছে একটা সপ্রশন বিস্ময় নিয়ে, তারা তাঁকে ব্রুতে পারছে না, কী যেন আশা করছে তাঁর কাছ থেকে। বিশেষ করে স্থান সঙ্গের তাঁর সম্পর্কের অস্থিতিশীলতা ও অস্বাভাবিকতা অন্ভব করছিলেন তিনি।

মৃত্যুর সামিধ্যে আমার মধ্যে যে কোমলতা জেগেছিল, সেটা কেটে যেতে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের নজরে পড়তে লাগল যে আমা ভয় পায় তাঁকে, ক্লিণ্ট বোধ করে, সোজাস্কৃত্তি তাকাতে পারে না তাঁর দিকে। আমা কী যেন একটা তাঁকে বলতে চাইছেন কিন্তু সাহস পাচ্ছেন না, তাঁদের সম্পর্ক যে এইভাবে চলতে পারে না, তিনিও যেন সেটা অনুভব করে

কী বেন আশা করছেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছ থেকে।
আমার নবজাত কন্যারও নাম দেওয়া হয়েছিল আমা। ফেরুয়ারির
শেবের দিকে সে অস্থে পড়ে। সকালে শিশ্বকক্ষে গিয়ে ডাক্তার ডাকার
জন্য লোক পাঠাবার হ্বকুম দিয়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ চলে যান
মন্দ্রীদপ্তরে। নিজের কাজকর্ম সেরে তিনি বাড়ি ফেরেন বেলা তিনটের পর।
প্রবেশ-কক্ষে ঢুকে তিনি জর্ডিদার পোশাক আর ভাল্বেকর চামড়ার কেপ
পরিহিত একটি স্পুরুষ ভূতাকে দেখতে পেলেন, আমেরিকান কুকুরের
শাদা ফারকোট হাতে সে দাঁড়িয়ে আছে।

জিগোস করলেন, 'কে এখানে?'

'প্রিন্সেস এলিজাভেতা ফিওদরোভনা ত্ভেস্কারা' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের মনে হল, জবাবটা সে দিলে হেসে।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ লক্ষ্য করেছিলেন যে দ্বঃসময়ের এই গোটা কালটা উচ্চ সমাজে তাঁর পরিচিতরা, বিশেষ করে মহিলারা তাঁর ও তাঁর স্বারি প্রতি একটা বিশেষ রকমের সহান্তৃতি পোষণ করে এসেছেন। এই পরিচিতদের সবার মধ্যেই তিনি দেখেছেন প্রায় অগোপন কা একটা আনন্দ, ঠিক সেইরকম একটা আনন্দ যা তিনি দেখেছিলেন আডভেতেটের চোখে আর এখন দেখলেন ভ্তাটির চোখেও। সবাই যেন উল্লাসিত, যেন বিয়ে দেওয়া হচ্ছে কারো। দেখা হলে তারা তাঁর স্বার কুশল সংবাদ জিগ্যেস করত এমন একটা প্রলকে যা বড়ো একটা চাপা থাকত না।

প্রিলেসস ত্ভেম্পায়ার সঙ্গে যে স্মৃতি জড়িত এবং সাধারণভাবেই তিনি যে তাঁকে পছন্দ করতেন না, এই উভয় কারণেই তাঁর উপিক্ষ্তিতে অসস্তুষ্ট বােধ করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ সোজা চলে গােলেন শিশ্কক্ষে। প্রথম কক্ষটায় সেরিওজা টেবিলে ব্ক পেতে চেয়ারে পা তুলে দিয়ে কী একটা আঁকছিল আর ফুর্তিতে বকবক করছিল। আয়ার অস্থের সময় ফরাসিনীর বদলে যে ইংরেজ গ্রশিক্ষিকাকে নেওয়া হয়েছিল, সে উল ব্নছিল ছেলেটির কাছে বসে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে দেখে সে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করে সেরিওজার আস্তিনে টান দিলে।

ছেলের চুলে হাত ব্লিয়ে দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, স্ত্রী কেমন আছেন, গৃহশিক্ষিকার এই প্রশেনর জবাব দিয়ে নিজে জিগ্যেস করলেন খুকিটি সম্পর্কে কী বললেন ডাক্টার।

'ডাক্তার বলেছেন, ভয়ের কিছু নেই স্যার, ন্নানের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন ।'

'কিন্তু এখনো তো কণ্ট পাছে' — পাশের ঘরে বাচ্চাটার কান্না শ্নে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন।

'আমার মনে হয় শুন্যদাত্রীটিকে দিয়ে চলবে না স্যার' — দৃঢ়ভাবে বললে ইংরেজ গৃহশিক্ষিকা।

'তা কেন ভাবছেন?' থেমে গিয়ে জিগোস করলেন উনি।

'কাউন্টেস পলের ওথানেও এইরকম হয়েছিল স্যার। শিশ্বটির চিকিৎসা চলল অথচ দেখা গেল সে নেহাৎ উপোসী; স্তুন্যদানীর দুখ ছিল না স্যার।'

ভাবনায় পড়লেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, দুয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে গেলেন অন্য দরজাটার দিকে। খ্রিকটি মাধার উল্টো দিকে ভর দিয়ে শ্রেষ ছিল, আঁকুপাঁকু করছিল শুন্যদাত্রীর কোলে, যে প্রের্ছু শুন তাকে দেওয়া হচ্ছিল তা নিতে চাইছিল না, তার ওপর নুয়ে শুন্যদাত্রী আর আয়া উভয়েই শি-শি শব্দ করে তাকে শাস্ত করার চেন্টা করা সত্ত্বে চিল্লানি থামাচ্ছিল না কিছুতেই।

'এখনো ভালো বোধ করছে না?' জিগ্যেস করলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রাভচ।

'বড়ো অস্থির' — ফিসফিসিয়ে আয়া বললে।

'মিস এডওয়ার্ড বলছেন যে শুনাদান্ত্রীর বৃক্তে হয়ত দৃংধ নেই' — উনি বললেন।

'আমার নিজেরও তাই মনে হয় আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।' 'তাহলে সেটা বলছেন না কেন?'

'কাকে বলব? আহ্না আর্কাদিয়েভনা এখনো অস্কুই' — অসন্তোষের সঙ্গে আয়া বললে।

আয়া বাড়ির প্রেনো দাসী। তার এই সাধাসিধে কথায় আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের মনে হল তাঁর অবস্থার প্রতি একটা ইঙ্গিত রয়েছে যেন।

মেরেটি চে'চাতে লাগল আরো জোরে এবং ভাঙা গলায়। আয়া বিরক্তির ভঙ্গি করে এগিয়ে গেল এবং শুন্যদাত্রীর কাছ থেকে তাকে নিয়ে দোলাতে দোলাতে পায়চারি করতে লাগল।

'শুন্যদাত্রীকে পরীক্ষা করে দেখার জন্যে ডাক্তারকে বলতে হয়' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন।

দেখতে হৃষ্টপ**্ষ্ট এবং সাজগোজ করা স্তন্যদাতী ভয় পেরে গেল যে** তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হবে, আপন মনে বিড়বিড় করে তার বিপ্রেল স্তন ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে যারা তার দৃষ্ণ প্রাচুর্যে সন্দেহ করতে পারে তাদের উদ্দেশ্যে হাসল অবজ্ঞাভরে। সে হাসিতেও আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ দেখলেন তার অবস্থার প্রতি ইক্সিত।

'বেচারা খ্রিক!' পারচারি করতে করতে আয়া তাকে শাস্ত করার অস্ফুট আওয়াজ করতে লাগল।

চেয়ারে বসলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, বিষণ্ণ ধন্ত্রণার্ত মন্থে তাকিয়ে রইলেন সামনে-পিছে পায়চারি করা আয়ার দিকে।

শেষ পর্যন্ত শান্ত হয়ে আসা শিশ্বটিকে যখন তার গভীর শ্যায়ে শৃইয়ে দিয়ে বালিশ ঠিকঠাক করে আয়া সরে গেল, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ উঠলেন এবং কণ্টে পা টিপে টিপে গেলেন তার কাছে। একই রকম বিষয়া মৃথে তিনি মিনিটখানেক চেয়ে দেখলেন শিশ্বটিকে, কিন্তু হঠাৎ তাঁর চুল আর কপালের চামড়া নড়িয়ে দিয়ে একটা হাসি ফুটে উঠল তাঁর মৃথে। একই রকম চপচাপ তিনি বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

ডাইনিং-র্মে গিয়ে তিনি ঘণ্টি দিলেন, চাকর ভেতরে আসতে আবার তাকে যেতে বললেন ডাক্তারের কাছে। স্বানর এই শিশ্বটির জন্য স্ফারর কোনো উদ্বেগ নেই বলে তিনি বিরক্তি বোধ কর্রছিলেন স্ফার উপর আর এই বিরক্তির মেজাজে তাঁর কাছে যাবার ইচ্ছে হচ্ছিল না, প্রিন্সেস বেট্সিকে দেখারও ইচ্ছে ছিল না তাঁর; কিন্তু সচরাচরের মতো যে তাঁর কাছে গেলেন না, এতে স্ফা অবাক হতে পারেন, তাই নিজের ওপর জোর খাটিয়ে তিনি গেলেন শোবার ঘরে। নরম গালিচার ওপর দিয়ে দরজার কাছে গিয়ে তিনি অজ্ঞাতসারে যে কথাবার্তটি শ্বনলেন তা শোনার ইচ্ছে ছিল না তাঁর।

'ও যদি না চলে যেত, আমি আপনার এবং ওরও আপত্তিটা ব্রুত্থতে পারতাম। কিন্তু আপনার স্বামীর থাকা উচিত এর উধের্ন' — বললেন বেট্সি।

'স্বামীর জন্যে নয়, নিজের জন্যে আমি এটা চাই না। ও কথা থাক!' শোনা গেল আলার উত্তেজিত গলা।

'কিস্তু যে লোকটা আপনার জন্যে নিজেকে গ্রাল করল তার কাছ থেকে বিদায় নিতে আপত্তি করতে তো আপনি পারেন না...'

'এই জনোই আমি চাই না।'

ভীত ও দোষী দোষী ভাব নিয়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের ইচ্ছে হয়েছিল অলক্ষ্যে চলে যাবেন। কিন্তু ভেবে দেখলেন সেটা অমর্যাদাকর হবে, তাই আবার ঘুরে এবং কেশে শোবার ঘরের কাছে এলেন। ক-ঠম্বরগাুলো থেমে যেতে তিনি ঢুকলেন ভেতরে।

আমার পরনে ধ্সর ড্রেসিং গাউন, গোল মাথা জ্বড়ে ঘন ব্রুশের
মতো কালো ছাঁটা চুল, বসেছিলেন সোফার। বরাবরের মতো স্বামীকে
দেখা মাত তাঁর সঞ্চাবিত মুখভাব হঠাং মিলিয়ে গেল: মাথা নিচু করে
অস্বস্থিভরে তিনি চাইলেন বেট্সির দিকে। চ্ড়ান্ত রকমের হাল ফ্যাশনের
সাজ বেট্সির, বাতির ওপর ঢাকনার মতো মাথার ওপরে কোথায় যেন ভেসে
আছে টুপিটা, ঘ্যুরঙা গাউনের ওপর তীক্ষা তীর্যক ডোরাগ্বলো এক
প্রান্তে উঠে গেছে রাউজে, অন্য প্রান্তে নেমেছে স্কার্টে, চ্যাণ্টা উচু দেহকাণ্ড
খাড়া রেখে তিনি বসে ছিলেন আম্বার পাশে। মাথা হেলিয়ে তিনি
আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে স্বাগত করলেন ঈষং ঠাটুার হাসি হেসে।

'আরে!' যেন অবাক হয়ে তিনি বললেন, 'বড়োই খ্রিশ হলাম আপনাকে বাড়িতে পেয়ে। কোথাও দর্শন দেন না আপনি, আল্লার অস্থের সময় থেকে আপনাকে আমি দেখি নি। সব শ্নেছি আমি — আপনার যত্নের কথা। সত্যি, আপনি আশ্চর্য স্বামী!' উনি বললেন একটা অর্থপূর্ণ ক্লেহময় ভাব করে যেন স্থাীর সঙ্গে তাঁর আচরণের জন্য মহান্ভবতার অর্ডার অর্পণ করছেন।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ নির্ব্তাপ ভঙ্গিতে মাথা ন্ইয়ে অভিবাদন করলেন, স্থীর হাত চুম্বন করে জিজ্জেস করলেন কেমন আছেন তিনি।

'মনে হয় ভালোর দিকে' — স্বামীর দ্বিট এড়িয়ে আলা বললেন।

'কিন্তু তোমার মুখের রঙটা জ্বরতপ্তের মতো' — উনি বললেন 'জ্বরতপ্ত' শব্দটায় জোর দিয়ে।

'ওঁর সঙ্গে আমি কথা বলেছি বড়ো বেশি' — বেট্সি বললেন, 'ব্রুড়তে পারছি এটা আমার পক্ষে একটা স্বার্থপিরতা, তাই আমি চলি।'

উনি উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু আমা লাল হয়ে তাঁর হাত টেনে ধরলেন।
'না. না, থাকুন দয়া করে। আপনাকে আমার বলা দরকার... না,
আপনাকে' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের দিকে তাকিয়ে বললেন,
গাল আর কপাল তাঁর লালিমায় ঢেকে গোল; 'আপনার কাছ থেকে
আমি কিছুই লুকিয়ে রাখতে চাই না, পারি না' — বললেন তিনি।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ মাথা নিচু করে আঙ্কুল মটকালেন। 'বেট্সি বলছিলেন যে ভাশখন্দে যাবার আগে বিদায় নেবার জন্যে

কাউণ্ট দ্রন্দিক আমাদের এখানে আসতে চান' — স্বামীর দিকে না তাকিরে তাঁর যা বলবার সেটা যত কন্টকরই হোক তাড়াতাড়ি বলে ফেলতে চাইছিলেন তিনি. 'আমি বলেছি যে তাঁকে আমি অভ্যর্থনা করতে পারব না।'

'তুমি যে বললে গো, এটা নির্ভার করছে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের ওপর' — সংশোধন করে দিলেন বেট্সি।

'না, আমি তাঁর সাক্ষাং চাই না আর এটা…' সহসা থেমে গিয়ে সপ্রশন দ্ভিতে তিনি তাকালেন স্বামীর দিকে (আল্লার দিকে তিনি চাইছিলেন না)। 'মোট কথা, আমি চাই না…'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এগিয়ে এসে দ্রীর হাত ধরতে চাইছিলেন।
মোটা মোটা শিরায় ফোলা আর্দ্র হাতথানা যেথানে তাঁর হাত খ্রুতে
চাইছিল প্রথমে সেখান থেকে আন্না হাত সরিয়ে নিয়েছিলেন; কিন্তু বোঝা গেল, নিজের ওপর জোর খাটিয়ে আন্না কর্মার্দন করলেন।

আমার ওপর আপনার আস্থার জনো আমি থ্বই কৃতজ্ঞ, তবে...' আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন বিব্রত হয়ে, সথেদে এইটে অনুভব করে যে তিনি নিজে শা একলা সহজে ও পরিষ্কার রূপে স্থির করতে পারেন, সেটা আলোচনা করতে পারেন না প্রিষ্পেস ত্ভেম্কায়ার সামনে, তাঁর কাছে তিনি সেই রূঢ় শক্তির প্রতিম্তি যা সমাজের সামনে তাঁর জীবনকে পরিচালিত করতে চায়, ব্যাঘাত ঘটায় ভালোবাসা ও ক্ষমায় তাঁর আত্মসমপ্রে। প্রিশ্বেস ত্ভেম্কায়ার দিকে তাকিয়ে তিনি থেমে গেলেন।

'তাহলে চলি, আমার লক্ষ্মীটি' — উঠে দাঁড়িয়ে বেট্সি বললেন। আল্লাকে চুম্ খেয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এগিয়ে দিলেন তাঁকে।

ছোটো ছুরিং-র্মটায় থেমে আরো একবার সজোরে তাঁর করমর্দন করে বেট্সি বললেন, 'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ! সত্যিকারের মহান্ভব লোক বলে আমি আপনাকে জানি। আমি বাইরের লোক, কিন্তু আমাকে আমি ভালোবাসি, শ্রন্ধা করি আপনাকে, তাই পরামর্শ দেবার স্পর্ধা করছি। ওকে গ্রহণ কর্ন। আলেক্সেই শ্রন্সিক সম্মান বোধের প্রতিভূ, তাশখন্দে চলে বাচ্ছে সে।'

'আপনার সহান্ত্তি আর পরামশের জন্যে ধন্যবাদ প্রিম্সেস। কিন্তু কাউকে গ্রহণ করা হবে কি হবে না, সেটা স্থির করবে স্থাী নিজে।'

এটা তিনি বললেন তাঁর অভ্যন্ত মর্যাদার ভাব নিয়ে, ভূর্ব ওপরে তুলে,

কিন্তু তংক্ষণাং মনে হল বে কথাই তিনি বল্বন, তাঁর অবস্থার মর্যাদার কথাই উঠতে পারে না। এটা তিনি ব্রুকেনে তাঁর কথার পরে বেট্সির মৃথে বে সংযত, কুর, উপহাসের হাসি ফুটেছিল তা দেখে।

n eon

হল ঘরে বেট্সিকে অভিবাদন জানিয়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ফিরে এলেন দ্যীর কাছে। আলা শ্রেম ছিলেন, কিস্তু তাঁর পদশব্দ শ্রেন তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন আগের ভঙ্গিতে, ভীত চোখে চাইলেন তাঁর দিকে। দেখতে পেলেন যে আলা কাঁদছিলেন। 'আমার ওপর আছার জন্যে আমি তোমার প্রতি খ্বই কৃতজ্ঞ' — গোবেচারার মতো তিনি প্নরাব্ত্তি করলেন র্শীতে যা বেট্সির সামনে বলেছিলেন ফরাসিতে, বসলেন তাঁর কাছে। যথন তিনি র্শী ভাষায় বলেন এবং তাঁকে সন্বোধন করেন 'তুমি' বলে, তখন এই 'তুমি'টা আলাকে অসহ্য জন্নলাত। 'আর তোমার সিদ্ধান্তের জন্যেও খ্বই কৃতজ্ঞ। আমিও মনে করি, ও যথন চলেই যাচ্ছে, তখন কাউণ্ট দ্রন্দিকর এখানে আসার প্রয়োজন নেই কোন-ও। তবে…'

'আমি যখন বলেছি, তখন কী দরকার তা আবার আওড়ে?' এমন বিরক্তিতে আন্না তাঁকে থামিয়ে দিলেন যা তিনি দমন করে উঠতে পারেন নি। 'প্রয়োজন নেই কোন-ও' — আন্না ভাবলেন, 'যে নারীকে সে ভালোবাসে, যার জনো সে মরণ চেয়েছিল, আত্মহত্যা করতে, যে নারী তাকে ছাড়া বাঁচতে পারে না, তার কাছ থেকে বিদায় নেবার কোন-ও প্রয়োজন নেই।' ঠোঁট চেপে আন্না তাঁর জনলজনলে চোখে তাকালেন তাঁর ফুলো ফুলো শিরায় ভরা হাতের দিকে, যা তিনি এক হাত দিয়ে অন্যটাকে ঘর্ষছিলেন।

'ও নিয়ে আর কোনো কথা নয়' — আহ্না বোগ করলেন খানিকটা শান্ত হয়ে।

'প্রশ্নটার সিদ্ধান্তের ভার আমি তোমায় দিরেছিলাম আর দেখে খ্বই আনন্দ হচ্ছে যে..' আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বলতে শ্রুর করেছিলেন। 'আমার ইচ্ছা আপনার সঙ্গে মিলে গেছে' — কথাটাকে দ্রুত শেষ কবে দিলেন আল্লা এই বিরক্তিতে যে উনি ধীরে ধীরে তাই বলছেন যা তিনি আগেই জানেন কী বলবেন। 'হাাঁ' — সমর্থন করলেন তিনি, 'আর অতি কঠিন পারিবারিক ব্যাপারে নাক গলানো প্রিন্সেস ত্ভেস্কারার পক্ষে একেবারেই অন্তিত। বিশেষ করে উনি…'

'লোকে ওঁর সম্পর্কে যা বলে থাকে, তা কিছুই বিশ্বাস করি না আমি' — ঝট করে বললেন আমা, 'আমি জানি যে উনি আমায় সত্যি করেই ভালোবাসেন।'

দীর্ঘাস ফেলে চুপ করে রইলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। উদ্বিগ্ন হয়ে আমা নাড়াচাড়া করতে লাগলেন তাঁর ড্রেসিং গাউনের গর্নছ, তাঁর দিকে চাইছিলেন শারীরিক বিভৃষ্ণার একটা যন্দ্রণাকর অন্ত্রভিত নিয়ে, যার জন্য নিজেকে তিনি তিরক্কত করলেও সেটা দমন করতে তিনি অক্ষম। এখন তাঁর শ্ব্র্য্ব একটাই কামনা — তাঁর বিরক্তিকর উপস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়া।

'আমি ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছি' — বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'আমি তো সমুস্থ : ডাক্তার আমার কী দরকার ?'

'না, তোমার জন্যে নয়, বাচ্চাটা কাঁদছে। শ্নছি শুনাদাতীর দ্বধ নাকি ক্ষ।'

'যখন এ নিয়ে মিনতি করেছিলাম, তখন কেন খাওয়াতে দাও নি আমার বাক-গে' (আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ব্রুলেন এই 'যাক-গে' কথাটার মানে কী) 'বাচ্চাটাকে মারা হচ্ছে' ঘণ্টি দিয়ে আলা শিশ্রিটকে আনতে বললেন। 'আমি ওকে খাওয়াতে চেয়েছিলাম, দেওয়া হল না। এখন দোষী বলে ধরা হচ্ছে আমাকেই।'

'আমি দোষ ধরছি না...'

'না, ধরছেন! ভগবান! কেন মরলাম না!' ডুকবে কে'দে উঠলেন তিনি, 'মাপ করো আমার, স্নায় আমার বিকল, অন্যায় করেছি' — সংযত হয়ে বললেন তিনি, 'কিস্তু চলে যাও...'

'না, এভাবে চলতে পাবে না' — দ্বীর কাছ থেকে চলে যেতে যেতে ভাবলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

• সমাজের চোখে নিজের অবস্থার অসম্ভাবিতা, তাঁব প্রতি দ্বারীর ঘ্ণা, এবং সাধারণভাবে যে র্ড়, রহস্যময় শক্তি তাঁর আত্মিক প্রবণতা অগ্রাহ্য করে তাঁর জীবন চালাছে, তাঁর কাছ থেকে দাবি করছে আজ্ঞাপালন, দ্বাীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের পরিবর্তন, সেটা আজকের মতো এত স্পদ্টভাবে কখনো প্রতিভাত হয় নি তাঁর কাছে। তিনি পরিক্ষার দেখতে পাছিলেন যে গোটা জগং এবং স্থাঁ তাঁর কাছ থেকে কী যেন দাবি করছে, কিন্তু ঠিক কী সেটা ব্রুতে পারছিলেন না তিনি। টের পাছিলেন যে এর ফলে প্রাণে তাঁর এমন একটা আক্রোণ জেগে উঠছে যা চুরমার করে দিছে তাঁর প্রশান্তি, তাঁর সর্বাকছ্ মহম্ব। তিনি ভেবেছিলেন শুন্স্কির সঙ্গে সম্পর্কছেদ ভালো হবে আল্লার পক্ষে, কিন্তু স্বাই যদি সেটা অসম্ভব বলে গণ্য করে, তাহলে তিনি সে সম্পর্ক নতুন করে অনুমোদনে রাজি, শুন্ব, সন্তানদের কলন্ধিকত না করতে, তাদের না হারাতে, নিজের অবস্থা না বদলাতে পারলেই হল। এটা যতই বিশ্বছিরি হোক, যে বিচ্ছেদে আল্লা একটা নির্পায় অবস্থায় পড়বে এবং তিনি যা ভালোবাসেন তা স্বকিছ্ হারাবেন, তার চেয়ে এটা যতই হোক ভালো। কিন্তু নিজেকে দ্বল বোধ কর্বছিলেন তিনি: আগে থেকেই তাঁর জানা ছিল যে স্বাই তাঁর বিরুদ্ধে, এখন যেটা তাঁর কাছে স্বাভাবিক ও উত্তম মনে হচ্ছে, কেউ সেটা তাঁকে করতে দেবে না, তাঁকে বাধ্য করবে খারাপটা করতে যেটা তাদের মনে হচ্ছে কর্তব্য।

n 25 n

হল ঘর থেকে বেট্সি বের্তে না বের্তেই দরজায় স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে দেখা, এলিসেয়েভ দোকান থেকে তিনি ফিরছেন তাজা শাম্ক কিনে। 'ওহো, প্রিন্সেস! কী আনন্দ হল দেখা পেয়ে!' তিনি বললেন, 'আমি গিয়েছিলাম আপনাদের ওথানে।'

'শ্বধ্ব এক মিনিটের জনো' — দস্তানা পরতে পরতে হেসে বেট্সি বললেন, কেননা আমি চলে যাচ্ছি।

'দস্তানা পরাটা রাখনে প্রিন্সেস, দিন আপনার করচুম্বন করতে। করচুম্বনের মতো প্রেনো আদব-কেতার প্রত্যাবর্তনে আমি বতটা কৃতার্থ তা আর কিছ্বতে নয়।' বেট্সির করচুম্বন করলেন তিনি, 'কখন দেখা হবে?' 'আপনি তার যোগ্য নন' -- হেসে বললেন বেট্সি।

'উ'হ্ন, খ্বই যোগা, কেননা আমি খ্ব গ্রেছমনা লোক হরে উঠেছি। কেননা নিজের ব্যাপার-স্যাপার আমি গ্রিছরে আনছি শ্বে তাই নর, অন্যের পারিবারিক ব্যাপারও' — বললেন তিনি একটা অর্থপর্ণ মুখভাব করে।

'আহ্, খ্বই আনন্দের কথা!' উনি যে আপ্লার কথা বলছেন সেটা তংক্ষণাং অনুমান করে বেট্সি বললেন। হল ঘরে ফিরে এসে তাঁরা দাঁড়ালেন একটা কোণে। অর্থপূর্ণ ফিসফিসানিতে বেট্সি বললেন, 'উনি ওকে মারছেন, মারছেন। এ ভাবা যায় না…'

'আমার খ্বই ভালো লাগছে যে আপনিও তাই ভাবেন' — ম্থে একটা গ্রত্ব মর্মবেদনা নিয়ে মাথা নেড়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'এই জন্যেই আমি এলাম পিটার্সবিদ্বাধি।'

বেট্সি বললেন, 'সারা শহর এই নিয়ে বলাবলি করছে। এ অবস্থা কল্পনীয় নয়। আলা কেবলই চেপে থাকছে। উনি বোঝেন না যে নিজের হৃদয়াবেগ নিয়ে যারা তামাশা করতে পারে না, আলা তাদেরই একজন। দ্'য়ের একটা: হয় উনি ওকে সরিয়ে নিয়ে যান, দ্ঢ়তা দেখান, নয় বিবাহবিচ্ছেদ। নইলে এটা তাকে গ্রুমরে মারছে।'

'ঠিক, ঠিক...' — দীর্ঘাস ফেলে বললেন অব্লোন্দিক, 'সেই জন্যেই আমি এসেছি। মানে ঠিক সেই জন্যেই নয়... আমায় দরবারের ওমরাহ করা হয়েছে, কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় তো। কিন্তু বড়ো কথা, এ ব্যাপারটার বিধিব্যবস্থা করতে হয়।'

'তা ঈশ্বর আপনাকে সাহায্য কর্ন' — বললেন বেট্সি।

প্রিলেসস বেট্সিকে অলিন্দ পর্যস্ত পেণছে দিয়ে, দস্তানার ওপরে যেখানে স্পান্দত হচ্ছিল নাড়ি সেখানে চুম্ খেয়ে আর এমন একটা অশোভন মিছে কথা বলে যাতে বেট্সি ভেবে পাচ্ছিলেন না রাগ করবেন নাকি হাসবেন, স্তেপান আর্কাদিচ গেলেন বোনের কাছে। দেখলেন তাঁর চোখে জল।

যে ফুর্তির মেজাজ নিয়ে শ্রেপান আর্কাদিচ এসেছিলেন, তা সত্ত্বেও তক্ষ্মনি তিনি দরদী অনুবেদনার মতো কাব্যিক একটা স্ক্রে পেণছে গেলেন যা আহার মনোভাবের সঙ্গে মেলে। জিগ্যেস করলেন কেমন সে আছে, কেমন কেটেছে সকালটা।

'খুব, খুবই খারাপ। সারা দিনটা, সকালটাও, যত দিন গেছে, যা আসবে, স্বই' — বললেন তিনি।

'আমার মনে হচ্ছে তুমি বিষাদে গা ভাসাচ্ছ। গা ঝাড়া দিয়ে ওঠা দরকার। জীবনকে দেখা দরকার সোজাস্বলি, সেটা কঠিন, কিন্তু...' 'আমি শ্নেছি মেয়েয়া নাকি লোককৈ ভালোবাসে এমনকি তাদের পাপের জনোও' — হঠাং শ্রু করলেন আলা, 'কিন্তু আমি তাকে দেখতে পারি না তার ধর্মান্মতার জন্যে। আমি থাকতে পারি না ওর সঙ্গে। ব্রে দ্যাখো, ওর চেহারটোই আমার একটা শারীরিক প্রতিক্রিয়া ঘটায়। পাগল করে দেয় আমায়, ওর সঙ্গে থাকতে আমি পারি না, পারি না। কী আমি করব? আমি ছিলাম অস্থী, ভাবতাম এর চেয়ে বেশি অস্থী হওয়া অসম্ভব, কিন্তু যে ভয়াবহ অবস্থায় আমি নিজেকে এখন দেখছি, সেটা কল্পনা করি নি। বিশ্বাস করবে কি, সহদয় চমংকার মান্ব, আমি ওর কড়ে আঙ্বলেরও যোগ্য নই তা জেনেও, আমি তাকে সইতে পারি না। তার মহান্ভবতার জন্যেই আমি ঘ্ণা করি তাকে। আমার কিছ্ই বাকি নেই একটা জিনিস ছাড়া…'

তিনি বলতে চেয়েছিলেন মরণ, কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচ সেটা বলতে দিলেন না।

বললেন, 'তুমি রুগ্ন, উত্তাক্ত। বিশ্বাস করো, তুমি সবকিছা ভয়ংকর বাড়িয়ে বলছ। কিছাই ভয়াবহ নেই এ ব্যাপারে।'

স্ত্রেপান আর্কাদিচ হাসলেন। তাঁর জায়গায় এ রকম নৈরাশ্যজনক ব্যাপারে জড়িত অন্য কেউ হলে হয়ত হাসতে পারত না (হাসিটা মনে হতে পারত নিষ্ঠুর), কিস্তু তাঁর হাসিটায় ছিল এত সহদয়তা, প্রায় নারীস্কলভ কোমলতা যে আয়া আহত বাধ করলেন না, বরং নরম হলেন, শাস্ত বোধ করলেন। তাঁর মৃদ্ব সাম্ভ্রনাদায়ক কথা আর হাসিতে বাদাম তেলেব চেয়েও উপকার হল। অচিরেই আয়া অনুভব করলেন সেটা।

বললেন, 'না স্থিভা, আমার সর্বনাশ হয়েছে, সর্বনাশ হয়েছে! সর্বনাশের চেয়েও বেশি। এখনো সর্বনাশ হয় নি, বলতে পারছি না যে সব শেষ. বরং টের পাচ্ছি যে শেষ হয় নি, আমি যেন টান-টান এক তন্ত্রী, যা শিগগিরই ছি'ড়ে যাবে। কিন্তু এখনো শেষ হয় নি, আর শেষটা ভয়ংকর .'

'ও কিছ্ব নয়, তন্দ্রীটাকে আন্তে আন্তে আলগা করে দিলেই হল, এমন কোনো অবস্থা নেই যা থেকে উদ্ধারের পথ মিলবে না।'

'আমি অনেক ভেবেছি। শা্ধ্য একটা ..'

তাঁর বস্তু দৃদ্টিপাত থেকে তিনি ফের ব্রুবতে পারলেন যে আল্লার মতে এই একটা উপায় হল মৃত্যু। সেটা তিনি তাঁকে বলতে দিলেন না।

বললেন, 'মোটেই না, শোনো বলি, আমি ষেভাবে দেখছি, তুমি তোমার

অবস্থাটা দেখতে পারছ না সেভাবে। আমার খোলাখনিল মত তোমার বলি, শোনো' — ফের তিনি সম্ভর্পণে হাসলেন তাঁর মোলায়েম হাসি, 'গোড়া থেকে শ্রুর করি। তুমি যে লোকটিকে বিয়ে করেছ, সে তোমার চেয়ে বিশ বছরের বড়ো। বিয়ে করেছ না ভালোবেসে, অথবা ভালোবাসার স্বাদ না জেনে। ধরা যাক, এটা ভূল হয়েছিল।'

'সাংঘাতিক ভুল!' বললেন আহা।

'কিন্তু ফের বাল, এটা একটা বাস্তব ঘটনা। তারপর, বলা যাক, নিজের স্বামীকে নর অন্য লোককে ভালোবাসার দন্তাগ্য হয়েছে তোমার। এটা দন্তাগ্য; কিন্তু একটা ঘটে যাওয়া ব্যাপার। তোমার স্বামী এটা মেনে নিয়ে ক্ষমা করেছে।' প্রতিটি বাক্যের পর আন্না আপত্তি করবে এই ভেবে তিনি থামছিলেন, কিন্তু আন্না কিছন্ই বললেন না, 'এই হল ব্যাপার। এখন প্রশ্নটা এই: স্বামীর সঙ্গে তুমি থাকতে পারবে কি? সেটা কি তুমি চাও? ও কি তা চায়?'

'কিছ্ই কিছ্ই জানি না আমি।'

'কিন্তু তুমি নিজেই তো বললে যে ওকে সইতে পারো না।'

'সে কথা আমি বলি নি। আমি তা অস্বীকার করছি। কিছুই আমি জানি না, কিছুই বুঝাছ না।'

'তা বেশ, তবে শোনো...'

'তৃমি ব্ঝতে পারছ না। আমি টের পাচ্ছি যে মৃখ থ্রড়ে পড়ছি কোন এক অতল গহররে, কিন্তু নিজেকে বাঁচানো আমার উচিত নয়। তা আমি পারি না।'

ভাবনা নেই, তোশক বিছিয়ে দিয়ে আমরা তোমায় ধরে ফেলব। আমি ব্রুতে পারছি তোমায়, ব্রুতে পারছি যে তোমার যেটা ইচ্ছে, যেটা অন্তুতি সেটা বলবার মতো জোর তুমি পাচ্ছ না।

'কিছ, ই, কিছ, ই আমি চাই না... শ্বধ্ব সব শেষ হয়ে গেলে বাঁচি।'

'কিন্তু সেটা তো স্বামী দেখতে পাচ্ছে এবং জানে। এতে তোমার চেয়ে তার কন্ট কম হচ্ছে বলে ভাবো কি? তুমিও কন্ট পাচ্ছ, সেও কন্ট পাচ্ছে, এ থেকে কী দাঁড়াতে পারে? অথচ বিবাহবিচ্ছেদ সব জট খ্লে দেবে'— তাঁৱ এই মুখ্য কথাটা বলে ফেলতে কম বেগ পেতে হয় নি স্তেপান আর্কাদিচকে, অর্থপূর্ণ দ্ভিটতে তিনি চাইলেন আল্লার দিকে।

কোনো জবাব দিলেন না আল্লা, শ্বধ্ব নেতিবাচক ভঙ্গিতে নাড়ালেন

চুল-ছাঁটা মাথা। কিন্তু আমার মুখে হঠাৎ অতীত লাবণ্যের উদ্ভাস থেকে তিনি ব্রুতে পারলেন যে আমা এটা চাইছেন না কেবল এই জন্য যে এটা একটা সম্ভাবনাহীন সৌভাগ্য বলে মনে হচ্ছে তাঁর।

'ভয়ানক কণ্ট হচ্ছে তোমাদের জনো। ব্যাপারটা ঠিকঠাক করতে পারলে কাঁ স্ব্থীই না হতাম!' শুেপান আর্কাদিচ বললেন আরো সাহস নিয়ে হেসে, 'কিছ্ব ব'লো না, কিছ্ব না! শ্ব্ধ্ব আমি যেভাবে অন্ভব করছি সেভাবে বলতে যদি আমায় দিতেন ঈশ্বর। আমি যাচ্ছি ওর কাছে।'

চিন্তামগ্ন উল্জ্বল চোখে আল্লা চাইলেন তাঁর দিকে, কিছু বললেন না।

n 22 n

নিজের দপ্তরে কর্তার চেয়ারে বসে যেমন একটা ভারিক্কী ভাব হত, খানিকটা তেমনি ভাব নিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ গেলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের স্টাডিতে। পিঠের পেছনে হাত দিয়ে তিনি পায়চারি কর্মছিলেন ঘরে, তাঁর স্থাীর সঙ্গে স্থেপান আর্কাদিচ যা নিয়ে কথা কয়েছেন, ভাবছিলেন সেই বিষয়েই।

'ব্যাঘাত করলাম না তো?' হঠাং তাঁর কাছে অনভ্যস্ত একটা বিব্রত ভাব নিয়ে জিগোস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ। এই বিব্রত ভাবটা গোপন করার জন্য নতুন ধরনের ঢাকনা দেওয়া সদ্যক্রীত সিগারেট কেসের চামড়া শাকে একটা সিগারেট বার করলেন তিনি।

'না। তোমার দরকার আছে কিছ্র?' অনিচ্ছাসহকারে জবাব দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'হাাঁ, আমি চাইছিলাম... আমার দরকার কিছ্ব... হাাঁ, কিছ্ব কথা বলা আমার দরকার' — নিজের অনভাস্ত সঙ্কোচে নিজেই অবাক হয়ে বললেন শ্রেপান আর্কাদিচ।

অনুভূতিটা এমন অপ্রত্যাশিত আর অন্তৃত যে তাঁর বিশ্বাস হল না এটা তাঁর বিবেকের কণ্ঠশ্বর, সেটা তাঁকে বলছে যে তিনি যা স্থির করেছেন সেটা খারাপ। যে ভারিন্তা তাঁকে পেরে বসেছিল, নিজের ওপর জোর খাটিয়ে সেটার সঙ্গে লড়লেন তিনি।

'আশা করি তুমি বিশ্বাস করো যে বোনকে আমি ভালোবাসি, আর

তোমার প্রতি আমার সাঁত্যকারের আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা আছে' — লাল হয়ে কার্রোননকে বললেন তিনি।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কোনো উত্তর না দিয়ে পায়চারি থামালেন, কিন্তু তাঁর মুখে আত্মবলি মেনে নেবার একটা ভাব অভিভূত করল স্তেপান আর্কাদিচকে।

'আমি চেয়েছিলাম, বোন সম্পর্কে, তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে কিছ্ম বলব ভাবছিলাম' — তথনো তাঁর অনভাস্ত সংকোচের সঙ্গে লড়তে লড়তে বললেন তিনি।

বিষন্ধ একটা বাঁকা হাসি হাসলেন আলেক্সেই আলেক্সাম্প্রভিচ, তাকালেন শ্যালকের দিকে, কোনো কথা না বলে টেবিলের কাছে শ্রুর্ করা একটা চিঠি টেনে নিয়ে দিলেন তাঁকে।

'আমিও অবিরত সেই কথাই ভাবছি। এইটে আমি লিখতে শ্রুর্ করেছিলাম এই কথা ভেবে যে বলবার যা, সেটা লিখে বলাই ভালো, আমার উপস্থিতি ওকে উত্তাক্ত করে'— এই বলে তিনি দিলেন চিঠিটা।

চিঠিটা নিয়ে তাঁর প্রতি নিবদ্ধ নিম্প্রভ চোথের দিকে হতবৃদ্ধি বিদ্ময়ে তাকিয়ে পড়তে শ্রুর্ করলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার উপস্থিতি আপনার কাছে পীড়াদায়ক। সেটা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে যত কন্টকরই হোক, ব্যাপারটা তা-ই, অন্য কিছু হতে পারবে না। আপনাকে কোনো দোষ দিচ্ছি না আমি, ঈশ্বর সাক্ষী যে আপনাকে রুগ্ন দেখে আমি সর্বাস্তঃকরণে স্থির করেছিলাম আমাদের মধ্যে যা ঘটেছিল তা ভুলে গিয়ে নতুন জীবন শ্রু করব। যা আমি করেছি তার জন্য আক্ষেপ আমি করিছি না, করবও না কখনও: শ্র্ব একটাই আমার কামনা ছিল — আপনার কল্যাণ, আপনার অন্তরের কল্যাণ, এখন দেখছি সেটা সম্ভব হয় নি। আপনি নিজেই বলুন কিসে আপনার সত্যিকারের স্থা, চিত্তের প্রশান্তি লাভ হতে পারে। আমি আপনার অভিলাষ, আপনার ন্যায়বোধের কাছে প্রুরোপ্র রি আত্মসমর্পণ করিছ।'

স্ত্রেপান আর্কাদিচ চিঠিটা ফেরত দিয়ে একই রকম হতব্দিরতায় তাকিয়ে রইলেন জামাতার দিকে, ভেবে পাচ্ছিলেন কী বলবেন। এই নীরবতা উভ্যুের পক্ষেই এত অস্বস্থিকর হয়েছিল যে কারেনিনের দিক থেকে চোখ না সরিয়ে স্ত্রেপান আর্কাদিচ যখন চুপ করে ছিলেন, তখন ঠোঁট তাঁর কাঁপছিল রুগ্রের মতো।

'ওকে আমি এই বলতে চেয়েছিলাম' — মুখ ফিরিরে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'হ', হ',...' — কামায় গলার মধ্যে একটা দলা পাকিয়ে ওঠায় কোনো উত্তর দিতে পারলেন না ত্তেপান আর্কাদিচ। অবশেষে বললেন, 'হাাঁ, ব্রুকতে পারছি আপুনাকে।'

'কী সে চায় সেটা জানতে চাই আমি' — বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'আমার আশংকা, নিজের অবস্থাটা সে নিজেই ব্রুবতে পারছে না। বিচারক সে নয়' — স্কৃষ্টির হয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'অবদ্মিত সে, তোমার মহান্ভবতায় সে অবদ্মিতই। এ চিঠি যদি সে পড়ে, কিছ্ বলার শক্তি থাকবে না তার, শৃধু আরো নীচে মাথা নত করবে।'

'তাহলে কী করা যায় এ অবস্থায়? কিভাবে ব্ঝিয়ে বলি... কী করে জানা যায় তার ইচ্ছে?'

'আমার অভিমত জানতে বিদ আপত্তি না থাকে, তাহলে বলব যে আমি মনে করি, এ অবস্থাটা চুকিয়ে দেবার জন্যে যা যা ব্যবস্থা প্রয়োজন বলে তুমি মনে করো, সেটা সোজাস্মজি বলা নির্ভর করছে তোমার ওপরেই।'

'তার মানে তোমার ধারণা যে অবস্থাটা চুকিয়ে দেরা দরকার' — তাঁর কথার বাধা দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'কিস্তু কিভাবে?' চোথের সামনে হাতের একটা অনভাস্ত ভিঙ্গ করে যোগ দিলেন তিনি, 'উদ্ধারের কোনো উপায় দেখছি না।'

'ষেকোনো অবস্থা থেকেই উদ্ধারের উপার থাকে' — উঠে দাঁড়িয়ে চাঙ্গা হরে বললেন স্থেপান আর্কাদিচ, 'একসময় তুমি স্বকিছ্ চুলোয় দিতে চেয়েছিলে... এখন যদি তোমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে পরস্পরের সৃত্থ সম্ভব নয়...'

'স্থ কথাটা বোঝা চলে নানাভাবে। কিন্তু ধরা যাক আমি সবকিছ্তে রাজ্ঞী, নিজে কিছ্ চাই না। আমাদের অবস্থা থেকে উদ্ধারের উপায়টা সেক্ষেত্রে কী হবে?'

'যদি আমার মত জানতে চাও' — স্তেপান আর্কাদিচ বললেন সেই ডিজিয়ে দেওয়া মোলায়েম হাসি নিয়ে, যে হাসিতে কথা বলেছিলেন আমার সঙ্গে। সহদয় হাসিটা এতই প্রতায়জনক যে নিজের দ্বর্বলতা অন্ভব করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ অজ্ঞাতসারে তাতে আত্মসমর্পণ করলেন, স্তেপান আর্কাদিচ যা বলবেন তাতে বিশ্বাস করতে তৈরি হয়ে গোলেন তিনি।
'এটা সে বলবে না কখনো। কিন্তু শ্ব্যু একটা জিনিসই সম্ভব, একটা
জিনিসই সে চাইতে পারে' — বলে গেলেন শুেপান আর্কাদিচ, 'এটা হল সম্পর্ক এবং তার সঙ্গে জড়িত সমস্ত স্মৃতির অবসান। আমার মতে, তোমাদের অবস্থায় নতুন সম্পর্কের বোঝাব্রিঝ হওয়া দরকার। সে সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব কেবল উভয় পক্ষের স্বাধীনতায়।'

'বিবাহবিচ্ছেদ' — বিভ্ঞায় বাধা দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।
'হাাঁ, আমি মনে করি, বিবাহবিচ্ছেদ। হাাঁ, বিবাহবিচ্ছেদ' — লাল হয়ে
প্নরাব্তি করলেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'য়ে দ্বামী-দ্বাী তোমাদের মতো
অবস্থায় পড়েছে, তাদের পক্ষে সব দিক দিয়ে এটাই সর্বোত্তম উপায়। কী
করা যাবে যদি দ্বামী-দ্বাী দেখে যে একত্রে জীবনযাপন সম্ভব নয়? সেটা
তো ঘটতে পারে সর্বদাই।' আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ দীর্ঘশ্বাস ফেলে
চোথ ব্র্জলেন, 'এক্ষেত্রে শ্র্ধ্ একটা কথা ভাবার আছে, দ্বামী-দ্বাীর কেউ
একজন অন্য কাউকে বিবাহ করতে চায় কিনা। যদি না চায়, তাহলে ব্যাপারটা
খ্বই সহজ' — সংকোচ ক্রমেই কাটিয়ে উঠতে উঠতে বললেন স্তেপান
আর্কাদিচ।

ব্যাকুলতায় মুখ কুণ্চকে নিজের মনে কী বিড়বিড় করলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, কোনো উত্তর দিলেন না। শ্রেপান আর্কাদিচের কাছে যেটা খুবই সহজ মনে হয়েছে, তা নিয়ে হাজার হাজার বার ভেবেছেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। আর এটা তাঁর মনে হয়েছিল শুখু খুব সহজ নয়, একেবারে অসম্ভব। বিবাহবিচ্ছেদের খুটিনাটি ব্যাপারগ্রলো এখন তাঁর জানা থাকায় সেটা তাঁর কাছে অসম্ভব মনে হচ্ছিল, কারণ নিজের আত্মমর্যাদা আর ধর্মবাধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ তিনি নিজের কাঁধে নিতে পারেন না, আর যে স্ফীকে তিনি ক্ষমা করেছেন, ভালোবাসেন, তাঁকে লোকসমক্ষে অনাব্ত করে দেখানো, কলিঙ্কত করা তো আরো কম অনুমোদনীয়। বিবাহবিচ্ছেদ অসম্ভব ঠেকেছিল আরো অন্যান্য গ্রের্তর কারণেও।

বিবাহবিচ্ছেদ ঘটলে কী হবে ছেলের? মায়ের কাছে তাকে রেখে দেওয়া চলে না। বিয়ে-ভাঙা মায়ের থাকবে নিজস্ব অবৈধ সংসার, সেখানে ছেলের অবস্থা এবং লালনপালন নিশ্চয়ই হবে খারাপ। নিজের কাছে তাকে রাখবেন কি? উনি জানতেন যে সেটা হবে তাঁর পক্ষ থেকে একটা প্রতিহিংসা, এটা

তিনি চাইছিলেন না। তা ছাড়া বিবাহবিচ্ছেদ আলেক্সেই আলেক্সান্দ্ভিচের কাছে সবচেয়ে অসম্ভব মনে হচ্ছিল, কারণ এতে সার দিয়ে তিনি আমাকে মারবেন। মস্কোর দারিয়া আলেক সান্দ্রভনার এই কথাটা তাঁর মনে বি'ধে हिन य विवादिवत्हरमत जिम्नास नित्र जिनि मृथ् नित्सत्र कथारे ভावह्न. ভাবছেন না বে এতে করে আল্লাকে তিনি ঠেলে দিচ্ছেন অমোঘ ধরংসে। নিজের ক্ষমা, সন্তানদের প্রতি তাঁর লেহের সঙ্গে এই কথাগুলি মিলিয়ে এখন তিনি নিজের মতো তার একটা অর্থ খাজে পেয়েছেন। বিবাহবিচ্ছেদে রাজী হওয়া, আমাকে মৃত্তি দেওয়ার অর্থ, তাঁর ধারণায়, জীবনের শেষ অবলম্বন, যে সম্ভানদের তিনি ভালোবাসেন তাদের হারানো, আর সাধ্যতার পথে আসার শেষ আশ্রয়স্থল কেড়ে নিয়ে আল্লাকে ধরংসে পাঠানো। আল্লা যদি হন বিবাহবিচ্ছিল্ল নারী, তাহলে উনি জানতেন যে তিনি মিলিত হবেন দ্রন্দিরর সঙ্গে আর এ মিলন হবে অবৈধ, পাতক, কেননা গির্জার অনুশাসনে স্বামী জীবিত থাকতে দ্বিতীয় বিবাহ হতে পারে না। 'আন্না মিলিত হবে ওর সঙ্গে আর বছর দুই বাদে হয় সে-ই তাকে ত্যাগ করবে, নয় আনা নিজেই নতুন একটা সম্পর্ক পাতাবে' - ভেবেছিলেন তিনি, 'আর অবৈধ বিবাহবিচ্ছেদে রাজী হয়ে আমি তার ধ্বংসের জন্যে অপরাধী হব।' শতেক বার তিনি এ নিয়ে ভেবেছেন এবং একেবারে নিশ্চিত হয়েছেন যে শ্যালক যা বলেছেন বিবাহবিচ্ছেদটা মোটেই তেমন সহজ শুধু নয়, বরং একেবারে অসম্ভব। স্তেপান আর্কাদিচের একটা কথাতেও তাঁর বিশ্বাস ছিল না. প্রতিটি কথাতেই তাঁর আপত্তি ছিল হাজারখানেক, কিন্তু কথাগুলো তিনি শুনলেন এইটে অনুভব করে যে পরাক্রান্ত রুঢ় যে শক্তিটা তাঁর জীবনকে চালাচ্ছে, यात रेष्णा भामन कतराज राज रात जाँक. स्मरे मोल्डरे প্রতিফালত राष्ट्र जाँत কথায়।

'শ্বধ্ব কিভাবে, কী শতে তুমি বিবাহবিচ্ছেদে সম্মত হবে, সেই হল প্রমন। কিছবুই সে চায় না, তোমায় অন্বরোধ করার সাহস তার নেই, সবই সে ছেড়ে দিয়েছে তোমার মহান্তবতার ওপর।'

'ভগবান! ভগবান! কিসের জন্যে?' বিবাহবিচ্ছেদের যে আইনকান্নে স্বামী দোষটা নিজের ঘাড়ে নেয় তা স্মরণ করে এবং দ্রন্স্কি যেভাবে মুখ ঢেকেছিলেন, লঙ্কায় সেই ভঙ্গিতে হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে মনে মনে ককিয়ে উঠলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'তুমি উতলা হয়ে আছ ব্ৰুতে পারছি। কিন্তু যদি ভেবে দ্যাখো...'

'ডান গালে চপেটাঘাত খেলে বাঁ গাল পেতে দিও, যে তোমার কাফতান নিয়েছে, তাকে কামিজটাও দিয়ে দাও' — মনে মনে ভাবলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'হাাঁ, হাাঁ' — উনি চে°চিয়ে উঠলেন তাঁর খে°কী গলায়, 'নিজেই আমি কলংক নেব, ছেলেকে পর্যস্ত দিয়ে দেব, কিন্তু... এ সব বাদ দিলে হয় না? তবে যা চাও, করো...'

ঘ্রে গিয়ে তিনি বসলেন জানলার কাছে একটা চেয়ারে যাতে শ্যালক তাঁর মুখ না দেখতে পান। তাঁর তিক্ত লাগছিল, লজ্জা পাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু এই তিক্ততা আর লজ্জার সঙ্গে সঙ্গে নিজের নতির মহত্তে একটা আনন্দ আর কোমলতাও তিনি বোধ করছিলেন।

স্তেপান আর্কাদিচ বিচলিত হয়েছিলেন। চুপ করে রইলেন তিনি।

'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, বিশ্বাস করো আমার, আল্লা তোমার মহান্ভবতার কদর করবে' — তিনি বললেন, 'তবে বোঝা যাচ্ছে এটা ঈশ্বরেরই অভিপ্রায়' — যোগ করলেন তিনি আর কথাটা বলেই টের পেলেন ওটা বোকামি হয়েছে, নিজের বোকামিতে হাসি চাপতে পারলেন কণ্টে। আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ কিছু, একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলেন.

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্ৰভিচ কিছ্ব একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলেন. কিস্তু বাধা দিলে অশ্র।

'এ এক সর্বনাশা দর্ভাগা, সেটা মেনে নিতে হবে। বাস্তব ঘটনা বলে এ দর্ভাগাকে আমি মেনে নিচ্ছি এবং চেণ্টা করছি ওকে আর তোমাকে সাহায্য করতে' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

জামাতার ঘর থেকে তিনি যখন বেরিয়ে আসেন তখন কণ্ট হচ্ছিল ওঁর জন্য, কিন্তু কাজটা সাফল্যের সঙ্গে করা গেছে বলে তুণ্টি লাভে তাতে তাঁর অস্ববিধা হয় নি, কেননা তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর কথা ফিরিয়ে নেবেন না। এই তুণ্টির সঙ্গে মিশেছিল তাঁর মনে উদিত আরো একটা চিন্তা, যথা: এই ব্যাপারটা চুকে গেলে তিনি দ্বী ও ঘনিষ্ঠাদের এই প্রশ্ন করবেন: 'আমার সঙ্গে সম্লাটের কী তফাং? সম্লাট বিবাহবিচ্ছেদ করে দৈন, কিন্তু তাতে কারো উপকার হয় না, আর আমি যে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটালাম তাতে তিন জনেই দ্বান্ত পেল... কিংবা: আমার আর সম্লাটের মধ্যে মিল কিসে? যখন... যাক গে, ভালো কিছ্ব একটা ভেবে দেখা যাবে' — হেসে নিজেকে বললেন তিনি।

দ্রন্দিকর ক্ষওটা ছিল বিপঞ্জনক যদিও হংপিণ্ডকে তা স্পর্শ করে নি। কয়েক দিন তিনি ছিলেন জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে। বখন তিনি প্রথম কথা বলার মতো অবস্থায় আসেন, ঘরে ছিলেন শ্ব্র দ্রাত্বধ্ ভারিয়া।

তাঁর দিকে কঠোর দ্ভিটতে চেয়ে তিনি বলেন, 'ভারিয়া! নিজেকে আমি গ্রিল করে ফেলেছিলাম আচমকা। আর দয়া করে এ নিয়ে কখনো কোনো কথা ব'লো না, সবাইকেও তাই বলবে। বড়ো বোকামি হয়েছে!'

তাঁর কথার জবাব না দিয়ে ভারিয়া তাঁর ওপর ঝ্কে পড়ে আনন্দের হাসি নিয়ে তাকালেন তাঁর মুখের দিকে। চোখদ্টো উল্জ্বল, জ্বরতপ্ত নয়, কিন্তু দ্ণিটটা কঠোর।

'যাক বাবা!' ভারিয়া বললেন, 'ব্যথা করছে না?'

'এখানে সামান্য ব্যথা আছে' — ব্ৰুকটা দেখালেন তিনি।

'তাহলে দাও, নতুন করে ব্যান্ডেজ করে দিই।'

ভারিয়া যতক্ষণ ব্যাশ্ডেজ করছিলেন, দ্রন্স্পি তাঁর প্রশস্ত চিব্রুক চেপে নীরবে তাকিয়ে ছিলেন তাঁর দিকে। ব্যাশ্ডেজ শেষ হলে উনি বললেন:

'আমি ভূল বকছি না: দয়া করে এইটে করো যাতে আমি ইচ্ছে করে নিজেকে গুলি করেছি এমন কথাবার্তা যেন না হয়।'

'কেউ সে সব বলবে না। শৃধ্য আশা করি আর আচমকা গালি করে বসবে না তুমি' — ভারিয়া বললেন একটা জিজ্ঞাস্য হাসি হেসে।

'না করারই কথা, তবে ভালো হত...'

বিষয় হাসলেন তিনি।

এই কথা এবং ভারিয়া যে হাসিতে ভর পেয়েছিলেন তা সত্ত্বেও প্রদাহ যখন কেটে গেল আর তিনি আরোগ্য লাভ করতে লাগলেন, তখন তিনি অনুভব করছিলেন যে তিনি তার দুঃখের একাংশ থেকে একেবারে মৃক্ত। যে লজ্জা আর হীনতা তিনি আগে বোধ করছিলেন, এই কাণ্ডটা করে তা বেন তিনি ধুয়ে-মুছে ফেলেছেন। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ সম্পর্কে এখন তিনি ভাবতে পারেন শাস্তাচিত্তে। তার সমস্ত মহানুভবতা তিনি স্বীকার করলেন, নিজেকে আর হীন বোধ হচ্ছিল না। এটা ছাড়াও প্নরার তিনি ফিরতে পারলেন প্রতিন জীবনধারায়। অসংকোচে লোকের চোখে চোখে

তাকানো ষে সম্ভব সেটা দেখতে পেলেন তিনি, নিজের অভ্যাস অনুসারে দিন কাটাতে পারেন। যে একটা ভার তিনি বৃক থেকে নামাতে পারছিলেন না, সেটা হল এই যে অনুভূতিটা দমন করার সংগ্রাম না থামালেও প্রায় হতাশার সীমানায় পেশছনো এই আক্ষেপটা তাঁকে রেহাই দিচ্ছিল না যে আমাকে তিনি হারিয়েছেন। স্বামীর কাছে নিজের অপরাধের প্রায়শিচন্ত করার পর এখন আমাকে যে ছেড়ে যেতে হবে, অনুতপ্ত আমা আর তাঁর স্বামীর মাঝখানে আর কখনো যে তাঁর দাঁড়ানো চলবে না, এই সিদ্ধান্তটা তিনি দৃঢ় করে নির্মেছিলেন মনে মনে; কিন্তু আমার ভালোবাসা হারাবার আক্ষেপ তিনি দ্র করতে পারছিলেন না প্রাণের ভেতর থেকে, তাঁর সঙ্গে স্থের যে মৃহ্তুর্তগর্নলি তাঁর কেটেছে, তখন যার কদর তিনি করেছেন কম আর এখন যা তাদের সমস্ত মাধ্যে নিয়ে হানা দিচ্ছে তাঁকে, তা মৃছে ফেলতে পারছিলেন না স্মৃতি থেকে।

সেপর্থোভস্কর তাশখনে তাঁর একটা কাজের ব্যবস্থা করেন আর দ্রন্স্কি বিন্দর্মাত্র দ্বিধা না করে রাজি হয়ে যান। কিন্তু যাত্রার সময় যত কাছিয়ে আসতে লাগল, ততই যে আত্মত্যাগ তিনি উচিত বলে গণ্য করেছিলেন সেটা দঃসহ হয়ে উঠল তাঁর কাছে।

ক্ষত তাঁর সেরে গেল, তাশখন্দে যাবার তোড়জোড়ের জন্য তিনি বাইরে বেরুতে লাগলেন।

'শৃধ্ একবার তাকে দেখে তারপর গোর নেওয়া যায়, মরা যায়' — ভাবছিলেন তিনি। বিদায় নিতে গিয়ে বেট্সিকে সে কথা তিনি বলেন। তারই দ্তী হয়ে বেট্সি আন্নার কাছে গিয়েছিলেন এবং নেতিবাচক উত্তর এনে দেন তাঁকে।

খবরটা পেয়ে দ্রন্দিক ভাবলেন, 'এই বরং ভালো। ওটা দ্বর্বলতা, আমার শেষ শক্তিও ফুরিয়ে যেত তাতে।'

পরের দিন বেট্সি নিজেই এলেন তাঁর কাছে এবং বললেন যে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বিবাহবিচ্ছেদে রাজি, এই খবর তিনি পেয়েছেন অব্লোন্স্কির কাছ থেকে, স্তরাং দ্রন্স্কি দেখা করতে পারেন তাঁর সঙ্গে।

দবেট্সিকে বিদায় দেবার জন্যও তর সইল না, নিজের সমস্ত সিদ্ধান্ত ভূলে গিয়ে, কখন দেখা করা যায়, স্বামী কোথায় এ স্বিকছ্ই জিল্পাসা না করে দ্রন্স্কি তংক্ষণাং রওনা দিলেন কারেনিনদের ওখানে। কাউকে এবং কোনো কিছ্র প্রতি দ্থিপাত না করে ছ্রটে উঠলেন সিণ্ড দিয়ে, দ্রত পদক্ষেপে, প্রায় ছ্রটে টুকলেন আমার ঘরে। ঘরে কেউ আছে কি নেই, সে কথা না ভেবে, না লক্ষ্য করে আলিক্ষন করলেন আমাকে, চুমোয় চুমোয় ভরে দিলেন তাঁর মুখ, বাহু, গণ্ড।

আমা তৈরি হয়ে ছিলেন এই সাক্ষাংটার জন্য, ভেবেও রেখেছিলেন কী বলবেন, কিন্তু এর ফলে কিছ্ই বলে উঠতে পারলেন না: দ্রন্ স্কির প্রেমাবেগ আচ্ছম করল তাঁকেও। ওঁকে, নিজেকে শান্ত করতে চাইছিলেন আমা, কিন্তু ততক্ষণে বড়ো দেরি হয়ে গেছে। দ্রন্ স্কির আবেগ সন্ধারিত হল তাঁর মধ্যে। ঠোঁট তাঁর এমন থরথর করছিল যে বহুক্ষণ বলতে পারলেন না কিছ্ই।

'হাাঁ, তুমি জিনে নিয়েছ আমায়, আমি তোমার' — নিজের বৃকে প্রন্দিকর হাত চেপে ধরে আলা বললেন অবশেষে।

দ্রন স্কি বললেন, 'তাই হওয়া উচিত! যতক্ষণ আমরা বেংচে আছি, এই-ই হতে হবে। এখন আমি সেটা জেনেছি।'

'তা ঠিক' — ক্রমাগত বিবর্ণ হয়ে দ্রন্স্কির মাথা জড়িয়ে ধরে আন্না বললেন, 'তাহলেও যা সব ঘটে গেল, তার পরে এর মধ্যে কী একটা যেন আছে ভয়াবহ।'

'সব কেটে যাবে, সব কেটে যাবে, অতি স্থী হব আমরা! এর মধ্যে ভয়াবহ কিছু একটা আছে বলেই ভালোবাসা আমাদের আরো প্রবল হবে, যদি আরো প্রবল হওয়া সম্ভব হয়' — মাথা তুলে হাসিতে নিজের সবল দাঁত বিকশিত করে বললেন তিনি।

আর হাসিতে জবাব না দিয়ে আলা পারলেন না — সেটা দ্রন্স্কির কথার উদ্দেশে নয়, তাঁর প্রেমাকুল চোখের উদ্দেশে। আলা তাঁর হাত নিয়ে নিজের ঠাণ্ডা গাল আর ছাঁটা চুলে ব্লাতে লাগলেন।

'তোমার এই ছাঁটা চুলে তোমায় চেনাই দায়। খ্ব স্কুদর দেখাচ্ছে তোমায়। যেন খোকা। কিন্তু কী ফ্যাকাশে হয়ে গেছ।'

'হাাঁ, ভারি দর্বল' — হেসে বললেন আহ্না, ঠোঁট তাঁর আবার কাঁপতে থাকল।

'আমরা যাব ইতালিতে, ভালো হয়ে উঠবে তুমি' — দ্রন্দিক বললেন। 'সতিটে কি এটা সম্ভব যে আমরা হব স্বামী-স্থা, তোমার সঙ্গে থাকব একলা, নিজেদের পরিবার নিয়ে?' আহা বললেন দ্রন্দিকর চোখের দিকে কাছ থেকে চেয়ে। 'আমার কেবল ভেবে অবাক লাগে ব্যাপারটা কখনো অন্য কিছ্ হতে পারত কেমন করে।'

'স্থিভা বলছে উনি স্বকিছ্বতে রাজি, কিন্তু ওঁর মহান্তবতা আমি গ্রহণ করতে পারি না' — স্তন্স্কির ম্ব এড়িয়ে চিন্তিতভাবে বললেন আমা, 'বিবাহবিচ্ছেদ আমি চাই না, এখন আর কিছ্বতেই এসে যায় না আমার। শ্ব্র জানি না সেরিওজা সম্পর্কে কী স্থির কর্বেন উনি।'

শুন্স্পি কিছ্তেই ব্রুতে পারলেন না মিলনের এই মুহ্তে উনি ছেলের কথা, বিবাহবিচ্ছেদের কথা ভাবতে পারলেন, স্মরণ করতে পারলেন কী করে? এতে কি এসে যায় কিছ্

'ও কথা তুলো না, ও সব ভেবো না' - - দ্রন্ স্কি বললেন আম্লার হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে, নিজের দিকে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেন; তাহলেও আম্লা তাকাচ্ছিলেন না তাঁর দিকে।

'আহ্, কেন যে আমি মবলাম না, সেটাই ভালো হত' - আন্না বললেন এবং নিঃশব্দ কান্নায় অশ্র, ঝরতে লাগল দুই গাল বেয়ে; কিন্তু দ্রন্দিকর মনে ব্যথা না দেবার জন্য চেন্টা করলেন হাসতে।

দ্রন্দিকর আগের ধারণায় তাশখন্দের প্রশংসাহ ও বিপঞ্জনক চাকরিটা প্রত্যাখ্যান করা হত একটা লঙ্জাকর ও অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু এখন বিন্দুমার না ভেবে তিনি সেটা প্রত্যাখ্যান করলেন আর তাঁর আচরণে ওপরওয়ালাদের অননুমোদন লক্ষ্য করে তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিলেন চাকরি।

এক মাস বাদে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ নিজের বাডিতে একা রইলেন ছেলেকে নিয়ে আর আলা বিবাহবিচ্ছেদ না করে, তাতে দঢ় আপত্তি জানিয়ে বিদেশে চলে গেলেন ভ্রন্স্কির সঙ্গে।